আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

সূচীপত্র

মহাভারতম্

সভাপর্ব

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সভাক্রিয়াপর্ব্ব	
১।	ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে ময়াসুর কর্তৃক সভাভবনের স্থান নির্ণয়। ...	৯৫৭
২।	শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা। ...	৯৬০
৩।	ময়দানব কর্তৃক ভীমার্জুনকে গদা ও শঙ্খ প্রদান এবং ময়াসুরের সুন্দর সভা নির্ম্মাণ। ...	৯৬৩
৪।	ময় দ্বারা নির্ম্মিত সভাভবনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ এবং সভায় অবস্থিত মহর্ষিগণ ও রাজগণের বর্ণনা। ...	৯৬৭
	লোকপালসভাখ্যানপর্ব্ব	
৫।	যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন এবং প্রশ্নচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষাদান। ...	৯৭১
৬।	যুধিষ্ঠিরের দিব্যসভা বিষয়ে জিজ্ঞাসা। ...	৯৮৪
৭।	ইন্দ্রসভার বর্ণনা। ...	৯৮৬
৮।	যমরাজের সভার বর্ণনা। ...	৯৮৯
৯।	বরুণের সভার বর্ণনা। ...	৯৯৩
১০।	কুবেরের সভা বর্ণনা। ...	৯৯৬
১১।	ব্রহ্মার সভা বর্ণনা। ...	৯৯৯
১২।	হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য ও যুধিষ্ঠিরের নিকট পাণ্ডুর সংবাদ বর্ণনা। ...	১০০৫

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
	রাজসূয়ারম্ভপর্ব্ব		
১৩।	যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ করিবার সংকল্প। ভ্রাতৃগণ, মন্ত্রিবর্গ, মুনিবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরামর্শ।	...	১০০৯
১৪।	রাজসূয়যজ্ঞ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি।	...	১০১৪
১৫।	জরাসন্ধকে উপলক্ষ করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলাপ।	...	১০২২
১৬।	জরাসন্ধকে জয় করিতে উৎসাহহীন যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের উৎসাহপূর্ণ বাক্যকথন।	...	১০২৫
১৭।	শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনবাক্যের অনুমোদন এবং প্রসঙ্গক্রমে যুধিষ্ঠিরের নিকট জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত কথন।	...	১০২৭
১৮।	জরা রাক্ষসীর নিজ পরিচয় দান এবং তাহার নামানুসারে বালকের নামকরণ।	...	১০৩৩
১৯।	চণ্ডকৌশিকমুনি কর্তৃক জরাসন্ধের ভবিষ্যদ্‌বৃত্তান্ত কথন এবং জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজা বৃহদ্রথের বনগমন।	...	১০৩৫
	জরাসন্ধবধপর্ব্ব		
২০।	যুধিষ্ঠিরের অনুমোদনের পর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনের মগধ যাত্রা।	...	১০৩৮
২১।	শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মগধরাজধানী গিরিব্রজের প্রশংসা। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের মগধরাজভবনে প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জরাসন্ধের পরস্পর আলাপ।	...	১০৪১
২২।	জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আলাপ, যুদ্ধের জন্য জরাসন্ধের প্রস্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতার কারণ বর্ণন।	...	১০৪৭
২৩।	ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে জরাসন্ধের নিশ্চয়, ভীম ও জরাসন্ধের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জরাসন্ধের ক্লান্তি।	...	১০৫৪
২৪।	ভীমসেন কর্তৃক জরাসন্ধের বিনাশ, বন্দী নৃপগণের মুক্তি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা।		১০৫৮
	দিগ্‌বিজয়পর্ব্ব		
২৫।	অর্জুনাদি চারিভ্রাতার দিগ্‌বিজয় যাত্রা।	...	১০৬৬

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৬।	নানাদেশ বিজয়পূর্ব্বক অর্জুনকর্ত্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের পরাজয়।	...	১০৬৮
২৭।	অর্জুনের উত্তরদিক্‌স্থিত বিভিন্নরাজ্য জয়।	...	১০৭০
২৮।	উত্তরদিক্ জয় করিয়া বহু ধন, বাহন ও ভূষণ আহরণ করত অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন।	...	১০৭৩
২৯।	পূর্ব্বদিক্ জয় করিতে ভীমসেনের প্রস্থান এবং বিভিন্ন দেশ বিজয়।	...	১০৭০
৩০।	ভীম কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিক্‌স্থিত দেশ ও রাজগণের জয় এবং বহু ধন, রত্ন, বাহন লাভ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন।	...	১০৮২
৩১।	সহদেব কর্ত্তৃক দক্ষিণদিক্‌স্থিত রাজগণের বিজয়।	...	১০৮৫
৩২।	নকুল কর্ত্তৃক পশ্চিমদিক্‌স্থিত নৃপগণের বিজয়।	...	১১০১

রাজসূয়পর্ব্ব

৩৩।	মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনের বৈশিষ্ট্যবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ এবং ব্রাহ্মণগণ ও আত্মীয়স্বজনগণকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণপত্রের প্রেরণ।	...	১১০৪
৩৪।	যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে নৃপবৃন্দ, কৌরব ও যাদবগণের আগমন এবং তাঁহাদের ভোজন-বিশ্রামাদির সুব্যবস্থা।	...	১১০৯
৩৫।	রাজসূয়-যজ্ঞের বর্ণন।	...	১১১২
৩৬।	রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও রাজগণের আগমন, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যবর্ণন এবং ভীষ্মের অনুমতিতে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা	...	১১১৪
৩৭।	শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দা।	...	১১১৭
৩৮।	শিশুপালকে যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ দান ও ভীষ্মের উত্তর দান।	...	১১২০
	শ্রীভগবান্ নারায়ণের মহিমা এবং উঁহার দ্বারা মধুকৈটভের বিনাশ।	...	১১২৩
	(কৃষ্ণ অবতার—১১২৫) (কল্কী অবতার—১১৪৬)		
৩৯।	সহদেবের রাজগণকে তিরস্কার, অনন্তর শিশুপাল প্রভৃতির যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ।		১১৮২

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা

শিশুপালবধপর্ব্ব

৪০। যুধিষ্ঠিরের চিন্তা ও তাঁহাকে ভীষ্মের সান্ত্বনাদান। ১১৮৪

৪১। শিশুপাল কর্ত্তৃক ভীষ্মের নিন্দা। ... ১১৮৬

৪২। শিশুপালের প্রতি ভীমের ক্রোধ এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক তাঁহাকে সান্ত্বনা দান। ... ১১৯০

৪৩। ভীষ্ম কর্ত্তৃক শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত কথন। ... ১১৯২

৪৪। ভীষ্মবাক্যে ক্রুদ্ধ শিশুপাল কর্ত্তৃক ভীষ্মের তিরস্কার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সকল রাজগণকে ভীষ্মের আহ্বান। ... ১১৯৫

৪৫। শ্রীকৃষ্ণের শিশুপালবধ, রাজসূয়যজ্ঞের সমাপ্তি এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন। ... ১১৯৯

দ্যূতপর্ব্ব

৪৬। ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্‌বাণীতে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং সকলের সঙ্গে মহত্ত্বপূর্ণ ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা। ... ১২০৮

৪৭ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ময়নির্ম্মিত সভাভবন দর্শন, জলস্থলভ্রমে গমনবৈবশ্যবশতঃ তাহার উপহাসের কারণ কথন এবং যুধিষ্ঠিরের বৈভব দেখিয়া দুর্য্যোধনের চিন্তা। ... ১২১১

৪৮। পাশাখেলায় পাণ্ডবগণকে জয়ের নিমিত্ত শকুনি ও দুর্য্যোধনের আলাপ। ... ১২১৫

৪৯। ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসিত দুর্য্যোধনের স্বচিন্তাকারণবর্ণন, দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ এবং ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের জন্য বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ দান। ... ১২১৮

৫০। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্য্যোধনের নিজ দুঃখ ও চিন্তার কারণবর্ণন। ১২২৪

৫১। দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত উপহার প্রভৃতি বস্তুসমূহের বর্ণন। ... ১২২৮

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
৫২।	দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উপহাররূপে প্রদত্ত বস্তুসমূহের ঐশ্বর্য্য বর্ণন।	...	১২৩৩
৫৩।	দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের অভিষেকবর্ণন।	...	১২৩৭
৫৪।	ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান।	...	১২৩৯
৫৫।	ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্য্যোধনের আক্ষেপ এবং পাণ্ডবগণের সম্পত্তি হরণের ইচ্ছা প্রকাশ।	...	১২৪১
৫৬।	ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের আলাপ, দ্যূতক্রীড়ার জন্য সভাগৃহের নির্ম্মাণ এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিবার জন্য বিদুরকে আজ্ঞা দান।	....	১২৪৩
৫৭।	বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের আলাপ।	...	১২৪৬
৫৮।	বিদুর-যুধিষ্ঠির-সংলাপ, সপরিবারে যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে গমন এবং সকলের সহিত সমাগম।	...	১২৪৭
৫৯।	দ্যূতের অনৌচিত্য সম্বন্ধে শকুনি ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ।	....	১২৫৩
৬০।	দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ।	...	১২৫৬
৬১।	শকুনির কপট দ্যূতে প্রতিপণেই পার্থের পরাজয়।	....	১২৫৭
৬২।	ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের সাবধানবাণী।	...	১২৬১
৬৩।	বিদুর কর্ত্তৃক পাশা খেলার ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ।	...	১২৬৩
৬৪।	দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিদুরকে ভর্ৎসনা এবং বিদুর কর্ত্তৃক তাহার প্রতি দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক হিতোপদেশ।	...	১২৬৫
৬৫।	ধন, রাজ্য, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ায় পরাজয়।	...	১২৬৯
৬৬।	বিদুর কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা।	...	১২৭৪
৬৭।	প্রতিকামীকর্ত্তৃক আহূত হইয়া দ্রৌপদীকে না আসিতে দেখিয়া তাহাকে আনিতে দুঃশাসনের গমন, কেশ গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে সভায় আনয়ন এবং সভাসদ্‌গণের প্রতি দ্রৌপদীর জিজ্ঞাসা।	...	১২৭৬
৬৮।	যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমসেনের কোপ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উহার প্রশমন, বিকর্ণের ধর্ম্মানুরূপ উক্তির কর্ণকর্ত্তৃক প্রতিবাদ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লজ্জারক্ষা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদার্থে বিদুরকর্ত্তৃক সভ্যগণকে প্রেরণা দান।	...	১২৮৫
৬৯।	দ্রৌপদীর বিলাপ এবং ভীষ্মের বচন।	...	১২৯৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭০।	দুর্য্যোধনের ছল ও কপটতাপূর্ণ বচন এবং ভীমসেনের রোষপূর্ণ ভাষণ। ...	১২৯৭
৭১।	কর্ণ ও দুর্য্যোধনের কটুবাক্য শ্রবণে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রের অবধানের নিমিত্ত বিদুরের উক্তি ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে দ্রৌপদীর বরপ্রাপ্তি। ...	১৩০০
৭২।	যুধিষ্ঠির কর্তৃক শত্রুবধোদ্যত ভীমের নিবারণ। ...	১৩০৫
৭৩।	ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান এবং প্রবোধদানপূর্বক ইন্দ্রপ্রস্থ-গমনের আদেশ। ...	১৩০৭

অনুদ্যূতপর্ব্ব

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৪।	দুর্য্যোধন কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্জ্জুনের বীরত্ব বর্ণনা করিয়া পাণ্ডবগণকে পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বানের অনুরোধ এবং ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে সম্মতি। ...	১৩০৯
৭৫।	গান্ধারী কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান এবং ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে অস্বীকৃতি। ...	১৩১৮
৭৬।	সকলের নিষেধ সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে যুধিষ্ঠিরের পুনরায় পাশা খেলা আরম্ভ ও পরাজয়। ...	১৩২০
৭৭।	দুঃশাসন কর্তৃক পাণ্ডবগণকে উপহাস এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শত্রুবধার্থ প্রতিজ্ঞা।	১৩২৩
৭৮।	ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান, কুন্তীকে নিজ গৃহে রাখিতে বিদুরের প্রস্তাব এবং পাণ্ডবগণের প্রতি বিদুরের উপদেশ। ...	১৩২৮
৭৯।	কৃষ্ণাকর্তৃক কুন্তীর নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা, কুন্তীর বিলাপ ও নগর-বাসিগণের শোকোচ্ছ্বাস। ...	১৩৩১
৮০।	বনগমনকালে পাণ্ডবগণের বিবিধ প্রকার চেষ্টা, প্রজাগণের শোকাতুরতা বিষয়ে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ এবং শরণাগত কৌরবগণের প্রতি দ্রোণাচার্য্যের আশ্বাসদান। ...	১৩৩৭
৮১।	ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা এবং সঞ্জয়ের সহিত বার্ত্তালাপ। ...	১৩৪৪

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত—

আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীভূতেশচন্দ্রতর্কস্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

সভাপর্ব্ব।

শ্রীহরিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

মহাভারতম্

সভাপর্ব্ব

(সভাক্রিয়াপর্ব্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাদেশানুসারেণ ময়াসুরস্য সভাভবনস্থাননির্ণয়ঃ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽব্রবীন্ময়ঃ পার্থং বাসুদেবস্য সন্নিধৌ।
প্রাঞ্জলিঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পূজয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥২

ময় উবাচ।

অস্মাৎ কৃষ্ণাৎ সুসংরব্ধাৎ পাবকাচ্চ দিধক্ষতঃ।
ত্বয়া ত্রাতোঽস্মি কৌন্তেয় ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥৩

অর্জ্জুন উবাচ।

কৃতমেব ত্বয়া সর্বং স্বস্তি গচ্ছ মহাসুর।
প্রীতিমান্ ভব মে নিত্যং প্রীতিমন্তো বয়ঞ্চ তে ॥৪

ময় উবাচ।

যুক্তমেতৎ ত্বয়ি বিভো যথাত্থ পুরুষর্ষভ।
প্রীতিপূর্ব্বমহং কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমিচ্ছামি ভারত ॥৫
অহং হি বিশ্বকর্ম্মা বৈ দানবানাং মহাকবিঃ।
সোঽহং বৈ ত্বৎকৃতে কর্ত্তুং কিঞ্চিদিচ্ছামি পাণ্ডব ॥৬
(দানবানাং পুরা পার্থ প্রাসাদা হি ময়া কৃতাঃ।
রম্যাণি সুখগর্ভাণি ভোগাঢ্যানি সহস্রশঃ ॥
উদ্যানানি চ রম্যাণি সরাংসি বিবিধানি চ।
বিচিত্রাণি চ শস্ত্রাণি রথাঃ কামগমাস্তথা ॥
নগরাণি বিশালানি সাট্টপ্রাকারতোরণৈঃ।
বাহনানি চ মুখ্যানি বিচিত্রাণি সহস্রশঃ ॥

সভাপর্ব্ব

প্রথম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে ময়াসুর কর্তৃক সভাভবনের স্থান নির্ণয়।]

নারায়ণ, নরোত্তম নর, সরস্বতী দেবী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয়শাস্ত্র পাঠ করিবে। (অন্তর্যামী ভগবান্ নারায়ণ, তাঁহার নিত্যসখা নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, ভগবানের লীলা প্রকটকারিণী ভগবতী সরস্বতী এবং ভগবল্লীলা সংকলনকারী ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়শাস্ত্র পাঠ করিবে। জয় শব্দে অষ্টাদশ পুরাণ, বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি সমস্ত আর্ষগ্রন্থকে বুঝায়)।১

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর ময়দানব কৃতাঞ্জলি হইয়া বাসুদেবের সন্নিধানে পুনঃ পুনঃ অর্জ্জুনের সৎকার ও পূজা করিয়া মধুরবাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।২

ময়দানব কহিলেন,—হে কৌন্তেয়। আপনি ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ এবং দহনোন্মুখ হুতাশন হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন আপনার কি প্রত্যুপকার করিব ?৩

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মহাসুর। তোমার (এই কৃতজ্ঞতায়) সমস্ত প্রত্যুপকার করাই হইয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক। এখন স্বস্থানে প্রস্থান কর। তুমি আমার প্রতি সতত সন্তুষ্ট থাকিও। আমিও তোমার প্রতি সম্যক্ প্রীত রহিলাম।৪

ময় কহিলেন,—হে বিভো। হে পুরুষর্ষভ। আপনি স্বীয় মাহাত্ম্যানুরূপ উপযুক্ত কথাই বলিলেন।

বিলানি রমণীয়ানি সুখযুক্তানি বৈ ভৃশম্।
এতৎ কৃতং ময়া সর্বং তস্মাদিচ্ছামি ফাল্গুন ॥)
অর্জ্জুন উবাচ।
প্রাণকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুক্তং ত্বমাত্মানং মন্যসে ময়া।
এবং গতে ন শক্ষ্যামি কিঞ্চিৎ কারয়িতুং ত্বয়া ॥৭
ন চাপি তব সঙ্কল্পং মোঘমিচ্ছামি দানব।
কৃষ্ণস্য ক্রিয়তাং কিঞ্চিৎ তথা প্রতিকৃতং ময়ি ॥৮
চোদিতো বাসুদেবস্তু ময়েন ভরতর্ষভ।
মুহূর্ত্তমিব সন্দধ্যৌ কিময়ং চোদ্যতামিতি ॥৯

কিন্তু হে ভারত! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, প্রীতিপূর্ব্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি।৫

হে পাণ্ডুনন্দন! আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা, এবং শিল্পবিদ্যায় মহাপণ্ডিত। অতএব সেই আমি আপনার গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া আপনার উপদেশে কিছু কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছি।৬

(হে পৃথানন্দন! পুরাকালে দানবদিগের বহু প্রাসাদ আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি। সুখ ও ভোগ-সাধনসম্পন্ন অনেক প্রকার রমণীয় উদ্যান এবং বিবিধ সুন্দর সরোবর, বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র, ইচ্ছানুসারে গমন করার উপযোগী রথ, বড় বড় তোরণের সহিত বিশাল নগর, হাজার হাজার বিচিত্র ও শ্রেষ্ঠ বাহন, সেইরূপ মনোজ্ঞ ও সুখদায়ক বহু সুরঙ্গ আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি। অতএব হে অর্জ্জুন! আমি আপনাদের জন্য কিছু নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করি।)

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে ময়াসুর! তুমি আমার দ্বারা আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া মনে করিতেছ এবং এজন্য আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এ অবস্থায় তোমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই।৭

হে দানব! তোমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করার ইচ্ছাও আমি করি না, অতএব তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন ময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম করার আদেশলিপ্সু হইয়া বাসুদেবকে অনুরোধ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার আগ্রহাতিশয় অবলোকন করিয়া আদেষ্টব্য বিষয়ের নিমিত্ত 'ইহাকে কোন্ কার্য্য করার কথা বলা যায়' ইহাই মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়াছিলেন।৯

ততো বিচিন্ত্য মনসা লোকনাথঃ প্রজাপতিঃ।
চোদয়ামাস তং কৃষ্ণঃ সভা বৈ ক্রিয়তামিতি ॥১০
যদি ত্বং কর্ত্তুকামোঽসি প্রিয়ং শিল্পবতাং বর।
ধর্মরাজস্য দৈতেয় যাদৃশীমিহ মন্যসে ॥১১
যাং কৃতাং নানুকুর্বন্তি মানবাঃ প্রেক্ষ্য বিস্মিতাঃ।
মনুষ্যলোকে সকলে তাদৃশীং কুরু বৈ সভাম্ ॥১২
যত্র দিব্যানভিপ্রায়ান্ পশ্যেম হি কৃতাংস্ত্বয়া।
আসুরান্ মানুষাংশ্চৈব সভাং তাং কুরু বৈ ময় ॥১৩

তাহার পর প্রজাপালক লোকনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে শিল্পকর্ম্মিশ্রেষ্ঠ দিতিনন্দন! যদি তুমি নিতান্তই আমার কিছু প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যেরূপ করিলে ভাল হয় সেইরূপ এক সভা নির্ম্মাণ কর।১০-১১

এই সভা এইরূপে নির্ম্মাণ কর যে, মনুষ্যগণ সভা নিরীক্ষণ করিয়াও যেন অনুকরণ করিতে না পারে এবং তাহা দেখিয়া মনুষ্যলোকে সকলে যেন বিস্মিত হয়।১২

হে ময়! তুমি এইরূপ সভা নির্ম্মাণ কর, যাহাতে তোমার দ্বারা নির্ম্মিত ঐ সভায় দেবতা, মানুষ ও অসুরগণের শিল্পনিপুণতার সকল নিদর্শন স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রতিগৃহ্য তু তদ্‌বাক্যং সম্প্রহৃষ্টো ময়স্তদা।
বিমানপ্রতিমাং চক্রে পাণ্ডবস্য শুভাং সভাম্ ॥১৪
ততঃ কৃষ্ণশ্চ পার্থশ্চ ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
সর্ব্বমেতৎ সমাবেদ্য দর্শয়ামাসতুর্ময়ম্ ॥১৫
তস্মৈ যুধিষ্ঠিরঃ পূজাং যথার্হমকরোৎ তদা।
স তু তাং প্রতিজগ্রাহ ময়ঃ সৎকৃত্য ভারত ॥১৬
স পূর্ব্বদেবচরিতং তদা তত্র বিশাম্পতে।
কথয়ামাস দৈতেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রেষু ভারত ॥১৭
স কালং কঞ্চিদাশ্বস্য বিশ্বকর্ম্মা বিচিন্ত্য তু।
সভাং প্রচক্রমে কর্ত্তুং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১৮
অভিপ্রায়েণ পার্থানাং কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
পুণ্যেঽহনি মহাতেজাঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ ॥১৯
তর্পয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ পায়সেন সহস্রশঃ।
ধনং বহুবিধং দত্ত্বা তেভ্য এব চ বীর্য্যবান্ ॥২০
সর্ব্বর্তুগুণসম্পন্নাং দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
দশকিষ্কুসহস্রাং তাং মাপয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি সভাপর্ব্বণি সভাক্রিয়াপর্ব্বণি সভাস্থাননির্ণয়ে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ গ্রহণ করত ময়াসুর অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ এক সুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন।১৪

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া ময়দানবকে দেখাইলেন।১৫

মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ময়াসুরের যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। হে ভারত! ময়ও তাঁহার সমুচিত সৎকার ও তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন।১৬

হে বিশাম্পতে! ভারত! দৈত্যরাজ ময় তখন তথায় পাণ্ডুপুত্রগণের নিকটে দানবদিগের বিচিত্র চরিত্র বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।১৭

সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আশ্বস্ত হইয়া দৈত্যদিগের বিশ্বকর্ম্মা ময়াসুর বিশেষভাবে চিন্তা করত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সভাভবন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।১৮

অনন্তর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে এক পুণ্যদিনে মঙ্গলানুষ্ঠান এবং স্বস্তিবচন করিয়া মহাতেজস্বী ও পরাক্রমী ময় পায়স ও বহুবিধ ধন দ্বারা সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করত সর্ব্বঋতুগুণসম্পন্ন দিব্যরূপবান্ মনোহর সভাস্থলীর চতুর্দিকের পরিসর দশ সহস্র হস্ত পরিমাণ মাপ করিয়া লইলেন।১৯-২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত সভাক্রিয়াপর্ব্বে সভাস্থাননির্ণয়বিষয়ে প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উষিত্বা খাণ্ডবপ্রস্থে সুখবাসং জনার্দনঃ।
পার্থৈঃ প্রীতিসমাযুক্তঃ পূজনার্হোঽভিপূজিতঃ ॥১
গমনায় মতিং চক্রে পিতুর্দর্শনলালসঃ।
ধর্মরাজমথামন্ত্র্য পৃথাঞ্চ পৃথুলোচনঃ ॥২
ববন্দে চরণৌ মূর্ধ্না জগদ্বন্দ্যঃ পিতৃস্বসুঃ।
স তয়া মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রাতঃ পরিষক্তশ্চ কেশবঃ ॥৩
দদর্শানন্তরং কৃষ্ণো ভগিনীং স্বাং মহাযশাঃ।
তামুপেত্য হৃষীকেশঃ প্রীত্যা বাষ্পসমন্বিতঃ ॥৪
অর্থ্যং তথ্যং হিতং বাক্যং লঘু যুক্তমনুত্তরম্।
উবাচ ভগবান্ ভদ্রাং সুভদ্রাং ভদ্রভাষিণীম্ ॥৫
তয়া স্বজনগামীনি শ্রাবিতো বচনানি সঃ।
সম্পূজিতশ্চাপ্যসকৃচ্ছিরসা চাভিবাদিতঃ ॥৬
তামনুজ্ঞাপ্য বার্ষ্ণেয়ঃ প্রতিনন্দ্য চ ভামিনীম্।
দদর্শানন্তরং কৃষ্ণাং ধৌম্যং চাপি জনার্দনঃ ॥৭
ববন্দে চ যথান্যায়ং ধৌম্যং পুরুষসত্তমঃ।
দ্রৌপদীং সান্ত্বয়িত্বা চ আমন্ত্র্য চ জনার্দনঃ ॥৮
ভ্রাতৄনভ্যগমদ্ বিদ্বান্ পার্থেন সহিতো বলী।
ভ্রাতৃভিঃ পঞ্চভিঃ কৃষ্ণো বৃতঃ শক্র ইবামরৈঃ ॥৯
যাত্রাকালস্য যোগ্যানি কর্মাণি গরুড়ধ্বজঃ।
কর্তুকামঃ শুচির্ভূত্বা স্নাতবান্ সমলঙ্কৃতঃ ॥১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পূজনীয় ভগবান্ বাসুদেব প্রীতিসংযুক্ত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অভিপূজিত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।১

পরিশেষে পিতৃদর্শনে অতিশয় সমুৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। অনন্তর বিশাললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীদেবীকে আমন্ত্রণ করিয়া দ্বারকায় যাওয়ার পরামর্শ করিলেন।২

জগদ্বন্দ্য ভগবান্ কেশব স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর চরণযুগলে নিজ মস্তকে বন্দনা করিলেন এবং কুন্তীভোজরাজ দুহিতা তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।৩

তাহার পর মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভগিনী সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবান্ হৃষীকেশ প্রীতির সহিত বাষ্পসমন্বিত নেত্র হইয়াছিলেন।৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্থযুক্ত, যথার্থ, হিতকর, অল্পাক্ষরবিশিষ্ট, অখণ্ডনীয় এবং যুক্তিযুক্ত বাক্যে কল্যাণময়ী ভদ্রভাষিণী সুভদ্রাকে নিজের গমনের প্রয়োজনীয়তা বলিলেন।৫

সুভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজন সমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্যসমূহ শুনাইয়া বার বার মস্তক দ্বারা তাঁহার অভিবাদন ও পূজা করিলেন।৬

বৃষ্ণিবংশাবতংস জনার্দ্দন ভামিনী সুভদ্রাকে প্রতিনন্দিত করিয়া তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া অনন্তর দ্রৌপদী ও ধৌম্যমুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।৭

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দনা করিলেন এবং দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিদ্বান্ ও বলবান ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণপরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।৮-৯

তদনন্তর গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার জন্য স্নানান্তে শুচি হইয়া অলঙ্কার ধারণ করিলেন।১০

অর্চয়ামাস দেবাংশ্চ দ্বিজাংশ্চ যদুপুঙ্গবঃ।
মাল্যজাপ্যনমস্কারৈর্গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥১১

স কৃত্বা সর্বকার্য্যাণি প্রতস্থে তস্থুষাং বরঃ।
উপেত্য স যদুশ্রেষ্ঠো বাহ্যকক্ষাদ্ বিনির্গতঃ ॥১২

স্বস্তিবাচ্যার্হতো বিপ্রান্ দধিপাত্রফলাক্ষতৈঃ।
বসু প্রদায় চ ততঃ প্রদক্ষিণমথাকরোৎ ॥১৩

কাঞ্চনং রথমাস্থায় তার্ক্ষ্যকেতনমাশুগম্।
গদাচক্রাসিশার্ঙ্গাদ্যৈরায়ুধৈরাবৃতং শুভম্ ॥১৪

তিথাবপ্যথ নক্ষত্রে মুহূর্ত্তে চ গুণান্বিতে।
প্রযযৌ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শৈব্যসুগ্রীববাহনঃ ॥১৫

অন্বারুরোহ চাপ্যেনং প্রেম্না রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
অপাস্য চাস্য যন্তারং দারুকং যন্তৃসত্তমম্ ॥১৬

অভীষূন্ সম্প্রজগ্রাহ স্বয়ং কুরুপতিস্তদা।
উপারুহ্যার্জুনশ্চাপি চামরব্যজনং সিতম্ ॥১৭

রুক্মদণ্ডং বৃহদ্‌বাহুর্বিদুধাব প্রদক্ষিণম্।
তথৈব ভীমসেনোঽপি যমাভ্যাং সহিতো বলী ॥১৮

পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ কৃষ্ণমৃত্বিক্‌পৌরজনৈঃ সহ।
(ছত্রং শতশলাকঞ্চ দিব্যমাল্যোপশোভিতম্।
বৈদূর্য্যমণিদণ্ডঞ্চ চামীকরবিভূষিতম্ ॥
দধার তরসা ভীমশ্ছত্রং তচ্ছার্ঙ্গধন্বনে।
উপারুহ্য রথং শীঘ্রং চামরব্যজনে সিতে।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধূয়মানো জনার্দনম্।)

স তথা ভ্রাতৃভিঃ সর্বৈঃ কেশবঃ পরবীরহা ॥১৯

পরে যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পমাল্য, জপ, নমস্কার এবং চন্দনাদি নানাবিধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলেন।১১

প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও যদুবংশ-প্রবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃ-কক্ষায় বিনির্গত হইলেন।১২

স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র, ফল, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্যবস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন।১৩

পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বদ্বয় যাঁহার বাহন সেই কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গদা, চক্র, অসি, শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র পরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় শুভ রথে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন।১৪-১৫

এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির সারথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সারথি দারুককে সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া প্রেমপরবশ হইয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন।১৬

কুরুপতি যুধিষ্ঠির তখন স্বয়ং সারথি হইয়া অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও সেই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ড বিরাজিত শ্বেতচামর ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করত প্রদক্ষিণ করিলেন।

সেইরূপ নকুল ও সহদেবের সহিত মহাবল ভীমসেনও ঋত্বিক্ এবং পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন।

(ভীমসেন বেগে অগ্রবর্ত্তী হইয়া শার্ঙ্গধনুর্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপরে দিব্যমাল্যসুশোভিত শত-শলাকাবিশিষ্ট বৈদূর্য্যমণিভূষিত দণ্ডযুক্ত ও স্বর্ণ-বিভূষিত ছত্রদণ্ড ধারণ করিলেন। নকুল এবং সহদেব তাড়াতাড়ি রথে আরোহণ করিয়া শ্বেত চামর ও শ্বেত ব্যজন জনার্দ্দনকে দুলাইতে লাগিলেন।)

শত্রুবলান্তক সেই বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি সকল

অন্বীয়মানঃ শুশুভে শিষ্যৈরিব গুরুঃ প্রিয়ৈঃ।
পার্থমামন্ত্র্য গোবিন্দঃ পরিষ্বজ্য সুপীড়িতম্ ॥২০
যুধিষ্ঠিরং পূজয়িত্বা ভীমসেনং যমৌ তথা।
পরিষ্বক্তো ভৃশং তৈস্তু যমাভ্যামভিবাদিতঃ ॥২১
যোজনার্দ্ধমথো গত্বা কৃষ্ণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
যুধিষ্ঠিরং সমামন্ত্র্য নিবর্তস্বেতি ভারত ॥২২
ততোঽভিবাদ্য গোবিন্দঃ পাদৌ জগ্রাহ ধর্মবিৎ।
উত্থাপ্য ধর্মরাজস্তু মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় কেশবম্ ॥২৩
পাণ্ডবো যাদবশ্রেষ্ঠং কৃষ্ণং কমললোচনম্।
গম্যতামিত্যনুজ্ঞাপ্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪
ততস্তৈঃ সংবিদং কৃত্বা যথাবন্মধুসূদনঃ।
নিবর্ত্ত্য চ তথা কৃচ্ছ্রাৎ পাণ্ডবান্ সপদানুগান্ ॥২৫
স্বাং পুরীং প্রযযৌ হৃষ্টো যথা শক্রোঽমরাবতীম্
লোচনৈরনুজগ্মুস্তে তমাদৃষ্টিপথাৎ তদা ॥২৬
মনোভিরনুজগ্মুস্তে কৃষ্ণং প্রীতিসমন্বয়াৎ।
অতৃপ্তমনসামেব তেষাং কেশবদর্শনে ॥২৭
ক্ষিপ্রমন্তর্দধে শৌরিশ্চক্ষুষাং প্রিয়দর্শনঃ।
অকামা এব পার্থাস্তে গোবিন্দগতমানসাঃ ॥২৮
নিবৃত্ত্যোপযযুস্তূর্ণং স্বং পুরং পুরুষর্ষভাঃ।
স্যন্দনেনাথ কৃষ্ণোঽপি ত্বরিতং দ্বারকামগাৎ ॥২৯
সাত্বতেন চ বীরেণ পৃষ্ঠতো যায়িনা তদা।
দারুকেণ চ সূতেন সহিতো দেবকীসুতঃ।
স গতো দ্বারকাং বিষ্ণুর্গরুত্মানিব বেগবান্ ॥৩০

ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া প্রিয়শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে অর্জ্জুনের বড় ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথিত অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ আমন্ত্রণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবকেও যথোচিত পূজা করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন, নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।১৭-২১

হে ভারত! অনন্তর শত্রুনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধ-যোজন গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করত 'প্রতিনিবৃত্ত হউন' এই কথা বলিলেন।২২

তাহার পর ধর্ম্মবিদ্ গোবিন্দ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া চরণযুগল গ্রহণ করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাদবশ্রেষ্ঠ কমলনয়ন কেশবকে চরণ হইতে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক 'যাও' বলিয়া স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন।২৩-২৪

তৎপর ভগবান্ মধুসূদন পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করত অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া প্রসন্নচিত্তে অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতীতে প্রতিগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নয়ন দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।২৫-২৬

প্রীতিসমন্বয় হেতু তাঁহারা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতেই নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন গোবিন্দগতচিত্ত পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন।২৭-২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজ পুরে শীঘ্র গমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রথের দ্বারা দ্রুত দ্বারকায় গমন করিলেন।২৯

তখন দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনুগামী মহাবীর সাত্বত এবং সারথি দারুকের সহিত

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিবৃত্য ধর্মরাজস্তু সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ।
সুহৃৎপরিবৃতো রাজা প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥৩১
বিসৃজ্য সুহৃদঃ সর্বান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রাংশ্চ ধর্মরাট্।
মুমোদ পুরুষব্যাঘ্রো দ্রৌপদ্যা সহিতো নৃপ ॥৩২
কেশবোঽপি মুদা যুক্তঃ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্।
পূজ্যমানো যদুশ্রেষ্ঠৈরুগ্রসেনমুখৈস্তথা ॥৩৩
আহুকং পিতরং বৃদ্ধং মাতরঞ্চ যশস্বিনীম্।
অভিবাদ্য বলঞ্চৈব স্থিতঃ কমললোচনঃ ॥৩৪
প্রদ্যুম্নশাম্বনিশঠাংশ্চারুদেষ্ণং গদং তথা।
অনিরুদ্ধঞ্চ ভানুঞ্চ পরিষ্বজ্য জনার্দ্দনঃ।
স বৃদ্ধৈরভ্যনুজ্ঞাতো রুক্মিণ্যা ভবনং যযৌ ॥৩৫
ময়োঽপি স মহাভাগঃ সর্বরত্নবিভূষিতাম্।
বিধিবৎ কল্পয়ামাস সভাং ধর্মসুতায় বৈ ॥ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি সভাক্রিয়াপর্বণি ভগবদ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্বর দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন।৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অচ্যুতমর্য্যাদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহৃদ্গণকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরে প্রবেশ করিলেন।৩১

হে নৃপ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ঐ ধর্ম্মরাজ তখন ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃদ্ সকলকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।৩২

এদিকে ভগবান্ কেশবও উগ্রসেন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যাদবগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে উত্তম পুরী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।৩৩

কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেন, বৃদ্ধ পিতা বসুদেব এবং যশস্বিনী মাতা দেবকীকে অভিবাদন করিয়া পরে বলরামকে অভিবাদন করিলেন।৩৪

তাহার পর জনার্দ্দন প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, নিশঠ, চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে গমন করিলেন।৩৫

এদিকে মহাভাগ ময়ও ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিধিপূর্ব্বক সকল রত্নদ্বারা বিভূষিত সভা-ভবন নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত সভাক্রিয়াপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রাবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ময়াসুরস্য ভীমসেনার্জুনাভ্যাং গদা-শঙ্খপ্রদানম্, তস্য রম্যসভানির্ম্মাণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাব্রবীন্ময়ঃ পার্থমর্জুনং জয়তাং বরম্
আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি পুনরেষ্যামি চাপ্যহম্ ॥১

তৃতীয় অধ্যায়।

[ময়দানব কর্ত্তৃক ভীমার্জুনকে গদা ও শঙ্খ প্রদান এবং ময়াসুরের সুন্দর সভা নির্ম্মাণ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তদনন্তর ময়দানব বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

(বিশ্রুতাং ত্রিষু লোকেষু পার্থ দিব্যাং সভাং তব
প্রাণিনাং বিস্ময়করীং তব প্রীতিবিবর্দ্ধিনীম্।
পাণ্ডবানাং চ সর্বেষাং করিষ্যামি ধনঞ্জয়ঃ ॥)
উত্তরেণ তু কৈলাসং মৈনাকং পর্বতং প্রতি।
যিযক্ষমাণেষু পুরা দানবেষু ময়া কৃতম্ ॥২
চিত্রং মণিময়ং ভাণ্ডং রম্যং বিন্দুসরঃ প্রতি।
সভায়াং সত্যসন্ধস্য যদাসীদ্ বৃষপর্বণঃ ॥৩
আগমিষ্যামি তদ গৃহ্য যদি তিষ্ঠতি ভারত।
ততঃ সভাং করিষ্যামি পাণ্ডবস্য যশস্বিনীম্ ॥৪
মনঃপ্রহ্লাদিনীং চিত্রাং সর্বরত্নবিভূষিতাম্।
অস্তি বিন্দুসরস্যগ্র্যা গদা চ কুরুনন্দন ॥৫

আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া এখন বিদায় লইতেছি এবং আমি পুনরায় আসিব।১

(হে ধনঞ্জয়! আপনার জন্য তিনলোকে বিখ্যাত এক দিব্য সভা নির্ম্মাণ করিব। সে সভা সমস্ত প্রাণিদিগের বিস্ময়করী, আপনার এবং সমস্ত পাণ্ডবদিগের প্রীতিবিবর্দ্ধিনী হইবে।)

পূর্ব্বকালে কৈলাসের উত্তরভাগে মৈনাক-পর্ব্বতের সন্নিধানে দানবগণ যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা করেন। ঐ দানবযজ্ঞে আমি বিন্দুসরোবর-সন্নিধানে বিচিত্র ও রমণীয় মণিময় ভাণ্ড আহরণ করিয়াছিলাম। যে দ্রব্যজাত সত্যসন্ধ রাজা বৃষপর্ব্বার সভামণ্ডপে উপস্থাপিত ছিল।২-৩

হে ভারত! যদি এখনও তাহা বিনষ্ট না হইয়া থাকে, তবে তাহা গ্রহণ করিয়া আমি ফিরিয়া আসিব, তাহার পর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের যশস্বিনী এক সভা নির্ম্মাণ করিব।৪

সে সভা মনঃপ্রহ্লাদিনী অতি বিচিত্রা সর্ব্ব-রত্নবিভূষিতা হইবে। হে কুরুনন্দন! বিন্দুসরোবরে ভয়ঙ্কর এক গদাও আছে।৫

নিহিতা ভাবয়াম্যেবং রাজ্ঞা হত্বা রণে রিপূন্।
সুবর্ণবিন্দুভিশ্চিত্রা গুর্বী ভারসহা দৃঢ়া ॥৬
সা বৈ শতসহস্রস্য সম্মিতা শত্রুঘাতিনী।
অনুরূপা চ ভীমস্য গাণ্ডীবং ভবতো যথা ॥৭
বারুণশ্চ মহাশঙ্খো দেবদত্তঃ সুঘোষবান্।
সর্বমেতৎ প্রদাস্যামি ভবতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৮
ইত্যুক্ত্বা সোঽসুরঃ পার্থং প্রাগুদীচীং দিশং গতঃ।
অথোত্তরেণ কৈলাসান্মৈনাকং পর্বতং প্রতি ॥৯
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ মহামণিময়ো গিরিঃ।
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ ॥১০

বোধ করি, দানবরাজ বৃষপর্ব্বা সংগ্রামে শত্রু সংহার করিয়া ঐ গদা তথায় রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ গদা সুবর্ণ বিন্দুসমূহ দ্বারা চিত্রিতা, খুব ভারী ও মহাসুদৃঢ়া।৬

শত্রুসংহারিণী ঐ গদা শত সহস্র গদার সমান। এই গাণ্ডীব আপনার যেরূপ উপযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ উক্ত গদাও ভীমসেনের উপযুক্ত হইবে।৭

বরুণদেবপরিগৃহীত দেবদত্ত নামক সুন্দর ধ্বনিবিশিষ্ট এক মহাশঙ্খও তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমি এই সমস্ত বস্তু আনিয়া আপনাকে প্রদান করিব, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।৮

অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া সেই ময়াসুর পূর্ব্বোত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সে কৈলাসপর্ব্বতের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বতের সন্নিধানে গেলেন।৯

তথায় হিরণ্যশৃঙ্গনামে মহামণিময় এক বিশাল পর্ব্বত আছে। সেইস্থানে রমণীয় বিন্দুসরোবর নিখাত রহিয়াছে। যেখানে রাজা ভগীরথ ভাগীরথী গঙ্গার দর্শনমানসে বহু বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন।

দ্রষ্টুং ভাগীরথীং গঙ্গামুবাস বহুলাঃ সমাঃ।
যত্রেষ্টং সর্বভূতানামীশ্বরেণ মহাত্মনা ॥১১

আহৃতাঃ ক্রতবো মুখ্যাঃ শতং ভরতসত্তম।
যত্র যূপা মণিময়াশ্চৈত্যাশ্চাপি হিরণ্ময়াঃ ॥১২

শোভার্থং বিহিতাস্তত্র ন তু দৃষ্টান্ততঃ কৃতাঃ।
যত্রেষ্ট্বা স গতঃ সিদ্ধিং সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ ॥১৩

যত্র ভূতপতিঃ সৃষ্ট্বা সর্বান্ লোকান্ সনাতনঃ।
উপাস্যতে তিগ্মতেজা স্থিতো ভূতৈঃ সহস্রশঃ ॥১৪

নর-নারায়ণৌ ব্রহ্মা যমঃ স্থাণুশ্চ পঞ্চমঃ।
উপাসতে যত্র সত্রং সহস্রযুগপর্য্যয়ে ॥১৫

যত্রেষ্টং বাসুদেবেন সত্রৈর্বর্ষগণান্ বহূন্।
শ্রদ্দধানেন সততং ধর্মসম্প্রতিপত্তয়ে ॥১৬

সুবর্ণমালিনো যূপাশ্চৈত্যাশ্চাপ্যতিভাস্বরাঃ।
দদৌ যত্র সহস্রাণি প্রযুতানি চ কেশবঃ ॥১৭

তত্র গত্বা স জগ্রাহ গদাং শঙ্খঞ্চ ভারত।
স্ফাটিকঞ্চ সভাদ্রব্যং যদাসীদ্ বৃষপর্বণঃ ॥১৮

কিঙ্করৈঃ সহ রক্ষোভির্যদরক্ষন্মহদ্ ধনম্।
তদগৃহ্নাম্ময়স্তত্র গত্বা সর্বং মহাসুরঃ ॥১৯

তদাহৃত্য চ তাং চক্রে সোঽসুরোঽপ্রতিমাং সভাম্।
বিশ্রুতাং ত্রিষু লোকেষু দিব্যাং মণিময়ীং শুভাম্ ॥২০

গদাঞ্চ ভীমসেনায় প্রবরাং প্রদদৌ তদা।
দেবদত্তং চার্জুনায় শঙ্খপ্রবরমুত্তমম্ ॥২১

যস্য শঙ্খস্য নাদেন ভূতানি প্রচকম্পিরে।
সভা চ সা মহারাজ শাতকুম্ভময়দ্রুমা ॥২২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেখানে সকল ভূতগণের অধীশ্বর মহাত্মা প্রজাপতি অতি মুখ্য শতক্রতুর অনুষ্ঠান করেন। যেখানে যূপসকল মণিময় এবং চৈত্যসকল হিরণ্ময় রহিয়াছে।১০-১২

ঐ যূপ, চৈত্য সমস্তই সেখানে শোভার্থ নির্ম্মিত ছিল, দৃষ্টান্তরূপে তথায় তাহা করা হয় নাই। সহস্রলোচন শচীপতি ইন্দ্র সেই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।১৩

সকল লোকের স্রষ্টা ও সকল প্রাণির অধিপতি উগ্রতেজা সনাতনদেবতা ভবানীপতি তথায় সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করিয়া সহস্র সহস্র ভূতগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিলেন।১৪

নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, যম ও স্থাণু এই পাঁচজন যুগসহস্র অতিক্রান্ত হইলে তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।১৫

বাসুদেব ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অবিচ্ছেদে বহু বৎসর তথায় যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করেন।১৬

সুবর্ণমালালঙ্কৃত যূপ, অতি ভাস্বর চৈত্যসমূহ তথায় নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ভগবান্ কেশব ঐ যজ্ঞে সহস্র ও অযুত বস্তু দান করিয়াছিলেন।১৭

হে ভারত! ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অধিকৃত তথায় স্ফটিকময় সভা নির্ম্মাণোপযোগী যে সকল দ্রব্য ছিল, তৎসমুদয় এবং গদা ও শঙ্খ গ্রহণ করিলেন।১৮

মহাসুর ময় তথায় গমন করিয়া কিঙ্কর এবং রাক্ষসগণের সহিত বৃষপর্ব্বা যে সকল মহদ্ ধন তথায় রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ধন গ্রহণ করিলেন।১৯

ঐ সকল ধন আহরণ করিয়া সেই অসুর ময় অপ্রতিম এক সভা নির্ম্মাণ করিলেন। সে সভা ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য মণিময়ী শুভ ও সুন্দর হইয়াছিল।২০

তখন তিনি ঐ শ্রেষ্ঠ গদা ভীমসেনকে এবং দেবদত্তনামক উত্তম শঙ্খপ্রবর অর্জ্জুনকে দান করিলেন।২১

দশকিষ্কুসহস্রাণি সমন্তাদায়তাভবৎ।
যথা বহ্নের্যথার্কস্য সোমস্য চ যথা সভা ॥২৩
ভ্রাজমানা তথাত্যর্থং দধার পরমং বপুঃ।
অভিঘ্নতীব প্রভয়া প্রভামর্কস্য ভাস্বরাম্ ॥২৪
প্রবভৌ জ্বলমানেব দিব্যা দিব্যেন বর্চসা।
নবমেঘপ্রতীকাশা দিবমাবৃত্য বিষ্ঠিতা।
আয়তা বিপুলা রম্যা বিপাপ্মা বিগতক্লমা ॥২৫
উত্তমদ্রব্যসম্পন্না রত্নপ্রাকারতোরণা।
বহুচিত্রা বহুধনা সুকৃতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥২৬
ন দাশার্হী সুধর্ম্মা চ ব্রহ্মণো বাথ তাদৃশী।
সভা রূপেণ সম্পন্না যাং চক্রে মতিমান্ ময়ঃ ॥২৭

ঐ শঙ্খের ধ্বনিতে সমস্ত প্রাণিগণ কম্পিত হইত। হে মহারাজ! সুবর্ণনির্ম্মিত তরুরাজি ঐ সভায় শোভা পাইতেছিল।২২

ঐ সভামণ্ডপ চতুর্দ্দিকে দশ সহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সভা অগ্নি, সূর্য্য ও চন্দ্রমার সভার ন্যায় সমধিক শোভা পাইতে লাগিল।২৩

ঐ সভার স্বকীয় প্রভার প্রভাবে প্রভাকরের অতিভাস্বর প্রভাও প্রতিহত হইল।২৪

সেই দিব্য সভা স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নবীন নীরদসঙ্কাশা (নবমেঘতুল্যা) অতি বিপুল আয়তনবিশিষ্টা আকাশমণ্ডল আবৃত করিয়া দণ্ডায়মানা সেই সভা পাপনাশক ও শ্রমাপহারক এবং মনোরম হইয়াছিল।২৫

অত্যুত্তম দ্রব্যসম্ভারশালী রত্নপ্রাকার-মণ্ডিত বহু চিত্রোপশোভিত বহুল ধনসম্পন্ন ঐ সভা দানবগণের বিশ্বকর্ম্মা ময়াসুর অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।২৬

বুদ্ধিমান্ ময়াসুর যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই রূপসম্পন্ন পাণ্ডব-সভা যাদবদিগের সুধর্ম্মা সভা বা ব্রহ্মার সভাও তাদৃশ রূপসম্পন্ন ছিল না।২৭

তাং স্ম তত্র ময়েনোক্তা রক্ষন্তি চ বহন্তি চ।
সভামষ্টৌ সহস্রাণি কিঙ্করা নাম রাক্ষসাঃ ॥২৮
অন্তরিক্ষচরা ঘোরা মহাকায়া মহাবলাঃ।
রক্তাক্ষাঃ পিঙ্গলাক্ষাশ্চ শুক্তিকর্ণাঃ প্রহারিণঃ ॥২৯
তস্যাং সভায়াং নলিনীং চকারাপ্রতিমাং ময়ঃ।
বৈদূর্য্যপত্রবিততাং মণিনালময়াম্বুজাম্ ॥৩০
পদ্মসৌগন্ধিকবতীং নানাদ্বিজগণাযুতাম্।
পুষ্পিতৈঃ পঙ্কজৈশ্চিত্রাং কূর্ম্মৈর্মৎস্যৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ।
চিত্রস্ফটিকসোপানাং নিষ্পঙ্কসলিলাং শুভম্ ॥৩১
মন্দানিলসমুদ্ধূতাং মুক্তাবিন্দুভিরাচিতাম্।
মহামণিশিলাপট্টবদ্ধপর্য্যন্তবেদিকাম্ ॥৩২

ময়দানবের আদেশ অনুসারে আট হাজার কিঙ্কর নামক রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং আবশ্যক মতে উহাকে বহন করিয়া স্থানান্তরেও লইয়া যাইত।২৮

ঐ আট হাজার রাক্ষস গগনচর, মহাঘোর, মহাকায়, মহাবল, কেহ রক্তনেত্র, কেহ বা পিঙ্গললোচন এবং শুক্তিকর্ণ ও আয়ুধধারী ছিল।২৯

ময়দানব ঐ সভাস্থলে এক অপূর্ব্ব পদ্মময় সরোবর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তথায় মণিময় মৃণাল পরিশোভিত ও বৈদূর্য্য পত্র সমলঙ্কৃত পদ্মরাজি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।৩০

ঐ সরোবর পদ্মরাগ মণিময়পদ্মের মনোহর গন্ধযুক্ত ও নানাবিধ পক্ষিগণ পরিশোভিত ছিল। বিকসিত কনককমল এবং সুবর্ণনির্ম্মিত মৎস্য ও কূর্ম্ম দ্বারা সরোবরের বিচিত্র শোভা সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐ সরোবরের সোপান বিচিত্র স্ফটিকময় হওয়ায় এবং তথায় পঙ্করহিত স্বচ্ছ সলিল থাকায় দেখিতে খুব সুন্দর হইয়াছিল।৩১

মণিরত্নচিতাং তাং তু কেচিদভ্যেত্য পার্থিবাঃ।
দৃষ্ট্বাপি নাভ্যজানন্ত তেঽজ্ঞানাৎ প্রপতন্ত্যত ॥৩৩
তাং সভামভিতো নিত্যং পুষ্পবন্তো মহাদ্রুমাঃ।
আসন্ নানাবিধা লোলাঃ শীতচ্ছায়া মনোরমাঃ ॥৩৪
কাননানি সুগন্ধীনি পুষ্করিণ্যশ্চ সর্বশঃ।
হংসকারণ্ডবোপেতাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ ॥৩৫
জলজানাঞ্চ পদ্মানাং স্থলজানাঞ্চ সর্বশঃ।
মারুতো গন্ধমাদায় পাণ্ডবান্ স্ম নিষেবতে ॥৩৬
ঈদৃশীং তাং সভাং কৃত্বা মাসৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ।
নিষ্ঠিতাং ধর্মরাজায় ময়ো রাজন্ ন্যবেদয়ৎ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি সভাক্রিয়াপর্বণি-সভানির্মাণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

সেই সরোবর মন্দ-পবনে উদ্বেলিত হইয়া মৌক্তিক-বিন্দুসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইত এবং মহামণি ও শিলাপট্ট দ্বারা সরোবরের পরিসরবেদিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল।৩২

সেই সরোবর মণিরত্নখচিত হওয়ায় রাজাদিগের মধ্যে কেহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াও তাহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা অজ্ঞানভাবশতঃ সরোবরের মধ্যভাগে গমন করিয়া তথায় পতিত হইতেন।৩৩

ঐ সভার নিকটে নানাবিধ বিকসিত পুষ্পযুক্ত চঞ্চলকিসলয়োপশোভিত উন্নত পাদপাবলী সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল। ঐ বৃক্ষরাজি দেখিতে মনোরম ও শীতচ্ছায়াসম্পন্ন ছিল।৩৪

সুরভি কানন ও হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিগণোপশোভিত পুষ্করিণীসমূহ সভার চারিদিকে বিরাজিত ছিল।৩৫

সমীরণ তত্রত্য জলজ ও স্থলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবদিগের সেবা করিতেছিল।৩৬

হে রাজন্! ময়দানব চতুর্দ্দশ মাসে এইপ্রকার সেই সভা নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তিসংবাদ প্রদান করিলেন।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত সভাক্রিয়াপর্ব্বে সভানির্ম্মাণ বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ময়নির্ম্মিতসভাভবনে যুধিষ্ঠিরস্য প্রবেশঃ, তত্রোপস্থিতানাং মহর্ষীণাং রাজ্ঞাঞ্চ বর্ণনম্।]

(বৈশম্পায়ন উবাচ।
তাং তু কৃত্বা সভাং শ্রেষ্ঠাং ময়শ্চার্জুনমব্রবীৎ।
ময় উবাচ।
এষা সভা সব্যসাচিন্ ধ্বজো হ্যত্র ভবিষ্যতি ॥
ভূতানাঞ্চ মহাবীর্য্যো ধ্বজাগ্রে কিঙ্করো গণঃ।
তব বিস্ফারঘোষেণ মেঘবন্নিনদিষ্যতি ॥
অয়ং হি সূর্য্যসঙ্কাশো জ্বলনস্য রথোত্তমঃ।
ইমে চ দিবিজাঃ শ্বেতা বীর্য্যবন্তো হয়োত্তমাঃ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

[ময় দ্বারা নির্ম্মিত সভাভবনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ এবং সভায় অবস্থিত মহর্ষিগণ ও রাজগণের বর্ণনা।]

(বৈশম্পায়ন কহিলেন,—সেই শ্রেষ্ঠ সভাভবন নির্ম্মাণ করিয়া ময়দানব অর্জ্জুনকে বলিলেন।

মায়াময়ঃ কৃতো হ্যেষ ধ্বজো বানরলক্ষণঃ।
অসজ্জমানো বৃক্ষেষু ধূমকেতুরিবোচ্ছ্রিতঃ॥
বহুবর্ণং হি লক্ষ্যেত ধ্বজং বানরলক্ষণম্।
ধ্বজোৎকটং হ্যনবমং যুদ্ধে দ্রক্ষ্যসি বিষ্ঠিতম্॥
ইত্যুক্ত্বালিঙ্গ্য বীভৎসুং বিসৃষ্টঃ প্রযযৌ ময়ঃ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রবেশনং তস্যাং চক্রে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
অযুতং ভোজয়িত্বা তু ব্রাহ্মণানাং নরাধিপঃ॥১
সাজ্যেন পায়সেনৈব মধুনা মিশ্রিতেন চ।
কৃসরেণাথ জীবন্ত্যা হবিষ্যেণ চ সর্বশঃ॥২
ভক্ষ্যপ্রকারৈর্বিবিধৈঃ ফলৈশ্চাপি তথা নৃপ।
চোষ্যৈশ্চ বিবিধৈ রাজন্ পেয়ৈশ্চ বহুবিস্তরৈঃ॥৩
অহতৈশ্চৈব বাসোভির্মাল্যৈরুচ্চাবচৈরপি।
তর্পয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতান্॥৪

দদৌ তেভ্যঃ সহস্রাণি গবাং প্রত্যেকশঃ পুনঃ।
পুণ্যাহঘোষস্তত্রাসীদ্ দিবস্পৃগিব ভারত॥৫

বাদিত্রৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈ গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি।
পূজয়িত্বা কুরুশ্রেষ্ঠো দৈবতানি নিবেশ্য চ॥৬

তত্র মল্লা নটা ঝল্লাঃ সূতা বৈতালিকাস্তথা।
উপতস্থুর্মহাত্মানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্॥৭

তথা স কৃত্বা পূজাং তাং ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ।
তস্যাং সভায়াং রম্যায়াং রেমে শক্রো যথা দিবি॥৮

ময়াসুর বলিলেন,—হে সব্যসাচিন্! এই আপনার সভা, এইখানে একটি ধ্বজ হইবে।

ঐ ধ্বজের অগ্রভাগে ভূতগণের মধ্যে মহা-পরাক্রমশালী কিঙ্করনামে ভূতগণ থাকিবে। আপনার ধনুর বিস্ফারধ্বনি দ্বারা সেই কিঙ্করগণ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করিবে।

অগ্নিদেবের শ্রেষ্ঠ এই রথ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এবং শ্বেতবর্ণ দিব্য বলবান্ শ্রেষ্ঠ এই অশ্বগণ। এই ধ্বজ মায়াময় ও বানরচিহ্ন দ্বারা নির্ম্মিত এই ধ্বজ-বৃক্ষে কোন কপটতা নাই এবং ধূমকেতুর ন্যায় ইহা উন্নত।

বানরচিহ্নিত এই ধ্বজ বহুবর্ণ দেখাইবে এবং যুদ্ধকালে এই উৎকট ধ্বজ স্থির ও অনবনত দেখিবেন। অর্থাৎ কখনও ইহা অবনমিত হইবে না। এইকথা বলিয়া ময়াসুর অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইয়া অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন।)

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! তাহার পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঘৃতমধুমিশ্রিত পায়স, খিচুড়ী, জীবন্তিকা শাক, সকলরকম হবিষ্য, বিবিধ প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য এবং নানাবিধ ফল ও বহুপ্রকার চোষ্য এবং পেয় দ্রব্য দ্বারা অযুত সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া সেই সভাভবনে প্রবেশ করিলেন।১-৩

তিনি অখণ্ড নূতন বস্ত্র ও ছোট বড় মাল্য দ্বারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।৪

হে ভারত! তিনি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক হাজার গো দান করিলেন। তথায় তখন বহু ব্রাহ্মণের পুণ্যাহ বাচনধ্বনি হইয়াছিল এবং সে ধ্বনি যেন স্বর্গলোকস্পর্শী হইয়াছিল।৫

কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাদ্য এবং অনেক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা দেবতাদিগের পূজা ও স্থাপনা করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৬

সভাস্থলে মল্ল, ঝল্ল, নট, সূত ও বৈতালিকগণ উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিল।৭

সেইরূপে পূজার কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির সেই রমণীয় সভায় স্বর্গে ইন্দ্র যেরূপ ক্রীড়া করিতেন, সেইরূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।৮

সভায়ামৃষয়স্তস্যাং পাণ্ডবৈঃ সহ আসতে।
আসাঞ্চক্রুর্নরেন্দ্রাশ্চ নানাদেশসমাগতাঃ ॥৯
অসিতো দেবলঃ সত্যঃ সর্পির্মালী মহাশিরাঃ।
অর্বাবসুঃ সুমিত্রশ্চ মৈত্রেয়ঃ শুনকো বলিঃ ॥১০
বকো দাল্‌ভ্যঃ স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ।
সুমন্তুর্জৈমিনিঃ পৈলো ব্যাসশিষ্যাস্তথা বয়ম্ ॥১১
তিত্তিরির্যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ সসুতো লোমহর্ষণঃ।
অপ্স্‌হোম্যশ্চ ধৌম্যশ্চ অণীমাণ্ডব্য-কৌশিকৌ ॥১২
দামোষ্ণীষস্ত্রৈবলিশ্চ পর্ণাদো ঘটজানুকঃ।
মৌঞ্জায়নো বায়ুভক্ষঃ পারাশর্য্যশ্চ সারিকঃ ॥১৩
বলিবাকঃ সিনীবাকঃ সত্যপালঃ কৃতশ্রমঃ।
জাতূকর্ণঃ শিখাবাংশ্চ আলম্বঃ পারিজাতকঃ ॥১৪
পর্বতশ্চ মহাভাগো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ।
পবিত্রপাণিঃ সাবর্ণো ভালুকির্গালবস্তথা ॥১৫
জঙ্ঘাবন্ধুশ্চ রৈভ্যশ্চ কোপবেগসুথা ভৃগুঃ।
হরিবভ্রুশ্চ কৌণ্ডিন্যো বভ্রুমালী সনাতনঃ ॥১৬

কাক্ষীবানৌশিজশ্চৈব নাচিকেতোঽথ গৌতমঃ।
পৈঙ্গ্যো বরাহঃ শুনকঃ শাণ্ডিল্যশ্চ মহাতপাঃ ॥১৭
কুক্কুরো বেণুজঙ্ঘোঽথ কালাপঃ কঠ এব চ।
মুনয়ো ধর্মবিদ্বাংসো ধৃতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥১৮
এতে চান্যে চ বহবো বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
উপাসতে মহাত্মানং সভায়ামৃষিসত্তমাঃ ॥১৯
কথয়ন্তঃ কথাঃ পুণ্যা ধর্মজ্ঞাঃ শুচয়োঽমলাঃ।
তথৈব ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠা ধর্মরাজমুপাসতে ॥২০
শ্রীমান্ মহাত্মা ধর্মাত্মা মুঞ্জকেতুর্বিবর্দ্ধনঃ।
সংগ্রামজিদ্ দুর্মুখশ্চ উগ্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্ ॥২১
কক্ষসেনঃ ক্ষিতিপতিঃ ক্ষেমকশ্চাপরাজিতঃ।
কম্বোজরাজঃ কমঠঃ কম্পনশ্চ মহাবলঃ ॥২২
সততং কম্পয়ামাস যবনানেক এব যঃ।
বলপৌরুষসম্পন্নান্ কৃতাস্ত্রানমিতৌজসঃ।
যথাসুরান্ কালকেয়ান্ দেবো বজ্রধরস্তথা ॥২৩

ঋষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সেই সভায় উপবেশন করিলেন এবং নানা দেশ হইতে সমাগত নরপতিগণ তথায় উপবিষ্ট হইলেন।৯

অসিত, দেবল, সত্য, সর্পির্মালী, মহাশিরাঃ অর্ব্বাবসু, সুমিত্র, মৈত্রেয়, শুনক, বলি, বক, দাল্‌ভ্য, স্থূলশিরাঃ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুক, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল এবং ব্যাসশিষ্য আমরা, তিত্তিরি, যাজ্ঞবল্ক্য, পুত্র-সহিত লোমহর্ষণ, অপ্স্‌হোম্য, ধৌম্য, অণিমাণ্ডব্য, কৌশিক, দামোষ্ণীষ, ত্রৈবলি, পর্ণাদ, ঘটজানুক, মৌঞ্জায়ন, বায়ুভক্ষ, পারাশর্য্য (ব্যাস), সারিক, বলিবাক, সিনীবাক, সত্যপাল, কৃতশ্রম, জাতূকর্ণ, শিখাবান্, আলম্ব, পারিজাতক, মহাভাগ পর্ব্বত, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পবিত্রপাণি, সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জঙ্ঘাবন্ধু, রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিবভ্রু, কৌণ্ডিন্য, বভ্রুমালী, সনাতন, কাক্ষীবান, ঔশিজ, নাচিকেত, গৌতম, পৈঙ্গ্য, বরাহ, শুনক, মহাতপা শাণ্ডিল্য, কুক্কুর, বেণুজঙ্ঘ, কালাপ, কঠ প্রভৃতি ধর্ম্মজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ও বিশুদ্ধস্বভাব মুনিগণ ঐ সভায় বিরাজিত ছিলেন।১০-১৮

এই সকল মুনি এবং অন্যান্য বেদবেদাঙ্গপারগ আরও বহু মুনিশ্রেষ্ঠগণ ঐ সভায় মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতে লাগিলেন।১৯

ধর্ম্মজ্ঞ, অমল, পবিত্র ও পুণ্যাত্মা ঐ ঋষিগণ এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ সকলেই তথায় পুণ্যকথা কীর্ত্তন করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন।২০

শ্রীমান্ মহামনা ধর্ম্মাত্মা মুঞ্জকেতু, বিবর্দ্ধন, সংগ্রামজিৎ দুর্ম্মুখ, বীর্য্যবান্ উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি

জটাসুরো মদ্রকাণাঞ্চ রাজা
কুন্তিঃ পুলিন্দশ্চ কিরাতরাজঃ।
তথাঙ্গ-বাঙ্গৌ সহ পুণ্ড্রকেণ
পাণ্ড্যোড্ররাজৌ চ সহান্ধ্রকেণ ॥২৪

অঙ্গো বঙ্গঃ সুমিত্রশ্চ শৈব্যশ্চামিত্রকর্শনঃ।
কিরাতরাজঃ সুমনা যবনাধিপতিস্তথা ॥২৫

চাণূরো দেবরাতশ্চ ভোজো ভীমরথশ্চ যঃ।
শ্রুতায়ুধশ্চ কালিঙ্গো জয়সেনশ্চ মাগধঃ ॥২৬

সুকর্ম্মা চেকিতানশ্চ পুরুশ্চামিত্রকর্শনঃ।
কেতুমান্ বসুদানশ্চ বৈদেহোঽথ কৃতক্ষণঃ ॥২৭

সুধর্ম্মা চানিরুদ্ধশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ মহাবলঃ।
অনূপরাজো দুর্দ্ধর্ষঃ ক্রমজিচ্চ সুদর্শনঃ ॥২৮

শিশুপালঃ সহসুতঃ করূষাধিপতিস্তথা।
বৃষ্ণীণাং চৈব দুর্ধর্ষাঃ কুমারা দেবরূপিণঃ ॥২৯

আহুকো বিপৃথুশ্চৈব গদঃ সারণ এব চ।
অক্রূরঃ কৃতবর্ম্মা চ সত্যকশ্চ শিনেঃ সুতঃ ॥৩০

ভীষ্মকোঽথাকৃতিশ্চৈব দ্যুমৎসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
কেকয়াশ্চ মহেম্বাসা যজ্ঞসেনশ্চ সৌমকিঃ ॥৩১

কেতুমান্ বসুমাংশ্চৈব কৃতাস্ত্রশ্চ মহাবলঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ ক্ষত্রিয়া মুখ্যসম্মতাঃ ॥৩২

উপাসতে সভায়াং স্ম কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অর্জ্জুনং যে চ সংশ্রিত্য রাজপুত্রা মহাবলাঃ ॥৩৩

অশিক্ষন্ত ধনুর্বেদং রৌরবাজিনবাসসঃ।
তত্রৈব শিক্ষিতা রাজন্ কুমারা বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥৩৪

রৌক্মিণেয়শ্চ শাম্বশ্চ যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।
সুধর্ম্মা চানিরুদ্ধশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৩৫

এতে চান্যে চ বহবো রাজানঃ পৃথিবীপতে।
ধনঞ্জয়সখা চাত্র নিত্যমাস্তে স্ম তুম্বুরুঃ ॥৩৬

কক্ষসেন, অপরাজিত ক্ষেমক, কম্বোজরাজ কমঠ এবং মহাবলী কম্পন, যিনি একাই বল ও পৌরুষসম্পন্ন এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী অমিততেজস্বী যবনদিগকে সর্ব্বদা কাঁপাইতেন, বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ কালকেয়-নামক অসুরদিগকে কম্পিত করিয়াছিলেন।২১-২৩

জটাসুর, মদ্ররাজ শল্য, রাজা কুন্তিভোজ, কিরাতরাজ পুলিন্দ, অঙ্গরাজ, বঙ্গরাজ, পুণ্ড্রক, পাণ্ড্য, উড্ররাজ, অন্ধ্ররাজ, অঙ্গ, বঙ্গ, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনাঃ, যবনরাজ, চাণূর, দেবরাত, ভীমরথ ভোজ, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধ, মগধদেশীয় রাজা জয়সেন, সুকর্ম্মা চেকিতান, শত্রুসংহারক পুরু, কেতুমান্, বসুদান, বিদেহরাজ কৃতক্ষণ, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, মহাবল শ্রুতায়ু; দুর্ধর্ষ অনূপরাজ, সুদর্শন ক্রমজিৎ, শিশুপাল, সপুত্র করূষাধিপতি দন্তবক্র, বৃষ্ণিবংশীয় দেবরূপী দুর্ধর্ষ কুমারগণ, আহুক, বিপৃথু, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শিনিপুত্র সত্যক, ভীষ্মক, আকৃতি, বীর্য্যবান্ দ্যুমৎসেন, মহাধনুর্দ্ধর কেকয়রাজকুমারগণ, যজ্ঞসেন, সৌমকি, কেতুমান্, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও মহাবল বসুমান্ এবং অন্যান্য প্রধান ক্ষত্রিয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

যে সমস্ত মহাবল রাজকুমারগণ মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা, এবং হে রাজন্! বৃষ্ণিবংশীয় শিক্ষিত কুমারগণও ঐ সভাভবনে উপস্থিত থাকিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেছিলেন।২৪-৩৪

রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, যুযুধান, সাত্যকি, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, ইঁহারা এবং হে পৃথিবীপতে! অন্যান্য আরও বহু রাজা এবং ধনঞ্জয়সখা তুম্বুরুও ঐ সভায় নিত্য উপস্থিত ছিলেন।৩৫-৩৬

উপাসতে মহাত্মানমাসীনং সপ্তবিংশতিঃ।
চিত্রসেনঃ সহামাত্যো গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥৩৭
গীতবাদিত্রকুশলা সাম্যতালবিশারদাঃ।
প্রমাণেঽথ লয়ে স্থানে কিন্নরাঃ কৃতনিশ্রমাঃ ॥৩৮
সঞ্চোদিতাস্তুম্বুরুণা গন্ধর্বসহিতাস্তদা।
গায়ন্তি দিব্যতানৈস্তে যথান্যায়ং মনস্বিনঃ।
পাণ্ডুপুত্রানৃষীংশ্চৈব রময়ন্ত উপাসতে ॥৩৯

তস্যাং সভায়ামাসীনাঃ সুব্রতাঃ সত্যসঙ্গরাঃ।
দিবীব দেবা ব্রহ্মাণং যুধিষ্ঠিরমুপাসতে ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি সভাক্রিয়াপর্বণি সভাপ্রবেশো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

অমাত্যগণের সহিত চিত্রসেন প্রভৃতি সপ্তবিংশতি গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ ঐ সভায় সমুপবিষ্ট মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন।৩৭

গীতবাদ্যবিশারদ ও তাললয়বিশেষজ্ঞ এবং লয় ও স্থান বিষয়ে প্রমাণ ব্যক্তিগণের নিকটে বিশেষ পরিশ্রমকারী মনস্বী কিন্নরগণ তুম্বুরুকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অন্যান্য গন্ধর্বগণের সহিত দিব্য তান দ্বারা যথানিয়মে গান আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহারা ঐ সভায় পাণ্ডুনন্দন ও ঋষিগণের প্রীতিসম্পাদন-পূর্ব্বক তাঁহাদের উপাসনা করিতে লাগিলেন।৩৮-৩৯

দেবতাগণ স্বর্গে ব্রহ্মার যেরূপ আরাধনা করেন সেইরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সুব্রত মহাপুরুষগণ সেই সভায় সকলে সমাসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন।৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত সভাক্রিয়াপর্ব্বে সভাপ্রবেশনামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(লোকপালসভাখ্যানপর্ব্ব)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য সভায়াং নারদস্যাগমনম্, প্রশ্নচ্ছলেন যুধিষ্ঠিরায় শিক্ষাদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথ তত্রোপবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
মহৎসু চোপবিষ্টেষু গন্ধর্বেষু চ ভারত ॥১

বেদোপনিষদাং বেত্তা ঋষিঃ সুরগণার্চিতঃ।
ইতিহাস-পুরাণজ্ঞঃ পুরাকল্পবিশেষবিৎ ॥২

ন্যায়বিদ্ ধর্মতত্ত্বজ্ঞঃ ষড়ঙ্গবিদনুত্তমঃ।
ঐক্যসংযোগনানাত্বসমবায়বিশারদঃ ॥৩
বক্তা প্রগল্‌ভো মেধাবী স্মৃতিমান্ নয়বিৎ কবিঃ।
পরাপরবিভাগজ্ঞঃ প্রমাণকৃতনিশ্চয়ঃ ॥৪
পঞ্চাবয়বযুক্তস্য বাক্যস্য গুণদোষবিৎ।
উত্তরোত্তরবক্তা চ বদতোঽপি বৃহস্পতেঃ ॥৫

লোকপালসভাখ্যান পর্ব্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন এবং প্রশ্নচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষাদান।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভারত! অনন্তর ঐ সভায় মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য মহৎ ব্যক্তিগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ সকলে উপবেশন করিয়া আছেন।১

এমন সময় বেদ ও উপনিষদ্‌বেত্তা, ঋষি, দেবতা-

ধর্মকামার্থমোক্ষেষু যথাবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ।
তথা ভুবনকোশস্য সর্বস্যাস্য মহামতিঃ ॥৬

প্রত্যক্ষদর্শী লোকস্য তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
সাংখ্যযোগবিভাগজ্ঞো নির্বিবিৎসুঃ সুরাসুরান্ ॥৭

সন্ধি-বিগ্রহতত্ত্বজ্ঞস্ত্বনুমান-বিভাগবিৎ।
ষাড়্গুণ্যবিধিযুক্তশ্চ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥৮

যুদ্ধগান্ধর্বসেবী চ সর্বত্রাপ্রতিঘস্তথা।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্যুক্তো গুণগণৈর্মুনিঃ ॥৯

লোকাননুচরন্ সর্বানাগমৎ তাং সভাং নৃপ।
নারদঃ সুমহাতেজা ঋষিভিঃ সহিতস্তদা ॥১০

পারিজাতেন রাজেন্দ্র পর্বতেন চ ধীমতা।
সুমুখেন চ সৌম্যেন দেবর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ॥১১

সভাস্থান্ পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং প্রীয়মাণো মনোজবঃ।
জয়াশীর্ভিস্তু তং বিপ্রো ধর্মরাজানমার্চয়ৎ ॥১২

তমাগতমৃষিং দৃষ্ট্বা নারদং সর্বধর্মবিৎ।
সহসা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুত্থায়ানুজৈঃ সহ ॥১৩

অভ্যবাদয়ত প্রীত্যা বিনয়াবনতস্তদা।
তদর্হমাসনং তস্মৈ সম্প্রদায় যথাবিধি ॥১৪

গাঞ্চৈব মধুপর্কঞ্চ সম্প্রদায়ার্ঘ্যমেব চ।
অর্চয়ামাস রত্নৈশ্চ সর্বকামৈশ্চ ধর্মবিৎ ॥১৫

গণকর্ত্তৃক পূজিত, ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, পূর্ব্বকল্পের সংবাদে বিশেষজ্ঞ, ন্যায়বিদ্, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ ও ষড়ঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদাঙ্গে পারদর্শী, ঐক্য অর্থাৎ পরস্পরবিরুদ্ধ বেদবাক্যসমূহের একবাক্যতা, সংযোগনানাত্ব অর্থাৎ একত্র মিলিত বচনসমূহের প্রয়োগানুসারে পৃথক্ পৃথক্ করা ও সমবায় অর্থাৎ যজ্ঞীয় অনেক কর্ম্ম একসঙ্গে উপস্থিত হইলে অধিকার অনুসারে যজমানের সহিত কর্ম্মের যে সম্বন্ধ তাহারই সমবায়, এই ঐক্য, সংযোগনানাত্ব ও সমবায় বিষয়ে সুপণ্ডিত, প্রগল্‌ভবক্তা, মেধাবী, স্মরণশক্তি-সম্পন্ন, নীতিজ্ঞ, পণ্ডিত, পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্মের বিভাগ-বিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রমাণপ্রদর্শন দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পটু, পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়বাক্যের গুণ ও দোষ বিষয়ে অভিজ্ঞ, বৃহস্পতি অপেক্ষাও উত্তরপ্রত্যুত্তর কথনে সমর্থ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ বিষয়ে যথাবিধি নির্ণয়কারী, এই চতুর্দ্দশ ভুবন-কোশের উপরে, নীচে ও পাশে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষদর্শী, মহাবুদ্ধি, সাংখ্য ও যোগের বিভাগ পরিজ্ঞাতা, সুর ও অসুরগণের বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে ইচ্ছুক, সন্ধি ও বিগ্রহবিষয়ে যথার্থতত্ত্বাভিজ্ঞ, নিজের ও শত্রুপক্ষের বলাবল সম্বন্ধে অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া শত্রুর বিভাগবিষয়ে নিপুণ, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব, সমাশ্রয়, রাজনীতি—এই ছয় গুণের উপযোগবিষয়ে জ্ঞানবান্, সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, যুদ্ধ এবং সঙ্গীতকলায় দক্ষ, সর্ব্বত্র ক্রোধরহিত, এই সকল গুণ এবং অন্যান্য আরও বহুগুণগণমণ্ডিত সুমহাতেজা মহামুনি দেবর্ষি নারদ ঋষিগণের সহিত সমস্ত লোকে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার সঙ্গে পারিজাত, ধীমান্ পর্ব্বত, সৌম্য ও সুমুখ প্রভৃতি অনেক ঋষি আসিয়াছিলেন। পিতৃতুল্য সম্মানার্হ, অমিতদ্যুতি দেবর্ষি নারদ সভাসীন পাণ্ডব-গণকে দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা সেই ধর্ম্মরাজের পূজা ও সৎকার করিলেন।২-১২

সেই দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মবিদ্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তদীয় অনুজগণের সহিত সহসা উত্থিত হইয়া এবং প্রীতির সহিত বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। এবং তাঁহার যোগ্য আসন তাঁহাকে দিয়া যথাবিধি গো, মধুপর্ক ও অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ধর্ম্মবিদ্ যুধিষ্ঠির

তুতোষ চ যথাবচ্চ পূজাং প্রাপ্য যুধিষ্ঠিরাৎ।
সোঽর্চিতঃ পাণ্ডবৈঃ সর্বৈর্মহর্ষির্বেদপারগঃ॥
ধর্ম-কামার্থসংযুক্তং পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরম্॥১৬

নারদ উবাচ।

কচ্চিদর্থাশ্চ কল্পন্তে ধর্মে চ রমতে মনঃ।
সুখানি চানুভূয়ন্তে মনশ্চ ন বিহন্যতে॥১৭
কচ্চিদাচরিতং পূর্বৈর্নরদেব পিতামহৈঃ।
বর্ত্তসে বৃত্তিমক্ষুদ্রাং ধর্মার্থসহিতাং ত্রিষু॥১৮

কচ্চিদর্থেন বা ধর্মং ধর্মেণার্থমথাপি বা।
উভৌ বা প্রীতিসারেণ ন কামেন প্রবাধসে॥১৯
কচ্চিদর্থঞ্চ ধর্মঞ্চ কামঞ্চ জয়তাং বর।
বিভজ্য কালে কালজ্ঞঃ সদা বরদ সেবসে॥২০
কচ্চিদ্ রাজগুণৈঃ ষড়্‌ভিঃ সপ্তোপায়াংস্তথানঘ।
বলাবলং তথা সম্যক্ চতুর্দ্দশ পরীক্ষসে॥২১
কচ্চিদাত্মানমন্বীক্ষ্য পরাংশ্চ জয়তাং বর।
তথা সন্ধায় কর্মাণি অষ্টৌ ভারত সেবসে॥২২

রত্ন ও সর্ব্বকামনা দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।১৩-১৫

রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে যথাবিধি পূজা লাভ করিয়া দেবর্ষি নারদ সন্তুষ্ট হইলেন এবং বেদবিদ্ সেই মহর্ষিসকল পাণ্ডবগণকর্তৃক পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্ম, কাম ও অর্থসংযুক্ত এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন।১৬

নারদ কহিলেন,—মহারাজ! যজ্ঞ, দান, কুটুম্বভরণাদি প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অর্থকল্পনায় নিরত আপনার মন ধর্ম্মচিন্তায় নিযুক্ত আছে ত? সুখানুভবে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া মনকে একেবারে দূষিত করেন নাই ত?১৭

হে নরদেব! পূর্ব্বপুরুষ পিতাপিতামহকর্তৃক আচরিত ধর্ম্মার্থযুক্ত উত্তম এবং উদার বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ত্রিবর্গ সেবায় চলিতেছেন ত?১৮

অর্থলুব্ধ হইয়া ধর্ম্মে বা ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া অর্থ-চিন্তায় বিরক্তি প্রকাশ করেন না ত? অথবা কামরসাস্বাদ দ্বারা আপনার ধর্ম্ম ও অর্থার্জ্জনে বাধা হইতেছে না ত?১৯

হে বিজয়িগণশ্রেষ্ঠ! ত্রিবর্গ সেবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাহা রক্ষা করিতেছেন ত? হে বরদ! কালের বিভাগ করিয়া কালের উচিত সময়ে উহাদের (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের) যথাবিধি সেবা করিয়া থাকেন ত?২০

(ত্রিবর্গ সেবার কালবিভাগ দক্ষস্মৃতিতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

পূর্ব্বাহ্ণে ত্বাচরেদ্ধর্ম্মং মধ্যাহ্নেঽর্থমুপার্জ্জয়েৎ।
সায়াহ্নে চাচরেৎ কামমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ॥

পূর্ব্বাহ্ণে ধর্ম্ম আচরণ করিবে, মধ্যাহ্ন সময়ে অর্থ উপার্জ্জন এবং সায়ং অর্থাৎ রাত্রিকালে কামের সেবা করিবে, ইহাই বৈদিক শ্রুতি বলিয়া জানিবে।)

হে অনঘ! ষড়্‌বিধ রাজগুণদ্বারা (ব্যাখ্যানশক্তি, প্রগল্‌ভতা, তর্ককুশলতা, ভূতকালের স্মরণ, ভবিষ্যৎ-কালের দৃষ্টি এবং নীতিনিপুণতা—এই ছয়টি রাজগুণ।) সপ্তবিধ উপায় ও শত্রুর বলাবল এই চতুর্দ্দশ সম্যক্ পরীক্ষা করিতেছেন ত? (সপ্তবিধ উপায় যথা—মন্ত্র, ঔষধ, ইন্দ্রজাল, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড)।২১

হে বিজয়িগণশ্রেষ্ঠ ভারত! নিজের ও শত্রুর শক্তি ভালমত বুঝিয়া যদি শত্রু প্রবল হয়, তবে তাহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নিজের ধন ও কোষের বৃদ্ধির জন্য অষ্টবিধ কর্ম্মের সেবা করিতেছেন ত? (ঐ অষ্টবিধ কর্ম্মের কথা শাস্ত্রে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—কৃষির্বণিক্‌পথো দুর্গং সেতুঃ কুঞ্জরবন্ধনম্। খন্যাকরকরাদানং শূন্যানাঞ্চ নিবেশনম্। অষ্ট সন্ধানকর্ম্মাণি প্রযুক্তানি মনীষিভিঃ)।২২

কচ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ সপ্ত ন লুপ্তা ভরতর্ষভ।
আঢ্যাস্তথা ব্যসনিনঃ স্বনুরক্তাশ্চ সর্বশঃ ॥২৩
কচ্চিন্ন কৃতকৈর্দূতৈর্যে চাপ্যপরিশঙ্কিতাঃ।
ত্বত্তো বা তব চামাত্যৈর্ভিদ্যতে মন্ত্রিতং তথা ॥২৪
মিত্রোদাসীনশত্রূণাং কচ্চিদ্ বেৎসি চিকীর্ষিতম্।
কচ্চিৎ সন্ধিং যথাকালং বিগ্রহং চোপসেবসে ॥২৫
কচ্চিদ্ বৃত্তিমুদাসীনে মধ্যমে চানুমন্যসে।
কচ্চিদাত্মসমা বৃদ্ধাঃ শুদ্ধাঃ সম্বোধনক্ষমাঃ ॥২৬
কুলীনাশ্চানুরক্তাশ্চ কৃতাস্তে বীর মন্ত্রিণঃ।
বিজয়ো মন্ত্রমূলো হি রাজ্ঞো ভবতি ভারত ॥২৭
কচ্চিৎ সংবৃতমন্ত্রৈস্তৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
রাষ্ট্রং সুরক্ষিতং তাত শত্রুভির্ন বিলুপ্যতে ॥২৮

কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈষি কচ্চিৎ কালে বিবুধ্যসে।
কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থমর্থবিৎ ॥২৯
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ।
কচ্চিৎ তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো ন রাষ্ট্রং পরিধাবতি ॥৩০
কচ্চিদর্থান্ বিনিশ্চিত্য লঘুমূলান্ মহোদয়ান্।
ক্ষিপ্রমারভতে কর্ত্তুং ন বিঘ্নয়সি তাদৃশান্ ॥৩১
কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ পরোক্ষাস্তে বিশঙ্কিতাঃ।
সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টাঃ সংসৃষ্টং চাত্র কারণম্ ॥৩২
আপ্তৈরলুব্ধৈঃ ক্রমিকৈস্তে চ কচ্চিদনুষ্ঠিতাঃ।
কচ্চিদ্ রাজন্ কৃতান্যেব কৃতপ্রায়াণি বা পুনঃ ॥৩৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার মন্ত্রী, মিত্র, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সেনা ও পুরোবাসী—এই সপ্ত প্রকৃতি লুপ্ত হয় নাই ত *? তাহারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন রহিয়াছেন ত? এবং তাহারা ব্যসনে লিপ্ত হয় নাই ত? তাহাদিগকে প্রভুভক্তির লঘুতা দৃষ্ট হয় না ত? অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বথা আপনার অনুরক্ত আছে ত?২৩

যাহাদের উপর আপনার সন্দেহ হয় না, এরূপ কপট দূতগণ আপনার নিজের বা আপনার অমাত্যদিগের গূঢ় মন্ত্রণা ভেদ করিতে পারেনা ত?২৪

মিত্র, শত্রু ও উদাসীন ব্যক্তিগণের অভিসন্ধি আপনি সমস্তই বুঝিতে পারেন ত? এবং যথাকালে সন্ধিস্থাপন ও বিগ্রহবিধানে আপনি প্রবৃত্ত হয়েন ত?২৫

উদাসীন ও মধ্যমের প্রতি আপনি মধ্যস্থভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন ত? হে বীর! আপনার ন্যায় বৃদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনসমর্থ, সৎকুলজাত ও অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হয় ত? কারণ হে ভারত! রাজার বিজয়লাভের মূল হেতু মন্ত্রণা।২৬-২৭

অতএব হে তাত! আপনি রাজ্যরক্ষার্থে মন্ত্রগোপনকারী শাস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অমাত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাষ্ট্র সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। বিপক্ষেরা আপনার রাজ্য আক্রমণে উহার বিলোপসাধন করিতে পারেনা ত?২৮

আপনি অসময়ে নিদ্রার বশীভূত হন না ত? এবং যথাকালে জাগরিত হন ত? অর্থবিদ্ আপনি অপররাত্রে অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে অর্থচিন্তা করেন ত?২৯

আপনি একাকী অথবা বহুজন পরিবৃত হইয়া মন্ত্রণা করেন না ত? এবং আপনার মন্ত্রীর গুপ্তমন্ত্রণা রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় না ত?৩০

স্বল্পায়াসসাধ্য অথচ অধিক ফললাভের কারণ বিষয়সমূহ নির্ণয় করিয়া শীঘ্রই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন ত? আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া তাদৃশ কার্য্যে কখনও বিঘ্ন উৎপাদন করেন না ত?৩১

রাজ্যের সকল কৃষীবলেরা আপনার পরোক্ষে প্রকৃতরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে ত? কারণ, প্রভুর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ হওয়া

---

* অন্যবিধ সপ্ত প্রকৃতি যথা,—দুর্গাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, ধর্মাধ্যক্ষ সেনাপতি, পুরোহিত, বৈদ্য ও জ্যোতিষী।

বিদুস্তে বীর কর্মাণি নানবাপ্তানি কানিচিৎ
কচ্চিৎ কারণিকা ধর্মে সর্বশাস্ত্রেষু কোবিদাঃ।
কারয়ন্তি কুমারাংশ্চ যোধমুখ্যাংশ্চ সর্বশঃ ॥৩৪
কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকং ক্রীণাসি পণ্ডিতম্।
পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥৩৫
কচ্চিদ্ দুর্গাণি সর্বাণি ধনধান্যায়ুধোদকৈঃ।
যন্ত্রৈশ্চ পরিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ ॥৩৬
একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দান্তো বিচক্ষণঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৩৭
কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ।
ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারকৈঃ ॥৩৮

কচ্চিদ্ দ্বিষামবিদিতঃ প্রতিপন্নশ্চ সর্বদা।
নিত্যযুক্তো রিপূন্ সর্বান্ বীক্ষসে রিপুসূদন ॥৩৯
কচ্চিদ্ বিনয়সম্পন্নঃ কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
অনসূয়ুরনুপ্রষ্টা সৎকৃতস্তে পুরোহিতঃ ॥৪০
কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
হুতঞ্চ হোষ্যমাণঞ্চ কালে বেদয়তে সদা ॥৪১
কচ্চিদঙ্গেষু নিষ্ণাতো জ্যোতিষঃ প্রতিপাদকঃ।
উৎপাতেষু চ সর্বেষু দৈবজ্ঞঃ কুশলস্তব ॥৪২
কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ।
জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাঃ কর্মসু যোজিতাঃ ॥৪৩

অসম্ভব সন্দেহ নাই।৩২

আপনার কৃষি প্রভৃতি কার্য্য আপ্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ত, লোভরহিত এবং ক্রমাগত ব্যক্তিগণ দ্বারা করাইতেছেন ত? হে রাজন্। আপনার যে সকল কার্য্য কৃত হইয়াছে বা কৃতপ্রায় হইয়াছে, সে সকল কার্য্য পুনরায় করা হইয়াছে ত? হে বীর! কোন কার্য্য সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কোন লোক তাহা জানিতে পারে না ত?

ধর্ম্ম এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরীক্ষকগণ আপনার কুমারদিগকে এবং মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণকে আবশ্যক শিক্ষা দিতেছেন ত?৩৪

আপনি সহস্র মূর্খের বিনিময়ে একজন পণ্ডিত ক্রয় করিয়া থাকেন ত? কারণ কোন প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার প্রতিবিধান করিয়া পরম কল্যাণ করিতে পারেন।৩৫

আপনার সমস্ত দুর্গ ধন, ধান্য, জল ও যন্ত্রদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, তথায় শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধর পুরুষগণকে সর্ব্বদা সতর্ক রাখিতেছেন ত?৩৬

একজন মন্ত্রীও যদি মেধাবী, শৌর্য্যসম্পন্ন, সংযমী ও বিজ্ঞ হয়, তবে তিনি রাজা কিংবা রাজপুত্রকে বিপুল সম্পত্তি পাওয়াইতে পারেন।৩৭

শত্রুপক্ষের আঠার* ও স্বপক্ষের পনরটি (১) তীর্থ অর্থাৎ উপায়স্থান তিন তিনটি অজ্ঞাত গুপ্তচর দ্বারা বিশেষরূপে অবধান করা হইতেছে ত?৩৮

হে অরিসূদন! শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে সতত সাবধান ও প্রযত্নশীল হইয়া আপনি তাহাদের কার্য্যসমূহ নিরীক্ষণ করেন ত?৩৯

আপনি বিনয়সম্পন্ন, অসূয়াশূন্য, সৎকুলজাত, বহুশ্রুত ব্যক্তিকে সৎকার পূর্ব্বক পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছেন ত?৪০

আপনি বিধিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, সরল ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে হোমকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ত এবং তিনি যথাকালে হুত ও হোষ্যমন বিষয় সর্ব্বদা অবগত করান ত?৪১

আপনার দৈবজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ, হস্ত পাদাদি অঙ্গ পরীক্ষায় ও রাজ্যাঙ্গ পরীক্ষায় নিপুণ ত? এবং সকল প্রকার উৎপাত গণনায় সক্ষম ত?৪২

* মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দ্বারপাল, অন্তর্বেশিক (অন্তঃপুরাধ্যক্ষ), কারাগারাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, যথাযোগ্য কর্মে ধনব্যয়কারী সচিব, প্রদেষ্টা, নগরাধ্যক্ষ, শিল্পিবৃন্দ-পরিচালক, ধর্মাধ্যক্ষ, সভাধ্যক্ষ, দণ্ডপাল, দুর্গপাল, রাষ্ট্রসীমাপাল ও বন-রক্ষক। (১) আঠার তীর্থের মধ্যে শেষ তিনটী বাদ দিলে স্বপক্ষের তীর্থ হয়।

অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহাঞ্ছুচীন্।
শ্রেষ্ঠান্ শ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিয়োজয়সি কর্ম্মসু ॥৪৪

কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বিজসে প্রজাঃ।
রাষ্ট্রং তবানুশাসন্তি মন্ত্রিণো ভরতর্ষভ ॥৪৫

কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানান্তি যাজকাঃ পতিতং যথা।
উগ্রপ্রতিগ্রহীতারং কাময়ানামিব স্ত্রিয়ঃ ॥৪৬

কচ্চিদ্ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ মতিমান্ ধৃতিমাঞ্ছুচিঃ।
কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিস্তথা ॥৪৭

কচ্চিদ্ বলস্য তে মুখ্যাঃ সর্ব্বযুদ্ধবিশারদাঃ।
ধৃষ্টাবদাতা বিক্রান্তাস্ত্বয়া সৎকৃত্য মানিতাঃ ॥৪৮

কচ্চিদ্ বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালে দাতব্যং দদাসি ন বিকর্ষসি ॥৪৯

কালাতিক্রমণাদেতে ভক্ত-বেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্ত্তুঃ কুপ্যন্তি যদ্ ভৃত্যাঃ সোঽনর্থঃ সুমহান্ স্মৃতঃ ॥৫০

কচ্চিৎ সর্ব্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু সন্ত্যজন্তি সদা যুধি ॥৫১

কচ্চিন্নৈকো বহূনর্থান্ সর্বশঃ সাম্পরায়িকান্।
অনুশাস্তি যথাকামং কামাত্মা শাসনাতিগঃ ॥৫২

কচ্চিৎ পুরুষকারেণ পুরুষঃ কর্ম শোভয়ন্।
লভতে মানমধিকং ভূয়ো বা ভক্তবেতনম্ ॥৫৩

আপনি বিবেচনা করিয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে তদুপযুক্ত মহৎকার্য্যে, মধ্যমশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে তদুপযুক্ত মধ্যমকার্য্য এবং নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণকে তদীয় যোগ্যতা অনুসারে নিম্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ত ?৪৩

পিতৃপিতামহাগত শুচিস্বভাব শ্রেষ্ঠ সচিবগণকে আপনি শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত করিতেছেন ত ?৪৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কঠোর দণ্ড বিধান দ্বারা আপনি প্রজাদিগকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করেন না ত ? মন্ত্রিগণ আপনার রাজ্য ন্যায়ানুসারে পালন করেন ত ?৪৫

যাজকগণ পতিত ব্যক্তিকে যেমন অবজ্ঞা করেন এবং প্রমদাগণ তীক্ষ্ণস্বভাব কামপরতন্ত্র পতিকে যেরূপ অনাদর করিয়া থাকেন, আপনার রাজ্য-শাসনকারী মন্ত্রিগণ আপনাকে সেরূপ অবজ্ঞা করেন না ত ?৪৬

প্রগল্‌ভ, বীর, বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যসম্পন্ন, পবিত্র, কুলীন, কার্য্যদক্ষ, প্রভুপরায়ণ ব্যক্তিকেই আপনি সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন ত ?৪৭

সর্ব্ব যুদ্ধবিশারদ, প্রবল পরাক্রান্ত, সাহসী, সচ্চরিত্র সৈনিকগণকে আপনি যথোচিত সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন ত ?৪৮

সৈনিকগণের যথোচিত ভোজন ও বেতন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা উচিত, তাহা আপনি দিতেছেন ত ? তাহাদিগকে শুধু আকর্ষণ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন না ত ?৪৯

ভোজন ও বেতন প্রদান বিষয়ে অধিক বিলম্ব হইলে ভৃত্যগণ নিজের প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং ভৃত্যগণের এই কোপ মহৎ অনর্থের কারণ বলিয়া জানা যায়।৫০

সৎকুলসম্ভব প্রধান প্রধান লোকসকল আপনার প্রতি অনুরক্ত রহিয়াছেন ত ? এবং তাহারা যুদ্ধে আপনার জন্য সর্ব্বদা প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও সম্মত আছেন ত ?৫১

নিজের ইচ্ছানুসারে চলেন এবং আপননার শাসন অতিক্রম করিয়া চলেন এরূপ একজন ব্যক্তিকে সমস্ত রণকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত করেন না ত ?৫২

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন করেন, তাহা হইলে তিনি আপনার নিকটে অধিক সম্মান অথবা অধিক ভাতা বা বেতন দ্বারা পুরস্কৃত হইয়া থাকেন ত ?৫৩

কচ্চিদ্ বিদ্যাবিনীতাংশ্চ নরান্ জ্ঞানবিশারদান্।
যথার্হং গুণতশ্চৈব দানেনাভ্যুপপদ্যসে ॥৫৪
কচ্চিদ্ দারান্মনুষ্যাণাং তবার্থে মৃত্যুমীয়ুষাম্।
ব্যসনং চাভ্যুপেতানাং বিভর্ষি ভরতর্ষভ ॥৫৫
কচ্চিদ্ ভয়াদুপগতং ক্ষীণং বা রিপুমাগতম্।
যুদ্ধে বা বিজিতং পার্থ পুত্রবৎ পরিরক্ষসি ॥৫৬
কচ্চিৎ ত্বমেব সর্বস্যাঃ পৃথিব্যাঃ পৃথিবীপতে।
সমশ্চানভিশঙ্ক্যশ্চ যথা মাতা যথা পিতা ॥৫৭
কচ্চিদ্ ব্যসনিনং শত্রুং নিশম্য ভরতর্ষভ।
অভিযাসি জবেনৈব সমীক্ষ্য ত্রিবিধং বলম্ ॥৫৮

বিদ্যালাভে বিনীত ও জ্ঞানবিশারদ মনুষ্যগণকে আপনি তদীয়গুণানুসারে যথাযোগ্য ধনাদি দান করিয়া তাঁহাদের সম্মান করেন ত ?৫৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহারা আপনার উপকারের নিমিত্ত কালকবলে নিপতিত অথবা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে আপনি ভরণপোষণ করিতেছেন ত ?৫৫

হে কুন্তীনন্দন! ক্ষীণবল বা শত্রুভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইলে, অথবা যুদ্ধে পরাজিত শত্রু শরণাগত হইলে আপনি তাহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করিয়া থাকেন ত ?৫৬

হে পৃথিবীপতে! মাতাপিতা যেমন সকল সন্তানকে সমান স্নেহ ও বিশ্বাস করেন, আপনি সেইরূপ সকল পৃথিবীর প্রজাবৃন্দকে সমদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছেন ত ?৫৭

হে ভরতর্ষভ! শত্রুকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া নিজের মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য—এই ত্রিবিধ বল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া প্রবল বেগে শত্রুকে আক্রমণ করেন ত ?৫৮

যাত্রামারভসে দিষ্ট্যা প্রাপ্তকালমরিন্দম।
পার্ষ্ণিমূলঞ্চ বিজ্ঞায় ব্যবসায়ং পরাজয়ম্।
বলস্য চ মহারাজ দত্ত্বা বেতনমগ্রতঃ ॥৫৯
কচ্চিচ্চ বলমুখ্যেভ্যঃ পররাষ্ট্রে পরন্তপ।
উপচ্ছন্নানি রত্নানি প্রযচ্ছসি যথার্হতঃ ॥৬০
কচ্চিদাত্মানমেবাগ্রে বিজিত্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরান্ জিগীষসে পার্থ প্রমত্তানজিতেন্দ্রিয়ান্ ॥৬১
কচ্চিৎ তে যাস্যতঃ শত্রূন্ পূর্বং যান্তি স্বনুষ্ঠিতাঃ।
সাম দানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ডশ্চ বিধিবদ্ গুণাঃ ॥৬২
কচ্চিন্মূলং দৃঢ়ং কৃত্বা পরান্ যাসি বিশাম্পতে।
তাংশ্চ বিক্রমসে জেতুং জিত্বা চ পরিরক্ষসি ॥৬৩

হে শত্রুদমন মহারাজ! আপনি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল নিশ্চয় করত জিগীষাপরায়ণ* সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয়লাভসামর্থ্য বুঝিয়া তাহাদিগকে অগ্রিম বেতন প্রদানপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে দৈবসহায়ে যুদ্ধযাত্রা করিয়া থাকেন ত ?৫৯

হে পরন্তপ! শত্রুরাজ্যে পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত শত্রুপক্ষীয় প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে যথাযোগ্য গূঢ় ধনরত্ন দান করেন ত ?৬০

হে কুন্তীনন্দন! প্রথমে নিজের ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করিয়া স্বয়ং জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরতন্ত্র ও প্রমত্ত শত্রুগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ত ?৬১

শত্রুগণের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করার পূর্ব্বে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিগুণ যথাবিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন ত ?৬২

হে বিশাম্পতে! স্বকীয় রাজ্যের মূল দৃঢ় করিয়া শত্রুদিগের প্রতি আক্রমণ করিতে যান ত ? এবং শত্রুগণকে জয় করিবার নিমিত্ত পূর্ণ বিক্রম প্রকাশ ও তাহাদিগকে জয় করিয়া আপনি রক্ষা করেন ত ?৬৩

* সৈন্যপৃষ্ঠে পুমান্ পার্ষ্ণিঃ পশ্চাৎপদ-জিগীষয়োঃ।

কচ্চিদষ্টাঙ্গসংযুক্তা চতুর্বিধবলা চমূঃ।
বলমুখ্যৈঃ সুনীতা তে দ্বিষতাং প্রতিবর্দ্ধিনী ॥৬৪
কচ্চিল্লবঞ্চ মুষ্টিঞ্চ পররাষ্ট্রে পরন্তপ।
অবিহায় মহারাজ নিহংসি সমরে রিপূন্ ॥৬৫
কচ্চিৎ স্ব-পররাষ্ট্রেষু বহবোঽধিকৃতাস্তব।
অর্থান্ সমধিতিষ্ঠন্তি রক্ষন্তি চ পরস্পরম্ ॥৬৬
কচ্চিদভ্যবহার্য্যাণি গাত্রসংস্পর্শনানি চ।
ঘ্রেয়াণি চ মহারাজ রক্ষন্ত্যনুমতাস্তব ॥৬৭
কচ্চিৎ কোষশ্চ কোষ্ঠঞ্চ বাহনং দ্বারমায়ুধম্।
আয়শ্চ কৃতকল্যাণৈস্তব ভক্তৈরনুষ্ঠিতঃ ॥৬৮
কচ্চিদাভ্যন্তরেভ্যশ্চ বাহ্যেভ্যশ্চ বিশাম্পতে।
রক্ষস্যাত্মানমেবাগ্রে তাংশ্চ স্বেভ্যো মিথশ্চ তান্॥৬৯
কচ্চিন্ন পানে দ্যূতে বা ক্রীড়াসু প্রমদাসু চ।
প্রতিজানন্তি পূর্বাহ্নে ব্যয়ং ব্যসনজং তব ॥৭০
কচ্চিদায়স্য চার্দ্ধেন চতুর্ভাগেন বা পুনঃ।
পাদভাগৈস্ত্রিভির্বাপি ব্যয়ঃ সংশুধ্যতে তব ॥৭১
কচ্চিদ্ জ্ঞাতীন্ গুরূন্ বৃদ্ধান্ বণিজঃ শিল্পিনঃ শ্রিতান্।
অভীক্ষ্ণমনুগৃহ্ণাসি ধনধান্যেন দুর্গতান্ ॥৭২
কচ্চিচ্চায়-ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্বে গণক-লেখকাঃ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্বাহ্নে নিত্যমায়ং ব্যয়ং তব ॥৭৩
কচ্চিদর্থেষু সম্প্রৌঢ়ান্ হিতকামাননুপ্রিয়ান্।
নাপকর্ষসি কর্মভ্যঃ পূর্বমপ্রাপ্য কিল্বিষম্ ॥৭৪

বলমুখ্যকর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অষ্টাঙ্গযুক্ত *আপনার চতুরঙ্গিনী† সেনা শত্রুগণের প্রতিরোধ করিতে সক্ষম আছে ত ?৬৪

শত্রুসন্তাপকারক হে মহারাজ! শত্রুরাষ্ট্রের শস্যচ্ছেদন ও শস্যসংগ্রহকাল উপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে নিহত করিয়া থাকেন ত ?৬৫

স্বীয় ও পররাষ্ট্রে আপনার অধিকৃত পুরুষগণ স্বরাজ্য ও পররাজ্যে নিযুক্ত হইয়া করগ্রহণাদি প্রয়োজনসাধন করত পরস্পর মিলিতভাবে উভয়ে উভয়কে রক্ষা করে ত ? তাহারা বিসংবাদী হইয়া পরস্পরের মন্ত্রণা প্রকাশ করে না ত ? ৬৬

হে মহারাজ! ভৃত্যগণ আপনার বশবর্ত্তী হইয়া খাদ্যসামগ্রী, গাত্রমার্জ্জন বস্ত্র ও গন্ধদ্রব্যসমূহ রক্ষা করিয়া থাকে ত ?৬৭

আপনার প্রতি অনুরক্ত কর্ম্মচারিগণ আপনার কল্যাণ করিবার জন্য ধনভাণ্ডার, ধান্যাগার, বাহন, দ্বার, আয়ুধ ও আয় ইত্যাদির সম্যক্ তত্ত্বাবধান করে ত ?৬৮

হে বিশাম্পতে! আপনি আভ্যন্তরিক ও বাহ্য-জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয়জন হইতে তাহাদিগকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন ত ?৬৯

আপনার ভৃত্যগণ পূর্ব্বাহ্নকালে (ধর্ম্মাচরণের সময়ে) মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া, অন্য খেলা বা প্রমদা প্রভৃতি ব্যসনে আপনার অর্থব্যয় করেনা ত ?৭০

আপনার আয়ের চতুর্থভাগ, অর্দ্ধভাগ বা ত্রিভাগ দ্বারা নিজব্যয় নির্ব্বাহ করেন ত ?৭১

আপনি বৃদ্ধলোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক্, শিল্পী, আশ্রিত দীন দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিগণকে ধন ধান্য প্রদান দ্বারা সদা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ত ?৭২

আয় ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ আপনার আয় ও ব্যয় নিত্য পূর্ব্বাহ্নে নিরূপণ করিতেছেন ত ?৭৩

বিষয়চতুর, হিতৈষী ও প্রিয় কর্ম্মচারিগণকে পূর্ব্বে অপরাধ যাচাই না করিয়া আপনি তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন না ত ?৭৪

* ধনরক্ষক, দ্রব্যসংগ্রাহক, চিকিৎসক, গুপ্তচর, পাচক, সেবক, লেখক, ও প্রহরী।
† হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি।

কচ্চিদ্ বিদিত্বা পুরুষানুত্তমাধম-মধ্যমান্ ।
ত্বং কর্মস্বনুরূপেষু নিয়োজয়সি ভারত ॥৭৫

কচ্চিন্ন লুব্ধাশ্চৌরা বা বৈরিণো বা বিশাম্পতে ।
অপ্রাপ্তব্যবহারা বা তব কর্মস্বনুষ্ঠিতাঃ ॥৭৬

কচ্চিন্ন চৌরৈর্লুব্ধৈর্বা কুমারৈঃ স্ত্রীবলেন বা ।
ত্বয়া বা পীড্যতে রাষ্ট্রং কচ্চিৎ তুষ্টাঃ কৃষীবলাঃ ॥৭৭

কচ্চিদ্ রাষ্ট্রে তড়াগানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দেবমাতৃকা ॥৭৮

কচ্চিন্ন ভক্তং বীজঞ্চ কর্ষকস্যাবসীদতি ।
প্রত্যেকঞ্চ শতং বৃদ্ধ্যা দদাস্যৃণমনুগ্রহম্ ॥৭৯

কচ্চিৎ স্বনুষ্ঠিতা তাত বার্ত্তা তে সাধুভির্জনৈঃ ।
বার্ত্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে ॥৮০

কচ্চিচ্ছূরাঃ কৃতপ্রজ্ঞাঃ পঞ্চ পঞ্চ স্বনুষ্ঠিতাঃ ।
ক্ষেমং কুর্বন্তি সংহত্য রাজন্ জনপদে তব ॥৮১

কচ্চিন্নগরগুপ্ত্যর্থং গ্রামা নগরবৎ কৃতাঃ ।
গ্রামবচ্চ কৃতাঃ প্রান্তাস্তে চ সর্বে ত্বদর্পণাঃ ॥৮২

কচ্চিদ্ বলেনানুগতাঃ সমানি বিষমাণি চ ।
পুরাণি চৌরান্ নিঘ্নন্তশ্চরন্তি বিষয়ে তব ॥৮৩

কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সি কচ্চিৎ তাশ্চ সুরক্ষিতাঃ ।
কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্যাসাং কচ্চিদ্ গুহ্যং ন ভাষসে ॥৮৪

কচ্চিদাত্যয়িকং শ্রুত্বা তদর্থমনুচিন্ত্য চ ।
প্রিয়াণ্যনুভবন্ শেষে ন ত্বমন্তঃপুরে নৃপঃ ॥৮৫

কচ্চিদ্ দ্বৌ প্রথমৌ যামৌ রাত্রেঃ সুপ্ত্বা বিশাম্পতে ।
সঞ্চিন্তয়সি ধর্মার্থৌ যাম উত্থায় পশ্চিমে ॥৮৬

হে ভারত ! আপনি উত্তম, মধ্যম ও অধমশ্রেণীর মনুষ্যগণের তারতম্য পরীক্ষা করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ত ?৭৫

হে রাজন্ ! লুব্ধ, চৌর, বৈরী বা অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ব্যক্তিগণ আপনার কর্ম্মে নিয়োজিত হয় না ত ?৭৬

তস্কর, লুব্ধক বা কুমারগণ অথবা স্ত্রীদিগের প্রবলতা বা আপনি নিজে রাষ্ট্রপীড়া উৎপন্ন করেন না ত ? রাজ্যস্থ কৃষকেরা সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতেছেন ত ?৭৭

রাজ্যমধ্যে ভাগ অনুসারে স্থানে স্থানে জলপূর্ণ বৃহৎ তড়াগসমূহ নিখনিত হইতেছে ত ? এবং কৃষি-কার্য্য বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ত ?৭৮

আপনার রাজ্যে কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির অসদ্ভাব নাই ত ? আবশ্যক হইলে প্রত্যেক কৃষককে উৎপাদিত বৃদ্ধিতে শতসংখ্যক ঋণ প্রদানে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ত ?৭৯

হে তাত ! আপনার রাজ্যে সাধুলোক দ্বারা বার্ত্তা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে ত ? কারণ উপযুক্ত বার্ত্তায় সংশ্রিত থাকিলে লোকসকল সুখী হইয়া থাকে।৮০

হে রাজন্ ! জনপদস্থ প্রাজ্ঞ বীরপুরুষেরা পাঁচ পাঁচজন একত্র মিলিয়া জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনার জনপদে সকলের কল্যাণসাধন করেন ত ?৮১

নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রামসকল নগরের ন্যায় এবং রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী গ্রামগুলি পল্লীগ্রামের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন ত ? এবং ঐ সমস্ত নগরাদি আপনার বংশবদ রহিয়াছে ত ?৮২

আপনার রাজ্যে রক্ষক পুরুষগণ সৈন্যগণের অনুগমন করিয়া চোর ডাকাত সকলকে দমন করিতে সুগম ও দুর্গম সকলস্থানে বিচরণ করেন ত ?৮৩

প্রমদাগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে সমুচিত সান্ত্বনাপ্রদান করেন ত ? এবং বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের নিকটে কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করেন না ত ?৮৪

হে রাজন্ ! কোন অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তদ্‌বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ

কচ্চিদর্থয়সে নিত্যং মনুষ্যান্ সমলঙ্কৃতঃ।
উত্থায় কালে কালজ্ঞৈঃ সহ পাণ্ডব মন্ত্রিভিঃ ॥৮৭

কচ্চিদ্ রক্তাম্বরধরাঃ খড়্গহস্তাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
উপাসতে ত্বামভিতো রক্ষণার্থমরিন্দম ॥৮৮

কচ্চিদ্ দণ্ড্যেষু যমবৎ পূজ্যেষু চ বিশাম্পতে।
পরীক্ষ্য বর্ত্তসে সম্যগপ্রিয়েষু প্রিয়েষু চ ॥৮৯

কচ্চিচ্ছারীরমাবাধমৌষধৈর্নিয়মেন বা।
মানসং বৃদ্ধসেবাভিঃ সদা পার্থাপকর্ষসি ॥৯০

কচ্চিদ্ বৈদ্যাশ্চিকিৎসায়ামষ্টাঙ্গায়াং বিশারদাঃ।
সুহৃদশ্চানুরক্তাশ্চ শরীরে তে হিতাঃ সদা ॥৯১

কচ্চিন্ন লোভান্মোহাদ্ বা মানাদ্ বাপি বিশাম্পতে।
অর্থি-প্রত্যর্থিনঃ প্রাপ্তান্ ন পশ্যসি কথঞ্চন ॥৯২

কচ্চিন্ন লোভান্মোহাদ্ বা বিশ্রম্ভাৎ প্রণয়েন বা।
আশ্রিতানাং মনুষ্যাণাং বৃত্তিং ত্বং সংরুণৎসি বৈ ॥৯৩

কচ্চিৎ পৌরা ন সহিতা যে চ তে রাষ্ট্রবাসিনঃ।
ত্বয়া সহ বিরুধ্যন্তে পরৈঃ ক্রীতাঃ কথঞ্চন ॥৯৪

কচ্চিন্ন দুর্ব্বলঃ শত্রুর্বলেন পরিপীড়িতঃ।
মন্ত্রেণ বলবান্ কশ্চিদুভাভ্যাঞ্চ কথঞ্চন ॥৯৫

কচ্চিৎ সর্ব্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং ভূমিপালাঃ প্রধানতঃ।
কচ্চিৎ প্রাণাংস্ত্বদর্থেষু সন্ত্যজন্তি ত্বয়াদৃতাঃ ॥৯৬

করিয়া স্রক্‌চন্দনাদি প্রিয় বস্তুর অনুভবসুখে নিদ্রিত হয়েন না ত ?৮৫

হে প্রজানাথ! রজনীর প্রথম দুইপ্রহর নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পশ্চিম নিশায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন ত ?৮৬

হে পাণ্ডুনন্দন! আপনি যথাকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বেশভূষা সমাধান করিয়া কালজ্ঞ মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া দর্শনার্থী প্রজাগণকে দর্শন প্রদান করেন ত ?৮৭

হে অরিন্দম! আপনার শরীর রক্ষার্থ রক্তাম্বর-ধারী অলঙ্কৃত রক্ষকেরা তরবারি ধারণ পূর্ব্বক উভয়-পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে ত ?৮৮

হে মহারাজ! আপনি পূজার্হ অথচ দণ্ডনীয় অপরাধিগণের প্রতি যমরাজের ন্যায় দণ্ডবিধান করেন ত ? কে প্রিয় এবং কে অপ্রিয় তাহা সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া চলেন ত ?৮৯

হে কুন্তীপুত্র! শারীরিক পীড়া উপস্থিত হইলে নিয়ম ও ঔষধ সেবন দ্বারা তাহার প্রতিকারবিধান করিয়া থাকেন ত ? এবং মানসিক পীড়া উপস্থিত হইলে সতত বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের সেবা দ্বারা তাহা দূর করিয়া থাকেন ত ?৯০

আপনার বৈদ্যগণ অষ্টাঙ্গ চিকিৎসাবিদ্যায় বিশারদ, সুহৃদ্ ও অনুরক্ত ত ? তাঁহারা সতত আপনার শারীরিক হিতচেষ্টা করেন ত ?৯১

হে বিশাম্পতে! আপনি লোভ, মোহ ও অভিমানযুক্ত হইয়া কখনও অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের কার্য্য দর্শন করেন না ত ?৯২

আপনি লোভ, মোহ, বিশ্রম্ভ (আত্মবিশ্বাস) অথবা প্রণয়ের বশীভূত হইয়া আশ্রিত মনুষ্যগণের বৃত্তি রোধ করেন না ত ?৯৩

পৌর ও জনপদবাসী মনুষ্যগণ মিলিত হইয়া শত্রুর নিকট হইতে অর্থগ্রহণপূর্ব্বক আপনার সহিত বিরোধ উপস্থিত করেন না ত ?৯৪

দুর্ব্বল শত্রুকে বলপূর্ব্বক প্রপীড়িত করেন না ত ? এবং মন্ত্রণাশক্তিদ্বারা অথবা মন্ত্রণা ও বল এই উভয় শক্তিদ্বারা বলবান্ কোন শত্রুকে সমধিক যন্ত্রণা প্রদান করেন না ত ?৯৫

প্রধান প্রধান রাজগণ সকলেই আপনার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত ? তাঁহারা আপনার সমাদরে বশীভূত হইয়া আপনার নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগে সম্মত আছেন ত ?৯৬

কচ্চিৎ তে সর্ববিদ্যাসু গুণতোঽর্চা প্রবর্ত্ততে।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ সাধূনাং তব নৈঃশ্রেয়সী শুভা।
দক্ষিণাস্ত্বং দদাস্যেষাং নিত্যং স্বর্গাপবর্গদাঃ ॥৯৭

কচ্চিদ্ ধর্মে ত্রয়ীমূলে পূর্বৈরাচরিতে জনৈঃ।
যতমানস্তথা কর্ত্তুং তস্মিন্ কর্মণি বর্ত্তসে ॥৯৮

কচ্চিত্তব গৃহেঽন্নানি স্বাদূন্যশ্নন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
গুণবন্তি গুণোপেতাস্তবাধ্যক্ষং সদক্ষিণম্ ॥৯৯

কচ্চিৎ ক্রতূনেকচিত্তো বাজপেয়াংশ্চ সর্বশঃ।
পুণ্ডরীকাংশ্চ কার্ৎস্ন্যেন যতসে কর্ত্তুমাত্মবান্ ॥১০০

কচ্চিৎ জ্ঞাতীন্ গুরূন্ বৃদ্ধান্ দৈবতাংস্তাপসানপি।
চৈত্যাংশ্চ বৃক্ষান্ কল্যাণান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি ॥১০১

কচ্চিচ্ছোকো ন মন্যুর্বা ত্বয়া প্রোৎপাদ্যতেঽনঘ।
অপি মঙ্গলহস্তশ্চ জনঃ পার্শ্বে নু তিষ্ঠতি ॥১০২

কচ্চিদেষা চ তে বুদ্ধির্বৃত্তিরেষা চ তেঽনঘ।
আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্মকামার্থদর্শিনী ॥১০৩

এতয়া বর্ত্তমানস্য বুদ্ধ্যা রাষ্ট্রং ন সীদতি।
বিজিত্য চ মহীং রাজা সোঽত্যন্তসুখমেধতে ॥১০৪

কচ্চিদার্য্যো বিশুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চৌরকর্মণি।
অদৃষ্টশাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ ॥১০৫

দুষ্টো গৃহীতস্তৎকারী তজ্জ্ঞৈর্দৃষ্টঃ সকারণঃ।
কচ্চিন্ন মুচ্যতে স্তেনো দ্রব্যলোভান্নরর্ষভ ॥১০৬

উৎপন্নান্ কচ্চিদাঢ্যস্য দরিদ্রস্য চ ভারত।
অর্থান্ ন মিথ্যা পশ্যন্তি তবামাত্যা হৃতা জনৈঃ ॥১০৭

আপনি সর্ববিদ্যাবিষয়ে গুণ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের ও সজ্জনগণের পূজা করিয়া থাকেন ত? কারণ উহা আপনার শুভ ও মঙ্গলবিধায়িনী ইহাদিগের যথোচিত দক্ষিণা আপনি নিত্য প্রদান করেন ত? ইহা আপনার স্বর্গ ও মোক্ষপ্রাপ্তির বিধায়িকা।৯৭

আপনি পূর্ব্বপুরুষাচরিত বেদমূলক ধর্ম্মে যত্নবান্ আছেন ত? এবং ঐ ধর্ম্মানুকূল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনি বর্ত্তমান আছেন ত?৯৮

আপনার গৃহে এবং আপনার সম্মুখে গুণবান্ ব্রাহ্মণগণ সুস্বাদু ও গুণবিশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন ত? ভোজনের পরে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করেন ত?৯৯

আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া বাজপেয় ও পুণ্ডরীকাদি সকল যজ্ঞের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়েন ত?১০০

গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, দেবতা, তাপসগণ, চৈত্যবৃক্ষ ও কল্যাণকারী ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া থাকেন ত?১০১

হে অনঘ। আপনি মনে শোক বা ক্রোধের উৎপত্তি করেন না ত? এবং আপনার পার্শ্বে মঙ্গলবস্তু হস্তে লইয়া মানুষ অবস্থিতি করে ত?১০২

হে নিষ্পাপ মহারাজ। আপনার বুদ্ধি ও বৃত্তি মদীয় প্রশ্নের অনুবর্ত্তিনী হইতেছে ত? কারণ ধর্ম্মানুকূল বুদ্ধি ও বৃত্তি, আয়ুঃ ও যশোবর্দ্ধিনী এবং ধর্ম্ম, কাম ও অর্থদর্শিনী হইয়া থাকে।১০৩

যিনি ঐ বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করেন, তাঁহার রাজ্যে কোন সংকট উপস্থিত হয় না এবং ঐ রাজা পৃথিবী জয় করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন।১০৪

আপনার অধিকৃত লোভান্ধ ও অনভিজ্ঞ লোককর্ত্তৃক চৌরাপবাদগ্রস্ত বিশুদ্ধস্বভাব আর্য্যচরিত শুচিব্যক্তি নিধনদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন না ত?১০৫

হে নরশ্রেষ্ঠ! দুষ্ট অহিতকারী তস্কর অপহৃত দ্রব্যসহ গৃহীত হইয়াও ধনের লোভে তাহাদের নিকটে ক্ষমা লাভে সমর্থ হয় না ত?১০৬

হে ভারত। আপনার মন্ত্রিগণ জনগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ধনী ও দরিদ্রের উৎপন্ন ধনকে মিথ্যা দেখেন না ত?১০৭

নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্।
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ চিন্তনম্ ॥১০৮
নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্।
মঙ্গল্যাপ্রয়োগঞ্চ প্রত্যুত্থানঞ্চ সর্বতঃ ॥১০৯
কচ্চিত্ত্বং বর্জ্জয়স্যেতান্ রাজদোষাংশ্চতুর্দশ।
প্রায়শো যৈর্বিনশ্যন্তি কৃতমূলাপি পার্থিবাঃ ॥১১০
কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলং ধনম্
কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎ তে সফলং
শ্রুতম্ ॥১১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বৈ সফলা বেদাঃ কথং বৈ সফলং ধনম্।
কথং বৈ সফলা দারাঃ কথং বৈ সফলং শ্রুতম্ ॥১১২

নারদ উবাচ।

অগ্নিহোত্রফলা বেদা দত্তভুক্তফলং ধনম্।
রতিপুত্রফলা দারাঃ শীলবৃত্তফলং শ্রুতম্ ॥১১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতদাখ্যায় স মুনির্নারদো বৈ মহাতপাঃ।
পপ্রচ্ছানন্তরমিদং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১১৪

নারদ উবাচ।

কচ্চিদভ্যাগতা দূরাদ্ বণিজো লাভকারণাৎ।
যথোক্তমবহার্য্যন্তে শুল্কং শুল্কোপজীবিভিঃ ॥১১৫
কচ্চিৎ তে পুরুষা রাজন্ পুরে রাষ্ট্রে চ মানিতাঃ।
উপানয়ন্তি পণ্যানি উপধাভিরবঞ্চিতাঃ ॥১১৬
কচ্চিচ্ছৃণোষি বৃদ্ধানাং ধর্মার্থসহিতা গিরঃ।
নিত্যমর্থবিদাং তাত যথাধর্মার্থদর্শিনাম্ ॥১১৭

নাস্তিক্য, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎকার পরিত্যাগ, আলস্য, পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়েতে অর্থাৎ রূপরসাদিতে আসক্তি, নিরন্তর অর্থচিন্তা, অনর্থজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের অনারম্ভ, গুপ্তমন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্য্যাদির অপ্রয়োগ, এককালে সকল শত্রুর উপরে আক্রমণরূপ প্রত্যুত্থান—এই চতুর্দ্দশপ্রকার রাজদোষ, যে দোষসমূহ দ্বারা বদ্ধমূল ভূপালগণও প্রায়শঃ বিনষ্ট হইয়া থাকেন, আপনি সর্ব্বতোভাবে তাহা বর্জ্জন করিয়াছেন ত ?১০৮-১১০

আপনার বেদাধ্যয়ন সফল হইয়াছে ত? আপনার ধন সফল হইয়াছে ত ? অর্থাৎ ধনার্জ্জনের সার্থকতা লাভ করিয়াছেন ত ? দারপরিগ্রহের ফল আপনার লাভ হইয়াছে ত ? এবং আপনার শাস্ত্রজ্ঞান সফল হইয়াছে ত ?১১১

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে তপোধন ! আপনি যে আমার বেদাধ্যয়নাদির সফলতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সমস্ত কিরূপে সফল হয় ? অর্থাৎ বেদ কিরূপে সফল হয়, ধনের সফলতা কিরূপে জানা যায় ; ভার্য্যা সফল হয় কিরূপে এবং শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপে সফল হয় ?১১২

নারদ কহিলেন,—বেদাধ্যয়নের ফল অগ্নিহোত্র, ধনোপার্জ্জনের ফল দান ও ভোগ, দারপরিগ্রহের ফল রতি ও পুত্রোৎপাদন এবং শাস্ত্রজ্ঞানের ফল সুশীলতা ও সদ্ব্যবহার।১১৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহাতপা নারদমুনি এই কথা বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন।১১৪

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! লাভপ্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে সমাগত বণিক্‌গণের নিকট হইতে আপনার শুল্কোপজীবী রাজপুরুষগণ যথোক্ত শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকেন ত ?১১৫

হে রাজন্। সেই সকল বণিক্ পুরুষগণ আপনার নগরে ও রাষ্ট্রে সম্মানিত হয় ত ? এবং তাহারা আপনার লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া পণ্যদ্রব্য আনয়ন করে ত ?১১৬

কচ্চিৎ তে কৃষিতন্ত্রেষু গোষু পুষ্পফলেষু চ।
ধর্ম্মার্থঞ্চ দ্বিজাতিভ্যো দীয়তে মধুসর্পিষী ॥১১৮

দ্রব্যোপকরণং কিঞ্চিৎ সর্বদা সর্বশিল্পিনাম্।
চাতুর্মাস্যাবরং সম্যঙ্ নিয়তং সম্প্রযচ্ছসি ॥১১৯

কচ্চিৎ কৃতং বিজানীষে কর্ত্তারঞ্চ প্রশংসসি।
সতাং মধ্যে মহারাজ সৎকরোষি চ পূজয়ন্ ॥১২০

কচ্চিৎ সূত্রাণি সর্বাণি গৃহ্নাসি ভরতর্ষভ।
হস্তিসূত্রাশ্বসূত্রাণি রথসূত্রাণি বা বিভো ॥১২১

কচ্চিদভ্যস্যতে সম্যগ্ গৃহে তে ভরতর্ষভ।
ধনুর্বেদস্য সূত্রং বৈ যন্ত্রসূত্রঞ্চ নাগরম্ ॥১২২

কচ্চিদস্ত্রাণি সর্বাণি ব্রহ্মদণ্ডশ্চ তেঽনঘ।
বিষযোগাস্তথা সর্বে বিদিতাঃ শত্রুনাশনাঃ ॥১২৩

কচ্চিদগ্নিভয়াচ্চৈব সর্বং ব্যালভয়াৎ তথা।
রোগরক্ষোভয়াচ্চৈব রাষ্ট্রং স্বং পরিরক্ষসি ॥১২৪

কচ্চিদন্ধাংশ্চ মূকাংশ্চ পঙ্গূন্ ব্যঙ্গানবান্ধবান্।
পিতেব পাসি ধর্মজ্ঞ তথা প্রব্রজিতানপি ॥১২৫

ষড়নর্থা মহারাজ কচ্চিৎ তে পৃষ্ঠতঃ কৃতাঃ।
নিদ্রালস্যং ভয়ং ক্রোধোঽমার্দবং দীর্ঘসূত্রতা ॥১২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কুরূণামৃষভো মহাত্মা
শ্রুত্বা গিরো ব্রাহ্মণসত্তমস্য।
প্রণম্য পাদাবভিবাদ্য তুষ্টো
রাজাব্রবীন্নারদং দেবরূপম্ ॥১২৭

হে তাত! আপনি ধর্ম্মার্থদর্শী অর্থবিদ্ বৃদ্ধ পুরুষদিগের ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশবাক্য নিত্য শ্রবণ করিয়া থাকেন ত?১১৭

আপনার কৃষিতন্ত্র ক্ষেত্রে উৎপন্ন অন্ন, গো হইতে প্রাপ্ত দুধ, ঘি, পুষ্প ও ফলে উৎপন্ন মধু ধর্ম্মনিমিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে দান করা হয় ত?১১৮

আপনি সর্ব্বদা নিয়মানুসারে সকল শিল্পিগণকে দ্রব্যোপকরণ যাহাতে চারমাস পর্যন্ত কার্য্য চলিতে পারে, সেই পরিমাণ উপকরণসামগ্রী প্রদান করিয়া থাকেন ত?১১৯

হে মহারাজ! কেহ আপনার উপকার করিলে তাহা স্মরণ করিয়া রাখেন ত? ঐ উপকারকের প্রশংসা আপনি করেন ত? এবং সজ্জনপরিপূর্ণ সভামধ্যে ঐ উপকারককে সমাদর করত যথোচিত সৎকার করেন ত?১২০

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সংক্ষেপে সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক যাহা তাহাই সূত্র। বিভো! আপনি হস্তসূত্র, অশ্বসূত্র ও রথসূত্র প্রভৃতি সমস্ত সূত্র শিক্ষা করিয়াছেন ত?১২১

হে ভরতকুলভূষণ! আপনার গৃহে ধনুর্ব্বেদ সূত্র যন্ত্রসূত্র ও নাগরিকসূত্র সম্যক্ রকমে অভ্যাস করা হইতেছে ত?১২২

হে অনঘ! সকল প্রকার অস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড ও শত্রুনাশক সকল প্রকার বিষপ্রয়োগ আপনি অবগত আছেন ত?১২৩

আপনি অগ্নি, ব্যাল, রোগ ও রাক্ষসের ভয় হইতে স্বীয় সমস্ত রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতেছেন ত? ২৪

হে ধর্ম্মজ্ঞ! অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিগণকে আপনি পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন ত?১২৫

হে মহারাজ! নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, অমৃদুতা (কঠোরতা) এবং দীর্ঘসূত্রতা—এই ছয়টি অনর্থ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন ত?১২৬

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া দেবরূপী নারদকে রাজা বলিয়াছিলেন।১২৭

ষ্ঠির উবাচ।

এবং করিষ্যামি যথা ত্বয়োক্তং
প্রজ্ঞা হি মে ভূয় এবাভিবৃদ্ধা।
উক্ত্বা তথা চৈব চকার রাজা
লেভে মহীং সাগরমেখলাঞ্চ ॥১২৮

নারদ উবাচ।

এবং যো বর্ত্ততে রাজা চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য রক্ষণে।
স বিহৃত্যেহ সুসুখী শক্রস্যৈতি সলোকতাম্ ॥১২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি লোকপাল-সভাখ্যানপর্ব্বণি নারদপ্রশ্নমুখেন রাজধর্ম্মানুশাসনে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫

ধিষ্ঠির কহিলেন,—হে তপোধন! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব। আপনার উপদেশে আমার বুদ্ধিবৃত্তি পুনর্ব্বার প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজা যুধিষ্ঠির দেবর্ষি সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন তদনুরূপ কার্য্যও করিতে লাগিলেন এবং অচিরকালমধ্যে সাগরমেখলা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইলেন।১২৮

নারদ কহিলেন,—যে রাজা এইরূপে চারিবর্ণের ধর্ম্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে পরম সুখে বিহার করিয়া শেষে ইন্দ্রলোকে গমন করেন।১২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে রাজধর্ম্মের উপদেশবিষয়ক পঞ্চমঅধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

[দিব্যসভাবিষয়ে যুধিষ্ঠিরস্য জিজ্ঞাসা।]

সম্পূজ্যাথাভ্যনুজ্ঞাতো মহর্ষের্ব্বচনাৎ পরম্।
প্রত্যুবাচানুপূর্ব্ব্যেণ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ ন্যায্যমাহৈতং যথাবদ্ ধর্ম্মনিশ্চয়ম্।
যথাশক্তি যথান্যায়ং ক্রিয়তেহয়ং বিধির্ময়া ॥২

রাজভির্যদ্ যথা কার্য্যং পুরা বৈ তন্ন সংশয়ঃ।
যথান্যায়োপনীতার্থং কৃতং হেতুমদর্থবৎ ॥৩

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের দিব্যসভা বিষয়ে জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—দেবর্ষি নারদের বাক্যাবসানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক আদেশ গ্রহণ করিয়া প্রশ্নের উত্তররূপে আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিলেন।১

কহিলেন—হে ভগবন! আপনি যে ধর্ম্মনিশ্চয় উপদেশ করিলেন, তাহা ন্যায়ানুগতই বটে। আমি এই ন্যায়ানুরূপ আদেশ যথাশক্তি পালন করিয়া থাকি।২

পূর্ব্বকালে ভূপালগণ যে কার্য্য যেরূপে সম্পন্ন করিতেন, ন্যায়তঃ সংগৃহীতার্থ সে সমস্ত প্রয়োজনানুসারে বিশেষ বিশেষ কারণে আমিও সেইরূপ করিতেছি।৩

বয়ন্তু সৎপথং তেষাং যাতুমিচ্ছামহে প্রভো।
ন তু শক্যং তথা গন্তুং যথা তৈর্নিয়তাত্মভিঃ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা বাক্যং তদভিপূজ্য চ।
মুহূর্ত্তাৎ প্রাপ্তকালঞ্চ দৃষ্ট্বা লোকচরং মুনিম্ ॥৫
নারদং সুখমাসীনমুপাসীনো যুধিষ্ঠিরঃ।
অপৃচ্ছৎ পাণ্ডবস্তত্র রাজমধ্যে মহাদ্যুতিঃ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভবান্ সঞ্চরতে লোকান্ সদা নানাবিধান্ বহূন্।
ব্রহ্মণা নির্মিতান্ পূর্ব্বং প্রেক্ষমাণো মনোজবঃ ॥৭
ঈদৃশী ভবতা কাচিদ্ দৃষ্টপূর্ব্বা সভা ক্বচিৎ।
ইতো বা শ্রেয়সী ব্রহ্মংস্তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা নারদস্তস্য ধর্ম্মরাজস্য ভাষিতম্।
পাণ্ডবং প্রত্যুবাচেদং স্ময়ন্ মধুরয়া গিরা ॥৯

নারদ উবাচ।

মানুষেষু ন মে তাত দৃষ্টপূর্ব্বা ন চ শ্রুতা।
সভা মণিময়ী রাজন্ যথেয়ং তব ভারত ॥১০
সভাং তু পিতৃরাজস্য বরুণস্য চ ধীমতঃ।
কথয়িষ্যে তথেন্দ্রস্য কৈলাসনিলয়স্য চ ॥১১
ব্রহ্মণশ্চ সভাং দিব্যাং কথয়িষ্যে গতক্লমাম্।
দিব্যাদিব্যৈরভিপ্রায়ৈরুপেতাং বিশ্বরূপিণীম্ ॥১২
দেবৈঃ পিতৃগণৈঃ সাধ্যৈর্যজ্বভির্নিয়তাত্মভিঃ।
দৃষ্টাং মুনিগণৈঃ শান্তৈর্বেদযজ্ঞৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
যদি তে শ্রবণে বুদ্ধির্বর্ত্ততে ভরতর্ষভ ॥১৩

হে প্রভো! আমরা তাঁহাদেরই সৎপথ অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু সেই নিয়তাত্মা মহাপুরুষগণ যেরূপে গমন করিয়াছেন, আমরা অনিয়তাত্মা বলিয়া সেইরূপে চলিতে পারিতেছি না।৪

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহাতেজস্বী রাজা ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই প্রকার বাক্য বলিয়া রাজগণমধ্যে তাঁহার সমুচিত সৎকার করিলে লোকচর মুনি নারদ যখন সুস্থ হইয়া সমাসীন হইলেন, মুহূর্ত্তকাল পরে তখন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া নিকটে বসিয়া [যু]ধিষ্ঠির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৫-৬

[যুধিষ্ঠি]র কহিলেন,—আপনি মনের ন্যায় বেগশালী, সেইজন্যই পূর্ব্বকালে ব্রহ্মনির্ম্মিত বহুলোক সর্ব্বদা সন্দর্শন করত বিচরণ করেন।৭

হে ব্রহ্মন্! আপনি ইহার পূর্ব্বে কোন স্থানে আমাদের এই সভার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে তাহা বলুন।৮

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন শুনিয়া দেবর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্যমুখে মধুরবচনে পাণ্ডুপুত্রকে এই বাক্য বলিলেন।৯

নারদ কহিলেন,—হে তাত! হে রাজন্! আপনার এই মণিময়ী সভাসদৃশ দ্বিতীয় সভা মনুষ্যলোকে আমি দর্শন বা শ্রবণ করি নাই।১০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি দিব্যসভার বর্ণনা শুনিতে আপনার বাসনা হইয়া থাকে, তবে পিতৃরাজ যম, ধীমান্ বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কৈলাশনিবাসী কুবেরের সভা আমি কীর্ত্তন করিব; এবং ব্রহ্মার এক দিব্য সভার কথা আমি বলিব, যাহা ক্লেশাপহারিণী, বিশ্বরূপিণী ও দিব্য ও অদিব্য ভোগদ্বারা সম্পন্না। এই সভা দেবগণ, পিতৃগণ, সাধ্যসমূহ, শান্ত যতাত্মা যাজ্ঞিকগণ, শান্ত বেদাধ্যয়নসম্পন্ন যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ ও সদক্ষিণ মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত।১১-১৩

নারদেনৈবমুক্তস্তু ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রাঞ্জলির্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং তৈশ্চ সর্ব্বৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ ॥১৪
নারদং প্রত্যুবাচেদং ধর্ম্মরাজো মহামনাঃ।
সভাঃ কথয় তাঃ সর্ব্বাঃ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ॥১৫
কিংদ্রব্যাস্তাঃ সভা ব্রহ্মন্ কিংবিস্তারাঃ কিমায়তাঃ।
পিতামহঞ্চ কে তস্যাং সভায়াং পর্য্যুপাসতে ॥১৬
বাসবং দেবরাজঞ্চ যমং বৈবস্বতঞ্চ কে।
বরুণঞ্চ কুবেরঞ্চ সভায়াং প্রর্য্যুপাসতে ॥১৭
এতৎ সর্ব্বং যথান্যায়ং ব্রহ্মর্ষে বদতস্তব।
শ্রোতুমিচ্ছাম সহিতাঃ পরং কৌতূহলং হি নঃ ॥১৮
এবমুক্তঃ পাণ্ডবেন নারদঃ প্রত্যভাষত।
ক্রমেণ রাজন্ দিব্যাস্তাঃ শ্রূয়স্তামিহ নঃ সভাঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি সভাক্রিয়াপর্বণি-লোকপালসভাখ্যানপর্বণি যুধিষ্ঠিরসভাজিজ্ঞাসায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

ধর্ম্মরাজ মহামনা যুধিষ্ঠির নারদ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে নারদকে এই কথা বলিলেন—হে ভগবন্! সেই সমস্ত সভা কিরূপ তাহা আপনি বর্ণনা করুন, সেই সকল সভার বর্ণনা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি।১৪-১৫

হে ব্রহ্মন্! সেই সমস্ত সভা কি দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, কিরূপ বিস্তীর্ণ ও কিরূপ আয়ত? এবং পিতামহ ব্রহ্মা সেই সভায় আসীন হইলে চারিধার ঘিরিয়া কে কে তাঁহাকে উপাসনা করেন?১৬

দেবরাজ ইন্দ্র, বৈবস্বত যম, বরুণ ও কুবেরকে ঐ সভায় কোন্ কোন্ লোক উপাসনা করেন?১৭

হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি যথারীতি এই সমস্ত কথা বর্ণনা করিলে ইঁহাদের সহিত আমরা সকলে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।১৮

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এই প্রকার বলিলে তদুত্তরে নারদ কহিলেন—হে রাজন্! আমি সেই সমস্ত দিব্যসভা ক্রমশঃ এখানে বর্ণনা করিতেছি, আপনারা তাহা শ্রবণ করুন।১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের দিব্য সভাজিজ্ঞাসাবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রসভায়া বর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।
শক্রস্য তু সভা দিব্যা ভাস্বরা কর্ম্মনির্ম্মিতা।
স্বয়ং শক্রেণ কৌরব্য! নির্ম্মিতার্কসমপ্রভা ॥১
বিস্তীর্ণা যোজনশতং শতমধ্যর্দ্ধমায়তা।
বৈহায়সী কামগমা পঞ্চযোজনমুচ্ছ্রিতা ॥২

সপ্তম অধ্যায়

[ইন্দ্রসভার বর্ণনা।]

নারদ কহিলেন,—হে কুরুনন্দন! ইন্দ্রের তেজোময়ী দিব্য সভা ইন্দ্র স্বয়ং যত্ন সহকারে বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ঐ সভার প্রভা সূর্য্যের ন্যায় এবং ঐ সভা ইন্দ্রের বশীভূত।১

জরাশোকক্লমাপেতা নিরাতঙ্কা শিবা শুভা।
বেশ্মাসনবতী রম্যা দিব্যপাদপশোভিতা ॥৩
তস্যাং দেবেশ্বরঃ পার্থ! সভায়াং পরমাসনে।
আস্তে শচ্যা মহেন্দ্রাণ্যা শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা চ ভারত ॥৪
বিভ্রদ্‌বপুরনির্দ্দেশ্যং কিরীটী লোহিতাঙ্গদঃ।
সুবাসাশ্চিত্রমাল্যশ্চ হ্রী-কীর্ত্তি-দ্যুতিভিঃ সহ ॥৫
তস্যামুপাসতে নিত্যং মহাত্মানং শতক্রতুম্।
মরুতঃ সর্ব্বশো রাজন্! সর্ব্বে চ গৃহমেধিনঃ ॥৬
সিদ্ধা দেবর্ষয়শ্চৈব সাধ্যা দেবগণাস্তথা।
মরুত্বন্তশ্চ সহিতা ভাস্বন্তো হেমমালিনঃ ॥৭
এতে সানুচরাঃ সর্ব্বে দিব্যরূপাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
উপাসতে মহাত্মানং দেবরাজমরিন্দমম্ ॥৮
তথা দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে পার্থ! শক্রমুপাসতে।
অমলা ধূতপাপ্মানো দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ ॥৯
তেজস্বিনঃ সোমযুতো বিশোকা বিগতজ্বরাঃ।
পরাশরঃ পর্ব্বতশ্চ তথা সাবর্ণি-গালবৌ ॥১০
শঙ্খশ্চ লিখিতশ্চৈব তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
দুর্বাসাঃ ক্রোধনঃ শ্যেনস্তথা দীর্ঘতমা মুনিঃ ॥১১
পবিত্রপাণিঃ সাবর্ণির্যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ ভালুকিঃ।
উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুস্তাণ্ড্যো ভাণ্ডায়নিস্তথা ॥১২
হবিষ্মাংশ্চ গরিষ্ঠশ্চ হরিশ্চন্দ্রশ্চ পার্থিবঃ।
হৃদ্যশ্চোদরশাণ্ডিল্যঃ পারাশর্য্যঃ কৃষীবলঃ ॥১৩
বাতস্কন্ধো বিশাখশ্চ বিধাতা কাল এব চ।
করালদন্তস্ত্বষ্টা চ বিশ্বকর্ম্মা চ তুম্বুরুঃ ॥১৪
অযোনিজা যোনিজাশ্চ বায়ুভক্ষা হুতাশিনঃ।
ঈশানং সর্ব্বলোকস্য বজ্রিণং সমুপাসতে ॥১৫
সহদেবঃ সুনীথশ্চ বাল্মীকশ্চ মহাতপাঃ।
শমীকঃ সত্যবাক্ চৈব প্রচেতাঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥১৬

ঐ সভা শতযোজন বিস্তীর্ণ, সার্দ্ধ শতযোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চযোজন উন্নত। উহা শূন্যমার্গে স্থিত ও ইচ্ছা অনুসারে গমনশীল।২

উহাতে জরা, শোক, ক্লান্তি, আতঙ্ক প্রভৃতি কিছুই নাই। ঐ সভা মঙ্গলময়ী ও শোভাসম্পন্না, উত্তম গৃহ ও উত্তম আসনবিশিষ্টা ঐ রমণীয়া সভা দিব্য পাদপসমূহ পরিশোভিতা হইয়া আছে।৩

হে ভারত! হে কুন্তীনন্দন! সেই সভায় দেবরাজ ইন্দ্র শোভায় লক্ষ্মীসদৃশী ইন্দ্রাণী শচী-দেবীর সহিত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট আছেন।৪

ঐ সময়ে তিনি অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করেন। তাঁহার মাথায় কিরীট, ভুজদ্বয়ে লালবর্ণ অঙ্গদ অর্থাৎ কেয়ূর, পরিধানে রজোহীন পরিষ্কৃত বস্ত্র, এবং গলায় চিত্রমাল্য। হ্রী, কীর্ত্তি ও দ্যুতির সহিত তিনি দিব্য সভায় বিরাজমান থাকেন।৫

হে রাজন্! সেই দিব্যসভায় সকল মরুদ্গণ ও গৃহবাসী যাবতীয় দেবগণ শতক্রতু মহাত্মা ইন্দ্রকে নিত্য উপাসনা করেন।৬

সিদ্ধ, দেবর্ষি, সাধ্য ও দেবগণ এবং হেমমাল্য-ধারী তেজস্বী মরুত্বদ্গণ, ইঁহারা সকলেই স্বীয় অনুচরগণের সহিত দিব্যরূপধারী ও শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে শোভিত হইয়া শত্রুদমন মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন।৭-৮

হে পার্থ! অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান ও পাপশূন্য, নির্ম্মল সমস্ত দেবর্ষিগণ ইন্দ্রকে সেইরূপ উপাসনা করেন।৯

এই দেবর্ষিগণ সকলেই তেজস্বী, সোমযাজী ও শোকজ্বররহিত। পরাশর, পর্ব্বত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্খ, লিখিত, গৌরশিরা মুনি, ক্রোধন দুর্ব্বাসাঃ, শ্যেন, দীর্ঘতমামুনি, পবিত্রপাণি, দ্বিতীয় সাবর্ণি, যাজ্ঞবল্ক্য, ভালুকি, উদ্দালক, শ্বেতকেতু, তাণ্ড্য, ভাণ্ডায়নি, হবিষ্মান্, গরিষ্ঠ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, হৃদ্য, উদর শাণ্ডিল্য, পরাশরনন্দন ব্যাস, কৃষীবল, বাতস্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করালদন্ত, ত্বষ্টা, বিশ্বকর্ম্মা ও তুম্বুরু, এবং অযোনিজ ও যোনিজ মুনিগণ, বায়ুভক্ষক ও হুতাশী মুনিগণ, ইঁহারা সকলে

মেধাতিথির্বামদেবঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
মরুত্তশ্চ মরীচিশ্চ স্থাণুশ্চাত্র মহাতপাঃ ॥১৭
কক্ষীবান্ গৌতমস্তার্ক্ষ্যস্তথা বৈশ্বানরো মুনিঃ।
(ষড়র্ত্তুঃ কবষো ধূম্রো রৈভ্যো নল-পরাবসূ।
স্বস্ত্যাত্রেয়ো জরৎকারুঃ কহোলঃ কাশ্যপস্তথা।
বিভাণ্ডকর্ষ্যশৃঙ্গৌ চ উন্মুখো বিমুখস্তথা ॥)
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয় আশ্রাব্যোঽথ হিরণ্ময়ঃ ॥১৮
সংবর্ত্তো দেবহব্যশ্চ বিষ্বক্সেনশ্চ বীর্য্যবান্।
(কণ্বঃ কাত্যায়নো রাজন্! গার্গ্যঃ কৌশিক এব চ।
দিব্যা আপস্তথৌষধ্যঃ শ্রদ্ধা মেধা সরস্বতী ॥১৯
অর্থো ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ বিদ্যুতশ্চৈব পাণ্ডব।
জলবাহস্তথা মেঘা বায়বঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥২০
প্রাচী দিগ্ যজ্ঞবাহাশ্চ পাবকাঃ সপ্তবিংশতিঃ।
অগ্নীষোমৌ তথেন্দ্রাগ্নী মিত্রশ্চ সবিতাঽর্য্যমা ॥২১
ভগো বিশ্বে চ সাধ্যাশ্চ গুরুঃ শুক্রস্তথৈব চ।
বিশ্বাবসুশ্চিত্রসেনঃ সুমনস্তরুণস্তথা ॥২২

যজ্ঞাশ্চ দক্ষিণাশ্চৈব গ্রহাস্তারাশ্চ ভারত!
যজ্ঞবাহাশ্চ যে মন্ত্রাঃ সর্ব্বে তত্র সমাসতে ॥২৩

তথৈবাপ্সরসো রাজন্! গন্ধর্ব্বাশ্চ মনোরমাঃ।
নৃত্য-বাদিত্র-গীতৈশ্চ হাস্যৈশ্চ বিবিধৈরপি ॥২৪

রময়ন্তি স্ম নৃপতে! দেবরাজং শতক্রতুম্।
স্তুতিভির্মঙ্গলৈশ্চৈব স্তুবন্তঃ কর্ম্মভিস্তথা ॥২৫

বিক্রমৈশ্চ মহাত্মানং বলবৃত্রনিষূদনম্।
ব্রহ্মরাজর্ষয়শ্চৈব সর্ব্বে দেবর্ষয়স্তথা ॥২৬

বিমানৈর্বিবিধৈর্দিব্যৈর্দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ।
স্রগ্বিণো ভূষিতাশ্চান্যে যান্তি চায়ান্তি চাপরে ॥২৭

সর্ব্বলোকের অধীশ্বর বজ্রধারী ইন্দ্রকে উপাসনা করেন।১০-১৫

হে পাণ্ডুনন্দন রাজন্! সহদেব, সুনীথ, মহাতপা বাল্মীকি, সত্যবাক্ শমীক, সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রচেতাঃ, মেধাতিথি, বামদেব, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরুত্ত, মরীচি, মহাতপস্বী স্থাণু, কক্ষীবান্, গৌতম, তার্ক্ষ্য, বৈশ্বানর মুনি, (ষড়র্ত্তু, কবষ, ধূম্র, রৈভ্য, নল, পরাবসু, স্বস্ত্যাত্রেয়, জরৎকারু, কহোল, কাশ্যপ, বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গ, উন্মুখ, বিমুখ,) কালকবৃক্ষীয় মুনি, আশ্রাব্য, হিরণ্ময়, সংবর্ত্ত, দেবহব্য, বীর্য্যবান্ বিষ্বক্সেন, (কণ্ব, কাত্যায়ন, গার্গ্য, কৌশিক), দিব্য অপ্ সমূহ, ওষধি সকল, শ্রদ্ধা, মেধা, সরস্বতী, অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, বিদ্যুৎসমুদায়, জলবাহ মেঘগণ, বায়ুগণ, মেঘধ্বনিসমূহ, পূর্ব্ব দিক্, যজ্ঞবাহ সাতাইশ পাবক (১) অগ্নি সমবেত সোম, ইন্দ্র সমবেত অগ্নি, মিত্র, সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, শুক্র, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন, সুমন, তরুণ, যজ্ঞসকল, দক্ষিণাসমূহ, গ্রহগণ, তারাসমূহ, ও যজ্ঞনির্ব্বাহক মন্ত্রসমূহ, ইঁহারা সকলেই ঐ সভায় সমাসীন আছেন।১৬-২৩

হে রাজন্! এই প্রকারে মনোহর অপ্সরোগণ ও মনোরম গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য, বাদ্য, গীত ও নানা প্রকার হাস্য দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের মনোরঞ্জন করিতেন।

ইঁহারা স্তুতি ও মঙ্গলপাঠের দ্বারা এবং বিক্রমপ্রকাশক কর্ম্মসমূহ দ্বারা বল ও বৃত্র নামক অসুরের বিনাশক মহাত্মা ইন্দ্রের স্তুতি করিতেন।

(১) নীলকণ্ঠের টীকায় সপ্তবিংশতি পাবকের বর্ণনা এইরূপ :— অঙ্গিরা, দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি, আহবনীয়াগ্নি, নির্ম্মন্থ্য, বৈদ্যুত, শূর, সংবর্ত্ত, লৌকিক, জঠরাগ্নি, বিষগ, ক্রব্যাৎ, ক্ষেমবান্, বৈষ্ণব, দস্যুমান্, বলদ, শান্ত, পুষ্ট, বিভাবসু, জ্যোতিষ্মান্, ভরত, ভদ্র, স্বিষ্টকৃৎ, বসুমান্, ক্রতু, সোম ও পিতৃমান্।

বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ নিত্যমাস্তাং হি তত্র বৈ।
এতে চান্যে চ বহবো মহাত্মানো যতব্রতাঃ ॥২৮
বিমানৈশ্চন্দ্রসঙ্কাশৈঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনাঃ :
ব্রহ্মণঃ সদৃশা রাজন্। ভৃগুঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ॥২৯
এষা সভা ময়া রাজন্! দৃষ্টা পুষ্করমালিনী।
শতক্রতোর্মহাবাহো! যাম্যামপি সভাং শৃণু ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্বণি শক্রসভাবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

ব্রহ্মর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ ও দেবর্ষিগণ সকলেই মাল্যভূষিত ও অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান, বিবিধ দিব্য-বিমানে আরোহণ করিয়া ঐ সভায় যাতায়াত করেন।২৪-২৭

বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্য উপস্থিত থাকেন, এই সমস্ত ব্যক্তি এবং আরও অন্যান্য বহু সংযমী ও মহাত্মা ব্যক্তিগণ নিজে চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন চন্দ্রসদৃশ বিমান দ্বারা তথায় আগমন করিয়া থাকেন। হে রাজন্! ব্রহ্মসদৃশ ভৃগু ও সপ্তর্ষিমণ্ডল সেইরূপে ঐ সভায় আগমন করেন।২৮-২৯

হে রাজন্! আমি এই কমলমালাশোভিত ইন্দ্রসভা পূর্ব্বে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এক্ষণে যমের সভা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।৩০.

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে ইন্দ্রসভাবর্ণননামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[যমরাজস্য সভাবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।
কথয়িষ্যে সভাং যাম্যাং যুধিষ্ঠির! নিবোধ তাম্
বৈবস্বতস্য যাং পার্থ! বিশ্বকর্ম্মা চকার হ ॥১
তৈজসী সা সভা রাজন্! বভূব শতযোজনা।
বিস্তারায়ামসম্পন্না ভূয়সী চাপি পাণ্ডব ॥২
অর্কপ্রকাশা ভ্রাজিষ্ণুঃ সর্বতঃ কামরূপিণী।
নাতিশীতা ন চাত্যুষ্ণা মনসশ্চ প্রহর্ষিণী ॥৩
ন শোকো ন জরা তস্যাং ক্ষুৎ-পিপাসে ন চাপ্রিয়ম্।
ন চ দৈন্যং ক্লমো বাপি প্রতিকূলং ন চাপ্যুত ॥৪

অষ্টম অধ্যায়।

[যমরাজের সভার বর্ণনা]।

নারদ কহিলেন,—হে পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির! বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যপুত্র যমের যে সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আমি সেই যমসভা বর্ণনা করিব, আপনি শ্রবণ করুন।১

হে রাজন্! ঐ তেজোময়ী বিশাল সভা লম্বা ও চওড়ায় শত যোজন হইবে। হে পাণ্ডব! মনে হয় তদপেক্ষাও কিছু বড় হইতে পারে।২

উহার প্রকাশ সূর্য্যের তুল্য, ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারিণী ঐ সভা সমস্ত অলঙ্কারাদি দ্বারা

সর্ব্বে কামাঃ স্থিতাস্তস্যাং যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।
রস-গন্ধপ্রভৃতঞ্চ ভক্ষ্যং ভোজ্যমরিন্দম ॥৫

লেহ্যং চোষ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ হৃদ্যং স্বাদু মনোহরম্।
পুণ্যগন্ধাঃ স্রজস্তত্র নিত্যং কামফলা দ্রুমাঃ।
শীতলানি চ তোয়ানি কদুষ্ণানি চ ভারত! ॥৬

তস্যাং রাজর্ষয়ঃ পুণ্যাস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ।
যমং বৈবস্বতং তাত! প্রহৃষ্টাঃ পর্য্যুপাসতে ॥৭

যযাতির্নহুষঃ পুরুর্মান্ধাতা সোমকো নৃগঃ।
ত্রসদস্যুশ্চ রাজর্ষিঃ কৃতবীর্য্যঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥৮

অরিষ্টনেমিঃ সিদ্ধশ্চ কৃতবেগঃ কৃতির্নিমিঃ।
প্রতর্দ্দনঃ শিবির্মৎস্যঃ পৃথুলাক্ষো বৃহদ্রথঃ ॥৯

বার্ত্তো মরুত্তঃ কুশিকঃ সাঙ্কাশ্যঃ সাঙ্কৃতির্ধ্রুবঃ।
চতুরশ্বঃ সদশ্বোর্ম্মিঃ কার্ত্তবীর্য্যশ্চ পার্থিবঃ ॥১০

ভরতঃ সুরথশ্চৈব তথা রাজা তপোরথঃ।
সুনীথো নৈষধশ্চৈব নলো রাজা পরিশ্রুতঃ ॥১১

দিবোদাসোঽথ সুমনা অম্বরীষো ভগীরথঃ।
ব্যশ্বঃ সদশ্বো বধ্র্যশ্বঃ পৃথুবেগঃ পৃথুশ্রবাঃ ॥১২

পৃষদশ্বো বসুমনাঃ ক্ষুপশ্চ সুমহাবলঃ।
রুষদ্রুর্বৃষসেনশ্চ পুরুকুৎসো ধ্বজী রথী ॥১৩

আর্ষ্টিষেণো দিলীপশ্চ মহাত্মা চাপ্যুশীনরঃ।
ঔশীনরিঃ পুণ্ডরীকঃ শর্যাতিঃ শরভঃ শুচিঃ ॥১৪

অঙ্গোঽরিষ্টশ্চ বেণশ্চ দুষ্মন্তঃ সৃঞ্জয়ো জয়ঃ।
ভাঙ্গাসুরিঃ সুনীথশ্চ নিষধোঽথ বহীনরঃ ॥১৫

করন্ধমো বাহ্লিকশ্চ সুদ্যুম্নো বলবান্ মধুঃ।
ঐলো মরুত্তশ্চ তথা বলবান্ পৃথিবীপতিঃ ॥১৬

কপোতলোমা তৃণকঃ সহদেবার্জ্জুনৌ তথা।
ব্যশ্বঃ সাশ্বঃ কৃশাশ্বশ্চ শশবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ ॥১৭

রাজা দাশরথশ্চৈব ককুৎস্থোঽথ প্রবর্দ্ধনঃ।
অলর্কঃ কক্ষসেনশ্চ গয়ো গৌরাশ্ব এব চ ॥১৮

দীপ্তিশীল, উহা নাতিশীতোষ্ণ ও মনের অত্যন্ত আনন্দদায়িনী হইয়াছিল।৩

উহার ভিতরে শোক, জরা, ক্ষুধা, পিপাসা ও অপ্রিয় কিছুই নাই, দীনতা ও শ্রান্তি তথায় নাই এবং প্রতিকূলতার ত তথায় নামও নাই।৪

হে শত্রুদমন! তথায় দিব্য ও মর্ত্ত্য সকল প্রকার ভোগ প্রস্তুত রহিয়াছে, সরস এবং সুস্বাদু ভক্ষ্য ও ভোজ্য প্রচুর পদার্থ সঞ্চিত রহিয়াছে।৫

তথায় লেহনযোগ্য, চোষনের যোগ্য, পানের যোগ্য এবং হৃদয়ের প্রিয়প্রদ, স্বাদু ও মনোহর বস্তু সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, তথায় পবিত্র ও সুগন্ধমাল্য এবং ইচ্ছানুরূপ ফলদানকারী বৃক্ষসমূহ সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছে।

তথায় সুস্বাদু শীত ও উষ্ণ সলিল সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে। হে তাত! ঐ সভায় বহু পুণ্যাত্মা রাজর্ষি এবং নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া সূর্য্যপুত্র যমের উপাসনা করেন।৬-৭

যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, সোমক, নৃগ, ত্রসদস্যু, রাজর্ষি কৃতবীর্য্য, শ্রুতশ্রবা, অরিষ্টনেমি, সিদ্ধ, কৃতবেগ, কৃতি, নিমি, প্রতর্দ্দন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, বৃহদ্রথ, বার্ত্ত, মরুত্ত, কুশিক, সাংকাশ্য, সাংকৃতি, ধ্রুব, চতুরশ্ব, সদশ্বোর্ম্মি, রাজা কার্ত্তবীর্য্য, ভরত, সুরথ, রাজা তপোরথ, সুনীথ, নৈষধ, নল, রাজা পরিশ্রুত, দিবোদাস, সুমনা, অম্বরীষ, ভগীরথ, ব্যশ্ব, সদশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পৃথুবেগ, পৃথুশ্রবা, পৃষদশ্ব, বসুমনা, মহাবল ক্ষুপ, রুষদ্রু, বৃষসেন, রথ ও ধ্বজবিশিষ্ট পুরুকুৎস, আর্ষ্টিষেণ, দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, ঔশীনরি, পুণ্ডরীক, শর্যাতি, শরভ, শুচি, অঙ্গ, অরিষ্ট, বেণ, দুষ্মন্ত, সৃঞ্জয়, জয়, ভাঙ্গাসুরি, সুনীথ, নিষধ, বহীনর, করন্ধম, বাহ্লিক, সুদ্যুম্ন, বলবান্ মধু, ঐল, বলবান্ রাজা মরুত্ত,

জামদগ্ন্যশ্চ রামোঽত্র নাভাগ-সগরৌ তথা।
ভূরিদ্যুম্নো মহাশ্বশ্চ পৃথ্বশ্বো জনকস্তথা ॥১৯

রাজা বৈণ্যো বারিসেনঃ পুরুজিজ্জনমেজয়ঃ।
ব্রহ্মদত্তস্ত্রিগর্ত্তশ্চ রাজোপরিচরস্তথা ॥২০

ইন্দ্রদ্যুম্নো ভীমজানুর্গৌরপৃষ্ঠোঽনঘো লয়ঃ।
পদ্মোঽথ মুচুকুন্দশ্চ ভূরিদ্যুম্নঃ প্রসেনজিৎ ॥২১

অরিষ্টনেমিঃ সুদ্যুম্নঃ পৃথুলাশ্বোঽষ্টকস্তথা।
শতং মৎস্যা নৃপতয়ঃ শতং নীপাঃ শতং গয়াঃ ॥২২

ধৃতরাষ্ট্রশ্চৈকশতমশীতির্জনমেজয়াঃ।
শতঞ্চ ব্রহ্মদত্তানাং বীরিণামীরিণাং শতম্ ॥২৩

ভীষ্মাণাং দ্বে শতে সাগ্রে ভীমানাস্তু তথা শতম্।
শতঞ্চ প্রতিবিন্ধ্যানাং শতং নাগাঃ শতং হয়াঃ ॥২৪

পলাশানাং শতং জ্ঞেয়ং শতং কাশকুশাদয়ঃ।
শান্তনুশ্চৈব রাজেন্দ্র পাণ্ডুশ্চৈব পিতা তব ॥২৫

উশঙ্গবঃ শতরথো দেবরাজো জয়দ্রথঃ।
বৃষদর্ভশ্চ রাজর্ষির্বুদ্ধিমান্ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২৬

অথাপরে সহস্রাণি যে গতাঃ শশবিন্দবঃ।
ইষ্ট্বাশ্বমেধৈর্বহুভির্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২৭

এতে রাজর্ষয়ঃ পুণ্যাঃ কীর্ত্তিমন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তস্যাং সভায়াং রাজেন্দ্র ! বৈবস্বতমুপাসতে ॥২৮

অগস্ত্যোঽথ মতঙ্গশ্চ কালো মৃত্যুস্তথৈব চ।
যজ্বানশ্চৈব সিদ্ধাশ্চ যে চ যোগশরীরিণঃ ॥২৯

অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ পিতরঃ ফেনপাশ্চোষ্মপাশ্চ যে।
স্বধাবন্তো বর্হিষদো মূর্ত্তিমন্তস্তথাপরে ॥৩০

কালচক্রঞ্চ সাক্ষাচ্চ ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
নরা দুষ্কৃতকর্ম্মাণো দক্ষিণায়নমৃত্যবঃ ॥৩১

কালস্য নয়নে যুক্তা যমস্য পুরুষাশ্চ যে।
তস্যাং শিংশপপালাশাস্তথা কাশ-কুশাদয়ঃ।
উপাসতে ধর্ম্মরাজং মূর্ত্তিমন্তো নরাধিপ ॥৩২

কপোতরোমা, তৃণক, সহদেব, অর্জ্জুন, ব্যশ্ব, সাশ্ব, কৃশাশ্ব, রাজা শশবিন্দু, রাজা দশরথ, ককুৎস্থ, প্রবর্দ্ধন, অলর্ক, কক্ষসেন, গয়, গৌরাশ্ব, জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, নাভাগ, সগর, ভূরিদ্যুম্ন, মহাশ্ব, পৃথাশ্ব, জনক, রাজা পৃথু, বারিসেন, পুরুজিৎ, জনমেজয়, ব্রহ্মদত্ত, ত্রিগর্ত্ত, রাজা উপরিচর, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভীমজানু, গৌরপৃষ্ঠ, অনঘ, লয়, পদ্ম, মুচুকুন্দ, ভূরিদ্যুম্ন, প্রসেনজিৎ, অরিষ্টনেমি, সুদ্যুম্ন, পৃথুলাশ্ব, অষ্টক, মৎস্যবংশীয় শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপাল, গয়বংশীয় শত রাজা, ধৃতরাষ্ট্রবংশীয় একশত জন, জনমেজয়বংশীয় আশী জন, ব্রহ্মদত্তবংশীয় শত জন, বীরী ও ঈরীবংশীয় শত জন, ভীষ্মবংশীয় দুইশত জন, ভীমবংশীয় শতজন, প্রতিবিন্ধ্যবংশীয় শতজন, নাগবংশীয় শত জন, হয় বংশীয় একশত জন, পলাশবংশীয় শতজন, কাশকুশ প্রভৃতি শতজন এবং রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু, উশঙ্গব, শতরথ, দেবরাজ, জয়দ্রথ, মন্ত্রিগণের সহিত বুদ্ধিমান্ রাজর্ষি বৃষদর্ভ এবং ভূরিদক্ষিণ বহু ও মহৎ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গে গত আরও অনেক শশবিন্দুবংশীয় সহস্র সহস্র রাজা, হে রাজেন্দ্র। এই সকল পুণ্যাত্মা, কীর্ত্তিমান্ ও বহুশ্রুত রাজর্ষিগণ ঐ সভায় সূর্য্যপুত্র যমের উপাসনা করেন।৮-২৮

অগস্ত্য, মতঙ্গ, কাল, মৃত্যু, যজ্ঞকর্ত্তা, যোগশরীরধারী, সিদ্ধগণ, অগ্নিষ্বাত্তা, ফেনপ, স্বধাবান্, বর্হিষদ প্রভৃতি পিতৃগণ, কালচক্র (সংবৎসরাদি কালবিভাগের অভিমানী দেবতা), সাক্ষাৎ ভগবান্ হব্যবাহন, দুষ্কৃতকর্ম্মা মনুষ্যগণ, দক্ষিণায়ন মৃত্যুগণ, কালের আদেশপালনে নিযুক্ত যমের যে সকল পুরুষগণ, শিংশপ ও পলাশ, কাশ ও কুশ আদি সকলেই মূর্ত্তিমন্ত হইয়া, হে জনাধিপ। ইঁহারা সকলেই যমের উপাসনা করেন।২৯-৩২

এতে চান্যে চ বহবঃ পিতৃরাজসভাসদঃ।
ন শক্যাঃ পরিসংখ্যাতুং নামভিঃ কর্ম্মভিস্তথা ॥৩৩

অসম্বাধা হি সা পার্থ! রম্যা কামগমা সভা।
দীর্ঘকালং তপস্তপ্ত্বা নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা ॥৩৪

জ্বলন্তী ভাসমানা চ তেজসা স্বেন ভারত।
তামুগ্রতপসো যান্তি সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ ॥৩৫

শান্তাঃ সন্ন্যাসিনঃ সিদ্ধাঃ পূতাঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা।
সর্ব্বে ভাস্বরদেহাশ্চ সর্ব্বে চ বিরজোঽম্বরাঃ ॥৩৬

চিত্রাঙ্গদাশ্চিত্রমাল্যাঃ সর্ব্বে জ্বলিতকুণ্ডলাঃ।
সুকৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈঃ পারিবর্হৈশ্চ ভূষিতাঃ ॥৩৭

গন্ধর্ব্বাশ্চ মহাত্মানঃ সঙ্ঘশশ্চাপ্সরোগণাঃ।
বাদিত্রং নৃত্যগীতঞ্চ হাস্যং লাস্যঞ্চ সর্বশঃ ॥৩৮

পুণ্যাশ্চ গন্ধাঃ শব্দাশ্চ তস্যাং পার্থ! সমন্ততঃ।
দিব্যানি চৈব মাল্যানি উপতিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ ॥৩৯

শতং শতসহস্রাণি ধর্ম্মিণাং তং প্রজেশ্বরম্।
উপাসতে মহাত্মানং রূপযুক্তা মনস্বিনঃ ॥৪০

ঈদৃশী সা সভা রাজন্! পিতৃরাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বরুণস্যাপি বক্ষ্যামি সভাং পুষ্করমালিনীম্ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বণি যমসভাবর্ণনং নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

ইহারা এবং আরও অন্যান্য বহু লোক পিতৃরাজ যমের সভাসদ ছিলেন, তাঁহাদের নাম ও কর্ম্মের সংখ্যা করিয়া বলার শক্তি নাই।৩৩

হে কুন্তীনন্দন। বিশ্বকর্ম্মা দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া ঐ রমণীয় সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা যথেচ্ছা গমন করিতে পারে এবং উহাতে ভয়ের কোন সম্পর্ক নাই।৩৪

হে ভারত। ঐ সভা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যেন প্রজ্বলিত। কঠোর তপস্যা ও উত্তম ব্রতপালনকারী, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব সন্ন্যাসিগণ, স্বীয় পুণ্যকর্ম্মদ্বারা শুদ্ধ ও পবিত্র পুরুষগণ ঐ সভায় গমন করেন। ইঁহারা সকলেই ভাস্বরকলেবর এবং সকলেই নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করেন।৩৫-৩৬

বিচিত্র অলঙ্কার, বিচিত্র হার, উজ্জ্বল কুণ্ডল, স্বীয় পবিত্র শুভকর্ম্ম ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি নানাবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেই সভায় গমন করিয়া সকল প্রকার বাদ্য, নৃত্য-গীত, হাস্য ও লাস্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন।৩৭-৩৮

হে কুন্তীনন্দন। সেই সভায় চারিদিক্ পরিব্যাপ্ত পবিত্রগন্ধ ও পবিত্র ধ্বনি এবং দিব্য মাল্যসমূহ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে।৩৯

শত শতসহস্র অর্থাৎ এক কোটি দিব্য রূপধারী মনস্বী ধার্ম্মিকগণ সেই প্রজেশ্বর মহাত্মা যমের উপাসনা করেন।৪০

হে রাজন্! পিতৃরাজ মহাত্মা যমের সেই সভা এই প্রকার। এখন আমি নলিনীমালাশালিনী বরুণের সভার বর্ণনা করিব।৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে যমসভাবর্ণননামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সবই আমি। আমি ভিন্ন আর কিছু নাই—একথা নিশ্চয়রূপে বুঝবে।

সব আমি, সব আমি, সব আমি। আমা হ'তে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক কারণরূপ এবং কার্য্যরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক এ বিশাল জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। আমি আনন্দরূপ, আবার অনানন্দরূপ, আমি বিজ্ঞান, আমি জ্ঞান, আমি দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য-পরম-মহান্ পরব্রহ্ম এবং আমি অব্রহ্ম পঞ্চীকৃত মহাভূত, আমি আবার সকলের কারণ, অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহও আমি, এই সম্পূর্ণ দৃশ্য জগৎ আমি, আমি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই বেদচতুষ্টয়, আবার আমিই অবেদ। আমা ভিন্ন কিছু নাই। আমি অজ্ঞাননাশক পরমবিদ্যা (জ্ঞান), আবার আমি অজ্ঞানরূপ দুঃখপ্রদ অবিদ্যা, আমি অজ, অনুৎপন্ন-অনন্ত-প্রকৃতি, আবার তা থেকে স্বতন্ত্র, আমি নিম্ন, আমি ঊর্দ্ধ, আমি তির্য্যক্। আমি অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর—এই একাদশ রুদ্র।

আমি আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস—এই অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি।

আমি ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এবং বিশ্বদেবগণরূপে পরিভ্রমণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ভরণপোষণ করি। আমি সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগকে ধারণ করি। ত্রৈলোক্য আক্রমণ করবার জন্য বিস্তীর্ণ পদক্ষেপকারী বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও প্রজাপতিকে আমিই ধারণ করি। আমি সম্পূর্ণ জগতের ঈশ্বর। আমি পরম তত্ত্বরহস্যবক্তা, আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমিই সর্ব্বশক্তি, আমিই সর্ব্বাধার, আমিই সর্ব্বস্বরূপ, আমিই সর্ব্বেশ্বর, আমিই সর্ব্ব-প্রবর্ত্তক, আমিই সর্ব্বপালক, আমিই সর্ব্বনিবর্ত্তক, আমিই সদসদাত্মক, আমি সদসদ্বিলক্ষণ, আমিই অন্তর্বহির্ব্যাপক, আমিই অতিসূক্ষ্মতর, আমিই অতি মহতো মহীয়ান্, আমিই সর্ব্বমূলাবিদ্যানিবর্ত্তক, আমিই অবিদ্যাবিহার, আমিই অবিদ্যাধারক, আমিই বিদ্যাবেদ্য, আমিই বিদ্যাস্বরূপ, আমিই বিদ্যাতীত, আমিই সর্ব্বকারণহেতু, আমিই সর্ব্বকারণসমষ্টি, আমিই সর্ব্বকারণব্যষ্টি, কেবল আছি—আমি, আমি, আমি।

রেজি নং—সি ৬৭

বুক পোষ্ট

বিলি না হইলে প্রেরকের ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

"আর্য্য-শাস্ত্র"

(সনাতন শাস্ত্র প্রচারে নিয়োজিত মাসিক মুখপত্র)

৩৮-সি, বিধান সরণি,

কলিকাতা-৬

Jitendra Nath Dey
38C Bidhan Sarani
Cal-6
Phone No. 34-4408

গ্রাহক নং

নাম ও ঠিকানাঃ—

1682. Sri Raseswar Mookherji,
62, Dr. Saroj Mukherji St,
P.O. [illegible],
Dist. Hooghly.

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

[সপ্তমবর্ষ, চৈত্র মাস, ১৩৭৫] [দশম সংখ্যা—মদনভঞ্জিকা যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

মন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীভূতেশচন্দ্রতর্ক-স্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্ এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই চৈত্র, ১৩৭৫।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ „

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ „

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২·০০ „

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[বরুণস্য সভাবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

যুধিষ্ঠিরসভা দিব্যা বরুণস্যামিতপ্রভা।
প্রমাণেন যথা যাম্যা শুভপ্রাকারতোরণা ॥১

অন্তঃসলিলমাস্থায় বিহিতা বিশ্বকর্মণা।
দিব্যৈ রত্নময়ৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্যুতা ॥২

নীলপীতাসিতশ্যামৈঃ সিতৈর্লোহিতকৈরপি।
অবতানৈস্তথা গুল্মৈর্মঞ্জরীজালধারিভিঃ ॥৩

তথা শকুনয়স্তস্যাং বিচিত্রা মধুরস্বরাঃ।
অনির্দেশ্যা বপুষ্মন্তঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৪

সা সভা সুখসংস্পর্শা ন শীতা ন চ ধর্মদা।
বেশ্মাসনবতী রম্যা সিতা বরুণপালিতা ॥৫

যস্যামাস্তে স বরুণো বারুণ্যা চ সমন্বিতঃ।
দিব্যরত্নাম্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ ॥৬

স্রগ্বিণো দিব্যগন্ধাশ্চ দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ।
আদিত্যাস্তত্র বরুণং জলেশ্বরমুপাসতে ॥৭

বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব নাগশ্চৈরাবতস্তথা।
কৃষ্ণশ্চ লোহিতশ্চৈব পদ্মশ্চিত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৮

কম্বলাশ্বতরৌ নাগৌ ধৃতরাষ্ট্র-বলাহকৌ।
(মণিনাগশ্চ নাগশ্চ মণিঃ শঙ্খনখস্তথা।
কৌরব্যঃ স্বস্তিকশ্চৈব এলাপত্রশ্চ বামনঃ ॥
অপরাজিতশ্চ দোষশ্চ নন্দকঃ পূরণস্তথা।
অভীকঃ শিভিকঃ শ্বেতো ভদ্রো ভদ্রেশ্বরস্তথা ॥)
মণিমান্ কুণ্ডধারশ্চ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ॥৯

নবম অধ্যায়।

[বরুণের সভার বর্ণনা।]

নারদ কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! বরুণের দিব্যসভা অসীমপ্রভাসম্পন্ন। যমসভা যেরূপ লম্বা ও চওড়া, এই সভাও লম্বা চওড়ায় তাহারই সমান, এবং ঐ সভার প্রাকার ও তোরণ অতিশয় সুন্দর।১

বিশ্বকর্ম্মা ঐ সভা সলিল মধ্যে থাকিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভা ফলপুষ্পোপশোভিত রত্নময় রমণীয় দিব্য বৃক্ষমালায় সুশোভিত।২

নীল, পীত, কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্বেত ও লোহিত রংয়ের চন্দ্রাতপ দ্বারা এবং মঞ্জরী ও অস্ফুট কলিকাধারী গুল্মসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন।৩

ঐ সভায় বিচিত্র ও মধুর স্বরবিশিষ্ট বিশাল-কলেবর শত শত এবং সহস্র সহস্র অনির্দ্দেশ্য বিহগগণ বিরাজিত রহিয়াছে।৪

বরুণের সে সভাস্থলী নাতিশীতোষ্ণ ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট, গৃহাবলী ও আসনসমূহবিশিষ্টা শুভ্রবর্ণা, রমণীয়া ঐ সভা বরুণ কর্ত্তৃক পরিপালিত।৫

বরুণদেব দিব্যবস্ত্র ও দিব্যরত্ন ধারণ করিয়া দিব্যাভরণ ভূষিত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী বারুণীদেবীর সহিত সভায় বিরাজমান থাকেন।৬

ঐ সভায় দিব্য মাল্য, দিব্য গন্ধ, দিব্য সুগন্ধ অনুলেপনধারী আদিত্যগণ জলের অধীশ্বর বরুণদেবের উপাসনা করেন।৭

বাসুকি, তক্ষক, ঐরাবত নাগ, কৃষ্ণ, লোহিত, বলশালী পদ্ম ও চিত্র।৮

কম্বল, অশ্বতর, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, (মণিনাগ, নাগ, মণি, শঙ্খনখ, কৌরব্য, স্বস্তিক, এলাপত্র, বামন, অপরাজিত, দোষ, নন্দক, পূরণ, অভীক, শিভিক, শ্বেত, ভদ্র, ভদ্রেশ্বর,) মণিমান্, কুণ্ডধার, কর্কোটক, ধনঞ্জয়।৯

পাণিমান্ কুণ্ডধারশ্চ বলবান্ পৃথিবীপতে।
প্রহ্লাদো মূষিকাদশ্চ তথৈব জনমেজয়ঃ ॥১০
পতাকিনো মণ্ডলিনঃ ফণাবন্তশ্চ সর্বশঃ।
(অনন্তশ্চ মহানাগো যং স দৃষ্ট্বা জলেশ্বরঃ।
অভ্যর্চয়তি সৎকারৈরাসনেন চ তং বিভুম্ ॥
বাসুকিপ্রমুখাশ্চৈব সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ।
অনুজ্ঞাতাশ্চ শেষেণ যথার্হমুপবিশ্য চ ॥)
এতে চান্যে চ বহবঃ সর্পাস্তস্যাং যুধিষ্ঠির।
উপাসতে মহাত্মানং বরুণং বিগতক্লমাঃ ॥১১
বলির্বৈরোচনো রাজা নরকঃ পৃথিবীংজয়ঃ।
প্রহ্লাদো বিপ্রচিত্তিশ্চ কালখঞ্জাশ্চ দানবাঃ ॥১২
সুহনুর্দুর্মুখঃ শঙ্খঃ সুমনাঃ সুমতিস্ততঃ।
ঘটোদরো মহাপার্শ্বঃ ক্রথনঃ পিঠরস্তথা ॥১৩
বিশ্বরূপঃ স্বরূপশ্চ বিরূপোঽথ মহাশিরাঃ।
দশগ্রীবশ্চ বালী চ মেঘবাসা দশাবরঃ ॥১৪

টিট্টিভো বিটভূতশ্চ সংহ্রাদশ্চেন্দ্রতাপনঃ।
দৈত্য-দানবসংঘাশ্চ সর্বে রুচিরকুণ্ডলাঃ ॥১৫
স্রগ্বিণো মৌলিনশ্চৈব তথা দিব্যপরিচ্ছদাঃ।
সর্বে লব্ধবরাঃ শূরা সর্বে বিগতমৃত্যবঃ ॥১৬
তে তস্যাং বরুণঞ্চৈব ধর্মপাশধরং সদা।
উপাসতে মহাত্মানং সর্বে সুচরিতব্রতাঃ ॥১৭
তথা সমুদ্রাশ্চত্বারো নদী ভাগীরথী চ সা।
কালিন্দী বিদিশা বেণা নর্মদা বেগবাহিনী ॥১৮
বিপাশা চ শতদ্রুশ্চ চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
ইরাবতী বিতস্তা চ সিন্ধুর্দেবনদী তথা ॥১৯
গোদাবরী কৃষ্ণবেণা কাবেরী চ সরিদ্বরা।
কিম্পুনা চ বিশল্যা চ তথা বৈতরণী নদী ॥২০
তৃতীয়া জ্যেষ্ঠিলা চৈব শোণশ্চাপি মহানদঃ।
চর্মণ্বতী তথা চৈব পর্ণাশা চ মহানদী ॥২১

হে পৃথিবীপতে! পাণিমান্, বলবান্, কুণ্ডধার প্রহ্লাদ, মূষিকাদ, জনমেজয়, ইহারা সকলেই পতাকা এবং মণ্ডলবিশিষ্ট ও ফণা সুশোভিত, (মহানাগ অনন্ত, যাহাকে সেই জলেশ্বর দেখিয়া আসন ও যথোচিত সৎকার দ্বারা সেই বিভুকে অর্চনা করেন, বাসুকিপ্রমুখ সকল নাগ হাত জোড় করিয়া উঁহার সম্মুখে অবস্থিত থাকেন এবং শেষনাগ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়া উঁহার শোভা বর্দ্ধন করেন) হে যুধিষ্ঠির! ইহারা ও অন্যান্য বহু নাগগণ ঐ সভায় ক্লান্তিবিরহিত হইয়া মহাত্মা বরুণের উপাসনা করেন।১০-১১

বিরোচনপুত্র রাজা বলি, পৃথিবীবিজয়ী রাজা নরকাসুর, প্রহ্লাদ, বিপ্রচিত্তি, কালখঞ্জ দানবগণ, সুহনু, দুর্মুখ, শঙ্খ, সুমনাঃ, সুমতি, ঘটোদর, মহাপার্শ্ব, ক্রথন, পিঠর, বিশ্বরূপ, স্বরূপ, বিরূপ, মহাশিরাঃ, দশমুখ রাবণ, বালী, মেঘবাসা, দশাবর, টিট্টিভ, বিটভূত, সংহ্রাদ ও ইন্দ্রতাপন প্রভৃতি দৈত্য ও দানবসঙ্ঘ সকলেই মনোহর কুণ্ডল, সুন্দর হার ও মুকুট এবং দিব্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ঐ সভায় ধর্ম্মপাশধারী মহাত্মা বরুণদেবের সর্ব্বদা উপাসনা করেন। এই দৈত্যদানবগণ সকলেই বরলাভ করিয়া শৌর্য্যসম্পন্ন ও মৃত্যুরহিত হইয়াছিলেন এবং ইহারা সকলেই সুষ্ঠু ব্রতানুষ্ঠানকারী ছিলেন।১২-১৭

চারি সমুদ্র, ভাগীরথীনদী, কালিন্দী, বিদিশা, বেণা, নর্ম্মদা, বেগবাহিনী।১৮

বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, সিন্ধু, দেবনদী।১৯

গোদাবরী, কৃষ্ণবেণা, সরিদ্বরা, কাবেরী, কিম্পুনা, বিশল্যা, বৈতরণী নদী।২০

সরযূর্বারবত্যাথ জাঙ্গলী চ সরিদ্বরা।
করতোয়া তথাত্রেয়ী লৌহিত্যশ্চ মহানদঃ ॥২২
লঙ্ঘতী গোমতী চৈব সন্ধ্যা ত্রিঃস্রোতসী তথা।
এতাশ্চান্যাশ্চ রাজেন্দ্র সুতীর্থা লোকবিশ্রুতাঃ ॥২৩
সরিতঃ সর্বতশ্চান্যাস্তীর্থানি চ সরাংসি চ।
কূপাশ্চ সপ্রস্রবণা দেহবন্তো যুধিষ্ঠির ॥২৪
পল্বলানি তড়াগানি দেহবন্ত্যথ ভারত।
দিশস্তথা মহী চৈব তথা সর্বে মহীধরাঃ ॥২৫
উপাসতে মহাত্মানং সর্বে জলচরাস্তথা।
গীতবাদিত্রবন্তশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥২৬
স্তুবন্তো বরুণং তস্যাং সর্ব এব সমাসতে।
মহীধরা রত্নবন্তো রসা যে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥২৭
কথয়ন্তঃ সুমধুরাঃ কথাস্তত্র সমাসতে।
বারুণশ্চ তথা মন্ত্রী সুনাভঃ পর্য্যুপাসতে ॥২৮
পুত্র-পৌত্রৈঃ পরিবৃতো গোনাম্না পুষ্করেণ চ।
সর্বে বিগ্রহবন্তস্তে তমীশ্বরমুপাসতে ॥২৯
এষা ময়া সম্পততা বারুণী ভরতর্ষভ।
দৃষ্টপূর্ব্বা সভা রম্যা কুবেরস্য সভাং শৃণু ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপাল-সভাখ্যানপর্বণি বরুণসভাবর্ণনে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

তৃতীয়া, জ্যোষ্টিলা, মহানদ শোণ, চর্ম্মণ্বতী, পর্ণাশা, মহানদী।২১

সরযূ, বারবত্যা, সরিৎশ্রেষ্ঠা জাঙ্গলী, করতোয়া, আত্রেয়ী, মহানদ লৌহিত্য।২২

হে রাজেন্দ্র! লঙ্ঘতী, গোমতী, সন্ধ্যা ও ত্রিস্রোতসী, ইহারাও অন্যান্য লোকবিখ্যাত সুতীর্থ নদীসমূহ।২৩

হে যুধিষ্ঠির! সমস্ত সরিৎ, জলাশয়, সরোবর, কূপ, বিগ্রহশালী, প্রস্রবণ, দেহবিশিষ্ট তড়াগ ও পল্বল, (ক্ষুদ্র পুষ্করিণী) দশদিক্, মহী ও মহীধর (পর্ব্বত)-সমূহ, জলচর প্রাণিগণ সকলেই মহাত্মা বরুণের উপাসনা করেন।

গীত ও বাদ্য করিতে করিতে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সকলেই বরুণদেবের স্তুতি করত সেই সভায় উপস্থিত হয়।

রত্নবিশিষ্ট পর্ব্বত ও যে সকল রস প্রতিষ্ঠিত, তাহারা সকলে সুমধুর কথা বলিতে বলিতে সেই সভায় উপস্থিত হন।

বরুণমন্ত্রী সুনাভ ও গোনামক পুষ্কর, পুত্র-পৌত্রগণ পরিবৃত হইয়া বরুণদেবের উপাসনা করেন।

তাহারা সকলেই শরীরধারণ করিয়া সেই ঈশ্বর বরুণদেবের উপাসনা করেন।২৪-২৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি পর্য্যটন প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বরুণদেবের এই রমণীয় সভা যেরূপ দেখিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিলাম। এখন কুবেরসভা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যান-পর্ব্বে বরুণসভাবর্ণননামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[কুবেরস্য সভাবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।

সভা বৈশ্রবণী রাজন্ শতযোজনমায়তা।
বিস্তীর্ণা সপ্ততিশ্চৈব যোজনানি সিতপ্রভা ॥১

তপসা নির্জিতা রাজন্ স্বয়ং বৈশ্রবণেন সা।
শশিপ্রভা প্রাবরণা কৈলাসশিখরোপমা ॥২

গুহ্যকৈরুহ্যমানা সা খে বিষক্তেব শোভতে।
দিব্যা হেমময়ৈরুচ্চৈঃ প্রাসাদৈরুপশোভিতা ॥৩

মহারত্নবতী চিত্রা দিব্যগন্ধা মনোরমা।
সিতাভ্রশিখরাকারা প্লবমানেব দৃশ্যতে ॥৪

দিব্যা হেমময়ৈরঙ্গৈর্বিদ্যুদ্ভিরিব চিত্রিতা।
তস্যাং বৈশ্রবণো রাজা বিচিত্রাভরণাম্বরঃ ॥
স্ত্রীসহস্রৈর্বৃতঃ শ্রীমানাস্তে জ্বলিতকুণ্ডলঃ ॥৫

দিবাকরনিভে পুণ্যে দিব্যাস্তরণসংবৃতে।
দিব্যপাদোপধানে চ নিষণ্ণঃ পরমাসনে ॥৬

মন্দারাণামুদারাণাং বনানি পরিলোড়য়ন্।
সৌগন্ধিকবনানাঞ্চ গন্ধং গন্ধবহো বহন্ ॥৭

নলিন্যাশ্চালকাখ্যায়া নন্দনস্য বনস্য চ।
শীতো হৃদয়সংহ্লাদী বায়ুস্তমুপসেবতে ॥৮

তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা গণৈরপ্সরসাং বৃতাঃ।
দিব্যতানৈর্মহারাজ গায়ন্তি স্ম সভাগতাঃ ॥৯

মিশ্রকেশী চ রম্ভা চ চিত্রসেনা শুচিস্মিতা।
চারুনেত্রা ঘৃতাচী চ মেনকা পুঞ্জিকস্থলা ॥১০

দশম অধ্যায়।

[কুবেরের সভা বর্ণনা]

নারদ কহিলেন,—হে রাজন্! কুবেরের সভা শতযোজন লম্বা ও সত্তর যোজন চওড়া এবং তাহা শ্বেতপ্রভাবিশিষ্ট।১

বিশ্রবাপুত্র কুবের নিজে তপস্যা করিয়া ঐ সভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃষ্ট আবরণবিশিষ্টা ঐ সভা চন্দ্রের প্রভার ন্যায় ধবল ও কৈলাসশিখরসদৃশ শুভ্রবর্ণ।২

গুহ্যকগণ ঐ সভা বহন করায় তাহা যেন শূন্যমার্গে থাকিয়া শোভা পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ঐ দিব্য সভা হেমময় উচ্চ প্রাসাদসমূহে উপশোভিত।৩

মহারত্নবিশিষ্টা ঐ সভা বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। দিব্য গন্ধ থাকায় তাহা অতি মনোরম হইয়াছে। শুভ্র মেঘশিখরসদৃশ আকৃতি হওয়ায় তাহা যেন আকাশে ভাসমান দেখাইতেছে।৪

ঐ দিব্য সভা বিদ্যুন্মালার ন্যায় হেমময় অবয়বসমূহদ্বারা বিচিত্রিত হইয়াছে। সেই সভায় প্রদীপ্ত কর্ণভূষণ ধারণ করিয়া শ্রীমান্ রাজা কুবের বিচিত্র বসনভূষণ ধারণ পূর্ব্বক সহস্র স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া থাকেন।৫

তিনি সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল পরম পবিত্র দিব্য আস্তরণে আবৃত ও দিব্য পাদপীঠ সংযুক্ত মহামূল্য আসনে উপবিষ্ট থাকেন।৬

হৃদয়ে আহ্লাদপ্রদানকারী শীতল সমীরণ উদার মন্দারবন পরিলোড়ন পূর্ব্বক সুগন্ধ কাননসমূহের গন্ধ এবং সুরভি কমল, অলকাপুরী ও নন্দনবনের গন্ধ বহন করত তাঁহার সেবা করিয়া থাকে।৭-৮

হে মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবতাবৃন্দ অপ্সরোগণ পরিবৃত হইয়া সেই সভায় আসিয়া দিব্য তানে গান করিয়া থাকেন।৯

মিশ্রকেশী, রম্ভা, চিত্রসেনা, শুচিস্মিতা, চারুনেত্রা,

বিশ্বাচী সহজন্যা চ প্রম্লোচা উর্বশী ইরা।
বর্গা চ সৌরভেয়ী চ সমীচী বুদ্বুদা লতা ॥১১
এতাঃ সহস্রশশ্চান্যা নৃত্যগীতবিশারদাঃ।
উপতিষ্ঠন্তি ধনদং গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥১২
অনিশং দিব্যবাদিত্রৈর্নৃত্যগীতৈশ্চ সা সভা।
অশূন্যা রুচিরা ভাতি গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ ॥১৩

কিন্নরা নাম গন্ধর্বা নরা নাম তথা পরে ॥১৪
মণিভদ্রোঽথ ধনদঃ শ্বেতভদ্রশ্চ গুহ্যকঃ।
কশেরকো গণ্ডকণ্ডুঃ প্রদ্যোতশ্চ মহাবলঃ ॥১৫
কুস্তুম্বুরুঃ পিশাচশ্চ গজকর্ণো বিশালকঃ।
বরাহকর্ণস্তাম্রোষ্ঠঃ ফলকক্ষঃ ফলোদকঃ ॥১৬
হংসচূড়ঃ শিখাবর্তো হেমনেত্রো বিভীষণঃ।
পুষ্পাননঃ পিঙ্গলকঃ শোণিতোদঃ প্রবালকঃ ॥১৭
বৃক্ষবাস্যনিকেতশ্চ চীরবাসাশ্চ ভারত।
এতে চান্যে চ বহবো যক্ষাঃ শতসহস্রশঃ ॥১৮
সদা ভগবতী লক্ষ্মীস্তত্রৈব নলকূবরঃ।
অহঞ্চ বহুশস্তস্যাং ভবন্ত্যন্যে চ মদ্বিধাঃ ॥১৯
ব্রহ্মর্ষয়ো ভবন্ত্যত্র তথা দেবর্ষয়োঽপরে।
ক্রব্যাদাশ্চ তথৈবান্যে গন্ধর্বাশ্চ মহাবলাঃ ॥২০
উপাসতে মহাত্মানং তস্যাং ধনদমীশ্বরম্।
ভগবান্ ভূতসঙ্ঘৈশ্চ বৃতঃ শতসহস্রশঃ ॥২১
উমাপতিঃ পশুপতিঃ শূলভৃদ্ ভগনেত্রহা।
ত্র্যম্বকো রাজশার্দূল দেবী চ বিগতক্লমা ॥২২
বামনৈর্বিকটৈঃ কুব্জৈঃ ক্ষতজাক্ষৈর্মহারবৈঃ।
মেদোমাংসাশনৈরুগ্রৈরুগ্রধন্বা মহাবলঃ ॥২৩
নানাপ্রহরণৈরুগ্রৈর্বাতৈরিব মহাজবৈঃ।
বৃতঃ সখায়মন্বাস্তে সদৈব ধনদং নৃপ ॥২৪

ঘৃতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকস্থলা, বিশ্বাচী, সহজন্যা, প্রম্লোচা, উর্বশী, ইরা, বর্গা, সৌরভেয়ী, সমীচী, বুদ্বুদা, লতা, ইহারা ও অন্যান্য নৃত্যগীতকুশল সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরোগণ কুবেরের উপাসনা করেন।১০-১২

সেই সভা দিব্য বাদ্য, নৃত্য গীতে ও গন্ধর্ব্ব এবং অপ্‌সরাগণে পরিপূর্ণ হইয়া নিরন্তর মনোরম শোভায় শোভিত থাকে।১৩

কিন্নরনামক গন্ধর্ব্বগণ এবং নরনামক গন্ধর্ব্বগণ, মণিভদ্র, ধনদ, শ্বেতভদ্র, গুহ্যক, কশেরক, গণ্ডকণ্ডু, মহাবল প্রদ্যোত, কুস্তুম্বুরু, পিশাচ, গজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ, তাম্রোষ্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচূড়, শিখাবর্ত্ত, হেমনেত্র, বিভীষণ, পুষ্পানন, পিঙ্গলক, শোণিতোদ, প্রবালক, বৃক্ষবাসী, অনিকেত ও চিরবাসাঃ, হে ভারত! ইহারা ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ সংখ্যক বহু যক্ষ তথায় উপস্থিত হইয়া কুবেরের উপাসনা করেন।১৪-১৮

ভগবতী লক্ষ্মীদেবী তথায় নিয়ত অবস্থিতি করেন এবং নলকূবর তথায় উপবিষ্ট থাকেন, আমি ও আমার মত অন্য বহুব্যক্তি প্রায়শঃ তথায় উপস্থিত হন।১৯

ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, রাক্ষসসমূহ ও অন্যান্য মহাবল গন্ধর্ব্বসমূহ সেই সভায় মহাত্মা ধনেশ্বরের উপাসনা করেন।২০

হে রাজন্! লক্ষ লক্ষ ভূতসঙ্ঘে পরিবৃত, শূলহস্ত, ভগনেত্রগণের বিনাশকারী ভগবান্ ভবানীপতি ত্র্যম্বক এবং ক্লান্তি বিরহিতা ভগবতী পার্ব্বতীদেবী, বামন, বিকট, কুব্জ, লোহিতাক্ষ, মহারব, মেদ এবং মাংসভক্ষণকারী, ভয়ানক ভূতগণে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বদা তথায় অবস্থান করেন এবং প্রবল বায়ুর ন্যায় মহাবেগশালী ও নানাপ্রহরণধারী পরিষদ্‌গণে পরিবৃত মহাবল উগ্রধন্বা পুরন্দর সর্ব্বদা মিত্র কুবেরের পাশে সমাসীন থাকেন।২১-২৪

প্রহৃষ্টাঃ শতশশ্চান্যে বহুশঃ সপরিচ্ছদাঃ।
গন্ধর্বাণাঞ্চ প[redacted]া বিশ্বাবসুর্হাহাহুহূঃ ॥২৫

তুম্বুরুঃ পর্বতশ্চৈব শৈলুষশ্চ তথাপরঃ।
চিত্রসেনশ্চ গীতজ্ঞস্তথা চিত্ররথোঽপি চ ॥২৬

এতে চান্যে চ গন্ধর্বা ধনেশ্বরমুপাসতে।
বিদ্যাধরাধিপশ্চৈব চক্রধর্মা সহানুজৈঃ ॥২৭

উপাচরতি তত্র স্ম ধনানামীশ্বরং প্রভুম্ ॥২৮

আসতে চাপি রাজানো ভগদত্তপুরোগমাঃ।
দ্রুমঃ কিম্পুরুষেশশ্চ উপাস্তে ধনদেশ্বরম্ ॥২৯

রাক্ষসাধিপতিশ্চৈব মহেন্দ্রো গন্ধমাদনঃ।
সহ যক্ষৈঃ সগন্ধর্বৈঃ সহ সর্বৈর্নিশাচরৈঃ ॥৩০

বিভীষণশ্চ ধর্মিষ্ঠ উপাস্তে ভ্রাতরং প্রভুম্।
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ বিন্ধ্য-কৈলাস-মন্দরাঃ ॥৩১

মলয়ো দর্দুরশ্চৈব মহেন্দ্রো গন্ধমাদনঃ।
ইন্দ্রকীলঃ সুনাভশ্চ তথা দিব্যৌ চ পর্বতৌ ॥৩২

এতে চান্যে চ বহবঃ সর্বে মেরুপুরোগমাঃ।
উপাসতে মহাত্মানং ধনানামীশ্বরং প্রভুম্ ॥৩৩

নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ মহাকালস্তথৈব চ।
শঙ্কুকর্ণমুখাঃ সর্বে দিব্যাঃ পারিষদাস্তথা ॥৩৪

কাষ্ঠঃ কুটীমুখো দন্তী বিজয়শ্চ তপোঽধিকঃ।
শ্বেতশ্চ বৃষভস্তত্র নর্দমাস্তে মহাবলঃ ॥৩৫

ধনদং রাক্ষসাশ্চান্যে পিশাচাশ্চ উপাসতে।
পারিষদৈঃ পরিবৃতমুপায়ান্তং মহেশ্বরম্ ॥৩৬

সদা হি দেবদেবেশং শিবং ত্রৈলোক্যভাবনম্।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না পৌলস্ত্যো বহুরূপমুমাপতিম্ ॥৩৭

ততোঽভ্যনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য মহাদেবাদ্ ধনেশ্বরঃ।
আস্তে কদাচিদ্ ভগবান্ ভবো ধনপতেঃ সখা ॥৩৮

বিবিধ পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন প্রসন্নচিত্ত অন্যান্য শত শত গন্ধর্ব্বপতিগণ, বিশ্বাবসু, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু, পর্ব্বত, শৈলূষ, গীতজ্ঞ চিত্রসেন ও চিত্ররথ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ সকলেই ধনেশ্বর কুবেরের উপাসনা করেন।২৫-২৬

বিদ্যাধরাধিপতি চক্রধর্ম্মা অনুজগণের সহিত সেই সভায় প্রভু ধনেশ্বর কুবেরের সন্নিহিত থাকিয়া আরাধনা করেন।২৭-২৮

ভগদত্ত প্রভৃতি রাজগণও সেই সভায় উপবিষ্ট থাকেন এবং কিন্নরস্বামী দ্রুম ধনেশ্বরের উপাসনা করেন।২৯

রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, কুবেরের ভ্রাতা ধর্ম্মনিষ্ঠ বিভীষণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সমস্ত নিশাচরগণের সহিত প্রভু কুবেরের উপাসনা করেন।

হিমালয়, পারিযাত্র, বিন্ধ্য, কৈলাস, মন্দর, মলয়, দর্দুর, মহেন্দ্র, গন্ধমাদন, ইন্দ্রকীল, সুনাভ, এবং দিব্য পর্ব্বতদ্বয় ও মেরু প্রভৃতি সমস্ত পর্ব্বতগণ, ইহারা এবং অন্যান্য আরও বহু পর্ব্বত মহাত্মা ধনাধিপতি প্রভু কুবেরের উপাসনা করেন।৩০-৩৩

নন্দীশ্বর ভগবান্ মহাকাল, শঙ্কুকর্ণ প্রমুখ দিব্য সভ্যগণ, কাষ্ঠ, কুটীমুখ, দন্তী, বিজয়, তপোঽধিক, নিনাদকারী মহাবল শ্বেতবর্ণ বৃষভ তথায় উপস্থিত থাকেন।৩৪-৩৫

অন্যান্য রাক্ষসগণ ও পিশাচগণ ধনাধিপতি কুবেরের উপাসনা করেন। পরিষদ্গণপরিবৃত দেবদেবেশ্বর ত্রিভুবনভাবন বহুরূপ কল্যাণস্বরূপ উমাবল্লভ ভগবান্ মহেশ্বর সেই সভায় পদার্পণ করিলে পুলস্ত্যনন্দন ধনাধ্যক্ষ কুবের স্বীয় মস্তকদ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এবং মহাদেবের নিকট হইতে আজ্ঞা লাভ করিয়া সর্ব্বদা তথায় উপবেশন করেন। ধনপতি সখা ভগবান্ ভবানীপতিও কদাচিৎ তথায় পদার্পণ করেন।৩৬-৩৮

নিধিপ্রবরমুখ্যৌ চ শঙ্খ-পদ্মৌ ধনেশ্বরৌ।
সর্বান্ নিধীন্ প্রগৃহ্যাথ উপাসতে ধনেশ্বরম্ ॥৩৯
সা সভা তাদৃশী রম্যা ময়া দৃষ্টান্তরিক্ষগা।
পিতামহসভাং রাজন্ কীর্ত্তয়িষ্যে নিবোধ তাম্ ॥৪০

নিধিপ্রধানসমূহের মধ্যে মুখ্যনিধি এবং ধনের অধীশ্বর শঙ্খ ও পদ্ম অন্য সমস্ত নিধিগণকে একত্র গ্রহণ করিয়া ধনেশ্বর কুবেরের উপাসনা করেন।৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্বণি ধনদসভাবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

হে রাজন্! কুবেরের ঐরূপ মনোহারিণী আকাশগামিনী সেই সভা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এখন পিতামহ ব্রহ্মার সভার বর্ণনা করিব। সেই সভার বর্ণনা শ্রবণ করুন।৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে কুবেরসভাবর্ণননামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণঃ সভাবর্ণনম্।]

নারদ উবাচ।
পিতামহসভাং তাত কথ্যমানাং নিবোধ মে।
শক্যতে যা ন নির্দেষ্টুমেবংরূপেতি ভারত ॥১

পুরা দেবযুগে রাজন্নাদিত্যো ভগবান্ দিবঃ।
আগচ্ছন্মানুষং লোকং দিদৃক্ষুর্বিগতক্লমঃ ॥২

চরন্ মানুষরূপেণ সভাং দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবঃ।
স তামকথয়ন্মহ্যং ব্রাহ্মীং তত্ত্বেন পাণ্ডব ॥৩
অপ্রমেয়াং সভাং দিব্যাং মানসীং ভরতর্ষভ।
অনির্দেশ্যাং প্রভাবেণ সর্বভূতমনোরমাম্ ॥৪
শ্রুত্বা গুণানহং তস্যাঃ সভায়াঃ পাণ্ডবর্ষভ।
দর্শনেপ্সুস্তথা রাজন্নাদিত্যমিদমব্রবম্ ॥৫

একাদশ অধ্যায়।

[ব্রহ্মার সভা বর্ণনা]

নারদ কহিলেন,—হে তাত! হে ভরত! এক্ষণে পিতামহ ব্রহ্মার সভার কথা আমি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। 'এই সভা এইরূপ'—এভাবে যে সভার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না।১

হে রাজন্! পুরাকালে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্য মর্ত্তলোক দর্শনার্থী হইয়া বিনা পরিশ্রমে দ্যুলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই লোকে আসিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! তিনি মানুষরূপ ধারণ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করত ব্রহ্মার এই সভা দর্শন করিয়া আমাকে সেই ব্রাহ্মী সভার কথা যথার্থরূপে কহিয়াছিলেন।২-৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার এই মানসী সভা অপ্রমেয়, দিব্য ও অনির্দ্দেশ্য। সেই সভার প্রভাবে তাহা সর্ব্বভূত মনোরম হইয়াছে।৪

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! সেই সভার গুণসমূহ শ্রবণ করত আমি তদ্দর্শনেচ্ছু হইয়া আদিত্যদেবকে এই কথা বলিয়াছিলাম।৫

ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি পিতামহসভাং শুভাম্।
যেন বা তপসা শক্যা কর্ম্মণা বাপি গোপতে ॥৬

ঔষধৈর্ব্বা তথা যুক্তৈরুত্তমা পাপনাশিনী।
তন্মমাচক্ষ্ব ভগবন্ পশ্যেয়ং তাং সভাং যথা ॥৭

স তন্মম বচঃ শ্রুত্বা সহস্রাংশুর্দিবাকরঃ।
প্রোবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ ব্রতং বর্ষসহস্রিকম্ ॥৮

ব্রহ্মব্রতমুপাস্স্ব ত্বং প্রযতেনান্তরাত্মনা।
ততোঽহং হিমবৎপৃষ্ঠে সমারব্ধো মহাব্রতম্ ॥৯

ততঃ স ভগবান্ সূর্য্যো মামুপাদায় বীর্য্যবান্।
আগচ্ছৎ তাং সভাং ব্রাহ্মীং বিপাপ্মা বিগতক্লমঃ ॥১০

এবংরূপেতি সা শক্যা ন নির্দ্দেষ্টুং নরাধিপ।
ক্ষণেন হি বিভর্ত্ত্যন্যদনির্দ্দেশ্যং বপুস্তথা ॥১১

ন বেদ পরিমাণং বা সংস্থানং চাপি ভারত।
ন চ রূপং ময়া তাদৃগ্ দৃষ্টপূর্ব্বং কদাচন ॥১২

সুসুখা স তদা রাজন্ ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানিং প্রাপ্য তাং প্রাপ্নু-
বন্ত্যুত ॥১৩

নানারূপৈরিব কৃতা মণিভিঃ স সুভাস্বরৈঃ।
স্তম্ভৈর্ন চ ধৃতা সা তু শাশ্বতী ন চ সা ক্ষরা ॥
দিব্যৈর্নানাবিধৈর্ভাবৈর্ভাসদ্ভিরমিতপ্রভৈঃ ॥১৫

অতি চন্দ্রঞ্চ সূর্য্যঞ্চ শিখিনঞ্চ স্বয়ম্প্রভা।
দীপ্যতে নাকপৃষ্ঠস্থা ভর্ৎসয়ন্তীব ভাস্করম্ ॥১৬

হে ভগবন্! আমি কল্যাণময়ী পিতামহ-সভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যেরূপ তপস্যা দ্বারা, অথবা যেরূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা বা যেরূপ ঔষধের দ্বারা সেই পাপনাশিনী উত্তম সভার দর্শন করিতে পারা যায় তাহা আপনি আমাকে বলুন। হে ভগবন্! যে উপায়ে আমি সেই সভা দর্শন করিতে সমর্থ হই, সেই উপায় আমাকে বর্ণনা করুন।৬-৭

আমার এই কথা শুনিয়া সেই সহস্রাংশু ভগবান্ দিবাকর বলিয়াছিলেন,—'হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া বর্ষসহস্রসাধ্য ব্রহ্ম-ব্রতের অনুষ্ঠান করুন।' তৎপরে আমি হিমালয়-পৃষ্ঠে ঐ মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলাম।৮-৯

তদনন্তর (আমার সেই তপস্যা পূর্ণ হওয়ার পর) পাপহীন ও ক্লেশহীন পরমশক্তিশালী ভগবান্ সূর্য্যদেব আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই ব্রাহ্মী সভায় গমন করিলেন।১০

হে রাজন্! সেই সভা এই প্রকার—এইরূপে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। যেহেতু সে সভা ক্ষণে ক্ষণে অনির্দ্দেশ্য অন্যপ্রকার শরীর ধারণ করে।১১

হে ভারত! উহার পরিমাণ ও সংস্থান বিষয়ে কেহ কিছুই জানেন না। আমি ঐ সভার তুল্য তাদৃশ রূপ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।১২

হে রাজন্! সে সভা সর্ব্বদাই অতিশয় সুখজনক, তাহা অতিশীত বা অতিউষ্ণ দায়ক নয়। ঐ সভায় উপস্থিত হইলে লোকের ক্ষুৎপিপাসা-জনিত ক্লেশ ও গ্লানি অনুভব হয় না।১৩

মনে হয় যেন ঐ সভা নানারূপ অতিভাস্বর মণিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ দ্বারা ঐ শাশ্বতী সভা অবলম্বিত নহে, অথচ সে সভা স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইতেছে না।১৪

নানাবিধ দিব্য ও অমিতপ্রভ উজ্জ্বলভাব-সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায়, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির প্রভা হইতেও অধিক প্রভাবিশিষ্টা সেই সভা স্বর্গপৃষ্ঠে অবস্থান করত স্বীয় তেজদ্বারা সূর্য্যকে ভর্ৎসনা করিয়াই যেন প্রকাশিত হইতেছে।১৫-১৬

তস্যাং স ভগবানাস্তে বিদধদ্ দেবমায়য়া।
স্বয়মেকোঽনিশং রাজন্ সর্বলোকপিতামহঃ ॥১৭
উপতিষ্ঠন্তি চাপ্যেনং প্রজানাং পতয়ঃ প্রভুম্।
দক্ষঃ প্রচেতাঃ পুলহো মরীচিঃ কশ্যপঃ প্রভুঃ ॥১৮
ভৃগুরত্রির্বসিষ্ঠশ্চ গৌতমোঽথ তথাঙ্গিরাঃ।
পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুশ্চৈব প্রহ্লাদঃ কর্দমস্তথা ॥১৯
অথর্বাঙ্গিরসশ্চৈব বালখিল্যা মরীচিপাঃ।
মনোঽন্তরিক্ষং বিদ্যাশ্চ বায়ুস্তেজো জলং মহী ॥২০
শব্দ-স্পর্শৌ তথা রূপং রসো গন্ধশ্চ ভারত।
প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ যচ্চান্যৎ কারণং ভুবঃ ॥২১
অগস্ত্যশ্চ মহাতেজা মার্কণ্ডেয়শ্চ বীর্য্যবান্।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজঃ সংবর্তশ্চ্যবনস্তথা ॥২২
দুর্বাসাশ্চ মহাভাগ ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ ধার্মিকঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ যোগাচার্য্যো মহাতপাঃ ॥২৩
অসিতো দেবলশ্চৈব জৈগীষব্যশ্চ তত্ত্ববিৎ।
ঋষভো জিতশত্রুশ্চ মহাবীর্য্যস্তথা মণিঃ ॥২৪
আয়ুর্বেদস্তথাষ্টাঙ্গো দেহবাংস্তত্র ভারত।
চন্দ্রমাঃ সহ নক্ষত্রৈরাদিত্যশ্চ গভস্তিমান্ ॥২৫
বায়বঃ ক্রতবশ্চৈব সঙ্কল্পঃ প্রাণ এব চ।
মূর্তিমন্তো মহাত্মানো মহাব্রতপরায়ণাঃ ॥২৬
এতে চান্যে চ বহবো ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতাঃ।
অর্থো ধর্মশ্চ কামশ্চ হর্ষো দ্বেষস্তপো দমঃ ॥২৭
আয়ান্তি তস্যাং সহিতা গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
বিংশতিঃ সপ্ত চৈবান্যে লোকপালাশ্চ সর্বশঃ ॥২৮
শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব বুধোঽঙ্গারক এব চ।
শনৈশ্চরশ্চ রাহুশ্চ গ্রহাঃ সর্বে তথৈব চ ॥২৯
মন্ত্রো রথন্তরশ্চৈব হরিমান্ বসুমানপি।
আদিত্যাঃ সাধিরাজানো নামদ্বন্দ্বৈরুদাহৃতাঃ ॥৩০

হে রাজন্! ঐ সভায় অদ্বিতীয় ভগবান্ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবমায়া পরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা অধ্যাসীন থাকেন।১৭

এই সভায় দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ ঐ ভগবান্ প্রভু ব্রহ্মার উপাসনা করেন। দক্ষ, প্রচেতাঃ, পুলহ, মরীচি, প্রভু কশ্যপ, ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, গৌতম, পুলস্ত্য, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু, প্রহ্লাদ, কর্দ্দম।১৮-১৯

অথর্ব্বা, অঙ্গিরস, মরীচিপানকারী বালখিল্যগণ, মন, অন্তরিক্ষ, বিদ্যাগণ, বায়ু, জল, তেজ, পৃথ্বী, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রকৃতি, বিকৃতি, পৃথিবীর অন্যান্য কারণ যাহা আছে—তাহা।২০-২১

মহাতেজস্বী অগস্ত্য, শক্তিশালী মার্কণ্ডেয়, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সংবর্ত্ত এবং চ্যবন।২২

মহাভাগ দুর্ব্বাসা, ধর্ম্মাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ, মহাতপস্বী যোগাচার্য্য ও ভগবান্ সনৎকুমার।২৩

অসিত, দেবল, তত্ত্বজ্ঞানী জৈগীষব্য, শত্রুজয়ী ঋষভ, মহাপরাক্রমশালী মণি।২৪

বিগ্রহধারী অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ, নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্র, অংশুমালী আদিত্যদেব।২৫

বায়ু, ক্রতু, সঙ্কল্প ও প্রাণ, ইহারা এবং আরও অন্যান্য বহু মহাব্রতপরায়ণ মূর্ত্তিমান্ মহাত্মাগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা করেন।

অর্থ, ধর্ম্ম, কাম, হর্ষ, দ্বেষ, তপ ও দম, ইহারাও তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার উপাসনা করেন।২৬-২৭

গন্ধর্ব্বগণ ও সপ্তবিংশতি অপ্সরোগণ ও অন্যান্য সকলে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ সভায় আগমন করেন এবং লোকপালগণ ও শুক্র, বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল, শনৈশ্চর ও রাহু প্রভৃতি সমস্ত গ্রহগণ।২৮-২৯

মন্ত্র, রথন্তর, হরিমান্ ও বসুমান, অধিরাজ

মরুতো বিশ্বকর্ম্মা চ বসবশ্চৈব ভারত।
তথা পিতৃগণাঃ সর্বে সর্বাণি চ হবীংষ্যথ ॥৩১
ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ যজুর্বেদশ্চ পাণ্ডব।
অথর্ববেদশ্চ তথা সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হ ॥৩২
ইতিহাসোপবেদাশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্বশঃ।
গ্রহা যজ্ঞাশ্চ সোমশ্চ দেবতাশ্চাপি সর্বশঃ ॥৩৩
সাবিত্রী দুর্গতরণী বাণী সপ্তবিধা তথা।
মেধা ধৃতিঃ শ্রুতিশ্চৈব প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যশঃ ক্ষমা ॥৩৪
সামানি স্তুতিগীতানি গাথাশ্চ বিবিধাস্তথা।
ভাষ্যাণি তর্কযুক্তানি দেহবন্তি বিশাম্পতে ॥৩৫
নাটকা বিবিধাঃ কাব্যাঃ কথাখ্যায়িককারিকাঃ।
তত্র তিষ্ঠন্তি তে পুণ্যা যে চান্যে গুরুপূজকাঃ ॥৩৬
ক্ষণা লবা মুহূর্ত্তাশ্চ দিবারাত্রিস্তথৈব চ।
অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চ ঋতবঃ ষট্ চ ভারত ॥৩৭
সংবৎসরাঃ পঞ্চ যুগমহোরাত্রশ্চতুর্বিধঃ।
কালচক্রঞ্চ তদ্ দিব্যং নিত্যমক্ষয়মব্যয়ম্ ॥৩৮
ধর্মচক্রং তথা চাপি নিত্যমাস্তে যুধিষ্ঠির।
অদিতির্দিতির্দনুশ্চৈব সুরসা বিনতা ইরা ॥৩৯
কালিকা সুরভী দেবী সরমা চাথ গৌতমী ॥৪০
প্রভা কদ্রুশ্চ বৈ দেব্যৌ দেবতানাঞ্চ মাতরঃ।
রুদ্রাণী শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ ভদ্রা ষষ্ঠী তথাপরা ॥৪১
পৃথিবী গাং গতা দেবী হ্রীঃ স্বাহা কীর্ত্তিরেব চ।
সুরা দেবী শচী চৈব তথা পুষ্টিররুন্ধতী ॥৪২
সংবৃত্তিরাশা নিয়তিঃ সৃষ্টির্দেবী রতিস্তথা।
এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ দেব্য উপতস্থুঃ প্রজাপতিম্ ॥৪৩

ইন্দ্রের সহিত আদিত্যগণ এবং নামদ্বন্দ্বের দ্বারা উদাহৃত অগ্নীসোম প্রভৃতি দেবতাগণ।৩০

মরুদ্গণ, বিশ্বকর্ম্মা, বসুগণ, সমস্ত পিতৃগণ, এবং সমস্ত হবির্গণ।৩১

হে পাণ্ডুনন্দন! ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ এবং সমস্ত শাস্ত্র।৩২

ইতিহাস, উপবেদ* ও সমস্ত বেদাঙ্গ(১), গ্রহ, যজ্ঞ, সোম ও সমস্ত দেবতা।৩৩

সাবিত্রী, দুর্গতরণী, সপ্তবিধবাণী(২), মেধা, ধৃতি, শ্রুতি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, যশ ও ক্ষমা।৩৪

সাম, স্তুতি, গীতি, বিবিধ গাথা ও বিগ্রহধারী তর্কযুক্ত ভাষ্যসমূহ, নানাপ্রকার নাটক, বিবিধ কাব্য, বহুবিধ কথা, সমস্ত আখ্যায়িকা, সকল প্রকার কারিকা, তাঁহারা সকলেই সেই সভায় উপস্থিত থাকেন এবং অন্যান্য গুরুজনপূজক ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সকলেই সেই সভায় অবস্থান করেন।৩৫-৩৬

হে ভারত! ক্ষণ, লব, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ছয় ঋতু।৩৭

ষাট্ সংবৎসর, পঞ্চ পঞ্চ সংবৎসরে উৎপন্ন যুগ ও চতুর্বিধ অহোরাত্র (মানব, পৈত্র, দৈব ও ব্রাহ্ম এই চার অহোরাত্র) দিব্য, নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয় কালচক্র ও ধর্ম্মচক্র, ইঁহারা সকলেই সেই সভায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন।৩৮

অদিতি, দিতি, দনু, সুরসা, বিনতা, ইরা, কালিকা, সুরভী, দেবী, সরমা, গৌতমী, প্রভা ও কদ্রু, দেবীদ্বয়, দেবমাতৃগণ, রুদ্রাণী, শ্রী, লক্ষ্মী, ভদ্রা ও অপরা ষষ্ঠী, পৃথিবী এবং পৃথিবীগতা মূর্ত্তিমতী লজ্জাদেবী, স্বাহা, কীর্ত্তি, সুরাদেবী, শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সংবৃতি, আশা, নিয়তি, সৃষ্টিদেবী, রতি ও অন্যান্য দেবীগণ ঐ সভায় প্রজাপতি ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন।৩৯-৪৩

* আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র—এই চারিটাকে উপবেদ বলা হয়।

(১) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টীকে বেদাঙ্গ বলা হয়।

(২) সংস্কৃত, প্রাকৃত, পৈশাচী, অপভ্রংশ, ললিত, মাগধ ও গদ্য—এই সাত প্রকার বাণী অথবা অকার, উকার, মকার, অর্দ্ধমাত্রা, নাদ, বিন্দু, ও শক্তি—প্রণবের এই সাত প্রকার বিভাগ

আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনাবপি।
বিশ্বেদেবাশ্চ সাধ্যাশ্চ পিতরশ্চ মনোজবাঃ ॥৪৪
পিতৄণাঞ্চ গণান্ বিদ্ধি সপ্তৈব পুরুষর্ষভ।
মূর্ত্তিমন্তো হি চত্বারস্ত্রয়শ্চাপ্যশরীরিণঃ ॥৪৫
বৈরাজাশ্চ মহাভাগা অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ ভারত।
গার্হপত্যা নাকচরাঃ পিতরো লোকবিশ্রুতাঃ ॥৪৬
সোমপা একশৃঙ্গাশ্চ চতুর্বেদাঃ কলাস্তথা।
এতে চতুর্ষু বর্ণেষু পূজ্যন্তে পিতরো নৃপ ॥৪৭

এতৈরাপ্যায়িতৈঃ পূর্বং সোমশ্চাপ্যায্যতে পুনঃ।
ত এতে পিতরঃ সর্বে প্রজাপতিমুপস্থিতাঃ ॥৪৮
উপাসতে চ সংহৃষ্টা ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ দানবা গুহ্যকাস্তথা ॥৪৯
নাগাঃ সুপর্ণাঃ পশবঃ পিতামহমুপাসতে।
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব মহাভূতাস্তথাপরে ॥৫০
পুরন্দরশ্চ দেবেন্দ্রো বরুণো ধনদো যমঃ।
মহাদেবঃ সহোমোঽত্র সদা গচ্ছতি সর্বশঃ ॥৫১
মহাসেনশ্চ রাজেন্দ্র সদোপাস্তে পিতামহম্।
দেবো নারায়ণস্তস্যাং তথা দেবর্ষয়শ্চ যে।
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ যোনিজাযোনিজাস্তথা ॥৫২
যচ্চ কিঞ্চিৎ ত্রিলোকেঽস্মিন্ দৃশ্যতে স্থাণু জঙ্গমম্।
সর্বং তস্যাং ময়া দৃষ্টমিতি বিদ্ধি নরাধিপ ॥৫৩
অষ্টাশীতিসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্।
প্রজাবতাঞ্চ পঞ্চাশদৃষীণামপি পাণ্ডব ॥৫৪
তে স্ম তত্র যথাকামং দৃষ্ট্বা সর্বে দিবৌকসঃ।
প্রণম্য শিরসা তস্মৈ সর্বে যান্তি যথাগতম্ ॥৫৫

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশদ্ মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিশ্বেদেব-সমূহ, সাধ্যগণ, মনোজব পিতৃগণ, সকলে ঐ সভাসীন ব্রহ্মার উপাসনা করেন।৪৪

হে পুরুষর্ষভ! পিতৃগণের সাতটি গণ জানিবে, তন্মধ্যে চারিটি শরীরধারী ও তিনটি অশরীরী জানিবে।৪৫

হে ভারত! হে নৃপ! সর্ব্বলোকবিশ্রুত ও স্বর্গলোকবিচরণশীল মহাভাগ বৈরাজ, অগ্নিষ্বাত্তা, সোমপা ও গার্হপত্য (ইঁহারা বিগ্রহধারী) এবং একশৃঙ্গ, চতুর্ব্বেদ ও কলা (ইঁহারা অশরীরী)—এই সপ্ত পিতৃগণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যেই পূজিত হইতেছেন।৪৬-৪৭

ইঁহারা প্রথমে আপ্যায়িত হইয়া পরে তাঁহাদের দ্বারা সোম আপ্যায়িত হন। এই পিতৃগণ সকলেই প্রজাপতি ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে অমিততেজঃসম্পন্ন ভগবান্ ব্রহ্মার উপাসনা করেন।

রাক্ষসগণ, পিশাচবর্গ, দানবসমুদায়, গুহ্যক-সমূহ, নাগগণ, সুপর্ণগণ, পশুগণ সকলেই পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করেন।

স্থাবর ও জঙ্গম, মহাভূতসমূহ, দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, যম এবং পার্ব্বতীর সহিত মহাদেব, ইঁহারা সকলেই সর্ব্বদা ঐ সভায় গমন করেন।৪৮-৫১

হে রাজেন্দ্র! মহাসেন কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদা পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করেন এবং ভগবান্ নারায়ণ, দেবর্ষিগণ, বালখিল্য ঋষিগণ ও যোনিজ ও অযোনিজ ঋষিগণ, সকলেই ঐ সভায় ব্রহ্মার উপাসনা করেন।৫২

হে নরাধিপ! এই ত্রিভুবনে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দেখা যায়, সেই সমস্ত আমি ঐ সভায় দেখিয়াছি, ইহা জানিও।৫৩

হে পাণ্ডুনন্দন! আটাশী হাজার ঊর্দ্ধরেতা ঋষি এবং সন্তানবান্ পঞ্চাশজন ঋষির আগমন ঐ সভায় হয়।৫৪

অতিথীনাগতান্ দেবান্ দৈত্যান্ নাগাংস্তথা দ্বিজান্।
যক্ষান্ সুপর্ণান্ কালেয়ান্ গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥৫৬

মহাভাগানমিতধীর্ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
দয়াবান্ সর্বভূতেষু যথার্হং প্রতিপদ্যতে ॥৫৭

প্রতিগৃহ্য তু বিশ্বাত্মা স্বয়ম্ভূরমিতদ্যুতিঃ।
সান্ত্বমানার্থসম্ভোগৈর্যুনক্তি মনুজাধিপ ॥৫৮

তথা তৈরুপযাতৈশ্চ প্রতিযদ্ভিশ্চ ভারত।
আকুলা সা সভা তাত ভবতি স্ম সুখপ্রদা ॥৫৯

সর্বতেজোময়ী দিব্যা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতা।
ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানা শুশুভে বিগতক্লমা ॥৬০

সা সভা তাদৃশী দৃষ্টা ময়া লোকেষু দুর্লভা।
সভেয়ং রাজশার্দূল মনুষ্যেষু যথা তব ॥৬১

এতা ময়া দৃষ্টপূর্বাঃ সভা দেবেষু ভারত।
সভেয়ং মানুষে লোকে সর্বশ্রেষ্ঠতমা তব ॥৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বণি ব্রহ্মসভাবর্ণনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১

এইসব মহর্ষিগণ ও সকল দেবতাগণ ঐ সভায় ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাকে দর্শন পূর্ব্বক স্বীয় মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া অনুজ্ঞা গ্রহণ করত যেরূপে তাঁহারা আসিয়াছিলেন, সেইরূপে সকলেই চলিয়া যান।৫৫

অগাধ বুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বভূতে দয়াবান্ লোক-পিতামহ ব্রহ্মা মহাভাগ অভ্যাগত অতিথিগণ, দেব, দৈত্য, নাগ, দ্বিজ, যক্ষ, সুপর্ণ, কালেয়, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ, ইঁহাদের সকলেরই যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন।৫৫-৫৭

হে মনুজেশ্বর! অমিততেজাঃ বিশ্বাত্মা স্বয়ম্ভু যথাযোগ্য সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাদ, সম্মান, অর্থ ও উপযুক্ত সম্ভোগ দ্বারা তাঁহাদের প্রীতি সম্পাদন করেন।৫৮

হে তাত! হে ভারত! ঐ সভায় আগমন ও প্রতিগমনকারী লোকগণের সমাগমে সেই সভা আকুল হইয়া উঠে এবং তখন ঐ সভা সুখপ্রদা হইয়া থাকে।৫৯

হে রাজশার্দূল! সর্ব্বতেজোময়ী ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা সেবিতা শ্রমাপহারিণী দিব্যা ঐ সভা ব্রাহ্মী শ্রী দ্বারা দীপ্যমানা হইয়া শোভা পাইয়া থাকে। সে সভা আমি সেইরূপ দর্শন করিয়াছি; মনুষ্য-লোকে সে সভা দুর্লভ, আজ মনুষ্যলোকে তোমার এই সভা যেরূপ দর্শন করিলাম।৬০-৬১

হে ভারত! আমি সকল দেবলোকে এই সমস্ত সভা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছি, মনুষ্যলোকে তোমার এই সভা সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমা প্রত্যক্ষ করিলাম।৬২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে ব্রহ্মসভাবর্ণনা নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[হরিশ্চন্দ্রস্য মাহাত্ম্যম্, যুধিষ্ঠিরসমীপে পাণ্ডোঃ সন্দেশবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রায়শো রাজলোকস্তে কথিতো বদতাং বর।
বৈবস্বতসভায়ান্তু যথা বদসি মে প্রভো॥১

বরুণস্য সভায়ান্তু নাগাস্তে কথিতা বিভো।
দৈত্যেন্দ্রাশ্চাপি ভূয়িষ্ঠাঃ সরিতঃ সাগরাস্তথা॥২

তথা ধনপতের্যক্ষা গুহ্যকা রাক্ষসাস্তথা।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব ভগবাংশ্চ বৃষধ্বজঃ॥৩

পিতামহসভায়ান্তু কথিতাস্তে মহর্ষয়ঃ।
সর্বে দেবনিকায়াশ্চ সর্বশাস্ত্রাণি চৈব হ॥৪

শক্রস্য তু সভায়ান্তু দেবাঃ সংকীর্তিতা মুনে।
উদ্দেশতশ্চ গন্ধর্বা বিবিধাশ্চ মহর্ষয়ঃ॥৫

এক এব তু রাজর্ষির্হরিশ্চন্দ্রো মহামুনে।
কথিতাস্তে সভায়াং বৈ দেবেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ॥৬

কিং কর্ম তেনাচরিতং তপো বা নিয়তব্রত।
যেনাসৌ সহ শক্রেণ স্পর্দ্ধতে সুমহাযশাঃ॥৭

পিতৃলোকগতশ্চৈব ত্বয়া বিপ্র পিতা মম।
দৃষ্টঃ পাণ্ডুর্মহাভাগঃ কথং বাপি সমাগতঃ॥৮

কিমুক্তবাংশ্চ ভগবংস্তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত।
ত্বত্তঃ শ্রোতুং সর্বমিদং পরং কৌতূহলং হি মে॥৯

নারদ উবাচ।

যন্মাং পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রং প্রতি প্রভো।
তৎ তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং তস্য ধীমতঃ॥১০

[হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য ও যুধিষ্ঠিরের নিকট পাণ্ডুর সংবাদ বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে বক্তৃপ্রধান! ভগবন্! আপনি আমাকে বলিয়াছেন—প্রায় সকল রাজলোক সূর্য্যপুত্র যমসভায় রহিয়াছেন।১

হে প্রভো! বরুণদেবের সভায় নাগগণ, দৈত্যেন্দ্রগণ ও বহুসংখ্যক সরিৎ ও সাগর অবস্থিতি করেন।২

সেইরূপ ধনপতি কুবেরের সভায় যক্ষ, গুহ্যক, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ এবং ভগবান্ বৃষধ্বজ শঙ্কর বিরাজিত রহিয়াছেন।৩

পিতামহ ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ, সমস্ত দেবগণ এবং সমস্ত শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।৪

পরন্তু হে মুনে! ইন্দ্রের সভায় আপনি দেবগণের উপস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অভিপ্রায় অনুসারে বিবিধ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের অবস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন।৫

হে মহামুনে! মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় রাজর্ষিগণের মধ্যে একমাত্র হরিশ্চন্দ্রের নাম আপনি বর্ণনা করিয়াছেন।৬

হে নিয়তব্রত! সেই হরিশ্চন্দ্র কি পুণ্যকর্ম্ম বা কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা উনি মহাযশস্বী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন?৭

হে সুব্রত বিপ্র! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়া আমার পিতা মহাভাগ পাণ্ডুকে কিরূপে দর্শন করিয়াছিলেন এবং কিভাবে আপনি সেখান হইতে আসিলেন? হে ভগবন্! প্রত্যাগমন সময়ে তিনি আপনাকে কি কহিলেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনার নিকটে সেই সকল বিবরণ শুনিবার জন্য আমার পরম কৌতূহল হইয়াছে।৮-৯

নারদ কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিষয়ে যাহা জানিবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি আপনার নিকটে

(ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতস্ত্রিশঙ্কুর্নাম পার্থিবঃ।
অযোধ্যাধিপতির্বীরো বিশ্বামিত্রেণ সংস্থিতঃ ॥
তস্য সত্যবতী নাম পত্নী কেকয়বংশজা।
তস্যাং গর্ভঃ সমভবদ্ ধর্মেণ কুরুনন্দন ॥
সা চ কালে মহাভাগা জন্মমাসং প্রবিশ্য বৈ।
কুমারং জনয়ামাস হরিশ্চন্দ্রমকল্মষম্ ॥
স বৈ রাজা হরিশ্চন্দ্রস্ত্রৈশঙ্কব ইতি স্মৃতঃ।)
স রাজা বলবানাসীৎ সম্রাট্ সর্বমহীক্ষিতাম্।
তস্য সর্বে মহীপালাঃ শাসনাবনতাঃ স্থিতাঃ ॥১১
তেনৈকং রথমাস্থায় জৈত্রং হেমবিভূষিতম্।
শস্ত্রপ্রতাপেন জিতা দ্বীপাঃ সপ্ত জনেশ্বর ॥১২

সেই ধীমান্ রাজা হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।১০

(ইক্ষ্বাকুবংশে ত্রিশঙ্কু নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যার অধিপতি বীর রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্র মুনির সহিত অবস্থান করিতেন। কেকয়কুলে সত্যবতী নামে তাঁহার এক পত্নী ছিলেন। হে কুরুনন্দন! ধর্ম্মানুসারে সেই পত্নীতে গর্ভ হইয়াছিল। কালক্রমে জন্মমাস উপস্থিত হইলে সেই মহাভাগা রাণী সত্যবতী নিষ্পাপ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের নাম হইল হরিশ্চন্দ্র। সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র ত্রিশঙ্কুকুমার বলিয়া বিখ্যাত।)

সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র অতিশয় বলবান্ ছিলেন এবং সমস্ত ভূপালগণের সম্রাট্ ছিলেন। পৃথিবীর সকল মহীপাল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন এবং তাঁহার নিকটে অবনত হইয়া থাকিতেন।১১

হে জনেশ্বর! তিনি জয়শীল সুবর্ণবিভূষিত এক রথে আরোহণ করিয়া শস্ত্রের প্রতাপ দ্বারা সপ্ত দ্বীপ জয় করিয়াছিলেন।১২

স নির্জিত্য মহীং কৃৎস্নাং সশৈলবনকাননাম্।
আজহার মহারাজ রাজসূয়ং মহাক্রতুম্ ॥১৩
তস্য সর্বে মহীপালা ধনান্যাজহ্রুরাজ্ঞয়া।
দ্বিজানাং পরিবেষ্টারস্তস্মিন্ যজ্ঞে চ তেঽভবন্ ॥১৪
প্রাদাচ্চ দ্রবিণং প্রীত্যা যাচকানাং নরেশ্বরঃ।
যথোক্তবস্তস্তে তস্মিংস্ততঃ পঞ্চগুণাধিকম্ ॥১৫
অতর্পয়চ্চ বিবিধৈর্বসুভির্ব্রাহ্মণাংস্তদা।
প্রসর্পকালে সম্প্রাপ্তে নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগতান্ ॥১৬
ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ বিবিধৈর্যথাকামপুরস্কৃতৈঃ।
রত্নৌঘতর্পিতৈস্তুষ্টৈর্দ্বিজৈশ্চ সমুদাহৃতম্।
তেজস্বী চ যশস্বী চ নৃপেভ্যোঽভ্যধিকোঽভবৎ ॥১৭

হে মহারাজ! তিনি পর্ব্বত, বন ও উপবনের সহিত এই সম্পূর্ণ পৃথিবী জয় করিয়া রাজসূয়নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।১৩

তাঁহার আদেশে সমস্ত মহীপালগণ প্রচুর ধন আহরণ করিলেন এবং তাঁহারা সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনকারী হইলেন।১৪

সেই যজ্ঞে সমুপস্থিত যাচকগণ যত অর্থ প্রার্থনা করিলেন, নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র প্রীতমনে তাহাদিগকে প্রার্থিত অর্থের পঞ্চগুণ অধিক প্রদান করিলেন।১৫

নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণের প্রতিগমন কালে তিনি তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার ধনের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিতেন।১৬

বিবিধ ভক্ষ্য ও ভোজ্য এবং বাঞ্ছানুরূপ পুরস্কার ও রত্নসমূহের দানের দ্বারা পরিতুষ্ট ব্রাহ্মণগণ রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইজন্য অন্য রাজগণ অপেক্ষা হরিশ্চন্দ্র অধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছিলেন।১৭

এতস্মাৎ কারণাদ্ রাজন্ হরিশ্চন্দ্রো বিরাজতে।
তেভ্যো রাজসহস্রেভ্যস্তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥১৮
সমাপ্য চ হরিশ্চন্দ্রো মহাযজ্ঞং প্রতাপবান্।
অভিষিক্তশ্চ শুশুভে সাম্রাজ্যেন নরাধিপ ॥১৯

যে চান্যে চ মহীপালা রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
যজন্তে তে সহেন্দ্রেণ মোদন্তে ভরতর্ষভ ॥২০
যে চাপি নিধনং প্রাপ্তাঃ সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।
তে তৎ সদনমাসাদ্য মোদন্তে ভরতর্ষভ ॥২১
তপসা যে চ তীব্রেণ ত্যজন্তীহ কলেবরম্।
তে তৎ স্থানং সমাসাদ্য শ্রীমন্তো ভান্তি নিত্যশঃ॥২২
পিতা চ ত্বাহ কৌন্তেয় পাণ্ডুঃ কৌরবনন্দন।
হরিশ্চন্দ্রে শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা নৃপতৌ জাতবিস্ময়ঃ ॥২৩

হে রাজন্! হে ভরতর্ষভ! এই কারণে অন্য সহস্র রাজগণ অপেক্ষা মহারাজ হরিশ্চন্দ্র অধিক সম্মান লাভের অধিকারী হইয়া ইন্দ্রসভায় বিরাজ করেন। তাহা আপনি অবগত হউন।১৮

হে নরাধিপ! প্রবলপ্রতাপ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ঐ মহাযজ্ঞ সমাপন করত সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।১৯

হে ভরতর্ষভ! অন্যান্য যে সকল মহীপালগণ রাজসূয়নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ইন্দ্রের সহিত থাকিয়া আনন্দ উপভোগ করেন।২০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সেই ইন্দ্র সভায় গমন করিয়া তথায় আনন্দ উপভোগ করেন।২১

এবং যাঁহারা কঠোর তপস্যা দ্বারা ইহলোকে কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ঐ ইন্দ্রসভায় গমন করিয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতে থাকেন।২২

হে কুন্তীপুত্র কৌরবনন্দন! আপনার পিতা পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের সম্পদ্ পরিদর্শন করত অতিশয় বিস্মিত হইয়া আপনাকে বলিবার জন্য এই সংবাদ বলিয়াছিলেন।২৩

বিজ্ঞায় মানুষং লোকমায়াস্তং মাং নরাধিপ।
প্রোবাচ প্রণতো ভূত্বা বদেথাস্ত্বং যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪
সমর্থোঽসি মহীং জেতুং ভ্রাতরস্তে স্থিতা বশে।
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠমাহরস্বেতি ভারত ॥২৫
ত্বয়ীষ্টবতি পুত্রেঽহং হরিশ্চন্দ্রবদাশু বৈ।
মোদিষ্যে বহুলাঃ শশ্বৎ সমাঃ শক্রস্য সংসদি ॥২৬

এবং ভবতু বক্ষ্যেঽহং তব পুত্রং নরাধিপম্।
ভূলোকং যদি গচ্ছেয়মিতি পাণ্ডুমথাব্রবম্ ॥২৭
তস্য ত্বং পুরুষব্যাঘ্র সঙ্কল্পং কুরু পাণ্ডব।
গন্তাসি ত্বং মহেন্দ্রস্য পূর্ব্বৈঃ সহ সলোকতাম্ ॥২৮
বহুবিঘ্নশ্চ নৃপতে ক্রতুরেষ স্মৃতো মহান্।
ছিদ্রাণ্যস্য তু বাঞ্ছন্তি যজ্ঞঘ্না ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥২৯

হে নরাধিপ! আমি মর্ত্ত্যলোকে আসিতেছি তাহা জানিতে পারিয়া প্রণত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—হে দেবর্ষে! আপনি যুধিষ্ঠিরকে ইহা বলিবেন।২৪

হে ভারত! আপনি পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ এবং ভ্রাতাগণ আপনার বশীভূত, অতএব আপনি রাজসূয়নামক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।২৫

আপনার ন্যায় পুত্রদ্বারা এই যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে আমি শীঘ্রই রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রসভায় থাকিয়া নিত্য আনন্দ ভোগ করিতে পারিব।২৬

অনন্তর আমি পাণ্ডুকে বলিয়াছিলাম—আচ্ছা তাহাই হউক, যদি আমি ভূলোকে গমন করি তবে আপনার পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা আমি বলিব।২৭

যুদ্ধঞ্চ ক্ষত্রশমনং পৃথিবীক্ষয়কারণম্।
কিঞ্চিদেব নিমিত্তঞ্চ ভবত্যত্র ক্ষয়াবহম্ ॥৩০
এতৎ সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্র যৎ ক্ষেমং তৎ সমাচর।
অপ্রমত্তোত্থিতো নিত্যং চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষণে ॥৩১
ভব এধস্ব মোদস্ব ধনৈস্তর্পয় চ দ্বিজান্।
এতৎ তে বিস্তরেণোক্তং যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি দাশার্হ নগরীং প্রতি ॥৩২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাখ্যায় পার্থেভ্যো নারদো জনমেজয়।
জগাম তৈর্বৃতো রাজন্নৃষিভির্যৈঃ সমাগতঃ ॥৩৩
গতে তু নারদে পার্থো ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌরবঃ।
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি লোকপালসভাপর্বণি পাণ্ডুসন্দেশকথনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

হে পুরুষশার্দ্দূল পাণ্ডুনন্দন! আপনি আপনার পিতার সঙ্কল্প পূর্ণ করুন, তাহা হইলে পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত আপনি মহেন্দ্রলোকে গমন করিবেন।২৮

হে নৃপতে! এই রাজসূয়নামক যজ্ঞ মহাযজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত, ইহাতে বহুবিঘ্ন উপস্থিত হয়, যজ্ঞহন্তা ব্রহ্ম রাক্ষসগণ ইহার ছিদ্রান্বেষণে সতত তৎপর থাকে।২৯

এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোন একটা নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ান্তক ও ও পৃথিবীর ক্ষয় কারণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।৩০

হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত চিন্তা করিয়া যাহাতে ক্ষেম লাভ হয় তাহার অনুষ্ঠান করুন। প্রতিদিন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবহিত হইয়া চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষণ বিষয়ে যত্নবান্ হউন।৩১

সংসারে আপনার অভ্যুদয় হউক এবং আপনি আনন্দ লাভ করুন, ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করুন, আপনি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এই সমস্ত বিস্তৃতভাবে আপনাকে বলিলাম। এখন আপনার নিকটে অনুমতি চাহিতেছি—দশার্হ নগরীতে (দ্বারকায়) আমি গমন করিব।৩২

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে জনমেজয়! নারদমুনি পৃথানন্দন যুধিষ্ঠিরাদি সকলকে এইরূপ বলিয়া যে ঋষিগণের সহিত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, সেই ঋষিগণ পরিবৃত হইয়া গমন করিলেন।৩৩

নারদমুনি চলিয়া গেলে কুরুশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়নামক যজ্ঞের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত লোকপালসভাখ্যানপর্ব্বে পাণ্ডুসংবাদকথনবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[যস্য রাজসূয়যজ্ঞকরণসঙ্কল্পঃ, ভ্রাতৃভির্মন্ত্রিভির্মুনিভিঃ শ্রীকৃষ্ণেন চ সহ তস্য পরামর্শশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ঋষেস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা নিশশ্বাস যুধিষ্ঠিরঃ।
চিন্তয়ন্ রাজসূয়েষ্টিং ন লেভে শর্ম ভারত ॥১
রাজর্ষীণাঞ্চ তং শ্রুত্বা মহিমানং মহাত্মনাম্।
যজ্বনাং কর্মভিঃ পুণ্যৈর্লোকপ্রাপ্তিং সমীক্ষ্য চ ॥২
হরিশ্চন্দ্রঞ্চ রাজর্ষিং রোচমানং বিশেষতঃ।
যজ্বানং যজ্ঞমাহর্ত্তুং রাজসূয়মিয়েষ সঃ ॥৩
যুধিষ্ঠিরস্ততঃ সর্বানর্চয়িত্বা সভাসদঃ।
প্রত্যর্চিতশ্চ তৈঃ সর্বৈর্যজ্ঞায়ৈব মনো দধে ॥৪
স রাজসূয়ং রাজেন্দ্র কুরূণামৃষভস্তদা।
আহর্ত্তুং প্রবণং চক্রে মনঃ সঞ্চিন্ত্য চাসকৃৎ ॥৫
ভূয়শ্চাদ্ভুতবীর্য্যৌজা ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্।
কিং হিতং সর্বলোকানাং ভবেদিতি মনো দধে ॥৬
অনুগৃহ্নন্ প্রজা সর্বাঃ সর্বধর্মভৃতাং বরঃ।
অবিশেষেণ সর্বেষাং হিতং চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ ॥৭
সর্বেষাং দীয়তাং দেয়ং মুষ্ণন্ কোপ-মদাবুভৌ।
সাধু ধর্মেতি ধর্মেতি নান্যচ্ছ্রূয়েত ভাষিতম্ ॥৮
এবং গতে ততস্তস্মিন্ পিতরীবাশ্বসন্ জনাঃ।
ন তস্য বিদ্যতে দ্বেষ্টা ততোঽস্যাজাতশত্রুতা ॥৯
পরিগ্রহান্নরেন্দ্রস্য ভীমস্য পরিপালনাৎ।
শত্রূণাং ক্ষপণাচ্চৈব বীভৎসোঃ সব্যসাচিনঃ ॥১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(রাজসূয়ারম্ভপর্ব্ব।)

[যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ করিবার সংকল্প ভ্রাতৃগণ, মন্ত্রিবর্গ, মুনিবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরামর্শ।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে ভারত! যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের কথা চিন্তা করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।১

তিনি রাজসূয় যজ্ঞকারী মহাত্মা রাজর্ষিগণের সেই মহিমা শ্রবণ করিয়া এবং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা যাগকারিগণের উত্তমলোক প্রাপ্তি হয় দেখিয়া ও যজ্ঞকারী রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রকে বিশেষ দীপ্যমান শুনিতে পাইয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিলেন।২-৩

তাহার পর যুধিষ্ঠির সমস্ত সভাসদ্গণকে যথোচিত পূজা করিয়া ও সেই সমস্ত সভাসদ্গণ কর্ত্তৃক স্বয়ং পূজিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিতেই মনোনিবেশ করিলেন।৪

হে রাজেন্দ্র! কুরুশ্রেষ্ঠ ধাষ্ঠর তখন বার বার চিন্তা করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে মনঃসংযোগ করিলেন।৫

অদ্ভুত বল ও পরাক্রমশালী ধর্ম্মরাজ পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মেরই অনুচিন্তন করত সকল লোকের হিত কিরূপে হইবে, সেই বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন।৬

সমস্ত ধার্ম্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির সকল প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করত সকলের সমানভাবে হিত করিতে লাগিলেন।৭

ক্রোধ ও মোহ এই উভয় পরিত্যাগ করত রাজা যুধিষ্ঠির আদেশ করিলেন, দানযোগ্য বস্তু সকলকেই দান কর। অথবা প্রজাসকলের দেয় ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও। ফলতঃ তাঁহার রাজ্যে 'সাধু ধর্ম্ম' 'সাধু ধর্ম্ম' এই কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই শোনা যাইত না।৮

যুধিষ্ঠিরের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া রাজ্যের সমস্ত প্রজা তাঁহার উপরে পিতার ন্যায় ভরসা করিতে লাগিলেন। রাজ্যে তাঁহার প্রতি দ্বেষকারী

ধীমতঃ সহদেবস্য ধর্মাণামনুশাসনাৎ।
বৈনত্যাৎ সর্বতশ্চৈব নকুলস্য স্বভাবতঃ।
অবিগ্রহা বীতভয়াঃ স্বধর্মনিরতাঃ সদা ॥১১
নিকামবর্ষাঃ স্ফীতাশ্চ আসন্ জনপদাস্তথা।
বার্ধুষী যজ্ঞসত্ত্বানি গোরক্ষং কর্ষণং বণিক্ ॥১২
বিশেষাৎ সর্বমেবৈতৎ সংজজ্ঞে রাজকর্মণা।
অনুকর্ষঞ্চ নিষ্কর্ষং ব্যাধি-পাবকমূর্চ্ছনম্ ॥১৩
সর্বমেব ন তত্রাসীদ্ ধর্মনিত্যে যুধিষ্ঠিরে।
দস্যুভ্যো বঞ্চকেভ্যশ্চ রাজ্ঞঃ প্রতি পরস্পরম্ ॥১৪
রাজবল্লভতশ্চৈব নাশ্রূয়ত মৃষা কৃতম্।
প্রিয়ং কর্তুমুপস্থাতুং বলিকর্ম স্বকর্মজম্ ॥১৫
অভিহর্তুং নৃপাঃ ষট্সু পৃথগ্ জাত্যৈশ্চ নৈগমৈঃ।
ববৃধে বিষয়স্তত্র ধর্মনিত্যে যুধিষ্ঠিরে ॥১৬
কামতোঽপ্যুপযুঞ্জানৈ রাজসৈর্লোভজৈর্জনৈঃ।
সর্বব্যাপী সর্বগুণী সর্বসাহঃ স সর্বরাট্ ॥১৭
যস্মিন্নধিকৃতঃ সম্রাড্ ভ্রাজমানো মহাযশাঃ।
যত্র রাজন্ দশ দিশঃ পিতৃতো মাতৃতস্তথা।
অনুরক্তাঃ প্রজা আসন্নাগোপালা দ্বিজাতয়ঃ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সঃ মন্ত্রিণঃ সমানায্য ভ্রাতৄংশ্চ বদতাং বরঃ।
রাজসূয়ং প্রতি তদা পুনঃ পুনরপৃচ্ছত ॥১৯

কেহই ছিলেন না। সেই হেতু তিনি অজাতশত্রু নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন।৯

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতি-পালন, সব্যসাচী অর্জ্জুনের শত্রুনিবারণ, বুদ্ধিমান্ সহদেবের ধর্ম্মানুশাসন এবং নকুলের সকলের প্রতি স্বাভাবিক বিনয়দ্বারা তাঁহাদের রাজ্যে সমস্ত জনপদ সর্ব্বদা কলহশূন্য, বিগতভয়, স্ব-ধর্ম্ম পরায়ণ ও উন্নতশীল হইয়াছিল এবং তথায় ইচ্ছানুসারে কালোপযোগী বারিবর্ষণ হইত।

রাজকর্ম্ম দ্বারা বিশেষ করিয়া ধনবৃদ্ধিব্যবসায়, যজ্ঞসামগ্রী, গোরক্ষণ, কৃষি বাণিজ্য—এই সমস্ত কার্য্যেরই উন্নতি হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বদা ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কালে সেই রাজ্যে অনুকর্ষ (প্রজাদের খাজনা বাকী), নিষ্কর্ষ (খাজনার জন্য প্রজাপীড়ন), ব্যাধি, অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছা (মোহ-বশতঃ দুষ্কর্ম করা) এই সমস্ত কিছুই ছিল না।

দস্যু, বঞ্চক, রাজা ও রাজবল্লভগণ প্রজাগণের প্রতি অত্যাচার বা মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কখনও শোনা যায় নাই।

সর্ব্বদা ধর্ম্মে নিরত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসন-কালে রাজ্যের অন্যান্য রাজগণ বিভিন্নদেশের কুলীন বৈশ্যগণের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কর্ম্ম করিতে, তাঁহাকে কর দিতে, ধনরত্নাদি উপঢৌকন দিতে এবং সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্বিধ কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতা করিতে আসিতেন এবং রাজস-স্বভাব লোভী জনগণ ইচ্ছানুসারে ধনাদির উপভোগ করায় তথায় সকল বিষয়ের বৃদ্ধি হইয়াছিল।

সেই সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের সুখ্যাতি সর্ব্বব্যাপী ছিল। তিনি সর্ব্বগুণান্বিত ও শীতোষ্ণাদি সকল দ্বন্দ্ব সহনে সমর্থ ছিলেন এবং রাজোচিত সকল গুণে সর্ব্বত্র শোভিত থাকিতেন।১০-১৭

হে রাজন্! দশদিকে প্রকাশিত এই মহাযশস্বী সম্রাট্ যে যে দেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, সেখানে কি গোপজাতি কি দ্বিজাতি সকল প্রজাগণই, সেই ভূপতির প্রতি পিতৃকৃত নীতিশিক্ষা ও মাতৃকৃত বাৎসল্যাদি গুণসমূহ দ্বারা উপকৃত হইয়া নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন।১৮

তে পৃচ্ছ্যমানাঃ সহিতা বচোঽর্থ্যং মন্ত্রিণস্তদা।
যুধিষ্ঠিরং মহাপ্রাজ্ঞং যিযক্ষুমিদমব্রুবন্ ॥২০

যেনাভিষিক্তো নৃপতির্বারুণং গুণমৃচ্ছতি।
তেন রাজাপি তং কৃৎস্নং সম্রাড্গুণমভীপ্সতি ॥২১

তস্য সম্রাড্গুণার্হস্য ভবতঃ কুরুনন্দন।
রাজসূয়স্য সময়ং মন্যন্তে সুহৃদস্তব ॥২২

তস্য যজ্ঞস্য সময়ঃ স্বাধীনঃ ক্ষত্রসম্পদা।
সাম্না ষড়গ্নয়ো যস্মিংশ্চীয়ন্তে শংসিতব্রতৈঃ ॥২৩
দর্বীহোমানুপাদায় সর্বান্ যঃ প্রাপ্নুতে ক্রতূন্।
অভিষেকঞ্চ যজ্ঞান্তে সর্বজিৎ তেন চোচ্যতে ॥২৪

সমর্থোঽসি মহাবাহো সর্বে তে বশগা বয়ম্।
অচিরাৎ ত্বং মহারাজ রাজসূয়মবাপ্স্যসি ॥২৫
অবিচার্য্য মহারাজ রাজসূয়ে মনঃ কুরু।
ইত্যেবং সুহৃদঃ সর্বে পৃথক্ চ সহ চাব্রুবন্ ॥২৬
স ধর্ম্যং পাণ্ডবস্তেষাং বচঃ শ্রুত্বা বিশাম্পতে।
ধৃষ্টমিষ্টং বরিষ্ঠঞ্চ জগ্রাহ মনসারিহা ॥২৭
শ্রুত্বা সুহৃদ্বচস্তচ্চ জানংশ্চাপ্যাত্মনঃ ক্ষমম্।
পুনঃ পুনর্মনো দধ্রে রাজসূয়ায় ভারত ॥২৮
স ভ্রাতৃভিঃ পুনর্ধীমানৃত্বিগ্ভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
মন্ত্রিভিশ্চাপি সহিতো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধৌম্য-দ্বৈপায়নাদ্যৈশ্চ মন্ত্রয়ামাস মন্ত্রবিৎ ॥২৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—বক্তৃপ্রধান মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন মন্ত্রিগণ ও ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া পুনঃপুনঃ রাজসূয় যজ্ঞের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।১৯

জিজ্ঞাসিত হইয়া তখন সেই মন্ত্রিগণ সকলে যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন।২০

রাজা যাহাদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া বরুণগুণ অর্থাৎ জলাধিপত্যও প্রাপ্ত হন, সেই রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা রাজা সমস্ত সম্রাড্গুণ লাভের অভিলাষ করেন।২১

হে কুরুনন্দন! আপনি সেই সম্রাড্গুণ লাভে সর্ব্বথা যোগ্য, অতএব আপনার হিতৈষী সুহৃদ্গণ আপনার রাজসূয় যজ্ঞের ইহাই উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করেন।২২

ক্ষত্রসম্পদের দ্বারা সেই যজ্ঞের সময় এখন আপনার অধীন। ক্ষত্রিয়বল থাকিলেই সে যজ্ঞ অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। যে যজ্ঞে উত্তম ব্রতাচরণকারী ব্রাহ্মণগণ সামমন্ত্র দ্বারা ষড়গ্নির স্থাপন করেন, সেই যজ্ঞের সময় এখন আপনার উপস্থিত হইয়াছে।২৩

যিনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দর্ব্বী-হোম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং যজ্ঞের শেষে যে অভিষেক করা হয় তাহা দ্বারা ঐ যজ্ঞকর্ত্তা সর্ব্বজয়ী সম্রাট্ বলিয়া বিখ্যাত হন।২৪

হে মহাবাহো! আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, আমরা সকলেই আপনার বশীভূত। হে মহারাজ! আপনি অচিরেই এই রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।২৫

হে মহারাজ! কোন বিচার না করিয়া আপনি এখন রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সঙ্কল্প করুন। সমস্ত সুহৃদ্গণ পৃথক্ পৃথক্ভাবে ও সম্মিলিতভাবে যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ কথা বলিলেন।২৬

হে বিশাম্পতে! সেই শত্রুনাশী পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির তাঁহাদের মুখে স্বাভিলষিত, সাহসপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে যজ্ঞানুষ্ঠানের স্থির সঙ্কল্প করিলেন।২৭

হে ভারত! সুহৃদ্গণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং নিজের সামর্থ্য বুঝিয়া রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি বার বার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন।২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইয়ং যা রাজসূয়স্য সম্রাড়র্হস্য সুক্রতোঃ।
শ্রদ্দধানস্য বদতঃ স্পৃহা মে সা কথং ভবেৎ ॥৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাস্তু তে তেন রাজ্ঞা রাজীবলোচন।
ইদমূচুর্বচঃ কালে ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩১

অর্হস্ত্বমসি ধর্মজ্ঞ রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
অথৈবমুক্তে নৃপতাবৃত্বিগ্‌ভির্ঋষিভিস্তথা ॥৩২

মন্ত্রিণো ভ্রাতরশ্চান্যে তদ্বচঃ প্রত্যপূজয়ন্।
স তু রাজা মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনরেবাত্মনাত্মবান্ ॥৩৩

ভূয়ো বিমমৃশে পার্থো লোকানাং হিতকাম্যয়া।
সামর্থ্যযোগং সংপ্রেক্ষ্য দেশ-কালৌ ব্যয়াগমৌ ॥৩৪

বিমৃশ্য সম্যক্ চ ধিয়া কুর্বন্ প্রাজ্ঞো ন সীদতি।
ন হি যজ্ঞসমারম্ভঃ কেবলাত্মবিনিশ্চয়াৎ ॥৩৫

ভবতীতি সমাজ্ঞায় যত্নতঃ কার্য্যমুদ্বহন্।
স নিশ্চয়ার্থং কার্য্যস্য কৃষ্ণমেব জনার্দনম্ ॥৩৬

সর্বলোকাৎ পরং মত্বা জগাম মনসা হরিম্।
অপ্রমেয়ং মহাবাহুং কামাজ্জাতমজং নৃষু ॥৩৭

পাণ্ডবস্তর্কয়ামাস কর্মভির্দেবসম্মতৈঃ।
নাস্য কিঞ্চিদবিজ্ঞাতং নাস্য কিঞ্চিদকর্মজম্ ॥৩৮

ন স কিঞ্চিন্ন বিষহেদিতি কৃষ্ণমমন্যত।
স তু তাং নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং কৃত্বা পার্থো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৯

বুদ্ধিমান্ ও মন্ত্রণাকুশল সেই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভ্রাতৃগণ, মহাত্মা ঋত্বিগ্‌গণ, মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্য ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতির সহিত ঐ যজ্ঞবিষয়ে মন্ত্রণা করিলেন।২৯

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—সম্রাড্‌গণের অনুষ্ঠানের যোগ্য রাজসূয়নামক উত্তম যজ্ঞ করার স্পৃহা আমার মনে জাগিয়াছে এবং এই রাজসূয় যজ্ঞের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা রহিয়াছে। আমার মনে এই যে অভিলাষ হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে পূর্ণ হইবে ?৩০

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজীবলোচন! রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহারা তখন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন।৩১

হে ধর্মজ্ঞ! আপনি রাজসূয়নামক মহাযজ্ঞ করিতে সর্ব্বথা যোগ্য। রাজা যুধিষ্ঠিরকে যখন ঋত্বিগ্‌গণ ও ঋষিগণ এইরূপ বলিলেন, তখন তাঁহার মন্ত্রিগণ, ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য সকলে সেই কথাই সমর্থন করিলেন।

তখন মনস্বী মহাপ্রাজ্ঞ পৃথানন্দন রাজা যুধিষ্ঠির লোকগণের হিতকামনায় পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে প্রাজ্ঞব্যক্তি নিজের সামর্থ্য ও সম্পদ্, দেশ, কাল, আয় ও ব্যয় দেখিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ভালমত বিবেচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন, তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। কেবল নিজের নিশ্চয়ানুসারে যজ্ঞারম্ভ করা উচিত হয় না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যত্নপূর্ব্বক কার্য্যভারগ্রহণকারী যুধিষ্ঠির ঐ কার্য্যের নিশ্চয়ের জন্য জনার্দ্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বলোকোত্তম মনে করিয়া মনে মনে ঐ অপ্রমেয় মহাবাহু শ্রীহরির শরণে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। যিনি জন্মরহিত হইয়াও ধর্ম্ম ও সাধুগণের রক্ষার জন্য কামবশতঃ নরলোকে অবতীর্ণ হন।৩২-৩৭

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের দেবপূজিত অলৌকিক কর্ম্ম দ্বারা ইহা অনুমান করিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবিজ্ঞাত কিছুই নাই এবং এমন কোন কার্য্য নাই যাহা তিনি করিতে পারেন না।৩৮

রাজসূয় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে আমাদের কিঞ্চিৎ

গুরুবদ্ ভূতগুরবে প্রাহিণোদ্ দূতমঞ্জসা।
শীঘ্রগেণ রথেনাশু স দূতঃ প্রাপ্য যাদবান্ ॥৪০
দ্বারকাবাসিনং কৃষ্ণং দ্বারবত্যাং সমাসদৎ।
(স প্রহ্বঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ব্যজ্ঞাপয়ত মাধবম্ ॥
দূত উবাচ।
ধর্মরাজো হৃষীকেশ-ধৌম্য-ব্যাসাদিভিঃ সহ।
পাঞ্চাল-মাৎস্যসহিতৈর্ভ্রাতৃভিশ্চৈব সর্বশঃ ॥
ত্বদ্দর্শনং মহাবাহো কাঙ্ক্ষতে স যুধিষ্ঠিরঃ।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইন্দ্রসেনবচঃ শ্রুত্বা যাদবপ্রবরো বলী)।
দর্শনাকাঙ্ক্ষিণং পার্থং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়াচ্যুতঃ ॥৪১
ইন্দ্রসেনেন সহিত ইন্দ্রপ্রস্থমগাৎ তদা।
ব্যতীত্য বিবিধান্ দেশাংস্ত্বরাবান্ ক্ষিপ্রবাহনঃ ॥৪২

ইন্দ্রপ্রস্থগতং পার্থমভ্যগচ্ছজ্জনার্দনঃ।
স গৃহে পিতৃবদ্ ভ্রাত্রা ধর্মরাজেন পূজিতঃ।
ভীমেন চ ততোঽপশ্যৎ স্বসারং প্রীতিমান্ পিতুঃ ॥৪৩
প্রীতঃ প্রীতেন সুহৃদা রেমে স সহিতস্তদা।
অর্জ্জুনেন যমাভ্যাঞ্চ গুরুবৎ পর্য্যুপাসিতঃ ॥৪৪

তং বিশ্রান্তং শুভে দেশে ক্ষণিনং কল্যমচ্যুতম্।
ধর্মরাজঃ সমাগম্যাজ্ঞাপয়ৎ স্বপ্রয়োজনম্ ॥৪৫
যুধিষ্ঠির উবাচ।
প্রার্থিতো রাজসূয়ো মে ন চাসৌ কেবলেপ্সয়া।
প্রাপ্যতে যেন তৎ তে হি বিদিতং কৃষ্ণ সর্বশঃ ॥৪৬

যস্মিন্ সর্বং সম্ভবতি যশ্চ সর্বত্র পূজ্যতে।
যশ্চ সর্বেশ্বরো রাজা রাজসূয়ং স বিন্দতি ॥৪৭

অভ্যুদয়াদি হইলে তিনি তাহা যে সহ্য করিবেন না তাহা নহে, যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ মনে করিলেন। সেইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি স্থির করিয়া পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির গুরুজনের প্রতি নিবেদন করার ন্যায় সকল প্রাণীর গুরু শ্রীকৃষ্ণসমীপে দ্রুত দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দূত শীঘ্রগামী রথে তাড়াতাড়ি যাদবগণের নিকটে পৌঁছিয়া দ্বারকায় দ্বারকাবাসী শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন।

(সেই দূত বিনয়পূর্ব্বক হাত জোড় করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ নিবেদন করিলেন।

দূত কহিলেন,—হে হৃষীকেশ! মহাবাহো! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৌম্য ও ব্যাসাদি মহর্ষিগণ, দ্রুপদ ও বিরাট্ প্রভৃতি রাজগণ এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—দূত ইন্দ্রসেনের এই কথা শুনিয়া যদুবংশশিরোমণি মহাবলী) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন দর্শনাভিলাষী পার্থ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার অভিলাষে দূত ইন্দ্রসেনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে গমন করিলেন।

ক্ষিপ্রগামী রথে খুব তাড়াতাড়ি নানা দেশ অতিক্রম করিয়া ভগবান্ জনার্দ্দন ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া পার্থ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ভীমের সহিত গৃহে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে পিতার ন্যায় পূজা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নচিত্তে পিতৃষ্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।৩৯-৪৩

তখন স্বয়ং প্রীত শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীতসুহৃৎ অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ করিতে লাগিলেন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহারা দুইজনে গুরুর ন্যায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন।৪৪

এইরূপে শুভ ভবনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলে পর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিজের প্রয়োজন জ্ঞাপনের নিমিত্ত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন।৪৫

র কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমি রাজসূয়

তং রাজসূয়ং সুহৃদঃ কার্য্যমাহুঃ সমেত্য মে।
তত্র মে নিশ্চিততমং তব কৃষ্ণ গিরা ভবেৎ ॥৪৮

কেচিদ্ধি সৌহৃদাদেব ন দোষং পরিচক্ষতে।
স্বার্থহেতোস্তথৈবান্যে প্রিয়মেব বদন্ত্যুত ॥৪৯

প্রিয়মেব পরীপ্সন্তে কেচিদাত্মনি যদ্ধিতম্।
এবম্প্রায়াশ্চ দৃশ্যন্তে জনবাদাঃ প্রয়োজনে ॥৫০

ত্বং তু হেতূনতীত্যৈতান্ কাম-ক্রোধৌ ব্যুদস্য চ।
পরমং যৎ ক্ষমং লোকে যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বণি বাসুদেবাগমনে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। কেবল ইচ্ছা করিলেই ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না। যে উপায়ে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে সেই সমস্ত আপনার জানা আছে।৪৬

যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব অর্থাৎ যিনি সব কিছুই করিতে পারেন, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি সমগ্র পৃথিবীর ঈশ্বর, তিনিই রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন।৪৭

আমার সমস্ত সুহৃদ্‌গণ একত্র মিলিত হইয়া আমাকে সেই রাজসূয় যজ্ঞ করার কথা বলিতেছেন। হে কৃষ্ণ! সেই বিষয়ে আপনার বাক্য দ্বারা আমার শেষ নিশ্চয় হইবে।৪৮

কোন কোন ব্যক্তি সৌহার্দ্দবশতঃ আমার দোষ ত্রুটির কথা বলেন না এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমার প্রিয় বাক্যই বলিয়া থাকেন।৪৯

কেহ বা যাহাতে নিজের হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া মনে করেন। এই প্রকার নিজ প্রয়োজনে প্রায় লোকেরই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ দেখা যায়।৫০

আপনি এই সমস্ত হেতু অতিক্রম করত কাম-ক্রোধবর্জ্জিত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আছেন। ইহলোকে যাহা আমার উত্তম ও আচরণের যোগ্য, তাহা যথার্থরূপে আপনি আমাকে বলুন।৫১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণাগমনবিষয়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

[রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণস্য সম্মতিঃ।]

কৃষ্ণ উবাচ

সর্ব্বৈর্গুণৈর্মহারাজ রাজসূয়ং ত্বমর্হসি।
জানতস্ত্বেব তে সর্বং কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি ভারত ॥১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[রাজসূয়যজ্ঞবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি।]

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনি সকলগুণে গুণবান, অতএব আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন। হে ভারত! আপনি সব কিছুই জানেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করায় আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।১

জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রং যদবশেষিতম্।
তস্মাদবরজং লোকে যদিদং ক্ষত্রসংজ্ঞিতম্ ॥২

কৃতোঽয়ং কুলসঙ্কল্পঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বসুধাধিপ।
নিদেশবাগ্‌ভিস্তৎ তে হ বিদিতং ভরতর্ষভ ॥৩

ঐলস্যেক্ষ্বাকুবংশস্য প্রকৃতিং পরিচক্ষতে।
রাজানঃ শ্রেণিবদ্ধাশ্চ তথান্যে ক্ষত্রিয়া ভুবি ॥৪

ঐলবংশ্যাশ্চ যে রাজংস্তথৈবেক্ষ্বাকবো নৃপাঃ।
তানি চৈকশতং বিদ্ধি কুলানি ভরতর্ষভ ॥৫

যযাতেস্ত্বেব ভোজানাং বিস্তরো গুণতো মহান্।
ভজতেঽদ্য মহারাজ বিস্তরং স চতুর্দিশম্ ॥৬

তেষাং তথৈব তাং লক্ষ্মীং সর্বক্ষত্রমুপাসতে।
ইদানীমেব বৈ রাজন্ জরাসন্ধো মহীপতিঃ ॥৭

অভিভূয় শ্রিয়ং তেষাং কুলানামভিষেচিতঃ।
স্থিতো মূর্ধ্নি নরেন্দ্রাণামোজসাক্রম্য সর্বশঃ ॥৮

সোঽবনিং মধ্যমাং ভুক্ত্বা মিথোভেদমমন্যত।
প্রভুর্যস্তু পরো রাজা যস্মিন্নেকবশে জগৎ ॥৯

স সাম্রাজ্যং মহারাজ প্রাপ্তো ভবতি যোগতঃ।
তং স রাজা জরাসন্ধং সংশ্রিত্য কিল সর্বশঃ ॥১০

রাজন্ সেনাপতির্জাতঃ শিশুপালঃ প্রতাপবান্।
তমেব চ মহারাজ শিষ্যবৎ সমুপস্থিতঃ ॥১১

বক্রঃ করূষাধিপতির্মায়াযোধী মহাবলঃ।
অপরৌ চ মহাবীর্য্যৌ মহাত্মানৌ সমাশ্রিতৌ ॥১২

জামদগ্নিনন্দন পরশুরাম পূর্ব্বকালে যখন ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়াছিলেন, তখন লোকে গোপন করত যে সকল ক্ষত্রিয় অবশিষ্ট ছিল, তাহারা পূর্ব ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিম্ন পর্য্যায়ের। সেই হেতু এই সময়ে সংসারে ক্ষত্রিয়নামধারী যাহারা আছেন, তাহারা নাম ক্ষত্রিয়।২

হে বসুধাধিপ। এই ক্ষত্রিয়গণ পূর্বজগণের কথানুসারে যে কুলনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা আপনিও অবগত আছেন।৩

শ্রেণিবদ্ধ রাজগণ ও পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ নিজেকে ঐলবংশের বা ইক্ষাকুবংশের সন্তান বলিয়া বর্ণনা করেন।৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! যে সকল নরপতিগণ ঐলবংশে ও ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের একশত কুল বিদ্যমান জানিবেন।৫

হে মহারাজ! আজকাল রাজা যযাতির কুলে গুণানুসারে ভোজবংশীয়গণের অধিক বিস্তার হইয়াছে। সে বংশ ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। আজ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের সেই সম্পদ্ অধিকার করিয়া আসিতেছেন।৬

হে রাজন্! ইদানীং মহীপতি জরাসন্ধ বাহুবলে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের রাজলক্ষ্মী লাভ করত স্ববশে আনয়ন পূর্বক তাহাদের দ্বারা সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়া সমস্ত রাজগণের শিরোমণি হইয়া অবস্থিত আছেন।৭-৮

সেই জরাসন্ধ মধ্যভূমি উপভোগ করিয়া সমস্ত রাজগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ মনে করিয়াছিলেন। যে রাজা সকলের প্রধান প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাহার একমাত্র বশীভূত।৯

হে মহারাজ! নিয়মানুসারে তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন। প্রতাপশালী রাজা শিশুপাল সর্ব প্রকারে সেই জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার সেনাপতি হইয়াছেন।

হে মহারাজ! মায়াযোধী মহাবলশালী করূষাধিপতি দন্তবক্রও শিষ্যের ন্যায় সেই জরাসন্ধের সেবা করিতেছেন।১১

অপর দুইরাজা মহাত্মা ও মহাবল হংস এবং ডিম্ভক, সেই দুই রাজাও মহাবলশালী জরাসন্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।১২

জরাসন্ধং মহাবীর্য্যং তৌ হংসডিম্ভকাবুভৌ।
দন্তবক্রঃ করূষশ্চ করভো মেঘবাহনঃ।
মূর্দ্ধা দিব্যমণিং বিভ্রদ্ যমদ্ভুতমণিং বিদুঃ ॥১৩

মুরঞ্চ নরকঞ্চৈব শাস্তি যো যবনাধিপঃ।
অপর্য্যন্তবলো রাজা প্রতীচ্যাং বরুণো যথা ॥১৪

ভগদত্তো মহারাজ বৃদ্ধস্তব পিতুঃ সখা।
স বাচা প্রণতস্তস্য কর্ম্মণা চ বিশেষতঃ ॥১৫
স্নেহবদ্ধশ্চ মনসা পিতৃবদ্ ভক্তিমাংস্ত্বয়ি।
প্রতীচ্যাং দক্ষিণং চান্তং পৃথিব্যাঃ প্রতি যো নৃপঃ॥১৬
মাতুলো ভবতঃ শূরঃ পুরুজিৎ কুন্তিবর্দ্ধনঃ।
স তে সন্নতিমানেকঃ স্নেহতঃ শত্রুসূদনঃ ॥১৭

জরাসন্ধং গতস্ত্বেব পুরা যো ন ময়া হতঃ।
পুরুষোত্তম বিজ্ঞাতো যোঽসৌ চেদিষু দুর্মতিঃ ॥১৮
আত্মানং প্রতিজানাতি লোকেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমম্।
আদত্তে সততং মোহাদ্ যঃ স চিহ্নঞ্চ মামকম্ ॥১৯

বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতেষু রাজা বলসমন্বিতঃ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবেতি যোঽসৌ
লোকেঽভিবিশ্রুতঃ ॥২০

চতুর্থভাগ্ মহারাজ ভোজ ইন্দ্রসখো বলী।
বিদ্যাবলাদ্ যো ব্যজয়ৎ সপাণ্ড্য-ক্রথ-কৌশিকান্॥২১

ভ্রাতা যস্যাকৃতিঃ শূরো জামদগ্ন্যসমোঽভবৎ।
স ভক্তো মাগধং রাজা ভীষ্মকঃ পরবীরহা ॥২২

প্রিয়াণ্যাচরতঃ প্রহ্বান্ সদা সম্বন্ধিনস্ততঃ।
ভজতো ন ভজত্যস্মানপ্রিয়েষু ব্যবস্থিতঃ ॥২৩

করুষরাজ দন্তবক্র, করভ ও মেঘবাহন ইঁহারা সকলেই মস্তকে দিব্যমণি ধারণ করত জরাসন্ধকে অদ্ভুত মণি বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিয়া বশীভূত হইয়াছেন।১০-১৩

হে মহারাজ! যিনি মুর ও নরক নামে দেশ শাসন করেন, যাহার সেনাবল অনন্ত, যিনি বরুণের ন্যায় পশ্চিম দেশের অধিপতি, যিনি বৃদ্ধ আপনার পিতার মিত্র, সেই যবনাধিপতি রাজা ভগদত্ত বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা সেই জরাসন্ধের সম্মুখে বিশেষরূপে প্রণত রহিয়াছেন। যিনি মনে মনে আপনার স্নেহপাশে আবদ্ধ ও আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন।১৪-১৫

যিনি পৃথিবীর পশ্চিমভাগে দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত শাসন করেন, যিনি একমাত্র স্নেহবশতঃ আপনার প্রতি সতত প্রসন্ন থাকেন, আপনার মাতুল সেই কুন্তি ভোজরাজ কুলবর্দ্ধন শত্রুসূদন বীর রাজা পুরুজিৎ সেই জরাসন্ধের অনুগত।১৬-১৭

পূর্ব্বকালে যাহাকে আমি হত্যা করি নাই, যিনি ইহলোকে নিজেকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করেন, যে দুর্ম্মতি চেদিদেশে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, যিনি মোহবশতঃ সর্বদা আমার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের রাজা এবং যিনি এই লোকে বাসুদেব বলিয়া বিখ্যাত, সেই মহাবল রাজা পুণ্ড্রকও জরাসন্ধের অনুগত।১৮-২০

হে মহারাজ! যিনি পৃথিবীর এক চতুর্থাংশের অধিপতি, ইন্দ্রের সখা, অতিবলশালী, যিনি অস্ত্র এবং বিদ্যাবলে পাণ্ড্য, ক্রথ ও কৌশিকদেশ বিজয় করিয়াছেন, জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের তুল্য বীর আকৃতি যাহার ভ্রাতা, সেই ভোজবংশীয় শত্রুবল-সংহারক রাজা ভীষ্মকও মগধরাজ জরাসন্ধের পরম ভক্ত।২১-২২

ভীষ্মক আমাদের আত্মীয়, আমরা সর্বদা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করত বিনীতভাবে থাকি, তথাপি তিনি আমাদের বশীভূত হন না, আমাদের শত্রুগণের প্রতি তিনি অনুরক্ত আছেন।২৩

ন কুলং ন বলং রাজন্নভ্যজানাৎ তথাত্মনঃ।
পশ্যমানো যশো দীপ্তং জরাসন্ধমুপস্থিতঃ ॥২৪
উদীচ্যাশ্চ তথা ভোজাঃ কুলান্যষ্টাদশ প্রভো।
জরাসন্ধভয়াদেব প্রতীচীং দিশমাশ্রিতাঃ ॥২৫
শূরসেনা ভদ্রকারা বোধাঃ শাল্বাঃ পটচ্চরাঃ।
সুস্থলাশ্চ সুকুট্টাশ্চ কুলিন্দাঃ কুন্তিভিঃ সহ ॥২৬
শাল্বায়নাশ্চ রাজানঃ সোদর্য্যানুচরৈঃ সহ।
দক্ষিণা যে চ পঞ্চালাঃ পূর্ব্বাঃ কুন্তিষু কোশলাঃ ॥২৭
তথোত্তরাং দিশঞ্চাপি পরিত্যজ্য ভয়ার্দিতাঃ।
মৎস্যাঃ সংন্যস্তপাদাশ্চ দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ ॥২৮
তথৈব সর্ব্বপঞ্চালা জরাসন্ধভয়ার্দিতাঃ।
স্বরাজ্যং সম্পরিত্যজ্য বিদ্রুতাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥২৯

হে রাজন্! তিনি জরাসন্ধের প্রদীপ্ত যশ শ্রবণে নিজের বল ও কুল সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন।২৪

হে প্রভো! উত্তরদেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিয়াছেন।২৫

শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, সুকুট্ট, কুলিন্দ, কুন্তি ও শাল্বায়নবংশীয় নৃপতিগণ নিজের ভাই ও অনুচরগণের সহিত দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিয়াছেন এবং যাঁহারা দক্ষিণপঞ্চালবাসী ও পূর্ব্বকুন্তি প্রদেশবাসী সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ ও কোশল, মৎস্য, সংন্যস্তপাদদেশীয় নরপতিগণ জরাসন্ধের ভয়ে পীড়িত হইয়া উত্তর দিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নিয়াছেন।২৬-২৮

সেইরূপ সমস্ত পঞ্চালদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ জরাসন্ধের ভয়ে পীড়িত হইয়া স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছেন।২৯

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য কংসো নির্ম্মথ্য যাদবান্।
বার্হদ্রথসুতে দেব্যাবুপাগচ্ছদ্ বৃথামতিঃ ॥৩০
অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে সহদেবানুজেঽবলে।
বলেন তেন স্বজ্ঞাতীনাভভূয় বৃথামতিঃ ॥৩১
শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তঃ স তস্যাসীদতীবাপনয়ো মহান্।
ভোজরাজন্যবৃদ্ধৈশ্চ পীড্যমানৈর্দুরাত্মনা ॥৩২
জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিরস্মৎসম্ভাবনা কৃতা।
দত্ত্বাক্রূরায় সুতনুং তামাহুকসুতাং তদা ॥৩৩
সংকর্ষণদ্বিতীয়েন জ্ঞাতিকার্য্যং ময়া কৃতম্।
হতৌ কংসসুনামানৌ ময়া রামেণ চাপ্যুত ॥৩৪
ভয়ে তু সমতিক্রান্তে জরাসন্ধে সমুদ্যতে।
মন্ত্রোঽয়ং মন্ত্রিতো রাজন্ কুলৈরষ্টাদশাবরৈঃ ॥৩৫

কিছুকাল পূর্ব্বের কথা—কুমতি কংস সমস্ত যাদবগণকে পরাভূত করিয়া বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।৩০

সেই দুই কন্যার নাম ছিল অস্তি ও প্রাপ্তি, এই দুই অবলা সহদেবের কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। নিষ্ফলাবুদ্ধি কংস সেই জরাসন্ধের বলে নিজের জ্ঞাতিবর্গকে পরাভূত করিয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাহার অতিশয় দুর্নীতি ছিল।

ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ দুরাত্মা কংসের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিগণের রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

আমি তখন অক্রূরকে আহুককন্যা সুতনুকে দান করিয়া বলরামের সহিত জ্ঞাতিকার্য্য সাধন করিয়াছিলাম।৩৩-৩৪

ইহাতে কংসের ভয় অতিক্রান্ত হইল বটে, কিন্তু জরাসন্ধ আমাদের প্রতি সমুদ্যত হইয়া উঠিল।

অনারভন্তো নিঘ্নন্তো মহাস্ত্রৈঃ শত্রুঘাতিভিঃ।
ন হন্যামো বয়ং তস্য ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বলম্ ॥৩৬

তস্য হ্যমরসঙ্কাশৌ বলেন বলিনাং বরৌ।
নামভ্যাং হংস-ডিম্ভকাবশস্ত্রনিধনাবুভৌ ।৩৭

তাবুভৌ সহিতৌ বীরৌ জরাসন্ধশ্চ বীর্য্যবান্।
ত্রয়স্ত্রয়াণাং লোকানাং পর্য্যাপ্তা ইতি মে মতিঃ ॥৩৮

ন হি কেবলমস্মাকং যাবন্তোহন্যে চ পার্থিবাঃ
তথৈব তেষামাসীচ্চ বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাং বর ॥৩৯

অথ হংস ইতি খ্যাতঃ কশ্চিদাসীন্মহান্ নৃপঃ।
রামেণ স হতস্তত্র সংগ্রামেহষ্টাদশাবরে ॥৪০

হতো হংস ইতি প্রোক্তমথ কেনাপি ভারত।
তচ্ছ্রুত্বা ডিম্ভকো রাজন্ যমুনাম্ভস্যমজ্জত ॥৪১

বিনা হংসেন লোকেহস্মিন্ নাহং জীবিতুমুৎসহে।
ইত্যেতাং মতিমাস্থায় ডিম্ভকো নিধনং গতঃ ॥৪২

তথা তু ডিম্ভকং শ্রুত্বা হংসঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
প্রপেদে যমুনামেব সোহপি তস্যাং ন্যমজ্জত ॥৪৩

তৌ স রাজা জরাসন্ধঃ শ্রুত্বা চ নিধনং গতৌ।
পুরং শূন্যেন মনসা প্রযযৌ ভরতর্ষভ ॥৪৪

ততো বয়মমিত্রঘ্ন তস্মিন্ প্রতিগতে নৃপে।
পুনরানন্দিনঃ সর্বে মথুরায়াং বসামহে ॥৪৫

যদা ত্বভ্যেত্য পিতরং সা বৈ রাজীবলোচনা।
কংসভার্য্যা জরাসন্ধং দুহিতা মাগধং নৃপম্।
চোদয়ত্যেব রাজেন্দ্র পতিব্যসনদুঃখিতা ॥৪৬

হে রাজন্! তখন আমরা ভোজবংশীয় অষ্টাদশ কুলের সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলাম।৩১-৩৫

যদি আমরা শত্রুসংহারক মহাস্ত্রের দ্বারা নিরন্তর আঘাত করিতে থাকি, তথাপি তিন শত বৎসরেও তাঁহার সৈন্য বধ করিতে পারিব না।৩৬

বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বলের দ্বারা দেবতাদিগের সমান, শস্ত্রাঘাতে নিধনের অযোগ্য হংস ও ডিম্ভক নামক দুই বীর তাহার সহায়ক।৩৭

আমার এইরূপ মনে হইতেছে যে—এই দুই বীর হংস ও ডিম্ভক এবং পরাক্রমশালী জরাসন্ধ—এই তিনজন একত্র মিলিত হইলে ত্রিলোক জয় করিতে ইহারা পর্য্যাপ্ত।৩৮

হে বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! ইহা কেবল আমাদের অভিমত নয়, অন্যান্য যে সকল ভূপতিগণ আছেন তাঁহাদেরও সেইরূপ বুদ্ধি রহিয়াছে।৩৯

জরাসন্ধের সহিত যখন সতেরবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধে হংসনামে বিখ্যাত অপর কোন এক শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। সেই যুদ্ধে বলরাম তাঁহাকে হত্যা করিলেন।৪০

হে ভারত! ইহা দেখিয়া কেহ বলিয়াছিল, 'হংস হত হইয়াছে'। হে রাজন্! সেই কথা শুনিয়া ডিম্ভক নামসাদৃশ্য প্রযুক্ত তাঁহার সহচর হংস নিহত হইয়াছে ইহা জানিয়া যমুনার জলে নিমগ্ন হইলেন।৪১

এই সংসারে হংস বিনা আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, এইরূপ বুদ্ধি করিয়া ডিম্ভক যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।৪২

শত্রুনগরবিজয়ী হংস ডিম্ভককে সেই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া যমুনায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও সেই যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন।৪৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা জরাসন্ধ ঐ দুই বীরের মৃত্যু হইয়াছে শ্রবণ করিয়া উৎসাহশূন্য মনে স্বপুরে প্রস্থান করিলেন।৪৪

পতিঘ্নং মে জহীত্যেবং পুনঃ পুনররিন্দম।
ততো বয়ং মহারাজ তং মন্ত্রং পূর্ব্বমন্ত্রিতম্ ॥৪৭
সংস্মরন্তো বিমনসো ব্যপযাতা নরাধিপ।
পৃথক্ত্বেন মহারাজ সংক্ষিপ্য মহতীং শ্রিয়ম্ ॥৪৮
পলায়ামো ভয়াৎ তস্য সসুতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্বে স্ম প্রতীচীং দিশমাশ্রিতাঃ ॥৪৯
কুশস্থলীং পুরীং রম্যাং রৈবতেনোপশোভিতাম্।
ততো নিবেশং তস্যাঞ্চ কৃতবন্তো বয়ং নৃপ ॥৫০
তথৈব দুর্গ-সংস্কারং দেবৈরপি দুরাসদম্।
স্ত্রিয়োঽপি যস্যাং যুধ্যেয়ুঃ কিমু বৃষ্ণিমহারথাঃ ॥৫১

তস্যাং বয়মমিত্রঘ্ন নিবসামোঽকুতো ভয়াঃ।
আলোচ্য গিরিমুখ্যং তং মাগধং তীর্ণমেব চ ॥৫২
মাধবাঃ কুরুশার্দূল পরাং মুদমবাপ্নুবন্।
এবং বয়ং জরাসন্ধাদভিতঃ কৃতকিল্বিষাঃ ॥৫৩
সামর্থ্যবন্তঃ সম্বন্ধাদ্ গোমন্তং সমুপাশ্রিতাঃ।
ত্রিযোজনায়তং সদ্ম ত্রিস্কন্ধং যোজনাবধি ॥৫৪
যোজনান্তে শতদ্বারং বীরবিক্রমতোরণম্।
অষ্টাদশাবরৈর্নদ্ধং ক্ষত্রিয়ৈর্যুদ্ধদুর্ম্মদৈঃ ॥৫৫
অষ্টাদশ সহস্রাণি ভ্রাতৄণাং সন্তি নঃ কুলে।
আহুকস্য শতং পুত্রা একৈকস্ত্রিদশাবরঃ ॥৫৬

হে শত্রুসূদন! সেই রাজা জরাসন্ধ স্বপুরে প্রতিগত হইলে পর আমরা সকলে পুনরায় পরম আনন্দে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।৪৫

হে শত্রুদমন রাজেন্দ্র! যখন পতিবিয়োগ-দুঃখিতা কমললোচনা কংসভার্য্যা স্বীয় পিতা শত্রুনাশী মগধরাজ জরাসন্ধের নিকটে আসিয়া 'আমার পতিহন্তাকে সংহার কর' এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

তখন আমরা পূর্ব্বে যে মন্ত্রণা করিয়াছিলাম, সেই মন্ত্রণা স্মরণ করত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। হে মহারাজ! পুনরায় আমরা মথুরা হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলাম।৪৭

হে মহারাজ! তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া শত্রুর ভয়ে পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু সকলের সহিত পলায়ন করিব—এইরূপ স্থির করিয়া আমরা সকলে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম।৪৬-৪৯

হে রাজন্! পশ্চিমদিকে রৈবতপর্ব্বতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলাম।৫০

তথায় এইরূপ দুর্গ সংস্কার করিয়াছি যে—দেবতাগণেরও তথায় প্রবেশ করা কঠিন এবং যে দুর্গে থাকিয়া স্ত্রীলোকগণও যুদ্ধ করিতে পারে, বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণের কথা আর কি বলিব?৫১

হে অরিসূদন! ঐ নগরীমধ্যে অকুতোভয়ে আমরা বাস করিতেছি। হে কুরুসত্তম! গিরিরাজ রৈবতকের দুর্গমতা আলোচনা করিয়া মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইলাম এবং মধুবংশীয় সকলেই পরম আনন্দিত হইলেন।৫২

এইরূপে আমরা জরাসন্ধের নিকটে অপরাধ করিয়া সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও যেখানে আমাদের সম্বন্ধ ছিল সেখান হইতে পর্ব্বতে আসিয়া আশ্রয় লইলাম।

ঐ দুর্গ দৈর্ঘ্যে তিনযোজন, এক এক যোজনের পর সেনাগণের তিন তিনটি দলের ছাউনী আছে। প্রত্যেক যোজনের অন্তে শতদ্বার, যাহা সেনাগণের দ্বারা সুরক্ষিত। বীরগণের বিক্রমযুক্ত উহাই বহির্দ্বার, যুদ্ধোন্মত্ত অষ্টাদশ যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা ঐ দুর্গ সুরক্ষিত।৫২-৫৫

আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভাই আছে।

চারুদেষ্ণঃ সহ ভ্রাত্রা চক্রদেবোঽথ সাত্যকিঃ।
অহঞ্চ রৌহিণেয়শ্চ সাম্বঃ প্রদ্যুম্ন এব চ ॥৫৭

এবমতিরথাঃ সপ্ত রাজন্নন্যান্ নিবোধ মে।
কৃতবর্ম্মা হ্যনাধৃষ্টিঃ সমীকঃ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥৫৮

কঙ্কঃ শঙ্কুশ্চ কুন্তিশ্চ সপ্তৈতে বৈ মহারথাঃ।
পুত্রৌ চান্ধকভোজস্য বৃদ্ধো রাজা চ তে দশ ॥৫৯

বজ্রসংহননা বীরা বীর্য্যবন্তো মহারথাঃ।
স্মরন্তো মধ্যমং দেশং বৃষ্ণিমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥৬০

(বিতদ্রুর্বল্লির্বভ্রু চ উদ্ধবোঽথ বিদূরথ।
বসুদেবোগ্রসেনৌ চ সপ্তৈতে মন্ত্রিপুঙ্গবাঃ ॥
প্রসেনজিচ্চ যমলো রাজরাজগুণান্বিতঃ।
স্যমন্তকো মণির্যস্য রুক্মং নিস্রবতে বহু ॥)

আহুকের একশত পুত্র, তাঁহারা এক একজন অমর তুল্য।৫৬

স্বীয় ভ্রাতৃসহ চারুদেষ্ণ, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলরাম, সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন—এই সাতজন অতিরথ। হে রাজন্! আমার নিকট হইতে এখন অন্যান্য বীরের পরিচয় শ্রবণ করুন। কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তী এই সাতজন মহারথ। অন্ধক ভোজের দুই পুত্র ও বৃদ্ধ রাজাকে লইয়া তাহারা দশজন মহাবীর।৫৭-৫৯

এই বীরগণ সকলেই বজ্রতুল্য দেহ, পরাক্রমশালী মহারথ, জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া ইহারা বৃষ্ণিকুলে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন।৬০

(বিতদ্রু, বল্লি, বভ্রু, উদ্ধব, বিদূরথ, বসুদেব, ও উগ্রসেন এই সাতজন মুখ্যমন্ত্রী, প্রসেনজিৎ ও সত্রাজিৎ এই দুই জন রাজরাজগুণসমন্বিত, উহাদের নিকটে স্যমন্তক নামে যে মণি রহিয়াছে তাহা হইতে বহু সুবর্ণ ক্ষরিত হয়।)

স ত্বং সম্রাড়্গুণৈর্যুক্তঃ সদা ভরতসত্তম।
ক্ষত্রে সম্রাজমাত্মানং কর্ত্তুমর্হসি ভারত ॥৬১

(দুর্য্যোধনং শান্তনবং দ্রোণং দ্রোণায়নিং কৃপম্।
কর্ণঞ্চ শিশুপালঞ্চ রুক্মিণঞ্চ ধনুর্ধরম্ ॥
একলব্যং দ্রুমং শ্বেতং শৈব্যং শকুনিমেব চ।
এতানজিত্বা সংগ্রামে কথং শক্নোষি তং ক্রতুম্ ॥
অথৈতে গৌরবেণৈব ন যোৎস্যন্তি নরাধিপাঃ।)

ন তু শক্যং জরাসন্ধে জীবমানে মহাবলে।
রাজসূয়স্ত্বয়াবাপ্তুমেষা রাজন্ মতির্মম। ৬২

তেন রুদ্ধা হি রাজানঃ সর্বে জিত্বা গিরিব্রজে।
কন্দরে পর্বতেন্দ্রস্য সিংহেনেব মহাদ্বিপাঃ ॥৬৩

স হি রাজা জরাসন্ধো যিযক্ষুর্বসুধাধিপৈঃ।
মহাদেবং মহাত্মানমুমাপতিমরিন্দম ৬৪

হে ভরতপ্রধান! আপনি সর্ব্বদা সম্রাড়্-গুণসম্পন্ন, অতএব হে ভারত! ক্ষত্রিয়সমাজে আপনি নিজেকে সম্রাট্ করিতে পারেন।৬১

(দুর্যোধন, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য কর্ণ, শিশুপাল রুক্মী ধনুর্দ্ধর একলব্য, দ্রুম, শ্বেত, শৈব্য, শকুনি—এই সমস্ত বীরগণকে সংগ্রামে জয় না করিয়া আপনি কিরূপে সেই যজ্ঞ করিতে পারেন? পরন্তু এই সকল নরাধিপতিগণ আপনার গৌরবের দ্বারাই যুদ্ধ করিবেন না।)

কিন্তু হে রাজন্! আমার এইরূপ মনে হইতেছে যে,—মহাবল জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।৬২

তিনি সমস্ত রাজাকে জয় করিয়া, সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দর মধ্যে গজরাজগণকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।৬৩

আরাধ্য তপসোগ্রেণ নির্জিতাস্তেন পার্থিবাঃ।
প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পারং স গতঃ পার্থিবসত্তম ॥৬৫

স হি নির্জিত্য নির্জিত্য পার্থিবান্ পৃতনাগতান্।
পুরমানীয় বদ্‌ধ্বা চ চকার পুরুষব্রজম্ ॥৬৬

বয়ং চৈব মহারাজ জরাসন্ধভয়াৎ তদা।
মথুরাং সম্পরিত্যজ্য গতা দ্বারবতীং পুরীম্ ॥৬৭

যদি ত্বেনং মহারাজ যজ্ঞং প্রাপ্তুমভীপ্সসি।
যতস্ব তেষাং মোক্ষায় জরাসন্ধবধায় চ ॥৬৮

সমারম্ভো ন শক্যোঽয়মন্যথা কুরুনন্দন।
রাজসূয়শ্চ কার্ৎস্ন্যেন কর্ত্তুং মতিমতাং বর ॥৬৯

(জরাসন্ধবধোপায়শ্চিন্ত্যতাং ভরতর্ষভ।
তস্মিন্ জিতে জিতং সর্বং সকলং পার্থিবং বলম্ ॥)

ইত্যেষা মে মতী রাজন্ যথা বা মন্যসেঽনঘ।
এবং গতে মমাচক্ষ্ব স্বয়ং নিশ্চিন্ত্য হেতুভিঃ ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

হে অরিন্দম! সেই রাজা জরাসন্ধ ভূপতিগণের দ্বারা যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া উমাবল্লভ মহাত্মা মহাদেবের কঠোর তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া এক বিশেষ শক্তিলাভ করিলেন। তাহা দ্বারা সমস্ত রাজগণ তাঁহার নিকটে নির্জ্জিত হইয়াছিলেন। হে পার্থিবসত্তম! তাহা দ্বারা তিনিও তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন।৬২-৬৫

তিনি সেনাগণের সহিত সমাগত রাজগণকে ক্রমে ক্রমে জয় করিয়া আপনার পুরে আনয়নপূর্বক বদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং তথায় রাজগণের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী একত্র করিয়া লইলেন।৬৬

হে মহারাজ! ঐ সময়ে আমরাও জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলাম।৬৭

হে মহারাজ! যদি আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে জরাসন্ধ কর্তৃক বদ্ধ সেই রাজগণের মোচন ও জরাসন্ধবধের নিমিত্ত যত্ন করুন।৬৮

হে মতিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন! আপনি ঐরূপ না করিলে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে পারিবেন না।৬৯

(হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি জরাসন্ধের বধের উপায় চিন্তা করুন, তাঁহাকে জয় করিলে সকল ভূপাল ও সকল বলকেই জয় করা হইল।)

হে অকল্মষ রাজন্! আমার এইরূপ মত, আপনি যাহা সমীচীন মনে করেন তাহা করুন। এ অবস্থায় যুক্তি ও কারণ দ্বারা নিশ্চয় করিয়া আপনি আমাকে বলুন।৭০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[জরাসন্ধমধিকৃত্য যুধিষ্ঠিরস্য, ভীমস্য, শ্রীকৃষ্ণস্য চ আলাপঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তং ত্বয়া বুদ্ধিমতা যন্নান্যো বক্তুমর্হতি।
সংশয়ানাং হি নির্মোক্তা ত্বন্নান্যো বিদ্যতে ভুবি ॥১

গৃহে গৃহে হি রাজানঃ স্বস্য স্বস্য প্রিয়ঙ্করাঃ।
ন চ সাম্রাজ্যমাপ্তাস্তে সম্রাট্‌শব্দো হি কৃচ্ছ্রভাক্ ॥২

কথং পরানুভাবজ্ঞঃ স্বং প্রশংসিতুমর্হতি।
পরেণ সমবেতস্তু যঃ প্রশস্যঃ স পূজ্যতে ॥৩

বিশালা বহুলা ভূমির্বহুরত্নসমাচিতা।
দূরং গত্বা বিজানাতি শ্রেয়ো বৃষ্ণিকুলোদ্বহ ॥৪

শমমেব পরং মন্যে শমাৎ ক্ষেমং ভবেন্মম।
আরম্ভে পারমেষ্ঠ্যে তু ন প্রাপ্যমিতি মে মতিঃ ॥৫

এবমেতে হি জানন্তি কুলে জাতা মনস্বিনঃ।
কশ্চিৎ কদাচিদেতেষাং ভবেচ্ছ্রেষ্ঠো জনার্দন ॥৬

বয়ঞ্চৈব মহাভাগ জরাসন্ধভয়াৎ তদা।
শঙ্কিতাঃ স্ম মহাভাগ দৌরাত্ম্যাৎ তস্য চানঘ ॥৭

অহং হি তব দুর্দ্ধর্ষ ভুজবীর্য্যাশ্রয়ঃ প্রভো
নাত্মানং বলিনং মন্যে ত্বয়ি তস্মাদ্ বিশঙ্কিতে ॥৮

ত্বৎসকাশাচ্চ রামাচ্চ ভীমসেনাচ্চ মাধব।
অর্জ্জুনাদ্ বা মহাবাহো হন্তুং শক্যো ন বেতি বৈ।
এবং জানন্ হি বার্ষ্ণেয় বিমৃশামি পুনঃ পুনঃ ॥৯

ত্বং মে প্রমাণভূতোঽসি সর্বকার্য্যেষু কেশব।
তচ্ছ্রুত্বা চাব্রবীদ্ ভীমো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥১০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[জরাসন্ধকে উপলক্ষ করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলাপ।]

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—আপনি অতি বুদ্ধিমান্, আপনি যাহা বলিলেন অন্য কেহ এরূপ বলিতে পারে না। এ ভূমণ্ডলে আপনার তুল্য সংশয়-নিরাসক অন্য কেহই নাই।১

আজকাল ঘরে ঘরেই রাজা আছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ প্রিয়কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁহারা সাম্রাজ্যলাভ করিতে পারেন নাই। সম্রাট্‌পদবী অতিকষ্টে লাভ করা যায়।২

যে ব্যক্তি পরের মর্য্যাদা জানেন, তিনি নিজের প্রশংসা কিরূপে করিতে পারেন? পরের সহিত সমবেত হইয়া যিনি প্রশংসার যোগ্য হন, তিনিই সকলের পূজ্য হন।৩

হে বৃষ্ণিবংশাবতংস। এ পৃথিবী বহু বিস্তীর্ণ এবং বহু রত্নে পরিপূর্ণ। মানুষ দূরে যাইয়া ইহা জানিতে পারে যে, কিভাবে নিজের কল্যাণ হইবে।৪

আমি মনে করি অন্তঃকরণের সংযমই উৎকৃষ্ট উপায়। এই ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারাই আমার মঙ্গল হইবে। রাজসূয়যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তদীয় ফল ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি তাহা দ্বারা অসম্ভব। আমার ত এইরূপই ধারণা।৫

হে জনার্দ্দন। আমাদের কুলে উৎপন্ন এই সমস্ত মনস্বিগণও এরূপ জানেন, ইঁহাদের মধ্যে কখনও কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন।৬

হে মহাভাগ। আমরাও তখন জরাসন্ধের ভয়ে এবং তাঁহার দৌরাত্ম্যে শঙ্কিত হইয়াছিলাম। হে প্রভো। আমি ত আপনারই দুর্দ্ধর্ষ বাহুবল আশ্রয় করিয়া আছি। আপনি সেই জরাসন্ধ হইতে শঙ্কিত হইলে আমি নিজেকে বলবান্ বলিয়া মনে করিতে পারি না।৭-৮

হে মহাবাহো মাধব। আপনি, বলরাম, ভীমসেন অথবা অর্জ্জুন এই চারিজনের মধ্যে কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারেন কি না, হে

ভীম উবাচ ।
অনারম্ভপরো রাজা বল্মীক ইব সীদতি ।
দুর্বলশ্চানুপায়েন বলিনং যোঽধিতিষ্ঠতি ॥১১
অতন্দ্রিতশ্চ প্রায়েণ দুর্বলো বলিনং রিপুম্ ।
জয়েৎ সম্যক্ প্রয়োগেণ নীত্যার্থানাত্মনো হিতান্॥২২
কৃষ্ণে নয়ো ময়ি বলং জয়ঃ পার্থে ধনঞ্জয়ে ।
মাগধং সাধয়িষ্যাম ইষ্টিং ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ॥১৩
(ত্বদ্‌বুদ্ধিবলমাশ্রিত্য সর্বং প্রাপ্স্যতি ধর্মরাট্ ।
জয়োঽস্মাকং হি গোবিন্দ যেষাং নাথো ভবান্ সদা ॥)
কৃষ্ণ উবাচ ।
অর্থানারভতে বালো নানুবন্ধমবেক্ষতে ।
তস্মাদরিং ন মৃষ্যন্তি বালমর্থপরায়ণম্ ॥১৪

জিত্বা জয্যান্ যৌবনাশ্বিঃ পালনাচ্চ ভগীরথঃ ।
কার্ত্তবীর্য্যস্তপোবীর্য্যাদ্ বলাৎ তু ভরতো বিভুঃ ॥১৫
ঋদ্ধ্যা মরুত্তস্তান্ পঞ্চ সম্রাজস্ত্বনুশুশ্রুম ।
সাম্রাজ্যমিচ্ছতস্তে তু সর্বাকারং যুধিষ্ঠির ১৬
নিগ্রাহ্যলক্ষণং প্রাপ্তির্ধর্মার্থনয়লক্ষণৈঃ ॥১৭
বার্হদ্রথো জরাসন্ধস্তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ।
ন চৈনমনুরুধ্যন্তে কুলান্যেকশতং নৃপাঃ ।
তস্মাদিহ বলাদেব সাম্রাজ্যং কুরুতে হি সঃ ॥১৮
রত্নভাজো হি রাজানো জরাসন্ধমুপাসতে ।
ন চ তুষ্যতি তেনাপি বাল্যাদনয়মাস্থিতঃ ॥১৯

বার্ষ্ণেয়! ইহা জানিবার জন্যও আমি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতেছি।৯

হে কেশব! আমার সমস্ত কার্য্যে আপনিই প্রমাণ। যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া বাক্যবিশারদ ভীমসেন এই কথা বলিলেন।১০

ভীমসেন কহিলেন,—যে রাজা সর্ব্ববিধ চেষ্টাপরাঙ্মুখ এবং যে রাজা দুর্ব্বল হইয়া অনুপায় হেতু কোন বলবান্‌কে আশ্রয় করিয়া থাকে, ইহারা উভয়েই বল্মীকের মত অবসন্ন হইয়া পড়ে।১১

যে ব্যক্তি আলস্যশূন্য হইয়া যুক্তি ও নীতি অনুসারে কার্য্য করেন, তিনি দুর্ব্বল হইয়াও যুদ্ধাদি প্রয়োগ দ্বারা বলবান্ শত্রুকে সম্যক্ জয় করিতে পারেন এবং নিজের হিত ও অভীষ্ট বিষয়ের লাভ করিতে পারেন।১২

শ্রীকৃষ্ণে নীতি, আমাতে বল এবং ধনঞ্জয় অর্জ্জুনে জয় নির্দ্ধারিত আছে। অতএব যেরূপ অগ্নিত্রয় যজ্ঞ সাধন করেন, সেইরূপ আমরা তিনজন মিলিত হইয়া মগধরাজ জরাসন্ধের বধ সাধন করিব।১৩

(হে গোবিন্দ! আপনার বুদ্ধি বলকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সব কিছুই পাইতে পারেন। আপনি সর্ব্বদা যাহাদের প্রতিপালক, সেই আমাদের জয় নিশ্চিতই হইবে।)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—অজ্ঞ ব্যক্তি কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু তাহার পরিণাম কি তাহা দেখে না, সেই হেতু স্বার্থসাধনতৎপর অজ্ঞ শত্রুকে বিবেচকগণ সহ্য করিতে পারে না। যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতা জয়যোগ্য শত্রুগণকে জয় করিয়া সম্রাট্ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগীরথ প্রজাপালন করিয়া, কার্ত্তবীর্য্য তপোবলে এবং রাজা ভরত স্বাভাবিক বলে সম্রাট্ হইয়াছিলেন।১৪-১৫

সেইরূপ রাজা মরুত্ত স্বকীয় সমৃদ্ধি দ্বারা সম্রাট্ হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত আমরা ঐ পাঁচজন সম্রাটের নাম শুনিয়া আসিতেছি। হে যুধিষ্ঠির! এই মান্ধাতা প্রভৃতি সকলেই এক এক গুণ থাকায় সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন। আপনি সম্পূর্ণরূপে সম্রাট্‌পদ লাভ করিতে চাহিতেছেন,

মূর্ধাভিষিক্তং নৃপতিং প্রধানপুরুষো বলাৎ
আদত্তে ন চ নো দৃষ্টোঽভাগঃ পুরুষতঃ ক্বচিৎ ॥২০
এবং সর্বান্ বশে চক্রে জরাসন্ধঃ শতাবরান্।
তং দুর্বলতরো রাজা কথং পার্থ উপৈষ্যতি ॥২১
প্রোক্ষিতানাং প্রমৃষ্টানাং রাজ্ঞাং পশুপতের্গৃহে।
পশূনামিব কা প্রীতির্জীবিতে ভরতর্ষভ ॥২২
ক্ষত্রিয়ঃ শস্ত্রমরণো যদা ভবতি সৎকৃতঃ।
ততঃ স্ম মাগধং সংখ্যে প্রতিবাধেম যদ্বয়ম্ ॥২৩
ষড়শীতিঃ সমানীতাঃ শেষা রাজংশ্চতুর্দশ
জরাসন্ধেন রাজানস্ততঃ ক্রূরং প্রবর্ৎস্যতে ॥২৪
প্রাপ্নুয়াৎ স যশো দীপ্তং তত্র যো বিঘ্নমাচরেৎ।
জয়েদ্ যশ্চ জরাসন্ধং স সম্রাড্ নিয়তং ভবেৎ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

সাম্রাজ্য প্রাপ্তির যে পাঁচটি গুণ—শত্রু জয়, প্রজাপালন, তপঃশক্তি, ধন সমৃদ্ধি ও নীতি, এই সমস্ত গুণ আপনার মধ্যে রহিয়াছে।১৬-১৭

হে ভরতর্ষভ! বৃহদ্রথ পুত্র জরাসন্ধ এক্ষণে সম্রাট্ জানিবেন। ক্ষত্রিয়গণের একশত কুল কখনও তাঁহাকে অনুসরণ করে না, সেই হেতু জোর করিয়াই তিনি এখানে সাম্রাজ্য করিতেছেন।১৮

রত্নাধিপতি রাজগণ জরাসন্ধের উপাসনা করেন, কিন্তু জরাসন্ধের ব্যবহারে তাঁহারাও সন্তুষ্ট নন। তাঁহাদের উপর অজ্ঞতাবশতঃ তিনি বিগর্হিত অত্যাচার করেন।১৯

আজকাল তিনি প্রধান পুরুষ হইয়া বলপূর্ব্বক মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাকে গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহারা বিধি অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, যিনি তাঁহাকে করভাগ প্রদান করেন না, এরূপ পুরুষ কোথায়ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।২০

এই প্রকারে জরাসন্ধ শত অপেক্ষা কিছু ন্যূন সমস্ত রাজগণকে বশে আনিয়া লইলেন। হে পৃথানন্দন! দুর্ব্বলতর রাজা কিরূপে তাঁহার নিকটে আসিবে?২১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বলি প্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমার্জ্জিত হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির মন্দিরে আবদ্ধ আছেন, তাঁহাদের জীবনধারণে আনন্দের আর কি আছে?২২

ক্ষত্রিয় যখন যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যুবরণ করে, তখন তাহাই তাহার সৎকার হয়। এজন্য আমরা জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রতিহত করিব।২৩

হে রাজন্! জরাসন্ধ একশত জনের মধ্যে ছিয়াশী জন রাজাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। কেবল চৌদ্দজনকে আনয়ন করিতে বাকী আছে। ঐ চৌদ্দজন রাজা আনীত হইলেই তিনি ক্রূরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন।২৪

যিনি তাঁহার কর্ম্মে বিঘ্ন আচরণ করিবেন, তিনি প্রদীপ্ত যশোলাভ করিবেন এবং যিনি জরাসন্ধকে জয় করিবেন, তিনি নিশ্চয় সম্রাট্ হইবেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[জরাসন্ধং জেতুমুৎসাহহীনস্য যুধিষ্ঠিরস্য সমীপে অর্জ্জুনস্য উৎসাহপূর্ণবাক্যকথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সম্রাড়্গুণমভীপ্সন্ বৈ যুষ্মান্ স্বার্থপরায়ণঃ।
কথং প্রহিণুয়াং কৃষ্ণ সোঽহং কেবলসাহসাৎ ॥১

ভীমার্জুনাবুভৌ নেত্রে মনো মন্যে জনার্দনম্।
মনশ্চক্ষুর্বিহীনস্য কীদৃশং জীবিতং ভবেৎ ॥২

জরাসন্ধবলং প্রাপ্য দুষ্পারং ভীমবিক্রমম্।
যমোঽপি ন বিজেতাজৌ তত্র বঃ কিং বিচেষ্টিতম্ ॥৩

(কথং জিত্বা পুনর্যূয়মস্মান্ সম্প্রতি যাস্যথ।)
অস্মিংস্ত্বর্থান্তরে যুক্তমনর্থঃ প্রতিপদ্যতে।
তস্মান্ন প্রতিপত্তিস্তু কার্য্যা যুক্তা মতা মম ॥৪

যথাহং বিমৃশাম্যেকস্তৎ তাবচ্ছ্রূয়তাং মম।
সংন্যাসং রোচয়ে সাধু কার্য্যস্যাস্য জনার্দন।
প্রতিহন্তি মনো মেঽদ্য রাজসূয়ো দুরাহরঃ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পার্থঃ প্রাপ্য ধনুঃ শ্রেষ্ঠমক্ষয্যে চ মহেষুধী।
রথং ধ্বজং সভাঞ্চৈব যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৬

অর্জুন উবাচ।

ধনুঃ শস্ত্রং শরা বীর্য্যং পক্ষো ভূমির্যশো বলম্।
প্রাপ্তমেতন্ময়া রাজন্ দুষ্প্রাপং যদভীপ্সিতম্ ॥৭
কুলে জন্ম প্রশংসন্তি বৈদ্যাঃ সাধু সুনিষ্ঠিতাঃ।
বলেন সদৃশং নাস্তি বীর্য্যং তু মম রোচতে ॥৮

ষোড়শ অধ্যায়

[জরাসন্ধকে জয় করিতে উৎসাহহীন যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের উৎসাহপূর্ণ বাক্যকথন।)

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমি সম্রাটের গুণলাভের ইচ্ছায় স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া কেবল সাহসমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক আপনাদিগকে জরাসন্ধের নিকটে কিরূপে প্রেরণ করি?১

ভীম ও অর্জ্জুন আমার দুই চক্ষুস্বরূপ এবং জনার্দ্দন আপনাকে আমি মনঃস্বরূপ মনে করি। অতএব এই তিনজনকে তথায় প্রেরণ করিয়া মনোহীন ও চক্ষুবিহীন হইয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?২

জরাসন্ধের সৈন্যের পার পাওয়া কঠিন, তাহাদের বিক্রমও ভয়ানক, যুদ্ধে তাহার সৈন্যকে যমরাজও জয় করিতে পারেন না। তথায় আপনাদের প্রযত্ন কি করিতে পারে?৩

(আপনারা কি প্রকারে তাঁহাকে জয় করিয়া পুনরায় আমাদের নিকটে ফিরিয়া আসিবেন?) যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থ ঘটিবে, তখন আমার মতে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত।৪

হে জনার্দ্দন। আমি একাকী এবিষয়ে যেরূপ বিবেচনা করিয়াছি, আমার সেই বিবেচিত বিষয় আপনি শ্রবণ করুন। এই কার্য্যের অভিলাষ পরিত্যাগ করাই ভাল। রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন, এজন্য আজ আমার মন প্রতিহত হইতেছে।৫

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অর্জ্জুন উৎকৃষ্ট গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, রথ, ধ্বজ ও সভা প্রাপ্ত হইয়া উৎসাহভরে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন।৬

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে রাজন্! ধনু, শস্ত্র, বাণ, পরাক্রম, স্বপক্ষ (সহায়ক), ভূমি, যশ ও বল—এই সকল অতি দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু যাহা অভীপ্সিত এই সমস্তই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি।৭

নিষ্ঠাসম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ উত্তম কুলে জন্মকে প্রশংসা করেন; পরন্তু উহাও বলের তুল্য হয় না।

কৃতবীর্য্যকুলে জাতো নির্বীর্য্যঃ কিং করিষ্যতি।
নির্বীর্য্যে তু কুলে জাতো বীর্য্যবাংস্তু বিশিষ্যতে ॥৯

ক্ষত্রিয়ঃ সর্বশো রাজন্ যস্য বৃত্তির্দ্বিষজ্জয়ে।
সর্ব্বৈর্গুণৈর্বিহীনোঽপি বীর্য্যবান্ হি তরেদ্
রিপূন্ ॥১০

সর্ব্বৈরপি গুণৈর্যুক্তো নির্বীর্য্যঃ কিং করিষ্যতি!
গুণীভূতা গুণাঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি হি পরাক্রমে ॥১১

জয়স্য হেতুঃ সিদ্ধির্হি কর্ম দৈবঞ্চ সংশ্রিতম্।
সংযুক্তো হি বলৈঃ কশ্চিৎ প্রমাদান্নোপযুজ্যতে ॥১২

তেন দ্বারেণ শত্রুভ্যঃ ক্ষীয়তে সবলো রিপুঃ ॥১৩

দৈন্যং যথা বলবতি তথা মোহো বলান্বিতে।
তাবুভৌ নাশকৌ হেতূ রাজ্ঞা ত্যাজ্যৌ জয়ার্থিনা ॥১৪

জরাসন্ধবিনাশঞ্চ রাজ্ঞাঞ্চ পরিরক্ষণম্।
যদি কুর্য্যাম যজ্ঞার্থং কিং ততঃ পরমং ভবেৎ ॥১৫

অনারম্ভে হি নিয়তো ভবেদগুণনিশ্চয়ঃ।
গুণান্নিঃসংশয়াদ্ রাজন্ নৈর্গুণ্যং মন্যসে কথম্ ॥১৬

কাষায়ং সুলভং পশ্চান্মুনীনাং শমমিচ্ছতাম্।
সাম্রাজ্যং তু ভবেচ্ছক্যং বয়ং যোৎস্যামহে পরান্॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্বণি
জরাসন্ধবধমন্ত্রণে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

সুতরাং পরাক্রমই কিন্তু আমার অভিপ্রেত।৮

বীর্য্যবান্ ব্যক্তির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তি কি করিতে পারে? কিন্তু নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তির কুলে উৎপন্ন হইয়াও বীর্য্যবান্ ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়*।৯

হে রাজন্! শত্রুগণকে জয় করার বিষয়ে যাহার প্রবৃত্তি হয়, তিনিই সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। বলবান্ পুরুষ সকল গুণবিহীন হইলেও শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন।১০

নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও কিছুই করিতে পারে না; যেহেতু পরাক্রমশালী ব্যক্তিতে সমস্ত গুণ গুণীভূত হইয়া থাকে।১১

প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি ও উৎসাহসিদ্ধি এই ত্রিবিধ সিদ্ধি জয়ের হেতু, তাহা কর্ম্ম ও দৈব এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বলসংযুক্ত হইয়াও প্রমাদবশতঃ কার্য্যসাধনে উপযুক্ত হয় না।১২

সেই প্রমাদ দ্বারা প্রবল শত্রুও শত্রুগণ হইতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১৩

বলবান্ পুরুষে দীনতা প্রকাশ যেরূপ দোষাবহ, সেইরূপ বলান্বিত পুরুষে মোহপ্রাপ্ত হওয়াও দোষ। দীনতা ও মোহ এই দুইটি বিনাশক হেতু, এজন্য জয়ার্থী রাজা এই দুইটিকে পরিত্যাগ করিবেন।১৪

যদি আমরা রাজসূয় যজ্ঞের সিদ্ধির জন্য জরাসন্ধের বিনাশ ও অন্যান্য ভূপতিগণের পরিরক্ষণ করিতে পারি, তবে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম আর কি হইতে পারে?১৫

যদি আমরা যজ্ঞারম্ভ না করি, তবে নিশ্চয় আমাদের গুণহীনতা প্রকটিত হইবে। এই হেতু হে রাজন্! সুনিশ্চিত গুণকে উপেক্ষা করিয়া আপনি কেন নির্গুণতা স্বীকার করিতে মনস্থ করিতেছেন?১৬

এরূপ করিলে শান্তিকামী মুনিগণের কাষায়বস্ত্র আমাদেরও সুলভ হইবে। (কাষায় বসন পরিধান পূর্ব্বক বনগমনই শ্রেয়।) আমরা কিন্তু সাম্রাজ্য লাভ করিতে সমর্থ, অতএব আমরা শত্রুগণের সহিত যুদ্ধই করিব।১৭

---

* এই শ্লোকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও দেখা যায়,—
মহাপরাক্রমী রাজা কৃতবীর্য্যের বংশে জন্মিয়াও যে জরাসন্ধ হয় নির্বল তিনি আমাদের কি করিবেন? কারণ; নির্বল কুলে জন্মিয়াও যিনি বলবান্ ও পরাক্রমশালী, তিনিই সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বে জরাসন্ধবধের মন্ত্রণাবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন অর্জুনবাক্যস্যানুমোদনম্, যুধিষ্ঠিরসমীপে প্রসঙ্গতো জরাসন্ধস্য জন্মবৃত্তান্তকথনঞ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

জাতস্য ভারতে বংশে তথা কুন্ত্যাঃ সুতস্য চ।
যা বৈ যুক্তা মতিঃ সেয়মর্জ্জুনেন প্রদর্শিতা ॥১

ন স্ম মৃত্যুং বয়ং বিদ্ম রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
ন চাপি কঞ্চিদমরমযুদ্ধেনানুশুশ্রুম ॥২

এতাবদেব পুরুষৈঃ কার্য্যং হৃদয়তোষণম্।
নয়েন বিধিদৃষ্টেন যদুপক্রমতে পরান্ ॥৩

সুনয়স্যানপায়স্য সংযোগে পরমঃ ক্রমঃ।
সংগত্যা জায়তেঽসাম্যং সাম্যঞ্চ ন ভবেদ্ দ্বয়োঃ ॥৪

অনয়স্যানুপায়স্য সংযুগে পরমঃ ক্ষয়ঃ।
সংশয়ো জায়তে সাম্যাজ্জয়শ্চ ন ভবেদ্ দ্বয়োঃ ॥৫

তে বয়ং নয়মাস্থায় শত্রুদেহসমীপগাঃ।
কথমন্তং ন গচ্ছেম বৃক্ষস্যেব নদীরয়াঃ।
পররন্ধ্রে পরাক্রান্তাঃ স্বরন্ধ্রাবরণে স্থিতাঃ ॥৬

ব্যূঢানীকৈরতিবলৈর্ন যুধ্যেদরিভিঃ সহ।
ইতি বুদ্ধিমতাং নীতিস্তন্মমাপীহ রোচতে ॥৭

অনবদ্যা হ্যসম্বুদ্ধাঃ প্রবিষ্টাঃ শত্রুসদ্ম তৎ।
শত্রুদেহমুপাক্রম্য তং কামং প্রাপ্নুয়ামহে ॥৮

একো হ্যেব শ্রিয়ং নিত্যং বিভর্ত্তি পুরুষর্ষভঃ।
অন্তরাত্মেব ভূতানাং তৎক্ষয়ং নৈব লক্ষয়ে ॥৯

অথবৈনং নিহত্যাজৌ শেষেণাপি সমাহতাঃ।
প্রাপ্নুয়াম ততঃ স্বর্গং জ্ঞাতিত্রাণপরায়ণাঃ ॥১০

সপ্তদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনবাক্যের অনুমোদন এবং প্রসঙ্গক্রমে যুধিষ্ঠিরের নিকট জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত কথন।]

শ্রীবাসুদেব কহিলেন—ভরতবংশে জাত ও কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের যেরূপ উপযুক্ত বুদ্ধি হওয়া উচিত, অর্জ্জুন তাহার পরিচয় দেখাইয়াছেন।১

মৃত্যু দিবাভাগে কি রাত্রিভাগে হইবে তাহা আমরা জানিনা এবং যুদ্ধ না করিয়া কোন ব্যক্তিকে অমর হইতেও শুনি নাই।২

অতএব নীতিশাস্ত্রের বচন অনুসারে বীরপুরুষের অবশ্যই শত্রুগণকে আক্রমণ করা উচিত, কারণ উহাতে স্বকীয় হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়।৩

যে ব্যক্তি সুনীতিসম্পন্ন ও বিপত্তিরহিত। তাহার শত্রুকে আক্রমণ কর্ত্তব্য; কারণ যুদ্ধে একের উৎকর্ষ ও অন্যের অপকর্ষরূপ অসাম্য অবশ্যই হইয়া থাকে। দুই পক্ষের সমতা কদাচ হয় না।৪

যে ব্যক্তি নীতিহীন ও উপায়হীন, সংগ্রামে তাহার সর্ব্বপ্রকারে ক্ষয় হয়। যদি উভয় পক্ষের সমতা থাকে, তবে সংশয় হয়; সেখানে উভয়ের মধ্যে জয় কাহারও হয় না।৫

আমরা নীতিকে আশ্রয় করিয়া যখন শত্রুশরীর সমীপবর্ত্তী হইব, তখন নদীর বেগ যেমন বৃক্ষকে নষ্ট করে, সেইরূপ আমরা স্বরন্ধ্র আবরণ পূর্ব্বক শত্রুরন্ধ্র আক্রমণ করিলে শত্রুর অন্ত করিতে পারিব না কেন?৬

যে শত্রু বহুসৈন্যের অধীশ্বর ও অত্যন্ত বলবান্, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে না, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের ইহাই নীতি এবং ইহা আমারও অভিপ্রেত।৭

আমরা গোপনে সেই শত্রুগৃহে প্রবেশ করিলে তাহাতে আমাদের নিন্দা কিছু হইবে না। আমরা শত্রুদেহ আক্রমণ করিয়া সেই কামনা পূর্ণ করিতে পারি।৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ জরাসন্ধ প্রাণিগণের অন্তরাত্মার ন্যায় সর্ব্বদা একাকী সাম্রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করিতেছেন। কি প্রকারে তাঁহার বিনাশ করা

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কৃষ্ণ কোঽয়ং জরাসন্ধঃ কিংবীর্য্যঃ কিংপরাক্রমঃ।
যস্ত্বাং স্পৃষ্ট্বাগ্নিসদৃশং ন দগ্ধঃ শলভো যথা ॥১১

কৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু রাজন্ জরাসন্ধো যদ্‌বীর্য্যো যৎপরাক্রমঃ।
যথা চোপেক্ষিতোঽস্মাভির্বহুশঃ কৃতবিপ্রিয়ঃ ॥১২

অক্ষৌহিণীনাং তিসৃণাং পতিঃ সমরদর্পিতঃ।
রাজা বৃহদ্রথো নাম মগধাধিপতির্বলী ॥১৩

রূপবান্ বীর্যসম্পন্নঃ শ্রীমানতুলবিক্রমঃ।
নিত্যং দীক্ষাঙ্কিততনুঃ শতক্রতুরিবাপরঃ ॥১৪

তেজসা সূর্য্যসঙ্কাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
যমান্তকসমঃ ক্রোধে শ্রিয়া বৈশ্রবণোপমঃ ॥১৫

তস্যাভিজনসংযুক্তৈর্গুণৈর্ভরতসত্তম।
ব্যাপ্তেয়ং পৃথিবী সর্বা সূর্য্যস্যেব গভস্তিভিঃ ॥১৬

স কাশিরাজস্য সুতে যমজে ভরতর্ষভ।
উপযেমে মহাবীর্য্যো রূপদ্রবিণসংযুতে।
তয়োশ্চকার সময়ং মিথঃ স পুরুষর্ষভঃ ॥১৭

নাতিবর্ত্তিষ্য ইত্যেবং পত্নীভ্যাং সন্নিধৌ তদা।
স তাভ্যাং শুশুভে রাজা পত্নীভ্যাং বসুধাধিপঃ ॥১৮

প্রিয়াভ্যামনুরূপাভ্যাং করেণুভ্যামিব দ্বিপঃ।
তয়োর্মধ্যগতশ্চাপি ররাজ বসুধাধিপঃ ॥১৯

গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে মূর্ত্তিমানিব সাগরঃ।
বিষয়েষু নিমগ্নস্য তস্য যৌবনমভ্যগাৎ ॥২০

যায়, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। তাহার বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতেছি।৯

অথবা যদি যুদ্ধে জরাসন্ধকে নিহত করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণের দ্বারা আমরা নিহত হই, তাহা হইলেও জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণনিবন্ধন আমরা স্বর্গলাভ করিতে পারিব।১০

যুধিষ্ঠীর কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! এই জরাসন্ধ কে? তাঁহার বল ও পরাক্রম কিরূপ? প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ আপনাকে স্পর্শ করিয়া যিনি পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যান নাই।১১

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! জরাসন্ধের যেরূপ বীর্য্য ও যেরূপ পরাক্রম এবং যে নিমিত্ত সে অনেকবার আমার অপ্রিয়াচরণ করিলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি, ঐ সমস্ত কথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন।১২

তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের স্বামী, অতিশয় সমর-দর্পিত মগধের অধীশ্বর বৃহদ্রথ নামে প্রসিদ্ধ বলবান্ এক রাজা ছিলেন।১৩

রাজা বৃহদ্রথ রূপবান্, বলবান্, ধনবান্ ও অতুল-বিক্রমশালী ছিলেন। তাঁহার শরীর দীক্ষাচিহ্নে সুশোভিত ও তিনি দ্বিতীয় ইন্দ্রসদৃশ ছিলেন।১৪

তিনি তেজে সূর্য্যসদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য, ক্রোধে যমসম, ও ঐশ্বর্য্যে কুবেরোপম ছিলেন।১৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যকিরণে যেরূপ সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহার উত্তম কুলোচিত সদ্‌গুণসমূহে সমগ্র ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছিল।১৬

হে ভরতর্ষভ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতি কাশীরাজের পরম রূপবতী যমজ দুই কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা একান্তে ঐ পত্নীদ্বয়ের নিকটে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—'আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান অনুরক্ত থাকিব, কখনও বিষম ব্যবহার করিব না'। সেই বসুধাধিপতি রাজা বৃহদ্রথ আত্মানুরূপ প্রণয়িনী-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া করেণুদ্বয় মধ্যবর্ত্তী করিরাজ যেরূপ সুশোভিত হয়, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

বসুধাধিপতি রাজা পত্নীদ্বয়ের মধ্যে যখন

ন চ বংশকরঃ পুত্রস্তস্যাজায়ত কশ্চন।
মঙ্গলৈর্বহুভির্হোমৈঃ পুত্রকামাভিরিষ্টিভিঃ।
নাসসাদ নৃপশ্রেষ্ঠঃ পুত্রং কুলবিবর্দ্ধনম্ ॥২১
অথ কাক্ষীবতঃ পুত্রং গৌতমস্য মহাত্মনঃ।
শুশ্রাব তপসি শ্রান্তমুদারং চণ্ডকৌশিকম্ ॥২২
যদৃচ্ছয়াগতং তং তু বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতম্।
পত্নীভ্যাং সহিতো রাজা সর্ব্বরত্নৈরতোষয়ৎ ॥২৩
(বৃহদ্রথঞ্চ স ঋষিঃ যথাবৎ প্রত্যনন্দত।
উপবিষ্টশ্চ তেনাথ অনুজ্ঞাতো মহাত্মনা ॥
তমপৃচ্ছৎ তদা বিপ্রঃ কিমাগমনমিত্যথা।
পৌরৈরনুগতস্যৈব পত্নীভ্যাং সহিতস্য চ ॥
স উবাচ মুনিং রাজা ভগবান্ নাস্তি মে সুতঃ।
অপুত্রস্য বৃথা জন্ম ইত্যাহুর্মুনিসত্তম ॥
তাদৃশস্য হি রাজ্যেন বৃদ্ধত্বে কিং প্রয়োজনম্।
সোঽহং তপশ্চরিষ্যামি পত্নীভ্যাং সহিতো বনে ॥
নাপ্রজস্য মুনে কীর্ত্তিঃ স্বর্গশ্চৈবাক্ষয়ো ভবেৎ।
এবমুক্তস্য রাজ্ঞা তু মুনেঃ কারুণ্যমাগতম্ ॥)

তমব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ সত্যবাগৃষিসত্তমঃ।
পরিতুষ্টোঽস্মি রাজেন্দ্র বরং বরয় সুব্রত ॥২৪

ততঃ সভার্য্যঃ প্রণতস্তমুবাচ বৃহদ্রথঃ।
পুত্রদর্শননৈরাশ্যাদ্ বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা ॥২৫

বিরাজিত থাকেন, তখন গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে মূর্ত্তিমান্ সাগর যেরূপ শোভা পাইতে থাকেন, সেইরূপ শোভা ধারণ করিলেন।

বিষয় রসে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার সারা যৌবন অতিবাহিত হইল, কিন্তু বংশকর কোন পুত্র তাঁহার জন্মগ্রহণ করিল না। ঐ নৃপশ্রেষ্ঠ পুত্রকামনায় বহুবিধ মাঙ্গলিক কৃত্য, হোম, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ প্রভৃতি করাইলেন, কিন্তু বংশবৃদ্ধিকর পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই।১৭-২১

তিনি একদিন শুনিতে পাইলেন, গৌতম-বংশীয় মহাত্মা কাক্ষীবানের পুত্র পরম উদার চণ্ডকৌশিক মুনি তপস্যায় শ্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করত এক বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা বৃহদ্রথ পত্নীদ্বয়ের সহিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রত্ন প্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন।২২-২৩

(এবং সেই ঋষি যথোচিত ব্যবহারে বৃহদ্রথকেও প্রসন্ন করিলেন অনন্তর মহাত্মা ঋষির অনুজ্ঞা লাভ করিয়া রাজা তথায় উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে রাজন্! আপনি পত্নীদ্বয় ও পুরবাসিগণের সহিত কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিয়াছেন?

তখন রাজা মুনিকে কহিলেন,—হে ভগবন্! আমার পুত্র নাই, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পুত্রহীন ব্যক্তির জন্ম বৃথা, ইহা সকলেই বলে। পুত্রহীন অবস্থায় বৃদ্ধ হইলে আমার এই রাজ্য দ্বারা আর কি প্রয়োজন? সেইজন্য আমি পত্নীদ্বয়ের সহিত এখন বনে থাকিয়া তপস্যা করিব। হে মুনে! সন্তানহীন ব্যক্তির ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ হয় না এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ লাভও হয় না। রাজা মুনিকে এইপ্রকার বলিলে রাজার প্রতি মুনির করুণা উপস্থিত হইল।)

সত্যধৃতি ও সত্যবাক্ ঋষিশ্রেষ্ঠ চণ্ডকৌশিক তাঁহাকে বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! আমি আপনার কথায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে সুব্রত! আপনি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করুন। তাহার পর ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত রাজা বৃহদ্রথ মুনিকে প্রণাম করিয়া পুত্রমুখ দর্শনে নৈরাশ্যহেতু বাষ্পসন্দিগ্ধ বাক্যে কহিলেন।২৪-২৫

রাজোবাচ।

ভগবন্ রাজ্যমুৎসৃজ্য প্রস্থিতোঽহং তপোবনম্।
কিং বরেণাল্পভাগ্যস্য কিং রাজ্যেনাপ্রজস্য মে ॥২৬

কৃষ্ণ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মুনির্ধ্যানমগমৎ ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ।
তস্যৈব চাম্রবৃক্ষস্যচ্ছায়ায়াং সমুপাবিশৎ ॥২৭

তস্যোপবিষ্টস্য মুনেরুৎসঙ্গে নিপপাত হ।
অবাতমশুকাদষ্টমেকমাম্রফলং কিল ॥২৮

তৎ প্রগৃহ্য মুনিশ্রেষ্ঠো হৃদয়েনাভিমন্ত্র্য চ।
রাজ্ঞে দদাবপ্রতিমং পুত্রসম্প্রাপ্তিকারণম্ ॥২৯

উবাচ চ মহাপ্রাজ্ঞস্তং রাজানং মহামুনিঃ।
গচ্ছ রাজন্ কৃতার্থোঽসি নিবর্ত্তস্ব নরাধিপ ॥৩০

(এষ তে তনয়ো রাজন্ মা তপ্সীস্ত্বং তপো বনে।
প্রজাঃ পালয় ধর্ম্মেণ এষ ধর্ম্মো মহীক্ষিতাম্ ॥

যজস্ব বিবিধৈর্যজ্ঞৈরিন্দ্রং তর্পয় চেন্দুনা।
পুত্রং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য তত আশ্রমমাব্রজ ॥

অষ্টৌ বরান্ প্রযচ্ছামি তব পুত্রস্য পার্থিব।
ব্রহ্মণ্যতামজেয়ত্বং যুদ্ধেষু চ তথা রতিম্ ॥

প্রিয়াতিথেয়তাঞ্চৈব দীনানামন্ববেক্ষণম্।
তথা বলঞ্চ সুমহল্লোকে কীর্ত্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥
অনুরাগং প্রজানাঞ্চ দদৌ তস্মৈ স কৌশিকঃ ॥)

এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্বাক্যং শিরসা প্রণিপত্য চ।
মুনেঃ পাদৌ মহাপ্রাজ্ঞঃ স নৃপঃ স্বগৃহং গতঃ ॥৩১

রাজা কহিলেন—হে ভগবন্! আমি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রস্থান করিয়াছি। আমি অত্যন্ত মন্দভাগ্য ও সন্তানহীন, সুতরাং আমার বরপ্রার্থনা বা রাজ্যের দ্বারা আর কি প্রয়োজন আছে?২৬

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—রাজার এই কাতর বচন শুনিয়া মুনি ক্ষুভিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই আম্রবৃক্ষের ছায়াতেই উপবেশন পূর্ব্বক ধ্যান করিতে লাগিলেন।২৭

সেইভাবে তথায় সমুপবিষ্ট মুনির ক্রোড়দেশে বায়ুচালিত ও শুকদংশনবিরহিত একটি আম্রফল নিপতিত হইল।২৮

মুনিপ্রধান চণ্ডকৌশিক পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্তীভূত সেই অনুপম আম্রফল গ্রহণ করিয়া মনে মনে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করত রাজাকে উহা প্রদান করিলেন।২৯

তাহার পর মহাজ্ঞানী ঐ মহামুনি সেই রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। হে নরাধিপ! এখন আপনি রাজধানীতে গমন করুন।৩০

হে রাজন্! এইফল আপনার পুত্র লাভ করাইবে। অতএব আপনি তপোবনে থাকিয়া আর তপস্যা করিবেন না। প্রজাগণের পালন করুন,—ইহাই রাজগণের ধর্ম্ম।

বিবিধ যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের যজন করুন এবং ইন্দ্রকে সোমরসে তৃপ্ত করুন। পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করাইয়া পরে আপনি বানপ্রস্থাশ্রমে আগমন করিবেন। হে রাজন্! আপনার পুত্রের জন্য আমি আটটি বর দান করিতেছি। এই পুত্র ব্রাহ্মণভক্ত ও অজেয় হইবে এবং যুদ্ধে আসক্তি থাকিবে।

অতিথি সৎকারে প্রীতি, দীনব্যক্তিগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি থাকিবে এবং সুমহৎ বল, লোকে অক্ষয় কীর্ত্তি ও প্রজাবর্গের প্রতি অনুরাগ থাকিবে। চণ্ডকৌশিক রাজাকে এই আটটি বর দান করিলেন।)

যথাসময়মাজ্ঞায় তদা স নৃপসত্তম ।
দ্বাভ্যামেকং ফলং প্রাদাৎ পত্নীভ্যাং ভরতর্ষভ ॥৩২
তে তদাম্রং দ্বিধা কৃত্বা ভক্ষয়ামাসতুঃ শুভে ।
ভাবিত্বাদপি চার্থস্য সত্যবাক্যতয়া মুনেঃ ॥৩৩
তয়োঃ সমভবদ্ গর্ভঃ ফলপ্রাশনসম্ভবঃ ।
তে চ দৃষ্ট্বা স নৃপতিঃ পরাং মুদমবাপ হ ॥৩৪
অথ কালে মহাপ্রাজ্ঞ যথাসময়মাগতে ।
প্রজায়েতামুভে রাজন্ শরীরশকলে তদা ॥৩৫
একাক্ষিবাহুচরণে অর্ধোদরমুখস্ফিচে ।
দৃষ্ট্বা শরীরশকলে প্রবেপতুরুভে ভৃশম্ ॥৩৬
উদ্বিগ্নে সহ সম্মন্ত্র্য তে ভগিন্যৌ তদাবলে ।
সজীবে প্রাণিশকলে তত্যজাতে সুদুঃখিতে ॥৩৭

মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ রাজা বৃহদ্রথ মুনির চরণযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া স্বভবনে গমন করিলেন ।৩১

হে ভরতর্ষভ ! নৃপশ্রেষ্ঠ সেই বৃহদ্রথ তখন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দুই পত্নীকে একটি ফল প্রদান করিলেন ।৩২

তাঁহারা দুইজন সেই আম্রফল দুই খণ্ড করিয়া শুভ সময়ে ভক্ষণ করিলেন, কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিত্ব-হেতু ও মুনির সত্যবাক্যতার প্রভাবে ফল-ভক্ষণানন্তর দুই পত্নীরই গর্ভ হইয়াছিল, গর্ভবতী পত্নীদ্বয়কে দেখিয়া সেই রাজা পরম আনন্দ লাভ করিলেন ।৩৩-৩৪

হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্ ! অনন্তর যথাসময়ে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে উভয় পত্নী তখন গর্ভ হইতে শরীরের এক এক খণ্ড প্রসব করিলেন ।৩৫

প্রত্যেক খণ্ডে এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধ মুখ ও অর্দ্ধস্ফিক্ বিশিষ্ট এক এক দেহার্দ্ধ দেখিয়া উভয়েই ভয়ে অত্যন্ত কম্পিত-কলেবর হইয়াছিলেন ।৩৬

তয়োর্ধাত্র্যৌ সুসংবীতে কৃত্বা তে গর্ভসংপ্লবে ।
নির্গম্যান্তঃপুরদ্বারাৎ সমুৎসৃজ্যাভিজগ্মতুঃ ॥৩৮
তে চতুষ্পথনিক্ষিপ্তে জরা নামাথ রাক্ষসী ।
জগ্রাহ মনুজব্যাঘ্র মাংসশোণিতভোজনা ॥৩৯
কর্ত্তুকামা সুখবহে শকলে সা তু রাক্ষসী ।
সংযোজয়ামাস তদা বিধানবলচোদিতা ॥৪০
তে সমানীতমাত্রে তু শকলে পুরুষর্ষভ ।
একমূর্ত্তিধরো বীরঃ কুমারঃ সমপদ্যত ॥৪১
ততঃ সা রাক্ষসী রাজন্ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনা ।
ন শশাক সমুদ্বোঢ়ুং বজ্রসারময়ং শিশুম্ ॥৪২
বালস্তাম্রতলং মুষ্টিং কৃত্বা চাস্যে নিধায় সঃ ।
প্রাক্রোশদতিসংরব্ধঃ সতোয় ইব তোয়দঃ ॥৪৩

দুই জনই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সেই অবলা ভগিনীদ্বয় তখন অতীব দুঃখিতা হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত সজীব প্রাণিখণ্ড দুইটি পরিত্যাগ করিলেন ।৩৭

দুই জনের দুই ধাত্রী তাঁহাদের আদেশ অনু-সারে সেই সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া অন্তঃপুর দ্বার হইতে নির্গত হইয়া এক চতুষ্পথে ফেলিয়া চলিয়া গেল ।৩৮

হে পুরুষসিংহ ! অনন্তর চতুষ্পথে নিক্ষিপ্ত সেই দেহার্দ্ধ খণ্ড দুইটি মাংস ও শোণিত ভোজন-শীলা জরা নাম্নী রাক্ষসী গ্রহণ করিল ।৩৯

বিধাতার বিধানে প্রেরিতা হইয়া সেই রাক্ষসী ঐ দুই দেহার্দ্ধ খণ্ড সুখবাহ্য করিবার ইচ্ছায় তখন একত্র সংযোজিত করিল ।৪০

হে পুরুষর্ষভ ! সেই খণ্ড দুইটি একত্র সংযোগ করা মাত্র এক শরীরধারী বীর কুমার সম্পাদিত হইল ।৪১

হে রাজন্ ! সেই রাক্ষসী তাহা দেখিয়া

তেন শব্দেন সম্ভ্রান্তঃ সহসান্তঃপুরে জনঃ।
নির্জগাম নরব্যাঘ্র রাজ্ঞা সহ পরন্তপ ॥৪৪

তে চাবলে পরিম্লানে পয়ঃপূর্ণপয়োধরে।
নিরাশে পুত্রলাভায় সহসৈবাভ্যগচ্ছতাম্ ॥৪৫

অথ দৃষ্ট্বা তথাভূতে রাজা নংচেষ্টাসন্ততিম্।
তঞ্চ বালং সুবলিনং চিন্তয়ামাস রাক্ষসী ॥৪৬

নাহামি বিষয়ে রাজ্ঞো বসন্তী পুত্রগৃদ্ধিনঃ।
বালং পুত্রমিমং হন্তুং ধার্মিকস্য মহাত্মনঃ ॥৪৭

সা তং বালমুপাদায় মেঘলেখেব ভাস্করম্।
কৃত্বা চ মানুষং রূপমুবাচ বসুধাধিপম্ ॥৪৮

রাক্ষস্যুবাচ।

বৃহদ্রথ সুতস্তেঽয়ং ময়া দত্তঃ প্রগৃহ্য তাম্।
তব পত্নীদ্বয়ে জাতো দ্বিজাতিবরশাসনাৎ।
ধাত্রীজনপরিত্যক্তো ময়ায়ং পরিরক্ষিতঃ ॥৪৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ততস্তে ভরতশ্রেষ্ঠ কাশিরাজসুতে শুভে।
তং বালমভিপদ্যাশু প্রস্রবৈরভ্যষিঞ্চতাম্ ॥৫০

ততঃ স রাজা সংহৃষ্টঃ সর্ব্বং তদুপলভ্য চ।
অপৃচ্ছদ্ধেমগর্ভাভাং রাক্ষসীং তামরাক্ষসীম্ ॥৫১

বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়না হইয়া পড়িল এবং বজ্রসারময় শিশুকে বহন করিতে অসমর্থ হইল।৪২

সেই বালক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাম্রবর্ণ হস্ততল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বদনে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সজল জলধরের ন্যায় গম্ভীরস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।৪৩

হে পরন্তপ নরশার্দ্দূল! সহসা বালকের ঐ রোদন শব্দে অন্তঃপুরের জনগণ ভয়ে ত্বরান্বিত হইয়া রাজার সহিত বাহিরে নির্গত হইলেন।৪৪

দুগ্ধপূর্ণস্তনসমন্বিতা পরিম্লানবদনা অবলা সেই দুই রাজপত্নীও পুত্রলাভে হতাশ হইয়া সহসা তথায় গমন করিলেন।৪৫

অনন্তর রাক্ষসী রাজমহিষীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে সন্তান লাভে উৎসুখ ও সেই বালককে অতিশয় বলবান্ দেখিয়া চিন্তা করিল,—আমি এই রাজার রাজ্যে বাস করি, রাজাও পুত্রাভিলাষী, অতএব ধার্ম্মিক ও মহাত্মা রাজার এই বালক পুত্রকে হত্যা করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না।৪৬-৪৭

এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাক্ষসী মানুষের রূপ ধারণ করত মেঘমালা সূর্য্যকে যেরূপ ধারণ করে, সেইরূপ সেই বালককে ধারণ করিয়া রাজাকে বলিল।৪৮

রাক্ষসী কহিল,—হে বৃহদ্রথ! এই বালকটি আপনার পুত্র, আমি আপনাকে ইহা দান করিলাম, গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণের প্রভাবে আপনার পত্নীদ্বয়ের গর্ভ হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে। ধাত্রীরা ইহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছে। আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি।৪৯

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন সেই শুভলক্ষণা কাশীরাজের দুই পুত্রী ঐ বালককে শীঘ্র গ্রহণ করিয়া স্তন্য দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন।৫০

সেই রাজা তখন সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করিয়া পুত্রলাভে আনন্দিত হইয়া সেই সুবর্ণবর্ণা মানবী-রূপধারিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৫১

রাজোবাচ।

কা ত্বং কমলগর্ভাভে মম পুত্রপ্রদায়িনী।
কাময়া ব্রূহি কল্যাণি দেবতা প্রতিভাসি মে ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্বণি
জরাসন্ধোৎপত্তৌ সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

রাজা কহিলেন—হে কমলগর্ভের ন্যায় দীপ্তিশালিনি। আমার পুত্র প্রদায়িনী আপনি কে? আমাকে বলুন। হে কল্যাণি! আমার মনে হইতেছে, আপনি ইচ্ছানুরূপ বিচরণকারিণী কোন দেবতা হইবেন।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বে
জরাসন্ধের উৎপত্তিবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

[জরারাক্ষস্যা নিজপরিচয়দানম্, তন্নামানুসারেণ বালকস্য নামকরণঞ্চ]

রাক্ষস্যুবাচ।

জরা নামাস্মি ভদ্রং তে রাক্ষসী কামরূপিণী।
তব বেশ্মনি রাজেন্দ্র পূজিতা ন্যবসং সুখম্ ॥১

গৃহে গৃহে মনুষ্যাণাং নিত্যং তিষ্ঠামি রাক্ষসী।
গৃহদেবীতি নাম্না বৈ পুরা সৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ॥২

দানবানাং বিনাশায় স্থাপিতা দিব্যরূপিণী।
যো মাং ভক্ত্যা লিখেৎ কুড্যে সপুত্রাং যৌবনান্বিতাম্ ॥৩

গৃহে তস্য ভবেদ্ বৃদ্ধিরন্যথা ক্ষয়মাপ্নুয়াৎ।
ত্বদ্‌গৃহে তিষ্ঠমানাহং পূজিতাহং সদা বিভো ॥৪

অষ্টাদশ অধ্যায়

[জরারাক্ষসীর নিজ পরিচয় দান এবং
তাহার নামানুসারে বালকের নামকরণ]

রাক্ষসী কহিল,—হে রাজেন্দ্র! আপনার মঙ্গল হউক। আমার নাম জরা। আমি কামরূপিণী রাক্ষসী। ইচ্ছানুসারে আমি রূপধারণ করিতে পারি। আপনার গৃহে সম্মানিত হইয়া সুখে বাস করিতেছিলাম।১

রাক্ষসী আমি মানুষের ঘরে ঘরে সর্ব্বদা থাকি। পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা গৃহদেবী এই নামে আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।২

আমি দিব্যরূপ ধারণ করিতে সমর্থ, দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত আমাকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি যৌবনসম্পন্না সপুত্রা মদীয় মূর্ত্তি ভক্তির সহিত গৃহ ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিবে, তাহার গৃহে সর্ব্বদা বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ তাহার গৃহ সতত ধনধান্য পুত্রপৌত্রাদিতে পূর্ণ থাকিবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাহার অবনতি ঘটিবে। হে বিভো! আমি আপনার ঘরে সর্ব্বদা থাকিয়া নিত্য পূজিতা হইয়া আসিতেছি।৩-৪

লিখিতা চৈব কুড্যেষু পুত্রৈর্বহুভিরাবৃতা।
গন্ধপুষ্পৈস্তথা ধূপৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ সুপূজিতা ॥৫

সাহং প্রত্যুপকারার্থং চিন্তয়াম্যনিশং তব।
তবেমে পুত্রশকলে দৃষ্টবত্যস্মি ধার্মিক ॥৬

সংশ্লেষিতে ময়া দৈবাৎ কুমারঃ সমপদ্যত।
তব ভাগ্যান্মহারাজ হেতুমাত্রমহং ত্বিহ ॥৭

(তস্য বালস্য যৎ কৃত্যং তৎ কুরুষ্ব নরাধিপ।
মম নাম্না চ লোকেঽস্মিন্ খ্যাত এব ভবিষ্যতি ॥)
মেরুং বা খাদিতুং শক্তা কিং পুনস্তব বালকম্।
গৃহসম্পূজনাৎ তুষ্ট্যা ময়া প্রত্যর্পিতস্তব ॥৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু সা রাজংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স সংগৃহ্য কুমারং তং প্রবিবেশ গৃহং নৃপঃ ॥৯
তস্য বালস্য যৎ কৃত্যং তচ্চকার নৃপস্তদা।
আজ্ঞাপয়চ্চ রাক্ষস্যা মগধেষু মহোৎসবম্ ॥১০
তস্য নামাকরোচ্চৈব পিতামহসমঃ পিতা।
জরয়া সন্ধিতো যস্মাজ্জরাসন্ধো ভবত্বয়ম্ ॥১১
সোঽবর্দ্ধত মহাতেজা মগধাধিপতেঃ সুতঃ।
প্রমাণবলসম্পন্নো হুতাহুতিরিবানলঃ।
মাতাপিত্রোর্নন্দিকরঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥১২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বণি
জরাসন্ধোৎপত্তৌ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

আপনার গৃহভিত্তিতে বহুপুত্র সমাবৃত মদীয় প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে এবং আমি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, ভক্ষ্য, ভোজ্য প্রভৃতির দ্বারা সর্ব্বদা পূজিতা হইয়া থাকি।৫

আপনার গৃহে থাকিয়া সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে পূজিতা হইতেছি বলিয়া আমি আপনার প্রত্যুপকারের জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করি। হে ধার্ম্মিকবর! আজ দৈববশে আপনার পুত্রের দেহার্দ্ধদ্বয় আমি দেখিতে পাইলাম এবং তাহা আমি একত্র সংযোজিত করিলে একটি কুমার সম্পন্ন হইল। হে মহারাজ! আপনারই ভাগ্যক্রমে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। এখানে আমি নিমিত্ত মাত্র।৬-৭

(হে রাজন্! এখন এই বালকের যে সংস্কার আবশ্যক, তাহা আপনি করুন। এই বালক আমার নাম অনুসারে এই লোকে বিখ্যাত হইবে।) সুমেরু পর্ব্বতকেও আমি ভক্ষণ করিতে সমর্থ, সুতরাং আপনার বালককে যে ভক্ষণ করিতে পারিতাম সেই বিষয়ে আর সংশয় কি? কিন্তু আপনার গৃহে আমার পূজা হয় বলিয়া তাহাতে তুষ্ট হইয়া আমি আপনার এই পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলাম।৮

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে রাজন্! জরারাক্ষসী এইরূপ বলিয়া সেখানেই অন্তর্ধান হইয়া গেল এবং সেই রাজা ঐ বালককে লইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।৯

রাজা তখন সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি যে সমস্ত কৃত্য আবশ্যক সেই সমস্ত সংস্কার সম্পন্ন করিলেন এবং মগধদেশে জরারাক্ষসীর উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আজ্ঞা দিলেন।১০

বিধাতাসদৃশ প্রভাবশালী পিতা সেই রাজা বৃহদ্রথ ঐ বালকের নামকরণ করিলেন। জরা রাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া এই বালকের নাম জরাসন্ধ হউক, এই অভিপ্রায়ে ঐ নাম রাখিলেন।১১

মগধরাজের মহাতেজস্বী ঐ বালক মাতাপিতার আনন্দদানকারী হইয়া আহুতি দ্বারা হোমাগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ আকার ও বল সম্পন্ন হইয়া শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বে জরাসন্ধের উৎপত্তি বিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[চণ্ডকৌশিকমুনিনা জরাসন্ধস্য ভাবিবৃত্তান্তস্য কথনম্, জরাসন্ধং রাজ্যে সমভিষিচ্য রাজ্ঞো বনগমনঞ্চ]

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য পুনরেব মহাতপাঃ।
মগধেষূপচক্রাম ভগবাংশ্চণ্ডকৌশিকঃ ॥১

তস্যাগমনসংহৃষ্টঃ সামাত্যঃ সপুরঃসরঃ।
সভার্য্যঃ সহ পুত্রেণ নির্জগাম বৃহদ্রথঃ ॥২

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈস্তমর্চয়ামাস ভারত।
স নৃপো রাজ্যসংহিতং পুত্রং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥৩

প্রতিগৃহ্য চ তাং পূজাং পার্থিবাদ্ ভগবানৃষিঃ।
উবাচ মাগধং রাজন্ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৪

সর্বমেতন্ময়া জ্ঞাতং রাজন্ দিব্যেন চক্ষুষা।
পুত্রস্তু শৃণু রাজেন্দ্র যাদৃশোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥৫

অস্য রূপঞ্চ সত্ত্বঞ্চ বলমূর্জিতমেব চ।
এষ শ্রিয়া সমুদিতঃ পুত্রস্তব ন সংশয়ঃ ॥৬

প্রাপয়িষ্যতি তৎ সর্বং বিক্রমেণ সমন্বিতঃ।
অস্য বীর্য্যবতো বীর্য্যং নানুযাস্যন্তি পার্থিবাঃ ॥৭

পততো বৈনতেয়স্য গতিমন্যে যথা খগাঃ।
বিনাশমুপযাস্যন্তি যে চাস্য পরিপন্থিনঃ ॥৮

দেবৈরপি বিসৃষ্টানি শস্ত্রাণ্যস্য মহীপতে।
ন রুজং জনয়িষ্যন্তি গিরেরিব নদীরয়াঃ ॥৯

সর্বমূর্ধাভিষিক্তানামেষ মূর্দ্ধ্নি জ্বলিষ্যতি।
প্রভাহরোঽয়ং সর্বেষাং জ্যোতিষামিব ভাস্করঃ ॥১০

একোনবিংশ অধ্যায়।

[চণ্ডকৌশিকমুনি কর্তৃক জরাসন্ধের ভবিষ্যৎবৃত্তান্ত কথন এবং জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজা বৃহদ্রথের বনগমন।]

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—কিছুদিন পরে মহাতপস্বী ভগবান্ চণ্ডকৌশিক মগধদেশে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন।১

তাঁহার আগমনে রাজা বৃহদ্রথ অতিশয় আনন্দিত হইয়া অমাত্য, অগ্রগামী ভৃত্য, ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত মুনির নিকটে গমন করিলেন।২

হে ভারত! সেই রাজা মুনিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা পূজা করিলেন, এবং রাজ্য সহিত পুত্রকে তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিলেন।৩

হে রাজন্! ভগবান্ ঋষি রাজার নিকট হইতে সেই পূজা গ্রহণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে মগধরাজকে বলিলেন,—হে রাজন্! আমি দিব্য চক্ষু দ্বারা এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি। হে রাজেন্দ্র! আপনার এই পুত্র ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৪-৫

আপনার এই পুত্র রূপবান্, সত্ত্বশালী, বল ও ওজঃসম্পন্ন হইবে এবং এই পুত্র রাজ্যলক্ষ্মী সম্পন্ন হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।৬

এই পুত্র বিক্রমযুক্ত হইয়া সমস্ত অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে এবং যেমন অন্যান্য পক্ষীগণ উড্ডীন গরুড়ের গতির অনুগমন করিতে পারে না, সেইরূপ বলবান্ এই রাজকুমারের শৌর্য্যের অনুসরণ করিতে অন্য কোন রাজাই সমর্থ হইবে না। যে ব্যক্তি ইহার শত্রুতাচরণ করিবে সে নিশ্চিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।৭-৮

হে মহীপতে! নদীর বেগ যেরূপ কোন পর্ব্বতের পীড়া জন্মাইতে পারে না, সেইরূপ দেবতাগণের বহু শস্ত্রাঘাতও ইহার কোন পীড়া জন্মাইবে না।৯

মূর্দ্ধাভিষিক্ত সমস্ত রাজগণের শীর্ষে থাকিয়া এই পুত্র নিজ তেজে প্রকাশিত হইবে। সূর্য্য যেমন অন্যান্য সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের কান্তি হরণ করিয়া লয়, সেইরূপ এই পুত্র অন্য সকল রাজারই তেজ হরণ করিবে।১০

এনমাসাদ্য রাজানঃ সমৃদ্ধবলবাহনাঃ।
বিনাশমুপযাস্যন্তি শলভা ইব পাবকম্ ॥১১

এষ শ্রিয়ঃ সমুদিতাঃ সর্ব্বরাজ্ঞাং গ্রহীষ্যতি।
বর্ষাস্বিবোদীর্ণজলা নদীর্নদনদীপতিঃ ॥১২

এষ ধারয়িতা সম্যক্ চাতুর্বর্ণ্যং মহাবলঃ।
শুভাশুভমিব স্ফীতা সর্বশস্যধরা ধরা ॥১৩

অস্যাজ্ঞাবশগাঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি নরাধিপাঃ।
সর্বভূতাত্মভূতস্য বায়োরিব শরীরিণঃ ॥১৪

এষ রুদ্রং মহাদেবং ত্রিপুরান্তকরং হরম্।
সর্বলোকেষ্বতিবলঃ সাক্ষাদ্ দ্রক্ষ্যতি মাগধঃ ॥১৫

এবং ব্রুবন্নেব মুনিঃ স্বকার্য্যমিব চিন্তয়ন্।
বিসর্জ্জয়ামাস নৃপং বৃহদ্রথমথারিহন্ ॥১৬

প্রবিশ্য নগরীং চাপি জ্ঞাতিসম্বন্ধিভির্বৃতঃ।
অভিষিচ্য জরাসন্ধং মগধাধিপতিস্তদা ॥১৭

বৃহদ্রথো নরপতিঃ পরাং নির্বৃতিমাযযৌ।
অভিষিক্তে জরাসন্ধে তদা রাজা বৃহদ্রথঃ।
পত্নীদ্বয়েনানুগতস্তপোবনচরোঽভবৎ ॥১৮

ততো বনস্থে পিতরি মাত্রোশ্চৈব বিশাম্পতে।
জরাসন্ধঃ স্ববীর্য্যেণ পার্থিবানকরোদ্ বশে ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ দীর্ঘস্য কালস্য তপোবনচরো নৃপঃ।
সভার্য্যঃ স্বর্গমগমৎ তপস্তপ্ত্বা বৃহদ্রথঃ ॥২০

জরাসন্ধোঽপি নৃপতির্যথোক্তং কৌশিকেন তৎ।
বরপ্রদানমখিলং প্রাপ্য রাজ্যমপালয়ৎ ॥২১

পতঙ্গ যেরূপ অগ্নিতে পড়িয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সৈন্য ও বাহনাদি দ্বারা সমৃদ্ধশালী অন্য ভূপতিগণ ইহার সহিত বিরোধিতা করিয়া অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন।১১

আপনার এই পুত্র অন্য সমস্ত রাজগণের সমুদিত সম্পদ নিজ অধিকারে গ্রহণ করিয়া লইবে। যেরূপ বর্ষাকালে বৃষ্টিজলপূর্ণা নদীগুলিকে নদ ও নদীপতি সমুদ্র নিজ অধিকারে মিলাইয়া লন, সেইরূপ এই পুত্র অন্য রাজগণের সম্পদ্ নিজ অধিকারে গ্রহণ করিবে।১২

সকল প্রকার শস্য ধারণকারিণী সমৃদ্ধিশালিনী পৃথিবী যেরূপ শুভ ও অশুভ সকলকে আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেইরূপ এই মহাবলশালী রাজকুমার চারিবর্ণেরই সম্পূর্ণ ধারয়িতা হইবেন অর্থাৎ চারিবর্ণকেই ইনি আশ্রয় দান করিবেন।১৩

দেহধারী সমস্ত প্রাণী যেরূপ সকল ভূতবর্গের আত্মস্বরূপ বায়ুর অধীন, সেইরূপ সমস্ত ভূপতিগণ ইহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবেন।১৪

মগধাধিপতি এই রাজকুমার সর্ব্বলোকে অতি বলশালী হইবেন এবং ত্রিপুরাসুরের বিনাশকারী সর্ব্বদুঃখহারী মহাদেব রুদ্রের আরাধনা করত রুদ্রকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবেন।১৫

হে শত্রুহন্তঃ! মুনি এইরূপ বলিয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা মনে করিয়াই যেন ইহার পর রাজা বৃহদ্রথকে বিদায় দিলেন।১৬

মগধাধিপতি রাজা বৃহদ্রথ তখন নগরে প্রবেশ করত জ্ঞাতিবান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলেন এবং জরাসন্ধ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তখন রাজা বৃহদ্রথ নিজের দুই পত্নীসহ তপোবনে চলিয়া গেলেন।১৭-১৮

হে বিশাম্পতে! দুই মাতা ও পিতা বনে গমন করিলে, পরে জরাসন্ধ স্বীয় পরাক্রম দ্বারা সমস্ত রাজগণকে নিজের বশীভূত করিয়া লইলেন।১৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অনন্তর রাজা বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত দীর্ঘকাল তপোবনে থাকিয়া তপস্যা করত স্বর্গে গমন করিলেন।২০

রাজা জরাসন্ধও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।২১

নিহতে বাসুদেবেন তদা কংসে মহীপতৌ।
জাতো বৈ বৈরনির্বন্ধঃ কৃষ্ণেন সহ তস্য বৈ ॥২২

ভ্রাময়িত্বা শতগুণমেকোনং যেন ভারত।
গদা ক্ষিপ্তা বলবতা মাগধেন গিরিব্রজাৎ ॥২৩

তিষ্ঠতো মথুরায়াং বৈ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
একোনযোজনশতে সা পপাত তদা শুভা ॥২৪

দৃষ্ট্বা পৌরৈস্তদা সম্যগ্ গদা চৈব নিবেদিতা।
গদাবসানং তৎ খ্যাতং মথুরায়াঃ সমীপতঃ ॥২৫

তস্যাস্তাং হংস-ডিম্ভকাবশস্ত্রনিধনাবুভৌ।
মন্ত্রে মতিমতাং শ্রেষ্ঠৌ নীতিশাস্ত্রে বিশারদৌ ॥২৬

যৌ তৌ ময়া তে কথিতৌ পূর্বমেব মহাবলৌ।
ত্রয়স্ত্রয়াণাং লোকানাং পর্য্যাপ্তা ইতি মে মতিঃ ॥২৭

এবমেব তদা বীর বলিভিঃ কুকুরান্ধকৈঃ।
বৃষ্ণিভিশ্চ মহারাজ নীতিহেতোরুপেক্ষিতঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়ারম্ভপর্বণি জরাসন্ধপ্রশংসায়ামেকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

তখন বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মহীপতি কংস নিহত হইলে পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।২২

হে ভারত! বলবান্ মগধরাজ জরাসন্ধ গিরিব্রজ হইতে এক গদা একোনশত বার ঘূর্ণিত করিয়া কৃষ্ণবধার্থে মথুরায় নিক্ষেপ করিলেন। সেই উত্তম গদা মথুরায় অবস্থিত অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণের একোনশত(৯৯) যোজন দূরে যাইয়া পতিত হইল।২৩-২৪

পুরবাসিগণ ঐ গদা দেখিয়া তখন গদাপতনের সংবাদ শ্রীকৃষ্ণসমীপে সম্যক্রূপে নিবেদন করিল। তদবধি মথুরার সমীপবর্ত্তী ঐস্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।২৫

হংস ও ডিম্ভক নামে দুই বীর তাঁহার সহায় ছিলেন। তাঁহারা দুইজন শস্ত্রাঘাতে অবধ্য, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী এবং মন্ত্রণাবিষয়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।২৬

ঐ মহাবল দুই বীরের কথা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। আমার এইরূপ বিশ্বাস যে, এই দুইজন ও জরাসন্ধ মিলিয়া তিনজন একত্র হইলে ত্রিলোক জয় করিতে ইহারাই পর্য্যাপ্ত।২৭

হে বীর মহারাজ! এইরূপে নীতিবাক্যের অনুসরণক্রমে তখন বলবান্ কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ জরাসন্ধকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়ারম্ভপর্ব্বে জরাসন্ধের প্রশংসাবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ১৯

(জরাসন্ধবধপর্ব্ব)

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্যানুমোদনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণ-ভীমার্জ্জুনানাং মগধযাত্রা]

বাসুদেব উবাচ

পতিতৌ হংস-ডিম্ভকৌ কংসশ্চ সগণো হতঃ।
জরাসন্ধস্য নিধনে কালোঽয়ং সমুপাগতঃ ॥১

ন শক্যোঽসৌ রণে জেতুং সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
বাহুযুদ্ধেন জেতব্যঃ স ইত্যুপলভামহে ॥২

ময়ি নীতির্বলং ভীমে রক্ষিতা চাবয়োর্জয়ঃ।
মাগধং সাধয়িষ্যামো ইষ্টিং ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ ॥৩

ত্রিভিরাসাদিতোঽস্মাভির্বিজনে স নরাধিপঃ।
ন সন্দেহো যথা যুদ্ধমেকেনাপ্যুপযাস্যতি ॥৪

অবমানাচ্চ লোভাচ্চ বাহুবীর্য্যাচ্চ দর্পিতঃ।
ভীমসেনেন যুদ্ধায় ধ্রুবমপ্যুপযাস্যতি ॥৫

অলং তস্য মহাবাহুর্ভীমসেনো মহাবলঃ।
লোকস্য সমুদীর্ণস্য নিধনায়ান্তকো যথা ॥৬

যদি মে হৃদয়ং বেৎসি যদি তে প্রত্যয়ো ময়ি।
ভীমসেনার্জ্জুনৌ শীঘ্রং ন্যাসভূতৌ প্রযচ্ছ মে ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমার্জ্জুনৌ সমালোক্য সম্প্রহৃষ্টমুখৌ স্থিতৌ ॥৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অচ্যুতাচ্যুত মা মৈবং ব্যাহরামিত্রকর্শন।
পাণ্ডবানাং ভবান্ নাথো ভবন্তং চাশ্রিতা বয়ম্ ॥৯

বিংশ অধ্যায়

[জরাসন্ধবধ পর্ব্ব]

[যুধিষ্ঠিরের অনুমোদনের পর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনের মগধ যাত্রা]

বাসুদেব কহিলেন,—হংস ও ডিম্ভক নিহত হইয়াছে, কংসও নিজজনের সহিত মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এখন জরাসন্ধের নিধন বিষয়ে এই উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইয়াছে।১

সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ একত্র হইলেও যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিতে পারে না, অতএব আমরা মনে করি তাঁহাকে বাহুযুদ্ধের দ্বারা জয় করা উচিত।২

আমাতে নীতি, ভীমসেনে বল এবং অর্জ্জুন আমাদের দুইজনের রক্ষয়িতা, অতএব তিন অগ্নি যেরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেইরূপ আমরা তিনজন জরাসন্ধের বধসাধন করিব।৩

আমরা তিনজন নির্জ্জনে সেই রাজাকে প্রাপ্ত হইলে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে অবশ্যই স্বীকার করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অবমাননা, লোভ ও বাহুবলে দর্পিত হইয়া তিনি নিশ্চয় ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবেন।৪-৫

যমরাজ একা যেমন উদ্ধত লোকের বিনাশ করিতে সমর্থ, সেইরূপ মহাবল ও মহাবাহু ভীমসেন একাই জরাসন্ধের বধ করিতে পর্য্যাপ্ত।৬

যদি আপনি আমার মনোভাব জানিয়া থাকেন এবং যদি আমার উপরে আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে শীঘ্র ভীম ও অর্জ্জুনকে ন্যাসভূত করিয়া আমাকে সমর্পণ করুন।৭

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলে তথায় প্রফুল্লমুখে অবস্থিত ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তর দান করিলেন।৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে অচ্যুত অচ্যুত! অরাতি-নিসূদন! আপনি এরূপ কথা আর বলিবেন না। আপনি পাণ্ডবগণের স্বামী এবং আমরা আপনারই আশ্রিত।৯

যথা বদসি গোবিন্দ সর্ব্বং তদুপপদ্যতে।
ন হি ত্বমগ্রতস্তেষাং যেষাং লক্ষ্মীঃ পরাঙ্মুখী ॥১০

নিহতশ্চ জরাসন্ধো মোক্ষিতাশ্চ মহীক্ষিতঃ।
রাজসূয়শ্চ মে লব্ধো নিদেশে তব তিষ্ঠতঃ ॥১১

ক্ষিপ্রমেব যথা ত্বেতৎ কার্য্যং সমুপপদ্যতে।
অপ্রমত্তো জগন্নাথ তথা কুরু নরোত্তম ॥১২

ত্রিভির্ভবদ্ভির্হি বিনা নাহং জীবিতুমুৎসহে।
ধর্ম্মকামার্থরহিতো রোগার্ত্ত ইব দুঃখিতঃ ॥১৩

ন শৌরিণা বিনা পার্থো ন শৌরিঃ পাণ্ডবং বিনা।
নাজেয়োঽস্ত্যনয়োর্লোকে কৃষ্ণয়োরিতি মে মতিঃ॥১৪

অয়ঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রীমানপি বৃকোদরঃ।
যুবাভ্যাং সহিতো বীরঃ কিং ন কুর্য্যান্মহাযশাঃ ॥১৫

সুপ্রণীতো বলৌঘো হি কুরুতে কার্য্যমুত্তমম্।
অন্ধং বলং জড়ং প্রাহুঃ প্রণেতব্যং বিচক্ষণৈঃ ॥১৬

যতো হি নিম্নং ভবতি নয়ন্তি হি ততো জলম্।
যতশ্ছিদ্রং ততশ্চাপি নয়ন্তে ধীবরা জলম্ ॥১৭

তস্মান্নয়বিধানজ্ঞং পুরুষং লোকবিশ্রুতম্।
বয়মাশ্রিত্য গোবিন্দং যতামঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥১৮

এবং প্রজ্ঞানয়বলং ক্রিয়োপায়সমন্বিতম্।
পুরস্কুর্বীত কার্য্যেষু কৃষ্ণং কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯

এবমেব যদুশ্রেষ্ঠ যাবৎ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
অর্জুনঃ কৃষ্ণমন্বেতু ভীমোঽন্বেতু ধনঞ্জয়ম্।
নয়ো জয়ো বলঞ্চৈব বিক্রমে সিদ্ধিমেষ্যতি ॥২০

হে গোবিন্দ! আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই সঙ্গত, লক্ষ্মী যাহাদের প্রতি বিমুখ, আপনি তাহাদের নিকটে থাকেন না।১০

আমি যখন আপনার নির্দেশানুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছি, তখন মনে করিতে পারি যে, জরাসন্ধ নিহত হইয়াছে এবং ভূপতিগণকে তাহার কারাগার হইতে মুক্ত করা হইয়াছে ও আমার রাজসূয় যজ্ঞও সম্পন্ন হইয়াছে।১১

হে নরোত্তম! হে জগন্নাথ! যাহাতে এই কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্ত হইয়া আপনি তাহাই করুন। ধর্ম্ম, কাম ও অর্থরহিত রোগার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখিত হইয়া আমি আপনাদের তিন জন ছাড়া জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অর্জ্জুন এবং অর্জ্জুন ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। ইহলোকে এই দুই কৃষ্ণের অজেয় কেহই নাই, এইরূপ আমার বিশ্বাস।১২-১৪

বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী বীর শ্রীমান্ বৃকোদর আপনাদের সহিত থাকিলে কি না করিতে পারে?১৫

সুশিক্ষিত সৈন্যসমূহ উত্তমরূপে যুদ্ধকার্য্য করে অশিক্ষিত সৈন্যকে অন্ধ জড় বলা হয়। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সৈন্যকে সুশিক্ষিত করিবেন। যে দিকে নীচুভূমি সেইদিকেই লোকে জল নেয়। ধীবরগণ যে স্থানে ছিদ্র থাকে, সেই স্থান দিয়া অভিলষিত স্থানে জল লইয়া যায়।১৬-১৭

(সেইরূপ বিচক্ষণব্যক্তি নিশ্ছিদ্র স্থানেই জড় সৈন্য লইয়া যান, বীরের সম্মুখে সেই সৈন্য লইয়া যান না।)

সেইহেতু আমরা নীতিবিধানজ্ঞ লোকবিশ্রুত পুরুষ গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে যত্ন করিতেছি।১৮

এইরূপে প্রজ্ঞা, নীতি, বল, ক্রিয়া ও উপায়-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে কার্য্য ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সকল কার্য্যে পুরোবর্ত্তী করিয়া রাখিবে।১৯

হে যদুশ্রেষ্ঠ! এই প্রকারে আমাদের সমস্ত কার্য্য ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করুক এবং ভীমসেন অর্জ্জুনের অনুগমন করুক, তাহা হইলেই নীতি, জয় ও বল এই

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তাস্ততঃ সর্বে ভ্রাতরো বিপুলৌজসঃ।
বার্ষ্ণেয়ঃ পাণ্ডবেয়ৌ চ প্রতস্থুর্মাগধং প্রতি ॥২১

বর্চস্বিনাং ব্রাহ্মণানাং স্নাতকানাং পরিচ্ছদম্।
আচ্ছাদ্য সুহৃদাং বাক্যৈর্মনোজ্ঞৈরভিনন্দিতাঃ ॥২২

অমর্ষাদভিতপ্তানাং জ্ঞাত্যর্থং মুখ্যতেজসাম্।
রবিসোমাগ্নিবপুষাং দীপ্তমাসীৎ তদা বপুঃ ॥২৩

হতং মেনে জরাসন্ধং দৃষ্ট্বা ভীমপুরোগমৌ।
এককার্য্যসমুদ্যন্তৌ কৃষ্ণৌ যুদ্ধেঽপরাজিতৌ ॥২৪

ঈশৌ হি তৌ মহাত্মানৌ সর্বকার্য্যপ্রবর্তিনৌ।
ধর্মকামার্থলোকানাং কার্য্যাণাঞ্চ প্রবর্ত্তকৌ ॥২৫

কুরুভ্যঃ প্রস্থিতাস্তে তু মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্।
রম্যং পদ্মসরো গত্বা কালকূটমতীত্য চ ॥২৬

গণ্ডকীঞ্চ মহাশোণং সদানীরাং তথৈব চ।
একপর্ব্বতকে নদ্যঃ ক্রমেণৈত্যাব্রজন্ত তে ॥২৭

উত্তীর্য্য সরযূং রম্যাং দৃষ্ট্বা পূর্বাংশ্চ কোশলান্।
অতীত্য জগ্মুর্মিথিলাং পশ্যন্তো বিপুলা নদীঃ ॥২৮

অতীত্য গঙ্গাং শোণঞ্চ ত্রয়স্তে প্রাঙ্‌মুখাস্তদা।
কুশচীরচ্ছদা জগ্মুর্মাগধং ক্ষেত্রমচ্যুতাঃ ॥২৯

তে শশ্বদ্ গোধনাকীর্ণমম্বুমন্তং শুভদ্রুমম্।
গোরথং গিরিমাসাদ্য দদৃশুর্মাগধং পুরম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি জরাসন্ধবধপর্বণি
কৃষ্ণপাণ্ডবমাগধযাত্রায়াং বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০

তিনটি মিলিত হইয়া অবশ্যই বিক্রমে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হইবে।২০

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে এইরূপ বলার পর বিপুলতেজঃসম্পন্ন সকল ভাইগণ—শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন ইঁহারা সকলেই মগধরাজের রাজধানীর দিকে প্রস্থান করিলেন।২১

তাঁহারা তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন এবং তখন সুহৃদ্‌গণের মনোজ্ঞ বাক্য দ্বারা অভিনন্দিত হইলেন।২২

জরাসন্ধের প্রতি ক্রোধে অভিতপ্ত, জ্ঞাতিগণের উদ্ধারের জন্য মহৎ তেজঃসংযুক্ত এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নিসদৃশ তেজঃসম্পন্ন শরীরধারী ঐ তিনজনের দেহ তখন বিশেষ প্রদীপ্ত হইয়াছিল। এক কার্য্যে সমুদ্যত ও যুদ্ধে সর্ব্বদা অপরাজিত ঐ দুই কৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) ভীমসেনকে পুরোগামী করিয়া যাইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মনে করিলেন, জরাসন্ধ নিহত হইয়াছে।২৩-২৪

যেহেতু তাঁহারা দুইজনই মহাত্মা এবং সমস্ত কার্য্যের নিয়ন্তা, ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ সাধনে নিযুক্ত লোকদিগের সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর।২৫

তাঁহারা তিনজন কুরুদেশ হইতে প্রস্থিত হইয়া কুরুজাঙ্গলের মধ্যে দিয়া রমণীয় পদ্ম সরোবরে গমন করিলেন। তৎপরে কালকূট পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, মহাশোণ ও সদানীরা এবং একপর্ব্বতক প্রদেশে অবস্থিত নদীসমূহ ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।২৬-২৭

রমণীয় সরযূনদী উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ব্ব কোশল দেখিতে পাইলেন এবং কোশলপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া বিপুল নদীসমূহ দর্শন করত মিথিলায় গমন করিলেন। গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা তিনজন তখন পূর্ব্বমুখ হইয়া চলিতে লাগিলেন। কুশ ও কৌপীনধারী হইয়া সন্মার্গ ও স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন মাগধক্ষেত্রে গমন করিলেন।২৮-২৯

তাঁহারা নিরন্তর গোধন সমাকীর্ণ, বারি পরিপূর্ণ, শুভ বৃক্ষরাজি সুশোভিত গোরথ পর্ব্বতে পৌঁছিয়া মগধের রাজধানী দেখিতে পাইলেন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত জরাসন্ধবধপর্ব্বে কৃষ্ণ-অর্জ্জুন ও ভীমসেনের মগধযাত্রাবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন মগধরাজধানীগিরিব্রজস্য প্রশংসা, শ্রীকৃষ্ণ-ভীমার্জুনানাং মগধরাজভবনে প্রবেশঃ, শ্রীকৃষ্ণ-জরাসন্ধয়োঃ সংবাদঃ]

বাসুদেব উবাচ।

এষ পার্থ মহান্ ভাতি পশুমান্ নিত্যমম্বুমান্।
নিরাময়ঃ সুবেশ্মাঢ্যো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ॥১
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বরাহো বৃষভস্তথা।
তথা ঋষিগিরিস্তাত শুভাশ্চৈত্যকপঞ্চমাঃ॥২
এতে পঞ্চ মহাশৃঙ্গাঃ পর্বতাঃ শীতলদ্রুমাঃ।
রক্ষন্তীবাভিসংহত্য সংহতাঙ্গা গিরিব্রজম্॥৩
পুষ্পবেষ্টিতশাখাগ্রৈর্গন্ধবদ্ভির্মনোহরৈঃ।
নিগূঢ়া ইব লোধ্রাণাং বনৈঃ কামিজনপ্রিয়ৈঃ॥৪
শূদ্রায়াং গৌতমো যত্র মহাত্মা সংশিতব্রতঃ।
ঔশীনর্য্যামজনয়ৎ কাক্ষীবাদ্যান্ সুতান্ মুনিঃ॥৫
গৌতমঃ প্রণয়াৎ তস্মাদ্ যথাসৌ তত্র সদ্মনি।
ভজতে মাগধং বংশং স নৃপাণামনুগ্রহাৎ॥৬
অঙ্গ-বঙ্গাদয়শ্চৈব রাজানঃ সুমহাবলাঃ।
গৌতমক্ষয়মভ্যেত্য রমন্তে স্ম পুরার্জুন॥৭
বনরাজীস্তু পশ্যেমাঃ পিপ্পলানাং মনোরমাঃ।
লোধ্রাণাঞ্চ শুভাঃ পার্থ গৌতমৌকঃসমীপজাঃ॥৮
অর্বুদঃ শক্রবাপী চ পন্নগৌ শক্রতাপনৌ।
স্বস্তিকস্যালয়শ্চাত্র মণিনাগস্য চোত্তমঃ॥৯
অপরিহার্য্যা মেঘানাং মাগধা মনুনা কৃতাঃ।
কৌশিকো মণিমাংশ্চৈব চক্রাতে চাপ্যনুগ্রহম্॥১০

একবিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক মগধরাজধানী গিরিব্রজের প্রশংসা, শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের মগধরাজভবনে প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জরাসন্ধের পরস্পর আলাপ।]

বাসুদেব কহিলেন,—হে পার্থ! ঐ দেখুন, মগধদেশের সুন্দর ও বিশাল রাজধানী কিরূপ শোভা পাইতেছে। এখানে বিবিধ পশু বিদ্যমান রহিয়াছে, সর্ব্বদা জলের পূর্ণ সুবিধা আছে, রোগাদির প্রকোপ নাই, সুন্দর গৃহসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া মগধরাজ্য শোভা পাইতেছে।১

হে তাত! এখানে বিশাল পর্ব্বত—বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পাঁচটি শুভ পর্ব্বত আছে। এই পাঁচ পর্ব্বতই উন্নতশিখর, শীতল ছায়াবিশিষ্ট, বৃক্ষসুশোভিত, পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করত একত্র মিলিত হইয়া যেন গিরিব্রজ-নামে ঐ রাজধানীকে রক্ষা করিতেছে।২-৩

শাখার অগ্রভাগসমূহ পুষ্পবেষ্টিত ও গন্ধযুক্ত, কামিজনগণের অতি প্রিয়, মনোহর লোধ্রনামক বৃক্ষসমূহের বনরাজিতে ঐ পঞ্চ পর্ব্বত ঢাকা পড়িয়া যেন গোপনে অবস্থান করিতেছে।৪

নিয়ত ব্রতাচরণকারী মহাত্মা গৌতমমুনি যেখানে উশীনরদেশীয় শূদ্রা কন্যার গর্ভে কাক্ষীবান্ প্রভৃতি পুত্রগণকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।৫

সেইহেতু ঐ গৌতমমুনি রাজগণের প্রণয়ে ও অনুগ্রহে সেইখানে আশ্রমে থাকিয়া মগধদেশীয় রাজবংশের ভজনা করে।৬

হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি মহাবলশালী রাজগণও গৌতমের গৃহে আসিয়া আনন্দসহকারে থাকিতেন।৭

হে পার্থ! গৌতমের আশ্রমের সমীপবর্ত্তী ঐ মনোরম পিপ্পল বৃক্ষ সমূহ ও শুভ লোধ্র বৃক্ষসমূহের বনরাজি দর্শন কর।৮

এখানে অর্ব্বুদ ও শক্রবাপী নামে দুই শক্রতাপন পন্নগ থাকে এবং স্বস্তিকনাগ ও মণিনাগের উত্তম ভবন এইখানে।৯

(পাণ্ডবে বিপুলে চৈব তথা বারাহকেঽপি চ।
চৈত্যকে চ গিরিশ্রেষ্ঠে মাতঙ্গে চ শিলোচ্চয়ে ॥
এতেষু পর্বতেন্দ্রেষু সর্বসিদ্ধমহালয়াঃ।
যতীনামাশ্রমাশ্চৈব মুনীনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥
বৃষভস্য তমালস্য মহাবীর্যস্য বৈ তথা।
গন্ধর্ব-রক্ষসাং চৈব নাগানাঞ্চ তথালয়াঃ ॥)
এবং প্রাপ্য পুরং রম্যং দুরাধর্ষং সমন্ততঃ।
অর্থসিদ্ধিং ত্বনুপমাং জরাসন্ধোঽভিমন্যতে ॥
বয়মাসাদনে তস্য দর্পমদ্য হরেমহি ।১১
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা ততঃ সর্বে ভ্রাতরো বিপুলৌজসঃ ॥১২
বার্ষ্ণেয়ঃ পাণ্ডবৌ চৈব প্রতস্থুর্মাগধং পুরম্।
হৃষ্টপুষ্টজনোপেতং চাতুর্বর্ণ্যসমাকুলম্ ॥১৩
স্ফীতোৎসবমনাধৃষ্যমাসেদুশ্চ গিরিব্রজম্।
ততো দ্বারমনাসাদ্য পুরস্য গিরিমুচ্ছ্রিতম্ ॥১৪
বার্হদ্রথৈঃ পূজ্যমানং তথা নগরবাসিভিঃ।
মগধানাং সুরুচিরং চৈত্যকান্তং সমাদ্রবন্ ॥১৫
যত্র মাংসাদমৃষভমাসসাদ বৃহদ্রথঃ।
তং হত্বা মাসতালাভিস্তিস্রো ভেরীরকারয়ৎ ॥১৬
স্বপুরে স্থাপয়ামাস তেন চানহ্য চর্মণা।
যত্র তাঃ প্রাণদন্ ভের্য্যো দিব্যপুষ্পাবচূর্ণিতাঃ ॥১৭

মনু মগধদেশবাসিগণকে মেঘের অপরিহার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং চণ্ডকৌশিক মুনি ও মণিমান্ নাগ মগধদেশের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন।১০

(পাণ্ডবর্ণ বিপুল পর্ব্বত, বারাহক, গিরিশ্রেষ্ঠ চৈত্তক, শিলোচ্চয় মাতঙ্গ,—এই সকল শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের উপরে সমস্ত সিদ্ধগণের বিশাল ভবন এবং মহাত্মা মুনিগণের ও যতিগণের বহু আশ্রম রহিয়াছে।

বৃষভ, মহাবলী তমাল, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও নাগগণের নিবাসস্থান ঐ পর্ব্বতসমূহের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে)

এই প্রকার চারিদিক্ দুর্দ্ধর্ষ অথচ রমণীয় নগর প্রাপ্ত হইয়া জরাসন্ধ নিজের অনুপম অর্থ সিদ্ধি বিষয়ে অভিমানী হইয়া আছে। আমরা আজ তাঁহার সন্নিধানে যাইয়া দর্প হরণ করিয়া লইব।১১

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এইরূপ বলিয়া তদনন্তর বিপুলতেজা সমস্ত ভাইগণ—শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমসেন মগধরাজধানীর দিকে প্রস্থান করিলেন। ঐ নগর চারিবর্ণের লোকে সমাকুল ও হৃষ্টপুষ্ট জনসমূহে পরিপূর্ণ।১২-১৩

ঐ নগর অধিক উৎসবসম্পন্ন ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তাঁহারা এতাদৃশ গিরিব্রজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে নগরের মুখ্যদ্বারে গমন না করিয়া চৈত্যক-নামক উচ্চ পর্ব্বতের উপরে চলিয়া গেলেন। বৃহদ্রথ রাজবংশীয়গণ ও নগরবাসী সকলেই ঐ পর্ব্বতের পূজা করেন। মগধবাসী সকলেরই ঐ পর্ব্বত অতিশয় প্রিয়।১৪-১৫

ঐ স্থানে রাজা বৃহদ্রথ (বৃষভরূপধারী) ঋষভ নামক এক মাংসভোজী রাক্ষসকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার চর্ম্মদ্বারা তিনটি ভেরী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ ভেরীত্রয়ে একবার আঘাত করিলে একমাসব্যাপী ধ্বনি হইত।১৬

রাজা এই তিনটী ভেরীকে ঐ রাক্ষসের চর্ম্মদ্বারা মোড়াইয়া নিজ পুরে রাখিয়াছিলেন। সেই ভেরীত্রয় যেখানে ধ্বনিত হইত, সেখানে দিব্যপুষ্প বর্ষিত হইত।১৭

ভঙ্‌ক্ত্বা ভেরীত্রয়ং তেঽপি চৈত্যপ্রাকারমাদ্রবন্।
দ্বারতোঽভিমুখাঃ সর্বে যযুর্নানায়ুধাস্তদা ॥১৮
মাগধানাং সুরুচিরং চৈত্যকং তং সমাদ্রবন্।
শিরসীব সমাঘ্নন্তো জরাসন্ধং জিঘাংসবঃ ॥১৯
স্থিরং সুবিপুলং শৃঙ্গং সুমহৎ তৎ পুরাতনম্।
অর্চিতং গন্ধমাল্যৈশ্চ সততং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥২০
বিপুলৈর্বাহুভির্বীরাস্তেঽভিহত্যাভ্যপাতয়ন্।
ততস্তে মাগধং হৃষ্টাঃ পুরং প্রবিবিশুস্তদা ॥২১
এতস্মিন্নেব কালে তু ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
দৃষ্ট্বা তু দুর্নিমিত্তানি জরাসন্ধমদর্শয়ন্ ॥২২
পর্য্যগ্ন্যকুর্বংশ্চ নৃপং দ্বিরদস্থং পুরোহিতাঃ।
ততস্তচ্ছান্তয়ে রাজা জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্ ॥
দীক্ষিতো নিয়মস্থোঽসাবুপবাসপরোঽভবৎ ॥২৩

স্নাতকব্রতিনস্তে তু বাহুশস্ত্রা নিরায়ুধাঃ।
যুযুৎসবঃ প্রবিবিশুর্জরাসন্ধেন ভারত ॥২৪
ভক্ষ্যমাল্যাপণানাঞ্চ দদৃশুঃ শ্রিয়মুত্তমাম্।
স্ফীতাং সর্বগুণোপেতাং সর্বকামসমৃদ্ধিনীম্ ॥২৫
তাং তু দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিং তে বীথ্যাং তস্যাং নরোত্তমাঃ।
রাজমার্গেণ গচ্ছন্তঃ কৃষ্ণ-ভীম-ধনঞ্জয়াঃ।
বলাদ্ গৃহীত্বা মাল্যানি মালাকারান্মহাবলাঃ ॥২৬
বিরাগবসনাঃ সর্বে স্রগ্বিণো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
নিবেশনমথাজগ্মুর্জরাসন্ধস্য ধীমতঃ ॥২৭
গোবাসমিব বীক্ষন্তঃ সিংহা হৈমবতা যথা।
শালস্তম্ভনিভাস্তেষাং চন্দনাগুরুরূষিতাঃ।
অশোভন্ত মহারাজ বাহবো যুদ্ধশালিনাম্ ॥২৮

ভীম, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ এই তিনবীর ঐ ভেরীত্রয় ভগ্ন করিয়া চৈত্যকপর্ব্বতের প্রাকার আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই নানা অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তখন দ্বারের অভিমুখী হইয়া মগধবাসিগণের পরমপ্রিয় চৈত্যকপর্ব্বতে ধাবমান হইলেন। জরাসন্ধকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াই যেন পর্ব্বতশীর্ষে আঘাত করিতেছিলেন।১৮-১৯

ঐ চৈত্যকপর্ব্বতের সুমহৎ ও সুবিপুল শৃঙ্গ অতি পুরাতন কিন্তু সুদৃঢ় ছিল। ঐ পর্ব্বত মগধদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ও গন্ধমাল্য দ্বারা সতত পূজিত হইত। শ্রীকৃষ্ণাদি সেই তিন বীর বিপুল বাহুদ্বারা আঘাত করিয়া চৈত্যশৃঙ্গ নিপাতিত করিলেন। তাহার পর তাঁহারা অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তখন মগধের রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।২০-২১

এই সময়ে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দুর্নিমিত্তসকল দর্শন করিয়া জরাসন্ধকে দর্শন করাইলেন।২২

পুরোহিতগণ রাজাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন। তাহার পর প্রতাপশালী রাজা জরাসন্ধ সেই দুর্নিমিত্ত শান্তির জন্য ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিয়ম পালন করত উপবাসী হইয়া রহিলেন।২৩

হে ভারত! এদিকে স্নাতক ব্রতপালনকারী শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহুমাত্র শস্ত্র অবলম্বন করিয়া জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় নগরে প্রবেশ করিলেন।২৪

তথায় নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, মাল্য ও অন্যান্য জিনিষের দোকানসমূহের উত্তম শোভা দর্শন করিলেন। সেই বীথিতে সর্ব্বগুণসম্পন্না ও সর্ব্বকামসমৃদ্ধিকরী সেই অধিক সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া নরোত্তম ও মহাবলশালী সেই কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন রাজপথে গমন করিতে করিতে এক মালাকারের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কয়েকটি মাল্য গ্রহণ করিলেন।২৫-২৬

অনন্তর সকলেই বিরাগবসন, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় মাল্যধারণ করিয়া বুদ্ধিমান্ রাজা জরাসন্ধের নিজভবনে গমন করিলেন।২৭

তান্ দৃষ্ট্বা দ্বিরদপ্রখ্যান্ শালস্কন্ধানিবোদ্গতান্।
ব্যূঢোরস্কান্ মাগধানাং বিস্ময়ঃ সমপদ্যত ॥২৯

তে ত্বতীত্য জনাকীর্ণাঃ কক্ষাস্তিস্রো নরর্ষভাঃ।
অহঙ্কারেণ রাজানমুপতস্থুর্গতব্যথাঃ ॥৩০

তান্ পাদ্য-মধুপর্কার্হান্ গবার্হান্ সৎকৃতং গতান্
প্রত্যুত্থায় জরাসন্ধ উপতস্থে যথাবিধি ॥৩১

উবাচ চৈতান্ রাজাসৌ স্বাগতং বোঽস্ত্বিতি প্রভুঃ
মৌনমাসীৎ তদা পার্থ-ভীময়োর্জ্জনমেজয় ॥৩২

তেষাং মধ্যে মহাবুদ্ধিঃ কৃষ্ণো বচনমব্রবীৎ।
বক্তুং নায়াতি রাজেন্দ্র এতয়োর্নিয়মস্থয়োঃ ॥৩৩

অর্বাগ্‌নিশীথাৎ পরতস্ত্বয়া সার্দ্ধং বদিষ্যতঃ।
যজ্ঞাগারে স্থাপয়িত্বা রাজা রাজগৃহং গতঃ ॥৩৪

ততোঽর্দ্ধরাত্রে সম্প্রাপ্তে যাতো যত্র স্থিতা দ্বিজাঃ।
তস্য হ্যেতদ্ ব্রতং রাজন্ বভূব ভুবি বিশ্রুতম্ ॥৩৫

স্নাতকান্ ব্রাহ্মণান্ প্রাপ্তান্ শ্রুত্বা স সমিতিঞ্জয়ঃ।
অপ্যর্দ্ধরাত্রে নৃপতিঃ প্রত্যুদ্গচ্ছতি ভারত ॥৩৬

তাংস্ত্বপূর্বেণ বেষেণ দৃষ্ট্বা স নৃপসত্তমঃ।
উপতস্থে জরাসন্ধো বিস্মিতশ্চাভবৎ তদা ॥৩৭

তে তু দৃষ্ট্বৈব রাজানং জরাসন্ধং নরর্ষভাঃ।
ইদমূচুরমিত্রঘ্নাঃ সর্বে ভরতসত্তম ॥৩৮

হিমালয়বাসী সিংহসমূহ যেরূপ গো-নিবাস নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন করে, সেইরূপ তাঁহারা তিনবীর জরাসন্ধের নিকেতন লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যুদ্ধশালী সেই বীরত্রয়ের বাহু চন্দনাগুরুচর্চ্চিত হইয়া শালস্তম্ভের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৮

মগধপুরবাসী জনগণ শালস্কন্ধের ন্যায় উদ্গত, বিশালবক্ষাঃ ও হস্তিসদৃশ বলবান্ তিনজনকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।২৯

নরশ্রেষ্ঠ সেই তিনজন জনাকীর্ণ তিনটি কক্ষ অতিক্রম করত ব্যথা অনুভব না করিয়া অহঙ্কার প্রকাশপূর্বক রাজা জরাসন্ধের সমীপে উপস্থিত হইলেন।৩০

পাদ্য, মধুপর্ক ও গোদান পাওয়ার যোগ্যপাত্র এবং সর্বত্র সংকৃতিপ্রাপ্ত সেই তিনজনকে আসিতে দেখিয়া রাজা জরাসন্ধ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিলেন।৩১

শক্তিমান্ এবং ঐ রাজা জরাসন্ধ অতিথি তিন-জনকে বলিলেন,—'আপনাদের শুভাগমন হউক্।' হে জনমেজয়! তখন অর্জ্জুন ও ভীম এই দুইজনে মৌন ছিলেন।৩২

তাঁহাদের মধ্যে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ এই কথা কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এই দুইজন একটি নিয়ম গ্রহণ করিয়া আছেন, এজন্য অর্দ্ধরাত্রির পূর্ব্বে কথা বলিতে পারেন না। পরে আপনার সহিত ইঁহারা কথা বলিবেন।

তখন রাজা জরাসন্ধ ইঁহাদিগকে যজ্ঞশালায় রাখিয়া নিজে রাজভবনে গমন করিলেন। তাহার পর অর্দ্ধরাত্র সময়ে যেখানে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সেইখানে গমন করিলেন। হে রাজন্! জরাসন্ধের পৃথিবীবিশ্রুত এই ব্রত ছিল।৩৩-৩৫

হে ভারত! যুদ্ধবিজয়ী রাজা জরাসন্ধ স্নাতক ব্রাহ্মণগণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অর্দ্ধরাত্র সময়েও তথায় যাইয়া তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করেন।৩৬

সেই তিনজনকে অপূর্ব্ব বেশে দর্শন করিয়া সেই নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা জরাসন্ধ তখন বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলেন।৩৭

হে ভরতসত্তম! শত্রুনাশকারী ও নরশ্রেষ্ঠ

স্বস্ত্যস্তু কুশলং রাজন্নিতি তত্র ব্যবস্থিতাঃ।
তং নৃপং নৃপশার্দুল প্রেক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥৩৯

তানব্রবীজ্জরাসন্ধস্তথা পাণ্ডবযাদবান্।
আস্যতামিতি রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণচ্ছদ্মসংবৃতম্ ॥৪০

অথোপবিবিশুঃ সর্বে ত্রয়স্তে পুরুষর্ষভাঃ।
সম্প্রদীপ্তাস্ত্রয়ো লক্ষ্ম্যা মহাধ্বর ইবাগ্নয়ঃ ॥৪১

তানুবাচ জরাসন্ধঃ সত্যসন্ধো নরাধিপঃ।
বিগর্হমাণঃ কৌরব্য বেষগ্রহণবৈকৃতান্ ॥

ন স্নাতকব্রতা বিপ্রা বহির্মাল্যানুলেপনাঃ ॥৪২

ভবন্তীতি নৃলোকেঽস্মিন্ বিদিতং মম সর্বশঃ।
কে যূয়ং পুষ্পবন্তশ্চ ভুজৈর্জ্যাকৃতলক্ষণৈঃ ॥৪৩

বিভ্রতঃ ক্ষাত্রমোজশ্চ ব্রাহ্মণ্যং প্রতিজানথ।
এবং বিরাগবসনা বহির্মাল্যানুলেপনাঃ ॥
সত্যং বদত কে যূয়ং সত্যং রাজসু শোভতে ॥৪৪

চৈত্যকস্য গিরেঃ শৃঙ্গং ভিত্ত্বা কিমিহ ছদ্মনা।
অদ্বারেণ প্রবিষ্টাঃ স্থ নির্ভয়া রাজকিল্বিষাৎ ॥৪৫

বদধ্বং বাপি বীর্য্যঞ্চ ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
কর্ম চৈতদ্ বিলিঙ্গস্থং কিং বোঽদ্য প্রসমীক্ষিতম্ ॥৪৬

এবঞ্চ মামুপাস্থায় কস্মাচ্চ বিধিনার্হণাম্।
প্রণীতাং নানুগৃহ্ণীত কার্য্যং কিং বাস্মদাগমে ॥৪৭

এবমুক্তে ততঃ কৃষ্ণঃ প্রত্যুবাচ মহামনাঃ।
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৪৮

তাঁহারা সকলে রাজা জরাসন্ধকে দেখিয়াই এই কথা বলিলেন,—'হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক্', এই বলিয়া কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে নৃপশার্দ্দূল! তাঁহারা তথায় অবস্থান করিয়া সেই রাজাকে পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন।৩৮-৩৯

হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আচ্ছাদিত সেই পাণ্ডু-পুত্র ভীম এবং অর্জ্জুন ও যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া রাজা জরাসন্ধ বলিলেন,—আপনারা উপবেশন করুন।৪০

অনন্তর তাঁহারা সকলেই উপবেশন করিলেন। এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই তিনজন মহাযজ্ঞে প্রজ্বলিত তিন অগ্নির ন্যায় সম্যক্ প্রদীপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৪১

হে কুরুনন্দন! তখন সত্যসন্ধ মহারাজ জরাসন্ধ বেশগ্রহণে বিকৃতআচরণকারী সেই তিনজনকে নিন্দা করত বলিলেন—হে বিপ্রগণ! আমার জানা আছে যে, এই নরলোকে সর্ব্বত্র স্নাতক-ব্রতের আচরণকারী ব্রাহ্মণগণ সমাবর্ত্তনাদি বিশেষ নিমিত্ত ছাড়া বাহিরে মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করেন না। অতএব আপনারা কে? আপনাদের বক্ষে পুষ্পমাল্য শোভা পাইতেছে এবং ভুজে জ্যাকৃত চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।৪২-৪৩

আপনারা ক্ষত্রিয়োচিত তেজ ধারণ করিতেছেন অথচ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। বিরাগ-বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং বাহিরে মাল্য ও অনুলেপন ধারণ করিয়াছেন। অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজগণেই সত্য শোভা পায়।৪৪

আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া চৈত্যক-পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করত রাজ-অপরাধে ভীত না হইয়া ছদ্মবেশ ধারণ করত কি নিমিত্ত এখানে প্রবেশ করিয়াছেন?৪৫

আপনারা বলুন, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যেই বীরত্ব প্রকাশ পায়, আপনারা যে এই পর্ব্বতশৃঙ্গের ভগ্নরূপ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা আপনাদের বর্ণ ও বেশের সর্ব্বথা বিপরীত হইয়াছে। আজ আপনাদের ইহা কি দর্শন করিলাম?৪৬

আপনারা আমার এখানে উপস্থিত হইলে আমি বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, আমার প্রদত্ত সেই পূজা কি হেতু আপনারা গ্রহণ করেন নাই? আমার এখানে আসিবারই বা কি প্রয়োজন?৪৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

স্নাতকান্ ব্রাহ্মণান্ রাজন্ বিদ্ধ্যস্মাংস্ত্বং নরাধিপ।
স্নাতকব্রতিনো রাজন্ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ ॥৪৯

বিশেষনিয়মাশ্চৈষামবিশেষাশ্চ সন্ত্যুত।
বিশেষবাংশ্চ সততং ক্ষত্রিয়ঃ শ্রিয়মৃচ্ছতি ॥৫০

পুষ্পবৎসু ধ্রুবা শ্রীশ্চ পুষ্পবন্তস্ততো বয়ম্।
ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যস্তু ন তথা বাক্যবীর্য্যবান্।
অপ্রগল্ভং বচস্তস্য তস্মাদ্ বার্হদ্রথেরিতম্ ॥৫১

স্ববীর্য্যং ক্ষত্রিয়াণাস্তু বাহ্বোর্ধাতা ন্যবেশয়ৎ।
তদ্ দিদৃক্ষসি চেদ্ রাজন্ দ্রষ্টাস্যদ্য ন সংশয়ঃ ॥৫২

অদ্বারেণ রিপোর্গেহং দ্বারেণ সুহৃদো গৃহম্।
প্রবিশন্তি নরা ধীরা দ্বারাণ্যেতানি ধর্ম্মতঃ ॥৫৩

কার্য্যবন্তো গৃহানেত্য শত্রুতো নার্হণাং বয়ম্।
প্রতিগৃহ্ণীম তদ্ বিদ্ধি এতন্নঃ শাশ্বতং ব্রতম্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি জরাসন্ধবধপর্বণি কৃষ্ণজরাসন্ধসংবাদে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

জরাসন্ধ এইরূপ বলিলে পর বাক্যবিশারদ মহামনা শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ ও গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন।৪৮

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! আপনি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু হে নরাধিপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের লোক স্নাতক ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন।৪৯

ইঁহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বিশেষ নিয়মপালনকারী ও কিছুসংখ্যক অবিশেষ নিয়ম অর্থাৎ সাধারণ নিয়মপালনকারী, বিশেষ নিয়মপালনকারী ক্ষত্রিয় সতত লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হয়।৫০

পুষ্পধারণকারী ব্যক্তিগণে নিশ্চিত লক্ষ্মী বাস করে। সেইহেতু আমরা পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, তিনি বাক্যবলে বলশালী নহেন। হে বৃহদ্রথনন্দন! সেইজন্য ক্ষত্রিয়ের বাক্য অপ্রগল্‌ভ অর্থাৎ ধৃষ্টতা-রহিত হইবে বলা হইয়াছে।৫১

বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের নিজের বল তাঁহাদের দুই বাহুতেই নিবেশিত করিয়াছেন, যদি আপনি সেই বাহুবল দেখিতে ইচ্ছা করেন। হে রাজন্! আজ তাহা দেখিতে পাইবেন,—সন্দেহ নাই।৫২

ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুর গৃহে বিনা দ্বারে এবং মিত্রগৃহে দ্বার দিয়া প্রবেশ করেন। শত্রু ও মিত্রগৃহে প্রবেশের ধর্ম্মতঃ ইহাই দ্বার।৫৩

আমরা স্বকার্য্যসাধনের জন্য শত্রুগৃহে আসিয়া শত্রুর নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করি না। তাহা আপনি অবগত হউন। ইহাই আমাদের সনাতন ব্রত।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত জরাসন্ধবধপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-জরাসন্ধ সংবাদবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[জরাসন্ধেন সহ শ্রীকৃষ্ণস্যালাপঃ, যুদ্ধায় জরাসন্ধস্য প্রস্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণেন সহ জরাসন্ধস্য শত্রুতায়াঃ কারণবর্ণনঞ্চ।]

জরাসন্ধ উবাচ।

ন স্মরামি কদা বৈরং কৃতং যুষ্মাভিরিত্যুত।
চিন্তয়ংশ্চ ন পশ্যামি ভবতাং প্রতি বৈকৃতম্ ॥১

বৈকৃতে বাসতি কথং মন্যধ্বং মামনাগসম্।
অরিং বৈ ব্রূত হে বিপ্রাঃ সতাং সময় এষ হি ॥২

অথ ধর্মোপঘাতাদ্ধি মনঃ সমুপতপ্যতে।
যোঽনাগসি প্রসজতি ক্ষত্রিয়ো হি ন সংশয়ঃ ॥৩

অতোঽন্যথা চরঁল্লোকে ধর্মজ্ঞঃ সন্ মহারথঃ।
বৃজিনাং গতিমাপ্নোতি শ্রেয়সোঽপ্যুপহন্তি চ ॥৪

ত্রৈলোক্যে ক্ষত্রধর্মো হি শ্রেয়ান্ বৈ সাধুচারিণাম্।
নান্যং ধর্মং প্রশংসন্তি যে চ ধর্মবিদো জনাঃ ॥৫

তস্য মেঽদ্য স্থিতস্যেহ স্বধর্মে নিয়তাত্মনঃ।
অনাগসং প্রজানাঞ্চ প্রমাদাদিব জল্পথ ॥৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কুলকার্য্যং মহাবাহো কশ্চিদেকঃ কুলোদ্বহঃ।
বহতে যস্তন্নিয়োগাদ্ বয়মভ্যুদ্যতাস্ত্বয়ি ॥৭

ত্বয়া চোপহৃতা রাজন্ ক্ষত্রিয়া লোকবাসিনঃ।
তদাগঃ ক্রূরমুৎপাদ্য মন্যসে কিমনাগসম্ ॥৮

রাজা রাজ্ঞঃ কথং সাধূন্ হিংস্যান্নৃপতিসত্তম।
তদ্ রাজ্ঞঃ সন্নিগৃহ্য ত্বং রুদ্রায়োপজিহীর্ষসি ॥৯

অস্মাংস্তদেনো গচ্ছেদ্ধি কৃতং বার্হদ্রথ ত্বয়া।
বয়ং হি শক্তা ধর্মস্য রক্ষণে ধর্মচারিণঃ ॥১০

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আলাপ, যুদ্ধের জন্য জরাসন্ধের প্রস্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতার কারণ বর্ণন।]

জরাসন্ধ কহিলেন,—আমি কোন্ সময়ে আপনাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছি তাহা স্মরণ হইতেছে না এবং আপনাদের প্রতি আমার অপরাধ চিন্তা করিয়া দেখিতে পাইতেছি না।১

হে বিপ্রগণ! আমার অপরাধ না হইয়া থাকিলে আপনারা নিরাপরাধ আমাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন কেন—ইহা বলুন। ইহাই সাধু ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত।২

ধর্ম্মের উপঘাতহেতু মনঃপীড়া জন্মে। যে ক্ষত্রিয় ব্যক্তি ধর্ম্মজ্ঞ ও মহারথ হইয়া ইহলোকে ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করেন, বিনাপরাধে ধর্ম্মের উপঘাত করেন, তিনি কষ্টময়ী কলুষগতি লাভ করেন এবং কল্যাণলাভেও বঞ্চিত হইয়া থাকেন,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৩-৪

ত্রিলোকমধ্যে সদাচারী ক্ষত্রিয়গণের ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তি তাঁহারা ক্ষত্রিয়দের জন্য অন্য ধর্ম্মের প্রশংসা করেন না।৫

আমি সংযতচিত্ত হইয়া স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছি, প্রজাদিগেরও কোন অপরাধ করি না, প্রমাদবশতঃ লোকে যেরূপ বলে, আপনারা আমাকে শত্রুতুল্য অপরাধী বলিতেছেন।৬

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহাবাহো! কুলপ্রদীপ কোন এক ব্যক্তি, যিনি কুলকার্য্যের ভার বহন করেন, আমরা তাঁহার নিয়োগক্রমে আপনাকে শাসন করিতে উদ্যত হইয়াছি।৭

হে রাজন্! লোকবাসী ক্ষত্রিয়গণকে আপনি পূজার উপহার করিয়া লইয়াছেন, সেই ক্রূর অপরাধ উৎপাদন করিয়াও আপনি নিজেকে কি নিরাপরাধ মনে করিতেছেন?৮

হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! এক রাজা নিরপরাধ অন্য রাজগণকে কিরূপে হত্যা করিতে পারে? তবে কি আপনি অন্য রাজগণকে সম্যক্ নিগৃহীত করিয়া রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে উপহার দিতে ইচ্ছা করিতেছেন?৯

মনুষ্যাণাং সমালম্ভো ন চ দৃষ্টঃ কদাচন।
স কথং মানুষৈর্দেবং যষ্টুমিচ্ছসি শঙ্করম্ ॥১১
সবর্ণো হি সবর্ণানাং পশুসংজ্ঞাং করিষ্যসি।
কোঽন্য এবং যথা হি ত্বং জরাসন্ধ বৃথামতিঃ ॥১২

যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যদ্ যৎ কর্ম করোতি যঃ।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তৎ ফলং সমবাপ্নুয়াৎ ॥১৩

তে ত্বাং জ্ঞাতিক্ষয়করং বয়মার্ত্তানুসারিণঃ।
জ্ঞাতিবৃদ্ধিনিমিত্তার্থং বিনিহন্তুমিহাগতাঃ ॥১৪

নাস্তি লোকে পুমানন্যঃ ক্ষত্রিয়েষ্বিতি চৈব তৎ।
মন্যসে স চ তে রাজন্ সুমহান্ বুদ্ধিবিপ্লবঃ ॥১৫

কো হি জানন্নভিজনমাত্মবান্ ক্ষত্রিয়ো নৃপ।
নাবিশেৎ স্বর্গমতুলং রণানন্তরমব্যয়ম্ ॥১৬
স্বর্গং হ্যেব সমাস্থায় রণযজ্ঞেষু দীক্ষিতাঃ।
জয়ন্তি ক্ষত্রিয়া লোকাংস্তদ্ বিদ্ধি মনুজর্ষভ ॥১৭
স্বর্গযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম স্বর্গযোনির্মহদ্ যশঃ।
স্বর্গযোনিস্ততো যুদ্ধে মৃত্যুঃ সোঽব্যভিচারবান্ ॥১৮
এষ হৈন্দ্রো বৈজয়ন্তো গুণৈর্নিত্যং সমাহিতঃ।
যেনাসুরান্ পরাজিত্য জগৎ পাতি শতক্রতুঃ ॥১৯
স্বর্গমার্গায় কস্য স্যাদ্ বিগ্রহো বৈ যথা তব।
মাগধৈর্বিপুলৈঃ সৈন্যৈর্বাহুল্যবলদর্পিতঃ ॥২০
মাবমংস্থাঃ পরান্ রাজন্নস্তি বীর্য্যং নরে নরে।
সমং তেজস্ত্বয়া চৈব বিশিষ্টং বা নরেশ্বর ॥২১

হে বৃহদ্রথনন্দন। আপনার কৃত এই পাপ আমাদিগকেও স্পর্শ করিবে, কারণ আমরা নিজে ধর্ম্মাচারী এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ।১০

আমরা কখনও নরবলি দর্শন করি নাই। আপনি মানুষের হিংসা দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন?১১

হে জরাসন্ধ। আপনার বুদ্ধি নিরর্থক হইয়াছে, আপনি সবর্ণ হইয়াও সবর্ণ রাজগণের পশু সংজ্ঞা দিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করেন। আপনি ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিবে?১২

যে ব্যক্তি যে যে অবস্থায় যে যে কর্ম্ম করে, সে-ই ব্যক্তি সেই সেই অবস্থায় সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে।১৩

আপনি জ্ঞাতি ভাইদিগের বিনাশকারী এবং আমরা পীড়িত ব্যক্তিগণের রক্ষাকারী, অতএব আমরা জ্ঞাতিবৃদ্ধির নিমিত্ত আপনাকে বধ করিতে এখানে আসিয়াছি।১৪

হে রাজন্। আপনি মনে করিতেছেন যে, এ জগতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আপনার সমান ক্ষমতাশালী পুরুষ আর অন্য কেহই নাই, ইহা আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিবিভ্রম।১৫

হে নৃপ। স্বজাতীয় অভিমানী কোন্ ক্ষত্রিয় নিজের অভিজনকে (নিজ জনকে রক্ষা করা পরম ধর্ম্ম এই কথা) জানিয়া যুদ্ধ করিয়া অতুল অক্ষয় স্বর্গলোকে গমন করিতে না চায়?১৬

হে নরশ্রেষ্ঠ। স্বর্গ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রণযজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ সমস্ত লোক জয় করে। এই কথা আপনার জানা থাকা উচিত।১৭

মহদ্ বেদাধ্যয়ন স্বর্গ প্রাপ্তির কারণ, পরোপকার জন্য মহদ্ যশ স্বর্গ লাভের কারণ এবং তপস্যাও স্বর্গের সাধন, এই তিন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়গণের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করাও স্বর্গের অব্যভিচারী হেতু।১৮

ক্ষত্রিয়ের এই যুদ্ধে মরণ ইন্দ্রের সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বৈজয়ন্ত প্রাসাদ; কারণ যাহা দ্বারা (অর্থাৎ এই যুদ্ধ দ্বারা) শত শতক্রতু ইন্দ্র অসুরগণকে পরাজয় করিয়া জগৎ পালন করিতেছেন।১৯

আমাদের সহিত আপনার এই যুদ্ধ যেরূপ স্বর্গ গমনের হেতু হইয়াছে, সেরূপ যুদ্ধ আর কাহার পক্ষে সুলভ হয়? আপনি বিপুল মাগধ সৈন্য দ্বারা বহুবল দর্পিত হইয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণকে অপমান

যাবদেতদসম্বুদ্ধং তাবদেব ভবেৎ তব।
বিষহ্যমেতদস্মাকমতো রাজন্ ব্রবীমি তে ॥২২
জহি ত্বং সদৃশেষ্বেব মানং দর্পঞ্চ মাগধ।
মা গমঃ সসুতামাত্যঃ সবলশ্চ যমক্ষয়ম্ ॥২৩
দম্ভোদ্ভবঃ কার্ত্তবীর্য্য উত্তরশ্চ বৃহদ্রথঃ।
শ্রেয়সো হ্যবমন্যেহ বিনেশুঃ সবলা নৃপাঃ ॥২৪
যুযুক্ষমাণাস্ত্বত্তো হি ন বয়ং ব্রহ্মণা ধ্রুবম্।
শৌরিরস্মি হৃষীকেশো নৃবীরৌ পাণ্ডবাবিমৌ।
অনয়োর্মাতুলেয়ঞ্চ কৃষ্ণং মাং বিদ্ধি তে রিপুম্ ॥২৫

করিবেন না। হে রাজন্! প্রত্যেক মানুষেই বল আছে, হে নরেশ্বর! কাহারও আপনার সমান তেজ বা কোন ব্যক্তির আপনার চেয়েও অধিক তেজ রহিয়াছে।২০-২১

হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত এই বিষয় আপনার অজ্ঞাত রহিয়াছে, সে পর্য্যন্ত আপনার এই অহঙ্কার থাকিতেছে। আপনার এই অভিমান এখন আমাদের অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে, এজন্যই আপনাকে এই কথা বলিতেছি।২২

হে মগধরাজ! আপনি স্বসদৃশ বীরের উপর অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ করুন। এই প্রকার অভিমান রাখিয়া আপনি পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত যমলোকে গমন করিবেন না।২৩

দম্ভ হইতে উদ্ভূত কার্ত্তবীর্য্য, উত্তর ও বৃহদ্রথ এই সকল রাজা ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অপমান করিয়া সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন।২৪

আপনার নিকট হইতে যুদ্ধলাভের ইচ্ছায় আসিয়াছি। আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, আমি বসুদেবপুত্র হৃষীকেশ এবং এই দুই পাণ্ডুতনয় নরবীর ভীম ও অর্জ্জুন। আমাকে এই দুই জনের মাতুলপুত্র ও আপনার প্রসিদ্ধ শত্রু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিবেন।২৫

ত্বামাহ্বয়ামহে রাজন্ স্থিরো যুধ্যস্ব মাগধ।
মুঞ্চ বা নৃপতীন্ সর্বান্ গচ্ছ বা ত্বং যমক্ষয়ম্ ॥২৬

জরাসন্ধ উবাচ।

নাজিতান্ বৈ নরপতীনহমাদদ্মি কাংশ্চন।
অজিতঃ পর্য্যবস্থাতা কোঽত্র যো ন ময়া জিতঃ ॥২৭
ক্ষত্রিয়স্যৈতদেবাহুর্ধর্ম্ম্যং কৃষ্ণোপজীবনম্।
বিক্রম্য বশমানীয় কামতো যৎ সমাচরেৎ ॥২৮
দেবতার্থমুপাহৃত্য রাজ্ঞঃ কৃষ্ণ কথং ভয়াৎ।
অহমদ্য বিমুচ্যেয়ং ক্ষাত্রং ব্রতমনুস্মরন্ ॥২৯

হে রাজন্! আমরা আপনাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি। হে মগধরাজ! আপনি স্থির হইয়া যুদ্ধ করুন। আপনি এই সমস্ত রাজগণকে পরিত্যাগ করুন অথবা যুদ্ধ করিয়া যমলোকে গমন করুন।২৬

জরাসন্ধ কহিলেন—যুদ্ধে জয় না করিয়া কোন রাজগণকেই আমি এখানে আনয়ন করি নাই। অপরাজিত প্রতিকূলাচারী রাজা এখানে কে আছেন, যাঁহাকে আমি জয় করি নাই?২৭

হে কৃষ্ণ! বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লোককে নিজের বশে আনিয়া তাহার প্রতি যে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাই ক্ষত্রিয়ের আশ্রণীয় ধর্ম্ম বলা হইয়াছে।২৮

হে কৃষ্ণ! আমি ক্ষত্রিয়পালিত ব্রতের অনুচিন্তন করিয়া থাকি, রাজগণকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার জন্য উপহাররূপে আনিয়া আজ আপনার ভয়ে কিরূপে পরিত্যাগ করিব?২৯

সৈন্যং সৈন্যেন ব্যূঢ়েন এক একেন বা পুনঃ।
দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা যোৎস্যেঽহং যুগপৎ পৃথগেব বা॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা জরাসন্ধঃ সহদেবাভিষেচনম্।
আজ্ঞাপয়ৎ তদা রাজা যুযুৎসুর্ভীমকর্ম্মভিঃ ॥৩১

স তু সেনাপতিং রাজা সস্মার ভরতর্ষভ।
কৌশিকং চিত্রসেনঞ্চ তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে ॥৩২

যয়োস্তে নামনী রাজন্ হংসেতি ডিম্ভকেতি চ।
পূর্বং সংকথিতং পুম্ভির্নৃলোকে লোকসৎকৃতে ॥৩৩

তং তু রাজন্ বিভুঃ শৌরী রাজানং বলিনাং বরম্।
স্মৃত্বা পুরুষশার্দূলঃ শার্দূলসমবিক্রমম্ ॥৩৪

সত্যসন্ধো জরাসন্ধং ভুবি ভীমপরাক্রমম্।
ভাগমন্যস্য নির্দিষ্টমবধ্যং মধুভির্মৃধে ॥৩৫

নাত্মনাত্মবতাং মুখ্য ইয়েষ মধুসূদনঃ।
ব্রাহ্মীমাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য হন্তুং হলধরানুজঃ ॥৩৬

(জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং বৈরিণাবাস্তামুভৌ তৌ কৃষ্ণ-মাগধৌ।
কথঞ্চ নির্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধেন মাধবঃ।
কশ্চ কংসো মাগধস্য যস্য হেতোঃ স বৈরবান্।
এতদাচক্ষ্ব মে সর্বং বৈশম্পায়ন তত্ত্বতঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যাদবানামন্বয়ে বসুদেবো মহামতিঃ।
উদপদ্যত বার্ষ্ণেয়ো হ্যুগ্রসেনস্য মন্ত্রভৃৎ ॥
উগ্রসেনস্য কংসস্তু বভূব বলবান্ সুতঃ।
জ্যেষ্ঠো বহূনাং কৌরব্য সর্বশস্ত্রবিশারদঃ ॥
জরাসন্ধস্য দুহিতা তস্য ভার্য্যাতিবিশ্রুতা।
রাজ্যশুল্কেন দত্তা সা জরাসন্ধেন ধীমতা ॥

আমার ব্যূহ রচনাযুক্ত সেনার সহিত আপনার সেনা, অথবা আপনাদের মধ্যে যে কোন একজন, দুইজন বা তিনজনের সহিত আমি একাকী এককালে বা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যুদ্ধ করিতে পারি।৩০

বৈশম্পায়ন কহিলেন—রাজা জরাসন্ধ এই কথা বলিয়া ভয়ানক কর্ম্মকারী ঐ তিন বীরের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে স্বীয় পুত্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক করিতে তখন আদেশ করিলেন।৩১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সেই মগধরাজ ঐ যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার নিমিত্ত সেনাপতি কৌশিক ও চিত্রসেনকে স্মরণ করিলেন।৩২

হে রাজন্! যে দুইজনের নাম পূর্ব্বে আপনাকে হংস ও ডিম্ভক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। মনুষ্যলোকে সকল পুরুষ তাঁহাদের প্রতি লোকোচিত সৎকার করিতেন।৩৩

হে রাজন্! পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, মনস্বিপ্রধান, বসুদেবনন্দন হলধরানুজ ভগবান্ মধুসূদন দিব্যদৃষ্টিদ্বারা স্মরণ করিয়া ইহা জানিতে পারিলেন যে, শার্দ্দূলসমবিক্রম, ভীমপরাক্রম, বলিশ্রেষ্ঠ সেই রাজা জরাসন্ধকে যদুবংশীয়গণ যুদ্ধে বধ করিতে পারিবে না। পৃথিবীতে সে-ই অন্য রাজা বীরের ভাগে অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক তাহার বধ নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না।৩৪-৩৬

(জনমেজয় কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ও মগধরাজ জরাসন্ধ এই উভয়ে একজন আর একজনের কিরূপে শত্রু হইয়াছিলেন এবং জরাসন্ধ যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে কিরূপে পরাস্ত করিয়াছিলেন?

কংস মগধরাজের কে ছিলেন? যাহার জন্য ভগবানের শত্রুতা হইয়াছিল। হে বৈশম্পায়ন! এই সমস্ত বিষয় আপনি আমাকে যথার্থরূপে বলুন।

তদর্থমুগ্রসেনস্য মথুরায়াং সুতস্তদা।
অভিষিক্তস্তদামাত্যৈঃ স বৈ তীব্রপরাক্রমঃ ॥
ঐশ্বর্য্যবলমত্তস্তু স তদা বলমোহিতঃ।
নিগৃহ্য পিতরং ভুঙ্‌ক্তে তদ্ রাজ্যং মন্ত্রিভিঃ সহ ॥
বসুদেবস্য তৎ কৃত্যং ন শৃণোতি স মন্দধীঃ।
স তেন সহ তদ্ রাজ্যং ধর্মতঃ পর্য্যপালয়ৎ ॥
প্রীতিমান্ স তু দৈত্যেন্দ্রো বসুদেবস্য দেবকীম্।
উবাহ ভার্য্যাং স তদা দুহিতা দেবকস্য যা ॥
তস্যামুদ্বাহ্যমানায়াং রথেন জনমেজয়।
উপারুরোহ বার্ষ্ণেয়ং কংসো ভূমিপতিস্তদা ॥

ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীদ্ দেবদূতস্য কস্যচিৎ।
বসুদেবশ্চ শুশ্রাব তাং বাচং পার্থিবশ্চ সঃ ॥
যামেতাং বহমানোঽদ্য কংসোদ্বহসি দেবকীম্।
অস্যা যশ্চাষ্টমো গর্ভঃ স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥
সোঽবতীর্য্য ততো রাজা খড়্গমুদ্ধৃত্য নির্মলম্।
ইয়েষ তস্যা মূর্দ্ধানং ছেত্তুং পরমদুর্মতিঃ ॥
স সান্ত্বয়ংস্তদা কংসং হসন্ ক্রোধবশানুগম্।
রাজন্ননুনয়ামাস বসুদেবো মহামতিঃ ॥
অহিংস্যাং প্রমদামাহুঃ সর্বধর্মেষু পার্থিব।
অকস্মাদবলাং নারীং হন্তাসীমামনাগসীম্ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহামতি বসুদেব যদুকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যিনি বৃষ্ণিবংশের রাজকুমার এবং রাজা উগ্রসেনের বিশ্বাসযোগ্য মন্ত্রী ছিলেন। উগ্রসেনের কংস নামে বলবান্ পুত্র হইয়াছিল। যিনি বহুপুত্রের মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। হে কুরুনন্দন! কংস সমস্ত শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। [illegible] ধীমান্ জরাসন্ধ রাজ্যশুল্করূপে সেই কন্যাকে দান করিয়াছিলেন।

সেই শুল্ক পূরণের জন্য তখন উগ্রসেনের সেই দুঃসহ পরাক্রমী পুত্রকে মন্ত্রিগণ মথুরায় রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্যবলে প্রমত্ত ও শারীরিক বলে মোহিত হইয়া কংস স্বীয় পিতাকে নিগৃহীত করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত তাহার রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন।

মন্দবুদ্ধি সেই কংস বসুদেবের কর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ শুনিতেন না। তাহা হইলেও তাহার সহিত থাকিয়া বসুদেব সেই মথুরা রাজ্য ধর্ম্মানুসারে পালন করিতেছিলেন।

দৈত্যরাজ কংস প্রসন্ন হইয়া তখন বসুদেবের সহিত দেবকীর বিবাহ করাইয়া দিয়াছিলেন। যিনি উগ্রসেনের ভাই দেবকের দুহিতা ছিলেন।

হে জনমেজয়! যখন রথে চড়িয়া দেবকী বিদায় হইতেছিলেন, তখন রাজা কংসও তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বৃষ্ণিবংশোদ্ভব বসুদেব-সমীপে সেই রথে আরোহণ করিলেন।

তখন [illegible] বাণী হইয়াছিল। বসুদেব সেই বাণী শুনিয়াছিলেন এবং রাজা কংসও সেই বাণী শুনিয়াছিলেন।

কংস! তুমি আজ রথে বসিয়া যে দেবকীকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভে যে সন্তান জন্মিবে তাহাই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।

এই আকাশবাণী শ্রবণান্তর অতিশয় দুর্ম্মতি সেই রাজা কংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া নির্ম্মল খড়্গ বাহির করত দেবকীর মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে রাজন! তখন পরম বুদ্ধিমান্ বসুদেব হাসিতে হাসিতে ক্রোধবশীভূত কংসকে সান্ত্বনা করত তাহার অনুনয় করিতে লাগিলেন।

হে পৃথিবীপতে! সকল ধর্ম্মেই 'নারীকে হিংসা করিবে না' এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং আপনি

যচ্চ তেঽত্র ভয়ং রাজন্ শক্যতে বাধিতুং ত্বয়া।
ইয়ঞ্চ শক্যা পালয়িতুং সময়শ্চৈব রক্ষিতুম্ ॥

অস্যাস্ত্বমষ্টমং গর্ভং জাতমাত্রং মহীপতে।
বিধ্বংসয় তদা প্রাপ্তমেব পরিহৃতং ভবেৎ ॥

এবং স রাজা কথিতো বসুদেবেন ভারত।
তস্য তদ্ বচনং চক্রে শূরসেনাধিপস্তদা ॥

ততস্তস্যাং সম্বভূবুঃ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চসঃ।
জাতান্ জাতাংস্তু তান্ সর্বান্ জঘান মধুরেশ্বর ॥

অথ তস্যাং সমভবদ্ বলদেবস্তু সপ্তমঃ।
যাম্যয়া মায়য়া তং তু যমো রাজা বিশাম্পতে ॥

দেবক্যা গর্ভমতুলং রোহিণ্যা জঠরেঽক্ষিপৎ।
আকৃষ্য কর্ষণাৎ সম্যক্ সঙ্কর্ষণ ইতি স্মৃতঃ ॥
বলশ্রেষ্ঠতয়া তস্য বলদেব ইতি স্মৃতঃ।
পুনস্তস্যাং সমভবদষ্টমো মধুসূদনঃ ॥
তস্য গর্ভস্য রক্ষাং তু চক্রে সোঽভ্যধিকং নৃপঃ।
ততঃ কালে রক্ষণার্থং বসুদেবস্য সাত্বতঃ ॥
উগ্রঃ প্রযুক্তঃ কংসেন সচিবঃ ক্রূরকর্মকৃৎ।
বিমূঢ়েষু প্রভাবেন বালস্যোত্তীর্য্য তত্র বৈ ॥
উপাগম্য স ঘোষে তু জগাম স মহাদ্যুতিঃ।
জাতমাত্রং বাসুদেবমথাকৃষ্য পিতা ততঃ ॥
উপজহ্রে পরিক্রীতাং সুতাং গোপস্য কস্যচিৎ।
মুমুক্ষমাণস্তং শব্দং দেবদূতস্য পার্থিবঃ ॥

হঠাৎ এই অবলা নিরাপরাধ নারীকে কেন হত্যা করিতে চাহিতেছেন?

হে রাজন্! ইহাতে আপনার যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ এবং ইহাকে আপনি পালন করিতে পারেন। ইহাকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, এজন্য পালন করাই কর্ত্তব্য।

হে মহীপতে! ইহার অষ্টম গর্ভ উৎপন্ন হইলেই আপনি তাহা ধ্বংস করিবেন। এই প্রকার করিলে তখন আপনার প্রাপ্ত ভয় অবশ্যই পরিহৃত হইবে।

হে ভরতনন্দন! বসুদেব রাজা কংসকে এই প্রকার বলিলেন এবং শূরসেন দেশের অধিপতি কংস তখন তাঁহার সেই বাক্য অনুসারে কার্য্য করিলেন। তাহার পর সেই দেবকীর গর্ভে সূর্য্যসম তেজস্বী অনেক কুমার ক্রমশঃ উৎপন্ন হইল এবং জাতমাত্র সেই সমস্ত কুমারকে মথুরাধিপতি কংস হত্যা করিলেন।

তাহার পর দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলদেবের আবির্ভাব হইল। হে বিশাম্পতে! রাজা যম যমসম্বন্ধীয় মায়া বলে সেই অতুলনীয় গর্ভ দেবকীর উদর হইতে রোহিণীর উদরে নিক্ষেপ করিলেন। সম্যক্‌রূপে কর্ষণ হেতু, আকর্ষণ করিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ হইল, এবং বলশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার নাম বলদেব হইল।

তাহার পর পুনরায় দেবকীর অষ্টম গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহাতে শ্রীমধুসূদন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রাজা কংস অধিক যত্নপূর্ব্বক সেই গর্ভের রক্ষা করিয়াছিলেন।

তদনন্তর ক্রমে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সাত্বতবংশীয় বসুদেবের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য কংস উগ্রস্বভাব ও ক্রূরকর্ম্মকারী মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিলেন। উদরস্থ বালক শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে তথায় রক্ষকগণ সকলেই নিদ্রায় বিমূঢ় হইলে তখন মহৎ দীপ্তিসম্পন্ন সেই বসুদেব উঠিয়া রক্ষকগণের সমীপে যাইয়া সুযোগ বুঝিয়া জাত বালকসহ ঘোষপল্লীতে চলিয়া গেলেন। বসুদেব-নন্দনের জন্ম হওয়া মাত্র সেখান হইতে তাঁহাকে

জঘান কংসস্তাং কন্যাং প্রহসন্তী জগাম সা।
আর্য্যেতি বাশতী শব্দং তস্মাদার্য্যেতি কীর্ত্তিতা॥

এবং তং বঞ্চয়িত্বা চ রাজানং স মহামতিঃ।
বাসুদেবং মহাত্মানং বর্দ্ধয়ামাস গোকুলে॥

বাসুদেবোঽপি গোপেষু ববৃধেঽজমিবাম্ভসি।
অজ্ঞায়মানঃ কংসেন গূঢ়োঽগ্নিরিব দারুষু॥

বিপ্রচক্রেঽথ তান্ সর্বান্ বল্লবান্ মথুরেশ্বরঃ।
বর্দ্ধমানো মহাবাহুস্তেজোবলসমন্বিতঃ॥

ততস্তে ক্লিশ্যমানাস্তু পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতম্।
ভয়েন কামাদপরে গণশঃ পর্য্যবারয়ন্॥

আকর্ষণ করিয়া পিতা বসুদেব ঘোষপল্লীতে রাখিয়া পরিক্রীতা কোন এক গোপসুতা আনিয়া কংসকে উপহার দিলেন।

দেবদূতের সেই শব্দ স্মরণ করিয়া মৃত্যুভয়-মোচনকামী রাজা কংস সেই কন্যাকেও হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে মাটিতে আঘাত করিলেন। কন্যা তাঁহার হাত হইতে ছুটিয়া হাসিতে হাসিতে আকাশ-পথে চলিয়া গেলেন এবং আর্য্য এইরূপ ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম আর্য্যা এইরূপ কীর্ত্তিত ছিল।

সেই মহামতি বসুদেব এইরূপে রাজা কংসকে বঞ্চনা করিয়া মহাত্মা বাসুদেবকে গোকুলে রাখিয়া বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

বাসুদেবও জলে কমলসদৃশ গোপগণের মধ্যে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কাষ্ঠসমূহে অগ্নি যেরূপ গোপনে থাকে, সেইরূপ অজ্ঞাত ভাবে তিনি তথায় থাকিলেন। কংস সেই সংবাদ জানিতে পারিলেন না।

অনন্তর মথুরেশ্বর কংস সেই সমস্ত গোপগণের উপর বিবিধ প্রকার চক্রান্ত করিয়াছিলেন। মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ বর্দ্ধিত হইয়া তেজ ও বলসমন্বিত হইলেন।

রাজার চক্রান্তে গোপগণ ভয়ে ও কামনাহেতু ক্লিশ্যমান হইয়া কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টিত করিয়া সংগঠিত হইতে লাগিলেন।

স তু লব্ধ্বা বলং রাজন্নুগ্রসেনস্য সম্মতঃ।
বসুদেবাত্মজঃ সর্বৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পুনঃ॥

নির্জিত্য যুধি ভোজেন্দ্রং হত্বা কংসং মহাবলঃ।
অভ্যষিঞ্চৎ ততো রাজ্য উগ্রসেনং বিশাম্পতে॥

ততঃ শ্রুত্বা জরাসন্ধো মাধবেন হতং যুধি।
শূরসেনাধিপং চক্রে কংসপুত্রং তদা নৃপঃ॥

স সৈন্যং মহদুত্থায় বাসুদেবং প্রসহ্য চ।
অভ্যষিঞ্চৎ সুতং তত্র সুতায়া জনমেজয়॥

উগ্রসেনঞ্চ বৃষ্ণীংশ্চ মহাবলসমন্বিতঃ।
স তত্র বিপ্রকুরুতে জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্॥

হে রাজন্! এইরূপে বললাভ করিয়া মহাবলী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনের সম্মতি অনুসারে সমস্ত ভাইগণের সহিত ভোজরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কংসকে হত্যা করিয়াছিলেন।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ কংসকে যুদ্ধে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া রাজা জরাসন্ধ তখন কংসপুত্রকে শূরসেন দেশের রাজা করিয়াছিলেন।

হে জনমেজয়! তিনি মহৎ সৈন্য উত্থাপন করিয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পরাস্ত করিয়া তথায় নিজ পুত্রীর পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

প্রতাপশালী জরাসন্ধ মহাবল সমন্বিত হইয়া তথায় উগ্রসেন ও বৃষ্ণিবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণকে কষ্ট দান করিতেন। হে কুরুনন্দন! জরাসন্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে শত্রুতার ইহাই কারণ।

এতদ্ বৈরং কৌরবেয়ং জরাসন্ধস্য মাধবে ॥

আশাসিতার্থে রাজেন্দ্র সংরুরোধ বিনির্জিতান্
পার্থিবৈস্তৈর্নৃপতিভির্যক্ষ্যমাণঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥

দেবশ্রেষ্ঠং মহাদেবং কৃত্তিবাসং ত্রিয়ম্বকম্।
এতৎ সর্বং যথা বৃত্তং কথিতং ভরতর্ষভ ॥

যথা তু স হতো রাজা ভীমসেনেন তচ্ছৃণু।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসক্যাং সভাপর্বণি জরাসন্ধবধপর্বণি
জরাসন্ধযুদ্ধোদ্যোগে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

হে রাজেন্দ্র! সমৃদ্ধিশালী জরাসন্ধ কৃত্তিবাস ও ত্র্যম্বক নামে প্রসিদ্ধ দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর রাজগণকে বলি দিয়া তাঁহার যজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এইরূপ বাঞ্ছিত সিদ্ধির নিমিত্ত নির্জিত সমস্ত রাজগণকে সংরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথারীতি আমি বলিয়াছি। এখন ভীমসেন রাজা জরাসন্ধকে যেরূপে বধ করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গ শ্রবণ করুন।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত জরাসন্ধবধপর্ব্বে
জরাসন্ধের যুদ্ধোদ্‌যোগবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন সহ যোদ্ধুং জরাসন্ধস্য নিশ্চয়ঃ, ভীম-জরাসন্ধয়োর্ভয়ানকং যুদ্ধম্, যুদ্ধে জরাসন্ধস্য ক্লান্তিশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তং নিশ্চিতাত্মানং যুদ্ধায় যদুনন্দনঃ।
উবাচ বাগ্মী রাজানং জরাসন্ধমধোক্ষজঃ ॥১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ত্রয়াণাং কেন তে রাজন্ যোদ্ধুমুৎসহতে মনঃ।
অস্মদন্যতমেনেহ সজ্জীভবতু কো যুধি ॥২

এবমুক্তঃ স নৃপতির্যুদ্ধং বব্রে মহাদ্যুতিঃ।
জরাসন্ধস্ততো রাজা ভীমসেনেন মাগধঃ ॥৩

আদায় রোচনাং মাল্যং মঙ্গল্যান্যপরাণি চ।
ধারয়ন্নগদান্ মুখ্যান্ নির্বৃতীর্বেদনানি চ।
উপতস্থে জরাসন্ধং যুযুৎসুং বৈ পুরোহিতঃ ॥৪

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে জরাসন্ধের নিশ্চয়, ভীম ও জরাসন্ধের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জরাসন্ধের ক্লান্তি।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তাহার পর যুদ্ধের নিমিত্ত নিশ্চিতমনাঃ সেই রাজা জরাসন্ধকে বাগ্মী যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন।১

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাজন্! আমাদের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আপনার মনে উৎসাহ হইতেছে? এখানে কে আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা জরাসন্ধকে এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে পরে মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধ ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকার করিলেন।৩

তখন জরাসন্ধের পুরোহিত রোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্যসমূহ এবং বেদনা ও

কৃতস্বস্ত্যয়নো রাজা ব্রাহ্মণেন যশস্বিনা।
সমনহ্যজ্জরাসন্ধঃ ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মরন্ ॥৫
অবমুচ্য কিরীটং স কেশান্ সমনুগৃহ্য চ।
উদতিষ্ঠজ্জরাসন্ধো বেলাতিগ ইবার্ণবঃ ॥৬
উবাচ মতিমান্ রাজা ভীমং ভীমপরাক্রমঃ।
ভীম যোৎস্যে ত্বয়া সার্দ্ধং শ্রেয়সা নির্জিতং বরম্ ॥৭
এবমুক্ত্বা জরাসন্ধো ভীমসেনমরিন্দমঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ মহাতেজাঃ শক্রং বল ইবাসুরঃ ॥৮
ততঃ সম্মন্ত্র্য কৃষ্ণেন কৃতস্বস্ত্যয়নো বলী।
ভীমসেনো জরাসন্ধমাসসাদ যুযুৎসয়া ॥৯

ততস্তৌ নরশার্দ্দূলৌ বাহুশস্ত্রৌ সমীয়তুঃ।
বীরৌ পরমসংহৃষ্টাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ ॥১০
করগ্রহণপূর্ব্বং তু কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
কক্ষৈঃ কক্ষাং বিধুন্বানাবাস্ফোটং তত্র চক্রতুঃ ॥১১
স্কন্ধে দোর্ভ্যাং সমাহত্য নিহত্য চ মুহুর্মুহুঃ।
অঙ্গমঙ্গৈঃ সমাশ্লিষ্য পুনরাস্ফালনং বিভো ॥১২
চিত্রহস্তাদিকং কৃত্বা কক্ষাবন্ধঞ্চ চক্রতুঃ।
গলগণ্ডাভিঘাতেন সস্ফুলিঙ্গেন চাশনিম্ ॥১৩
বাহুপাশাদিকং কৃত্বা পাদাহতশিরাবুভৌ।
উরোহস্তং ততশ্চক্রে পূর্ণকুম্ভৌ প্রযুজ্য তৌ ॥১৪

নিবারক উত্তম ওষধিসমূহ ধারণ করত সংগ্রামেচ্ছু জরাসন্ধের সমীপে উপস্থিত হইলেন।৪

রাজা জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণের দ্বারা কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মের অনুস্মরণ করত যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিলেন।৫

সেই জরাসন্ধ কিরীট পরিত্যাগ করিয়া কেশগুচ্ছ বন্ধন করত বেলাভূমি অতিক্রমকারী বেগবান্ সমুদ্রের ন্যায় সমুত্থিত হইলেন।৬

ভীমপরাক্রম বুদ্ধিমান্ রাজা জরাসন্ধ ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভীম! আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব! কারণ শ্রেষ্ঠপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে হারিয়া যাওয়াও বরং ভাল।৭

শক্রদমন মহাতেজস্বী জরাসন্ধ ভীমসেনকে এইরূপ বলিয়া বলাসুর যেমন ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন।৮

তাহার পর বলবান্ ভীমসেনও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া যুদ্ধাভিলাষে জরাসন্ধের নিকটে গমন করিলেন।৯

এইরূপে সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ পরস্পর জয়াভিলাষী ও পরমানন্দিত হইয়া স্ব স্ব বাহুমাত্র অস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক উভয়ে মিলিত হইলেন।১০

প্রথমে তাঁহারা পরস্পর করগ্রহণপূর্ব্বক পাদাভি-বন্দন করিয়া ভুজমূলভাগের সঞ্চালন করত তথায় আস্ফালন করিতে লাগিলেন।১১

হে বিভো! তাঁহারা দুইজন হস্তদ্বারা পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে বারবার করাঘাত করিয়া অঙ্গ দ্বারা অঙ্গের সমাশ্লেষ করত পুনরাস্ফালন করিতে লাগিলেন।১২

চিত্রহস্তাদি করিয়া অর্থাৎ কোন সময় হাতটি অত্যন্ত বেগে সঞ্চালন, কোন সময় স্থির, কখনও উপরে নীচে সঞ্চালন, কখনও বা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দুইজনেই কক্ষাবন্ধ অর্থাৎ একজন আর একজনকে কাঁধে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন এবং গলে ও গণ্ডে এরূপ অভিঘাত করিলেন যে, উভয়ের সেই আভবাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত ও বজ্রাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল।১৩

অনন্তর বাহুপাশাদি প্যাঁচ করিয়া উভয়ে পরস্পরের মস্তকে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা দুইজন পূর্ণকুম্ভনামক প্যাঁচ প্রয়োগ করিয়া বক্ষঃস্থলে চপেটাঘাত করিলেন।১৪

করসম্পীড়নং কৃত্বা গর্জন্তৌ বারণাবিব।
নর্দন্তৌ মেঘসংকাশৌ বাহুপ্রহরণাবুভৌ ॥১৫

তলেনাহন্যমানৌ তু অন্যোন্যং কৃতবীক্ষণৌ।
সিংহাবিব সুসংক্রুদ্ধাবাকৃষ্যাকৃষ্য যুধ্যতাম্ ॥১৬

অঙ্গেনাঙ্গং সমাপীড্য বাহুভ্যামুভয়োরপি।
আবৃত্য বাহুভিশ্চাপি উদরঞ্চ প্রচক্রতুঃ ॥১৭

উভৌ কট্যাং সুপার্শ্বে তু তক্ষবন্তৌ চ শিক্ষিতৌ।
অধোহস্তং স্বকণ্ঠে তূদরস্যোরসি চাক্ষিপৎ ॥১৮

সর্বাতিক্রান্তমর্য্যাদং পৃষ্ঠভঙ্গঞ্চ চক্রতুঃ।
সম্পূর্ণমূর্চ্ছাং বাহুভ্যাং পূর্ণকুম্ভং প্রচক্রতুঃ ॥১৯

তৃণপীড়ং যথাকামং পূর্ণযোগং সমুষ্টিকম্।
এবমাদীনি যুদ্ধানি প্রকুর্বন্তৌ পরস্পরম্ ॥২০

তয়োর্যুদ্ধং ততো দ্রষ্টুং সমেতাঃ পুরবাসিনঃ।
ব্রাহ্মণা বণিজশ্চৈব ক্ষত্রিয়াশ্চ সহস্রশঃ ॥২১

শূদ্রাশ্চ নরশার্দুল স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাশ্চ সর্বশঃ।
নিরন্তরমভূৎ তত্র জনৌঘৈরভিসংবৃতম্ ॥২২

তয়োরথ ভুজাঘাতান্নিগ্রহপ্রগ্রহাৎ তথা।
আসীৎ সুভীমসম্পাতো বজ্রপর্বতয়োরিব ॥২৩

উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ বলেন বলিনাং বরৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরং প্রেপ্সূ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥২৪

উভয়ে করসম্পীড়ন করিয়া গজরাজের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং উভয়ে বাহুপ্রহরণ করত মেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে নর্দ্দন করিতে লাগিলেন।১৫

পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করত তলপ্রহারে আহত হইয়া সংক্রুদ্ধ সিংহদ্বয়ের ন্যায় একজন আর একজনকে আকর্ষণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১৬

ঐ সময়ে উভয়ে উভয়ের অঙ্গ ও বাহুদ্বারা উভয়ের অঙ্গ ও বাহু সমাপীড়ন করিয়া, বাহু দ্বারা উদর আবরণ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১৭

উভয়ে কটি ও পার্শ্বদেশে হস্ত সংলগ্ন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাত করার চেষ্টা করিতেছিলেন। ত্বক্ গ্রহণ ও সংবরণ বিষয়ে উভয়েই পারদর্শী এবং মল্লযুদ্ধে উভয়েই শিক্ষিত, উদরের অধোদেশে হস্ত সংলগ্ন করিয়া দুইজনেই হস্তদ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীকে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত তুলিয়া দূরে ক্ষেপণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ১৮

দুই জনেই সকলের মর্য্যাদার অতিক্রমকারী ভঙ্গ' নামক প্যাঁচ প্রয়োগ করিলেন এবং বাহুদ্বয় দ্বারা 'সম্পূর্ণ মূর্চ্ছা' ও পূর্ণকুম্ভ' প্যাঁচের প্রয়োগ করিলেন।১৯

এবং নিজের ইচ্ছানুসারে 'তৃণপীড়, মুষ্ট্যাঘাত সহিত 'পূর্ণযোগ' প্রভৃতি যুদ্ধের প্যাঁচ প্রয়োগ করিয়া উভয়ে পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।২০

হে নরশার্দ্দূল! তখন তাহাদের দুই জনের ঐ মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য বহু পুরবাসী ব্রাহ্মণ, বৈশ্য সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় ও শূদ্রগণ এবং বনিতা ও বৃদ্ধগণ সকলেই তথায় সমবেত হইলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জনসমূহ দ্বারা নিরন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।২১-২২

জরাসন্ধ ও ভীমসেন এই দুই জনের ভুজাঘাতে এবং তাহাদের নিগ্রহ ও প্রগ্রহ দ্বারা এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছিল যে, মনে হইতেছিল বজ্র ও পর্ব্বতের সংঘর্ষ হইতেছে।২৩

বলে বলবান্দিগের শ্রেষ্ঠ এই দুইবীর অত্যন্ত হৃষ্ট ও উৎসাহ পূর্ণ হইয়াছিলেন এবং পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া একে অন্যের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।২৪

তদ্ ভীমমুৎসার্য্য জনং যুদ্ধমাসীদুপপ্লবে।
বলিনোঃ সংযুগে রাজন্ বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥২৫

প্রকর্ষণাকর্ষণাভ্যামনুকর্ষ-বিকর্ষণৈঃ।
আচকর্ষতুরন্যোন্যং জানুভিশ্চাবজঘ্নতুঃ ॥২৬

ততঃ শব্দেন মহতা ভর্ৎসয়ন্তৌ পরস্পরম্।
পাষাণসঙ্ঘাতনিভৈঃ প্রহারৈরভিজঘ্নতুঃ ॥২৭

ব্যূঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামায়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥২৮

কার্ত্তিকস্য তু মাসস্য প্রবৃত্তং প্রথমেঽহনি।
অনাহারং দিবারাত্রমবিশ্রান্তমবর্ত্তত ॥২৯

তদ্ বৃত্তন্তু ত্রয়োদশ্যাং সমবেতং মহাত্মনোঃ।
চতুর্দশ্যাং নিশায়ান্তু নিবৃত্তো মাগধঃ ক্লমাৎ ॥৩০

তং রাজানং তথা ক্লান্তং দৃষ্ট্বা রাজন্ জনার্দনঃ।
উবাচ ভীমকর্ম্মাণং ভীমং সম্বোধয়ন্নিব ॥৩১

ক্লান্তঃ শত্রুর্ন কৌন্তেয় লভ্যঃ পীড়য়িতুং রণে।
পীড্যমানো হি কার্ৎস্নেন জহ্যাজ্জীবিতমাত্মনঃ ॥৩২

তস্মাৎ তেনৈব কৌন্তেয় পীড়নীয়ো জনাধিপঃ।
সমমেতেন যুধ্যস্ব বাহুভ্যাং ভরতর্ষভ ॥৩৩

এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
জরাসন্ধস্য তদ্ রূপং জ্ঞাত্বা চক্রে মতিং বধে ॥৩৪

হে রাজন্! বলশালী ঐ বীরদ্বয়ের মধ্যে বৃত্রাসুর ও বাসব সদৃশ এরূপ ভয়ানক তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল যে, অন্যান্য লোক তথায় উৎসারিত হইল।২৫

প্রকর্ষণ, আকর্ষণ, অনুকর্ষণ ও বিকর্ষণ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ এবং জানু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন।২৬

তদনন্তর কঠোর শব্দে পরস্পরকে ভর্ৎসনা করত প্রস্তরাঘাত সদৃশ প্রহারদ্বারা অভিঘাত করিতে লাগিলেন।২৭

উভয়েই বিস্তৃতবক্ষাঃ, উভয়েই দীর্ঘবাহু ও উভয়েই যুদ্ধকুশল। সুতরাং উভয়ে উভয়কে লৌহার্গল-সদৃশ বাহুদ্বারা সংসক্ত করিতে লাগিলেন।২৮

কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে ঐ দুই বীরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, ঐ যুদ্ধ দিবারাত্রি অনাহারে অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছিল।২৯

ঐ মহাত্মাদ্বয়ের সেই যুদ্ধ ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত

সেইরূপে চলিয়াছিল। চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে মগধরাজ জরাসন্ধ ক্লান্তিবশতঃ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।৩০

হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা জরাসন্ধকে সেই প্রকার ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।৩১

হে কুন্তীনন্দন! রণে শত্রু ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ক্লান্ত শত্রুকে অধিক পীড়ন করা উচিত নহে। যেহেতু অধিকতর পীড্যমান হইলে সে নিজের জীবন পরিত্যাগ করিবে।৩২

হে কৌন্তেয়! সেইহেতু জনাধিপতি জরাসন্ধকে আপনার অধিক পীড়া দেওয়া উচিত নহে। হে ভরতর্ষভ! আপনি নিজের বাহুদ্বয় দ্বারা ইঁহার সহিত সমভাবে যুদ্ধ করুন।৩৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অরিবীরবিনাশকারী পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে এইরূপ বলিলে ভীমসেন জরাসন্ধকে সেইরূপ ক্লান্ত জানিতে পারিয়া তাহার বধ বিষয়ে বুদ্ধি করিলেন।৩৪

ততস্তমজিতং জেতুং জরাসন্ধং বৃকোদরঃ।
সংরব্ধং বলিনাং শ্রেষ্ঠো জগ্রাহ কুরুনন্দনঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি জরাসন্ধবধপর্বণি
জরাসন্ধক্লান্তৌ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

তাহার পর বলিশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন বৃকোদর অপরাজিত জরাসন্ধকে জয় করিবার নিমিত্ত ক্রোধ ধারণ করিলেন।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত জরাসন্ধবধপর্ব্বে যুদ্ধে জরাসন্ধের ক্লান্তিবর্ণন বিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন জরাসন্ধস্য বিনাশঃ, বন্দী-নৃপাণাং মুক্তিঃ, শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতীনামিন্দ্রপ্রস্থাগমনম্, ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বারকাযাত্রা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমসেনস্ততঃ কৃষ্ণমুবাচ যদুনন্দনম্।
বুদ্ধিমাস্থায় বিপুলাং জরাসন্ধবধেপ্সয়া ॥১

নায়ং পাপো ময়া কৃষ্ণ যুক্তঃ স্যাদনুরোধিতুম্।
প্রাণেন যদুশার্দূল বদ্ধকক্ষেণ বাসসা ॥২

এবমুক্তস্ততঃ কৃষ্ণঃ প্রত্যুবাচ বৃকোদরম্।
ত্বরয়ন্ পুরুষব্যাঘ্রো জরাসন্ধবধেপ্সয়া ॥৩

যৎ তে দৈবং পরং সত্ত্বং যচ্চ তে মাতরিশ্বনঃ।
বলং ভীম জরাসন্ধে দর্শয়াশু তদদ্য নঃ ॥৪

(তবৈষ বধ্যো দুর্বুদ্ধিঃ জরাসন্ধো মহারথঃ।
ইত্যন্তরিক্ষে হ্যশ্রৌষং যদা বায়ুরপোহ্যতে ॥
গোমন্তে পর্বতশ্রেষ্ঠে যেনৈষ পরিমোক্ষিতঃ।
বলদেববলং প্রাপ্য কোঽন্যো জীবেত মাগধাৎ ॥
তদস্য মৃত্যুর্বিহিতঃ ত্বদৃতে ন মহাবল।
বায়ুং চিন্ত্য মহাবাহো জহীমং মগধাধিপম্ ॥)

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক জরাসন্ধের বিনাশ, বন্দী নৃপগণের মুক্তি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—তাহার পর ভীমসেন জরাসন্ধের বধাভিলাষে বিপুল বুদ্ধি স্থির করিয়া যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।১

হে যদুবংশশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ! আমি এই পাপকে বশে আনিতে পারিতেছি না। বস্ত্রদ্বারা বদ্ধকক্ষ হওয়ায় প্রাণ থাকিতে ইহাকে বশে আনা যাইতেছে না।২

ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলে পরে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বধাভিলাষে বৃকোদরকে উত্তেজিত করিতে সত্বর হইয়া কহিলেন।৩

হে ভীম! আপনার যে উৎকৃষ্ট দৈববল রহিয়াছে এবং বায়ুদেবতা হইতে আপনি যে দিব্য বলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আজ আমাদের সম্মুখে জরাসন্ধে প্রদর্শন করুন।৪

("এই দুর্বুদ্ধি মহারথ জরাসন্ধ আপনারই বধযোগ্য"

এবমুক্তস্তদা ভীমো জরাসন্ধমরিন্দমঃ।
উৎক্ষিপ্য ভ্রাময়ামাস বলবন্তং মহাবলঃ ॥৫

(ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো জরাসন্ধজিঘাংসয়া।
ভীমসেনং সমালোক্য নলং জগ্রাহ পাণিনা ॥
দ্বিধা চিচ্ছেদ বৈ তৎ তু জরাসন্ধবধং প্রতি।)

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং জানুভ্যাং ভরতর্ষভ।
বভঞ্জ পৃষ্ঠং সংক্ষিপ্য নিষ্পিষ্য বিননাদ চ ॥৬

করে গৃহীত্বা চরণং দ্বেধা চক্রে মহাবলঃ ॥৭

(পুনঃ সন্ধায় তু তদা জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্।
ভীমেন চ সমাগম্য বাহুযুদ্ধং চকার হ।
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্ ॥
সর্বলোকক্ষয়করং সর্বভূতভয়াবহম্।
পুনঃ কৃষ্ণস্তমিরিণং দ্বিধা বিচ্ছিদ্য মাধবঃ ॥
ব্যত্যস্য প্রাক্ষিপৎ তৎ তু জরাসন্ধবধেপ্সয়া।
ভীমসেনস্তদা জ্ঞাত্বা নির্বিভেদ চ মাগধম্।
দ্বিধা ব্যত্যস্য পাদেন প্রাক্ষিপচ্চ ননাদ হ।
শুষ্কমাংসাস্থিমেদস্ত্বগ্‌ভিন্নমস্তিষ্কপিণ্ডকঃ ॥
শবভূতস্তদা রাজন্ পিণ্ডীকৃত ইবাবভৌ।)

অন্তরিক্ষে যখন বায়ু বহিতেছিল, তখন এই কথা আমি শুনিয়াছিলাম।

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গোমন্তে যিনি ইহাকে পরিমোচন করিয়াছিলেন, সেই বলদেব বল লাভ করিয়া ইনি ছাড়া মগধরাজ হইতে আর কে বাঁচিতে পারে ?

হে মহাবল! সেইহেতু আপনি ছাড়া ইহার মৃত্যু অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারে না, হে মহাবাহো! আপনি বায়ু দেবতার চিন্তা করিয়া এই মগধাধিপতি জরাসন্ধকে হত্যা করুন।)

এই কথা বলিলে পর শত্রুদমন মহাবল ভীমসেন তখন বলবান্ জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধ দিকে তুলিয়া বেগে ঘুরাইতে লাগিলেন।৫

(তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে হত্যা করাইবার ইচ্ছায় ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া হাতে একটি নল গ্রহণ করিলেন এবং তাহা দুই ভাগে ছেদন করিয়া জরাসন্ধের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।)

হে ভরতর্ষভ! ভীমসেন জরাসন্ধকে শতবার ঘুরাইয়া জানুদ্বারা আকুঞ্চন পূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠদেশ নিষ্পেষণ করিয়া ভগ্ন করিলেন এবং তারপর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর মহাবল ভীমসেন তাঁহার চরণ হস্তে গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন।৭

(তখন দ্বিধা বিভক্ত ঐ অংশদ্বয় সম্মিলিত হইয়া প্রতাপশালী জরাসন্ধ ভীমসেনের সহিত সমাগত হইয়া পুনরায় বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই দুই বীরের ঐ যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকর হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধ দেখিয়া এরূপ মনে হইয়াছিল যে, ইহা দ্বারা সমস্ত জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে এবং এই যুদ্ধ সমস্ত প্রাণিগণের অত্যন্ত ভয়াবহ মনে হইতেছে। তখন মাধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বধাভিলাষে পুনরায় এক নল গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া নলের দুই অংশ বিপরীত দুই দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভীমসেন সেই সংকেত বুঝিতে পারিয়া মগধরাজকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন এবং তাঁহার চরণ সহিত ঐ দুই অংশ বিপরীত দুই দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন জরাসন্ধের শরীর শবভূত হইয়া যেন মাংসাদি পিণ্ডাকার দেখাইতেছিল। তাঁহার শরীরের মাংস, অস্থি, মেদ ও ত্বক্ সমস্তই শুকাইয়া গিয়াছিল এবং মস্তিষ্ক ও শরীর দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল।)

তস্য নিষ্পিষ্যমাণস্য পাণ্ডবস্য চ গর্জ্জতঃ।
অভবৎ তুমুলো নাদঃ সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥৮
বিত্রেসুর্মাগধাঃ সর্বে স্ত্রীণাং গর্ভাশ্চ সুস্রুবুঃ।
ভীমসেনস্য নাদেন জরাসন্ধস্য চৈব হ ॥৯
কিন্নু স্যাদ্ধিমবান্ ভিন্নঃ কিন্নু স্বিদ্ দীর্য্যতে মহী।
ইতি বৈ মাগধা জজ্ঞুর্ভীমসেনস্য নিস্বনাৎ ॥ ১০
ততো রাজ্ঞঃ কুলদ্বারি প্রসুপ্তমিব তং নৃপম্।
রাত্রৌ গতাসুমুৎসৃজ্য নিশ্চক্রমুররিন্দমাঃ ॥১১
জরাসন্ধরথং কৃষ্ণো যোজয়িত্বা পতাকিনম্।
আরোপ্য ভ্রাতরৌ চৈব মোক্ষয়ামাস বান্ধবান্ ॥১২
তে বৈ রত্নভুজং কৃষ্ণং রত্নার্হাঃ পৃথিবীশ্বরাঃ।
রাজানশ্চক্রুরাসাদ্য মোক্ষিতা মহতো ভয়াৎ ॥১৩

অক্ষতঃ শস্ত্রসম্পন্নো জিতারিঃ সহ রাজভিঃ।
রথমাস্থায় তং দিব্যং নির্জগাম গিরিব্রজাৎ ॥১৪

যঃ স সোদর্য্যবান্ নাম দ্বিযোধী কৃষ্ণসারথিঃ।
অভ্যাসঘাতী সংদৃশ্যো দুর্জয়ঃ সর্বরাজভিঃ ॥১৫

ভীমার্জুনাভ্যাং যোধাভ্যামাস্থিতঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
শুশুভে রথবর্য্যোঽসৌ দুর্জয়ঃ সর্বধন্বিভিঃ ॥১৬

শক্রবিষ্ণূ হি সংগ্রামে চেরতুস্তারকাময়ে।
রথেন তেন বৈ কৃষ্ণ উপারুহ্য যযৌ তদা ॥১৭

তপ্তচামীকরাভেণ কিঙ্কিণীজালমালিনা।
মেঘনির্ঘোষনাদেন জৈত্রেণামিত্রঘাতিনা ॥১৮

নিষ্পিষ্যমাণ সেই জরাসন্ধের চিৎকারে এবং পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের গর্জ্জনে তখন সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর তুমুল নাদ উত্থিত হইয়াছিল। জরাসন্ধের আর্ত্তনাদে ও ভীমসেনের গর্জ্জননাদে তথায় সমস্ত মগধবাসিগণ ভয়ে বিত্রস্ত হইয়াছিল এবং তথায় স্ত্রীগণের গর্ভস্রাব হইয়াছিল।৮-৯

ভীমসেনের ঐ ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে মগধবাসিগণ মনে করিয়াছিল—কোথায়ও হিমালয় বিদারিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছে অথবা কোথায়ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।১০

তদনন্তর শত্রুদমনকারী ঐ তিন বীর (শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম) রাত্রিতে সেই রাজা জরাসন্ধকে গতজীবিত প্রসুপ্তের ন্যায় রাজভবনের দ্বারদেশে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নিক্রান্ত হইলেন।১১

শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পতাকাবিশিষ্ট রথ সংযোজিত করিয়া এবং তাহাতে ভ্রাতৃদ্বয়কে আরোহণ করাইয়া বান্ধবগণকে কারামুক্ত করিলেন।১২

রত্নভোগী পৃথিবীশ্বর সেই রাজগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে সমাগত হইয়া বিবিধ রত্ন দ্বারা তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন।১৩

ভগবান্ বাসুদেব ক্ষতবিরহিত শস্ত্রসম্পন্ন ও শত্রুজয়ী হইয়া সেই দিব্যরথে আরোহণ করত বন্ধমুক্ত রাজগণের সহিত গিরিব্রজ হইতে প্রস্থান করিলেন।১৪

যে রথে তাঁহারা আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, ঐ রথের নাম ছিল সোদর্য্যবান্। ঐ রথে দুই মহারথী যোদ্ধা একসঙ্গে বসিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ রথের সারথি ছিলেন। ঐ রথ হইতে শত্রুর উপরে আঘাত করার সুবিধা ছিল। সমস্ত রাজগণ কর্তৃক ঐ রথ দুর্জয় ও অতীব দর্শনীয় ছিল।১৫

ভীম ও অর্জ্জুন দুই যোদ্ধা ঐ রথে আরূঢ়, এবং শ্রীকৃষ্ণ ঐ রথের সারথি, ইহা দ্বারা ঐ শ্রেষ্ঠ রথ অতিশয় শোভিত হইয়াছিল। সকল ধনুর্ধর কর্তৃক এ রথ জয় করা কঠিন, যেহেতু ইন্দ্র ও বিষ্ণু এই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া তারকাময় সংগ্রামে বিচরণ করিতেন।

যেন শক্রো দানবানাং জঘান নবতীর্নব।
তং প্রাপ্য সমহৃষ্যন্ত রথং তে পুরুষর্ষভাঃ ॥১৯
ততঃ কৃষ্ণং মহাবাহুং ভ্রাতৃভ্যাং সহিতং তদা।
রথস্থং মাগধা দৃষ্ট্বা সমপদ্যন্ত বিস্মিতাঃ ॥২০
হয়ৈর্দিব্যৈঃ সমাযুক্তো রথো বায়ুসমো জবে।
অধিষ্ঠিতঃ স শুশুভে কৃষ্ণেনাতীব ভারত ॥২১
অসঙ্গো দেববিহিতস্তস্মিন্ রথবরে ধ্বজঃ।
যোজনাদ্ দদৃশে শ্রীমানিন্দ্রায়ুধসমপ্রভঃ ॥২২
চিন্তয়ামাস কৃষ্ণোঽথ গরুত্মন্তং স চাভ্যয়াৎ।
ক্ষণে তস্মিন্ স তেনাসীচ্চৈত্যবৃক্ষ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥২৩
ব্যাদিতাস্যৈর্মহানাগৈঃ সহ ভূতৈর্ধ্বজালয়ৈঃ।
তস্মিন্ রথবরে তস্থৌ গরুত্মান্ পন্নগাশনঃ ॥২৪

দুর্নিরীক্ষ্যো হি ভূতানাং তেজসাভ্যধিকং বভৌ।
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে সহস্রকিরণাবৃতঃ ॥২৫
ন স সজ্জতি বৃক্ষেষু শস্ত্রৈশ্চাপি ন রিষ্যতে।
দিব্যো ধ্বজবরো রাজন্ দৃশ্যতে চেহ মানুষৈঃ ॥২৬
তমাস্থায় রথং দিব্যং পর্জন্যসমনিঃস্বনম্।
নির্যযৌ পুরুষব্যাঘ্রঃ পাণ্ডবাভ্যাং সহাচ্যুতঃ ॥২৭
যং লেভে বাসবাদ্ রাজা বসুস্তস্মাদ্ বৃহদ্রথঃ।
বৃহদ্রথাৎ ক্রমেণেব প্রাপ্তো বার্হদ্রথং নৃপ ॥২৮
স নির্যায় মহাবাহুঃ পুণ্ডরীকেক্ষণস্ততঃ।
গিরিব্রজাদ্ বহিস্তস্থৌ সমদেশে মহাযশাঃ ॥২৯
তত্রৈনং নাগরাঃ সর্বে সৎকারেণাভ্যয়ুস্তদা।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা রাজন্ বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥৩০

তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় যাহার আভা, মেঘনির্ঘোষ তুল্য যাহার শব্দ, কিঙ্কিণীজাল জড়িত শত্রুবিনাশী জয়শীল সেই রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন যাত্রা করিলেন।১৬-১৮

যাহা দ্বারা ইন্দ্র নবনবতি(৯৯)বার দানবগণকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাদৃশ রথ পাইয়া সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ তিনজন অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন।১৯

তদনন্তর দুই ভাইএর সহিত মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে তখন সেই রথে অবস্থিত দেখিয়া মগধবাসী জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন।২০

হে ভারত। বায়ুতুল্য বেগশালী সেই রথ দিব্য ঘোটকে সমাযুক্ত ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া অতীব শোভিত হইয়াছিল।২১

সেই উত্তম রথে দেবনির্মিত ইন্দ্রধনুর সমান প্রভাসম্পন্ন শোভাশালী অসঙ্গ ধ্বজ এক যোজন দূর হইতে দেখা যাইতেছিল।২২

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন এবং গরুড় সেইক্ষণে তথায় সমাগত হইলেন, ধ্বজবাসী বিস্তৃতানন মহানাগগণের ও অন্যান্য ভূতগণের সহিত সেই শ্রেষ্ঠরথে পন্নগাশন গরুড় (অবস্থান করিলেন) সমারূঢ় হইলেন। তাহা দ্বারা সেই ধ্বজ উত্থিত হইয়া যেন চৈত্যবৃক্ষ সদৃশ শোভা পাইয়াছিল।২৩-২৪

ঐ উত্তম ধ্বজ সহস্র কিরণাবৃত মধ্যাহ্নকালীন মার্তণ্ডতুল্য নিজ তেজে অধিক দীপ্তিশালী ও প্রাণিগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছিল। দিব্য সেই ধ্বজশ্রেষ্ঠ কখনও বৃক্ষসমূহে সংলগ্ন হইত না এবং শস্ত্র দ্বারাও তাহা খণ্ডিত হইত না, হে রাজন্। ইহলোকে মানবগণ কর্তৃক ঐ ধ্বজ দৃষ্টি গোচর হয়।২৫-২৬

মেঘতুল্য গম্ভীর ধ্বনি পরিপূর্ণ সেই দিব্য রথে ভীম ও অর্জুন এই দুই পাণ্ডবের সহিত পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন।২৭

হে রাজন্। বাসবের নিকট হইতে রাজা বসু যে রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরে বসুর নিকট হইতে রাজা বৃহদ্রথ, এই ক্রমে বৃহদ্রথের নিকট হইতে রাজা জরাসন্ধ যে রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।২৮

তাহার পর মহাযশা মহাবাহু কমলনয়ন

বন্ধনাদ্ বিপ্রমুক্তাশ্চ রাজানো মধুসূদনম্।
পূজয়ামাসুরূচুশ্চ স্তুতিপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৩১

নৈতচ্চিত্রং মহাবাহো ত্বয়ি দেবকিনন্দনে।
ভীমার্জ্জুনবলোপেতে ধর্ম্মস্য প্রতিপালনম্ ।৩২

জরাসন্ধহ্রদে ঘোরে দুঃখপঙ্কে নিমজ্জতাম্।
রাজ্ঞাং সমভ্যুদ্ধরণং যদিদং কৃতমদ্য বৈ ॥৩৩

বিষ্ণো সমবসন্নানাং গিরিদুর্গে সুদারুণে।
দিষ্ট্যা মোক্ষাদ্ যশো দীপ্তমাপ্তং তে যদুনন্দন ॥৩৪

কিং কুর্ম্মঃ পুরুষব্যাঘ্র শাধি নঃ প্রণতিস্থিতান্।
কৃতমিত্যেব তদ্ বিদ্ধি নৃপৈর্যদ্যপি দুষ্করম্ ॥৩৫

তানুবাচ হৃষীকেশঃ সমাশ্বাস্য মহামনাঃ
যুধিষ্ঠিরো রাজসূয়ং ক্রতুমাহর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৩৬

তস্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তস্য পার্থিবত্বং চিকীর্ষতঃ।
সর্ব্বৈর্ভবদ্ভির্বিজ্ঞায় সাহায্যং ক্রিয়তামিতি ॥৩৭

ততঃ সুপ্রীতমনসস্তে নৃপা নৃপসত্তম।
তথেত্যেবাব্রুবন্ সর্ব্বে প্রতিগৃহ্যাস্য তাং গিরম্॥৩৮

রত্নভাজঞ্চ দাশার্হং চক্রুস্তে পৃথিবীশ্বরাঃ।
কৃচ্ছ্রাজ্জগ্রাহ গোবিন্দস্তেষাং তদনুকম্পয়া ॥৩৯

জরাসন্ধাত্মজশ্চৈব সহদেবো মহামনাঃ।
নির্যযৌ সজনামাত্যঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্ ॥৪০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরিব্রজ হইতে বাহিরে আসিয়া সমতল ভূমিতে উপস্থিত হইলেন।২৯

হে রাজন্! তখন সেখানে ব্রাহ্মণপ্রমুখ সমস্ত নাগরিকগণ শাস্ত্রীয় বিধিবিহিত কর্ম্মধারা তাঁহার সৎকার ও পূজা করিলেন।৩০

বন্ধন হইতে বিমুক্ত রাজগণও শ্রীমধুসূদনের পূজা করিলেন এবং তাঁহার স্তুতি করিয়া এই বাক্য কহিলেন।৩১

হে মহাবাহো! ভীম ও অর্জ্জুন এই দুই বলোপেত হইয়া দেবকীনন্দন আপনি যে ধর্ম্মের প্রতিপালন করিলেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।৩২

ঘোরতর দুঃখপঙ্করূপ জরাসন্ধ-হ্রদে নিমগ্ন রাজগণের যে আজ আপনি সম্যক্ উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা আপনার যোগ্য কর্ম্ম।৩৩

হে বিষ্ণো! ভাগ্যবশতঃ আপনি অতি দারুণ গিরিদুর্গে সমবসন্ন রাজগণের মোচন করায়, হে যদুনন্দন! মুক্তগণের আনন্দে প্রদীপ্ত যশ আপনি লাভ করিলেন।৩৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! নৃপতিগণের অত্যন্ত দুষ্কর এই কর্ম্ম আপনি অনায়াসে সাধন করিয়াছেন, প্রণত আমাদিগকে আদেশ করুন, আমরা কি করিব?৩৫

মহামনাঃ ভগবান্ হৃষীকেশ তাহাদিগকে সম্যক্ রূপে আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।৩৬

আপনারা সকলে ইহা অবগত হইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক এই যুধিষ্ঠিরের কার্য্যে সহায়তা করুন—ইহাই আমার অভিপ্রায়।৩৭

হে নৃপসত্তম! তাহার পর সেই সমস্ত রাজগণ ভগবানের সেই বাক্য স্বীকার করত সুপ্রীতমনাঃ হইয়া "তাহাই করিব" এইরূপ বলিলেন।৩৮

সেই পৃথিবীশ্বরগণ দাশার্হকুলভূষণ ভগবান্‌কে বহু রত্নদান করিলেন, ভগবান্ গোবিন্দ তাহাদের সেই রত্ন অনুকম্পাপূর্ব্বক অতিকষ্টে গ্রহণ করিলেন।৩৯

তদনন্তর জরাসন্ধনন্দন মহামনাঃ সহদেব পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া স্বজন ও অমাত্যগণের সহিত নিজপুর হইতে নির্গত হইলেন।৪০

স নীচৈঃ প্রণতো ভূত্বা বহুরত্নপুরোগমঃ।
সহদেবো নৃণাং দেবং বাসুদেবমুপস্থিতঃ ॥৪১

(সহদেব উবাচ।
যৎ কৃতং পুরুষব্যাঘ্র মম পিত্রা জনার্দন।
তৎ তে হৃদি মহাবাহো ন কার্য্যং পুরুষোত্তম ॥
ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি গোবিন্দ প্রসাদং কুরু মে প্রভো।
পিতুরিচ্ছামি সংস্কারং কর্ত্তুং দেবকিনন্দন ॥
ত্বত্তোঽভ্যনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য ভীমসেনাৎ তথার্জুনাৎ।
নির্ভয়ো বিচরিষ্যামি যথাকামং যথাসুখম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং বিজ্ঞাপ্যমানস্য সহদেবস্য মারিষ।
প্রহৃষ্টো দেবকীপুত্রো পাণ্ডবৌ চ মহারথৌ ॥
ক্রিয়তাং সংক্রিয়া রাজন্ পিতুস্ত ইতি চাব্রুবন্।
তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য পার্থয়োশ্চ স মাগধঃ ॥
প্রবিশ্য নগরং তূর্ণং সহ মন্ত্রিভিরপ্যুত।
চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ কালেয়-সরলৈস্তথা ॥
কালাগুরুসুগন্ধৈশ্চ তৈলৈশ্চ বিবিধৈরপি।
ঘৃতধারাক্ষতৈশ্চৈব সুমনোভিশ্চ মাগধম্ ॥
সমন্তাদবকীর্য্যন্ত দহ্যন্তং মগধাধিপম্।
উদকং তস্য চক্রেঽথ সহদেবঃ সহানুজঃ ॥
কৃত্বা পিতুঃ স্বর্গগতিং নির্যযৌ যত্র কেশবঃ।
পাণ্ডবৌ চ মহাভাগৌ ভীমসেনার্জুনাবুভৌ ॥
স প্রহ্বঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিজ্ঞাপয়ত মাধবম্।

সহদেব উবাচ।
ইমে রত্নানি ভূরীণি গোঽজাবিমহিষাদয়ঃ।
হস্তিনোঽশ্বাশ্চ গোবিন্দ বাসাংসি বিবিধানি চ ॥
দীয়তাং ধর্মরাজায় যথা বা মন্যতে ভবান্।)

বহুরত্ন পুরোভাগে লইয়া সেই রাজা সহদেব বিনীতভাবে চরণতলে প্রণত হইয়া নরদেব ভগবান্ বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন।৪১

(সহদেব কহিলেন—হে পুরুষশার্দূল! হে জনার্দ্দন! হে মহাবাহো! পুরুষোত্তম! আমার পিতা যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা আপনি আপনার হৃদয়ে স্থান দিবেন না।

হে গোবিন্দ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। হে প্রভো! আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, হে দেবকীনন্দন! আমি পিতার সংস্কার করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনার নিকট হইতে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া এবং ভীমসেন ও অর্জ্জুনের নিকট হইতে সেইরূপ আদেশ লাভ করিয়া নির্ভয় হইয়া ইচ্ছানুসারে যথাসুখে বিচরণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—সহদেব এই প্রকার নিবেদন করিলে পর দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও মহারথী ভীম ও অর্জ্জুন—এই পাণ্ডবদ্বয় অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। হে রাজন্! আপনি আপনার পিতার যথোচিত সংস্কার করুন, এই কথা তাঁহারা সকলেই বলিলেন। বাসুদেবের ও কুন্তীপুত্রদ্বয়ের সেই কথা শুনিয়া মগধরাজ সহদেব মন্ত্রিগণের সহিত দ্রুত নগরে প্রবেশ করিয়া চন্দন কাষ্ঠ, কালেয় সরল কাষ্ঠ ও কাল অগুরু কাষ্ঠ প্রভৃতি সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা চিতা সজ্জিত করিয়া মগধরাজের শব তাহার উপরে রাখিয়া জ্বলন্ত চিতায় শব দগ্ধ হওয়ার সময়ে বিবিধ প্রকার সুগন্ধি তৈল ও ঘৃত ধারা এবং অক্ষত চারিদিক্ হইতে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন।

শবদাহের পর সহদেব ছোট ভাই এর সহিত পিতার তর্পণ (উদকদান) করিলেন, এইরূপে পিতার পারলৌকিক কার্য্য করিয়া সহদেব নগর হইতে নির্গত হইয়া সেখানে গেলেন, যেখানে ভগবান্ কেশব, মহাভাগ ভীমসেন ও অর্জ্জুন এই পাণ্ডবদ্বয় বিদ্যমান আছেন, তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি নম্র ও প্রাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ মাধবকে কহিলেন।—

ভয়ার্ত্তায় ততস্তস্মৈ কৃষ্ণো দত্ত্বাভয়ং তদা।
আদদেঽস্য মহার্হাণি রত্নানি পুরুষোত্তমঃ ॥৪২
অভ্যষিঞ্চত তত্রৈব জরাসন্ধাত্মজং মুদা।
গত্বৈকত্বঞ্চ কৃষ্ণেন পার্থাভ্যাং চৈব সৎকৃতঃ ॥৪৩
বিবেশ রাজা দ্যুতিমান্ বার্হদ্রথপুরং নৃপ।
অভিষিক্তো মহাবাহুর্জারাসন্ধির্মহাত্মভিঃ ॥৪৪
কৃষ্ণস্তু সহ পার্থাভ্যাং শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
রত্নান্যাদায় ভূরীণি প্রযযৌ পুরুষর্ষভঃ ॥৪৫
ইন্দ্রপ্রস্থমুপাগম্য পাণ্ডবাভ্যাং সহাচ্যুতঃ।
সমেত্য ধর্মরাজানং প্রীয়মাণোঽভ্যভাষত ॥৪৬
দিষ্ট্যা ভীমেন বলবান্ জরাসন্ধো নিপাতিতঃ।
রাজানো মোক্ষিতাশ্চৈব বন্ধনান্নৃপসত্তম ॥৪৭
দিষ্ট্যা কুশলিনৌ চেমৌ ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ।
পুনঃ স্বনগরং প্রাপ্তাবক্ষতাবিতি ভারত ॥৪৮

ততো যুধিষ্ঠিরঃ কৃষ্ণং পূজয়িত্বা যথার্হতঃ।
ভীমসেনার্জুনৌ চৈব প্রহৃষ্টঃ পরিষস্বজে ॥৪৯

ততঃ ক্ষীণে জরাসন্ধে ভ্রাতৃভ্যাং বিহিতং জয়ম্।
অজাতশত্রুরাসাদ্য মুমুদে ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৫০

(হৃষ্টশ্চ ধর্মরাড্ বাক্যং জনার্দনমভাষত।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বাং প্রাপ্য পুরুষব্যাঘ্র ভীমসেনেন পাতিতঃ।
মাগধোঽসৌ বলোন্মত্তো জরাসন্ধঃ প্রতাপবান্ ॥

সহদেব কহিলেন,—হে গোবিন্দ! গো, ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি এই পশুগণ, বহু রত্ন, হস্তী, অশ্ব এবং নানাপ্রকার বস্ত্র বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত বস্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়া দিবেন, অথবা আপনি যাহা ভাল মনে করেন, তাহাই করিবেন।)

তখন ভয়ার্ত্ত সেই সহদেবকে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভয়দান করিয়া তাঁহার আনীত মহামূল্য রত্নসমূহ গ্রহণ করিলেন।৪২

তৎপরে আনন্দের সহিত জরাসন্ধপুত্রকে সেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সহদেবকে অভিন্ন সুহৃদ্ মনে করায়, ভীম ও অর্জ্জুন এই পার্থদ্বয়ও সহদেবের যথোচিত সৎকার করিলেন।৪৩

হে রাজন্! এই মহাত্মগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া মহাবাহু দ্যুতিমান্ রাজা সহদেব স্বীয় পিতৃ-রাজ্য বৃহদ্রথপুরে প্রবেশ করিলেন।৪৪

পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থদ্বয়ের সহিত পরম শোভাযুক্ত হইয়া উপহৃত প্রচুর রত্নরাজি গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।৪৫

ভীম ও অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ অচ্যুত ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় আনন্দের সহিত ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন।৪৬

হে নৃপসত্তম! ভীমসেন আনন্দের সহিত বলবান্ জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন এবং কারারুদ্ধ রাজগণও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।৪৭

হে ভারত! ভাগ্যক্রমে এই দুই ভাই ভীমসেন ও ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া অক্ষতশরীরে স্বনগরে পুনরায় আগমন করিয়াছেন।৪৮

তখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথোচিত পূজা করিয়া ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।৪৯

ভীম ও অর্জ্জুন দুইভাই দ্বারা জরাসন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহারা জয়লাভ করিলেন এবং তখন যুধিষ্ঠির অজাতশত্রু হইয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন।৫০

(ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হৃষ্ট হইয়া ভগবান্ জনার্দ্দনকে বলিলেন,

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনাকে

রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং প্রাপ্স্যামি বিগতজ্বরঃ।
ত্বদ্বুদ্ধিবলমাশ্রিত্য যাগার্হোঽস্মি জনার্দন ॥
পীতং পৃথিব্যাং যুদ্ধেন যশস্তে পুরুষোত্তম।
জরাসন্ধবধেনৈব প্রাপ্তাস্তে বিপুলাঃ শ্রিয়ঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্ভাষ্য কৌন্তেয়ঃ প্রাদাদ্ রথবরং প্রভোঃ।
প্রতিগৃহ্য তু গোবিন্দো জরাসন্ধস্য তং রথম্ ॥
প্রহৃষ্টস্তস্য মুমুদে ফাল্গুনেন জনার্দনঃ।
প্রীতিমানভবদ্ রাজন্ ধর্মরাজপুরস্কৃতঃ ॥)
যথাবয়ঃ সমাগম্য ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ।
সৎকৃত্য পূজয়িত্বা চ বিসসর্জ নরাধিপান্ ॥৫১
যুধিষ্ঠিরাভ্যনুজ্ঞাতাস্তে নৃপা হৃষ্টমানসাঃ।
জগ্মুঃ স্বদেশাংস্ত্বরিতা যানৈরুচ্চাবচৈস্ততঃ ॥৫২
এবং পুরুষশার্দূলো মহাবুদ্ধির্জনার্দনঃ।
পাণ্ডবৈর্ঘাতয়ামাস জরাসন্ধমরিং তদা ॥৫৩
ঘাতয়িত্বা জরাসন্ধং বুদ্ধিপূর্বমরিন্দমঃ।
ধর্মরাজমনুজ্ঞাপ্য পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ ভারত ॥৫৪
সুভদ্রাং ভীমসেনঞ্চ ফাল্গুনং যমজৌ তথা।
ধৌম্যমামন্ত্রয়িত্বা চ প্রযযৌ স্বাং পুরীং প্রতি ॥৫৫
তেনৈব রথমুখ্যেন মনসস্তুল্যগামিনা।
ধর্মরাজবিসৃষ্টেন দিব্যেনানাদয়ন্ দিশঃ ॥৫৬
ততো যুধিষ্ঠিরমুখাঃ পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।
প্রদক্ষিণমকুর্বন্ত কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥৫৭

সহায়রূপে পাইয়া ভীমসেন বলোন্মত্ত হইয়া প্রতাপশালী মগধরাজ জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন।

হে জনার্দ্দন! এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিব। আপনার বুদ্ধি ও বল আশ্রয় করিয়াই আমি এই যজ্ঞ করিবার যোগ্য হইয়াছি।

হে পুরুষোত্তম! এই যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীতে আপনার যশ বিস্তৃত হইল। জরাসন্ধবধের দ্বারাই আপনার বিপুল সম্পদ্ লাভ হইল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিয়া প্রভুকে একটি শ্রেষ্ঠ রথ প্রদান করিলেন। জরাসন্ধের সেই রথ ভগবান্ গোবিন্দ প্রতিগ্রহ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সহিত সেই রথে আরোহণ করত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন।)

বয়সানুসারে সকলে একত্র মিলিত হইয়া তথায় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত রাজগণের যথোচিত সৎকার ও পূজা করিয়া রাজগণকে বিদায় করিলেন।৫১

যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞা লাভ করত সেই রাজগণ সন্তুষ্টমনা হইয়া বহুবিধ যানে আরোহণ করিয়া শীঘ্র স্ব-স্ব দেশে গমন করিলেন।৫২

এইরূপে পুরুষোত্তম মহাবুদ্ধি ভগবান্ জনার্দ্দন তখন পাণ্ডবগণের দ্বারা স্ব-শত্রু জরাসন্ধকে বধ করাইলেন।৫৩

হে ভারত! জরাসন্ধকে বুদ্ধিপূর্ব্বক হত্যা করাইয়া শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কুন্তী ও দ্রৌপদীর নিকটে অনুজ্ঞা গ্রহণ করত সুভদ্রা, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে এবং ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া ধর্ম্মরাজপ্রদত্ত মনের তুল্য বেগশালী দিব্য সেই শ্রেষ্ঠ রথে দশদিক্ মুখরিত করিয়া নিজের পুরীর প্রতি প্রস্থান করিলেন।৫৪-৫৬

হে ভরতর্ষভ! তাঁহার গমন সময়ে যুধিষ্ঠিরাদি সমস্ত পাণ্ডবগণ তথায় অক্লেশে কার্য্যকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিলেন।৫৭

ততো গতে ভগবতি কৃষ্ণে দেবকিনন্দনে।
জয়ং লব্ধ্বা সুবিপুলং রাজ্ঞাং দত্ত্বাভয়ং সদা ॥৫৮

সম্বর্দ্ধিতং যশো ভূয়ঃ কর্ম্মণা তেন ভারত।
দ্রৌপদ্যাঃ পাণ্ডবা রাজন্ পরাং প্রীতিমবর্দ্ধয়ন্ ॥৫৯

তস্মিন্ কালে তু যদ্ যুক্তং ধর্ম্মকামার্থসংহিতম্।
তদ্ রাজা ধর্ম্মতশ্চক্রে প্রজাপালনকীর্ত্তনম্ ॥৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি জরাসন্ধবধপর্ব্বণি জরাসন্ধবধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

হে ভারত! তারপর দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। বিপুল জয়লাভ করিয়া বন্ধনমুক্ত রাজগণকে অভয়দান করায় সেই কর্ম্মের দ্বারা পাণ্ডবদের যশোরাশি সংবর্দ্ধিত হইল। হে ভরত-বংশধর রাজন্! পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পরম প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।৫৮-৫৯

সেই সময়ে ধর্ম্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত যাহা কর্ত্তব্য, রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মানুসারে সেই সমস্ত করিলেন এবং প্রজাপালন ও তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান করত সুখে বাস করিতে লাগিলেন।৬০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত জরাসন্ধবধপর্ব্বে জরাসন্ধবধবিষয়ে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪

(দিগ্‌বিজয়পর্ব্ব)

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

[অর্জুনাদিভ্রাতৃচতুষ্টয়ানাং দিগ্‌বিজয়যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
পার্থঃ প্রাপ্য ধনুঃ শ্রেষ্ঠমক্ষয্যৌ চ মহেষুধী।
রথং ধ্বজং সভাং চৈব যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১

অর্জুন উবাচ।
ধনুরস্ত্রং শরা বীর্য্যং পক্ষো ভূমির্যশো বলম্।
প্রাপ্তমেতন্ময়া রাজন্ দুষ্প্রাপ্যং যদভীপ্সিতম্ ॥২

তত্র কৃত্যমহং মন্যে কোষস্য পরিবর্দ্ধনম্।
করমাহারয়িষ্যামি রাজ্ঞঃ সর্ব্বান্ নৃপোত্তম ॥৩
বিজয়ায় প্রযাস্যামি দিশং ধনদপালিতাম্।
তিথাবথ মুহূর্ত্তে চ নক্ষত্রে চাভিপুজিতে ॥৪
(এতচ্ছ্রুত্বা কুরুশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মরাজঃ সহানুজঃ।
প্রহৃষ্টো মন্ত্রিভিশ্চৈব ব্যাস-ধৌম্যাদিভিঃ সহ ॥

(দিগ্‌বিজয় পর্ব্ব।)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনাদি চারিভ্রাতার দিগ্‌বিজয় যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ ধনু, অক্ষয় ও বিশাল তূণীরদ্বয়, রথ, পতাকা ও সভাভবন লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন।১

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে রাজন্! আমি ধনু, অস্ত্র, বাণসমূহ, পরাক্রম, শ্রীকৃষ্ণকে সহায়রূপে পক্ষ, ইন্দ্রপ্রস্থরূপ রাজ্যভূমি, যশ ও বল এবং যাহা দুর্লভ ও অভীপ্সিত, সেই সমস্তই লাভ করিয়াছি।২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এখন নিজের কোশ পরিবর্দ্ধন করাই আমার কাজ বলিয়া মনে করিতেছি। সমস্ত রাজগণকে জয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর আহরণ করিব।৩

ততো ব্যাসো মহাবুদ্ধিরুবাচেদং বচোঽর্জুনম্।

ব্যাস উবাচ।

সাধু সাধ্বিতি কৌন্তেয় দিষ্ট্যা তে বুদ্ধিরীদৃশী।
পৃথিবীমখিলাং জেতুমেকোঽধ্যবসিতো ভবান্॥

ধন্যঃ পাণ্ডুর্মহীপালো যস্য পুত্রস্ত্বমীদৃশঃ।
সর্বং প্রাপ্স্যতি রাজেন্দ্রো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥

ত্বদ্বীর্য্যেণ স ধর্মাত্মা সার্বভৌমত্বমেষ্যতি।
ত্বদ্বাহুবলমাশ্রিত্য রাজসূয়মবাপ্স্যতি॥

সুনয়াদ্ বাসুদেবস্য ভীমার্জুনবলেন চ।
যময়োশ্চৈব বীর্য্যেণ সর্বং প্রাপ্স্যতি ধর্মরাট্॥
তস্মাদ্ দিশং দেবগুপ্তামুদীচীং গচ্ছ ফাল্গুন।
শক্তো ভবান্ সুরান্ জিত্বা রত্নান্যাহর্তুমোজসা॥

প্রাচীং ভীমো বলশ্লাঘী প্রযাতু ভরতর্ষভঃ।
যাম্যাং তত্র দিশং যাতু সহদেবো মহারথঃ॥

প্রতীচীং নকুলো গন্তা বরুণেনাভিপালিতাম্।
এষা মে নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিঃ ক্রিয়তাং ভরতর্ষভাঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা ব্যাসবচো হৃষ্টাস্তমূচুঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।

পাণ্ডবা উচুঃ।

এবমস্তু মুনিশ্রেষ্ঠ যথাজ্ঞাপয়সি প্রভো॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধনঞ্জয়বচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
স্নিগ্ধগম্ভীরনাদিন্যা তং গিরা প্রত্যভাষত॥৫

আপনি অনুমতি করিলে শুভতিথি, মুহূর্ত ও নক্ষত্রে কুবেরপালিত উত্তরদিক্ বিজয়ের জন্য প্রস্থান করিব।৪

(ইহা শুনিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত ও ব্যাস-ধৌম্য প্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত আনন্দিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর মহাবুদ্ধি ব্যাস অর্জ্জুনকে এই বাক্য বলিলেন।

ব্যাস কহিলেন,—হে কুন্তীনন্দন! আমি আপনাকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সৌভাগ্যক্রমেই আপনার এরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। আপনি একাই সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে পারেন। রাজা পাণ্ডু ধন্য, যাহার পুত্র আপনি এরূপ পরাক্রমশালী। আপনার পরাক্রমে ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত কিছু লাভ করিবেন এবং সেই ধর্ম্মাত্মা সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিবেন। আপনার বাহুবল আশ্রয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ করিয়া লইবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উত্তম নীতি, ভীম ও অর্জ্জুনের বল এবং নকুল ও সহদেবের পরাক্রম দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সব কিছু প্রাপ্ত হইবেন।

অতএব হে অর্জ্জুন! আপনি দেবরক্ষিত উত্তরদিকে গমন করুন। তথায় আপনি দেবতাগণকে জয় করিয়া বলপূর্ব্বক রত্নসমূহ আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন।

স্ববলে শ্লাঘাকারী ভরতকুলভূষণ ভীমসেন পূর্ব্বদিকে যাত্রা করুন, মহারথ সহদেব দক্ষিণদিকে যাত্রা করুন এবং নকুল বরুণপালিত পশ্চিমদিকে গমন করুন।

হে ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণ! আমার এই নিশ্চিত বুদ্ধি আপনারা পালন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ব্যাসের এই বাক্য শুনিয়া পাণ্ডবগণ পরম হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

পাণ্ডবগণ বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভো! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, এইরূপ কার্য্যই হউক।)

বৈশম্পায়ন কহিলেন—অর্জ্জুনের বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্নেহযুক্ত গম্ভীরনাদ বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন।৫

স্বস্তিবাচ্যার্হতো বিপ্রান্ প্রযাহি ভরতর্ষভ।
দুর্হৃদামপ্রহর্ষায় সুহৃদাং নন্দনায় চ ॥৬
বিজয়স্তে ধ্রুবং পার্থ প্রিয়ং কামমবাপ্স্যসি।
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ পার্থঃ সৈন্যেন মহতাবৃতঃ ॥৭
অগ্নিদত্তেন দিব্যেন রথেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
তথৈব ভীমসেনোঽপি যমৌ চ পুরুষর্ষভৌ ॥৮
সসৈন্যাঃ প্রযযুঃ সর্বে ধর্ম্মরাজেন পূজিতাঃ।
দিশং ধনপতেরিষ্টামজয়ৎ পাকশাসনিঃ ॥৯
ভীমসেনস্তথা প্রাচীং সহদেবস্তু দক্ষিণাম্।
প্রতীচীং নকুলো রাজন্ দিশং ব্যজয়তাস্ত্রবিৎ ॥১০
খাণ্ডবপ্রস্থমধ্যস্থো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
আসীৎ পরময়া লক্ষ্ম্যা সুহৃদ্গণবৃতঃ প্রভুঃ ॥১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি দিগ্বিজয়সংক্ষেপকথনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

হে ভরতর্ষভ। পূজ্য বিপ্রগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া শত্রুগণের নিরানন্দ ও সুহৃদ্‌বর্গের আনন্দের নিমিত্ত যাত্রা কর।৬

হে পার্থ। তোমার বিজয় সুনিশ্চিত। তোমার অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ হইবে। এই কথা বলিলে অর্জ্জুন তখন সুমহৎ সৈন্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া অগ্নিদত্ত অদ্ভুতকর্ম্মকারী দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। সেইরূপ ভীমসেন ও পুরুষশ্রেষ্ঠ যমজ নকুল-সহদেব ইঁহারাও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সৎকৃত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সকলেই দিগ্‌বিজয়ে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! ইন্দ্রকুমার অর্জ্জুন ধনপতির প্রিয় উত্তরদিক্ জয় করিলেন, সেইরূপ ভীমসেন পূর্ব্বদিক্, সহদেব দক্ষিণদিক্ ও অস্ত্রবিশারদ নকুল পশ্চিম-দিক্ জয় করিলেন।৭-১০

ধর্ম্মরাজ প্রভু যুধিষ্ঠির সুহৃদ্‌গণ পরিবৃত হইয়া খাণ্ডবপ্রস্থ মধ্যে অবস্থান করত পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলেন।১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্‌বিজয়পর্ব্বে সংক্ষেপে দিগ্‌বিজয় বর্ণনা-বিষয়ে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ১৯

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[নানাদেশবিজয়পূর্ব্বকমর্জুনেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতিভগদত্তস্য পরাজয়ঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

দিশামভিজয়ং ব্রহ্মন্ বিস্তরেণানুকীর্ত্তয়।
ন হি তৃপ্যামি পূর্ব্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধনঞ্জয়স্য বক্ষ্যামি বিজয়ং পূর্বমেব তে।
যৌগপদ্যেন পার্থৈর্হি নির্জ্জিতেয়ং বসুন্ধরা ॥২

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[নানাদেশ বিজয়পূর্ব্বক অর্জুনকর্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের পরাজয়।]

জনমেজয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! পাণ্ডবদিগের দিগ্‌বিজয় বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন; যেহেতু পূর্ব্বপুরুষগণের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করত আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।১

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পার্থগণ সকলে এক-

পূর্ব্বং কুলিন্দবিষয়ে বশে চক্রে মহীপতীন্ ।
ধনঞ্জয়ো মহাবাহুর্নাতিতীব্রেণ কর্ম্মণা ॥৩

আনর্ত্তান্ কালকূটাংশ্চ কুলিন্দাংশ্চ বিজিত্য সঃ ।
সুমণ্ডলঞ্চ বিজিতং কৃতবান্ সহসৈনিকম্ ॥৪

স তেন সহিতো রাজন্ সব্যসাচী পরন্তপঃ ।
বিজিগ্যে শাকলং দ্বীপং প্রতিবিন্ধ্যঞ্চ পার্থিবম্ ॥৫

শাকলদ্বীপবাসাশ্চ সপ্তদ্বীপেষু যে নৃপাঃ ।
অর্জ্জুনস্য চ সৈন্যৈস্তৈর্বিগ্রহস্তুমুলোঽভবৎ ॥৬

স তানপি মহেষ্বাসান্ বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ প্রাগ্জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ ॥৭

তত্র রাজা মহানাসীদ্ ভগদত্তো বিশাম্পতে ।
তেনাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥৮

স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্জ্যোতিষোঽভবৎ ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ ॥৯

ততঃ স দিবসানষ্টৌ যোধয়িত্বা ধনঞ্জয়ম্ ।
প্রহসন্নব্রবীদ্ রাজা সংগ্রামবিগতক্লমম্ ॥১০

উপপন্নং মহাবাহো ত্বয়ি কৌরবনন্দন ।
পাকশাসনদায়াদে বীর্য্যমাহবশোভিনি ॥১১

অহং সখা মহেন্দ্রস্য শক্রাদনবরো রণে ।
ন শক্ষ্যামি চ তে তাত স্থাতুং প্রমুখতো যুধি ॥১২

ত্বমীপ্সিতং পাণ্ডবেয় ব্রূহি কিং করবাণি তে ।
যদ্ বক্ষ্যসি মহাবাহো তৎ করিষ্যামি পুত্রক ॥১৩

অর্জ্জুন উবাচ ।

কুরূণামৃষভো রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ যজ্বা বিপুলদক্ষিণঃ ॥১৪

কালে এই বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলেন। প্রথমে অর্জ্জুনের বিজয়বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি।২

মহাবাহু ধনঞ্জয় অনতিতীব্র কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ সামান্য যুদ্ধ করিয়াই প্রথমে কুলিন্দ (পুলিন্দ) দেশে অবস্থিত মহীপতিগণকে বশীভূত করিলেন।৩

আনর্ত্ত, কালকূট ও কুলিন্দদেশের রাজগণকে জয় করিয়া তিনি সসৈন্যে সুমণ্ডল মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন।৪

হে রাজন্! অতঃপর শত্রুসন্তাপকারী সব্যসাচী অর্জ্জুন সুমণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়া শাকল দ্বীপ ও পার্থিব প্রতিবিন্ধ্যকে জয় করিলেন।৫

সপ্তদ্বীপ মধ্যে শাকলদ্বীপবাসী যে সকল ভূপাল ছিলেন, তাহাদের সহিত অর্জ্জুনসৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল।৬

হে ভরতর্ষভ! অর্জ্জুন সেই মহাধনুর্দ্ধর রাজগণকেও জয় করিয়াছিলেন এবং পরে সেই সমস্ত রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি প্রাগ্জ্যোতিষপুর আক্রমণ করিলেন।৭

হে বিশাম্পতে! সেই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে ভগদত্তনামে প্রধান রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।৮

প্রাগ্জ্যোতিষপুরাধিপতি রাজা ভগদত্ত কিরাত, চীন ও সাগরের উপকূলবাসী অন্যান্য বহুতর যোদ্ধৃবর্গের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।৯

রাজা ভগদত্ত আটদিন যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামে অপরিশ্রান্ত অর্জ্জুনকে সহাস্যবদনে বলিলেন।১০

হে মহাবাহো, কৌরবনন্দন! আপনি ইন্দ্রপুত্র, সংগ্রামশোভী বীর, আপনার এরূপ বলবীর্য্য থাকা সঙ্গতই বটে।১১

আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সখা, রণক্ষেত্রে বলবিক্রম প্রকাশে তদপেক্ষা আমিও ন্যূন নহি। হে বৎস! তথাপি আমি যুদ্ধে আপনার সম্মুখে থাকিতে পারি না।১২

হে পাণ্ডুবংশোদ্ভব! আপনি কি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, বলুন? আমি আপনার কি

তস্য পার্থিবতামীপ্সে করস্তস্মৈ প্রদীয়তাম্।
ভবান্ পিতৃসখা চৈব প্রীয়মাণো ময়াপি চ ;
ততো নাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং প্রীতিপূর্ব্বং প্রদীয়তাম্ ॥১৫

ভগদত্ত উবাচ।

কুন্তীমাতর্যথা মে ত্বং তথা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্বমেতৎ করিষ্যামি কিং চান্যৎ করবাণি তে ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি অর্জুনদিগ্বিজয়ে ভগদত্তপরাজয়ে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

করিতে পারি? হে মহাবাহো, পুত্রক! আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহা করিব।১৩

অর্জ্জুন কহিলেন,—কুরুকুলতিলক ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির বহু দক্ষিণা দান করত রাজসূয় যজ্ঞকারী হইয়াছেন। আমি তাঁহার পার্থিবত্ব সংস্থাপনের ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাঁহাকে কর প্রদান করুন। আপনি আমার পিতার মিত্র এবং আমারও প্রিয়পাত্র, সেইহেতু আপনাকে আমি আদেশ করিতে পারি না, আপনি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কর প্রদান করুন।১৪-১৫

ভগদত্ত কহিলেন,—হে কুন্তীনন্দন! আমার নিকটে আপনি যেরূপ, রাজা যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ; অতএব আমি এ সমস্ত কার্য্যই করিব, আপনার অন্য কার্য্য আর কি করিতে হইবে, বলুন?১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্‌বিজয়পর্ব্বে অর্জ্জুনের দিগ্‌বিজয়প্রসঙ্গে ভগদত্ত-পরাজয়বিষয়ে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য উত্তরদিক্‌স্থিতবিভিন্নরাজ্যজয়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ভগদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
অনেনৈব কৃতং সর্বমনুজানীহি যাম্যহম্ ॥১

তং বিজিত্য মহাবাহুঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
প্রযযাবুত্তরাং তস্মাদ্ দিশং ধনদপালিতাম্ ॥২

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনের উত্তরদিকস্থিত বিভিন্ন-রাজ্য জয়।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—ভগদত্ত অর্জ্জুনকে এইরূপ বলার পর অর্জ্জুন ভগদত্তকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—'আপনি যে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, ইহা দ্বারাই আপনার সমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে। এখন অনুমতি করুন, আমি যাই'।১

ভগদত্তকে জয় করিয়া মহাবাহু কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সে স্থান হইতে কুবেরপালিত উত্তরদিকে গমন করিলেন।২

অন্তর্গিরিঞ্চ কৌন্তেয়স্তথৈব চ বহির্গিরিম্।
তথৈবোপগিরিং চৈব বিজিগ্যে পুরুষর্ষভঃ ॥৩
বিজিত্য পর্বতান্ সর্বান্ যে চ তত্র নরাধিপাঃ।
তান্ বশে স্থাপয়িত্বা স ধনান্যাদায় সর্বশঃ ॥৪
তৈরেব সহিতঃ সর্বৈরনুরজ্য চ তান্ নৃপান্।
উলূকবাসিনং রাজন্ বৃহন্তমুপজগ্মিবান্ ॥৫
মৃদঙ্গবরনাদেন রথনেমিস্বনেন চ।
হস্তিনাঞ্চ নিনাদেন কম্পয়ন্ বসুধামিমাম্ ॥৬
ততো বৃহন্তস্ত্বরিতো বলেন চতুরঙ্গিণা।
নিষ্ক্রম্য নগরাৎ তস্মাদ্ যোধয়ামাস ফাল্গুনম্ ॥৭
সুমহান্ সন্নিপাতোঽভূদ্ ধনঞ্জয়-বৃহন্তয়োঃ।
ন শশাক বৃহন্তস্তু সোঢ়ুং পাণ্ডববিক্রমম্ ॥৮

সোঽবিষহ্যতমং মত্বা কৌন্তেয়ং পর্বতেশ্বরঃ।
উপাবর্ত্তত দুর্দ্ধর্ষো রত্নান্যাদায় সর্বশঃ ॥৯
স তদ্রাজ্যমবস্থাপ্য উলূকসহিতো যযৌ।
সেনাবিন্দুমথো রাজন্ রাজ্যাদাশু সমাক্ষিপৎ ॥১০
মোদাপুরং বামদেবং সুদামানং সুসংকুলম্।
উলূকানুত্তরাংশ্চৈব তাংশ্চ রাজ্ঞঃ সমানয়ৎ ॥১১
তত্রস্থঃ পুরুষৈরেব ধর্মরাজস্য শাসনাৎ।
কিরীটী জিতবান্ রাজন্ দেশান্ পঞ্চগণাংস্ততঃ ॥১২
স দেবপ্রস্থমাসাদ্য সেনাবিন্দোঃ পুরং প্রতি।
বলেন চতুরঙ্গেণ নিবেশমকরোৎ প্রভুঃ ॥১৩
স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈর্বিষ্বগশ্বং নরাধিপম্।
অভ্যগচ্ছন্মহাতেজাঃ পৌরবং পুরুষর্ষভ ॥১৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন প্রথমে অন্তর্গিরি, সেইরূপে বহির্গিরি ও উপগিরি নামক স্থান জয় করিলেন।৩

সমস্ত পর্ব্বত জয় করিয়া তথায় যে সকল নরপতি অবস্থিত ছিলেন, তাহাদিগকে নিজের বশে স্থাপনপূর্ব্বক তিনি সকলের নিকট হইতে ধনগ্রহণ করিলেন।৪

হে রাজন্! তৎপরে সেই নৃপগণকে অনুরক্ত করিয়া সেই সমস্ত নৃপগণের সহিত উলূকদেশবাসী রাজা বৃহন্তের নিকট গমন করিলেন।৫

শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গনাদে, রথনেমির ঘর্ঘরধ্বনিতে ও হস্তিগণের বৃংহিতনিনাদে এই পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া অগ্রসর হইলেন।৬

তখন রাজা বৃহন্ত অবিলম্বে চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেই নগর হইতে বাহির হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।৭

ঐ সময়ে অর্জ্জুন ও বৃহন্তের মধ্যে অতি মহৎ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিন্তু বৃহন্ত অর্জ্জুনের বিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না।৮

দুর্দ্ধর্ষ বীর পর্ব্বতরাজ বৃহন্ত অর্জ্জুনকে অত্যন্ত দুর্বিষহ মনে করিয়া সকল প্রকার রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনসমীপে উপস্থিত হইলেন।৯

হে রাজন্! অর্জ্জুন বৃহন্তের রাজ্য বৃহন্তকেই সমর্পণ করিয়া উলূকরাজের সহিত সেনাবিন্দুর নিকটে গমন করিলেন এবং শীঘ্র তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন।১০

তৎপরে তিনি মোদাপুর, বামদেব, সুদামা, সুসঙ্কুল এবং উত্তর উলূকদেশ ও তত্তৎ দেশস্থ রাজগণকে নিজের অধীন করিয়া লইলেন।১১

হে রাজন্! তৎপরে ধর্ম্মরাজের আদেশে কিরীটধারী অর্জ্জুন তথায় অবস্থান করিয়া নিজ পুরুষগণের দ্বারা পঞ্চগণ নামক দেশসমূহ জয় করিলেন।১২

তিনি সেনাবিন্দুর রাজধানী দেবপ্রস্থে আসিয়া চতুরঙ্গ বলের সহিত প্রভু হইয়া শিবির স্থাপন করিলেন।১৩

হে পুরুষপ্রধান! মহাতেজা অর্জ্জুন পরাজিত

বিজিত্য চাহবে শূরান্ পার্বতীয়ান্ মহারথান্।
জিগায় সেনয়া রাজন্ পুরং পৌরবরক্ষিতম্ ॥১৫
পৌরবং যুধি নির্জিত্য দস্যূন্ পর্বতবাসিনঃ।
গণানুৎসবসঙ্কেতানজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ ॥১৬
ততঃ কাশ্মীরকান্ বীরান্ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
ব্যজয়ল্লোহিতং চৈব মণ্ডলৈর্দশভিঃ সহ ॥১৭
ততস্ত্রিগর্ত্তাঃ কৌন্তেয়ং দার্বাঃ কোকনদাস্তথা।
ক্ষত্রিয়া বহবো রাজন্নুপাবর্তন্ত সর্বশঃ ॥১৮
অভিসারীং ততো রম্যাং বিজিগ্যে কুরুনন্দনঃ।
উরগাবাসিনং চৈব রোচমানং রণেঽজয়ৎ ॥১৯
ততঃ সিংহপুরং রম্যং চিত্রায়ুধসুরক্ষিতম্।
প্রাধমদ্ বলমাস্থায় পাকশাসনিরাহবে ॥২০

সেই সমস্ত রাজগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া পৌরব নরপতি বিশ্বগশ্বের নিকটে অভিগমন করিলেন।১৪

হে রাজন্! তথায় যুদ্ধে পার্ব্বতীয় মহারথগণকে পরাস্ত করিয়া সেনা দ্বারা পৌরবরক্ষিত রাজধানী জয় করিলেন।১৫

পৌরবকে যুদ্ধে জয় করিয়া পর্ব্বতবাসী দস্যুগণকে ও উৎসবসংকেত নামক সপ্ত গণকে পাণ্ডুনন্দন জয় করিলেন।১৬

তদনন্তর ক্ষত্রিয়শিরোমণি ধনঞ্জয় কাশ্মীরের ক্ষত্রিয় বীরগণকে এবং দশরাজমণ্ডল সহিত রাজা লোহিতকে জয় করিলেন।১৭

হে রাজন্! তাহার পর ত্রিগর্ত্ত, দারু ও কোকনদ দেশীয় বহু ক্ষত্রিয় রাজগণ সকলেই কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া শরণাপন্ন হইলেন।১৮

ইহার পর কুরুনন্দন অর্জ্জুন রমণীয় অভিসারী নগরী জয় করিলেন এবং তিনি উরগাবাসী রাজা রোচমানকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন।১৯

তদনন্তর পাকশাসন ইন্দ্রকুমার অর্জ্জুন রাজা চিত্রায়ুধ কর্তৃক সুরক্ষিত সুরম্য নগর সিংহপুরে সৈন্য স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করিলেন এবং ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।২০

ততঃ সুহ্মাংশ্চ চোলাংশ্চ কিরীটী পাণ্ডবর্ষভঃ।
সহিতঃ সর্বসৈন্যেন প্রামথৎ কুরুনন্দনঃ ॥২১
ততঃ পরমবিক্রান্তো বাহ্লীকান্ পাকশাসনিঃ।
মহতা পরিমর্দেন বশে চক্রে দুরাসদান্ ॥২২
গৃহীত্বা তু বলং সারং ফাল্গুনঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
দরদান্ সহ কাম্বোজৈরজয়ৎ পাকশাসনিঃ ॥২৩
প্রাগুত্তরাং দিশং যে চ বসন্ত্যাশ্রিত্য দস্যবঃ।
নিবসন্তি বনে যে চ তান্ সর্বানজয়ৎ প্রভুঃ ॥২৪
লোহান্ পরমকাম্বোজানৃষিকানুত্তরানপি।
সহিতাংস্তান্ মহারাজ ব্যজয়দ্ পাকশাসনিঃ ॥২৫

ইহার পর পাণ্ডবপ্রধান কুরুনন্দন কিরীটী অর্জ্জুন সমস্ত সৈন্যগণের সহিত সুহ্ম ও চোল দেশ আক্রমণ করিয়া মন্থন করিলেন।২১

তাহার পর পরম পরাক্রমশালী ইন্দ্রকুমার অর্জ্জুন মহৎ পরিমর্দ্দনের দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ বীর বাহ্লীকগণকে নিজবশে আনয়ন করিলেন।২২

ইন্দ্রকুমার পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন শক্তিশালী সৈন্য লইয়া কম্বোজগণের সহিত দরদগণকে জয় করিলেন।২৩

পূর্ব্বোত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া যে সকল দস্যু বাস করিতেছিল এবং যে সকল দস্যু বনে বাস করিতেছিল, প্রভু অর্জ্জুন সে সকলকেই জয় করিলেন।২৪

হে মহারাজ! লোহ, পরম কাম্বোজ ও উত্তর ঋষিক, এই সকলকে অর্জ্জুন একসঙ্গে জয় করিলেন।২৫

ঋষিকেষ্বপি সংগ্রামো বভূবাতিভয়ঙ্করঃ।
তারকাময়সঙ্কাশঃ পরস্‌ঋষিক-পার্থয়োঃ॥ ২৬
স বিজিত্য ততো রাজন্ ঋষিকান্ রণমূর্দ্ধনি।
শুকোদরসমাংস্তত্র হয়ানষ্টৌ সমানয়ৎ ॥২৭
ময়ূরসদৃশানন্যানুত্তরানপরানপি।
জবনানাশুগাংশ্চৈব করার্থং সমুপানয়ৎ ॥২৮
স বিনির্জিত্য সংগ্রামে হিমবন্তং সনিষ্কুটম্।
শ্বেতপর্ব্বতমাসাদ্য ন্যবিশৎ পুরুষর্ষভঃ ॥২৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দিগ্বিজয়পর্ব্বণি ফাল্গুন-দিগ্বিজয়ে নানাদেশজয়ে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

ঋষিকদেশে ঋষিকরাজ ও অর্জ্জুনের মধ্যে তারকাময় সংগ্রামতুল্য ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল।২৬

হে রাজন্! অর্জ্জুন সেই ঋষিকগণকে সমরাঙ্গনে পরাজিত করিয়া শুকোদরতুল্য হরিতবর্ণ আটটি অশ্ব আনয়ন করিলেন।২৭

এবং রাজকরস্বরূপ ময়ূরতুল্য বর্ণবিশিষ্ট উত্তম, গতিশীল ও শীঘ্রগামী আরও অনেক ঘোড়া তিনি উপঢৌকন পাইয়াছিলেন।২৮

ইহার পর পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সংগ্রামে হিমবান্ ও নিষ্কুট পর্ব্বতবাসিগণকে জয় করিয়া ধবলগিরি কৈলাস পর্ব্বতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্‌বিজয়পর্ব্বে অর্জ্জুনের দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে নানা দেশজয়সম্বন্ধীয় সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তরদিশং বিজিত্য বহুধন-বাহন-ভূষণানি চাহৃত্য অর্জুনস্য ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স শ্বেতপর্ব্বতং বীরঃ সমতিক্রম্য বীর্য্যবান্।
দেশং কিম্পুরুষাবাসং দ্রুমপুত্রেণ রক্ষিতম্ ॥১
মহতা সন্নিপাতেন ক্ষত্রিয়ান্তকরেণ হ।
অজয়ৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ করে চৈনং ন্যবেশয়ৎ ॥২
তং জিত্বা হাটকং নাম দেশং গুহ্যকরক্ষিতম্।
পাকশাসনিরব্যগ্রঃ সহসৈন্যঃ সমাসদৎ ॥৩
তাংস্তু সান্ত্বেন নির্জিত্য মানসং সর উত্তমম্।
ঋষিকুল্যাস্তথা সর্ব্বা দদর্শ কুরুনন্দনঃ ॥৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[উত্তর দিক্ জয় করিয়া বহু ধন, বাহন ও ভূষণ আহরণ করত অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ বীর অর্জুন ধবলগিরি অতিক্রম করিয়া ক্ষত্রিয়ান্তকর ভয়ঙ্কর সংগ্রামের দ্বারা দ্রুমপুত্র কর্তৃক রক্ষিত কিম্পুরুষগণের আবাসস্থান জয় করিলেন, এবং কর দিতে স্বীকার করিলে সেই রাজাকে সেই রাজ্যেই স্থাপন করিলেন।১-২

কিম্পুরুষগণের সেই দেশ জয় করিয়া শান্তচিত্ত ইন্দ্রকুমার অর্জুন সেনাগণের সহিত গুহ্যকরক্ষিত হাটকনামক দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।৩

সরো মানসমাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ।
গন্ধর্ব্বরক্ষিতং দেশমজয়ৎ পাণ্ডবস্ততঃ ॥৫
তত্র তিত্তিরি-কল্মাষান্ মণ্ডূকাখ্যান্ হয়োত্তমান্।
লেভে স করমত্যন্তং গন্ধর্ব্বনগরাৎ তদা ॥৬
(হেমকূটমথাসাদ্য ন্যবিশৎ ফাল্গুনস্তথা।
তং হেমকূটং রাজেন্দ্র সমতিক্রম্য পাণ্ডবঃ ॥
হরিবর্ষং বিবেশাথ সৈন্যেন মহতাবৃতঃ।
তত্র পার্থো দদর্শাথ বহূনিহ মনোরমান্ ॥
নগরাংশ্চ বনাংশ্চৈব নদীশ্চ বিমলোদকাঃ।
পুরুষান্ দেবকল্পাংশ্চ নারীশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ ॥
তান্ সর্ব্বাংস্তত্র দৃষ্ট্বাথ মুদা যুক্তো ধনঞ্জয়ঃ।
বশে চক্রেহথ রত্নানি লেভে চ সুবহূনি চ ॥

ততো নিষধমাসাদ্য গিরিস্থানজয়ৎ প্রভুঃ।
অথ রাজন্নতিক্রম্য নিষধং শৈলমায়তম্ ॥
বিবেশ মধ্যমং বর্ষং পার্থো দিব্যমিলাবৃতম্।
তত্র দেবোপমান্ দিব্যান্ পুরুষান্ দেবদর্শনান্ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বান্ সুভগান্ স দদর্শ ধনঞ্জয়ঃ।
সদনানি চ শুভ্রাণি নারীশ্চাপ্সরসন্নিভাঃ ॥
দৃষ্ট্বা তানজয়দ্ রম্যান্ স তৈশ্চ দদৃশে তদা।
জিত্বা চ তান্ মহাভাগান্ করে চ বিনিবেশ্য সঃ ॥
রত্নান্যাদায় দিব্যানি ভূষণৈর্বসনৈঃ সহ।
উদীচীমথ রাজেন্দ্র যযৌ পার্থো মুদান্বিতঃ ॥
স দদর্শ মহামেরুং শিখরাণাং প্রভুং মহৎ।
তং কাঞ্চনময়ং দিব্যং চতুর্ব্বর্ণং দুরাসদম্ ॥

তথায় গুহ্যকগণকে সান্ত্বভাবে জয় করিয়া কুরুনন্দন অর্জ্জুন উত্তম মানস সরোবর ও সমস্ত ঋষিকুল্যা (ঋষিগণের নামানুসারে প্রসিদ্ধ কৃত্রিম সরিৎ) দর্শন করিলেন।৪

তাহার পর প্রভাবশালী পাণ্ডুনন্দন মানস-সরোবরে পৌঁছিয়া হাটকদেশের নিকটবর্ত্তী গন্ধর্ব্ব-রক্ষিত দেশ জয় করিলেন।৫

সেইগন্ধর্ব্ব নগর হইতে তখন তিনি তিত্তিরি, কল্মাষ ও মণ্ডূকনামে প্রসিদ্ধ বহু উত্তম অশ্ব কর-স্বরূপ লাভ করিলেন ৬

(অনন্তর অর্জ্জুন হেমকূটপর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হে রাজেন্দ্র! পরে পাণ্ডুনন্দন সেই হেমকূটপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে হরিবর্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি বহু মনোরম নগর, সুন্দর বন ও বিমলোদক নদীসমূহ দর্শন করিলেন।

তথায় দেবকল্প পুরুষ ও প্রিয়দর্শন নারীগণের বাস ছিল, সেই সমস্ত দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় অতিশয় আনন্দযুক্ত হইয়াছিলেন।

পরে হরিবর্ষ জয় করিয়া তিনি নিজের বশে আনয়ন করিলেন এবং তথায় বহু রত্ন লাভ করিলেন। তদনন্তর প্রভাবশালী অর্জ্জুন নিষধ-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সেই পর্ব্বতবাসিগণকে জয় করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর অর্জ্জুন সুবিস্তৃত নিষধপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দিব্য ইলাবৃতবর্ষে উপস্থিত হইলেন। জম্বুদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ ইলাবৃতবর্ষ। সেখানে অর্জ্জুন দেবতুল্য দেবদর্শন দিব্য পুরুষগণকে দর্শন করিলেন, সৌভাগ্যশালী এরূপ দিব্য পুরুষ অর্জ্জুন পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

তথায় গৃহসমূহ শুভ্র ও নারীগণ অপ্সরার তুল্য, অর্জ্জুন সেই রম্য স্ত্রীপুরুষগণকে দেখিয়া তাহাদিগকে জয় করিলেন এবং তখন তাঁহারাও অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়াছিলেন।

তৎপরে অর্জ্জুন সেই মহাভাগগণকে জয় করিয়া তাহাদের উপরে করধার্য্য করত বিবিধ রত্ন গ্রহণ

আয়তং শতসাহস্রং যোজনানাস্তু সুস্থিতম্ ।
জ্বলন্তমচলং মেরুং তেজোরাশিমনুত্তমম্ ॥
আক্ষিপন্তং প্রভাং ভানোঃ স্বশৃঙ্গৈ কাঞ্চনৈর্জ্বলৈঃ
কাঞ্চনাভরণং দিব্যং দেবগন্ধর্বসেবিতম্ ॥
নিত্যপুষ্পফলোপেতং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ।
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যমধর্মবহুলৈর্জনৈঃ ॥
ব্যালৈরাচরিতং ঘোরৈর্দিব্যৌষধিবিদীপিতম্ ।
স্বর্গমাবৃত্য তিষ্ঠন্তমুচ্ছ্রায়েণ মহাগিরিম্ ॥
আগম্যং মনসাপ্যন্যৈর্নদীবৃক্ষসমন্বিতম্ ।
নানাবিহগসঙ্ঘৈশ্চ নাদিতং সুমনোহরৈঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা ফাল্গুনো মেরুং প্রীতিমানভবৎ তদা ।
মেরোরিলাবৃতং বর্ষং সর্বতঃ পরিমণ্ডলম্ ॥
মেরোস্তু দক্ষিণে পার্শ্বে জম্বূর্নাম বনস্পতিঃ ।
নিত্যপুষ্পফলোপেতঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥
আস্বর্গমুচ্ছ্রিতা রাজংস্তস্য শাখা বনস্পতেঃ ।
যস্য নাম্না স্থিদং দ্বীপং জম্বূদ্বীপমিতি শ্রুতম্ ॥
তাঞ্চ জম্বূং দদর্শাথ সব্যসাচী পরন্তপঃ ।
তৌ দৃষ্ট্বা প্রতিমৌ লোকে জম্বুং মেরুঞ্চ সংস্থিতৌ ॥
প্রীতিমানভবদ্ রাজন্ সর্বতঃ স বিলোকয়ন্ ।
তত্র লেভে ততো জিষ্ণুঃ সিদ্ধৈর্দিব্যৈশ্চ চারণৈঃ ॥
রত্নানি বহুসাহস্রং বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ।
অন্যানি চ মহার্হাণি তত্র লব্ধার্জুনস্তদা ॥
আমন্ত্রয়িত্বা তান্ সর্বান্ যজ্ঞমুদ্দিশ্য বৈ গুরোঃ ।
অথাদায় বহূন্ রত্নান্ গমনায়োপচক্রমে ॥

করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অর্জুন হর্ষযুক্ত হইয়া দিব্য বসন-ভূষণের সহিত উত্তর দিকে গমন করিলেন।

তিনি ঐ দিকে পর্ব্বতরাজ গিরিপ্রবর মহামেরুকে দর্শন করিলেন। সেই মহামেরু দিব্য ও কাঞ্চনময় চারি বর্ণবিশিষ্ট ও দুরধিগম্য ছিল। ইহার দৈর্ঘ্য এক লক্ষ যোজন। অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন এই মেরু-পর্ব্বত অনুত্তম তেজোরাশিবিশিষ্ট। স্বকীয় সুবর্ণোজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহের দ্বারা সূর্য্যের প্রভাকে তিরস্কারকারী সুবর্ণভূষিত ঐ দিব্য পর্ব্বত দেব ও গন্ধর্ব্ব-সেবিত এবং সিদ্ধ ও চারণগণ অধ্যুষিত ছিল এবং ঐ পর্ব্বত সর্ব্বদা ফলপুষ্পোপশোভিত রহিয়াছে। উহার উচ্চতার পরিমাপ করা চলে না এবং অধর্ম্ম-পরায়ণ জনগণ এই পর্ব্বতকে স্পর্শ করিতে পারেন না।

ভয়ঙ্কর সর্পগণ ঐ পর্ব্বতে বিচরণ করে, দিব্য ওষধিসমূহ দ্বারা ঐ পর্ব্বত প্রকাশিত। ঐ মহাগিরি মেরু উচ্চতা দ্বারা স্বর্গকেও আবৃত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। অন্য কেহ মনে মনেও এই পর্ব্বতে গমন করিতে পারেন না। নদীগণ ও বৃক্ষসমূহ ঐ পর্ব্বত-শিখরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সুমনোহর নানাবিধ পক্ষীসমূহ ঐ পর্ব্বতে সর্ব্বদা কলরব করিতেছে। ঐ মেরুপর্ব্বত দেখিয়া অর্জ্জুন তখন প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেরুর সকল দিকে মণ্ডলাকারে ইলাবৃতবর্ষ রহিয়াছে। কিন্তু মেরুর দক্ষিণ পাশে জম্বু নামে একটি বৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষ সর্ব্বদা ফলপুষ্পযুক্ত ও সিদ্ধ চারণগণ সংসেবিত রহিয়াছে।

হে রাজন্। ঐ জম্বুবৃক্ষের শাখা স্বর্গলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, যে বৃক্ষের নামানুসারে এই দ্বীপের নাম জম্বূদ্বীপ বলিয়া বিশ্রুত আছে।

শত্রুসন্তাপকারী সব্যসাচী অর্জ্জুন অনন্তর সেই জম্বুবৃক্ষকে দর্শন করিলেন। জম্বু ও মেরুকে পাশাপাশি সংস্থিত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, ইহলোকে এই দুইটি অপ্রতিম। হে রাজন্! অর্জ্জুন তথায় সকলদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন তথায় সিদ্ধ ও দিব্য চারণগণের নিকট হইতে বহু সহস্র রত্ন, বস্ত্র ও আভরণ এবং অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য

মেরুং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পর্বতপ্রবরং প্রভুঃ।
যযৌ জম্বূনদীতীরে নদীং শ্রেষ্ঠাং বিলোকয়ন্ ॥
স তাং মনোরমাং দিব্যাং জম্বূস্বাদুরসাবহাম্।
হেমপক্ষিগণৈর্জুষ্টাং সৌবর্ণজলজাকুলাম্ ॥
হেমপঙ্কাং হৈমজলাং শুভাং সৌবর্ণবালুকাম্।
কচিৎ সৌবর্ণপদ্মৈশ্চ সঙ্কুলাং হেমপুষ্পকৈঃ ॥
কচিৎ সুপুষ্পিতৈঃ কীর্ণাং সুবর্ণকুমুদোৎপলৈঃ।
কচিৎ তীররুহৈঃ কীর্ণাং হেমবৃক্ষৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ ॥
তীর্থৈশ্চ রুক্মসোপানৈঃ সর্বতঃ সংকুলাং শুভাম্।
বিমলৈর্মণিজালৈশ্চ নৃত্যগীতরবৈর্যুতাম্ ॥
দীপ্তৈর্হৈমবিতানৈশ্চ সমন্তাচ্ছোভিতাং শুভাম্।
তথাবিধাং নদীং দৃষ্ট্বা পার্থস্তাং প্রশশংস হ ॥

অদৃষ্টপূর্ব্বাং রাজেন্দ্র দৃষ্ট্বা হর্ষমবাপ চ।
দর্শনীয়ান্ নদীতীরে পুরুষান্ সুমনোহরান্ ॥
তান্ নদীসলিলাহারান্ সদারানমরোপমান্।
নিত্যং সুখমুদা যুক্তান্ সর্বালঙ্কারশোভিতান্ ॥
তেভ্যো বহূনি রত্নানি তদা লেভে ধনঞ্জয়ঃ।
দিব্যজাম্বূনদং হেমভূষণানি চ পেশলম্ ॥
লব্ধ্বা তান্ দুর্লভান্ পার্থঃ প্রতীচীং প্রযযৌ দিশম্।
নাগানাং রক্ষিতং দেশমজয়চ্চার্জুনস্ততঃ ॥
ততো গত্বা মহারাজ বারুণীং পাকশাসনিঃ।
গন্ধমাদনমাসাদ্য তত্রস্থানজয়ৎ প্রভুঃ ॥
তং গন্ধমাদনং রাজন্নতিক্রম্য ততোঽর্জুনঃ।
কেতুমালং বিবেশাথ বর্ষং রত্নসমন্বিতম্।
সেবিতং দেবকল্পৈশ্চ নারীভিঃ প্রিয়দর্শনৈঃ ॥

লাভ করিলেন। তৎপরে সেই সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যজ্ঞের উদ্দেশ্যে বহু রত্ন গ্রহণ করত তথা হইতে গমনের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন।

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া অর্জ্জুন জম্বূনদীর তীরে গমন করিলেন। তিনি মনোরম ও দিব্য সেই শ্রেষ্ঠ নদী, যাহা জম্বূফলের সুস্বাদু রসতুল্য জল বহন করিতেছে, তাহা দর্শন করিলেন।

সুবর্ণবর্ণ পক্ষিগণ ঐ নদীতে বাস করে এবং ঐ নদী সুবর্ণবর্ণ পদ্মে পরিপূর্ণ, ঐ নদীর পঙ্ক ও জল হেমবর্ণ, ঐ মঙ্গলময়ী নদীর বালুকাও সুবর্ণ চূর্ণে শোভা পাইতেছিল।

কোন কোন স্থান সুবর্ণবর্ণ পদ্মে এবং কোথায়ও বা সুবর্ণবর্ণ পুষ্পে ঐ নদী পরিব্যাপ্ত ছিল। কোথায়ও বা সুপুষ্পিত সুবর্ণবর্ণ কুমুদ ও উৎপলে আচ্ছাদিত এবং কোথায়ও বা ঐ নদীর তীরবর্ত্তী সুন্দর পুষ্পোশোভিত সুবর্ণবর্ণ বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে।

তীর্থস্বরূপ সুবর্ণময় সোপানে সকলদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া ঐ শুভ নদী নির্ম্মল মণিসমূহের দ্বারা ও নৃত্যগীতের ধ্বনিদ্বারা যুক্ত হইয়া অধিক শোভিত হইয়াছিল।

ঐ মঙ্গলময়ী নদী দীপ্ত সুবর্ণবিতানে চারিদিক্ পরিশোভিতা হইয়াছিল। অর্জ্জুন সেই নদীকে তথাবিধ পরিশোভিত দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং হে রাজেন্দ্র! ঐ অদৃষ্টপূর্ব্বা নদীটিকে দেখিয়া তিনি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ঐ নদীর তীরে বহু দেবোপম সুমনোহর পুরুষ স্বীয় স্ত্রীগণের সহিত বিচরণ করিতেন। সর্ব্বালঙ্কারসুশোভিত, নদীজলভোজী, অবিরত সুখ ও আনন্দযুক্ত সেই দর্শনীয় পুরুষগণকে দর্শন করিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিলেন।

ধনঞ্জয় তখন তাহাদের নিকট হইতে বহু রত্ন লাভ করিলেন। জম্বূনদীর দিব্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করত সুবর্ণভূষণ ও সেই দুর্লভ বস্তুসমূহ লাভ করিয়া অর্জ্জুন পশ্চিমদিকে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে অর্জ্জুন নাগগণ সুরক্ষিত দেশ জয়

তং জিত্বা চার্জ্জুনো রাজন্ করে চ বিনিবেশ্য চ।
আহৃত্য তত্র রত্নানি দুর্লভানি তথার্জ্জুনঃ ॥
পুনশ্চ পরিবৃত্যাথ মধ্যং দেশমিলাবৃতম্।
গত্বা প্রাচীং দিশং রাজন্ সব্যসাচী পরন্তপঃ ॥
মেরু-মন্দরয়োর্মধ্যে শৈলোদামভিতো নদীম্।
যে তে কীচকবেণূনাং ছায়াং রম্যামুপাসতে ॥
খশাঞ্ঝষাংশ্চ নদ্যোতান্ প্রঘসান্ দীর্ঘবেণিকান্।
পশুপাংশ্চ কুলিন্দাংশ্চ তঙ্গণান্ পরতঙ্গণান্ ॥
রত্নান্যাদায় সর্বেভ্যো মাল্যবন্তং ততো যযৌ।
তং মাল্যবন্তং শৈলেন্দ্রং সমতিক্রম্য পাণ্ডবঃ ॥
ভদ্রাশ্বং প্রবিবেশাথ বর্ষং স্বর্গোপমং শুভম্।
তত্রামরোপমান্ রম্যান্ পুরুষান্ সুখসংযুতান্ ॥

জিত্বা তান্ স্ববশে কৃত্বা করে চ বিনিবেশ্য চ।
আহৃত্য সর্বরত্নানি অসংখ্যানি ততস্ততঃ ॥
নীলং নাম গিরিং গত্বা তত্রস্থানজয়ৎ প্রভুঃ।
ততো জিষ্ণুরতিক্রম্য পর্বতং নীলমায়তম্ ॥
বিবেশ রম্যকং বর্ষং সঙ্কীর্ণং মিথুনৈঃ শুভৈঃ।
তং দেশমথ জিত্বা চ করে চ বিনিবেশ্য চ ॥
অজয়চ্চাপি বীভৎসুর্দেশং গুহ্যকরক্ষিতম্।
তত্র লেভে চ রাজেন্দ্র সৌবর্ণান্ মৃগপক্ষিণঃ ॥
অগৃহ্লাদ্ যজ্ঞভূত্যর্থং রমণীয়ান্ মনোরমান্।
অন্যানি লব্ধা রত্নানি পাণ্ডবোঽথ মহাবলঃ ॥
গন্ধর্বরক্ষিতং দেশমজয়ৎ সগণং তদা।
তত্র রত্নানি দিব্যানি লব্ধা রাজন্নথার্জ্জুনঃ ॥

করিলেন। হে মহারাজ! প্রভাবশালী অর্জ্জুন তথা হইতে পশ্চিম দিকে গমন করত গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সেই পর্ব্বতবাসিগণকে জয় করিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর অর্জ্জুন সেই গন্ধমাদন পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বিবিধ রত্নরাজি-সমন্বিত কেতুমালবর্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। ঐ কেতুমালবর্ষ দেবকল্প প্রিয়দর্শন পুরুষগণ ও নারীগণের দ্বারা সর্ব্বদা পরিসেবিত।

হে রাজন্! অর্জ্জুন সেই কেতুমালবর্ষ জয় করিয়া তাহাদিগকে কর দান করিতে স্বীকার করাইয়া এবং তথা হইতে নানাবিধ দুর্লভ রত্ন আহরণ পূর্ব্বক পুনরায় মধ্যদেশ ইলাবৃতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তদনন্তর শত্রুতাপন সব্যসাচী অর্জ্জুন পূর্ব্বদিকে গমন করিলে, মেরু ও মন্দরাচলের মধ্যে শৈলদা নাম্নী নদীর উভয় পার্শ্বে কীচক ও বেণু নামক বাঁশসমূহের রম্য ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে সকল লোক বাস করে তাহাদিগকে এবং খশ, ঝষ, নদ্যোত, প্রঘস, দীর্ঘবেণিক, পশুপ, কুলিন্দ, তঙ্গণ ও পরতঙ্গণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয়গণকে জয় করিয়া সেই সকলের নিকট হইতে নানাবিধ রত্ন গ্রহণ করত অর্জ্জুন মাল্যবান্ পর্ব্বতে গমন করিলেন। গিরিরাজ সেই মাল্যবান্‌কে অতিক্রম করিয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন স্বর্গোপম শুভ ভদ্রাশ্ববর্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঐ দেশে দেবোপম রমণীয় সুখসংযুক্ত পুরুষগণের বাস ছিল। সেই দেশের সকলকে জয় করিয়া নিজ বশে আনয়ন করত করদান করিতে তাহাদিগকে স্বীকার করাইয়া সেখান হইতে অসংখ্য রত্ন আহরণ পূর্ব্বক প্রভাবশালী অর্জ্জুন নীলনামক পর্ব্বতে গমন করিয়া নীলগিরির অধিবাসিগণকে জয় করিলেন।

তাহার পর অর্জ্জুন বিস্তৃত নীলনামক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সুন্দর নরনারীগণে পরিপূর্ণ রম্যকবর্ষে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই দেশ জয় করিয়া অর্জ্জুন তাহাদিগকে করদানে স্বীকৃত করাইয়া গুহ্যকরক্ষিত দেশটিও জয় করিলেন।

শ্বেতপর্ব্বতমাসাদ্য জিত্বা পর্ব্বতবাসিনঃ।
স শ্বেতং পর্ব্বতং রাজন্ সমতিক্রম্য পাণ্ডবঃ ॥
বর্ষং হিরণ্যকং নাম বিবেশাথ মহীপতে।
স তু দেশেষু রম্যেষু গন্তুং তত্রোপচক্রমে ॥
মধ্যে প্রাসাদবৃন্দেষু নক্ষত্রাণাং শশী যথা।
মহাপথেষু রাজেন্দ্র সর্ব্বতো যান্তমর্জ্জুনম্ ॥
প্রাসাদবরশৃঙ্গস্থাঃ পরয়া বীর্য্যশোভয়া।
দদৃশুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ পার্থমাত্মযশস্করম্ ॥
তং কলাপধরং শূরং সরথং সানুগং প্রভুম্।
সবর্ম-সুকিরীটং বৈ সন্নদ্ধং সপরিচ্ছদম্ ॥
সুকুমারং মহাসত্ত্বং তেজোরাশিমনুত্তমম্।
শক্রোপমমমিত্রঘ্নং পরবারণবারণম্ ॥
পশ্যন্তঃ স্ত্রীগণাস্তত্র শক্তিপাণিং স্ম মেনিরে।
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো রণেঽদ্ভুতপরাক্রমঃ ॥
অস্য বাহুবলং প্রাপ্য ন ভবন্ত্যসুহৃদ্গণাঃ।
ইতি বাচা ব্রুবন্ত্যস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রেম্না ধনঞ্জয়ম্ ॥
তুষ্টুবুঃ পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ সসৃজুস্তস্য মূর্দ্ধনি।
দৃষ্ট্বা তে তু মুদা যুক্তাঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ ॥
রত্নৈর্বিভূষণৈশ্চৈব অভ্যবর্ষন্ত পাণ্ডবম্।
অথ জিত্বা সমস্তাংস্তান্ করে চ বিনিবেশ্য চ ॥
মণিহেমপ্রবালানি রত্নান্যাভরণানি চ।
এতানি লব্ধ্বা পার্থোঽপি শৃঙ্গবন্তং গিরিং যযৌ ॥
শৃঙ্গবন্তঞ্চ কৌন্তেয়ঃ সমতিক্রম্য ফাল্গুনঃ ॥)

হে রাজেন্দ্র! তথায় অর্জ্জুন সোনার মৃগ ও পক্ষী লাভ করিলেন। রমণীয় ও মনোহর সেই মৃগপক্ষিগণকে অর্জ্জুন যজ্ঞ সমৃদ্ধির নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর মহাবল পাণ্ডুনন্দন অন্যান্য বহু রত্ন লাভ করিয়া তখন গন্ধর্ব্বগণের সহিত গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশ জয় করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর অর্জ্জুন তথায় দিব্য রত্নসমূহ লাভ করিয়া শ্বেতপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ঐ পর্ব্বতবাসিগণকে জয় করিলেন। হে রাজন্! তৎপরে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন শ্বেতপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া হিরণ্যকবর্ষে প্রবেশ করিলেন।

তিনি তথায় রম্য দেশসমূহে গমনের নিমিত্ত বিচরণ করিতে লাগিলেন। প্রাসাদবৃন্দ মধ্যে বিচরণকারী অর্জ্জুন নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! মহাপথ-সমূহে সর্ব্বদিকে বিচরণকারী ও স্বীয় যশঃ-প্রবর্ত্তনকারী পৃথানন্দন অর্জ্জুনকে পরমবীর্য্যশোভায় শোভিত উত্তুঙ্গ শ্রেষ্ঠ প্রাসাদশৃঙ্গে অবস্থান করিয়া সমস্ত সুন্দরী নারীগণ দর্শন করিলেন। তূণীরধারী প্রভাবশালী, বীর, রথ ও অনুগমনকারীর সহিত আগত, বর্ম্ম ও কিরীটযুক্ত ও বর্ম্মিত পরিচ্ছদযুক্ত, সুকুমার, অতিশয় ধৈর্য্যশীল, অনুত্তম তেজঃপুঞ্জসদৃশ, ইন্দ্রতুল্য শত্রুহন্তা ও শত্রুগজনিবারণকারী অর্জ্জুনকে তথায় স্ত্রীগণ দর্শন করত তাঁহাকে শক্তিহস্ত কার্ত্তিকেয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এই সেই পুরুষপ্রধান, সংগ্রামে ইঁহার পরাক্রম অদ্ভুত। ইঁহার বাহুবলের আক্রমণ লাভ করিয়া শত্রুগণ জয়ী হইতে পারে না।

এইরূপ বাক্য আলাপ করত সেই স্ত্রীগণ প্রেমসহিত অর্জ্জুনের স্তব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন।

তদ্দেশবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দযুক্ত ও কৌতূহলসমন্বিত হইয়া বিবিধ রত্ন ও বিবিধভূষণ দ্বারা পাণ্ডুনন্দনকে অভ্যর্থনা করিলেন।

অনন্তর পৃথানন্দন অর্জ্জুন সেই সকলকে সমভাবে জয় করিয়া এবং তাহাদিগকে কর প্রদানে রাজি করাইয়া মণি, সুবর্ণ, প্রবাল, রত্ন ও আভরণ এই সমস্ত লাভ করত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতে গমন করিলেন। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন পরে শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া)

উত্তরং কুরুবর্ষং তু স সমাসাদ্য পাণ্ডবঃ।
ইয়েষ জেতুং তং দেশং পাকশাসননন্দনঃ ॥৭

তত এনং মহাবীর্য্যং মহাকায়া মহাবলাঃ।
দ্বারপালাঃ সমাসাদ্য হৃষ্টা বচনমব্রুবন্ ॥৮

পার্থনেদং ত্বয়া শক্যং পুরং জেতুং কথঞ্চন।
উপাবর্ত্তস্ব কল্যাণ পর্য্যাপ্তমিদমচ্যুত ॥৯

ইদং পুরং যঃ প্রবিশেদ্ ধ্রুবং ন স ভবেন্নরঃ।
প্রীয়ামহে ত্বয়া বীর পর্য্যাপ্তো বিজয়স্তব ॥১০

ন চাত্র কিঞ্চিজ্জেতব্যমর্জ্জুনাত্র প্রদৃশ্যতে।
উত্তরাঃ কুরবো হ্যেতে নাত্র যুদ্ধং প্রবর্ত্ততে ॥১১

প্রবিষ্টোঽপি হি কৌন্তেয় নেহ দ্রক্ষ্যসি কিঞ্চন।
ন হি মানুষদেহেন শক্যমত্রাভিবীক্ষিতুম্ ॥১২

অথেহ পুরুষব্যাঘ্র কিঞ্চিদন্যচ্চিকীর্ষসি।
তৎ প্রব্রূহি করিষ্যামো বচনাৎ তব ভারত ॥১৩

ততস্তানব্রবীদ্ রাজন্নর্জ্জুনঃ প্রহসন্নিব।
পার্থিবত্বং চিকীর্ষামি ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ॥১৪

ন প্রবেক্ষ্যামি বো দেশং বিরুদ্ধং যদি মানুষৈঃ।
যুধিষ্ঠিরায় যৎকিঞ্চিৎ করপণ্যং প্রদীয়তাম্ ॥১৫

ততো দিব্যানি বস্ত্রাণি দিব্যান্যাভরণানি চ।
ক্ষৌমাজিনানি দিব্যানি তস্য তে প্রদদুঃ করম্ ॥১৬

এবং স পুরুষব্যাঘ্রো বিজিত্য দিশমুত্তরাম্।
সংগ্রামান্ সুবহূন্ কৃত্বা ক্ষত্রিয়ৈর্দস্যুভিস্তথা ॥১৭

স বিনির্জিত্য রাজ্ঞস্তান্ করে চ বিনিবেশ্য তু।
ধনান্যাদায় সর্ব্বেভ্যো রত্নানি বিবিধানি চ ॥১৮

সেই পাকশাসন ইন্দ্রনন্দন পাণ্ডব উত্তর কুরুবর্ষে উপস্থিত হইয়া সেই দেশ জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন।৭

তাহার পর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন সমীপে মহাবল ও মহাকায় দ্বারপালগণ উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে এই বাক্য বলিলেন।৮

হে পার্থ! আপনি এই নগর কোন প্রকারেই জয় করিতে পারিবেন না। হে কল্যাণ! আপনি এখান হইতে প্রস্থান করুন। হে অচ্যুত! আপনি যে এখানে আসিয়াছেন, ইহাই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। এই নগরে যে প্রবেশ করে, সে নিশ্চয় মানুষ নয়। হে বীর! আপনার দ্বারা আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি, আপনি যে এ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ইহাই আপনার পর্য্যাপ্ত বিজয় সূচনা করিতেছে।৯-১০

হে অর্জ্জুন! এখানে জেতব্য কিছুই দেখা যায় না। এই দেশের নাম উত্তরকুরু, এখানে যুদ্ধ হয় না। হে কুন্তীনন্দন! আপনি এখানে প্রবেশ করিয়াও কিছুই দেখিতেছেন না। যেহেতু এখানে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।১১-১২

হে ভারত! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি এখানে অন্য কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা বলুন, আপনার কথানুসারে আমরা সে কার্য্য করিব।১৩

হে রাজন্! তৎপরে অর্জুন ঈষৎ হাসিতে হাসিতে যেন তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।১৪

আপনাদের দেশ যদি মনুষ্যগণের বিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আমি এখানে প্রবেশ করিব না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আপনারা যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান করুন।১৫

তৎপরে সেই দ্বারপালগণ অর্জ্জুনকে দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য রেশমী বস্ত্র ও দিব্য অজিন, এই সমস্ত বস্তু করস্বরূপ প্রদান করিলেন।১৬

এইরূপে পুরুষসিংহ অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় রাজগণের

হয়াংস্তিত্তিরিকল্মাষাঞ্শুকপত্রনিভানপি।
ময়ূরসদৃশানন্যান্ সর্ব্বাননিলরংহসঃ ॥১৯
বৃতঃ সুমহতা রাজন্ বলেন চতুরঙ্গিণা।
আজগাম পুনর্বীরঃ শক্রপ্রস্থং পুরোত্তমম্ ॥২০
ধর্ম্মরাজায় তৎ পার্থো ধনং সর্বং সবাহনম্।
ন্যবেদয়দনুজ্ঞাতস্তেন রাজ্ঞা গৃহান্ যযৌ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি অর্জ্জুনেনোত্তরদিগ্বিজয়ে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮

সহিত ও দস্যুগণের সহিত বহু সংগ্রাম করিয়া উত্তর-দিক্ জয় করিলেন। তিনি সেই রাজগণকে পরাজিত করিয়া কর প্রদানে স্বীকার করাইয়া সেই রাজ্যেই তাহাদিগকে স্থাপন করত সকলের নিকট হইতে বিবিধ রত্ন ও ধন গ্রহণ করিয়া শুকপক্ষসম শ্যাম ও ময়ূরপক্ষসদৃশ চিত্রিত তিত্তিরি, কল্মাষ প্রভৃতি নামক অশ্বগণ ও বায়ুসম বেগশালী ও অন্যান্য সমস্ত অশ্বসমূহ গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! বীর অর্জ্জুন সুমহৎ চতুরঙ্গ সৈন্য পরিবৃত হইয়া উত্তম নগর ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন।১৭-২০

এবং পার্থ বাহন সহিত সেই সমস্ত ধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তিনি তখন গৃহে গমন করিলেন।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয়পর্ব্বে অর্জ্জুনের উত্তর দিক্ বিজয়ে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পূর্ব্বদিশং জেতুং ভীমসেনস্য প্রস্থানম্, বিভিন্নদেশবিজয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু ভীমসেনোঽপি বীর্য্যবান্
ধর্ম্মরাজমনুপ্রাপ্য যযৌ প্রাচীং দিশং প্রতি ॥১
মহতা বলচক্রেণ পররাষ্ট্রাবমর্দিনা।
হস্ত্যশ্বরথপূর্ণেন দংশিতেন প্রতাপবান্।
বৃতো ভরতশার্দূলো দ্বিষচ্ছোকবিবর্দ্ধনঃ ॥২
স গত্বা নরশার্দূলঃ পঞ্চালানাং পুরং মহৎ।
পাঞ্চালান্ বিবিধোপায়ৈঃ সান্ত্বয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥৩

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[পূর্ব্বদিক জয় করিতে ভীমসেনের প্রস্থান এবং বিভিন্ন দেশ বিজয়।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এই সময়ে বীর্য্যবান্ ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করিলেন। শত্রু রাষ্ট্রের অবমর্দ্দনকারী হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ও বর্ম্ম সজ্জিত মহৎ সেনাচক্রে পরিবৃত হইয়া প্রতাপশালী শত্রুশোকবিবর্দ্ধনকারী ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম পূর্ব্বদিক্ জয় করিতে চলিলেন।১-২

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন পাঞ্চাল দেশীয়-গণের মহৎ নগর (অহিচ্ছত্রায়) গমন করিয়া বিবিধ উপায়ে পাঞ্চালগণকে সান্ত্বনাদানে স্ববশে আনিলেন।৩

ততঃ স গণ্ডকাংশ্চৈব বিদেহান্ ভরতর্ষভঃ।
বিজিত্যাল্পেন কালেন দশার্ণানজয়ৎ প্রভুঃ ॥৪

তত্র দাশার্ণকো রাজা সুধর্মা লোমহর্ষণম্।
কৃতবান্ ভীমসেনেন মহদ্ যুদ্ধং নিরায়ুধম্ ॥৫

ভীমসেনস্তু তদ্ দৃষ্ট্বা তস্য কর্ম মহাত্মনঃ।
অধিসেনাপতিং চক্রে সুধর্মাণং মহাবলম্ ॥৬

ততঃ প্রাচীং দিশং ভীমো যযৌ ভীমপরাক্রমঃ।
সৈন্যেন মহতা রাজন্ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥৭

সোঽশ্বমেধেশ্বরং রাজন্ রোচমানং সহানুগম্।
জিগায় সমরে বীরো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৮

স তং নির্জিত্য কৌন্তেয়ো নাতিতীব্রেণ কর্মণা।
পূর্বদেশং মহাবীর্য্যোবিজিগ্যে কুরুনন্দনঃ ॥৯

ততো দক্ষিণমাগম্য পুলিন্দনগরং মহৎ।
সুকুমারং বশে চক্রে সুমিত্রঞ্চ নরাধিপম্ ॥১০

ততস্তু ধর্মরাজস্য শাসনাদ্ ভরতর্ষভঃ।
শিশুপালং মহাবীর্য্যম ভ্যাগাজ্জনমেজয় ॥১১

চেদিরাজোঽপি তচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবস্য চিকীর্ষিতম্।
উপনিষ্ক্রম্য নগরাৎ প্রত্যগৃহ্ণাৎ পরন্তপঃ ॥১২

তৌ সমেত্য মহারাজ কুরুচেদিবৃষৌ তদা।
উভয়োরাত্মকুলয়োঃ কৌশল্যং পর্য্যপৃচ্ছতাম্ ॥১৩

ততো নিবেদ্য তদ্ রাষ্ট্রং চেদিরাজো বিশাম্পতে।
উবাচ ভীমং প্রহসন্ কিমিদং কুরুষেঽনঘ ॥১৪

তদনন্তর ভরতকুলপ্রধান বীর ও প্রভাবশালী ভীমসেন অত্যল্পকাল মধ্যে গণ্ডক ও বিদেহ-দেশীয়গণকে জয় করিয়া দশার্ণদেশবাসিগণকে জয় করিলেন। সেখানে দশার্ণদেশাধিপতি রাজা সুধর্মা ভীমসেনের সহিত অস্ত্রবিহীন লোমহর্ষণ-কর অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন।৪-৫

সেই মহামনা রাজার এই অদ্ভুত পরাক্রম দর্শন করিয়া ভীমসেন মহাবল সুধর্মাকে প্রধান সেনাপতি করিলেন।৬

হে রাজন্! তাহার পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমসেন বিশাল সেনাবাহিনী সঙ্গে নিয়া যেন মেদিনী কম্পিত করিয়া পূর্ব্বদিকে আরও অগ্রসর হইলেন।৭

হে রাজন্! বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর সেই ভীমসেন অশ্বমেধাধিপতি রোচমানকে তদীয় অনুচরবর্গের সহিত বলপূর্ব্বক যুদ্ধে জয় করিলেন।৮

মহাশক্তিশালী কুরুনন্দন কুন্তীপুত্র সেই ভীমসেন নাতিতীব্র কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বদেশ জয় করিলেন।৯

তদনন্তর ভীম দক্ষিণ দেশে মহৎ পুলিন্দ নগরে আগমন করিয়া সুকুমার ও নরাধিপতি সুমিত্রকে নিজের বশে আনয়ন করিলেন।১০

হে জনমেজয়! তৎপরে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম ধর্ম্ম-রাজের আদেশে মহাবীর্য্য শিশুপালের নিকটে গমন করিলেন।১১

হে পরন্তপ! চেদিরাজ শিশুপালও পাণ্ডুনন্দন ভীমের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া নগর হইতে নিকটে বাহিরে আসিয়া স্বাগত সৎকার পূর্ব্বক তাহাকে আপন করিয়া লইলেন।১২

হে মহারাজ! কুরুকুল ও চেদিকুলের শ্রেষ্ঠ সেই দুই পুরুষ তখন একত্র মিলিত হইয়া উভয়ের নিজকুলের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।১৩

হে বিশাম্পতে! তদনন্তর চেদিরাজ সেই রাষ্ট্র নিবেদন করিয়া প্রহসিত হইয়া ভীমসেনকে বলিলেন—হে অনঘ! আপনি ইহা কি করিতেছেন?১৪

তস্য ভীমস্তদাচখ্যৌ ধর্ম্মরাজচিকীর্ষিতম্।
স চ তং প্রতিগৃহ্যৈব তথা চক্রে নরাধিপঃ ॥১৫

ততো ভীমস্তত্র রাজন্ুষিত্বা ত্রিদশ ক্ষপাঃ।
সৎকৃতঃ শিশুপালেন যযৌ সবলবাহনঃ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি ভীমদিগ্বিজয়ে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯

তখন ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা তাহাকে বলিলেন। তদনন্তর রাজা শিশুপাল তাহার কথা স্বীকার করিয়াই করপ্রদানে সম্মতি দান করিলেন।১৫

হে রাজন্! তৎপরে ভীমসেন তথায় ত্রয়োদশ রাত্রি বাস করত শিশুপাল কর্তৃক সংকৃত হইয়া স্বকীয় বল ও বাহন সহিত তথা হইতে গমন করিলেন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্‌বিজয় পর্ব্বে ভীমের দিগ্‌বিজয়বিষয়ে উনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমেন পূর্ব্বদিক্‌স্থিতানাং দেশানাং রাজ্ঞাঞ্চ জয়ঃ, বহুধন-রত্ন-বাহনানি লব্ধ্বা ইন্দ্রপ্রস্থে তস্য প্রত্যাবর্তনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কুমারবিষয়ে শ্রেণিমন্তমথাজয়ৎ।
কোসলাধিপতিং চৈব বৃহদ্বলমরিন্দমঃ ॥১

অযোধ্যায়ান্তু ধর্মজ্ঞং দীর্ঘযজ্ঞং মহাবলম্।
অজয়ৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো নাতিতীব্রেণ কর্মণা ॥২

ততো গোপালকক্ষঞ্চ সোত্তরানপি কোসলান্
মল্লানামধিপং চৈব পার্থিবং চাজয়ৎ প্রভুঃ ॥৩
ততো হিমবতঃ পার্শ্বং সমভ্যেত্য জলোদ্ভবম্।
সর্বমল্পেন কালেন দেশং চক্রে বশং বলী ॥৪
এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।
ভল্লাটমভিতো জিগ্যে শুক্তিমন্তঞ্চ পর্বতম্ ॥৫

ত্রিংশ অধ্যায়।

[ভীম কর্তৃক পূর্ব্বদিক্‌স্থিত দেশ ও রাজাগণের জয় এবং বহু ধন রত্ন বাহন লাভ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন—অনন্তর শত্রুদমনকারী ভীমসেন কুমাররাজ্যের রাজা শ্রেণিমান্‌কে ও কোশলরাজ্যাধিপতি বৃহদ্বলকে জয় করিলেন।১

তৎপরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম অনতিতীব্র কর্ম্মদ্বারা ধর্ম্মজ্ঞ মহাবল দীর্ঘযজ্ঞকে জয় করিলেন।২

তদনন্তর প্রভু ভীমসেন গোপালকক্ষকে এবং উত্তর কোশলবাসিগণের সহিত সকলকে ও মল্লরাষ্ট্রের অধিপতি পার্থিবকে জয় করিলেন।৩

তৎপরে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সমুপস্থিত হইয়া বলবান্ ভীমসেন অল্পকালমধ্যে সমগ্র জলোদ্ভব দেশ অধিকার করিয়া নিজের বশে আনয়ন করিলেন।৪

এইরূপে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন বহুবিধ দেশ জয়

পাণ্ডবঃ সুমহাবীর্য্যো বলেন বলিনাং বরঃ।
স কাশিরাজং সমরে সুবাহুমনিবর্তিনম্ ॥৬
বশে চক্রে মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
ততঃ সুপার্শ্বমভিতস্তথা রাজপতিং ক্রথম্ ॥৭
যুধ্যমানং বলাৎ সংখ্যে বিজিগ্যে পাণ্ডবর্ষভঃ।
ততো মৎস্যান্ মহাতেজা মলদাংশ্চ মহাবলান্ ॥৮
অনঘানভয়াংশ্চৈব পশুভূমিঞ্চ সর্বশঃ।
নিবৃত্য চ মহাবাহুর্মদধারং মহীধরম্ ॥৯
সোমধেয়াংশ্চ নির্জিত্য প্রযযাবুত্তরামুখঃ।
বৎসভূমিঞ্চ কৌন্তেয়ো বিজিগ্যে বলবান্ বলাৎ ॥১০
ভর্গাণামধিপঞ্চৈব নিষাদাধিপতিং তথা।
বিজিগ্যে ভূমিপালাংশ্চ মণিমৎপ্রমুখান্ বহূন্ ॥১১

ততো দক্ষিণমল্লাংশ্চ ভোগবন্তঞ্চ পর্বতম্।
তরসৈবাজয়দ্ ভীমো নাতিতীব্রেণ কর্মণা ॥১২
শর্মকান্ বর্মকাংশ্চৈব ব্যজয়ৎ সান্ত্বপূর্বকম্।
বৈদেহকঞ্চ রাজানং জনকং জগতীপতিম্ ॥১৩
বিজিগ্যে পুরুষব্যাঘ্রো নাতিতীব্রেণ কর্মণা।
শকাংশ্চ বর্বরাংশ্চৈব অজয়চ্ছদ্মপূর্বকম্ ॥১৪
বৈদেহস্থস্তু কৌন্তেয় ইন্দ্রপর্বতমন্তিকাৎ।
কিরাতানামধিপতীনজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ ॥১৫
ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ সপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্য যুধি কৌন্তেয়ো মাগধানভ্যধাদ্ বলী ॥১৬
দণ্ডঞ্চ দণ্ডধারঞ্চ বিজিত্য পৃথিবীপতীন্।
তৈরেব সহিতৈঃ সর্বৈর্গিরিব্রজমুপাদ্রবন্ ॥১৭
জারাসন্ধিং সান্ত্বয়িত্বা করে চ বিনিবেশ্য হ।
তৈরেব সহিতৈঃ সর্বৈঃ কর্ণমভ্যদ্রবদ্ বলী ॥১৮

করিলেন এবং ভল্লাট সমীপবর্ত্তী দেশ ও শুক্তিমান্ পর্ব্বতকে তিনি জয় করিলেন।৫

বলিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী পাণ্ডুনন্দন মহাবাহু ভীমসেন সমরে অপরাঙ্মুখ কাশিরাজের সহিত সুবাহুকে বলপূর্ব্বক স্বদেশে আনয়ন করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম সুপার্শ্ব সমীপে রাজপতি ক্রথ যিনি রণে বলপূর্ব্বক যুধ্যমান থাকেন তাহাকে জয় করিলেন।৬-৭

তদনন্তর মহাতেজস্বী মহাবাহু ভীমসেন মৎস্য, মহাবল মলদ, অনঘ ও অভয় নামক দেশবাসিগণকে জয় করিয়া পশুভূমি (পশুপতিনাথের সমীপবর্ত্তী স্থান নেপাল) দেশের সকলকে জয় করিলেন। সেখান হইতে নিবৃত্ত হইয়া তিনি মদধার নামক পর্ব্বত ও সোমধেয়নিবাসিগণকে জয় করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং বলবান্ কুন্তী-পুত্র ভীম বলপূর্ব্বক বৎসভূমি অধিকার করিলেন।৮-১০

এইরূপে ক্রমে ভর্গের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি, ও মণিমান্ প্রভৃতি বহু মহীপালকে জয় করিলেন। তদনন্তর ভীমসেন অনতিতীব্রকর্ম্মদ্বারা দক্ষিণ মল্লদেশ ও ভোগবান্ পর্ব্বতকে বেগে জয় করিলেন।১১-১২

শর্ম্মক ও বর্ম্মকদিগকে সান্ত্ববাদপ্রয়োগের দ্বারা জয় করিলেন এবং রাজা বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে অনতিতীব্র কর্ম্মের দ্বারা পুরুষপ্রধান ভীম জয় করিলেন। শক ও বর্ব্বরদিগকে ছলপ্রয়োগ পূর্ব্বক জয় করিলেন।১৩-১৪

পরে বিদেহদেশে অবস্থান করিয়া কুন্তীনন্দন ভীম ইন্দ্রপর্ব্বতের নিকটে সাতটি কিরাতাধিপতিকে জয় করিলেন। তদনন্তর তুল্যপক্ষ সুহ্ম ও প্রসুহ্ম দেশের রাজগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া অতিতেজস্বী বলবান্ কুন্তীপুত্র ভীম মগধদেশবাসিগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।১৫-১৬

তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অন্যান্য মহীপতিগণকে জয় করিয়া তাঁহাদিগেরই সহিত সকলে গিরিব্রজ নামক নগরে উপস্থিত হইলেন।১৭

স কম্পয়ন্নিব মহীং বলেন চতুরঙ্গিণা।
যুযুধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ কর্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥১৯

স কর্ণং যুধি নির্জিত্য বশে কৃত্বা চ ভারত।
ততো বিজিগ্যে বলবান্ রাজ্ঞঃ পর্বতবাসিনঃ ॥২০

অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে ॥২১

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥২২

উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥২৩

সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা ॥২৪

তথায় জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা দিয়া এবং কর-প্রদানে সম্মত করাইয়া তাঁহাদিগের হিত বলবান্ ভীমসেন কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।১৮

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম পৃথিবী কম্পিত করিয়াই যেন চতুরঙ্গিনীসেনা সমভিব্যাহারে শত্রুঘাতী কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১৯

হে ভারত। ঐ যুদ্ধে কর্ণকে পরাজিত ও বশে আনয়ন করিয়া বলবান্ ভীমসেন পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন।২০

অনন্তর পাণ্ডুনন্দন ভীম মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজবাহুবলে সেস্থানের বলশালী রাজাকে মহাসমরে সংহার করিলেন।২১

হে মহারাজ! তৎপরে ভীমসেন পুণ্ড্র দেশের অধিপতি মহাবলবান্ মহাবীর বাসুদেব এবং কৌশিকী কচ্ছবাসী মহাতেজস্বী রাজা এই উভয়েই মহাবল ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীর, এই দুইজনকে যুদ্ধে জয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন।২২-২৩

সুহ্মানামধিপং চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ ॥২৫

এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্ বলী ॥২৬

স সর্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ ॥২৭

চন্দনাগুরুবস্ত্রাণি মণিমৌক্তিককম্বলম্।
কাঞ্চনং রজতঞ্চৈব বিদ্রুমঞ্চ মহাধনম্ ॥২৮

তে কোটিশতসংখ্যেন কৌন্তেয়ং মহতা তদা।
অভ্যবর্ষন্ মহাত্মানং ধনবর্ষেণ পাণ্ডবম্ ॥২৯

তৎপরে ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সমুদ্রসেন, রাজা চন্দ্রসেন, রাজা তাম্রলিপ্ত, কর্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে এবং সুহ্মদিগের অধিপতিকে ও সাগরতীরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।২৪-২৫

এইরূপে পবনপুত্র বলবান্ ভীমসেন বহুবিধ দেশ জয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া লৌহিত্য দেশে গমন করিলেন।২৬

তথায় সেই ভীমসেন সমুদ্রতীরবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নৃপতিগণকে জয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর স্বরূপ বিবিধ রত্নসমূহ আহরণ করিয়াছিলেন।২৭

চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মনি, মুক্তা, কম্বল, সোনা, রূপা, বিদ্রুম, প্রভৃতি মহামূল্যধন কোটিশতসংখ্যায় তখন তাহারা কুন্তীপুত্রকে করস্বরূপ প্রদান করিলেন এবং মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রকে তাহারা ধন বর্ষণ দ্বারা অভিবর্ষণ করিলেন।২৮-২৯

ইন্দ্রপ্রস্থমুপাগম্য ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
নিবেদয়ামাস তদা ধর্ম্মরাজায় তদ্ ধনম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দিগ্বিজয়পর্ব্বণি
ভীমপ্রাচীদিগ্বিজয়ে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩০

ভীমপরাক্রম ভীমসেন পরে ইন্দ্রপ্রস্থে উপাগত হইয়া সেই সমস্ত ধন তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্‌বিজয়পর্ব্বে ভীম কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিগ্‌বিজয় বৃত্তান্ত নামে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[সহদেবেন দক্ষিণদিক্স্থিতানাং রাজ্ঞাং বিজয়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথৈব সহদেবোঽপি ধর্ম্মরাজেন পূজিতঃ।
মহত্যা সেনয়া রাজন্ প্রযযৌ দক্ষিণাং দিশম্ ॥১

স শূরসেনান্ কার্ৎস্ন্যেন পূর্ব্বমেবাজয়ৎ প্রভুঃ।
মৎস্যরাজঞ্চ কৌরব্যো বশে চক্রে বলাদ্ বলী ॥২

অধিরাজাধিপং চৈব দন্তবক্রং মহাবলম্।
জিগায় করদঞ্চৈব কৃত্বা রাজ্যে ন্যবেশয়ৎ ॥৩

সুকুমারং বশে চক্রে সুমিত্রঞ্চ নরাধিপম্।
তথৈবাপরমৎস্যাংশ্চ ব্যজয়ৎ স পটচ্চরান্ ॥৪

নিষাদভূমিং গোশৃঙ্গং পর্ব্বতপ্রবরং তথা।
তরসৈবাজয়দ্ ধীমান্ শ্রেণিমন্তঞ্চ পার্থিবম্ ॥৫

নবরাষ্ট্রঞ্চ নির্জ্জিত্য কুন্তিভোজমুপাদ্রবৎ।
প্রীতিপূর্ব্বঞ্চ তস্যাসৌ প্রতিজগ্রাহ শাসনম্ ॥৬

একত্রিংশ অধ্যায়।

(সহদেব কর্ত্তৃক দক্ষিণদিক্স্থিত রাজগণের বিজয়।)

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! সহদেবও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সেইরূপে সম্মানিত হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন।১

শক্তিশালী সহদেব প্রথমতঃ শূরসেনবাসিগণকে (মথুরাবাসিগণকে) জয় করিলেন এবং পরে কুরুকুলোদ্ভব সহদেব মৎস্যরাজকে নিজবলে স্ববশে আনয়ন করিলেন।২

অধিরাজগণের অধিপতি মহাবল দন্তবক্রকে জয় করিয়া তাঁহাকে করদানে সম্মতি করাইয়া স্বরাজ্যে স্থাপন করিলেন।৩

তৎপরে রাজা সুকুমার ও রাজা সুমিত্রকে স্ববশে আনয়ন করিলেন এবং সেইরূপে অপর মৎস্যদেশবাসী জনগণ ও পটচ্চরগণকে (চোরগণকে) পরাজয় করিলেন, অনন্তর নিষাদ প্রদেশ ও পর্ব্বত-প্রধান গোশৃঙ্গকে জয় করিয়া বুদ্ধিমান্ সহদেব রাজা শ্রেণিমান্‌কে শীঘ্রই জয় করিলেন।৪-৫

তৎপরে নবরাষ্ট্রকে জয় করিয়া কুন্তিভোজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা কুন্তিভোজ

ততশ্চর্মণ্বতীকূলে জম্ভকস্যাত্মজং নৃপম্ ।
দদর্শ বাসুদেবেন শেষিতং পূর্ববৈরিণা ॥৭
চক্রে তেন স সংগ্রামং সহদেবেন ভারত ।
স তমাজৌ বিনির্জিত্য দক্ষিণাভিমুখো যযৌ ॥৮
সেকানপরসেকাংশ্চ ব্যজয়ৎ সুমহাবলঃ ।
করং তেভ্য উপাদায় রত্নানি বিবিধানি চ ॥৯
ততস্তৈনেব সহিতো নর্মদামভিতো যযৌ ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ সৈন্যেন মহতাবৃতৌ ।
জিগায় সমরে বীরাবাশ্বিনেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥১০
ততো রত্নান্যুপাদায় পুরং ভোজকটং যযৌ ।
তত্র যুদ্ধমভূদ্ রাজন্ দিবসদ্বয়মচ্যুত ॥১১

প্রীতিপূর্ব্বক সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন ।৬

অনন্তর চর্ম্মণ্বতীর তীরদেশে পূর্ব্ববৈরী বাসুদেব কর্তৃক পরাজিত রাজা জম্ভকের পুত্রকে দর্শন করিলেন ।৭

হে ভারত ! সেই জম্ভকপুত্র সহদেবের সহিত যুদ্ধ করিলেন, সহদেব তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন ।৮

সুমহাবল সহদেব সেক ও অপরসেক নামক দেশ জয় করিলেন এবং সেই দেশবাসিগণের নিকট হইতে বিবিধ রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া পরে তাহাদেরই সহিত নর্ম্মদানদীর অভিমুখে গমন করিলেন ।৯

অশ্বিনীকুমারতনয় প্রতাপশালী সহদেব অবন্তী দেশের রাজকুমার বীরদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দকে যুদ্ধে বিশাল সৈন্য দ্বারা ঘেরাও করিয়া জয় করিলেন ।১০

এবং তাঁহাদের নিকট হইতে উপহারস্বরূপ রত্ন সমূহ গ্রহণ করিয়া তিনি ভোজকট নগরে গমন করিলেন। নিজ আদর্শ হইতে অবিচ্যুত রাজন্ ! সেই স্থানে দুইদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইয়াছিল ।১১

মাদ্রীনন্দন ঐ যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীষ্মককে

স বিজিত্য দুরাধর্ষং ভীষ্মকং মাদ্রিনন্দনঃ ।
কোসলাধিপতিঞ্চৈব তথা বেণাতটাধিপম্ ॥১২
কান্তারকাংশ্চ সমরে তথা প্রাক্কোসলান্ নৃপান্ ।
নাটকেয়াংশ্চ সমরে তথা হেরম্বকান্ যুধি ॥১৩
মারুধঞ্চ বিনির্জিত্য রম্যগ্রামমথো বলাৎ ।
নাচীনানর্বুকাংশ্চৈব রাজ্ঞশ্চৈব মহাবলঃ ॥১৪
তাংস্তানাটবিকান্ সর্বানজয়ৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
বাতাধিপঞ্চ নৃপতিং বশে চক্রে মহাবলঃ ॥১৫
পুলিন্দাংশ্চ রণে জিত্বা যযৌ দক্ষিণতঃ পুরঃ ।
যুযুধে পাণ্ড্যরাজেন দিবসং নকুলানুজঃ ॥১৬
তং জিত্বা স মহাবাহুঃ প্রযযৌ দক্ষিণাপথম্ ।
গুহামাসাদয়ামাস কিষ্কিন্ধাং লোকবিশ্রুতাম্ ॥১৭

পরাজিত করিয়া কোসলাধিপতি, বেণানদীর তীরপ্রদেশের অধিপতি, কান্তারক ও পূর্ব্বকোসলের রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। তৎপরে ঐ যুদ্ধে নাটকেয় ও হেরম্বকদিগকে জয় করিলেন ।১২-১৩

মহাবলশালী পাণ্ডুনন্দন সহদেব মারুধ ও রম্যগ্রাম বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া নাচীন, অর্ব্বক ও সমস্ত আরণ্যক রাজগণকে জয় করিলেন। তদনন্তর মহাবল সহদেব রাজা বাতাধিপকে নিজের বশে আনয়ন করিলেন ।১৪-১৫

এবং যুদ্ধে পুলিন্দগণকে জয় করিয়া নকুলের কনিষ্ঠসহোদর সহদেব দক্ষিণাভিমুখে আরও অগ্রবর্ত্তী হইয়া গমন করিলেন। তৎপরে তথায় পাণ্ড্যরাজের সহিত তিনি একদিন যুদ্ধ করিলেন ।১৬

তাঁহাকে জয় করিয়া মহাবাহু সহদেব দক্ষিণাপথে আরও আগে প্রস্থান করিলেন। তথায় কিষ্কিন্ধানামে লোকবিখ্যাত এক গুহায় উপস্থিত হইলেন ।১৭

তত্র বানররাজাভ্যাং মৈন্দেন দ্বিবিদেন চ।
যুযুধে দিবসান্ সপ্ত ন চ তৌ বিকৃতিং গতৌ ॥১৮
ততস্তুষ্টৌ মহাত্মানৌ সহদেবায় বানরৌ।
উচতুশ্চৈব সংহৃষ্টৌ প্রীতিপূর্বমিদং বচঃ ॥১৯
গচ্ছ পাণ্ডবশার্দূল রত্নান্যাদায় সর্বশঃ।
অবিঘ্নমস্তু কার্য্যায় ধর্মরাজায় ধীমতে ॥২০
ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ
তত্র নীলেন রাজ্ঞা স চক্রে যুদ্ধং নরর্ষভঃ ॥২১
পাণ্ডবঃ পরবীরঘ্নঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
ততোঽস্য সুমহদ্ যুদ্ধমাসীদ্ ভীরুভয়ঙ্করম্ ॥২২
সৈন্যক্ষয়করঞ্চৈব প্রাণানং সংশয়াবহম্।
চক্রে তস্য হি সাহায্যং ভগবান্ হব্যবাহনঃ ॥২৩
ততো রথা হয়া নাগাঃ পুরুষাঃ কবচানি চ।
প্রদীপ্তানি ব্যদৃশ্যন্ত সহদেববলে তদা ॥২৪

তথায় মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামে দুই বানররাজের সহিত তিনি সাতদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু সেই দুই বানররাজ কিছুমাত্র বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলেন না।১৮

তৎপরে ঐ দুই মহাত্মা বানর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সহদেবকে প্রীতিপূর্ব্বক এইকথা বলিলেন।১৯

হে পাণ্ডবশার্দ্দূল! আপনি সর্ব্বপ্রকার রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া গমন করুন। ধীমান্ ধর্মরাজের কার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক ইহাই কামনা করি।২০

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ সহদেব তথা হইতে রত্নসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক মাহিষ্মতী পুরীতে গমন করিলেন এবং তথায় রাজা নীলের সহিত তিনি যুদ্ধ করিলেন।

শত্রুবীরনাশকারী পাণ্ডুপুত্র সহদেব অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার সহিত রাজা নীলের যে সুমহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল—তাহা অতি ভয়ঙ্কর, সৈন্য ক্ষয়কর ও প্রাণসংশয়কর। ঐ যুদ্ধে ভগবান্ হুতাশন রাজা নীলের সহায়তা করিলেন।২২-২৩

ততঃ সুসম্ভ্রান্তমনা বভূব কুরুনন্দনঃ।
নোত্তরং প্রতিবক্তুঞ্চ শক্তোঽভূজ্জনমেজয় ॥২৫
জনমেজয় উবাচ।
কিমর্থং ভগবান্ বহ্নিঃ প্রত্যমিত্রোঽভবদ্ যুধি।
সহদেবস্য যজ্ঞার্থং ঘটমানস্য বৈ দ্বিজ ॥২৬
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত্র মাহিষ্মতীবাসী ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
শ্রূয়তে হি গৃহীতো বৈ পুরস্তাৎ পারদারিকঃ ॥২৭
নীলস্য রাজ্ঞো দুহিতা বভূবাতীবশোভনা।
সাগ্নিহোত্রমুপাতিষ্ঠদ্ বোধনায় পিতুঃ সদা ॥২৮
ব্যজনৈর্ধূয়মানোঽপি তাবৎ প্রজ্বলতে ন সঃ।
যাবচ্চারুপুটৌষ্ঠেন বায়ুনা ন বিধূয়তে ॥২৯
ততঃ স ভগবানগ্নিশ্চকমে তাং সুদর্শনাম্।
নীলস্য রাজ্ঞঃ সর্বেষামুপনীতশ্চ সোঽভবৎ ॥৩০

তখন সহদেবের সৈন্যমধ্যে সমস্ত রথ, অশ্ব, হস্তী, পুরুষ ও কবচ—এ সমস্তই পূর্ব্বাপেক্ষা প্রদীপ্ত দেখাইতেছিল।২৪

হে জনমেজয়! এই বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দর্শনে কুরুনন্দন সহদেব ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়াছিলেন এবং ইহার প্রতীকার করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন।২৫

জনমেজয় কহিলেন,—হে দ্বিজ! সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, ভগবান্ বহ্নি কি জন্য এই যুদ্ধে তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিলেন।২৬

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এরূপ কিম্বদন্তী শোনা যায় যে, মাহিষ্মতীবাসী ভগবান্ হুতাশন প্রথমে সেখানে পারদারিক বলিয়া গৃহীত হন।২৭

রাজা নীলের পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। সে সর্ব্বদা পিতার অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্য তথায় উপস্থিত থাকিত

ততো ব্রাহ্মণরূপেণ রমমাণো যদৃচ্ছয়া।
চকমে তাং বরারোহাং কন্যামুৎপললোচনাম্ ॥৩১

তং তু রাজা যথাশাস্ত্রমশাসদ্ ধার্ম্মিকস্তদা।
প্রজজ্বাল ততঃ কোপাদ্ ভগবান্ হব্যবাহনঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা জগাম শিরসাবনিম্ ॥৩২

ততঃ কালেন তাং কন্যাং তথৈব হি তদা নৃপঃ।
প্রদদৌ বিপ্ররূপায় বহ্নয়ে শিরসা ততঃ ॥৩৩

প্রতিগৃহ্য চ তাং সুভ্রূং নীলরাজ্ঞঃ সুতাং তদা।
চক্রে প্রসাদং ভগবাংস্তস্য রাজ্ঞো বিভাবসুঃ ॥৩৪

বরেণচ্ছন্দয়ামাস তং নৃপং স্বিষ্টকৃত্তমঃ।
অভয়ঞ্চ স জগ্রাহ স্বসৈন্যে বৈ মহীপতিঃ ॥৩৫

ততঃ প্রভৃতি যে কেচিদজ্ঞানাৎ তাং পুরীং নৃপাঃ।
জিগীষন্তি বলাদ্ রাজংস্তে দহ্যন্তে স্ম বহ্নিনা ॥৩৬

তস্যাং পুর্য্যাঞ্চ তদা চৈব মাহিষ্মত্যাং কুরূদ্বহ।
বভূবুরনভিগ্রাহ্যা যোষিতশ্ছন্দতঃ কিল ॥৩৭

এবমগ্নির্বরং প্রাদাৎ স্ত্রীণামপ্রতিবারণে।
স্বৈরিণ্যস্তত্র নার্য্যো হি যথেষ্টং বিচরন্ত্যত ॥৩৮

বর্জয়ন্তি চ রাজানস্তৎ পুরং ভরতর্ষভ।
ভয়াদগ্নের্মহারাজ তদাপ্রভৃতি সর্বদা ॥৩৯

সেখানে পাখা দ্বারা বাতাস করিলেও অগ্নিদেব ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত হইতেন না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রাজকন্যার রমণীয় ওষ্ঠপুটসম্বন্ধীয় বায়ুদ্বারা সেই অগ্নি বিধূনিত না হইত।২৯

তৎপরে ভগবান্ অগ্নিদেব সুদর্শনানাম্নী ঐ রাজকন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন। ঐ সংবাদ রাজা নীলের এবং তথাকার সকলেরই শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।৩০

তদনন্তর অগ্নিদেব ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে রমণাভিলাষী হইয়া সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী কমলনয়নার নিকটে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন ধার্ম্মিক রাজা নীল শাস্ত্রানুসারে সেই ব্রাহ্মণকে শাসন করিয়াছিলেন।

তখন ভগবান্ হব্যবাহন ক্রোধে অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন এবং ভূমিতে মস্তক রাখিয়া তিনি অগ্নিদেবকে প্রণাম করিলেন।৩১-৩২

তৎপরে বিবাহযোগ্য কালে সেই কন্যাকে রাজা তখন অবনত মস্তকে বিপ্ররূপী বহ্নিকে বিবাহার্থ সম্প্রদান করিলেন। রাজা নীলের সুন্দরী সেই কন্যাকে তখন প্রতিগ্রহ করিয়া ভগবান্ অগ্নিদেব সেই রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন।৩৩ ৩৪

রাজার অভীষ্ট সিদ্ধিকারিগণের মধ্যে সর্বোত্তম হইয়া অগ্নিদেব সেই রাজাকে বর যাচ্ঞা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং রাজা নিজের সৈন্যসমূহে অভয় বর গ্রহণ করিলেন।৩৫

হে রাজন্! তখন হইতে যে সকল রাজা অজ্ঞানবশতঃ সেই মাহিষ্মতীপুরী বল পূর্বক জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে অগ্নিদেব দগ্ধ করিয়া থাকেন।৩৬

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই সময় হইতে ঐ মাহিষ্মতী পুরীতে স্ত্রীগণ ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করার যোগ্য নহেন। (অর্থাৎ তদবধি সেই নগরীতে কেহ স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না)৩৭

অগ্নিদেব স্ত্রীগণের প্রতি এইরূপ বর প্রদান করিলেন যে, স্ত্রীগণের অপ্রতিবারণ বিষয়ে তাহারা বরিণী হইবেন অর্থাৎ স্বয়ং বরকে বরণ করিতে পারিবেন এবং তখন হইতে নারীগণ তথায় স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া থাকেন।৩৮

হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! তখন হইতে রাজগণ অগ্নিভয়ে সর্বদা ভীত হইয়া মাহীষ্মতী পুরী বর্জ্জন করিতে লাগিলেন। (অর্থাৎ এ রহস্য যাঁহারা জানেন সেই নৃপতিগণ মাহিষ্মতী পুরীর উপর কখনও আক্রমণ করেন না।)৩৯

সহদেবস্তু ধর্মাত্মা সৈন্যং দৃষ্ট্বা ভয়ার্দিতম্।
পরীতমগ্নিনা রাজন্ নাকম্পত যথাচলঃ।
উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা সোঽব্রবীৎ পাবকং ততঃ ॥৪০

সহদেব উবাচ।

ত্বদর্থোঽয়ং সমারম্ভঃ কৃষ্ণবর্ত্মন্ নমোঽস্তু তে।
মুখং ত্বমসি দেবানাং যজ্ঞস্ত্বমসি পাবক ॥৪১

পাবনাৎ পাবকশ্চাসি বহনাদ্ধব্যবাহনঃ।
বেদাস্ত্বদর্থং জাতা বৈ জাতবেদাস্ততো হ্যসি ॥৪২

চিত্রভানুঃ সুরেশশ্চ অনলস্ত্বং বিভাবসো।
স্বর্গদ্বারস্পৃশশ্চাসি হুতাশো জ্বলনঃ শিখী ॥৪৩

বৈশ্বানরস্ত্বং পিঙ্গেশঃ প্লবঙ্গো ভূরিতেজসঃ।
কুমারসূস্ত্বং ভগবান্ রুদ্রগর্ভো হিরণ্যকৃৎ ॥৪৪

অগ্নির্দদাতু মে তেজো বায়ুঃ প্রাণং দদাতু মে।
পৃথিবী বলমাদধ্যাচ্ছিবং চাপো দিশন্তু মে ॥৪৫

অপাংগর্ভ মহাসত্ত্ব জাতবেদঃ সুরেশ্বর।
দেবানাং মুখমগ্নে ত্বং সত্যেন বিপুনীহি মাম্ ॥৪৬

ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব দৈবতৈরসুরৈরপি।
নিত্যং সুহুত যজ্ঞেষু সত্যেন বিপুনীহি মাম্ ॥৪৭

ধূমকেতুঃ শিখী চ ত্বং পাপহানিলসম্ভবঃ।
সর্বপ্রাণিষু নিত্যস্থঃ সত্যেন বিপুনীহি মাম্ ॥৪৮

এবং স্তুতোঽসি ভগবান্ প্রীতেন শুচিনা ময়া।
তুষ্টিং পুষ্টিং শ্রুতিঞ্চৈব প্রীতিং চাগ্নে প্রযচ্ছ মে ॥৪৯

হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা সহদেব সৈন্যদিগকে অগ্নি-পরিবেষ্টিত ও ভয়পীড়িত দেখিয়া অচলের ন্যায় অবিচল হইয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি ভয়ে কম্পিত হইলেন না। তৎপরে তিনি আচমন করত শুচি হইয়া পাবককে বলিলেন ।৪০

সহদেব কহিলেন—হে কৃষ্ণবর্ত্মন্! আমাদের এই সমারম্ভ ত আপনার জন্যই, আপনাকে নমস্কার। হে পাবক! আপনি দেবতাগণের মুখ ও আপনিই যজ্ঞস্বরূপ ।৪১

সকলকে আপনি পবিত্র করেন বলিয়া আপনি পাবক, হব্য অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্য বহন করেন বলিয়া আপনি হব্যবাহন। বেদসমূহ আপনার জন্যই জাত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছে, সেইহেতু আপনি জাতবেদা নাম ধারণ করিয়াছেন ।৪২

হে বিভাবসো! আপনিই চিত্রভানু, সুরেশ ও অনল। এবং আপনি স্বর্গ-দ্বারস্পর্শী হইয়াছেন হুত দ্রব্য অশন করেন বলিয়া আপনি হুতাশন, সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হইতেছেন বলিয়া আপনি জ্বলন এবং শিখা ধারণ করিয়াছেন বলিয়া আপনি শিখী ।৪৩

আপনি বৈশ্বানর, পিঙ্গেশ, প্লবঙ্গ ও ভূরিতেজা নাম ধারণ করিয়াছেন, আপনিই কুমারসূ, ভগবান্ রুদ্রগর্ভ হিরণ্যকৃৎ ।৪৪

আপনি অগ্নি, সুতরাং আমাকে তেজঃপ্রদান করুন, বায়ু আমাকে প্রাণদান করুন, পৃথিবী আমার বলাধান করুন এবং জল আমার মঙ্গল বিধান করুন ।৪৫

হে জলসমূহের উৎপত্তিস্থান! হে মহাপ্রাণ, সুরেশ্বর, জাতবেদ অগ্নে! আপনি দেবতাগণের মুখ, আপনি সত্যপ্রভাবে আমাকে পবিত্র করুন ।৪৬

ঋষি, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও অসুরগণ যজ্ঞ করার সময়ে সর্ব্বদা আপনাতেই আহুতি দিয়া থাকেন, অতএব আপনার সত্যপ্রভাবে আপনি আমাকে পবিত্র করুন ।৪৭

ধূম আপনার ধ্বজস্বরূপ এবং আপনি শিখাধারী, আপনি সমস্ত পাপনাশকারী এবং বায়ু

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবং মন্ত্রমাগ্নেয়ং পঠন্ যো জুহুয়াদ্ বিভুম্।
ঋদ্ধিমান্ সততং দান্তঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫০

সহদেব উবাচ।
যজ্ঞবিঘ্নমিমং কর্ত্তুং নার্হস্ত্বং হব্যবাহন।
এবমুক্ত্বা তু মাদ্রেয়ঃ কুশৈরাস্তীর্য্য মেদিনীম্ ॥৫১

বিধিবৎ পুরুষব্যাঘ্রঃ পাবকং প্রত্যুপাবিশৎ।
প্রমুখে তস্য সৈন্যস্য ভীতোদ্বিগ্নস্য ভারত ॥৫২

ন চৈনমত্যগাদ্ বহ্নির্বেলামিব মহোদধিঃ।
তমুপেত্য শনৈর্বহ্নিরুবাচ কুরুনন্দনম্ ॥৫৩

সহদেবং নৃণাং দেবং সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কৌরব্য জিজ্ঞাসেয়ং কৃতা ময়া।
বেদ্মি সর্বমভিপ্রায়ং তব ধর্মসুতস্য চ ॥৫৪

ময়া তু রক্ষিতব্যেয়ং পুরী ভরতসত্তম।
যাবদ্ রাজ্ঞো হি নীলস্য কুলে বংশধরা ইতি ॥৫৫
ঈপ্সিতং তু করিষ্যামি মনসস্তব পাণ্ডব ॥৫৬
তত উত্থায় হৃষ্টাত্মা প্রাঞ্জলিঃ শিরসা ততঃ।
পূজয়ামাস মাদ্রেয়ঃ পাবকং ভরতর্ষভ ॥৫৭
পাবকে বিনিবৃত্তে তু নীলো রাজাভ্যগাৎ তদা।
পাবকস্যাজ্ঞয়া চৈনমর্চয়ামাস পার্থিবঃ ॥৫৮
সৎকারেণ নরব্যাঘ্রং সহদেবং যুধাম্পতিম্।
প্রতিগৃহ্য চ তাং পূজাং করে চ বিনিবেশ্য চ ॥৫৯

হইতে আপনার প্রকাশ এবং সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে আপনি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। অতএব সত্যপ্রভাবে আপনি আমাকে পবিত্র করুন।৪৮

আমি শুচি ও প্রীত হইয়া এইরূপে ভগবৎস্বরূপ আপনার স্তব করিতেছি—হে অগ্নে! আপনি আমাকে তুষ্টি, পুষ্টি, শ্রুতি ও প্রীতি প্রদান করুন।৪৯

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—যিনি এইরূপ আগ্নেয় মন্ত্র পাঠ করত বিভু অগ্নিদেবের হোম করিয়া থাকেন, তিনি সতত সমৃদ্ধিশালী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন।৫০

সহদেব কহিলেন—"হে হব্যবাহন! আপনি এই যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে পারেন না।" হে ভারত! এই কথা বলিয়া পুরুষপ্রধান মাদ্রীনন্দন ভূতলে কুশ বিস্তার করিয়া ভয়ভীত ও উদ্বিগ্ন সৈন্যগণের অগ্রভাগে বিধিমত অগ্নিদেবের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।৫১-৫২

মহাসাগর যেরূপ তীরভূমি অতিক্রম করেন না, সেইরূপ অগ্নিদেব সহদেবকে অতিক্রম করিলেন না।

অগ্নিদেব ধীরে ধীরে সহদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কুরুনন্দন নরদেব সহদেবকে সান্ত্বনা দান করত এই কথা বলিলেন—হে কৌরব্য! উত্থিত হউন; আমি আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আপনার এবং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সমস্ত অভিপ্রায় আমি জানিতে পারিয়াছি।৫৩-৫৪

হে ভরতসত্তম! রাজা নীলের কুলে যে পর্য্যন্ত কোন বংশধর থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি এই মাহিষ্মতী পুরী রক্ষা করিব। হে পাণ্ডব! আমি আপনার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিব।৫৫-৫৬

হে ভরতর্ষভ! তৎপরে মাদ্রীতনয় হৃষ্টান্তঃকরণে উত্থিত হইয়া হাত জোড় করত অবনত মস্তকে অগ্নিদেবের পূজা করিলেন।৫৭

অগ্নিদেব প্রতিনিবৃত্ত হইলে পরে রাজা নীল অগ্নিদেবের আদেশে তখন সহদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং রাজা নীল যথোচিত সৎকার দ্বারা যোদ্ধৃগণের অধিপতি নরশ্রেষ্ঠ এই সহদেবের অর্চ্চনা করিলেন।

মাদ্রীসুতস্ততঃ প্রায়াদ্ বিজয়ী দক্ষিণাং দিশম্।
ত্রৈপুরং স বশে কৃত্বা রাজানমমিতৌজসম্ ॥৬০
নিজগ্রাহ মহাবাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরম্।
আকৃতিং কৌশিকাচার্য্যং যত্নেন মহতা ততঃ ॥৬১
বশে চক্রে মহাবাহুঃ সুরাষ্ট্রাধিপতিং তদা।
সুরাষ্ট্রবিষয়স্থশ্চ প্রেষয়ামাস রুক্মিণে ॥৬২
রাজ্ঞে ভোজকটস্থায় মহামাত্রায় ধীমতে।
ভীষ্মকায় স ধর্মাত্মা সাক্ষাদিন্দ্রসখায় বৈ ॥৬৩
স চাস্য প্রতিজগ্রাহ সসুতঃ শাসনং তদা।
প্রীতিপূর্বং মহারাজ বাসুদেবমবেক্ষ্য চ ॥৬৪
ততঃ স রত্নান্যাদায় পুনঃ প্রায়াদ্ যুধাম্পতিঃ।
ততঃ শূর্পারকং চৈব তালাকটমথাপি চ ॥৬৫
বশে চক্রে মহাতেজা দণ্ডকাংশ্চ মহাবলঃ।
সাগরদ্বীপবাসাংশ্চ নৃপতীন্ ম্লেচ্ছযোনিজান্ ॥৬৬

রাজা নীলের সেই পূজা গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহাকে কর দিতে সম্মত করাইয়া বিজয়ী মাদ্রীপুত্র সহদেব তৎপরে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন।

মহাবাহু সহদেব অমিতবিক্রমশালী রাজা ত্রৈপুরকে নিজের বশে আনয়ন করিয়া পৌরবেশ্বরকে শীঘ্র নিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর মহৎ যত্নের দ্বারা মহাবাহু সহদেব সুরাষ্ট্র দেশের অধিপতি কৌশিকাচার্য্য আকৃতিকে তখন নিজের বশে আনয়ন করিলেন।

হে মহারাজ! সুরাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থান করিয়া ধর্মাত্মা সহদেব ভোজকটনিবাসী রাজা রুক্মী এবং বিশালরাজ্যের অধিপতি ধীমান্ সাক্ষাৎ ইন্দ্রসখা রাজা ভীষ্মকের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন।৫৮-৬৩

সপুত্র রাজা ভীষ্মক বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তখন প্রীতিপূর্ব্বক সহদেবের শাসন স্বীকার করিয়া লইলেন। তদনন্তর যোদ্ধৃপতি সহদেব তথায় রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেখান হইতে গমন করিলেন।

নিষাদান্ পুরুষাদাংশ্চ কর্ণপ্রাবরণানপি।
যে চ কালমুখা নাম নররাক্ষসযোনয়ঃ ॥৬৭
কৃৎস্নং কোলাগিরিঞ্চৈব সুরভীপত্তনং তথা।
দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ং চৈব পর্বতং রামকং তথা ॥৬৮
তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ।
একপাদাংশ্চ পুরুষান্ কেরলান্ বনবাসিনঃ ॥৬৯
নগরীং সংজয়ন্তীঞ্চ পাষণ্ডং করহাটকম্।
দূতৈরেব বশে চক্রে করং চৈনানদাপয়ৎ ॥৭০
পাণ্ড্যাংশ্চ দ্রাবিড়াংশ্চৈব সহিতাংশ্চোড্রকেরলৈঃ।
অন্ধ্রাংস্তালবনাংশ্চৈব কলিঙ্গানুষ্ট্রকর্ণিকান্ ॥৭১
আটবীং চ পুরীং রম্যাং যবনানাং পুরং তথা।
দূতৈরেব বশে চক্রে করং চৈনানদাপয়ৎ ॥৭২

মহাবলশালী ও মহাতেজস্বী মাদ্রীপুত্র তৎপরে শূর্পারক, তালাটক ও দণ্ডকগণকে বশীভূত করিলেন এবং সাগরদ্বীপবাসী ম্লেচ্ছজাতীয় রাজগণকে, নিষাদগণকে, পুরুষখাদক রাক্ষসগণকে ও কর্ণপ্রাবরণদিগকে তিনি স্ববশে আনয়ন করিলেন।

এবং কালমুখ নামে খ্যাত যে সকল নররাক্ষসসম্ভূত শত্রু তাহাদিগকেও তিনি জয় করিলেন।৬৪-৬৭

সম্পূর্ণ কোলগিরি, সুরভীপত্তন, তাম্রদ্বীপ, রামক পর্বত, ও রাজা তিমিঙ্গিলকে নিজের বশীভূত করিয়া মহামতি সহদেব একপাদ পুরুষগণকে, কেরলগণকে, বনবাসিগণকে এবং সঞ্জয়ন্তী নগরী পাষণ্ড ও করহাটক দেশ এই সকলকে দূতগণের দ্বারাই তিনি নিজের বশে আনয়ন করিলেন। এবং ইহাদিগকে কর দিতে সম্মত করাইলেন।৬৮-৭০

পাণ্ড্য ও দ্রাবিড় দেশ, ওড্র ও কেরল সহিত অন্ধ্র দেশ, তালবন, কলিঙ্গ ও উষ্ট্রকর্ণিক দেশসমূহ

(সমুদ্রতীরমাসাদ্য ন্যবিশৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
সহদেবস্ততো রাজন্ মন্ত্রিভিঃ সহ ভারত।
সম্প্রধার্য্য মহাবাহুঃ সচিবৈর্বুদ্ধিমত্তরৈঃ॥

অনুমান্য স তাং রাজন্ সহদেবস্ত্বরান্বিতঃ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র ভ্রাতুঃ পুত্রং ঘটোৎকচম্

ততশ্চিন্তিতমাত্রে তু রাক্ষসঃ প্রত্যদৃশ্যত।
অতিদীর্ঘো মহাকায়ঃ সর্বাভরণভূষিতঃ॥

নীলজীমূতসংকাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ।
বিচিত্রহারকেয়ূরঃ কিঙ্কিণীমণিভূষিতঃ॥

হেমমালী মহাদংষ্ট্রঃ কিরীটী কুক্ষিবন্ধনঃ।
তাম্রকেশো হরিশ্মশ্রুর্ভীমাক্ষঃ কনকাঙ্গদঃ॥

রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গঃ সূক্ষ্মাম্বরধরো বলী।
জবেন স যযৌ তত্র চালয়ন্নিব মেদিনীম্॥

ততো দৃষ্ট্বা জনা রাজন্নায়ান্তং পর্বতোপমম্।
ভয়াদ্ধি দুদ্রুবুঃ সর্বে সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগা যথা॥

আসসাদ চ মাদ্রেয়ং পুলস্ত্যং রাবণো যথা।
অভিবাদ্য ততো রাজন্ সহদেবং ঘটোৎকচঃ॥

প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিস্তস্থৌ কিং কার্য্যমিতি চাব্রবীৎ।
তং মেরুশিখরাকারমাগতং পাণ্ডুনন্দনঃ॥

সম্পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় চাসকৃৎ।
পূজয়িত্বা সহামাত্যঃ প্রীতো বাক্যমুবাচ হ॥

এবং রমণীয় আটবীপুরী ও যবনগণের পুরী, এই সকলকে দূতগণের দ্বারাই তিনি স্ববশে আনয়ন করিলেন এবং ইহাদিগকে কর প্রদান করাইলেন।৭১-৭২

(পাণ্ডুনন্দন সহদেব সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া তথায় সেনানিবেশ করিলেন। হে রাজন্! হে ভারত! তদনন্তর মহাবাহু সহদেব বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত একত্র বসিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন॥

হে রাজন্! সহদেব তখন সেই পুরীকে দুর্লঙ্ঘ্য অনুমান করিয়া নিজের ভ্রাতৃপুত্র ঘটোৎকচকে ত্বরান্বিত হইয়া চিন্তা করিলেন॥

সহদেব চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অতিদীর্ঘ ও বিশালকায় সমস্ত আভরণে ভূষিত হইয়া রাক্ষস ঘটোৎকচ তথায় আসিয়া দেখা দিলেন॥

তাঁহার দেহের বর্ণ নীল মেঘসদৃশ, তিনি তপ্ত কাঞ্চন নির্ম্মিত কুণ্ডলপরিহিত, বিচিত্র হার ও কেয়ূর শোভিত ও মণিসজ্জিত ঘাঁঘরী পরিহিত ছিলেন।

তাঁহার কণ্ঠে সুবর্ণ মালা, মস্তকে কিরীট ও কটিদেশে কুক্ষিবন্ধন শোভা পাইতেছিল। তিনি বৃহদ্দন্ত, তাম্রকেশ, হরিতশ্মশ্রু, ভীমনেত্র এবং কনক কেয়ূরে পরিশোভিত ছিলেন॥

তাঁহার হস্তপাদাদি অবয়ব রক্তচন্দন পরিলিপ্ত এবং অতি মিহি বস্ত্রপরিহিত বলবান্ সেই রাক্ষস যেন পৃথিবী কম্পিত করিয়া অতিবেগে তথায় গমন করিলেন॥

হে রাজন্! তদনন্তর পর্ব্বততুল্য ঘটোৎকচকে আসিতে দেখিয়া তথায় সিংহের ভয়ে ক্ষুদ্র মৃগগণ যেরূপ পলায়ন করে, সেইরূপ সমস্ত লোক ভয়ে পলায়ন করিল।

রাবণের মহর্ষি পুলস্ত্যের নিকটে গমনের ন্যায় ঘটোৎকচ মাদ্রীপুত্র সহদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হে রাজন! তদনন্তর ঘটোৎকচ সহদেবকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন এবং বলিলেন—"আমায় কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।"

মেরুপর্ব্বতের শিখরাকার সেই ঘটোৎকচকে সমাগত দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন সহদেব দুই বাহু দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বার বার মস্তকে

সহদেব উবাচ।

গচ্ছ লঙ্কাং পুরীং বৎস করার্থং মম শাসনাৎ।
অত্র দৃষ্ট্বা মহাত্মানং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্॥
রত্নানি রাজসূয়ার্থং বিবিধানি বহূনি চ।
উপাদায় চ সর্বাণি প্রত্যাগচ্ছ মহাবল॥
নো চেদেবং বদেঃ পুত্র সমর্থমিদমুত্তরম্।
বিষ্ণোর্ভুজবলং বীক্ষ্য রাজসূয়মথারভৎ॥
কৌন্তেয়ো ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং সর্বং জানীহি সাম্প্রতম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সর্বং বৈশ্রবণানুজঃ॥
ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ মাভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডবেনৈবমুক্তস্তু মুদা যুক্তো ঘটোৎকচঃ॥
তথেত্যুক্ত্বা মহারাজ প্রতস্থে দক্ষিণাং দিশম্।
যযৌ প্রদক্ষিণং কৃত্বা সহদেবং ঘটোৎকচঃ॥)

ততঃ কচ্ছগতো ধীমান্ দূতং মাদ্রবতীসুতঃ।
প্রেষয়ামাস হেড়িম্বং পৌলস্ত্যায় মহাত্মনে।
বিভীষণায় ধর্মাত্মা প্রীতিপূর্বমরিন্দমঃ॥৭৩

(লঙ্কামাভিমুখো রাজন্ সমুদ্রমবলোকয়ন্।
কূর্মগ্রাহঝষাকীর্ণং নক্রৈর্মীনৈস্তথাকুলম্।
শুক্তিব্রাতৈঃ সমাকীর্ণং শঙ্খানাং নিচয়াকুলম্॥
স দৃষ্ট্বা রামসেতুঞ্চ চিন্তয়ন্ রামবিক্রমম্।
প্রণম্য তমতিক্রম্য যাম্যাং বেলামলোকয়ৎ॥
গত্বা পারং সমুদ্রস্য দক্ষিণং স ঘটোৎকচঃ।
দদর্শ লঙ্কাং রাজেন্দ্র নাকপৃষ্ঠোপমাং শুভাম্॥
প্রাকারেণাবৃতাং রম্যাং শুভদ্বারৈশ্চ শোভিতাম্।
প্রাসাদৈর্বহুসাহস্রৈঃ শ্বেতরক্তৈশ্চ সংকুলাম্।
তাপনীয়গবাক্ষৈণ মুক্তাজালান্তরেণ চ।
হৈমরাজতজালেন দান্তজালৈশ্চ শোভিতাম্॥

উপাদান করত অমাত্যগণের সহিত তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া প্রসন্নচিত্তে এইকথা বলিলেন।

সহদেব কহিলেন,—হে বৎস! তুমি আমার শাসনহেতু করগ্রহণের জন্য লঙ্কাপুরীতে গমন কর। হে মহাবল! তথায় রাক্ষসরাজ মহাত্মা বিভীষণকে দর্শন করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের জন্য বিবিধ ও বহুপ্রকার রত্নসমূহ গ্রহণ করিয়া এখানে প্রত্যাগমন কর।

হে পুত্র! যদি বিভীষণ ইহাতে সম্মত না হন, তবে এই হিত উত্তর বলিবে—"হে কুবেরানুজ! কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভুজবল দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এ সংবাদ সমস্তই আপনি অবগত আছেন। আপনার মঙ্গল হউক্, আমি এখন গমন করিব।" এই কথা বলিয়া তুমি শীঘ্রই এখানে চলিয়া আসিবে, কালবিলম্ব করিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—হে মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন সহদেব এই কথা বলার পর ঘটোৎকচ অতিশয় আনন্দিত হইয়া তথাস্তু এই কথা বলিয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন এবং ঘটোৎকচ সহদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিলেন।)

তদনন্তর ধীমান্ ধর্মাত্মা শত্রুদমনকারী মাদ্রবতী-তনয় সহদেব সমুদ্রের কচ্ছদেশে অবস্থান করত প্রীতিপূর্ব্বক মহাত্মা পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণ সমীপে হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন।৭৩

(হে রাজন্! লঙ্কার অভিমুখে গমন করত ঘটোৎকচ সমুদ্রকে কচ্ছপ, হাঙ্গর ও পোনা মাছের ঝাঁকে সমাকীর্ণ এবং কুম্ভীর ও মৎস্যসমূহে পরিপূর্ণ, ঝিনুক ও শঙ্খনিচয়ে সমাকীর্ণ দর্শন করিলেন।

ভগবান্ শ্রীরামের সেতু দর্শন করিয়া ঘটোৎকচ শ্রীরামের বিক্রম চিন্তা করত ৺সেতুকে প্রণাম করিয়া সেইস্থান অতিক্রম পূর্ব্বক সমুদ্রের দক্ষিণ তট অবলোকন করিলেন।

হর্ম্ম্যগোপুরসম্বাধাং রুক্মতোরণসঙ্কুলাম্ ।
দিব্যদুন্দুভিনির্হ্রাদামুদ্যানবনশোভিতাম্ ॥

পুষ্পগন্ধৈশ্চ সংকীর্ণাং রমণীয়মহাপথাম্ ।
নানারত্নৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥

বিবেশ স পুরীং লঙ্কাং রাক্ষসৈশ্চ নিষেবিতাম্ ।
দদর্শ রাক্ষসব্রাতান্ শূলপাশধরান্ বহূন্ ॥

নানাবেষধরান্ দক্ষান নারীশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ ।
দিব্যমাল্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥

মদরক্তান্তনয়নাঃ পীনশ্রেণিপয়োধরাঃ ।
ভৈমসেনিং ততো দৃষ্ট্বা হৃষ্টাস্তে বিস্ময়ং গতাঃ ॥

আসসাদ গৃহং রাজ্ঞ ইন্দ্রস্য সদনোপমম্ ।
স দ্বারপালমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥

ঘটোৎকচ উবাচ ।

কুরূণামৃষভো রাজা পাণ্ডুর্নাম মহাবলঃ ।
কনীয়াংস্তস্য দায়াদঃ সহদেব ইতি শ্রুতঃ ॥
কৃষ্ণমিত্রস্য তু গুরো রাজসূয়ার্থমুদ্যতঃ ।
তেনাহং প্রেষিতো দূতঃ করার্থং কৌরবস্য চ ॥
দ্রষ্টুমিচ্ছামি পৌলস্ত্যং ত্বং ক্ষিপ্রং মাং নিবেদয় ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা দ্বারপালো মহীপতে ।
তথেত্যুক্ত্বা বিবেশাথ ভবনং স নিবেদকঃ ॥

হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর ঘটোৎকচ সমুদ্রের দক্ষিণ পারে গমন করিয়া তথায় স্বর্গপৃষ্ঠসদৃশ সুন্দর লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন।

চতুর্দ্দিকে প্রাচীরাবৃত, পরম রমণীয় এবং সুন্দর দ্বারসমূহে পরিশোভিত, শ্বেত ও রক্ত বহু সহস্র প্রাসাদের দ্বারা পরিপূর্ণ সেই লঙ্কাপুরী।

তাপনীয় গবাক্ষ (জানালা) দ্বারা, মুক্তা সুবর্ণ ও রজতজালে এবং হস্তীদন্তজালে পরিশোভিত সেই লঙ্কাপুরী।

সেই পুরী হর্ম্ম্যরাজি ও দুর্গম পুরদ্বার এবং স্বর্ণরচিত বহির্দ্বার সমাকীর্ণা এবং দিব্য দুন্দুভি সমূহের ধ্বনি ও উদ্যান বনরাজিতে সুশোভিতা ছিল এবং সেই পুরী নানাবিধ পুষ্পগন্ধে সমাকীর্ণ ও পুরীর বৃহৎ পথরাজি অতিশয় রমণীয় ছিল। ইন্দ্রের অমরাবতী পুরীর তুল্য সেই পুরী নানারত্নে পরিপূর্ণ ছিল।

ঘটোৎকচ রাক্ষসগণনিষেবিত সেই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে বহু রাক্ষসসমূহকে শূল ও কুন্ত অস্ত্রধারীরূপে দর্শন করিলেন। তথায় রাক্ষসগণকে নানা বেশধারী ও সমরদক্ষ দর্শন করিলেন এবং নারীগণকে অতিশয় প্রিয়দর্শনা, দিব্যবস্ত্র ও দিব্যমাল্যধরা এবং দিব্য আভরণে বিভূষিতা দর্শন করিলেন।

নারীগণের নয়নের অন্তভাগ মদরক্ত, কটিদেশ ও স্তনযুগল স্থূল ছিল। ভীমনন্দন ঘটোৎকচকে তথায় দর্শন করিয়া লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ হৃষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

ঘটোৎকচ ইন্দ্রভবনোপম রাজসদনে পৌঁছিলেন এবং তিনি তথায় দ্বারপালসমীপে উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন।

ঘটোৎকচ কহিলেন,—কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ও মহাবলশালী পাণ্ডুনামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র 'সহদেব' এই নামে বিখ্যাত।

শ্রীকৃষ্ণসহায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য সহদেব উদ্যত হইয়াছেন। তিনি কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে করগ্রহণের জন্য আমাকে দূতরূপে এখানে পাঠাইয়াছেন।

আমি পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি শীঘ্র আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে মহীপতে! ঘটোৎ-

সাঞ্জলিঃ স সমাচষ্ট সর্ব্বাং দূতগিরং তদা।
দ্বারপালবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ॥

উবাচ বাক্যং ধর্ম্মাত্মা সমীপে মে প্রবেশ্যতাম্।
এবমুক্তস্তু রাজেন্দ্র ধর্ম্মজ্ঞেন মহাত্মনা।

অথ নিষ্ক্রম্য সম্ভ্রান্তো দ্বাঃস্থো হৈড়িম্বমব্রবীৎ।
এহি দূত নৃপং দ্রষ্টুং ক্ষিপ্রং প্রবিশ চ স্বয়ম্।
দ্বারপালবচঃ শ্রুত্বা প্রবিবেশ ঘটোৎকচঃ ॥

স প্রবিশ্য দদর্শাথ রাক্ষসেন্দ্রস্য মন্দিরম্।
ততঃ কৈলাসসংকাশং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্ ॥

প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তং গোপুরৈশ্চাদিশোভিতম্।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধং নানারত্নসমন্বিতম্ ॥

কাঞ্চনৈস্তাপনীয়ৈশ্চ স্ফাটিকৈ রাজতৈরপি।
বজ্রবৈদূর্য্যগর্ভৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টিমনোহরৈঃ ॥

নানাধ্বজপতাকাভিঃ সুবর্ণাভিশ্চ চিত্রিতম্।
চিত্রমাল্যাবৃতং রম্যং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা তত্র সর্ব্বান্ স ভৈমসেনির্মনোরমান্।
প্রবিশন্নেব হৈড়িম্বঃ শুশ্রাব মুরজস্বনম্ ॥

তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালমিতাক্ষরম্।
দিব্যদুন্দুভিনির্হ্রাদং বাদিত্রশতসংকুলম্ ॥

স শ্রুত্বা মধুরং শব্দং প্রীতিমানভবৎ তদা।
ততো বিগাহ্য হৈড়িম্বো বহুকক্ষাং মনোরমাম্ ॥

স দদর্শ মহাত্মানং দ্বাঃস্থেন ভরতর্ষভ।
তং বিভীষণমাসীনং কাঞ্চনে পরমাসনে ॥

কচের সেই বাক্য শুনিয়া দ্বারপাল "আচ্ছা তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া অনন্তর সংবাদ নিবেদনকারী হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

তথায় তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া দূতবাক্য সমস্তই বলিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসনাথ বিভীষণ দ্বারপালবাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন—'দূতকে আমার নিকটে লইয়া আইস'।

হে রাজেন্দ্র! ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা বিভীষণ কর্তৃক এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দ্বারপাল সম্ভ্রমের সহিত বাহিরে নির্গত হইয়া আসিলেন, অনন্তর ঘটোৎকচকে বলিলেন।

হে দূত! আপনি আসুন। মহারাজকে দর্শন করিতে আপনি স্বয়ং শীঘ্র রাজভবনে প্রবেশ করুন। দ্বারপালের এই বাক্য শুনিয়া ঘটোৎকচ রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।

রাজভবনে প্রবেশ করিয়া তিনি রাক্ষসরাজ বিভীষণের মন্দির দর্শন করিলেন। তথায় কৈলাস-পর্ব্বত তুল্য উজ্জ্বল সেই মন্দির, মন্দিরের বহির্দ্বার তপ্ত কাঞ্চননির্ম্মিত।

চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরে ঘেরা এবং অনেক বহির্দ্বারে সুশোভিত, নানারত্ন সমন্বিত বহু হর্ম্ম্য ও প্রাসাদে পরিপূর্ণ ছিল।

তাপনীয় কাঞ্চন, স্ফটিকমণি, রজত, হীরক ও বৈদূর্য্যমণিগর্ভ, দৃষ্টিমনোহর স্তম্ভসমূহে সুশোভিত, এবং সুবর্ণবর্ণ বিবিধ ধ্বজ ও পতাকা দ্বারা চিত্রিত, বিচিত্র মাল্য দ্বারা আবৃত ও বিশুদ্ধ স্বর্ণময় বেদিকাসমূহে বিভূষিত ঐ রাজভবন অতি রমণীয় ছিল। ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ তথায় মনোরম সেই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজগৃহ প্রবেশ করিয়াই হিড়িম্বাপুত্র তথায় মৃদঙ্গধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

প্রমীলাগণের গীতে সমাকীর্ণ এবং ঐ গীত সমানতালে ও পরিমিত অক্ষরে চলিতেছিল। এককালে বীণা, মৃদঙ্গ, বংশী ও করতাল এই চতুর্বিধ বাদ্য শতের ধ্বনিতে ও দিব্য দুন্দুভিনিনাদে ঐ রাজভবন নিরন্তর পরিব্যাপ্ত ছিল।

ঘটোৎকচ ঐ মধুর শব্দ শুনিয়া তখন অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! তৎপরে হিড়িম্বাপুত্র দ্বারপালের সহিত মনোরম বহু কক্ষ

দিব্যে ভাস্করসঙ্কাশে মুক্তামণিবিভূষিতে।
দিব্যাভরণচিত্রাঙ্গং দিব্যরূপধরং বিভুম্ ॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধোক্ষিতং শুভম্
বিভ্রাজমানং বপুষা সূর্য্যবৈশ্বানরপ্রভম্।
উপোপবিষ্টং সচিবৈর্দেবৈরিব শতক্রতুম্ ॥

যক্ষৈর্ম্মহারথৈর্দিব্যৈর্নারীভিঃ প্রিয়দর্শনৈঃ।
গীর্ভির্ম্মঙ্গলযুক্তাভিঃ পূজ্যমানং যথাবিধি ॥

চামরে ব্যজনে চাগ্র্যে হেমদণ্ডে মহাধনে।
গৃহীতে বরনারীভ্যাং ধূয়মানে চ মূর্দ্ধনি ॥

অচিন্ত্যন্তং শ্রিয়া জুষ্টং কুবের-বরুণোপমম্।
ধর্ম্মৈকেব স্থিতং নিত্যমদ্ভুতং রাক্ষসেশ্বরম্ ॥
রামমিক্ষ্বাকুনাথং বৈ স্মরন্তং মনসা সদা।
দৃষ্ট্বা ঘটোৎকচো রাজন্ ববন্দে তং কৃতাঞ্জলিঃ ॥
প্রহ্বস্তস্থৌ মহাবীর্য্যঃ শক্রং চিত্ররথো যথা।
তং দূতমাগতং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ॥
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং সান্ত্বপূর্ব্বং বচোঽব্রবীৎ।

বিভীষণ উবাচ।

কস্য বংশে তু সম্ভূতঃ করমিচ্ছন্ মহীপতিঃ ॥
তস্যানুজান্ সমস্তাংশ্চ পূর্ব্বং দেশঞ্চ তস্য বৈ।
ত্বাঞ্চ কার্য্যঞ্চ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
বিস্তরেণ মম ব্রূহি সর্ব্বানেতান্ পৃথক্ পৃথক্।

পার হইয়া সুন্দর স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন, মহাত্মা বিভীষণকে তিনি দর্শন করিলেন।

মণিমুক্তাবিভূষিত ভাস্করসদৃশ দিব্য সিংহাসনে সমাসীন, দিব্য আভরণসমূহে বিচিত্রাঙ্গ ও দিব্য রূপধারণকারী বিভু বিভীষণকে তিনি দর্শন করিলেন। বিভীষণ দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়া দিব্য গন্ধে অভিষিক্ত হইয়া সুন্দর দেখাইতেছিলেন। তাঁহার দেহ সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য কান্তি ধারণ করিয়াছিল।

ইন্দ্রসমীপে দেবতাগণের উপবেশনের ন্যায় সচিবগণের সহিত বিভীষণ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন। প্রিয়দর্শন দিব্য মহারথ যক্ষগণ নারীগণের সহিত মঙ্গলযুক্ত বাক্যসমূহ দ্বারা যথাবিধি বিভীষণকে পূজা করিতেছিলেন। শ্রেষ্ঠ দুই নারী সুবর্ণদণ্ড, বহুমূল্য উত্তম দুইটি চামর ও দুইটি পাখা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিরোভাগে দুলাইতে ছিলেন।

রাক্ষসরাজ বিভীষণ কুবের ও বরুণতুল্য রাজলক্ষ্মী সম্পন্ন দীপ্তিমান্ ও অদ্ভুত দেখাইতেছিলেন এবং তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মে অবস্থিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা মনে মনে ইক্ষ্বাকুবংশের অধীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিতেছিলেন। হে রাজন্! রাক্ষসরাজ বিভীষণকে দেখিয়া ঘটোৎকচ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

মহাবল চিত্ররথ ইন্দ্রসম্মুখে যেরূপ দণ্ডায়মান থাকেন, সেইরূপ মহাবল ঘটোৎকচ বিভীষণ-সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণ সেই দূতকে দেখিয়া যথারীতি তাহার সৎকার করিয়া সান্ত্বনা পূর্ব্বক বাক্য বলিতে লাগিলেন।

বিভীষণ কহিলেন—যে মহীপতি আমার নিকট হইতে করগ্রহণের ইচ্ছা করিতেছেন, তিনি কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাঁহার অনুজগণের সহিত তাঁহাদের সকলের এবং তাঁহার দেশ ও গ্রাম, আপনার নিজের পরিচয় ও যে কার্য্যের জন্য কর গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয়ের যথার্থ বিবরণ আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি বিস্তৃতভাবে ও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে এই সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন।

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

এস আনন্দ রাজ্যে

প্রিয়তম ব্রাহ্মণ বাবারা! মন্ত্র নিয়েও মন্ত্রজপ এবং সন্ধ্যা করতে কেন পারনা জান? তোমাদের দেহটার সমস্ত উপাদান, রক্ত মাংস মেদ মজ্জা প্রভৃতি, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, ডিম, যার তার হাতে, যেখানে সেখানে খেয়ে দুষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা সবংশে রোগ, শোক, দুঃখ ও জ্বালাযন্ত্রণাকে বরণ করে নিয়েছো। ইহলোক পরলোকে তাই ভোগ করতে হবে। তোমাদের নাম কীর্তন ও গুরুমন্ত্র গ্রহণ, শ্রাদ্ধ তর্পন প্রহসন। ফাঁকির দ্বারা কোন ভাল কাজ হয় না। অভক্ষ্য-ভোজী, আচারহীন তোমাদের গৃহ শ্মশান বলে জেনো, সেখানে শ্মশান-অগ্নি ধূ ধূ করে জ্বলছে। তোমাদের গৃহে দেবতা পিতৃগণ পূজা নেন না। গুরুর স্থান তোমাদের গৃহে নাই। দেখতে পাচ্ছ তো তোমাদের দুষ্কৃতির ফলে পুত্র-কন্যাগণের কিরূপ অধঃপাত হয়েছে। এখনও সাবধান না হ'লে জল-পিণ্ড লোপ হবে।

পেঁয়াজ, রসুন, ডিম, প্রভৃতি অভক্ষ্যভোজীর সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন—দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী ব্রত পালন, এ যুগে তা হওয়া সম্ভব নয়। তাই তার অনুকল্পে পূর্ব্বদিন উপবাসী থেকে মধ্যাহ্নে মস্তক মুণ্ডন করত সন্ধ্যায় নক্ষত্র দেখে ঘৃতপ্রাশন করে প্রাতে ১৩৫৲ টাকা উৎসর্গ, ২৫৲ দক্ষিণা দান, গোগ্রাস ভোজ্যোৎসর্গ করে পুনরায় উপনয়ন গ্রহণ ও বারোটী ব্রাহ্মণ ভোজন করালে তবে দেহ শুদ্ধ হবে, তোমরা জানতে পারবে তোমাদের স্বরূপ।

তোমরা কে শুনবে ? তোমরা শ্রীভগবানের অংশ, তাঁর প্রকৃতি। শ্রীভগবান্ তোমাদের হৃদয় আলো ক'রে আত্মা, পরমাত্মা ও ঈশ্বররূপে নিরন্তর বিরাজ করছেন এবং জঠরাগ্নি হয়ে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে দিচ্ছেন। তোমাদের শরীর তাঁরই শরীর, তাঁর সমস্ত শক্তি তোমাদের আছে। তোমরা তাঁকে পাবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছ। যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করলে তোমরা আলোকে পুলকে পরমানন্দময় লোকে উপস্থিত হবে। বাবারা বহু জ্বালা ভোগ করেছো ক'রছো, যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দেহ শুদ্ধ করে নিয়ে তাঁকে একান্তভাবে আশ্রয় করবার শক্তিলাভ কর। প্রায়শ্চিত্ত করত দেহ শুদ্ধ ক'রে সন্ধ্যা কর, গুরুদত্ত মন্ত্র জপ কর, হাতে হাতে তার ফল পাবে পাবেই পাবে। যারা দরিদ্র তাদেরও প্রায়শ্চিত্ত সঙ্কল্প করে গঙ্গাস্নানে হবে।

এস এস ফিরে এস, তোমার আনন্দরাজ্যে ফিরে এস।

মহামিলন মঠ
৪।৭।৭৫

তোমাদের
ওঙ্কার

বুক পোষ্ট

"আর্য্য-শাস্ত্র"

(সনাতন শাস্ত্র প্রচারে নিয়োজিত মাসিক মুখপত্র)

৬৮-বি, বিধান সরণি,

কলিকাতা-৬

1682. Sri Rameswar Mookherjee,
62 Dr. Saroj Mukherjee St,
P.O. Uttarpar, Dist. Hooghly.

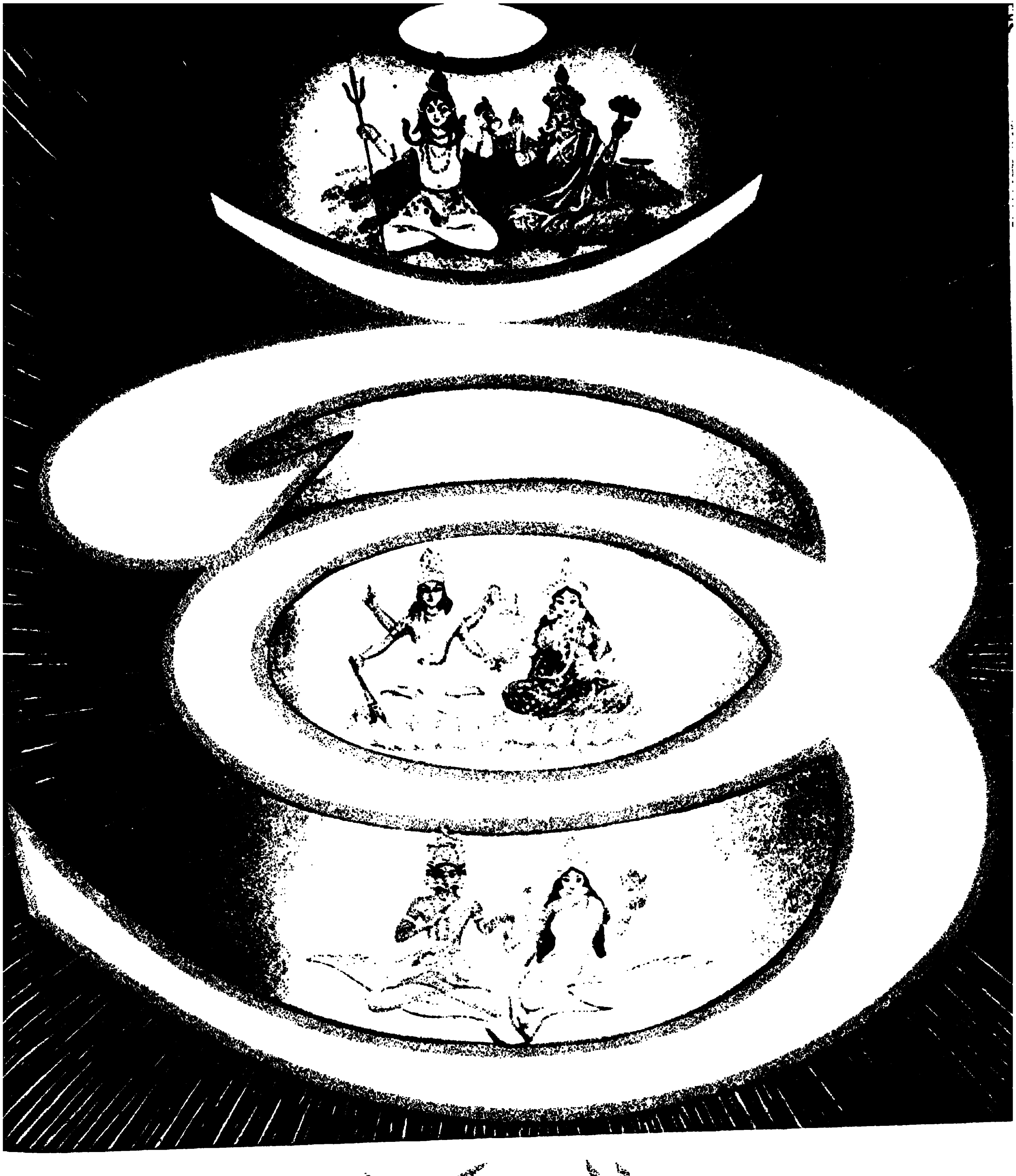

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কার মঠ ২৩।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

মা

ওঁ মহামায়ায়ৈ বিদ্মহে
বিন্দুবাসিন্যৈ ধীমহি
তন্নঃ পঞ্চমাত্মিকা প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্তে পদ্মালয়ে পদ্মদলায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিষ্ণুমনোঽনুকূলে ত্বৎপাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব ॥

মহাদেব্যৈ বিদ্মহে বিষ্ণুপত্ন্যৈ ধীমহি
তন্নো লক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ।

মা, মা, মা!

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

[সপ্তমবর্ষ, বৈশাখ মাস, ১৩৭৬] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীভূতেশচন্দ্রতর্ক-স্মৃতিতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্
শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঞ্চ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

মুদ্র-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়,
৭।২, পি. ডব্লউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ „

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধুল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দালভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ „

৫। শ্রীমদ্ভাগবত ৪২'০০ „

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তু হৈড়িম্বঃ পৌলস্ত্যেন মহাত্মনা।
কৃতাঞ্জলিরুবাচাথ সান্ত্বয়ন্ রাক্ষসাধিপম্॥

ঘটোৎকচ উবাচ।
সোমস্য বংশে রাজাহসীৎ পাণ্ডুর্নাম মহাবলঃ।
পাণ্ডোঃ পুত্রাশ্চ পঞ্চাসন্ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ॥
তেষাং জ্যেষ্ঠস্তু নাম্নাভূদ্ ধর্মপুত্র ইতি শ্রুতঃ।
অজাতশত্রুর্ধর্মাত্মা ধর্মো বিগ্রহবানিব॥
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রাপ্য রাজ্যমকারয়ৎ।
গঙ্গায়া দক্ষিণে তীরে নগরে নাগসাহ্বয়ে॥
তদ্ দত্ত্বা ধৃতরাষ্ট্রায় শক্রপ্রস্থং যযৌ ততঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র শক্রপ্রস্থে প্রমোদতে॥
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে তাবুভৌ নাগরোত্তমৌ।
নিত্যং ধর্মে স্থিতো রাজা শক্রপ্রস্থে প্রশাসতি॥
তস্যানুজো মহাবাহুঃ ভীমসেনো মহাবলঃ।
মহাতেজা মহাবীর্য্যঃ সিংহতুল্যঃ স পাণ্ডবঃ॥
দশনাগসহস্রাণাং বলে তুল্যঃ স পাণ্ডবঃ।
তস্যানুজোঽর্জুনো নাম মহাবীর্য্যপরাক্রমঃ॥
সুকুমারো মহাসত্ত্বো লোকে বীর্য্যেণ বিশ্রুতঃ।
কার্ত্তবীর্য্যসমো বীর্য্যে সাগরপ্রতিমো বলে॥
জামদগ্ন্যসমো যুদ্ধে সংখ্যে রামসমোঽর্জুনঃ।
রূপে শক্রসমঃ পার্থস্তেজসা ভাস্করোপমঃ॥
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসৈঃ।
মানুষৈশ্চ সমস্তৈশ্চ অজেয়ঃ ফাল্গুনো রণে॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—পুলস্ত্যনন্দন মহাত্মা বিভীষণ হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচকে এইরূপ বলিলেন। অনন্তর ঘটোৎকচ রাক্ষসাধিপতি বিভীষণকে সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন।

ঘটোৎকচ কহিলেন,—চন্দ্রবংশে পাণ্ডুনামে মহাবলশালী এক রাজা ছিলেন। রাজা পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র। তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি 'ধর্ম্মপুত্র' এই নামে বিশ্রুত হইয়াছেন।

তিনি অজাতশত্রু ও ধর্ম্মাত্মা। স্বয়ং ধর্ম্মই যেন শরীরধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া আছেন। রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গার দক্ষিণ তীরে হস্তিনাপুরনামক নগরে রাজ্য লাভ করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন।

হে রাজেন্দ্র। কিছুদিন পরে তিনি হস্তিনাপুরের রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রকে দান করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে চলিয়া গেলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠ দুইটি নগর গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান করিয়া নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাবাহু ও মহাবল ভীমসেন। এই পাণ্ডুনন্দন সিংহতুল্য পরাক্রমশালী এবং মহাতেজস্বী হইয়াছেন।

সেই পাণ্ডব দশ সহস্র হস্তীর বলতুল্য বলধারণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম অর্জ্জুন। তিনি মহাবলশালী ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং তিনি সুকুমার ও মহাপ্রাণ হইয়াছেন। এ জগতে তাঁহার পরাক্রম সর্ব্ববিখ্যাত।

পৃথাতনয় অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান পরাক্রমশালী, সগরপুত্রগণের সমান বলশালী, অস্ত্রবিদ্যায় তিনি পরশুরামের সমান এবং যুদ্ধে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সমান বিজয়ী। তিনি ইন্দ্রতুল্য রূপবান্ ও সূর্য্যসম তেজস্বী হইয়াছেন। দেবতা, দানব,

তেন তৎ খাণ্ডবং দাবং দর্পিতং জাতবেদসে।
তরসা ধর্ষয়িত্বা তং শক্রং দেবগণৈঃ সহ ॥

লব্ধান্যস্ত্রাণি দিব্যানি তর্পয়িত্বা হুতাশনম্।
তেন লব্ধা মহারাজ দুর্লভা দৈবতৈরপি ॥

বাসুদেবস্য ভগিনী সুভদ্রা নাম বিশ্রুতা।
অর্জ্জুনস্যানুজো রাজন্ নকুলশ্চেতি বিশ্রুতঃ ॥

দর্শনীয়তমো লোকে মূর্ত্তিমানিব মন্মথঃ।
তস্যানুজো মহাতেজাঃ সহদেব ইতি শ্রুতঃ।
তেনাহং প্রেষিতো রাজন্ সহদেবেন মারিষ ॥

অহং ঘটোৎকচো নাম ভীমসেনসুতো বলী।
মম মাতা মহাভাগা হিড়িম্বা নাম রাক্ষসী ॥

গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস ও মানুষ, ইহাদের সকলের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন অজেয় থাকেন।

তিনি সেই খাণ্ডববন দগ্ধ করাইয়া অগ্নিদেবের তৃপ্তি জন্মাইয়াছিলেন এবং দেবতাগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রকে বেগে অভিভূত করিয়া হুতাশনের তৃপ্তিসম্পাদন পূর্ব্বক দিব্য অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন। ইহা দেবতাগণেরও দুর্লভ ছিল।

হে রাজন্! অর্জ্জুনের কনিষ্ঠ সহোদর "নকুল" এই নামে বিখ্যাত। তিনি মূর্ত্তিমান্ কামদেবের ন্যায় এ জগতে দর্শনীয়তম।

নকুলের মহাতেজস্বী কনিষ্ঠসহোদর "সহদেব" এই নামে বিখ্যাত। হে মাননীয় রাজন্! সেই সহদেব আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।

আমার নাম ঘটোৎকচ, আমি বলবান্ ভীমসেন-তনয়, আমার মাতা রাক্ষসকুলজাতা ও মহাভাগা "হিড়িম্বা" এই নামে প্রসিদ্ধা।

পার্থানামুপকারার্থং চরামি পৃথিবীমিমাম্।
আসীৎ পৃথিব্যাঃ সর্বস্যা মহীপালো যুধিষ্ঠিরঃ

রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠমাহর্তুমুপচক্রমে।
সন্দিদেশ চ স ভ্রাতৄন্ করার্থং সর্বতো দিশম্ ॥

বৃষ্ণিবীরেণ সহিতঃ সন্দিদেশানুজান্ নৃপঃ।
উদীচীমর্জ্জুনস্তূর্ণং করার্থং সমুপাযযৌ ॥

গত্বা শতসহস্রাণি যোজনানি মহাবলঃ।
জিত্বা সর্বান্ নৃপান্ যুদ্ধে হত্বা স তরসা বশী ॥

স্বর্গদ্বারমুপাগম্য রত্নান্যাদায় বৈ ভৃশম্।
অশ্বাংশ্চ বিবিধান্ দিব্যান্ সর্বানাদায় ফাল্গুনঃ ॥

আমি পৃথাপুত্রগণের উপকার করিবার জন্য এই পৃথিবীতে বিচরণ করি। মহারাজ যুধিষ্ঠির সমগ্র পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন।

তিনি ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ করিবার উপক্রম করিয়াছেন এবং তিনি সকল দিকে করগ্রহণের জন্য ভ্রাতৃগণকে আদেশ দান করিয়াছেন।

বৃষ্ণিবীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন স্বীয় ভ্রাতৃগণকে দিগ্‌বিজয়ের নিমিত্ত আদেশ করিলেন, তখন অর্জ্জুন করগ্রহণের জন্য দ্রুত উত্তর দিকে গমন করিলেন।

মহাবল অর্জ্জুন ঐ দিকে শতসহস্র যোজন গমন করিয়া তথায় যুদ্ধে সমস্ত রাজগণকে জয় করত এবং বিরোধিগণকে স্ববেগে হত্যা করিয়া জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত গমন পূর্ব্বক বহু রত্নসমূহ লাভ করিলেন।

হে রাজন্! অর্জ্জুন তথায় বিবিধ দিব্য অশ্বসমূহ এবং বহুবিধ ধন লাভ করিয়া সে সমস্ত আনয়ন করত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিলেন।

ধনং বহুবিধং রাজন্ ধর্মপুত্রায় বৈ দদৌ ।
ভীমসেনো হি রাজেন্দ্র জিত্বা প্রাচীং দিশং বলাৎ ॥
বশে কৃত্বা মহীপালান্ পাণ্ডবায় ধনং দদৌ ।
দিশং প্রতীচীং নকুলঃ করার্থং প্রযযৌ তথা ॥
সহদেবো দিশং যাম্যাং জিত্বা সর্বান্ মহীক্ষিতঃ ।
মাং সন্দিদেশ রাজেন্দ্র করার্থমিহ সৎকৃতঃ ॥
পার্থানাং চরিতং তুভ্যং সংক্ষেপাৎ সমুদাহৃতম্ ।
তমবেক্ষ্য মহারাজ ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥
পাবকং রাজসূয়ঞ্চ ভগবন্তং হরিং প্রভুম্ ।
এতানবেক্ষ্য ধর্মজ্ঞ করং ত্বং দাতুমর্হসি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেন তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো বিভীষণঃ ।
প্রীতিমানভবদ্ রাজন্ ধর্মাত্মা সচিবৈঃ সহ ॥)
স চাস্য প্রতিজগ্রাহ শাসনং প্রীতিপূর্বকম্ ।
তচ্চ কালকৃতং ধীমানভ্যমন্যত স প্রভুঃ ॥৭৪

হে রাজেন্দ্র! ভীমসেন সবলে পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়া তথায় রাজগণকে নিজবশে আনয়নপূর্ব্বক ধনগ্রহণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সেই সমস্ত প্রদান করিলেন।

নকুল করগ্রহণের নিমিত্ত পশ্চিমদিকে গমন করিলেন এবং সহদেব সমস্ত রাজগণকে জয় করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছেন।

হে রাজেন্দ্র! সম্মানিত সহদেব করগ্রহণের জন্য আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। পার্থগণের চরিত্র সংক্ষেপে আমি আপনার নিকটে নিবেদন করিলাম।

হে ধর্ম্মজ্ঞ মহারাজ! সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া এবং পবিত্রকারী রাজসূয় যজ্ঞ ও জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি এই সমস্ত দর্শন করিয়া আপনি কর দিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—হে রাজন্! ঘটোৎকচের এই বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসরাজ বিভীষণ সচিবগণের সহিত সন্তুষ্ট হইলেন।)

বিভীষণ প্রীতিপূর্ব্বক তাহার শাসন স্বীকার করিয়া লইলেন। বুদ্ধিমান্ ও প্রভাবশালী বিভীষণ তাহা কালকৃত বলিয়া মনে করিলেন।৭৪

(ততো দদৌ বিচিত্রাণি কুথানি কম্বলানি চ ।
দন্তকাঞ্চনপর্য্যঙ্কান্ মণিহেমবিচিত্রিতান্ ॥
ভূষণানি বিচিত্রাণি মহার্হাণি বহূনি চ ।
প্রবালানি চ শুভ্রাণি মণীংশ্চ বিবিধান্ বহূন্ ॥
কাঞ্চনানি চ ভাণ্ডানি কলসানি ঘট চ ।
কটাহান্যপি চিত্রাণি দ্রোণ্যশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
রাজতানি চ ভাণ্ডানি চিত্রাণি চ বহূনি চ ।
শস্ত্রাণি রুক্মচিত্রাণি মণিমুক্তৈর্বিচিত্রিতান্ ॥
যজ্ঞস্য তোরণে যুক্তান দদৌ তালাংশ্চতুর্দশ ।
রুক্মপঙ্কজপুষ্পাণি শিবিকা মণিভূষিতাঃ ॥
মুকুটানি মহার্হাণি হেমবর্ণাংশ্চ কুণ্ডলান্ ।
হেমপুষ্পাণ্যনেকানি রুক্মমাল্যানি চাপরান্ ॥
শঙ্খাংশ্চ চন্দ্রসঙ্কাশান্ ভাবর্তাশন্ বিচিত্রিণঃ ।
চন্দনানি চ মুখ্যানি রুক্মবস্ত্রাণ্যনেকশঃ ॥

(তদনন্তর সহদেবের জন্য হস্তিপৃষ্ঠের আচ্ছাদনার্থ বিচিত্র কম্বল এবং হস্তিদন্ত ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত পালঙ্কসমূহ, যাহা মণি ও স্বর্ণ দ্বারা বিচিত্রিত করা হইয়াছে, সেই সমস্ত জিনিস দান করিলেন।

এবং বিচিত্র ও বহুমূল্য নানা ভূষণ, মনোহর প্রবাল ও বিবিধ বহু মণি, কাঞ্চননির্ম্মিত ভাণ্ড, কলস ও ঘট, বিচিত্র কড়াই ও সহস্র সংখ্যক জলপাত্র দান করিলেন।

বিচিত্র বহু রজতপাত্র এবং মণিমুক্তা দ্বারা বিচিত্রিত ও সুবর্ণচিত্রিত শস্ত্রসমূহ দান করিলেন।

যজ্ঞের তোরণে যুক্ত চতুর্দ্দশ তাল, বহু সুবর্ণ পদ্ম পুষ্প এবং মণিভূষিত পাল্কী দান করিলেন।

বাসাংসি চ মহার্হাণি কম্বলানি বহূন্যপি।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রাজন্ রত্নানি চ বহূনি চ
স দদৌ সহদেবায় তদা রাজা বিভীষণঃ।)

ততঃ সংপ্রেষয়ামাস রত্নানি বিবিধানি চ।
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানি দিব্যান্যাভরণানি চ ॥৭৫

বাসাংসি চ মহার্হাণি মণীংশ্চৈব মহাধনান্।
(বিভীষণঞ্চ রাজানমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।

প্রদক্ষিণং পরীত্যৈব নির্জগাম ঘটোৎকচঃ।
তানি সর্বাণি রত্নানি অষ্টাশীতিনিশাচরাঃ ॥

আজহ্রুঃ সমুদা রাজন্ হৈড়িম্বেন তদা সহ।
রত্নান্যাদায় সর্বাণি প্রতস্থে স ঘটোৎকচঃ ॥

ততো রত্নান্যুপাদায় হৈড়িম্বো রাক্ষসৈঃ সহ।
জগাম তূর্ণং লঙ্কায়াং সহদেবপদং প্রতি ॥
আসেদুঃ পাণ্ডবং সর্বে লঙ্ঘয়িত্বা মহোদধিম্ ॥

সহদেবো দদর্শাথ রত্নহারান্ নিশাচরান্।
আগতান্ ভীমসঙ্কাশান্ হৈড়িম্বঞ্চ তথা নৃপ ॥

দ্রমিলা নৈর্ঋতান্ দৃষ্ট্বা দুদ্রুবুস্তে ভয়াদিতাঃ।
ভৈমসেনিস্ততো গত্বা মাদ্রেয়ং প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥

প্রীতিমানভবদ্ দৃষ্ট্বা রত্নৌঘং তঞ্চ পাণ্ডবঃ।
তং পরিষ্বজ্য পাণিভ্যাং দৃষ্ট্বা তান্ প্রীতিমানভূৎ

বিসৃজ্য দ্রমিলান্ সর্বান্ গমনায়োপচক্রমে।)
ন্যবর্ত্তত ততো ধীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥৭৬

মহামূল্য মুকুটসমূহ, স্বর্ণবর্ণ কুণ্ডলসমূহ, স্বর্ণ নির্মিত অনেক পুষ্প, স্বর্ণ মালা এবং অপর চন্দ্র-সদৃশ শুভ্র ও বিচিত্র শতাবর্ত্ত শঙ্খ দান করিলেন।

হে রাজন্! শ্রেষ্ঠ চন্দন, অনেক প্রকার স্বর্ণ ও রত্ন, বহুমূল্য বস্ত্র ও বহু কম্বল এবং আরও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্যজাত ও বহু রত্ন তখন রাজা বিভীষণ সহদেবকে দান করিলেন।)

তদনন্তর তিনি নানাপ্রকার রত্ন, চন্দন, অগুরু-কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ, বহুমূল্য বস্ত্র ও মহাধন মণি-সমূহ সহদেবসমীপে প্রেরণ করিলেন

(তৎপরে ঘটোৎকচ কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজা বিভীষণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া সেখান হইতে নির্গত হইলেন।

হে রাজন্। তখন হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচের সহিত আটাশী জন নিশাচর সেই সমস্ত রত্ন আনন্দের সহিত আহরণ করিলেন।

ঘটোৎকচ সেই সমস্ত রত্নরাজি গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর হিড়িম্বা-পুত্র ঘটোৎকচ রাক্ষসগণের সহিত রত্নসমূহ সমভি-ব্যাহারে লঙ্কা হইতে দ্রুত সহদেব যে স্থানে আছেন তৎপ্রতি গমন করিলেন এবং সাগর লঙ্ঘন করিয়া তাহারা সকলে পাণ্ডুপুত্র সহদেবসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হে নৃপ। অনন্তর সহদেব রত্নসমূহের আহরণ-কারী সমাগত ভয়ঙ্কর নিশাচরগণকে এবং হিড়িম্বা-তনয় ঘটোৎকচকে দর্শন করিলেন।

সে সময়ে রাক্ষসগণকে দেখিয়া তথাকার দ্রমিলগণ (দ্রাবিড় সৈনিক) ভয়ভীত হইয়া দৌড়িতে লাগিল। ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ মাদ্রী-তনয় সহদেবসমীপে গমন করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন।

পাণ্ডুপুত্র সহদেব সেই রত্নরাজি দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইলেন। তিনি ঘটোৎকচকে দুই পাণিদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া এবং নিশাচরগণকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। পরে সমস্ত দ্রমিলগণকে বিদায় দিয়া তিনি সেখান হইতে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন)

ধীমান্ ও প্রতাপশালী সহদেব তদনন্তর সেখান হইতে নিবর্ত্তিত হইলেন।৭৫-৭৬

এবং নির্জিত্য তরসা সান্ত্বেন বিজয়েন চ।
করদান্ পার্থিবান্ কৃত্বা প্রত্যাগচ্ছদরিন্দমঃ ॥৭৭
(রত্নভারমুপাদায় যযৌ সহ নিশাচরৈঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থং বিবেশাথ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং রাজন্ সহদেবঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রহ্বোঽভিবাদ্য তস্থৌ স পূজিতশ্চৈব তেন বৈ ॥
লঙ্কাপ্রাপ্তান্ ধনৌঘাংশ্চ দৃষ্ট্বা তান্ দুর্লভান্ বহূন্।
প্রীতিমানভবদ্ রাজা বিস্ময়ঞ্চ যযৌ তদা ॥
কোটীসহস্রমধিকং হিরণ্যস্য মহাত্মনে।
বিচিত্রাংস্তু মণীংশ্চৈব গোহস্তাবিমহিষাংস্তথা ॥)
ধর্মরাজায় তৎ সর্বং নিবেদ্য ভরতর্ষভ।
কৃতকর্মা সুখং রাজন্নুবাস জনমেজয় ॥৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দিগ্বিজয়পর্বণি সহদেবদক্ষিণদিগ্বিজয়ে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

এইরূপে বেগে জয় করিয়া সামনীতি ও বিজয়ের দ্বারা সমস্ত রাজগণকে করদানে স্বীকার করাইয়া শত্রুদমন সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।৭৭

(অনন্তর নিশাচরগণের সহিত সহদেব রত্নরাজি সঙ্গে নিয়া মেদিনী কম্পিত করিয়াই যেন ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন।

হে রাজন! সহদেব যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিলেন এবং সহদেব যুধিষ্ঠির কর্তৃক যথাবিধি সংকৃত হইলেন।

লঙ্কা হইতে প্রাপ্ত সেই দুর্লভ ও বহু ধনসমূহ দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তখন প্রীতিযুক্ত হইলেন এবং বিস্মিত হইলেন।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সহস্র কোটি বা ততোধিক সুবর্ণ এবং বিচিত্র বহু মণি ও বহু গরু, ছাগল, মেষ, মহিষ প্রভৃতি সমর্পণ করিলেন।)

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্ জনমেজয়! সেই সমস্ত সামগ্রী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করত কৃতকৃত্য হইয়া সহদেব সুখে বাস করিতে লাগিলেন।৭৮

শ্রীমম্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্‌বিজয়পর্ব্বে সহদেবের দক্ষিণদিগ্‌বিজয়বিষয়ে একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলেন পশ্চিমদিক্স্থিতানাং নৃপাণাং বিজয়ঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নকুলস্য তু বক্ষ্যামি কর্ম্মাণি বিজয়ং তথা।
বাসুদেবজিতামাশাং যথাঽসাবজয়ৎ প্রভুঃ ॥১
নির্যায় খাণ্ডবপ্রস্থাৎ প্রতীচীমভিতো দিশম্।
উদ্দিশ্য মতিমান্ প্রায়ান্মহত্যা সেনয়া যুতঃ ॥২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[নকুল কর্তৃক পশ্চিমদিক্স্থিত নৃপগণের বিজয়।]

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—এখন নকুলের কর্ম্মসমূহ ও বিজয়বৃত্তান্ত বর্ণনা করিব। প্রভাবশালী ঐ নকুল যে প্রকারে বাসুদেবজিত দিক্ জয় করিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।১

সিংহনাদেন মহতা যোধানাং গর্জিতেন চ।
রথনেমিনিনাদৈশ্চ কম্পয়ন্ বসুধামিমাম্ ॥৩

ততো বহুবিধং রম্যং গবাশ্বধনধান্যবৎ।
কার্ত্তিকেয়স্য দয়িতং রোহীতকমুপাদ্রবৎ ॥৪

তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীচ্ছূরৈর্মত্তময়ূরকৈঃ।
মরুভূমিং স কার্ৎস্ন্যেন তথৈব বহুধান্যকম্ ॥৫

শৈরীষকং মহেত্থঞ্চ বশে চক্রে মহাদ্যুতিঃ।
আক্রোশঞ্চৈব রাজর্ষিং তেন যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥৬

তান্ দশার্ণান্ স জিত্বাথ প্রতস্থে পাণ্ডুনন্দনঃ
শিবীংস্ত্রিগর্ত্তানম্বষ্ঠান্ মালবান্ পঞ্চ কর্বটান্ ॥৭

তথা মাধ্যমিকাংশ্চৈব বাটধানান্ দ্বিজানথ।
পুনশ্চ পরিবৃত্যাথ পুষ্করারণ্যবাসিনঃ ॥৮
গণানুৎসবসঙ্কেতানজয়ৎ পুরুষর্ষভঃ।
সিন্ধুকূলাশ্রিতা যে চ গ্রামণীয়া মহাবলাঃ ॥৯
শূদ্রাভীরগণাশ্চৈব যে চাশ্রিত্য সরস্বতীম্।
বর্ত্তয়ন্তি চ যে মৎস্যৈর্যে চ পর্ব্বতবাসিনঃ ॥১০
কৃৎস্নং পঞ্চনদঞ্চৈব তথা চামরকণ্টকম্।
উত্তরজ্যোতিষঞ্চৈব তথা দিব্যকটং পুরম্ ॥১১
দ্বারপালঞ্চ তরসা বশে চক্রে মহাদ্যুতিঃ।
রামঠান্ হার-হূণাংশ্চ প্রতীচ্যাশ্চৈব যে নৃপাঃ ॥১২
তান্ সর্ব্বান্ স বশে চক্রে শাসনাদেব পাণ্ডবঃ।
তত্রস্থঃ প্রেষয়ামাস বাসুদেবায় ভারত ॥১৩

বুদ্ধিমান্ নকুল মহতী সেনাসহ খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিকে গমনের উদ্দেশে পশ্চিমদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন।১

তখন বীরগণের মহৎ সিংহনাদ গর্জ্জনে এবং রথনেমির ঘর্ঘর নিনাদ দ্বারা মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল।৩

তৎপরে নকুল গোধন ও অশ্বাদি প্রভৃতি ধনধান্য পরিপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী সুরম্য কার্ত্তিকেয়প্রিয় রোহীতক দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।৪

তথায় মত্তময়ূরনামে পরিচিত শূরগণের সহিত নকুলের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে জয়লাভের পর মহাতেজস্বী সেই নকুল মরুভূমি শৈরীষক ও বহু ধান্যসম্পন্ন মহেত্থদেশ জয় করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আনয়ন করিলেন এবং আক্রোশনামক রাজর্ষিকে তখন তিনি তুমুল যুদ্ধ করিয়া জয় করিলেন।৫-৬

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন নকুল দশার্ণদেশ জয় করিয়া শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্বট এবং মাধ্যমিক দেশসমূহে প্রস্থান করিলেন, তথায় ঐ দেশসমূহ জয় করিবার পর বাটধানদেশীয় দ্বিজগণকে জয় করিলেন।

অনন্তর পুনরায় এদিকে প্রত্যাগমন করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেতনামক গণদিগকে জয় করিলেন।

সমুদ্রতীরস্থিত যে সকল মহাবলশালী গ্রামণীয় ক্ষত্রিয়জাতি এবং সরস্বতী নদীর তীরাশ্রিত যে সকল শূদ্র আভীরগণ ও যাহারা মৎস্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, সেই ধীবরজাতি ও অন্যান্য পর্ব্বতবাসী মনুষ্য, এই সকলকে জয় করিয়া নকুল স্ববশে আনয়ন করিলেন।৭-১০

সম্পূর্ণ পঞ্চনদদেশ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট নগর ও দ্বারপালকে মহাতেজস্বী নকুল শীঘ্র স্ববশে আনয়ন করিলেন।

রামঠ, হার, হূণ এবং পশ্চিমদেশে অন্যান্য যে সকল নৃপতি ছিলেন, সেই সমস্ত নৃপতিগণকে পাণ্ডুপুত্র নকুল শাসনহেতুই নিজের অধীন করিয়া লইলেন এবং হে ভারত! তিনি সেখানে থাকিয়াই বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণসমীপে দূত পাঠাইলেন।১১-১৩

স চাস্য গতভী রাজন্ প্রতিজগ্রাহ শাসনম্।
ততঃ শাকলমভ্যেত্য মদ্রাণাং পুটভেদনম্ ॥১৪
মাতুলং প্রীতিপূর্ব্বেণ শল্যং চক্রে বশে বলী।
স তেন সৎকৃতো রাজ্ঞা সৎকারার্হো বিশাম্পতে ॥১৫
রত্নান্যাদায় ভূরীণি সম্প্রতস্থে যুধাং পতিঃ।
ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্।
পহ্নবান্ বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্ ॥১৬
ততো রত্নান্যুপাদায় বশে কৃত্বা চ পার্থিবান্।
ন্যবর্ত্তত নরশ্রেষ্ঠো নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ ॥১৭

করভাণাং সহস্রাণি কোষং তস্য মহাত্মনঃ।
ঊহুর্দশ মহারাজ! কৃচ্ছ্রাদিব মহাধনম্ ॥১৮
ইন্দ্রপ্রস্থগতং বীরঃ সমভ্যেত্য যুধিষ্ঠিরম্।
ততো মাদ্রীসুতঃ শ্রীমান্ ধনং তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১৯
এবং প্রতীচীং নকুলো দিশং বরুণপালিতাম্।
বিজিগ্যে বাসুদেবেন বিজিতাং পুরুষর্ষভঃ ॥২০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দিগ্বিজয়ে নকুলপশ্চিম-
দিগ্বিজয়ো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

হে রাজন্! তিনি বিগতভয় হইয়া নকুলের শাসন গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর শাকলদেশে গমন পূর্ব্বক তাহা জয় করিয়া বলবান্ নকুল মদ্রদেশের পুরীতে প্রবেশ করিয়া তথায় মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্ব্বক নিজের বশে আনয়ন করিলেন।

হে বিশাম্পতে! রাজা শল্য সৎকারের যোগ্য পাত্র নকুলের যথাবিধি সৎকার করিলেন। যোদ্ধাগণশ্রেষ্ঠ নকুল রাজা শল্যের নিকট হইতে বহু রত্ন গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎপরে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছগণকে এবং পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে জয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে রত্নসমূহ গ্রহণ করত এবং নৃপগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়া বিচিত্র উপায়বিদ্ কুরুশ্রেষ্ঠ নকুল ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।১৪-১৭

হে মহারাজ! দশ সহস্র করিশাবক সেই মহাত্মা নকুলের মহাধনকোষ অতিকষ্টেই যেন বহন করিয়াছিল।১৮

তদনন্তর শ্রীমান্ সেই মাদ্রীনন্দন ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিত বীর যুধিষ্ঠিরসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ধন তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।১৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে বাসুদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত বরুণপালিত পশ্চিমদিক্ জয় করিয়া নকুল ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয়পর্ব্বে নকুল কর্ত্তৃক পশ্চিমদিক্ বিজয়নামক বত্রিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩২

(রাজসূয়পর্ব্ব)

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

মহারাজ-যুধিষ্ঠিরস্য শাসনস্য বৈশিষ্ট্য-বর্ণনম্, শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণম্, ব্রাহ্মণান্ আত্মীয়স্বজনাংশ্চাহ্বয়িতুং তেষাং নিমন্ত্রণপত্রপ্রেরণঞ্চ।]

(এবং নির্জিত্য পৃথিবীং ভ্রাতরঃ কুরুনন্দন।
বর্তমানাঃ স্বধর্মেণ শশাসুঃ পৃথিবীমিমাম্॥
চতুর্ভির্ভীমসেনাদ্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহিতো নৃপঃ।
অনুগৃহ্য প্রজাঃ সর্বাঃ সর্ববর্ণানগোপয়ৎ॥
অবিরোধেন সর্বেষাং হিতং চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রীয়তাং দীয়তাং সর্বং মুক্ত্বা কোশং বলং বিনা॥
সাধু ধর্মেতি পার্থস্য নান্যচ্ছ্রূয়েত ভাষিতম্
এবং বৃত্তে জগৎ তস্মিন্ পিতরীবান্বরজ্যত
ন তস্য বিদ্যতে দ্বেষ্টা ততোঽস্যাজাতশত্রুতা।)

(রাজসূয়পর্ব্ব।)

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনের বৈশিষ্ট্যবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ এবং ব্রাহ্মণগণ ও আত্মীয়স্বজনগণকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণপত্রের প্রেরণ।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! ভীমাদি ভ্রাতৃবৃন্দ চতুর্দ্দিক্‌স্থিত রাজগণকে জয় করত স্বধর্ম্মানুসারে এই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন।

ভীমসেনাদি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির সকল প্রজাগণকে অনুগ্রহ করত সকল বর্ণের মনুষ্যগণকে পরিপালন করিতে লাগিলেন।

সৈন্যবাহিনী ও রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের বেতনের অর্থ ব্যতিরেকে রাজকোষের সমস্ত ধন রাজা যুধিষ্ঠির লোকহিতের অবিরোধে ব্যয় করিতেন। "সকলকে দাও ও সকলের প্রীতিসাধন কর" এই কথাই সর্ব্বদা তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইত। রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে জনগণের মুখে 'আপনি পরম সাধু-

রক্ষণাদ্ ধর্মরাজস্য সত্যস্য পরিপালনাৎ।
শত্রূণাং ক্ষপণাচ্চৈব স্বকর্মনিরতাঃ প্রজাঃ॥১

বলীনাং সম্যগাদানাদ্ ধর্মতশ্চানুশাসনাৎ।
নিকামবর্ষী পর্জন্যঃ স্ফীতো জনপদোঽভবৎ॥২

সর্বারম্ভাঃ সুপ্রবৃত্তা গোরক্ষা কর্ষণং বণিক্।
বিশেষাৎ সর্বমেবৈতৎ সংজজ্ঞে রাজকর্মণঃ॥৩

দস্যুভ্যো বঞ্চকেভ্যো বা রাজন্ প্রতি পরস্পরম্।
রাজবল্লভতশ্চৈব নাশ্রূয়ন্ত মৃষা গিরঃ॥৪

পুরুষ ও সাক্ষাৎ ধর্ম্ম" এইরূপ কথা ভিন্ন অন্য কথা শুনা যাইত না।

এইরূপ আচরণে পিতার প্রতি পুত্রের ন্যায় প্রজাগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত ছিল।)

প্রজাগণের যথাবিধি রক্ষা, সত্যের পরিপালন এবং শত্রুগণের সংহার করায় প্রজাগণ বর্ণাশ্রমানুসারে নিজ নিজ ধর্ম্মে নিরত ছিল।১

ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করায় প্রজাগণ ও সামন্ত রাজন্যবৃন্দ যথাকালে তাঁহাকে কর ও উপহার প্রদান করত; ফলে, ধর্ম্মপ্রভাবে মেঘসমূহ যথাকালে প্রচুর বর্ষণ করিত; তাহার ফলে জনপদসমূহ (গ্রামসমূহ) শস্য ও ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছিল।২

সমস্ত ধার্ম্মিক ও লৌকিক কর্ম্মই নির্ব্বিঘ্নে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইত। গোরক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্য বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হওয়ায় রাজার সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইত।৩

দস্যু, প্রবঞ্চক, অথবা রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে পরস্পর মিথ্যা কথা বলিতে শুনা যাইত না।৪

অবর্ষং চাতিবর্ষঞ্চ ব্যাধিপাবকমূর্চ্ছনম্।
সর্বমেতৎ তদা নাসীদ্ ধর্মনিত্যে যুধিষ্ঠিরে ॥৫

প্রিয়ং কর্তুমুপস্থাতুং বলিকর্ম স্বভাবজম্।
অভিহর্তুং নৃপা জগ্মুর্নান্যৈঃ কার্য্যৈঃ কথঞ্চন ॥৬

ধর্মৈর্ধনাগমৈস্তস্য ববৃধে নিচয়ো মহান্।
কর্তুং যস্য ন শক্যেত ক্ষয়ো বর্ষশতৈরপি ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স্বকোষ্ঠস্য পরীমাণং কোষস্য চ মহীপতিঃ।
বিজ্ঞায় রাজা কৌন্তেয়ো যজ্ঞায়ৈব মনো দধে ॥৮

সুহৃদশ্চৈব যে সর্বে পৃথক্ চ সহ চাব্রুবন্।
যজ্ঞকালস্তব বিভো! ক্রিয়তামত্র সাম্প্রতম্ ॥৯

অথৈবং ব্রুবতামেব তেষামভ্যাযযৌ হরিঃ।
ঋষিঃ পুরাণো বেদাত্মা দৃশ্যশ্চৈব বিজানতাম্ ॥১০

জগতস্তস্থুষাং শ্রেষ্ঠঃ প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চ হ।
ভূত-ভব্য-ভবন্নাথঃ কেশবঃ কেশিসূদনঃ ॥১১

প্রাকারঃ সর্ববৃষ্ণীনামাপৎস্বভয়দোঽরিহা।
বলাধিকারে নিক্ষিপ্য সম্যগানকদুন্দুভিম্ ॥১২

উচ্চাবচমুপাদায় ধর্মরাজায় মাধবঃ।
ধনৌঘং পুরুষব্যাঘ্রো বলেন মহতা বৃতঃ ॥১৩

তং ধনৌঘনপর্য্যন্তং রত্নসাগরমক্ষয়ম্।
নাদয়ন্ রথঘোষেণ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥১৪

পূর্ণমাপূরয়ংস্তেষাং দ্বিষচ্ছোকাবহোঽভবৎ।
অসূর্য্যমিব সূর্য্যেণ নিবাতমিব বায়ুনা।
কৃষ্ণেন সমুপেতেন জহৃষে ভারতং পুরম্ ॥১৫

তং মুদা সমুপাগম্য সৎকৃত্য চ যথাবিধি।
স পৃষ্ট্বা কুশলঞ্চৈব সুখাসীনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬

সদা ধর্মনিরত রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে কখনও অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ব্যাধি ও অগ্নিদাহ—এই পাপমূলক উপদ্রব হইতে দেখা যাইত না।৫

অধীন সামন্ত রাজন্যবৃন্দ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কোন প্রিয় কার্য্যসাধন অথবা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উপহার প্রভৃতি প্রদান করিবার জন্যই যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইতেন, অন্য কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার নিকট যাইতেন না।৬

ধর্ম্মাবিরুদ্ধ উপায়ের দ্বারা অর্জ্জিত ধনে তাঁহার রাজকোষ এমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, শতবর্ষেও উহার ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না।৭

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—নিজ নিজ ব্যক্তিগত ধন ও রাজকোষের পরিমাণ বুঝিয়া কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন।৮

তাঁহার সুহৃদ্‌গণও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাকে বলিলেন,—"হে বিভো! আপনার যজ্ঞ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি এখন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন"।৯

যখন সুহৃদ্‌গণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন জ্ঞানিগণেরও অদৃশ্য বেদবিগ্রহ পুরাণঋষি ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।১০

যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের ঈশ্বর, চরাচর জগতের নিয়ন্তা, স্রষ্টা ও প্রলয়কর্ত্তা এবং কেশিনিসূদন কেশব।১১

প্রাচীরের ন্যায় সকল বৃষ্ণিবংশীয়গণের রক্ষক, অরিহন্তা ও অভয়দাতা সেই মাধব যাদবসৈন্যগণের পরিচালনার ভার বসুদেবের উপর অর্পণ করত প্রচুর নানা প্রকার ধনসম্পদে পূর্ণ অক্ষয় রত্নসমুদ্র সঙ্গে লইয়া রথনির্ঘোষের দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থকে মুখরিত করত শ্রেষ্ঠ নগরে প্রবেশ করিলেন।১২-১৪

পাণ্ডবরিপুগণের শোকাবহ ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ের আনন্দদায়ী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে সূর্য্যের উদয়ে সূর্য্যহীন এবং বায়ুর সংযোগে বায়ুহীন স্থানের ন্যায় ইন্দ্রপ্রস্থ নগর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল।১৫

ধৌম্যদ্বৈপায়নমুখৈঋত্বিগ্‌ভিঃ পুরুষর্ষভঃ।
ভীমার্জ্জুন-যমৈশ্চৈব সহিতঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ॥১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বৎকৃতে পৃথিবী সর্বা মদ্বশে কৃষ্ণ! বর্ত্ততে।
ধনঞ্চ বহু বার্ষ্ণেয়! ত্বৎপ্রসাদাদুপার্জ্জিতম্ ॥১৮
সোঽহমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং বিধিবদ্দেবকীসুত!।
উপযোক্তুং দ্বিজাগ্র্যেভ্যো হব্যবাহে চ মাধব ॥১৯
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি দাশার্হ! সহিতস্ত্বয়া।
অনুজৈঃ সহিতশ্চাপি তন্মানুজ্ঞাতুমর্হসি ॥২০
তদ্দীক্ষাপয় গোবিন্দ! ত্বমাত্মানং মহাভুজ!।
ত্বয়ীষ্টবতি দাশার্হ! বিপাপ্মা ভবিতাস্ম্যহম্ ॥২১
মাং বাপ্যভ্যনুজানীহি সহৈভিরনুজৈর্বিভো!।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া কৃষ্ণ! প্রাপ্নুয়াং ক্রতুমুত্তমম্ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং কৃষ্ণঃ প্রত্যুবাচেদং বহূক্ত্বা গুণবিস্তরম্।
ত্বমেব রাজশার্দ্দূল! সম্রাড়র্হো মহাক্রতুম্।
সম্প্রাপ্নুহি ত্বয়া প্রাপ্তে কৃতকৃত্যাস্ততো বয়ম্ ॥২৩
যজস্বাভীপ্সিতং যজ্ঞং ময়ি শ্রেয়স্যবস্থিতে।
নিযুঙ্‌ক্ষ্ব ত্বঞ্চ মাং কৃত্যে সর্ব্বং কর্ত্তাস্মি তে বচঃ ॥২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সফলঃ কৃষ্ণ! সঙ্কল্পঃ সিদ্ধিশ্চ নিয়তা মম।
যস্য মে ত্বং হৃষীকেশ! যথেপ্সিতমুপস্থিতঃ ॥২৫

মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দের সহিত তাঁহার অভি-গমন ও যথাবিধি সৎকার করত সুখে উপবেশন করাইয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ধৌম্য, দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ ও ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৬-১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমার জন্য সমস্ত পৃথিবী আমার বশীভূত হইয়াছে এবং হে বৃষ্ণিনন্দন! তোমার করুণায় বহু ধনও আমি উপার্জ্জন করিয়াছি।১৮

হে দেবকীনন্দন! হে মাধব! এইজন্য বিধি-পূর্ব্বক অগ্ন্যাধান করত যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণরূপ সৎপাত্রে দানের দ্বারা এই ধনের সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি।১৯

অতএব হে দাশার্হ! আমার এই ইচ্ছা যে, তোমার ও আমার ভ্রাতৃবৃন্দের সাহায্যে আমি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিব; তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর।২০

হে মহাভুজ! হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে যজ্ঞদীক্ষা প্রদান কর। যজ্ঞেশ্বর তুমি উপস্থিত থাকিলে হে দাশার্হ! আমি অবশ্যই পাপশূন্য হইব। অতএব অনুজগণের সহিত আমাকে তুমি অনুমতি দান কর। হে সর্ব্বব্যাপক! হে কৃষ্ণ! তোমার অনুমতি হইলে আমি উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব।২১-২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের গুণসমূহের বহু প্রশংসা করত প্রত্যুত্তরে বলিলেন—হে রাজশার্দ্দূল! তুমিই সম্রাট্ হইবার যোগ্য। তুমি মহাযজ্ঞ আরম্ভ কর। তোমাকে আত্মীয় ও সুহৃদ্রূপে প্রাপ্ত হইয়া আমরা নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। শ্রেয়ঃস্বরূপ আমার উপস্থিতিতে তুমি অভীপ্সিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, এবং তোমার অভীপ্সিত কার্য্যের ভার দাও, আমি যথাশক্তি তোমার আজ্ঞানুসারে কাজ করিব।২৩-২৪

যুধিষ্ঠীর বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমি মনে করি আমার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিও সর্ব্বদাই আমার করায়ত্ত। কারণ, হে হৃষীকেশ! তুমি

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অনুজ্ঞাতস্তু কৃষ্ণেন পাণ্ডবো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ঈজিতুং রাজসূয়েন সাধনান্যুপচক্রমে ॥২৬

তত আজ্ঞাপয়ামাস পাণ্ডবোঽরিনির্হণঃ।
সহদেবং যুধাং শ্রেষ্ঠং মন্ত্রিণশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥২৭

অস্মিন্ ক্রতৌ যথোক্তানি যজ্ঞাঙ্গানি দ্বিজাতিভিঃ।
তথোপকরণং সর্ব্বং মঙ্গলানি চ সর্ব্বশঃ ॥২৮

অধিযজ্ঞাংশ্চ সম্ভারান্ ধৌম্যোক্তান্ ক্ষিপ্রমেব হি।
সমানয়ন্তু পুরুষা যথাযোগং যথাক্রমম্ ॥২৯

ইন্দ্রসেনো বিশোকশ্চ পুরুশ্চার্জ্জুনসারথিঃ।
অন্নাদ্যাহরণে যুক্তাঃ সন্তু মৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥৩০

সর্ব্বকামাশ্চ কার্য্যন্তাং রস-গন্ধসমন্বিতাঃ।
মনোহরাঃ প্রীতিকরা দ্বিজানাং কুরুনন্দন ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদ্‌বাক্যসমকালন্তু কৃতং সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
সহদেবো যুধাং শ্রেষ্ঠো ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে ॥৩২

ততো দ্বৈপায়নো রাজন্! ঋত্বিজঃ সমুপানয়ৎ।
বেদানিব মহাভাগান্ সাক্ষান্মূর্ত্তিমতো দ্বিজান্ ॥৩৩

স্বয়ং ব্রহ্মত্বমকরোত্তস্য সত্যবতীসুতঃ।
ধনঞ্জয়ানামৃষভঃ সুসামা সামগোঽভবৎ ॥৩৪

যাজ্ঞবল্ক্যো বভূবাথ ব্রহ্মিষ্ঠোঽধ্বর্য্যুসত্তমঃ।
পৈলো হোতা বসোঃ পুত্রো ধৌম্যেন সহিতোঽভবৎ ॥৩৫

এতেষাং শিষ্যবর্গাশ্চ পুত্রাশ্চ ভরতর্ষভ!।
বভূবুর্হোত্রগাঃ সর্ব্বে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥৩৬

আমার (অন্তরের কথা বুঝিয়াই) যথেচ্ছভাবে এখানে উপস্থিত হইয়াছ।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া পাণ্ডুনন্দন ভ্রাতৃগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞের সাধনসমূহের (দ্রব্যাদির) সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।২৬

অনন্তর শত্রুহন্তা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির যোদ্ধবর সহদেব ও সমস্ত মন্ত্রিগণকে আজ্ঞা করিলেন—ব্রাহ্মণগণ এই রাজসূয়যজ্ঞে যে যজ্ঞাঙ্গ সাধনসমূহের কথা বলিয়াছেন এবং পুরোহিত ধৌম্যও যে সকল সম্ভারের কথা বলিয়াছেন, তোমরা আমার ভৃত্যগণের দ্বারা যথাক্রমে যথাযোগ্য সেই সকল উপকরণ অতিসত্বর সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হও।২৭-২৯

আমার আদেশে ইন্দ্রসেন, বিশোক এবং অর্জ্জুনের সারথি পুরু, ইহারা সকলে আমার প্রিয় কামনায় অন্নসমূহের সংগ্রহে নিযুক্ত হউক।৩০

কুরুনন্দন! ব্রাহ্মণগণের হৃদয়ানন্দকর সকল প্রকার সুরস ও সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বারা তাঁহাদের সকল কামনা পূর্ণ করিবে।৩১

তাঁহার আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ সহদেব "সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইয়াছে" এই কথা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নিবেদন করিলেন।৩২

তারপর দ্বৈপায়ন বেদব্যাস সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি মহাভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞে ঋত্বিক্‌রূপে আনয়ন করিলেন।৩৩

স্বয়ং সত্যবতীনন্দন ব্যাস ব্রহ্মার কার্য্য গ্রহণ করিলেন এবং ধনঞ্জয়গণের শ্রেষ্ঠ সুসামা ঋষি সামগ অর্থাৎ উদ্‌গাতা হইলেন।৩৪

স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যজ্ঞে অধ্বর্য্যুরূপে এবং বসুপুত্র পৈল ঋষি ধৌম্যমুনির সহিত হোতারূপে বৃত হইলেন।৩৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহাদের পুত্র ও শিষ্যগণ, যাঁহারা বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারা হোত্রগরূপে (সপ্ত হোতারূপে) যজ্ঞে বৃত হইলেন।৩৬

তে বাচয়িত্বা পুণ্যাহমূহয়িত্বা চ তং বিধিম্।
শাস্ত্রোক্তং পূজয়মাসুস্তদ্দেবযজনং মহৎ ॥৩৭
তত্র চক্রুরনুজ্ঞাতাঃ শরণান্যুত শিল্পিনঃ।
গন্ধবন্তি বিশালানি বেশ্মানীব দিবৌকসাম্ ॥৩৮
তত আজ্ঞাপয়ামাস স রাজা রাজসত্তমঃ।
সহদেবং তদা সদ্যো মন্ত্রিণং পুরুষর্ষভঃ ॥৩৯
আমন্ত্রণার্থং দূতাংস্ত্বং প্রেষয়স্বাশুগান্ দ্রুতম্।
উপশ্রুত্য বচো রাজ্ঞঃ স দূতান্ প্রাহিণোত্তদা ॥৪০
আমন্ত্রয়ধ্বং রাষ্ট্রেষু ব্রাহ্মণান্ ভূমিপানপি।
বিশশ্চ মান্যান্ শূদ্রাংশ্চ সর্বানানয়তেতি চ ॥৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমাজ্ঞপ্তাস্ততো দূতাঃ পাণ্ডবেয়স্য শাসনাৎ।
আমন্ত্রয়াম্বভূবুশ্চ আনয়ংশ্চাপরান্ দ্রুতম্।
তথা পরানপি নরানাত্মনঃ শীঘ্রগামিনঃ ॥৪২

ততস্তে তু যথাকালং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে বিপ্রা রাজসূয়ায় ভারত! ॥৪৩
দীক্ষিতঃ স তু ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
জগাম যজ্ঞায়তনং বৃতো বিপ্রৈঃ সহস্রশঃ ॥৪৪
ভ্রাতৃভির্জ্ঞাতিভিশ্চৈব সুহৃদ্ভিঃ সচিবৈঃ সহ।
ক্ষত্রিয়ৈশ্চ মনুষ্যেন্দ্রৈর্নানাদেশসমাগতৈঃ ॥৪৫
অমাত্যৈশ্চ নৃপশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মো বিগ্রহবানিব।
আজগ্মুর্ব্রাহ্মণাস্তত্র বিষয়েভ্যস্ততস্ততঃ ॥৪৬
সর্ববিদ্যাসু নিষ্ণাতা বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
তেষামাবসথাংশ্চক্রুর্ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ ॥৪৭
বহ্বন্নাচ্ছাদনৈর্যুক্তান্ সগণানাং পৃথক্ পৃথক্।
সর্ব্বর্ত্তুগুণসম্পন্নান্ শিল্পিনোঽথ সহস্রশঃ ॥৪৮
তেষু তে ন্যবসন্ রাজন্! ব্রাহ্মণা নৃপসৎকৃতাঃ।
কথয়ন্তঃ কথা বহ্বীঃ পশ্যন্তো নট-নর্ত্তকান্ ॥৪৯

তাঁহারা রাজাকে পুণ্যাহবচন পাঠ ও সেই বিধির উহন অর্থাৎ যথাবিধি সঙ্কল্প করাইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সেই যজ্ঞভূমিকে অর্চনা করিলেন।৩৭

অনন্তর রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শিল্পীগণ সুগন্ধিদ্রব্যে আমোদিত দেবতাগণের বাসগৃহের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন।৩৮

তাহার পর নরশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ ভ্রাতা ও মন্ত্রী সহদেবকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি আমন্ত্রণের জন্য দ্রুতগামী দূতসমূহ প্রেরণ কর"। রাজার আদেশ শ্রবণমাত্রই তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও মাননীয় শূদ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য দূতগণকে দ্রুত চারিদিকে প্রেরণ করিলেন।৩৯-৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠিরের আদেশ পাইয়া দূতগণ আরও অন্যান্য অনেক দ্রুতগামী দূতগণকে আনয়ন করিল এবং সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণের পুরুষগণকে নিমন্ত্রণ করিল।৪২

হে ভারত! অনন্তর যজ্ঞে বৃত ঋত্বিক্‌গণ যথাকালে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষা প্রদান করিলেন।৪৩

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞে যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞশালায় গমন করিলেন।৪৪

ভ্রাতৃবৃন্দ, জ্ঞাতিবৃন্দ, সুহৃদ্‌গণ, সচিবগণ, নানাদেশাগত ক্ষত্রিয়রাজগণ ও অমাত্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ বিগ্রহধারী ধর্ম্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। নানা দিক্ ও দেশ হইতে সকল বিদ্যায় পারদর্শী বেদ ও বেদাঙ্গে নিষ্ণাত ব্রাহ্মণগণ তথায় আগমন করিলে ধর্ম্মরাজের আদেশে তাঁহাদের জন্য আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইল।৪৫-৪৭

সহস্র সহস্র শিল্পীকর্ত্তৃক গৃহসমূহ এরূপভাবে নির্ম্মিত হইল যে, তাহাতে বহু অন্ন ও বস্ত্রের সংরক্ষণ এবং পৃথক্ পৃথক্ পরিজন থাকিবার স্থান ছিল ও সকল ঋতুতেই উহারা সুখপ্রদ হইল।৪৮

ভুজ্যতাঞ্চৈব বিপ্রাণাং বদতাঞ্চ মহাস্বনঃ।
অনিশং শ্রূয়তে তত্র মুদিতানাং মহাত্মনাম্ ॥৫০
দীয়তাং দীয়তামেষাং ভুজ্যতাং ভুজ্যতামিতি।
এবম্প্রকারাঃ সংজল্পাঃ শ্রূয়ন্তে স্মাত্র নিত্যশঃ ॥৫১
গবাং শতসহস্রাণি শয়নানাঞ্চ ভারত!।
রুক্মস্য যোষিতাঞ্চৈব ধর্ম্মরাজঃ পৃথগ্ দদৌ ॥৫২
প্রাবর্ত্ততৈবং যজ্ঞঃ স পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
পৃথিব্যামেকবীরস্য শক্রস্যেব ত্রিপিষ্টপে ॥৫৩
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রেষয়ামাস পাণ্ডবম্।
নকুলং হাস্তিনপুরং ভীষ্মায় পুরুষর্ষভ!॥৫৪
দ্রোণায় ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরায় কৃপায় চ।
ভ্রাতৄণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং যেঽনুরক্তা যুধিষ্ঠিরে ॥৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি রাজসূয়পর্ব্বণি রাজসূয়দীক্ষায়াং ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

ব্রাহ্মণগণও রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক সংকৃত হইয়া সেই গৃহসমূহে অবস্থান করত নানাবিধ কথোপকথন করিয়া এবং নটগণের বিবিধ নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।৪৯

ভোজনরত, কথকথায় নিরত এবং আনন্দে আপ্লুত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের মহাশব্দ সর্ব্বদাই শুনা যাইতে লাগিল।৫০

"আরও দাও" "আপনারা আরও ভোজন করুন" এইরূপ কোলাহল নিত্যই তথায় শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।৫১

হে ভারত! ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণগণকে শত সহস্র গাভী শয্যা এবং রমণী (ব্রাহ্মণী) গণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সুবর্ণালঙ্কারাদি প্রদান করিতে লাগিলেন।৫২

এইরূপে স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় পৃথিবীতে একমাত্র বীররূপে মহাত্মা ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ আরম্ভ হইল।৫৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডুনন্দন নকুলকে হস্তিনাপুরে পিতামহ ভীষ্মের নিকট প্রেরণ করিলেন।৫৪

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের অনুরক্ত ভ্রাতৃগণ দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও কৃপকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন।৫৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়পর্ব্বে রাজসূয়দীক্ষানামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭

পণ্ডিত প্রবর-শ্রীভূতেশচন্দ্রতর্ক স্মৃতিতীর্থ কৃত অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞে নৃপাণাং কৌরবাণাং যাদবানাঞ্চ আগমনম্, তেষাং ভোজন-বিশ্রামাদীনাং সুব্যবস্থা চ।]

অনুবাদকঃ-পণ্ডিতপ্রবরঃ শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স গত্বা হাস্তিনপুরং নকুলঃ সমিতিঞ্জয়ঃ।
ভীষ্মমামন্ত্রয়ামাস ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পাণ্ডবঃ ॥১

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে নৃপবৃন্দ, কৌরব ও যাদবগণের আগমন এবং তাঁহাদের ভোজন-বিশ্রামাদির সুব্যবস্থা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন যুদ্ধজয়ী নকুল হস্তিনাপুরে গমন করত ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করিলেন।১

সৎকৃত্যামন্ত্রিতাস্তেন আচার্য্যপ্রমুখাস্ততঃ ।
প্রযযুঃ প্রীতমনসো যজ্ঞং ব্রহ্মপুরঃসরাঃ ॥২
সংশ্রুত্য ধর্ম্মরাজস্য যজ্ঞং যজ্ঞবিদস্তদা ।
অন্যে চ শতশস্তুষ্টৈর্মনোভির্ভরতর্ষভ ॥৩
দ্রষ্টুকামাঃ সভাঞ্চৈব ধর্ম্মরাজঞ্চ পাণ্ডবম্ ।
দিগ্ভ্যঃ সর্ব্বে সমাপেতুঃ ক্ষত্রিয়াস্তত্র ভারত ॥৪
সমুপাদায় রত্নানি বিবিধানি মহান্তি চ ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ ভীষ্মশ্চ বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥৫
দুর্য্যোধনপুরোগাশ্চ ভ্রাতরঃ সর্ব্ব এব তে ।
গান্ধাররাজঃ সুবলঃ শকুনিশ্চ মহাবলঃ ॥৬
অচলো বৃষকশ্চৈব কর্ণশ্চ রথিনাং বরঃ ।
তথা শল্যশ্চ বলবান্ বাহ্লিকশ্চ মহাবলঃ ॥৭
সোমদত্তোঽথ কৌরব্যো ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ ।
অশ্বত্থামা কৃপো দ্রোণঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ॥৮

আচার্য্য দ্রোণপ্রমুখ কৌরব ও কৌরবপক্ষীয় পুরুষগণ সকলে নকুল দ্বারা যুধিষ্ঠির কর্তৃক সৎকার পূর্ব্বক আমন্ত্রিত হইয়া আনন্দিতমনে ব্রাহ্মণগণকে সম্মুখে রাখিয়া রাজসূয়-যজ্ঞে গমন করিলেন ।২

হে ভরতর্ষভ ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের কথা শুনিয়া অন্যান্য শত শত যজ্ঞবিদ্ ক্ষত্রিয়গণ ধর্ম্মরাজের যজ্ঞসভা ও ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় নানা দিক্ হইতে তথায় আগমন করিলেন ।৩-৪

বিবিধ মহারত্নসমূহ উপায়নরূপে সঙ্গে লইয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, দুর্য্যোধনপ্রমুখ (ধৃতরাষ্ট্রতনয়) সকল ভ্রাতৃগণ, গান্ধাররাজ সুবল, মহাবল শকুনি, অচল, বৃষক ও রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ প্রভৃতি সকল কৌরব ও কৌরবপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন ।

এতদ্ব্যতীত শল্য, বাহ্লিক, সোমদত্ত, কৌরব্য ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ, শল অশ্বত্থামা, কৃপ, দ্রোণ,

যজ্ঞসেনঃ সপুত্রশ্চ শাল্বশ্চ বসুধাধিপঃ ।
প্রাগ্জ্যোতিষশ্চ নৃপতির্ভগদত্তো মহারথঃ ॥৯
স তু সর্ব্বৈঃ সহ ম্লেচ্ছৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ ।
পার্ব্বতীয়াশ্চ রাজানো রাজা চৈব বৃহদ্বলঃ ॥১০
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ বঙ্গঃ কালিঙ্গকস্তথা ।
আকর্ষঃ কুন্তলশ্চৈব মালবাশ্চান্ধ্রকাস্তথা ॥১১
দ্রাবিড়াঃ সিংহলাশ্চৈব রাজা কাশ্মীরকস্তথা ।
কুন্তিভোজো মহাতেজাঃ পার্থিবো গৌরবাহনঃ ॥১২
বাহ্লিকাশ্চাপরে শূরা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ।
বিরাটঃ সহ পুত্রাভ্যাং মাবেল্লশ্চ মহাবলঃ ॥১৩
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নানাজনপদেশ্বরাঃ ।
শিশুপালো মহাবীর্য্যঃ সহ পুত্রেণ ভারত ॥১৪
আগচ্ছৎ পাণ্ডবেয়স্য যজ্ঞং সমরদুর্ম্মদঃ ।
রামশ্চৈবানিরুদ্ধশ্চ কঙ্কশ্চ সহ-সারণঃ ॥১৫

সিন্ধুপুত্র জয়দ্রথ, পুত্রের সহিত যজ্ঞসেন, ভূপতি শাল্ব এবং প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি মহারথ রাজা ভগদত্ত সাগরসন্নিহিত জলময় স্থাননিবাসী ম্লেচ্ছগণসহ রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন ।

এইরূপ পার্ব্বত্যরাজগণ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং আকর্ষ, কুন্তল, মালব, অন্ধ্র, দ্রবিড়, সিংহল, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশীয় রাজগণও তথায় উপস্থিত হইলেন ।

মহাতেজস্বী কুন্তিভোজ, রাজা গৌরবাহন, বাহ্লিকদেশীয় অপরাপর বীর রাজগণ, বিরাট্, পুত্রদ্বয়ের সহিত মহাবল মাবেল্ল এবং নানাজনপদের অধিপতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ও রাজপুত্রগণও ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন ।

হে ভারত ! মহাবীর যুদ্ধদুর্ম্মদ শিশুপাল পুত্রের সহিত পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন ।

গদ-প্রদ্যুম্ন-শাম্বাশ্চ চারুদেষ্ণশ্চ বীর্য্যবান্।
উল্মুকো নিশঠশ্চৈব বীরশ্চাঙ্গাবহস্তথা ॥১৬

বৃষ্ণয়ো নিখিলাশ্চান্যে সমাজগ্মুর্মহারথাঃ।
এতে চান্যে চ রাজানো বহবো মধ্যদেশজাঃ ॥১৭

আজগ্মুঃ পাণ্ডুপুত্রস্য রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
দদুস্তেষামাবসথান্ ধর্ম্মরাজস্য শাসনাৎ ॥১৮

বহুভক্ষ্যান্বিতান্ রাজন্! দীর্ঘিকাবৃক্ষশোভিতান্।
তথা ধর্ম্মাত্মজঃ পূজাং চক্রে তেষাং মহাত্মনাম্ ॥১৯

সৎকৃতাশ্চ যথোদ্দিষ্টান্ জগ্মুরাবসথান্ নৃপাঃ
কৈলাসশিখরপ্রখ্যান্ মনোজ্ঞান্ দ্রব্যভূষিতান্ ॥২০

সর্ব্বতঃ সংবৃতানুচ্চৈঃ প্রাকারৈঃ সুকৃতৈঃ সিতৈঃ।
সুবর্ণজালসংবীতান্ মণিকুট্টিমশোভিতান্ ॥২১

সুখারোহণসোপানান্ মহাসনপরিচ্ছদান্।
স্রগ্‌দামসমবচ্ছন্নানুত্তমাগুরুগন্ধিনঃ ॥২২

হংসেন্দুবর্ণসদৃশানাযোজনসুদর্শনান্।
অসংবাধান্ সমদ্বারান্ যুক্তানুচ্চাবচৈর্গুণৈঃ ॥২৩

বহুধাতুনিবদ্ধাঙ্গান্ হিমবচ্ছিখরানিব।
বিশ্রান্তাস্তে ততোঽপশ্যন্ ভূমিপা ভূরিদক্ষিণম্ ॥
বৃতং সদস্যৈর্ব্বহুভির্ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪

তৎ সদঃ পার্থিবৈঃ কীর্ণং ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
ভ্রাজতে স্ম তদা রাজন্! নাকপৃষ্ঠং যথামরৈঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি রাজসূয়পর্ব্বণি
নিমন্ত্রিতরাজাগমনে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

এদিকে (দ্বারকা হইতে) বলরাম, অনিরুদ্ধ, কঙ্ক, সারণ, গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, চারুদেষ্ণ, উল্মুক, নিশঠ, বীর অঙ্গাবহ প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় সকল মহারথ ক্ষত্রিয়গণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে সমবেত হইলেন।

এইরূপ মধ্যদেশীয় আরও অনেক রাজা পাণ্ডুনন্দনের রাজসূয়যজ্ঞে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে সকলের জন্য বহু ভক্ষ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ, দীর্ঘিকা ও বৃক্ষসমূহের দ্বারা পরিশোভিত বাসস্থানসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইল।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক যথারীতি পূজা ও সৎকার করিলেন।

তাঁহারা সৎকৃত হইয়া তাঁহাদের জন্য যথানির্দ্দিষ্ট গৃহসমূহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহসমূহ কৈলাসপর্ব্বতের শিখরের ন্যায় উচ্চ, মনোজ্ঞ দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ, চারিদিকে সুউচ্চ সুন্দর প্রাচীরসমূহে পরিবেষ্টিত, স্বর্ণজালের দ্বারা আবৃত, মণিকুট্টিমাদি রত্নসমূহে খচিত, সুখে আরোহণযোগ্য সোপানবিশিষ্ট, বৃহৎ আসন ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ, সুগন্ধি মাল্যসমূহে বিভূষিত ও উত্তম অগুরুগন্ধে আমোদিত। হংস ও ইন্দুসদৃশ শুভ্রবর্ণ, আয়োজনের দ্বারা সুদর্শন, সমানাকারের দ্বারসমূহে পরিপূর্ণ, অপতিহতগতি, উচ্চাবচ (বহুবিধ) গুণসমূহে সমন্বিত, নানাপ্রকার ধাতুসমূহের দ্বারা নিখচিত এবং হিমালয়ের শিখরের সহিত তুলনায় ছিল।

তাঁহারা তথায় বিশ্রাম গ্রহণ করত বহুসদস্যপরিবৃত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এবং তাঁহার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞকে দর্শন করিলেন।৫-২৪

হে রাজন্! মহর্ষি, ব্রাহ্মণ ও রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐ যজ্ঞসভা সেই সময় দেবগণে পরিবেষ্টিত স্বর্গভূমির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়পর্ব্বে নিমন্ত্রিত রাজাগমননামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[রাজসূয়যজ্ঞস্য বর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পিতামহং গুরুঞ্চৈব প্রত্যুদ্গম্য যুধিষ্ঠিরঃ ।
অভিবাদ্য ততো রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
ভীষ্মং দ্রোণং কৃপং দ্রৌণিং দুর্য্যোধন-বিবিংশতী
অস্মিন্ যজ্ঞে ভবন্তো মামনুগৃহ্নন্তু সর্ব্বশঃ ॥২
ইদং বঃ সুমহচ্চৈব যদিহাস্তি ধনং মম
প্রণয়ন্তু ভবন্তো মাং যথেষ্টমভিমন্ত্রিতাঃ ॥৩
এবমুক্ত্বা স তান্ সর্ব্বান্ দীক্ষিতঃ পাণ্ডবাগ্রজঃ
যুযোজ স যথাযোগমধিকারেষ্বনন্তরম্ ॥৪
ভক্ষ্যভোজ্যাধিকারেষু দুঃশাসনমযোজয়ৎ ।
পরিগ্রহে ব্রাহ্মণানামশ্বত্থামানমুক্তবান্ ॥৫
রাজ্ঞান্তু পরিপূজার্থং সঞ্জয়ং সংন্যযোজয়ৎ ।
কৃতাকৃতপরিজ্ঞানে ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহামতী ॥৬
হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য রত্নানাঞ্চান্ববেক্ষণে ।
দক্ষিণানাং প্রদানে চ কৃপং রাজা ন্যযোজয়ৎ ॥৭
তথান্যান্ পুরুষব্যাঘ্রাংস্তস্মিংস্তস্মিন্ ন্যযোজয়ৎ ।
বাহ্লিকো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সোমদত্তো জয়দ্রথঃ ।
নকুলেন সমানীতাঃ স্বামিবত্তত্র রেমিরে ॥৮
ক্ষত্তা ব্যয়করস্ত্বাসীদ্ বিদুরঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ।
দুর্য্যোধনস্ত্বর্হণানি প্রতিজগ্রাহ সর্ব্বশঃ ॥৯
চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ ।
সর্ব্বলোকসমাবৃতঃ পিপ্রীষুঃ ফলমুত্তমম্ ॥১০

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

[রাজসূয়যজ্ঞের বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতিকে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করত পিতামহ ও গুরুকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'এই যজ্ঞে আপনারা সকলে সর্ব্বপ্রকারে আমার সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করুন ।১-২

আমার যে এই প্রচুর ধন রহিয়াছে, উহা আপনাদের। আমি প্রার্থনা করি,—আপনারা সকলে মিলিয়া যথেচ্ছভাবে আমাকে পরিচালিত করুন। এই কথা বলিয়া দীক্ষিত পাণ্ডবাগ্রজ তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য অধিকারে নিযুক্ত করিলেন ।৩-৪

তিনি ভক্ষ্য ও ভোগ্য বস্তুর অধিকারে দুঃশাসনকে, ব্রাহ্মণগণের পরিগ্রহ কার্য্যে অশ্বত্থামাকে, রাজগণের পরিচর্য্যার ব্যাপারে সঞ্জয়কে, কৃত ও অকৃতকর্ম পরিজ্ঞানে মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণকে, সুবর্ণ ও রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণদানের কার্য্যে কৃপাচার্য্যকে নিযুক্ত করিলেন ।৫-৭

এইরূপ আরও অন্যান্য পুরুষসিংহগণকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু নকুল কর্তৃক সসম্মানে আনীত বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথকে কোন কার্য্যের ভার দেওয়া হইল না। তাঁহারা তথায় প্রভুর ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন ।৮

সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ক্ষত্তা বিদুর তথায় ধনব্যয়কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধন রাজগণের আনীত উপহারসমূহ গ্রহণ করত যথাস্থানে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং ইহাতে উত্তম ফল লাভ হইতেছে মনে করিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিলেন ।১০

দ্রষ্টুকামাঃ সভাঞ্চৈব ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ন কশ্চিদাহরৎ তত্র সহস্রাবরমর্হণম্ ॥১১
রত্নৈশ্চ বহুভিস্তত্র ধর্মরাজমবর্দ্ধয়ন্।
কথং তু মম কৌরব্যো রত্নদানৈঃ সমাপ্নুয়াৎ ॥১২
যজ্ঞমিত্যেব রাজানঃ স্পর্দ্ধমানা দদুর্ধনম্।
ভবনৈঃ সবিমানাগ্রৈঃ সোদর্কৈর্বলসংবৃতৈঃ ॥১৩
লোকরাজবিমানৈশ্চ ব্রাহ্মণবসথৈঃ সহ।
কৃতৈরাবসথৈর্দিব্যৈর্বিমানপ্রতিমৈস্তথা ॥১৪
বিচিত্রৈ রত্নবদ্ভিশ্চ ঋদ্ধ্যা পরময়া যুতৈঃ।
রাজভিশ্চ সমাবৃত্তৈরতীব শ্রীসমৃদ্ধিভিঃ ॥
অশোভত সদো রাজন্ কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ ॥১৫
ঋদ্ধ্যা তু বরুণং দেবং স্পর্দ্ধমানো যুধিষ্ঠিরঃ।
ষড়গ্নিনাথ যজ্ঞেন সোহযজদ্ দক্ষিণাবতা ॥১৬
সর্বান্ জনান্ সর্বকামৈঃ সমৃদ্ধৈঃ সমতর্পয়ৎ।
অন্নবান্ বহুভক্ষ্যশ্চ ভুক্তবর্জ্জনসংবৃতঃ।
রত্নোপহারসম্পন্নো বভূব স সমাগমঃ ॥১৭
ইড়াজ্যহোমাহুতিভির্মন্ত্রশিক্ষাবিশারদৈঃ।
তস্মিন্ হি ততৃপুর্দেবাস্ততে যজ্ঞে মহর্ষিভিঃ ॥১৮
যথা দেবাস্তথা বিপ্রা দক্ষিণান্নমহাধনৈঃ।
ততৃপুঃ সর্ববর্ণাশ্চ তস্মিন্ যজ্ঞে মুদান্বিতাঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি রাজসূয়পর্বণি
যজ্ঞকরণে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৫

যাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞের সভা এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই এক হাজারের কম স্বর্ণমুদ্রা উপহাররূপে আনয়ন করেন নাই।১১

তাঁহারা সকলেই বহুবিধ রত্নের দ্বারাও ধর্ম-রাজকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। "কি প্রকারে মহারাজ যুধিষ্ঠির আমার ধনের দ্বারাই যজ্ঞ সমাপ্ত করিবেন" এইরূপ ভাবিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করত তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে ধন দান করিতে লাগিলেন।

সেই যজ্ঞসভার সন্নিহিত নিবাসগৃহসমূহ শ্রেষ্ঠ বিমান, জলাশয় ও সৈন্যসমূহে পরিপূর্ণ ছিল; সেখানে নরপতিবৃন্দের বিমান ও ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি ছিল। দিব্য বিমানতুল্য সেই গৃহসমূহ বিচিত্র-রত্নসমূহের পরম সমৃদ্ধি ধারণ করিয়াছিল; তদুপরি শ্রী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজন্যবৃন্দে পরিপূর্ণ হওয়ায় হে রাজন্! মহাত্মা কুন্তীপুত্রের সেই যজ্ঞসভা পরম শোভা ধারণ করিল।১২-১৫

মনে হইল যেন মহাত্মা যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধির দ্বারা বরুণদেবকেও স্পর্দ্ধা করিতেছেন। প্রচুর দক্ষিণা দিয়া ষড়্বিধ অগ্নিতে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞে আগত সকল মনুষ্যকেই যুধিষ্ঠির সমৃদ্ধিসম্পন্ন সকল প্রকার কাম্যবস্তুর দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন। অন্ন, বহুপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য, ভোজনে পরিতৃপ্ত জনসমূহ ও রত্নময় উপহার প্রভৃতিতে তত্রত্য জনসমাগম পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল।১৬-১৭

মন্ত্র ও শিক্ষাশাস্ত্রে বিশারদ মহর্ষিগণের কৃত ইড়া (মন্ত্রপাঠ ও স্তুতি) ও ঘৃতাহুতির দ্বারা দেবগণ সেই বৃহদ্ যজ্ঞে পরমা তৃপ্তি লাভ করিলেন।১৮

দেবতাগণের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ এবং সর্ব্ববর্ণের মনুষ্যগণও দক্ষিণা, অন্নাদি ও প্রচুর ধন পাইয়া পরমা তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়পর্ব্বে যজ্ঞানুষ্ঠাননামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞাঞ্চাগমনম্, দেবর্ষিনারদেন শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যস্য বর্ণনম্, ভীষ্মস্যানুজ্ঞয়া শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রপূজা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽভিষেচনীয়েঽহ্নি ব্রাহ্মণা রাজভিঃ সহ।
অন্তর্বেদীং প্রবিবিশুঃ সৎকারার্হা মহর্ষয়ঃ ॥১

নারদপ্রমুখাস্তস্যামন্তর্বেদ্যাং মহাত্মনঃ।
সমাসীনাঃ শুশুভিরে সহ রাজর্ষিভিস্তদা ॥২

সমেতা ব্রহ্মভবনে দেবা দেবর্ষয়স্তথা।
কর্মান্তরমুপাসন্তো জজল্পুরমিতৌজসঃ ॥৩

এবমেতন্ন চাপ্যেবমেবং চৈতন্ন চান্যথা।
ইত্যূচুর্বহবস্তত্র বিতণ্ডা বৈ পরস্পরম্ ॥৪

কৃশানর্থাংস্ততঃ কেচিদকৃশাংস্তত্র কুর্বতে।
অকৃশাংশ্চ কৃশাংশ্চক্রুর্হেতুভিঃ শাস্ত্রনিশ্চয়ৈঃ ॥৫

তত্র মেধাবিনঃ কেচিদর্থমন্যৈরুদীরিতম্।
বিচিক্ষিপুর্যথা শ্যেনা নভোগতমিবামিষম্ ॥৬

কেচিদ্ ধর্মার্থকুশলাঃ কেচিৎ তত্র মহাব্রতাঃ।
রেমিরে কথয়ন্তশ্চ সর্বভাষ্যবিদাং বরাঃ ॥৭

সা বেদির্বেদসম্পন্নৈর্দেবদ্বিজমহর্ষিভিঃ।
আবভাসে সমাকীর্ণা নক্ষত্রৈর্দ্যৌরিবায়তা ॥৮

ন তস্যাং সন্নিধৌ শূদ্রঃ কশ্চিদাসীন্ন চাব্রতী।
অন্তর্বেদ্যাং তদা রাজন্ যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥৯

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও রাজগণের আগমন, দেবর্ষি নারদ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যবর্ণন এবং ভীষ্মের অনুমতিতে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর অভিষেকের দিন রাজগণের সহিত পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ বেদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।১

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেই অন্তর্বেদীতে নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ রাজগণের সহিত সমাসীন হওয়ায় পরম শোভা ধারণ করিলেন।২

অমিততেজস্বী দেবতা ও দেবর্ষিগণ ব্রহ্মার মণ্ডপে একত্রিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ কর্ম্ম চলিবার সময় পরস্পর জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন।৩

কেহ কেহ বলিলেন—"এরূপ হইবে না, এইরূপই হইবে", আবার কেহ কেহ বলিলেন "এইরূপই হইবে, এরূপ হইবে না", এইভাবে বহু ব্রাহ্মণগণ পরস্পর বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন।৪

কেহ বা বেদ বাক্যের সংক্ষিপ্ত অর্থের দ্বারা, কেহ বা বিস্তৃত ব্যাখ্যার দ্বারা নিজ মত সমর্থন করিতে লাগিলেন; কোন সুপণ্ডিত মহর্ষি আবার শাস্ত্রীয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যায় এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যাকে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় রূপান্তরিত করিতে লাগিলেন।৫

আকাশগত আমিষকে শ্যেন পক্ষী যেরূপ খণ্ড খণ্ড করে, সেইরূপ আবার অত্যন্ত প্রতিভাবান্ কোন কোন দেবর্ষি অন্যের সকল বক্তব্যকে নিজ পাণ্ডিত্যের দ্বারা খণ্ডবিখণ্ড করিতে লাগিলেন।৬

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্ম ও অর্থে কুশল ছিলেন; কেহ কেহ বা মহাব্রতী ছিলেন এবং কেহ সকল ভাষ্যে পারদর্শী ছিলেন। এইরূপে সকলেই যজ্ঞবেদির অভ্যন্তরে মিলিয়া শাস্ত্রীয় আলোচনায় আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।৭

বেদজ্ঞ দেব, দ্বিজ, ও মহর্ষিগণ পরিবেষ্টিত সেই যজ্ঞবেদি নক্ষত্র পরিবেষ্টিত গগনের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল।৮

তাং তু লক্ষ্মীবতাং লক্ষ্মীং তদা যজ্ঞবিধানজাম্।
তুতোষ নারদঃ পশ্যন্ ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ॥১০

অথ চিন্তাং সমাপেদে স মুনির্মনুজাধিপ।
নারদস্তু তদা পশ্যন্ সর্বক্ষত্রসমাগমম্ ॥১১

সস্মার চ পুরা বৃত্তাং কথাং তাং পুরুষর্ষভ।
অংশাবতরণে যাসৌ ব্রহ্মণো ভবনেঽভবৎ ॥১২

দেবানাং সঙ্গমং তং তু বিজ্ঞায় কুরুনন্দন।
নারদঃ পুণ্ডরীকাক্ষং সস্মার মনসা হরিম্ ॥১৩

সাক্ষাৎ স বিবুধারিঘ্নঃ ক্ষত্রে নারায়ণো বিভুঃ।
প্রতিজ্ঞাং পালয়ংশ্চেমাং জাতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১৪

সন্দিদেশ পুরা যোঽসৌ বিবুধান্ ভূতকৃৎ স্বয়ম্।
অন্যোন্যমভিনিঘ্নন্তঃ পুনর্লোকানবাপ্স্যথ ॥১৫

ইতি নারায়ণঃ শম্ভুর্ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
আদিত্যবিবুধান্ সর্বানজায়ত যদুক্ষয়ে ॥১৬

ক্ষিতাবন্ধকবৃষ্ণীনাং বংশে বংশভৃতাং বরঃ।
পরয়া শুশুভে লক্ষ্ম্যা নক্ষত্রাণামিবোডুরাট্ ॥১৭

যস্য বাহুবলং সেন্দ্রাঃ সুরাঃ সর্ব উপাসতে।
সোঽয়ং মানুষবন্নাম হরিরাস্তেঽরিমর্দনঃ ॥১৮

অহো বত মহদ্ভূতং স্বয়ম্ভূর্যদিদং স্বয়ম্।
আদাস্যতি পুনঃ ক্ষত্রমেবং বলসমন্বিতম্ ॥১৯

ইত্যেতাং নারদশ্চিন্তাং চিন্তয়ামাস সর্ববিৎ।
হরিং নারায়ণং ধ্যাত্বা যজ্ঞৈরীড্যন্তমীশ্বরম্ ॥২০

হে রাজন্! যুধিষ্ঠিরের বাসভবনে সেই যজ্ঞবেদির নিকটে না কোন শূদ্র ছিল, না কোন অব্রতী পুরুষ বিদ্যমান ছিল।৯

মহৈশ্বর্য্যশালী ধর্ম্মরাজ প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞবিধানজাত সেই ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দেবর্ষি নারদ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।১০

হে নরপতে! দেবর্ষিনারদ তথায় সকল ক্ষত্রিয়ের সমাগম দেখিয়া "কাহাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দেওয়া যাইবে" এই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।১১

সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার সভায় যে পৃথিবীতে অংশাবতরণের কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল।১২

হে কুরুনন্দন! সেখানে দেবগণেরই সমাগম হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া দেবর্ষি নারদ মনে মনে কমললোচন শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন।১৩

তাঁহার তখন মনে পড়িল যে দেবারিনিহন্তা সর্ব্বব্যাপক, শত্রুনগরজয়ী সাক্ষাৎ নারায়ণই নিজ প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।১৪

জগৎস্রষ্টা শ্রীবিষ্ণু দেবগণকে তখন বলিয়াছিলেন,—তোমরা আমার সহায়ক জ্ঞাতিরূপে জন্মগ্রহণ করত অন্যের হস্তে নিহত না হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বধ করত পুনরায় নিজ নিজ লোকে আগমন করিবে।১৫

এই কথা বলিয়া ভূতভাবন মঙ্গলদায়ক জগদীশ্বর ভগবান্ নারায়ণ যদুবংশে আদিত্যাদি সকল দেবতাগণকে জন্মগ্রহণ করাইয়াছিলেন।১৬

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নারায়ণ অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশে বংশধরাগ্রগণ্যরূপে জন্মগ্রহণ করত নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছেন।১৭

যাঁহার বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ অবস্থান করেন, সেই শত্রুহন্তা শ্রীহরিই আজ মানুষবিগ্রহ ধারণ করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন।১৮

অহো কি আশ্চর্য্য! যে ভগবান্ মহাবিষ্ণু স্বয়ম্ভুরূপে এতাদৃশবলযুক্ত ক্ষত্রিয় সৈন্যবাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই পুনরায় ইহাদিগকে নিজ

তস্মিন্ ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ধর্মরাজস্য ধীমতঃ।
মহাধ্বরে মহাবুদ্ধিস্তুষ্টো স বহুমানতঃ ॥২১
ততো ভীষ্মোঽব্রবীদ্ রাজন্ ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ক্রিয়তামর্হণং রাজ্ঞাং যথার্হমিতি ভারত ॥২২
আচার্য্যমৃত্বিজং চৈব সংযুক্তঞ্চ যুধিষ্ঠির।
স্নাতকঞ্চ প্রিয়ং প্রাহুঃ ষড়র্ঘ্যার্হান্ নৃপং তথা ॥২৩
এতানর্ঘ্যানভিগতানাহুঃ সংবৎসরোষিতান্।
ত ইমে কালপূগস্য মহতোঽস্মানুপাগতাঃ ॥২৪
এষামেকৈকশো রাজন্নর্ঘ্যমানীয়তামিতি।
অথ চৈষাং বরিষ্ঠায় সমর্থায়োপনীয়তাম্ ॥২৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মৈ ভবান্ মন্যতেঽর্ঘ্যমেকস্মৈ কুরুনন্দন।
উপনীয়মানং যুক্তঞ্চ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ভীষ্মঃ শান্তনবো বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বীর্য্যবান্।
অমন্যত তদা কৃষ্ণমর্হণীয়তমং ভুবি ॥২৭

ভীষ্ম উবাচ।

এষ হ্যেষাং সমস্তানাং তেজোবল-পরাক্রমৈঃ।
মধ্যে তপন্নিবাভাতি জ্যোতিষামিব ভাস্করঃ ॥২৮

অসূর্য্যমিব সূর্য্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।
ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ ॥২৯

তস্মৈ ভীষ্মাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
উপজহ্রেঽথ বিধিবদ্ বার্ষ্ণেয়ায়ার্ঘ্যমুত্তমম্ ॥৩০

শরীরে লয় করিবার জন্য এই মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।১৯

এইরূপে সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি নারদ যজ্ঞসমূহের দ্বারা যজনীয় পরমেশ্বর নারায়ণকে স্মরণ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন।২০

ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য মহামতি দেবর্ষি বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজের সেই মহাযজ্ঞে বহু সম্মান লাভ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন।২১

হে রাজন্! তখন মহামতি ভীষ্ম ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে ভরতনন্দন! তুমি অর্ঘ্য দ্বারা রাজগণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা কর।২২

যুধিষ্ঠির! আচার্য্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী (শ্বশুর বা জামাতা), স্নাতক (বেদজ্ঞ গৃহস্থ), নিজের প্রিয় কোন পুরুষ এবং রাজা এই ছয়জন অর্ঘ্যদানের যোগ্য পাত্র।২৩

সংবৎসর প্রবাসী হইয়া গৃহে অভ্যাগত হইলেই ইঁহারা অর্ঘ্যদানের যোগ্য পাত্র হন; এই রাজগণবৃন্দ তো বহুকাল পরে আমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন।২৪

হে রাজন্! ইঁহাদের প্রত্যেককে এক একটি অর্ঘ্য প্রদান কর অথবা ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান কর।২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে কুরুনন্দন! হে পিতামহ! আপনি ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অর্ঘ্য-দানের পাত্র বলিয়া মনে করিতেছেন?২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন শান্তনুকুমার বলবান্ ভীষ্মদেব বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভূতলে পরম পূজ্য পাত্র।২৭

ভীষ্ম বলিলেন—এখানে উপস্থিত সকল রাজগণের মধ্যে যিনি জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররাজির মধ্যে দীপ্যমান ভাস্করের ন্যায় তেজ, বল ও পরাক্রমের দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন, যিনি সূর্য্যের দ্বারা সূর্য্যহীন স্থান এবং বায়ুর দ্বারা বায়ুশূন্য স্থানের ন্যায় এই সভাকে সমুদ্ভাসিত ও সমাহ্লাদিত করিতেছেন, এই সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের উপযুক্ততম পাত্র।২৮-২৯

প্রতিজগ্রাহ তৎ কৃষ্ণঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।
শিশুপালস্তু তাং পূজাং বাসুদেবে ন চক্ষমে ॥৩১

স উপালভ্য ভীষ্মঞ্চ ধর্মরাজঞ্চ সংসদি।
অপাক্ষিপদ্ বাসুদেবং চেদিরাজো মহাবলঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অর্ঘাভিহরণপর্বণি শ্রীকৃষ্ণার্ঘ্যদানে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

ভীষ্মের অনুমতি লাভ করিয়া প্রতাপশালী সহদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।৩০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঐ অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন। কিন্তু শিশুপাল ভগবান্ বাসুদেবের ঐ পূজা সহ্য করিতে পারিলেন না।৩১

মহাবলশালী চেদিরাজ শিশুপাল ঐ সভায় ভীষ্ম ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করত ভগবান্ বাসুদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন।৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত অর্ঘাভিহরণপর্বে কৃষ্ণার্ঘ্যদানবিষয়ে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শিশুপালেন শ্রীকৃষ্ণস্য নিন্দনম্।]

শিশুপাল উবাচ।

নায়মর্হতি বার্ষ্ণেয়স্তিষ্ঠৎস্বিহ মহাত্মসু।
মহীপতিষু কৌরব্য রাজবৎ পার্থিবার্হণম্ ॥১

নায়ং যুক্তঃ সমাচারঃ পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
যৎ কামাৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পাণ্ডবার্চিতবানসি ॥২

বালা যূয়ং ন জানীধ্বং ধর্মঃ সূক্ষ্মো হি পাণ্ডবাঃ।
অয়ঞ্চ স্মৃত্যতিক্রান্তো হ্যাপগেয়োঽল্পদর্শনঃ ॥৩

ত্বাদৃশো ধর্মযুক্তো হি কুর্বাণঃ প্রিয়কাম্যয়া।
ভবত্যভ্যধিকং ভীষ্ম লোকেষ্ববমতঃ সতাম্ ॥৪

কথং হ্যরাজা দাশার্হো মধ্যে সর্বমহীক্ষিতাম্।
অর্হণামর্হতি তথা যথা যুষ্মাভিরর্চিতঃ ॥৫

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দা।]

শিশুপাল বলিলেন—হে কুরুনন্দন! এইসকল মহাত্মা মহীপতিগণ উপস্থিত থাকিতে এই বৃষ্ণিনন্দন রাজার ন্যায় এই শ্রেষ্ঠ রাজপূজার যোগ্য নহে।১

হে পাণ্ডব! পাণ্ডুতনয়গণ মহাত্মা বলিয়া খ্যাত, সুতরাং আপনি যে মমতাবশতঃ এই পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের দ্বারা অর্চনা করিলেন—ইহা আপনার পক্ষে সমুচিত কার্য্য হয় নাই।২

হে পাণ্ডবগণ! তোমরা বালক, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জান না; এই গঙ্গানন্দন অল্পজ্ঞ এবং বৃদ্ধ বলিয়া উঁহার বুদ্ধিও লুপ্ত হইয়াছে।৩

হে ভীষ্ম! আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক ব্যক্তিও কেবল (শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে) সন্তুষ্ট করিবার জন্য এইরূপ কার্য্য করায় সজ্জনগণের নিকট আপনার সম্মান নষ্ট হইয়াছে।৪

এই দাশার্হ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কোন রাজ্যের রাজাই

অথ বা মন্যসে কৃষ্ণং স্থবিরং কুরুপুঙ্গব।
বসুদেবে স্থিতে বৃদ্ধে কথমর্হতি তৎসুতঃ ॥৬

অথবা বাসুদেবোঽপি প্রিয়কামোঽনুবৃত্তবান্।
দ্রুপদে তিষ্ঠতি কথং মাধবোঽর্হতি পূজনম্ ॥৭

আচার্য্যং মন্যসে কৃষ্ণমথবা কুরুনন্দন।
দ্রোণে তিষ্ঠতি বার্ষ্ণেয়ং কস্মাদর্চিতবানসি ॥৮

ঋত্বিজং মন্যসে কৃষ্ণমথবা কুরুনন্দন।
দ্বৈপায়নে স্থিতে বৃদ্ধে কথং কৃষ্ণোঽর্চিতস্ত্বয়া ॥৯

ভীষ্মে শান্তনবে রাজন্ স্থিতে পুরুষসত্তমে।
স্বচ্ছন্দমৃত্যুকে রাজন্ কথং কৃষ্ণোঽর্চিতস্ত্বয়া ॥১০

অশ্বত্থাম্নি স্থিতে বীরে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদে।
কথং কৃষ্ণস্ত্বয়া রাজন্নর্চিতঃ কুরুনন্দন ॥১১

দুর্য্যোধনে চ রাজেন্দ্রে স্থিতে পুরুষসত্তমে।
কৃপে চ ভারতবর্ষে কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চিতঃ ॥১২

দ্রুমং কিম্পুরুষাচার্য্যমতিক্রম্য তথার্চিতঃ।
ভীষ্মকে চৈব দুর্দ্ধর্ষে পাণ্ডুবৎ কৃতলক্ষণে ॥১৩

নৃপে চ রুক্মিণি শ্রেষ্ঠে একলব্যে তথৈব চ।
শল্যে মদ্রাধিপে চৈব কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চিতঃ ॥১৪

অয়ঞ্চ সর্ব্বরাজ্ঞাং বৈ বলশ্লাঘী মহাবলঃ।
জামদগ্ন্যস্য দয়িতঃ শিষ্যো বিপ্রস্য ভারত ॥১৫

যেনাত্মবলমাশ্রিত্য রাজানো যুধি নির্জ্জিতাঃ।
তঞ্চ কর্ণমতিক্রম্য কথং কৃষ্ণস্ত্বয়ার্চিতঃ ॥১৬

নৈবর্ত্বিগ্ নৈব চাচার্য্যো ন রাজা মধুসূদনঃ।
অর্চিতশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ কিমন্যৎ প্রিয়কাম্যয়া ॥১৭

নয়, সুতরাং ভূপতিগণের সমক্ষে আপনারা যেরূপ ইহাকে অর্চ্চনা করিয়াছেন, সেরূপভাবে অর্চ্চনা পাইবার এ যোগ্য নহে।৫

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি কৃষ্ণকে বৃদ্ধই মনে করেন, তবে তাহার চেয়েও বৃদ্ধ তাহার পিতা বসুদেব বর্ত্তমান থাকিতে ইহাকে কেন অর্চ্চনা করা হইল ?৬

অথবা বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কামনা করত তাঁহার সেবা করিয়াছে—এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে দ্রুপদও তো সেইরূপ করিয়াছে, তাঁহাকে অর্চ্চনা না করিয়া মাধবকে কেন অর্চ্চনা করা হইল ?৭

হে কুরুনন্দন! আপনি যদি কৃষ্ণকে আচার্য্যই মনে করেন, তবে আচার্য্য দ্রোণ উপস্থিত থাকিতে তাহাকে কেন পূজা করিলেন ?৮

হে কুরুনন্দন! আপনি যদি কৃষ্ণকে ঋত্বিক্‌ই মনে করিয়া থাকেন, তবে বৃদ্ধ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব থাকিতে তাঁহাকে কেন অর্চ্চনা করা হইল ?৯

হে রাজন্! শান্তনুতনয় স্বেচ্ছামৃত্যু পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম থাকিতে কৃষ্ণ কেন অর্চ্চিত হইল ?১০

হে কুরুনন্দন! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বীর অশ্বত্থামা বর্ত্তমান থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্চ্চনা করা হইল ?১১

পুরুষসত্তম রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন ও ভারতাচার্য্য কৃপ থাকিতে আপনি কৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিলেন কেন ?১২

কিম্পুরুষাচার্য্য দ্রুমকে, পাণ্ডুতুল্যগুণসম্পন্ন ও দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্মক, তৎপুত্র রাজা রুক্মী, একলব্য এবং মদ্রাধিপ শল্যকে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণকে কেন অর্চ্চনা করা হইল ?১৩-১৪

সকল রাজার বলকে স্পর্দ্ধাকারী, বিপ্র ধীমান্ জামদগ্ন্যের প্রিয় শিষ্য, নিজ বলে যুদ্ধে সকল রাজার পরাজয়কারী এই যে মহারথ কর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহাকে অতিক্রম করত কৃষ্ণ কেন অর্চ্চিত হইল ?১৫-১৬

যে মধুসূদন কৃষ্ণ ঋত্বিক্‌ও নয়, আচার্যও নয়,

অথবাভ্যর্চনীয়োঽয়ং যুষ্মাকং মধুসূদনঃ।
কিং রাজভিরিহানীতৈরবমানায় ভারত ॥১৮
বয়ন্তু ন ভয়াদস্য কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
প্রযচ্ছাম করান্ সর্বে ন লোভান্ন চ সান্ত্বনাৎ ॥১৯
অস্য ধর্মপ্রবৃত্তস্য পার্থিবত্বং চিকীর্ষতঃ।
করানস্মৈ প্রযচ্ছামঃ সোঽয়মস্মান্ ন মন্যতে ॥২০
কিমন্যদবমানাদ্ধি যদেনং রাজসংসদি।
অপ্রাপ্তলক্ষণং কৃষ্ণমর্ঘ্যেনার্চিতবানসি ॥২১
অকস্মাদ্ ধর্মপুত্রস্য ধর্মাত্মেতি যশোগতম্।
কো হি ধর্মচ্যুতে পূজামেবং যুক্তাং নিযোজয়েৎ ॥২২
যোঽয়ং বৃষ্ণিকুলে জাতো রাজানং হতবান্ পুরা।
জরাসন্ধং মহাত্মানমন্যায়েন দুরাত্মবান্ ॥২৩

অদ্য ধর্মাত্মতা চৈব ব্যাপকৃষ্টা যুধিষ্ঠিরাৎ।
দর্শিতং কৃপণত্বঞ্চ কৃষ্ণেঽর্ঘ্যস্য নিবেদনাৎ ॥২৪
যদি ভীতাশ্চ কৌন্তেয়াঃ কৃপণাশ্চ তপস্বিনঃ।
ননু ত্বয়াপি বোদ্ধব্যং যাং পূজাং মাধবর্হসি ॥২৫
অথ বা কৃপণৈরেতামুপানীতাং জনার্দন।
পূজামনর্হঃ কস্মাৎ ত্বমভ্যনুজ্ঞাতবানসি ॥২৬
অযুক্তামাত্মনঃ পূজাং ত্বং পুনর্বহু মন্যসে।
হবিষঃ প্রাপ্য নিষ্যন্দং প্রাশিতা শ্বেব নির্জনে ॥২৭
ন ত্বয়ং পার্থিবেন্দ্রাণামপমানঃ প্রযুজ্যতে।
ত্বামেব কুরবো ব্যক্তং প্রলম্ভন্তে জনার্দন ॥২৮
ক্লীবে দারক্রিয়া যাদৃগন্ধে বা রূপদর্শনম্।
অরাজ্ঞো রাজবৎ পূজা তথা তে মধুসূদন ॥২৯

কিংবা রাজাও নয়, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তাহাকে কোন প্রিয় কামনায় আপনি অর্চনা করিলেন?১৭

কিম্বা আপনাদের যদি কৃষ্ণকে অর্চনা করাই উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে অপমানের জন্য রাজন্যবৃন্দকে কেন এখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন?১৮

আমরা ভয়, লোভ বা সান্ত্বনার দ্বারা এই কুন্তীপুত্রকে কর প্রদান করি নাই। যাঁহার সম্রাট্ সিদ্ধির জন্য আমরা কর দিতে আসিয়াছি, তিনিই আমাদিগকে অবজ্ঞা করেন।১৯-২০

যখন আপনি রাজসভায় রাজলক্ষণশূন্য কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদ্বারা অর্চনা করিয়াছেন, তখন আমাদিগকে অপমান করিতে আর কি বাকি রাখিলেন? ধর্ম্মপুত্র! আপনার ধর্ম্মাত্মা বলিয়া যে খ্যাতি ছিল, উহা অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়াছে, কেননা ধর্ম্মচ্যুত পুরুষকে আপনি অর্চ্চনা করিয়াছেন।২১-২২

এই দুরাত্মা কৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করত মহাত্মা রাজা জরাসন্ধকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে।২৩

অদ্য কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করায় যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে ধর্ম্মাত্মতা চলিয়া গিয়াছে এবং কৃপণতা তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে।২৪

হে মাধব! কুন্তীপুত্রগণ যদি দুর্বলতা ভয় বা কৃপণতাবশতঃ তোমার পূজা করিয়াও থাকেন, তবে তুমি তো জান যে, তুমি এই পূজার যোগ্য নও।২৫

হে জনার্দন! ক্ষুদ্র পাণ্ডবেরা পূজা করিলেও তুমি পূজার অযোগ্য হইয়াও তাহা স্বীকার করিলে কিরূপে?২৬

নির্জনে নির্গলিত হবিঃপ্রাপ্ত হইয়া কুকুর যেমন আনন্দিত হয়, তুমিও সেইরূপ কৃপণ পাণ্ডবগণের প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নিজেকে সম্মানিত মনে করিতেছ।২৭

তোমাকে প্রলোভিত করিবার জন্য কৌরবগণ যে নরপতিগণের অপমান করিয়াছেন, হে জনার্দ্দন! ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই।২৮

হে মধুসূদন! ক্লীবকে কন্যাদান, অথবা অন্ধকে রূপ প্রদর্শন যেমন নির্ব্বোধ কর্ম্ম, অরাজা তোমাকে রাজার ন্যায় পূজা করাও তেমনই কর্ম্ম।২৯

দৃষ্টো যুধিষ্ঠিরো রাজা দৃষ্টো ভীষ্মশ্চ যাদৃশঃ।
বাসুদেবোহপ্যয়ং দৃষ্টঃ সর্বমেতদ্ যথাতথম্ ॥৩০
ইত্যুক্ত্বা শিশুপালস্তানুত্থায় পরমাসনাৎ।
নির্যযৌ সদসস্তস্মাৎ সহিতো রাজভিস্তদা ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অর্ঘাভিহরণপর্বণি শিশুপালক্রোধে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৭

আমরা যুধিষ্ঠিরকেও দেখিলাম, ভীষ্মকেও দেখিলাম, বাসুদেব তোমাকেও দেখিলাম—সবই যথাযথভাবে আমাদের দেখা হইয়া গেল।৩০

এই কথা বলিয়া শিশুপাল সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁহার অনুচর রাজন্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া সেই সভা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত রাজসূয়পর্ব্বে শিশুপাল ক্রোধবিষয়ে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৭

অষ্টাত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

[শিশুপালায় যুধিষ্ঠিরস্য প্রবোধদানম্, ভীষ্মস্যোত্তরদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা শিশুপালমুপাদ্রবৎ।
উবাচ চৈনং মধুরং সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ ॥১
নেদং যুক্তং মহীপাল যাদৃশং বৈ ত্বমুক্তবান্।
অধর্মশ্চ পরো রাজন্ পারুষ্যঞ্চ নিরর্থকম্ ॥২
ন হি ধর্মং পরং জাতু নাববুধ্যেত পার্থিবঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবস্ত্বেনং মাবমংস্থাস্ত্বমন্যথা ॥৩
পশ্য চৈতান্ মহীপালাংস্ত্বত্তো বৃদ্ধতরান্ বহূন্।
মৃষ্যন্তে চার্হণাং কৃষ্ণে তদ্বৎ ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥৪
বেদ তত্ত্বেন কৃষ্ণং হি ভীষ্মশ্চেদিপতে ভৃশম্।
ন হ্যেনং ত্বং তথা বেত্থ যথৈনং বেদ কৌরবঃ ॥৫
ভীষ্ম উবাচ।
নাস্মৈ দেয়ো হ্যনুনয়ো নায়মর্হতি সান্ত্বনম্।
লোকবৃদ্ধতমে কৃষ্ণে যোহর্হণাং নাভিমন্যতে ॥৬

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[শিশুপালকে যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ দান ও ভীষ্মের উত্তর দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রুত শিশুপালের নিকট যাইয়া সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—হে মহীপাল! তুমি যেরূপ কথা বলিলে, ইহা যুক্তিযুক্ত নয় এবং ইহা বড়ই কর্কশ শুনাইতেছে এবং নিরর্থক মনে হইতেছে; ইহাতে ভয়ানক পাপ হয়। শান্তনুতনয় ভীষ্ম পরম ধর্ম্ম জানেন না ইহা হইতে পারে না; সুতরাং তুমি ইহার অন্যথা করিয়া তাঁহাকে অবমানিত করিও না। এই সকল নরপতিকে দেখ, ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; সুতরাং তুমিও ইহা স্বীকার করিয়া লও। হে চেদিপতে! ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বিশেষভাবে জানেন তুমি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সেরূপ জান না। যেরূপ এই কুরুকুলতিলক জানেন।১-৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যে ব্যক্তি সর্ব্বলোকে বৃদ্ধতম শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে অবমাননা করে, তাহাকে কোনরূপ অনুনয় করা বা সান্ত্বনা বাক্য বলা উচিত নয়।৬

ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ং জিত্বা রণে রণকৃতাং বরঃ।
যো মুঞ্চতি বশে কৃত্বা গুরুর্ভবতি তস্য সঃ ॥৭

অস্যাং হি সমিতৌ রাজ্ঞামেকমপ্যজিতং যুধি।
ন পশ্যামি মহীপালং সাত্বতীপুত্রতেজসা ॥৮

ন হি কেবলমস্মাকময়মর্চ্চতমোঽচ্যুতঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানামর্চনীয়ো মহাভুজঃ ॥৯

কৃষ্ণেন হি জিতা যুদ্ধে বহবঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
জগৎ সর্বঞ্চ বার্ষ্ণেয়ে নিখিলেন প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০

তস্মাৎ সৎস্বপি বৃদ্ধেষু কৃষ্ণমর্চাম নেতরান্।
এবং বক্তুং ন চার্হস্ত্বং মা তেঽভূদ্ বুদ্ধিরীদৃশী ॥১১

জ্ঞানবৃদ্ধা ময়া রাজন্ বহবঃ পর্য্যুপাসিতাঃ।
তেষাং কথয়তাং শৌরেরহং গুণবতো গুণান্ ॥১২

সমাগতানামশ্রৌষং বহূন্ বহুমতান্ সতাম্।
কর্মাণ্যপি চ যান্যস্য জন্মপ্রভৃতি ধীমতঃ ॥১৩

বহুশঃ কথ্যমানানি নরৈর্ভূয়ঃ শ্রুতানি মে।
ন কেবলং বয়ং কামাচ্চেদিরাজ জনার্দনম্ ॥১৪

ন সম্বন্ধং পুরস্কৃত্য কৃতার্থং বা কথঞ্চন।
অর্চামহেঽর্চিতং সদ্ভির্ভুবি ভূতসুখাবহম্ ॥১৫

যশঃ শৌর্য্যং জয়ং চাস্য বিজ্ঞায়ার্চাং প্রযুঞ্জ্মহে।
ন চ কশ্চিদিহাস্মাভিঃ সুবালোঽপ্যপরীক্ষিতঃ ॥১৬

গুণৈর্বৃদ্ধানতিক্রম্য হরিরর্চ্যতমো মতঃ।
জ্ঞানবৃদ্ধো দ্বিজাতীনাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকঃ ॥১৭

বৈশ্যানাং ধান্য-ধনবান্ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ।
পূজ্যতায়াঞ্চ গোবিন্দে হেতূ দ্বাবপি সংস্থিতৌ ॥১৮

যে যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় অন্য ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে জয় করিয়া নিজ বশে আনয়ন করত পুনরায় ক্ষমাপূর্ব্বক ছাড়িয়া দেন, তিনি তাহার গুরু হন।৭

এই রাজসভায় এমন একজন রাজাকেও দেখিতেছি না, যিনি এই সাত্বতীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের তেজে পরাভব স্বীকার করেন নাই।৮

ইনি কেবল আমাদেরই অর্চ্চনীয় নহেন, এই মহাবাহু অচ্যুত ত্রিলোকের অর্চ্চনীয়।৯

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে বহু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে জয় করিয়াছেন সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে।১০

সুতরাং কৃষ্ণ হইতে বয়সে বৃদ্ধতম অনেক ক্ষত্রিয় নৃপতি উপস্থিত থাকিলেও আমরা শ্রীকৃষ্ণেরই অর্চ্চনা করিব, অন্যের নহে। তুমি উঁহাকে এইরূপ বাক্য বলিও না; বা উঁহাকে এইরূপ বাক্য বলার মত বুদ্ধি তোমার না হউক।১১

হে রাজন্! আমরা জ্ঞানবৃদ্ধ বহু পুরুষের সেবা করিয়াছি, তাঁহাদের মুখেই শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর কথা শুনিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ সমাগত সজ্জনগণেরও বহু সম্মানিত। জন্ম হইতে ধীমান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অলৌকিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন, আমি তাহাও লোকমুখে বহুবার শুনিয়াছি। হে চেদিরাজ! শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ এবং আমাদের অনেক ইষ্ট সাধন করিয়াছেন, এইজন্যই কেবল মমতাবশতঃ আমরা তাঁহার পূজা করিতেছি তাহা নয়, সকল সজ্জনই সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলদায়ক এই শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।১২-১৪

আমরা তাঁহার যশ, শৌর্য্য ও জয়শীলতার কথা জানিয়াই অর্চ্চনা করিতেছি। এখানে উপস্থিত এমন কোন অতিবালকও নাই, যাহার গুণাবলি আমারা পরীক্ষা করি নাই।১৫-১৬

ভগবান্ শ্রীহরি গুণে বৃদ্ধগণকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইজন্য তিনি সকলেরই অর্চ্চনীয়। (আমরা তাঁহার গুণসমূহ পরীক্ষা না করিয়া এখানে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছি না।)

বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাভ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে ॥১৯

দানং দাক্ষ্যং শ্রুতং শৌর্য্যং হ্রীঃ কীর্ত্তির্বুদ্ধিরুত্তমা।
সন্নতিঃ শ্রীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টিশ্চ নিয়তাচ্যুতে ॥২০

তমিমং গুণসম্পন্নমার্য্যং চ পিতরং গুরুম্।
অর্ঘ্যমর্চিতমর্চার্হং সর্বে সংক্ষন্তুমর্হথ ॥২১

ঋত্বিগ্ গুরুস্তথাচার্য্যঃ স্নাতকো নৃপতিঃ প্রিয়ঃ।
সর্বমেতদ্ধৃষীকেশস্তস্মাদভ্যর্চিতোঽচ্যুতঃ ॥২২

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্ ॥২৩

এষ প্রকৃতিরব্যক্তা কর্ত্তা চৈব সনাতনঃ।
পরশ্চ সর্বভূতেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যতমোঽচ্যুতঃ ॥২৪

বুদ্ধির্মনো মহদ্ বায়ুস্তেজোঽম্ভঃ খং মহী চ যা।
চতুর্বিধঞ্চ যদ্ ভূতং সর্বং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২৫

আদিত্যশ্চন্দ্রমাশ্চৈব নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চ যে।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব সর্বং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২৬

অগ্নিহোত্রমুখা বেদা গায়ত্রী ছন্দসাং মুখম্।
রাজা মুখং মনুষ্যাণাং নদীনাং সাগরো মুখম্ ॥২৭

নক্ষত্রাণাং মুখং চন্দ্র আদিত্যস্তেজসাং মুখম্।
পর্বতানাং মুখং মেরুর্গরুড়ঃ পততাং মুখম্ ॥২৮

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে জ্ঞানের দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বলের দ্বারা এবং বৈশ্যগণের মধ্যে ধনসম্পত্তির দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়; একমাত্র শূদ্রের মধ্যেই বয়সে শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রসম্মত। ভগবান্ গোবিন্দের পূজনীয়তায় উভয় হেতুই বর্ত্তমান।১৭-১৮

বেদবেদাঙ্গাদি সমস্ত শাস্ত্রে যেমন তাঁহার পরিপক্ক জ্ঞান আছে, তেমনই তাঁহার বলও অধিক। এই মর্ত্যলোকে কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে আর কে আছে?১৯

দান, দক্ষতা, শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, উত্তমা বুদ্ধি, নম্রতা, শ্রী, ধৈর্য্য, তুষ্টি ও পুষ্টি এ সকল গুণই অচ্যুতে নিত্য বিদ্যমান।২০

যিনি এইরূপ সকল গুণসম্পন্ন, যিনি সকলের পিতা ও গুরু; সেই পূজ্য শ্রীকৃষ্ণকেই আমরা শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের দ্বারা অর্চনা করিয়াছি, আপনারা সকলে ইহার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।২১

হৃষীকেশ একাধারে ঋত্বিক্, গুরু, আচার্য্য, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয় মিত্র, সুতরাং আমরা সেই অচ্যুতকে অর্চনা করিয়াছি।২২

শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, কৃষ্ণকে নিমিত্ত করিয়াই এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছে ২৩

ইনিই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ আবার ইনিই জগতের সনাতন কর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ এবং ইনিই সকল প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং অচ্যুতই সকলের মধ্যে পূজ্যতম পুরুষ।২৪

বুদ্ধি, মন, মহত্তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবী এই সমস্ত জড় পদার্থ এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি চতুর্বিধ প্রাণী সকলই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।২৫

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্ ও বিদিক্ ইহারা সকলেই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।২৬

বেদসমূহের মুখ হইতেছে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, ছন্দসমূহের মুখ গায়ত্রী, মনুষ্যগণের মুখ রাজা, নদীসমূহের মুখ হইতেছে সাগর। নক্ষত্রসমূহের মুখ চন্দ্র, জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহের মুখ সূর্য্য,

ঊর্দ্ধং তির্য্যগধশ্চৈব যাবতী জগতো গতিঃ।
সদেবকেষু লোকেষু ভগবান্ কেশবো মুখম্ ॥২৯

[ভগবতো নারায়ণস্য মহিমা, তেন
মধু-কৈটভয়োর্বিনাশশ্চ।]

(*বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ভীষ্মস্য তচ্ছ্রুত্বা বচঃ কালে যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ মতিমান্ ভীষ্মং ততঃ কৌরবনন্দনঃ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বিস্তরেণাস্য দেবস্য কর্ম্মাণীচ্ছামি সর্বশঃ।
শ্রোতুং ভগবতস্তানি প্রব্রবীহি পিতামহ ॥২

কর্ম্মণামানুপূর্ব্বঞ্চ প্রাদুর্ভাবাংশ্চ মে বিভোঃ।
যথা চ প্রকৃতিঃ কৃষ্ণে তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥৩

পর্ব্বতসমূহের মুখ সুমেরু এবং পক্ষিগণের মুখ হইতেছে গরুড়। তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধঃ প্রভৃতি যতদূর পর্য্যন্ত জগতের বিস্তৃতি আছে, এই সমস্ত জগতের এবং দেবগণের সহিত সকল জীবের মুখ হইতেছেন স্বয়ং ভগবান্ কেশব।২৭-২৯

[শ্রীভগবান নারায়ণের মহিমা এবং
উঁহার দ্বারা মধুকৈটভের বিনাশ।]

(*বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীষ্মের ঐ কালোচিত কথা শুনিয়া কুরুনন্দন ধীমান্ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বলিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে পিতামহ! দেবদেব ভগবানের সেই সকল অলৌকিক কর্ম্মসমূহ আমি বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি বলুন।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তদা ভীষ্মঃ প্রোবাচ ভরতর্ষভম্।
যুধিষ্ঠিরমমিত্রঘ্নং তস্মিন্ ক্ষত্রসমাগমে ॥৪
সমক্ষং বাসুদেবস্য দেবস্যেব শতক্রতোঃ।
কর্ম্মাণ্যসুকারণ্যন্যৈরাচচক্ষে জনাধিপ ॥৫
শৃণ্বতাং পার্থিবানাঞ্চ ধর্ম্মরাজস্য চান্তিকে।
ইদং মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণং প্রতি বিশাম্পতে ॥৬
সাম্নৈবামন্ত্র্য রাজেন্দ্র চেদিরাজমরিন্দমম্।
ভীমকর্ম্মা ততো ভীষ্মো ভূয়ঃ স ইদমব্রবীৎ ॥৭
কুরূণাং চাপি রাজানং যুধিষ্ঠিরমুবাচ হ।
ভীষ্ম উবাচ।
বর্ত্তমানামতীতাঞ্চ শৃণু রাজন্ যুধিষ্ঠির ॥৮
ঈশ্বরস্যোত্তমস্যৈনাং কর্ম্মণাং গহনাং গতিম্।
অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গস্থো য এষ ভগবান্ প্রভুঃ ॥৯

সর্ব্বব্যাপক ভগবানের প্রাদুর্ভাবসমূহ ও আনুপূর্ব্বীক কর্ম্মসমূহ এবং প্রকৃতি যেরূপে কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে—এই সকল কথাই আপনি বলুন।২-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভীষ্মদেব রাজসভায় ভরতর্ষভ অরিহন্তা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম সামনীতি অবলম্বনে চেদিরাজ শিশুপালকে আমন্ত্রণ করত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অবস্থিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে অবস্থিত রাজন্যবৃন্দের সমক্ষেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্যের অসাধ্য অলৌকিক কর্ম্মসমূহ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম বলিলেন্—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! পরমেশ্বরের অতীত ও বর্ত্তমানকালীন লীলা ও কর্ম্মের গহন গতির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সকল জগতের একমাত্র প্রভু ভগবান্ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর হইয়া অব্যক্তরূপে অবস্থান করিলেও তিনি জীবের

* অতঃপর প্রদর্শিত শ্লোকগুলি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত। আমরাও এই স্থলে উহা সন্নিবেশিত করিলাম। উহার পৃথক্‌ভাবে শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হইল।

পুরা নারায়ণো দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রপিতামহঃ।
সহস্রশীর্ষঃ পুরুষো ধ্রুবোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ ॥১০
সহস্রাক্ষঃ সহস্রাস্যঃ সহস্রচরণো বিভুঃ।
সহস্রবাহুঃ সাহস্রো দেবো নামসহস্রবান্ ॥১১
সহস্রমুকুটো দেবো বিশ্বরূপো মহাদ্যুতিঃ।
অনেকবর্ণো দেবাদিরব্যক্তাদ্ বৈ পরে স্থিতঃ ॥১২
অসৃজৎ সলিলং পূর্বং স চ নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ততস্তু ভগবাংস্তোয়ে ব্রহ্মাণমসৃজৎ স্বয়ম্ ॥১৩
ব্রহ্মা চতুর্মুখো লোকান্ সর্বাংস্তানসৃজৎ স্বয়ম্।
আদিকালে পুরা হ্যেবং সর্বলোকস্য চোদ্ভবঃ ॥১৪
পুরাথ প্রলয়ে প্রাপ্তে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ব্রহ্মাদিষু প্রলীনেষু নষ্টে লোকে চরাচরে ॥১৫

প্রতি করুণাবশতঃ মনুষ্যাদি বিগ্রহরূপ ব্যক্তলিঙ্গ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন।

স্বয়ম্ভু প্রপিতামহ (ব্রহ্মারও জনক) দেব নারায়ণ সহস্রশীর্ষ পুরুষরূপ ধারণ করত নিত্য নিষ্ক্রিয়রূপে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার সেই পুরুষ-মূর্ত্তিতে সহস্র চক্ষু, সহস্র বদন, সহস্র চরণ, সহস্র বাহু এবং সহস্র দেবতা বিরাজমান এবং তাঁহার নামও সহস্র।৪-১১

তিনি সহস্র মুকুট অনেক বর্ণবিশিষ্ট মহাদ্যুতিমান্ বিশ্বরূপ ধারণ করত দেবগণের আদি কারণরূপে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেও পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।১২

সেই প্রভু নারায়ণ প্রথমে কারণসলিল সৃষ্টি করত সেই জলে শয়ান নিজ বিগ্রহের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিলেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সৃষ্ট হইয়া সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিলেন; এইরূপে পুরাকালে সকল লোকের উৎপত্তি সংঘটিত হইয়াছিল।১৩-১৪

পুরাকালে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত

আভূতসম্প্লবে প্রাপ্তে প্রলীনে প্রকৃতৌ মহান্।
একস্তিষ্ঠতি সর্বাত্মা স তু নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥১৬
নারায়ণস্য চাঙ্গানি সর্বদৈবানি ভারত।
শিরস্তস্য দিবং রাজন্ নাভিঃ খং চরণৌ মহী ॥১৭
অশ্বিনৌ ঘ্রাণয়োর্দেবৌ চক্ষুষী শশি-ভাস্করৌ।
ইন্দ্র-বৈশ্বানরৌ দেবৌ মুখং তস্য মহাত্মনঃ ॥১৮
অন্যানি সর্বদৈবানি তস্যাঙ্গানি মহাত্মনঃ।
সর্বং ব্যাপ্য হরিস্তস্থৌ সূত্রং মণিগণানিব ॥১৯
আভূতসম্প্লবান্তেঽথ দৃষ্ট্বা সর্ব্বং তমোঽন্বিতম্।
নারায়ণো মহাযোগী সর্বজ্ঞঃ পরমাত্মবান্ ॥২০
ব্রহ্মভূতস্তদাত্মানং ব্রহ্মাণমসৃজৎ স্বয়ম্।
সোঽধ্যক্ষঃ সর্বভূতানাং প্রভূতঃ প্রভবোঽচ্যুতঃ ॥২১

সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন একমাত্র সর্ব্বাত্মা প্রভু নারায়ণই স্ব স্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন।১৫-১৬

হে ভারত! সকল দেবতা তাঁহার শিরোদেশ, আকাশ তাঁহার নাভি, পৃথিবী তাঁহার চরণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নেত্রযুগল, ইন্দ্র ও অগ্নি এই দেবতাদ্বয় তাঁহার মুখ এবং অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গস্বরূপ; সর্ব্বব্যাপক হরি মণিগণের মধ্যে অনুস্যূত সূত্রের ন্যায় সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।১৭-১৯

মহাপ্রলয়ের অন্তে সমস্ত জগৎকে তমসাবৃত দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহাযোগী পরমাত্মা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত নারায়ণ নিজ শরীর হইতে স্বয়ং ব্রহ্মাকে সৃজন করিলেন। সুতরাং তিনিই সকল প্রাণীর অধীশ্বর, তাঁহা হইতেই সকল জগতের উৎপত্তি হয় এবং সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার স্ব স্বরূপের কখনও চ্যুতি হয় না।২০-২১

সনৎকুমারং রুদ্রঞ্চ মনুঞ্চৈব তপোধনান্।
সর্বমেবাসৃজদ্ ব্রহ্মা ততো লোকান্ প্রজাস্তথা ॥২২

তে চ তদ্ ব্যসৃজংস্তত্র প্রাপ্তে কালে যুধিষ্ঠির।
তেভ্যোঽভবন্মহাত্মভ্যো বহুধা ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥২৩

কল্পানাং বহুকোট্যশ্চ সমতীতা হি ভারত।
আভূতসম্প্লবাশ্চৈব বহুকোট্যোঽতিচক্রমুঃ ॥২৪

মন্বন্তরযুগেঽজস্রং সংকল্পা ভূতসম্প্লবা।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥২৫

সৃষ্ট্বা চতুর্মুখং দেবং দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ
স লোকানাং হিতার্থায় ক্ষীরোদে বসতি প্রভুঃ ॥২৬

ব্রহ্মা চ সর্বদেবানাং লোকস্য চ পিতামহঃ।
ততো নারায়ণো দেবঃ সর্বস্য প্রপিতামহঃ ॥২৭

অব্যক্তো ব্যক্তলিঙ্গস্থো য এষ ভগবান্ প্রভুঃ।
নারায়ণো জগচ্চক্রে প্রভবাপ্যয়সংহিতঃ ॥২৮

এষ নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
ব্রহ্মাণং শশি-সূর্য্যৌ চ ধর্মং চৈবাসৃজৎ স্বয়ম্ ॥২৯

বহুশঃ সর্বভূতাত্মা প্রাদুর্ভবতি কার্য্যতঃ।
প্রাদুর্ভাবাংস্তু বক্ষ্যামি দিব্যান্ দেবগণৈর্যুতান্ ॥৩০

সুপ্ত্বা যুগসহস্রং স প্রাদুর্ভবতি কার্য্যবান্।
পূর্ণে যুগসহস্রেঽথ দেবদেবো জগৎপতিঃ ॥৩১

ব্রহ্মাণং কপিলঞ্চৈব পরমেষ্ঠিনমেব চ।
দেবান্ সপ্ত ঋষীংশ্চৈব শঙ্করঞ্চ মহাযশাঃ ॥৩২

সনৎকুমারং ভগবান্ মনুঞ্চৈব প্রজাপতিম্।
পুরা চক্রেঽথ দেবাদীন্ প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভঃ ॥৩৩

যেন চার্ণবমধ্যস্থৌ নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
নষ্টদেবাসুরনরে প্রনষ্টোরগরাক্ষসে ॥৩৪

যোদ্ধুকামৌ সুদুর্ধর্ষৌ ভ্রাতরৌ মধুকৈটভৌ।
হতৌ ভগবতা তেন তয়োর্দত্ত্বা বৃতং বরম্ ॥৩৫

ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া প্রথমে সনৎকুমার, তপোধন-গণকে, রুদ্র ও মনুকে সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহাদের দ্বারা অন্যান্য প্রজাগণকে সৃষ্টি করাইলেন। হে যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন মহাত্মা মন্বাদি প্রজাপতিগণ যথাকালে প্রজাসমূহ সৃষ্টি করায় একই সনাতন ব্রহ্ম নানারূপে পর্য্যবসিত হইলেন।২২-২৩

হে ভারত! বহু কোটি কোটি কল্প ও মহাপ্রলয় অতীত হইয়াছে; তাহার ফলে সমস্ত জীবজগৎ মন্বন্তরাদি যুগক্রমে চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে থাকে; এইরূপে পরিভ্রমণশীল সকল জগৎই বিষ্ণুময়।২৪-২৫

প্রভু নারায়ণ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া সর্ব্বলোকের হিতার্থে ক্ষীরোদ সাগরে অনন্তনাগ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা সর্ব্বলোক ও সর্ব্বদেবতার পিতামহ; অতএব নারায়ণ সর্ব্বলোকের প্রপিতামহ।২৬-২৭

অব্যক্ত হইলেও এই প্রভু নারায়ণ উৎপত্তি ও লয়বিশিষ্ট সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণরূপে জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হরিরূপে জগতের পালন করিতেছেন। ইনিই ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য ধর্ম্ম প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।২৮-২৯

এইরূপে সর্ব্বভূতাত্মা নারায়ণ বহুবার কার্য্যবশতঃ জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। দিব্য দেবগণের সহিত তাঁহার প্রাদুর্ভাবের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩০

মহাপ্রলয়ে দেবপরিমাণ সহস্র যুগ যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া অন্তে সেই দেবদেব জগৎপতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার দ্বারা কপিলাদি সপ্ত ঋষি ও শঙ্করকে সৃষ্টি করিলেন।৩১-৩২

ভগবান্ বিষ্ণু সনৎকুমার, প্রজাপতি মনুকে উৎপন্ন করিলেন এবং পুরাকালে প্রজ্বলিত অগ্নির

ভূমিং বদ্ধা কৃতৌ পূর্বং মৃন্ময়ৌ দ্বৌ মহাসুরৌ।
কর্ণস্রোতোদ্ভবৌ তৌ তু বিষ্ণোস্তস্য মহাত্মনঃ ॥৬
মহার্ণবে প্রস্বপতঃ শৈলরাজসমৌ স্থিতৌ।
তৌ বিবেশ স্বয়ং বায়ুঃ ব্রহ্মণা সাধু চোদিতঃ ॥৩৭
তৌ দিবং ছাদয়িত্বা তু ববৃধাতে মহাসুরৌ।
বায়ু-প্রাণৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা পর্য্যামৃশচ্ছনৈঃ ॥৩৮
একং মৃদুতরং বদ্ধা কঠিনং বুধ্য চাপরম্।
নামনী তু তয়োশ্চক্রে স বিভুঃ সলিলোদ্ভবঃ ॥৩৯
মৃদুস্ত্বয়ং মধুর্নাম কঠিনঃ কৈটভঃ স্বয়ম্।
তৌ দৈত্যৌ কৃতনামানৌ চেরতুর্বলগর্বিতৌ ॥৪০
তৌ পুরাথ দিবং সর্বাং প্রাপ্তৌ রাজন্ মহাসুরৌ।
প্রচ্ছাদ্যাথ দিবং সর্বাং চেরতুর্মধু-কৈটভৌ ॥৪১

সর্বমেকার্ণবং লোকং যোদ্ধুকামৌ সুনির্ভয়ৌ।
তৌ গতাবসুরৌ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪২
একার্ণবাম্বুনিচয়ে তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স পদ্মে পদ্মনাভস্য নাভিদেশাৎ সমুত্থিতে ॥৪৩
আসীদাদৌ স্বয়ংজন্ম তৎ পঙ্কজমপঙ্কজম্।
পূজয়ামাস বসতিং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪৪
তাবুভৌ জলগর্ভস্থৌ নারায়ণ-চতুর্মুখৌ।
বহূন্ বর্ষাযুতানপ্সু শয়ানৌ ন চকম্পতুঃ ॥৪৫
অথ দীর্ঘস্য কালস্য তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ।
আজগ্মতুস্তৌ তং দেশং যত্র ব্রহ্মা ব্যবস্থিতঃ ॥৪৬
তৌ দৃষ্ট্বা লোকনাথস্তু কোপাৎ সংরক্তলোচনঃ।
উৎপপাতাথ শয়নাৎ পদ্মনাভো মহাদ্যুতিঃ ॥৪৭

ন্যায় দীপ্তমান্ সেই নারায়ণই দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন।৩৩

মহাপ্রলয়ে যখন স্থাবর, জঙ্গম, দেব, অসুর, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি সব লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন মধুকৈটভনামক অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধে অসুর-ভ্রাতৃদ্বয় নাভিপদ্মে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে এই ভগবান্ নারায়ণই বিষ্ণুরূপে তাঁহাদিগকে উত্তম বরদান পূর্ব্বক বধ করিয়া তাহাদের মেদের দ্বারা মেদিনী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিষ্ণু যখন মহার্ণবে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন এই অসুরদ্বয় তাঁহার কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া শৈলরাজ হিমালয়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মারই প্রেরণায় বায়ু তাহাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের শরীরকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল।৩৪-৩৭

তাহারা দুইজন আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বায়ুকে তাহাদের প্রাণরূপে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা তাহাদের নামকরণ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণসলিলোৎপন্ন ব্রহ্মা একজন কোমল এবং অপরের শরীর কঠিন দর্শন করিয়া তাহাদের দুইটি নাম স্থির করিলেন।৩৮-৩৯

ইহার শরীর কোমল, সুতরাং ইহার নাম মধু এবং ইহার শরীর কঠিন সুতরাং ইহার নাম কৈটভ হউক। হে রাজন্! এইরূপে উভয়ে ব্রহ্মার নাম প্রাপ্ত হইয়া বলগর্ব্বিত হইল এবং বিরাট্ শরীরের দ্বারা আকাশকে আচ্ছাদিত করত বিচরণ করিতে লাগিল।৪০-৪১

সমস্ত জগৎ জলে জলময় দেখিয়া তাহারা নির্ভয়ে যুদ্ধ করিবার মানসে বিচরণ করিতেছে বুঝিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই একার্ণবে জলমধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। পদ্মনাভ ভগবান্ নারায়ণের নাভি হইতে যে পদ্মে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইয়া পঙ্ক হইতে অনুৎপন্ন সেই নিজবসতি পঙ্কজের পূজা করিতে লাগিলেন।৪২-৪৪

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও নারায়ণ উভয়ে জলমধ্যে বহু বর্ষব্যাপী শয়ান থাকিয়াও মধুকৈটভের ভয়ে কম্পিত হইলেন না।৪৫

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং তয়োস্তস্য চ বৈ তদা।
একার্ণবে তদা ঘোরে ত্রৈলোক্যে জলতাং গতে ॥৪৮

তদভূৎ তুমুলং যুদ্ধং বর্ষসঙ্খ্যান্ সহস্রশঃ।
ন চ তাবসুরৌ যুদ্ধে তদা শ্রমমবাপতুঃ ॥৪৯

অথ দীর্ঘস্য কালস্য তৌ দৈত্যৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
ঊচতুঃ প্রীতমনসৌ দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥৫০

প্রীতৌ স্বস্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্ত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ।
আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা ॥৫১

হতৌ চ তব পুত্রত্বং প্রাপ্নুয়াব সুরোত্তম।
যো হ্যাবাং যুধি নির্জেতা তস্যাবাং বিহিতৌ সুতৌ॥৫২

অনন্তর দীর্ঘকাল পরে মধু ও কৈটভ উভয়ে যেখানে ব্রহ্মা উপস্থিত ছিলেন, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া লোকনাথ মহাদ্যুতি পদ্মনাভ হরি ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া শয্যা হইতে সহসা উত্থিত হইলেন।৪৬-৪৭

তখন সেই একার্ণবে তাহাদের দুইজনের সহিত শ্রীহরির তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু বহু বর্ষ পর্য্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করিয়াও সেই অসুরদ্বয় পরিশ্রান্ত হইল না।৪৮-৪৯

অনন্তর তাহাদের উভয়ের সহিত যুদ্ধ করত নারায়ণকে পরিশ্রান্ত না দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু নারায়ণকে বলিলেন—আমরা তোমার যুদ্ধে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার বধ্য হইতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু যে স্থানে জল নাই, এরূপ স্থানে আমাদিগকে বধ কর।৫০-৫১

আমরা নিহত হইয়াও তোমারই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। (আমাদের এইরূপ বর আছে

তয়োঃ স বচনং শ্রুত্বা তদা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
তৌ প্রগৃহ্য মৃধে দৈত্যৌ দোর্ভ্যাং তৌ
সমপীড়য়ৎ ॥ ৫৩

ঊরুভ্যাং নিধনং চক্রে তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ।
তৌ হতৌ চাপ্লুতৌ তোয়ে বপুর্ভ্যামেকতাং
গতৌ ॥৫৪

মেদো মুমুচতুর্দৈত্যৌ মথ্যমানৌ জলোর্মিভিঃ।
মেদসা তজ্জলং ব্যাপ্তং তাভ্যামন্তর্দধে তদা ॥৫৫

নারায়ণশ্চ ভগবানসৃজদ্ বিবিধাঃ প্রজাঃ।
দৈত্যয়োর্মেদসাচ্ছন্না সর্বা রাজন্ বসুন্ধরা ॥৫৬

তদা প্রভৃতি কৌন্তেয় মেদনীতি স্মৃতা মহী।
প্রভাবাৎ পদ্মনাভস্য শাশ্বতী চ কৃতা নৃণাম্ ॥৫৭

যে) যে আমাদিগকে বধ করিবে, আমরা তাহারই পুত্র হইব। তাহাদের সেই কথা শুনিয়া প্রভু নারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দুই হাতে তাহাদিগকে ধরিয়া পীড়িত করিতে লাগিলেন।৫২-৫৩

তিনি তাহাদের উভয়কে আকর্ষণ করত নিজ উরুর উপর রাখিয়া বধ করিলেন। তাহারা নিহত হইলে উভয়ের মৃত শরীর গলিয়া এক হইয়া গেল। তরঙ্গের আঘাতে উভয়ের শরীর হইতে এত মেদ নির্গত হইল যে, সমস্ত জল উহার দ্বারা আপ্লুত ও আবৃত হইয়া গেল।৫৪-৫৫

নারায়ণ তাহাদের মেদ হইতে বিভিন্ন প্রকার (জলজ) প্রাণী সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের উভয়ের মেদে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদিত হওয়ায় সেই সময় হইতে পৃথিবীকে মেদিনী নামে অভিহিত করা হয়। ভগবান্ পদ্মনাভের প্রভাবেই পৃথিবীর মেদিনীনামে প্রসিদ্ধি স্থায়িনী হইল।৫৬-৫৭

[বরাহ-নৃসিংহ-বামন-দত্তাত্রেয়-পরশুরাম-শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ-কল্ক্যবতারাণাং সংক্ষিপ্ত-কথা]

ভীষ্ম উবাচ।

প্রাদুর্ভাবসহস্রাণি সমতীতান্যনেকশঃ।
যথাশক্তি তু বক্ষ্যামি শৃণু তান্ কুরুনন্দন ॥৫৮
পুরা কমলনাভস্য স্বপতঃ সাগরাম্ভসি।
পুষ্করে যত্র সম্ভূতা দেবা ঋষিগণৈঃ সহ।৫৯
এষ পৌষ্করিকো নাম প্রাদুর্ভাবঃ প্রকীর্তিতঃ।
পুরাণঃ কথ্যতে যত্র বেদশ্রুতিসমাহিতঃ ॥৬০
বারাহস্তু শ্রুতিমুখঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
যত্র বিষ্ণুঃ সুরশ্রেষ্ঠো বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥৬১
উজ্জহার মহীং তোয়াৎ সশৈল-বন-কাননাম্।
বেদপাদো যূপদংষ্ট্রঃ ক্রতুদন্তশ্চিতীমুখঃ ॥৬২
অগ্নিজিহ্বো দর্ভরোমা ব্রহ্মশীর্ষো মহাতপাঃ।
অহোরাত্রেক্ষণো দিব্যো বেদাঙ্গ-শ্রুতিভূষণঃ ॥৬৩
আজ্যনাসঃ স্রুবতুণ্ডঃ সামঘোষস্বনো মহান্।
ধর্মসত্যময়ঃ শ্রীমান্ কর্মবিক্রমসৎকৃতঃ ॥৬৪
প্রায়শ্চিত্তনখো ধীরঃ পশুজানুর্মহাবৃষঃ।
উদ্গাত্রহোমলিঙ্গোঽহসৌ ফলবীজমহৌষধঃ ॥৬৫
বাহ্যান্তরাত্মা মন্ত্রাস্থিবিকৃতঃ সৌম্যদর্শনঃ।
বেদিস্কন্ধো হবির্গন্ধো হব্য-কব্যাদিবেগবান্ ॥৬৬
প্রাগ্বংশকায়ো দ্যুতিমান্ নানাদীক্ষাভিরাচিতঃ।
দক্ষিণাহৃদয়ো যোগী মহাশাস্ত্রময়ো মহান্ ॥৬৭
উপাকর্মোষ্ঠরুচকঃ প্রবর্গ্যাবর্ত্তভূষণঃ।
ছায়াপত্নীসহায়ো বৈ মণিশৃঙ্গ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥৬৮
এবং যজ্ঞবরাহো বৈ ভূত্বা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সশৈলবনকাননাম্ ॥৬৯

[বরাহ, নৃসিংহ, বামন, দত্তাত্রেয়, পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কী অবতারগণের সংক্ষিপ্তবর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—শ্রীভগবানের অনেকবার ও অনেক সহস্রবার আবির্ভাব হইয়াছে; আমি যথাশক্তি উহার বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।৫৮

পুরাকালে ক্ষীরোদসাগরে ভগবান্ নারায়ণ যখন যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন, তখন যে পদ্মে ঋষিগণের সহিত দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছিল, যে তীর্থে বেদরূপ শ্রুতির মধ্যে নিহিত পুরাণের কথন হয়, উহাকেই পৌষ্করিক তীর্থ বলে।৫৯-৬০

শ্রুতি অর্থাৎ বেদ যাহার মুখ, সেই বরাহরূপে যে আবির্ভাব, উহা ভগবানের দ্বিতীয় আবির্ভাব ঐ অবতারে ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করত বন পর্ব্বতকাননাদি সহিত নিমগ্ন পৃথিবীকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।৬১

ঐ বরাহমূর্ত্তির বেদই চরণ, যূপই দংষ্ট্রা অর্থাৎ বাহনির্গত বৃহৎ দন্ত, ক্রতুই (যজ্ঞই) ক্ষুদ্রদন্ত চৈত্যই মুখ, অগ্নিই জিহ্বা, কুশই রোম, ব্রহ্মই মস্তক, অহোরাত্রই চক্ষুর্দ্বয়, বেদই অঙ্গ, শ্রুতিই ভূষণ, আজ্য অর্থাৎ ঘৃতই নাসিকা, স্রুবই তুণ্ড সামগানই শব্দ, সত্যরূপ ধর্ম্মময় তাঁহার শরীর, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মরূপ বিক্রমের দ্বারা তিনি সৎকৃত, প্রায়শ্চিত্তই তাঁহার নখ, যজ্ঞে বধ্য পশুই তাঁহার জানুদেশ, তিনি ধর্ম্মরূপ মহাবৃষস্বরূপ, উদ্গাত্র হোমই তাহার স্কন্ধ, মন্ত্রসমূহই তাঁহার অস্থিবিকার তিনি সৌম্যদর্শন, বেদই তাঁহার স্কন্ধ। হবিঃই তাঁহার গন্ধ, হব্য ও কব্যই তাঁহার বেগস্বরূপ। প্রাক্বংশ তাঁহার শরীর, তিনি জ্যোতির্ম্ময়, নানাদীক্ষাবিধির দ্বারা তাঁহাকে চয়ন করা হয়, দক্ষিণা তাঁহার হৃদয়, তিনি যোগী, তিনি মহাশাস্ত্রময় মহাপুরুষ। উপাকর্ম্ম তাঁহার ওষ্ঠরুচক, প্রবর্গ্য তাঁহার আবর্ত্তভূষণ, ছায়ারূপিণী পত্নী তাঁহার সহায়, তিনি মণিময় শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ।৬২-৬৮

একার্ণবজলে ভ্রষ্টামেকার্ণবগতঃ প্রভুঃ।
মজ্জিতাং সলিলে তস্মিন্ স্বদেবীং পৃথিবীং তদা ॥৭০
উজ্জহার বিষাণেন মার্কণ্ডেয়স্য পশ্যতঃ।
শৃঙ্গেণেমাং সমুদ্ধৃত্য লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৭১
সহস্রশীর্ষো দেবো হি নির্মমে জগতীং প্রভুঃ।
এবং যজ্ঞবরাহেণ ভূতভব্যভবাত্মনা ॥৭২
উদ্ধৃতা পৃথিবী দেবী সাগরাম্বুধরা পুরা।
নিহতা দানবাঃ সর্বে দেবদেবেন বিষ্ণুনা ॥৭৩
বারাহঃ কথিতো হ্যেষ নারসিংহমথো শৃণু।
যত্র ভূত্বা মৃগেন্দ্রেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ ॥৭৪
দৈত্যেন্দ্রো বলবান্ রাজন্ সুরারির্বলগর্বিতঃ।
হিরণ্যকশিপুর্নাম আসীৎ ত্রৈলোক্যকণ্টকঃ ॥৭৫
দৈত্যানামাদিপুরুষো বীর্য্যবান্ ধৃতিমান্ বলী।
প্রবিশ্য স বনং রাজংশ্চকার তপ উত্তমম্ ॥৭৬

সনাতন বিষ্ণু এইরূপ যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক একার্ণবজলে নিমগ্ন পৃথিবী দেবীকে জলমধ্যে প্রবেশ করত শৃঙ্গের দ্বারা উত্থাপিত করিয়া লোকসমূহের হিতের জন্য মার্কণ্ডেয়মুনির সমক্ষে জলের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন।

সহস্রশীর্ষ এই পুরুষ জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমাস্বরূপ যজ্ঞবরাহমূর্ত্তিতে সসাগরা পৃথিবীকে উদ্ধার করত সকল দানবকে নিধন করিয়াছিলেন।৬৯-৭৩

শ্রীভগবানের বরাহাবতারের কথা এই বলা হইল, এখন নরসিংহ অবতারের কথা শুন, যে অবতারে ভগবান্ নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন।৭৪

হে রাজন্! দেবগণের শত্রু বলদর্পিত ত্রিলোকের কণ্টকস্বরূপ হিরণ্যকশিপু নামে মহাবলশালী এক দৈত্য রাজা ছিলেন।৭৫

দশবর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
জপোপবাসৈস্তস্যাসীৎ স্থাণুর্মৌনব্রতো দৃঢ়ঃ ॥৭৭
ততো দম-শমাভ্যাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যেণ চানঘ।
ব্রহ্মা প্রীতমনাস্তস্য তপসা নিয়মেন চ ॥৭৮
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ স্বয়মাগম্য ভূপতে।
বিমানেনার্কবর্ণেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥৭৯
আদিত্যৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈঃ মরুদ্ভির্দৈবতৈঃ সহ।
রুদ্রৈর্বিশ্বসহায়ৈশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরৈঃ ॥৮০
দিশাভির্বিদিশাভিশ্চ নদীভিঃ সাগরৈস্তথা।
নক্ষত্রৈশ্চ মুহূর্ত্তৈশ্চ খেচরৈশ্চাপরৈর্গ্রহৈঃ ॥৮১
দেবর্ষিভিস্তপোবৃদ্ধৈঃ সিদ্ধৈঃ সপ্তর্ষিভিস্তথা।
রাজর্ষিভিঃ পুণ্যতমৈর্গন্ধর্বৈরপ্সরোগণৈঃ ॥৮২
চরাচরগুরুঃ শ্রীমান্ বৃতঃ সর্বসুরৈস্তথা।
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো দৈত্যমাগম্য চাব্রবীৎ ॥৮৩

দৈত্যগণের আদিপুরুষ বীর্য্যবান্, ধৈর্য্যবান্ ও বলী সেই দৈত্যেন্দ্র বনমধ্যে প্রবেশ করত দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন।৭৬

এগার হাজার পাঁচশত বৎসর তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে জপ ও উপবাসপরায়ণ হইয়া দুশ্চর তপস্যা করিতে লাগিলেন।৭৭

তাঁহার দম, শম, ব্রহ্মচর্য্যব্রত, নিয়ম ও তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং হংসবাহিত ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ বিমানে আরোহণ করত তাঁহার নিকট আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুৎ, রুদ্র, বিশ্বদেব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দিক্, বিদিক্, নদী, সাগর, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, খেচর, অপ্সরোগণ, দেবর্ষি, তপস্বী, সিদ্ধগণ, সপ্তর্ষি, পুণ্যবান্ রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করত জগদ্গুরু ব্রহ্মজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন।৭৮-৮৩

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রীতোঽস্মি তব ভক্তস্য তপসানেন সুব্রত ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যথেষ্টং কামমাপ্নুহি ॥৮৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

ন দেবাসুরগন্ধর্বা ন যক্ষোরগরাক্ষসাঃ ।
ন মানুষাঃ পিশাচাশ্চ হন্যুর্মাং দেবসত্তম ॥৮৫

ঋষয়ো বা ন মাং শাপৈঃ ক্রুদ্ধাঃ লোকপিতামহ ।
শপেয়ুস্তপসা যুক্তা বর এষ বৃতো ময়া ॥৮৬

ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ গিরিণা পাদপেন চ ।
ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ স্যান্ন বান্যেন মে বধঃ ॥৮৭

নাকাশে বা ন ভূমৌ বা রাত্রৌ বা দিবসেঽপি বা ।
নান্তর্বা ন বহির্বাপি স্যাদ্ বধো মে পিতামহ ॥৮৮

পশুভির্বা মৃগৈর্ন স্যাৎ পক্ষিভির্বা সরীসৃপৈঃ ।
দদাসি চেদ্ বরানেতান্ দেবদেব বৃণোম্যহম্ ॥৮৯

ব্রহ্মোবাচ ।

এতে দিব্যা বরাস্তাত ময়া দত্তাস্তবাদ্ভুতাঃ ।
সর্বকামান্ বরাংস্তাত প্রাপ্স্যসে ত্বং ন সংশয়ঃ ॥৯০

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্ত্বা স ভগবানাকাশেন জগাম হ ।
ররাজ ব্রহ্মলোকে স ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ ॥৯১

ততো দেবাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্বা মুনয়স্তথা ।
বরপ্রদানং শ্রুত্বা তে ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥৯২

দেবা উচুঃ ।

বরেণানেন ভগবন্ বাধিষ্যতি স নোঽসুরঃ ।
তৎ প্রসীদস্ব ভগবন্ বধোঽস্য প্রবিচিন্ত্যতাম্ ॥৯৩

ভবান্ হি সর্বভূতানাং স্বয়ম্ভূরাদিকৃদ্ বিভুঃ ।
স্রষ্টা চ হব্যকব্যানামব্যক্ত-প্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥৯৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে সুব্রত ! তোমার ভক্তি ও তপস্যায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর, তোমার কল্যাণ হউক এবং যথেষ্ট কাম্য বস্তু চাহিয়া লও ।৮৪

হিরণ্যকশিপু বলিলেন,— হে দেবদেব ! দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ (সর্প), রাক্ষস, মনুষ্য ও পিশাচগণ যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। হে লোকপিতামহ ! তপস্বী ঋষিগণও যেন আমাকে শাপের দ্বারা বধ করিতে না পারে । অস্ত্র, শস্ত্র, পর্ব্বত ও বৃক্ষের দ্বারা, শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তুর দ্বারা এবং অন্য কোন প্রকারে আমার মৃত্যু হইবে না। আকাশে, অথবা ভূমিতে, রাত্রিতে বা দিনের বেলায়, ঘরের বাহিরে বা ভিতরে আমার বধ হইবে না এবং পশু, মৃগ, পক্ষী বা সর্প প্রভৃতিও যেন আমাকে বধ করিতে না পারে। দেবদেব ! যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বরসমূহ আমি প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে এই বরসমূহ প্রদান করুন ।৮৬-৮৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমার প্রার্থনীয় এই দিব্য অদ্ভুত বরসমূহ তোমাকে প্রীতমনে প্রদান করিতেছি। তুমি এই বরের সহিত সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই ।৯০

ভীষ্ম বলিলেন,—এইরূপ প্রদান করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করত ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন দেবতা, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ হিরণ্যকশিপুর প্রতি ব্রহ্মার বরদানের কথা শুনিয়া সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ।৯১-৯২

দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্ ! এই বরপ্রভাবে ঐ অসুর আমাদিগকে পীড়ন করিবে। সুতরাং হে ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হইন এবং এই অসুরের বধের উপায় চিন্তা করুন। আপনি স্বয়ম্ভু, বিভু

ভীষ্ম উবাচ।

ততো লোকহিতং বাক্যং শ্রুত্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ
প্রোবাচ ভগবান্ বাক্যং সর্ব্বদেবগণাংস্তদা ॥৯৫

ব্রহ্মোবাচ।

অবশ্যং ত্রিদশাস্তেন প্রাপ্তব্যং তপসঃ ফলম্।
তপসোঽন্তেঽস্য ভগবান্ বধং কৃষ্ণঃ করিষ্যতি ॥৯৬

ভীষ্ম উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা সুরাঃ সর্বে ব্রহ্মণা তস্য বৈ বধম্।
স্বানি স্থানানি দিব্যানি জগ্মুস্তে বৈ মুদান্বিতাঃ ॥৯৭
লব্ধমাত্রে বরে চাপি সর্ব্বাস্তা বাধতে প্রজাঃ।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো বরদানেন দর্পিতঃ ॥৯৮
রাজ্যং চকার দৈত্যেন্দ্রো দৈত্যসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ।
সপ্তদ্বীপান্ বশে চক্রে লোকান্ লোকান্তরান্ বলাৎ ॥৯৯
দিব্যলোকান্ সমস্তান্ বৈ ভোগান্ দিব্যানবাপ সঃ
দেবাংস্ত্রিভুবনস্থাংস্তান্ পরাজিত্য মহাসুরঃ ॥১০০
ত্রৈলোক্যং বশমানীয় স্বর্গে বসতি দানবঃ।
যদা বরমদোন্মত্তো ন্যবসদ্ দানবো দিবি ॥১০১
অথ লোকান্ সমস্তাংশ্চ বিজিত্য স মহাসুরঃ।
ভবেয়মহমেবেন্দ্রঃ সোমোঽগ্নির্মারুতো রবিঃ ॥১০২
সলিলং চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ।
অহং ক্রোধশ্চ কামশ্চ বরুণো বসবোঽর্য্যমা ॥১০৩
ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ।
এতে ভবেয়মিত্যুক্ত্বা স্বয়ং ভূত্বা বলাৎ স চ ॥১০৪
তেষাং গৃহীত্বা স্থানানি তেষাং কার্য্যমবাপ সঃ।
ইজ্যশ্চাসীন্মখবরৈঃ স তৈর্দেবর্ষিসত্তমৈঃ ॥১০৫
নরকস্থান্ সমানীয় স্বর্গস্থাংস্তাংশ্চকার সঃ।
এবমাদীনি কর্ম্মাণি কৃত্বা দৈত্যপতির্বলী ॥১০৬
আশ্রমেষু মহাভাগান্ মুনীন্ বৈ সংশিতব্রতান্।
সত্যধর্ম্মপরান্ দান্তান্ পুরা ধর্ষিতবাংশ্চ সঃ ॥১০৭

এবং সমস্ত প্রাণীর আদিকর্তা ও স্রষ্টা এবং হব্য ও কব্যসমূহের অব্যক্ত প্রকৃতিস্বরূপ।৯৩-৯৪

ভীষ্ম বলিলেন,—দেবগণের লোকহিতকর কথা শুনিয়া ভগবান্ প্রজাপতি দেবগণকে বলিলেন।৯৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! এই অসুর তপস্যার ফলস্বরূপ এই বরগুলি অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। তাঁহার তপস্যার অন্ত হইলে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ উহাকে বধ করিবেন।৯৬

ভীষ্ম বলিলেন,—দেবতাগণ ব্রহ্মাকর্তৃক উক্ত হিরণ্যকশিপুর বধোপায়ের কথা শুনিয়া আনন্দিত-মনে নিজ নিজ দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।৯৭

দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুও বরদানে দর্পিত হইয়া সকল প্রজাকে পীড়ন করিতে লাগিলেন।৯৮

তিনি দৈত্যসংঘে পরিবৃত হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে নিজ বশীভূত করত দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া দিব্য লোকসকলও নিজ বশে আনিলেন এবং ভোগসকল ভোগ করিতে লাগিলেন; তারপর ত্রৈলোক্য নিজ বশীভূত করত স্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন। বরগর্বে গর্বিত দৈত্য স্বর্গবাসী হইলেন।৯৯-১০১

তিনি মনে মনে নিশ্চয় করিলেন—আমিই স্বয়ং ইন্দ্র, সোম, অগ্নি, মারুত, রবি, জল, অন্তরীক্ষ, নক্ষত্র, দশ দিক্; আমিই ক্রোধ, কাম, বরুণ, বসু, অর্য্যমা, কুবের, যক্ষ, কিম্পুরুষেশ্বর। আমি স্বয়ং ইহাদের সকলের কার্য্য করিব—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলপূর্ব্বক সেইসকল দেবতার লোকসমূহ অধিকার করত স্বয়ংই তাঁহাদের কার্য্য করিতে লাগিলেন।১০২-১০৪

দেবর্ষিগণকর্তৃক সকল যজ্ঞের ভাগ তিনিই হরণ করিতে লাগিলেন; তিনি নরকস্থ পাপী পুরুষগণকে স্বর্গে আনিলেন। এইসকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বলবান্ দৈত্যপতি আশ্রমে অবস্থান করত

যজ্ঞীয়ান্ কৃতবান্ দৈত্যানযজ্ঞীয়াংশ্চ দেবতাঃ।
যত্র যত্র সুরা জগ্মুস্তত্র তত্র ব্রজত্যুত ॥১০৮
স্থানানি দেবতানাং তু হৃত্বা রাজ্যমপালয়ৎ।
পঞ্চ কোট্যশ্চ বর্ষাণি নিযুতান্যেকষষ্টি চ ॥১০৯
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণাং জগ্মুস্তস্য দুরাত্মনঃ।
এতদ্ বর্ষং স দৈত্যেন্দ্রো ভোগৈশ্বর্য্যমবাপ সঃ॥১১০
তেনাতিবাধ্যমানাস্তে দৈত্যেন্দ্রেণ বলীয়সা।
ব্রহ্মলোকং সুরা জগ্মুঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ ॥
পিতামহং সমাসাদ্য খিন্না প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ॥১১১

দেবা ঊচুঃ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ নস্ত্রায়স্ব ইহাগতান্।
ভয়ং দিতিসুতাদ্ ঘোরং ভবত্যদ্য দিবানিশম্ ॥১১২॥
ভগবন্ সর্বভূতানাং স্বয়ম্ভূরাদিকৃদ্ বিভুঃ।
স্রষ্টা ত্বং হব্য-কব্যানামব্যক্তপ্রকৃতির্ধ্রুবঃ ॥১১৩

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রূয়তামাপদেবং হি দুর্বিজ্ঞেয়া মমাপি চ।
নারায়ণস্তু পুরুষো বিশ্বরূপো মহাদ্যুতিঃ ॥১১৪
অব্যক্তঃ সর্বভূতানামচিন্ত্যো বিভুরব্যয়ঃ।
মমাপি স তু যুষ্মাকং ব্যসনে পরমা গতিঃ ॥১১৫
নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদহমব্যক্তসম্ভবঃ।
মত্তো জগ্মুঃ প্রজাঃ লোকাঃ সর্বে দেবাসুরাশ্চ তে ॥১১৬
দেবা যথার্হং যুষ্মাকং তথা নারায়ণো মম।
পিতামহোঽহং সর্বস্য স বিষ্ণুঃ প্রপিতামহঃ ॥১১৭
তমিমং বিবুধা দৈত্যং স বিষ্ণুঃ সংহরিষ্যতি।
তস্য নাস্তি হ্যশক্যং চ তস্মাদ্ ব্রজত মা চিরম্ ॥১১৮

ভীষ্মঃ উবাচ।

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বে তে ভরতর্ষভ।
বিবুধা ব্রহ্মণা সার্দ্ধং জগ্মুঃ ক্ষীরোদধিং প্রতি ॥১১৯

ব্রতধারী, স্বধর্ম্মপর, দমগুণসম্পন্ন মুনিগণেরও ধর্ষণ করিলেন।১০৫-১০৭

তিনি অযজ্ঞীয় দৈত্যগণকে যজ্ঞীয় এবং যজ্ঞীয় দেবগণকে অযজ্ঞীয় করিলেন। দেবগণ যে যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেই সকল স্থানই বলপূর্ব্বক অপহরণ করত সেই সেই রাজ্যগুলিকে স্বয়ং পালন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সেই দুরাত্মার এগার কোটি সত্তর লক্ষ বৎসর গত হইল। এত বর্ষব্যাপী দৈত্যেন্দ্র ভোগ ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন।১০৮-১১০

দৈত্যেন্দ্রের অত্যন্ত অত্যাচারিত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন।১১১

দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্! হে ভূত-ভব্যেশ্বর! দিতির পুত্র হইতে দিবানিশি যে ঘোর ভয় আমাদিগকে পীড়িত করিতেছে, আমরা এখানে আসিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি স্বয়ম্ভু, বিভু এবং সর্ব্বজীবের আদিকর্ত্তা ও স্রষ্টা এবং আপনিই নিত্য হব্য ও কব্যসমূহের অব্যক্ত প্রকৃতি।১১২-১১৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমাদের যে এইরূপ আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা আমার পক্ষেও দুর্ব্বিজ্ঞেয় ছিল। যিনি বিশ্বরূপ মহাজ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষ, বিভু, অবিনাশী এবং সর্ব্বপ্রাণীর নিকট অচিন্ত্য ও অব্যক্ত, সেই নারায়ণই বিপদে তোমাদের ও আমার সকলের একমাত্র পরমা গতি।১১৪-১১৫

অব্যক্তা প্রকৃতি হইতেও নারায়ণ ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ, আমিও সেই অব্যক্ত পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমা হইতেই দেব অসুরাদি সকল প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। হে দেবগণ! তোমাদের নিকট আমি যেমন, নারায়ণও আমার নিকট তেমনই পরম গুরু ও গতি। আমি যেমন তোমাদের পিতামহ, নারায়ণও

আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বে চ বসবস্তথা।
রুদ্রা মহর্ষয়শ্চৈব অশ্বিনৌ চ স্বরূপিণৌ ॥১২০
অন্যে চ দিব্যা যে রাজংস্তে সর্বে সগণাঃ সুরাঃ।
চতুর্মুখং পুরস্কৃত্য শ্বেতদ্বীপমুপস্থিতাঃ ॥১২১
গত্বা ক্ষীরসমুদ্রং তং শাশ্বতীং পরমাং গতিম্।
অনন্তশয়নং দেবমনন্তং দীপ্ততেজসম্ ॥১২২
শরণ্যং ত্রিদশা বিষ্ণুমুপতস্থুঃ সনাতনম্।
দেবং ব্রহ্মময়ং যজ্ঞং ব্রহ্মদেবং মহাবলম্ ॥১২৩
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ প্রভুং লোকনমস্কৃতম্।
নারায়ণং বিভুং দেবং শরণ্যং শরণং গতাঃ ॥১২৪

দেবা ঊচুঃ।

ত্রায়স্ব নোঽদ্য দেবেশঃ হিরণ্যকশিপোর্বধাৎ।
ত্বং হি নঃ পরমো ধাতা ব্রহ্মাদীনাং সুরোত্তম ॥১২৫
উৎফুল্লপদ্মপত্রাক্ষ শত্রুপক্ষভয়ঙ্কর।
ক্ষয়ায় দিতিবংশস্য শরণ্যস্ত্বং ভবাদ্য নঃ ॥১২৬

ভীষ্ম উবাচ।

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা তদা বিষ্ণুঃ শুচিশ্রবাঃ।
অদৃশ্যঃ সর্বভূতানাং বক্তুমেবোপচক্রমে ॥১২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

ভয়ং ত্যজধ্বমমরা অভয়ং বো দদাম্যহম্।
তদেবং ত্রিদিবং দেবাঃ প্রতিপদ্যত মা চিরম্ ॥১২৮
এষোঽহং সগণং দৈত্যং বরদানেন দর্পিতম্।
অবধ্যমমরেন্দ্রাণাং দানবেন্দ্রং নিহন্ম্যহম্ ॥১২৯

ব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ খিন্না হ্যেতে ভৃশং সুরাঃ।
তস্মাৎ ত্বং জহি দৈত্যেন্দ্রং ক্ষিপ্রং কালোঽস্য মা চিরম্ ॥১৩০

তেমনই তোমাদের প্রপিতামহ। সেই বিষ্ণুই দৈত্যগণকে শীঘ্রই সংহার করিবেন। তাঁহার অসাধ্য কিছু নাই, তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া যাও।১১৬-১১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—পিতামহের কথা শুনিয়া সকল দেবতা পিতামহকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদসাগরে উপস্থিত হইলেন।১১৯

দ্বাদশ আদিত্য, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, সাধ্য, বিশ্বদেব, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, মহর্ষিগণ, রূপবান্ অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ গণের সহিত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে সম্মুখে রাখিয়া সকলে শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইলেন।১২০-১২১

ক্ষীরসমুদ্রে উপস্থিত হইয়া দেবগণ নিত্য পরমা গতিস্বরূপ অনন্তশয্যায় শায়িত, অন্তহীন, তেজোদীপ্ত, বেদ, যজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত লোকের স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক, সকললোকের প্রভু, সর্ব্বলোকনমস্কৃত নারায়ণের অপর রূপ শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হইলেন।১২২-১২৪

দেবগণ বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া আমাদিগকে ত্রাণ করুন। হে পুরুষোত্তম! আপনিই ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতার পরম ধাতা; হে বিকসিত পদ্মপলাশলোচন! হে শত্রুপক্ষভয়ঙ্কর! দৈত্যকুলের বিনাশের জন্য আপনি আমাদের শরণ অর্থাৎ রক্ষক হউন।১২৫-১২৬

ভীষ্ম বলিলেন,—দেবগণের প্রার্থনা শুনিয়া পুণ্যশ্লোক বিষ্ণু তখন সকল প্রাণীর অদৃশ্য হইয়াই দেবগণকে বলিতে লাগিলেন।১২৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অমরবৃন্দ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, আমি তোমাদিগকে অভয় দিতেছি; তোমরা নিশ্চিন্তচিত্তে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাও। সেবকগণের সহিত এই বরদর্পিত দেবতা ও দেবরাজেরও অবধ্য এই দানবকে আমি একাকীই বধ করিব।১২৮-১২৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে ভূতভব্যেশ্বর! হে ভগবন্! দেবগণ অত্যন্ত খিন্ন হইয়াছে, সুতরাং আপনি

শ্রীভগবানুবাচ।

ক্ষিপ্রং দেবাঃ করিষ্যামি ত্বরয়া দৈত্যনাশনম্।
তস্মাৎ ত্বং বিবুধাশ্চৈব প্রতিপদ্যন্ত বৈ দিবম্ ॥১৩১

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ বিসৃজ্য ত্রিদিবেশ্বরান্।
নরস্যার্দ্ধতনুং কৃত্বা সিংহস্যার্দ্ধতনুং তথা ॥১৩২

নারসিংহেন বপুষা পাণিং নিষ্পিষ্য পাণিনা।
ভীমরূপো মহাতেজা ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥১৩৩

হিরণ্যকশিপুং রাজন্ জগাম হরিরীশ্বরঃ।
দৈত্যাস্তমাগতং দৃষ্ট্বা নারসিংহং মহাবলম্ ॥১৩৪

ববর্ষুঃ শস্ত্রবর্ষৈস্তে সুসংক্রুদ্ধাস্তদা হরিম্।
তৈর্বিসৃষ্টানি শস্ত্রাণি ভক্ষয়ামাস বৈ হরিঃ ॥১৩৫

জঘান চ রণে দৈত্যান্ সহস্রাণি বহূন্যপি।
তান্ নিহত্য চ দৈত্যেন্দ্রান্ সর্বান্ ক্রুদ্ধান্ মহাবলান্ ॥১৩৬

অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো দৈত্যেন্দ্রং বলগর্বিতম্।
জীমূতঘনসঙ্কাশো জীমূতঘননিস্বনঃ ॥১৩৭

জীমূত ইব দীপ্তৌজা জীমূত ইব বেগবান্।
দেবারির্দিতিজো দুষ্টো নৃসিংহং সমুপাদ্রবৎ ॥১৩৮

দৈত্যং সোঽতিবলং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধশার্দূলবিক্রমম্।
দীপ্তৈর্দৈত্যগণৈর্গুপ্তং খরৈর্নখমুখৈরুত ॥১৩৯

ততঃ কৃত্বা তু যুদ্ধং বৈ তেন দৈত্যেন বৈ হরিঃ।
সন্ধ্যাকালে মহাতেজাঃ প্রঘাণে চ ত্বরান্বিতঃ ॥১৪০

ঊরৌ নিধায় দৈত্যেন্দ্রং নির্বিভেদ নখৈর্হি তম্।
মহাবলং মহাবীর্য্যং বরদানেন দর্পিতম্ ॥১৪১

দৈত্যশ্রেষ্ঠং সুরশ্রেষ্ঠো জঘান তরসা হরিঃ।
হিরণ্যকশিপুং হত্বা সর্বদৈত্যাংশ্চ বৈ তদা ॥১৪২

বিবুধানাং প্রজানাঞ্চ হিতং কৃত্বা মহাদ্যুতিঃ।
প্রমুমোদ হরির্দেবঃ স্থাপ্য ধর্মং তদা ভুবি ॥১৪৩

বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্রই এই দৈত্যেন্দ্রকে বধ করুন।১৩০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেববৃন্দ! আমি শীঘ্রই দৈত্যগণকে বিনাশ করিব; সুতরাং তুমি ও দেবগণ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাও।১৩১

ভীষ্ম বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ দেবগণকে বিদায় দিলেন এবং অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ সিংহের শরীর ধারণ করিলেন। তিনি মুখব্যাদানকারী যমের স্থায় এক হস্তে অপর হস্ত নিষ্পেষণ করত সেই ভয়ানক তেজস্বী রূপ হইয়া ভগবান্ শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুর নিকট গমন করিলেন।

দৈত্যগণ সেই মহাবলশালী নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি তাহাদের নিক্ষিপ্ত শর ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন।১৩২-১৩৫

শ্রীহরি মহাবলপরাক্রান্ত সহস্র সহস্র দৈত্যকে বধ করত বলগর্ব্বিত দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপুর প্রতি ধাবিত হইলেন।১৩৬

মেঘশ্যাম মেঘের স্থায় গর্জ্জনকারী এবং মেঘের স্থায় দীপ্ততেজা মহাবেগশালী দেবশত্রু দিতিপুত্র দুষ্ট হিরণ্যকশিপুও নৃসিংহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ১৩৭-১৩৮

ভগবান্ নৃসিংহও দৈত্যেন্দ্রকে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রতুল্য বিক্রমবিশিষ্ট এবং তেজস্বী দৈত্যগণের দ্বারা সুরক্ষিত দেখিয়া তীক্ষ্ণ নখাগ্রসমূহের দ্বারা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সন্ধ্যাকাল আগত হওয়া মাত্র প্রঘাণে (ঘরের ছান্‌চে) তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করত নিজ ঊরুর উপর রাখিয়া তাহাকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু মহাবল ও বীর্য্যশালী দৈত্যেন্দ্রকে নিধন করত সমস্ত লোকের কল্যাণ সাধন ও

এষ তে নারসিংহোঽত্র কথিতঃ পাণ্ডুনন্দন।
শৃণু ত্বং বামনং নাম প্রাদুর্ভাবং মহাত্মনঃ ॥১৪৪
পুরা ত্রেতাযুগে রাজন্ বলির্বৈরোচনোঽভবৎ।
দৈত্যানাং পার্থিবো বীরো বলেনাপ্রতিমো বলী ॥১৪৫
তদা বলির্মহারাজ দৈত্যসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ।
বিজিত্য তরসা শক্রমিন্দ্রস্থানমবাপ সঃ ॥১৪৬
তেন বিত্রাসিতা দেবা বলিনাখণ্ডলাদয়ঃ।
ব্রহ্মাণং তু পুরস্কৃত্য গত্বা ক্ষীরোদধিং তদা ॥১৪৭
তুষ্টুবুঃ সহিতাঃ সর্বে দেবং নারায়ণং প্রভুম্।
স তেষাং দর্শনং চক্রে বিবুধানাং হরিঃ স্তুতঃ ॥১৪৮
প্রসাদজং হ্যস্য বিভোরদিত্যাং জন্ম চোচ্যতে।
অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দনঃ ॥১৪৯
এষ বিষ্ণুরিতি খ্যাত ইন্দ্রস্যাবরজোঽভবৎ।
তস্মিন্নেব চ কালে তু দৈত্যেন্দ্রো বীর্যবান্ বলিঃ ॥১৫০
অশ্বমেধং ক্রতুশ্রেষ্ঠমাহর্তুমুপচক্রমে।
বর্তমানে তদা যজ্ঞে দৈত্যেন্দ্রস্য যুধিষ্ঠির ॥১৫১
স বিষ্ণুর্বামনো ভূত্বা প্রচ্ছন্নো ব্রহ্মবেষধৃক্।
মুণ্ডো যজ্ঞোপবীতী চ কৃষ্ণাজিনধরঃ শিখী ॥১৫২
পলাশদণ্ডং সংগৃহ্য বামনোঽদ্ভুতদর্শনঃ।
প্রবিশ্য স বলের্যজ্ঞে বর্তমানে তু দক্ষিণাম্ ॥১৫৩
দেহীত্যুবাচ দৈত্যেন্দ্রং বিক্রমাংস্ত্রীন্ মমৈব হ।
দীয়তাং ত্রিপদীমাত্রমিত্যযাচম্মহাসুরম্ ॥১৫৪
স তথেতি প্রতিশ্রুত্য প্রদদৌ বিষ্ণবে তদা।
তেন লব্ধ্বা হরির্ভূমিং জৃম্ভয়ামাস বৈ ভৃশম্ ॥
স শিশুঃ সদিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ বিশাম্পতে ॥১৫৫
ত্রিভির্বিক্রমণৈরেতৎ সর্বমাক্রমতাভিভূঃ।
বলের্বলবতো যজ্ঞে বলিনা বিষ্ণুনা পুরা ॥১৫৬

ধর্মের সংস্থাপন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।১৩৯-১৪৩

হে কুরুনন্দন! এই আমি তোমাকে নৃসিংহ অবতারের লীলাকথা বলিলাম। এখন তোমাকে বামনাবতারের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৪৪

পুরাকালে ত্রেতাযুগে বিরোচনের পুত্র অপ্রতিম-বলশালী বলি নামে দৈত্যরাজ ছিলেন।১৪৫

হে মহারাজ! বলি দৈত্যসৈন্যে পরিবৃত হইয়া স্বর্গ আক্রমণ করত ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করিলেন।১৪৬

বলির দ্বারা বিত্রাসিত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মাকে সম্মুখে রাখিয়া ক্ষীরোদ সাগরে উপস্থিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া প্রভু নারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন।১৪৭-১৪৮

দেবগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণু অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করত ইন্দ্রের কনিষ্ঠ উপেন্দ্র নামে খ্যাত হইলেন।

সেই সময়ে দৈত্যরাজ বীর্য্যবান্ বলি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তখন ভগবান্ বামনরূপে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণবেষ ধারণ করিলেন এবং যজ্ঞোপবীত, কৃষ্ণাজিন, ও শিখা ধারণ করত মুণ্ডিতবেশে ও পলাশদণ্ড হস্তে অদ্ভুতরূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে করিতে বলির যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিলেন; অনন্তর দৈত্যেন্দ্র বলির নিকট "আমকে ত্রিপাদ ভূমি মাত্র দান কর" এই বলিয়া ত্রিপদ ভূমি যাচ্ঞা করিলেন।১৪৯-১৫৪

বলি তখন তাহাই দিব বলিয়া বিষ্ণুকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রীহরি তখন ত্রিপাদ ভূমি বিধিপূর্বক গ্রহণ করত পুনঃ জৃম্ভণ (হাইতুলিতে)

বিক্রমৈস্ত্রিভিরক্ষোভ্যাঃ ক্ষোভিতাস্তে মহাসুরাঃ।
বিপ্রচিত্তিমুখাঃ ক্রুদ্ধা দৈত্যসংঘা মহাবলাঃ ॥১৫৭
নানাবক্ত্রা মহাকায়া নানাবেষধরা নৃপ।
নানাপ্রহরণা রৌদ্রা নানামাল্যানুলেপনাঃ ॥১৫৮
স্বান্যায়ুধানি সংগৃহ্য প্রদীপ্তা ইব তেজসা।
ক্রমমাণং হরিং তত্র উপাবর্ত্তন্ত ভারত ॥১৫৯
প্রমথ্য সর্বান্ দৈতেয়ান্ পাদহস্ততলৈস্তু তান্।
রূপং কৃত্বা মহাভীমং জহারাশু স মেদিনীম্ ॥১৬০
সম্প্রাপ্য পাদমাকাশমাদিত্যসদনে স্থিতঃ।
অত্যরোচত ভূতাত্মা ভাস্করং স্বেন তেজসা ॥১৬১
প্রকাশয়ন্ দিশঃ সর্বাঃ প্রদিশশ্চ মহাবলঃ।
শুশুভে স মহাবাহুঃ সর্বলোকান্ প্রকাশয়ন্ ॥১৬২

তস্য বিক্রমতো ভূমিং চন্দ্রাদিত্যৌ স্তনান্তরে।
নভঃ প্রক্রমমাণস্য নাভ্যাং কিল তদা স্থিতৌ।
পরমাক্রমমাণস্য জানুভ্যাং তৌ ব্যবস্থিতৌ ॥১৬৩

বিষ্ণোরমিতবীর্য্যস্য বদন্ত্যেবং দ্বিজাতয়ঃ।
অথাসাদ্য কপালঞ্চ অণ্ডস্য তু যুধিষ্ঠির ॥১৬৪

তচ্ছিদ্রাৎ স্যন্দিনী তস্য পাদাদ্ ভ্রষ্টা তু নিম্নগা।
সসার সাগরং সাশু পাবনী সাগরঙ্গমা ॥১৬৫

জহার মেদিনীং সর্বাং হত্বা দানবপুঙ্গবান্।
আসুরীং শ্রিয়মাহৃত্য ত্রীংল্লোকান্ স জনার্দনঃ ॥১৬৬

সপুত্রদারানসুরান্ পাতালে তানপাতয়ৎ।
নমুচিঃ শম্বরশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ মহামনাঃ ॥১৬৭

করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মহাবলশালী বিষ্ণু সেই যজ্ঞভূমিতে নিজ শরীরকে এমন বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন যে, তিনি (নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত পাদের সহিত) ত্রিপাদে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ এই তিন লোককেই আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।১৫৫-১৫৬

মহাবলশালিতাবশতঃ অক্ষোভ্য হইলেও দৈত্যগণ বিষ্ণুর ত্রিপাদের বিক্রমে অত্যন্ত ক্ষুভিত হইল। বিপ্রচিত্তপ্রমুখ ক্রুদ্ধ অসুরগণের মধ্যে অনেকে মহাকায় নানামুখ ও নানা বেশধারী ছিল। তাহাদের গলে সুগন্ধিমাল্য দোদুল্যমান ছিল। রুদ্রভাবাপন্ন সেই তেজোদীপ্ত দৈত্যগণ নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শ্রীহরির দিকে ধাবিত হইল।১৫৭-১৫৯

ভগবান্ শ্রীহরি তখন মহাভয়ঙ্কররূপ ধারণ করত হস্ততল ও পাদতলের দ্বারা চপেটাঘাত পদাঘাতে দৈত্যগণকে নিপাতিত করত বলপূর্ব্বক মেদিনী অপহরণ করিলেন।১৬০

তাঁহার তৃতীয় পাদ আদিত্য মণ্ডলে উপস্থিত হওয়ায় তিনি নিজ তেজে সূর্য্যের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোভা সম্পাদন করিলেন।১৬১

এইরূপে সেই মহাবল বামনরূপী ভগবান্ দিক্ বিদিক্‌সহ সকল লোক প্রকাশিত করিয়া পরম-শোভা ধারণ করিলেন।১৬২

যখন ত্রিবিক্রম প্রথম বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন তখন চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার স্তনদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, পরে আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে তাঁহারা অমিতবীর্য্যশালী শ্রীবিষ্ণুর জানুদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন—এইরূপ ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন। অনন্তর অণ্ডের কপাল প্রাপ্ত হইলে উহার ছিদ্র হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা নির্গতা তাঁহার পাদভ্রষ্টা হইয়া নিম্নগামিনী হইলেন এবং শীঘ্রই সাগরের সহিত মিলিতা হইলেন।১৬৩-১৬৫

ভগবান্ জনার্দ্দন দানবশ্রেষ্ঠগণকে বধ করিয়া ত্রিলোকের সমস্ত অসুরের ঐশ্বর্য্য আহরণ করত মেদিনীকে হরণ করিলেন।১৬৬

পাদপাতাভিনির্ধূতাঃ পাতালে বিনিপাতিতাঃ।
মহাভূতানি ভূতাত্মা স বিশেষেণ বৈ হরিঃ ॥১৬৮
কালঞ্চ সকলং রাজন্ গাত্রভূতান্যদর্শয়ৎ।
তস্য গাত্রে জগৎ সর্বমানীতমিব দৃশ্যতে ॥১৬৯
ন কিঞ্চিদস্তি লোকেষু যদব্যাপ্তং মহাত্মনা।
তদ্ধি রূপং মহেশস্য দেবাদানবমানবাঃ ॥
দৃষ্ট্বা তং মুমুহুঃ সর্বে বিষ্ণুতেজোঽভিপীড়িতাঃ ॥১৭০
বলির্বদ্ধোঽভিমানী চ যজ্ঞবাটে মহাত্মনা।
বিরোচনকুলং সর্বং পাতালে বিনিপাতিতম্ ॥১৭১
এবং বিধানি কর্মাণি কৃত্বা গরুড়বাহনঃ।
ন বিস্ময়মুপাগচ্ছৎ পারমেষ্ঠ্যেন তেজসা ॥১৭২
স পরমমরৈশ্বর্য্যং সম্প্রদায় শচীপতেঃ।
ত্রৈলোক্যঞ্চ দদৌ শক্রে বিষ্ণুর্দানবসূদনঃ ॥১৭৩
এষ তে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
বেদবিদ্ভির্দ্বিজৈরেতৎ কথ্যতে বৈষ্ণবং যশঃ।
মানুষেষু যথা বিষ্ণোঃ প্রাদুর্ভাবং তথা শৃণু ॥১৭৪
বিষ্ণোঃ পুনর্মহারাজ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ।
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাত ঋষিরাসীন্মহাযশাঃ ॥১৭৫
তেন নষ্টেষু বেদেষু ক্রিয়াসু চ মখেষু চ।
চাতুর্বর্ণ্যে চ সংকীর্ণে ধর্মে শিথিলতাং গতে ॥১৭৬
অভিবর্ধতি চাধর্মে সত্যে নষ্টে স্থিতেঽনৃতে।
প্রজাসু ক্ষীয়মাণাসু ধর্মে চাকুলতাং গতে ॥১৭৭
সযজ্ঞাঃ সক্রিয়া বেদাঃ প্রত্যানীতাশ্চ তেন বৈ।
চাতুর্বর্ণ্যমসংকীর্ণং কৃতং তেন মহাত্মনা ॥১৭৮

স্ত্রী পুত্র সহিত অসুরগণকে তিনি পাতালে নিপাতিত করিলেন। নমুচি, শম্বর ও মহাত্মা প্রহ্লাদ ইহারা সকলের ভগবানের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদির দ্বারা পাপ ও বন্ধন মুক্ত হইয়া শ্রীহরি কর্তৃক পাতালে নিপাতিত হইলেন। ভূতাত্মা শ্রীহরি বিশেষভাবে মহাভূতসমূহ ও কলার সহিত কালকে নিজ শরীরে প্রদর্শন করিলেন। সমস্ত জগৎ যেন একত্রিত হইয়া তাঁহার শরীরে সন্নিবেশিত হইয়াছে এইরূপ দেখা যাইতে লাগিল।

জগতে তখন এমন কোন বস্তুই ছিল না। যাহা ঐ রূপের দ্বারা অভিব্যাপ্ত ছিল না। মহেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর ঐ রূপ দর্শনে দেব, দানব ও মানব সকলেই বিষ্ণুতেজে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলেন।১৬৮-১৭০

মহাত্মা বিষ্ণু বলাভিমানী বলিকে যজ্ঞমণ্ডপেই পাশবদ্ধ করিলেন এবং বিরোচনের বংশজাত সমস্ত দৈত্যসহ তাহাকে পাতালে নিপাতিত করিলেন। এইরূপ সব অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও ব্রহ্মতেজে তেজস্বী গরুড়বাহন শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বিন্দুমাত্রও বিস্মিত হইলেন না।১৭১-১৭২

দানবনিসূদন বিষ্ণু সমস্ত দেবৈশ্বর্য্যসহ ত্রৈলোক্য দানবগণের নিকট হইতে হরণ করত ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। শ্রীভগবানের বামনাবতারের কথা এই তোমাকে বলিলাম, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর এই যশ কীর্তন করিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! মানুষের মধ্যে ভগবান্ বিষ্ণুর যেরূপ আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা তুমি শ্রবণ কর।

তিনি দত্তাত্রেয় নামে প্রসিদ্ধ ও মহাযশস্বী ছিলেন। যখন চারিবেদ ও বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ যখন সঙ্করদোষে দুষ্ট, ধর্ম্ম শিথিলতাপ্রাপ্ত, অধর্ম্ম বর্দ্ধিত, সত্য ক্ষীণ ও অসত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং ধর্ম্ম আকুল হওয়ায় প্রজাসমূহ ক্ষীয়মাণ হইয়াছিল, তখন মহাত্মা মহর্ষি দত্তাত্রেয় যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডসহিত বেদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত এবং চারিবর্ণের প্রজাসমূহকে সঙ্কর

স এব বৈ যদা প্রাদাদ্ধৈহয়াধিপতের্ব্বরম্ ।
তং হৈহয়ানামধিপস্ত্বর্জুনোঽভিপ্রসাদয়ৎ ॥১৭৯

বনে পর্য্যচরৎ সম্যক্ শুশ্রূষুরনসূয়কঃ ।
নির্ম্মমো নিরহংকারো দীর্ঘকালমতোষয়ৎ ॥১৮০

আরাধ্য দত্তাত্রেয়ং হি অগৃহ্লাৎ স বরানিমান্ ।
আপ্তাদাপ্ততরাদ্ বিপ্রাদ্ বিদ্বান্ বিদ্বদ্ভিরেবিতাৎ ॥

ঋতেঽমরত্বং বিপ্রেণ দত্তাত্রেয়েণ ধীমতা ।
বরৈশ্চতুর্ভিঃ প্রবৃত ইমাংস্তত্রাভ্যনন্দত ॥১৮২

শ্রীমান্ মনস্বী বলবান্ সত্যবাগনসূয়কঃ ।
সহস্রবাহুর্ভূয়াসমেষ মে প্রথমো বরঃ ॥১৮৩

জরায়ুজাণ্ডজং সর্বং সর্বং চৈব চরাচরম্ ।
প্রশাস্তুমিচ্ছে ধর্ম্মেণ দ্বিতীয়স্ত্বেষ মে বরঃ ॥১৮৪

পিতৄন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রান্ যজেয়ং বিপুলৈর্ম্মখৈঃ ।
অমিত্রান্ নিশিতৈর্বাণৈর্ঘাতয়েয়ং রণাজিরে ॥১৮৫

দত্তাত্রেয়েহ ভগবংস্তৃতীয়ো বর এষ মে ।
যস্য নাসীন্ন ভবিতা ন চাস্তি সদৃশঃ পুমান্ ॥
ইহ বা দিবি বা লোকে স মে হন্তা ভবেদিতি ॥১৮৬

সোঽর্জ্জুনঃ কৃতবীর্য্যস্য বরঃ পুত্রোঽভবদ্ যুধি ।
স সহস্রং সহস্রাণাং মাহিষ্মত্যামবর্ধত ॥১৮৭

পৃথিবীমখিলং জিত্বা দ্বীপাংশ্চাপি সমুদ্রিণঃ ।
নভসীব জ্বলন্ সূর্য্যঃ পুণ্যৈঃ কর্ম্মভিবর্জুনঃ ॥১৮৮

ইন্দ্রদ্বীপং কশেরুঞ্চ তাম্রদ্বীপং গভস্তিমৎ ।
গন্ধর্বং বারুণং দ্বীপংসৌম্যাক্ষমিতি চ প্রভুঃ ॥
পূর্বৈরজিতপূর্বাংশ্চ দ্বীপানজয়দর্জ্জুনঃ ।১৮৯

সৌবর্ণং সর্বমপ্যাসীদ্ বিমানবরমুত্তমম ।
চতুর্ধা ব্যভজদ্ রাষ্ট্রং তদ্ বিভজ্যাম্বপালয়ৎ ॥১৯০

দোষশূন্য করত ধর্মকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।১৭৩-১৭৮

তিনিই হৈহয়রাজ্যের অধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বরদান করিয়াছিলেন। এক সময় বনে বিচরণ করিতে করিতে হৈহয়রাজ দত্তাত্রেয়কে দেখিয়া অসূয়া, মমতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্বদ্ভিরেবিত পরম আপ্তপুরুষ মহর্ষি দত্তাত্রেয় তাঁহাকে অমরত্ব ব্যতিরেকে চারিটী প্রার্থিত বর প্রদান করত অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।১৭৯-১৮২

অসূয়াশূন্য মনস্বী সত্যবান্ বলবান্ ও শ্রীমান্ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাঁহার নিকট এইরূপে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।—আমি যেন সহস্রবাহু হই, এই আমার প্রথম বর। জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রাণির সহিত চরাচর জগৎকে শাসন করিতে আমি যেন সমর্থ হই—এই আমার দ্বিতীয় বর। আমি যেন পিতৃ, দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে মহাযজ্ঞসমূহের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে পারি এবং যুদ্ধে আমার শত্রুদিগকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা বধ করিতে পারি—এই আমার তৃতীয় বর। আমার চতুর্থ বর হইতেছে এইরূপ—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যলোকে বীর্য্যে যাঁহার সদৃশ কখনও কেহ হয় নাই, কখনও হইবে না এবং এখনও কেহ নাই, এইরূপ পুরুষই যেন আমাকে বধ করেন।১৮৩-১৮৬

কৃতবীর্য্যের সেই শ্রেষ্ঠপুত্র অর্জ্জুন বরপ্রভাবে যুদ্ধে অজেয় হইলেন। তিনি মাহিষ্মতী পুরীতে অবস্থান করত সহস্র সহস্র রাজন্যবর্গকে জয় করিয়া সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে নিজ বশীভূত করিয়া পুণ্যকর্ম-সমূহের দ্বারা আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রদ্বীপ, গান্ধর্ব, বারুণ ও সৌমাক্ষ দ্বীপ—যেগুলি পূর্ব্বে কেহ জয়

একাংশেনাহরৎ সেনামেকাংশেনাবসদ্ গৃহান্।
যস্তু তস্য তৃতীয়াংশো রাজাসীজ্জনসংগ্রহে
আপ্তঃ পরমকল্যাণস্তেন যজ্ঞানকল্পয়ৎ ॥১৯১
যে দস্যবো গ্রামচরা অরণ্যে চ বসন্তি যে।
চতুর্থেন চ সোঽংশেন তান্ সর্বান্ প্রত্যষেধয়ৎ ॥
সর্বেভ্যশ্চাস্তবাসিভ্যঃ কার্ত্তবীর্য্যোঽহরদ্ বলিম্।
আহৃতং স্ববলৈর্যৎ তদর্জুনশ্চাভিমন্যতে ॥১৯৩
কাকো বা মূষিকো বাপি তং তমেব ন্যবর্হয়ৎ।
দ্বারাণি নাপিধীয়ন্তে রাষ্ট্রেষু নগরেষু চ ॥ ৯৪
স এব রাষ্ট্রপালোঽভূৎ স্ত্রীপালোঽভবদর্জুনঃ।
স এবাসীদজাপালঃ স গোপালো বিশাম্পতে ॥১৯৫
স স্মারণ্যে মনুষ্যাণাং রাজা ক্ষেত্রাণি রক্ষতি।
ইদন্তু কার্ত্তবীর্যস্য বভূবাসদৃশং জনৈঃ ॥১৯৬

ন পূর্বে নাপরে তস্য গমিষ্যন্তি গতিং নৃপাঃ।
যদর্ণবে প্রযাতস্য বস্ত্রং ন পরিষিচ্যতে ॥১৯৭
শতং বর্ষসহস্রাণামনুশিষ্যার্জুনো মহীম্।
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন এবং রাজ্যং চকার সঃ ॥১৯৮
এবং বহূনি কর্মাণি চক্রে লোকহিতায় সঃ।
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতঃ প্রাদুর্ভাবস্তু বৈষ্ণবঃ।
কথিতো ভরতশ্রেষ্ঠ শৃণু ভূয়ো মহাত্মনঃ ॥১৯৯
যদা ভৃগুকুলে জন্ম যদর্থং চ মহাত্মনঃ।
জামদগ্ন্য ইতি খ্যাতঃ প্রাদুর্ভাবস্তু বৈষ্ণবঃ ॥২০০
জমদগ্নিসুতো রাজন্ রামো নাম ন বীর্য্যবান্।
হৈহয়ান্তকরো রাজন্ স রামো বলিনাং বরঃ ॥২০১
কার্ত্তবীর্য্যো মহাবীর্য্যো বলেনাপ্রতিমস্তথা।
রামেণ জামদগ্ন্যেন হতো বিষমমাচরন্ ॥২০২

করিতে পারে নাই, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সেগুলিকে জয় করিলেন।.৯৭-১৮৯

তাঁহার শ্রেষ্ঠ রাজভবনখানি সর্ব্বাংশেই সুবর্ণ-নির্ম্মিত ছিল। তিনি রাজ্যকে চারিভাগে ভাগ করিয়া পালন করিতেন।১৯০

একাংশে সেনা সংগ্রহ করিতেন, অপরাংশে তিনি প্রজাগণের গৃহনির্ম্মাণ করিতেন। তৃতীয়াংশের দ্বারা তিনি জনসংগ্রহ করিতেন। তিনি সেই অংশের অর্জ্জিত রাজস্বের দ্বারা যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন। চতুর্থাংশের দ্বারা গ্রাম ও অরণ্যস্থিত সমস্ত দস্যুগণকে শাসন করিতেন।১৯১-১৯২

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সকল ছাত্রকে আহারাদি বলি প্রদান করিতেন। তিনি নিজ বলের দ্বারা যে ধন আহরণ করিতেন, তাহাকেই নিজ ধন মনে করিতেন। কাক ও মূষিক বৃত্তিতে যে ব্যক্তি প্রজার ধন আহরণ করে, তিনি উহা নষ্ট করিয়া দিতেন। তিনি নগরের দ্বার ও রাজভবনের দ্বার বন্ধ রাখিতেন না।

অর্জ্জুনের রাজ্যে নগরে দস্যু বা চোর না থাকায় কেহ কখনও গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিত না। তিনি যেমন রাষ্ট্রপাল ছিলেন, তেমনই স্ত্রী, গো ও অজারও রক্ষক ছিলেন।১৯৩-১৯৫

রাজা স্বয়ং প্রজাগণের অরণ্যস্থিত ক্ষেত্রসমূহ রক্ষা করিতেন। এই সকল গুণের জন্য কার্ত্তবীর্য্য অতুলনীয় নৃপতিরূপে খ্যাত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে এমন কোন নরপতি জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি সমুদ্রে অবগাহন করিলেও বস্ত্র জলসিক্ত হইত না; এইরূপে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন এক লক্ষ বৎসর পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন।১৯৬-১৯৮

লোকহিতের জন্য এইরূপ বহু কর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু মহর্ষি দত্তাত্রেয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।১৯৯

হে রাজন্! তিনি পুনরায় মহাত্মা ভৃগুর কুলে জামদগ্ন্য রূপে কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর।২০০

মহর্ষি জমদগ্নির পুত্ররূপে পরশুরাম নামে তিনি

তং কার্ত্তবীর্য্যং রাজানাং হৈহয়মরিন্দমম্ ।
রথস্থং পার্থিবং রামঃ পাতয়িত্বাবধীদ্ রণে ॥২০৩

জম্ভস্য মূর্দ্ধ্নি ভেত্তা চ হন্তা চ শতদুন্দুভেঃ ।
স এষ কৃষ্ণো গোবিন্দো জাতো ভৃগুষু বীর্য্যবান্ ॥
সহস্রবাহুমুদ্ধর্ত্তুং সহস্রজিতমাহবে ॥২০৪

ক্ষত্রিয়াণাং চতুঃষষ্টিমযুতানাং মহাযশাঃ ।
সরস্বত্যাং সমেতানি এষ বৈ ধনুষাজয়ৎ ॥২০৫

ব্রহ্মদ্বিষাং বধে তস্মিন্ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ।
পুনর্জগ্রাহ শূরাণামন্তং চক্রে নরর্ষভঃ ॥২০৬

ততো দশসহস্রস্য হন্তা পূর্বমরিন্দমঃ ।
সহস্রং মুসলেনাহন্ সহস্রমুদকৃন্তত ॥২০৭

চতুর্দ্দশ সহস্রাণি ক্ষণমাত্রমপাতয়ৎ ।
শিষ্টান্ ব্রহ্মদ্বিষশ্ছিত্ত্বা ততোঽস্নায়ত ভার্গবঃ ॥২০৮

রাম রামেত্যভিক্রুষ্টো ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ার্দিতৈঃ ।
ন্যঘ্নদ্ দশসহস্রাণি রামঃ পরশুনাভিভূঃ ॥২০৯

ন হ্যমৃষ্যত তাং বাচমার্ত্তৈর্ভৃশমুদীরিতাম্ ।
ভৃগো রামাভিধাবেতি যদাক্রন্দন্ দ্বিজাতয়ঃ ॥২১০

কাশ্মীরান্ দরদান্ কুন্তীন্ ক্ষুদ্রকান্ মালবান্ শকান্ ।
চেদি-কাশি-করূষাংশ্চ ঋষিকান্ ক্রথ-
কৈশিকান্ ॥২১১

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ মাগধান্ কাশিকোসলান্ ।
রাত্রায়ণান্ বীতিহোত্রান্ কিরাতান্ মার্ত্তি-
কাবতান্ ॥২১২

এতানন্যাংশ্চ রাজেন্দ্রান্ দেশে দেশে সহস্রশঃ ।
নিকৃত্য নিশিতৈর্বাণৈঃ সম্প্রদায় বিবস্বতে ॥২১৩

কীর্ণা ক্ষত্রিয়কোটিভিঃ মেরুমন্দরভূষণা ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী তেন নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা ॥২১৪

পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সকল বলবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই পরশুরামই হৈহয়কুলের অন্ত করিয়াছিলেন।২০১

অতুলনীয় বলশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাঁহার সহিত গর্হিত আচরণ করাতে তিনি তাঁহাকেও বধ করিয়াছিলেন।২০২

তিনি রথস্থ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে ভূমিতে পাতিত করিয়া যুদ্ধে নিধন করিয়াছিলেন।২০৩

যিনি জম্ভাসুরের মস্তককে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন এবং শত দুন্দুভি অসুরকে নিধন করিয়াছিলেন, সেই গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণই ভৃগুকুলে জামদগ্ন্যরূপে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্রবাহু ছিন্ন করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।২০৪

তিনি সরস্বতী নদীর তীরে ছয়লক্ষ চৌষট্টি সহস্র ক্ষত্রিয়কে ধনুর্যুদ্ধে বধ করিয়াছিলেন। উহার পরে ব্রাহ্মণদ্বেষী আরও চৌদ্দহাজার বীর ক্ষত্রিয়ের সংহার করিয়াছিলেন।২০৫

তারপর তিনি দশ হাজার ক্ষত্রিয়কে ধনুর্যুদ্ধে, এক হাজারকে মুসলের দ্বারা এবং এক হাজার ক্ষত্রিয়কে পরশুর দ্বারা ছিন্ন করত ক্ষণমধ্যে আরও চৌদ্দ হাজার ক্ষত্রিয়কে নিপাতিত করিলেন। এই রূপে শিষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে বধ করত তিনি স্নান করিয়াছিলেন। "রাম! রাম!" বলিয়া ক্ষত্রিয়নিপীড়িত ব্রাহ্মণগণের চীৎকার শুনিয়া তিনি এক সময় দশ হাজার ক্ষত্রিয়কে পরশুর দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। "হে রাম! দেখ ক্ষত্রিয়গণ আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।" এইরূপ ব্রাহ্মণগণের চীৎকার শুনিলে তিনি কখনই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।২০৬-২১০

তিনি কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, শক, চেদি, কাশী, করূষ, ঋষিক, ক্রথক, কৈশিক, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, কোশল, রাত্রায়ণ, বীতিহোত্র প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে এবং কিরাত, মার্ত্তিক ও আবর্ত্ত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ নৃপতিগণকে এবং অন্যান্য আরও

এবমিষ্ট্বা মহাবাহুঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
অন্বদ্ বর্ষশতং রামঃ সৌভে শাল্বমযোধয়ৎ ॥২১৫

ততঃ স ভৃগুশার্দূলস্তং সৌভং যোধয়ন প্রভুঃ।
সুবন্ধুরং রথং রাজন্নাস্থায় ভরতর্ষভ ॥২১৬

নগ্নিকানাং কুমারীণাং গায়ন্তীনামুপাশৃণোৎ।
রাম রাম মহাবাহো ভৃগূণাং কীর্তিবর্দ্ধন ॥২১৭

ত্যজ শস্ত্রাণি সর্বাণি ন ত্বং সৌভং বধিষ্যসি।
চক্রহস্তো গদাপাণির্ভীতানামভয়ঙ্করঃ ॥২১৮

যুধি প্রদ্যুম্ন-সাম্বাভ্যাং কৃষ্ণঃ সৌভং বধিষ্যতি।
তচ্ছ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রস্তত এব বনং যযৌ ॥
ন্যস্য সর্বাণি শস্ত্রাণি কালকাঙ্ক্ষী মহাযশাঃ ॥২১৯

রাজন্যবৃন্দকে তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা ছিন্ন করিয়া যমকে প্রদান করিয়া সমস্ত পৃথিবী কোটি কোটি ক্ষত্রিয়ের মৃতদেহে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।২১১-২১৪

সমস্ত পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হওয়ায় আহৃত প্রচুর ধনের দ্বারা ভূরিদক্ষিণ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সৌভনগরাধিপতি শাল্বের সহিত একশত বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজন্ ভরতর্ষভ! যখন সেই ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম সুবন্ধুরনামক রথে আরোহণ করত সৌভরাজের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন কতিপয় নগ্না কুমারীকে এইরূপ গান করিতে শুনিয়াছিলেন—'হে ভৃগুবংশের কীর্তিবর্দ্ধন মহাবাহু রাম! তুমি সকল অস্ত্র পরিত্যাগ কর, তোমার হস্তে সৌভের বধ হইবে না। চক্র ও গদাধারী এবং ভীত ব্যক্তির অভয়দানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন ও সাম্বের সহিত সৌভকে বধ করিবেন।" ইহা শুনিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ পরশুরাম তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি রথ, বর্ম্ম, আয়ুধাদি

রথং বর্মায়ুধং চৈব শরান্ পরশুমেব চ।
ধনূংষ্যপ্সু প্রতিষ্ঠাপ্য রাজংস্তেপে পরন্তপঃ ॥২২০

হ্রিয়ং প্রজ্ঞাং শ্রিয়ং কীর্তিং লক্ষ্মীং চামিত্রকর্শনঃ।
পঞ্চাধিষ্ঠায় ধর্মাত্মা তং রথং বিসসর্জ হ ॥২২১

আদিকালে প্রবৃত্তং হি বিভজন্ কালমীশ্বরঃ।
নাহনচ্ছ্রদ্ধয়া সৌভং ন হ্যশক্তো মহাযশাঃ ॥২২২

জামদগ্ন্য ইতি খ্যাতো যস্ত্বসৌ ভগবানৃষিঃ।
সোহস্য ভগস্তপস্তেপে ভার্গবো লোকবিশ্রুতঃ ॥২২৩

শৃণু রাজংস্তথা বিষ্ণোঃ প্রাদুর্ভাবং মহাত্মনঃ।
চতুর্বিংশে যুগে চাপি বিশ্বামিত্রপুরঃসরঃ ॥২২৪
তিথৌ নাবমিকে জজ্ঞে তথা দশরথাদপি।
কৃত্বাত্মানং মহাবাহুশ্চতুর্ধা বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥২২৫

অস্ত্র, বাণ, পরশু এবং ধনুঃসমূহ জলের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দুশ্চর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি হ্রী (লজ্জা), প্রজ্ঞা, শ্রী, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী এই পাঁচটিতে অধিষ্ঠান করত সেই শত্রুনিষূদন পরশুরাম রথকে জলে বিসর্জ্জন দিলেন ২১৫-২২১

ভগবান্ আদিকাল হইতে প্রবৃত্ত কালকে বিভাগ করত শ্রদ্ধাবশতঃ কাল অপেক্ষা করিয়াই সৌভরাজ শাল্বকে বধ করিলেন; বস্তুতঃ সেই মহাযশা যে সৌভকে বধ করিতে অশক্ত ছিলেন, তাহা নহে।২২২

মহর্ষি ভগবান্ জমদগ্নির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার নাম জামদগ্ন্য হইয়াছিল। সুতরাং "তপস্বী জমদগ্নির পুত্ররূপে তপস্যাও তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি" এইরূপ মনে করিয়া তিনি তপস্যা করত ত্রিজগতে ভার্গব নামে খ্যাত হইলেন। ২২৩

হে রাজন্! যেরূপে চতুর্বিংশ যুগে মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর পুনরায় আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। এই অবতারে তিনি বিশ্বামিত্রমুনিকে অস্ত্র-গুরুরূপে সম্মুখে রাখিয়াছিলেন।২২৪

ভগবান্ বিষ্ণু নিজেকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া (রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন) স্বয়ং রামরূপে

লোকে রাম ইতি খ্যাতস্তেজসা ভাস্করোপমঃ।
প্রসাদনার্থং লোকস্য বিষ্ণুস্তস্য সনাতনঃ ॥২২৬

ধর্মার্থমেব কৌন্তেয় জজ্ঞে তত্র মহাযশাঃ।
তমপ্যাহুর্মনুষ্যেন্দ্রং সর্বভূতপতেস্তনুম্ ॥২২৭

যজ্ঞবিঘ্নং তদা কৃত্বা বিশ্বামিত্রস্য ভারত।
সুবাহুর্নিহতস্তেন মরীচস্তাড়িতো ভৃশম্ ॥২২৮

তস্মৈ দত্তানি শস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
বধার্থং দেবশত্রূণাং দুর্বারাণি সুরৈরপি ॥২২৯

বর্ত্তমানে তদা যজ্ঞে জনকস্য মহাত্মনঃ।
ভগ্নং মাহেশ্বরং চাপং ক্রীড়তা লীলয়াপরম্ ॥২৩০

ততো বিবাহং সীতায়াঃ কৃত্বা স রঘুবল্লভঃ।
নগরীং পুনরাসাদ্য মুমুদে তত্র সীতয়া ॥২৩১

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য পিত্রা তত্রাভিচোদিতঃ।
কৈকেয্যাঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ বনমভ্যবপদ্যত ॥২৩২

যঃ সমাঃ সর্বধর্মজ্ঞশ্চতুর্দশ বনে বসন্।
লক্ষ্মণানুচরো রামঃ সর্বভূতহিতে রতঃ ॥২৩৩

চতুর্দশ বনে তপ্ত্বা তপো বর্ষাণি ভারত।
রূপিণী যস্য পার্শ্বস্থা সীতেত্যভিহেতা জনৈঃ ॥২৩৪

পূর্বোচিতত্বাৎ সা লক্ষ্মীর্ভর্ত্তারমনুগচ্ছতি
জনস্থানে বসন্ কার্য্যং ত্রিদশানাং চকার সঃ ॥২৩৫

মারীচং দূষণং হত্বা খরং ত্রিশিরসং তথা।
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ঘোরকর্মণাম্ ॥২৩৬

চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীতে দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।২২৫

ধর্ম্মের সংস্থাপনের দ্বারা মর্ত্তলোকের শান্তির জন্য ভাস্করতুল্য তেজ ধারণ করত 'রাম' নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কৌন্তেয়! ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং তিনি তাহা সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতাত্মা নরপতিরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।২২৬-২২৭

সেই অবতারে বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিঘ্ন করায় সুবাহুকে শ্রীরাম বধ করিয়াছিলেন এবং মারীচকে ভয়ানকভাবে বাণাঘাত করিয়াছিলেন।২২৮

বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র শ্রীরামকে দেবশত্রু রাক্ষসগণকে বধ করিবার জন্য এমন সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা দেবগণেরও দুর্নিবার।২২৯

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের সময় জনক রাজার যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছিল, বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক তথায় নীত হইয়া শ্রীরাম তথায় খেলিতে খেলিতে অনায়াসে মহেশ্বরপ্রদত্ত ধনুকে ভগ্ন করিয়া শ্রীসীতাদেবীকে বিবাহ করত পুনরায় অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া সীতার সঙ্গে পরম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।২৩০-২৩১

কিছুকাল পরে শ্রীরাম কৈকেয়ীর নিকট পূর্ব্বকৃত পিতার প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রেরিত হইয়া কৈকেয়ীর প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করত শ্রীরাম বনে গমন করিলেন।২৩২

সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করত সকল প্রাণীর হিত করিতে লাগিলেন।২৩৩

হে ভারত! চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস অবস্থায় শ্রীরামচন্দ্র তপস্যায় নিরত ছিলেন, শ্রীসীতা তাঁহার অনুক্ষণ সেবা করিতেছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মী সীতা পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃ নিজ ভর্ত্তা শ্রীরামরূপ বিষ্ণুরই পরিচর্য্যা করিতেছিলেন।

জনস্থানে বাস করত তিনি দেবতাগণের কার্য্য সাধন করিবার মানসে ঘোরকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্যের সহিত মারীচ, দূষণ, খর ও ত্রিশিরাকে বধ করিলেন।২৩৪-২৩৬

জঘান রামো ধর্মাত্মা প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
বিরাধঞ্চ কবন্ধঞ্চ রাক্ষসৌ ক্রূরকর্মিণৌ ॥
জঘান চ তদা রামো গন্ধর্বৌ শাপবিক্ষতৌ ॥২৩৭
স রাবণস্য ভগিনীনাসাচ্ছেদং চকার হ।
ভার্য্যাবিয়োগং তং প্রাপ্য মৃগয়ন্ ব্যচরদ্ বনম্ ॥২৩৮
ততস্তমৃষ্যমূকং স গত্বা পম্পামতীত্য চ।
সুগ্রীবং মারুতিং দৃষ্ট্বা চক্রে মৈত্রীং তয়োঃ স বৈ ॥২৩৯
অথ গত্বা স কিষ্কিন্ধাং সুগ্রীবেণ তদা সহ।
নিহত্য বালিনং যুদ্ধে বানরেন্দ্রং মহাবলম্ ॥
অভ্যষিঞ্চৎ তদা রামঃ সুগ্রীবং বানরেশ্বরম্ ॥২৪০
ততঃ স বীর্য্যবান্ রাজংস্ত্বরয়ন্ বৈ সমুৎসুকঃ।
বিচিত্য বায়ুপুত্রেণ লঙ্কাদেশং নিবেদিতম্ ॥২৪১
সেতুং বদ্ধ্বা সমুদ্রস্য বানরৈঃ সহিতস্তদা।
সীতায়াঃ পদমন্বিচ্ছন্ রামো লঙ্কাং বিবেশ হ ॥২৪২
দেবোরগগণানাং হি যক্ষ-রাক্ষস-পক্ষিণাম্।
তত্রাবধ্যং রাক্ষসেন্দ্রং রাবণং যুধি দুর্জয়ম্ ॥২৪৩
যুক্তং রাক্ষসকোটীভির্ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্।
দুর্নিরীক্ষ্যং সুরগণৈর্বরদানেন দর্পিতম্ ॥২৪৪
জঘান সচিবৈঃ সার্দ্ধং সান্বয়ং রাবণং রণে।
ত্রৈলোক্যকণ্টকং বীরং মহাকায়ং মহাবলম্ ॥
রাবণং সগণং হত্বা রামো ভূতপতিঃ পুরা ॥২৪৫
লঙ্কায়াং তং মহাত্মানং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
অভিষিচ্য চ তত্রৈব অমরত্বং দদৌ তদা ॥২৪৬
আরুহ্য পুষ্পকং রামঃ সীতামাদায় পাণ্ডব।
সবলঃ স্বপুরং গত্বা ধর্মরাজ্যমপালয়ৎ ॥২৪৭
দানবো লবণো নাম মধোঃ পুত্রো মহাবলঃ।
শত্রুঘ্নেন হতো রাজংস্ততো রামস্য শাসনাৎ ॥২৪৮
এবং বহূনি কর্মাণি কৃত্বা লোকহিতায় সঃ।
রাজ্যং চকার বিধিবদ্ রামো ধর্মভৃতাং বরঃ ॥
দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারুথিস্থান্ নিরর্গলান্ ॥২৪৯

প্রজাগণের হিতার্থে ধর্মাত্মা শ্রীরাম ক্রূরকর্মা বিরাধ ও কবন্ধকে বধ করিলেন। ইহা ছাড়া তিনি শাপাহত গন্ধর্বদ্বয়কে উদ্ধার করিলেন। তিনি ইতঃপূর্বে রাবণের ভগিনী শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন করায় রাবণ সীতাকে হরণ করে; ফলে ভার্য্যাবিয়োগে কাতর হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।২৩৭-২৩৮

তিনি পম্পা সরোবর অতিক্রম করত ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীব ও হনুমানকে দেখিয়া তাহাদের সহিত মৈত্রী করিলেন। অনন্তর তিনি সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করত বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজসিংহাসনে বানরেশ্বররূপে অভিষিক্ত করিলেন।২৩৯-২৪০

হে রাজন্! অনন্তর সুগ্রীবের নির্দ্দেশে হনুমান্ লঙ্কায় সীতাকে দর্শন করত রামচন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলে শ্রীরাম অত্যন্ত উৎসুক হইয়া অতিক্রত বানরসৈন্য সহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সেতু বন্ধন করত সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া সীতার উদ্ধারের নিমিত্ত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।২৪১-২৪২

লঙ্কাপতি দেখিতে অঞ্জনগিরিতুল্য কৃষ্ণবর্ণ ছিল, দেবতা, নাগ, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতির অবধ্য ছিল, শত শত দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণের দ্বারা সতত পরিবৃত ছিল, বরদানে এমন দর্পিত ছিল যে, দেবতাগণও তাঁহার উপর দৃষ্টি দিতেও সাহস করিতেন না এবং যুদ্ধে দুর্জ্জয় ছিল। এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে ভূতপতি শ্রীরাম সচিবগণের সহিত সবংশে বধ করিয়া বিভীষণকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহাকে অমরত্ব দান করিলেন। তারপর তিনি সীতা সহিত পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত সদলবলে নিজ পুরী অযোধ্যায় আসিয়া ধর্মানুসারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।২৪৩-২৪৭

শ্রীরামের আদেশে শত্রুঘ্ন মধুদৈত্যের পুত্র লবণ

নাশ্রূয়ন্তাশুভা বাচো নাত্যয়ঃ প্রাণিনাং তদা।
ন বিত্তজং ভয়ং চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥২৫০

প্রাণিনাঞ্চ ভয়ং নাসীজ্জলানলবিধানজম্।
পর্য্যদেবন্ন বিধবা নানাথাঃ কাশ্চনাভবন্ ॥
সর্বমাসীৎ তদা তৃপ্তং রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥২৫১

ন সঙ্করকরা বর্ণা নাকৃষ্টকরকৃজ্জনঃ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্য্যাণি কুর্বতে ॥২৫২

বিশঃ পর্য্যচরন্ ক্ষত্রং ক্ষত্রং নাপীডয়দ্ বিশঃ।
নরা নাত্যচরন্ ভার্য্যা ভার্য্যা নাত্যচরন্ পতীন্ ॥২৫৩

নাসীদল্পকৃষির্লোকে রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ ॥
অরোগাঃ প্রাণিনোঽপ্যাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥২৫৪

ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ মনুষ্যাণাং তথৈব চ।
পৃথিব্যাং সহবাসোঽভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥২৫৫

সর্বে হ্যাসংস্তৃপ্তরূপাস্তদা তস্মিন্ বিশাম্পতে।
ধর্মেণ পৃথিবীং সর্বামনুশাসতি ভূমিপে ॥২৫৬

তপস্যেবাভবন্ সর্বে সর্বে ধর্মমনুব্রতাঃ।
পৃথিব্যাং ধার্মিকে তস্মিন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥২৫৭

নাধর্মিষ্ঠো নরঃ কশ্চিদ্ বভূব প্রাণিনাং ক্বচিৎ।
প্রাণাপানৌ সমাবাস্তাং রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥২৫৮

গাথামপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষো মাতঙ্গানামিবর্ষভঃ ॥২৫৯

নামক দৈত্যকে বধ করিলেন। এইরূপ লোকহিতকর বহু কর্ম্ম সম্পাদন করত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম ধর্ম্মবিধি অনুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি নির্বিঘ্নে জাহ্নবীতে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।২৪৮-২৪৯

শ্রীরামের রাজত্বকালে প্রজাগণ কখনও অমঙ্গল শব্দ শুনিত না, প্রাণিগণের অকাল মৃত্যু হইত না এবং ধনাপহরণের ভয় কাহারও হইত না। শ্রীরামের রাজত্বকালে জল ও অগ্নি হইতে প্লাবন এবং দাহের ভয় ছিল না। বিধবা হইয়া কোন নারী শোক করিত না এবং কোন স্ত্রীই অনাথা ছিল না। সকল প্রজাই অর্থ ও সুখে তৃপ্ত ছিল।২৫০-২৫১

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের মধ্যে সঙ্কর ছিল না, কোন প্রজা অকর্ষিত জমির কর প্রদান করিত না এবং বৃদ্ধগণ কখনও নিজ পুত্র ও পৌত্রাদি বালকের প্রেত-কার্য্য করিত না।২৫২

বৈশ্যগণ রাজার যথাযথ পরিচর্য্যা করিতেন এবং রাজগণ ও বৈশ্যগণের উপর অত্যাচার করিতেন না এবং পুরুষগণ স্ত্রীকে এবং পত্নীগণ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী বা পরপুরুষের সহিত কখনও ব্যভিচার করিত না।২৫৩

শ্রীরামের রাজত্বকালে অল্প কৃষিকর্ম হইত না, প্রজাগণ সহস্র পুত্রপৌত্রাদি লাভ করিয়া সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতেন এবং কাহারও কোনো রোগ হইত না।২৫৪

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যশাসনকালে ঋষি, দেবতা ও মনুষ্যগণ একত্রে নির্বিবাদে বাস করিতেন।২৫৫

হে রাজন্! শ্রীরামের রাজত্বকালে সকলেই তৃপ্ত ছিলেন এবং সকলেই নিজ নিজ ধর্মে অনুরাগী হইয়া তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেন।২৫৬-২৫৭

রামরাজ্যে কোন মানুষ অধার্ম্মিক ছিল না এবং সকলেরই প্রাণ ও অপান সমভাবে অবস্থান করিত।২৫৮

পুরাণবিদ্ পুরুষগণ এইরূপ গাথা গান করিয়া থাকেন—"শ্যামবর্ণ, যুবক, আরক্তনয়ন, মাতঙ্গরব

আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাবলঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ॥২৬০
রাজ্যং ভোগঞ্চ সম্প্রাপ্য শশাস পৃথিবীমিমাম্।
রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ ॥২৬১
রামভূতং জগদিদং রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
ঋগ্-যজুঃ-সামহীনাশ্চ ন তদাসন্ দ্বিজাতয়ঃ ॥২৬২
উষিত্বা দণ্ডকে কার্য্যং ত্রিদশানাং চকার সঃ।
পূর্ব্বাপকারিণং সংখ্যে পৌলস্ত্যং মনুজর্ষভঃ ॥২৬৩
দেব-গন্ধর্ব-নাগানামরিং স নিজঘান হ।
সত্ত্ববান্ গুণসম্পন্নো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।
এবমেব মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধনঃ ॥২৬৪
রাবণং সগণং হত্বা দিবমাক্রমতাভিভূঃ।
ইতি দাশরথেঃ খ্যাতঃ প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥২৬৫

(কৃষ্ণাবতারঃ)

ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুর্ভীতানামভয়ঙ্করঃ।
অষ্টাবিংশে যুগে রাজন্ জজ্ঞে শ্রীবৎসলক্ষণঃ ॥২৬৬
পেশলশ্চ বদান্যশ্চ লোকে বহুমতো নৃষু।
স্মৃতিমান্ দেশকালজ্ঞঃ শঙ্খচক্রগদাসিধৃক্ ॥২৬৭
বাসুদেব ইতি খ্যাতো লোকানাং হিতকৃৎ সদা।
বৃষ্ণীনাঞ্চ কুলে জাতো ভূমেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥২৬৮
স নৃণামভয়ং দাতা মধুহেতি স বিশ্রুতঃ।
শকটার্জ্জুনরামাণাং কিল স্থানান্যসূদয়ৎ ॥২৬৯
কংসাদীন্ নিজঘানাজৌ দৈত্যান্ মানুষবিগ্রহান্।
অয়ং লোকহিতার্থায় প্রাদুর্ভাবো মহাত্মনঃ ॥২৭০

(কল্ক্যবতারঃ)

কল্কী বিষ্ণুযশা নাম ভূয়শ্চোৎপৎস্যতে হরিঃ।
কলের্যুগান্তে সম্প্রাপ্তে ধর্ম্মে শিথিলতাং গতে ॥২৭১
পাষণ্ডিনাং গণানাং হি বধার্থং ভরতর্ষভঃ।
ধর্ম্মস্য চ বিবৃদ্ধ্যর্থং বিপ্রাণাং হিতকাম্যয়া ॥২৭২

সদৃশ, আজানুলম্বিতবাহু সুমুখ, সিংহস্কন্ধ মহাবলশালী শ্রীরাম এগার হাজার বৎসর রাজ্য ভোগ ও শাসন করিয়াছিলেন; প্রজাগণের মুখে সর্ব্বদাই "রাম রাম রাম" এই শব্দ শুনা যাইত। রামরাজত্বকালে সমস্ত জগৎ রামময় হইয়াছিল এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ অধিগত করে নাই—এমন কোন দ্বিজাতি রামরাজ্যে ছিল না।২৫৯-২৬২

দণ্ডকারণ্যে চৌদ্দ বৎসর বাস করিয়া পূর্ব্বাপকারী, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের শত্রু পুলস্ত্যতনয় রাবণকে নিজ তেজ, গুণ ও শৌর্য্যে দীপ্যমান শ্রীরাম বধ করত দেবকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুকুলতিলক শ্রীরাম এইরূপে রাবণকে বধ করত পুনরায় স্বধামে গমন করিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত সংক্ষেপে দশরথনন্দন শ্রীরামের পবিত্র কথা বলিলাম।২৬৩-২৬৫

(কৃষ্ণ অবতার।)

অনন্তর এই অষ্টাবিংশ (কলিযুগের সন্ধিতে) যুগে ভীতগণের অভয়দাতা, শ্রীবৎসচিহ্নধারী, পেশল (পরমসুন্দর), বদান্য, সকল লোকের মাননীয়, মেধাবী, দেশকালজ্ঞ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বসুদেব-তনয়রূপে খ্যাত, লোকহিতকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশে অসুরপীড়িত ভূমির ভার অপহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন।২৬৬-২৬৮

তিনি ভীত মনুষ্যগণের অভয়দাতা, মধুহন্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শকট, অর্জ্জুন প্রভৃতি অসুরগণের দুর্দ্দশামোচনকারী এবং কংসাদি মনুষ্যশরীরধারী দৈত্যগণের সংহারকারী। এই সব লোকহিতকর কার্য্যসমূহ সাধন করিবার জন্যই সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।২৬৯-২৭০

এতে চান্যে চ বহবো দিব্যা দেবগণৈর্যুতাঃ।
প্রাদুর্ভাবাঃ পুরাণেষু গীয়ন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥২৭৩

(শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাবঃ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্বাল্য-
লীলাবর্ণনঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্তোঽথ কৌন্তেয়স্ততঃ পৌরবনন্দনঃ।
আবভাষে পুনর্ভীষ্মং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৭৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভূয় এব মনুষ্যেন্দ্র উপেন্দ্রস্য যশস্বিনঃ।
জন্ম বৃষ্ণিষু বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি বদতাং বর ॥২৭৫

যথৈব ভগবান্ জাতঃ ক্ষিতাবিহ জনার্দনঃ।
মাধবেষু মহাবুদ্ধিস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥২৭৬

যদর্থং চ মহাতেজা গাস্ত গোবৃষভেক্ষণঃ।
ররক্ষ কংসস্য বধাল্লোকানামভিরক্ষিতা ॥২৭৭

ক্রীড়তা চৈব যদ্ বাল্যে গোবিন্দেন বিচেষ্টিতম্।
তদা মতিমতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥২৭৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্ততো ভীষ্মঃ কেশবস্য মহাত্মনঃ।
মাধবেষু তদা জন্ম কথয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥২৭৯

ভীষ্ম উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির যথাতথম্।
যতো নারায়ণস্যেহ জন্ম বৃষ্ণিষু কৌরব ॥২৮০

(কল্কী অবতার।)

পুনরায় এই হরি কলিযুগের অন্তে ধর্ম্ম গ্লানি-প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঔরসে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন।২৭১

পাষণ্ড লোকসমূহের বধ, ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণগণের প্রিয় কার্যসাধন করিবার জন্য তাঁহার পুনরায় আবির্ভাব হইবে।২৭২

এই সকল এবং আরও বহুবার দিব্য আবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণের হইয়াছে—ইহা পুরাণসমূহে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ কীর্ত্তন করেন।২৭৩

(শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের)
বাল্যলীলা বর্ণনা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীষ্মকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া পুরুবংশাবতংস কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় ভীষ্মকে বলিলেন।২৭৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! যশস্বী উপেন্দ্র বৃষ্ণিকুলে যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হে বাগ্মিবর! আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। (আপনি দয়া করিয়া তাহা বলুন)।২৭৫

হে পিতামহ! মহাপ্রাজ্ঞ ভগবান্ জনার্দ্দন যেরূপে এই পৃথিবীতে যাদবগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন।২৭৬

বৃষভতুল্য লোচনবিশিষ্ট মহাতেজস্বী সকল লোকের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্ কংসের বধের দ্বারা গো ও ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়াছেন এবং বাল্যকালে ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীগোবিন্দ যে সকল লীলা করিয়াছেন, হে মতিমৎশ্রেষ্ঠ পিতামহ! আপনি সেই সকল লীলা কথা আমাকে বলুন।২৭৭-২৭৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বীর্য্যশালী ভীষ্ম মহাত্মা কেশব যেরূপে যদুকুলে জন্মগ্রহণ ও বাল্যলীলা করিয়াছিলেন, তাহা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন।২৭৯

ভীষ্ম বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! হে কুরুনন্দন! নারায়ণ বৃষ্ণিবংশে যেরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শুন।২৮০

অজাতশত্রো জাতস্তু যথৈব ভুবি ভূমিপঃ।
কীর্ত্যমানং ময়া তাত নিবোধ ভরতর্ষভ ॥২৮১
সাগরাঃ সমকম্পন্ত মুদা চেলুশ্চ পর্বতাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দনে ॥২৮২
শিবাঃ সম্প্রববুর্বাতাঃ প্রশান্তমভবদ্ রজঃ।
জ্যোতীংষি সম্প্রকাশন্তে জায়মানে জনার্দনে ॥২৮৩
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি সস্বনুর্ভৃশমম্বরে।
অভ্যবর্ষংস্তদাগম্য দেবতাঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ ॥২৮৪
গীর্ভির্মঙ্গলযুক্তাভিরস্তুবন্ মধুসূদনম্।
উপতস্থুস্তদা প্রীতাঃ প্রাদুর্ভাবে মহর্ষয়ঃ ॥২৮৫
ততস্তানভিসম্প্রেক্ষ্য নারদপ্রমুখানৃষীন্।
উপানৃত্যন্ পজগুর্গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥২৮৬
উপতস্থে চ গোবিন্দং সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।
অভ্যভাষত তেজস্বী মহর্ষীন্ পূজয়ংস্তদা ॥২৮৭

ইন্দ্র উবাচ।

কৃত্যানি দেবকার্য্যাণি কৃত্বা লোকহিতায় চ।
স্বলোকং লোককৃদ্ দেব পুনর্গচ্ছ স্বতেজসা ॥২৮৮

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মুনিভিঃ সার্দ্ধং জগাম ত্রিদিবেশ্বরঃ।
বসুদেবস্ততো জাতং বালমাদিত্যসংনিভম্।
নন্দগোপকুলে রাজন্ ভয়াৎ প্রাচ্ছাদয়দ্ধরিম্ ॥২৮৯
নন্দগোপকুলে কৃষ্ণ উবাস বহুলাঃ সমাঃ।
ততঃ কদাচিৎ সুপ্তং তং শকটস্য অধঃ শিশুম্ ॥২৯০
যশোদা সম্পরিত্যজ্য জগাম যমুনাং নদীম্।
শিশুলীলাং ততঃ কুর্বন্ স্বহস্তচরণৌ ক্ষিপন্ ॥২৯১
রুরোদ মধুরং কৃষ্ণঃ পাদাবূর্দ্ধং প্রসারয়ন্।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন শকটং ধারয়ন্নথ কেশবঃ ॥২৯২
ততোঽথৈকেন পাদেন পাতয়িত্বা তথা শিশুঃ।
ন্যুব্জঃ পয়োধরাকাঙ্ক্ষী চকার চ রুরোদ চ ॥২৯৩

হে অজাতশত্রো! ভারতশ্রেষ্ঠ! এই ভূমিপাল শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকারে বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ এবং বাল্যলীলা করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি। তুমি শ্রদ্ধার সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।২৮১

শ্রীভগবান্ জনার্দ্দন যখন দেবকীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন সাগর ও পর্ব্বতসমূহ আনন্দে কম্পিত হইয়াছিল. অগ্নিসমূহ স্বয়ংই প্রজ্বলিত হইয়াছিল, মঙ্গলময় বায়ু বহিতেছিল, আকাশে উত্থিত ধূলিসমূহ শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছিল, জ্যোতির্ম্ময় গ্রহনক্ষত্রাদি অধিকতর উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, দেবগণ অন্তরীক্ষে দুন্দুভিবাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিলেন এবং সকল দেবগণ ও মহর্ষিগণ সূতিকাগৃহে একত্রিত হইয়া মঙ্গলময় বাণীর দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন। দেবর্ষি নারদ প্রভৃতিকে ঐরূপ স্তুতি করিতে দেখিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তথায় আসিয়া নৃত্য ও গীতের দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিতেছিলেন।২৮২-২৮৬

সহস্রলোচন স্বয়ং শচীপতি তথায় আসিয়া ভগবানের উপাসনা করিলেন এবং মহর্ষিগণের পূজা করত তেজস্বী ইন্দ্র গোবিন্দকে বলিতে লাগিলেন।২৮৭

ইন্দ্র বলিলেন,—হে জগৎকর্ত্তা! দেবলোকসমূহের হিতের জন্য করণীয় দেবকার্য্যসমূহ নিজতেজে সম্পাদন করত আপনি স্বধামে ফিরিয়া যাইবেন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।২৮৮

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! এই কথা বলিয়া দেবরাজ মুনিগণের সহিত স্বধামে চলিয়া গেলেন। অনন্তর বসুদেব বালককে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দেখিয়া শ্রীহরিকে গোপন করিবার জন্য নন্দকুলে রাখিয়া আসিলেন।২৮৯

শ্রীকৃষ্ণ নন্দকুলে বহু বৎসর বাস করিলেন। অনন্তর একদিন কৃষ্ণ শকটের নীচে নিদ্রিত আছেন। জননী তাঁহাকে ঐভাবে রাখিয়া যমুনায়

পাতিতং শকটং দৃষ্ট্বা ভিন্নভাণ্ডঘটীঘটম্ !
জনাস্তে শিশুনা তেন বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥২৯৪
প্রত্যক্ষং শূরসেনানাং দৃশ্যতে মহদদ্ভুতম্।
পূতনা চাপি নিহতা মহাকায়া মহাস্তনী ॥২৯৫
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং বাসুদেবেন ভারত।
ততঃ কালে মহারাজ সংসক্তৌ রাম-কেশবৌ ॥২৯৬
বিষ্ণুঃ সঙ্কর্ষণশ্চোভৌ রিঙ্গিণৌ সমপদ্যতাম্।
অন্যোন্যকিরণগ্রস্তৌ চন্দ্র-সূর্য্যাবিবাম্বরে ॥২৯৭
বিসর্পয়েতাং সর্ব্বত্র সর্পভোগভুজৌ তদা।
রেজতুঃ পাংশুদিগ্ধাঙ্গৌ রাম-কৃষ্ণৌ তদা নৃপঃ ॥২৯৮
ক্বচিচ্চ জানুভির্ঘৃষ্টৌ ক্রীড়মানৌ ক্বচিদ্ বনে।
পিবন্তৌ দধিকুল্যাশ্চ মথ্যমানে চ ভারত ॥২৯৯

ততঃ স বালো গোবিন্দো নবনীতং তদা ক্ষয়ে
গ্রসমানস্তু তত্রায়ং গোপীভির্দদৃশেঽথ বৈ ॥৩০০
দাম্নাথোলূখলে কৃষ্ণো গোপস্ত্রীভিশ্চ বন্ধিতঃ।
তদাথ শিশুনা তেন রাজংস্তাবর্জুনাবুভৌ ॥৩০১
সমূলবিটপৌ ভগ্নৌ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
তত্রাসুরৌ মহাকায়ৌ গতপ্রাণৌ বভূবতুঃ ॥৩০২
ততস্তৌ বাল্যমুত্তীর্ণৌ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণাবুভৌ।
তস্মিন্নেব ব্রজস্থানে সপ্তবর্ষৌ বভূবতুঃ ॥৩০৩
নীলপীতাম্বরধরৌ পীতশ্বেতানুলেপনৌ।
বভূবতুর্বৎসপালৌ কাকপক্ষধরাবুভৌ ॥৩০৪
পর্ণবাদ্যং শ্রুতিসুখং বাদয়ন্তৌ বরাননৌ।
শুশুভাতে বনগতাবুদীর্ণাবিব পন্নগৌ ॥৩০৫

গেলেন। তখন ভগবান্ শিশুলীলার অভিনয় করিবার জন্য হাত পা ছুড়িয়া মধুরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি তখন পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শকট ধারণ করিয়া এক পদাঘাতে উহাকে নীচে ফেলিয়া দিলেন এবং স্তন্যপানের ইচ্ছায় মুগ্ধ অবস্থায় রোদন করিতে লাগিলেন।২৯০-২৯৩

অন্যান্য লোক শিশুকে শকট নিপাতিত করিতে এবং শকটের আঘাতে ভাণ্ড, ঘট ও ঘটীসমূহ চূর্ণ হইতে দেখিয়া পরম বিস্মিত হইল।২৯৪

ভারত! শূরসেনবংশীয় সকলের চোখের সম্মুখেই মহাস্তনী মহাকায়া পূতনা নিহতা হইল। দেবগণও স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তারপর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে একটু বড় হইয়া হামাগুড়ি দিতে লাগিলেন। সাপের ন্যায় বাহুবিশিষ্ট রাম ও শ্রীকৃষ্ণ লিধূসরিত হইয়া এদিক ওদিক বেড়াইতেন। তখন অকাশে যুগপৎ উদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের দেখাইত।২৯৫-২৯৭

কখনও জানুর দ্বারা মৃত্তিকা ঘর্ষণ করত রাম ও কৃষ্ণ বনের মধ্যে খেলা করিতেন, কখনও মথ্যমান দধিভাণ্ড হইতে দধি চুমুক দিয়া খাইতেন।২৯৮

অনন্তর বালক গোবিন্দ ঘরের মধ্যে নবনীত (ননী) চুরি করিয়া খাইতেছিলেন, এমন সময় গোপীগণ তাহাকে দেখিয়া ফেলিল। যশোদা তখন গোপীগণের সহিত উদূখলে বাঁধিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! তখন শিশু গোবিন্দ সেই অবস্থায় দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষকে উৎপাটিত করিলেন, ইহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। সেই বৃক্ষাঘাতে সেখানে মহাকায়বিশিষ্ট দুইটী অসুর নিহত হইল।২৯৯-৩০১

তারপর কাকপক্ষ (জুলপী)-ধারী কৃষ্ণ ও সঙ্কর্ষণ (বলরাম) বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিলেন। বলরাম নীলবর্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং উভয়ে পীত ও শ্বেতবর্ণের অনুলেপন লাগাইয়া বৎসচারণ করিতে লাগিলেন।৩০২-৩০৩

রাম ও কৃষ্ণ গোবৎসচারণকালে কখনও শ্রুতিসুখকর পত্র নির্ম্মিত বাঁশী বাজাইতেন, কখনও

ময়ূরাঙ্গজকর্ণৌ তৌ পল্লবাপীড়ধারিণৌ।
বনমালাপরিক্ষিপ্তৌ সালপোতাবিবোদ্গতৌ ॥৩০৬
অরবিন্দকৃতাপীডৌ রজ্জুযজ্ঞোপবীতিনৌ।
শিক্যতুম্বধরৌ বীরৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ ॥৩০৭
কচিদ্ বসন্তাবন্যোন্যং ক্রীড়মানৌ কচিদ্ বনে।
পর্ণশয্যাস্ত সংসুপ্তৌ কচিন্নিদ্রান্তরৈষিণৌ ॥৩০৮
তৌ বৎসান্ পালয়ন্তৌ হি শোভয়ন্তৌ মহদ্ বনম্
চঞ্চূর্যন্তৌ রমন্তৌ স্ম রাজমেবং তদা শুভৌ ॥৩০৯
ততৌ বৃন্দাবনং গত্বা বসুদেবসুতাবুভৌ।
গোব্রজং তত্র কৌন্তেয় চারয়ন্তৌ বিজহ্রতুঃ ॥৩১০

[কালিয়দমনং, ধেনুকাসুরারিষ্টাসুর-কংসপ্রভৃতীনাং বধঃ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাময়োর্বিদ্যাভ্যাসঃ, গুরুদক্ষিণা-রূপেণ মৃতগুরুপুত্রেশ্চ জীবনদানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ কদাচিদ্ গোবিন্দো জ্যেষ্ঠং সঙ্কর্ষণং বিনা।
চচার তদ্ বনং রম্যং রম্যরূপো বরাননঃ ॥৩১১
কাকপক্ষধরঃ শ্রীমান্ শ্যামঃ পদ্মনিভেক্ষণঃ।
শ্রীবৎসেনোরসা যুক্তঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্মণা ॥৩১২
রজ্জুযজ্ঞোপবীতী স পীতাম্বরধরো যুবা।
শ্বেতগন্ধেন লিপ্তাঙ্গো নীলকুঞ্চিতমূর্ধজঃ ॥৩১৩
রাজতে বর্হিপত্রেণ মন্দমারুতকম্পিনা।
কচিদ্ গায়ন্ কচিৎ ক্রীড়ন্ কচিন্নৃত্যন্ কচিদ্ধসন্ ॥
গোপবেষঃ স মধুরং গায়ন্ বেণুঞ্চ বাদয়ন্।
প্রহ্লাদনার্থং তু গবাং কচিদ্ বনগতো যুবা ॥৩১৫
গোকুলে মেঘকালে তু চচার দ্যুতিমান্ প্রভুঃ।
বহুরম্যেষু দেশেষু বনস্য বনরাজিষু ॥৩১৬
তাসু কৃষ্ণো মুদং লেভে ক্রীড়য়া ভরতর্ষভ।
স কদাচিদ্ বনে তস্মিন্ গোভিঃ সহ পরিব্রজন্ ॥৩১৭
ভাণ্ডীরং নাম দৃষ্ট্বাথ ন্যগ্রোধং কেশবো মহান্।
তচ্ছায়ায়াং নিবাসায় মতিং চক্রে তদা প্রভুঃ ॥৩১৮

ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা কর্ণের ভূষণ, কখনও বা পাতার মুকুট মস্তকে ধারণ করিতেন; কখনও বনমালা কখনও কমলের মালা গলে পরিতেন; এইরূপে কখনও নবোদ্গত শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত দুই ভাই রজ্জুর যজ্ঞোপবীত পরিধান করত বেণুবাদন করিতে করিতে বনমধ্যে খেলা করিতেন এবং কখনও পরস্পর খেলা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পর্ণশয্যায় নিদ্রা যাইতেন ।৩০৬-৩০৮

হে রাজন্! সেই বসুদেবপুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণ গোচারণ ছলে বৃন্দাবনের বনভূমিকে পরিশোভিত করিয়া কখনও কখনও এদিক ওদিক বিচরণ করত পরম আনন্দ অনুভব করিতেন এবং গোপবালক-গণকেও আনন্দ দিতেন ।৩০৯-৩১০

[কালিয়দমন, ধেনুক, অরিষ্ট, কংস প্রভৃতি অসুর-গণের বধ, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিদ্যাশিক্ষা, গুরু-দক্ষিণারূপে গুরুর মৃতপুত্রের জীবন দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—অনন্তর সুমুখ গোবিন্দ কখনও কখনও জ্যেষ্ঠ সঙ্কর্ষণ বিনা একাকী সুন্দরবেষে বনমধ্যে বিচরণ করিতেন। কাকপক্ষ (জুলপী)-ধারী, শ্যামবর্ণ, কমললোচন, শ্রীবৎস চিহ্নধারী, শশাঙ্কসুন্দর, রজ্জুযজ্ঞোপবীতধারী, পীতবর্ণপরিধায়ী, শ্বেতচন্দনলিপ্তাঙ্গ, নীলকুঞ্চিতকেশবিশিষ্ট, মন্দবায়ু-সঞ্চালিত ময়ূরপুচ্ছধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোথাও গান করত কোথাও ক্রীড়া করত, কোথাও বা নৃত্য করিয়া কোথাও হাস্যরস সৃষ্টি করিতে করিতে বৃন্দাবনে বিচরণ করিতেন ৩১১-৩১৪

গোপবেশধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোসমূহের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য মধুর সুরে গান ও বেণুবাদন করিতে করিতে বনমধ্যে গমন করিতেন। বর্ষাকালে জ্যোতির্ম্ময় প্রভু ভগবান্ গোকুলে বহু রমণীয় বনে

স তত্র বয়সা তুল্যৈঃ বৎসপালৈঃ সহানঘ।
রেমে স দিবসান্ কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গপুরে তথা ॥৩১৯

তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনঃ।
রময়ন্তি স্ম বহবো মান্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা ॥৩২০

অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপা মুদিতমানসাঃ।
গোপালাঃ কৃষ্ণমবান্যে গায়ন্তি স্ম বনপ্রিয়াঃ ॥৩২১

তেষাং সংগায়তামেব বাদয়ামাস কেশবঃ।
পর্ণবাদ্যান্তরে বেণুং তুম্বং বীণাঞ্চ তত্র বৈ ॥৩২২

এবং ক্রীড়ান্তরৈঃ কৃষ্ণো গোপালৈর্বিজহার সঃ।
তেন বালেন কৌন্তেয় কৃতং লোকহিতং তদা ॥৩২৩

পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবেন ভারত।
হ্রদে নীলবনে তত্র ক্রীড়িতং নাগমূর্দ্ধনি ॥৩২৪

কালিয়ং শাসয়িত্বা তু সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
বিজহার ততঃ কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্ ॥৩২৫

ধেনুকো দারুণো দৈত্যো রাজন্ রাসভবিগ্রহঃ।
তদা তালবনে রাজন্ বলদেবেন বৈ হতঃ ॥৩২৬

ততঃ কদাচিৎ কৌন্তেয় রাম-কৃষ্ণৌ বনং গতৌ।
চারয়ন্তৌ প্রবৃদ্ধানি গোধনানি শুভাননৌ ॥৩২৭

বিহরন্তৌ মুদা যুক্তৌ বীক্ষমাণৌ বনানি বৈ।
বিহরন্তৌ প্রগায়ন্তৌ বিচিন্বন্তৌ চ পাদপান্ ॥৩২৮

নামভির্ব্যাহরন্তৌ চ বৎসান্ গাশ্চ পরন্তপৌ।
চেরতুর্লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিরপরাজিতৌ ॥৩২৯

তৌ দেবৌ মানুষীং দীক্ষাং বহন্তৌ সুরপূজিতৌ।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনম্ ॥৩৩০

ও দেশে বিচরণ ও ক্রীড়া করত পরম আনন্দ লাভ করিতেন। হে ভরতর্ষভ! একসময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস লইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে ভাণ্ডীর-নামক এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া উহার ছায়াতে বাস করিতে মনস্থির করিলেন এবং সমানবয়স্ক গোবালকগণের সহিত স্বর্গপুরীসদৃশ সেই স্থানে কয়েকদিন আনন্দে বিহার করিলেন ৩১৫ ৩১৯

ভাণ্ডীরবাসী গোপবালকগণ ক্রীড়ারত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নানাপ্রকার মাননীয় ক্রীড়ার দ্বারা তাঁহার চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।৩২০

কতিপয় গোবালক কৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত এবং কতিপয় অন্য বিষয়ক সঙ্গীতের দ্বারা স্বয়ং আনন্দে নিমগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দদান করিতে লাগিলেন। তাহারা যখন গাহিতেছিল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বেণু, তুম্বুরু, বীণা প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন।৩২১-৩২২

হে কৌন্তেয়! এইরূপে বালক কৃষ্ণ গোপবালক-গণের সহিত বৃন্দাবনে বিহার করিতে করিতে অনেক লোকহিতকরকার্য্য করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সকল লীলা তত্রত্য সকল প্রাণীই দেখিয়াছে।

খেলা করিতে করিতে নীপবনমধ্যস্থ কালিয় হ্রদে কালিয় নাগের মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্য করত তাহাকে শাসন করিয়াছেন।

কালিয়নাগকে দমন করিয়া সর্ব্বলোকের সমক্ষেই একদা বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বিহার করিতেছিলেন। এমন সময় বৃন্দাবনস্থ তালবন মধ্যে ধেনুক নামে গর্দ্দভরূপধারী এক দৈত্য আসিয়া তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায় বলদেব তাহাকে বধ করিলেন।৩২৩-৩২৬

অনন্তর শুভানন রাম ও কৃষ্ণ গোবৎস চারণ ও বনের শোভা দর্শন করিতে করিতে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। কখনও হাস্য পরিহাস, কখনও বৃক্ষসমূহের গণনা, কখনও বা বৎসগণকে নাম ধরিয়া আহ্বান এবং লোকপ্রসিদ্ধ খেলাসমূহ খেলিতে খেলিতে বনমধ্যে বিহার করিতেছিলেন। রাম ও কৃষ্ণরূপ দেবতাযুগল দেবগণেরও পূজনীয় হইলেও মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হওয়ায়

ততঃ কৃষ্ণো মহাতেজাস্তদা গত্বা তু গোব্রজম্।
গিরিযজ্ঞং তমেবৈষ প্রকৃতং গোপদারকৈঃ ॥৩৩১

বুভুজে পায়সং শৌরিরীশ্বরঃ সর্বভূতকৃৎ।
তং দৃষ্ট্বা গোপকাঃ সর্বে কৃষ্ণমেব সমর্চয়ন্ ॥৩৩২

পূজ্যমানস্ততো গোপৈর্দিব্যং বপুরধারয়ৎ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনো নাম সপ্তাহং পর্বতস্তদা ॥৩৩৩

শিশুনা বাসুদেবেন গবার্থমরিমর্দন।
ক্রীড়মানস্তদা কৃষ্ণঃ কৃতবান্ কর্ম দুষ্করম্ ॥৩৩৪

তদদ্ভুতমিবাত্রাসীৎ সর্বলোকস্য ভারত।
দেবদেবঃ ক্ষিতিং গত্বা কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা মুদান্বিতঃ ॥৩৩৫

গোবিন্দ ইতি তং হ্যুক্ত্বা হ্যভ্যষিঞ্চৎ পুরন্দরঃ।
ইত্যুক্ত্বাশ্লিষ্য গোবিন্দং পুরুহূতোঽভ্যযাদ্ দিবম্ ॥৩৩৬

মনুষ্যজাত্যুচিত গুণবিশিষ্ট ক্রীড়াসমূহেরই বন বিহার কালে অনুকরণ করিতেন।৩২৭-৩৩০

অনন্তর মহাতেজস্বী যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন করত গোপবালকগণের আরভ্যমাণ গিরিযজ্ঞের পায়সরূপ হবিঃ স্বয়ংই ভক্ষণ করিলেন; তাহা দেখিয়া গোপগণ শ্রীকৃষ্ণেরই অর্চনা করিলেন (তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র অসন্তুষ্ট হইয়া প্রবল বারি বর্ষণ করত সমস্ত গোষ্ঠ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে) ভগবান কৃষ্ণ দিব্য শরীর ধারণপূর্ব্বক এক সপ্তাহ কাল (একহস্তে) গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিলেন; তাহাতে দেবরাজের গর্ব্ব নষ্ট হইল। খেলা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণরূপ যে দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, তাহাতে সকলেই বিস্মিত হইল। সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রও স্বয়ং আনন্দিত হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করত শ্রীকৃষ্ণকে গোবিন্দ-জ্ঞানে অভিষেক করিলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন করত পুরুহূত (ইন্দ্র) পুনরায় স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন।৩৩১-৩৩৬

অথারিষ্ট ইতি খ্যাতং দৈত্যং বৃষভবিগ্রহম্।
জঘান তরসা কৃষ্ণঃ পশূনাং হিতকাম্যয়া ॥৩৩৭

কেশিনং নাম দৈত্যেয়ং রাজন্ বৈ হয়বিগ্রহম্।
তথা বনগতং পার্থ গজায়ুতবলং হয়ম্ ॥৩৩৮

প্রহিতং ভোজপুত্রেণ জঘান পুরুষোত্তমঃ।
আন্ধ্রং মল্লঞ্চ চাণূরং নিজঘান মহাসুরম্ ॥৩৩৯

সুনামানমমিত্রঘ্নং সর্বসৈন্যপুরস্কৃতম্।
বালরূপেণ গোবিন্দো নিজঘান চ ভারত ॥৩৪০

বলদেবেন চায়ত্তঃ সমাজে মুষ্টিকো হতঃ।
ত্রাসিতশ্চ তদা কংসঃ স হি কৃষ্ণেন ভারত ॥৩৪১

ঐরাবতং যুযুৎসন্তং মাতঙ্গানামিবর্ষভম্।
কৃষ্ণঃ কুবলয়াপীড়ং হতবাংস্তস্য পশ্যতঃ ॥৩৪২

হত্বা কংসমমিত্রঘ্নঃ সর্বেষাং পশ্যতাং তদা।
অভিষিচ্যোগ্রসেনং তং পিত্রোঃ পাদমবন্দত ॥৩৪৩

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পশুগণের হিতকামনায় বৃষভ-রূপধারী অরিষ্টনামক দৈত্য এবং অশ্বরূপধারী কেশীনামক অযুত হস্তীর বলসম্পন্ন কংসপ্রেরিত কেশী দৈত্যকে অনায়াসে বধ করিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বালক বয়সেই (কংসের ধনুর্যজ্ঞে) অন্ধ্রদেশীয় চাণূরনামক মল্লকে সকল সৈন্যের সহিত বধ করিলেন।৩৩৭-৩৩৯

ধনুর্যজ্ঞে সকলের সমক্ষে বলদেব মুষ্টিকনামক মল্লকে নিজ আয়ত্তে আনিয়া বধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসের সম্মুখেই মাতঙ্গশ্রেষ্ঠ ঐরাবতের ন্যায় যুদ্ধকুশলী কুবলয়াপীড়নামক কংসের হস্তীকে বধ করিয়া কংসের ত্রাস উৎপাদন করিলেন।৩৪০-৩৪২

তারপর তিনি সকলের সমক্ষেই কংসকে বধ করত উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পিতা বসুদেবকে ও মাতা দেবকীকে কারামুক্ত করত তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলেন।৩৪৩

এবমাদীনি কর্ম্মাণি কৃতবান্ বৈ জনার্দনঃ।
উবাস কতিচিৎ তত্র দিনানি সহলায়ুধঃ ॥৩৪৪
ততস্তৌ জগ্মতুস্তাত গুরুং সান্দীপনিং পুনঃ।
গুরুশুশ্রূষয়া যুক্তৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ ধর্ম্মচারিণৌ ॥৩৪৫
ব্রতমুগ্রং মহাত্মানৌ বিচরন্তাবতিষ্ঠতাম্।
অহোরাত্রচতুঃষষ্ট্যা ষড়ঙ্গং বেদমাপতুঃ ॥৩৪৬
লেখ্যঞ্চ গণিতং চোভৌ প্রাপ্নুতাং যদুনন্দনৌ।
গান্ধর্ববেদং বৈদ্যঞ্চ সকলং সমবাপতুঃ ॥৩৪৭
হস্তিশিক্ষামশ্বশিক্ষাং দ্বাদশাহেন চাপতুঃ।
তাবুভৌ জগ্মতুর্বীরৌ গুরুং সান্দীপনিং পুনঃ ॥৩৪৮
ধনুর্বেদচিকীর্ষার্থং ধর্ম্মজ্ঞৌ ধর্ম্মচারিণৌ।
তাবিষ্বস্ত্রবরাচার্য্যমভিগম্য প্রণম্য চ ॥৩৪৯
তেন তৌ সৎকৃতৌ রাজন্ বিচরন্তাববন্তিষু।
পঞ্চাশদ্ভিরহোরাত্রৈর্দশাঙ্গং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩৫০
সরহস্যং ধনুর্বেদং সকলং তাববাপতুঃ।
দৃষ্ট্বা কৃতাস্ত্রৌ বিপ্রেন্দ্রো গুর্বর্থে তাবচোদয়ৎ ॥৩৫১
অযাচতার্থং গোবিন্দং ততঃ সান্দীপনির্বিভুঃ।

সান্দীপনিরুবাচ।

মম পুত্রঃ সমুদ্রেঽস্মিংস্তিমিনা চাপবাহিতঃ ॥৩৫২
পুত্রমানয় ভদ্রং তে ভক্ষিতং তিমিনা মম।
আর্ত্তায় গুরবে তত্র প্রতিশুশ্রাব দুষ্করম্ ॥৩৫৩

ভীষ্ম উবাচ।

অশক্যং ত্রিষু লোকেষু কর্ত্তুমন্যেন কেনচিৎ।
যশ্চ সান্দীপনেঃ পুত্রং জঘান ভরতর্ষভ ॥৩৫৪
সোঽসুরঃ সমরে তাভ্যাং সমুদ্রে বিনিপাতিতঃ।
ততঃ সান্দীপনেঃ পুত্রঃ প্রসাদাদমিতৌজসঃ ॥৩৫৫
দীর্ঘকালং গতঃ প্রেতং পুনরাসাচ্ছরীরবান্।
তদশক্যমচিন্ত্যং চ দৃষ্ট্বা সুমহদদ্ভুতম্ ॥৩৫৬
সর্বেষামেব ভূতানাং বিস্ময়ঃ সমজায়ত।
ঐশ্বর্য্যাণি চ সর্বাণি গবাশ্বং চ ধনানি চ ॥৩৫৭

এইরূপ অদ্ভুত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত মথুরায় কিছু দিন বাস করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মানুসারে আচরণকারী শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনিমুনির নিকট উপস্থিত গুরুশুশ্রূষাপর ও অত্যুগ্রব্রত ধারণপূর্ব্বক চৌষট্টি দিনে ষড়ঙ্গসহিত সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিলেন।

পত্র ও প্রবন্ধরচনা, গণিতশাস্ত্র, সঙ্গীত ও চিকিৎসা বিদ্যাকেও ঐ সময়ের মধ্যেই অধিগত করিলেন ॥৩৪৪-৩৪৭

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দ্বাদশ দিনের মধ্যে হস্তিযুদ্ধ ও অশ্বযুদ্ধ শিক্ষা করিয়া ধনুর্ব্বেদশিক্ষার জন্য পুনরায় সান্দীপনিমুনির নিকট গমন করিলেন। অবন্তিনগরস্থ সান্দীপনিমুনিকে অভিবাদন, শুশ্রূষা প্রভৃতির দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া কলার সহিত বর্ত্তমান সরহস্য দশাঙ্গ ধনুর্বিদ্যা পঞ্চাশৎ দিনের মধ্যে অধিগত করিলেন। অনন্তর সেই বিপ্রবর তাঁহাদিগকে গুরুদক্ষিণার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাদের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলেন ॥৩৪৮-৩৫১

সান্দীপনি মুনি বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তোমাদের মঙ্গল হউক। আমার পুত্রকে এই সমুদ্রে তিমি ভক্ষণ করিয়াছে। তোমরা আমার সেই তিমিভক্ষিত পুত্রকে আনিয়া দাও।

ভীষ্ম বলিলেন,—দুঃখার্ত্ত গুরুর নিকট শ্রীকৃষ্ণ সেই দুষ্কর কর্ম্ম করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, যাহা এই ত্রিলোকে অন্য কাহারও দ্বারা করা সম্ভবপর ছিল না।

যে অসুর সান্দীপনি মুনির পুত্রকে বধ করিয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে তাহাকে সমুদ্রমধ্যে নিপাতিত করিলেন। সান্দীপনি মুনির পুত্র দীর্ঘকাল মৃত হইলেও অমিততেজা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সে পুনরায় শরীরধারণ পূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হইল।

সর্বং তদুপজহ্রাতে গুরবে রাম-কেশবৌ।
ততস্তং পুত্রমাদায় দদৌ চ গুরবে প্রভুঃ ॥৩৫৮

তং দৃষ্ট্বা পুত্রমায়ান্তং সন্দীপনিপুরে জনাঃ।
অশক্যমেতৎ সর্বেষামচিন্ত্যমিতি মেনিরে ॥৩৫৯

কশ্চ নারায়ণাদন্যশ্চিন্তয়েদিদমদ্ভুতম্।
গদাপরিঘযুদ্ধেষু সর্বাস্ত্রেষু চ কেশবঃ ॥৩৬০

পরমাং মুখ্যতাং প্রাপ্তঃ সর্বলোকেষু বিশ্রুতঃ।
ভোজরাজতনুজোঽপি কংসস্তাত যুধিষ্ঠির ॥৩৬১

অস্ত্রজ্ঞানে বলে বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যসমোঽভবৎ।
তস্য ভোজপতেঃ পুত্রাদ্ ভোজরাজ্য-
বিবর্দ্ধনাৎ ॥৩৬২

উদ্বিজন্তে স্ম রাজানঃ সুপর্ণাদিব পন্নগাঃ।
চিত্রকার্মুকানস্ত্রিংশবিমলপ্রাসযোধিনঃ ॥৩৬৩

শতং শতসহস্রাণি পাদাতাস্তস্য ভারত।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্ ॥৩৬৪

অভবন্ ভোজরাজস্য জাম্বূনদময়ধ্বজাঃ।
স্ফুরৎকাঞ্চনকক্ষ্যাস্তু গজাস্তস্য যুধিষ্ঠির ॥৩৬৫

তাবন্ত্যেব সহস্রাণি গজানামনিবর্ত্তিনাম্।
তে চ পর্বতসঙ্কাশাশ্চিত্রধ্বজপতাকিনঃ ॥৩৬৬

বভূবুর্ভোজরাজস্য নিত্যং প্রমুদিতা গজাঃ।
স্বলঙ্কৃতানাং শীঘ্রাণাং করেণূনাং যুধিষ্ঠির।
অভবদ্ ভোজরাজস্য দ্বিস্তাবদ্ধি মহদ্ বলম্ ॥৩৬৭

ষোড়শাশ্বসহস্রাণি কিংশুকাভানি তস্য বৈ।
অপরস্তু মহাব্যূহঃ কিশোরাণাং যুধিষ্ঠির ॥৩৬৮

আরোহবরসম্পন্নো দুর্দ্ধর্ষঃ কেনচিদ্ বলাৎ।
স চ ষোড়শসাহস্রঃ কংসভ্রাতৃপুরঃসরঃ ॥৩৬৯

সুনামা সদৃশস্তেন স কংসং পর্য্যপালয়ৎ।
য আসন্ সর্ববর্ণাস্তু হয়াস্তস্য যুধিষ্ঠির ॥৩৭০

স গণো মিশ্রমো নাম ষষ্টিসাহস্র উচ্যতে।
কংসরোষমহাবেগাং ধ্বজানুপমহাক্রমাম্ ॥৩৭১

এইরূপ অশক্য আচিন্ত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেখিয়া সকল প্রাণীরই বিস্ময় উৎপন্ন হইল।

রাম ও শ্রীকৃষ্ণ গুরু সান্দীপনিমুনিকে যথেষ্ট গো, অশ্ব, ধন ও ঐশ্বর্য্য সহ পুত্রকে প্রদান করিলে পুরস্থ সকল লোক ঐ পুত্রকে আসিতে দেখিয়া এই কার্য্যকে অন্যের অসাধ্য ও অচিন্ত্য বলিয়া মনে করিলেন।৩৫২-৩৫৯

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন—যিনি গদা ও পরিঘ যুদ্ধে পারদর্শী এবং সর্ব্বাস্ত্রে সর্ব্বলোকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই নারায়ণ ব্যতিরেকে অন্য কে এইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন ?

হে যুধিষ্ঠির। ভোজরাজ পুত্র কংসও অস্ত্রবিদ্যা, বল ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য ছিলেন।

ভোজরাজতনয় কংস যখন নিজ শক্তিতে রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিলেন, তখন গরুড় হইতে সর্পগণের ন্যায় অন্যান্য রাজগণ কংস হইতে উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন।

ধনুঃ, খড়্গ, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রযুদ্ধে পারদর্শী, এরূপ এককোটি পদাতিক সৈন্য কংসের ছিল। এতদ্ব্যতীত কংসের সুবর্ণময় ধ্বজবিশিষ্ট আট লক্ষ বীর রথী এবং উঁহার সমসংখ্যক যুদ্ধহস্তী ছিল। হস্তিসমূহ পর্ব্বততুল্য বৃহৎ ও উচ্চ, বিচিত্র ধ্বজ ও পতাকাসমূহে পারশোভিত এবং নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও প্রচুর আহারে পরিতৃপ্ত ছিল। এইসকল হস্তীর দ্বারা দুইটী বৃহৎ হস্তিবাহিনী তৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ষোল হাজার কিংশুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ অশ্বের দ্বারা একটী বৃহৎ অশ্ববাহিনীও তাঁহার ছিল। এই সকল অশ্বের পরিচালন ও আরোহণে পারদর্শী ষোল হাজার

মত্তদ্বিপমহাগ্রাহাং বৈবস্বতবশানুগাম্।
শস্ত্রজালমহাফেনাং সাদিবেগমহাজলাম্ ॥৩৭২

গদাপরিঘপাঠিনাং নানাকবচশৈবলাম্।
রথনাগমহাবর্ত্তাং নানারুধিরকর্দমাম্ ॥৩৭৩

চিত্রকার্মুককল্লোলাং রথাশ্বকলিলহ্রদাম্।
মহামৃধনদীং ঘোরাং যোধাবর্তননিঃস্বনাম্ ॥৩৭৪

কো বা নারায়ণাদন্যঃ কংসহন্তা যুধিষ্ঠির।
এষ শক্ররথে তিষ্ঠং স্তাশ্চনীকানি ভারত ॥৩৭৫

ব্যধমদ্ ভোজপুত্রস্য মহাভ্রাণীব মারুতঃ।
তং সভাস্থং সহামাত্যং হত্বা কংসং সহান্বয়ম্ ॥৩৭৬

মানয়ামাস মানার্হাং দেবকীং সসুহৃদ্গণাম্।
যশোদাং রোহিণীং চৈব অভিবাদ্য পুনঃ পুনঃ ॥৩৭৭

উগ্রসেনঞ্চ রাজানমভিষিচ্য জনার্দনঃ।
অর্চিতো যদুমুখ্যৈশ্চ ভগবান্ বাসবানুজঃ ॥৩৭৮

ততঃ পার্থিবমায়ান্তং সহিতং সর্বরাজভিঃ।
সরস্বত্যাং জরাসন্ধমজয়ৎ পুরুষোত্তমঃ ॥৩৭৯

[সসৈন্যস্য নরকাসুরস্য বধঃ, দেবতাদীনাং ষোড়শ-সহস্রকন্যানাং পত্নীত্বং স্বীকৃত্য শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং দ্বারকায়াং প্রেষণম্, ইন্দ্রলোকং গত্বা অদিতয়ে কুণ্ডলং সমর্প্য শ্রীকৃষ্ণস্য পুনঃ দ্বারকায়াং প্রত্যাবর্তনঞ্চ।]

ভীষ্মঃ উবাচ।

শূরসেনপুরং ত্যক্ত্বা সর্বযাদবনন্দনঃ।
দ্বারকাং ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রত্যপদ্যত কেশবঃ ॥৩৮০

কিশোর বয়স্ক যোদ্ধা ছিল, কংসের ভ্রাতা সুনামাই উহাদের সকলের নেতা ছিল; সুনামা কংসের মতনই বলবান্ ছিল। উহারা সকলে সর্ব্বদাই কংসকে রক্ষা করিত। ইহা ব্যতীত আরও বাট্ হাজার সর্ব্ববর্ণের অশ্বের দ্বারা নির্ম্মিত মিশ্রক একটী অশ্ববাহিনীও ছিল।

কংসরোষরূপ মহাবেগময়ী, ধ্বজরূপ তটবর্ত্তী মহাবৃক্ষযুক্তা মত্তহস্তীরূপ মহাকুম্ভীরময়ী, যমবশবর্ত্তিনী, শস্ত্রজালরূপ মহাফেনময়ী, নানাপ্রকার কবচরূপ শৈবালময়ী, সাদি (আরোহি)-বেগরূপ মহাজলময়ী, গদা ও পরিঘরূপ পাঠীনমৎস্যময়ী, রথ ও হস্তীরূপ মহাবর্ত্তময়ী, নানারুধিররূপ কর্দ্দমময়ী, বিচিত্র ধনুরূপ-কল্লোলময়ী, রথ ও অশ্বে আলোড়িত হ্রদময়ী, যোদ্ধ-গণের হুঙ্কাররূপ মহাশব্দময়ী ভীষণা যুদ্ধে মহাযুদ্ধময়ী নদী নারায়ণ ভিন্ন অন্য কে উত্তীর্ণ হইতে পারিত এবং নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ কংসকে বধ করিতে সক্ষম হইত? হে যুধিষ্ঠির! এই শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্ররথে আরোহণপূর্ব্বক ভোজতনয়ের সেই সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে মহামেঘসমূহকে বায়ুর ন্যায় বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং সভাস্থিত কংসকে অমাত্যবৃন্দ ও পুত্রগণের সহিত সবংশে বধ করত সুহৃদ্গণের সহিত মাননীয়া দেবকীকে সম্মানিত করিয়াছেন। অনন্তর যশোদা ও রোহিণীকে পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করত জনার্দ্দন উগ্রসেনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া ভগবান্ উপেন্দ্র সকল যদুমুখ্যগণের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াছেন।৩৬০-৩৭৮

তারপর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সকল রাজগণের সহিত যুদ্ধার্থ আগত জরাসন্ধকে সরোবর ও হ্রদে পূর্ণ যমুনা নদীর তীরে (বহুবার) পরাজিত করিয়াছেন।৩৭৯

[সসৈন্যে নরকাসুরের বধ, দেবতা প্রভৃতির ষোড়শ সহস্র কন্যাকে পত্নীরূপে স্বীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক তাহাদিগকে দ্বারকায় প্রেরণ এবং ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া অদিতিকে কুণ্ডল প্রদান করত দ্বারকায় প্রত্যাগমন।]

ভীষ্ম বলিলেন—যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী

প্রত্যপদ্যত যানানি রত্নানি চ বহূনি চ।
যথার্হং পুণ্ডরীকাক্ষো নৈঋর্তান্ প্রতিপালয়ন্ ॥৩৮১

তত্র বিঘ্নং চরন্তি স্ম দৈতেয়াঃ সহ দানবৈঃ।
তান্ জঘান মহাবাহুঃ বরমত্তান্ মহাসুরান্ ॥৩৮২

স বিঘ্নমকরোৎ তত্র নরকো নাম নৈঋর্তঃ।
ত্রাসনঃ সুরসঙ্ঘানাং বিদিতো যঃ প্রভাবতঃ ॥৩৮৩

স ভূম্যাং মূর্তিলিঙ্গস্থঃ সর্বদেবাসুরান্তকঃ।
মানুষাণামৃষীণাঞ্চ প্রতীপমকরোৎ তদা ॥৩৮৪

ত্বষ্টুর্দুহিতরং ভৌমঃ কশেরুমগমৎ তদা।
গজরূপেণ জগ্রাহ রুচিরাঙ্গীং চতুর্দশীম্ ॥৩৮৫

প্রমথ্য চ জহারৈতাং হৃত্বা চ নরকোঽব্রবীৎ।
নষ্টশোকভয়াবাধঃ প্রাগ্জ্যোতিষপতিস্তদা ॥৩৮৬

নরক উবাচ।

যানি দেব-মনুষ্যেষু রত্নানি বিবিধানি চ।
বিভর্তি চ মহী কৃৎস্না সাগরেষু চ যদ্ বসু ॥৩৮৭

অদ্যপ্রভৃতি তদ্ দেবি সহিতাঃ সর্বনৈঋর্তাঃ।
তবৈবোপহরিষ্যন্তি দৈত্যাশ্চ সহ দানবৈঃ ॥৩৮৮

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুত্তমরত্নানি বহূনি বিবিধানি চ।
স জহার তদা ভৌমঃ স্ত্রীরত্নানি চ ভারত ॥৩৮৯

গন্ধর্বাণাঞ্চ যাঃ কন্যা জহার নরকো বলাৎ।
যাশ্চ দেবমনুষ্যাণাং সপ্ত চাপ্সরসাং গণাঃ ॥৩৯০

চতুর্দশ সহস্রাণাং চৈকবিংশচ্ছতানি চ।
একবেণীধরাঃ সর্বা সতাং মার্গমনুব্রতাঃ ॥৩৯১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শূরসেন পুরী মথুরাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করিলেন।৩৮০

কমলনয়নকৃষ্ণ বহু রাক্ষরূপী অসুর ও দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়া বহু যান, বাহন ধন ও রত্ন সংগ্রহ করিলেন।৩৮১

যে সকল বরমত্ত অসুর ও দৈত্য ধর্ম্মবিঘ্ন সম্পাদন করিতেছিল, সেই সকল মহাসুরকেই তিনি যুদ্ধে বধ করিয়াছেন।৩৮২

তাহাদের মধ্যে নরকাসুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নরকাসুর বরমদে মত্ত হইয়া নিজ তেজপ্রভাবে দেবতাগণেরও ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। সে ভূমির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সকল দেবতা ও অসুরের নিকট যমস্বরূপ ছিল এবং ঋষি ও মানুষগণের উপর অত্যাচার করিতেছিল।৩৮৩-৩৮৪

সেই ভূমিপুত্র নরকাসুর ত্বষ্টার কন্যা চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া সুন্দরী কশেরুকে গজরূপ ধারণ করিয়া হরণ করিয়াছিল। অপহরণের সময় যাহারা বাধা প্রদান করিয়াছিল, প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধিপতি সেই নরকাসুর তাহাদিগকে প্রমথিত করিয়া কশেরুকে হরণ করিতে করিতে এইরূপ বলিয়াছিল।৩৮৫-৩৮৬

নরক বলিল,—হে দেবি! দেব ও মনুষ্যের নিকট যত ধন রত্ন আছে, পৃথিবী ও সাগরে যত ধনরত্ন আছে, আজ হইতে এ সকলই তোমার; আজ হইতে সকল রাক্ষস, দৈত্য ও দানব তোমার নিকট উপহার প্রদান করিবে।৩৮৭-৩৮৮

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! এইভাবে নরকাসুর বহু উত্তম ধন রত্ন ও উত্তম নারী হরণ করিয়াছিল। গন্ধর্ব্বগণের যে সকল কন্যা, অপ্সরাগণের। সাতটী দল এবং দেবতা ও মনুষ্যগণের যে ষোল হাজার এক শত কন্যা, যাঁহারা একবেণী ধারণপূর্ব্বক সন্মার্গে অবস্থিত ছিলেন।৩৮৯-৩৯০

তাসামন্তঃপুরং ভৌমোঽকারয়ন্মণিপর্বতে ।
ঔদকায়ামদীনাত্মা মুরস্য বিষয়ং প্রতি ॥৩৯২

তাশ্চ প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা মুরস্য দশ চাত্মজাঃ ।
নৈর্ঋতাশ্চ যথা মুখ্যাঃ পালয়ন্ত উপাসতে ॥৩৯৩

স এব তপসাং পারে বরদত্তো মহীসুতঃ ।
অদিতিং ধর্ষয়ামাস কুণ্ডলার্থং যুধিষ্ঠির ॥৩৯৪

ন চাসুরগণৈঃ সর্বৈঃ সহিতৈঃ কর্ম তৎ পুরা ।
কৃতপূর্বং মহাঘোরং যদকার্ষীন্মহাসুরঃ ॥৩৯৫

যং মহী সুষুবে দেবী যস্য প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্ ।
বিষয়ান্তপালাশ্চত্বারো যস্যাসন্ যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥৩৯৬

আদেবযানমাবৃত্য পন্থানং পর্য্যবস্থিতাঃ ।
ত্রাসনাঃ সুরসঙ্ঘানাং বিরূপৈ রাক্ষসৈঃ সহ ॥৩৯৭

নরকাসুর তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া মণিপর্ব্বতে ঔদকানামক স্থানে নিজ অন্তঃপুরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল এবং উহা মুরাসুরের রাজ্য ছিল।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি সেই ভূমিতনয় সেই সকল কন্যা, মুরাসুরের দশটী কন্যা এবং এইরূপ আরও রাক্ষসী বরনারীগণকে নিজের অনুকূল করিবার জন্য পালন করিতেছিল।৩৯১ ৩৯৩

যুধিষ্ঠির ! তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত বরে নরকাসুর এমন মত্ত ছিল যে, সে কুণ্ডলের জন্য অদিতিকেও তিরস্কার করিয়াছিল।৩৯৪

এইরূপে নরকাসুর যেরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিয়াছিল, সমস্ত অসুরগণ মিলিয়াও এরূপ কার্য্য করিতে কখনও সমর্থ হয় নাই।৩৯৫

যাহাকে পৃথিবী স্বয়ং প্রসব করিয়াছিলেন, যাহার সীমান্তরক্ষী চারিজন যুদ্ধদুর্ম্মদ অসুর ছিল, যে হয়গ্রীব, নিকুম্ভ, ঘোর পঞ্চজন ও সহস্রপুত্রের সহিত মুরনামক দুর্দ্ধর্ষ অসুরগণের দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকিত, সেই বরদত্ত মহাসুর বিরূপ

হয়গ্রীবো নিশুম্ভশ্চ ঘোরঃ পঞ্চজনস্তথা ।
মুরঃ পুত্রসহস্রৈশ্চ বরদত্তো মহাসুরঃ ॥৩৯৮

তদ্‌বধার্থং মহাবাহুরেষ চক্রগদাসিধৃক্ ।
জাতো বৃষ্ণিষু দেবক্যাং বাসুদেবো জনার্দনঃ ॥৩৯৯

তস্যাস্য পুরুষেন্দ্রস্য লোকপ্রথিততেজসঃ ।
নিবাসো দ্বারকা তাত বিদিতো বঃ প্রধানতঃ ॥৪০০

অতীব হি পুরী রম্যা দ্বারকা বাসবক্ষয়াৎ ।
অতি বৈ রাজতে পৃথ্ব্যাং প্রত্যক্ষং তে যুধিষ্ঠির ॥৪০১

তস্মিন্ দেবপুরপ্রখ্যে সা সভা বৃষ্ণ্যুপাশ্রয়া ।
যা দাশার্হীতি বিখ্যাতা যোজনায়তবিস্তৃতা ॥৪০২

তত্র বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ সর্বে রাম-কৃষ্ণপুরোগমাঃ ।
লোকযাত্রামিমাং কৃৎস্নাং পরিরক্ষন্ত আসতে ॥৪০৩

রাক্ষসগণের সাহায্যে দেবযান পথকেও রুদ্ধ করিয়া দেবতাগণেরও ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল।৩৯৬-৩৯৭

জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণু সেই নরকাসুরের বধের জন্য বসুদেবপুত্ররূপে দেবকীর গর্ভে বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সর্ব্বলোকে যাঁহার বীর্য্য প্রসিদ্ধ, সেই গদাচক্রধারী মহাবাহু পুরুষোত্তম এই কৃষ্ণ যে দ্বারকা নামক পুরীতে এখন নিবাস করিতেছেন—ইহা তোমরা সকলেই জান।৩৯৮-৪০০

যুধিষ্ঠির ! সেই দ্বারকাপুরী ইন্দ্রপুরী হইতেও অধিক রমণীয়া এবং পৃথিবীতে সকল পুরী হইতে অধিক শোভা ধারণ করিতেছে—ইহা তোমরা প্রত্যক্ষই করিতেছ।৪০১

সেই দেবপুরীতুল্য দ্বারকাপুরীতে যে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক যোজন পরিমিত (চারিক্রোশ পরিমিত) রাজসভা, তাহা দাশার্হী নামে বিখ্যাত।৪০২

সেই পুরীতে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিগণ সমস্ত লোকযাত্রা নির্ব্বাহপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন।৪০৩

তত্রাসীনেষু সর্বেষু কদাচিদ্ ভরতর্ষভ।
দিব্যগন্ধা ববুর্বাতাঃ কুসুমানাঞ্চ বৃষ্টয়ঃ ॥৪০৪

ততঃ সূর্য্যসহস্রাভস্তেজোরাশির্মহাদ্ভুতঃ।
মুহূর্ত্তমন্তরিক্ষেঽভূৎ ততো ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪০৫

মধ্যে তু তেজসস্তস্য পাণ্ডরং গজমাস্থিতঃ।
বৃতো দেবগণৈঃ সর্বৈর্বাসবঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥৪০৬

রাম-কৃষ্ণৌ চ রাজা চ বৃষ্ণ্যন্ধকগণৈঃ সহ।
উৎপত্য সহসা তস্মৈ নমস্কারমকুর্বত ॥৪০৭

সোঽবতীর্য্য গজাৎ পূর্বং পরিষ্বজ্য জনার্দনম্।
সস্বজে বলদেবঞ্চ রাজানঞ্চ তমাহুকম্ ॥৪০৮

উদ্ধবং বসুদেবঞ্চ বিকদ্রুঞ্চ মহামতিম্।
প্রদ্যুম্নসাম্বনিশঠাননিরুদ্ধং সসাত্যকিম্ ॥৪০৯

গদং সারণমক্রূরং কৃতবর্মাণমেব চ।
চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ অন্যানপি যথোচিতম্ ॥৪১০

পরিষ্বজ্য চ দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকমহামাত্রান্ পরিষ্বজ্যাথ বাসবঃ ॥৪১১

প্রগৃহ্য পূজাং তৈর্দত্তামুবাচাবনতাননঃ।

ইন্দ্র উবাচ।

অদিত্যা চোদিতঃ কৃষ্ণ তব মাত্রাহমাগতঃ ॥৪১২

কুণ্ডলেঽপহৃতে তাত ভৌমেন নরকেন চ।
নিদেশশব্দবাচ্যস্ত্বং লোকেঽস্মিন্ মধুসূদন ॥
তস্মাজ্জহি মহাভাগ ভূমিপুত্রং নরেশ্বর ॥৪১৩

ভীষ্ম উবাচ।

তমুবাচ মহাবাহুঃ প্রীয়মাণো জনার্দনঃ।
নির্জিত্য নরকং ভৌমমাহরিষ্যামি কুণ্ডলে ॥৪১৪

এবমুক্ত্বা তু গোবিন্দো রামমেবাভ্যভাষত।
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ সাম্বং চাপ্রতিমং বলে ॥৪১৫

এতাংশ্চোক্ত্বা তদা তত্র বাসুদেবো মহাযশাঃ।
অথারুহ্য সুপর্ণং বৈ শঙ্খ-চক্র-গদাসিধৃক্ ॥৪১৬

তথায় তাঁহারা সকলে সুখেই বাস করিতেছিলেন, এমন সময় আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং বায়ু দিব্যগন্ধ বহন করত বহিতে লাগিল। তারপর সহস্র সূর্য্যের ন্যায় আলোক বিকিরণ করত অন্তরিক্ষে মহা অদ্ভুত তেজোরাশির আবির্ভাব হইল; মুহূর্ত্তকাল পরেই উহা ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। সেই তেজোরাশির মধ্যভাগে পাণ্ডুবর্ণ গজে অবস্থিত দেবগণের দ্বারা পরিবৃত দেবরাজ বাসবকে দেখা গেল ॥৪০৪-৪০৬

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়বৃন্দ সহ শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সহসা আসন হইতে উত্থিত হইয়া দেবরাজকে নমস্কার করিলেন ॥৪০৭

ইন্দ্রও তৎক্ষণাৎ ঐরাবত হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, রাজা আহুক (উগ্রসেন), উদ্ধব, বসুদেব, মহামতি বিকদ্রু, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব,নিশঠ, অনিরুদ্ধ, সাত্যকি, গদ, সারণ, অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, চারুদেষ্ণ ও সুদেষ্ণ প্রভৃতিকে এবং অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অবনত মস্তকে বলিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র বলিলেন,—কৃষ্ণ! মাতা অদিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আসিয়াছি ॥৪০৮-৪১২

তাত কৃষ্ণ! ভূমিপুত্র নরকাসুর তাঁহার কুণ্ডল অপহরণ করিয়াছে। হে মধুসূদন! তুমি এই লোকে 'নিদেশ' শব্দ বাচ্য অর্থাৎ তুমি জগতের শরণ্য। সুতরাং হে মহাভাগ নরেশ্বর! তুমি এই ভূমিপুত্রকে বধ কর ॥৪১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তখন মহাবাহু জনার্দ্দন প্রীতমনে বলিলেন—"আমি নরকাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিব ॥৪১৪

এই বলিয়া বাসুদেব ইন্দ্রের কথা অপ্রতিম-

যযৌ তদা হৃষীকেশো দেবানাং হিতকাম্যয়া।
তং প্রয়ান্তমমিত্রঘ্নং দেবাঃ সহপুরন্দরাঃ ॥৪১৭

পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ প্রীতাঃ স্তুবন্তো বিষ্ণুমচ্যুতম্।
সোঽগ্র্যান্ রক্ষোগণান্ হত্বা নরকস্য
মহাসুরান্ ॥৪১৮

ক্ষুরান্তান্ মৌরবান্ পাশান্ ষট্ সহস্রং দদর্শ সঃ।
সংছিদ্য পাশাংস্তস্ত্রেণ মুরং হত্বা সহান্বয়ম্ ॥৪১৯

শিলাসঙ্ঘানতিক্রম্য নিশুন্তমবপোথয়ৎ।
যঃ সহস্রসমস্ত্বেকঃ সর্বান্ দেবানযোধয়ৎ ॥৪২০

তং জঘান মহাবীর্য্যং হয়গ্রীবং মহাবলম্।
অপারতেজা দুর্ধর্ষঃ সর্বযাদবনন্দনঃ ॥৪২১

মধ্যে লোহিতগঙ্গায়াং ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ঔদকায়াং বিরূপাক্ষং জঘান ভরতর্ষভ ॥৪২২

পঞ্চ পঞ্চজনান্ ঘোরান্ নরকস্য মহাসুরান্।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম দীপ্যমানমিব
শ্রিয়া ॥৪২৩

পুরমাসাদয়ামাস তত্র যুদ্ধমবর্তত।
মহদ্ দৈবাসুরং যুদ্ধং যদ্ বৃত্তং ভরতর্ষভ ॥৪২৪

যুদ্ধং ন স্যাৎ সমং তেন লোকবিস্ময়কারকম্।
চক্রলাঞ্ছনসংছিন্না শক্তিখড়্গহতাস্তদা ॥৪২৫

নিপেতুর্দানবাস্তত্র সমাসাদ্য জনার্দনম্।
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দানবানাং পরন্তপ।
নিহত্য পুরুষব্যাঘ্রঃ পাতালবিবরং যযৌ ॥৪২৬

ত্রাসনং সুরসঙ্ঘানাং নরকং পুরুষোত্তমঃ।
যোধয়ত্যতিতেজস্বী মধুবন্মধুসূদনঃ ॥৪২৭

বলসম্পন্ন সাম্ব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে দ্বারকাপুরী রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণপূর্ব্বক গরুড়ে আরোহণ করত মহাযশা বসুদেবতনয় হৃষীকেশ নরকাসুরের প্রতি ধাবমান হইলেন। নরকাসুরের বধার্থ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে যাত্রা করিতে দেখিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুকে স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের বহুসংখ্যক রাক্ষস মহাসুরকে বধ করত অগ্রসর হইতেই দেখিলেন মুরাসুর ও তাহার বংশজগণের নিক্ষিপ্ত অগ্রভাগে মুরাস্ত্রযুক্ত ছয় হাজার পাশ অস্ত্র ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাশ অস্ত্রসমূহ ছেদন করত সবংশে মুরাসুরকে বধ করিলেন। তারপর বহু পর্ব্বত অতিক্রম করত নরকরক্ষী নিশুম্ভাসুরকে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন।

যে একাকীই সহস্র যোদ্ধার সমান এবং যে একাকীই সকল দেবতার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, সেই মহাবল ও বীর্য্যশালী হয়গ্রীব অসুরকে অসীমতেজস্বী সকল যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী বাসুদেব অনায়াসে যুদ্ধে বধ করিলেন।

ভগবান্ দেবকীনন্দন লোহিতগঙ্গার মধ্যে অবস্থিত ঔদকা পুরীতে উপস্থিত হইয়া বিরূপাক্ষ অসুরকে এবং পঞ্চ পঞ্চজন নামক ঘোরাকৃতি মহাঅসুরগণকে বধ করিলেন।

তারপর সৌন্দর্য্যে দেদীপ্যমান প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলে শ্রীভগবানের সহিত নরকাসুরের সৈন্যগণের ভূতপূর্ব্ব দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। লোকবিস্ময়কারক সেই ঘোরতর যুদ্ধের সহিত পূর্ব্বের কোন যুদ্ধই তুলনীয় নয়। চক্রচিহ্নধারী অসংখ্য দানব শক্তি ও খড়্গ হস্তে লইয়া জনার্দ্দনের উপর আপতিত হইল।

হে পরন্তপ! আটলক্ষ দানবসৈন্য সংহার করত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাতালগহ্বরে প্রবেশ করিলেন। অতিতেজস্বী মধুসূদন মধুদৈত্যের ন্যায়

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং তেন ভৌমেন ভারত।
কুণ্ডলার্থে সুরেশস্য নরকেন মহাত্মনা ॥৪২৮

মুহূর্ত্তং লালয়িত্বাথ নরকং মধুসূদনঃ।
প্রবৃত্তচক্রং চক্রেণ প্রমমাথ বলাদ্ বলী ॥৪২৯

চক্রপ্রমথিতং তস্য পপাত সহসা ভুবি।
উত্তমাঙ্গং হতাঙ্গস্য বৃত্রে বজ্রহতে যথা ॥৪৩০

ভূমিস্তু পতিতং দৃষ্ট্বা তে বৈ প্রাদাচ্চ কুণ্ডলে।
প্রদায় চ মহাবাহুমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪৩১

ভূমিরুবাচ।

সৃষ্টস্ত্বয়ৈব মধুহংস্ত্বয়ৈব নিহতঃ প্রভো।
যথেচ্ছসি তথা ক্রীড়ন্ প্রজাস্তস্যানুপালয় ॥৪৩২

শ্রীভগবানুবাচ।

দেবানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
উদ্বেজনীয়ো ভূতানাং ব্রহ্মদ্বিট্ পুরুষাধমঃ ॥৪৩৩

লোকদ্বিষ্টঃ সুতস্তে তু দেবারির্লোককণ্টকঃ।
সর্বলোকনমস্যার্য্যামদিতিং বাধতে বলী ॥৪৩৪

কুণ্ডলে দর্পসম্পূর্ণস্ততোহসৌ নিহতোহসুরঃ।
নৈব মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যো যৎ কৃতং ময়ি ভামিনি ॥৪৩৫

মৎপ্রভাবাচ্চ তে পুত্রো লব্ধবান্ গতিমুত্তমাম্।
তস্মাদ্ গচ্ছ মহাভাগে ভারাবতরণং কৃতম্ ॥৪৩৬

তথায় পলায়িত সর্ব্বদেবত্রাসন নরকাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।৪১৮-৪২৭

হে ভরতবংশাবতংস! তখন দেবমাতা অদিতির কুণ্ডলের নিমিত্ত ভূমিপুত্র মহাকায় নরকাসুরের সহিত দেবেশ্বর মধুসূদনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।৪২৮

মহাবল মধুসূদন মুহূর্ত্তকাল নরকাসুরের সহিত যুদ্ধ খেলা খেলিতে থাকিলে নরকাসুর তখন ভগবানের প্রতি চক্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন ভগবান্ নিজ চক্রের দ্বারা তাহার চক্রকে ছিন্ন করত সেই চক্রের দ্বারাই তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।৪২৯

বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় চক্রে ছিন্নভিন্ন নরকাসুরের মস্তক সহসা ভূমিতে পতিত হইল।৪৩০

নরকাসুরের মাতা ভূমি নরকাসুরকে নিহত দেখিয়া তাঁহাকে কুণ্ডল ফিরাইয়া দিলেন এবং মাহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।৪৩১

ভূমি বলিলেন,—হে মধুহন্তা! হে প্রভো! আপনিই নরকাসুরকে সৃজন করিয়াছিলেন এবং আপনিই তাহাকে বধ করিলেন। আপনি এইরূপে যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকেন; এখন কৃপা করিয়া নরকাসুরের পুত্রগণকে পালন করুন।৪৩২

শ্রীভগবান বলিলেন,—দেবতা, মুনি, পিতৃগণ ও মহাপুরুষগণের এবং সকল প্রাণীর উদ্বেগ উৎপাদনকারী তোমার এই পুত্র ব্রহ্মদ্বেষী ও পুরুষাধম।৪৩৩

এ সর্ব্বলোকের দ্বেষের পাত্র, অতএব লোককণ্টক দেবশত্রু তোমার এই পুত্র বলপূর্ব্বক সর্ব্বলোকের নমস্যা অদিতিকেও উৎপীড়িত করিয়াছে।৪৩৪

সে দর্পবশতঃ তাঁহার কুণ্ডল পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে সাহস করিয়াছে; সুতরাং ইহাকে আমি বধ করিয়াছি। হে ভামিনি! আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইও না।৪৩৫

আমার প্রভাবে তোমার পুত্র উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর ভার অপহরণ করিতে আমি অবতীর্ণ হইয়া আমি তাহাই করিয়াছি মাত্র। অতএব হে মহাভাগে! তুমি স্বস্থানে গমন কর।৪৩৬

ভীষ্ম উবাচ।

নিহত্য নরকং ভৌমং সত্যভামাসহায়বান্।
সহিতো লোকপালৈশ্চ দদর্শ নরকালয়ম্ ॥৪৩৭

অথাস্য গৃহমাসাদ্য নরকস্য যশস্বিনঃ।
দদর্শ ধনমক্ষয্যং রত্নানি বিবিধানি চ ॥৪৩৮

মণি-মুক্তা-প্রবালানি বৈদুর্য্যবিকৃতানি চ।
অশ্মসারানর্কমণীন্ বিমলান্ স্ফটিকানপি ॥৪৩৯

জাম্বূনদময়ান্যেব শাতকুম্ভময়ানি চ।
প্রদীপ্তজ্বলনাভানি শীতরশ্মিপ্রভানি চ ॥৪৪০

হিরণ্যবর্ণং রুচিরং শ্বেতমভ্যন্তরং গৃহম্।
যদক্ষয়ং গৃহে দৃষ্টং নরকস্য ধনং বহু ॥৪৪১

ন হি রাজ্ঞঃ কুবেরস্য তাবদ্ ধনসমুচ্ছ্রয়ঃ।
দৃষ্টপূর্ব্বঃ পুরা সাক্ষান্মহেন্দ্রসদনেষ্বপি ॥৪৪২

ভীষ্ম বলিলেন,—ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করিবার সময় সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন। নরকাসুরকে বধ করিয়া ভগবান্ লোকপালগণের সহিত তাহার ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন।৪৩৭

যশস্বী এই নরকাসুরের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় অক্ষয় ধন ও বিবিধ রত্ন দর্শন করিলেন।৪৩৮

মণি, মুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য্য, অশ্মসার, সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্ত মণি, উৎকৃষ্ট স্ফটিক-নির্ম্মিত দ্রব্য, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট জাম্বূনদ, শাতকুম্ভ আদি বিবিধ সুবর্ণের তাল প্রভৃতি অক্ষয় ধনরত্নের রাশি, সুবর্ণবর্ণ মনোহর গৃহের শ্বেতবর্ণ অভ্যন্তরে দর্শন করিলেন। হে রাজন্! ঐরূপ ধনরাশি পূর্ব্বে কখনও রাজা কুবেরের ভবনে ও ইন্দ্রের অমরবাতীতেও দেখা যায় নাই।৪৩৯-৪৪২

তখন ভগবানের সহিত অবস্থিত ইন্দ্র বলিলেন,—

ইন্দ্র উবাচ।

ইমানি মণিরত্নানি বিবিধানি বসূনি চ।
হেমসূত্রা মহাকক্ষ্যাস্তোমরৈর্বীর্য্যশালিনঃ।
ভীমরূপাশ্চ মাতঙ্গঃ প্রবালবিকৃতাঃ কথাঃ ॥৪৪৩
বিমলাভিঃ পতাকাভির্বাসাংসি বিবিধানি চ।
তে চ বিংশতিসাহস্রা বিস্তাবত্যঃ করেণবঃ ॥৪৪৪
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দেশজাশ্চোত্তমা হয়াঃ।
গোভিশ্চাবিকৃতৈর্যানৈঃ কামং তব জনার্দন ॥৪৪৫
আবিকানি চ সূক্ষ্মাণি শয়নান্যাসনাণি চ।
কামব্যাহারিণশ্চৈব পক্ষিণঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥৪৪৬
চন্দনাগুরুমিশ্রাণি যানানি বিবিধানি চ।
এতৎ তে প্রাপয়িষ্যামি বৃষ্ণ্যাবাসমরিন্দম ॥৪৪৭

ভীষ্ম উবাচ।

দেব-গন্ধর্বরত্নানি দৈতেয়াসুরজানি চ।
যানি সন্তীহ রত্নানি নরকস্য নিবেশনে ॥৪৪৮

এই সকল মণিরত্ন, বিবিধ প্রকার ধন, হেমমালী, মহাকক্ষ্যা, বীর্য্যশালী ভয়ঙ্কর হস্তিসমূহ, প্রবালময় কুথা, স্বচ্ছ পতাকাবিশিষ্ট সুবর্ণখচিত মহামূল্য বস্ত্ররাশি, বিশহাজার হস্তী, চল্লিশ হাজার হস্তিনী, আট লক্ষ তদ্দেশোদ্ভব উত্তম ঘোড়া, ও গোযানসমূহ, মেষলোমজ নানা সূক্ষ্ম শয্যা ও আসনসমূহ, যথেচ্ছ কথা বলিতে সক্ষম সুন্দর পক্ষিসমূহ, চন্দন ও অগুরু-মিশ্রিত বিবিধ যানসমূহ,—এই সমস্ত বস্তুই হে অরিন্দম! আপনার দ্বারকাপুরীতে পৌঁছাইয়া দিব।৪৪৩-৪৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, অসুর-গণের যত রত্নরাশি নরকাসুরের পুরীতে ছিল, সেই সমস্ত রত্নই শীঘ্র গরুড়ে স্থাপন করত বাসব দাশার্হপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মণিপর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন।৪৪৮-৪৪৯

এতৎ তু গরুড়ে সর্বং ক্ষিপ্রমারোপ্য বাসবঃ।
দাশার্হপতিনা সার্ধমুপায়ান্মণিপর্বতম্ ॥৪৪৯

তত্র পুণ্যা ববুর্বার্তাঃ প্রভাশ্চিত্রাঃ সমুজ্জ্বলাঃ।
প্রেক্ষতাং সুরসঙ্ঘানাং বিস্ময়ঃ সমপদ্যত ॥৪৫০

ত্রিদশা ঋষয়শ্চৈব চন্দ্রাদিত্যৌ যথা দিবি।
প্রভয়া তস্য শৈলস্য নির্বিশেষমিবাভবৎ ॥৪৫১

অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ বাসবেন চ কেশবঃ।
প্রীয়মাণো মহাবাহুর্বিবেশ মণিপর্বতম্ ॥৪৫২

তত্র বৈদূর্য্যবর্ণানি দদর্শ মধুসূদনঃ।
সতোরণ-পতাকানি দ্বারাণি শরণানি চ ॥৪৫৩

চিত্রগ্রথিতমেঘাভঃ প্রবভৌ মণিপর্বতঃ।
হেমচিত্রপতাকৈশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতঃ ॥৪৫৪

হর্ম্ম্যাণি চ বিশালানি মণিসোপানবন্তি চ।
তত্রস্থা বরবর্ণাভা দদৃশুর্মধুসূদনম্ ॥৪৫৫

গন্ধর্বসুরমুখ্যানাং প্রিয়া দুহিতরস্তদা।
ত্রিবিষ্টপসমে দেশে তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্ ॥৪৫৬

পরিবব্রুর্মহাবাহুমেকবেণীধরাঃ স্ত্রিয়াঃ।
সর্বাঃ কাষায়বাসিন্যঃ সর্বাশ্চ নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥৪৫৭

ব্রতসন্তাপজঃ শোকো নাত্র কাশ্চিদপীড়য়ৎ।
অরজাংসি চ বাসাংসি বিভ্রত্যঃ কৌশি-
কান্যপি ॥৪৫৮

সমেত্য যদুসিংহস্য চক্রুরস্যাঞ্জলিং স্ত্রিয়ঃ।
উচুশ্চৈনং হৃষীকেশং সর্বাস্তাঃ কমলেক্ষণাঃ ॥৪৫৯

কন্যকা উচুঃ।

নারদেন সমাখ্যাতমস্মাকং পুরুষোত্তম।
আগমিষ্যতি গোবিন্দঃ সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৪৬০

তথায় তখন পুণ্যগন্ধময় বায়ু বহিতে লাগিল এবং সেখানকার প্রভায় দশদিক আলোকিত হইল। তাহা দেখিয়া দেবগণেরও বিস্ময় উৎপন্ন হইল।৪৫০

দেবগণ, ঋষিগণ, আকাশস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্য ঐ সকলে প্রভায় এমন জ্যোতির্ম্ময় হইলেন যে, তাঁহাদের পরস্পরের আকৃতিগত ভেদ কিছুই বুঝা গেল না।৪৫১

আজানুলম্বিতবাহু কেশব ইন্দ্র ও বলরামের অনুমতি লইয়া প্রীতিমনে সেই মণিপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন।৪৫২

তথায় মধুসূদন বৈদূর্য্যমণির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তোরণ পতাকা, দ্বার, ও গৃহসমূহ দর্শন করিলেন।৪৫৩

বিচিত্র সুবর্ণময় পতাকা ও প্রাসাদের দ্বারা পরিশোভিত একসূত্রে গ্রথিত মেঘমালার ন্যায় সেই মণিপর্ব্বত শোভা পাইতে লাগিল।৪৫৪

ঐ স্থানে বিশাল অট্টালিকাসমূহ, যাহাদের মধ্যে উঠিবার জন্য মণিনির্ম্মিত সোপান (সিঁড়ি)-শ্রেণী রহিয়াছে। প্রাসাদসমূহে অবস্থিত উত্তমবর্ণা একবেণীধারিণী শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণের প্রিয় কন্যাসমূহ স্বর্গস্থিত দেবেন্দ্রের ন্যায় মণিপর্ব্বতস্থিত অপরাজিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। সেই সকল কাষায়বস্ত্রধারিণী সংযতেন্দ্রিয়া বর-কন্যাগণ ভগবান্‌কে দেখা মাত্রই পতিরূপে মনে মনে বরণ করিলেন।৪৫৫-৪৫৭

ঐ সময় ব্রত ও সন্তাপজনিত কোন শোকই তাহাদিগকে পীড়া দিতে পারিল না। তাঁহারা কাষায়বস্ত্র ধারণ করিলেও উহা ধূলিশূন্য ছিল। সেই সকল নলিননয়না কন্যাবৃন্দ একত্রে মিলিত হইয়া হৃষীকেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।৪৫৮-৪৫৯

সোঽসুরং নরকং হত্বা নিশুম্ভং মুরমেব চ।
ভৌমঞ্চ সপরীবারং হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্ ॥৪৬১

তথা পঞ্চজনং চৈব প্রাপ্স্যতে ধনমক্ষয়ম্।
সোঽচিরেণৈব কালেন যুষ্মন্মোক্তা ভবিষ্যতি ॥৪৬২

এবমুক্ত্বাগমদ্ ধীমান্ দেবর্ষির্নারদস্তথা।
ত্বাং চিন্তয়ানঃ সততং তপো ঘোরমুপাস্মহে ॥৪৬৩

কালেঽতীতে মহাবাহুং কদা দ্রক্ষ্যাম মাধবম্।
ইত্যেবং হৃদি সঙ্কল্পং কৃত্বা পুরুষসত্তম ॥৪৬৪

তপশ্চরাম সততং রক্ষ্যমাণা হি দানবৈঃ।
গান্ধর্বেণ বিবাহেন বিবাহং কুরু নঃ প্রিয়ম্ ॥৪৬৫

ততোঽস্মৎপ্রিয়কামার্থং ভগবান্ মারুতোঽব্রবীৎ।
যথোক্তং নারদেনাত্র নচিরাৎ তদ্ ভবিষ্যতি ॥৪৬৬

ভীষ্ম উবাচ।

তাসাং পরমনারীণামৃষভাক্ষং পুরস্কৃতম্।
দদৃশুর্দেব-গন্ধর্বা গৃষ্টীনামিব গোপতিম্ ॥৪৬৭

তস্য চন্দ্রোপমং বক্ত্রমুদীক্ষ্য মুদিতেন্দ্রিয়াঃ।
সম্প্রহৃষ্টা মহাবাহুমিদং বচনমব্রুবন্ ॥৪৬৮

কন্যকা উচুঃ।

সত্যং বত পুরা বায়ুরিদমস্মানিহাব্রবীৎ।
সর্বভূতকৃতজ্ঞশ্চ মহর্ষিরপি নারদঃ ॥৪৬৯

বিষ্ণুর্নারায়ণো দেবঃ শঙ্খ-চক্র-গদাসিধৃক্।
স ভৌমং নরকং হত্বা ভর্তা বো ভবিতাঽনঘঃ ॥৪৭০

দিষ্ট্যা তস্যর্ষিমুখ্যস্য নারদস্য মহাত্মনঃ।
বচনং দর্শনাদেব সত্যং ভবিতুমর্হতি ॥৪৭১

কন্যাগণ বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! দেবর্ষি নারদ আমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন—শ্রীগোবিন্দ দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মর্ত্যে আগমন করিবেন।৪৬০

তিনি নিশুম্ভ, মুর, হয়গ্রীব পঞ্চজন প্রভৃতি দানবগণের সহিত সপরিবারে নরকাসুরকে বধ করত তাহার অক্ষয় ধনরত্নের ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইবেন। তিনি শীঘ্রই তোমাদিগকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করিবেন। দেবর্ষি নারদের মুখে এই কথা শুনিবার পর হইতে আমরা সকলে আপনার জন্য ঘোর তপস্যায় নিরত হইয়াছি। কখন সেই সময় আসিবে, যখন আপনাকে দর্শন করিব এই উৎকণ্ঠা হৃদয়ে ধারণ করত আমরা দানব কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া সর্ব্বদা তপস্যা করিতেছি। হে প্রিয়! আপনি আমাদিগকে গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ করুন।৪৬১-৪৬৫

অনন্তরং আমাদের উপর কৃপা করিয়া আমাদের প্রিয় কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বায়ুদেবও বলিয়াছেন,—দেবর্ষি নারদ যাহা বলিয়াছেন, অচিরকালের মধ্যেই তাহা সিদ্ধ হইবে।৪৬৬

ভীষ্ম বলিলেন,—সেই সকল পরমা সুন্দরী নারীগণের সম্মুখে অবস্থিত বৃষতুল্য সুদীর্ঘ নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ গাভীমধ্যস্থিত বৃষের ন্যায় দর্শন করিলেন।৪৬৭

সেই বরকন্যাগণ শ্রীভগবানের চন্দ্রতুল্য বদন দর্শন করত পুলকিতহৃদয়ে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিলেন।৪৬৮

কন্যাগণ বলিলেন,—সকল প্রাণী যাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ, সেই দেবর্ষি নারদ এবং বায়ু দেবতা পূর্ব্বে যে বলিয়াছিলেন, "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ শ্রীবিষ্ণু আজ ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করিয়া তোমাদের পতি হইবেন," আজ তাহা সত্য হইল আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ভগবদ্দর্শনে ধন্য দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ

যৎ প্রিয়ং বত পশ্যাম বক্ত্রং চন্দ্রোপমং তু তে।
দর্শনেন কৃতার্থাঃ স্মো বয়মদ্য মহাত্মনঃ ॥৪৭২

ভীষ্ম উবাচ।

উবাচ স যদুশ্রেষ্ঠঃ সর্বাস্তা জাতমন্মথাঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা ব্রূত বিশালাক্ষ্যস্তৎ সর্বং বো ভবিষ্যতি ॥৪৭৩

ভীষ্ম উবাচ।

তানি সর্বাণি রত্নানি গময়িত্বাথ কিঙ্করৈঃ।
স্ত্রিয়শ্চ গময়িত্বাথ দেবতা-নৃপকন্যকাঃ ॥৪৭৪
বৈনতেয়ভুজে কৃষ্ণো মণিপর্বতমুত্তমম্।
ক্ষিপ্রমারোপয়াঞ্চক্রে ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥৪৭৫
সপক্ষিগণমাতঙ্গং সব্যালমৃগপন্নগম্।
শাখামৃগগণৈর্জুষ্টং সপ্রস্তরশিলাতলম্ ॥৪৭৬
ন্যঙ্কুভিশ্চ বরাহৈশ্চ রুরুভিশ্চ নিষেবিতম্।
সপ্রপাতমহাসানুং বিচিত্রশিখিসঙ্কুলম্ ॥৪৭৭
তং মহেন্দ্রানুজঃ শৌরিশ্চকার গরুড়োপরি।
পশ্যতাং সর্বভূতানামুৎপাট্য মণিপর্বতম্ ॥৪৭৮
উপেন্দ্রং বলদেবঞ্চ বাসবঞ্চ মহাবলম্।
তঞ্চ রত্নৌঘমতুলং পর্বতঞ্চ মহাবলঃ ॥৪৭৯
বরুণস্যামৃতং দিব্যং ছত্রং চন্দ্রোপমং শুভম্।
স্বপক্ষবলবিক্ষেপৈর্মহাদ্রিশিখরোপমঃ ॥৪৮০
দিক্ষু সর্বাসু সংরাবং স চক্রে গরুড়ো বহন্।
আরুজন্ পর্বতাগ্রাণি পাদপাংশ্চ সমুৎক্ষিপন্ ॥৪৮১
সংজহার মহাভ্রাণি বৈশ্বানরপথং গতঃ।
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাণাং সপ্তর্ষীণাং স্বতেজসা ॥৪৮২
প্রভাজালমতিক্রম্য চন্দ্রসূর্য্যপথং যযৌ।
মেরোঃ শিখরমাসাদ্য মধ্যমং মধুসূদনঃ ॥৪৮৩
দেবস্থানানি সর্বাণি দদর্শ ভরতর্ষভ।
বিশ্বেষাং মরুতাঞ্চৈব সাধ্যানাঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥৪৮৪

নারদের কথা সত্যে পরিণত হইল। মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রসদৃশ বদনদর্শনে আমরা কৃতার্থ হইলাম।৪৬৯-৪৭২

ভীষ্ম বলিলেন,—তখন যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ কৃষ্ণ কামাসক্তা সেই সকল কন্যাকে বলিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—"তোমরা যাহা যাহা বলিতেছ, সে সকলই তোমাদের পূর্ণ হইবে।৪৭৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তখন শূরতনয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই মণিপর্ব্বতের মধ্যে কিঙ্করগণের দ্বারা সমস্ত ধন রত্ন ও দেবকন্যা এবং রাজকন্যাগণকে প্রবেশ করাইয়া দ্রুত গরুড়ের বাহুতে মণিপর্ব্বত আরোপিত করাইলেন।৪৭৪-৪৭৫

পক্ষি, মাতঙ্গ, ব্যাল (হিংস্র জন্তু), মৃগ, সর্প, বানর, প্রস্তর, শিলা, ন্যঙ্কু, বরাহ, রুরু প্রভৃতি পশুগণে পরিপূর্ণ এবং মহাপ্রপাত, মহাসানু ও ময়ূরসংকুল সেই পর্ব্বতকে সকলের সাক্ষাতেই উপেন্দ্র দেবকীনন্দন গরুড়ের উপর সংস্থাপিত করিলেন।৪৭৬-৪৭৮

উপেন্দ্র, বলদেব, মহাবলশালী বাসব (ইন্দ্র), চন্দ্রতুল্যমনোহর বরুণের দিব্য ছত্র এবং রত্নরাশি-পরিপূর্ণ সেই মণিপর্ব্বতকে বহন করত মহাগিরি-শিখরতুল্য গরুড় নিজ পক্ষাঘাতে দশদিকে মহাশব্দ সৃষ্টি করিতে করিতে এবং পর্ব্বতাগ্রভাগ ও বৃক্ষসমূহ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।৪৭৮-৪৮১

গরুড় বৈশ্বানর (জ্যোতিষ্ক) পথে গমন করিতে করিতে মহামেঘসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে লাগিলেন এবং নিজ তেজে গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা ও সপ্তর্ষিগণের প্রভাকে অতিক্রম করত চন্দ্র ও সূর্য্যের পথকে অতিক্রম করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ মধুসূদন সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যম শিখরে অবতীর্ণ

ভ্রাজমানান্যতিক্রম্য অশ্বিনোশ্চ পরন্তপ।
প্রাপ্য পুণ্যতমং স্থানং দেবলোকমরিন্দমঃ ॥৪৮৫
শক্রসদ্ম সমাসাদ্য চাবরুহ্য জনার্দনঃ।
সোঽভিবাদ্যাদিতেঃ পাদাবর্চিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৪৮৬
ব্রহ্মদক্ষপুরোগৈশ্চ প্রজাপতিভিরেব চ।
অদিতেঃ কুণ্ডলে দিব্যে দদাবথ তদা বিভুঃ ॥৪৮৭
রত্নানি চ পরার্ঘ্যাণি রামেণ সহ কেশবঃ।
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বমদিতির্বাসবানুজম্ ॥৪৮৮
পূজয়ামাস দাশার্হং রামঞ্চ বিগতজ্বরা।
শচী মহেন্দ্রমহিষী কৃষ্ণস্য মহিষীং তদা ॥৪৮৯
সত্যভামাস্তু সংগৃহ্য অদিত্যৈ বৈ ন্যবেদয়ৎ।
সা তস্যাঃ সত্যভামায়াঃ কৃষ্ণপ্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৪৯০
বরং প্রাদাদ্ দেবমাতা সত্যায়ৈ বিগতজ্বরা।

বিশ্বেদেব, সাধ্য ও মরুদ্গণের দেবস্থানসমূহ দর্শন করিলেন।৪৮২-৪৮৪

হে পরন্তপ! অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দিব্যস্থান অতিক্রম করত পুণ্যতম দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া শত্রুদমন কৃষ্ণ ইন্দ্রভবনে অবতরণ করিলেন এবং স্বয়ং সর্ব্ব দেবতা ও ব্রহ্মা দক্ষপ্রমুখ প্রজাপতিগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়াও দেবজননী অদিতির চরণদ্বয় বন্দনা করত বলরামের সহিত কেশব তাঁহাকে কুণ্ডলদ্বয় ও পরার্দ্ধপরিমিত রত্নসমূহ প্রদান করিলেন। অদিতি সেই সকল দ্রব্য প্রতিগ্রহ করত দুঃখশূন্যা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।

মহেন্দ্রমহিষী শচী তখন কৃষ্ণমহিষী সত্যভামাকে লইয়া অদিতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিগতশোকা বেদমাতা অদিতি তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কামনা করত সত্যভামাকে এই বর প্রদান করিলেন।

অদিতি বলিলেন,—হে বরাননে! যে

অদিতিরুবাচ।
জরাং ন যাস্যসি বধূর্যাবদ্ বৈ কৃষ্ণমানুষম্।
সর্বগন্ধগুণোপেতা ভবিষ্যসি বরাননে ॥৪৯১

ভীষ্ম উবাচ।
বিসৃজ্য সত্যভামা বৈ সহ শচ্যা সুমধ্যমা।
শচ্যাপি সমনুজ্ঞাতা যযৌ কৃষ্ণনিবেশনম্ ॥৪৯২
সম্পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্মহর্ষিগণসেবিতঃ।
দ্বারকাং প্রযযৌ কৃষ্ণো দেবলোকাদরিন্দমঃ ॥৪৯৩
সোঽতিপত্য মহাবাহুর্দীর্ঘমধ্বানমচ্যুতঃ।
বর্ধমানপুরদ্বারমাসসাদ পুরোত্তমম্ ॥৪৯৪

(শ্রীকৃষ্ণ-বলরামযোর্দ্বারকায়াং প্রবেশঃ।)

ভীষ্ম উবাচ।
তাং পুরীং দ্বারকাং দৃষ্ট্বা বিভুর্নারায়ণো হরিঃ।
হৃষ্টঃ সর্বার্থসম্পন্নাং প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥৪৯৫

শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যবিগ্রহে অবস্থান করিবেন, সে পর্য্যন্ত বধূ তুমি জরাগ্রস্ত হইবে না এবং সর্ব্বগন্ধগুণবিশিষ্টা হইয়া অবস্থান করিবে।৪৮৫-৪৯১

ভীষ্ম বলিলেন,—(এই বলিয়া তিনি সত্যভামাকে বিদায় দিলেন;) সুন্দরী সত্যভামা অনন্তর শচীদেবীর সহিত এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দর্শন করত তাঁহার নিকট বিদায় ও অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণনিবেশনে প্রবেশ করিলেন।৪৯২

তারপর দেব ও মহর্ষিগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অরিন্দম শ্রীকৃষ্ণ দেবলোক হইতে দ্বারকায় গমন করিলেন।৪৯৩

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘপথ গরুড়ে অতিক্রম করিয়া পুরোত্তম দ্বারকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৪৯৪

(শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের দ্বারকায় প্রবেশ)

ভীষ্ম বলিলেন,—সর্ব্বব্যাপক শ্রীহরি নারায়ণ সর্ব্বদ্রব্যপূর্ণ দ্বারকাপুরী দর্শনে আনন্দিত হইয়া

সোঽপশ্যদ্ বৃক্ষষণ্ডাংশ্চ রম্যানারামজান্ বহূন্।
সমন্ততো দ্বারবত্যাং নানাপুষ্পফলান্বিতান্ ॥৪৯৬

অর্কচন্দ্রপ্রতীকাশৈ-র্মেরুকূটনিভৈর্গৃহৈঃ।
দ্বারকা রচিতা রম্যৈঃ সুকৃতা বিশ্বকর্মণা ॥৪৯৭

পদ্মষণ্ডাকুলাভিশ্চ হংসসেবিতবারিভিঃ।
গঙ্গা-সিন্ধু-প্রকাশাভিঃ পরিখাভিরলঙ্কৃতাঃ ॥৪৯৮

প্রাকারেণার্কবর্ণেন পাণ্ডরেণ বিরাজিতা।
বিয়ন্মূর্ধ্নি নিবিষ্টেন দ্যৌরিবাভ্রপরিচ্ছদা ॥৪৯৯

নন্দনপ্রতিমৈশ্চাপি মিশ্রকপ্রতিমৈর্বনৈঃ।
ভাতি চৈত্ররথং দিব্যং পিতামহবনং যথা ॥৫০০

বৈভ্রাজপ্রতিমৈশ্চৈব সর্বর্তুকুসুমোৎকটৈঃ।
ভাতি তারাপরিক্ষিপ্তা দ্বারকা দ্যৌরিবাম্বরে ॥৫০১

ভাতি রৈবতকঃ শৈলো রম্যসানুর্মহাজিরঃ।
পূর্বস্যাং দিশি রম্যায়াং দ্বারকায়াং বিভূষণম্ ॥৫০২

দক্ষিণস্যাং লতাবেষ্টঃ পঞ্চবর্ণো বিরাজতে।
ইন্দ্রকেতুপ্রতীকাশঃ পশ্চিমাং দিশমাশ্রিতঃ ॥৫০৩

সুকক্ষো রাজতঃ শৈলশ্চিত্রপুষ্পমহাবনঃ।
উত্তরস্যাং দিশি তথা বেণুমন্তো বিরাজতে ॥৫০৪

মন্দরাদ্রিপ্রতীকাশঃ পাণ্ডরঃ পাণ্ডবর্ষভ।
চিত্রকম্বলবর্ণাভং পাঞ্চজন্যবনং তথা ॥৫০৫

সর্বর্তুকবনং চৈব ভাতি রৈবতকং প্রতি।
লতাবেষ্টং সমন্তাৎ তু মেরুপ্রভবনং মহৎ ॥৫০৬

ভাতি তালবনং চৈব পুষ্পকং পুণ্ডরীকবৎ।
সুকক্ষং পরিবার্যৈনং চিত্রপুষ্পং মহাবনম্ ॥৫০৭

শতপত্রবনং চৈব করবীরকুসুম্ভি চ।
ভাতি চৈত্ররথং চৈব নন্দনং চ মহাবনম্ ॥৫০৮

রমণং ভাবনং চৈব বেণুমন্তং সমন্ততঃ।
ভাতি পুষ্করিণী রম্যা পূর্বস্যাং দিশি ভারত ॥
ধনুঃশতপরীণাহা কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥৫০৯

মহাপুরীং দ্বারবতীং পঞ্চাশদ্ভির্মুখৈর্যুতাম্।
প্রবিষ্টো দ্বারকাং রম্যাং ভাসয়ন্তীং সমন্ততঃ ॥৫১০

তথায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।৪৯৫

প্রবেশ করিতে করিতে ভগবান্ দ্বারকাপুরীস্থিত ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ রমণীয় নানাবৃক্ষ চারিদিকে দেখিতে পাইলেন।৪৯৬

নির্ম্মাণদক্ষ বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য দেদীপ্যমান ও পর্ব্বতশিখরতুল্য অতিবৃহৎ গৃহসমূহে এই দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।৪৯৭

এই দ্বারকাপুরী পদ্মখণ্ডসমূহে আকুলা, হংসসেবিত জলে পরিপূর্ণা; গঙ্গা ও সিন্ধুতুল্য গভীরা ও জলপূর্ণা, পাণ্ডুবর্ণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল আকাশশীর্ষস্পর্শী প্রাচীরে পরিবেষ্টিতা, মেঘবস্ত্রপরিহিতা আকাশের ন্যায় অত্যুচ্চা; নন্দনবনতুল্য মিশ্রকসদৃশ বনসমূহে পরিপূর্ণা ঐ দ্বারকাপুরী ব্রহ্মার দিব্য চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা পাইতেছে।৪৯৮-৫০০

সকল ঋতুর সর্ব্বপ্রকার পুষ্প যুগপৎ প্রস্ফুটিত হওয়ায় দ্বারকা আকাশস্থ তারকাগণপরিবৃত স্বর্গের ন্যায় দেখাইতেছিল।৫০১

দ্বারকার পূর্ব্বদিকে রমণীয় সানু ও অজির (প্রাঙ্গণ) বিশিষ্ট রৈবতক পর্ব্বত দ্বারকাপুরীর অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইতেছে।৫০২

পাণ্ডবর্ষভ! দ্বারকার দক্ষিণ দিকে পঞ্চবর্ণ লতার বেষ্টনী ইন্দ্রকেতুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। দ্বারকার পশ্চিম দিকে বিচিত্র পুষ্পময় মহাবনবিশিষ্ট সুকক্ষ নামক পর্ব্বত এবং উত্তর দিকে পাণ্ডুবর্ণ মন্দরপর্ব্বততুল্য বেণুমন্তনামক পর্ব্বত বিরাজিত।

রৈবতক পর্ব্বতের চারিদিকে বিচিত্র কম্বলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পাঞ্চজন্য বন এবং সকল ঋতুর সর্ব্বপ্রকার পুষ্পে পরিপূর্ণ সর্ব্বর্ত্তুকবন শোভা

অপ্রমেয়াং মহোৎসেধাং মহাগাধপরিপ্লবাম্ ।
প্রাসাদবরসম্পন্নাং শ্বেতপ্রাসাদশালিনীম্ ॥৫১১
তীক্ষ্ণযন্ত্রশতঘ্নীভির্যন্ত্রজালৈঃ সমন্বিতাম্ ।
আয়সৈশ্চ মহাচক্রৈর্দদর্শ দ্বারকাং পুরীম্ ॥৫১২
অষ্টৌ রথসহস্রাণি প্রাকারে কিঙ্কিণীকিনঃ ।
সমুচ্ছ্রিতপতাকানি যথা দেবপুরে তথা ॥৫১৩
অষ্টযোজনবিস্তীর্ণামচলাং দ্বাদশায়তাম্ ।
দ্বিগুণোপনিবেশাঞ্চ দদর্শ দ্বারকাং পুরীম্ ॥৫১৪
অষ্টমার্গাং মহাকক্ষ্যাং মহাষোড়শচত্বরাম্ ।
এবং মার্গপরিক্ষিপ্তাং সাক্ষাদুশনসা কৃতাম্ ॥৫১৫
ব্যূহানামন্তরা মার্গাঃ সপ্ত চৈব মহাপথাঃ ।
তত্র সা বিহিতা সাক্ষান্নগরী বিশ্বকর্ম্মণা ॥৫১৬

কাঞ্চনৈর্মণিসোপানৈরুপেতা জনহর্ষিণী ।
গীতঘোষমহাঘোষৈঃ প্রাসাদপ্রবরৈঃ শুভা ॥৫১৭
তস্মিন্ পুরবরশ্রেষ্ঠে দাশার্হাণাং যশস্বিনাম্ ।
বেশ্মানি জহৃষে দৃষ্ট্বা ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥৫১৮
সমুচ্ছ্রিতপতাকানি পরিপ্লবনিভানি চ ।
কাঞ্চনাভানি ভাস্বন্তি মেরুকূটনিভানি চ ॥৫১৯
সুধাপাণ্ডরশৃঙ্গৈশ্চ শাতকুম্ভপরিচ্ছদৈঃ ।
রত্নসানুগুহাশৃঙ্গৈঃ সর্ব্বরত্নবিভূষিতৈঃ ॥৫২০
সহর্ম্ম্যৈঃ সার্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ সনির্য্যূহৈঃ সপঞ্জরৈঃ ।
সযন্ত্রগৃহসম্বাধৈঃ সধাতুভিরিবাদ্রিভিঃ ॥৫২১
মণিকাঞ্চনভৌমৈশ্চ সুধামৃষ্টতলৈস্তথা ।
জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈর্বৈদূর্য্যবিকৃতার্গলৈঃ ॥৫২২

বিস্তার করিয়াছে। লতাবেষ্টনীর চারিদিকে সুমেরুর ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বৃহৎ তালবন পদ্মে পরিপূর্ণ পুষ্পক বন বিরাজমান রহিয়াছে। এই সুকক্ষ পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া বিচিত্রপুষ্পময় মহাবন, পদ্মবন ও করবীর কুসুমের বন বিরাজিত। চৈত্ররথ, নন্দন, রমণ ও ভাবন নামক চারিটী বন বেণুমন্ত পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। দ্বারকার পূর্ব্বদিকে একশত ধনুপরিমাণ (৪০০ হাত দীর্ঘ) রমণীয় পুষ্করিণীও বিরাজ করিতেছে।৫০৮-৫০৯

পঞ্চাশটী দ্বাররূপ মুখবিশিষ্টা চতুর্দ্দিকে আলোকচ্ছটা বিকিরণকারিণী মহাপুরী দ্বারকাতে ভগবান্ প্রবেশ করিলেন।৫১০

ভগবান্ প্রবেশ করিতে করিতে অপ্রমেয়া, অত্যুচ্চা, অতি গম্ভীর পরিখাপরিবেষ্টিতা, শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ ও শ্বেতবর্ণপ্রাসাদে শোভিতা, তীক্ষ্ণ যন্ত্র ও শতঘ্নী প্রভৃতি যন্ত্রসমূহে পরিপূর্ণা এবং লৌহময় মহাচক্রসমূহের দ্বারা আকীর্ণা দ্বারকাপুরীকে দর্শন করিলেন।৫১১-৫১২

ভগবানের অনুগামী দেবরাজ দেখিলেন, দেবপুরের ন্যায় দ্বারকাপুরীতেও প্রাচীরের উপর কিঙ্কিণীর ন্যায় ঝঙ্কারকারী উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত পতাকাবিশিষ্ট সহস্র সহস্র রথ বিরাজ করিতেছে, দ্বারকাপুরী দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ যোজন এবং বিস্তারে আট যোজন। ইহার দ্বিগুণ স্থান ব্যাপিয়া পুরীর উপনিবেশ রচিত হইয়াছে। পুরীতে আটটি মার্গ, ষোড়শটী মহাচত্বর, দুই দুইটী ব্যূহের অন্তরালে এক একটি মার্গ, সাতটী মহাপথ। সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কাঞ্চন ও মণিময় সোপানে পরিশোভিতা দ্বারকাপুরী জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে; পুরীমধ্যস্থিত উত্তম প্রাসাদসমূহ হইতে সঙ্গীতের ধ্বনি উত্থিত হইয়া পুরীকে মুখরিত করিতেছে।৫১৩-৫১৭

ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) পুরীশ্রেষ্ঠ উচ্চপতাকাবিশিষ্ট কাঞ্চনবর্ণ দীপ্যমান মেরুহাসতুল্য প্রাসাদসমূহ দর্শন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন।৫১৮

সুধাধবল ও পাণ্ডুবর্ণ শৃঙ্গ, কাঞ্চনময় পরিচ্ছদ ও রত্নময় সানু, গুহা ও শৃঙ্গে পরিশোভিত এবং সর্ব্বরত্নে বিভূষিত, পর্ব্বতসমূহের ন্যায় হর্ম্ম্যময়, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিত, নির্য্যূহ ও পঞ্জরবিশিষ্ট যন্ত্রে

সর্বর্তুসুখসংস্পর্শৈর্মহাধনপরিচ্ছদৈঃ।
রম্যসানুগুহা শৃঙ্গৈর্বিচিত্রৈরিব পর্বতৈঃ ॥৫২৩

পঞ্চবর্ণসুবর্ণৈশ্চ পুষ্পবৃষ্টিসমপ্রভৈঃ।
তুল্যপর্জন্যনির্ঘোষৈর্নানাবর্ণৈরিবাম্বুদৈঃ ॥৫২৪

মহেন্দ্রশিখরপ্রখ্যৈর্বিহিতৈর্বিশ্বকর্মণা।
আলিখন্তিরিবাকাশমতিচন্দ্রার্কভাস্বরৈঃ ॥ ৫২৫

তৈর্দাশার্হ-মহাভাগৈর্বভাসে ভবনহ্রদৈঃ।
চণ্ডনাগাকুলৈর্ঘোরৈঃ হ্রদৈর্ভোগবতী যথা ॥ ৫২৬

কৃষ্ণধ্বজোপবাহৈশ্চ দাশার্হায়ুধরোহিতৈঃ।
বৃষ্ণিমত্তময়ূরৈশ্চ স্ত্রীসহস্রপ্রভাকুলৈঃ ॥৫২৭

বাসুদেবেন্দ্রপর্জন্যৈর্গৃহমেঘৈরলঙ্কৃতা।
দদৃশে দ্বারকাতীব মেঘৈর্দ্যৌরিব সংবৃতা ॥৫২৮

সাক্ষাদ্ ভগবতো বেশ্ম বিহিতং বিশ্বকর্মণা।
দদৃশুর্দেবদেবস্য চতুর্যোজনমায়তম্।
তাবদেব চ বিস্তীর্ণমপ্রমেয়ং মহাধনৈঃ ॥৫২৯

প্রাসাদবরসম্পন্নং যুক্তং জগতি পর্বতৈঃ।
যং চকার মহাবাহুস্ত্বষ্টা বাসবচোদিতঃ ॥৫৩০

প্রাসাদং পদ্মনাভস্য সর্বতো যোজনায়তম্।
মেরোরিব গিরেঃ শৃঙ্গমুচ্ছ্রিতং কাঞ্চনায়ুতম্।
রুক্মিণ্যাঃ প্রবরো বাসো বিহিতঃ সুমহাত্মনা ॥৫৩১

সত্যভামা পুনর্বেশ্ম সদা বসতি পাণ্ডরম্।
বিচিত্রমণিসোপানং যং বিদুঃ শীতবানিতি ॥৫৩২

বিমলাদিত্যবর্ণাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
ব্যক্তবদ্ধং বনোদ্দেশে চতুর্দিশি মহাধ্বজম্ ॥৫৩৩

পরিপূর্ণ গৃহরাজির দ্বারা ধাতুশোভিত অদ্রির ন্যায় দ্বারকাপুরী অতিশয় শোভা পাইতেছে।৫১৯-৫২১

গৃহসমূহের মেঝেগুলি মণি এবং কাঞ্চনময়, তলদেশ পরিমার্জ্জিত, দ্বারসমূহ জাম্বূনদ(স্বর্ণবিশেষ)-ময়, অর্গলসমূহ বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত, সকল ঋতুতেই সুখাবহ এবং মহাধন ও পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ, সুতরাং রমণীয় সানু, গুহা ও শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বতসমূহের ন্যায় দেখাইতেছে।৫২২-৫২৩

পুষ্পবৃষ্টিতুল্য শোভাধারণকারী পঞ্চবর্ণ সুবর্ণ-সমূহে পরিপূর্ণ, মেঘধ্বনিতুল্য ধ্বনিবিশিষ্ট বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মহেন্দ্রপর্ব্বতের শিখরতুল্য অতিশয় উচ্চ গৃহ-গুলি সূর্য্য ও চন্দ্রের মার্গকে যেন আচ্ছাদন করিতেছে, তাহাতে উহাদিগকে গগনস্থিত নানাবর্ণবিশিষ্ট মেঘের ন্যায় দেখাইতেছে।৫২৪-৫২৫

দাশার্হবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের নিবাসভূমিতে গৃহরূপ হ্রদসমূহ প্রচণ্ড নাগগণে আকুলিত ভোগবতীর (পাতাল গঙ্গা) ন্যায় মহাভাগ্যশালী দাশার্হগণে পরিবৃত হইয়া শোভা ধারণ করিতেছে।৫২৬

কৃষ্ণবর্ণ ধ্বজাসমূহে পরিশোভিত, দাশার্হগণের অস্ত্রশস্ত্রে রক্তবর্ণধারণকারী, বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়রূপ মত্ত ময়ূরসমূহের আশ্রয়, সহস্র সহস্র নারীগণের প্রভায় আকুল, বাসুদেব, ইন্দ্র প্রভৃতি পর্জ্জন্যবিশিষ্ট-গৃহরূপ মেঘসমূহে অলঙ্কৃত দ্বারকাবতী মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় দেখাইতেছে।

দেবরাজ সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত দেবদেব ভগবানের আলয় চারিযোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত অতুলনীয় পর্ব্বততুল্য উচ্চ প্রাসাদশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিলেন।

স্বয়ং ইন্দ্রের আদেশে মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মা এক যোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ প্রাসাদ রুক্মিণীর নিবাসের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন।৫২৭-৫৩১

সত্যভামার গৃহটী পাণ্ডুরবর্ণ, উহার সোপানসমূহ বিচিত্র মণিনির্ম্মিত, উহাকে 'শীতবান্' বলিয়া সকলে জানিত।৫৩২

নির্ম্মল সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট পতাকাসমূহে

স চ প্রাসাদমুখ্যোঽত্র জাম্ববত্যা বিভূষিতঃ।
প্রভয়া ভূষণৈশ্চিত্রৈস্ত্রৈলোক্যমিব ভাসয়ন্ ॥৫৩৪
যস্তু পাণ্ডরবর্ণাভস্তয়োরন্তরমাশ্রিতঃ।
বিশ্বকর্ম্মাকরোদেনং কৈলাসশিখরোপমম্ ॥৫৩৫
জাম্বুনদপ্রদীপ্তাগ্রঃ প্রদীপ্তজ্বলনোপমঃ।
সাগরপ্রতিমোঽতিষ্ঠন্মেরুরিত্যভিবিশ্রুতঃ ॥৫৩৬
তস্মিন্ গান্ধাররাজস্য দুহিতা কুলশালিনা।
সুকেশী নাম বিখ্যাতা কেশবেন নিবেশিতা ॥৫৩৭
পদ্মকূট ইতি খ্যাতঃ পদ্মবর্ণো মহাপ্রভুঃ।
সুপ্রভায়া মহাবাহো নিবাসঃ পরমার্চিতঃ ॥৫৩৮
যস্তু সূর্য্যপ্রভো নাম প্রাসাদবর উচ্যতে।
লক্ষ্মণায়াঃ কুরুশ্রেষ্ঠ স দত্তঃ শার্ঙ্গধন্বনা ॥৫৩৯
বৈদূর্য্যবরবর্ণাভঃ প্রাসাদো হরিতপ্রভঃ।
যং বিদুঃ সর্ব্বভূতানি হরিরিত্যেব ভারত ॥
বাসঃ স মিত্রবিন্দায়া দেবর্ষিগণপূজিতঃ ॥৫৪০
মহিষ্যা বাসুদেবস্য ভূষণং সর্ববেশ্মনাম্।
যস্তু প্রাসাদমুখ্যোঽত্র বিহিতঃ সর্বশিল্পিভিঃ ॥৫৪১
অতীব রম্যঃ সোঽপ্যত্র প্রহসন্নিব তিষ্ঠতি।
সুদত্তায়াঃ সুবাসস্তু পূজিতঃ সর্বশিল্পিভিঃ ॥৫৪২
মহিষ্যা বাসুদেবস্য কেতুমানিতি বিশ্রুতঃ।
প্রাসাদো বিরজো নাম বিরজস্কো মহাত্মনঃ ॥৫৪৩
উপস্থানগৃহং তাত কেশবস্য মহাত্মনঃ।
যস্তু প্রাসাদমুখ্যোঽত্র যং ত্বষ্টা ব্যদধাৎ স্বয়ম্ ॥৫৪৪
যোজনায়তবিষ্কম্ভং সর্বরত্নময়ং বিভোঃ।
তেষাস্তু বিহিতাঃ সর্বে রুক্মদণ্ডাঃ পতাকিনঃ ॥
সদনে বাসুদেবস্য মার্গসংজননা ধ্বজাঃ ॥৫৪৫
ঘণ্টাজালানি তত্রৈব সর্বেষাঞ্চ নিবেশনে।
আহৃত্য যদুসিংহেন বৈজয়ন্ত্যচলো মহান্ ॥৫৪৬
হংসকূটস্য যচ্ছৃঙ্গমিন্দ্রদ্যুম্নসরো মহৎ।
ষষ্টিতালসমুৎসেধমর্দ্ধযোজনবিস্তৃতম্ ॥৫৪৭

অলঙ্কৃত, চারিদিকে উদ্যানসমূহে পরিবেষ্টিত, যে উত্তম প্রাসাদ আছে, উহাতে জাম্ববতী বাস করেন; বিচিত্র অলঙ্কারের প্রভায় যেন উহা ত্রৈলোক্যকেও উদ্ভাসিত করিতেছে।৫৩৩-৫৩৪

সত্যভামা ও জাম্ববতীর গৃহদ্বয়ের মধ্যস্থানে পাণ্ডুবর্ণ কৈলাসশিখরতুল্য, জাম্বুনদনামক সুবর্ণে যাহার অগ্রভাগ প্রদীপ্ত, যাহা অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া সাগরতুল্য বিশাল 'মেরু' নামে যে গৃহটী বিরাজিত, উহাতে গান্ধাররাজদুহিতা সুকেশী ভগবানের নির্দ্দেশে বাস করেন।৫৩৫-৫৩৭

মহাবাহো! পদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও পরমপূজিত মহাপ্রভাবশালা, 'পদ্মকূট' নামে যে প্রাসাদটী আছে, উহাতে ভগবানের সুপ্রভা নাম্নী পত্নী বাস করেন।৫৩৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট 'সূর্য্যপ্রভ' নামক প্রাসাদে ভগবান্ তাঁহার সুলক্ষণা নাম্নী পত্নীকে বাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন।৫৩৯

বৈদূর্য্যমণির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হরিতবর্ণে প্রভাশালী যে প্রাসাদটী রহিয়াছে, যাহাকে সকলেই 'হরি' নামেই জানে' এবং যাহা সর্ব্বপ্রাসাদের ভূষণস্বরূপ, দেবর্ষিগণপূজিত সেই প্রাসাদে ভগবানের মহিষী মিত্রবিন্দা বাস করেন।

সকল শিল্পিগণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ বলিয়া স্বীকৃত, অতীব রমণীয় 'কেতুমান্' নামে বিখ্যাত প্রাসাদটী যেন সহাস্যে অবস্থান করিতেছে; ঐ প্রাসাদে ভগবানের মহিষী সুদত্তা নিবাস করেন।

হে তাত! ধূলিশূন্য 'বিরজ' নামক প্রাসাদটী মহাত্মা কেশবের উপাসনা গৃহ।

আর একটী শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ আছে, যাহা বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং যাহা এক যোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার রত্নে খচিত, সমস্ত

সকিন্নরমহানাদং তদাপ্যমিততেজসঃ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৫৪৮
আদিত্যপথগং যৎ তন্মেরোঃ শিখরমুত্তমম্।
জাম্বূনদময়ং দিব্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৫৪৯
তদপ্যুৎপাট্য কৃচ্ছ্রেণ সন্নিবেশনমাহৃতম্।
ভ্রাজমানং পুরা তত্র সর্বৌষধিবিভূষিতম্ ॥৫৫০
যমিন্দ্রভবনাচ্ছৌরিরাজহার পরন্তপঃ।
পারিজাতঃ স তত্রৈব কেশবেন নিবেশিতঃ ॥
বিহিতা বাসুদেবেন ব্রহ্মস্থলমহাদ্রুমাঃ ॥৫৫১
শালতালাশ্বকর্ণাশ্চ শতশাখাশ্চ রোহিণাঃ।
ভল্লাতক-কপিত্থাশ্চ চন্দ্রবৃক্ষাশ্চ চম্পকাঃ ॥৫৫২
খর্জূরাঃ কেতকাশ্চৈব সমন্তাৎ পরিরোপিতাঃ।
পদ্মাকুলজলোপেতা রক্তাঃ সৌগন্ধিকোৎ-
পলাঃ ॥৫৫৩

মণিমৌক্তিকবালুকাঃ পুষ্করিণ্যঃ সরাংসি চ।
তাসাং পরমকূলানি শোভয়ন্তি মহাদ্রুমাঃ ॥৫৫৪
যে চ হৈমবতা বৃক্ষা যে চ নন্দনজাস্তথা।
আহৃত্য যদুসিংহেন তেঽপি তত্র নিবেশিতাঃ ॥৫৫৫
রক্তপীতারুণপ্রখ্যাঃ সিতপুষ্পাশ্চ পাদপাঃ।
সর্বর্তুফলপূর্ণাস্তে তেষু কাননসন্ধিষু ॥৫৫৬
সহস্রপত্রপদ্মাশ্চ মন্দরাশ্চ সহস্রশঃ
অশোকাঃ কর্ণিকারাশ্চ তিলকা নাগমল্লিকাঃ ॥৫৫৭
কুরবা নাগপুষ্পাশ্চ চম্পকাস্তৃণগুল্মকাঃ।
সপ্তপর্ণাঃ কদম্বাশ্চ নীপাঃ কুরবকাস্তথা ॥৫৫৮
কেতক্যঃ কেসরাশ্চৈব হিন্তালতলতাটকাঃ।
তালাঃ প্রিয়ঙ্গুবকুলাঃ পিণ্ডিকা বীজপূরকাঃ ॥৫৫৯
দ্রাক্ষামলকখর্জূরা মৃদ্বীকা জম্বুকাস্তথা।
আম্রাঃ পনসবৃক্ষাশ্চ অঙ্কোলাস্তিলতিন্দুকাঃ ॥৫৬০

প্রাসাদের মধ্যে পথনির্দ্দেশক পতাকা ও ঘণ্টাসমূহ সেই প্রাসাদেই স্থাপিত হইয়াছে। সেই প্রাসাদের আয়তন সীমার মধ্যে যদুসিংহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'বৈজয়ন্তী' নামক মহাপর্ব্বতকে স্থাপন করিয়াছে; ঐ পর্ব্বতের সহিত হংসকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গকেও তিনি স্থাপন করিয়াছেন। ঐ শৃঙ্গ আটটী তালবৃক্ষের সমান উচ্চ ও অর্দ্ধযোজন দীর্ঘ, উহাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবর আছে, যেখানে কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ মহানন্দে ক্রীড়া করেন; ইহার আনয়ন অমিততেজা ভগবানের সর্ব্বপ্রাণীর সমক্ষে কৃত লোকবিশ্রুত অলৌকিক কর্ম্ম।৫৪০-৫৪৮

আদিত্যপথগামী জাম্বূনদময় (সুবর্ণময়) যে ত্রিলোকবিখ্যাত সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গ, যাহা পূর্ব্বে সর্ব্বৌষধিতে পূর্ণ ছিল, ভগবান্ আয়াসপূর্ব্বক তাহাকেও উৎপাটিত করিয়া নিজ নিবেশনে আনয়ন করিয়াছেন।৫৪৯-৫৫০

যে পারিজাত বৃক্ষ শূরতনয় বাসুদেব ইন্দ্রভবন হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকেও সেইখানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

বাসুদেব ব্রহ্মলোক হইতেও শাল, তাল, অশ্বকর্ণ, শতশাখাবিশিষ্ট রোহিণ, ভল্লাতক, কপিত্থ, চন্দ্রবৃক্ষ, চম্পক, খর্জ্জূর, কেতক প্রভৃতি মহাবৃক্ষসমূহ আনিয়া নিজ নিবেশনে রোপণ করিয়াছেন। ঐ সকল মহাবৃক্ষ পদ্মাকুলজলে পরিপূর্ণ, সৌগন্ধিক পদ্মবিশিষ্ট ও মণিমুক্তারূপ বালুকাময় পুষ্করিণী ও সরোবরসমূহের তীরকে পরিশোভিত করিতেছে।৫৫১-৫৫৪

হিমালয়জাত ও নন্দনকাননজাত বৃক্ষসমূহও আনিয়া তিনি রক্ত, পীত ও অরুণবর্ণের শুভ্রপুষ্পবিশিষ্ট এবং সকল ঋতুতেই ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষসমূহ রোপণ করিয়াছেন।৫৫৫-৫৫৬

সহস্রদল পদ্ম, সহস্র সহস্র মন্দার বৃক্ষ, অশোক

লিকুচাম্রাতকাশ্চৈব ক্ষীরিকা কণ্টকী তথা।
নালিকেরেঙ্গুদাশ্চৈব উৎক্রোশকবনানি চ ॥৫৬১
বনানি চ কদল্যাশ্চ জাতিমল্লিকপাটলাঃ।
ভল্লাতক-কপিত্থাশ্চ তৈত্তিভা বন্ধুজীবিকাঃ ॥৫৬২
প্রবালাশোককাশ্মর্য্যঃ প্রাচীনাশ্চৈব সর্বশঃ।
প্রিয়ঙ্গু-বদরীভিশ্চ যবৈঃ স্পন্দনচন্দনৈঃ ॥৫৬৩
শমীবিল্বপলাশৈশ্চ পাটলাবটপিপ্পলৈঃ।
উদুম্বরৈশ্চ দ্বিদলৈঃ পালাশৈঃ পারিভদ্রকৈঃ ॥৫৬৪
ইন্দ্রবৃক্ষার্জ্জুনৈশ্চৈব অশ্বত্থৈশ্চিরিবিল্বকৈঃ।
সৌভঞ্জনকবৃক্ষৈশ্চ ভল্লটৈরশ্বসাহ্বয়ৈঃ ॥৫৬৫
সর্জৈস্তাম্বূলবল্লীভির্লবঙ্গৈঃ ক্রমুকৈস্তথা।
বংশৈশ্চ বিবিধৈস্তত্র সমন্তাৎ পরিরোপিতৈঃ ॥৫৬৬
যে চ নন্দনজা বৃক্ষা যে চ চৈত্ররথে বনে।
সর্বে তে যদুনাথেন সমন্তাৎ পরিরোপিতৈঃ ॥৫৬৭

কর্ণিকার, তিলক, নাগ, মল্লিকা, কুরব, নাগপুষ্প, চম্পক, তৃণগুল্ম, সপ্তপর্ণ, কদম্ব, নীপ, কুরবক, কেতকী, কেসর, হিন্তাল, তল, তাটক, তাল, প্রিয়ঙ্গু, বকুল, পিণ্ডিক, বীজপূরক, দ্রাক্ষা, আমলক, খর্জ্জুর, মৃদ্বীক, জম্বুক, আম্র, পনস, অঙ্কোল, তিলতিন্দুক, লিকুচ, আম্রাতক, ক্ষীরিকা, কণ্টকী, নারিকেল, ইঙ্গুদ, উৎক্রোশকরণ, কদলীবন, জাতি, মল্লিকা, পটল, ভল্লাতক, তৈত্তিভ, বন্ধুজীবক, প্রবাল, অশোক, কাশ্মরী এবং প্রাচীনবৃক্ষসমূহ আনিয়া তথায় রোপণ করিয়াছেন।

প্রিয়ঙ্গু, বদরী, যব, স্পন্দন, চন্দন, শমী, বিল্ব, পলাশ, পটল, অবট, পিপ্পল, উদুম্বর, দ্বিদল, পালাশ, পারিভদ্রক, ইন্দ্রবৃক্ষ, অর্জুন, অশ্বত্থ, চিরিবিল্বক, সৌভঞ্জন, ভল্লট, অশ্বসাহ্বয়, সর্জ্জ, তাম্বূলবল্লী, লবঙ্গ, ক্রমুক, বংশ প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃক্ষ তথায় রোপণ

কুমুদোৎপলপূর্ণাশ্চ বাপ্যঃ কূপাঃ সহস্রশঃ।
সমাকুলমহাবাপ্যঃ পীতা লোহিতবালুকাঃ ॥৫৬৮
তস্মিন্ গৃহবনে নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদাঃ।
ফুল্লোৎপলজলোপেতা নানাদ্রুমসমাকুলাঃ ॥৫৬৯
তস্মিন্ গৃহবনে নদ্যো মণিশর্করবাহুকাঃ।
মত্তবর্হিণ-সঙ্ঘাশ্চ কোকিলাশ্চ মদোদ্বহাঃ ॥৫৭০
বভূবুঃ পরমোপেতাঃ সর্বে জগতিপর্বতাঃ।
তত্রৈব গজযূথানি তত্র গোমহিষাস্তথা ॥৫৭১
নিবাসাশ্চ কৃতাস্তত্র বরাহমৃগপক্ষিণাম্।
বিশ্বকর্মকৃতঃ শৈলঃ প্রাকারস্তস্য বেশ্মনঃ ॥৫৭২
ব্যক্তং কিষ্কুশতোচ্চামঃ সুধাকরসমপ্রভঃ।
তেন তে চ মহাশৈলাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥৫৭৩
পরিক্ষিপ্তানি হর্ম্যস্য বনান্যুপবনানি চ।
এবং তচ্ছিল্পিবর্য্যেণ বিহিতং বিশ্বকর্মণা ॥৫৭৪

করিয়া ভগবান্ সেই স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন।৫৫৭-৫৬৬

নন্দন ও চৈত্ররথ বনে যে সকল বৃক্ষ জন্মে, সেই সকলই আনিয়া যদুনাথ চারিদিকে রোপণ করিয়া দিয়াছেন।৫৬৭

সেই গৃহরূপ বনে কুমুদ ও পদ্মে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী-সমূহ, সহস্র সহস্র কূপ, লোহিতবর্ণ বালুকায় পরিপূর্ণ পীতবর্ণ মহাবাপীসমূহ, নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ নদী ও হ্রদসমূহ, মণিময় বালুকাবিশিষ্ট নদীসমূহ, বহিতেছে এবং উহাদের মধ্যে মত্ত ময়ূরসঙ্ঘ, মদমত্ত কোকিল প্রভৃতি বিচিত্র পক্ষিসমূহ পরমানন্দে অবস্থান করিতেছে।

সেই স্থানেই হস্তিযূথ, গো, মহিষ, বরাহ ও পক্ষিগণের নিবাস স্থান রচিত হইয়াছে এবং ভগবানের গৃহের চতুর্দ্দিকে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বিরাট্

প্রবিশন্নেব গোবিন্দো দদর্শ পরিতো মুহুঃ।
ইন্দ্রঃ সহামরৈঃ শ্রীমাংস্তত্র তত্রাবলোকয়ৎ ॥৫৭৫

এবমালোকয়াঞ্চক্রুর্দ্বারকামৃষভাস্ত্রয়ঃ।
উপেন্দ্র-বলদেবৌ চ বাসবশ্চ মহাযশাঃ ॥৫৭৬

ততস্তং পাণ্ডরং শৌরিমূর্দ্ধি তিষ্ঠন্ গরুত্মতঃ।
প্রীতঃ শঙ্খমুপাদধ্মৌ বিদ্বিষাং রোমহর্ষণম্ ॥
তস্য শঙ্খস্য শব্দেন সাগরশ্চুক্ষুভে ভৃশম্ ॥৫৭৭

ররাস চ নভঃ সর্ব্বং তচ্চিত্রমভবৎ তদা।
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং নিশম্য কুকুরান্ধকাঃ ॥৫৭৮

বিশোকাঃ সমপদ্যন্ত গরুড়স্য চ দর্শনাৎ।
শঙ্খ-চক্র গদাপাণিং সুপর্ণশিরসি স্থিতম্ ॥৫৭৯

দৃষ্ট্বা জহৃষিরে কৃষ্ণং ভাস্করোদয়তেজসম্।
ততস্তূর্য্যপ্রণাদশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ ॥৫৮০

সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে সর্ব্বেষাং পুরবাসিনাম্।
ততস্তে সর্বদাশার্হাঃ সর্ব্বে চ কুকুরান্ধকাঃ ॥৫৮১

প্রীয়মাণাঃ সমাজগ্মুরালোক্য মধুসূদনম্।
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য বেণুশঙ্খরবৈঃ সহ ।৫৮২

উগ্রসেনো যযৌ রাজা বাসুদেবনিবেশনম্।
আনন্দিতুং পর্য্যচরন্ স্বেষু বেশ্মসু দেবকী ॥৫৮৩

রোহিণী চ যথোদ্দেশমাহুকস্য চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ।
হতা ব্রহ্মদ্বিষঃ সর্ব্বে জয়ন্ত্যন্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥৫৮৪

এবমুক্তঃ সহ স্ত্রীভির্বীক্ষিতো মধুসূদনঃ।
ততঃ শৌরিঃ সুপর্ণেন স্বং নিবেশনমভ্যয়াৎ ॥৫৮৫

চকাথ যথোদ্দেশমীশ্বরো মণিপর্ব্বতম্।
ততো ধনানি রত্নানি সভায়াং মধুসূদনঃ ॥৫৮৬

পর্ব্বত ঐ ভবনের প্রাচীররূপে কাজ করিতেছে।৫৬৮-৫৭২

ঐ প্রাচীর সুধাকরের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, শত হস্ত উচ্চ। সেই সকল মহাশৈল, নদী সরোবর, বন ও উপবনসমূহ তাঁহার হর্ম্ম্যতলাবিশিষ্ট প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত সেই ভবনে প্রবেশ করিতে করিতে গোবিন্দ পুনঃ পুনঃ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ভগবানের সঙ্গে দেবগণের সহিত ইন্দ্র দ্বারকাপুরীর উক্ত স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে মহাযশস্বী উপেন্দ্র, বলদেব ও বাসব এই তিন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ দ্বারকাপুরীকে দর্শন করিলেন।৫৭৩-৫৭৬

অনন্তর শৌরি (বসুদেবতনয়) গরুড়ের মস্তকে অবস্থান করিয়াই প্রীতমনে শত্রুগণের রোমহর্ষণ তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করিলেন। সেই শঙ্খের মহাশব্দে সাগর ক্ষুভিত এবং গগন মুখরিত হওয়ায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষশ্রবণে কুকুর ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের ভগবদ্বিরহজনিত শোক দূরীভূত হইল এবং তাঁহারা গরুড়ের মস্তকে উদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

অনন্তর তূর্য্য, ভেরীপ্রভৃতি বাদ্যসমূহের মহাধ্বনি গগনমণ্ডলকে মুখরিত করিতে লাগিল এবং সকল পুরবাসিগণ একত্রে সিংহনাদ করিতে লাগিল। তৎপর দাশার্হ, কুকুর ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সকলে বাসুদেবকে সম্মুখে রাখিয়া বেণু ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে বাসুদেবের গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। দেবকী, রোহিণী এবং আহুকের (উগ্রসেনের) মহিষীগণ সকলে "ব্রহ্মদ্বেষিগণ সকলে নিহত হইয়াছে, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের জয় হউক" এইরূপে জয়ধ্বনি করিতে করিতে বাসুদেবের গৃহে সমবেত হইলেন।

এইরূপ জয়ধ্বনি করিয়া নারীগণ সাগ্রহে ভগবানকে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় ভগবান্

নিধায় পুণ্ডরীকাক্ষঃ পিতুর্দর্শনলালসঃ।
ততঃ সান্দীপনিং পূর্ব্বমুপস্পৃষ্ট্বা মহাযশাঃ ॥৫৮৭
ববন্দে পৃথুতাম্রাক্ষঃ প্রীয়মাণো মহাভুজঃ।
তথাশ্রুপরিপূর্ণাক্ষমানন্দগতচেতসম্ ॥৫৮৮
ববন্দে সহ রামেণ পিতরং বাসবানুজঃ।
রাম-কৃষ্ণৌ সমাশ্লিষ্য সর্ব্বে চান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥
তং তু কৃষ্ণঃ সমাহৃত্য রত্নৌঘধনসঞ্চয়ম্ ॥৫৮৯
ব্যভজৎ সর্ববৃষ্ণিভ্য আদধ্বমিতি চাব্রবীৎ।
যথাশ্রেষ্ঠমুপাগম্য সাত্বতান্ যদুনন্দনঃ ॥৫৯০
সর্ব্বেষাং নাম জগ্রাহ দাশার্হাণামধোক্ষজঃ।
ততঃ সর্ব্বাণি বিত্তানি সর্ব্বরত্নময়ানি চ ॥৫৯১
ব্যভজৎ তানি তেভ্যোঽথ সর্ব্বেভ্যো যদুনন্দনঃ।
সা কেশবমহামাত্রৈর্মহেন্দ্রপ্রমুখৈঃ সহ ॥৫৯২
শুশুভে বৃষ্ণিশার্দুলৈঃ সিংহৈরিব গিরের্গুহা।
অথাসনগতান্ সর্বানুবাচ বিবুধাধিপঃ ॥৫৯৩
শুভয়া হর্ষয়ন্ বাচা মহেন্দ্রস্তান্ মহাযশাঃ।
কুকুরান্ধকমুখ্যাংশ্চ তঞ্চ রাজানমাহুকম্ ॥৫৯৪

ইন্দ্র উবাচ।

যদর্থং জন্ম কৃষ্ণস্য মানুষেষু মহাত্মনঃ।
যৎ কৃতং বাসুদেবেন তদ্ বক্ষ্যামি সমাসতঃ ॥৫৯৫
অয়ং শতসহস্রাণি দানবানামরিন্দমঃ।
নিহত্য পুণ্ডরীকাক্ষঃ পাতালবিবরং যযৌ ॥৫৯৬
যচ্চ নাধিগতং পূর্ব্বৈঃ প্রহ্লাদবলিশম্বরৈঃ।
তদিদং শৌরিণা বিত্তং প্রাপিতং ভবতামিহ ॥৫৯৭
শিলাসজ্ঞানতিক্রম্য নিশুম্ভঃ সগণো হতঃ।
হয়গ্রীবশ্চ বিক্রান্তো নিহতো দানবো বলী ॥ ৫৯৮
মথিতশ্চ মৃধে ভৌমঃ কুণ্ডলে চাহৃতে পুনঃ।
প্রাপ্তঞ্চ দিবি দেবেষু কেশবেন মহদ্ যশঃ ॥৫৯৯
বীতশোকভয়াবাধাঃ কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াঃ।
যজ্ঞৈস্তু বিবিধৈঃ সোমৈর্মখৈরন্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥৬০০

গরুড়ে চড়িয়া নিজ ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন।৫৭৭-৫৮৫

অনন্তর ভগবান্ সেই জনসভায় মণিপর্ব্বত ও ধনরত্ন সকলের সমক্ষে রাখিয়া পিতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বসুদেবের গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেই সান্দীপনি মুনিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং অতঃপর বলদেবের সহিত একত্রে অশ্রুপূর্ণনয়নে আনন্দে গদ্‌গদহৃদয় পিতা বসুদেবের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন; তখন অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় সকলে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সেই ধনরত্নরাশি আনিয়া 'সকলেই তোমরা গ্রহণ কর' এই বলিয়া শ্রেষ্ঠক্রমে এক একজনকে আহ্বান করিয়া সকল বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিলেন।

শার্দ্দূল ও সিংহসমূহের দ্বারা গিরিগুহা যেমন শোভা পায়, সেই দ্বারকাপুরীও শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ বৃষ্ণিগণ ও ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের দ্বারা তেমনই শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাযশস্বী দেবরাজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকল কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণকে এবং রাজা উগ্রসেনকে মঙ্গলময়ী বাণীর দ্বারা হর্ষিত করিয়া বলিলেন।৫৮৬-৫৯৪

ইন্দ্র বলিলেন,—যে কার্য্য সাধন করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি যে কার্য্য এখনই করিয়া আসিলেন, আমি সংক্ষেপে তাহা বলিব।৫৯৫

শত্রুদমন পদ্মনেত্র গোবিন্দ লক্ষ লক্ষ দানবকে বধ করত পাতালবিবরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।৫৯৬

প্রহ্লাদ, বলি, শম্বর প্রভৃতি অসুরগণ যে ধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই, সুরত্তনয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের জন্য সেই ধন আনিয়াছেন।৫৯৭

পুনর্বাণবধে শৌরিমাদিত্যা বসুভিঃ সহ।
সম্মুখা হি গমিষ্যন্তি সাধ্যাশ্চ মধুসূদনম্ ॥৬০১

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততঃ সর্বানামন্ত্র্য কুকুরান্ধকান্।
সস্বজে রাম-কৃষ্ণৌ চ বসুদেবঞ্চ বাসবঃ ॥৬০২
প্রদ্যুম্নসাম্বনিশঠাননিরুদ্ধঞ্চ সারণম্।
বভ্রুং ঝল্লিং গদং ভানুং চারুদেষ্ণঞ্চ বৃত্রহা ॥৬০৩
সৎকৃত্য সারণাক্রূরৌ পুনরাভাষ্য সাত্যকিম্।
সস্বজে বৃষ্ণিরাজানমাহুকং কুকুরাধিপম্ ॥৬০৪
ভোজঞ্চ কৃতবর্মাণমন্যাংশ্চান্ধকবৃষ্ণিষু।
আমন্ত্র্য দেবপ্রবরো বাসবো বাসবানুজম্ ॥৬০৫
ততঃ শ্বেতাচলপ্রখ্যং গজমৈরাবতং প্রভুঃ।
পশ্যতাং সর্বভূতানামারুরোহ শচীপতিঃ ॥৬০৬
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দিবঞ্চ বরবারণম্ ॥৬০৭
হৈমযন্ত্রমহাকক্ষ্যং হিরণ্ময়বিষাণিনম্।
মনোহরকুথাস্তীর্ণং সর্বরত্নবিভূষিতম্ ॥৬০৮
অনেকশতরত্নাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
নিত্যস্রুতমদস্রাবং ক্ষরন্তমিব তোয়দম্ ॥৬০৯
দিশাগজং মহামাত্রং কাঞ্চনস্রজমাস্থিতঃ।
প্রবভৌ মন্দরাগ্রস্থঃ প্রতপন্ ভানুমানিব ॥৬১০
ততো বজ্রময়ং ভীমং প্রগৃহ্য পরমাঙ্কুশম্।
যযৌ বলবতা সার্দ্ধং পাবকেন শচীপতিঃ ॥৬১১

পাশাস্ত্রধারী মুর ও পাঞ্চজন্য অসুরকে আক্রমণ করত ইনি তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন এবং পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করত সৈন্যাদির সহিত নিশুম্ভাসুরকে বধ করিয়াছেন।

বিক্রমশালী মহাবলবান্ হয়গ্রীবাসুরকে বধ করত ইনি যুদ্ধে ভূমিতনয় নরকাসুরকে মথিত করিয়া কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছেন। ইহাতে স্বর্গেও তাঁহার বিপুল যশ ঘোষিত হইয়াছে।৫৯৮-৫৯৯

তোমরা অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলকে আশ্রয় করত শোক, ভয় ও পীড়াশূন্য হইয়া বিবিধ সোমাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের যজনা কর।৬০০

পুনরায় বাণাসুরের বধের নিমিত্ত আমাকে সম্মুখে রাখিয়া দেবগণ, ও সাধ্য বসুগণ মধুসূদনের শরণাগত হইবেন।৬০১

ভীষ্ম বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দেবরাজ কুকুর ও অন্ধকবংশীয় সকলকে আমন্ত্রণ করত শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বসুদেবকে আলিঙ্গন করিয়া প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, অনিরুদ্ধ, সারণ, বভ্রু, ঝল্লি, গদ, ভানু, চারুদেষ্ণ প্রভৃতির সৎকার করিয়া সারণ, অক্রূর ও সাত্যকির সহিত বিদায় সম্ভাষণ করত কুকুরাধিপ বৃষ্ণিরাজ আহুককে আলিঙ্গন করিলেন।৬০২-৬০৪

ভোজ, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণকে আমন্ত্রণ করত শচীপতি ইন্দ্র উপস্থিত সকল প্রাণীর সমক্ষে শ্বেতপর্ব্বতসদৃশ ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করিলেন।৬০৫-৬০৬

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষকে মুখাড়ম্বর নির্ঘোষে মুখরিত করিয়া বিরাজমান সুবর্ণযন্ত্রনির্ম্মিত মহাকক্ষাবিশিষ্ট, হিরণ্ময়দন্তধারী, মনোহর কুথাকৃত শয্যাবিশিষ্ট, সর্ব্বরত্নবিভূষিত, রত্নময় অনেক পতাকাদ্বারা পরিশোভিত, কাঞ্চনমাল্যধারী নিত্যমদস্রাবকারী দিগ্‌গজ সেই ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র মন্দরপর্ব্বতশিখরস্থিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।৬০৭-৬১০

অনন্তর বজ্রময় ভয়ানক বিশাল অঙ্কুশ গ্রহণ করত বলবান্ অগ্নির সহিত শচীপতি ঐরাবতে গমন করিলেন।৬১১

তং করেণুগজব্রাতৈর্বিমানৈশ্চ মরুদ্গণাঃ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযুঃ প্রীতাঃ কুবের-বরুণগ্রহাঃ ॥৬১২

স বায়ুপথমাস্থায় বৈশ্বানরপথং গতঃ।
প্রাপ্য সূর্য্যপথং দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৬১৩

ততঃ সর্বদশার্হাণামাহুকস্য চ যাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নন্দগোপস্য মহিষী যশোদা লোকবিশ্রুতা ॥৬১৪

রেবতী চ মহাভাগা রুক্মিণী চ পতিব্রতা।
সত্যা জাম্ববতী চোভে গান্ধারী শিংশুমাপি বা ॥৬১৫

বিশোকা লক্ষ্মণা সাধ্বী সুমিত্রা কেতুমা তথা।
বাসুদেবমহিষ্যোঽন্যাঃ শ্রিয়া সার্দ্ধং যযুস্তদা ॥৬১৬

বিভূতিং দ্রষ্টুমনসঃ কেশবস্য বরাঙ্গনাঃ।
প্রীয়মানাঃ সভাং জগ্মুরালোকয়িতুমচ্যুতম্ ॥৬১৭

দেবকী সর্বদেবীনাং রোহিণী চ পুরস্কৃতা।
দদৃশুর্দেবমাসীনং কৃষ্ণং হলভৃতা সহ ॥৬১৮

তৌ তু পূর্বমুপক্রম্য রোহিণীমভিবাদ্য চ।
অভ্যবাদয়তাং দেবৌ দেবকীং রাম-কেশবৌ ॥৬১৯

দেবকীং সপ্তদেবীনাং যথাশ্রেষ্ঠঞ্চ মাতরঃ।
ববন্দে সহ রামেণ ভগবান্ বাসবানুজঃ ॥

অথাসনবরং প্রাপ্য বৃষ্ণিদারপুরস্কৃতা ॥৬২০

উভাবঙ্কগতৌ চক্রে দেবকী রামকেশবৌ।
সা তাভ্যামৃষভাক্ষাভ্যাং পুত্রাভ্যাং শুশুভে তদা ॥৬২১

দেবকী দেবমাতেব মিত্রেণ বরুণেন চ।
ততঃ প্রাপ্তা যশোদায়া দুহিতা বৈ ক্ষণেন হি ॥৬২২

জাজ্বল্যমানা বপুষা প্রভয়াতীব ভারত।
একানঙ্গেতি যামাহুঃ কন্যাং তাং কামরূপিণীম্ ॥৬২৩

যৎকৃতে সগণং কংসং জঘান পুরুষোত্তমঃ।
ততঃ স ভগবান্ রামস্তামুপাক্রম্য ভামিনীম্ ॥৬২৪

হস্তী ও হস্তিনীগণ এবং বিমানসমূহের সহিত মরুদাদি দেবগণ এবং কুবের, বরুণ, গ্রহ প্রভৃতি দিক্পালগণ প্রীতমনে ইন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন।৬১২

দেবরাজ বায়ুমার্গ অবলম্বন করত বৈশ্বানর (জ্যোতিষ্ক) পথ দিয়া সূর্য্যপথে পৌঁছিয়া অন্তর্হিত হইলেন।৬১৩

অনন্তর আহুকের পত্নীগণ, নন্দগোপপত্নী যশোদা, মহাভাগ্যবতী রেবতী, পতিব্রতা রুক্মিণী, সত্যা, জাম্ববতী গান্ধারী, শিংশুমা, বিশোকা, লক্ষ্মণা, সাধ্বী সুমিত্রা, কেতুমা প্রভৃতি এবং আরও অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ লক্ষ্মীর সহিত ভগবান্ ও ভগবানের বিভূতি এবং নবাগতা সুন্দরী নারীগণকে দর্শন করিবার জন্য সেই সভাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৬১৪-৬১৭

সকল দেবীগণকে সঙ্গে লইয়া দেবকী ও রোহিণী বলরামের সহিত উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে তথায় আসিলেন।৬১৮

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে শ্রেষ্ঠক্রমে দেবকী, রোহিণী প্রভৃতির চরণ বন্দনা করিলেন।৬১৯

অনন্তর প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিয়া দেবকী রাম ও কেশব উভয়কেই ক্রোড়ে লইলেন। উভয়ে তাঁহাদের ক্রোড়গত হওয়ায় তাঁহাদের শোভা এমন বর্দ্ধিত হইল, যেন দেবমাতা সূর্য্য ও বরুণকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন।

অনন্তর যশোদার কন্যা নিজ শরীরের জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। এই কন্যাকে 'একানঙ্গা' বলিয়া ডাকা হইত এবং ইনি কামরূপিণী ছিলেন। ইহার জন্যই ভগবান্ পুরুষোত্তম সেবকগণের সহিত কংসকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি আসা মাত্রই ভগবান্ বলরাম তাঁহার মস্তক অঘ্রাণ করত বাম

মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় সব্যেন পরিজগ্রাহ পাণিনা।
দক্ষিণেন করাগ্রেণ পরিজগ্রাহ মাধবঃ।
দদৃশুস্তাং সভামধ্যে ভগিনীং রাম-কৃষ্ণয়োঃ ॥৬২৫
রুক্মপদ্মপদ্মাং পদ্মাং শ্রীমিবোত্তমনাগয়োঃ।
অথাক্ষতমহাবৃষ্ট্যা লাজপুষ্পঘৃতৈরপি ॥৬২৬
বৃষ্ণয়োঽবাকিরন্ প্রীতাঃ সঙ্কর্ষণজনার্দনৌ।
সবালাঃ সহবৃদ্ধাশ্চ সজ্ঞাতি কুলবান্ধবাঃ ॥৬২৭
উপোপবিবিশুঃ প্রীতা বৃষ্ণয়ো মধুসূদনম্।
পূজ্যমানো মহাবাহুঃ পৌরাণাং নন্দিবর্ধনঃ ॥৬২৮
বিবেশ পুরুষব্যাঘ্রঃ স্ববেশ্ম মধুসূদনঃ।
রুক্মিণ্যা সহিতো দেব্যা প্রমুমোদ সুখী সুখম্ ॥৬২৯
অনন্তরঞ্চ সত্যায়া জাম্ববত্যাশ্চ ভারত।
সর্বাসাঞ্চ যদুশ্রেষ্ঠঃ সর্বকালবিহারবান্ ॥৬৩০
জগাম চ হৃষীকেশো রুক্মিণ্যাঃ স্বং নিবেশনম্।
এষ তাত মহাবাহো বিজয়ঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ ॥
এতদর্থঞ্চ জন্মাহুর্মানুষেষু মহাত্মনঃ ॥৬৩১

[শ্রীকৃষ্ণেন বাণাসুরস্য বধঃ, ভীষ্মবর্ণিত-
শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যস্যোপসংহারশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

দ্বারকায়াং ততঃ কৃষ্ণঃ স্বদারেষু দিবানিশম্।
সুখং লব্ধ্বা মহারাজ প্রমুমোদ মহাযশাঃ ॥৬৩২

পৌত্রস্য কারণাচ্চক্রে বিবুধানাং হিতং তদা।
সবাসবৈঃ সুরৈঃ সর্বৈর্দুষ্করং ভরতর্ষভ ॥৬৩৩

বাণো নামাভবদ্ রাজা বলের্জ্যেষ্ঠসুতো বলী।
বীর্য্যবান্ ভরতশ্রেষ্ঠ স চ বাহুসহস্রবান্ ॥৬৩৪

ততশ্চক্রে তপস্তীব্রং সত্যেন মনসা নৃপ।
রুদ্রমারাধয়ামাস স চ বাণঃ সমা বহূঃ ॥৬৩৫

তস্মৈ বহুবরা দত্তাঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা।
তস্মাল্লব্ধ্বা বরান্ বাণো দুর্লভান্ সসুরৈরপি ॥৬৩৬

হস্তের দ্বারা এবং মাধব দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিলেন। সকলে রাম ও কৃষ্ণের সেই ভগিনীকে রুক্মপদ্মে শয়ানা উত্তমনাগদ্বয়ের মধ্যে শ্রীর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রীতমনে রাম ও জনার্দ্দনের উপর লাজ (খৈ), পুষ্প ও ঘৃতের বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বালক ও বৃদ্ধগণ সহ জাতি ও কুলের বান্ধব বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রীতমনে মধুসূদনের নিকটে উপবেশন করিলেন।

তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া পুরবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন পুরুষশ্রেষ্ঠ মধুসূদন নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং রুক্মিণীর সহিত প্রসন্নমনে সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি সত্যভামা ও জাম্ববতীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং একই সময়ে (যোগবলে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া) রুক্মিণীর গৃহেও গমন করিলেন। হে মহাবাহো! ইহাই হইল শার্ঙ্গধন্বা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বিজয়কাহিনী; এই জন্যই তিনি মনুষ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।৬২০-৬৩১

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাণাসুর বধ এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্যের উপসংহার।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ! অনন্তর মহাযশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীগণের সহিত দ্বারকাপুরীতে সর্ব্বদা আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন।৬৩২

হে ভরতর্ষভ! নিজ পৌত্র অনিরুদ্ধের নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত সকল দেবগণের অসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন; যাহা দেবগণের পক্ষে হিতকরই হইয়াছিল।৬৩৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বলির জ্যেষ্ঠপুত্র বাণনামে এক বলবান্ ও বীর্য্যবান্ রাজা ছিলেন, যাঁহার সহস্র-বাহু ছিল।৬৩৪

স শোণিতপুরে রাজ্যং চকারাপ্রতিমো বলী।
ত্রাসিতাশ্চ সুরাঃ সর্বে তেন বাণেন পাণ্ডব ॥৬৩৭

বিজিত্য বিবুধান্ সর্বান্ সেন্দ্রান্ বাণঃ সমা বহুঃ।
অশাসত মহদ্ রাজ্যং কুবের ইব ভারত ॥৬৩৮

ঋদ্ধ্যর্থং কুরুতে যত্নং তস্য চৈবোশনা কবিঃ।
ততো রাজন্নুষা নাম বাণস্য দুহিতা তথা ॥৬৩৯

রূপেণাপ্রতিমা লোকে মেনকায়াঃ সুতা যথা।
অথোপায়েন কৌন্তেয় অনিরুদ্ধো মহাদ্যুতিঃ ॥৬৪০

প্রাদ্যুম্নিস্তামুষাং প্রাপ্য প্রচ্ছন্নঃ প্রমুমোদ হ।
অথ বাণো মহাতেজাস্তদা তত্র যুধিষ্ঠির ॥৬৪১

তং গুহ্যনিলয়ং জ্ঞাত্বা প্রাদ্যুম্নিং সুতয়া সহ।
গৃহীত্বা বারয়ামাস বস্তুং কারাগৃহে বলাৎ ॥৬৪২

সুকুমারঃ সুখার্হোঽথ তদা দুঃখমবাপ সঃ।
বাণেন খেদিতো রাজন্ননিরুদ্ধো মুমোহ চ ॥৬৪৩

এতস্মিন্নেব কালে তু নারদো মুনিপুঙ্গবঃ।
দ্বারকাং প্রাপ্য কৌন্তেয় কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা
বচোঽব্রবীৎ ॥৬৪৪

নারদ উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো যদূনাং কীর্ত্তিবর্দ্ধন।
তৎপৌত্রো বাধ্যমানোঽথ বাণেনামিত-
তেজসা ॥৬৪৫

কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তোঽনিরুদ্ধো বৈ শেতে কারাগৃহে সদা।

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুরর্ষির্বৈ বাণস্যাথ পুরং যযৌ ॥৬৪৬

সেই বাণ নৃপতি সত্যকে অবলম্বন করত বহু বৎসর তীব্র তপস্যার দ্বারা ভগবান্ রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন।৬৩৫

ভগবান্ শঙ্কর তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বহু দুর্ল্লভবর প্রদান করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! দেবগণের দুর্ল্লভসেই সকল বর লাভ করিয়া অতুলনীয় বলবান্ বাণাসুর শোণিতপুরে তাহার রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং দেবগণের ত্রাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন।৬৩৬-৬৩৭

হে ভারত! ইন্দ্রের সহিত সকল দেবতাকে পরাজয় করত বাণাসুর কুবেরের ন্যায় মহারাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।৬৩৮

দৈত্যগুরু উশনা (শুক্রাচার্য্য) বাণের সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মেনকার কন্যার ন্যায় বাণাসুরের অতুলনীয়রূপসম্পন্না এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল, তাহার নাম হইল উষা।

অনন্তর হে কুন্তিনন্দন! প্রদ্যুম্নের পুত্র মহাশক্তিধর অনিরুদ্ধ গোপনে উষাকে অনুকূলারূপে লাভ করিয়া গোপনেই তাহার সহিত শৃঙ্গাররসের আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

যুধিষ্ঠির! কিন্তু পরে তেজস্বী বাণ সেই গুপ্ত শৃঙ্গারগৃহের কথা জানিতে পারিয়া কন্যার সহিত প্রদ্যুম্নতনয়কে বলপূর্ব্বক কারারুদ্ধ করিলেন ৬৩৯-৬৪২

সুখোচিত শরীরধারী সুকুমার অনিরুদ্ধ এইরূপে বাণকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়া ভয়ানক দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল এবং খেদবশতঃ মুহ্যমান হইয়া পড়িল।৬৪৩

হে কৌন্তেয়! এই সময় মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ (এই কথা জানিতে পারিয়া) দ্বারকায় গমন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এই কথা বলিলেন।৬৪৪

নারদ বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো কৃষ্ণ! হে যাদবগণের কীর্ত্তিবর্ধন! অমিততেজা বাণাসুর তোমার পৌত্র অনিরুদ্ধকে কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়াছে। সে তথায় সর্ব্বদা বাস করত ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে। ভীষ্ম বলিলেন,—এই

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ততো রাজন্ জনার্দনঃ।
আহূয় বলদেবং বৈ প্রদ্যুম্নঞ্চ মহাদ্যুতিম্ ॥৬৪৭
আরুরোহ গরুত্মন্তং তাভ্যাং সহ জনার্দনঃ।
ততঃ সুপর্ণমারুহ্য ত্রয়স্তে পুরুষর্ষভাঃ ॥৬৪৮
জগ্মুঃ ক্রুদ্ধা মহাবীর্য্যা বাণস্য নগরং প্রতি।
অথাসাদ্য মহারাজ তৎপুরীং দদৃশুশ্চ তে ॥৬৪৯
তাম্রপ্রাকারসংবীতাং রূপ্যদ্বারৈশ্চ শোভিতাম্।
হেমপ্রাসাদসম্বাধাং মুক্তামণিবিচিত্রিতাম্ ॥৬৫০
উদ্যানবনসম্পন্নাং নৃত্তগীতৈশ্চ শোভিতাম্।
তোরণৈঃ পক্ষিভিঃ কীর্ণাং পুষ্করিণ্যা চ শোভিতাম্ ॥৬৫১
তাং পুরীং স্বর্গসংকাশাং হৃষ্টপুষ্টজনাকুলাম্।
দৃষ্ট্বা মুদা যুতাং হৈমাং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥৬৫২

তস্য বাণপুরস্যাসন্ দ্বারস্থা দেবতাঃ সদা।
মহেশ্বরো গুহশ্চৈব ভদ্রকালী চ পাবকঃ ॥৬৫৩
এতা বৈ দেবতা রাজন্ ররক্ষুস্তাং পুরীং সদা।
অথ কৃষ্ণো বলাজ্জিত্বা দ্বারপালান্ যুধিষ্ঠির ॥৬৫৪
সুসংক্রুদ্ধো মহাতেজাঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
আসসাদোত্তরদ্বারং শঙ্করেণাভিপালিতম্ ॥৬৫৫
তত্র তস্থৌ মহাতেজাঃ শূলপাণির্মহেশ্বরঃ।
পিনাকং সশরং গৃহ্য বাণস্য হিতকাম্যয়া ॥৬৫৬
জ্ঞাত্বা তমাগতং কৃষ্ণং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্।
মহেশ্বরো মহাবাহুঃ কৃষ্ণাভিমুখমাযযৌ ৬৫৭
ততস্তৌ চক্রতুর্যুদ্ধং বাসুদেবমহেশ্বরৌ।
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরমচিন্ত্যং রোমহর্ষণম্ ॥৬৫৮
অন্যোন্যং তৌ ততক্ষাতে অন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ।
দিব্যাস্ত্রাণি চ তৌ দেবৌ ক্রুদ্ধৌ মুমুচতুস্তদা ॥৬৫৯

কথা বলিয়া দেবর্ষি বাণাসুরের পুরীর দিকে যাত্রা করিলেন।৬৪৫-৬৪৬

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাবীর্য্যশালী বলদেব ও প্রদ্যুম্নকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত গরুড়ে আরোহণ করিলেন এবং সেই তিন মহাবীর পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া বাণাসুরের নগরের দিকে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ! তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া তাম্রপ্রাচীর বেষ্টিতা, রৌপ্যদ্বারা পরিশোভিতা, স্বর্ণ প্রাসাদময়ী, মুক্তা ও মণিসমূহে বিচিত্রিতা, উদ্যান ও বনসমূহে পরিশোভিতা, নৃত্য ও গীতে মুখরিতা, তোরণ ও পক্ষিসমূহে আকীর্ণা, পুষ্করিণীর দ্বারা অলঙ্কৃতা, হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যসমূহে পরিপূর্ণা ও স্বর্গতুল্যা সেই সুবর্ণময়ী পুরী আনন্দের সহিত দর্শন করত পরম বিস্মিত হইলেন।৬৪৭-৬৫২

হে রাজন্! বাণাসুরের সেই পুরীর দ্বারদেশে মহেশ্বর, কার্ত্তিক, ভদ্রকালী ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ অবস্থান করত উহাকে রক্ষা করিতেছিলেন।

যুধিষ্ঠির! অনন্তর অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট শঙ্খচক্রগদাধারী মহাতেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক দ্বারপালগণকে পরাজিত করিয়া শঙ্কররক্ষিত উত্তর দ্বারে উপস্থিত হইলেন।৬৫৩-৬৫৫

সেখানে মহাতেজা শূলপাণি মহেশ্বর বাণের হিতকামনায় পিনাক নামকধনু ও শরহস্তে অবস্থান করিতেছেন। ব্যাদিতানন যমের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে মহাবাহু মহেশ্বর ধাবিত হইলেন।৬৫৬-৬৫৭

তখন বাসুদেব ও শঙ্করের মধ্যে এমন তুমুল ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল, যাহা অচিন্তনীয় ও রোমাঞ্চকর।৬৫৮

পরস্পরের জয়ের আকাঙ্ক্ষায় উভয়েই উভয়কে

ততঃ কৃষ্ণো রণং কৃত্বা মুহূর্ত্তং শূলপাণিনা।
বিজিত্য তং মহাদেবং ততো যুদ্ধে জনার্দনঃ ॥৬৬০
অন্যাংশ্চ জিত্বা দ্বারস্থান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্।
প্রবিশ্য বাণমাসাদ্য স তত্রাথ জনার্দনঃ ॥৬৬১
চক্রে যুদ্ধং মহাক্রুদ্ধস্তেন বাণেন পাণ্ডব।
বাণোঽপি সর্বশস্ত্রাণি শিতানি ভরতর্ষভ ॥৬৬২
পুনঃক্রুদ্ধস্তদা যুদ্ধে পাতয়ামাস কেশবে।
পুনরুদ্যম্য শাস্ত্রাণাং সহস্রং সর্ববাহুভিঃ ॥৬৬৩
মুমোচ বাণঃ সংক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণং প্রতি রণাজিরে।
ততঃ কৃষ্ণস্তু সংছিদ্য তানি সর্বাণি ভারত ॥৬৬৪
কৃত্বা মুহূর্ত্তং বাণেন যুদ্ধং রাজন্নধোক্ষজঃ।
চক্রমুদ্যম্য রাজন্ বৈ দিব্যং শস্ত্রোত্তমং ততঃ ॥৬৬৫
সহস্রবাহুংশ্চিচ্ছেদ বাণস্যামিততেজসঃ।
ততো বাণো মহারাজ কৃষ্ণেন ভৃশপীড়িতঃ ॥৬৬৬
ছিন্নবাহুঃ পপাতাশু বিশাখ ইব পাদপঃ।
স পাতয়িত্বা বালেয়ং বাণং কৃষ্ণস্ত্বরান্বিতঃ ॥৬৬৭
প্রাদ্যুম্নিং মোক্ষয়ামাস ক্ষিপ্তং কারাগৃহে তদা।
মোক্ষয়িত্বাথ গোবিন্দঃ প্রাদ্যুম্নিং সহ ভার্য্যয়া ॥
বাণস্য সর্বরত্নানি অসংখ্যানি জহার সঃ ॥৬৬৮
গোধনান্যথ সর্বস্বং স বাণস্যালয়ে বলাৎ।
জহার চ হৃষীকেশো যদূনাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥৬৬৯
ততঃ স সর্বরত্নানি চাহৃত্য মধুসূদনঃ।
ক্ষিপ্রমারোপয়াঞ্চক্রে তৎ সর্বং গরুড়োপরি ॥৬৭০
ত্বরয়াথ স কৌন্তেয় বলদেবং মহাবলম্।
প্রদ্যুম্নঞ্চ মহাবীর্য্যমনিরুদ্ধং মহাদ্যুতিম্ ॥৬৭১
উষাঞ্চ সুন্দরীং রাজন্ ভৃত্যদাসীগণৈঃ সহ।
সর্বানেতান্ সমারোপ্য রত্নানি বিবিধানি চ ॥৬৭২
মুদা যুক্তো মহাতেজাঃ পীতাম্বরধরো বলী।
দিব্যাভরণচিত্রাঙ্গঃ শঙ্খ-চক্র-গদাসিভৃৎ ॥৬৭৩
আরুরোহ গরুত্মন্তমুদয়ং ভাস্করো যথা।
অথারুহ্য সুপর্ণং স প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥৬৭৪

দিব্যাস্ত্র মোচনপূর্ব্বক ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।৬৫৯

অনন্তর ভগবান্ মুহূর্ত্তকাল শূলপাণি শঙ্করের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করত অন্যান্য দ্বারপালগণকেও যুদ্ধে জয় করিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বাণাসুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! ঐ যুদ্ধে বাণাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সকল তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করত সহস্র সহস্র অস্ত্র শ্রীকৃষ্ণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সকল অস্ত্র ছেদন করত মুহূর্ত্তকাল তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া শস্ত্রোত্তম চক্রকে গ্রহণ করিলেন এবং উহা নিক্ষেপ করত অতুলনীয় তেজস্বী বাণাসুরের সহস্রবাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাহুসমূহ ছিন্ন হওয়ায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বাণাসুর ছিন্নশাখা বৃক্ষের ন্যায় সহসাই ভূমিতে পতিত হইলেন। কৃষ্ণ বলিপুত্র বাণাসুরকে ভূমিতে নিপাতিত করিয়া ভার্য্যার সহিত প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধকে কারামুক্ত করিলেন। তারপর যদুবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন হৃষীকেশ বাণাসুরের অসংখ্য ধনরত্ন এবং গোধনসমূহ বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন।৬৬০-৬৬৯

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রত্ন শীঘ্র গরুড়ের উপর স্থাপন করত প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও মহাবল বলদেবকে তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য প্রেরণা দিতে লাগিলেন। অনন্তর আনন্দিতচিত্তে পীতাম্বরধারী শঙ্খচক্রগদাখড়্গধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভৃত্য ও দাসদাসীগণের সহিত সুন্দরী উষাকে ও

প্রবিশ্য স্বপুরং কৃষ্ণো যাদবৈঃ সহিতস্ততঃ।
প্রমুমোদ তদা রাজন্ স্বর্গস্থো বাসবো যথা ॥৬৭৫
মুদিতা মৌরবাঃ পাশা নিশুম্ভনরকৌ হতৌ।
কৃতক্ষেমঃ পুনঃ পন্থাঃ পুরং প্রাগ্‌জ্যোতিষং প্রতি ॥৬৭৬
শৌরিণা পৃথিবীপালাস্ত্রাসিতা ভরতর্ষভ!
ধনুষশ্চ প্রণাদেন পাঞ্চজন্যস্বনেন চ ॥৬৭৭
মেঘপ্রখ্যৈরনীকৈশ্চ দাক্ষিণাত্যৈঃ সুসংবৃতম্।
রুক্মিণং ত্রাসয়ামাস কেশবো ভরতর্ষভ ॥৬৭৮
ততঃ পর্জন্যঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চসা।
উবাহ মহিষীং ভোজ্যামেষ চক্রগদাধরঃ ॥৬৭৯
জারুথ্যামাহুতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালশ্চ নির্জিতঃ।
বক্রশ্চ সহ শৈব্যেন শতধন্বা চ ক্ষত্রিয়ঃ ॥৬৮০
ইন্দ্রদ্যুম্নো হতঃ ক্রোধাদ্ যবনশ্চ কশেরুমান্।
পর্বতানাং সহস্রঞ্চ চক্রেণ পুরুষোত্তমঃ ॥৬৮১
বিভিদ্য পুণ্ডরীকাক্ষো দ্যুমৎসেনমযোধয়ৎ।
মহেন্দ্রশিখরে চৈব নিমেষান্তরচারিণৌ ॥৬৮২
জগ্রাহ ভরতশ্রেষ্ঠ বরুণস্যাভিতশ্চরৌ।
ইরাবত্যাবুভৌ চৈত্যাবগ্নিসূর্য্যসমে বলে ॥৬৮৩
গোপতিস্তালকেতুশ্চ নিহতৌ শার্ঙ্গধন্বনা।
অক্ষপ্রপতনে চৈব নেমিহংসপথেষু চ ॥৬৮৪
উভৌ তাবপি কৃষ্ণেন স্বরাষ্ট্রে বিনিপাতিতৌ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরশ্রেষ্ঠমসুরৈর্বহুভির্বৃতম্ ॥৬৮৫
অজেয়ো দুষ্প্রধর্ষশ্চ লোকপালো মহাদ্যুতিঃ।
ইন্দ্রদ্বীপো মহেন্দ্রেণ গুপ্তো মঘবতা স্বয়ম্ ॥৬৮৬
পারিজাতো হৃতঃ পার্থ কেশবেন বলীয়সা।
পাণ্ড্যং পৌণ্ড্রঞ্চ মাৎস্যঞ্চ কলিঙ্গঞ্চ জনার্দনঃ ॥৬৮৭
জঘান সহিতান্ সর্বানঙ্গরাজঞ্চ মাধবঃ।
এষ চৈকশতং হত্বা রথেন ক্ষাত্রপুঙ্গবান্ ॥৬৮৮

অন্যান্য সকলকে গরুড়ের উপর চড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের ন্যায় শোভিত হইয়া নিজ পুরী দ্বারকায় গমন করিলেন এবং হে রাজন্! তথায় সকল যাদবগণের সহিত স্বর্গস্থিত ইন্দ্রের ন্যায় আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।৬৭০-৬৭৫

মুরাসুরের পাশসমূহ ছেদন করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিশুম্ভ ও নরকাসুরকে বধ করিয়াছেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পথকে মঙ্গলময় করিয়াছেন।৬৭৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শৌরি (বসুদেবতনয়) ধনু ও পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদে দুষ্ট পৃথিবীপালগণের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছেন।৬৭৭

হে ভরতর্ষভ! কেশব মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ দাক্ষিণাত্যদেশীয় সৈন্যগণের দ্বারা সুরক্ষিত রুক্মীকে ত্রাসিত করিয়াছেন।৬৭৮

অনন্তর মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী ও সূর্য্যতুল্য-তেজস্বী রথে আরোহণ করিয়া তিনি ভোজবংশীয়া মহিষী রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়াছেন।৬৭৯

জারুথি নগরীতে তিনি আহুতি, ক্রথতনয় শিশুপালকে পরাজিত করিয়াছেন এবং বক্র, শৈব্য ও শতধন্বা প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণকে বধ করিয়াছেন।৬৮০

তিনি ক্রোধবশে ইন্দ্রদ্যুম্ন ও কাল যবনকে বধ করিয়াছেন এবং সহস্র পর্ব্বতকে চক্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া কমললোচন কৃষ্ণ দ্যুমৎসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! মহেন্দ্রশিখরে নিমেষান্তরচারী ও বরুণদেবের চারিপাশে বিচরণকারী দুইজন অসুরকে তিনি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন।

ইরাবতীতে অগ্নি ও সূর্য্যের সমান বলীয়ান্ গোপতি ও তালকেতুকে শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণ বধ করিয়াছেন।

উক্ত উভয় অসুরকে নিজরাজ্যে অক্ষপ্রপতনান্তর্বর্তী

গান্ধারীমবহৎ কৃষ্ণো মহিষীং যাদবর্ষভঃ।
বভ্রোশ্চ প্রিয়মন্বিচ্ছন্নেষ চক্র-গদাধরঃ ॥৬৮৯
বেণুদারিহৃতাং ভার্য্যামুন্মমাথ যুধিষ্ঠির।
পর্য্যাপ্তাং পৃথিবীং সর্বাং সাশ্বাং সরথকুঞ্জরাম্ ॥৬৯০
বেণদারিবশে যুক্তাং জিগায় মধুসূদনঃ।
অবাপ্য তপসা বীর্য্যং বলমোজশ্চ ভারত ॥৬৯১
ত্রাসিতাঃ সগণাঃ সর্বে বাণেন বিবুধাধিপাঃ।
বজ্রাশনিগদাপাশৈস্ত্রাসয়দ্ভিরনেকশঃ ॥৬৯২
তস্য নাসীদ্ রণে মৃত্যুর্দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
সোঽভিভূতশ্চ কৃষ্ণেন নিহতশ্চ মহাত্মনা ॥৬৯৩
ছিত্ত্বা বাহুসহস্রং তদ্ গোবিন্দেন মহাত্মনা।
এষ পীঠং মহাবাহুঃ কংসঞ্চ মধুসূদনঃ ॥৬৯৪
পৈঠকং চাতিলোমানং নিজঘান জনার্দনঃ।
জম্ভমৈরাবতং চৈব বিরূপঞ্চ মহাযশাঃ ॥৬৯৫
জঘান ভরতশ্রেষ্ঠ শম্বরং চারিমর্দনম্।
এষ ভোগবতীং গত্বা বাসুকিং ভরতর্ষভ ॥৬৯৬
নির্জিত্য পুণ্ডরীকাক্ষো রৌহিণেয়মমোচয়ৎ।
এবং বহূনি কর্মাণি শিশুরেব জনার্দনঃ ॥৬৯৭
কৃতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সঙ্কর্ষণসহায়বান্।
এবমেষোঽসুরাণাঞ্চ সুরাণাঞ্চাপি সর্বশঃ ॥৬৯৮
ভয়াভয়করঃ কৃষ্ণঃ সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ।
এবমেষ মহাবাহুঃ শাস্তা সর্বদুরাত্মনাম্ ॥৬৯৯
কৃত্বা দেবার্থমমিতং স্বস্থানং প্রতিপৎস্যতে।
এষ ভোগবতীং রম্যামৃষিকান্তাং মহাযশাঃ ॥৭০০

নেমহংসপথনামক স্থানে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে বধ করিয়াছেন।

বহু অসুরের দ্বারা পরিবৃত প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করত লোহিতশৃঙ্গসমূহকে অতিক্রম করিয়া তিনি অজেয়, দুর্দ্ধর্ষ মহাতেজস্বী লোকপাল বরুণকেও পরাজিত করিয়াছেন।

স্বয়ং মহেন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত ইন্দ্রদ্বীপকে পরাজিত করিয়া ভগবান্ ইন্দ্রের পারিজাত হরণ করিয়াছেন।

বলীয়ান্ কেশব পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র, মৎস্য, কলিঙ্গ ও অঙ্গদেশাধিপতি অসুরভাবাপন্ন নরপতিগণকে বধ করিয়াছেন।

যাদবশ্রেষ্ঠ এই কৃষ্ণ একরথে একশত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়া মাহিষী গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছেন।

বভ্রুর প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়া গদাচক্রধারী এই কৃষ্ণ বেণুদারিকর্ত্তৃক অপহৃত ও বভ্রুর ভার্য্যাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই বেণুদারি রথ, অশ্ব ও কুঞ্জরের সহিত সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিয়া নিজ বশে আনিয়াছিল, তাহাকেও তিনি জয় করিয়াছেন।

বাণাসুর তপস্যার দ্বারা বীর্য্য, বল ও ওজঃশক্তি লাভ করিয়া দেবগণকে ত্রাসিত করিয়াছিল; ইন্দ্রসহিত সকল দেবতাও বজ্র, অশনি, গদা, পাশ প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন না। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাহারও সহস্র বাহু ছেদন করত বধ করিয়াছেন।

এই মহাবাহু কৃষ্ণ পীঠ, কংস, পৈঠক, অতিলোমা, জম্ভ, ঐরাবত, বিরূপ শম্বর প্রভৃতি শত্রুমর্দন অসুরগণকে বধ করিয়াছেন।

হে ভরতর্ষভ! ইনি পাতালে ভোগবতীপুরীতে গিয়া বাসুকিকে পরাজিত করিয়া রোহিণীর পুত্রকে মুক্ত করিয়াছেন।

কমললোচন জনার্দ্দন বলরামের সহায়তায় এইরূপ লোকহিতকর বহু কর্ম্ম শৈশবাবস্থাতেই সম্পাদন করিয়াছেন।

সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভু কৃষ্ণ সর্ব্বদা অসুরগণের নিকট ভয়ঙ্কর এবং সুরগণের নিকট অভয়ঙ্কর ছিলেন।

দ্বারকামাত্মসাৎ কৃত্বা সাগরং গময়িষ্যতি।
বহুপুণ্যবতীং রম্যাং চৈত্যযূপবতীং শুভাম্ ॥৭০১

দ্বারকাং বরুণাবাসং প্রবেক্ষ্যতি সকাননাম্।
তাং সূর্য্যসদনপ্রখ্যাং মনোজ্ঞাং শার্ঙ্গধন্বনা ॥৭০২

বিশ্লিষ্টাং বাসুদেবেন সাগরঃ প্লাবয়িষ্যতি।
সুরাসুরমনুষ্যেষু নাভূম্ন ভবিতা কচিৎ ॥৭০৩

যস্তামধ্যবসদ্ রাজা অন্যত্র মধুসূদনাৎ।
ভ্রাজমানাস্তু শিশবো বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথাঃ ॥৭০৪

তজ্জুষ্টঃ প্রতিপৎস্যন্তে নাকপৃষ্ঠং গতাসবঃ
এবমেব দশার্হাণাং বিধায় বিধিনা বিধিম্ ॥৭০৫

বিষ্ণুর্নারায়ণঃ সোমঃ সূর্য্যশ্চ সবিতা স্বয়ম্।
অপ্রমেয়োঽনিযোজ্যশ্চ যত্র কামগমো বশী ॥৭০৬

মোদতে ভগবান্ ভূতৈর্বালঃ ক্রীড়নকৈরিব।
নৈষ গর্ভত্বমাপেদে ন যোন্যামবসৎ প্রভুঃ ॥৭০৭

আত্মনস্তেজসা কৃষ্ণঃ সর্বেষাং কুরুতে গতিম্।
যথা বুদ্বুদ উত্থায় তত্রৈব প্রবিলীয়তে ॥৭০৮

চরাচরাণি ভূতানি তথা নারায়ণে সদা।
ন প্রমাতুং মহাবাহুঃ শক্যো ভারত কেশবঃ ॥
পরং হ্যপরমেতস্মাদ্ বিশ্বরূপান্ন বিদ্যতে ॥৭০৯)

অয়ন্তু পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেবং প্রভাষতে ॥৩০

যো হি ধর্মং বিচিনুয়াদুৎকৃষ্টং মতিমান্ নরঃ।
স বৈ পশ্যেদ্ যথা ধর্মং ন তথা চেদিরাড়য়ম্ ॥৩১

এইরূপে এই মহাবাহু সকল দুরাত্মার শাসন করত দেবগণের বহু কার্য্যসাধন করিয়া পুনরায় স্বধামে ফিরিয়া যাইবেন।

মহাযশস্বী শ্রীকৃষ্ণ ভোগময়ী ও ঋষিগণের দ্বারা রমণীয়া দ্বারকাপুরী আত্মসাৎ করিয়া সাগরে নিমজ্জিত করাইবেন। চৈত্য ও যূপসমূহে সুশোভিতা, পরম পুণ্যবতী, রমণীয়া ও মঙ্গলময়ী ঐ দ্বারকাপুরী বন-উপবনের সহিত সাগরে প্রবেশ করিবে।

সূর্য্যলোকসদৃশী মনোরমণীয়া দ্বারকা শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণকর্তৃক পরিত্যক্তা হওয়া মাত্রই সাগর তাহাকে প্লাবিত করিবে।

যে দ্বারকাপুরীতে ভগবান্ মধুসূদন বাস করিতেছেন, উহা হইতে উৎকৃষ্টা কোন নগরী সুর, অসুর ও মনুষ্যলোকে সম্ভাবিত নহে।

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথ হইতে শক্তিমান্ শিশু পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সেবা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপে তিনি দাশার্হবংশীয়গণের সদ্‌গতি বিধান করিবেন। ভগবান্ নারায়ণ ইনিই বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য্য ও সবিতা, তিনি অপ্রমেয়, অনিয়োজ্য, যথেচ্ছ বিচরণকারী, সর্ব্ব চরাচরের বশীকর্ত্তা। বালক যেমন খেলনা লইয়া খেলা করে, ভগবান্ তেমনই এই জগৎসমূহ লইয়া খেলা করেন।

তিনি কখনও গর্ভে প্রবেশ বা কোন যোনিতে বাস করেন না, তিনি নিজ তেজেই সর্ব্বজগতের উৎকৃষ্ট গতিসম্পাদন করিয়া থাকেন।

যেমন সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাহাতেই প্রলীন হয়, তেমনই সমস্ত জগৎ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই প্রলীন হয়। এই বিশ্বরূপ নারায়ণ হইতে পর ও অপর কোন বস্তুরই পৃথক্ কোন সত্তা নাই।)৬৮১-৭০৯

এই শিশুপাল মন্দমতি পুরুষ বলিয়া কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, সুতরাং সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা সে এইভাবে কৃষ্ণনিন্দা করে। ৩০

যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যত্নের সহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মের তত্ত্ব যেরূপ জানিতে পারে, এই চেদিরাজ সেরূপ জানিতে পারে না।৩১

সবৃদ্ধবালেষথবা পার্থিবেষু মহাত্মসু।
কো নার্হং মন্যতে কৃষ্ণং কো বাপ্যেনং
ন পূজয়েৎ ॥৩২

অথৈনাং দুষ্কৃতাং পূজাং শিশুপালো ব্যবস্যতি।
দুষ্কৃতায়াং যথান্যায়ং তথায়ং কর্ত্তুমর্হতি ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অর্ঘাভিহরণপর্বণি
ভীষ্মবাক্যে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮

মহাত্মা রাজগণের মধ্যে বালক, যুবা বা বৃদ্ধ এমন কোন মানুষ আছেন যে, এই কৃষ্ণকে পূজা করেন না অথবা ইঁহাকে বরণীয় অর্ঘ্যের যোগ্য পাত্র বলিয়া মনে করেন না?৩২

যদি শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে দুষ্কর্ম বলিয়া মনে করে, তবে সে তাহার প্রতিকার কল্পে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে (আমরা তাহার জন্য প্রস্তুত আছি।)৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অর্ঘাভিহরণপর্ব্বে
ভীষ্মবাক্যে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৮

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সহদেবেন রাজ্ঞাং তিরস্কারঃ, ততো যুদ্ধায় শিশুপালাদীনামুদ্‌যোগশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো ভীষ্মো বিররাম মহাবলঃ।
ব্যাজহারোত্তরং তত্র সহদেবোঽর্থবদ্ বচঃ ॥১

কেশবং কেশিহন্তারমপ্রমেয়পরাক্রমম।
পূজ্যমানং ময়া যো বঃ কৃষ্ণং ন সহতে নৃপাঃ ॥২

সর্বেষাং বলিনাং মূর্ধ্নি ময়েদং নিহিতং পদম্।
এবমুক্তে ময়া সম্যগুত্তরং প্রব্রবীতু সঃ ॥৩

স এব হি ময়া বধ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
মতিমন্তশ্চ যে কেচিদাচার্য্যং পিতরং গুরুম্ ॥৪

অর্চ্যমর্চিতমর্ঘার্হমনুজানন্তু তে নৃপাঃ।
ততো ন ব্যাজহারৈষাং কশ্চিদ্ বুদ্ধিমতাং সতাম্ ॥৫

মানিনাং বলিনাং রাজ্ঞাং মধ্যে বৈ দর্শিতে পদে।
ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সহদেবস্য মূর্ধনি ॥৬

অদৃশ্যরূপা বাচশ্চাপ্যব্রুবন্ সাধু সাধ্বিতি।
আবিধ্যদজিনং কৃষ্ণং ভবিষ্যদ্ভূতজল্পকঃ ॥৭

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

(সহদেবের রাজগণকে তিরস্কার, অনন্তর
শিশুপাল প্রভৃতির যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর এই কথা বলিয়া মহাবল ভীষ্মদেব বিরত হইলেন। তখন সহদেব অর্থপূর্ণ বাক্যে শিশুপালের বাক্যের উত্তর করিতে লাগিলেন।১

হে নরপতিবৃন্দ। অপ্রমেয়পরাক্রম কেশিহন্তা কেশব শ্রীকৃষ্ণের পূজাকে যাহারা সহন করিতে ইচ্ছুক নয়, আমি সেই সকল রাজার মস্তকে পদার্পণ করিতেছি। আমার এই কথার উত্তর করিবার যদি কাহারও সাহস থাকে, তবে সে উত্তর করুক।২-৩

"যে আমার কথার প্রত্যুত্তর করিবে, সে আমার বধ্য হইবে—ইহাতে সংশয় নাই। যে সকল রাজা

কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পূজয়িত্বা চ পূজার্হান্ ব্রহ্মক্ষত্রবিশেষবিৎ।
সহদেবো নৃণাং দেবঃ সমাপয়ত কর্ম তৎ ॥১০

তস্মিন্নভ্যর্চিতে কৃষ্ণে সুনীথঃ শত্রুকর্ষণঃ।
অতিতাম্রেক্ষণঃ কোপাদুবাচ মনুজাধিপান্ ॥১১

স্থিতঃ সেনাপতির্যোঽহং মন্যধ্বং কিং তু সাম্প্রতম্।
যুধি তিষ্ঠাম সংনহ্য সমেতান্ বৃষ্ণিপাণ্ডবান্ ॥১২

ইতি সর্বান্ সমুৎসাহ্য রাজন্তাংশ্চেদিপুঙ্গবঃ।
যজ্ঞোপঘাতায় ততঃ সোঽমন্ত্রয়ত রাজভিঃ ॥১৩

তত্রাহূতা গতাঃ সর্বে সুনীথপ্রমুখা গণাঃ।
সমদৃশ্যন্ত সংক্রুদ্ধা বিবর্ণবদনাস্তথা ॥১৪

যুধিষ্ঠিরাভিষেকঞ্চ বাসুদেবস্য চার্হণম্।
ন স্যাদ্ যথা তথা কার্য্যমেবং সর্বে তদাব্রুবন্ ॥১৫

নিষ্কর্ষান্নিশ্চয়াৎ সর্বে রাজানঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ।
অব্রুবংস্তত্র রাজানো নির্বেদাদাত্মনিশ্চয়াৎ ॥১৬

সুহৃদ্ভির্বার্য্যমাণানাং তেষাং হি বপুরাবভৌ।
অমিষাদপকৃষ্টানাং সিংহানামিব গর্জতাম্ ॥১৭

বুদ্ধিমান্, তাঁহারা পূজিত আচার্য্য, পিতা, গুরু ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘের যোগ্য পাত্রকে নিশ্চিতই অনুমোদন করিবেন।" এই বলিয়া সহদেব পদ প্রদর্শন করিলে বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ সজ্জন রাজগণের মধ্যে কেহ কোনও উত্তর করিলেন না। অনন্তর সহদেবের উপর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া অদৃশ্য আকাশবাণী সহদেবকে প্রশংসা করিলেন। তখন ভূত ও ভবিষ্যদ্বক্তা সর্ব্বলোকবিদ্ সর্ব্বসংশয়নির্মোক্তা দেবর্ষি নারদ সর্ব্বদা অপরাজিত কৃষ্ণকে সমর্থন করিয়া সকল প্রাণীকে সাক্ষী করত বলিলেন—কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে যাহারা অর্চ্চনা করিবে না, তাহারা জীবন্মৃত; সুতরাং তাহারা সম্ভাষণের যোগ্য নহে।৪-৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নরদেব সহদেব পূজার্হগণকে পূজা করত তাঁহার সেই কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।১০

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অভ্যর্চ্চিত হইলে শত্রুকর্ষণ সুনীথ (শিশুপাল) ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া রাজগণকে বলিতে লাগিলেন।১১

হে ভূপালগণ! আমি আপনাদের সকলের সেনাপতি রহিলাম; আপনারা এখন কি অনুমতি করেন? আমি যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া বৃষ্ণি ও পাণ্ডববংশীয়গণের সহিত একত্রে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।১২

এই বলিয়া চেদিরাজ তৎপক্ষীয় রাজগণকে সভা হইতে উঠাইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞনাশ করিবার জন্য তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।১৩

তখন সেখানে আহূত ও আগত সুনীথপ্রমুখ সকল রাজাকেই ক্রুদ্ধ ও বিবর্ণবদন দেখা যাইতে লাগিল।১৪

তাহারা সকলে রাজসূয়ে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ও শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনাকে যেভাবে পণ্ড করা যায়, তাহার জন্য মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন।১৫

সহদেব চরণ দেখাইয়া অপমান করিয়াছিলেন এবং নিশ্চয়ই বধ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন, এই কারণে সকল নরপতিই ক্রোধে অভিভূত হইয়াছিলেন; তাই তাহারা আত্মাবমাননা ও জয় করিতে পারিবেন বলিয়া নিশ্চয়তাবশতই ঐ কথা বলিয়াছিলেন।১৬

তং বলৌঘমপর্য্যন্তং রাজসাগরমক্ষয়ম্।
কুর্ব্বাণং সময়ং কৃষ্ণো যুদ্ধায় বুবুধে তদা ॥১৮

সুহৃদ্গণ বারণ করিলেও তাহাদের বুদ্ধির পরিবর্ত্তন তো হইলই না, বরং আমিষ হইতে বঞ্চিত সিংহের ন্যায় তাহারা গর্জ্জন করিতে লাগিল।১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি অর্ঘাভিহরণপর্ব্বণি রাজমন্ত্রণে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯

সেই অক্ষয় ও অসীম রাজসাগররূপ বিরাট্ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছেন—ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখনই বুঝিতে পারিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অর্ঘাভিহরণপর্ব্বে রাজগণের কুমন্ত্রণারূপ উনচল্লিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শিশুপালবধপর্ব্ব)

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, তস্মৈ ভীষ্মস্য সান্ত্বনাদানঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সাগরসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা নৃপতিমণ্ডলম্।
সংবর্ত্তবাতাভিহতং ভীমং ক্ষুব্ধমিবার্ণবম্ ॥১
রোষাৎ প্রচলিতং সর্ব্বমিদমাহ যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীষ্মং মতিমতাং মুখ্যং বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্ ॥
বৃহস্পতিং বৃহত্তেজাঃ পুরুহূত ইবারিহা ॥২
অসৌ রোষান্ প্রচলিতো মহান্ নৃপতিসাগরঃ।
অত্র যৎ প্রতিপত্তব্যং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥৩
যজ্ঞস্য চ ন বিঘ্নঃ স্যাৎ প্রজানাঞ্চ হিতং ভবেৎ।
যথা সর্ব্বত্র তৎ সর্ব্বং ব্রূহি মেঽদ্য পিতামহ ॥৪

ইত্যুক্তবতি ধর্ম্মজ্ঞে ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
উবাচেদং বচো ভীষ্মস্ততঃ কুরুপিতামহঃ ॥৫

মা ভৈস্ত্বং কুরুশার্দ্দূল শ্বা সিংহং হন্তুমর্হতি।
শিবঃ পন্থাঃ সুনীতোঽত্র ময়া পূর্ব্বতরং বৃতঃ ॥৬

চত্বারিংশ অধ্যায়।

(শিশুপালবধপর্ব্ব।১)

(যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং তাঁহাকে ভীষ্মের সান্ত্বনাদান।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যেরূপ বৃহস্পতিকে মহাতেজস্বী শত্রুহন্তা ইন্দ্র বলেন, সেইরূপ প্রলয়বায়ুতাড়িত ক্ষুভিত ভয়ঙ্কর সমুদ্রের ন্যায় সমুদ্রসদৃশ, ক্রোধবশতঃ চঞ্চল নৃপতিমণ্ডলকে দেখিয়া বুদ্ধিমান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ কুরুপিতামহ ভীষ্মকে যুধিষ্ঠির বলিলেন।১-২

হে পিতামহ। ঐ মহান্ নৃপতি-সাগর ক্রোধে ভয়ানক চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে, এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে বলুন।৩

হে পিতামহ। যাহাতে যজ্ঞেরও বিঘ্ন না হয়, প্রজাগণেরও হিত হয় এবং আমাদের সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হয়, সেই পরামর্শ আজ আমাকে দিন।৪

ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে কুরুপিতামহ ভীষ্ম তখন যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলেন।৫

হে কুরুবংশশ্রেষ্ঠ। তুমি ভয় পাইও না, কুকুর কখনও সিংহকে বধ করিতে পারে? আমি ইতঃপূর্ব্বে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি, (অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ) ঐ পথই মঙ্গলময় ও নীতিযুক্ত।৬

প্রসুপ্তে হি যথা সিংহে শ্বানস্তস্মিন্ সমাগতঃ।
ভষেয়ুঃ সহিতাঃ সর্বে তথেমে বসুধাধিপাঃ ॥৭

বৃষ্ণিসিংহস্য সুপ্তস্য তথামী প্রমুখে স্থিতাঃ।
ভষন্তে তাত সংক্রুদ্ধাঃ শ্বানঃ সিংহস্য সন্নিধৌ ॥৮

ন হি সম্বুধ্যতে যাবৎ সুপ্তঃ সিংহ ইবাচ্যুতঃ।
তেন সিংহীকরোত্যেতান্ নৃসিংহশ্চেদিপুঙ্গবঃ ॥৯

পার্থিবান্ পার্থিবশ্রেষ্ঠঃ শিশুপালোঽপ্যচেতসঃ।
সর্বান্ সর্বাত্মনা তাত নেতুকামো যমক্ষয়ম্ ॥১০

নূনমেতৎ সমাদাতুং পুনরিচ্ছত্যধোক্ষজঃ।
যদস্য শিশুপালস্য তেজস্তিষ্ঠতি ভারত ॥১১

বিপ্লুতা চাস্য ভদ্রং তে বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাং বর।
চেদিরাজস্য কৌন্তেয় সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ॥১২

আদাতুঞ্চ নরব্যাঘ্রো যং যমিচ্ছত্যয়ং তদা।
তস্য বিপ্লবতে বুদ্ধিরেবং চেদিপতের্যথা ॥১৩

চতুর্বিধানাং ভূতানাং ত্রিষু লোকেষু মাধবঃ।
প্রভবশ্চৈব সর্বেষাং নিধনঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ততশ্চেদিপতির্নৃপঃ।
ভীষ্মং রূক্ষাক্ষরা বাচঃ শ্রাবয়ামাস ভারত ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি শিশুপালবধপর্বণি যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০

সিংহ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন কুকুরসমূহ তাঁহার নিকটে সমাগত হইয়া ডাকিতে থাকে, সেইরূপ এই রাজগণও শান্ত বৃষ্ণিসিংহ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে একসঙ্গে সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া একত্রে গর্জ্জন করিতেছে।৭

হে বৎস! যেরূপ যতক্ষণ সিংহ নিদ্রিত থাকে ততক্ষণই কুকুরগুলি সিংহের নিকট আসিয়া ঘেউ ঘেউ করে, সেইরূপ কৃষ্ণসিংহ যতক্ষণ অসতর্ক থাকিবেন, ততক্ষণ চেদিরাজ প্রমুখ এই রাজগণ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিবে।৮

সেইজন্য যতক্ষণ না এই শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত সিংহের নিদ্রাত্যাগের ন্যায় স্বয়ং সতর্ক না হইবেন, ততক্ষণ এই চেদিরাজ নরপতি শিশুপাল ইহাদিগকে সিংহ করিয়া তুলিতেছে অর্থাৎ সিংহধ্বনি দ্বারা উৎসাহ সঞ্চার করিয়া সিংহধ্বনি করাইতেছে।৯

হে বৎস যুধিষ্ঠির! শিশুপাল পার্থিবপ্রধান হইলেও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই এই স্বপক্ষীয় রাজগণকে যমালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছে।১০

হে ভারত! শিশুপালের এই দুষ্টতেজ দর্শনে আমার মনে হইতেছে যে, তিনি শিশুপালকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন।১১

হে যুধিষ্ঠির! তোমার মঙ্গল হউক। হে বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র! চেদিরাজ ও এই সকল অপরাপর রাজগণের বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে।১২

নরোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন যাহাদিগকে নিজের অভ্যন্তরে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহাদের বুদ্ধি চেদিরাজের ন্যায় এইরূপ বিপরীতই হইয়া থাকে।১৩

হে যুধিষ্ঠির! এই তিন লোকে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিপ্রকার প্রাণীর স্রষ্টা ও সংহর্তা—উভয়ই মাধব।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশধর জনমেজয়! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া তখন চেদিপতি শিশুপাল ভীষ্মকে কর্কশবাক্য শুনাইতে লাগিলেন।১৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাশ্বাসন নামক চল্লিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শিশুপালেন ভীষ্মস্য নিন্দা।]

শিশুপাল উবাচ।

বিভীষিকাভির্বহ্বীভির্ভীষয়ন্ সর্বপার্থিবান্।
ন ব্যপত্রপসে কস্মাদ্ বৃদ্ধঃ সন্ কুলপাংসন ॥১

যুক্তমেতৎ তৃতীয়ায়াং প্রকৃতৌ বর্ত্ততা ত্বয়া।
বক্তুং ধর্মাদপেতার্থং ত্বং হি সর্বকুরূত্তমঃ ॥২

নাবি নৌরিব সম্বদ্ধা যথান্ধো বান্ধমন্বিয়াৎ।
তথাভূতা হি কৌরব্যা যেষাং ভীষ্ম ত্বমগ্রণীঃ ॥৩

পূতনাঘাতপূর্বাণি কর্মাণ্যস্য বিশেষতঃ।
ত্বয়া কীর্ত্তয়তাস্মাকং ভূয়ঃ প্রব্যথিতং মনঃ ॥৪

অবলিপ্তস্য মূর্খস্য কেশবং স্তোতুমিচ্ছতঃ।
কথং ভীষ্ম ন তে জিহ্বা শতধেয়ং বিদীর্য্যতে ॥৫

যত্র কুৎসা প্রযোক্তব্যা ভীষ্ম বালতরৈর্নরৈঃ।
তমিমং জ্ঞানবৃদ্ধঃ সন্ গোপং সংস্তোতুমিচ্ছসি ॥৬

যদ্যনেন হতো বাল্যে শকুনিশ্চিত্রমত্র কিম্।
তৌ বাশ্বৃষভৌ ভীষ্ম যৌ ন যুদ্ধবিশারদৌ ॥৭

চেতনারহিতং কাষ্ঠং যদ্যনেন নিপাতিতম্।
পাদেন শকটং ভীষ্ম তত্র কিং কৃতমদ্ভুতম্ ॥৮

(অর্কপ্রমাণৌ তৌ বৃক্ষৌ যদ্যনেন নিপাতিতৌ।
নাগশ্চ পাতিতোঽনেন তত্র কো বিস্ময়ঃ কৃতঃ)

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শিশুপাল কর্তৃক ভীষ্মের নিন্দা।]

শিশুপাল বলিলেন,—রে কুলকলঙ্ক ভীষ্ম! বহু বিভীষিকার দ্বারা সকল রাজার ভীতি উৎপাদন করিয়া তুমি কেন লজ্জিত হইতেছ না? ১

তুমি কৌরবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু জীবনের তৃতীয় অবস্থায় (বার্দ্ধক্যে) উপনীত হইয়া ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য কথা বলা তোমার পক্ষেই সম্ভব!২

ভীষ্ম! একটী নৌকা যেমন অপর নৌকাকে এবং এক অন্ধ যেমন অপর অন্ধকে আশ্রয় করত জলে নিমজ্জিত বা গর্ত্তে পতিত হয়, কৌরবগণও সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করিয়া দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।৩

পূতনাবধ প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম এই করিয়াছে, সেই সকল কথা ইহার মাহাত্ম্যরূপে সবিশেষ বর্ণনা করিয়া তুমি আমার মনকে অতিশয় ব্যথিত করিয়াছ।৪

কেশবের স্তুতিকারী তোমাকে গর্ব্বিত ও মূর্খ মনে হইতেছে, তাহা না হইলে এইরূপ কথা বলিতে তোমার জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? ৫

ভীষ্ম! অতি বালক মানুষেরও যাহার নিন্দা করা উচিত, তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়াও সেই গোয়ালা কৃষ্ণের প্রশংসা কেমন করিয়া করিতেছ? ৬

যদি এই কৃষ্ণ বাল্যকালেই একটা শকুনি, অশ্ব ও বৃষভকে (ষাঁড়কে) বধ করিয়াও থাকে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে, কারণ, উহাদের কেহই তো যুদ্ধবিশারদ ছিল না।৭

হে ভীষ্ম! যদি এই কৃষ্ণ পদাঘাতে চেতনা-শূন্য এক খণ্ড কাষ্ঠময় শকটকে নিপাতিত করিয়াও থাকে, তবে তাহাতেই বা অদ্ভুত কার্য্য কি হইয়াছে?৮

(যদি অর্ক(আকন্দ)বৃক্ষের তুল্য দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষকে এবং একটী সর্পকে নিপাতিতও করিয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে?)

বল্মীকমাত্রঃ সপ্তাহং যদ্যনেন ধৃতোঽচলঃ।
তদা গোবর্দ্ধনো ভীষ্ম ন তচ্চিত্রং মতং মম ॥৯

ভুক্তমেতেন বহ্বন্নং ক্রীড়তা নগমূর্দ্ধনি।
ইতি তে ভীষ্ম শৃণ্বানাঃ পরে বিস্ময়মাগতাঃ ॥১০

যস্য চানেন ধর্ম্মজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ।
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাদ্ভুতম্ ॥১১

ন তে শ্রুতমিদং ভীষ্ম নূনং কথয়তাং সতাম্।
যদ্ বক্ষ্যে ত্বামধর্ম্মজ্ঞং বাক্যং কুরুকুলাধম ॥১২

স্ত্রীষু গোষু ন শস্ত্রাণি পাতয়েদ্ ব্রাহ্মণেষু চ।
যস্য চান্নানি ভুঞ্জীত যত্র চ স্যাৎ প্রতিশ্রয়ঃ ॥১৩

ইতি সন্তোঽনুশাসন্তি সজ্জনং ধর্ম্মিণঃ সদা।
ভীষ্ম লোকে হি তৎ সর্ব্বং বিতথং ত্বয়ি দৃশ্যতে ॥১৪

জ্ঞানবৃদ্ধঞ্চ বৃদ্ধঞ্চ ভূয়াংসং কেশবং মম।
অজানত ইবাখ্যাসি সংস্তুবন্ কৌরবাধম ॥১৫

গোঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নশ্চ সন্ ভীষ্ম ত্বদ্বাক্যাদ্ যদি পূজ্যতে।
এবম্ভূতশ্চ যো ভীষ্ম কথং সংস্তবমর্হতি ॥১৬

অসৌ মতিমতাং শ্রেষ্ঠো য এষঃ জগতঃ প্রভুঃ।
সম্ভাবয়তি সাপ্যেবং ত্বদ্বাক্যাচ্চ জনার্দনঃ।
এবমেতৎ সর্ব্বমিতি তৎ সর্ব্বং বিতথং ধ্রুবম্ ॥১৭

ন গাথাগাথিনং শাস্তি বহু চেদপি গায়তি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি ভূলিঙ্গশকুনির্যথা ॥১৮

যদি বল্মীকপিণ্ডের (উইয়ের ঢিবির) ন্যায় গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে এই কৃষ্ণ সাত দিন ধারণ করিয়াও থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না।৯

ভীষ্ম। এই কৃষ্ণ পর্ব্বতশিখরে খেলা করিতে করিতে বহু অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহা শুনিয়া তুমি ও তোমার ন্যায় অনেক (নির্ব্বোধ) ব্যক্তিও বিস্মিত হইয়াছে।১০

হে ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম। যে বলবান্ ব্যক্তির অন্ন এই কৃষ্ণ ভক্ষণ করিয়াছে, সেই কংসকেই এ বধ করিয়াছে—ইহা ইহার পক্ষে অদ্ভুত কিছুই না।১১

(তোমার ন্যায় অধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে তাহাতে বিস্মিত হওয়াই সম্ভব)। হে কুরুকুলাধম ভীষ্ম! তুমি ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জান না। সজ্জনগণ এ বিষয়ে কি বলেন, তাহা তুমি শুন নাই; তোমাকে সেই কথা বলিতেছি, শুন।১২

স্ত্রী, গো ও ব্রাহ্মণের উপর কখনও শস্ত্রাঘাত করিতে নাই এবং যাহার অন্ন ভক্ষণ করা হয় ও যাহার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহারও উপর অস্ত্রাঘাত করিতে নাই।১৩

এইরূপ অনুশাসন ধার্ম্মিকগণ সজ্জনগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। হে ভীষ্ম। এই অনুশাসন তোমাতে ব্যর্থ হইয়াছে দেখিতেছি।১৪

হে কৌরবাধম! তুমি অজ্ঞতাবশতই এই কেশবকে জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বলিয়া প্রশংসা করিতেছ। তোমার কথায় মনে হইতেছে—আমি যেন কিছুই জানি না।১৫

ভীষ্ম! স্ত্রী ও গোহত্যাকারীকেও তোমার মতে পূজা করা উচিত। অহো! এইরূপ স্ত্রী ও গো-হত্যাকারীকে তুমি কেমন করিয়া স্তুতি করিতেছ?১৬

তোমার কথায় স্ত্রী-গো-হত্যাকারী জনার্দ্দন নামে অভিহিত এই কৃষ্ণকেই বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও জগতের প্রভু বলিয়া যদি মানিতে হয়, তবে বলিতে হইবে তোমার সকল বক্তব্যই ব্যর্থ।১৭

তোমার কথাকে গাথা ভিন্ন অন্য কিছু বলা চলে না। গাথাগানকারী যেমন অসম্ভাবিত কথা গান করিয়া শুনাইলেও তাহাকে কোন রাজা শাস্তি দেন না, তুমিও সেই কারণে শাস্তি না পাইতে পার। ভূলিঙ্গ পক্ষী যেমন নিজ প্রকৃতির অনুসরণ করে,

নূনং প্রকৃতিরেষা তে জঘন্যা নাত্র সংশয়ঃ।
অতি পাপীয়সী চৈষা পাণ্ডবানামপীষ্যতে ॥১৯
যেষামর্চ্যতমঃ কৃষ্ণস্ত্বং চ যেষাং প্রদর্শকঃ।
ধর্মবাংস্ত্বমধর্মজ্ঞঃ সতাং মার্গাদবপ্লুতঃ ॥২০
কো হি ধর্মিণমাত্মানং জানন্ জ্ঞানবিদাং বরঃ।
কুর্য্যাদ্ যথা ত্বয়া ভীষ্ম কৃতং ধর্মমবেক্ষতা ॥২১
চেৎ ত্বং ধর্মং বিজানাসি যদি প্রাজ্ঞা মতিস্তব।
অন্যকামা হি ধর্মজ্ঞে কন্যকা প্রাজ্ঞমানিনা ॥
অম্বা নামেতি ভদ্রং তে কথং সাপহৃতা ত্বয়া ॥২২
তাং ত্বয়াপি হৃতাং ভীষ্ম কন্যাং নৈষিতবান্ যতঃ।
ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যস্তে সতাং মার্গমনুষ্ঠিতঃ ॥২৩

তেমনই তুমিও তোমার এইরূপ প্রকৃতির অনুসরণ করিতেছ ।১৮

নিশ্চয়ই তোমার এই প্রকৃতি অতিশয় জঘন্য—ইহাতে কোন সংশয় নাই। এইরূপ অতি পাপীয়সী প্রকৃতি পাণ্ডবগণকেও গ্রাস করিয়াছে ।১৯

কারণ, তাহারা কৃষ্ণকেই অর্চনীয়তম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং তুমি তাহাদের পথপ্রদর্শক। ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত হইলেও তুমি বস্তুতঃ ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য এবং সন্মার্গপরিভ্রষ্ট ।২০

ভীষ্ম! জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এমন কোন্ মানুষ আছে, যে নিজেকে ধর্ম্মাত্মা জানিয়াও এইরূপ কর্ম্ম করিতে পারে? তুমি যেমন ধর্ম্মাত্মা হইয়াও এইরূপ কর্ম্ম করিলে ?২১

তুমি ধর্ম্মকেই যদি জানিতে এবং তোমার বুদ্ধি যদি প্রাজ্ঞজনোচিত হইত, তাহা হইলে তুমি অম্বা নাম্নী ধর্ম্মজ্ঞা অন্যাসক্তা কন্যাকে অপহরণ করিতে পারিতে না? তোমার মঙ্গল হউক ।২২

ভীষ্ম! তুমি যে কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিলে, সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য ইচ্ছুক ছিল না; কারণ, সে সজ্জনগণের

দারয়োর্যস্য চান্যেন মিষতঃ প্রাজ্ঞমানিনঃ।
তব জাতান্যপত্যানি সজ্জনাচরিতে পথি ॥২৪
কো হি ধর্মোঽস্তি তে ভীষ্ম ব্রহ্মচর্য্যমিদং বৃথা।
যদ্ ধারয়সি মোহাদ্ বা ক্লীবত্বাদ্ বা ন সংশয়ঃ ॥২৫
ন ত্বহং তব ধর্মজ্ঞঃ পশ্যাম্যুপচয়ং কচিৎ।
ন হি তে সেবিতা বৃদ্ধা য এবং ধর্মমব্রবীঃ ॥২৬
ইষ্টং দত্তমধীতঞ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
সর্বমেতদপত্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২৭
ব্রতোপবাসৈর্বহুভিঃ কৃতং ভবতি ভীষ্ম যৎ।
সর্বং তদনপত্যস্য মোঘং ভবতি নিশ্চয়াৎ ॥২৮

পথ অনুসরণ করিয়া চলে ।২৩

ভীষ্ম! তুমি নিজেকে নিজেকে প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে কর কিনা, তাই তোমার সাক্ষাতেই অন্য পুরুষ দ্বারা তোমার বিবাহিত ভ্রাতৃপত্নীদ্বয়ের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলে? তুমি আবার বল যে, আমি সন্মার্গাশ্রয়ী ?২৪

হে ভীষ্ম! তুমি মোহবশতঃ বা ক্লীবত্ববশতঃ যে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আছ, তাহাতে তোমার কোন ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইয়াছে? তোমার সবই বৃথা—ইহাতে কোন সংশয় নাই ।২৫

হে ধর্ম্মজ্ঞ! ইহাতে তোমার ইহলোকে কিংবা পরলোকে কোন ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়াছে—ইহা আমি মনে করি না; কারণ, তুমি তো বৃদ্ধগণের সেবা কর নাই; যে ইহাকে ধর্ম বলিয়াছ ?২৬

বৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন—ইষ্টাপূর্ত, দান, অধ্যয়ন, বহুদক্ষিণ যজ্ঞ প্রভৃতি কোনটীই পুত্রের ষোড়শভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নয় ।২৭

হে ভীষ্ম! তুমি ব্রত, উপবাস প্রভৃতির দ্বারা যে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছ, তোমার পুত্র না হওয়ায় নিশ্চয়ই ঐ সকলই তোমার বৃথা হইয়াছে ।২৮

সোঽনপত্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ মিথ্যাধর্মানুসারকঃ।
হংসবৎ ত্বমপীদানীং জ্ঞাতিভ্যঃ প্রাপ্নুয়া বধম্ ॥২৯
এবং হি কথয়ন্ত্যন্যে নরা জ্ঞানবিদঃ পুরা।
ভীষ্ম যৎ তদহং সম্যগ্ বক্ষ্যামি তব শৃণ্বতঃ ॥৩০
বৃদ্ধঃ কিল সমুদ্রান্তে কশ্চিদ্ধংসোঽভবদ্ পুরা।
ধর্মবাগন্যথাবৃত্তঃ পক্ষিণঃ সোঽনুশাস্তি চ ॥৩১
ধর্মং চরত মাধর্মমিতি তস্য বচঃ কিল।
পক্ষিণঃ শুশ্রুবুর্ভীষ্ম সততং সত্যবাদিনঃ ॥৩২
অথাস্য ভক্ষ্যমাজহ্রুঃ সমুদ্রজলচারিণঃ।
অণ্ডজা ভীষ্ম তথান্যে ধর্মার্থমিতি শুশ্রুম ॥৩৩
তে চ তস্য সমভ্যাসে নিক্ষিপ্যাণ্ডানি সর্বশঃ।
সমুদ্রান্তস্তমজ্জন্ত চরন্তো ভীষ্ম পক্ষিণঃ।
তেষামণ্ডানি সর্বেষাং ভক্ষয়ামাস পাপকৃৎ ॥৩৪
স হংসঃ সম্প্রমত্তানামপ্রমত্তঃ স্বকর্মণি।
ততঃ প্রক্ষীয়মাণেষু তেষু তেষণ্ডজোঽপরঃ।
অশঙ্কত মহাপ্রাজ্ঞঃ স কদাচিদ্ দদর্শ হ ॥৩৫
ততঃ স কথয়ামাস দৃষ্ট্বা হংসস্য কিল্বিষম্।
তেষাং পরমদুঃখার্ত্তঃ স পক্ষী সর্বপক্ষিণাম্ ॥৩৬
ততঃ প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট্বা পক্ষিণস্তে সমীপগাঃ।
নিজঘ্নুস্তং তদা হংসং মিথ্যাবৃত্তং কুরূদ্বহ ॥৩৭
তে ত্বাং হংসসধর্মাণমপীমে বসুধাধিপাঃ।
নিহন্যুর্ভীষ্ম সংক্রুদ্ধাঃ পক্ষিণস্তং যথাণ্ডজম্ ॥৩৮
গাথামপ্যত্র গায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
ভীষ্ম যাং তাঞ্চ তে সম্যক্ কথয়িষ্যামি ভারত ॥৩৯

পুত্রহীন বৃদ্ধ তুমি মিথ্যাধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছ। হংস যেমন নিজ জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, তুমি সেইরূপ রাজগণ কর্ত্তৃক নিহত হইবার যোগ্য।২৯

ভীষ্ম। প্রাচীন কাল হইতে এক বৃত্তান্ত চলিয়া আসিতেছে। জ্ঞানিগণের কথিত সেই উপাখ্যান তোমাকে যথাযথ বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩০

পুরাকালে সমুদ্রের তীরে এক বৃদ্ধ হংস বাস করিত। সে অন্যান্য পক্ষিগণকে ধর্ম্মের কথা উপদেশ করিত, কিন্তু নিজে বিপরীত আচরণ করিত।৩১

হে ভীষ্ম। সত্যবাদী পক্ষিগণ তাহার "ধর্ম্ম আচরণ কর, অধর্ম্ম করিও না" এই উপদেশ সর্ব্বদা শ্রবণ করিত।৩২

ভীষ্ম। অণ্ডজাত পক্ষিগণ "ইহার নিকট ধর্ম্মের কথা শুনিতেছি" এইরূপ শ্রদ্ধাবশতঃ পক্ষিগণ সমুদ্রজলে বিচরণ করত তাহার জন্য আহার সংগ্রহ করিত।৩৩

হে ভীষ্ম। সেই পক্ষিগণ তাহার নিকট তাহাদের অণ্ড (ডিম) সমূহ রক্ষা করত সমুদ্র জলে নিমজ্জিত হইয়া আহার আহরণ করিত। কিন্তু সেই পাপিষ্ঠ তাহাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তাহাদের অণ্ডগুলি ভক্ষণ করিয়াছিল।৩৪

ঐ হংস নিজকর্ম্মে অত্যন্ত সাবধান ছিল, কিন্তু পক্ষিগণ নিজ নিজ কর্ম্মে অসাবধান ছিল, তাই তাহারা প্রথমতঃ তাহাকে সন্দেহ করে নাই, কিন্তু সে ক্রমশঃ অণ্ডগুলিকে ভোক্ষণ করিতে থাকায় কোন একটী বুদ্ধিমান্ পক্ষীর মনে সন্দেহ হইল এবং একদিন সে তাহার সব কার্য্যই প্রত্যক্ষ করিল।৩৫

তারপর সেই পক্ষী তাহাদের অণ্ডগুলির ভক্ষণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং অন্যান্য পক্ষিগণকে হংসের এই পাপ কর্ম্মের কথা জানাইল।৩৬

কুরুবংশধর। তখন পক্ষিগণ সকলেই হংসের সেই পাপকর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে মিলিয়া সেই মিথ্যাচারী হংসকে বধ করিল।৩৭

হে ভীষ্ম। পক্ষিগণ যেমন সেই হংসকে বধ

অন্তরাত্মন্যভিহতে রৌষি পত্ররথাশুচি।
অশুভক্ষণকর্ম্মৈতৎ তব বাচমতীয়তে ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি শিশুপালবধপর্ব্বণি শিশুপালবাক্যে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

করিয়াছিল, সেইরূপ এই রাজগণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হংসধর্মাবলম্বী তোমাকে বধ করিবে।৩৮

হে ভরতবংশজাত ভীষ্ম! পুরাণবিদ্‌গণ এখানে যে গাথা গান করিয়া থাকেন, আমি তাহা তোমাকে সম্যক্ বলিতেছি, শুন।৩৯

"হে পত্ররথ (হংস)! তোমার অন্তরাত্মা আহত হওয়ায় তুমি রোদন করিতেছ বটে, কিন্তু একবারও কি ভাবিয়া দেখ নাই যে, তোমার ধর্ম্মোপদেশকে অতিক্রমকারী অশুভক্ষণরূপ তোমার এই কর্ম্ম কতদূর অপবিত্র? ৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্ব্বে শিশুপালবাক্যে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪১

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শিশুপালস্য বাক্যেন ভীমসেনস্য ক্রোধঃ, ভীষ্মেণ তস্মৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ।

শিশুপাল উবাচ।
স মে বহুমতো রাজা জরাসন্ধো মহাবলঃ।
যোঽনেন যুদ্ধং নেয়েষ দাসোঽয়মিতি সংযুগে ॥১

কেশবেন কৃতং কর্ম জরাসন্ধবধে তদা।
ভীমসেনার্জ্জুনাভ্যাঞ্চ কস্তৎ সাধ্বিতি মন্যতে ॥২

অদ্বারেণ প্রবিষ্টেন ছদ্মনা ব্রহ্মবাদিনা।
দৃষ্টঃ প্রভাবঃ কৃষ্ণেন জরাসন্ধস্য ভূপতেঃ ॥৩
যেন ধর্ম্মাত্মনাত্মানং ব্রহ্মণ্যমবিজানতা।
নৈষিতং পাদ্যমস্মৈ তদ্ দাতুমগ্রে দুরাত্মনে ॥৪
ভুজ্যতামিতি তেনোক্তাঃ কৃষ্ণ-ভীম-ধনঞ্জয়াঃ।
জরাসন্ধেন কৌরব্য কৃষ্ণেন বিকৃতং কৃতম্ ॥৫

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শিশুপালের প্রতি ভীমের ক্রোধ এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক তাঁহাকে সান্ত্বনাদান।]

শিশুপাল বলিল—মহাবলশালী রাজা জরাসন্ধ যিনি বহু রাজগণের মাননীয় রাজা ছিলেন, তিনি এই কৃষ্ণকে তাঁহার 'দাস' বলিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই।১

এই কেশব ভীমসেন ও অর্জ্জুনের দ্বারা তাঁহাকে কপটভাবে বধ করিয়াছে; এইরূপ নীচ কর্ম্মকে কে সাধু বলিয়া মনে করিবে? ২

কৃষ্ণ মহারাজ জরাসন্ধের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছে; কারণ, তাহাকে দ্বার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণবেষে অদ্বারে প্রবেশ করিতে হইয়াছে।৩

জরাসন্ধ ব্রাহ্মণভক্ত ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন; তিনি এই দুরাত্মার পরিচয় না জানিয়া ইহাকে প্রথমে পাদ্য দান করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণ নয় জানিয়া তখন উহা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই।৪

তিনি কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হে কৌরব্য! কৃষ্ণ তাঁহার অনুরোধকে বিফল করিয়াছে।৫

যদ্যয়ং জগতঃ কর্ত্তা যথৈনং মূর্খ মন্যসে।
কস্মান্ন ব্রাহ্মণং সম্যগাত্মানমবগচ্ছতি ॥৬

ইদং ত্বাশ্চর্য্যভূতং মে যদি মে পাণ্ডবস্ত্বয়া।
অপকৃষ্টাঃ সতাং মার্গাম্মন্যন্তে তচ্চ সাধ্বিতি ॥৭

অথ বা নৈতদাশ্চর্য্যং যেষাং ত্বমসি ভারত।
স্ত্রীসধর্ম্মা চ বৃদ্ধশ্চ সর্বার্থানাং প্রদর্শকঃ ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রূক্ষং রূক্ষাক্ষরং বহু।
চুকোপ বলিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥৯

তথা পদ্মপ্রতীকাশে স্বভাবায়তবিস্তৃতে।
ভূয়ঃ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষে রক্তে নেত্রে বভূবতুঃ ॥১০

ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং চাস্য দদৃশুঃ সর্বপার্থিবাঃ।
ললাটস্থাং ত্রিকূটস্থাং গঙ্গাং ত্রিপথগামিব ॥১১

দন্তান্ সন্দশতস্তস্য কোপাদ্ দদৃশুরাননম্।
যুগান্তে সর্বভূতানি কালস্যেব জিঘৎসতঃ ॥১২

উৎপতন্তং তু বেগেন জগ্রাহৈনং মনস্বিনম্।
ভীষ্ম এব মহাবাহুর্মহাসেনমিবেশ্বরঃ ॥১৩

তস্য ভীমস্য ভীষ্মেণ বার্য্যমাণস্য ভারত।
গুরুণা বিবিধৈর্বাক্যৈঃ ক্রোধঃ প্রশমমাগতঃ ॥১৪

নাতিচক্রাম ভীষ্মস্য স হি বাক্যমরিন্দমঃ।
সমুদ্বৃত্তো ঘনাপায়ে বেলামিব মহোদধিঃ ॥১৫

শিশুপালস্তু সংক্রুদ্ধে ভীমসেনে জনাধিপ।
নাকম্পত তদা বীরঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ ॥১৬

উৎপতন্তং তু বেগেন পুনঃ পুনররিন্দমঃ।
ন স তং চিন্তয়ামাস সিংহঃ ক্রুদ্ধো মৃগং যথা ॥১৭

রে মূর্খ! যদি এই কৃষ্ণকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে এ নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস করে নাই কেন? ৬

এই পাণ্ডবগণ তোমার দ্বারা এমন সন্মার্গচ্যুত হইয়াছে যে, তুমি যাহা করিতেছ তাহাকেই সাধু কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছে—ইহা আমার নিকট আরও অধিক আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। ৭

অথবা হে ভারত! স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট তোমার ন্যায় বৃদ্ধ পুরুষ যাহাদের নেতা, তাহাদের পক্ষে এইরূপ করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীষ্মের প্রতি শিশুপালের ঐরূপ বহুবিধ কর্কশ বাক্য—যে বাক্যের প্রতিটী অক্ষরই কর্কশ তাহা শুনিয়া বলিশ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ৯

পদ্মপলাশতুল্য সুন্দর ও স্বভাবতই আয়ত এবং বিস্তৃত ভীমের নয়ন দুইটী সেই সময় ক্রোধে আরও আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ১০

তখন ত্রিকূটপর্ব্বতস্থিত ত্রিপথগামিনী গঙ্গার ন্যায় ভীমের ললাটে ত্রিশিখাবিশিষ্ট ভ্রূকুটি সকল নরপতি দেখিতে পাইলেন। ১১

ভীমসেন ক্রোধে দন্তসমূহ কট্‌মট করিতেছিলেন, তাহাতে সকলে তাঁহার মুখমণ্ডলকে সর্ব্বপ্রাণী গ্রাস করিতে উদ্যত প্রলয়াগ্নির ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। ১২

ভীম লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক শিশুপালের দিকে অগ্রসর হইতেই ভগবান্ শিব যেমন কার্ত্তিকেয়কে ধরিয়া ফেলেন, সেইরূপভাবে ধরিয়া ফেলিলেন। ১৩

হে ভারত! পিতামহ ভীষ্মকর্ত্তৃক নিবারিত এবং বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়া ভীমের ক্রোধ শান্ত হইল। ১৪

বর্ষাকালীন মেঘবর্ষণে অত্যন্ত স্ফীত হইলেও মহোদধি যেমন কখনও বেলাকে অতিক্রম করে না, তেমনই ভীমও ভীষ্মের কথা উল্লঙ্ঘন করিলেন না। ১৫

হে রাজন্! ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইলেও শিশুপাল কিন্তু স্ববীর্য্য অবলম্বন করত কম্পিত হইলেন না। ১৬

প্রহসংশ্চাব্রবীদ্ বাক্যং চেদিরাজঃ প্রতাপবান্
ভীমসেনমভিক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা ভীমপরাক্রমম্ ॥১৮

মুঞ্চৈনং ভীষ্ম পশ্যন্তু যাবদেনং নরাধিপাঃ।
মৎপ্রভাববিনির্দগ্ধং পতঙ্গমিব বহ্নিনা ॥১৯

ভীম বেগে পুনঃ পুনঃ শিশুপালের প্রতি অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেও মৃগদর্শনে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় শিশুপাল তাঁহাকে গণনাই করিলেন না।১৭

ভীমপরাক্রমশালী ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া প্রতাপশালী চেদিরাজ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন।১৮

হে ভীষ্ম! তুমি উহাকে ছাড়িয়া দাও; রাজগণ দেখুক বহ্নি যেমন পতঙ্গকে দগ্ধ করে, আমিও উহাকে নিজ প্রভাবে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছি।১৯

ততশ্চেদিপতের্বাক্যং শ্রুত্বা তৎ কুরুসত্তম।
ভীমসেনমুবাচেদং ভীষ্মো মতিমতাং বরঃ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি শিশুপালবধপর্ব্বণি ভীমক্রোধে দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২

তারপর চেদিপতির সেই কথা শুনিয়া কুরুসত্তম সুবুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ভীমসেনকে বলিলেন।২০

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্ব্বে ভীমের ক্রোধবর্ণনাত্মক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[ভীষ্মেণ শিশুপালস্য জন্মবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

চেদিরাজকুলে জাতস্ত্র্যক্ষ এষ চতুর্ভুজঃ।
রাসভারাবসদৃশং ররাস চ ননাদ চ ॥১
তেনাস্য মাতাপিতরৌ ত্রেসতুস্তৌ সবান্ধবৌ।
বৈকৃতং তস্য তৌ দৃষ্ট্বা ত্যাগায় কুরুতাং মতিম্ ॥২

ততঃ সভার্য্যং নৃপতিং সামাত্যং সপুরোহিতম্।
চিন্তাসংমূঢ়হৃদয়ং বাগুবাচাশরীরিণী ॥৩

এষ তে নৃপতে পুত্রঃ শ্রীমান্ জাতো বলাধিকঃ।
তস্মাদস্মান্ন ভেতব্যমব্যগ্রঃ পাহি বৈ শিশুম্ ॥৪

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

(ভীষ্ম কর্তৃক শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত কথন)

ভীষ্ম বলিলেন,—এই শিশুপাল চেদিরাজকুলে যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ ছিল; কিন্তু গর্দ্দভের ন্যায় শব্দ করিতেছিল ও গর্জন করিতেছিল।১

তাহাতে আত্মীয়স্বজনগণের সহিত ইহার মাতা-পিতা তাহার বিকৃত আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।২

পত্নী, পুরোহিত ও অমাত্যগণের সহিত অত্যন্ত চিন্তাবিমূঢ় নরপতির প্রতি তখন আকাশ বাণী হইল।৩

হে রাজন্! তোমার এই পুত্র ঐশ্বর্য্যশালী ও বলবান্ হইবে, সেইজন্য ইহার নিকট হইতে ভয় নাই। সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ না করিয়া শান্তচিত্তে পালন কর।৪

ন চ বৈ তস্য মৃত্যুর্বৈ ন কালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
মৃত্যুর্হন্তাস্য শস্ত্রেণ স চোৎপন্নো নরাধিপ ॥৫

সংশ্রুত্যোদাহৃতং বাক্যং ভূতমন্তর্হিতং ততঃ।
পুত্রস্নেহাভিসন্তপ্তা জননী বাক্যমব্রবীৎ ॥৬

যেনেদমীরিতং বাক্যং মমৈতং তনয়ং প্রতি।
প্রাঞ্জলিস্তং নমস্যামি ব্রবীতু স পুনর্বচঃ ॥৭

যাথাতথ্যেন ভগবান্ দেবো বা যদি বেতরঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি পুত্রস্য কোঽস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥৮

অন্তর্ভূতং ততো ভূতমুবাচেদং পুনর্বচঃ।
যস্যোৎসঙ্গে গৃহীতস্য ভুজাবভ্যধিকাবুভৌ ॥৯

পতিষ্যতঃ ক্ষিতিতলে পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।
তৃতীয়মেতদ্ বালস্য ললাটস্থং তু লোচনম্ ॥১০

নিমজ্জিষ্যতি যং দৃষ্ট্বা সোঽস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
ত্র্যক্ষং চতুর্ভুজং শ্রুত্বা তথা চ সমুদাহৃতম্ ॥১১

পৃথিব্যাং পার্থিবাঃ সর্বে অভ্যাগচ্ছন্ দিদৃক্ষবঃ।
তান্ পূজয়িত্বা সম্প্রাপ্তান্ যথার্হং স মহীপতিঃ ॥১২

একৈকস্য নৃপস্যাঙ্কে পুত্রমারোপয়ৎ তদা।
এবং রাজসহস্রাণাং পৃথক্‌ত্বেন যথাক্রমম্ ॥১৩

শিশুরঙ্কসমারূঢ়ো ন তৎ প্রাপ নিদর্শনম্।
এতদেব তু সংশ্রুত্য দ্বারবত্যাং মহাবলৌ ॥১৪

ততশ্চেদিপুরং প্রাপ্তৌ সঙ্কর্ষণ জনার্দনৌ।
যাদবৌ যাদবীং দ্রষ্টুং স্বসারং তৌ পিতুস্তদা ॥১৫

অভিবাদ্য যথান্যায়ং যথাশ্রেষ্ঠং নৃপঞ্চ তাম্।
কুশলানাময়ং পৃষ্ট্বা নিষণ্ণৌ রাম-কেশবৌ ॥১৬

ইহার এখন মৃত্যু হইবে না, কারণ ইহার মৃত্যুকাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। রাজন্! ইহার যিনি হন্তা এবং যে অস্ত্র দ্বারা ইহাকে বধ করিবেন, তিনি পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।৫

তখন শিশুপালের জননী পুত্রস্নেহে সন্তপ্ত হইয়া অন্তর্হিত সেই দেবতার কথা শ্রবণ করত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।৬

যিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার পুত্রের প্রতি এই কথা বলিলেন, আমি তাঁহাকে করযোড়ে নমস্কার করিতেছি, তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমার কথার উত্তর প্রদান করিয়া পুনরায় বলুন।৭

আপনি দেবতাই হউন অথবা অন্য কোন প্রাণীই হউন, আপনি সত্য করিয়া বলুন, 'ইহার হন্তা কে হইবেন'?৮

তখন অন্তর্হিত দেবতা পুনরায় এই কথা বলিলেন—যিনি ইহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে ইহার অধিক দুই হাত পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় খসিয়া ভূতলে পড়িবে এবং এই বালকের ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন অন্তর্হিত হইবে, তিনিই ইহার হন্তা হইবেন। ইহার ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজের কথা শুনিয়া পৃথিবীর সকল নরপতি ইহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। চেদিরাজ সকলকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া প্রত্যেকের ক্রোড়েই শিশুকে বসাইতে লাগিলেন। এইভাবে সহস্র সহস্র রাজার ক্রোড়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যথাক্রমে বসাইয়াও তাহার দুই হাত ও তৃতীয় নয়ন লুপ্তসূচক মৃত্যুর নিদর্শন দেখা গেল না। ইহা শুনিয়া দ্বারকা হইতে মহাবলশালী যাদব বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশজাতা তাঁহাদের পিতৃস্বসাকে দেখিবার জন্য চেদিপুরীতে উপস্থিত হইলেন।৯-১৫

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ চেদিরাজ দমঘোষ ও তাঁহার পত্নী পিতৃস্বসা শ্রুতশ্রবাকে ও অন্যান্যকে যথারীতি শ্রেষ্ঠক্রমে অভিবাদন করত কুশল ও নীরোগতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন।১৬

সাভ্যর্চ্য তৌ তদা বীরৌ প্রীত্যা চাভ্যধিকং ততঃ।
পুত্রং দামোদরোৎসঙ্গে দেবী সংন্যদধাৎ স্বয়ম্ ॥১৭
ন্যস্তমাত্রস্য তস্যাঙ্কে ভুজাবভ্যধিকাবুভৌ।
পেততুস্তচ্চ নয়নং ন্যমজ্জত ললাটজম্ ॥১৮
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যথিতা ত্রস্তা বরং কৃষ্ণমযাচত।
দদস্ব মে বরং কৃষ্ণ ভয়ার্ত্তায়া মহাভুজ ॥১৯
ত্বং হ্যার্ত্তানাং সমাশ্বাসো ভীতানামভয়প্রদঃ।
এবমুক্তস্ততঃ কৃষ্ণঃ সোঽব্রবীদ্ যদুনন্দনঃ ॥২০
মা ভৈস্ত্বং দেবি ধর্ম্মজ্ঞে ন মত্তোঽস্তি ভয়ং তব।
দদামি কং বরং কিঞ্চ করবাণি পিতৃস্বসঃ ॥২১
শক্যং বা যদি বাশক্যং করিষ্যামি বচস্তব।
এবমুক্তা ততঃ কৃষ্ণমব্রবীদ্ যদুনন্দনম্ ॥২২
শিশুপালস্যাপরাধান্ ক্ষমেথাস্ত্বং মহাবল।
মৎকৃতে যদুশার্দ্দূল বিদ্ধ্যেনং মে বরং প্রভো ॥২৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অপরাধশতং ক্ষাম্যং ময়া হ্যস্য পিতৃষ্বসঃ।
পুত্রস্য তে বধার্হস্য মা ত্বং শোকে মনঃ কৃথা ॥২৪

ভীষ্ম উবাচ।

এবমেষ নৃপঃ পাপঃ শিশুপালঃ সুমন্দধীঃ।
ত্বাং সমাহ্বয়তে বীর গোবিন্দবরদর্পিতঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি শিশুপালবধপর্ব্বণি শিশুপালবৃত্তান্তকথনে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩

দেবী শ্রুতশ্রবা স্বয়ং সেই দুই বীর রাম ও কৃষ্ণকে যথারীতি প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিয়া দামোদর শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে পুত্রকে বসাইয়া দিলেন।১৭

তাঁহার ক্রোড়ে পুত্রকে রাখামাত্রই শিশুপালের দুই হাত খসিয়া পড়িল এবং ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন লুপ্ত হইল।১৮

তাহা দেখিয়া জননী অত্যন্ত ভীতা ও ব্যথিতা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর যাচ্ঞা করত বলিলেন—হে মহাবাহু কৃষ্ণ! তুমি ভয়ার্ত্তা আমাকে বর প্রদান কর।১৯

কারণ, তুমি আর্ত্তগণের সান্ত্বনাস্বরূপ ও ভীতগণের ত্রাণকর্ত্তা। যদুনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উক্ত হইয়া তখন বলিলেন।২০

হে দেবি! হে পিতৃস্বসঃ! হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি ভীতা হইও না। আমা হইতে তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে কি বর দান করিব?২১

উহা আমার সাধ্য হউক বা অসাধ্য হউক, আমি এই বিষয়ে তোমার বাক্য পালন করিব। এই কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।২২

"হে মহাবল যদুবংশভূষণ! তুমি আমার প্রতি কৃপা করত শিশুপালের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিবে—ইহাই তোমার নিকট আমার প্রার্থিত বর।"২৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে পিতৃস্বসঃ! তোমার পুত্র বধযোগ্য অপরাধ করিলেও আমি তাহার শত অপরাধ ক্ষমা করিব; সুতরাং তুমি আর বৃথা মনে মনে শোক করিও না।২৪

ভীষ্ম বলিলেন,—হে বীর ভীম! এইরূপে গোবিন্দবরে দর্পিত হইয়া এই পাপিষ্ঠ মন্দমতি রাজা শিশুপাল তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্ব্বে শিশুপালবৃত্তান্তকথননামক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মবাক্যেন ক্রুদ্ধ-শিশুপালেন ভীষ্মস্য তিরস্কারঃ, শ্রীকৃষ্ণেন সহ যোদ্ধুং সর্বান্ নৃপান্ প্রতি ভীষ্মস্যাহ্বানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

নৈষা চেদিপতের্বুদ্ধির্যয়া ত্বাহ্বয়তেঽচ্যুতম্।
নূনমেষ জগদ্ভর্তুঃ কৃষ্ণস্যৈব বিনিশ্চয়ঃ ॥১

কো হি মাং ভীমসেনাদ্য ক্ষিতাবর্হতি পার্থিবঃ।
ক্ষেপ্তুং কালপরীতাত্মা যথৈষ কুলপাংসনঃ ॥২

এষ হ্যস্য মহাবাহুস্তেজোংশশ্চ হরের্ধ্রুবম্।
তমেব পুনরাদাতুমিচ্ছত্যুত তথা বিভুঃ ॥৩

যেনৈষ কুরুশার্দূল শার্দূল ইব চেদিরাট্।
গর্জত্যতীব দুর্বুদ্ধিঃ সর্বানস্মানচিন্তয়ন্ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ন মমৃষে চৈদ্যস্তদ্ ভীষ্মবচনং তদা।
উবাচ চৈনং সংক্রুদ্ধঃ পুনর্ভীষ্মমথোত্তরম্ ॥৫

শিশুপাল উবাচ।

দ্বিষতাং নোঽস্তু ভীষ্মৈষ প্রভাবঃ কেশবস্য যঃ।
যস্য সংস্তববক্তা ত্বং বন্দিবৎ সততোত্থিতঃ ॥৬
সংস্তবে চ মনো ভীষ্ম পরেষাং রমতে যদি।
তদা সংস্তৌহি রাজ্ঞস্ত্বমিমং হিত্বা জনার্দনম্ ॥৭
দরদং স্তুহি বাহ্লীকমিমং পার্থিবসত্তমম্।
জায়মানেন যেনেয়মভবদ্ দারিতা মহী ॥৮
বঙ্গাঙ্গবিষয়াধ্যক্ষং সহস্রাক্ষসমং বলে।
স্তুহি কর্ণমিমং ভীষ্ম মহাচাপবিকর্ষণম্ ॥৯

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মবাক্যে ক্রুদ্ধ শিশুপাল কর্তৃক ভীষ্মের তিরস্কার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সকল রাজগণকে ভীষ্মের আহ্বান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—এই যে চেদিপতি শিশুপাল তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে—ইহা তাহার বুদ্ধি নয়, ইহা নিশ্চতই জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।১

হে ভীমসেন! কালগ্রস্তবুদ্ধি কুলাঙ্গার শিশুপাল ভিন্ন ইহার মত এমন্ কোন্ রাজা এ পৃথিবীতে আছে, যে আমাকে এইরূপভাবে তিরস্কার করিতে সাহস করে?২

এই মহাবাহু চেদিরাজ নিশ্চিতই শ্রীহরির তেজ ও অংশস্বরূপ, সর্বব্যাপী শ্রীহরি নিজের মধ্যে তাহাকে বিলীন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩

হে কুরুশার্দ্দূল! এই চেদিরাজ আমাদিগকে বিন্দুমাত্র গণনা না করিয়াই সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, দুর্ব্বুদ্ধি তাহাকে গ্রাস করিয়াছে।৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন চেদিরাজ ভীষ্মের এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধবশতঃ পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।৫

শিশুপাল বলিলেন, তুমি বন্দীর ন্যায় সতত যে কেশবের স্তুতি করিতেছ, সেই কেশবের এই যে প্রভাব, উহা আমাদের শত্রুগণের মধ্যেই বিস্তৃত হউক।৬

হে ভীষ্ম! যদি অন্যের স্তুতি করিতেই তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই জনার্দ্দনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজার স্তুতি কর।৭

যাহার জন্মমাত্রই এই পৃথিবী বিদারিত হইয়াছিল, সেই দরদদেশের রাজা রাজশ্রেষ্ঠ বাহ্লীককে স্তুতি কর।৮

ভীষ্ম! যিনি বঙ্গ ও অঙ্গরাজ্যের অধিকারী, যিনি ইন্দ্রের ন্যায় বল ও পরাক্রমসম্পন্ন, মহাধনুকে অনায়াসে আকর্ষণ করত যিনি গুণ চড়াইতে সমর্থ, সেই কর্ণের স্তব কর।৯

যস্তেমে কুণ্ডলে দিব্যে সহজে দেবনির্মিতে।
কবচঞ্চ মহাবাহো বালার্কসদৃশপ্রভম্ ॥১০

বাসবপ্রতিমো যেন জরাসন্ধোঽতিদুর্জ্জয়ঃ।
বিজিতো বাহুযুদ্ধেন দেহভেদঞ্চ লম্ভিতঃ ॥১১

দ্রোণং দ্রৌণিঞ্চ সাধু ত্বং পিতা-পুত্রৌ মহারথৌ।
স্তুহি স্তুত্যাবুভৌ ভীষ্ম সততং দ্বিজসত্তমৌ ॥১২

যয়োরন্যতরো ভীষ্ম সংক্রুদ্ধঃ সচরাচরাম্।
ইমাং বসুমতীং কুর্য্যান্নিঃশেষামিতি মে মতিঃ ॥১৩

দ্রোণস্য হি সমং যুদ্ধে ন পশ্যামি নরাধিপম্।
নাশ্বত্থাম্নঃ সমং ভীষ্ম ন চ তৌ স্তোতুমিচ্ছসি ॥১৪

পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যো বৈ প্রতিসমো ভবেৎ।
দুর্য্যোধনং ত্বং রাজেন্দ্রমতিক্রম্য মহাভুজম্ ॥১৫

জয়দ্রথঞ্চ রাজানং কৃতাস্ত্রং দৃঢ়বিক্রমম্।
দ্রুমং কিম্পুরুষাচার্য্যং লোকে প্রথিতবিক্রমম্ ॥
অতিক্রম্য মহাবীর্য্যং কিং প্রশংসসি কেশবম্ ॥১৬

বৃদ্ধঞ্চ ভারতাচার্য্যং তথা শারদ্বতং কৃপম্।
অতিক্রম্য মহাবীর্য্যং কিং প্রশংসসি কেশবম্ ॥১৭

ধনুর্দ্ধরাণাং প্রবরং রুক্মিণং পুরুষোত্তমম্।
অতিক্রম্য মহাবীর্য্যং কিং প্রশংসসি কেশবম্ ॥১৮

ভীষ্মকঞ্চ মহাবীর্য্যং দন্তবক্রঞ্চ ভূমিপম্।
ভগদত্তং যূপকেতুং জয়সেনঞ্চ মাগধম্ ॥১৯

বিরাট-দ্রুপদৌ চোভৌ শকুনিঞ্চ বৃহদ্বলম্।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ পাণ্ড্যং শ্বেতমথোত্তরম্ ॥২০

শঙ্খঞ্চ সুমহাভাগং বৃষসেনঞ্চ মানিনম্।
একলব্যঞ্চ বিক্রান্তং কালিঙ্গঞ্চ মহারথম্ ॥২১

অতিক্রম্য মহাবীর্য্যং কিং প্রশংসসি কেশবম্।
শল্যাদীনপি কস্মাৎ ত্বং ন স্তৌষি বসুধাধিপান্।
স্তবায় যদি তে বুদ্ধির্বর্ত্ততে ভীষ্ম সর্বদা ॥২২

মহাবাহো! যাঁহার কর্ণে দেবনির্ম্মিত দিব্য কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার জন্মের সহিতই উদিত হইয়াছিল এবং এই কবচ প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান (তুমি সেই কর্ণের স্তুতি করিতেছ না কেন?)১০

যে ইন্দ্রসদৃশ বলবান্ অতিদুর্জ্জয় জরাসন্ধকে বাহুযুদ্ধে জয় করিয়াছে এবং তাহার শরীরকে দুইভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তুমি সেই ভীমের স্তুতি কর।১১

ভীষ্ম! তুমি বরং সুবনায় দ্রোণ ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে স্তুতি কর, তাঁহারা যেমন মহারথ তেমনই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ।১২

হে ভীষ্ম! এই উভয়ের যে কেহ ক্রুদ্ধ হইলে সচরাচর পৃথিবীকে প্রাণীশূন্য করিতে পারে আমার এইরূপ বিশ্বাস।১৩

ভীষ্ম! দ্রোণ বা অশ্বত্থামার সমকক্ষ এমন কোন রাজাকে তো আমি দেখিতে পাইতেছি না; তথাপি তুমি তাঁহাদিগের স্তুতি করিতেছ না কেন? ১৪

সাগরান্তা এই পৃথিবীতে যাহার সমকক্ষ দুর্ল্লভ, সেই রাজেন্দ্র মহাবাহু দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া এবং কৃতাস্ত্র দৃঢ়বিক্রম রাজা জয়দ্রথ ও বিখ্যাতবিক্রম কিম্পুরুষাচার্য্য দ্রুমকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবকে কেন স্তব করিতেছ? ১৫-১৬

বৃদ্ধ ভারতাচার্য্য শরদ্বৎতনয় কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেশবের কেন প্রশংসা করিতেছ?১৭

ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ রুক্মীকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন? ১৮

মহাবীর্য্যশালী ভীষ্মক, রাজা দন্তবক্র, ভগদত্ত, যূপকেতু, মগধরাজ জয়সেন, বিরাট্, দ্রুপদ, শকুনি, বৃহদ্বল, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ,

কিং হি শক্যং ময়া কর্তুং যদ্ বৃদ্ধানাং ত্বয়া নৃপ।
পুরা কথয়তাং নূনং ন শ্রুতং ধর্ম্মবাদিনাম্ ॥২৩

আত্মনিন্দাত্মপূজা চ পরনিন্দা পরস্তবঃ।
অনাচরিতমার্য্যাণাং বৃত্তমেতচ্চতুর্বিধম্ ॥২৪

যদস্তব্যমিমং শশ্বন্মোহাৎ সংস্তৌষি ভক্তিতঃ।
কেশবং তচ্চ তে ভীষ্ম ন কশ্চিদনুমন্যতে ॥২৫

কথং ভোজস্য পুরুষে বর্গপালে দুরাত্মনি।
সমাবেশয়সে সর্বং জগৎ কেবলকাম্যয়া ॥২৬

অথ চৈষা ন তে বুদ্ধিঃ প্রকৃতিং যাতি ভারত।
ময়ৈব কথিতং পূর্বং ভূলিঙ্গশকুনির্যথা ॥২৭

ভূলিঙ্গশকুনির্নাম পার্শ্বে হিমবতঃ পরে।
ভীষ্ম তস্যাঃ সদা বাচঃ শ্রূয়ন্তেঽর্থবিগর্হিতাঃ ॥২৮

মা সাহসমিতীদং সা সততং বাশতে কিল।
সাহসং চাত্মনাতীব চরন্তী নাববুধ্যতে ॥২৯

সা হি মাংসার্গলং ভীষ্ম মুখাৎ সিংহস্য খাদতঃ।
দন্তান্তরবিলগ্নং যৎ তদাদত্তেঽল্পচেতনা ॥৩০

ইচ্ছতঃ সা হি সিংহস্য ভীষ্ম জীবত্যসংশয়ম্।
তদ্বৎ ত্বমপ্যধর্মিষ্ঠ সদা বাচঃ প্রভাষসে ॥৩১

ইচ্ছতাং ভূমিপালানাং ভীষ্ম জীবত্যসংশয়ম্।
লোকবিদ্বিষ্টকর্মা হি নান্যোঽস্তি ভবতা সমঃ ॥৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততশ্চেদিপতেঃ শ্রুত্বা ভীষ্মঃ স কটুকং বচঃ।
উবাচেদং বচো রাজংশ্চেদিরাজস্য শৃণ্বতঃ ॥৩৩

ইচ্ছতাং কিল নামাহং জীবাম্যেষাং মহীক্ষিতাম্।
সোঽহং ন গণয়াম্যেতাংস্তৃণেনাপি নরাধিপান্ ॥৩৪

পাণ্ড্যপতি, শ্বেত, উত্তর, মহাভাগ্যবান্ শঙ্খ অভিমানী বৃষসেন, বিক্রমশালী একলব্য, মহারথ, ও মহাবল কলিঙ্গাধিপতি—এই মহাবীর্য্যশালী রাজন্যবৃন্দকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন?

হে ভীষ্ম! যদি তোমার স্তুতি করিবারই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শল্যপ্রভৃতি রাজগণের, স্তুতি করিতেছ না কেন? ১৯-২২

তোমার এই দুর্ব্বুদ্ধির অপনোদনে আমি আর কি করিতে পারি? ধর্মোপদেষ্টা বৃদ্ধগণ পুরাকালে যা বলিয়াছেন, তুমি তাহা নিশ্চয়ই শোন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, আত্মনিন্দা, আত্মপূজা, পরনিন্দা ও পরস্তুতি—এই চারিপ্রকার কর্ম্ম আর্য্যগণের অনাচরণীয়।২৩-২৪

তুমি যে এই স্তুতির অযোগ্য কেশবকে মোহবশতঃ ভক্তির সহিত স্তব করিতেছ, হে ভীষ্ম! তোমার এই কার্য্য কেহই অনুমোদন করে না।২৫

তুমি কি কামনার বশীভূত হইয়া ভোজবংশ্য বংস বর্গপাল দুরাত্মা কেশবে সমস্ত জগতের সমাবেশ করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।২৬

হে ভারত! তোমার বুদ্ধি ভূলিঙ্গ শকুনির ন্যায় কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইতেছে না—ইহা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি।২৭

হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে ভূলিঙ্গনামক এক-প্রকার শকুনি আছে। অত্যন্ত দুঃসাহসিক কার্য্য করাই তাহার স্বভাব, সে নিজে অত্যন্ত দুঃসাহস করিতেছে—ইহা সে নিজেও বুঝে না; সে ভক্ষণরত সিংহের মুখ হইতে মাংসখণ্ড কাড়িয়া খায়; সিংহের উপেক্ষাবশতঃই সে বাঁচিয়া থাকে—সংশয় নাই। হে অধর্ম্মনিষ্ঠ ভীষ্ম! তুমি অত্যন্ত দুঃসাহসিক বাক্য বলিতেছ; তুমি লোকবিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াও যে এখনও জীবিত, ইহা নরপতি-গণের কৃপাবশতঃই, তোমার বীর্য্যবলে নহে।২৮-৩২

বৈশম্পায়ন বলিলে,—তখন চেদিরাজের ঐরূপ

এবমুক্তে তু ভীষ্মেণ ততঃ সংচুক্রুশুর্নৃপাঃ
কেচিজ্জহৃষিরে তত্র কেচিদ্ ভীষ্মং জগর্হিরে ॥৩৫
কেচিদূচুর্মহেষ্বাসাঃ শ্রুত্বা ভীষ্মস্য তদ্বচঃ।
পাপোঽবলিপ্তো বৃদ্ধশ্চ নায়ং ভীষ্মোঽর্হতি
ক্ষমাম্ ॥৩৬৮

হন্যতাং দুর্মতির্ভীষ্মঃ পশুবৎ সাধ্বয়ং নৃপাঃ।
সর্বৈঃ সমেত্য সংরব্ধৈর্দহ্যতাং বা কটাগ্নিনা ॥৩৭
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ততঃ কুরুপিতামহঃ।
উবাচ মতিমান্ ভীষ্মস্তানেব বসুধাধিপান্ ॥৩৮
উক্তস্যোক্তস্য নেহান্তমহং সমুপলক্ষয়ে।
যত্তু বক্ষ্যামি তৎ সর্বং শৃণুধ্বং বসুধাধিপাঃ ॥৩৯

পশুবদ্ ঘাতনং বা মে দহনং বা কটাগ্নিনা
ক্রিয়তাং মূর্ধ্নি বো ন্যস্তং ময়েদং সকলং পদম্ ॥৪০

এষ তিষ্ঠতি গোবিন্দঃ পূজিতোঽস্মাভিরচ্যুতঃ।
যস্য বস্ত্বরতে বুদ্ধির্মরণায় স মাধবম্ ॥৪১

কৃষ্ণমাহ্বয়তামদ্য যুদ্ধে চক্রগদাধরম্।
যাদবস্যৈব দেবস্য দেহং বিশতু পাতিতঃ ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি শিশুপালবধপর্বণি
ভীষ্মবাক্যে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪

কটু কথা কথা শুনিয়া ভীষ্ম চেদিরাজের সমক্ষেই সকলকে বলিতে লাগিলেন—এই চেদিরাজ বলিতেছে যে "আমি রাজগণের কৃপাতেই এখনও জীবিত আছি।" আমি এই কথা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি; আমি এই সকল রাজগণকে তৃণতুল্য মনে করি ।৩৩-৩৪

ভীষ্ম এইরূপ বলিলে রাজগণের মধ্যে কোলাহল আরম্ভ হইল; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই কথায় আনন্দিত হইলেন; কিন্তু কেহ কেহ ভীষ্মকে নিন্দা করিতে লাগিলেন ।৩৫

কোন কোন মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের সেই কথা শুনিয়া বলিলেন—"এই বৃদ্ধ ভীষ্ম অত্যন্ত দম্ভ প্রকাশ করিতেছে, ইহাকে ক্ষমা করা উচিত নয়। এই দুর্মতি ভীষ্মকে পশুর ন্যায় বধ কর এবং সকলে মিলিয়া ইহাকে কটাগ্নির দ্বারা দগ্ধ কর ।৩৫-৩৭

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া কুরুপিতামহ তখন তাঁহাদিগকে বলিলেন—কথার পৃষ্ঠে কথা বলিয়া উহার শেষ করা যায় না। হে রাজগণ! আমি যাহা বলিতেছি, আপনারা তাহা মনোযোগের সহিত শুনুন—"আমি আপনাদের মস্তকে এই পদ প্রদান করিতেছি, আপনাদের শক্তি থাকে, আমাকে পশুর ন্যায় বধ করুন অথবা কটাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করুন। আমাদের দ্বারা পূজিত গোবিন্দ আপনাদের সম্মুখেই অবস্থান করিতেছেন; এই চেদিরাজ যে শঙ্খচক্রগদাধারী শ্রীকৃষ্ণকে আজ যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, ইহা তাহার মরণের জন্যই; সে শীঘ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করুক ।৩৮-৪২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্বে শিশুপালবধপ্রকরণে ভীষ্মবাক্যনামক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণস্য শিশুপালবধঃ, রাজসূয়যজ্ঞস্য সমাপ্তিঃ, সর্বেষাং ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞাং শ্রীকৃষ্ণস্য চ স্ব-স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শ্রুত্বৈব ভীষ্মস্য চেদিরাড়ুরুবিক্রমঃ।
যুযুৎসুর্বাসুদেবেন বাসুদেবমুবাচ হ ॥১

আহ্বয়ে ত্বাং রণং গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং জনার্দ্দন।
যাবদদ্য নিহন্মি ত্বাং সহিতং সর্বপাণ্ডবৈঃ ॥২

সহ ত্বয়া হি মে বধ্যাঃ সর্বথা কৃষ্ণ পাণ্ডবাঃ।
নৃপতীন্ সমতিক্রম্য যৈররাজা ত্বমর্চিতঃ ॥৩

যে ত্বাং দাসমরাজানং বাল্যাদর্চন্তি দুর্মতিম্।
অনর্হমর্হবৎ কৃষ্ণ বধ্যাস্ত ইতি মে মতিঃ ॥৪

ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূলস্তস্থৌ গর্জন্নমর্ষণঃ।
এবমুক্তস্ততঃ কৃষ্ণো মৃদুপূর্বমিদং বচঃ ॥
উবাচ পার্থিবান্ সর্বান্ স সমক্ষঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥৫

এষ নঃ শত্রুরত্যন্তং পার্থিবাঃ সাত্বতীসুতঃ।
সাত্বতানাং নৃশংসাত্মা ন হিতোঽনপকারিণাম্ ॥৬

প্রাগ্জ্যোতিষপুরং যাতানস্মান্ জ্ঞাত্বা নৃশংসকৃৎ।
অদহদ্ দ্বারকামেষ স্বস্রীয়ঃ সন্ নরাধিপাঃ ॥৭

ক্রীড়তো ভোজরাজস্য এষ রৈবতকে গিরৌ।
হত্বা বদ্ধ্বা চ তান্ সর্বানুপায়াৎ স্বপুরং পুরা ॥৮

অশ্বমেধে হয়ং মেধ্যমুৎসৃষ্টং রক্ষিভির্বৃতম্।
পিতুর্মে যজ্ঞবিঘ্নার্থমহরৎ পাপনিশ্চয়ঃ ॥৯

সৌবীরান্ প্রতি যাতাঞ্চ বভ্রোরেষ তপস্বিনঃ।
ভার্য্যামভ্যহরন্মোহাদকামাং তামিতো গতাম্ ॥১০

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের শিশুপালবধ, রাজসূয়যজ্ঞের সমাপ্তি এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর ভীষ্মের কথা শুনিয়া মহাপরাক্রমী চেদিরাজ ভগবান্ বাসুদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।১

হে জনার্দ্দন! আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি; যতক্ষণ না আমি সকল পাণ্ডুতনয়ের সহিত তোমাকে বধ করিতেছি, ততক্ষণ তুমি আমার সহিত যুদ্ধ কর।২

হে কৃষ্ণ! তোমার সহিত এই পাণ্ডবগণ আমার বধ্য; কারণ, ইহারা নৃপতিগণকে অতিক্রম করিয়া রাজা না হইলেও তোমাকেই অর্চ্চনা করিয়াছি ৩

তুমি দাস; তুমি পূজার যোগ্য নও; তথাপি যাহারা পূজনীয়ের ন্যায় বাল্যকাল হইতে দুর্মতি তোমার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে, হে কৃষ্ণ! সেই পাণ্ডবগণ সকলেই "আমার বধ্য"।৪

এই কথা বলিয়া রাজশার্দ্দূল চেদিরাজ সকল ক্ষমাশূন্য হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃদুভাবে সকল রাজার সমক্ষেই এই কথা বলিতে লাগিলেন।৫

সাত্বতবংশীয়া আমার পিতৃষ্বসার তনয় এই চেদিরাজ সর্ব্বদাই আমার শত্রু এবং নিরপরাধ সাত্বতগণের সকলের প্রতিই নির্দ্দয়।৬

হে রাজগণ! আপনারা শুনুন; আমি যখন নরকাসুরকে বধ করিবার জন্য প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গিয়াছিলাম, তখন এ নৃশংসহৃদয় আমার পিস্তুতো ভাই হইয়াও আমার অনুপস্থিতিতে দ্বারকাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিল।৭

ভোজরাজ যখন রৈবতক পর্ব্বতে ক্রীড়া করিতেছিলেন, তখন এই দুষ্ট তাহাদের সকলকে বধ করিয়া নিজ পুরীতে পলায়ন করিয়াছিল।৮

আমার পিতা যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন তখন এই পাপবুদ্ধি তাহার যজ্ঞবিঘ্ন সম্পাদন

এষ মায়াপ্রতিচ্ছন্নঃ করূষার্থে তপস্বিনীম্।
জহার ভদ্রাং বৈশালীং মাতুলস্য নৃশংসকৃৎ ॥১১

পিতৃষ্বসুঃ কৃতে দুঃখং সুমহন্মর্ষয়াম্যহম্।
দিষ্ট্যা ত্বিদং সর্ব্বরাজ্ঞাং সন্নিধাবদ্য বর্ত্ততে ॥১২

পশ্যন্তি হি ভবন্তোঽদ্য ময্যতীব ব্যতিক্রমম্।
কৃতানি তু পরোক্ষং মে যানি তানি নিবোধত ॥১৩

ইমং ত্বস্য ন শক্ষ্যামি ক্ষন্তুমদ্য ব্যতিক্রমম্।
অবলেপাদ্ বধার্হস্য সমগ্রে রাজমণ্ডলে ॥১৪

রুক্মিণ্যামস্য মূঢ়স্য প্রার্থনাসীন্মুমূর্ষতঃ।
ন চ তাং প্রাপ্তবান্ মূঢ়ঃ শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাদি ততঃ সর্ব্বে সহিতাস্তে নরাধিপাঃ।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা চেদিরাজং ব্যগর্হয়ন্ ॥১৬

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শিশুপালঃ প্রতাপবান্।
জহাস স্বনবদ্ধাসং বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥১৭

মৎপূর্ব্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণ সংসৎসু পরিকীর্ত্তয়ন্।
বিশেষতঃ পার্থিবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্ ॥১৮

মন্যমানো হি কঃ সৎসু পুরুষঃ পরিকীর্ত্তয়েৎ।
অন্যপূর্ব্বাং স্ত্রিয়ং জাতু ত্বদন্যো মধুসূদনঃ ॥১৯

ক্ষম বা যদি তে শ্রদ্ধা মা বা কৃষ্ণ মম ক্ষম।
ক্রুদ্ধাদ্ বাপি প্রসন্নাদ্ বা কিং মে ত্বত্তো ভবিষ্যতি ॥২০

করিবার জন্য রক্ষিগণপরিবৃত অশ্বকে অপহরণ করিয়াছিল।৯

ইহার প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তা তপস্বী বভ্রুর পত্নী যখন সৌবীর দেশে যাইতেছিলেন, তখন এ তাহাকে অপহরণ করিয়াছিল।১০

আমার মাতুলের কন্যা রাজা করূষকে পতিরূপে প্রাপ্তির জন্য তপস্যাপরায়ণা কল্যাণময়ী বৈশালীকে এই নির্দ্দয় মায়াপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল।১১

ইহার জননী আমার পিতৃষ্বসার প্রতি করুণা বশতঃই আমি ইহাকে এতদিন সহ্য করিয়াছি; সৌভাগ্যক্রমে আজ এ সকল রাজার সমক্ষে অবস্থান করিতেছে।১২

আপনারা সকলেই আমার প্রতি ইহার কুৎসিত আচরণ স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন এবং কেন আমি ইহাকে এতদিন ক্ষমা করিয়াছি, তাহাও মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।১৩

আজ এখানে পৃথিবীর সকল রাজা সমবেত হইয়াছেন; আজ ইহার আমার উপর এই ব্যতিক্রমণীয় দুর্ব্যবহার আচরণ আমি ক্ষমা করিব না। (কারণ, ইহার দম্ভ গগনস্পর্শী হইয়াছে)।১৪

এ মরণের ইচ্ছায় রুক্মিণীকেও পত্নীরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু শূদ্র যেমন বেদমন্ত্র শ্রবণ করিতে পারে না, সেইরূপ এই মূঢ় তাঁহাকে লাভ করিতে পারে নাই।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—উপস্থিত রাজগণ বাসুদেবের এই কথাগুলি শ্রবণ করত সকলেই শিশুপালকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।১৬

ভগবানের কথা শুনিয়া প্রতাপশালী শিশুপাল উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত এই কথা বলিলেন।১৭

"কৃষ্ণ! এই সভামধ্যে বিশেষতঃ রাজসভায় আমি রুক্মিণীকে পূর্ব্বে কামনা করিয়াছিলাম"—এই কথা বলিয়া তুমি লজ্জাবোধ করিতেছ না কেন? ১৮

হে মধুসূদন! তুমি ভিন্ন এখানে কে এমন আছে যে, নিজের স্ত্রী অন্যের দ্বারা প্রার্থিত ছিল —এই কথা সভামধ্যে বলিতে পারে?১৯

হে কৃষ্ণ! তোমার যদি শ্রদ্ধা হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিতে পার। নতুবা ক্ষমা করিও না। তোমার ক্রোধ বা প্রসন্নতা কোনটাকেই আমি গ্রাহ্য করি না; তুমি ক্রুদ্ধ হইলেই বা তাহাতে আমার কি হইবে?২০

তথা ব্রুবত এবাস্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।
মনসাচিন্তয়চ্চক্রং দৈত্যবর্গনিষূদনম্ ॥২১
এতস্মিন্নেব কালে তু চক্রে হস্তগতে সতি।
উবাচ ভগবানুচ্চৈর্বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥২২
শৃণ্বন্তু মে মহীপালা যেনৈতৎ ক্ষমিতং ময়া।
অপরাধশতং ক্ষাম্যং মাতুরস্যৈব যাচনে ॥২৩
দত্তং ময়া যাচিতঞ্চ তানি পূর্ণানি পার্থিবাঃ।
অধুনা বধয়িষ্যামি পশ্যতাং বো মহীক্ষিতাম্ ॥২৪
এবমুক্ত্বা যদুশ্রেষ্ঠশ্চেদিরাজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যপাহরচ্ছিরঃ ক্রুদ্ধশ্চক্রেণামিত্রকর্ষণঃ ॥২৫
স পপাত মহাবাহুর্বজ্রাহত ইবাচলঃ।
ততশ্চেদিপতের্দেহাৎ তেজোঽগ্র্যং
দদৃশুর্নৃপাঃ ॥২৬

উৎপতন্তং মহারাজ গগনাদিব ভাস্করম্।
ততঃ কমলপত্রাক্ষং কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্ ॥
ববন্দে তৎ তদা তেজো বিবেশ চ নরাধিপ ॥২৭
তদদ্ভুতমমন্যন্ত দৃষ্ট্বা সর্বে মহীক্ষিতঃ।
যদ্ বিবেশ মহাবাহুং তৎ তেজঃ পুরুষোত্তমম্ ॥২৮
অনভ্রে প্রববর্ষ দ্যৌঃ পপাত জ্বলিতাশনিঃ।
কৃষ্ণেন নিহতে চৈদ্যে চচাল চ বসুন্ধরা ॥২৯
ততঃ কেচিন্মহীপালা নাব্রুবংস্তত্র কিঞ্চন।
অতীতবাক্পথে কালে প্রেক্ষমাণা জনার্দনম্ ॥৩০
হস্তৈর্হস্তাগ্রমপরে প্রত্যপিংষন্নমর্ষিতাঃ।
অপরে দশনৈরোষ্ঠানদশন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥৩১
রহশ্চ কেচিদ্ বার্ষ্ণেয়ং প্রশশংসুর্নরাধিপাঃ।
কেচিদেব সুসংরব্ধা মধ্যস্থাস্ত্বপরেঽভবন্ ॥৩২

শিশুপাল এই কথা বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন মনে মনে দৈত্যকুলসংহারকারী চক্রকে স্মরণ করিলেন।২১

ক্ষণমধ্যে চক্র আসিয়া উপস্থিত হইলে বাক্যবিশারদ ভগবান্ চক্র হস্তে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে সভামধ্যে বলিতে লাগিলেন।২২

হে মহীপালবৃন্দ! আপনারা শুনুন, কেন আমি ইহাকে এতদিন ক্ষমা করিয়াছি; ইহার মাতা ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এজন্য আমি "ইহার শত অপরাধ ক্ষমা করিব" বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। তাঁহার প্রার্থনানুসারে আমার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং এখন আমি সকল রাজার সমক্ষে ইহাকে বধ করিব।২৩-২৪

এই কথা বলিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুহন্তা যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ চক্রের দ্বারা চেদিরাজের মস্তক ছেদন করিলেন।২৫

হে মহারাজ! ছিন্নমস্তক চেদিরাজ বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় পতিত হইলেন। তদনন্তর সকল নরপতি দেখিলেন—আকাশ হইতে উদিত সূর্য্যের ন্যায় চেদিরাজের শরীর হইতে শ্রেষ্ঠ তেজ নির্গত হইয়া লোকনমস্কৃত কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করত তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল।২৬-২৭

শিশুপালের তেজকে মহাবাহু পুরুষোত্তমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া রাজগণ সকলেই অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে লাগিল।২৮

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক চেদিরাজ নিহত হইলে আকাশ হইতে বিনামেঘে বজ্রপাত ও বারিবর্ষণ হইতে লাগিল এবং সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল।২৯

তখন রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ বাক্য ও মনের অগোচর ভগবান্ জনার্দ্দনকে দর্শন করিতে করিতে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।৩০

কেহ কেহ শিশুপালের বধে অসহিষ্ণু হইয়া ক্রোধে হস্তের দ্বারা হস্তমর্দ্দন ও দন্তের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল।৩১

প্রহৃষ্টাঃ কেশবং জগ্মুঃ সংস্তবন্তো মহর্ষয়ঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানঃ পার্থিবাশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৩

শশংসুর্নির্বৃতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্য বিক্রমম্।
পাণ্ডবস্ত্বব্রবীদ্ ভ্রাতৄন্ সংকারেণ মহীপতিম্ ॥৩৪

দমঘোষাত্মজং বীরং সংস্কারয়ত মা চিরম্।
তথা চ কৃতবন্তস্তে ভ্রাতুর্বৈ শাসনং তদা ॥৩৫

চেদীনামাধিপত্যে চ পুত্রমস্য মহীপতেঃ।
অভ্যষিঞ্চং তদা পার্থঃ সহ তৈর্বসুধাধিপৈঃ ॥৩৬

ততঃ স কুরুরাজস্য ক্রতুঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্।
যূনাং প্রীতিকরো রাজন্ স বভৌ বিপুলৌজসঃ ॥৩৭

শান্তবিঘ্নঃ সুখারম্ভঃ প্রভূতধনধান্যবান্।
অন্নবান্ বহুভক্ষ্যশ্চ কেশবেন সুরক্ষিতঃ ॥৩৮

কেহ কেহ গোপনে বৃষ্ণিনন্দনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কোন কোন রাজা অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেন; অপর সকলে মধ্যস্থতা অবলম্বন করিলেন।৩২

অনেক মহাবল রাজা এবং মহর্ষি ও ব্রাহ্মণগণ স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গেলেন এবং সকলেই নির্বেদপরায়ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিক্রমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে চেদিরাজের শবকে সংস্কার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিলেন।৩৩-৩৫

তখন পৃথাতনয় যুধিষ্ঠির চেদিরাজ্যের সিংহাসনে তাঁহার পুত্রকে রাজগণের আনুকূল্যে অভিষিক্ত করিলেন।৩৬

হে রাজন্! অনন্তর মহাতেজা কুরুরাজের সেই সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ রাজসূয় যজ্ঞ সকল যুবকের আনন্দ বর্দ্ধন করত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।৩৭

ভগবান্ কেশবের দ্বারা সুরক্ষিত বিঘ্নশূন্য সেই যজ্ঞ প্রচুর ধন, ধান্য, অন্ন ও ভক্ষ্যদ্রব্যে সমৃদ্ধ হইয়া অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।৩৮

(দদৃশুস্তং নৃপতয়ো যজ্ঞস্য বিধিমুত্তমম্।
উপেন্দ্রবুদ্ধ্যা বিহিতং সহদেবেন ভারত ॥১

দদৃশুস্তোরণান্যত্র হেমতালময়ানি চ।
দীপ্তভাস্করতুল্যানি প্রদীপ্তানীব তেজসা।
স যজ্ঞস্তোরণৈস্তৈশ্চ গ্রহৈর্দ্যৌরিব সম্বভৌ ॥২

শয্যাসনবিহারাংশ্চ সুবহূন্ বিত্তসম্ভৃতান্।
ঘটান্ পাত্রীঃ কটাহানি কলসানি সমন্ততঃ।
ন তে কিঞ্চিদসৌবর্ণমপশ্যংস্তত্র পার্থিবাঃ ॥৩

ওদনানাং বিকারাণি স্বাদূনি বিবিধানি চ।
সুবহূনি চ ভক্ষ্যাণি পেয়ানি মধুরাণি চ।
দদুর্দ্বিজানাং সততং রাজপ্রেষ্যা মহাধ্বরে ॥৪

পূর্ণে শতসহস্রে তু বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং তদা।
স্থাপিতা তত্র সংজ্ঞাভূচ্ছঙ্খোঽধ্মায়ত নিত্যশঃ ॥৫

(উপেন্দ্রতুল্য সহদেবকর্ত্তৃক পরিচালিত সেই যজ্ঞব্যবস্থা রাজগণ সবিস্ময়ে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই যজ্ঞভূমিতে সুবর্ণমণ্ডিত তালবৃক্ষসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত তোরণসমূহ তেজোদীপ্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। সেই তোরণসমূহে পরিবৃত এই যজ্ঞভূমি গ্রহগণপরিবেষ্টিত আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।১-২

রাজগণ তথায় সুবর্ণে মণ্ডিত নহে, এমন কোন শয্যা, আসন, ঘট, ক্ষুদ্র পাত্র, কটাহ ও কলস দেখিতে পাইলেন না।৩

সেই মহাযজ্ঞে রাজনিযুক্ত পুরুষগণ ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, সুমধুর পানীয় দ্রব্য পরিবেশন করত ভোজন করাইতে লাগিলেন। দুই লক্ষ ব্রাহ্মণ সেই মহাযজ্ঞে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিলে পর, প্রতিদিন সেখানে শঙ্খধ্বনি করা হইত।৪-৫

মুহুর্মুহুঃ প্রণাদস্তু তস্য শঙ্খস্য ভারত।
উত্তমং শঙ্খশব্দং তং শ্রুত্বা বিস্ময়মাগতাঃ ॥৬

এবং প্রবৃত্তে যজ্ঞে তু তুষ্ট-পুষ্টজনাযুতে।
অন্নস্য বহবো রাজন্নুৎসেধাঃ পর্বতোপমাঃ।
দধিকুল্যাশ্চ দদৃশুঃ সর্পিষাঞ্চ হ্রদাজনাঃ ॥৭

জম্বূদ্বীপো হি সকলো নানাজনপদাযুতঃ।
রাজন্নদৃশ্যতৈকস্থো রাজ্ঞস্তস্মিন্ মহাক্রতৌ ॥৮

রাজানঃ স্রগ্বিণস্তত্র সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
বিবিধান্যন্নপানানি লেহ্যানি বিবিধানি চ।
তেষাং নৃপোপভোগ্যানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ স্ম তে ॥৯

এতানি সততং ভুক্ত্বা তস্মিন্ যজ্ঞে দ্বিজাতয়ঃ।
পরাং প্রীতিং যযুঃ সর্বে মোদমানাস্তদা ভৃশম্ ॥১০

এবং সমুদিতং সর্বং বহুগোধনধান্যবৎ।
যজ্ঞবাটং নৃপা দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥১১

ঋত্বিজশ্চ যথাশাস্ত্রং রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
পাণ্ডবস্য যথাকালং জুহুবুঃ সর্বযাজকাঃ ॥১২

ব্যাসধৌম্যাদয়ঃ সর্বে বিধিবৎ ষোড়শর্ত্বিজঃ।১৩
স্বস্বকর্মাণি চক্রুস্তে পাণ্ডবস্য মহাক্রতৌ ॥

নাষড়ঙ্গবিদত্রাসীৎ সদস্যো নাবহুশ্রুতঃ।
নাব্রতো নানুপাধ্যায়ো নপাপো নাক্ষমো দ্বিজঃ ॥১৪

ন তত্র কৃপণঃ কশ্চিদ্ দরিদ্রো ন বভূব হ।
ক্ষুধিতো দুঃখিতো বাপি প্রাকৃতো বাপি মানুষঃ ॥১৫

ভোজনং ভোজনার্থিভ্যো দাপয়ামাস সর্বদা।
সহদেবো মহাতেজাঃ সততং রাজশাসনাৎ ॥১৬

সস্তরে কুশলশ্চাপি সর্বকর্মাণি যাজকাঃ।
দিবসে দিবসে চক্রুর্যথাশাস্ত্রার্থচক্ষুষঃ ॥১৭

ব্রাহ্মণা বেদশাস্ত্রজ্ঞাঃ কথাশ্চক্রুশ্চ সর্বদা।
রেমিরে চ কথান্তে তু সর্বে তস্মিন্ মহাক্রতৌ ॥১৮

হে ভারত! প্রতিদিন এইরূপ কয়েকবারই শঙ্খধ্বনি হইত। ইহাতে তথায় সেই উত্তম শঙ্খসমূহের ধ্বনি শুনিয়া সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন হইয়াছিল।৬

হে রাজন্! তুষ্ট ও পুষ্টজনে পরিপূর্ণ সেই যজ্ঞভূমিতে বহু অন্নের পাহাড় নির্মিত হইয়াছিল; দধি ও ঘৃতের সরোবর সৃষ্ট হইয়াছিল।৭

হে রাজন্! সকলেই মনে করিলেন যেন নানা জনপদ সহিত সমস্ত জম্বূদ্বীপ সেই মহাযজ্ঞে একত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।৮

সুবর্ণ মাল্য ও মণিময় কুণ্ডলধারী রাজবৃন্দও প্রত্যেকে ব্রাহ্মণগণকে রাজভোগ্য নানাবিধ চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় বস্তুসমূহ প্রদান করিলেন।৯

সেই মহাযজ্ঞে এই সকল ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করত ব্রাহ্মণগণ সকলেই পরম প্রীতি লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ করিতে লাগিলেন।১০

বহু গোধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ সেই যজ্ঞবাট দর্শন করত রাজন্যবৃন্দ পরম বিস্মিত হইলেন।১১

সকল প্রকার যজ্ঞকর্মে নিপুণ ঋত্বিকগণ পাণ্ডুতনয়ের রাজসূয় মহাযজ্ঞে যথাকালে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিলেন।১২

ব্যাস, ধৌম্য, প্রভৃতি ষোল জন ঋত্বিক্ সেই মহাযজ্ঞে বিধি অনুসারে নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন।১৩

সেই যজ্ঞে এমন কোন সদস্য ছিলেন না—যাঁহারা ষড়ঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, বহুশ্রুত, ব্রতী, শাস্ত্রাধ্যাপক, অপাতকী ও সক্ষম নহেন।১৪

যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত এমন কোন মানুষই ছিল না, যে কৃপণ, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত্ত, দুঃখার্ত্ত অথবা সাধারণ মানুষ।১৫

মহাতেজস্বী সহদেব স্বয়ং রাজাজ্ঞানুসারে ভোজনার্থিগণকে সর্ব্বদা ভোজন দান করাইতেন।১৬

দৈবৈরন্যৈশ্চ যক্ষৈশ্চ উরগৈর্দিব্য-মানুষৈঃ।
বিদ্যাধরগণৈঃ কীর্ণঃ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৯

স রাজসূয়ঃ শুশুভে ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
গন্ধর্ব্বগণসংকীর্ণঃ শোভিতোহপ্সরসাং গণৈঃ ॥২০
দেবৈর্মুনিগণৈর্যক্ষৈর্দেবলোক ইবাপরঃ।
স কিম্পুরুষগীতৈশ্চ কিন্নরৈরুপশোভিতঃ ॥২১
নারদশ্চ জগৌ তত্র তুম্বুরুশ্চ মহাদ্যুতিঃ।
বিশ্বাবসুশ্চিত্রসেনস্তথান্যে গীতকোবিদাঃ ॥২২
রময়ন্তি স্ম তান্ সর্ব্বান্ যজ্ঞকর্ম্মান্তরেষথ।
ইতিহাসপুরাণানি আখ্যানানি চ সর্ব্বশঃ ॥২৩
উচুর্বৈ শব্দশাস্ত্রজ্ঞা নিত্যং কর্ম্মান্তরেষথ।
ভের্য্যশ্চ মুরজাশ্চৈব মড্ডুকা গোমুখাশ্চ যে।
শৃঙ্গ-বংশাম্বুজাশ্চৈব শ্রূয়ন্তে স্ম সহস্রশঃ ॥২৪

লোকেঽস্মিন্ সর্ব্ববিপ্রাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ সর্ব্বশঃ।
সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ সর্ব্ববর্ণাঃ সাদিমধ্যান্তজাস্তথা ॥২৫

নানাদেশসমুদ্ভূতৈর্নানাজাতিভিরাগতৈঃ।
পর্য্যাপ্ত ইব লোকোঽয়ং যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥২৬

ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সর্ব্বে কুরবঃ সসুযোধনাঃ।
বৃষ্ণয়শ্চ সমগ্রাশ্চ পঞ্চালাশ্চাপি সর্ব্বশঃ।
যথার্হং সর্ব্বকর্ম্মাণি চক্রুর্দাসা ইব ক্রতৌ ॥২৭

এবং প্রবৃত্তো যজ্ঞঃ স ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ।
শুশুভে চ মহাবাহো সোমস্যেব ক্রতুর্যথা ॥২৮

বস্ত্রাণি কম্বলাংশ্চৈব প্রাবারাংশ্চৈব সর্ব্বদা।
নিষ্ক-হেমজভাণ্ডান ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ।
প্রাদদৌ তত্র সততং ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৯

যজ্ঞকর্ম্মে অতিশয় নিপুণ শাস্ত্রার্থকুশল যাজকগণ প্রতিদিন যথাবিধি যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতেন।১৭

বেদাদিশাস্ত্রে পারঙ্গত ব্রাহ্মণগণ অবসর সময়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে শুনাইতেন এবং সকলে তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিতেন।১৮

দেবতা, যক্ষ, নাগ, দিব্য, মনুষ্য ও বিদ্যাধরগণে পরিপূর্ণ ধীমান্ মহাত্মা ধর্ম্মরাজ পাণ্ডুতনয়ের সেই রাজসূয় যজ্ঞভূমি পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা, দেব ও মুনিগণে পরিপূর্ণ হইয়া যজ্ঞভূমি স্বর্গের শোভা অনুকরণ করিয়াছিল। যজ্ঞকর্ম্মান্তে অবসর সময়ে দেবর্ষি নারদ কিম্পুরুষ ও কিন্নরীগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবৎসঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। মহাদ্যুতি তুম্বুরু, বিশ্বাবসু, চিত্রসেন এবং আরও অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞগণ নানাবিধ সঙ্গীত শুনাইয়া উপস্থিত সকলকে পরম আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

শব্দশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া কর্ম্মাবসরে ভক্তগণকে শুনাইয়াছিলেন।

ভেরী, মুরজ, মড্ডুক, গোমুখ, শৃঙ্গ, বংশ, অম্বুজ প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাদ্যসমূহের ধ্বনি সতত শুনা যাইতেছিল।১৯-২৪

নানা দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চারিবর্ণের মানুষ এবং ম্লেচ্ছ, চাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির মনুষ্যগণ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছিল।২৫-২৬

ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবগণ এবং বৃষ্ণিবংশীয় ও পাঞ্চালদেশীয় সকল ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভৃত্যের ন্যায় স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।২৭

হে মহাবাহো! বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজের সেই মহাযজ্ঞ চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।২৮

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বস্ত্র, কম্বল, চাদর, সুবর্ণভাণ্ড এবং সুবর্ণ পাত্র ও অলঙ্কারসমূহ সতত দান করিতেছিলেন।২৯

যানি তত্র মহীপেভ্যো লব্ধং বা ধনমুত্তমম্।
তানি রত্নানি সর্ব্বাণি বিপ্রাণাং প্রদদৌ তদা ॥৩০

কোটীসহস্রং প্রদদৌ ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
ন করিষ্যতি তং লোকে কশ্চিদন্যো মহীপতিঃ ॥৩১

যাজকাঃ সর্বকামৈশ্চ সততং তত্পূর্ধনৈঃ।
ব্যাসং ধৌম্যঞ্চ প্রযত্তো নারদঞ্চ মহামতিম্ ॥ ৩২

সুমন্তুং জৈমিনীং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ।
যাজ্ঞবল্ক্যং কঠং চৈব কলাপঞ্চ মহৌজসম্।
সর্বাংশ্চ বিপ্রপ্রবরান্ পূজয়ামাস সংকৃতান্ ॥৩৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুষ্মৎপ্রভাবাং প্রাপ্তোঽয়ং রাজসূয়ো মহাক্রতুঃ।
জনার্দনপ্রভাবাচ্চ সম্পূর্ণো মে মনোরথঃ ॥৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ যজ্ঞং সমাপ্যান্তে পূজয়ামাস মাধবম্।
বলদেবঞ্চ দেবেশং ভীষ্মাদ্যাংশ্চ কুরূত্তমান্ ॥৩৫)

সমাপয়ামাস চ তং রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
তং তু যজ্ঞং মহাবাহুরাসমাপ্তের্জনার্দনঃ।
ররক্ষ ভগবাঞ্ছৌরিঃ শার্ঙ্গ-চক্র-গদাধরঃ ॥৩৯

ততস্ত্ববভৃথস্নাতং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
সমস্তং পার্থিবং ক্ষত্রমুপগম্যেদমব্রবীৎ ॥৪০

দিষ্ট্যা বর্ধসি ধর্মজ্ঞ সাম্রাজ্যং প্রাপ্তবানসি।
আজমীঢ়াজমীঢ়ানাং যশঃ সংবর্ধিতং ত্বয়া ॥৪১

কর্মণৈতেন রাজেন্দ্র ধর্মশ্চ সুমহান্ কৃতঃ।
আপৃচ্ছামো নরব্যাঘ্র সর্বকামৈঃ সুপূজিতাঃ ॥৪২

স্বরাষ্ট্রাণি গমিষ্যামস্তদনুজ্ঞাতুমর্হসি।
শ্রুত্বা তু বচনং রাজ্ঞাং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৪৩

মহর্ষিগণকে তিনি যে পরিমাণ ধন দান করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণ ধন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও দান করিয়াছিলেন।৩০

সহস্র কোটি ধন তিনি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন, যাহা তৎকালে অন্য কোন মহীপতি করিতে সমর্থ হন নাই।৩১

যুধিষ্ঠিরের ধনে তাঁহাদের সকল কামনা পূর্ণ হওয়ায় যাজকগণ পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংযতভাবে ব্যাস, ধৌম্য, মহামতি নারদ, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, যাজ্ঞবল্ক, কঠ, মহাতেজস্বী কলাপ প্রভৃতি বিপ্রবরগণকে বিশেষভাবে সৎকার করত পূজা করিয়াছিলেন।৩২-৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনাদের ও ভগবান্ জনার্দ্দনের প্রভাবেই আমি এই রাজসূয় মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছি।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যজ্ঞ সমাপনান্তে যুধিষ্ঠির দেবেশ মাধব, বলরাম ও ভীষ্মাদি কুরুবৃদ্ধগণকে পূজা করিলেন।৩৫)

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হইল। যজ্ঞ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবান্ জনার্দ্দন শার্ঙ্গ ধনু, চক্র ও গদা ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞকে রক্ষা করিয়াছিলেন।৩৯

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অবভৃথ স্নান করিলে পর সকল ক্ষত্রিয়রাজন্যবর্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে ধর্ম্মজ্ঞ। আপনি সৌভাগ্যবশতঃ বিপুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন এবং অজমীঢ়বংশীয়গণের বিপুল যশ আপনি বিস্তৃত করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই মহাযজ্ঞ-কর্ম্মের দ্বারা আপনি প্রভূত ধর্ম্মও অর্জ্জন করিয়াছেন। আপনি আমাদের সকল কামনা পূরণপূর্ব্বক যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়াছেন; নরশ্রেষ্ঠ। এখন আমরা স্বরাজ্যে গমনেচ্ছু হইয়া আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

যথার্হং পূজ্যনৃপতীন্ ভ্রাতৄন্ সর্বানুবাচ হ।
রাজানঃ সর্ব এবৈতে প্রীত্যাস্মান্ সমুপাগতাঃ ॥৪৪
প্রাপ্তাঃ স্বানি রাষ্ট্রাণি মামাপৃচ্ছ্য পরন্তপাঃ।
অনুব্রজত ভদ্রং বো বিষয়ান্তং নৃপোত্তমান্ ॥৪৫
ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ।
যথার্হং নৃপতীন্ সর্বানেকৈকং সমনুব্রজন্ ॥৪৬
বিরাটমন্বয়াৎ তূর্ণং ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
ধনঞ্জয়ো যজ্ঞসেনং মহাত্মানং মহারথম্ ॥৪৭
ভীষ্মঞ্চ ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ ভীমসেনো মহাবলঃ।
দ্রোণন্তু সসুতং বীরং সহদেবো যুধাম্পতিঃ ॥৪৮
নকুলঃ সুবলং রাজন্ সহপুত্রং সমন্বয়াৎ।
দ্রৌপদেয়াঃ সসৌভদ্রাঃ পার্বতীয়ান্ মহারথান্ ॥৪৯
অন্বগচ্ছংস্তথৈবান্যান্ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
এবং সুপূজিতাঃ সর্বে জগ্মুর্বিপ্রাঃ সহস্রশঃ ॥৫০

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করত ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিলেন—এই রাজগণ আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক, তোমরা (ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীর) সীমা পর্যন্ত ইঁহাদের অনুগমন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক।৪৩-৪৫

ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভীমাদি পাণ্ডবগণ এক একজন এক একজন রাজার অনুগমন করিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটের, ধনঞ্জয় মহাত্মা মহারথ যজ্ঞসেনের, মহাবলশালী ভীমসেন ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের, সহদেব অশ্বত্থামা সহিত দ্রোণের, নকুল পুত্রের সহিত সুবলের এবং অভিমন্যুর সহিত দ্রৌপদীপুত্রগণ পর্বতীয় মহারথগণের এবং অন্য শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের অনুগমন করিলেন। এইরূপে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণও পূজিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।৪৬-৫০

গতেষু পার্থিবেন্দ্রেষু সর্বেষু ব্রাহ্মণেষু চ।
যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥৫১
আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি দ্বারকাং কুরুনন্দন।
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং দিষ্ট্যা ত্বং প্রাপ্তবানসি ॥৫২
তমুবাচৈবমুক্তস্তু ধর্মরাজো জনার্দনম্।
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ প্রাপ্তঃ ক্রতুবরো ময়া ॥৫৩
ক্ষত্রং সমগ্রমপি চ ত্বৎপ্রসাদাদ্ বশে স্থিতম্।
উপাদায় বলিং মুখ্যং মামেব সমুপস্থিতম্ ॥৫৪
কথং ত্বদ্গমনার্থং মে বাণী বিতরতেঽনঘ।
ন হ্যহং ত্বামৃতে বীর রতিং প্রাপ্নোমি কর্হিচিৎ ॥৫৫
অবশ্যং চৈব গন্তব্যা ভবতা দ্বারকাপুরী।
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরসহায়বান্ ॥৫৬
অভিগম্যাব্রবীৎ প্রীতঃ পৃথাং পৃথুযশা হরিঃ।
সাম্রাজ্যং সমনুপ্রাপ্তাঃ পুত্রাস্তেঽদ্য পিতৃষ্বসঃ ॥৫৭

যখন রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই চলিয়া গেলেন, তখন প্রতাপশালী বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।৫১

হে কুরুনন্দন! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবার আমি দ্বারকায় যাইতে ইচ্ছুক; তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।৫২

ভগবানের কথা শুনিয়া ধর্মরাজ তাঁহাকে বলিলেন,—হে গোবিন্দ! তোমার কৃপাতেই এই মহাযজ্ঞ আমি করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং তোমার কৃপাতেই সকল রাজা আমার বশে আসিয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উপহারসমূহ আমাকে প্রদান করিয়াছে। হে অনঘ! 'তুমি যাও' এ কথা আমি কেমন করিয়া বলিব? তোমাকে বিনা আমি কোন বিষয়েই আনন্দও পাই না।৫৩-৫৫

তোমার যদি দ্বারকাপুরীতে অবশ্যই যাইতে হয়, তবে আমি আপত্তিও করিব না।

সিদ্ধার্থা বসুমন্তশ্চ সা ত্বং প্রীতিমবাপ্নুহি।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া চাহং দ্বারকাং গন্তুমুৎসহে ॥৫৮

সুভদ্রাং দ্রৌপদীঞ্চৈব সভাজয়ত কেশবঃ।
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাৎ তস্মাদ্ যুধিষ্ঠিরসহায়বান্ ॥৫৯

স্নাতশ্চ কৃতজপ্যশ্চ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ।
ততো মেঘবপুঃপ্রখ্যং স্যন্দনঞ্চ সুকল্পিতম্।
যোজয়িত্বা মহাবাহুর্দারুকঃ সমুপস্থিতঃ ॥৬০

উপস্থিতং রথং দৃষ্ট্বা তার্ক্ষ্যপ্রবরকেতনম্।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য সমারুহ্য মহামনাঃ ॥৬১

প্রযযৌ পুণ্ডরীকাক্ষস্ততো দ্বারবতীং পুরীম্ ॥৬২

(সাত্যকিঃ কৃতবর্মা চ রথমারুহ্য সত্বরৌ।
বীজয়ামাসতুস্তত্র চামরাভ্যাং হরিং তথা ॥

বলদেবশ্চ দেবেশো যাদবাশ্চ সহস্রশঃ।
প্রযযূ রাজবৎ সর্বে ধর্মপুত্রেণ পূজিতাঃ।
ততঃ স সম্রাড়্ রাজা হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥)

তং পদ্ভ্যামনুবব্রাজ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবং মহাবলম্ ॥৬৩

ততো মুহূর্তং সংগৃহ্য স্যন্দনপ্রবরং হরিঃ।
অব্রবীৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৬৪

অপ্রমত্তঃ স্থিতো নিত্যং প্রজাঃ পাহি বিশাম্পতে।
পর্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিব দ্বিজাঃ ॥৬৫

বান্ধবাস্ত্বোপজীবন্তু সহস্রাক্ষমিবামরাঃ।
কৃত্বা পরস্পরেণৈবং সংবিদং কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ॥৬৬

অন্যোন্যং সমনুজ্ঞাপ্য জগ্মতুঃ স্বগৃহান্ প্রতি।
গতে দ্বারবতীং কৃষ্ণে সাত্বতপ্রবরে নৃপ ॥৬৭

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে মহাযশাঃ শ্রীহরি যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে লইয়া পৃথার (কুন্তীর) নিকট গিয়া বলিলেন,—হে পিতৃষ্বসঃ! তোমার পুত্রগণ আজ বিপুল সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বহু ধন লাভ করিয়া তাহাদের অভীষ্টও পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে তুমি পরমা প্রীতি লাভ কর; এখন আমাকে অনুমতি দিলে আমি দ্বারকায় যাইতে উৎসাহিত হই।৫৬-৫৮

অনন্তর সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর নিকট বিদায় গ্রহণ করত ভগবান্ যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন এবং স্নানজপাদি সমাপন করত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। অনন্তর ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ রথখানিতে অশ্বযোজনা করত সারথি দারুক ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।৫৯-৬০

গরুড়ধ্বজ সেই রথকে উপস্থিত দেখিয়া মহামনা কেশব রথকে প্রদক্ষিণ করিয়া উহাতে আরোহণ করত দ্বারকাপুরীর অভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।৬১-৬২

(সাত্যকি ও কৃতবর্মাও রথে আরোহণ করত চামরের দ্বারা ভগবানকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

দেবেশ বলরাম, এবং সহস্র সহস্র যাদবগণ ধর্মপুত্র কর্তৃক পূজিত হইয়া রাজোচিত মহাসমারোহে দ্বারকায় চলিলেন।)

ধর্মরাজ ভ্রাতৃগণ সহকারে সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসন পরিত্যাগ করত পদব্রজে ভগবান্ কৃষ্ণ প্রমুখ যাদবগণের অনুগমন করিলেন।৬৩

অনন্তর কমললোচন শ্রীহরি সেই উত্তম রথের গতি মুহূর্তকাল সংযত করিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—হে ধর্মরাজ! মেঘ যেমন মহাবৃক্ষকে বারিবর্ষণের দ্বারা পরিপোষণ করে, তেমনই তুমিও নিত্য প্রমাদশূন্য হইয়া প্রজাগণকে পালন করিবে।৬৪-৬৫

অমরগণকে দেবরাজের ন্যায় বান্ধবগণকে তুমি পরিপোষণ করিবে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডুতনয়

একো দুর্য্যোধনো রাজা শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ
তস্যাং সভায়াং দিব্যায়ামূষতুস্তৌ নরর্ষভৌ ॥৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি শিশুপালবধপর্ব্বণি শিশুপালবধে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫

পরস্পর পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহের দিকে ধাবিত হইলেন। ভগবান্ দ্বারকায় গমন করিলে নরপতি দুর্য্যোধন ও সুবলতনয় শকুনি এই দুই নরশ্রেষ্ঠ সেই ময়দানব নির্ম্মিত রাজসভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।৬৬-৬৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত শিশুপালবধপর্ব্বে শিশুপালবধ নামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৫

(দ্যূতপর্ব্ব।)

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবস্য ভবিষ্যদ্বাণ্যা যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, সর্ব্বৈঃ সহ সমত্বপূর্ণব্যবহারায় তস্য প্রতিজ্ঞা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সমাপ্তে রাজসূয়ে তু ক্রতুশ্রেষ্ঠে সুদুর্লভে।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতো ব্যাসঃ পুরস্তাৎ সমপদ্যত ॥১

সোঽভ্যয়াদাসনাৎ তূর্ণং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
পাদ্যেনাসনদানেন পিতামহমপূজয়ৎ ॥২

অথোপবিশ্য ভগবান্ কাঞ্চনে পরমাসনে।
আস্যতামিতি চোবাচ ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩

অথোপবিষ্টং রাজানং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্।
উবাচ ভগবান্ ব্যাসস্তত্তদ্বাক্যবিশারদঃ ॥৪

দিষ্ট্যা বর্দ্ধসি কৌন্তেয় সাম্রাজ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্।
বর্দ্ধিতাঃ কুরবঃ সর্ব্বে ত্বয়া কুরুকুলোদ্বহ ॥৫

আপৃচ্ছে ত্বাং গমিষ্যামি পূজিতোঽস্মি বিশাম্পতে।
এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬

(দ্যূতপর্ব্ব।)

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাণীতে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং সকলের সঙ্গে সমত্বপূর্ণ ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুদুর্লভ মহাযজ্ঞ রাজসূয় সমাপ্ত হইলে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।১

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভ্রাতৃগণ সহকারে আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং পাদ্য ও আসনাদির দ্বারা পিতামহ ব্যাসদেবের পূজা করিলেন।২

অনন্তর ব্যাসদেব সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে উপবেশন করিতে বলিলেন।৩

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট হইলে বাক্যবিশারদ ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহাকে বলিলেন।৪

হে কৌন্তেয়! হে কুরুকুলোদ্বহ! দুর্লভ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ায় তোমার সমৃদ্ধি এবং কৌরবমাত্রেরই সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি আমাদিগের যথাযোগ্য পূজাও করিয়াছ; এখন স্বস্থানে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ বলিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির

অভিবাদ্যোপসংগৃহ্য পিতামহমথাব্রবীৎ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সংশয়ো দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ মমোৎপন্নঃ সুদুর্লভঃ ॥৭
তস্য নান্যোঽস্তি বক্তা বৈ ত্বামৃতে দ্বিজপুঙ্গব।
উৎপাতাংস্ত্রিবিধান্ প্রাহ নারদো ভগবানৃষিঃ ॥৮
দিব্যাংশ্চৈবান্তরিক্ষাংশ্চ পার্থিবাংশ্চ পিতামহ।
অপি চৈদ্যস্য পতনাচ্ছন্নমৌৎপাতিকং মহৎ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাস ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১০
ত্রয়োদশ সমা রাজন্নুৎপাতানাং ফলং মহৎ।
সর্বক্ষত্রবিনাশায় ভবিষ্যতি বিশাম্পতে ॥১১
ত্বামেকং কারণং কৃত্বা কালেন ভরতর্ষভ।
সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং ক্ষয়ং যাস্যতি ভারত।
দুর্য্যোধনাপরাধেন ভীমার্জুনবলেন চ ॥১২

স্বপ্নে দ্রক্ষ্যসি রাজেন্দ্র ক্ষপান্তে ত্বং বৃষধ্বজম্।
নীলকণ্ঠং ভবং স্থাণুং কপালিং ত্রিপুরান্তকম্ ॥১৩
উগ্রং রুদ্রং পশুপতিং মহাদেবমুমাপতিম্।
হরং শর্বং বৃষং শূলং পিনাকিং কৃত্তিবাসসম্ ॥১৪
কৈলাসকূটপ্রতিমং বৃষভেঽবস্থিতং শিবম্।
নিরীক্ষমাণং সততং পিতৃরাজাশ্রিতাং দিশম্ ॥১৫
এবমীদৃশকং স্বপ্নং দ্রক্ষ্যসি ত্বং বিশাম্পতে।
মা তৎ কৃতে হ্যনুধ্যাহি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥১৬
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি কৈলাসং পর্বতং প্রতি।
অপ্রমত্তঃ স্থিতো দান্তঃ পৃথিবীং পরিপালয় ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ কৈলাসং পর্বতং যযৌ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ সহ শিষ্যৈঃ শ্রুতানুগৈঃ ॥১৮
গতে পিতামহে রাজা চিন্তাশোকসমন্বিতঃ।
নিঃশ্বসন্নুষ্ণমসকৃৎ তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্ ॥১৯

তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করত পিতামহকে বলিলেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিপদ(মনুষ্য)-শ্রেষ্ঠ! আমার মনে এক দুশ্ছেদ্য সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! যাহার ছেদন আপনি ভিন্ন অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। ভগবান্ দেবর্ষি নারদ দিব্য, আন্তরিক্ষ ও পার্থিব ভেদে তিন প্রকার উৎপাতের কথা বলিয়াছেন। পিতামহ! শিশুপালের বধে মহান্ উৎপাত হইতে দেখা গিয়াছে।৬-৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! রাজার কথা পরাশরতনয় প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এইকথা বলিলেন—"এইরূপ উৎপাতের ফল ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে ফলিবে। ইহার দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ সূচিত হইতেছে। ভরতশ্রেষ্ঠ! একমাত্র তোমাকে নিমিত্ত করিয়া দুর্য্যোধনের অপরাধে ভীমার্জ্জুনের বলে এখানে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিয়ের নাশ হইবে।১০-১২

হে রাজেন্দ্র! তুমি স্বপ্নে এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, বৃষধ্বজ, নীলকণ্ঠ, স্থাণু, ভব, কপালী, উগ্র, রুদ্র, পশুপতি, উমাপতি, কপালী, ত্রিপুরান্তক, হর, সর্ব্ব, শূলী, পিনাকী, কৃত্তিবাসা, শঙ্কর কৈলাসশিখরতুল্য বৃষভে আরোহণ করত দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছেন।১৩-১৫

হে রাজন্! তুমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে, কিন্তু তুমি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইও না; কেননা কাল দুরতিক্রমণীয়।১৬

তোমার কল্যাণ হউক, আমি কৈলাস পর্ব্বতের দিকে চলিলাম; তুমি প্রমাদশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া রাজ্য পালন কর।১৭

কথন্তু দৈবং শক্যেত পৌরুষেণ প্রবাধিতুম্।
অবশ্যমেব ভবিতা যদুক্তং পরমর্ষিণা ॥২০

ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সর্বান্ ভ্রাতৄন্ যুধিষ্ঠিরঃ।
শ্রুতং বৈ পুরুষব্যাঘ্রা যন্মাং দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥২১

তদা তদ্বচনং শ্রুত্বা মরণে নিশ্চিতা মতিঃ।
সর্বক্ষত্রস্য নিধনে যদ্যহং হেতুরীপ্সিতঃ ॥২২

কালেন নির্মিতস্তাত কো মমার্থোঽস্তি জীবতঃ।
এবং ব্রুবন্তং রাজানং ফাল্গুনঃ প্রত্যভাষত ॥২৩

মা রাজন্ কশ্মলং ঘোরং প্রবিশো বুদ্ধিনাশনম্।
সংপ্রধার্য্য মহারাজ যৎ ক্ষেমং তৎ সমাচর ॥২৪

ততোঽব্রবীৎ সত্যধৃতির্ভ্রাতৄন্ সর্বান্ যুধিষ্ঠিরঃ।
দ্বৈপায়নস্য বচনং হ্যেবং সমনুচিন্তয়ন্ ॥২৫

অদ্য প্রভৃতি ভদ্রং বঃ প্রতিজ্ঞাং মে নিবোধত।
ত্রয়োদশ সমাস্তাত কো মমার্থোঽস্তি জীবতঃ ॥২৬

ন প্রবক্ষ্যামি পরুষং ভ্রাতৄনন্যাংশ্চ পার্থিবান্।
স্থিতো নিদেশে জ্ঞাতীনাং যোক্ষ্যে তৎ সমুদা-
হরন্ ॥২৭

এবং মে বর্ত্তমানস্য স্বসুতেষ্বিতরেষু চ।
ভেদো ন ভবিতা লোকে ভেদমূলো হি বিগ্রহঃ ॥২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদমার্গের অনুগামী শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন।১৮

নিজ পিতামহ বেদব্যাস চলিয়া গেলে রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার সেই কথা বারবার চিন্তা করিতে করিতে গরম দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।১৯

অহো! এই দৈবকে কেমন করিয়া পুরুষকারের দ্বারা অতিক্রম করা যাইবে? মনে হয়, পরমর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যই ঘটিবে।২০

এই কথা ভাবিয়া মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলেই তো শুনিয়াছ, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে যাহা বলিলেন।২১

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার মৃত্যুর নিমিত্ত বুদ্ধি নিশ্চিত হইয়াছে। সকল ক্ষত্রিয়ের বিনাশে আমিই নিমিত্তরূপে বিধাতার ঈপ্সিত।২২

ইহাই কালের ব্যবস্থা, সুতরাং আমার বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে ফাল্গুন (অর্জ্জুন) তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন।২৩

হে রাজন্! আপনি বুদ্ধিনাশক এই ঘোর দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইবেন না। মহারাজ! ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক যাহাতে আমাদের কল্যাণ হইবে, তাহাই করুন।২৪

তখন সত্যনিষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির দ্বৈপায়নের সেই কথা চিন্তা করিতে করিতে সকল ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিলেন।২৫

তাত! তোমাদের কল্যাণ হউক; আজ হইতে আমার এই প্রতিজ্ঞার কথা শুন; ত্রয়োদশ বৎসর জীবিত থাকায় আমার কোন লাভ নাই।২৬

আমার প্রতিজ্ঞা হইতেছে—আজ হইতে আমি, আমার ভাই বা অন্য কোন রাজাকেও কর্কশ বাক্য বলিব না; জ্ঞাতিগণের নির্দ্দেশে তাহার অভীষ্ট সম্পাদন করত অবস্থান করিব।২৭

এইরূপ সমভাবে অবস্থানকালীন আমার পুত্রের সহিত অন্যের পুত্রগণের ভেদ দর্শন করিব না। ভেদবুদ্ধিই সমস্ত কলহের মূল।২৮

বিগ্রহং দূরতো রক্ষন্ প্রিয়াণ্যেব সমাচরন্।
বাচ্যতাং ন গমিষ্যামি লোকেষু মনুজর্ষভাঃ ॥২৯
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য বচনং পাণ্ডবাঃ সন্নিশম্য তৎ।
তমেব সমবর্তন্ত ধর্মরাজহিতে রতাঃ ॥৩০
সংসৎসু সময়ং কৃত্বা ধর্মরাড়্ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পিতৄংস্তর্প্য যথান্যায়ং দেবতাশ্চ বিশাম্পতে ॥৩১
কৃতমঙ্গলকল্যাণো ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
গতেষু ক্ষত্রিয়েন্দ্রেষু সর্বেষু ভরতর্ষভ ॥৩২
ঽৈরঃ সহামাত্যঃ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্।
দুর্য্যোধনো মহারাজ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
সভায়াং রমণীয়ায়াং তত্রৈবাস্তে নরাধিপ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি যুধিষ্ঠিরসময়ে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬

হে পুরুষরত্নগণ! সুতরাং সকলের প্রিয় আচরণ করত কলহকে বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিব। যাহাতে লোকে আমাকে মন্দ না বলে, তাহার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিব।২৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ তাঁহার কথার অনুবর্ত্তন করত সতত ধর্ম্মরাজের হিতে নিরত থাকিলেন।৩০

রাজন্! সকলের সমক্ষে এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করত সকল প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্য করাইলেন।

হে ভরতর্ষভ! ক্ষত্রিয়বৃন্দ চলিয়া গেলে অমাত্য ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! এদিকে দুর্য্যোধন ও সুবলপুত্র শকুনি যুধিষ্ঠিরের সেই রমণীয় সভাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ৩২-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপ্রতিজ্ঞানামক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনেন ময়নির্মিতসভাভবনস্য দর্শনম্, জলস্থলভ্রান্ত্যা গমনবৈবশ্যাৎ তস্যোপহাসকারণবর্ণনম্, যুধিষ্ঠিরস্য বৈভবং দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনস্য চিন্তা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বসন্ দুর্য্যোধনস্তস্যাং সভায়াং পুরুষর্ষভ।
শনৈর্দদর্শ তাং সর্বাং সভাং শকুনিনা সহ ॥১
তস্যাং দিব্যানভিপ্রায়ান্ দদর্শ কুরুনন্দনঃ।
ন দৃষ্টপূর্বা যে তেন নগরে নাগসাহ্বয়ে ॥২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ময় নির্ম্মিত সভাভবন দর্শন, জলস্থলভ্রমে গমনবৈবশ্যবশতঃ তাহার উপহাসের কারণকথন এবং যুধিষ্ঠিরের বৈভব দেখিয়া দুর্য্যোধনের চিন্তা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধন শকুনির সহিত সেই সভায় অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত সভা ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন।১

কুরুনন্দন দুর্য্যোধন সেই সভায় এমন সব

স কদাচিৎ সভামধ্যে ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
স্ফাটিকং স্থলমাসাদ্য জলমিত্যভিশঙ্কয়া ॥৩
স্ববস্ত্রোৎকর্ষণং রাজা কৃতবান্ বুদ্ধিমোহিতঃ।
দুর্ম্মনা বিমুখশ্চৈব পরিচক্রাম তাং সভাম্ ॥৪

ততঃ স্থলে নিপতিতো দুর্ম্মনা ব্রীড়িতো নৃপঃ।
নিঃশ্বসন্ বিমুখশ্চাপি পরিচক্রাম তাং সভাম্ ॥৫

ততঃ স্ফাটিকতোয়াং বৈ স্ফাটিকাম্বুজশোভিতাম্।
বাপীং মত্বা স্থলমিব সবাসাঃ প্রাপতজ্জলে ॥৬

জলে নিপতিতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
জহাস জহসুশ্চৈব কিঙ্করাশ্চ সুযোধনম্ ॥৭

বাসাংসি চ শুভান্যস্মৈ প্রদদূ রাজশাসনাৎ।
তথাগতং তু তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনো মহাবলঃ ॥৮

অর্জ্জুনশ্চ যমৌ চোভৌ সর্বে তে প্রাহসংস্তদা।
নামর্ষয়ৎ ততস্তেষামবহাসমমর্ষণঃ ॥৯

আকারং রক্ষমাণস্তু ন স তান্ সমুদৈক্ষত।
পুনর্বসনমুৎক্ষিপ্য প্রতরিষ্যন্নিব স্থলম্ ॥
আরুরোহ ততঃ সর্বে জহসুশ্চ পুনর্জনাঃ ॥১০
দ্বারন্তু পিহিতাকারং স্ফাটিকং প্রেক্ষ্য ভূমিপঃ ॥
প্রবিশন্নাহতো মূর্দ্ধ্নি ব্যাঘূর্ণিত ইব স্থিতঃ ॥১১
তাদৃশঞ্চ পরং দ্বারং স্ফাটিকোরুকপাটকম্।
বিঘট্টয়ন্ করাভ্যাং তু নিষ্ক্রম্যাগ্রে পপাত হ ॥১২
দ্বারং তু বিতত্তাকারং সমাপেদে পুনশ্চ সঃ।
তদ্বৃত্তং চেতি মন্বানো দ্বারস্থানাদুপারমৎ ॥১৩
এবং প্রলম্ভান্ বিবিধান্ প্রাপ্য তত্র বিশাম্পতে।
পাণ্ডবেয়াভ্যনুজ্ঞাতস্ততো দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥১৪

দিব্য আভপেতে বস্ত্রসমূহ দর্শন করিলেন, যাহা তিনি হস্তিনাপুরে কখনও দেখেন নাই।২

ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন সেই সভামধ্যে স্ফটিকনির্ম্মিত স্থলদেশ দেখিয়া জলসন্দেহে বুদ্ধিব্যামোহবশতঃ নিজ বস্ত্রের উৎকর্ষণ (উত্তোলন) করত অগ্রসর হইলেন এবং জল না দেখিয়া ও স্থলে নিপতিত হইয়া বিমনা ও বিমুখ হইয়া সেই সভামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৩-৪

তারপর কোন এক স্থলে তিনি পতিত হইলেন, তাহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া বিমনা হইলেন। তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিমুখ হইয়া তিনি সেই সভায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৫

অনন্তর সে স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছজল এবং স্ফটিকমণিময়পদ্মবিশিষ্ট পুষ্করিণীকে স্থল মনে করিয়া সবস্ত্রে জলে পতিত হইলেন।৬

তাঁহাকে জলে পতিত দেখিয়া মহাবল ভীমসেন হাসিয়া উঠিলেন ও ভৃত্যগণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল।৭

রাজার আদেশে ভৃত্যগণ দুর্য্যোধনকে উত্তম বস্ত্র পরিধান করিতে দিল। দুর্য্যোধনের ঐ অবস্থা দেখিয়া মহাবল ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সকলেই উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই হাসি দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারিলেন না; কোন প্রকারে আকৃতির অবিকাররক্ষাপূর্ব্বক বস্ত্র তুলিয়া এমনভাবে চলিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইল যেন জল উত্তরণ করিবেন। এই অবস্থায় উঠিবার উপক্রম দেখিয়া সকলে পুনরায় হাসিতে লাগিলেন।৮-১০

অর্গলবদ্ধ স্ফটিকনির্ম্মিত দ্বারকে বুঝিতে না পারিয়া দুর্য্যোধন যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, অমনই দ্বারে মস্তকে আহত হইয়া ঘূর্ণিতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন।১১

অনন্তর ঐরূপ আর একটি উন্মুক্ত স্ফটিকদ্বারকে অর্গলবদ্ধ মনে করিয়া যেমন তাহা খুলি-

অপ্রহৃষ্টেন মনসা রাজসূয়ে মহাক্রতৌ।
প্রেক্ষ্য তামদ্ভুতামৃদ্ধিং জগাম গজসাহ্বয়ম্ ॥১৫
পাণ্ডবশ্রীপ্রতপ্তস্য ধ্যায়মানস্য গচ্ছতঃ।
দুর্য্যোধনস্য নৃপতেঃ পাপা মতিরজায়ত ॥১৬
পার্থান্ সুমনসো দৃষ্ট্বা পার্থিবাংশ্চ বশানুগান্।
কৃৎস্নং চাপি হিতং লোকমাকুমারং কুরূদ্বহ ॥১৭
মহিমানং পরঞ্চাপি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
দুর্য্যোধনো ধার্ত্তরাষ্ট্রো বিবর্ণঃ সমপদ্যত ॥১৮
স তু গচ্ছন্ননেকাগ্রঃ সভামেকোঽন্বচিন্তয়ৎ।
শ্রিয়ঞ্চ তামনুপমাং ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ॥১৯
প্রমত্তো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো দুর্য্যোধনস্তদা।
নাভ্যভাষৎ সুবলজং ভাষমাণং পুনঃ পুনঃ ॥২০

অনেকাগ্রং তু তং দৃষ্ট্বা শকুনিঃ প্রত্যভাষত।
দুর্য্যোধন কুতোমূলং নিঃশ্বসন্নিব গচ্ছসি ॥২১

দুর্য্যোধন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং যুধিষ্ঠিরবশানুগাম্।
জিতামস্ত্রপ্রতাপেন শ্বেতাশ্বস্য মহাত্মনঃ ॥২২
তঞ্চ যজ্ঞং তথাভূতং দৃষ্ট্বা পার্থস্য মাতুল।
যথা শক্রস্য দেবেষু তথাভূতং মহাদ্যুতেঃ ॥২৩
অমর্ষেণ তু সম্পূর্ণো দহ্যমানো দিবানিশম্।
শুচিশুক্রাগমে কালে শুষ্যেৎ তোয়মিবাল্পকম্ ॥২৪
পশ্য সাত্বতমুখ্যেন শিশুপালো নিপাতিতঃ।
ন চ তত্র পুমানাসীৎ কশ্চিৎ তস্য পদানুগঃ ॥২৫
দহ্যমানা হি রাজানঃ পাণ্ডবোত্থেন বহ্নিনা।
ক্ষান্তবন্তোঽপরাধং তে কো হি তৎ ক্ষন্তুমর্হতি ॥২৬

বার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন, অমনই দ্বার হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া গেলেন।১২

রাজন্! পুনরায় আর একটি উন্মুক্ত দ্বারকে বদ্ধ মনে করিয়া দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে বার বার বিবিধপ্রকারে বঞ্চিত হইয়া এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুর্য্যোধন অপ্রসন্নমনে পাণ্ডুতনয়ের অনুমতি গ্রহণ করত হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন।১৩-১৫

পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিতচিত্তে তাহা চিন্তা করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের হৃদয়ে পাপবুদ্ধির উদয় হইল।১৬

পাণ্ডবগণের সুপ্রসন্ন মন, উপস্থিত রাজন্যবর্গের বশ্যতা, সনৎকুমারাদি সমস্ত ঋষি মহর্ষিগণকে পাণ্ডবগণের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাহাদের বিপুল প্রভাব দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইলেন।১৭-১৮

তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সকলের অগোচরে একাকী বিচরণ করিতে করিতে ধর্ম্মরাজের অতুলনীয় বৈভবের কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং মাতুল শকুনি বারবার তাঁহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিলেও তিনি তাঁহার সহিত কথা বলিতেন না।১৯-২০

তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া শকুনি বলিল,—হে দুর্য্যোধন! তুমি এখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চলিতেছ, ইহার কারণ কি?২১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—"মহাত্মা অর্জ্জুনের বাহুবলে বিজিতা এই সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের বশীভূত দেখিয়া এবং দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রকর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের ঐ যজ্ঞ দর্শনে আমি দিবারাত্র ঈর্ষ্যায় অসহিষ্ণু হইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া আষাঢ়মাসে মিথুন-রাশিতে শুক্রগ্রহের সঞ্চারে বিশুষ্কপ্রায় অল্প জলের ন্যায় শুকাইয়া যাইতেছি।২২-২৪

দেখ, সাত্বতশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলেন, কিন্তু কোন রাজা সেখানে ছিল না, যে শিশুপালের পক্ষ সমর্থন করিতে পারে; পাণ্ডবগণের বীর্য্যবহ্নির দ্বারা দহ্যমান হইয়া নৃপতিবৃন্দ ঐ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে; নতুবা কে উহা ক্ষমা করিতে পারে?২৫-২৬

বাসুদেবেন তৎ কর্ম যথাযুক্তং মহৎ কৃতম্।
সিদ্ধঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং প্রতাপেন মহাত্মনাম্ ॥২৭

তথা হি রত্নান্যাদায় বিবিধানি নৃপা নৃপম্।
উপাতিষ্ঠন্ত কৌন্তেয়ং বৈশ্যা ইব করপ্রদাঃ ॥২৮

শ্রিয়ং তথাগতাং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তীমিব পাণ্ডবে।
অমর্ষবশমাপন্নো দহ্যামি ন তথোচিতঃ ॥২৯

এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বচনমব্রবীৎ।
পুনর্গান্ধারনৃপতিং দহ্যমান ইবাগ্নিনা ॥৩০

বহ্নিমেব প্রবেক্ষ্যামি ভক্ষয়িষ্যামি বা বিষম্।
অপো বাপি প্রবেক্ষ্যামি ন হি শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥৩১

কো হি নাম পুমাঁল্লোকে মর্ষয়িষ্যতি সত্ত্ববান্।
সপত্নানৃধ্যতো দৃষ্ট্বা হীনমাত্মানমেব চ ॥৩২

সোঽহং ন স্ত্রী ন চাপ্যস্ত্রী ন পুমান্নাপুমানপি।
যোঽহং তাং মর্ষয়াম্যদ্য তাদৃশীং শ্রিয়মাগতাম্ ॥৩৩

ঈশ্বরত্বং পৃথিব্যাশ্চ বসুমত্তাঞ্চ তাদৃশীম্।
যজ্ঞঞ্চ তাদৃশং দৃষ্ট্বা মাদৃশঃ কো ন সংজ্বরেৎ ॥৩৪

অশক্তশ্চৈক এবাহং তামাহর্ত্তুং নৃপশ্রিয়ম্।
সহায়াংশ্চ ন পশ্যামি তেন মৃত্যুং বিচিন্তয়ে ॥৩৫

দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষঞ্চ নিরর্থকম্।
দৃষ্ট্বা কুন্তীসুতে শুভ্রাং শ্রিয়ং তামহৃতাং তথা ॥৩৬

কৃতো যত্নো ময়া পূর্ব্বং বিনাশে তস্য সৌবল।
তচ্চ সর্বমতিক্রম্য সংবৃদ্ধোঽপ্স্বিব পঙ্কজম্ ॥৩৭

তেন দৈবং পরং মন্যে পৌরুষঞ্চ নিরর্থকম্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাশ্চ হীয়ন্তে পার্থা বর্দ্ধন্তি নিত্যশঃ ॥৩৮

সোঽহং শ্রিয়ঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা সভাং তাঞ্চ তথাবিধাম্।
রক্ষিভিশ্চাবহাসং তং পরিতপ্যে যথাগ্নিনা ॥৩৯

বাসুদেব যে দুষ্কর কর্ম্ম সেখানে সম্পাদন করিয়াছেন, উহা মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণের প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে।২৭

রাজগণ যেরূপে নানাবিধ বিপুল রত্ন আনিয়া করদাতা বৈশ্যগণের ন্যায় যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছে, তাহাতে জাজ্বল্যমান যুধিষ্ঠিরের ঐ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অসহিষ্ণুতাবশতঃ আমি দগ্ধ হইতেছি।—এই ভাবে চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করত দুর্য্যোধন গান্ধাররাজ শকুনিকে পুনরায় বলিলেন,—"আমি, অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিব, অথবা বিষ পান করিব। আমি বাঁচিতে চাহি না। কে এমন পুরুষ আছে, যে নিজ শত্রুগণকে সমৃদ্ধ এবং নিজেকে হীন দেখিয়াও তাহা সহ্য করিতে পারে? যে আমি ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও সহ্য করিতেছি, সেই আমি স্ত্রী কি অস্ত্রী, পুরুষ কি অপুরুষ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ঐরূপ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব, ঐরূপ ঐশ্বর্য্য এবং ঐরূপ মহাযজ্ঞ দর্শন করিয়া আমার ন্যায় পুরুষ কখনও শোকদগ্ধ না হইয়া পারে? আমি একাকী ঐরূপ রাজৈশ্বর্য্য আহরণ করিতে অসমর্থ, এমন সহায় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহার দ্বারা উহা আহরণ করিতে পারি। কুন্তীপুত্রের ঐরূপ ঐশ্বর্য্য অধিষ্ঠিত দেখিয়া মনে হইতেছে যে, দৈবই বলবান্, পুরুষকার নিরর্থক। উহাদের বিনাশের জন্য আমি অনেক চেষ্টাই করিয়াছি, কিন্তু ঐ সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া উহারা জলমধ্যে বর্দ্ধিত পঙ্কজের ন্যায় ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ক্রমশঃ হীনবল এবং পাণ্ডুতনয়গণ অধিক সমৃদ্ধ হইতেছে, সেই হেতু বলিতে হইবে দৈবই বলবান্, পৌরুষ নিরর্থক। আমি ঐ ঐশ্বর্য্য, ঐরূপ দিব্য সভাগৃহ এবং রক্ষিগণের উপহাস দেখিয়া ঈর্ষ্যাগ্নির দ্বারা পরিতপ্ত হইতেছি। হে মাতুল! আজ তুমি আমাকে

স মামভ্যনুজানীহি মাতুলাদ্য সুদুঃখিতম্
অমর্ষঞ্চ সমাবিষ্টং ধৃতরাষ্ট্রে নিবেদয় ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭

ঈর্ষ্যাবশতঃ অত্যন্ত দুঃখিত বলিয়া জানিবে; যদি ইচ্ছা হয়, তবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ইহা জানাও।২৮-৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্য্যোধনপরিতাপনামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

অক্ষক্রীড়য়াং পাণ্ডবান্ জেতুং শকুনি-দুর্য্যোধনয়োরালাপঃ।]

শকুনিরুবাচ।

দুর্য্যোধন ন তেঽমর্ষঃ কার্য্যঃ প্রতি যুধিষ্ঠিরম্।
ভাগধেয়ানি হি স্বানি পাণ্ডবা ভুঞ্জতে সদা ॥১

বিধানং বিবিধাকারং পরং তেষাং বিধানতঃ।
অনেকৈরভ্যুপায়ৈশ্চ ত্বয়া ন শকিতাঃ পুরা ॥২

আরব্ধাশ্চ মহারাজ পুনঃ পুনররিন্দম।
বিমুক্তাশ্চ নরব্যাঘ্রা ভাগধেয়পুরস্কৃতাঃ ॥৩

তৈর্লব্ধা দ্রৌপদী ভার্য্যা দ্রুপদশ্চ সুতৈঃ সহ।
সহায়ঃ পৃথিবীলাভে বাসুদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৪
(অজিতঃ সোঽপি সর্ব্বৈর্হি সদেবাসুরমানুষৈঃ।
তত্তেজসা প্রবৃদ্ধোঽসৌ তত্র কা পরিদেবনা ॥)

লব্ধশ্চানভিভূতার্থৈঃ পিত্র্যোঽংশঃ পৃথিবীপতে।
বিবৃদ্ধস্তেজসা তেষাং তত্র কা পরিদেবনা ॥৫

ধনঞ্জয়েন গাণ্ডীবমক্ষয্যৌ চ মহেষুধী।
লব্ধান্যস্ত্রাণি দিব্যানি তোষয়িত্বা হুতাশনম্ ॥৬

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[পাশাখেলায় পাণ্ডবগণকে জয়ের নিমিত্ত শকুনি ও দুর্য্যোধনের আলাপ]

শকুনি বলিলেন—হে দুর্য্যোধন! যুধিষ্ঠিরের প্রতি তোমার এই ঈর্ষ্যা করা উচিত নয়, কারণ পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা নিজ ভাগ্যের ফলই ভোগ করিতেছে।১

তুমি পূর্ব্বে বহুবিধ প্রকারে নানা উপায়ের প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের বিনাশের জন্য যত্ন করিয়াছ, কিন্তু তাঁহাদের বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই।২

শত্রুদমন মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যসহকারে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিয়াছ, কিন্তু সেই নরশ্রেষ্ঠগণও নিজ সৌভাগ্যানুসারে তোমার সৃষ্ট বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।৩

তাঁহারা দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া দ্রুপদকে পুত্রগণের সহিত সহায়রূপে লাভ করিয়াছেন এবং বীর্য্যবান্ বাসুদেবকে সহায়করূপে পাইয়াছেন।৪

(যিনি সকল দেবতা ও অসুরেরও অজেয় সেই বাসুদেবকে সহায়করূপে লাভ করত তাঁহারা তাঁহার তেজে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছেন; ইহাতে শোক করিবার কি আছে?)

হে রাজন্! তোমার কূট কৌশলে অভিভূত না হইয়া পিতৃপুরুষপরম্পরাগত রাজ্যের অংশ-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইহাতে শোক করিবার কি আছে? ৫

তেন কার্মুকমুখ্যেন বাহুবীর্য্যেণ চাত্মনঃ
কৃতা বশে মহীপালাস্তত্র কা পরিদেবনা ॥৭

অগ্নিদাহান্ময়ঞ্চাপি মোক্ষয়িত্বা স দানবম্।
সভাং তাং কারয়ামাস সব্যসাচী পরন্তপঃ ॥৮

তেন চৈব ময়েনোক্তাঃ কিংকরা নাম রাক্ষসাঃ।
বহন্তি তাং সভাং ভীমাস্তত্র কা পরিদেবনা ॥৯

যচ্চাসহায়তাং রাজন্নুক্তবানসি ভারত।
তন্মিথ্যা ভ্রাতরো হীমে তব সর্বে বশানুগাঃ ॥১০

দ্রোণস্তব মহেষ্বাসঃ সহ পুত্রেণ বীর্য্যবান্
সূতপুত্রশ্চ রাধেয়ো গৌতমশ্চ মহারথঃ ॥১১

অহঞ্চ সহ সোদর্য্যৈঃ সোমদত্তিশ্চ পার্থিবঃ।
এতৈস্ত্বং সহিতঃ সর্বৈর্জয় কৃৎস্নাং বসুন্ধরাম্ ॥১২

ধনঞ্জয় অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়া গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয়তূণীরদ্বয় এবং দিব্য অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছে।৬

তিনি সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ও নিজের বাহুর বলে সকল রাজাকে জয় করিয়াছেন; ইহাতে শোকের কি আছে?

খাণ্ডবদাহনের সময় ময়দানবকে অগ্নিমুক্ত করিয়া শত্রুদমনকারী সব্যসাচী তাহার দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থের সভাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। সেই ময়দানবের আদেশেই তাহার ভীমাকৃতি রাক্ষস কিঙ্করগণ সর্ব্বদাই সেই সভা বহন করিয়াছে; সুতরাং ইহাতে শোকের কি আছে?৯

হে রাজন্ ভারত! তুমি তোমার অসহায়তার কথা বলিলে উহাও সত্য নয়, কারণ আমার ভাইগণ সকলেই তোমার বশানুগ।১০

শুধু তাহাই নয়, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ তাঁহার পুত্রের সহিত, সূতপুত্র রাধেয়, গৌতমবংশীয় মহারথ কৃপাচার্য্য, রাজা জয়দ্রথ এবং ভাইগণের সহিত আমি—আমাদের সকলের সহায়তায় তুমি সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় কর।১১-১২

দুর্য্যোধন উবাচ।

ত্বয়া চ সহিতো রাজন্নেতৈশ্চান্যৈর্মহারথৈঃ।
এতানেব বিজেষ্যামি যদি ত্বমনুমন্যসে ॥১৩

এতেষু বিজিতেষ্বদ্য ভবিষ্যতি মহী মম।
সর্বে চ পৃথিবীপালাঃ সভা সা চ মহাধনা ॥১৪

শকুনিরুবাচ।

ধনঞ্জয়ো বাসুদেবো ভীমসেনো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রুপদশ্চ সহাত্মজৈঃ ॥১৫

নৈতে যুধি পরাজেতুং শক্যা দেবগণৈরপি।
মহারথা মহেষ্বাসাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥১৬

অহন্তু তদ্ বিজানামি বিজেতুং যেন শক্যতে।
যুধিষ্ঠিরং স্বয়ং রাজংস্তন্নিবোধ জুষস্ব চ ॥১৭

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার সহিত এই সকল মহারথ ও অন্যান্য রথিগণের সহায়তায় আমি পাণ্ডবগণকে জয় করিব, যদি তুমি অনুমোদন কর। ইহাদিগকে জয় করিতে পারিলে এই পৃথিবী, পৃথিবীস্থ রাজন্যবৃন্দ এবং সেই মহামূল্য সভাও আমার করতলগত হইবে।১৩-১৪

শকুনি বলিল,—ধনঞ্জয়, বাসুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, পুত্রগণের সহিত মহারাজ দ্রুপদ—ইহারা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর, মহারথ, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ। দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও ইহাদিগকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। রাজন্! আমি সেই উপায়ের কথা জানি, যাহার দ্বারা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পারিবে; আমি তাহা বলিতেছি, তুমি তাহা শুন এবং প্রয়োগ কর।১৫-১৭

মা,

হাঁ, আমি—আমিই আসি। অধর্ম্মের উত্থিত আর ধর্ম্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন আমি আমাকে সৃজন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ এবং পাপিগণের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। সৎরূপে, চিৎরূপে আমি ভিন্ন আর কিছু নাই,—একথা সত্য বটে, তা' হলেও সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ-রূপ ধারণ করে লীলা করবার জন্য আমি অবতরণ করি। আমার সাকার নিরাকার দুই স্বরূপই সত্য। আমি পরমাকাশ, পরমব্রহ্ম "ওঙ্কার" আমার নাম।

আমি পরমব্রহ্মময়ী, "মা" আমার নাম।

আমি স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ। কারণের অতীত মহাকারণ তাও আমি, আমি। ক্ষিতি আমি, ঐ নর্ম্মদা আমি, ঐ সূর্য্য আমি, শশধর অনল আমিই; আমিই পবন, আমিই আকাশ, আমি সব, আমি সব, আমি সব।

ঐ বিল্ববৃক্ষ তুলসীবৃক্ষ আমি, আমি ঐ পুষ্পবৃক্ষ, আমি পুষ্প, পত্র, সব আমি। আমি প্রতি প্রভাতে অরুণকিরণে পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করে সূর্য্যরূপে সমুদিত হই। পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র হয়ে সুধাধারায় জগৎকে অভিষিক্ত করি আমি। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমি, আমি ভিন্ন আর কিছু নাই, নাই, নাই। ঐ জলগুরু নাদ, মেঘনাদ—আমি, নাদের শ্রোতা আমি, শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ

আমি, আমিই মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, আমিই দিক্, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, আমিই অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, প্রজাপতি, আমিই চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ, বাসুদেব, রুদ্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাবৃন্দ। আমি প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান-উদান আদি বায়ুপঞ্চক। আমি মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রদল-কমল, আমিই প্রতি কমলের দলে দলে অবস্থিত মাতৃকাবর্ণসমুদয়।

মা,—

আমি ত্বক্, অস্থি, মেদ, মাংস, মজ্জা, শোণিত, শুক্র। আমি ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তি, জিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী অলম্বুষা কুহু ও শঙ্খিনী প্রভৃতি প্রধানা নাড়ী। সব আমি, সব আমি, সব আমি।

রেজিঃ নং—সি ৬৭

বুক পোষ্ট

বিলি না হইলে প্রেরকের ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

"আর্য্য-শাস্ত্র"

(সনাতন শাস্ত্র প্রচারে নিয়োজিত মাসিক মুখপত্র)

৩৮-সি, বিধান সরণি,

কলিকাতা-৬

গ্রাহক নং ——————

নাম ও ঠিকানা :—

1682. Sri Raseswar Mookherjee,
62 Dr.Saroj Mukherjee St,
P.O.Uttarpar, Dist.Hooghly.

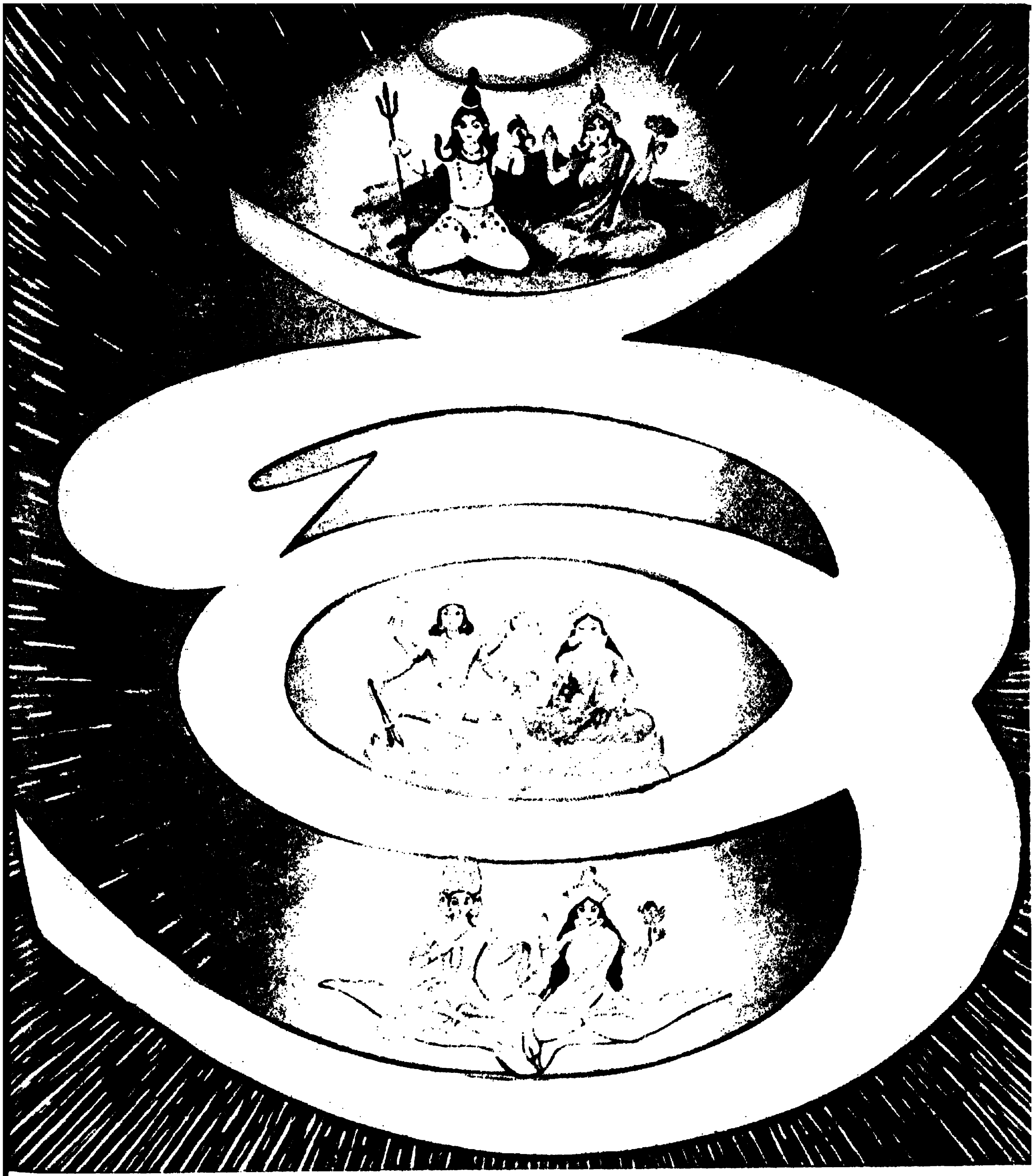

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শুক্রবার ষষ্ঠী ২৪।১।৬৩

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা,   করুণাময় গুরুদেব !

সদানন্দময়ি মা,   করুণাময় গুরুদেব !

সদানন্দময়ি মা,   করুণাময় গুরুদেব !

মা,   মা,   মা—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যখন, যখন হয় ধর্ম্মের গ্লানি আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, তখন—তখন করি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের রক্ষা, পাপীদের নাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবারে যুগে যুগে অবতীর্ণ ধরণী মাঝারে।

আমি সব, মূল ১০১ নাড়ীতে ও শাখা নাড়ী বাহাত্তর কোটি বাহাত্তর লক্ষ দশ হাজার দুশো এক নাড়ীতে আমি ব্যানবায়ুরূপে বিচরণ করি। আমি চুয়ান্নকোটি সাতষট্টি লক্ষ লোমকূপ, আমিই তিন লক্ষ শ্মশ্রু, কেশ, দেহের মধ্যে যা কিছু আছে—সব আমি, সব আমি, সব আমি। আমি প্রাণ, আমি সূর্য্য, আমি রবি, আমি চন্দ্রমা, আমি অন্নাদ, আমি স্থূল অন্ন।

মা,—

আমি আদিত্যরূপে উদিত হয়ে আপন জ্যোতিতে পূর্ব্বদিক সমাচ্ছন্ন করে, পূর্ব্বদিকস্থ প্রাণসকলকে স্বীয় কিরণ মধ্যে আত্মভূত করি। দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে নিম্নে ঊর্দ্ধ দিকে কোণসমুদয়ে আমি প্রবেশ করে অপর সকলকে প্রকাশিত করি। আদিত্যরূপে আমি সকলদিকে অবস্থিত হয়ে প্রাণবৃন্দকে কিরণমধ্যে সন্নিবিষ্ট করি।

অতা আমিই, সর্ব্বজীবাত্মক সর্ব্বজগদ্রূপী প্রাণ ও অগ্নি আমিই, ভাস্কররূপে আমিই উদিত হই।

[সপ্তমবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৭৬]

[দ্বাদশ সংখ্যা—স্নান যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

সীতারামদাস

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্মপ্রচারকসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩.০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২.৫০ „

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০.০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯.০০ „

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২.০০ „

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

দুর্য্যোধন উবাচ।

অপ্রমাদেন সুহৃদামন্যেষাঞ্চ মহাত্মনাম্।
যদি শক্যা বিজেতুং তে তন্মমাচক্ষ্ব মাতুল ॥১৮

শকুনিরুবাচ।

দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্।
সমাহূতশ্চ রাজেন্দ্রো ন শক্যতি নিবর্ত্তিতুম্ ॥১৯

দেবনে কুশলশ্চাহং ন মেঽস্তি সদৃশো ভুবি।
ত্রিষু লোকেষু কৌরব্য তং ত্বং দ্যূতে সমাহ্বয় ॥২০

তস্যাক্ষকুশলো রাজন্নাদাস্যেঽহমসংশয়ম্।
রাজ্যং শ্রিয়ঞ্চ তাং দীপ্তাং ত্বদর্থং পুরুষর্ষভ ॥২১

ইদং তু সর্বং ত্বং রাজ্ঞে দুর্য্যোধন নিবেদয়।
অনুজ্ঞাতস্তু তে পিত্রা বিজিষ্যে তান্ ন সংশয়ঃ ॥২২

দুর্য্যোধন উবাচ।

ত্বমেব কুরুমুখ্যায় ধৃতরাষ্ট্রায় সৌবল।
নিবেদয় যথান্যায়ং নাহং শক্ষ্যে নিবেদিতুম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে মাতুল। মহাত্মা সুহৃদ্গণের সহিত প্রমাদশূন্য হইয়া যে উপায় প্রয়োগ করত পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিব, তুমি সেই উপায় আমাকে বল।১৮

শকুনি বলিল,—কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির পাশাখেলা খুব পছন্দ করে, কিন্তু সে খেলিতে ভাল জানে না, দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলে সে নিবৃত্ত হইতে পারিবে না।১৯

অক্ষক্রীড়ায় আমি অত্যন্ত কুশল, আমার সমান এই তিন লোকে আর কেহ নাই; সুতরাং হে কৌরব্য। তাহাকে দ্যূতে (পাশাখেলায়) আহ্বান কর।২০

হে রাজন্। অক্ষক্রীড়ায় কুশল আমি উহার দ্বারা তোমাকে রাজ্য ও সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্য জয় করিয়া দিব। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কোন সংশয় নাই।২১

হে দুর্য্যোধন। তুমি প্রথমে এই কথা পিতাকে বল, তাঁহার অনুমতি পাইলে আমি নিঃসংশয়ে তাহাদিগকে জয় করিব।২২

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে সৌবল। এই কথা কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে তুমি নিজে বল, আমি তাঁহাকে নিবেদন করিতে পারিব না।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্য্যোধনের পরিতাপনামক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৮

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রেণ জিজ্ঞাসিতস্য দুর্য্যোধনস্য স্বচিন্তাকারণকথনম্, দ্যূতক্রীড়ায়ৈ অনুরোধঃ, ইন্দ্রপ্রস্থং গন্তুং বিদুরায় ধৃতরাষ্ট্রস্য আদেশদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অনুভূয় তু রাজ্ঞস্তং রাজসূয়ং মহাক্রতুম্।
যুধিষ্ঠিরস্য নৃপতের্গান্ধারীপুত্রসংযুতঃ ॥১

প্রিয়কৃন্মতমাজ্ঞায় পূর্ব্বং দুর্য্যোধনস্য তৎ।
প্রজ্ঞাচক্ষুষমাসীনং শকুনিঃ সৌবলস্তদা ॥২

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রং জনাধিপম্।
উপগম্য মহাপ্রাজ্ঞং শকুনির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৩

শকুনিরুবাচ।

দুর্য্যোধনো মহারাজ বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ।
দীনশ্চিন্তাপরশ্চৈব তং বিদ্ধি মনুজাধিপ ॥৪

ন বৈ পরীক্ষসে সম্যগসহ্যং শত্রুসম্ভবম্।
জ্যেষ্ঠপুত্রস্য হৃচ্ছোকং কিমর্থং নাববুধ্যসে ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দুর্য্যোধন কুতোমূলং ভৃশমার্ত্তোঽসি পুত্রক।
শ্রোতব্যশ্চেন্ময়া সোঽর্থো ব্রূহি মে কুরুনন্দন ॥৬

অয়ং ত্বাং শকুনিঃ প্রাহ বিবর্ণং হরিণং কৃশম্।
চিন্তয়ংশ্চ ন পশ্যামি শোকস্য তব সম্ভবম্ ॥৭

ঐশ্বর্য্যং হি মহৎ পুত্র ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভ্রাতরঃ সুহৃদশ্চৈব নাচরন্তি তবাপ্রিয়ম্ ॥৮

আচ্ছাদয়সি প্রাবারানশ্নাসি বিশদৌদনম্।
আজানেয়া বহন্ত্যশ্বাঃ কেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥৯

শয়নানি মহার্হাণি যোষিতশ্চ মনোরমাঃ।
গুণবন্তি চ বেশ্মানি বিহারাশ্চ যথাসুখম্ ॥১০

একোনপঞ্চাশত্তমো অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসিত দুর্য্যোধনের স্বচিন্তাকারণ-বর্ণন, দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ এবং ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের জন্য বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ দর্শন করিয়া এবং আলাপের দ্বারা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় পূর্ব্বে অবগত হইয়া তাহার প্রিয় ইচ্ছুক সুবলতনয় শকুনি গান্ধারীতনয় দুর্য্যোধনের সহিত সিংহাসনে সমাসীন প্রজ্ঞাচক্ষু মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দুর্য্যোধনের বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।১-৩

শকুনি বলিল,—হে মহারাজ! দুর্য্যোধন দিন দিন বিবর্ণ, হরিদ্বর্ণ, কৃশ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে—ইহা আপনি অবগত হউন।৪

শত্রু হইতে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের যে অতি অসহ্য শোক উৎপন্ন হইয়াছে, আপনি তাহা কেন পরীক্ষা করিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন না?৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে পুত্র দুর্য্যোধন! তুমি কেন শোকার্ত্ত হইয়াছ এবং তাহার কারণ কি? যদি সে বিষয় আমার শ্রোতব্য হয়, তবে বল।৬

এই শকুনি আমাকে বলিল যে, তুমি বিবর্ণ, হরিদ্বর্ণ ও কৃশ হইতেছ এবং খুব চিন্তামগ্ন হইয়াছ, আমি চিন্তা করিয়াও তোমার শোকের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।৭

হে পুত্র! এই সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যের ভার তোমার উপরই রহিয়াছে; তোমার ভাই ও সুহৃদ্গণ কেহই তোমার অপ্রিয় আচরণ করে না।৮

তুমি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি পরিধান এবং উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্যসমূহ ভক্ষণ করিতেছ এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসমূহ তোমাকে বহন করে, তথাপি কেন তুমি হরিদ্বর্ণ ও কৃশ হইতেছ?৯

দেবানামিব তে সর্বং বাচি বদ্ধং ন সংশয়ঃ।
স দীন ইব দুর্ধর্ষ কস্মাচ্ছোচসি পুত্রক ॥১১

(উপস্থিতঃ সর্বকামৈস্ত্রিদিবে বাসবো যথা।
বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ প্রবরৈঃ কিং নু শোচসি ॥
নিরুক্তং নিগমং ছন্দঃ সষড়ঙ্গার্থশাস্ত্রবান্।
অধীতঃ কৃতবিদ্যস্ত্বমষ্টব্যাকরণৈঃ কৃপাৎ ॥
হলায়ুধাৎ কৃপাদ্ দ্রোণাদস্ত্রবিদ্যামধীতবান্।
প্রভুস্ত্বং ভুঞ্জসে পুত্র সংস্তুতঃ সূতমাগধৈঃ ॥
তস্য তে বিদিতপ্রজ্ঞ শোকমূলমিদং কথম্।
লোকেঽস্মিঞ্জ্যেষ্ঠভাগী ত্বং তন্মমাচক্ষ্ব পুত্রক ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মন্দঃ ক্রোধবশানুগঃ।
পিতরং প্রত্যুবাচেদং স্বমতিং সম্প্রকাশয়ন্ ॥)

মহামূল্য শয্যাসমূহ তোমার জন্য ব্যবস্থিত আছে, মনোরমা নারীসমূহ তোমার বশীভূত, সুন্দর গৃহ ও উদ্যানসমূহ তোমার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে; দেবগণের ন্যায় বাক্যমাত্রেই তোমার এইসব সুলভ, হে দুর্দ্ধর্ষ পুত্র। তথাপি তুমি দীনের ন্যায় শোক করিতেছ কেন?১০-১১

(স্বর্গে বাসবের ন্যায় সকল কাম্যবস্তু ও বিবিধ উৎকৃষ্ট অন্ন ও পানীয় দ্রব্যের দ্বারা তুমি পরিবৃত; তথাপি তুমি কেন শোক করিতেছ? তুমি কৃপাচার্য্যের নিকট নিরুক্ত, ছন্দঃ, আটটী ব্যাকরণ প্রভৃতি এবং ষড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ; বলরামের নিকট হইতে গদাযুদ্ধ, কৃপ এবং দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছ এবং সূত মাগধগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া সকলের উপর প্রভুত্ব করিতেছ; তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র সকল সুখের ভাগী বলিয়া সকলে জানে, তথাপি তোমার শোকের কারণ কি? হে পুত্র। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি আমাকে খুলিয়া বল।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৃতরাষ্ট্রের ঐ কথা শুনিয়া ক্রোধের বশীভূত মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন পিতার নিকটে মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন।)

দুর্য্যোধন উবাচ।

অশ্নাম্যাচ্ছাদয়ে চাহং যথা কুপুরুষস্তথা।
অমর্ষং ধারয়ে চোগ্রং নিনীষুঃ কালপর্য্যয়ম্ ॥১২

অমর্ষণঃ স্বাঃ প্রকৃতীরভিভূয় পরং স্থিতঃ।
ক্লেশান্ মুমুক্ষুঃ পরজান্ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥১৩

সন্তোষো বৈ শ্রিয়ং হন্তি হ্যভিমানশ্চ ভারত।
অনুক্রোশভয়ে চোভে যৈর্বৃতো নাশ্নুতে মহৎ ॥১৪

ন মাং প্রীণাতি মদ্ভুক্তং শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরে।
অতি জ্বলন্তীং কৌন্তেয়ে বিবর্ণকরণীং মম ॥১৫

সপত্নানৃধ্যতোঽহত্মানং হীয়মানং নিশম্য চ।
অদৃশ্যামপি কৌন্তেয় শ্রিয়ং পশ্যন্নিবোদ্যতাম্ ॥১৬

দুর্য্যোধন বলিলেন,—পিতৃদেব! আমি উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতেছি সত্য, কিন্তু উহা কাপুরুষের ন্যায় করিতেছি; অন্তরে তীব্র অসহিষ্ণুতাকে ধারণপূর্ব্বক কালক্ষেপ করিতেছি মাত্র।১২

যে শত্রুর প্রতি অসহিষ্ণু, তাহাকে পরাজিত করিয়া যে নিজের প্রজাকে শত্রুজন্য ক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক, তাহাকেই পুরুষ বলে।১৩

ভারত! সন্তোষ রাজার ঐশ্বর্য্য ও অভিমানকে নাশ করে এবং দয়া ও ভয়—এই উভয়ই ঐরূপ। আমি উহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মহাসুখ ভোগ করিতে অক্ষম।১৪

আমার বিবর্ণতাসম্পাদনকারিণী যুধিষ্ঠিরের জাজ্বল্যমানা শ্রীদর্শনে আমার ভোজ্য বস্তু আমার প্রীতি উৎপাদন করিতেছে না।১৫

তস্মাদহং বিবর্ণশ্চ দীনশ্চ হরিণঃ কৃশঃ।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকা গৃহমেধিনঃ ॥১৭

ত্রিংশদ্দাসীক একৈকো যান্ বিভর্তি যুধিষ্ঠিরঃ।
দশান্যানি সহস্রাণি নিত্যং তত্রান্নমুত্তমম্।
ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীভির্যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥১৮

কদলীমৃগমোকানি কৃষ্ণশ্যামারুণানি চ।
কাম্বোজঃ প্রাহিণোৎ তস্মৈ পরার্ধ্যানপি কম্বলান্।
গজযোষিদ্‌গবাশ্বস্য শতশোহথ সহস্রশঃ ॥১৯

ত্রিশতং চোষ্ট্রবামীনাং শতানি বিচরন্ত্যত।
রাজন্যা বলিমাদায় সমেতা হি নৃপক্ষয়ে ॥২০

পৃথগ্বিধানি রত্নানি পার্থিবাঃ পৃথিবীপতে।
আহরন্ ক্রতুমুখ্যেহস্মিন্ কুন্তীপুত্রায় ভূরিশঃ ॥২১

ন কচিদ্ধি ময়া তাদৃগ্ দৃষ্টপূর্বো ন চ শ্রুতঃ।
যাদৃগ্ ধনাগমো যজ্ঞে পাণ্ডুপুত্রস্য ধীমতঃ ॥২২

অপর্য্যন্তং ধনৌঘং তং দৃষ্ট্বা শত্রোরহং নৃপ।
শমং নৈবাভিগচ্ছামি চিন্তয়ানো বিশাম্পতে ॥২৩

ব্রাহ্মণা বাটধানাশ্চ গোমন্তঃ শতসঙ্ঘশঃ।
ত্রৈখর্বং বলিমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥২৪

কমণ্ডলূনুপাদায় জাতরূপময়াঞ্ছুভান্।
এবং ধনং সমাদায় প্রবেশং লেভিরে ন চ ॥২৫

যথৈব মধু শক্রায় ধারয়ন্ত্যমরস্ত্রিয়ঃ।
তদস্মৈ কাংস্যমাহার্ষীদ্ বারুণং কলসোদধিঃ ॥২৬

শৈক্যং রুক্মসহস্রস্য বহুরত্নবিভূষিতম্।
শঙ্খপ্রবরমাদায় বাসুদেবোঽভিষিক্তবান্ ॥২৭

দৃষ্ট্বা চ মম তৎ সর্বং জ্বররূপমিবাভবৎ।
গৃহীত্বা তং তু গচ্ছন্তি সমুদ্রৌ পূর্বদক্ষিণৌ ॥২৮

শত্রুকে সমৃদ্ধ ও নিজেকে হীন এবং কুন্তীপুত্রের উন্নতা ও অদৃশ্যা শ্রী দর্শন করত আমি দিন দিন দীনভাবাপন্ন, কৃশ ও বিবর্ণ হইতেছি। ত্রিশ ত্রিশ জন দাসী যাঁহাদের প্রত্যেককে সেবা করে, এমন আশী হাজার স্নাতক গৃহস্থ এবং অন্যান্য আরও দশ হাজার ব্রাহ্মণকে যুধিষ্ঠির নিত্য উত্তম অন্নাদি দ্বারা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রতিদিন তাঁহার গৃহে স্বর্ণপাত্রে ভোজন করেন।১৭-১৮

কাম্বোজদেশীয় রাজা কদলীমৃগসূত্র ও পশুলোমের দ্বারা নির্মিত কৃষ্ণ, শ্যাম ও অরুণবর্ণের পরার্দ্ধ-সংখ্যক কম্বল যুধিষ্ঠিরকে দান করিয়াছেন। হস্তি, হস্তিনী, গো ও অশ্ব শত শত সহস্র সহস্র তাঁহার প্রাসাদে বিচরণ করিতেছে এবং ত্রিশ হাজার উষ্ট্র ও উষ্ট্রী নিত্যই তাঁহার সেবা করিতেছে। এইরূপে বহু রাজা উপহার লইয়া রাজভবনে সমবেত হইয়াছেন। ভূপতে! তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত রাজগণ নানাবিধ পৃথক্ পৃথক্ প্রচুর রত্ন উপহার দিয়াছেন।১৯-২১

যেরূপ ধনাগম ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হইয়াছে, আমি পূর্ব্বে সেরূপ কখনও দেখি নাই অথবা শুনিও নাই।২২

হে রাজন্! শত্রুর সীমাহীন ধনরাশি দর্শনে আমি চিন্তাকুল হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।২৩

গোধনশালী শত শত ব্রাহ্মণ ত্রিখর্ব্ব গোধন স্বর্ণময় কমণ্ডলুসমূহ দ্বারপাল কর্তৃক নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন; এইরূপ প্রচুর ধন লইয়া তাঁহারা দ্বারে প্রবেশের অনুমতি পাইতেছেন না।২৪-২৫

অমরনারীগণ যেমন দেবরাজের জন্য মধু আহরণ করে, তেমনই কলসোদধি (সাগর) তাঁহার জন্য বরুণলোকগত কাংস্যপাত্রসমূহে স্থাপিত মধু আহরণ করিয়াছেন।২৬

বাসুদেব সহস্রসুবর্ণ নির্মিত শিকা এবং বহু

তথৈব পশ্চিমং যান্তি গৃহীত্বা ভরতর্ষভ।
উত্তরং তু ন গচ্ছন্তি বিনা তাত পতত্রিণঃ ॥২৯
তত্র গত্বার্জুনো দণ্ডমাজহারামিতং ধনম্।
ইদং চাদ্ভুতমত্রাসীৎ তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥৩০
পূর্ণে শতসহস্রে তু বিপ্রাণাং পরিবিষ্যতাম্।
স্থাপিতা তত্র সংজ্ঞাভূচ্ছঙ্খো ধ্মায়তি নিত্যশঃ ॥৩১
মুহুর্মুহুঃ প্রণদতস্তস্য শঙ্খস্য ভারত।
অনিশং শব্দমশ্রৌষং ততো রোমাণি মেঽহৃষন্ ॥৩২
পার্থিবৈর্বহুভিঃ কীর্ণমুপস্থানং দিদৃক্ষুভিঃ।
অশোভত মহারাজ নক্ষত্রৈর্দ্যৌরিবামলা ॥৩৩
সর্ব্বরত্নান্যুপাদায় পার্থিবা বৈ জনেশ্বর।
যজ্ঞে তস্য মহারাজ পাণ্ডুপুত্রস্য ধীমতঃ ॥৩৪
বৈশ্যা ইব মহীপালা দ্বিজাতিপরিবেষকাঃ।
ন সা শ্রীর্দেবরাজস্য যমস্য বরুণস্য চ।
গুহ্যকাধিপতের্বাপি যা শ্রী রাজন্ যুধিষ্ঠিরে ॥৩৫
তাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রস্য শ্রিয়ং পরমিকামহম্।
শান্তিং ন পরিগচ্ছামি দহ্যমানেন চেতসা ॥৩৬
(অপ্রাপ্য পাণ্ডবৈশ্বর্য্যং শমো মম ন বিদ্যতে।
অবাপ্স্যে বা রণে বাণৈঃ শয়িষ্যে বা হতঃ পরৈঃ ॥
এতাদৃশস্য মে কিং নু জীবিতেন পরন্তপ।
বর্দ্ধন্তে পাণ্ডবা রাজন্ বয়ং হি স্থিতবৃদ্ধয়ঃ ॥)

শকুনিরুবাচ।

যামেতামতুলাং লক্ষ্মীং দৃষ্টবানসি পাণ্ডবে।
তস্যাঃ প্রাপ্তাবুপায়ং মে শৃণু সত্যপরাক্রম ॥৩৭

রত্নে বিভূষিত শ্রেষ্ঠ শঙ্খ আনিয়া যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।২৭

এই সব দেখিয়া আমি যেন জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। হে ভারতর্ষভ! ঐ সব রত্ন গ্রহণ করত সকলে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিতেছিল; কিন্তু উত্তর দিকে পক্ষিগণ ছাড়া অন্য কেহ যায় নাই। উত্তর দিকে অর্জ্জুন স্বয়ং গমন করত যুদ্ধ করিয়া প্রচুর ধন আহরণ করিয়াছেন। সেখানে আরও একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।২৮-৩০

এক জায়গায় 'স্থাপিতা' নাম দিয়া সেখানে দুই লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ ব্রাহ্মণ ভোজনের পর উহার সঙ্কেতের জন্য প্রত্যহ শঙ্খধ্বনি করা হয়। হে ভারত! সেখানে সর্ব্বদাই মুহুর্মুহুঃ শঙ্খবাদন করা হইয়াছে। অনবরত সেই শব্দশ্রবণে আমার রোমহর্ষণ হইতে লাগিল।৩১-৩২

মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞমণ্ডপ দেখিবার জন্য রাজগণে পরিবৃত হইয়া ঐ মণ্ডপ নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত আকাশের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩৩

হে জনেশ্বর! রাজগণ সকল প্রকার রত্ন লইয়া তথায় করদাতা বৈশ্যগণের ন্যায় অপেক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহারা স্বয়ং দ্বিজাতিগণকে বহুমূল্য অন্ন পরিবেষণ করিতেছেন। হে রাজন্! যুধিষ্ঠিরের যেরূপ ধন সমাগম আমি দেখিয়াছি, তাহা দেবরাজ ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণেরও নাই।৩৪-৩৫

পাণ্ডুপুত্রের সেই উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যদর্শনে আমি সর্ব্বদা দগ্ধচিত্ত হইয়া একেবারেই শান্তি পাইতেছি না ॥৩৬

(পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য না পাইয়া আমার শান্তি হইবে না। ঐ অশান্তি নিবারণের জন্য আমাকে যুদ্ধ করিয়া উহা আহরণ করিতে হইবে অথবা শত্রু দ্বারা রণভূমিতে নিহত হইয়া শয়ন করিতে হইবে। পাণ্ডবগণের বর্দ্ধমান এবং আমার হ্রসমান ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া আমার পক্ষে জীবিত থাকিয়া কোন লাভ নাই।)

অহমক্ষেষভিজ্ঞাতঃ পৃথিব্যামপি ভারত।
হৃদয়জ্ঞঃ পণজ্ঞশ্চ বিশেষজ্ঞশ্চ দেবনে ॥৩৮

দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন চ জানাতি দেবিতুম্।
আহূতশ্চৈষ্যতি ব্যক্তং দ্যূতাদপি রণাদপি ॥৩৯

নিয়তং তং বিজেষ্যামি কৃত্বা তু কপটং বিভো।
আনয়ামি সমৃদ্ধিং তাং দিব্যাং চোপাহ্বয়স্ব তম্ ॥৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ শকুনিনা রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ।
ধৃতরাষ্ট্রমিদং বাক্যমপদান্তরমব্রবীৎ ॥৪১

অয়মুৎসহতে রাজন্ শ্রিয়মাহর্তুমক্ষবিৎ।
দ্যূতেন পাণ্ডুপুত্রস্য তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৪২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ক্ষত্তা মন্ত্রী মহাপ্রাজ্ঞঃ স্থিতো যস্যাস্মি শাসনে।
তেন সঙ্গম্য বেৎস্যামি কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্ ॥৪৩

স হি ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য দীর্ঘদর্শী পরং হিতম্।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্যুক্তং বক্ষ্যত্যর্থবিনিশ্চয়ম্ ॥৪৪

দুর্য্যোধন উবাচ।

নিবর্ত্তয়িষ্যতি ত্বাসৌ যদি ক্ষত্তা সমেষ্যতি।
নিবৃত্তে ত্বয়ি রাজেন্দ্র মরিষ্যেঽহমসংশয়ম্ ॥৪৫

স ত্বং ময়ি মৃতে রাজন্ বিদুরেণ সুখী ভব।
ভোক্ষ্যসে পৃথিবীং কৃৎস্নাং কিং ময়া ত্বং করিষ্যসি ॥৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আর্ত্তবাক্যং তু তৎ তস্য প্রণয়োক্তং নিশম্য সঃ।
ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীৎ প্রেষ্যান্ দুর্য্যোধনমতে স্থিতঃ ॥৪৭

শকুনি বলিল,—হে সত্যপরাক্রমসম্পন্ন দুর্য্যোধন! তুমি যুধিষ্ঠিরের অনুপমা লক্ষ্মী দেখিয়াছ, উহা প্রাপ্তির উপায় আছে, আমি তাহা বলিতেছি, শুন।৩৭

হে ভারত! আমি এই পৃথিবীতে অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও পণজ্ঞ এবং উহার মর্ম্ম ও আমি জানি।৩৮

এদিকে কুন্তীপুত্রও অত্যন্ত দ্যূতপ্রিয়, কিন্তু দ্যূতক্রীড়ায় একেবারেই অনভিজ্ঞ। তুমি যদি দ্যূতক্রীড়ায় বা যুদ্ধে তাহাকে আহ্বান করিতে পার, তাহা হইলে সে অবশ্যই আসিবে।৩৯

হে প্রভো! আমি কপটের দ্বারা তাহাকে জয় করিব এবং তাঁহার সেই দিব্য শ্রী হরণ করিব, তাহাকে তুমি দ্যূতে আহ্বান কর।৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শকুনি এই কথা বলিলে রাজা দুর্য্যোধন তখন সত্বর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন।৪১

রাজন্! এই অক্ষক্রীড়ায় পাণ্ডুপুত্রকে জয় করিতে আমি উৎসাহ বোধ করিতেছি, সুতরাং আপনি আমাকে অক্ষক্রীড়ার অনুমতি দান করুন।৪২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমার মন্ত্রী এবং আমি তাহারই মন্ত্রণায় চলি। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব।৪৩

সে দূরদর্শী; ধর্ম্মানুসারে উভয় পক্ষের যাহা হিতকর হইবে, তাহাই সে চিন্তা করিয়া বলিবে।৪৪

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! ক্ষত্তা (বিদুর) যদি আপনাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে, তবে আমি অবশ্যই মরণকে বরণ করিব।৪৫

হে রাজন্! আমি মরিয়া গেলে আপনি বিদুরকে নিয়া এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিয়া সুখী হউন। আমার দ্বারা আপনার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?৪৬

স্থূণাসহস্রৈর্বৃহতীং শতদ্বারাং সভাং মম।
মনোরমাং দর্শনীয়ামাশু কুর্বন্তু শিল্পিনঃ ॥৪৮

ততঃ সংস্তীর্য্য রত্নৈস্তাং তক্ষ্ণ আনায্য সর্বশঃ।
সুকৃতাং সুপ্রবেশাঞ্চ নিবেদয়ত মে শনৈঃ ॥৪৯

দুর্য্যোধনস্য শান্ত্যর্থমিতি নিশ্চিত্য ভূমিপঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজ প্রাহিণোদ্ বিদুরায় বৈ ॥৫০

অপৃষ্ট্বা বিদুরং স্বস্য নাসীৎ কশ্চিদ্ বিনিশ্চয়ঃ।
দ্যূতে দোষাংশ্চ জানন্ স পুত্রস্নেহাদকৃষ্যত ॥৫১

তচ্ছ্রুত্বা বিদুরো ধীমান্ কলিদ্বারমুপস্থিতম্।
বিনাশমুখমুৎপন্নং ধৃতরাষ্ট্রমুপাদ্রবৎ ॥৫২

সোঽভিগম্য মহাত্মানং ভ্রাতা ভ্রাতরমগ্রজম্।
মূর্দ্ধা প্রণম্য চরণাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥৫৩

বিদুর উবাচ।

নাভিনন্দামি তে রাজন্ ব্যবসায়মিমং প্রভো।
পুত্রৈর্ভেদো যথা ন স্যাদ্ দ্যূতহেতোস্তথা কুরু ॥৫৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ক্ষত্তঃ পুত্রেষু পুত্রৈর্মে কলহো ন ভবিষ্যতি।
যদি দেবাঃ প্রসাদং নঃ করিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৫৫

অশুভং বা শুভং বাপি হিতং বা যদি বাহিতম্।
প্রবর্ত্ততাং সুহৃদ্দ্যূতং দিষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ ॥৫৬

ময়ি সন্নিহিতে দ্রোণে ভীষ্মে ত্বয়ি চ ভারত।
অনয়ো দৈববিহিতো ন কথঞ্চিদ্ ভবিষ্যসি ॥৫৭

গচ্ছ ত্বং রথমাস্থায় হয়ৈর্বাতসমৈর্জবে।
খাণ্ডবপ্রস্থমদ্যৈব সমানয় যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুর্যোধনের প্রণয়পূর্ণ আর্ত্তবাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে ভৃত্যগণকে বলিলেন।৪৭

আমার শিল্পীগণ অতি সত্বর সহস্র সহস্র স্তম্ভের উপর শতদ্বারবিশিষ্ট মনোরম সভাগৃহ নির্ম্মাণ কর।৪৮

নানা দেশের মিস্ত্রি আনাইয়া উহাকে রত্নসমূহে খচিত করিয়া অনায়াসে প্রবেশযোগ্য করত সুনির্ম্মিত হইলে আমাকে সত্বর নিবেদন কর।৪৯

মহারাজ! দুর্যোধনের মনের শান্তির জন্য এইরূপ আদেশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আনিবার জন্য ভৃত্য প্রেরণ করিলেন।৫০

বিদুরকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না; কারণ তিনি জানিতেন দ্যূতে অনেক দোষ আছে, তথাপি পুত্রস্নেহে বশীভূত হইয়া বিদুরকে তিনি ডাকাইলেন।৫১

ভৃত্যের কথা শুনিয়া ধীমান্ বিদুর বিনাশোন্মুখ কলির দ্বারস্বরূপ পাশাখেলার সময় উপস্থিত হইয়াছে—ইহা জানিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রুত উপস্থিত হইলেন।৫২

বিদুর মহাত্মা অগ্রজ ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইয়া চরণদ্বয় বন্দনা করত বলিলেন।৫৩

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্! আমি আপনার নিশ্চয়ের কথা জানিয়া আনন্দ লাভ করিতেছি না। পুত্রগণের মধ্যে দ্যূতপ্রযুক্ত বিভেদ সৃষ্টি করা আপনার পক্ষে উচিত নয়।৫৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে ক্ষত্তঃ! যদি দেবগণ আমাদের উপর প্রসন্ন থাকেন, তবে নিঃসন্দেহে আমার পুত্রগণের সহিত পাণ্ডুপুত্রগণের কলহ হইবে না।৫৫

অশুভ বা শুভ হউক, হিত বা অহিত হউক, সুহৃদগণের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া অনুষ্ঠিত হউক, ইহাই ভাগ্যলিপি মনে হয়।৫৬

হে ভারত! আমি, দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং তুমি—এই চারিজন যেখানে উপস্থিত থাকিব, সেখানে দৈববিহিত কোন অন্যায় হইবে না।৫৭

তুমি আজই বায়ুতুল্য শীঘ্রগামী অশ্ববাহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করত যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর।৫৮

ন বাচ্যো ব্যবসায়ো মে বিদুরৈতদ্ ব্রবীমি তে।
দৈবমেব পরং মন্যে যেনৈতদুপপদ্যতে ॥৫৯

ইত্যুক্তো বিদুরো ধীমান্ নেদমস্তীতি চিন্তয়ন্।
আপগেয়ং মহাপ্রাজ্ঞমভ্যগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ ॥৬০

হে বিদুর! তুমি আমার অভিপ্রায়ের কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিও না—ইহা তোমাকে বলিয়া দিতেছি। দৈবই বলবান, যাহার দ্বারা এইরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে।৫৯

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বিদুর দেখিলেন, ধৃতরাষ্ট্র কোন কথাই এখন শুনিবেন না—এই কথা চিন্তা করিয়া অতিদুঃখিত চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের নিকট গেলেন।৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্য্যোধনসন্তাপনামক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৯

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দুর্য্যোধনস্য স্ব-দুঃখচিন্তা-কারণবর্ণনম্]

জনমেজয় উবাচ।

কথং সমভবদ্ দ্যূতং ভ্রাতৄণাং তন্মহাত্যয়ম্।
যত্র তদ্ ব্যসনং প্রাপ্তং পাণ্ডবৈর্মে পিতামহৈঃ ॥১

কে চ তত্র সভাস্তারা রাজানো ব্রহ্মবিত্তম।
কে চৈনমন্বমোদন্ত কে চৈনং প্রত্যষেধয়ন্ ॥২

বিস্তরেণৈতদিচ্ছামি কথ্যমানং ত্বয়া দ্বিজ।
মূলং হ্যেতদ্ বিনাশস্য পৃথিব্যা দ্বিজসত্তম ॥৩

সৌতিরুবাচ।

এবমুক্তস্ততো রাজ্ঞা ব্যাসশিষ্যঃ প্রতাপবান্।
আচচক্ষেঽথ যদ্ বৃত্তং তৎ সর্ব্বং বেদতত্ত্ববিৎ ॥৪

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্য্যোধনের নিজ দুঃখ ও চিন্তার কারণবর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভ্রাতৃগণের মধ্যে মহানর্থকারিণী সেই দ্যূতক্রীড়া কিভাবে হইয়াছিল এবং আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ কিভাবে সেই বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ১

হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন! দ্যূতক্রীড়ার সময় কে কে সভাসদ্ ছিলেন? কে কে উহার অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং কে কে উহার নিষেধ করিয়াছিলেন? ২

হে ব্রহ্মন্! আপনি এই কথাগুলি বিস্তার করিয়া বলুন; কারণ, হে বিপ্রবর! এই দ্যূতই পৃথিবীর রাজগণের বিনাশের কারণ হইয়াছিল।৩

সৌতি (সূতনন্দন) বলিলেন,—রাজা জনমেজয় এই কথা বলিলে ব্যাসদেবের শিষ্য প্রতাপশালী বেদ-তত্ত্ববিদ্ বৈশম্পায়ন সেই সব বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শৃণু মে বিস্তরেণেমাং কথাং ভারতসত্তম।
ভূয় এব মহারাজ যদি তে শ্রবণে মতিঃ ॥৫
বিদুরস্য মতিং জ্ঞাত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যমুবাচ বিজনে পুনঃ ॥৬
অলং দ্যূতেন গান্ধারে বিদুরো ন প্রশংসতি।
ন হ্যসৌ সুমহাবুদ্ধিরহিতং নো বদিষ্যতি ॥৭
হিতং হি পরমং মন্যে বিদুরো যৎ প্রভাষতে।
ক্রিয়তাং পুত্র তৎ সর্বমেতন্মন্যে হিতং তব ॥৮
দেবর্ষির্বাসবগুরুর্দেবরাজায় ধীমতে।
যৎ প্রাহ শাস্ত্রং ভগবান্ বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
তদ্ বেদ বিদুরঃ সর্বং সরহস্যং মহাকবিঃ ॥৯
স্থিতস্তু বচনে তস্য সদাহমপি পুত্রক।
বিদুরো বাপি মেধাবী কুরূণাং প্রবরো মতঃ ॥১০
উদ্ধবো বা মহাবুদ্ধির্বৃষ্ণীনামর্চিতো নৃপ।
তদলং পুত্র দ্যূতেন দ্যূতে ভেদো হি দৃশ্যতে ॥১১
ভেদে বিনাশো রাজ্যস্য তৎ পুত্র পরিবর্জয়।
পিত্রা মাত্রা চ পুত্রস্য যদ্বৈ কার্য্যং পরং স্মৃতম্ ॥১২
প্রাপ্তস্ত্বমসি তন্নাম পিতৃপৈতামহং পদম্।
অধীতবান্ কৃতী শাস্ত্রে লালিতঃ সততং গৃহে ॥১৩
ভ্রাতৃজ্যেষ্ঠঃ স্থিতো রাজ্যে বিন্দসে কিং ন শোভনম্।
পৃথগ্‌জনৈরলভ্যং যদ্ ভোজনাচ্ছাদনং পরম্ ॥১৪
তৎ প্রাপ্তোঽসি মহাবাহো কস্মাচ্ছোচসি পুত্রক।
স্ফীতং রাষ্ট্রং মহাবাহো পিতৃপৈতামহং মহৎ ॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারতসত্তম মহারাজ জনমেজয়! যদি তোমার শ্রবণে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি এই কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর।৫

অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দুর্য্যোধনকে নির্জ্জনে ডাকিয়া পুনরায় বলিলেন।৬

হে গান্ধারীতনয়! দ্যূতক্রীড়ায় কোন প্রয়োজন নাই; বিদুর ইহার প্রশংসা করিতেছে না, মহাবুদ্ধিমান্ বিদুর আমাদের অহিত কখনও বলিবে না।৭

বিদুর যাহা বলিতেছে, তাহাই পরম হিতকর বলিয়া মনে করি, সুতরাং হে পুত্র! তাহার কথানুরূপ কাজ কর; তাহাতেই তোমার হিত হইবে।৮

উদারবুদ্ধি দেবর্ষি সুরগুরু ভগবান্ বৃহস্পতি যে নীতিশাস্ত্রগণ ধীমান্ ইন্দ্রকে বলিয়াছেন, রহস্যের সহিত সেই শাস্ত্র বিদুর অধ্যয়ন করিয়াছে। হে পুত্র! তাহার কথা আমি সর্ব্বদাই গ্রহণ করি। কেননা উদ্ধব যেমন বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মেধাবী, বিদুরও তেমনই কৌরবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাধবী; সুতরাং হে পুত্র দ্যূতক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই, উহাতে ভেদ (বিপদ) সৃষ্টি হয়।৯-১১

পুত্র! ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর ভেদ হইলে রাজ্যের বিনাশ হয়, সুতরাং দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ কর। পিতা ও মাতার কর্ত্তব্য হইল, পুত্রের প্রতি শিক্ষা দেওয়া, সেই জন্য আমি ঐরূপ বলিলাম।১২

তুমি পিতৃপিতামহ পরম্পরা প্রাপ্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছ। তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতী হইয়াছ এবং সতত গৃহে তুমি লালিত হইয়াছ।১৩

পুত্র! তোমারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাকে তুমি ভালচক্ষে কেন দেখিতেছ না? সাধারণ লোকের অপ্রাপ্য ভোজন ও আচ্ছাদন

নিত্যমাজ্ঞাপয়ন্ ভাসি দিবি দেবেশ্বরো যথা।
তস্য তে বিদিতপ্রজ্ঞ শোকমূলমিদং কথম্।
সমুত্থিতং দুঃখকরং যন্মে শংসিতুমর্হসি ॥১৬

দুর্য্যোধন উবাচ।

অশ্নাম্যাচ্ছাদয়ামীতি প্রপশ্যন্ প্রাপ পুরুষঃ।
নামর্ষং কুরুতে যস্তু পুরুষঃ সোঽধমঃ স্মৃতঃ ॥১৭

ন মাং প্রীণাতি রাজেন্দ্র লক্ষ্মীঃ সাধারণী বিভো।
জ্বলিতামেব কৌন্তেয়ে শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা চ বিব্যথে ॥১৮

সর্বাঞ্চ পৃথিবীঞ্চৈব যুধিষ্ঠিরবশানুগাম্।
স্থিরোঽস্মি যোঽহং জীবামি দুঃখাদেতদ্
ব্রবীমি তে ॥১৯

প্রাপ্ত হইয়াও তুমি কেন শোক করিতেছ? মহাবাহো! পিতৃ-পিতামহ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই সাম্রাজ্যের আয়তন বিপুল ও বিশাল। তুমি তাহার অধীশ্বর হইয়া স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় প্রভুত্ব লাভ করিয়াছ। তোমার বুদ্ধিও সর্বজনবিদিত, তথাপি তোমার এই দুঃখজন্য শোক কেন হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও।১৪-১৬

দুর্য্যোধন বলিলেন,—উৎকৃষ্ট ভোজন ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধানে সন্তুষ্ট হইয়া যে পাপিষ্ঠ পুরুষ অধিক ঐশ্বর্য্যশালীকে ঈর্ষা না করে, সে অধম পুরুষ।১৭

হে রাজেন্দ্র! এই সাধারণ ঐশ্বর্য্য আমার প্রীতি উৎপাদন করিতেছে না। যখনই আমি কুন্তীপুত্রের জাজ্বল্যমানা শ্রী দর্শন করিয়াছি, তখন হইতেই আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।১৮

সমস্ত পৃথিবী যুধিষ্ঠিরের বশানুগা হইয়াছে—ইহা দেখিয়াও যে আমি এখনও স্থির ও জীবিত,

আবর্জিতা ইবাভান্তি নীপাশ্চিত্রককৌকুরাঃ।
কারস্করা লোহজঙ্ঘা যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥২০

হিমবৎ-সাগরানূপাঃ সর্বে রত্নাকরাস্তথা।
অন্ত্যাঃ সর্বে পর্য্যুদস্তা যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥২১

জ্যেষ্ঠোঽয়মিতি মাং মত্বা শ্রেষ্ঠশ্চেতি বিশাম্পতে।
যুধিষ্ঠিরেণ সৎকৃত্য যুক্তো রত্নপরিগ্রহে ॥২২

উপস্থিতানাং রত্নানাং শ্রেষ্ঠানামর্ঘহারিণাম্।
নাদৃশ্যত পরঃ পারো নাপরস্তত্র ভারত ॥২৩

ন মে হস্তঃ সমভবদ্ বসু তৎ প্রতিগৃহ্নতঃ।
অতিষ্ঠন্ত ময়ি শ্রান্তে গৃহ্য দূরাহৃতং বসু ॥২৪

তাহা হইতে অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? ১৯

নীপ, চিত্রক, কুকুর, কারস্কর ও লোহজঙ্ঘ-বংশীয় রাজারা যুধিষ্ঠিরের গৃহে সেবকের ন্যায় যেন অবনত হইয়া থাকিতেন।২০

রত্নাকরবংশীয় রাজন্যবৃন্দ এবং হিমালয়, সাগর, এবং অনূপ (জলপ্রায়) দেশসমূহে বসবাসকারী অন্ত্যজ রাজারা যুধিষ্ঠিরের গৃহের দূরবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল।২১

হে রাজন্! জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সৎকার পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির আমাকে রাজগণ প্রদত্ত ধনরত্ন সংগ্রহে নিযুক্ত করিয়াছিল।২২

রত্নোপহারপ্রদানকারী রাজগণের প্রদত্ত উপহার দ্রব্যের এমন বিরাট্ রাশি হইয়াছিল যে, তাহাদের শেষ সীমা দেখা যাইতেছিল না। আমার হাত রত্নসমূহ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইতেছিল, শেষ পর্য্যন্ত আমি রত্নগ্রহণে পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম; তাই রাজারা ধন লইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন।২৩-২৪

কৃতাং বিন্দুসরোরত্নৈর্ময়েন স্ফাটিকচ্ছদাম্ ।
অপশ্যং নলিনীং পূর্ণামুদকস্যেব ভারত ॥২৫

বস্ত্রমুৎকর্ষতি ময়ি প্রাহসৎ স বৃকোদরঃ ।
শত্রোর্ঋদ্ধিবিশেষেণ বিমূঢ়ং রত্নবর্জিতম্ ॥২৬

তত্র স্ম যদি শক্তঃ স্যাং পাতয়েয়ংহং বৃকোদরম্ ।
যদি কুর্য্যাং সমারম্ভং ভীমং হন্তুং নরাধিপ ॥২৭

শিশুপাল ইবাস্মাকং গতিঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ।
সপত্নেনাবহাসো মে স মাং দহতি ভারত ॥২৮

পুনশ্চ তাদৃশীমেব বাপীং জলজশালিনীম্ ।
মত্বা শিলাসমাং তোয়ে পতিতোঽস্মি নরাধিপ ॥২৯

তত্র মাং প্রাহসৎ কৃষ্ণঃ পার্থেন সহ সুস্বরম্ ।
দ্রৌপদী চ সহ স্ত্রীভির্ব্যথয়ন্তী মনো মম ॥৩০

ক্লিন্নবস্ত্রস্য তু জলে কিঙ্করা রাজনোদিতাঃ ।
দদুর্বাসাংসি মেঽন্যানি তচ্চ দুঃখং পরং মম ॥৩১

প্রলম্ভঞ্চ শৃণুষ্বান্যদ্ বদতো মে নরাধিপ ।
অদ্বারেণ বিনির্গচ্ছন্ দ্বারসংস্থানরূপিণা ॥
অভিহত্য শিলাং ভূয়ো ললাটেনাস্মি বিক্ষতঃ ॥৩২

তত্র মাং যমজৌ দূরাদালোক্যাভিহতং তদা ।
বাহুভিঃ পরিগৃহ্ণীতাং শোচন্তৌ সহিতাবুভৌ ॥৩৩

উবাচ সহদেবস্তু তত্র মাং বিস্ময়ন্নিব ।
ইদং দ্বারমিতো গচ্ছ রাজন্নিতি পুনঃ পুনঃ ॥৩৪

ভীমসেনেন তত্রোক্তো ধৃতরাষ্ট্রাত্মজেতি চ ।
সম্বোধ্য প্রহসিত্বা চ ইতো দ্বারং নরাধিপ ॥৩৫

হে ভারত! ময়দানব বিন্দুসরোবরের রত্নসমূহে খচিত স্ফটিক নির্ম্মিত এমন পদ্ম ও জল রচনা করিয়াছে যে, আমি বস্ত্র উৎকর্ষণ করিয়া চলিতে থাকিলে বৃকোদর আমাকে রত্নশূন্য ও শত্রুর সমৃদ্ধিবিমূঢ় দেখিয়া হাসিতে লাগিল।২৫-২৬

যদি আমি সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে ভীমকে তখনই নিপাতিত করিতাম। হে রাজন্! কিন্তু তখন যদি তাহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আমার দশাও শিশুপালের মতই হইত। ভারত! শত্রুর এই উপহাস আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে।২৭-২৮

মহারাজ! আবার একটী জলময়ী পুষ্করিণীকে স্থল মনে করিয়া যেমন অগ্রসর হইয়াছি, তেমনই জলে পড়িয়া গেলাম; তাহা দেখিয়া পার্থের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবং রমণীগণের সহিত দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল; তাহাতে আমার মন অত্যন্ত ব্যথিত হইল।২৯-৩০

আমার কাপড় ভিজিয়া যাওয়ায় কিঙ্করগণ যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমাকে মহামূল্য বস্ত্রসমূহ প্রদান করিল। ইহা আমার পক্ষে আরও দুঃখদায়ক হইল।৩১

রাজন্! আমার আরও প্রমাদের কথা শুনুন; আমি অদ্বারকে দ্বার মনে করিয়া বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলে স্ফটিকের প্রস্তরে ললাটে আঘাত পাইলাম এবং ললাটে ক্ষত হইল।৩২

আমাকে এভাবে আহত হইতে দেখিয়া যমজ নকুল ও সহদেব দুই ভাই আমাকে বাহু দ্বারা জড়াইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।৩৩

আমাকে যেন বিস্মিত করিয়া সহদেব বার বার বলিতে লাগিল—"হে রাজন্! আপনি এই দিক দিয়া চলুন, এইদিকে দ্বার"।৩৪

তখন ভীম আসিয়া আমাকে 'ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ' সম্বোধন করত বলিল,—হে রাজন্! এই দিকে দরজা, ওদিকে নয়।৩৫

নামধেয়ানি রত্নানাং পুরস্তান্ন শ্রুতানি মে।
যানি দৃষ্টানি মে তস্মাং মনস্তপতি তচ্চ মে ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫০

আমি আমার সম্মুখে আনিত যে সকল রত্ন দেখিয়াছি, উহাদের নামও আমি জানিনা। এই সব কারণে আমার মন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্য্যোধনসন্তাপনামক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫০

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরায়োপহৃতানাং ধনানাং দুর্য্যোধনেন বর্ণনম্।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

যন্ময়া পাণ্ডবেয়ানাং দৃষ্টং তচ্ছৃণু ভারত।
আহৃতং ভূমিপালৈর্হি বসু মুখ্যং ততস্ততঃ ॥১

নাবিদং মূঢ়মাত্মানং দৃষ্ট্বাহং তদরেধর্নম্।
ফলতো ভূমিতো বাপি প্রতিপদ্যস্ব ভারত ॥২

ঔর্ণান্ বৈলান্ বার্ষদংশান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
প্রাবারাজিনমুখ্যাংশ্চ কাম্বোজঃ প্রদদৌ বহূন্ ॥৩

অশ্বাংস্তিত্তিরিকল্মাষাংস্ত্রিংশতং শুকনাসিকান্।
উষ্ট্রবামীস্ত্রিশতঞ্চ পুষ্টাঃ পীলুশমীঙ্গুদৈঃ ॥৪

গোবাসনা ব্রাহ্মণাশ্চ দাসনীয়াশ্চ সর্বশঃ।
প্রীত্যর্থং তে মহারাজ ধর্মরাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥৫

ত্রিখর্বং বলিমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ।
ব্রাহ্মণা বাটধানাশ্চ গোমন্তঃ শতসঙ্ঘশঃ ॥৬

কমণ্ডলূনুপাদায় জাতরূপময়াঞ্ছুভান্।
এবং বলিং সমাদায় প্রবেশং লেভিরে ন চ ॥৭

(যশ্চ স দ্বিজমুখ্যেন রাজ্ঞঃ শঙ্খো নিবেদিতঃ।
প্রীত্যা দত্তঃ কুণিন্দেন ধর্মরাজায় ধীমতে ॥

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত উপহার প্রভৃতি বস্তুসমূহের বর্ণন।]

দুর্যোধন বলিলেন,—হে ভারত। পাণ্ডবগণের জন্য যে সকল উত্তম ধনরত্ন উপহাররূপে রাজারা আহরণ করিয়াছিল, আমি তাহার বর্ণনা করিতেছি—শুনুন।১

শত্রুর যে ধনরত্ন দেখিয়া বিমূঢ়ভাবশত. নিজ স্বরূপকে বিস্মিত হইয়াছিলাম, ফলজাত বস্ত্র প্রভৃতি ও ভূমিজাত রত্ন প্রভৃতি সেই ধনের কথা আপনি অবগত হউন।২

ঔর্ণ (মেষলোম), বৈল (বিড়াললোম) ও বার্ষদংশ (মূষিকলোম) জাত সুবর্ণবর্ণ শ্রেষ্ঠ বহুবস্ত্র ও অজিন কাম্বোজরাজ প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি তিত্তির ও কল্মাষদেশীয় শুকের ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট অশ্ব এবং পীলু, সমী ও ইঙ্গুদীফলে হৃষ্টপুষ্ট তিনশত উষ্ট্র ও বামী (অশ্বতর) প্রদান করিয়াছেন ৩-৪

হে মহারাজ। গোসেবী ও দাসযোগ্য ব্রাহ্মণগণ মহাত্মা ধর্ম্মরাজের প্রীতির জন্য ত্রিখর্ব্ব গোধন উপহার লইয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়াও দ্বারিকর্ত্তৃক

তং সর্ব্বে ভ্রাতারো ভ্রাত্রে দদুঃ শঙ্খং কিরীটিনে।
তং প্রত্যগৃহ্লাদ্ বীভৎসুস্তোয়জং হেমমালিনম্॥

চিতং নিষ্কসহস্রেণ ভ্রাজমানং স্বতেজসা।
রুচিরং দর্শনীয়ঞ্চ ভূষিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥

অধারয়চ্চ ধর্ম্মশ্চ তং নমস্য পুনঃ পুনঃ।
যোহন্নদানে নদতি স ননাদাধিকং তদা।
প্রণাদাদ্ ভূমিপাস্তস্য পেতুর্হীনাঃ স্বতেজসা॥

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পাণ্ডবাশ্চ সাত্যকিঃ কেশবোহষ্টমঃ।
সত্ত্বস্থাঃ শৌর্য্যসম্পন্না অন্যোন্যপ্রিয়কারিণঃ।
বিসংজ্ঞান্ ভূমিপান্ দৃষ্ট্বা মাঞ্চ তে প্রাহসংস্তদা

ততঃ প্রহৃষ্টো বীভৎসুরদদাদ্ধেমশৃঙ্গিণঃ।
শতান্যনডুহাং পঞ্চ দ্বিজমুখ্যায় ভারত॥

সুমুখেন বলির্মুখ্যঃ প্রেষিতোহজাতশত্রবে।
কুনিন্দেন হিরণ্যঞ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ॥

কাশ্মীররাজো মার্দ্বীকং শুদ্ধঞ্চ রসবন্মধু।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় পাণ্ডবায়াভ্যুপাহরৎ॥

যবনা হয়ানুপাদায় পর্ব্বতীয়ান্ মনোজবান্।
আসনানি মহার্হাণি কম্বলাংশ্চ মহাধনান্॥

নবান্ বিচিত্রান্ সূক্ষ্মাংশ্চ পরার্দ্ধ্যান্ সুপ্রদর্শনান্।
অন্যচ্চ বিবিধং রত্নং দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ॥

শ্রুতায়ুরপি কালিঙ্গো মণিরত্নমনুত্তমম্।
দক্ষিণাৎ সাগরাভ্যাসাৎ প্রাবারাংশ্চ পরঃশতান্॥

ঔদকানি সরত্নানি বলিং চাদায় ভারত।
অন্যেভ্যো ভূমিপালেভ্যঃ পাণ্ডবায় ন্যবেদয়ৎ॥

দার্দ্দুরং চন্দনং মুখ্যং ভারান্ ষণ্নবতিং ধ্রুবম্।
পাণ্ডবায় দদৌ পাণ্ড্যঃ শঙ্খাংস্তাবত এব চ॥

চন্দনাগরু চানন্তং মুক্তাবৈদূর্য্যচিত্রকাঃ।
চোলশ্চ কেরলশ্চোভৌ দদতুঃ পাণ্ডবায় বৈ॥

নিবারিত হইয়া প্রবেশ করিতে পারে নাই। বটধানদেশীয় গোধনবিশিষ্ট শত শত ব্রাহ্মণ মঙ্গলময় সুবর্ণ নির্ম্মিত কমণ্ডলুসমূহ লইয়া দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে নাই।৫-৭

(দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুনিন্দ প্রীতির সহিত ধর্ম্মরাজকে যে অপূর্ব্ব শঙ্খটী প্রদান করিয়াছেন, ভ্রাতৃগণ কিরীটীকে (অর্জ্জুনকে) উহা দিয়াছেন এবং বীভৎসু হেমমালায় অলঙ্কৃত সেই জলজ শঙ্খ গ্রহণ করিল।

বিশ্বকর্ম্মাকর্তৃক সহস্র সুবর্ণের দ্বারা পরিশোভিত নিজতেজে দীপ্ত, সুন্দর ও রমণীয় সেই শঙ্খকে ধর্ম্মরাজ পুনঃ পুনঃ নমস্কার করত গ্রহণ করিলেন। ঐ শঙ্খ অন্নদানের সময় শব্দ করিতেছিল এবং সেই সময় আরও অধিক উচ্চৈঃ স্বরে শব্দ করিতেছিল।

সেই শব্দ শুনিয়া রাজগণ তেজোহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল; তেজ ও শৌর্য্য সম্পন্ন পরস্পরের প্রিয়কারী পঞ্চ পাণ্ডব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই রাজগণও আমাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন।

হে ভারত। অনন্তর বীভৎসু (অর্জ্জুন) আনন্দিত হইয়া সুবর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গবিশিষ্ট পাঁচশত বৃষ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

অজাতশত্রুকে (যুধিষ্ঠিরকে) সুমুখনামক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ উপহার, কুনিন্দ বহু হিরণ্য ও বস্ত্র এবং কাশ্মীররাজ মৃদু, শুদ্ধ সুরস মধু ও অন্যান্য বহু মূল্যবান্ উপহারসমূহ প্রদান করিয়াছেন।

যবনগণ মনতুল্যবেগসম্পন্ন পার্ব্বত্য অশ্বসমূহ মহামূল্য আসনসমূহ, বহুমূল্য সূক্ষ্ম, নূতন, রমণীয় পরার্দ্ধসংখ্যক বিচিত্র কম্বলসমূহ এবং অন্যান্য রত্ন উপহার লইয়া দ্বারে নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল।

অশ্মকো হেমশৃঙ্গীশ্চ দোগ্ধ্রীর্হেমবিভূষিতাঃ।
সবৎসাঃ কুম্ভদোহাশ্চ গাঃ সহস্রাণ্যদাদ্ দশ ॥
সৈন্ধবানাং সহস্রাণি হয়ানাং পঞ্চবিংশতিম্।
অদদাৎ সৈন্ধবো রাজা হেমমাল্যৈরলঙ্কৃতান্ ॥
সৌবীরো হস্তিভির্যুক্তান্ রথাংশ্চ ত্রিশতাবরান্।
জাতরূপপরিষ্কারান্ মণিরত্নবিভূষিতান্ ॥
মধ্যন্দিনার্কপ্রতিমাংস্তেজসা প্রতিমানিব।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় পাণ্ডবায় ন্যবেদয়ৎ ॥
অবন্তিরাজো রত্নানি বিবিধানি সহস্রশঃ।
হারাঙ্গদাংশ্চ মুখ্যান্ বৈ বিবিধঞ্চ বিভূষণম্ ॥
দাসীনামযুতঞ্চৈব বলিমাদায় ভারত।
সভাদ্বারি নরশ্রেষ্ঠ দিদৃক্ষুরবতিষ্ঠতে ॥
দশার্ণশ্চেদিরাজশ্চ শূরসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় পাণ্ডবায় ন্যবেদয়ৎ।
কাশিরাজেন হৃষ্টেন বলী রাজন্ নিবেদিতঃ ॥
অশীতিগোসহস্রাণি শতান্যষ্টৌ চ দন্তিনাম্।
বিবিধানি চ রত্নানি কাশিরাজো বলিং দদৌ ॥
কৃতক্ষণশ্চ বৈদেহঃ কৌসলশ্চ বৃহদ্বলঃ।
দদতুর্বাজিমুখ্যাংশ্চ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥
শৈব্যো বসাতিভিঃ সার্দ্ধং ত্রিগর্ত্তো মালবৈঃ সহ।
তস্মৈ রত্নানি দদতুরেকৈকো ভূমিপোঽমিতম্ ॥
হারাংস্তু মুক্তান্ মুখ্যাংশ্চ বিবিধঞ্চ বিভূষণম্।)

শতং দাসীসহস্রাণাং কার্পাসিকনিবাসিনাম্ ॥৮

শ্যামাস্তন্ব্যো দীর্ঘকেশ্যো হেমাভরণভূষিতাঃ।
শূদ্রা বিপ্রোত্তমার্হাণি রাঙ্কবাণ্যজিনানি চ ॥৯

বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় ভরুকচ্ছনিবাসিনঃ।
উপনিন্যুর্মহারাজ হয়ান্ গান্ধারদেশজান্ ॥১০

ইন্দ্রকৃষ্টৈর্বর্তয়ন্তি ধান্যৈর্যে চ নদীমুখৈঃ।
সমুদ্রনিষ্কুটে জাতাঃ পারেসিন্ধু চ মানবাঃ ॥১১

কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ু উত্তম মণিরত্ন, দক্ষিণ মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী দেশে উৎপন্ন শত শত উত্তরীয় এবং অন্যান্য রাজগণের নিকট হইতে আহৃত রত্নের সহিত জলজাত উপহারসমূহ পাণ্ডুতনয়কে প্রদান করিয়াছেন।

পাণ্ড্যরাজ ছিয়ানব্বই গাড়ী পরিমিত দার্দ্দুর ও চন্দন কাষ্ঠ এবং সেই পরিমাণ শঙ্খ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছেন।

চোলাধিপতি ও কেরলাধিপতি অপরিমিত চন্দন ও অগুরু এবং মুক্তা, বৈদূর্য্য ও বিচিত্রপ্রকার মণি ও রত্নসমূহ পাণ্ডুতনয়কে প্রদান করিয়াছেন।

মহারাজ অশ্মক সুবর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গবিশিষ্ট সুবর্ণ মাল্যপরিহিত সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী, সিন্ধুরাজ সুবর্ণমাল্য পরিহিত পঁচিশ হাজার সিন্ধুদেশীয় অশ্ব এবং সৌবীরাধিপতি সুবর্ণমণ্ডিত, মণিরত্নবিভূষিত, মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যতুল্য দীপ্তিবিশিষ্ট হস্তিবাহিত তিন শতের অধিক রথ পাণ্ডুনন্দনকে প্রদান করিয়াছেন।

অবন্তিরাজ সহস্র বিবিধ প্রকার রত্ন, হার ও অঙ্গদ প্রভৃতি নানা প্রকার অলঙ্কার এবং দশ হাজার দাসী আনিয়া সভাদ্বারে যুধিষ্ঠিরের দর্শন লাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

দশার্ণ দেশের অধিপতি, চেদিরাজ ও বীর্য্যবান্ শূরসেন—ইহারা নানা প্রকার বলি (উপহার), কাশিরাজ সন্তুষ্টচিত্তে আশী হাজার গাভী, এক শত আট হাতী এবং বিবিধ প্রকার রত্ন বলিরূপে, কৃতক্ষণ, বৈদেহ, কৌশল ও বৃহদ্বল প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ চৌদ্দ হাজার শ্রেষ্ঠ অশ্ব এবং রাজা শৈব্য বসদেশীয় পুরুষগণের সহিত ও ত্রিগর্ত্ত মালবদেশীয় জনগণ সহ প্রত্যেকে অপরিমিত রত্নসমূহ এবং হার মুক্তা প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছেন।)

তে বৈরামাঃ পারদাশ্চ আভীরাঃ কিতবৈঃ সহ।
বিবিধং বলিমাদায় রত্নানি বিবিধানি চ ॥১২

অজাবিকং গোহিরণ্যং খরোষ্ট্রং ফলজং মধু।
কম্বলান্ বিবিধাংশ্চৈব দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥১৩

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ শূরো ম্লেচ্ছানামধিপো ধনী।
যবনৈঃ সহিতো রাজা ভগদত্তো মহারথঃ ॥১৪

আজানেয়ান্ হয়াংশ্চীঘ্রানাদায়ানিলরংহসঃ।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় দ্বারি তিষ্ঠতি বারিতঃ ॥১৫

অশ্মসারময়ং ভাণ্ডং শুদ্ধদন্তৎসরূনসীন্।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপো দত্ত্বা ভগদত্তোঽব্রজৎ
তদা ॥১৬

দ্ব্যক্ষাংস্ত্র্যক্ষাল্ললাটাক্ষান্ নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতান্।
ঔষ্ণীকানন্তবাসাংশ্চ রোমকান্ পুরুষাদকান্ ॥১৭

একপাদাংশ্চ তত্রাহমপশ্যং দ্বারিবারিতান্।
রাজানো বলিমাদায় নানাবর্ণাননেকশঃ ॥১৮

কৃষ্ণগ্রীবান্ মহাকায়ান্ রাসভান্ দূরপাতিনঃ।
আজহ্রুর্দশসাহস্রান্ বিনীতান্ দিক্ষু বিশ্রুতান্ ॥১৯

প্রমাণরাগসম্পন্নান্ বঙ্‌ক্ষুতীরসমুদ্ভবান্।
বল্যর্থং দদতস্তস্মৈ হিরণ্যং রজতং বহু ॥২০

দত্ত্বা প্রবেশং প্রাপ্তাস্তে যুধিষ্ঠিরনিবেশনে।
ইন্দ্রগোপকবর্ণাভাঞ্ছুকবর্ণান্ মনোজবান্ ॥২১

তথৈবেন্দ্রায়ুধনিভান্ সন্ধ্যাভ্রসদৃশানপি।
অনেকবর্ণানারণ্যান্ গৃহীত্বাশ্বান্ মহাজবান্ ॥২২

জাতরূপমনর্ঘ্যঞ্চ দদুস্তস্যৈকপাদকাঃ।
চীনাঞ্ছকাংস্তথা চৌড্রান্ বর্বরান্ বনবাসিনঃ ॥২৩

বার্ষ্ণেয়ান্ হারহূণাংশ্চ কৃষ্ণান্ হৈমবতাংস্তথা।
নীপানূপানধিগতান্ বিবিধান্ দ্বারবারিতান্ ॥২৪

ভরু ও কচ্ছদেশীয় শূদ্রগণ কার্পাসিক দেশনিবাসিনী সুন্দরী, তন্বী, দীর্ঘকেশী, সুবর্ণালঙ্কার পরিশোভিতা এক লক্ষ দাসী এবং সিন্ধুনদীর পরপারে সমুদ্রের নিকট অবস্থানকারী বৈরাম, পারদ, আভীর এবং কিতবগণ বিবিধ প্রকার রত্নসমূহ, ছাগ, মেষ, গো, হিরণ্য, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ফলজাত মধু এবং বিবিধ প্রকার বহু কম্বল লইয়া দ্বারে নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল।৮-১৩

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতি, বীর ম্লেচ্ছ রাজ্যের রাজা ও মহারথ ভগদত্ত যবনগণের সহিত বায়ুতুল্য শীঘ্রগামী অশ্বসমূহ, পাথরের পাত্রসমূহ এবং শুভ্র-হস্তিদন্ত নির্ম্মিত কোষবদ্ধ অসিসমূহ গ্রহণ করত দ্বারে নিবারিত হইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন এবং পরে ঐ বস্তুসমূহ দান করত প্রস্থান করিলেন।১৪-১৬

দ্বিলোচন, ত্রিলোচন, ললাটাক্ষ, উষ্ণীক, অন্তবাস, রোমক, পুরুষাদক ও একপাদ দেশীয় নানা প্রকার রাজগণকে দ্বারে নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতে নিজ চোখে দেখিলাম। তাহারা নানাবর্ণের কৃষ্ণগ্রীবাবিশিষ্ট মহাকায়, দূরগামী প্রখ্যাত দশ হাজার সুশিক্ষিত গর্দ্দভ ও বহু সুবর্ণ যুধিষ্ঠিরকে দান করিয়া প্রবেশের অধিকার পাইলে তাঁহারা বহুতর স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা, প্রচুর মৌলিক স্বর্ণ ও বঙ্‌ক্ষুনদীর তীরজাত গর্দ্দভ উপহাররূপে দান করিলেন।

ইন্দ্রগোপের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, মনোবেগসম্পন্ন, ইন্দ্রায়ুধতুল্য ও সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, নানাবর্ণের আরণ্যক অশ্বসমূহ এবং বহু মহামূল্য সুবর্ণ দান করিতে ইচ্ছুক এমন বহু চৈনিক, শক, চৌড্র, বনবাসী বর্বর, বৃষ্ণিদেশ হার হূণ, কৃষ্ণবর্ণ হিমালয়বাসী, জলময়দেশবাসী বহু ম্লেচ্ছকে দ্বারে নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতে দেখিলাম।১৭-২৪

বল্যর্থং দদতস্তস্য নানারূপাননেকশঃ
কৃষ্ণগ্রীবান্ মহাকায়ান্ রাসভাঞ্ছতপাতিনঃ
অহার্ষুর্দশসাহস্রান্ বিনীতান্ দিক্ষু বিশ্রুতান্ ॥২৫

প্রমাণরাগস্পর্শাঢ্যং বাহ্লীচীনসমুদ্ভবম্ ।
ঔর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব কীটজং পট্টজং তথা ॥২৬

কুটীকৃতং তথৈবাত্র কমলাভং সহস্রশঃ ।
শ্লক্ষ্ণং বস্ত্রমকার্পাসমাবিকং মৃদু চাজিনম্ ॥২৭

নিশিতাংশ্চৈব দীর্ঘাসীনৃষ্টিশক্তি-পরশ্বধান্ ।
অপরান্তসমুদ্ভূতাংস্তথৈব পরশূংস্তান্ ॥২৮

রসান্ গন্ধাংশ্চ বিবিধান্ রত্নানি চ সহস্রশঃ ।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥২৯

শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ রোমশাঃ শৃঙ্গিণো নরাঃ ।
মহাগজান্ দূরগমান্ গণিতানর্ব্বুদান্ হয়ান্ ॥৩০

শতশশ্চৈব বহুশঃ সুবর্ণং পদ্মসম্মিতম্ ।
বলিমাদায় বিবিধং দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥৩১

আসনানি মহার্হাণি যানানি শয়নানি চ ।
মণিকাঞ্চন-চিত্রাণি গজদন্তময়ানি চ ॥৩২

কবচানি বিচিত্রাণি শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
রথাংশ্চ বিবিধাকারাঞ্জাতরূপপরিষ্কৃতান্ ॥৩৩

হয়ৈর্বিনীতৈঃ সম্পন্নান্ বৈয়াঘ্রপরিবারিতান্ ।
বিচিত্রাংশ্চ পরিস্তোমান্ রত্নানি বিবিধানি চ ॥৩৪

নারাচানর্দ্ধনারাচাঞ্ছস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
এতদ্ দত্ত্বা মহদ্ দ্রব্যং পূর্ব্বদেশাধিপা নৃপাঃ ।
প্রবিষ্টা যজ্ঞসদনং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধন-সন্তাপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১

তাহারা বলিরূপে কৃষ্ণগ্রীব, মহাকায় শত-ক্রোশগামী সুশিক্ষিত ও সর্ব্বদিক বিখ্যাত দশ হাজার গর্দ্দভও সঙ্গে আনিয়াছিল।২৫

শক, তুষার, কঙ্ক; রোমশ শৃঙ্গী প্রভৃতি দেশীয় বহু ম্লেচ্ছ রাজা ঔর্ণ, রাঙ্কব, কীটজ, পট্টজ, অসংখ্য কোমল বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র, ভেড়ার লোমের কম্বল, বহু কোমল অজিন, (চর্ম) তীক্ষ্ণ ও দীর্ঘ অসিসমূহ ও ঋষ্টি, শক্তি, তীক্ষ্ণ পরশুসমূহ, বিবিধ রস ও গন্ধসমূহ আনিয়া দ্বারে নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

দূরগামী মহাগজসমূহ, দশ কোটি অশ্ব এবং শত শত পদ্মাকৃতি সুবর্ণ উপহার লইয়া দ্বারে অবস্থিত দেখিলাম।২৬-৩১

মহামূল্য আসন, যান, শয্যা, মণি ও কাঞ্চনে চিত্রিত গজদন্ত নির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন আকারের সুবর্ণমণ্ডিত রথসমূহ, বহু সুশিক্ষিত অশ্ব, বিবিধ রত্ন, নারাচ, অর্দ্ধনারাচ নানা প্রকার বিবিধ শস্ত্রসমূহ উপহার প্রদান করিয়া পূর্ব্বদেশীয় নৃপতিগণ পাণ্ডবের যজ্ঞভূমিতে প্রবেশের অধিকার পাইলেন।৩২-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্য্যোধনসন্তাপ নামক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫১

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরায় উপহৃতবস্তূনাং দুর্য্যোধনেন বর্ণনম্।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

দায়ন্তু বিবিধং তস্মৈ শৃণু মে গদতোঽনঘ।
যজ্ঞার্থং রাজভির্দত্তং মহান্তং ধনসঞ্চয়ম্ ॥১

মেরুমন্দরয়োর্মধ্যে শৈলোদামভিতো নদীম্।
যে তে কীচকবেণূনাং ছায়াং রম্যামুপাসতে ॥২

খসা একাসনা হ্র্হাঃ প্রদরা দীর্ঘবেণবঃ।
পারদাশ্চ কুলিন্দাশ্চ তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ ॥৩

তদ্ বৈ পিপীলিকং নাম উদ্ধৃতং যৎ পিপীলিকৈঃ
জাতরূপং দ্রোণমেয়মহার্ষুঃ পুঞ্জশো নৃপাঃ ॥৪

কৃষ্ণাঁল্ললামাংশ্চমরাঞ্ছুক্লাংশ্চান্যাঞ্ছশিপ্রভান্।
হিমবৎপুষ্পজঞ্চৈব স্বাদু ক্ষৌদ্রং তথা বহু ॥৫

উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চাপ্যপোঢ়ং মাল্যমম্বুভিঃ।
উত্তরাদপি কৈলাসাদোষধীঃ সুমহাবলাঃ ॥৬

পার্ব্বতীয়া বলিং চান্যমাহৃত্য প্রণতাঃ স্থিতাঃ।
অজাতশত্রোর্নৃপতের্দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥৭

যে পরার্দ্ধে হিমবতঃ সূর্য্যোদয়গিরৌ নৃপাঃ।
কারূষে চ সমুদ্রান্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ যে ॥৮

ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্ম্মবাসসঃ।
ক্রূরশস্ত্রাঃ ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ পশ্যাম্যহং প্রভো ॥৯

চন্দনাগুরুকাষ্ঠানাং ভারান্ কালীয়কস্য চ।
চর্ম্মরত্নসুবর্ণানাং গন্ধানাং চৈব রাশয়ঃ ॥১০

কৈরাতকীনামযুতং দাসীনাঞ্চ বিশাম্পতে।
আহৃত্য রমণীয়ার্থান্ দূরজান্ মৃগপক্ষিণঃ ॥১১

নিচিতং পর্ব্বতেভ্যশ্চ হিরণ্যং ভূরিবর্চসম্।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ ॥১২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উপহাররূপে প্রদত্ত বস্তুসমূহের ঐশ্বর্য্য বর্ণন।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—নিষ্পাপ রাজন্! যজ্ঞের নিমিত্ত রাজগণ প্রদত্ত যে মহান্ ধনসঞ্চয় হইয়াছিল, উহা বহুবিধ বলিতেছি শ্রবণ করুন।১

মেরু ও মন্দর পর্বতের মধ্যবর্ত্তী শৈলোদা নদীর নিকটে কীচক ও বেণুবনের রমণীয়া ছায়া যাহারা সেবন করে, সেই খস, একাসন, অর্হ, প্রদর, দীর্ঘবেণু, পারদ, কুলিন্দ, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ প্রভৃতি ম্লেচ্ছপ্রায় পুরুষগণ পিপীলিকা কর্ত্তৃক পিপীলকনামক সুবর্ণ অনুসরণ করিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রচুর সুবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদের সেই ধনভাণ্ডার হইতে এক দ্রোণ পরিমিত পুঞ্জ পুঞ্জ সুবর্ণ আনিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়াছে।২-৪

পর্ব্বতীয় ম্লেচ্ছ রাজগণ কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ চন্দ্রতুল্য রমণীয় চমরী গাভীসমূহ, হিমালয়ের পুষ্প হইতে উৎপন্ন মধু, চামরী গাভী, উত্তর কুরু হইতে জলজাত অম্লান পদ্মে রচিত মাল্যসমূহ এবং উত্তর কৈলাস হইতে মহাবলশালিনী ওষধিসমূহ আহরণ পূর্ব্বক অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরের দ্বারে নিবারিত ও প্রণত হইয়া অবস্থান করিতে-ছিল।৫-৭

যে সকল রাজা হিমালয়ের অপরপার্শ্বে উদয় পর্ব্বতে এবং সমুদ্রের প্রান্তবর্ত্তী করূষদেশে ও লোহিত সাগরের নিকটে বাস করে, আর যে সকল কিরাত নৃপতি ফলমূল ভোজন করে, চর্ম্মের বস্ত্র পরিধান করে, ভীষণ অস্ত্র ধারণ করে এবং নৃশংস কার্য্য করে, হে প্রভো! আমি তাহাদিগকেও দেখিয়াছি।৮-৯

গাড়ী গাড়ী চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠ, চর্ম্ম, রত্ন, সুবর্ণ ও গন্ধদ্রব্যের রাশি, দশ হাজার কিরাতী দাসী, মনোহর বহু বিলাস দ্রব্য, দূরজাত মৃগ ও পক্ষিসমূহ এবং পর্ব্বতসমূহ হইতে আহৃত বহু

কৈরাতা দরদা দর্বাঃ শূরা বৈ যমকাস্তথা।
ঔদুম্বরা দুর্বিভাগাঃ পারদা বাহ্লিকৈঃ সহ ॥১৩

কাশ্মীরাশ্চ কুমারাশ্চ ঘোরকা হংসকায়নাঃ।
শিবিত্রিগর্তযৌধেয়া রাজন্যা ভদ্রকেকয়াঃ ॥১৪

অম্বষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তার্ক্ষ্যা বস্ত্রপাঃ পহ্লবৈঃ সহ।
বশাতলাশ্চ মৌলেয়াঃ সহ ক্ষুদ্রকমালবৈঃ ॥১৫

শৌণ্ডিকাঃ কুকুরাশ্চৈব শকাশ্চৈব বিশাম্পতে।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ শাণবত্যা গয়াস্তথা ॥১৬

সুজাতয়ঃ শ্রেণিমন্তঃ শ্রেয়াংসঃ শস্ত্রধারিণঃ।
অহার্যুঃ ক্ষত্রিয়া বিত্তং শতশোঽজাতশত্রবে ॥১৭

বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা ॥১৮

কর্ণ-প্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ ॥১৯

ঈষাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান্ কুথাবৃতান্।
শৈলাভান্ নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ ॥২০

দত্ত্বৈকৈকো দশ শতান্ কুঞ্জরান্ কবচাবৃতান্।
ক্ষমাবন্তঃ কুলীনাশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তদা ॥২১

এতে চান্যে চ বহবো গণা দিগ্‌ভ্যঃ সমাগতাঃ।
অন্যৈশ্চোপাহৃতান্যত্র রত্নানীহ মহাত্মভিঃ ২২

রাজা চিত্ররথো নাম গন্ধর্বো বাসবানুগঃ।
শতানি চত্বার্যদদদ্ধয়ানাং বাতরংহসাম্ ॥২৩

তুম্বুরুস্তু প্রমুদিতো গন্ধর্বো বাজিনাং শতম্।
আম্রপত্রসবর্ণানামদদাদ্ধেমমালিনাম্ ॥২৪

কৃতী রাজা চ কৌরব্য শূকরাণাং বিশাম্পতে।
অদদাদ্ গজরত্নানাং শতানি সুবহূন্যথ ॥২৫

বিরাটেন তু মৎস্যেন বল্যর্থং হেমমালিনাম্।
কুঞ্জরাণাং সহস্রে দ্বে মত্তানাং সমুপাহৃতে ॥২৬

অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ উপহাররূপে লইয়া দ্বারে নিবারিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।১০-১২

কিরাত, দরদ, দর্ব্ব, বীর যমকগণ, ঔদুম্বর, দুর্বিভাগ, পারদ, বাহ্লিক, কাশ্মীর, কুমার, ঘোরক, হংসকায়ন, শিবি, ত্রিগর্ত্তদেশীয় যুদ্ধকুশল রাজন্যবৃন্দ, ভদ্র, কেকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তার্ক্ষ্য, বস্ত্রপ, পহ্লব, বশাতল, মৌলেয়, ক্ষুদ্রমালব, শৌণ্ডিক, কুকুর, শক, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, শাণবত্য, গয় এবং সুজাতি প্রভৃতি শস্ত্রধারী শ্রেষ্ঠ রাজগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত শত ধন আনিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে দিয়াছে।১৩-১৭

ভারত! বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ, শৈশব এবং কর্ণপ্রাবরণ দেশের রাজগণ শ্রেষ্ঠ উপহার সমূহ লইয়া যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞমণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হইলে মহারাজের আদেশে দ্বারপাল তাহাদিগকে বলিল—"সময় হইলে আপনারা দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিবেন।১৮-১৯

তাহারা কুলীন হইলেও দ্বারপালের ঐরূপ ব্যবহার ক্ষমা করিল এবং প্রত্যেকে ঈষাতুল্য দন্তবিশিষ্ট, হেমকক্ষ, পদ্মবর্ণ, পর্ব্বততুল্য নিত্যমত্ত কাম্যকসরোবর সমীপবর্ত্তী বনবাসী এক হাজার হস্তী উপহারস্বরূপ দান করত তবে তাহারা দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিল! এইরূপ আরও অনেক হস্তী ও নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত রাজগণ বহু ধন উপহার দিয়াছে।২০-২২

ইন্দ্রের অনুগামী চিত্ররথনামক গন্ধর্ব্বরাজ বায়ুতুল্য বেগশালী চারিশত অশ্ব উপহার দিলেন।২৩

তুম্বুরুনামক গন্ধর্ব্ব আম্রপত্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণমাল্যধারী এক শত অশ্ব উপহার দিয়াছেন। ৪

পাংশুরাষ্ট্রাদ্ বসুদানো রাজা ষড়্‌বিংশতিং গজান্
অশ্বানাঞ্চ সহস্রে দ্বে রাজন্ কাঞ্চনমালিনাম্ ॥২৭
জবসত্ত্বোপপন্নানাং বয়স্থানাং নরাধিপ।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় পাণ্ডবেভ্যো ন্যবেদয়ৎ ॥২৮
যজ্ঞসেনেন দাসীনাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
দাসানামযুতং চৈব সদারাণাং বিশাম্পতে।
গজযুক্তা মহারাজ রথাঃ ষড়্‌বিংশতিস্তথা ॥২৯
রাজ্যঞ্চ কৃৎস্নং পার্থেভ্যো যজ্ঞার্থং বৈ নিবেদিতম্।
বাসুদেবোঽপি বার্ষ্ণেয়ো মানং কুর্বন্ কিরীটিনঃ ॥৩০
অদদাদ্ গজমুখ্যানাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
আত্মা হি কৃষ্ণঃ পার্থস্য কৃষ্ণস্যাত্মা ধনঞ্জয়ঃ ॥৩১
যদ্ ব্রূয়াদর্জুনঃ কৃষ্ণং সর্বং কুর্য্যাদসংশয়ম্।
কৃষ্ণো ধনঞ্জয়স্যার্থে স্বর্গলোকমপি ত্যজেৎ ॥৩২
তথৈব পার্থঃ কৃষ্ণার্থে প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।
সুরভীংশ্চন্দনরসান্ হেমকুম্ভসমাস্থিতান্ ॥৩৩
মলয়াদ্ দর্দুরাচ্চৈব চন্দনাগুরুসঞ্চয়ান্।
মণিরত্নানি ভাস্বন্তি কাঞ্চনং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্ ॥৩৪
চোলপাণ্ড্যাবপি দ্বারং ন লেভাতে হ্যুপস্থিতৌ।
সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাসঙ্ঘাংস্তথৈব চ ॥৩৫
শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্।
সংবৃতা মণিচীরৈস্তু শ্যামাস্তাম্রান্তলোচনাঃ ॥৩৬
তা গৃহীত্বা নরাস্তত্র দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ।
প্রীত্যর্থং ব্রাহ্মণাশ্চৈব ক্ষত্রিয়াশ্চ বিনির্জিতাঃ ॥৩৭
উপাজহ্রুর্বিশশ্চৈব শূদ্রাঃ শুশ্রূষবস্তথা।
প্রীত্যা চ বহুমানচ্চাপ্যুপাগচ্ছন্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৮

হে রাজন্! হে কৌরব্য! কৃতীনামক রাজা বহু শত শূকর হস্তী এবং রাজা বিরাট্ হেমমালাধারী দুই হাজার মত্ত হস্তী বলিরূপে প্রদান করিয়াছেন।২৫-২৬

হে রাজন্! পাংশুরাষ্ট্র হইতে আগত রাজা বসুদান ছাব্বিশটী হস্তী এবং সুবর্ণমাল্যধারী বেগ ও বলসম্পন্ন দুই হাজার যৌবন প্রাপ্ত অশ্ব অন্যান্য উপহার দ্রব্য পাণ্ডবগণকে প্রদান করিয়াছেন।২৭-২৮

হে রাজন্! রাজা যজ্ঞসেন চৌদ্দ হাজার দাসী, দশ হাজার সস্ত্রীকদাস, ছাব্বিশটী হস্তিযুক্ত রথ এবং নিজের সমগ্র রাজ্য যজ্ঞার্থ পার্থগণকে উপহার দিয়াছেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস বাসুদেবও কিরীটির (অর্জ্জুনের) সম্মান রক্ষার জন্য চৌদ্দ হাজার শ্রেষ্ঠ হস্তী উপহার দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনের আত্মা, অর্জ্জুনও তেমনই শ্রীকৃষ্ণের আত্মা।২৯-৩১

অর্জ্জুন যাহা বলিবে, শ্রীকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে তাহা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের জন্য স্বর্গলোকও ত্যাগ করিতে পারেন।৩১

আবার ধনঞ্জয়ও শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারে। সুবর্ণকুম্ভে স্থাপিত সুগন্ধি চন্দনসার, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত হইতে আহৃত চন্দন ও অগুরুরাশি, দীপ্তিময় মণি ও রত্নসমূহ, সুবর্ণ ও সূক্ষ্মবস্ত্রসমূহ লইয়া উপস্থিত চোল ও পাণ্ড্যরাজ দ্বারে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। সমুদ্রের সাররত্ন বৈদূর্য্য ও মুক্তাসমূহ এবং শত শত কুথ (হস্তীর পিঠের আচ্ছাদন বস্ত্র) লইয়া মণিময় বস্ত্র পরিহিত শ্যামবর্ণ ও তাম্রবর্ণ লোচনবিশিষ্ট সিংহলদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ দ্বারদেশে নিবারিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণ, বিজিত ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্য ও শুশ্রূষু শূদ্রগণ প্রীতির সহিত বহুমানপুরঃসর উপহার লইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন।৩২-৩৮

সর্বে ম্লেচ্ছাঃ সর্ববর্ণা আদিমধ্যান্তজাস্তথা।
নানাদেশসমুত্থৈশ্চ নানাজাতিভিরেব চ ॥৩৯
পর্য্যস্ত ইব লোকোঽয়ং যুধিষ্ঠিরনিবেশনে।
উচ্চাবচানুপগ্রাহান্ রাজভিঃ প্রাপিতান্ বহূন্ ॥৪০
শত্রূণাং পশ্যতো দুঃখান্মুমূর্ষা মে ব্যজায়ত।
ভৃত্যাস্তু যে পাণ্ডবানাং তাংস্তে বক্ষ্যামি পার্থিব ॥৪১
যেষামামঞ্চ পকঞ্চ সংবিধত্তে যুধিষ্ঠিরঃ।
অযুতং ত্রীণি পদ্মানি গজারোহাঃ সসাদিনঃ ॥৪২
রথানামর্বুদং চাপি পাদাতা বহবস্তথা।
প্রমীয়মাণমামঞ্চ পচ্যমানং তথৈব চ ॥৪৩
বিসৃজ্যমানং চান্যত্র পুণ্যাহস্বন এব চ।
নাভুক্তবন্তং নাপীতং নালঙ্কৃতমসৎকৃতম্ ॥৪৪

অপশ্যং সর্ববর্ণানাং যুধিষ্ঠিরনিবেশনে।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকা গৃহমেধিনঃ ॥৪৫
ত্রিংশদ্দাসীক একৈকো যান্ বিভর্ত্তি যুধিষ্ঠিরঃ।
সুপ্রীতাঃ পরিতুষ্টাশ্চ তে হ্যাশংসন্ত্যরিক্ষয়ম্ ॥৪৬
দশান্যানি সহস্রাণি যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীভির্যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥৪৭
অভুক্তং ভুক্তবদ্ বাপি সর্বমাকুব্জবামনম্।
অভুঞ্জানা যাজ্ঞসেনী প্রত্যবৈক্ষদ্ বিশাম্পতে ॥৪৮
দ্বৌ করৌ ন প্রযচ্ছেতাং কুন্তীপুত্রায় ভারত।
সম্বন্ধিকেন পাঞ্চালাঃ সখ্যেনান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫২

সকল ম্লেচ্ছ, আদি, মধ্য ও অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকল বর্ণের মানুষই যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিয়াছে। নানাদেশাগত নানাজাতির মনুষ্যগণের দ্বারা এবং উচ্চ ও নীচ রাজন্যবর্গের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদ এমন পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল যেন সকল লোক একত্র সমবেত হইয়াছে।

শত্রুগণের এই সমৃদ্ধি দর্শনে দুঃখে আমার মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে। এখন যুধিষ্ঠিরের ভৃত্যগণের কথা বলিতেছি, যাহাদের জন্য আম (কাঁচা) ও পক্ক উভয় প্রকার অন্নের ব্যবস্থা যুধিষ্ঠির করিতেছে।

তিন পদ্ম দশ হাজার হস্তীর সহিত মাহুত, অর্ব্বুদসংখ্যক রথ, অসংখ্য পদাতিকের জন্য প্রতিদিন কাঁচা ও পাকা অন্নের পাক হইতেছে, সর্ব্বত্র পুণ্যাহ ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছে; যুধিষ্ঠিরের গৃহ হইতে কোন বর্ণেরই কোন লোককে অভুক্ত, অপীত ও অনলঙ্কৃত অবস্থায় যাইতে দেখি নাই।

আশী হাজার গৃহস্থ স্নাতক ব্রাহ্মণ, যাহাদের প্রত্যেকের সেবার জন্য ত্রিশ জন দাসী নিযুক্তা, তাঁহারা সকলেই পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতিসহকারে 'যুধিষ্ঠিরের শত্রুক্ষয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ইহা ছাড়া আরও দশ হাজার ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী যুধিষ্ঠিরের গৃহে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করেন।৩৯-৪৭

হে রাজন্! কুব্জ বামনাদি পর্য্যন্ত সকল লোকের মধ্যে কে ভুক্ত বা অভুক্ত অভুক্তা যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করেন।৪৮

হে ভারত! দুই দল লোক যুধিষ্ঠিরকে কর দেয় নাই; এক—পাঞ্চালগণ বৈবাহিকসম্বন্ধবশতঃ, দুই—অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ বন্ধুত্ববশতঃ। (এতদ্ব্যতীত সকলেই কর দিয়াছে।)।৪৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্য্যোধনসন্তাপ নামক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫২

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনেন যুধিষ্ঠিরস্যাভিষেকবর্ণনম্।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

আর্য্যাস্তু যে বৈ রাজানঃ সত্যসন্ধা মহাব্রতাঃ।
পর্য্যাপ্তবিদ্যা বক্তারো বেদোক্তাবভৃথপ্লুতাঃ ॥১

ধৃতিমন্তো হ্রীনিষেবা ধর্মাত্মানো যশস্বিনঃ।
মূর্দ্ধাভিষিক্তাস্তে চৈনং রাজানঃ পর্য্যুপাসতে ॥২

দক্ষিণার্থং সমানীতা রাজভিঃ কাংস্যদোহনাঃ।
আরণ্যা বহুসাহস্রা অপশ্যংস্তত্র তত্র গাঃ ॥৩

আজহ্রুস্তত্র সংকৃত্য স্বয়মুদ্যম্য ভারত।
অভিষেকার্থমব্যগ্রা ভাণ্ডমুচ্চাবচং নৃপাঃ ॥৪

বাহ্লীকো রথমাহার্ষীজ্জাম্বূনদবিভূষিতম্।
সুদক্ষিণস্তু যুযুজে শ্বেতৈঃ কাম্বোজজৈর্হয়ৈঃ ॥৫

সুনীথঃ প্রীতিমাংশ্চৈব হ্যনুকর্ষং মহাবলঃ।
ধ্বজং চেদিপতিশ্চৈবমহার্ষীৎ স্বয়মুদ্যতম্ ॥৬

দাক্ষিণাত্যঃ সন্নহনং স্রগুষ্ণীষে চ মাগধঃ।
বসুদানো মহেষ্বাসো গজেন্দ্রং ষষ্টিহায়নম্ ॥৭

মৎস্যস্ত্বক্ষান্ হেমনদ্ধানেকলব্য উপানহৌ।
আবন্ত্যস্ত্বভিষেকার্থমাপো বহুবিধাস্তথা ॥৮

চেকিতান উপাসঙ্গং ধনুঃ কাশ্য উপাহরৎ।
অসিঞ্চ সুৎসরুং শল্যঃ শৈক্যং কাঞ্চনভূষণম্ ॥৯

অভ্যষিঞ্চৎ ততো ধৌম্যো ব্যাসশ্চ সুমহাতপাঃ।
নারদঞ্চ পুরস্কৃত্য দেবলং চাসিতং মুনিম্ ॥১০

প্রীতিমন্ত উপাতিষ্ঠন্নভিষেকং মহর্ষয়ঃ।
জামদগ্ন্যেন সহিতাস্তথান্যে বেদপারগাঃ ॥১১

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের অভিষেকবর্ণন।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—যে সকল আর্য্য রাজা সত্যসন্ধ, মহাব্রত, যথেষ্টবিদ্যা-সম্পন্ন, সুবক্তা, বেদোক্ত অবভৃথ স্নানে পরিপূত, ধৈর্য্যশীল, লজ্জাবান্, ধর্মাত্মা, যশস্বী এবং রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত, তাঁহারাও এই ধর্ম্মরাজের উপাসনা করিতেছেন।১-২

কাংসপাত্রপরিমিত দুগ্ধবতী যে সকল আরণ্য-জাত গাভী রাজগণ উপহার দিয়াছিলেন, যজ্ঞের দক্ষিণার জন্য সেই সকল গাভীকে যজ্ঞস্থলে সমানীত দেখিলাম—উহার সংখ্যা কয়েক হাজার হইবে।৩

হে ভারত! রাজগণ শান্তচিত্তে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের নিমিত্ত স্বয়ংই ছোট বড় পাত্র সকল আদর পূর্ব্বক আনিতেছেন দেখিলাম।৪

বাহ্লীকরাজ জাম্বূনদনামক সুবর্ণে মণ্ডিত রথ আনিলেন এবং রাজা সুদক্ষিণ কাম্বোজদেশীয় শ্বেত-বর্ণ অশ্ব তাহাতে যোজনা করিলেন।৫

মহাবল সুনীথ প্রীতিপূর্ণ মনে সেই রথে অনুকর্ষ (রথের নিম্নভাগে সংযোজ্য কাষ্ঠবিশেষ) যোজনা করিলেন এবং স্বয়ং চেদিপতি সেই রথে ধ্বজ উন্নয়ন করিলেন।৬

দাক্ষিণাত্যের রাজা সংহনন (কবচ), মগধের রাজা মাল্য ও উষ্ণীষ এবং মহাধনুর্দ্ধর বসুদাম ষাট বৎসরের হস্তী রথে যোজনা করিলেন।৭

মৎস্যরাজ পাশা খেলার জন্যে সোনার পাশা, একলব্য চর্ম্ম পাদুকাদ্বয় এবং অবন্তিরাজ অভিষেকার্থ বহুবিধ জল আনয়ন করিলেন।৮

চেকিতান উপাসঙ্গ (তূণীর)-দ্বয় কাশীরাজ ধনুঃ ও অসি এবং শল্য সুন্দর মুষ্টিযুক্ত ৎসরুর (তরবারি) সহিত কাঞ্চনভূষিত শৈক্য আনিয়া দিলেন।৯

দেবর্ষি নারদ, মহামুনি অসিত ও দেবলকে সম্মুখে রাখিয়া মহাতপস্বী ব্যাস ও ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের অভিষেক করিলেন।১০

অভিজগ্মুর্মহাত্মানো মন্ত্রবদ্ ভূরিদক্ষিণম্।
মহেন্দ্রমিব দেবেন্দ্রং দিবি সপ্তর্ষয়ো যথা ॥১২
অধারয়চ্ছত্রমস্য সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
ধনঞ্জয়শ্চ ব্যজনে ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥১৩
চামরে চাপ শুদ্ধে দ্বে যমৌ জগৃহতুস্তথা।
উপাগৃহ্লাদ্ যমিন্দ্রায় পুরাকল্পে প্রজাপতিঃ ॥১৪
তমস্মৈ শঙ্খমাহার্ষীদ্ বারুণং কলসোদধিঃ।
শৈক্যং নিষ্কসহস্রেণ সুকৃতং বিশ্বকর্মণা ॥১৫
তেনাভিষিক্তঃ কৃষ্ণেন তত্র মে কশ্মলোঽভবৎ।
গচ্ছন্তি পূর্বাদপরং সমুদ্রং চাপি দক্ষিণম্ ॥১৬
উত্তরং তু ন গচ্ছন্তি বিনা তাত পতত্রিভিঃ।
তত্র স্ম দধ্মুঃ শতশঃ শঙ্খান্ মঙ্গলকারকান্ ॥১৭
প্রাণদন্ত সমাধ্মাতস্ততো রোমাণি মেঽহৃষন্।
প্রাপতন্ ভূমিপালাশ্চ যে তু হীনাঃ স্বতেজসা ॥১৮
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পাণ্ডবশ্চ সাত্যকিঃ কেশবোঽষ্টমঃ।
সত্ত্বস্থা বীর্য্যসম্পন্না হ্যন্যোন্যপ্রিয়দর্শনাঃ ॥১৯
বিসংজ্ঞান্ ভূমিপান্ দৃষ্ট্বা মাং চ তে প্রাহসংস্তদা।
ততঃ প্রহৃষ্টো বীভৎসুঃ প্রাদাদ্ধেমবিষাণিনাম্ ॥২০
শতান্যনডুহাং পঞ্চ দ্বিজমুখ্যেষু ভারত।
ন রন্তিদেবো নাভাগো যৌবনাশ্বো মনুর্ন চ ॥২১
ন চ রাজা পৃথুর্বৈণ্যো ন চাপ্যাসীদ্ ভগীরথঃ।
যযাতি-র্নহুষো বাপি যথা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২
যথাতিমাত্রং কৌন্তেয়ঃ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
রাজসূয়মবাপ্যৈবং হরিশ্চন্দ্র ইব প্রভুঃ ॥২৩

জামদগ্ন্যের সহিত অন্যান্য বেদজ্ঞ মহাত্মা মহর্ষিগণ প্রীতি সহকারে যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপস্থিত হইয়া উহা দর্শন করিতে লাগিলেন।১১

যেমন সপ্তর্ষিগণ দেবরাজের অভিমুখে গমন করেন, সেইরূপ প্রভূত দক্ষিণাদাতা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে মহাত্মা মহর্ষিগণ গমন করিলেন।১২

সত্যপরাক্রম সাত্যকি যুধিষ্ঠিরের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন এবং পাণ্ডুপুত্র ভীম ও অর্জ্জুন পাখার দ্বারা হাওয়া করিতে লাগিলেন।১৩

নকুল ও সহদেব চামরদ্বয় গ্রহণ করিলেন। প্রজাপতি পুরাকল্পে যাহা ইন্দ্রকে উপহার দিয়াছিলেন, কলসোদধি (সমুদ্র) সেই বারুণ শঙ্খটী যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিলেন। বিশ্বকর্মা নিষ্কসহস্রের দ্বারা যে শৈক্যটী সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই শৈক্যের দ্বারা অভিষেক করিলে আমার হৃদয়ে জ্বালা হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের জন্য পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ সাগরেও লোকে জল আনিতে গিয়াছিল। কিন্তু উত্তর সাগরে পক্ষী ছাড়া কেহ যাইতে পারে না। তখন সকলে মিলিয়া শঙ্খসমূহ বাজাইতে লাগিল ; তাহাতে এমন ভয়ানক শব্দ হইল যে আমার রোমহর্ষণ হইতে লাগিল এবং ভূমিপালগণ তেজোহীন হইয়া বিচেতন হইয়া পড়িলেন।১৪-১৮

তাহা দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, পঞ্চ পাণ্ডব ও কেশব এই আটজন ওজঃ ও বীর্য্যসম্পন্ন এবং পরস্পরের প্রিয়কারী বীর আমাকে ও ভূমিপালগণকে চেতনাশূন্য দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল।

হে রাজন্! অনন্তর অর্জ্জুন প্রসন্নচিত্তে হেমমণ্ডিত শৃঙ্গবিশিষ্ট পাঁচ শত গাভী দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে দান করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সম্মান ও সমৃদ্ধি দেখিয়াছি, উহা রন্তিদেব, নাভাগ, যৌবনাশ্ব, মনু, বেণপুত্র পৃথু, ভগীরথ, যযাতি, নহুষ প্রভৃতি কোন রাজাই লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।১৯-২২

রাজসূয় যজ্ঞে যুধিষ্ঠির অতিমাত্র পরমশ্রী লাভ করত যেরূপ শোভা ধারণ করিলেন, তাহাতে

এতাং দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং পার্থে হরিশ্চন্দ্রে যথা বিভো।
কথং তু জীবিতং শ্রেয়ো মম পশ্যসি ভারত ॥২৪
অন্ধেনেব যুগং নদ্ধং বিপর্য্যস্তং নরাধিপ।
কনীয়াংসো বিবর্দ্ধন্তে জ্যেষ্ঠা হীয়ন্ত এব চ ॥২৫
এবং দৃষ্ট্বা নাভিবিন্দামি শর্ম
সমীক্ষমাণোঽপি কুরুপ্রবীর।
তেনাহমেবং কৃশতাং গতশ্চ
বিবর্ণতাং চৈব সশোকতাঞ্চ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩

তাঁহাকে যেন প্রভু হরিশ্চন্দ্র বলিয়া মনে হইতেছিল।২৩

হে বিভো! হে ভারত! রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় পার্থে অবস্থিত ঐরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন করত আমার নিকট জীবিত থাকা শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হইতেছে না।২৪

রাজন্! বিধাতা যেন অন্ধ মানুষের ন্যায় এই দ্বাপর যুগকে বিপরীত ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য আমার চেয়ে কনিষ্ঠেরা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমি জ্যেষ্ঠ হইয়াও হীন হইয়া পড়িতেছি।২৫

কুরুশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠিরের এইরূপ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সেই অবধি আমি অন্তরে আনন্দ লাভ করিতে পারিতেছি না। হে রাজন্! সেইজন্য আমি কৃশতা, বিবর্ণতা ও শোকে মুহ্যমানতা প্রাপ্ত হইতেছি।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্য্যোধনসন্তাপনামক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৩

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনায় সান্ত্বনাদানম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
ত্বং বৈ জ্যেষ্ঠো জ্যৈষ্ঠিনেয়ঃ পুত্র মা পাণ্ডবান্ দ্বিষঃ
দ্বেষ্টা হ্যসুখমাদত্তে যথৈব নিধনং তথা ॥১
অব্যুৎপন্নং সমানার্থং তুল্যমিত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অদ্বিষন্তং কথং দ্বিষ্যাৎ ত্বাদৃশো ভরতর্ষভ ॥২
তুল্যাভিজনবীর্য্যশ্চ কথং ভ্রাতুঃ শ্রিয়ং নৃপ।
পুত্র কাময়সে মোহান্মৈবং ভূঃ শাম্য মা শুচঃ ॥৩

অথ যজ্ঞবিভূতিং তাং কাঙ্ক্ষসে ভরতর্ষভ।
ঋত্বিজস্তব তন্বন্তু সপ্ততন্তুং মহাধ্বরম্ ॥৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্র দুর্য্যোধন! তুমি জ্যেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করিও না; কারণ, দ্বেষকর্ত্তা সুখী তো হয়েই না, বরং মৃত্যুর ন্যায় কষ্ট ভোগ করে অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১

হে ভরতর্ষভ! যে তোমার দ্বেষকে বুঝে না, তোমার সমান যাহার রাজত্ব, তোমার মিত্রগণই যাহার মিত্র, যে তোমাকে কখনও দ্বেষ করে না; তুমি তাহাকে দ্বেষ কর কেন?২

রাজন্! পুত্র! তোমার ও তাহার অভিজ্ঞাত কুটুম্ব ও বীর্য্য সমান, সুতরাং তুমি মোহবশতঃ তাহার ঐশ্বর্য্য কেন কামনা করিতেছ? এরূপ করিও না, শান্ত হও, শোক করিও না।৩

আহরিষ্যন্তি রাজানস্তবাপি বিপুলং ধনম্।
প্রীত্যা চ বহুমানাচ্চ রত্নান্যাভরণানি চ ॥৫

(মহী কামদুঘা সা হি বীরপত্নীতি চোচ্যতে।
তথা বীর্য্যাশ্রিতা ভূমিস্তনুতে হি মনোরথম্ ॥
তবাপ্যস্তি হি চেদ্ বীর্য্যং ভোক্ষ্যসে হি মহীমিমাম্)

অনার্য্যাচরিতং তাত পরস্বস্পৃহণং ভৃশম্।
স্বসন্তুষ্টঃ স্বধর্মস্থো যঃ স বৈ সুখমেধতে ॥৬

অব্যাপারঃ পরার্থেষু নিত্যোদ্যোগঃ স্বকর্মসু।
রক্ষণং সমুপাত্তানামেতদ্ বৈভবলক্ষণম্ ॥৭

বিপত্তিষ্বব্যথো দক্ষো নিত্যমুত্থানবান্ নরঃ।
অপ্রমত্তো বিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যতি ॥৮

বাহূনিবৈতান্ মা ছেৎসীঃ পাণ্ডুপুত্রাস্তথৈব তে।
ভ্রাতৃণাং ধনার্থং বৈ মিত্রদ্রোহং চ মা কুরু ॥৯

পাণ্ডোঃ পুত্রান্ মা দ্বিষস্বেহ রাজং—
স্তথৈব তে ভ্রাতৃধনং সমগ্রম্।
মিত্রদ্রোহে তাত মহানধর্মঃ
পিতামহা যে তব তেঽপি তেষাম্ ॥১০

অন্তর্বেদ্যাং দদদ্ বিত্তং কামাননুভবন্ প্রিয়ান্।
ক্রীড়ন্ স্ত্রীভির্নিরাতঙ্কঃ প্রশাম্য ভরতর্ষভ ॥১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৪

হে ভরতর্ষভ! তুমি যদি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় যজ্ঞবিভূতি কামনা কর, তবে তোমার ইচ্ছায় ঋত্বিক্‌গণ, সপ্ততন্তু অর্থাৎ গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দোময় কোন এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিবেন।৪

নানাদেশের রাজগণ বহু মান ও প্রীতি সহকারে তোমার জন্য বিপুল ধন রত্ন ও ভূষণ আহরণ করিবেন।৫

(পৃথিবী কামদুঘা ও বীরপত্নী বলিয়া প্রসিদ্ধা; বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া পৃথিবী মনোরথকে বিস্তার করে। তোমার মধ্যেও যদি সেইরূপ বীর্য্য থাকে, তাহা হইলে তুমি এই সমগ্রা পৃথিবী ভোগ করিবে)।

বৎস! পর ধনের স্পৃহা অনার্য্যের অর্থাৎ নীচ জনের চরিত্র, যে নিজ ধনে ও নিজ ধর্ম্মে সন্তুষ্ট, সেই সুখ লাভ করে।৬

যে পরধন আহরণে ব্যাপৃত না হইয়া নিজকর্ম্ম সম্পাদনে নিত্য উদ্‌যুক্ত থাকে এবং নিজ অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য রক্ষণে তৎপর থাকে, সেই বৈভব প্রাপ্ত হয়।৭

যে বিপদে ব্যথিত হয় না, যে মানব সর্ব কর্মে দক্ষ ও নিত্য উদ্‌যুক্ত, অপ্রমত্ত অর্থাৎ সাবধান এবং বিনীতচিত্ত, সেই সর্ব্বদা মঙ্গল দর্শন করে।৮

তোমার নিজ বাহুস্বরূপ এই পাণ্ডবগণকে ছেদন করিও না, ভ্রাতৃগণের ধনলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মিত্রদ্রোহ করিও না।৯

হে রাজন্! তুমি পাণ্ডুপুত্রগণকে দ্বেষ করিও না এবং তাহাদের সমগ্র ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করিও না; মিত্রদ্রোহে মহান্ অধর্ম্ম হয়; বৎস! তোমার পিতামহ ও তাহাদের পিতামহ একজনই—ইহা মনে রাখিও।১০

তুমি যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে ধন দান কর, স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করত নিরাতঙ্কে প্রিয় বিষয়সমূহ ভোগ কর; হে ভরতর্ষভ! তুমি শান্ত হও।১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্য্যোধনের সন্তাপনামক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৪

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দুর্য্যোধনস্য আক্ষেপঃ, পাণ্ডবানাং সম্পত্তিহরণেচ্ছাপ্রকাশশ্চ

দুর্য্যোধন উবাচ।

যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্ব্বী সূপরসানিব ॥১

জানন্ বৈ মোহয়সি মাং নাবি নৌরিব সংযতা।
স্বার্থে কিং নাবধানং তে উতাহো দ্বেষ্টি মাং ভবান্ ॥২

ন সন্তীমে ধার্ত্তরাষ্ট্রা যেষাং ত্বমনুশাসিতা।
ভবিষ্যমর্থমাখ্যাসি সর্বদা কৃত্যমাত্মনঃ ॥৩

পরনেয়োঽগ্রণীর্যস্য স মার্গান্ প্রতি মুহ্যতি।
পন্থানমনুগচ্ছেয়ুঃ কথং তস্য পদানুগাঃ ॥৪

রাজন্ পরিণতপ্রজ্ঞো বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রতিপন্নান্ স্বকার্য্যেষু সম্মোহয়সি নো ভৃশম্ ॥৫

লোকবৃত্তাদ্ রাজবৃত্তমন্যদাহ বৃহস্পতিঃ।
তস্মাদ্ রাজ্ঞাপ্রমত্তেন স্বার্থশ্চিন্ত্যঃ সদৈব হি ॥৬

ক্ষত্রিয়স্য মহারাজ জয়ে বৃত্তিঃ সমাহিতা।
স বৈ ধর্মস্ত্বধর্মো বা স্ববৃত্তৌ কা পরীক্ষণা ॥৭

প্রকালয়েদ্ দিশঃ সর্বাঃ প্রতোদেনেব সারথিঃ।
প্রত্যমিত্রশ্রিয়ং দীপ্তাং জিঘৃক্ষুর্ভরতর্ষভ ॥৮

প্রচ্ছন্নো বা প্রকাশো বা যোগো যোঽরিং প্রবাধতে।
তদ্বৈ শস্ত্রং শস্ত্রবিদাং ন শস্ত্রং ছেদনং স্মৃতম্ ॥৯

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্য্যোধনের আক্ষেপ এবং পাণ্ডবগণের সম্পত্তি হরণের ইচ্ছা প্রকাশ।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—(পিতৃদেব!) যে কেবল বহু শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছে, কিন্তু নিজের কোন প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) নাই, দর্ব্বী (হাতা) যেমন পক্ব দ্রব্যের রস বুঝিতে পারে না, সেও তেমনই শাস্ত্রার্থ জানিতে পারে না।১

এক নৌকার সহিত বদ্ধ অপর নৌকার ন্যায় আপনি বিদুরের বুদ্ধিতে আবদ্ধ, তাই জানিয়া শুনিয়াও আমাকে মোহিত করিতেছেন। নিজ স্বার্থে আপনার কি অবধান নাই? অথবা আপনি কি আমাকে দ্বেষ করেন?২

আপনি যাহাদের অনুশাসনকর্ত্তা, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ এ জগতে আর বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ, যাহা সর্ব্বদা করণীয়, আপনি তাহাকে ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য বলিতেছেন।৩

যাহার অগ্রণী অর্থাৎ উপদেষ্টা শত্রুর দ্বারা প্রভাবিত, সে প্রকৃত পথে বিমূঢ় হয়, সুতরাং তাহার অনুগামিগণ কেমন করিয়া তাহার অনুগমন করিবে?৪

হে রাজন্! আপনি পরিণতবুদ্ধি, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও নিজ কার্য্যে তৎপর আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিতেছেন।৫

লোকনীতি হইতে রাজনীতি পৃথক্ ইহা বৃহস্পতি বলিয়াছেন। সুতরাং রাজা অপ্রমত্ত হইয়া সর্ব্বদা নিজ স্বার্থ চিন্তা করিবেন।৬

হে মহারাজ! শত্রুকে জয় করাই হইল ক্ষত্রিয়ের সম্যক্ আদরণীয় বৃত্তি। তাহা ধর্ম্মই হউক অথবা অধর্ম্মই হউক—ইহা পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন কি?৭

হে ভরতর্ষভ! সারথি যেরূপ বেত্রের দ্বারা সর্ব্বদিকে রথ চালায়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ও শত্রুর ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত করিবার জন্য সর্ব্বদিকে নিজেকে পরিচালিত করিবে।৮

গোপনেই হউক অথবা প্রকাশ্যেই হউক, যে উপায় শত্রুকে পীড়িত করে, তাহাই শস্ত্রবিদ্‌গণের

শত্রুশ্চৈব হি মিত্রঞ্চ ন লেখ্যং ন চ মাতৃকা।
যো বৈ সন্তাপয়তি যং স শত্রুঃ প্রোচ্যতে নৃপ ॥১০

অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলং তস্মাৎ তং কাময়াম্যহম্।
সমুচ্ছ্রয়ে যো যততে স রাজন্ পরমো নয়ঃ ॥১১

মমত্বং হি ন কর্ত্তব্যমৈশ্বর্য্যে বা ধনেঽপি বা।
পূর্ব্বাবাপ্তং হরন্ত্যন্যে রাজধর্ম্মং হি তং বিদুঃ ॥১২

অদ্রোহসময়ং কৃত্বা চিচ্ছেদ নমুচেঃ শিরঃ।
শত্রুঃ সাভিমতা তস্য রিপৌ বৃত্তিঃ সনাতনী ॥১৩

দ্বাবেতৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্ ॥১৪

শস্ত্র ; যাহার দ্বারা ছেদন করা হয়, তাহাই শস্ত্র নহে।৯

রাজন্! কে শত্রু ও কে মিত্র ইহা কাহারও শরীরে লেখা থাকে না বা সেরূপ কোন সাঙ্কেতিক শব্দও নাই। যে যাহাকে সন্তাপিত করে, সেই তাহার শত্রু।১০

ঐশ্বর্য্যলাভের মূল হইতেছে অসন্তোষ, সুতরাং আমি তাহাই কামনা করি। রাজন্! সমুন্নতির জন্য যে যত্ন করে, সেই পরম রাজনৈতিক।১১

রাজার পক্ষে ঐশ্বর্য্য (প্রভুত্ব) ও ধনে মমতা রাখা উচিত নয়; কারণ, পূর্ব্বপ্রাপ্ত ঐ ধনকে ও প্রভুত্বকে হরণ করাই রাজধর্ম্ম।১২

দ্রোহ করিব না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াও শত্রু (ইন্দ্র) নমুচির মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। শত্রুর উপর এই ব্যবহারই সকল রাজার সনাতনী রাজনীতি।১৩

গর্ত্তে শয়ান প্রাণীকে সর্প যেমন গ্রাস করে, তেমনই পৃথিবীও অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ (সন্ন্যাসী)—এই দুই জনকে গ্রাস করে।১৪

নাস্তি বৈ জাতিতঃ শত্রুঃ পুরুষস্য বিশাম্পতে।
যেন সাধারণী বৃত্তিঃ স শত্রুর্নেতরো জনঃ ॥১৫

শত্রুপক্ষং সমৃধ্যন্তং যো মোহাৎ সমুপেক্ষতে।
ব্যাধিরাপ্যায়িত ইব তস্য মূলং ছিনত্তি সঃ ॥১৬

অল্পোঽপি হ্যরিরত্যর্থং বর্দ্ধমানঃ পরাক্রমৈঃ।
বল্মীকো মূলজ ইব গ্রসতে বৃক্ষমন্তিকাৎ ॥১৭

আজমীঢ় রিপোর্লক্ষ্মীর্মা তে রোচিষ্ট ভারত।
এষ ভারঃ সত্ত্ববতাং নয়ঃ শিরসি বিষ্ঠিতঃ ॥১৮

জন্মবৃদ্ধিমিবার্থনাং যো বৃদ্ধিমভিকাঙ্ক্ষতে।
এধতে জ্ঞাতিষু স বৈ সদ্যো বৃদ্ধির্হি বিক্রমঃ ॥১৯

হে মহারাজ! জাতি অর্থাৎ জন্ম মাত্রই পুরুষের কেহ শত্রু হয় না। যাহার সহিত যাহার জীবিকা সমান, সেই তাহার শত্রু, অন্য নহে।১৫

ক্রমশঃ অধিক সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে এমন শত্রুকে যে রাজা উপেক্ষা করে, পরিপোষিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রু তাহার মূলোচ্ছেদ করে।১৬

মূলে জাত বল্মীক যেমন সমস্ত বৃক্ষকে গ্রাস করে, তেমনই অল্প শত্রুও পরাক্রমে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পুরুষকে গ্রাস করে।১৭

হে অজমীঢ়বংশাবতংস! হে ভারত! শত্রুর ঐশ্বর্য্য আপনার ঈপ্সিত নাই হউক, কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, সেই ন্যায় তেজস্বী রাজনীতিবিদ্‌গণ ভার (গুরুত্ব) বোধে শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন।১৮

জন্মের পর হইতে ক্রমশঃ যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ যে রাজা সম্পদের ক্রমিক বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করে, সে-ই জ্ঞাতিগণের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়; কারণ পরাক্রমই হইল তৎকালীন উন্নতির হেতু।১৯

নাপ্রাপ্য পাণ্ডবৈশ্বর্য্যং সংশয়ো মে ভবিষ্যতি।
অবাপ্স্যে বা শ্রিয়ং তাং হি শয়িষ্যে বা হতো যুধি ॥২০
এতাদৃশস্য কিং মেঽদ্য জীবিতেন বিশাম্পতে।
বর্দ্ধন্তে পাণ্ডবা নিত্যং বয়ং তু স্থিরবৃদ্ধয়ঃ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধনসন্তাপে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫

পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে না পারিলে আমার জীবন সংশয়াকুল হইবে। আমি হয় তাহাদের শ্রী হরণ করিব অথবা নিহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিব।২০

হে বিশাম্পতে। (রাজন্!) পাণ্ডবগণ নিয়তই বৃদ্ধি লাভ করিতেছে, কিন্তু আমাদের সমৃদ্ধি অস্থির; এরূপ অবস্থায় আমার বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ?২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দুর্যোধনসন্তাপনামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৫৫

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্র-দুর্য্যোধনয়োরালাপঃ, দ্যূতক্রীড়ার্থে সভাগৃহনির্ম্মাণম্, যুধিষ্ঠিরমাহ্বয়িতুং বিদুরায় ধৃতরাষ্ট্রস্যাজ্ঞাদানঞ্চ।]

শকুনিরুবাচ।

যাং ত্বমেতাং শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
তপ্যসে তাং হরিষ্যামি দ্যূতেন জয়তাং বর ॥১
আহূয়তাং পরং রাজন্ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অগত্বা সংশয়মহমযুদ্ধা চ চমূমুখে ॥২
অক্ষান্ ক্ষিপন্নক্ষতঃ সন্ বিদ্বানবিদুষো জয়ে।
গ্লহান্ ধনূংষি মে বিদ্ধি শরানক্ষাংশ্চ ভারত ॥৩
অক্ষাণাং হৃদয়ং মে জ্যাং রথং বিদ্ধি মমাস্তরম্ ॥৪

দুর্য্যোধন উবাচ।

অয়মুৎসহতে রাজন্ শ্রিয়মাহর্ত্তুমক্ষবিৎ।
দ্যূতেন পাণ্ডুপুত্রেভ্যস্তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

স্থিতোঽস্মি শাসনে ভ্রাতুর্বিদুরস্য মহাত্মনঃ।
তেন সঙ্গম্য বেৎস্যামি কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্ ॥৬

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের আলাপ, দ্যূতক্রীড়ার জন্য সভাগৃহের নির্ম্মাণ এবং ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিবার জন্য বিদুরকে আজ্ঞা দান)

শকুনি বলিল,—পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তুমি পরিতাপ করিতেছ, হে জয়িশ্রেষ্ঠ! আমি দ্যূতের (পাশা খেলার) দ্বারা তাহা হরণ করিব।১

হে রাজন্! তুমি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান কর; আমি রণক্ষেত্রে যুদ্ধ না করিয়াও অক্ষযুদ্ধে নিঃসংশয়ে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিব। চোখের সামনে পাশা খেলিয়া পাশাখেলায় অনভিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে অভিজ্ঞ আমি অনায়াসে জয় করিব। এই অক্ষযুদ্ধে পণকে ধনু, অক্ষসমূহকে শর, অক্ষের হৃদয়কে জ্যা এবং অক্ষক্রীড়ার আস্তরণ বস্ত্রকে আমার রথ বলিয়া জানিবে।২-৪

দুর্য্যোধন উবাচ।

ব্যপনেষ্যতি তে বুদ্ধিং বিদুরো মুক্তসংশয়ঃ।
পাণ্ডবানাং হিতে যুক্তো ন তথা মম কৌরব ॥৭

নারভেতান্যসামর্থ্যাৎ পুরুষঃ কার্য্যমাত্মনঃ।
মতিসাম্যং দ্বয়োর্নাস্তি কার্য্যেষু কুরুনন্দন ॥৮

ভয়ং পরিহরন্ মন্দ আত্মানং পরিপালয়ন্
বর্ষাসু ক্লিন্নকটবৎ তিষ্ঠন্নেবাবসীদতি ॥৯

ন ব্যাধয়ো নাপি যমঃ প্রাপ্তুং শ্রেয়ঃ প্রতীক্ষতে
যাবদেব ভবেৎ কল্পস্তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সর্ব্বথা পুত্র বলিভির্বিগ্রহো মে ন রোচতে।
বৈরং বিকারং সৃজতি তদ্বৈ শস্ত্রমনায়সম্ ॥১১

অনর্থমর্থং মন্যসে রাজপুত্র
সংগ্রন্থনং কলহস্যাতি ঘোরম্।
তদ্বৈ প্রবৃত্তন্তু যথা কথঞ্চিৎ
সৃজেদসীন্ নিশিতান্ সায়কাংশ্চ ॥১২

দুর্য্যোধন উবাচ।

দ্যুতে পুরাণৈর্ব্যবহারঃ প্রণীত-
স্তত্রাত্যয়ো নাস্তি ন সম্প্রহারঃ।
তদ্ রোচতাং শকুনের্বাক্যমদ্য
সভাং ক্ষিপ্রং ত্বমিহাজ্ঞাপয়স্ব ॥১৩

স্বর্গদ্বারং দীব্যতাং নো বিশিষ্টং
তদ্বর্ত্তিনাং চাপি তথৈব যুক্তম্।
ভবেদেবং হ্যাত্মনা তুল্যমেব
দুরোদরং পাণ্ডবৈস্ত্বং কুরুষ্ব ॥১৪

দুর্য্যোধন বলিলেন,—মহারাজ! অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ এই মাতুল পাণ্ডুপুত্রগণের নিকট হইতে দ্যূতের দ্বারা রাজ্যশ্রী হরণ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছে। আপনি ইহাতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বৎস! আমি আমার ভ্রাতা মহাত্মা বিদুরের শাসনে থাকি; সুতরাং আমি তাহার পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে নিশ্চয় করিব।৬

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে কৌরব! বিদুর নিঃসংশয়ে আপনার বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তিত করিবেন। কারণ, তিনি পাণ্ডবগণের যেরূপ হিতে নিরত, সেরূপ আমার নন।৭

হে কুরুনন্দন! অন্যের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ আরম্ভ করিতে নাই; কারণ কোন কার্য্যেই উভয়ের বুদ্ধির সাম্য থাকে না অর্থাৎ মতের মিল হয় না।৮

স্বাধীন পুরুষ ভয় পরিহারপূর্ব্বক নিজেকে রক্ষা করিতে থাকিলেও যদি কার্য্যের উদ্যোগ না করে, তবে সে বর্ষাকালীন ভিজে কাপড়ের ন্যায় একস্থানে থাকিয়া অবসাদ প্রাপ্ত হয়।৯

ব্যাধি বা যম মানুষের শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে না; সুতরাং সামর্থ্য থাকিতে থাকিতেই শ্রেয়ঃ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে।১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—হে পুত্র! বলবানের সহিত কলহ আমার রুচিকর নহে; কারণ, কলহ বিকার সৃষ্টি করে এবং সে কলহ হইল লৌহ নির্ম্মিত নহে—এমন অস্ত্র।১১

হে রাজপুত্র! তুমি ভয়ঙ্কর কলহের সঙ্গঠক দ্যূতক্রীড়ারূপ অনর্থকেই অর্থ বলিয়া মনে করিতেছ। যে কোনরূপে কলহ গ্রন্থি একবার প্রবৃত্ত হইলে উহা সুতীক্ষ্ণ অসি ও বাণ সৃষ্টি করে।১২

দুর্য্যোধন বলিলেন—মহারাজ! প্রাচীনগণ দ্যূত ক্রীড়াকে রাজব্যবহার অর্থাৎ রাজধর্ম্মরূপে স্বীকার করিয়াছেন, উহাতে ক্ষতিও (বিপদ) নাই এবং অস্ত্রপ্রহারও (যুদ্ধও) নাই। সুতরাং আপনি শকুনির বাক্য গ্রহণ করুন এবং শীঘ্র সভাগৃহ নির্ম্মাণের আদেশ দিন।১৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বাক্যং ন মে রোচতে যৎ ত্বয়োক্তং
যৎ তে প্রিয়ং তৎ ক্রিয়তাং নরেন্দ্র।
পশ্চাৎ তপ্স্যসে তদুপাক্রম্য বাক্যং
ন হীদৃশং ভাবি বচো হি ধর্ম্যম্ ॥১৫

দৃষ্টং হ্যেতদ্ বিদুরেণৈব সর্বং
বিপাশ্চতা বুদ্ধিবিদ্যানুগেন।
তদেবৈতদবশস্যাভ্যুপৈতি
মহদ্ভয়ং ক্ষত্রিয়জীবঘাতি ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী
দৈবং মত্বা পরমং দুস্তরঞ্চ।
শশাসোচ্চৈঃ পুরুষান্ পুত্রবাক্যে
স্থিতো রাজা দৈবসম্মূঢ়চেতাঃ ॥১৭

সহস্রস্তম্ভাং হেমবৈদূর্য্যচিত্রাং
শতদ্বারাং তোরণস্ফাটিকাখ্যাম্।
সভামগ্র্যাং ক্রোশমাত্রায়তাং মে
তদ্‌বিস্তারামাশু কুর্বন্তু যুক্তাঃ ॥১৮

শ্রুত্বা তস্য ত্বরিতা নির্বিশঙ্কাঃ
প্রাজ্ঞা দক্ষাস্তাং তদা চক্রুরাশু।
সর্বদ্রব্যাণ্যুপজহ্রুঃ সভায়াং
সহস্রশঃ শিল্পিনশ্চৈব যুক্তাঃ ॥১৯

কালেনাল্পেনাথ নিষ্ঠাং গতাং তাং
সভাং রম্যাং বহুরত্নাং বিচিত্রাম্।
চিত্রৈর্হৈমৈরাসনৈরভ্যুপেতা-
মাচখ্যুস্তে তস্য রাজ্ঞঃ প্রতীতাঃ ॥২০

ততো বিদ্বান্ বিদুরং মন্ত্রিমুখ্য-
মুবাচেদং ধৃতরাষ্ট্রো নরেন্দ্রঃ।
যুধিষ্ঠিরং রাজপুত্রঞ্চ গত্বা
মদ্বাক্যেন ক্ষিপ্রমিহানয়স্ব ॥২১

এই অক্ষক্রীড়া আমাদের নিকট বিশিষ্ট স্বর্গবাসের দ্বারস্বরূপ এবং আমাদের অনুযায়িগণের উহা লাভ হইবে। এইরূপ করিলে আপনার অনুরূপ কার্য্যই হইবে; সুতরাং আপনি পাণ্ডবগণের সহিত অক্ষক্রীড়ার আয়োজন করুন।১৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! তুমি যাহা বলিলে উহা আমার নিকট মোটেই রুচিকর হইতেছে না, তোমার যাহা ভাল লাগে, তাহাই কর। তোমার বাক্য অনুসারে কাজ করিয়া তুমি পরে অনুতাপ করিবে। তোমার এইরূপ কথা কখনও ধর্ম্মানুসারী হইতে পারে না।১৫

বিদুর অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্; সে পূর্ব্বেই ইহা জানিতে পারিয়াছে ও সে পূর্ব্বেই বলিয়াছে, সমস্ত ক্ষত্রিয়ের প্রাণসংহারকারী মহাভয় উপস্থিত হইতেছে।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মনীষী পরন্তু দৈবের প্রেরণায় কর্ত্তব্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া ধৃতরাষ্ট্র পরম দুস্তর দুর্দ্দৈব আগতপ্রায় বুঝিয়া পুত্রবাক্য গ্রহণ করত উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যগণকে বলিলেন।১৭

সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট সুবর্ণ ও বৈদূর্য্য মণিতে চিত্রিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, স্ফটিক নির্ম্মিত তোরণ—সমন্বিত, একক্রোশ দীর্ঘ ও প্রস্থ একটী শ্রেষ্ঠ সভাগৃহ তোমরা সকলে মিলিয়া নির্ম্মাণ কর।১৮

তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র সহস্র সহস্র প্রাজ্ঞ ও দক্ষ শিল্পী মিলিত হইয়া নিঃসংশয়ে সেইরূপ সভাগৃহ নির্ম্মাণ করত উপযুক্ত দ্রব্যসমূহের দ্বারা উহাকে সাজাইলেন।১৯

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বস্ত পুরুষগণ অল্প সময়ের মধ্যে বহুরত্ন খচিত বিচিত্র সুবর্ণ আসনে পরিশোভিত সেই বিচিত্র সভা নির্ম্মাণ করত রাজাকে নিবেদন করিল।২০

সভেয়ং মে বহুরত্না বিচিত্রা
শয্যাসনৈরুপপন্না মহার্হৈঃ।
সা দৃশ্যতাং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধমেত্য
সুহৃদ্দ্যূতং বর্ত্ততামত্র চেতি ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরানয়নে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬

অনন্তর বিদ্বান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বিদুরকে ডাকাইয়া বলিলেন—আমার আদেশে তুমি রাজপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া তাহাকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস।২১

আমি বহু রত্নখচিত বিচিত্র মহামূল্য শয্যা ও আসনে পরিপূর্ণ সভাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছি। তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আসিয়া উহা দর্শন কর এবং সুহৃদ্ভাবে দ্যূতক্রীড়া কর।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরানয়ননামক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ৫৬

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রয়োরালাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মতমাজ্ঞায় পুত্রস্য ধৃতরাষ্ট্রো নরাধিপঃ।
মত্বা চ দুস্তরং দৈবমেতদ্ রাজংশ্চকার হ ॥১
অন্যায়েন তথোক্তস্তু বিদুরো বিদুষাং বরঃ।
নাভ্যনন্দদ্ বচো ভ্রাতুর্ব্বচনং চেদমব্রবীৎ ॥২

বিদুর উবাচ।

নাভিনন্দে নৃপতে প্রৈষমেতং
মৈবং কৃথাঃ কুলনাশাদ্ বিভেমি।
পুত্রৈর্ভিন্নৈঃ কলহস্তে ধ্রুবং স্যা-
দেতচ্ছঙ্কে দ্যূতকৃতে নরেন্দ্র ॥৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

নেহ ক্ষত্তঃ কলহস্তপ্স্যতে মাং
ন চেদ্ দৈবং প্রতিলোমং ভবিষ্যৎ।
ধাত্রা তু দিষ্টস্য বশে কিলেদং
সর্ব্বং জগচ্চেষ্টতি ন স্বতন্ত্রম্ ॥৪

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের আলাপ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্ জনমেজয়! পুত্রের মত স্বীকার করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুস্তর দৈব মনে করত তাহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলেন।১

বিদ্বৎশ্রেষ্ঠ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ অন্যায় কথা শুনিয়া মোটেই আনন্দিত হইলেন না, তাই ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন।২

বিদুর বলিলেন,—হে নরপতে! আপনি আমাকে যে আদেশ করিলেন, ইহাতে আমি মোটেই আনন্দিত হইলাম না। মহারাজ! আপনি এরূপ কার্য্য করিবেন না; কেননা, আমার কুলনাশের ভয় হইতেছে, আপনার পুত্রগণের অবশ্যই ভেদ ও কলহ হইবে। দ্যূতক্রীড়া হইতে আমি এইরূপ আশঙ্কা করিতেছি।৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে ক্ষত্তঃ (বিদুর)! এখানে দৈব যদি প্রতিকূল না হয়, তবে কলহ হইবে না; সুতরাং ভাবী কলহ হইতে কোন সন্তাপ আমার

তদগু বিদুর প্রাপ্য রাজানং মম শাসনাৎ।
ক্ষিপ্রমানয় দুর্দ্ধর্ষং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি যুধিষ্ঠিরানয়নে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭

হইতেছে না। বিধাতার বিধানের বশীভূত এই সমস্ত জগৎ; সমস্ত জগৎ তাঁহার ইচ্ছাতেই চেষ্টিত হয়, জগতের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই।৪

সুতরাং হে বিদুর! অদ্য তুমি আমার আজ্ঞায় দুর্দ্ধর্ষ কুন্তিপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া শীঘ্র তাহাকে এখানে লইয়া আইস।৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্বে যুধিষ্ঠিরানয়ননামক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৭

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুর-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সংলাপঃ, সপরিবারস্য যুধিষ্ঠিরস্য হস্তিনাপুরে গমনম্, সর্বৈঃ সহ মিলনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রায়াদ্ বিদুরোঽশ্বৈরুদারৈ-
মহাজবৈর্বলিভিঃ সাধুদান্তৈঃ।
বলান্নিযুক্তো ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা।
মনীষিণাং পাণ্ডবানাং সকাশে ॥১

সোঽভিপত্য তদধ্বানমাসাদ্য নৃপতেঃ পুরম্।
প্রবিবেশ মহাবুদ্ধিঃ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥২

স রাজগৃহমাসাদ্য কুবের-ভবনোপমম্
অভ্যাগচ্ছত ধর্মাত্মা ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩

তং বৈ রাজা সত্যধৃতির্মহাত্মা
অজাতশত্রুর্বিদুরং যথাবৎ।
পূজাপূর্বং প্রতিগৃহ্যাজমীঢ়-
স্ততোঽপৃচ্ছদ্ ধৃতরাষ্ট্রং সপুত্রম্ ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিজ্ঞায়তে তে মনসোঽপ্রহর্ষঃ
কচ্চিৎ ক্ষত্তঃ কুশলেনাগতোঽসি।
কচ্চিৎ পুত্রাঃ স্থবিরস্যানুলোমা
বশানুগাশ্চাপি বিশোঽথ কচ্চিৎ ॥৫

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(বিদুর-যুধিষ্ঠিরসংলাপ, সপরিবারে যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে গমন এবং সকলের সহিত সমাগম।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বলপূর্ব্বক প্রেরিত হইয়া বিদুর মহাবেগশালী, বলবান্ ও সুশিক্ষাপ্রাপ্ত অশ্বসমূহে বাহিত রথে চড়িয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিকটে চলিলেন।১

বুদ্ধিমান্ বিদুর সেই বিশাল পথ অতিক্রম করত ইন্দ্রপ্রস্থনগরে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।২

কুবেরভবনসদৃশ সেই রাজভবনে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মাত্মা বিদুর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন।৩

আজমীঢ়বংশজাত, সত্যনিষ্ঠ, মহাত্মা ও অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে পূজাপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং পুত্র সহিত ধৃতরাষ্ট্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৪

বিদুর উবাচ।

রাজা মহাত্মা কুশলী সপুত্র
আস্তে বৃতো জ্ঞাতিভিরিন্দ্রকল্পঃ।
প্রীতো রাজন্ পুত্রগণৈর্বিনীতৈ-
র্বিশোক এবাত্মরতির্মহাত্মা ॥৬

ইদং তু ত্বাং কুরুরাজোঽভ্যুবাচ
পূর্ব্বং পৃষ্ট্বা কুশলং চাব্যয়ঞ্চ।
ইয়ং সভা ত্বৎসভাতুল্যরূপা
ভ্রাতৄণাং তে দৃশ্যতামেত্য পুত্র ॥৭

সমাগম্য ভ্রাতৃভিঃ পার্থ তস্যাং
সুহৃদ্দ্যূতং ক্রিয়তাং রম্যতাঞ্চ।
প্রীয়ামহে ভবতাং সঙ্গমেন
সমাগতাঃ কুরবশ্চাপি সর্ব্বে ॥৮

দুরোদরা বিহিতা যে তু তত্র
মহাত্মনা ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা।
তান্ দ্রক্ষ্যসে কিতবান্ সন্নিবিষ্টা-
নিত্যাগতোঽহং নৃপতে তজ্জুষস্ব ॥৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দ্যূতে ক্ষত্তঃ কলহো বিদ্যতে নঃ
কো বৈ দ্যূতং রোচয়েদ্ বুধ্যমানঃ।
কিং বা ভবান্ মন্যতে যুক্তরূপং
ভবদ্বাক্যে সর্ব্ব এব স্থিতাঃ স্মঃ ॥১০

বিদুর উবাচ।

জানাম্যহং দ্যূতমনর্থমূলং
কৃতশ্চ যত্নোঽস্য ময়া নিবারণে।
রাজা চ মাং প্রাহিণোৎ ত্বৎসকাশং
শ্রুত্বা বিদ্বঞ্ছ্রেয় ইহাচরস্ব ॥১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ক্ষত্তঃ! আপনার মনকে অপ্রসন্ন দেখিতেছি। আপনি কুশলে আগমন করিয়াছেন তো? বৃদ্ধ রাজার পুত্রগণ ও তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার বশীভূত আছে তো? ৫

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত কুশলেই আছেন এবং তিনি জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। পুত্রগণ তাঁহার বশীভূত আছে; তিনি পারিবারিক সুখে আত্মতৃপ্তই আছেন।৬

কুরুরাজ ভ্রাতৃগণের সহিত তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করত তোমাকে এই সংবাদ দিয়াছেন—পুত্র! আমি তোমার সভার ন্যায় এক সভা নির্ম্মাণ করিয়াছি, তুমি ভ্রাতৃগণ সহকারে তাহা দর্শন কর।৭

হে পার্থ! ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করত তুমি সেই সভায় সুহৃদ্ভাবে দ্যূতক্রীড়া কর ও আমোদ প্রমোদ কর। তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া আমি ও সমবেত কৌরবগণ সকলেই প্রীত হইব।৮

মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যে দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে সমাবিষ্ট কপটীগণকে দেখিতে পাইবে। হে রাজন্! এই কথা বলিতে আমি আসিয়াছি, তুমি এই ক্রীড়াতে যোগদান কর।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ক্ষত্তঃ! দ্যূতক্রীড়াতে আমাদের কলহ হইতে পারে, ইহা জানিয়া শুনিয়া এই ক্রীড়াকে কোন বুদ্ধিমান্ পছন্দ করে? অথবা আপনি এখানে কি যুক্তিযুক্ত মনে করেন? আপনার কথা আমাদের সকলের শিরোধার্য্য।১০

বিদুর বলিলেন,—দ্যূত যে অনর্থের মূল—ইহা আমি জানি; আমি ইহার নিবারণে যত্নও করিয়াছি। কিন্তু আমার কথা না শুনিয়া তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন। প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির! এখন একথা শুনিয়া তোমার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ মনে হয়, তাহাই কর।১১

ষ্ঠির উবাচ।

কে তত্রান্যে কিতবা দীব্যমানা
বিনা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রৈঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং বিদুর ব্রূহি নস্তান্
যৈর্দীব্যামঃ শতশঃ সন্নিপত্য ॥১২

বিদুর উবাচ।

গান্ধাররাজঃ শকুনির্বিশাম্পতে
রাজাতিদেবী কৃতহস্তো মতাক্ষঃ।
বিবিংশতিশ্চিত্রসেনশ্চ রাজা
সত্যব্রতঃ পুরুমিত্রো জয়শ্চ ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহাভয়াঃ কিতবাঃ সন্নিবিষ্টা
মায়োপধা দেবিতারোঽত্র সন্তি।
ধাত্রা তু দিষ্টস্য বশে কিলেদং
সর্বং জগৎ তিষ্ঠতি ন স্বতন্ত্রম্ ॥১৪

নাহং রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনা-
ন্ন গন্তুমিচ্ছামি কবে দুরোদরম্।
ইষ্টো হি পুত্রস্য পিতা সদৈব
তদস্মি কর্ত্তা বিদুরাত্থ মাং যথা ॥১৫

ন চাকামঃ শকুনিনা দেবিতাহং
ন চেন্মাং জিষ্ণুরাহ্বয়িতা সভায়াম্।
আহূতোঽহং ন নিবর্ত্তে কদাচিৎ
তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা বিদুরং ধর্মরাজঃ
প্রাযাত্রিকং সর্বমাজ্ঞাপ্য তূর্ণম্।
প্রায়াচ্ছ্বোভূতে সগণঃ সানুযাত্রঃ
সহ স্ত্রীভির্দ্রৌপদীমাদি কৃত্বা ॥১৭

দৈবং হি প্রজ্ঞাং মুষ্ণাতি চক্ষুস্তেজ ইবাপতৎ।
ধাতুশ্চ বশমন্বেতি পাশৈরিব নরঃ সিতঃ ॥১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বিদুর! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ছাড়া সেখানে আর কে কপটী পাশাখেলার্থী আছে? আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি তাঁহাদের নাম বলুন, শত শত পণ রাখিয়া যাঁহাদের সঙ্গে আমাকে দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে?।১২

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্! দ্যূতক্রীড়ায় অতীব নিপুণ, সিদ্ধহস্ত ও অক্ষবিশেষজ্ঞ গান্ধাররাজ শকুনি, বিবংশতি, রাজা চিত্রসেন, সত্যব্রত, পুরুমিত্র ও জয় থাকিবেন।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অহো! মায়াতে নিপুণ মহাভয়ঙ্কর কপটী অক্ষক্রীড়াকারিগণের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই জগৎ বিধাতার বিধানের বশীভূত হইয়া অবস্থান করে, ইহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই।১৪

হে কবে! সুতরাং আমি ধৃতরাষ্ট্রের শাসনানুযায়ী দ্যূতক্রীড়ায় যাইতে ইচ্ছুক নহি; কারণ, পুত্র পিতার নিকট সর্বদাই প্রিয়। অতএব হে বিদুর! আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।১৫

আমার কখন দ্যূতক্রীড়ার ইচ্ছা নাই, আমাকে বিজয়শীল রাজা ধৃতরাষ্ট্র যদি পাশাখেলায় এই আমন্ত্রণ না করিতেন, তাহা হইলে আমি কখনই শকুনির সহিত পাশা খেলিতাম না। আমার এই নিত্য ব্রত হইতেছে যে, আমাকে দ্যূতে আহ্বান করিলে আমি পশ্চাৎপদ হইব না।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিদুরকে এই কথা বলিয়া হস্তিনাপুরে যাত্রার সকল আয়োজন শীঘ্র সমাপন করত পরদিন নিজ অনুযায়িগণ ও দ্রৌপদীপ্রমুখ স্ত্রীগণের সহিত হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন।১৭

চক্ষুর উপর আপতিত তেজ যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে, তেমনই দৈবও প্রজ্ঞাকে হরণ করে।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রাজা সহ ক্ষত্রা
অমৃষ্যমাণস্তস্যাথ সমাহ্বানমরিন্দমঃ ॥১৯

বাহ্লীকেন রথং দত্তমাস্থায় পরবীরহা।
পরিচ্ছন্নো যযৌ পার্থো ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ ॥২০

রাজশ্রিয়া দীপ্যমানো যযৌ ব্রহ্মপুরঃসরঃ।
(সন্দিদেশ ততঃ প্রেষ্যান্ নাগাহ্বয়গতিং প্রতি।
ততস্তে নরশার্দূলাশ্চক্রুর্বৈ নৃপশাসনম্ ॥১

ততো রাজা মহাতেজাঃ সধৌম্যঃ সপরিচ্ছদঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ স্বস্তিবাচ্যৈব নির্যযৌ মন্দিরাদ্ বহিঃ ॥২

ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা গত্যর্থং স যথাবিধি।
অন্যেভ্যঃ স তু দত্ত্বার্থং গন্তুমেবোপচক্রমে ॥৩

সর্বলক্ষণসম্পন্নং রাজার্হং সপরিচ্ছদম্।
তমারুহ্য মহারাজো গজেন্দ্রং ষষ্টিহায়নম্ ॥৪
নিষসাদ গজস্কন্ধে কাঞ্চনে পরমাসনে।
হারী কিরীটী হেমাভঃ সর্বাভরণভূষিতঃ ॥৫
ররাজ রাজন্ পার্থো বৈ পরয়া নৃপশোভয়া।
রুক্মবেদিগতঃ প্রাজ্যো জ্বলন্নিব হুতাশনঃ ॥৬
ততো জগাম রাজা স প্রহৃষ্টনরবাহনঃ।
রথঘোষেণ মহতা পূরয়ন্ বৈ নভঃস্থলম্ ॥৭
সংস্তূয়মানঃ স্তুতিভিঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ।
মহাসৈন্যেন সংবীতো যথাদিত্যঃ স্বরশ্মিভিঃ ॥৮
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্ধনি।
বভৌ যুধিষ্ঠিরো রাজা পৌর্ণমাস্যামিবোড়ুরাট্ ॥৯

পাশের দ্বারা বদ্ধ মানুষের ন্যায় সকল জীব বিধাতার বশীভূত।১৮

শত্রুদমন রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া শকুনির আহ্বানকে সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষত্তার (বিদুরের) সহিত প্রস্থান করিলেন।১৯

বাহ্লীককর্তৃক প্রস্তুত রথে চড়িয়া শত্রুবীরহন্তা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া গমন করিলেন।২০

রাজৈশ্বর্য্যে দেদীপ্যমান রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া যাত্রা করিলেন এবং (ভৃত্যগণকেও হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশে ঐ সব নরশ্রেষ্ঠ রাজভৃত্যবৃন্দ যাত্রা করিলেন। তখন মহাতেজস্বী রাজা রাজোচিত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করত পুরোহিত ধৌম্যের সহিত রাজপ্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন।১-২

যাত্রার কুশলের জন্য ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও অন্যান্য ভৃত্যগণকে পারিতোষিক প্রদান করত গমন করিতে উদ্যত হইলেন।৩

মহারাজ যুধিষ্ঠির ষষ্টিবর্ষবয়স্ক রাজোচিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন ও সর্ব্বসামগ্রীতে সুসজ্জিত মহাগজে আরোহণ করিয়া সেই গজের স্কন্ধে স্বর্ণনির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সুবর্ণবর্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির হার, কিরীট ও সর্ব্বপ্রকার আভরণে ভূষিত হইয়া এমন রাজশোভা ধারণ করিলেন যে, তাঁহাকে সুবর্ণবেদিমধ্যগত ঘৃতাহুতিপ্রযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।৪-৬

রাজভৃত্য ও রাজবাহনসমূহ হৃষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল। সূত ও মগধদেশীয় বন্দিগণ রাজার স্তুতি গান করিতে লাগিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বকিরণে পরিবৃত সূর্য্যের ন্যায় মহতী সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া রথনির্ঘোষে আকাশ ও স্থলদেশ মুখরিত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধৃত ছিল, তাহাতে তিনি পূর্ণিমাতিথিতে উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।৭-৯

চামরৈর্হেমদণ্ডৈশ্চ ধূয়মানঃ সমন্ততঃ।
জয়াশিষঃ প্রহৃষ্টানাং নরাণাং পথি পাণ্ডবঃ ॥১০
প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথান্যায়ং যথাবদ্ ভরতর্ষভ।
অপরে কুরুরাজানং পথি যান্তং সমাহিতাঃ ॥১১
স্তুবন্তি সততং সৌখ্যান্ মৃগপক্ষিস্বরৈর্নরাঃ।
তথৈব সৈনিকা রাজন্ রাজানমনুযান্তি যে ॥১২
তেষাং হলহলাশব্দো দিবং স্তব্ধ্বা প্রতিষ্ঠিতঃ।
নৃপস্যাগ্রে যযৌ ভীমো গজস্কন্ধগতো বলী ॥১৩
উভৌ পার্শ্বগতৌ রাজ্ঞঃ সদশ্বৌ বৈ সুকল্পিতৌ।
অধিরূঢৌ যমৌ চাপি জগ্মতুর্ভরতর্ষভ ॥১৪
শোভয়ন্তৌ মহাসৈন্যং তাবুভৌ রূপশালিনৌ।
পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ ধীমান্ পার্থঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥১৫
শ্বেতাশ্বো গাণ্ডিবং গৃহ্য অগ্নিদত্তং রথং গতঃ।
সৈন্যমধ্যে যযৌ রাজন্ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬
দ্রৌপদীপ্রমুখা নার্য্যঃ সানুগাঃ সপরিচ্ছদাঃ।
আরুহ্য তা বিচিত্রাণি শিবিকানাং শতানি চ ॥১৭
মহত্যা সেনয়া রাজন্নগ্রে রাজ্ঞো যযুস্তদা।
সমৃদ্ধনরনাগাশ্বং সপতাকরথধ্বজম্ ॥১৮
সমৃদ্ধরথনিস্ত্রিংশং পত্তিভির্ঘোষিতস্বনম্।
শঙ্খদুন্দুভিতালানাং বেণুবীণানুনাদিতম্ ॥১৯
শুশুভে পাণ্ডবং সৈন্যং প্রয়াতং তৎ তদা নৃপ।
স সরাংসি নদীশ্চৈব বনান্যুপবনানি চ ॥২০
অত্যক্রামন্মহারাজ পুরীং চাভ্যবপদ্যত।
হস্তীপুরসমীপে তু কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১
চক্রে নিবেশনং তত্র ততঃ স সহসৈনিকঃ।
শিবে দেশে সমে চৈব ন্যবসৎ পাণ্ডবস্তদা ॥২২
ততো রাজন্ সমাহূয় শোকবিহ্বলয়া গিরা।
এতদ্ বাক্যঞ্চ সর্বস্বং ধৃতরাষ্ট্রচিকীর্ষিতম্।
আচচক্ষে যথাবৃত্তং বিদুরোঽথ নৃপস্য হ ॥২৩)
ধৃতরাষ্ট্রেণ চাহূতঃ কালস্য সময়েন চ ॥২১
স হাস্তিনপুরং গত্বা ধৃতরাষ্ট্রগৃহং যযৌ।
সমিয়ায় চ ধর্মাত্মা ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডবঃ ॥২২

হে ভারত! সুবর্ণদণ্ডবিশিষ্ট চামরসমূহের দ্বারা বীজিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির পথে হৃষ্টচিত্ত নাগরিকগণের জয়াশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। কুরুরাজকে পথে চলিতে দেখিয়া অনেকে মৃগ ও পক্ষীর স্বর অনুকরণ করত তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সৈন্যগণও মহারাজের স্তব করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।১০-১২

সেই সৈন্যগণের হলাহলশব্দ আকাশমণ্ডলকে স্তব্ধ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! রাজার সম্মুখে বলী ভীমসেন গজস্কন্ধে আরোহণ করত চলিতে লাগিলেন। অনিন্দ্যসুন্দররূপসম্পন্ন নকুল ও সহদেব দুই জমজ ভ্রাতা দুই উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করত নিজরূপে সৈন্যবাহিনীকে পরিশোভিত করিয়া রাজার দুই পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পার্থ অগ্নিদত্ত গাণ্ডীবহস্তে শ্বেতাশ্ববাহিত রথে আরোহণপূর্ব্বক রাজার পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সকল সৈন্যের মধ্যে স্বয়ং কুরুরাজ যুধিষ্ঠির চলিতে লাগিলেন।১৩-১৬

হে রাজন্! দ্রৌপদীপ্রমুখ নারীগণ বিচিত্র মহামূল্য বস্ত্র ও ভূষণে ভূষিতা হইয়া অনুগামিনীগণের সহিত শত শত বিচিত্র শিবিকায় আরোহণ করত মহতী সেনার দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজার অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। হে নৃপ! সমৃদ্ধ নর, নাগ ও অশ্বে পরিবৃত, পতাকা ও ধ্বজসমন্বিত, সমৃদ্ধ রথে খড়্গাদি অস্ত্রে পূর্ণ পদাতিকগণের কোলাহলে মুখরিত, শঙ্খ, দুন্দুভি, তাল, বীণা ও বেণু ধ্বনিতে নিনাদিত সেই অভিযানে পাণ্ডব সেনাবাহিনী পরম শোভা ধারণ করিল।

তথা ভীষ্মেণ দ্রোণেন কর্ণেন চ কৃপেণ চ।
সমিয়ায় যথান্যায়ং দ্রৌণিনা চ বিভুঃ সহ ॥২৩
সমেত্য চ মহাবাহুঃ সোমদত্তেন চৈব হ।
দুর্য্যোধনেন শল্যেন সৌবলেন চ বীর্য্যবান্ ॥২৪
যে চান্যে তত্র রাজানঃ পূর্বমেব সমাগতাঃ।
দুঃশাসনেন বীরেণ সর্বৈর্ভ্রাতৃভিরেব চ ॥২৫
জয়দ্রথেন চ তথা কুরুভিশ্চাপি সর্বশঃ।
ততঃ সর্বৈর্মহাবাহু-র্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥২৬
প্রবিবেশ গৃহং রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
দদর্শ তত্র গান্ধারীং দেবীং পতিমনুব্রতাম্ ॥২৭
স্নুষাভিঃ সংবৃতাং শশ্বৎ তারাভিরিব রোহিণীম্।
অভিবাদ্য স গান্ধারীং তয়া চ প্রতিনন্দিতঃ ॥২৮
দদর্শ পিতরং বৃদ্ধং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্ ॥২৯
রাজ্ঞা মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রাতাস্তে চ কৌরবনন্দনাঃ।
চত্বারঃ পাণ্ডবা রাজন্ ভীমসেনপুরোগমাঃ ॥৩০
ততো হর্ষঃ সমভবৎ কৌরবাণাং বিশাম্পতে।
তান্ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রান্ পাণ্ডবান্ প্রিয়দর্শনান্ ॥৩১
বিবিশুস্তেঽভ্যনুজ্ঞাতা রত্নবন্তি গৃহাণি চ।
দদৃশুশ্চোপযাতাংস্তান্ দুঃশলাপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৩২
যাজ্ঞসেন্যাঃ পরামৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা প্রজ্বলিতামিব।
স্নুষাস্তা ধৃতরাষ্ট্রস্য নাতিপ্রমনসোঽভবন্ ॥৩৩
ততস্তে পুরুষব্যাঘ্রা গত্বা স্ত্রীভিস্তু সংবিদম্।
কৃত্বা ব্যায়ামপূর্বাণি কৃত্যানি প্রতিকর্ম চ ॥৩৪

হে মহারাজ! কুরুরাজ যুধিষ্ঠির বহু সরোবর, নদী, বন ও উপবন অতিক্রম করত হস্তিনাপুরের সমীপে গমন করিলেন। তিনি সেইস্থানে সৈন্যগণের সহিত তাঁবু ফেলিলেন এবং মঙ্গলময় সমভূমিতে এক দিন বিশ্রাম করিলেন।১৭-২২

হে রাজন্! তখন বিদুর শোকবিহ্বল বাক্যে সকলকে সম্বোধন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের হৃদ্গত অসদভিপ্রায়ের কথা রাজার সহিত সকলকে বলিলেন।২৩)

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানানুসারে নিজ প্রতিশ্রুত রক্ষার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিবাসভূমি হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া ধর্মরাজ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।২১-২২

অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতির সহিত যথানিয়মে সম্মিলিত হইলেন।২৩

তারপর পরাক্রমী মহাবাহু যুধিষ্ঠির সোমদত্ত, দুর্য্যোধন, শল্য, সুবলপুত্র শকুনি, জয়দ্রথ, বীর দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত এবং তথায় পূর্ব্ব হইতে সমাগত রাজন্যবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করত তারাগণ পরিবৃতা রোহিণীর ন্যায় পুত্রবধূগণে পরিবৃতা পতিব্রতা গান্ধারীকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু জেষ্ঠ্য পিতৃব্য বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিলেন (এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।)২৪-২৯

রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুরুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী ভীমসেন প্রমুখ চারি পাণ্ডবকে আশীর্ব্বাদ করত মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।৩০

হে রাজন্! তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রিয়দর্শন পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া কৌরবগণের মধ্যে মহানন্দ সমুত্থিত হইল।৩১

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া রত্নে পরিপূর্ণ গৃহসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন। দুঃশলা প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ সমাগত পাণ্ডবগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু

ততঃ কৃতাহ্নিকাঃ সর্বে দিব্যচন্দনভূষিতাঃ।
কল্যাণমনসশ্চৈব ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ ॥৩৫
মনোজ্ঞমশনং ভুক্ত্বা বিবিশুঃ শরণান্যথ।
উপগীয়মানা নারীভিরস্বপন্ কুরুপুঙ্গবাঃ ॥৩৬
জগাম তেষাং সা রাত্রিঃ পুণ্যা রতিবিহারিণাম্।
স্তূয়মানাশ্চ বিশ্রান্তাঃ কালে নিদ্রামথাত্যজন্ ॥৩৭
সুখোষিতাস্তে রজনীং প্রাতঃ সর্বে কৃতাহ্নিকাঃ।
সভাং রম্যাং প্রবিবিশুঃ কিতবৈরভিনন্দিতাঃ ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি যুধিষ্ঠিরসভাগমনে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮

প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল দ্রৌপদীর উত্তম বেশভূষা দর্শন করিয়া সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণের মন অধিক সন্তুষ্ট হইল না অর্থাৎ অপ্রসন্ন হইল।৩২-৩৩

অনন্তর পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবগণ স্ত্রীগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া ব্যায়ামাদি শারীরিক কৃত্য সম্পাদন করত সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিলেন। অনন্তর সকলে দিব্যচন্দনে বিভূষিত হইয়া কল্যাণময় হৃদয়ে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন।৩৪-৩৫

অনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ রুচিকর ভোজ্যসমূহ ভোজন করত নির্দ্দিষ্ট গৃহসমূহে প্রবেশ করিয়া নারীগণের শ্রবণসুখকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন।৩৬

অনন্তর তাঁহারা সুখে সেই পুণ্যময়ী রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যথাকালে নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন।৩৭

সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করত কপটী পুরুষগণের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সম্বোনির্ম্মিত সেই রমণীয় সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।৩৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরসমাগমনামক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্যূতস্যৌনচিত্যমাশ্রিত্য যুধিষ্ঠিরস্য শকুনেশ্চ সংবাদঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রবিশ্য তাং সভাং পার্থা যুধিষ্ঠির পুরোগমাঃ।
সমেত্য পার্থিবান্ সর্বান্ পূজার্হানভিপূজ্য চ ॥১
যথাবয়ঃ সমেযানা উপবিষ্টা যথার্হতঃ।
আসনেষু বিচিত্রেষু স্পর্দ্ধ্যাস্তরণবৎসু চ ॥২

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[দ্যূতের অনৌচিত্য সম্বন্ধে শকুনি ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পার্থগণ সেই সভায় প্রবেশ করিয়া সকল রাজগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং পূজনীয়গণকে পূজা করিয়া বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে যথাযোগ্য বিচিত্র মহামূল্য আসনসমূহে ক্রমশঃ উপবেশন করিলেন।১-২

তেষু তত্রোপবিষ্টেষু সর্বেষ্বথ নৃপেষু চ।
শকুনিঃ সৌবলস্তত্র যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৩

শকুনিরুবাচ।
উপস্তীর্ণা সভা রাজন্ সর্বে ত্বয়ি কৃতক্ষণাঃ।
অক্ষানুপ্ত্বা দেবনস্য সময়োঽস্তু যুধিষ্ঠির ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।
নিকৃতির্দেবনং পাপং ন ক্ষাত্রোঽত্র পরাক্রমঃ।
ন চ নীতিধ্রুবা রাজন্ কিং ত্বং দ্যূতং প্রশংসসি ॥৫
ন হি মানং প্রশংসন্তি নিকৃতৌ কিতবস্য হি।
শকুনে মৈব নো জৈষীরমার্গেণ নৃশংসবৎ ॥৬

শকুনিরুবাচ।
যো বেত্তি সংখ্যাং নিকৃতৌ বিধিজ্ঞ-
শ্চেষ্টাস্বখিন্নঃ কিতবোঽক্ষজাসু।
মহামতির্যশ্চ জানাতি দ্যূতং
স বৈ সর্বং সহতে প্রক্রিয়াসু ॥৭

অক্ষগ্লহঃ সোঽভিভবেৎ পরং ন-
স্তেনৈব দোষো ভবতীহ পার্থ।
দীব্যামহে পার্থিব মা বিশঙ্কাং
কুরুষ্ব পাণঞ্চ চিরঞ্চ মা কৃথাঃ ॥৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।
এবমাহায়মসিতো দেবলো মুনিসত্তমঃ।
ইমানি লোকদ্বারাণি যো বৈ ভ্রাম্যতি সর্বদা ॥৯
ইদং বৈ দেবনং পাপং নিকৃত্যা কিতবৈঃ সহ।
ধর্মেণ তু জয়ো যুদ্ধে তৎপরং ন তু দেবনম্ ॥১০

তাঁহারা সকলে এবং সকল রাজগণ উপবিষ্ট হইলে সেই সভাতে সুবলতনয় শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।৩

শকুনি বলিল,—হে রাজন্। সভাগৃহ নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইয়াছে; তুমি আসাতে আমরা সকলেই উৎসবের আনন্দ অনুভব করিতেছি। হে যুধিষ্ঠির। পাশা চালিয়া খেলা করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়।৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দ্যূতক্রীড়া নিকৃতি (শাঠ্য) ভিন্ন কিছু নহে, এজন্য উহা পাপ কর্ম্ম; ইহাতে ক্ষত্রিয়োচিত পরাক্রম কিছু নাই। হে রাজন্। ইহা চিরন্তনী কোন নীতিও নহে; তবে তুমি দ্যূতের প্রশংসা করিতেছ কেন ?৫

কপটী ব্যক্তির শাঠ্যকর্ম্মে মান সম্মানের কোন বোধ থাকে না, সেইজন্য সজ্জনগণ উহার প্রশংসা করেন না। হে শকুনে! তুমি নৃশংসের ন্যায় কুপথে আমাদিগকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিও না।৬

শকুনি বলিল,—যে ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ছল করিলে উহার দ্বারা জয় হইবে বা পরাজয় হইবে ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে, যে দ্যূতবিধিকে জানে, যে স্বয়ং ভিন্ন না হইয়া কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিপক্ষের পরাজয়জনক দ্যূতক্রীড়া করিতে পারে, যে মহামতি দ্যূতক্রীড়া জানে অর্থাৎ প্রতিপক্ষের জয়াবহ দ্যূতকে পরাজয়াবহ করিতে পারে, সে-ই সকল প্রকার দ্যূতক্রীড়ায় শঠতাপূর্ণ কার্য্যকলাপ সহ্য করিতে পারে।৭

হে কুন্তীপুত্র। যেরূপ দ্যূতক্রীড়ায় আমাদের উভয়ের মধ্যে একের দ্যূতজন্য জয়পরাজয় ব্যবহার অপরকে অভিভূত করিবে, সেইরূপ দ্যূতক্রড়াই পাপজনক। সুতরাং হে রাজন্! তুমি আশঙ্কা করিও না, এস আমরা পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করি, বিলম্ব করিও না।৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল মুনি এবং অসিত মুনি, যাঁহারা স্বর্গাদিলোকের দ্বাররূপ কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গে সর্ব্বদা বিচরণ করেন, তাঁহারা

নার্য্যা ম্লেচ্ছন্তি ভাষাভির্মায়য়া ন চরন্ত্যত।
অজিহ্মমশঠং যুদ্ধমেতৎ সৎপুরুষব্রতম্ ॥১১
শক্তিতো ব্রাহ্মণান্ নূনং রক্ষিতুং প্রযতামহে।
তদ্বৈ বিত্তং মাতিদেবীর্মা জৈষীঃ শকুনে পরান্ ॥১২
নিকৃত্যা কাময়েনাহং সুখান্যুত ধনানি বা।
কিতবস্যেহ কৃতিনো বৃত্তমেতন্ন পূজ্যতে ॥১৩

শকুনিরুবাচ।

শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ানেতি নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির।
বিদ্বানবিদুষোঽভ্যেতি নাহুস্তাং নিকৃতিং জনাঃ ॥১৪
অক্ষৈর্হি শিক্ষিতোঽভ্যেতি নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির।
বিদ্বানবিদুষোঽভ্যেতি নাহুস্তাং নিকৃতিং জনাঃ ॥১৫
অকৃতাস্ত্রং কৃতাস্ত্রশ্চ দুর্ব্বলং বলবত্তরঃ।
এবং কর্ম্মসু সর্ব্বেষু নিকৃত্যৈব যুধিষ্ঠির।
বিদ্বানবিদুষোঽভ্যেতি নাহুস্তাং নিকৃতিং জনাঃ ॥১৬
এবং ত্বং মামিহাভ্যেত্য নিকৃতিং যদি মন্যসে।
দেবনাদ্ বিনিবর্ত্তস্ব যদি তে বিদ্যতে ভয়ম্ ॥১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আহূতো ন নিবর্ত্তেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্।
বিধিশ্চ বলবান্ রাজন্ দিষ্টস্যাস্মি বশে স্থিতঃ ॥১৮
অস্মিন্ সমাগমে কেন দেবনং মে ভবিষ্যতি।
প্রতিপাণশ্চ কোঽন্যোঽস্তি ততো দ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্ ॥১৯

দুইজনে বলিয়াছেন—কপটী পুরুষগণের সহিত কপটতাপূর্ব্বক অক্ষক্রীড়া পাপজনক, সুতরাং ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে জয়লাভই শ্রেষ্ঠ, পাশাখেলা নহে।৯-১০

নারী যে শুদ্ধ ভাষাকে অপভাষায় পরিণত করে, (তাহাও দ্যূতক্রীড়া হইতে ভাল, কারণ,) সে তাহা কপটতাপূর্ব্বক করে না, জিহ্বার অসামর্থ্যবশতই করে। সুতরাং কুটিলতা ও শঠতাশূন্য যে সম্মুখসমর, ইহাই সৎপুরুষের ব্রত।১১

আমি আমার যে ধনের দ্বারা যথাশক্তি ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি, হে শকুনে! তুমি অতিদেবন অর্থাৎ সর্ব্বস্বপণপূর্ব্বক অক্ষক্রীড়ায় সেই ধনের জন্য শত্রুকে জয় করিতে চেষ্টা করিও না।১২

আমি কপটতার দ্বারা ধন বা সুখ কিছুই চাহি না। পাশাখেলা কর্ম্মকুশল শঠেরই কর্ম, সুতরাং ইহা মোটেই প্রশংসনীয় নয়।১৩

শকুনি বলিল,—শ্রোত্রিয় (বেদবেদাঙ্গপারদর্শী-বিদ্বান্) ব্রাহ্মণ নিকৃতি অর্থাৎ জিগীষাবশতঃ অপর শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে এবং বিদ্বান্ জিগীষাবশে অবিদ্বানের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হয়। হে যুধিষ্ঠির! কেহ উহাকে শঠতা বলে না।১৪

হে যুধিষ্ঠির! অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ ব্যক্তি কপটতার সাহায্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় এবং অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞের সহিত জিগীষার বশে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু লোকে উহাকে শঠতা বলে না।১৫

কৃতাস্ত্র অর্থাৎ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ যোদ্ধা অকৃতাস্ত্রের সহিত এবং বলবান্ দুর্ব্বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ সর্ব্বকার্য্যেই তত্তদ্-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনভিজ্ঞকে কপটতার সহায়তায় পরাজয়ে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু লোকে ইহাকে শাঠ্য বলে না।১৬

তুমি আমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া ইহাকে কপটতা বলিয়া মনে কর এবং তজ্জন্য তোমার ভয় হইয়া থাকে, তবে তুমি অক্ষ-ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হও।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! আহূত হইয়া সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হওয়াই আমার ব্রত। বিধিই বলবান্ এবং আমরা সকলেই দৈবের বশীভূত।১৮

দুর্য্যোধন উবাচ।

অহং দাতাস্মি রত্নানাং ধনানাঞ্চ বিশাম্পতে।
মদর্থে দেবিতা চায়ং শকুনির্মাতুলো মম ॥২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অন্যেনান্যস্য বৈ দ্যূতং বিষমং প্রতিভাতি মে।
এতদ্ বিদ্বন্নুপাদৎস্ব কামমেবং প্রবর্ত্ততাম্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি যুধিষ্ঠির-শকুনিসংবাদে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯

এই সম্মেলনে আমাকে কাহার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে হইবে এবং (আমার সমান অথবা ঈষদূন ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন) কোন ব্যক্তি বা আমার পণপ্রতিপক্ষ হইবে? ইহা স্থির করিয়া অনন্তর দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হউক।১৯

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে রাজন্! আমি রত্ন ও ধন দান করিব। তাহার বিনিময়ে আমার এই মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া পাশা খেলিবে।২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অন্যের দ্বারা অন্যের দ্যূতক্রীড়া আমার নিকট বিষম বলিয়া মনে হইতেছে। হে বিদ্বন্! যদি তুমি নিজেই এই পাশা গ্রহণ কর, তাহা হইলে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হউক। আমার ইহাতে কোন আপত্তি নাই।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-শকুনিসংবাদনামক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্যূতক্রীড়ায়া আরম্ভঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উপোহ্যমানে দ্যূতে তু রাজানঃ সর্ব এব তে।
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য বিবিশুস্তাং সভাং ততঃ ॥১

ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপশ্চৈব বিদুরশ্চ মহামতিঃ।
নাতিপ্রীতেন মনসা তেঽন্ববর্ত্তন্ত ভারত ॥২

তে দ্বন্দ্বশঃ পৃথক্ চৈব সিংহগ্রীবা মহৌজসঃ।
সিংহাসনানি ভূরীণি বিচিত্রাণি চ ভেজিরে ॥৩

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির প্রভৃতি যখন দ্যূতক্রীড়াবিষয়ে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন, তখন রাজগণ সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে লইয়া সেই সভায় প্রবেশ করিলেন।১

হে ভারত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও মহামতি বিদুর অপ্রসন্ন মনে তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিলেন।২

সিংহের ন্যায় গ্রীবাযুক্ত মহাতেজস্বী রাজগণের মধ্যে কতিপয় দুই দুই জন করিয়া এক এক সিংহাসনে এবং কতিপয় পৃথক্ পৃথক্ এক এক বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।৩

শুশুভে সা সভা রাজন্ রাজভিস্তৈঃ সমাগতৈঃ।
দেবৈরিব মহাভাগৈঃ সমবেতৈস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥৪
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে ভাস্বরমূর্ত্তয়ঃ।
প্রাবর্ত্তত মহারাজ সুহৃদ্দ্যূতমনন্তরম্ ॥৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অয়ং বহুধনো রাজন্ সাগরাবর্ত্তসম্ভবঃ।
মণির্হারোত্তরঃ শ্রীমান্ কনকোত্তমভূষণঃ ॥৬
এতদ্ রাজন্ মম ধনং প্রতিপাণোঽস্তি কস্তব।
যেন মাং ত্বং মহারাজ ধনেন প্রতিদীব্যসে ॥৭

দুর্য্যোধন উবাচ।

সন্তি মে মণয়শ্চৈব ধনানি সুবহূনি চ।
মৎসরশ্চ ন মেঽর্থেষু জয়স্বৈনং দুরোদরম্ ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো জগ্রাহ শকুনিস্তানক্ষানক্ষতত্ত্ববিৎ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দ্যূতারম্ভে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬০

রাজন্! মহাভাগ্যবান্ সমবেত দেবগণকর্ত্তৃক পরিবৃত স্বর্গের ন্যায় সমাগত রাজগণে পরিবৃত সেই সভা শোভা ধারণ করিল।৪

উপস্থিত রাজগণ সকলেই বেদজ্ঞ, বীর ও উজ্জ্বল-মূর্ত্তিসম্পন্ন ছিলেন। হে মহারাজ! তাঁহাদের সমক্ষে সেই সুহৃদ্গণোচিত দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল।৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! সাগরের আবর্ত্ত (ঘূর্ণিপাক) হইতে উদ্ধৃত, কান্তিমান্, রত্নসমূহের দ্বারা নির্ম্মিত সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ ভূষণে বিভূষিত আমার বহুমূল্য মণিহারটি এই দ্যূতক্রীড়ায় পণরূপে রাখিতেছি। রাজন্! এই ধন আমার পণ। এখন যে পণে তুমি আমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে চাহিতেছ; হে মহারাজ! কিরূপ ধনকে তোমার পণ রূপে রাখিতেছ?৬-৭

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমার বহু মণি ও ধন আছে, সে সকলই আমি পণরূপে রাখিতেছি। আমার ধনে কোন আসক্তি নাই; তুমি দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা ঐ সমস্তই জয় করিয়া লও।৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর অক্ষতত্ত্ববিদ্ শকুনি সেই অক্ষসমূহ (পাশার গুটি) গ্রহণ করিলেন এবং তাহা নিক্ষেপ করতই যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আমি তোমার পণকে জয় করিয়া লইয়াছি।৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দ্যূতারম্ভনামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শকুনেঃ কপটদ্যূতেন প্রতিপণমেব পার্থস্য পরাজয়ঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মত্তঃ কৈতবকেনৈব যজ্জিতোঽস্মি দুরোদরে।
শকুনে হন্ত দীব্যামো গ্লহমানাঃ পরস্পরম্ ॥১

একষষ্টিতম অধ্যায়।

[শকুনির কপট দ্যূতে প্রতিপণেই পার্থের পরাজয়।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে শকুনে! তুমি কপট দ্যূতের দ্বারা আমার পণকে জয় করিয়াছ বটে; বেশ। আমরা পুনরায় পরস্পর পণ রাখিয়াই পাশা খেলিব।১

সন্তি নিষ্কসহস্রস্য ভাণ্ডিন্যো ভরিতাঃ শুভাঃ।
কোশো হিরণ্যমক্ষয্যং জাতরূপমনেকশঃ।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৌরবাণাং কুলকরং জ্যেষ্ঠং পাণ্ডবমচ্যুতম্।
ইত্যুক্তঃ শকুনিঃ প্রাহ জিতমিত্যেব তং নৃপম্ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অয়ং সহস্রসমিতো বৈয়াঘ্রঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
সুচক্রোপস্করঃ শ্রীমান্ কিঙ্কিণী-জালমণ্ডিতঃ ॥৪
সংহ্রাদনো রাজরথো য ইহাস্মানুপাবহৎ।
জৈত্রো রথবরঃ পুণ্যো মেঘসাগরনিঃস্বনঃ ॥৫
অষ্টৌ যং কুররচ্ছায়াঃ সদশ্বা রাষ্ট্রসম্মতাঃ।
বহন্তি নৈষাং মুচ্যেত পদাদ্ ভূমিমুপস্পৃশন্।
এতদ্ রাজন্ ধনং মহ্যং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং শ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শতং দাসীসহস্রাণি তরুণ্যো হেমভদ্রিকাঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৮
মহার্হমাল্যাভরণাঃ সুবস্ত্রাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
মণীন্ হেম চ বিভ্রত্যশ্চতুঃষষ্টিবিশারদাঃ ॥৯
অনুসেবাং চরন্তীমাঃ কুশলা নৃত্যসামসু।
স্নাতকানামমাত্যানাং রাজ্ঞাঞ্চ মম শাসনাৎ।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১১

সহস্র সহস্র সুবর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ সুন্দর সুন্দর বহু মঞ্জুষা (ঝাঁপি) আমার আছে এবং বহুবিধ স্বর্ণ-রৌপ্যাদিপরিপূর্ণ আমার অক্ষয় কোষ আছে, হে রাজন্। এই সমস্ত ধনকেই পণ রাখিয়া আমি তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শকুনি স্বমর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত, কৌরবকুলের রক্ষক জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—আমি তোমার এই ধনও জিতিয়া লইলাম।৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সহস্র রথতুল্য, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, সুপ্রতিষ্ঠিত, উৎকৃষ্টচক্রবিশিষ্ট, দেখিতে সুন্দর, ক্ষুদ্র-ঘণ্টিকাসমূহে মণ্ডিত, মেঘ ও সাগরের ন্যায় ভয়ানক শব্দকারী, জয়শীল, পুণ্য ও রথশ্রেষ্ঠ যে রাজরথ আমাদিগকে এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে এবং যাহাকে কুরর পক্ষীর ন্যায় রাজযোগ্য আটটী উৎকৃষ্ট অশ্ব বহন করিতেছে, ভূমি স্পর্শ করিয়াই অতিবেগে ধাবিত যে অশ্বগুলির পা হইতে কোন ভূচর প্রাণী রক্ষা পায় না, আমার সেই রাজরথ রূপ ধনকে পণ রাখিয়াই আমি এখন তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।৪-৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া জয়ে নিশ্চিতবুদ্ধি শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করত কপট কৌশলকে আশ্রয় করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"আমি তোমার এ ধনও জিতিয়া লইলাম।৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমার এক লক্ষ যুবতী সুবর্ণনির্ম্মিত হেমভদ্রনামক অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, মঙ্গলসূত্রধারিণী, শঙ্খ ও কেয়ূর পরিহিতা, নিষ্ক-পরিমিতস্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠমাল্যধারিণী, অলঙ্কারে বিভূ-ষিতা, বহুমূল্য মাল্য ও আভরণে ভূষিতা, সুন্দর-বস্ত্র পরিহিতা, চন্দনে অনুলিপ্তা, চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যায়

ষ্ঠির উবাচ।

এতাবন্তি চ দাসানাং সহস্রাণ্যুত সন্তি মে।
প্রদক্ষিণানুলোমাশ্চ প্রাবারবসনাঃ সদা ॥১২

প্রাজ্ঞা মেধাবিনো দান্তা যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
পাত্রীহস্তা দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যুত।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সহস্রসংখ্যা নাগা মে মত্তাস্তিষ্ঠন্তি সৌবল।
হেমকক্ষাঃ কৃতাপীড়াঃ পদ্মিনো হৈমমালিনঃ ॥১৫
সুদান্তা রাজবহনাঃ সর্বশব্দক্ষমা যুধি।
ঈষাদন্তা মহাকায়াঃ সর্বে চাষ্টকরেণবঃ ॥১৬
সর্বে চ পুরভেত্তারো নবমেঘনিভা গজাঃ।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবংবাদিনং পার্থং প্রহসন্নিব সৌবলঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রথাস্তাবন্ত এবেমে হেমদণ্ডাঃ পতাকিনঃ।
হয়ৈর্বিনীতৈঃ সম্পন্না রথিভিশ্চিত্রযোধিভিঃ ॥১৯
একৈকো হ্যত্র লভতে সহস্রপরমাং ভৃতিম্।
যুধ্যতোঽযুধ্যতো বাপি বেতনং মাসকালিকম্।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥২০

পারদর্শিনী দাসী আছে। তাহারা আমার আদেশে স্নাতক দ্বিজগণ, অমাত্য ও রাজগণের পাদপ্রক্ষালনাদি সেবা ও নৃত্যগীতাদির দ্বারা আনন্দ দান করে। রাজন্! আমার এই দাসীরূপ ধনকে পণ রাখিয়া আমি তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।৮-১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া জয়ে নিশ্চিতবুদ্ধি শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করত কপট কৌশলাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—আমি তোমার এই ধনও জিতিয়া লইলাম।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—এই আমার একলক্ষ উদারচিত্ত, বাধ্য, পট্টবস্ত্র এবং স্বচ্ছকুণ্ডলধারী, বুদ্ধিমান্, মেধাবী, সংযতেন্দ্রিয় যুবক ভৃত্য আছে; ইহারা দিনরাত্র পাত্রহস্তে অতিথিগণকে ভোজন করায়। আমি আমার এই দাসরূপ ধনকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।১২-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া জয়ে নিশ্চিতমনা শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করত কপট কৌশলাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল—তোমার এই ধনকেও আমি জিতিয়া লইলাম।১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুবলপুত্র! আমার এই এক হাজার সুবর্ণময় গজরজ্জুবিশিষ্ট, অলঙ্কারে বিভূষিত, পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত ও সুবর্ণমাল্যধারী, লাঙ্গলতুল্য দন্তবিশিষ্ট, অষ্ট হস্তিনীসমন্বিত, অত্যন্ত বশীভূত, সকল প্রকার শব্দ সহন করিতে সক্ষম, নগরভেদনক্ষম, নব মেঘসদৃশবর্ণবিশিষ্ট, রাজবাহন মদমত্ত হস্তী আছে। হে রাজন্! আমি আমার এই হস্তীরূপ ধনকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।১৫-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে সুবলপুত্র শকুনি তখন যেন উপহাস করিয়া বলিল—তোমার এই ধনকেও জিতিয়া লইলাম।১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুবর্ণধ্বজ ও পতাকাবিশিষ্ট এক হাজার রথ আছে। উহাতে সুশিক্ষিত অশ্বসমূহ যোজিত আছে এবং বিচিত্র যুদ্ধে কুশল সহস্র রথী উহার চালক। যুদ্ধ করুক অথবা

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্তে বচনে কৃতবৈরো দুরাত্মবান্।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অশ্বাংস্তিত্তিরিকল্মাষান্ গান্ধর্বান্ হেমমালিনঃ।
দদৌ চিত্ররথস্তুষ্টো যাংস্তান্ গাণ্ডীবধন্বনে ॥২২

যুদ্ধে জিতঃ পরাভূতঃ প্রীতিপূর্বমরিন্দমঃ।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রথানাং শকটানাঞ্চ শ্রেষ্ঠানাং চাযুতানি মে।
যুক্তান্যেব হি তিষ্ঠন্তি বাহৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥২৫

এবং বর্ণস্য বর্ণস্য সমুচ্চীয় সহস্রশঃ।
যথা সমুদিতা বীরাঃ সর্বে বীরপরাক্রমাঃ ॥২৬

ক্ষীরং পিবন্তস্তিষ্ঠন্তি ভুঞ্জানাঃ শালিতণ্ডুলান্।
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি সর্বে বিপুলবক্ষসঃ।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তাম্রলোহৈঃ পরিবৃতা নিধয়ো যে চতুঃশতাঃ।
পঞ্চদ্রৌণিকঃ একৈকঃ সুবর্ণস্যাহতস্য বৈ ॥২৯

জাতরূপস্য মুখ্যস্য অনর্ঘেয়স্য ভারত।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥৩০

নাই করুক, প্রত্যেক রথী মাসে সহস্রাধিক সুবর্ণ মুদ্রা বেতনরূপে লাভ করে। হে রাজন্! আমি আমার এই রথ ও রথীরূপ ধনকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি। ১৯-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে দুরাত্মা শত্রুভাবাপন্ন শকুনি যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—তোমার এই ধনকেও আমি জিতিয়া লইলাম। ২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুদমন চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব সন্তুষ্টচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে যে তিত্তিরপক্ষিসদৃশ বিচিত্রবর্ণ ও সুবর্ণমালাধারী গন্ধর্ব্বলোকোদ্ভব অশ্বসমূহ দিয়াছিল, হে রাজন্! আমি সেই অশ্বরূপ ধন পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি। ২২-২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া জয়ে সুনিশ্চিত শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করত কপট কৌশলাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—"আমি তোমার এই ধনও জিতিয়া লইলাম"। ২৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নানাপ্রকার বাহনসমূহে যুক্ত আমার দশ হাজার শ্রেষ্ঠ রথ ও শকট আছে। ২৫

তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বিভিন্ন জাতির বাছাই করা বীরের তুল্য পরাক্রমবিশিষ্ট বিস্তৃতবক্ষাঃ-ষাট হাজার বীর সৈন্য আছে, যাহারা প্রত্যেকে-শালিতণ্ডুলের অন্ন ও ক্ষীর (দুগ্ধ) পান করত আমার গৃহে অবস্থান করিতেছে। হে রাজন্! এই সব ধনকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি। ২৬-২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া শঠতার আশ্রয়কারী শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করত কূট কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে বলিল—এই দেখ! আমারই জয় হইয়াছে। ২৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুখবন্ধ করা তাম্র ও লৌহপাত্রে নিহিত আমার চারিশত নিধি আছে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৩১

উহাদের এক একটা নিধিই উৎকৃষ্ট পাঁচ দ্রোণ পরিমিত সুবর্ণে গঠিত। হে রাজন্! আমি এই অমূল্য শ্রেষ্ঠ ধনকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।২৯-৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দেবনে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া জয়ে সুনিশ্চিত শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করত কূট কৌশলকে আশ্রয় করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল,—"তোমার এই ধনকেও আমি জিতিয়া লইলাম।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে অক্ষক্রীড়ানামক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি বিদুরস্য সাবধানবাণী।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং প্রবর্ত্তিতে দ্যূতে ঘোরে সর্ব্বাপহারিণি।
সর্ব্বসংশয়নির্মোক্তা বিদুরো বাক্যমব্রবীৎ ॥১

বিদুর উবাচ।

মহারাজ বিজানীহি যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি ভারত।
মুমূর্ষোরৌষধমিব ন রোচেতাপি তে শ্রুতম্ ॥২

যদ্বৈ পুরা জাতমাত্রো রুরাব
গোমায়ুবদ্ বিস্বরং পাপচেতাঃ।
দুর্য্যোধনো ভরতানাং কুলঘ্নঃ
সোঽয়ং যুক্তো ভবতাং কালহেতুঃ ॥৩

গৃহে বসন্তং গোমায়ুং ত্বং বৈ মোহান্ন বুধ্যসে।
দুর্য্যোধনস্য রূপেণ শৃণু কাব্যাং গিরং মম ॥৪

মধু বৈ মাধ্বিকো লব্ধ্বা প্রপাতং নৈব বুধ্যতে।
আরুহ্য তং মজ্জতি বা পতনং চাধিগচ্ছতি ॥৫

সোঽয়ং মত্তোঽক্ষদ্যূতেন মধুবন্ন পরীক্ষতে।
প্রপাতং বুধ্যতে নৈব বৈরং কৃত্বা মহারথৈঃ ॥৬

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের সাবধানবাণী।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সর্ব্বাপহারিণী এইরূপ দ্যূতক্রীড়া চলিতে থাকিলে তখন সকল সংশয়াপনোদনকারী বিদুর বলিতে লাগিলেন।১

বিদুর বলিলেন,—হে ভরতকুলতিলক মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনাকে যাহা আমি এখন বলিব, তাহা আপনি অবহিত হইয়া শুনুন। মুমূর্ষু রোগীর নিকট ঔষধও রুচিকর হয় না, তেমনই আপনার কাছেও হয়ত আমার কথা রুচিকর হইবে না।২

যে জন্মিবামাত্রই শৃগালের ন্যায় বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়াছিল, ভরতকুলনাশক পাপচিত্ত এই দুর্য্যোধন কালদ্বারা প্রেরিত হইয়া আপনার অনিষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যুক্ত।৩

আপনার গৃহে দুর্য্যোধনের রূপ লইয়া একটা শৃগাল বাস করিতেছে, আপনি মোহবশতঃ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। আপনাকে শুক্রাচার্য্যের বাণী বলিতেছি, শুনুন।৪

বিদিতং মে মহাপ্রাজ্ঞ ভোজেষ্বেবাসমঞ্জসম্।
পুত্রং সন্ত্যক্তবান্ পূর্বং পৌরাণাং হিতকাম্যয়া ॥৭

অন্ধকা যাদবা ভোজাঃ সমেতাঃ কংসমত্যজন্।
নিয়োগাৎ তু হতে তস্মিন্ কৃষ্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥৮

এবং তে জ্ঞাতয়ঃ সর্বে মোদমানাঃ শতং সমাঃ।
ত্বন্নিযুক্তঃ সব্যসাচী নিগৃহ্লাতু সুযোধনম্ ॥৯

নিগ্রহাদস্য পাপস্য মোদন্তাং কুরবঃ সুখম্।
কাকেনেমাংশ্চিত্রবর্হান্ শার্দূলান্ ক্রোষ্টুকেন চ।
ক্রীণীষ্ব পাণ্ডবান্ রাজন্ মা মজ্জীঃ শোকসাগরে ॥১০

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥১১

সর্বজ্ঞঃ সর্বভাবজ্ঞঃ সর্বশত্রুভয়ঙ্করঃ।
ইতি স্ম ভাষতে কাব্যো জম্ভত্যাগে মহাসুরান্ ॥১২

হিরণ্যষ্ঠীবিনঃ কাংশ্চিৎ পক্ষিণো বনগোচরান্।
গৃহে কিল কৃতাবাসান্ লোভাদ্ রাজা ন্যপীড়য়ৎ।
স চোপভোগলোভান্ধো হিরণ্যার্থী পরন্তপ ॥১৩

আয়তিঞ্চ তদাত্বঞ্চ উভে সদ্যো ব্যনাশয়ৎ।
তদর্থকামস্তদ্বৎ ত্বং মা দ্রুহঃ পাণ্ডবান্ নৃপ ॥১৪

মধুব্যবসায়ী মধুলোভে এমন মত্ত হয় যে, সে পর্ব্বতাদির উচ্চস্থানকেও বুঝিতে পারে না: তারপর সেই উচ্চস্থানের উপর উঠিয়া সে মধুতে নিমজ্জিত হয় অথবা অধঃপতিত হয়।৫

এই দুর্য্যোধনও অক্ষক্রীড়ায় এমন উন্মত্ত হইয়াছে, মধুব্যবসায়ীর ন্যায় ইহাকে পর্য্যালোচনা করিতেছে না। মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়া তাহাকে যে বিনাশে পতিত হইতে হইবে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না।৬

হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি জানি ভোজদেশাধিপতি নাগরিকগণের হিতকামনায় পুত্র অসমঞ্জসকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।৭

দৈববশতঃ অন্ধক, যাদব এবং ভোজগণ মিলিত হইয়া যে কংসকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই নিয়োগে সেই কংসকে শত্রুহন্তা শ্রীকৃষ্ণ বধ করিয়াছেন।৮

এইরূপ উহার মৃত্যুর পর জ্ঞাতিগণ সকলে সর্ব্বদা সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। সেইরূপ আপনি আজ্ঞা দেন, তবে আপনার আদেশে সব্যসাচী (অর্জ্জুন) ইহাকে বধ করুন।৯

এই পাপিষ্ঠের নিগ্রহে কৌরবগণ সকলে সুখে জীবন কাটাইতে পারিবেন। কাকের বিনিময়ে ময়ূরগণকে এবং শৃগালের বিনিময়ে ব্যাঘ্রকে মানুষ যেমন ক্রয় করে, হে রাজন্! তেমনই আপনি এই দুর্য্যোধনরূপ শৃগালের বিনিময়ে পাণ্ডবরূপ শার্দূলগণকে ক্রয় করুন, ইহার অন্যথা করিয়া শোকসাগরে আপনি নিমজ্জিত হইবেন না।১০

কুলের রক্ষার জন্য একজন পুরুষকে, গ্রামের জন্য কুলকে এবং জনপদের জন্য গ্রামকে এবং আত্মরক্ষার্থে পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করিবে।১১

এই কথাগুলি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বভাবজ্ঞ এবং সর্ব্ব-শত্রুভয়ঙ্কর শুক্রাচার্য্য জম্ভাসুরকে ত্যাগ করিবার সময় মহাসুরগণকে বলিয়াছিলেন।১২

বনবাসী কতকগুলি পক্ষী মুখ হইতে স্বর্ণময় লালা নিঃসরণ করিত, তাহারা কোন সময়ে এক রাজার গৃহে বাস করিতে লাগিল। শত্রুদমন! কিন্তু রাজা স্বর্ণার্থী হইয়া ও ভোগ লোভবশতঃ সেই পক্ষিগণকে বধ করিয়া তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়প্রকার লাভকেই বিনাশ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! সেইরূপ আপনিও যদি পাণ্ডবগণের অর্থ লাভ করিতে চাহেন, তবে পাণ্ডবগণের সঙ্গে দ্রোহ করিবেন না ১৩-১৪

মোহাত্মা তপ্যসে পশ্চাৎ পক্ষিহা পুরুষো যথা।
(এতেন তব নাশঃ স্যাদ্ বড়িশাচ্ছফরো যথা।)
জাতং জাতং পাণ্ডবেভ্যঃ পুষ্পমাদৎস্ব ভারত ॥১৫

মালাকার ইবারামে স্নেহং কুর্বন্ পুনঃ পুনঃ।
বৃক্ষানঙ্গারকারীব মৈনান্ ধাক্ষীঃ সমূলকান্।
মা গমঃ সসুতামাত্যঃ সবলশ্চ যমক্ষয়ম্ ॥১৬

সমবেতান্ হি কঃ পার্থান্ প্রতিযুধ্যেত ভারত।
মরুদ্ভিঃ সহিতো রাজন্নপি সাক্ষান্মরুৎপতিঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি বিদুরহিতবাক্যে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২

সেই পক্ষিগণের বিনাশকারী রাজা যেমন পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, তেমনই আপনিও আমার কথা না শুনিলে পরে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইবেন। বড়িশের দ্বারা শফরের (পুঁটি মাছের) ন্যায় আপনিও এই দুর্য্যোধনের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং হে ভারত! যেমন, মালাকার স্নেহবশতঃ উদ্যানস্থ সমস্ত বৃক্ষকে জলসেচনদ্বারা বর্দ্ধিত করে ও তাহা হইতে বিকশিত পুষ্প গ্রহণ করে, সেইরূপ আপনি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে জাত ধনরূপ পুষ্পকে আহরণ করুন। অগ্নি যেমন বৃক্ষকে দগ্ধ করিয়া সমূলে অঙ্গারে পরিণত করে, সেইরূপ আপনি আপনার বংশীয়গণকে সমূলে বিনাশ করিবেন না এবং স্বয়ং পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যদের সহিত যমলোকে যাইবেন না।১৫-১৬

হে ভারত! রাজন্! উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের মধ্যে স্বয়ং মরুৎপতি ইন্দ্রেরও সামর্থ নাই যে, এই সমবেত পঞ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে বিদুরহিতবাক্যনামক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরেণ দ্যূতক্রীড়ায়া বিরুদ্ধাচরণম্।]

বিদুর উবাচ।

দ্যূতং মূলং কলহস্যানুপৈতি
মিথো ভেদং মহতে দারুণায়।
যদাস্থিতোঽয়ং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো
দুর্য্যোধনঃ সৃজতে বৈরমুগ্রম্ ॥১

প্রাতীপেয়াঃ শান্তনবা ভৈমসেনাঃ সবাহ্লিকাঃ
দুর্য্যোধনাপরাধেন কৃচ্ছ্রং প্রাপ্স্যন্তি সর্বশঃ ॥২

দুর্য্যোধনো মদেনৈষ ক্ষেমং রাষ্ট্রাদপোহতি।
বিষাণং গৌরিব মদাৎ স্বয়মারুজতেঽহত্মনঃ ॥৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিদুর কর্ত্তৃক পাশা খেলায় ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ।]

বিদুর বলিলেন,—কলহের মূল এই দ্যূত মহদ্গণের সহিত দারুণ ভেদ সৃষ্টি করে। এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনও এই দ্যূতকে আশ্রয় করিয়া তীব্র শত্রুতার সৃষ্টি করিতেছে।১

প্রতীপ, শান্তনু এবং বাহ্লকগণের সহিত ভীমসেনের (কুরুকুলের পূর্ব্বপুরুষ) বংশোদ্ভূত ক্ষত্রিয়গণ সকলেই এই দুর্য্যোধনের অপরাধে সর্ব্বথা কষ্ট পাইবে।২

যশ্চিত্তমন্বেতি পরস্য রাজন্
বীরঃ কবিঃ স্বামবমন্য দৃষ্টিম্।
নাবং সমুদ্রে ইব বালনেত্রা-
মারুহ্য ঘোরে ব্যসনে নিমজ্জেৎ ॥৪

দুর্যোধনো গ্লহতে পাণ্ডবেন
প্রিয়ায়সে ত্বং জয়তীতি তচ্চ।
অতিনর্মা জায়তে সম্প্রহারো
যতো বিনাশঃ সমুপৈতি পুংসাম্ ॥৫

আকর্ষস্তেঽবাক্‌ফলঃ সুপ্রণীতো
হৃদি প্রৌঢ়ো মন্ত্রপদঃ সমাধিঃ।
যুধিষ্ঠিরেণ কলহস্তবায়
মচিন্তিতোঽনভিমতঃ স্ববন্ধুনা ॥৬

প্রাতীপেয়াঃ শান্তনবাঃ শৃণুধ্বং
কাব্যাং বাচং সংসদি কৌরবাণাম্।
বৈশ্বানরং প্রজ্বলিতং সুঘোরং
মা যাস্যধ্বং মন্দমনুপ্রপন্নাঃ ॥৭

যদা মন্যুং পাণ্ডবোঽজাতশত্রু-
র্ন সংযচ্ছেদক্ষমদাভিভূতঃ।
বৃকোদরঃ সব্যসাচী যমৌ চ
কোঽত্র দ্বীপঃ স্যাৎ তুমুলে বস্তদানীম্ ॥৮

মহারাজ প্রভবস্ত্বং ধনানাং
পুরা দ্যূতান্মনসা যাবদিচ্ছেঃ।
বহুবিত্তান্ পাণ্ডবাংশ্চেজ্জয়স্ত্বং
কিং তে তৎ স্যাদ্ বসু বিন্দেহ পার্থান্ ॥৯

বৃষ মদবশতঃ নিজমস্তক হইতে শৃঙ্গকে যেমন অপসারিত করে, তেমনই দুর্যোধনও মদমত্ততাবশতঃ রাষ্ট্র হইতে মঙ্গলকে দূরীভূত করিতেছে।৩

হে রাজন্! বীর ও ক্রান্তদর্শী পুরুষ নিজ জ্ঞান পরিত্যাগ করত যদি অন্যের কথা শুনে, তবে সে সমুদ্রে মূর্খ নাবিক চালিত নৌকায় আরোহণকারীর সমুদ্রে নিমজ্জনের ন্যায় বিষম বিপদে নিমজ্জিত হয়।৪

দুর্যোধন পাণ্ডবগণের সঙ্গে কপট দ্যূতে পণে জয়লাভ করিতেছে। আপনি তাহাতে আপনার জয় হইতেছে মনে করিয়া মনে মনে আনন্দিত হইতেছেন। যাহা হইতে পুরুষের বিনাশ হয়, তাহার ভয়ানক প্রহারও তাহার নিকট পরিহাস বলিয়া মনে হয়।৫

নিকৃষ্ট ফলদায়ী এই পাশাখেলাকে শকুনির মন্ত্রণায় আপনি নিজ হৃদয়ে এমনভাবে গ্রথিত করিয়াছেন যে, বিচার ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের সহিত আপনার কলহ ডাকিয়া আনিবে।৬

হে প্রতীপ ও শান্তনুর বংশধরগণ! আপনারা শুক্রাচার্য্যের এই বাণী শুনুন। আপনারা কৌরব-সভায় এই দ্যূতকে অনুমোদন করিয়া ভয়ানক প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিবেন না।৭

দুর্যোধনের অক্ষমদে অভিভূত হইয়া এই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যদি ক্রোধের সংযম না করে এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবও তাঁহার অনুগমন না করে, তবে তাঁহাদের ক্রোধসাগরে নিমজ্জমান আপনাদের আশ্রয়যোগ্য দ্বীপ কে হইবে? ৮

হে মহারাজ! পাশাখেলার পূর্ব্বেও আপনি মনে মনে যত ইচ্ছা করেন, তত ধনের প্রভু আপনি হইতে পারেন। যদি আপনি পাশায় পাণ্ডবদের জয় করিয়া বহু ধন লাভ করিতে পারেন, তাহাতে আপনার কি হইবে? সুতরাং আপনি সৌহার্দ্য দ্বারা পাণ্ডবগণকে লাভ করুন।৯

জানীমহে দেবিতং সৌবলস্য
বেদ দ্যূতে নিকৃতিং পর্বতীয়ঃ।
যতঃ প্রাপ্তঃ শকুনিস্তত্র যাতু
মা যূযুধো ভারত পাণ্ডবেয়ান্ ॥১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি বিদুরবাক্যে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

আমি জানি যে, এই সুবলতনয় দ্যূতের কূট কৌশল ভাল জানে; কারণ, পর্ব্বতীয় মাত্রই দ্যূতের কাপট্যে অভিজ্ঞ। ভারত! যেখান হইতে শকুনি আসিয়াছে, শকুনি সেইখানেই চলিয়া যাউক। আপনি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না।১০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে বিদুর বাক্যে নামক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[দুর্য্যোধনেন বিদুরস্য ভর্ৎসনম্, দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বকং বিদুরস্য হিতোপদেশশ্চ।]

দুর্য্যোধন উবাচ।
পরেষামেব যশসা শ্লাঘসে ত্বং
সদা ক্ষত্তঃ কুৎসয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্।
জানীমহে বিদুর যৎ প্রিয়স্ত্বং
বালানিবাস্মানবমন্যসে নিত্যমেব ॥১
স বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষোঽন্যত্রকামো
নিন্দাপ্রশংসে হি তথা যুনক্তি।
জিহ্বা কথং তে হৃদয়ং ব্যনক্তি যো
ন জ্যায়সঃ কৃথা মনসঃ প্রাতিকূল্যম্ ॥২

উৎসঙ্গে চ ব্যাল ইবাহিতোঽসি
মার্জারবৎ পোষকং চোপহংসি।
ভর্ত্তৃঘ্নং ত্বাং ন হি পাপীয় আহু-
স্তস্মাৎ ক্ষত্তঃ কিং ন বিভেষি পাপাৎ ॥৩

জিত্বা শত্রূন্ ফলমাপ্তং মহদ্ বৈ
মাস্মান্ ক্ষত্তঃ পরুষাণীহ বোচঃ।
দ্বিষদ্ভিস্ত্বং সম্প্রয়োগাভিনন্দী
মুহুর্দ্বেষং যাসি নঃ সম্প্রয়োগাৎ ॥৪

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক বিদুরকে ভর্ৎসন এবং বিদুর কর্ত্তৃক তাহার প্রতি দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক হিতোপদেশ।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—ক্ষত্তঃ! শত্রুর যশের দ্বারা তুমি গর্ব্ব অনুভব কর এবং সর্ব্বদাই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে নিন্দা কর। হে বিদুর! যাহারা তোমার প্রিয়, আমি তাহাদিগকে জানি; তুমি আমাদিগকে মূর্খ মনে করিয়া সর্ব্বদাই অবমাননা কর।১

যে পুরুষ নিজের ভরণপোষণ কর্ত্তা হইতে অন্যত্র অর্থাৎ তাহার শত্রুতে প্রীতি স্থাপন করে, তাহার নিন্দা ও প্রশংসা বাক্য হইতেই তাহা বুঝা যায়, তোমার হৃদয়ের ভাব জিহ্বা স্পষ্টই

অমিত্রতাং যাতি নরোঽক্ষমং ব্রুবন্
নিগূহতে গুহ্যমমিত্রসংস্তবে।
তদাশ্রিতোঽপত্রপ কিং নু বাধসে
যদিচ্ছসি ত্বং তদিহাভিভাষসে ॥৫

মা নোঽবমংস্থা বিদ্ম মনস্তবেদং
শিক্ষস্ব বুদ্ধিং স্থবিরাণাং সকাশাৎ।
যশো রক্ষস্ব বিদুর সম্প্রণীতং
মা ব্যাপৃতঃ পরকার্য্যেষু ভূস্ত্বম্ ॥৬

অহং কর্ত্তেতি বিদুর মা চ মংস্থা
মা নো নিত্যং পরুষাণীহ বোচঃ।
ন ত্বাং পৃচ্ছামি বিদুর যদ্ধিতং মে
স্বস্তি ক্ষত্তর্মা তিতিক্ষূন্ ক্ষিণু ত্বম্ ॥৭

একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োঽস্তি শাস্তা
গর্ভে শয়ানং পুরুষং শাস্তি শাস্তা।
তেনানুশিষ্টঃ প্রবণাদিবাম্ভো
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা ভবামি ॥৮

ভিনত্তি শিরসা শৈলমহিং ভোজয়তে চ যঃ।
ধীরেব কুরুতে তস্য কার্য্যাণামনুশাসনম্।
যো বলাদনুশাস্তীহ সোঽমিত্রং তেন বিন্দতি ॥৯

অভিব্যক্ত করিতেছে; নিজ শ্রেয় হইতে তোমার মনকে প্রতিকূল করিও না।২

তোমাকে ক্রোড়ে সর্পের ন্যায় পালন করা হইয়াছে; তুমি বিড়ালের ন্যায় নিজের পোষণ কর্ত্তারই অনিষ্ট করিতেছ। নিজ পোষণ কর্ত্তার অনিষ্টকারী হইলেও তোমাকে কেহ পাপিষ্ঠ বলিতেছে না, হে ক্ষত্তঃ। এজন্য তুমি কি পাপকেও ভয় কর না?৩

শত্রুগণকে জয় করত আমরা তাহাদের চেয়ে অধিক বলীয়ান্ হইয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে কর্কশ বাক্য বলিও না। শত্রুর সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া তুমি আনন্দ লাভ করিতেছ; আমাদের সহিত মিত্রভাবে আবদ্ধ হইয়াও তুমি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে দ্বেষ করিতেছ।৪

মিত্রপক্ষের গোপনীয় বিষয় শত্রুর নিকট গোপন রাখিবে। কিন্তু তুমি তাহা শত্রুর সম্মুখে প্রকাশ করিতেছ; হে নির্লজ্জ। তুমি ক্ষমার অযোগ্য এইরূপ কার্য্য করিয়া আমাদের সহিত শত্রুতাই করিতেছ। তুমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্রয় পাইয়া আমাদিগকে পীড়ন করিতেও কি লজ্জাবোধ করিতেছ না? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছ?৫

তোমার মনকে আমরা ভাল করিয়াই জানি, আমাদিগকে অবমাননা করিও না। হে বিদুর! তোমার এতদিনের অর্জ্জিত যশকে (পোষণ কর্ত্তার আনুকূল্য করিয়া) রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। তুমি শত্রুর কার্য্যে ব্যাপৃত হইও না।৬

হে বিদুর! তুমি নিজেকে এই রাজ্যের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিও না; আমাকে সর্ব্বদাই কর্কশ বাক্য বলিও না; হে বিদুর! এজন্য আমি আমার হিত সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করি না; তোমার মঙ্গল হউক, হে ক্ষত্তঃ! তুমি আমার সহন শীলতার সীমাকে অতিক্রম করিয়া ভেদসৃষ্টি করিও না।৭

জগতে একজন ভিন্ন দ্বিতীয় কোন শাসন কর্ত্তা নাই; যিনি গর্ভে শয়ান পুরুষকে শাসন করেন, সেই ভগবান্ই প্রকৃত শাসন কর্ত্তা; জলে নিম্নাভিমুখী গতির ন্যায় তিনি আমাকে অনুশাসন করত যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, আমি

মিত্রতামনুবৃত্তং তু সমুপেক্ষেত পণ্ডিতঃ।
প্রদীপ্য যঃ প্রদীপ্তাগ্নিং প্রাক্ চিরং নাভিধাবতি॥
ভস্মাপি ন স বিন্দেত শিষ্টং কচন ভারত॥১০

ন বাসয়েৎ পরিবর্গ্যং দ্বিষন্তং
বিশেষতঃ ক্ষত্তরহিতং মনুষ্যম্।
স যত্রেচ্ছসি বিদুর তত্র গচ্ছ
সুসান্ত্বিতা হ্যসতী স্ত্রী জহাতি॥১১

বিদুর উবাচ।

এতাবতা পুরুষং যে ত্যজন্তি
তেষাং বৃত্তং সাক্ষিবদ্ ব্রূহি রাজন্।
রাজ্ঞাং হি চিত্তানি পরিপ্লুতানি
সান্ত্বং দত্ত্বা মুসলৈর্ঘাতয়ন্তি॥১২

অবালত্বং মন্যসে রাজপুত্র
বালোঽহমিত্যেব সুমন্দবুদ্ধে।
যঃ সৌহৃদে পুরুষং স্থাপয়িত্বা
পশ্চাদেনং দূষয়তে স বালঃ॥১৩

ন শ্রেয়সে নীয়তে মন্দবুদ্ধিঃ
স্ত্রী শ্রোত্রিয়স্যেব গৃহে প্রদুষ্টা।
ধ্রুবং ন রোচেদ্ ভরতর্ষভস্য
পতিঃ কুমার্য্যা ইব ষষ্টিবর্ষঃ॥১৪

অতঃ প্রিয়ং চেদনুকাঙ্ক্ষসে ত্বং
সর্বেষু কার্য্যেষু হিতাহিতেষু।
স্ত্রিয়শ্চ রাজন্ জড়পঙ্গুকাংশ্চ
পৃচ্ছ ত্বং বৈ তাদৃশাংশ্চৈব সর্বান্॥১৫

তাহাই করিতেছি।৮

যাঁহার বশীভূত হইয়া মানব মস্তকের দ্বারা পর্ব্বতকে চূর্ণ করিতে চায় এবং সর্পকে স্বহস্তে ভোজন করাইতে ইচ্ছা করে, তাঁহার বুদ্ধিই এই জগৎকার্য্যকে অনুশাসন করে। যে বলপূর্ব্বক অনুশাসনে প্রবৃত্ত হয়, সেই মনুষ্য ঐ ব্যবহারে শত্রুতা প্রাপ্ত হয়।৯

যে মিত্রতার অনুবর্তন করে, পণ্ডিতব্যক্তি তাহাকেই উপেক্ষা করেন। হে ভারত! কর্পূরকে প্রজ্বলিত করিয়া যে উহা নিভাইতে বিলম্ব করে, তাহার নিকট উহার ভস্মও অবশিষ্ট থাকে না।১০

হে ক্ষত্তঃ! যে শত্রুর সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং মিত্রকে দ্বেষ করে, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় অহিতকারী মনুষ্যকে কখনও নিজগৃহে বাস করিতে দেওয়া উচিত নয়। হে বিদুর! তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। অসতী স্ত্রীকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দিলেও সে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষকেই ভজনা করে।১১

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র! আপনি তো দুর্যোধন ও আমার উভয়ের কথাই শুনিলেন। আমার এই কথাতে যাহারা আমার ন্যায় হিতকাঙ্ক্ষী পুরুষকে পরিত্যাগ করিতে চাহে, তাহাদের আচরণ কিরূপ—নিরপেক্ষ সাক্ষীর ন্যায় তাহা আপনি বলুন; ইহারা স্নেহ পরিপ্লুত রাজার হৃদয়কে মুষলের দ্বারা আঘাত করিতেছে অর্থাৎ ইহারা রাজার স্নেহের সুযোগে সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে।১২

হে রাজপুত্র। তোমার বুদ্ধি অতিশয় মন্দ, সেইজন্য তুমি নিজেকে বিদ্বান্ এবং আমাকে বালক মনে করিতেছ। যে ব্যক্তি কোন পুরুষকে সৌহার্দ্দে স্থাপন করিয়া পশ্চাৎ তাহার দোষ উদ্‌ঘাটন করে, সেই বালক অর্থাৎ মূর্খ।১৩

যেরূপ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের গৃহে মন্দবুদ্ধি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে শ্রেয়োলাভের উপায় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম অভিমুখে লইয়া যাওয়া যায় না, সেইরূপ মন্দমতি পুরুষকেও কল্যাণপথে লইয়া যাওয়া যায় না। কুমারীর নিকট ষাট বৎসরের পতি যেমন

লভ্যতে খলু পাপীয়ান্ নরো নু প্রিয়বাগিহ।
অপ্রিয়স্য হি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥১৬

যস্তু ধর্ম্মপরশ্চ স্যাদ্ধিত্বা ভর্ত্তুঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।
অপ্রিয়াণ্যাহ পথ্যানি তেন রাজা সহায়বান্॥১৭

অব্যাধিজং কটুজং তীক্ষ্ণমুষ্ণং
যশোমুষং পরুষং পূতিগন্ধি।
সতাং পেয়ং যন্ন পিবন্ত্যসন্তো
মন্যুং মহারাজ পিব প্রশাম্য॥১৮

বৈচিত্রবীর্য্যস্য যশো ধনঞ্চ
বাঞ্ছাম্যহং সহপুত্রস্য শশ্বৎ।
যথা তথা তেঽস্তু নমশ্চ তেঽস্তু
মমাপি চ স্বস্তি দিশন্তু বিপ্রাঃ॥১৯

আশীবিষান্ নেত্রবিষান্ কোপয়েন্ন চ পণ্ডিতঃ।
এবং তেঽহং বদামীদং প্রযতঃ কুরুনন্দন॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি বিদুরহিতবাক্যে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৪

রুচিকর হয় না; তেমনই হে ভরতর্ষভ! তোমার নিকটেও আমার কথা রুচিকর হইতেছে না।১৪

হে রাজন্! অতএব তুমি তোমার ভালমন্দ সমস্ত কার্য্যে যদি আপাতরম্য প্রিয়ই কামনা কর, তবে তোমার হিতাহিত কার্য্যে স্ত্রীলোক, জড়বুদ্ধি মূর্খ, পঙ্গু ও ঐরূপ অন্যান্য লোকের সহিত পরামর্শ কর।১৫

এ জগতে এমন পাপিষ্ঠ পুরুষ মিলিবে, যে তোমাকে মনোরঞ্জন প্রিয়কথাই বলিবে; কিন্তু জানিও অপ্রিয় অথচ হিতকর কথার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ।১৬

ভরণকর্ত্তা সন্তুষ্ট হইবে কি অসন্তুষ্ট হইবে—ইহা চিন্তা না করিয়া যে ব্যক্তি অপ্রিয় হইলেও ভর্ত্তাকে হিতকর কথাই বলে; সে-ই রাজার প্রকৃত সহায় জানিবে।১৭

হে মহারাজ মানসিক ব্যাধিনাশের প্রস্তুত, কটুকথা হইতে উৎপন্ন, তীক্ষ্ণ, তাপজনক, যশনাশকারী, রুক্ষ, দূষিত বলিয়া প্রতীত, যাহা দুষ্ট পুরুষ পান করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু সৎপুরুষের পান যোগ্য, ঐ ক্রোধকে তুমি পান কর এবং শান্ত হও।১৮

হে রাজন্। বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র তুমি, পুত্রগণের সহিত তোমার যশ ও ধন যাহাতে শাশ্বত হয়, আমি তাহাই কামনা করি। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। ব্রাহ্মণগণ আমার কল্যাণ কামনা করুন। ১৯

হে কুরুনন্দন। যাহাদের দাঁতে ও যাহাদের নেত্রে বিষ আছে; সেই সর্পতুল্য রাজন্যবৃন্দকে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কুপিত করেন না। আমি সংযতভাবে তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি।২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে বিদুরহিতবাক্যনামক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ধন-রাজ্য-ভ্রাতৃগণ-দ্রৌপদীভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্যাক্ষক্রীড়ায়াং পরাজয়ঃ ।]

শকুনিরুবাচ ।

বহু বিত্তং পরাজৈষীঃ পাণ্ডবানাং যুধিষ্ঠির ।
আচক্ষ্ব বিত্তং কৌন্তেয় যদি তেঽস্ত্যপরাজিতম্ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মম বিত্তমসংখ্যেয়ং যদহং বেদ সৌবল ।
অথ ত্বং শকুনে কস্মাদ্ বিত্তং সমনুপৃচ্ছসি ॥২

অযুতং প্রযুতং চৈব শঙ্কুং পদ্মং তথার্বুদম্ ।
খর্বং শঙ্খং নিখর্বঞ্চ মহাপদ্মঞ্চ কোটয়ঃ ॥৩

মধ্যং চৈব পরার্ধঞ্চ সপরং চাত্র পণ্যতাম্ ।
এতন্মম ধনং রাজংস্তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

গবাশ্বং বহুধেনূকমসংখ্যেয়মজাবিকম্ ।
যৎ কিঞ্চিদনুপর্ণাশাং প্রাক্ সিন্ধোরপি সৌবল ।
এতন্মম ধনং সর্বং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৭

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পুরং জনপদো ভূমিরব্রাহ্মণধনৈঃ সহ ।
অব্রাহ্মণাশ্চ পুরুষা রাজঞ্ছিষ্টং ধনং মম ।
এতদ্ রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৯

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

[ধন, রাজ্য, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ায় পরাজয় ।]

শকুনি বলিল,—হে যুধিষ্ঠির । পরাজিত হইয়া বহু ধন তুমি হারাইয়াছ । হে কৌন্তেয় । আরও যদি অপরাজিত ধন তোমার থাকে, তাহাও বল ।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে সুবলতনয় । আমার অসংখ্য ধন আছে, সুতরাং হে শকুনে । তুমি আমাকে ধন সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ ?২

অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, মহাপদ্ম, মধ্য ও পরার্দ্ধ পরিমিত ধন আমার আছে । রাজন্ ! আমি সে সমস্তই পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি ।৩-৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া জয় সম্বন্ধে সুনিশ্চিত শকুনি কূট দ্যূতকৌশল অবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"আমি তোমার এই সমস্ত ধনই জিতিয়া লইলাম" ।৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুবলপুত্র । সিন্ধু নদীর পূর্ব্বতীর হইতে পর্ণাশা নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত ভূমিতে যত দুগ্ধবতী গাভী, অশ্ব, ছাগ ও মেষ আছে, এ সবই আমার ধন ; আমি এই অক্ষক্রীড়ায় ইহাকেই পণ রাখিতেছি ।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে জয়ে সুনিশ্চিত শকুনি শাঠ্য অবলম্বনে বলিল—"আমি তোমার এ ধনও জিতিয়া লইলাম" ।৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্ । ব্রাহ্মণের ধন ভিন্ন অন্য সকল ধন সহ- সকল নগর ও জনপদ এবং ব্রাহ্মণাতিরিক্ত সমস্ত প্রজাই এখন আমার ধনরূপে অবশিষ্ট আছে । রাজন্ । আমি তাহাই দ্যূতে পণ রাখিতেছি ।৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।
রাজপুত্রা ইমে রাজংশোভন্তে যৈর্বিভূষিতাঃ।
কুণ্ডলানি চ নিষ্কাশ্চ সর্বং রাজবিভূষণম্।
এতন্মম ধনং রাজংস্তেন দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ।
নকুলো গ্লহ একৈকো বিদ্ধ্যেতন্মম তদ্ধনম্ ॥১২

শকুনিরুবাচ।
প্রিয়স্তে নকুলো রাজন্ রাজপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অস্মাকং বশতাং প্রাপ্তো ভূয়ঃ কেনেহ দীব্যসে ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা তু তানক্ষাঞ্ছকুনিঃ প্রত্যদীব্যত।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অয়ং ধর্মান্ সহদেবোঽনুশাস্তি
লোকে হ্যস্মিন্ পণ্ডিতাখ্যাং গতশ্চ।
অনর্হতা রাজপুত্রেণ তেন
দীব্যাম্যহং চাপ্রিয়বৎ প্রিয়েণ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥১৬

শকুনিরুবাচ।
মাদ্রীপুত্রৌ প্রিয়ৌ রাজংস্তবেমৌ বিজিতৌ ময়া।
গরীয়াংসৌ তু তে মন্যে ভীমসেনধনঞ্জয়ৌ ॥১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(হে জনমেজয়!) ইহা শুনিয়া জয়ে সুনিশ্চিত ও কপটাশ্রয়ী শকুনি পাশাখেলা আরম্ভ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—ইহাও জয় করিলাম।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুবর্ণ ও নিষ্কময় কুণ্ডলাদি রাজভূষণে বিভূষিত এই যে রাজপুত্রগণ রহিয়াছে; ইহারাও আমার ধন, হে রাজন্! ইহাদিগকেই আমি পাশা খেলায় পণ রাখিতেছি ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া জয়ে নিশ্চিতবুদ্ধি ও কাপট্য অবলম্বনকারী শকুনি পাশা খেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"আমি তোমার এই ধনও জিতিয়া লইলাম।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আরক্তলোচন, সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, পরমসুন্দর ও যুবক এই নকুলই এখন আমার ধন। ইহাকেই আমি পাশা খেলায় পণ রাখিতেছি।১২

শকুনি বলিল,—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজপুত্র নকুল তোমার প্রিয়। দেখ, তোমার এই ধনও আমাদের বশীভূত হইল। অপর কি পণ রাখিবে ?১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া শকুনি অক্ষগুলি নিক্ষেপ করত যুধিষ্ঠিরকে বলিল—তোমার এই ধনও জিতিয়া লইলাম।১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—এই সহদেব ধর্ম্মের উপদেশ করত লোকে পণ্ডিত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ আমার প্রিয়; এই রাজপুত্র সহদেব পণের অযোগ্য হইলেও আমি অপ্রিয়ের ন্যায় ইহাকে পাশার পণ রাখিতেছি।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া জয়ে সুনিশ্চিত শকুনি কাপট্যাবলম্বনে পাশাখেলা আরম্ভ করত যুধিষ্ঠিরকে বলিল—আমি ইহাকেও জিতিয়া লইয়াছি।১৬

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! যমজ মাদ্রীপুত্রদ্বয় তোমার প্রিয় সন্দেহ নাই। আমি তাহাদিগকে জয়

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অধর্ম্মং চরসে নূনং যো নাবেক্ষসি বৈ বয়ম্।
যো নঃ সুমনসাং মূঢ় বিভেদং কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥১৮

শকুনিরুবাচ।

গর্ত্তে মত্তঃ প্রপততে প্রমত্তঃ স্থাণুমৃচ্ছতি।
জ্যেষ্ঠো রাজন্ বরিষ্ঠোঽসি নমস্তে ভরতর্ষভ ॥১৯
স্বপ্নে তানি ন দৃশ্যন্তে জাগ্রতো বা যুধিষ্ঠির।
কিতবা যানি দীব্যন্তঃ প্রলপন্ত্যুৎকটা ইব ॥২০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যো নঃ সংখ্যে নৌরিব পারনেতা
জেতা রিপূণাং রাজপুত্রস্তরস্বী।
অনর্হতা লোকবীরেণ তেন
দীব্যাম্যহং শকুনে ফাল্গুনেন ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২২

শকুনিরুবাচ।

অয়ং ময়া পাণ্ডবানাং ধনুর্দ্ধরঃ
পরাজিতঃ পাণ্ডবঃ সব্যসাচী।
ভীমেন রাজন্ দয়িতেন দীব্য
যৎ কৈতবং পাণ্ডব তেঽবশিষ্টম্ ॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যো নো নেতা যুধি নঃ প্রণেতা
যথা বজ্রী দানবশত্রুরেকঃ।
তির্য্যক্‌প্রেক্ষী সংহতভ্রূর্মহাত্মা
সিংহস্কন্ধো যশ্চ সদাত্যমর্ষী ॥২৪

বলেন তুল্যো যস্য পুমান্ ন বিদ্যতে
গদাভৃতামগ্র্য ইহারিমর্দ্দনঃ।
অনর্হতা রাজপুত্রেণ তেন
দীব্যাম্যহং ভীমসেনেন রাজন্ ॥২৫

করিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয় ভীমসেন ও ধনঞ্জয় উহাদের চেয়েও তোমার অধিক প্রিয়।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রে মূঢ়! তুমি নীতিকে অবলম্বন করিয়া কথা বলিতেছ না। সুতরাং তুমি অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। তুমি উদারচিত্ত আমার এই ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছ।১৮

শকুনি বলিল,—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! মত্ত ব্যক্তি গর্ত্তে পতিত হয় এবং প্রমত্ত ব্যক্তি স্থাণুর (বৃক্ষের কাণ্ডের) সহিত সংঘট্টিত হয়। হে রাজন্! তুমি বরিষ্ঠ। সুতরাং তোমাকে নমস্কার করিতেছি।১৯

হে যুধিষ্ঠির! কপট দ্যূতকারিগণ পাশা খেলিতে খেলিতে যে সকল উৎকট কথা বলে, তাহা জাগ্রত অবস্থায় তো কখনও শুনিতে পাওয়াই যায় না, স্বপ্নেও দেখিতে পাওয়া যায় না।২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে শকুনে! যে আমাদের যুদ্ধসমুদ্রে নৌকার ন্যায় পার করে, যে রাজপুত্র অতিক্রান্ত শত্রুগণকে পরাজিত করে, সেই লোকবীর পণের অযোগ্য হইলেও আমি তাহাকেই পণ রাখিতেছি। আমি এই ধনঞ্জয়কেই পণ রাখিয়া খেলিতেছি।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জয়ে সুনিশ্চিত্ত শকুনি তখন কপটতাপূর্ব্বক পাশা খেলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিল—"তোমার এই ধনও আমি জিতিয়া লইলাম।"২২

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! পাণ্ডবগণের মধ্যে যিনি ধনুর্দ্ধর ও মধ্যমপাণ্ডব, সেই সব্যসাচী ধনঞ্জয় পরাজিত হইয়াছে। এখন তোমার প্রিয় ভীমই পাশাখেলার পণরূপে অবশিষ্ট আছে। হে পাণ্ডব! এবার তাহাকেই পণ রাখ।২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২৬

শকুনিরুবাচ।

বহু বিত্তং পরাজৈষীর্ভ্রাতৄংশ্চ সহযদ্বিপান্।
আচক্ষ্ব বিত্তং কৌন্তেয় যদি তেঽস্ত্যপরাজিতম্ ॥২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অহং বিশিষ্টঃ সর্বেষাং ভ্রাতৄণাং দয়িতস্তথা।
কুর্য্যামহং জিতঃ কর্ম স্বয়মাত্মন্যুপপ্লুতে ॥২৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২৯

শকুনিরুবাচ।

এতৎ পাপিষ্ঠমকরোর্যদাত্মানমহারয়ঃ।
শিষ্টে সতি ধনে রাজন্ পাপ আত্মপরাজয়ঃ ॥৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মতাক্ষস্তান্ গ্লহে সর্বানবস্থিতান্।
পরাজয়ং লোকবীরানুক্ত্বা রাজ্ঞাং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩১

শকুনিরুবাচ।

অস্তি তে বৈ প্রিয়া রাজন্ গ্লহ একোঽপরাজিতঃ।
পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াত্মানং পুনর্জয় ॥৩২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নৈব হ্রস্বা ন মহতী ন কৃষ্ণা নাতিরোহিণী।
নীলকুঞ্চিতকেশী চ তয়া দীব্যাম্যহং ত্বয়া ॥৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্। যেমন দানবগণের একমাত্র শত্রু বজ্রধারী ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের নেতা ও যুদ্ধে পরিচালক; তদ্রূপ এই তির্য্যক্দৃষ্টিসম্পন্ন সন্নত ভ্রূযুগল, সিংহস্কন্ধ, অস্তের দর্পে সদা অসহিষ্ণু ভীমও আমাদের নেতা। যাহার তুল্য বলবান্ কোন পুরুষ নাই, যে গদাধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শত্রুনাশন এবং রাজপুত্র, সে পণের অযোগ্য হইলেও—তথাপি এই ভীমসেনকেই আমি পাশায় পণ রাখিতেছি।২৪-২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! ইহা শুনিয়া জয়ে সুনিশ্চিত শকুনি কপট দ্যূতাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিল—তোমার এই ধনও আমি জিতিলাম।২৬

শকুনি বলিল,—হে কুন্তীনন্দন! তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত বহু হস্তী প্রভৃতি ধন হারাইয়াছ। এখন বল, পণ রাখিবার মত তোমার কি অবশিষ্ট আছে?২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমি বিশিষ্ট ও সকলের প্রিয়। আমি পরাজিত হইয়া ইহাদের সহিত তোমাদের আজ্ঞা পালন করিব। ইহাদের পরাজয়ে আমার হৃদয় দুঃখে আপ্লুত হইয়াছে। সুতরাং আমি আমাকেই পণ রাখিতেছি।২৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ইহা শুনিয়া জয়ে সুনিশ্চিত শকুনি কপট দ্যূতাবলম্বনে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"আমি তোমাকেও জয় করিলাম"।২৯

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! তুমি যে নিজেকেই পণ রাখিয়া হারাইয়াছ, ইহা অতি অধর্ম কার্য্য করিয়াছ। ধন অবশিষ্ট থাকিলে আত্মপরাজয় সর্ব্ব-নিকৃষ্ট কর্ম্ম।৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া অক্ষবিদ্ শকুনি অক্ষক্রীড়াভূমিতে উপস্থিত সকল রাজাকে যুধিষ্ঠিরের পরাজিত সকল বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জ্ঞাপন করিলেন।৩১

শকুনি বলিল,—হে রাজন্! তোমার পরমপ্রিয়া পত্নীই একমাত্র অপরাজিত পণরূপে অবশিষ্ট আছে। তুমি তাহাকে পণ রাখিয়া পুনরায় নিজেকে জয়ী কর।৩২

শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎপলগন্ধয়া।
শারদোৎপলসেবিন্যা রূপেণ শ্রীসমানয়া ॥৩৪
তথৈব স্যাদানৃশংস্যাৎ তথা স্যাদ্ রূপসম্পদা।
তথা স্যাচ্ছীলসম্পত্ত্যা যামিচ্ছেৎ পুরুষঃ স্ত্রিয়ম্ ॥৩৫
সর্বৈর্গুণৈর্হি সম্পন্নামনুকূলাং প্রিয়ংবদাম্।
যাদৃশীং ধর্মকামার্থসিদ্ধিমিচ্ছেন্নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥৩৬
চরমং সংবিশতি যা প্রথমং প্রতিবুধ্যতে।
আগোপালাবিপালেভ্যঃ সর্বং বেদ কৃতাকৃতম্ ॥৩৭
আভাতি পদ্মবদ্ বক্ত্রং সস্বেদং মল্লিকেব চ।
বেদিমধ্যা দীর্ঘকেশী তাম্রাস্যা নাতিলোমশা ॥৩৮
তয়ৈবংবিধয়া রাজন্ পাঞ্চাল্যাহং সুমধ্যয়া।
গ্লহং দীব্যামি চার্বঙ্গ্যা দ্রৌপদ্যা হন্ত সৌবল ॥৩৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে ধর্মরাজেন ধীমতা।
ধিগ্ধিগিত্যেব বৃদ্ধানাং সভ্যানাং নিঃসৃতা গিরঃ ॥৪০
চুক্ষুভে সা সভা রাজন্ রাজ্ঞাং সংজজ্ঞিরে শুচঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীনাং স্বেদশ্চ সমজায়ত ॥৪১
শিরো গৃহীত্বা বিদুরো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ।
আস্তে ধ্যায়ন্নধোবক্ত্রো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ ॥৪২
(বাহ্লীকঃ সোমদত্তশ্চ প্রাতীপেয়ঃ সসঞ্জয়ঃ।
দ্রৌণি-ভূরিশ্রবাশ্চৈব যুযুৎসুর্ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
হস্তৌ পিংষন্নধোবক্ত্রা নিঃশ্বসন্ত ইবোরগাঃ ॥)
ধৃতরাষ্ট্রস্তু তং হৃষ্টঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং নাভ্যরক্ষত ॥৪৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যিনি দীর্ঘাও নহেন, হ্রস্বাও নহেন, কৃষ্ণাও নহেন, অতি গৌরবর্ণাও নহেন এবং যিনি নীল কুঞ্চিতকেশী, আমি সেই দ্রৌপদীকেই পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।৩৩

যাঁহার নয়ন শরৎকালীন পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দর, যাঁহার অঙ্গ হইতে শারদ পদ্মের গন্ধ নির্গত হয়, যিনি শারদীয়পদ্মকে ভালবাসেন এবং যিনি রূপে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়।৩৪

তাঁহার রূপ সম্পদ যেমন আছে, তেমনই অনির্দয়তা প্রভৃতি গুণসম্পদও আছে। যেরূপ নারীকে পুরুষমাত্রেই স্ত্রীরূপে প্রার্থনা করে।৩৫

যিনি সর্ব্বগুণসম্পন্না, অনুকূলা, মধুরভাষিণী, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধিস্বরূপা এবং যেরূপ নারী পুরুষমাত্রের নিকটই পত্নীরূপে প্রার্থনীয়।৩৬

যিনি পতির শয়নের পরে শয়ন করেন, তাঁহার জাগিবার পূর্ব্বেই জাগরিতা হন এবং গোপাল হইতে বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের কার্য্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ যিনি রাখেন।৩৭

পদ্ম ও মল্লিকা পুষ্পের ন্যায় যাঁহার স্বেদযুক্ত বদনমণ্ডল শোভা পায়; যিনি যজ্ঞবেদীর ন্যায় ক্ষীণমধ্যা, দীর্ঘকেশী, তাম্রবদনা এবং অতিলোম-বর্জ্জিতা।৩৮

হে রাজন্! হে সুবলপুত্র! আমি পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্টা সেই সুমধ্যমা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পাঞ্চালীকে পণ রাখিয়া তোমার সহিত পাশা খেলিতেছি।৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজ এই কথা বলামাত্রই সভাস্থ বৃদ্ধ সভ্যগণের মধ্য হইতে ধিক্ ধিক্ এইরূপ বাণী নির্গতা হইল।৪০

হে রাজন্! সেই সভা ক্ষুভিত হইল এবং রাজগণের মুখ হইতে শোকোচ্ছ্বাস নির্গত হইতে লাগিল; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতির শরীরে স্বেদ উৎপন্ন হইল।৪১

বিদুর দুই হাতে মস্তক ধারণ করিয়া অচেতনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন।৪২

জহর্ষ কর্ণোঽতিভৃশং সহ দুঃশাসনাদিভিঃ।
ইতরেষাং তু সভ্যানাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥৪৪
সৌবলস্ত্বভিধায়ৈবং জিতকাশী মদোৎকটঃ।
জিতমিত্যেব তানক্ষান্ পুনরেবান্বপদ্যত ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দ্রৌপদীপরাজয়ে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

(বাহ্লীক, প্রতীপের পৌত্র সোমদত্ত, সঞ্জয়, অশ্বত্থামা, ভূমিশ্রবাঃ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুযুৎসু অধোমুখে হস্তদ্বয় পেষণ করিতে করিতে সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।)

ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে হৃষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—কি জয় করা হইয়াছে? কি জয় করা হইয়াছে?" তিনি মনোভাব গোপন রাখিতে পারিলেন না।৪৩

দুঃশাসন প্রভৃতির সহিত কর্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু অন্য সকল সভ্যের নেত্র হইতে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।৪৪

জয়শীল, মদোন্মত্ত সুবলতনয় শকুনি "আমি তোমার এই ধনকেও জয় করিয়া লইয়াছি" এই বলিয়া পুনরায় অক্ষ চালনা করিল।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দ্রৌপদীপরাজয়নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরেণ দুর্য্যোধনস্য তিরস্কারঃ।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

এহি ক্ষত্তঃ দ্রৌপদীমানয়স্ব
প্রিয়াং ভার্য্যাং সম্মতাং পাণ্ডবানাম্।
সম্মার্জতাং বেশ্ম পরৈতু শীঘ্রং
তত্রাস্তু দাসীভিরপুণ্যশীলা ॥১

বিদুর উবাচ।

দুর্বিভাষং ভাষিতং ত্বাদৃশেন
ন মন্দ সম্বুধ্যসি পাশবদ্ধঃ।
প্রপাতে ত্বং লম্বমানো ন বেৎসি
ব্যাঘ্রান্ মৃগঃ কোপয়সেঽতিবেলম্ ॥২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[বিদুর কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে ক্ষত্তঃ (বিদুর)! আপনি এইদিকে আসুন; পাণ্ডবগণের সম্মানিতা প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদীকে আনয়ন করুন। সে শীঘ্র আসিয়া এই গৃহ মার্জ্জনা করুক এবং ঐ পাপাচারিণী অন্তঃপুরে দাসীগণের মধ্যে অবস্থান করুক।১

বিদুর বলিলেন;—তোমার ন্যায় পুরুষই এইরূপ দুরাদেশ আমাকে করিতে পারে। হে মন্দবুদ্ধে! তুমি যে যমপাশে আবদ্ধ হইয়াছ—ইহা বুঝিতে পারিতেছ না। ঊর্দ্ধপাদ হেটমুণ্ড হইয়া তুমি যে প্রপাতে পতনোন্মুখ হইয়াছ—ইহাও বুঝিতেছ না; মৃগ হইয়া স্বসামর্থ্য অতিক্রম করত ব্যাঘ্রসমূহকে কুপিত করিতেছ।২

আশীবিষাস্তে শিরসি পূর্ণকোপা মহাবিষাঃ।
মা কোপিষ্ঠাঃ সুমন্দাত্মন্ মা গমস্ত্বং যমক্ষয়ম্ ॥৩
ন হি দাসীত্বমাপন্না কৃষ্ণা ভবিতুমর্হতি।
অনীশেন হি রাজ্ঞৈষা পণে ন্যস্তেতি মে মতিঃ ॥৪
অয়ং ধত্তে বেণুরিবাত্মঘাতী
ফলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ।
দ্যূতং হি বৈরায় মহাভয়ায়
মত্তো ন বুধ্যত্যয়মন্তকালম্ ॥৫
নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াস্য বাচা পর উদ্বিজেত
ন তাং বদেদুষতীং পাপলোক্যাম্ ॥৬
সমুচ্চরন্ত্যতিবাদাশ্চ বক্ত্রাদ্
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি।
পরস্য নামর্মসু তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু ॥৭
অজো হি শস্ত্রমগিলৎ কিলৈকঃ
শস্ত্রে বিপন্নে শিরসাস্য ভূমৌ।
নিকৃন্তনং স্বস্য কণ্ঠস্য ঘোরং
তদ্বদ্ বৈরং মা কৃথাঃ পাণ্ডুপুত্রৈঃ ॥৮
ন কিঞ্চিদিত্থং প্রবদন্তি পার্থা
বনেচরং বা গৃহমেধিনং বা।
তপস্বিনং বা পরিপূর্ণবিদ্যং
ভষন্তি হৈবং শ্বনরাঃ সদৈব ॥৯

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মহাবিষধর সর্পসমূহ তোমার মস্তকের উপর ফণা বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছে। হে সুমন্দবুদ্ধে! ইহাদিগকে কুপিত করিয়া তুমি যমালয়ে গমন করিও না।৩

কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) কখনও দাসীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেননা, (নিজে দাসত্বপণে আবদ্ধ হইয়া পরাজিত হওয়ায় রাজার দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার কোন অধিকারই নাই সুতরাং) নিজের উপর প্রভুত্বশূন্য রাজা ইহাকে পণ রাখিয়াছেন—ইহাই আমার বিশ্বাস।৪

যেরূপ বাঁশ নিজের বিনাশের জন্যই ফল ধারণ করে, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রতনয় এই দুর্য্যোধন আত্মঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দ্যূতক্রীড়া এখন শত্রুতা ও মহাভয়ের কারণ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি এই মত্ত নিজের অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিতেছ না।৫

কাহারও মর্ম্মভেদী বাক্য বা কাহাকেও কর্কশ বাক্য বলিতে নাই, অথবা হীন দ্যূতাদি কর্ম্মের দ্বারা শত্রুকে বশীভূত করিতে নাই; যেরূপ বাক্যের দ্বারা শত্রু উদ্বিগ্ন হইতে পারে, এইরূপ জ্বালাময় ও নরকপ্রাপক বাক্যও বলিতে নাই।৬

যে সকল অবাক্য ও কুবাক্যসমূহ মুখ হইতে উচ্চারিত হওয়া মাত্রই মর্ম্মস্থানে আঘাত করে এবং আহত হইয়া দিনরাত সন্তপ্ত হয়, পণ্ডিতগণ শত্রুর প্রতি এরূপ বাক্য কখনও প্রয়োগ করেন না।৭

এক অজগর একটা অস্ত্র গিলিতে আরম্ভ করিয়াছিল; অস্ত্রটী গলায় আটকাইয়া যাওয়ায় সে মাটিতে মস্তক রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে গিলিবার চেষ্টা করিলে ঐ অস্ত্রের দ্বারা সর্পের কণ্ঠদেশই ছিন্ন হইয়াছিল; সেইরূপ দ্রৌপদীরূপ অস্ত্র তোমারও কণ্ঠ ছেদন করিবে; সুতরাং তুমি পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিও না।৮

কুন্তীর পুত্রগণ কোন বনবাসী, গৃহস্থ, তপস্বী অথবা পরিপূর্ণ বিদ্বান্‌কে এইরূপ বাক্য কখনও বলেন না। কুক্কুরতুল্য স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণই সদা এইরূপ বলিতে পারে।৯

দ্বারং সুঘোরং নরকস্য জিহ্মং
ন বুধ্যতে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ।
তমন্বেতারো বহবঃ কুরূণাং
দ্যূতোদয়ে সহ দুঃশাসনেন ॥১০

মজ্জন্ত্যলাবুনি শিলাঃ প্লবন্তে
মুহ্যন্তি নাবোঽম্ভসি শশ্বদেব।
মূঢ়ো রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো
ন মে বাচঃ পথ্যরূপাঃ শৃণোতি ॥১১

অন্তো নূনং ভবিতায়ং কুরূণাং
সুদারুণঃ সর্বহরো বিনাশঃ।
বাচঃ কাব্যাঃ সুহৃদাং পথ্যরূপা
ন শ্রূয়ন্তে বর্ধতে লোভ এব ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি বিদুরবাক্যে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬

ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন ইহা বুঝিতেছে না যে, এই কপট দ্যূত কুটিল ঘোরতর নরকের দ্বার স্বরূপ। (আশ্চর্য্যের কথা এই যে) এই কপট দ্যূতে দুঃশাসনের সহিত অন্যান্য কৌরবগণও ইহার অনুগামী হইয়াছে ?১০

অলাবুও (লাউ) জলে ডুবিতে পারে, প্রস্তরও জলে ভাসিতে পারে, নৌকাসমূহও জলে না ভাসিয়া চিরতরে নির্মজ্জিত হইতে পারে, তথাপি রাজা ধৃতরাষ্ট্রতনয় মূর্খ দুর্য্যোধন আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিতে পারিবে না।১১

যেহেতু শুক্রাচার্য্যের এবং সুহৃদ্‌গণের হিতকরী বাণী ইহারা শুনিতেছে না, বরং লোভ ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতেছে, সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে কৌরবগণের সমূলে নাশকারী সদারুণ অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে বিদুরবাক্যনামক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রাতিকামিনা আহূতায়া দ্রৌপদ্যা অনাগমনং দৃষ্ট্বা তামানেতুং দুঃশাসনস্য গমনম্, কেশান্ গৃহীত্বা আকৃষ্য চ সভায়াং তস্যানয়নম্, সভাসদঃ প্রতি দ্রৌপদ্যাঃ প্রশ্নশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধিগস্তু ক্ষত্তারমিতি ব্রুবাণো
দর্পেণ মত্তো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ
অবৈক্ষত প্রাতিকামীং সভায়া-
মুবাচ চৈনং পরমার্য্যমধ্যে ॥১

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[প্রাতিকামীকর্তৃক আহূত হইয়া দ্রৌপদীকে না আসিতে দেখিয়া তাহাকে আনিতে দুঃশাসনের গমন, কেশ গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে সভায় আনয়ন এবং সভাসদ্‌গণের প্রতি দ্রৌপদির জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন বিদুরকে ধিক্‌কার প্রদানপূর্ব্বক দর্পে উন্মত্ত হইয়া সভামধ্যে অবস্থিত প্রতিকামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল সভ্যগণের সমক্ষে তাহাকে বলিলেন।১

দুর্য্যোধন উবাচ।

প্রাতিকামিন্ দ্রৌপদীমানয়স্ব
ন তে ভয়ং বিদ্যতে পাণ্ডবেভ্যঃ।
ক্ষত্তা হ্যয়ং বিবদত্যেব ভীতো
ন চাস্মাকং বৃদ্ধিকামঃ সদৈব ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রতিকামী স সূতঃ
প্রায়াচ্ছীঘ্রং রাজবচো নিশম্য।
প্রবিশ্য চ শ্বেব হি সিংহগোষ্ঠং
সমাসদন্মহিষীং পাণ্ডবানাম্ ॥৩

প্রাতিকাম্যুবাচ।

যুধিষ্ঠিরো দ্যূতমদেন মত্তো
দুর্য্যোধনো দ্রৌপদি ত্বামজৈষীৎ।
সা ত্বং প্রপদ্যস্ব ধৃতরাষ্ট্রস্য বেশ্ম
নয়ামি ত্বাং কর্ম্মণে যাজ্ঞসেনি ॥৪

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কথং ত্বেবং বদসি প্রতিকামিন্
কো হি দীব্যেদ্ ভার্য্যয়া রাজপুত্রঃ।
মূঢ়ো রাজা দ্যূতমদেন মত্তো
হ্যভূন্নান্যৎ কৈতবমস্য কিঞ্চিৎ ॥৫

প্রাতিকাম্যুবাচ।

যদা নাভূৎ কৈতবমন্যদস্য
তদাদেবীৎ পাণ্ডবোঽজাতশত্রুঃ।
ন্যস্তাঃ পূর্বং ভ্রাতরস্তেন রাজ্ঞা
স্বয়ং চাত্মা ত্বমথো রাজপুত্রি ॥৬

দ্রৌপদ্যুবাচ।

গচ্ছ ত্বং কিতবং গত্বা সভায়াং পৃচ্ছ সূতজ।
কিং নু পূর্বং পরাজৈষীরাত্মানমথবা নু মাম্ ॥৭
এতজ্জ্ঞাত্বা সমাগচ্ছ ততো মাং নয় সূতজ।
জ্ঞাত্বা চিকীর্ষিতমহং রাজ্ঞো যাস্যামি দুঃখিতা ॥৮

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে প্রাতিকামিন্! তুমি দ্রৌপদীকে আনয়ন কর। পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই। এই ক্ষত্তা (বিদুর) পাণ্ডবদের ভয়ে বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে; এ আমাদের সমৃদ্ধি কখনই চায় না।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুর্য্যোধনের আদেশ শ্রবণ করিয়া সেই সূত (সারথি) প্রতিকামী দ্রুত গমন করত কুকুর যেমন সিংহগুহায় প্রবেশ করে, তেমনিই পাণ্ডবমহিষীর গৃহে প্রবেশ করিল।৩

প্রাতিকামী বলিল,—হে দ্রৌপদি! যুধিষ্ঠির দ্যূতমদে মত্ত হইয়া আপনাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন আপনাকে জয় করিয়াছেন। সুতরাং হে যাজ্ঞসেনি! আপনি ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে এখন হইতে দাসী বলিয়া জানিবেন। আমি দুর্য্যোধনের আদেশে আপনাকে কর্ম্ম করিবার জন্য লইতে আসিয়াছি।৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে প্রতিকামিন্! তুমি এ কি কথা বলিতেছ? এমন কোন রাজপুত্র আছে, যে ভার্য্যাকে দ্যূতে পণ রাখে; রাজা দ্যূতমদে কি এতই মত্ত হইয়াছে? তাঁহার পণ রাখিবার মত আর কোন বস্তু ছিল না?৫

প্রাতিকামী বলিল,—হে রাজপুত্রি! যখন আপনাকে পণ রাখিয়াছেন, তখন রাজার অন্য কোন ধন আর অবশিষ্ট ছিল না। তাহার পূর্ব্বেই রাজা ভ্রাতৃগণকে ও নিজেকেও পণে হারিয়াছেন এবং পরে আপনাকেও হারিয়াছেন।৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে সূতপুত্র! তুমি সভায় সেই কপট রাজার নিকট ফিরিয়া যাও এবং জিজ্ঞাসা কর যে, রাজা প্রথমে নিজেকে হারিয়া আমাকে হারিয়াছেন অথবা পূর্ব্বে আমাকে হারিয়া পরে নিজেকে হারিয়াছেন?৭

হে সূতপুত্র! ইহা জানিয়া আমাকে আসিয়া

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সভাং গত্বা স চোবাচ দ্রৌপদ্যাস্তদ্ বচস্তদা।
যুধিষ্ঠিরং নরেন্দ্রাণাং মধ্যে স্থিতমিদং বচঃ ॥৯

কস্যেশো নঃ পরাজৈষীরিতি ত্বামাহ দ্রৌপদী।
কিং নু পূর্ব্বং পরাজৈষীরাত্মানমথবাপি মাম্ ॥১০

যুধিষ্ঠিরস্তু নিশ্চেষ্টো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ।
ন তং সূতং প্রত্যুবাচ বচনং সাধ্বসাধু বা ॥১১

দুর্য্যোধন উবাচ।

ইহৈবাগত্য পাঞ্চালী প্রশ্নমেনং প্রভাষতাম্।
ইহৈব সর্ব্বে শৃণ্বন্তু তস্যাশ্চৈতস্য যদ্ বচঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স গত্বা রাজভবনং দুর্য্যোধনবশানুগঃ।
উবাচ দ্রৌপদীং সূতঃ প্রাতিকামী ব্যথন্নিব ॥১৩

প্রাতিকাম্যুবাচ।

সভ্যাস্ত্বমী রাজপুত্র্যাহ্বয়ন্তি
মন্যে প্রাপ্তঃ সংক্ষয়ঃ কৌরবাণাম্।
ন বৈ সমৃদ্ধিং পালয়তে লঘীয়ান্
যস্ত্বাং সভাং নেষ্যতি রাজপুত্রি ॥১৪

দ্রৌপদ্যুবাচ।

এবং নূনং ব্যদধাৎ সংবিধাতা
স্পর্শাবুভৌ স্পৃশতো বৃদ্ধবালৌ।
ধর্ম্মং ত্বেকং পরমং প্রাহ লোকে
স নঃ শমং ধাস্যতি গোপ্যমানঃ ॥১৫

সোঽয়ং ধর্ম্মো মাত্যগাৎ কৌরবান্ বৈ
সভ্যান্ গত্বা পৃচ্ছ ধর্ম্ম্যং বচো মে।
তে মাং ব্রূয়ুর্নিশ্চিতং তৎ করিষ্যে
ধর্ম্মাত্মানো নীতিমন্তো বরিষ্ঠাঃ ॥১৬

লইয়া চল। আমি তদনুসারে রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া দুঃখিতা হইয়াও গমন করিব।৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন সেই প্রাতিকামী সভায় যাইয়া রাজগণের মধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর কথা বলিল।৯

মহারাজ! দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আপনি কোন বস্তুর মালিক থাকিতে আমাকে পণ রাখিয়া হারিয়াছেন? এবং "আপনি প্রথমে আপনাকে দ্যূতে হারিয়াছেন অথবা আমাকে?"১০

ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির প্রাণহীন অচেতনের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সূতকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না।১১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—পাঞ্চালী এখানে আসিয়াই সকলের সমক্ষে এই কথা জিজ্ঞাসা করুক। সকলেই তাহার ও ইহার কথা শুনুন।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুর্য্যোধনের বশীভূত প্রাতিকামী অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে রাজঅন্তঃপুরে গমন করত দ্রৌপদীকে বলিল।১৩

প্রাতিকামী বলিল,—হে রাজপুত্রি! সভ্যগণ আপনাকে সভায় যাইতে আহ্বান করিতেছেন। মনে হয় কৌরবকুলের বিনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। লঘুচিত্ত পুরুষ মহীয়সীর মর্য্যাদা রক্ষা করে না। কেননা, সে আপনাকে সভায় লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছে।১৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—বিধাতা নিশ্চিতই এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখরূপ স্পর্শদ্বয় আবাল বৃদ্ধ সকলকেই স্পর্শ করে, এইজন্য ইহলোকে মনীষিগণ ধর্ম্মকেই একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়া থাকেন। ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে তিনিই শান্তি বিধান করিবেন।১৫

সেই ধর্ম্ম কৌরবগণকে পরিত্যাগ না করুক। তুমি সভ্যগণের নিকট গিয়া আমার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। সেই নীতিমান্ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা সভ্যগণ যাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবেন, আমি তাহাই করিব।১৬

শ্রুত্বা সূতস্তদ্বচো যাজ্ঞসেন্যাঃ
সভাং গত্বা প্রাহ বাক্যং তদানীম্।
অধোমুখাস্তে ন চ কিঞ্চিদূচু—
র্নির্বন্ধং তং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য বুদ্ধ্বা ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তু তচ্ছ্রুত্বা দুর্য্যোধনচিকীর্ষিতম্।
দ্রৌপদ্যাঃ সম্মতং দূতং প্রাহিণোদ্ ভরতর্ষভ ॥১৮

একবস্ত্রা ত্বধোনীবী রোদমানা রজস্বলা।
সভামাগম্য পাঞ্চালি শ্বশুরস্যাগ্রতো ভব ॥১৯

অথ তামাগতাং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রীং সভাং তদা।
সভ্যাঃ সর্বে বিনিন্দেরন্ মনোভির্ধৃতরাষ্ট্রজম্ ॥২০

স গত্বা ত্বরিতং দূতঃ কৃষ্ণায়া ভবনং নৃপ।
ন্যবেদয়ন্মতং ধীমান্ ধর্মরাজস্য নিশ্চিতম্ ॥২১

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানো দীনা দুঃখসমন্বিতাঃ।
সত্যেনাতিপরীতাঙ্গা নোদীক্ষন্তে স্ম কিঞ্চন ॥২২

ততস্তেষাং মুখমালোক্য রাজা
দুর্য্যোধনঃ সূতমুবাচ হৃষ্টঃ।
ইহৈবৈতামানয় প্রাতিকামিন্
প্রত্যক্ষমস্যাঃ কুরবো ব্রুবন্তু ॥২৩

ততঃ সূতস্তস্য বশানুগামী
ভীতশ্চ কোপাদ্ দ্রুপদাত্মজায়াঃ।
বিহায় মানং পুনরেব সভ্যা-
নুবাচ কৃষ্ণাং কিমহং ব্রবীমি ॥২৪

দুর্য্যোধন উবাচ।

দুঃশাসনৈষ মম সূতপুত্রো
বৃকোদরাদুদ্বিজতেঽল্পচেতাঃ।
স্বয়ং প্রগৃহ্যানয় যাজ্ঞসেনীং
কিং তে করিষ্যন্ত্যবশাঃ সপত্নাঃ ॥২৫

যাজ্ঞসেনীর কথা শুনিয়া সূত সভায় গিয়া দ্রৌপদীর প্রশ্ন সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের দ্রৌপদীকে সভায় আনয়নের দুরভিসন্ধিরূপ নির্ব্বন্ধকে বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা কেহই দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর করিলেন না।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুর্য্যোধনের দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক সভায় উপস্থাপিত করিবার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর দূতরূপে আগত প্রাতিকামীকে দ্রৌপদীর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন যে, তুমি দ্রৌপদীকে এইরূপ বলিবে—পাঞ্চালি! তুমি একবস্ত্রধারিণী রজস্বলা রোরুদ্যমানা হইলেও সভায় আসিয়া শ্বশুরের সম্মুখে উপস্থিত হও।১৮-১৯

তখন সকল সভ্যই রাজপুত্রী দ্রৌপদী সভায় আসিতেছেন ইহা দেখিতে পাইয়া মনে মনে দুর্য্যোধনের নিন্দা করিতে লাগিলেন।২০

হে নৃপ! তখন সেই ধীমান্ দূত প্রাতিকামী দ্রুত কৃষ্ণার ভবনে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মরাজের বক্তব্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।২১

(কিন্তু দ্রৌপদী রজস্বলা হওয়ায় লজ্জায় আসিতে অনিচ্ছুকা হইয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর সভ্যগণের নিকট জানিবার জন্য পুনরায় প্রাতিকামীকে দূতরূপে প্রেরণ করিলে) মহাত্মা পাণ্ডবগণ সত্যসন্ধতাবশতঃ দীন ও দুঃখিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কোনদিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।২২

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অবনত মুখদর্শনে হৃষ্ট হইয়া সূতকে বলিলেন—হে প্রাতিকামিন্! তুমি এখানেই তাহাকে লইয়া আইস, কুরুরাজ সভ্যগণ তাহার সমক্ষেই তাহার প্রশ্নের উত্তর বলুন।২৩

তখন সূত দুর্য্যোধনের বশানুবর্ত্তী হইলেও দ্রুপদরাজার কন্যার কোপভয়ে দুর্য্যোধনের মানকে

ততঃ সমুত্থায় স রাজপুত্রঃ
শ্রুত্বা ভ্রাতুঃ শাসনং রক্তদৃষ্টিঃ।
প্রবিশ্য তদ্ বেশ্ম মহারথানা-
মিত্যব্রবীদ্ দ্রৌপদীং রাজপুত্রীম্ ॥২৬

এহেহি পাঞ্চালি জিতাসি কৃষ্ণে
দুর্য্যোধনং পশ্য বিমুক্তলজ্জা।
কুরূন্ ভজস্বায়তপত্রনেত্রে
ধর্মেণ লব্ধাসি সভাং পরৈহি ॥২৭

ততঃ সমুত্থায় সুদুর্মনাঃ সা
বিবর্ণমামৃজ্য মুখং করেণ।
আর্ত্তা প্রদুদ্রাব যতঃ স্ত্রিয়স্তা
বৃদ্ধস্য রাজ্ঞঃ কুরুপুঙ্গবস্য ॥২৮

ততো জবেনাভিসসার রোষাদ্
দুঃশাসনস্তামভিগর্জমানঃ।
দীর্ঘেষু নীলেষ্বথ চোর্ম্মিমৎসু
জগ্রাহ কেশেষু নরেন্দ্রপত্নীম্ ॥২৯

যে রাজসূয়াবভৃথে জলেন
মহাক্রতৌ মন্ত্রপূতেন সিক্তাঃ।
তে পাণ্ডবানাং পরিভূয় বীর্য্যং
বলাৎ প্রমৃষ্টা ধৃতরাষ্ট্রজেন ॥৩০

স তাং পরাকৃষ্য সভাসমীপ-
মানীয় কৃষ্ণামতিদীর্ঘকেশীম্।
দুঃশাসনো নাথবতীমনাথব-
চ্চকর্ষ বায়ুঃ কদলীমিবার্ত্তাম্ ॥৩১

উপেক্ষা করিয়াও সভ্যগণকে বলিল,—আমি কৃষ্ণাকে কি উত্তর দিব, আপনারা বলুন।২৪

দুর্যোধন বলিলেন,—হে দুঃশাসন! আমার ভৃত্য এই সূতপুত্র বৃকোদরের (ভীমের) ভয়ে উদ্বেগ বোধ করিতেছে; এ অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত; তুমি স্বয়ং গিয়া বলপূর্ব্বক যাজ্ঞসেনীকে এখানে লইয়া আইস; পরাধীন আমার শত্রুগণ তোমার কি করিবে?২৫

তখন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের আদেশশ্রবণে সেই রাজপুত্র দুঃশাসন আরক্তলোচনে মহারথপাণ্ডবগণের গৃহে প্রবেশ করত রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল।২৬

হে পাঞ্চালি! তুমি আইস। হে কৃষ্ণে! তুমি লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে দর্শন কর। হে পদ্মপত্রবৎ আয়তলোচনে! তোমাকে ধর্ম্মপথেই জয় করা হইয়াছে; তুমি কৌরবগণের ভজনা কর; সভায় চল।২৭

তখন আর্ত্তা দ্রৌপদী অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া দুই হাতে নিজের বিবর্ণ মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে করিতে যেখানে বৃদ্ধ কুরুপুঙ্গব ধৃতরাষ্ট্রের পত্নীগণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে দৌড়িয়া গেলেন।২৮

অনন্তর দুঃশাসন ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুত দ্রৌপদীর পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং সেই রাজপত্নীর তরঙ্গায়িত দীর্ঘ নীল ও কুঞ্চিত কেশ ধারণ করিল।২৯

যাজ্ঞসেনীর যে কেশরাশি রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথজলের দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল, পাণ্ডবগণের বীর্য্য অবহেলা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় বলপূর্ব্বক তাহার সেই কেশরাশি গ্রহণ করিল।৩০

বায়ু যেমন কদলীবৃক্ষকে আকর্ষণ করে, দুঃশাসনও সেইরূপ সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় অবস্থিতা অতিদীর্ঘকেশী কৃষ্ণাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে করিতে সভার সমীপে আনয়ন করিল।৩১

সা কৃষ্যমাণা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ
শনৈরুবাচাথ রজস্বলাস্মি।
একঞ্চ বাসো মম মন্দবুদ্ধে
সভাং নেতুং নার্হসি মামনার্য্য ॥৩২
ততোঽব্রবীৎ তাং প্রসভং নিগৃহ্য
কেশেষু কৃষ্ণেষু তদা স কৃষ্ণাম্।
কৃষ্ণঞ্চ জিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ
ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী ॥৩৩
দুঃশাসন উবাচ।
রজস্বলা বা ভব যাজ্ঞসেনি
একাম্বরা বাপ্যথবা বিবস্ত্রা।
দ্যূতে জিতা চাসি কৃতাসি দাসী
দাসীষু বাসশ্চ যথোপজোষম্ ॥৩৪
বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রকীর্ণকেশী পতিতার্দ্ধবস্ত্রা
দুঃশাসনেন ব্যবধূয়মানা।
হ্রীমত্যমর্ষেণ চ দহ্যমানা
শনৈরিদং বাক্যমুবাচ কৃষ্ণা ॥৩৫
দ্রৌপদ্যুবাচ।
ইমে সভায়ামুপনীতশাস্ত্রাঃ
ক্রিয়াবন্তঃ সর্ব এবেন্দ্রকল্পাঃ।
গুরুস্থানা গুরবশ্চৈব সর্বে
তেষামগ্রে নোৎসহে স্থাতুমেবম্ ॥৩৬
নৃশংসকর্মংস্ত্বমনার্য্যবৃত্ত
মা মা বিবস্ত্রাং কুরু মা বিকর্ষীঃ।
ন মর্ষয়েয়ুস্তব রাজপুত্রাঃ
সেন্দ্রাশ্চ দেবা যদি তে সহায়াঃ ॥৩৭
ধর্মে স্থিতো ধর্মসুতো মহাত্মা
ধর্মশ্চ সূক্ষ্মো নিপুণোপলক্ষ্যঃ।
বাচাপি ভর্ত্তুঃ পরমাণুমাত্র-
মিচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য ॥৩৮

দুঃশাসন কর্তৃক আকৃষ্যমাণা হইয়া দ্রৌপদীর শরীর নত হইয়া পড়িল, তখন তিনি ধীরে ধীরে দুঃশাসনকে বলিলেন—হে মন্দবুদ্ধে! আমি একখানাই মাত্র কাপড় পরিয়া আছি; আমি রজস্বলা। হে অনার্য্য! আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া তোমার উচিত নয়।৩২

এই বলিয়া যাজ্ঞসেনি এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য হে কৃষ্ণ! হে জিষ্ণো! হে হরে! হে নর! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন দুঃশাসন নীলকেশাবলম্বনে কৃষ্ণাকে আরও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল।৩৩

দুঃশাসন বলিল—হে যাজ্ঞসেনি! তুমি রজস্বলাই হও, একবস্ত্রাই হও অথবা বিবস্ত্রাই হও না কেন; তোমাকে দ্যূতে আমরা জয় করিয়াছি; তুমি এখন আমাদের দাসী; দাসীর বস্ত্র যথারীতি হইবে।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আলুলায়িত কেশা, পতিতার্দ্ধবস্ত্রা, দুঃশাসনকর্তৃক কেশে আকৃষ্যমাণা লজ্জায় ও দুঃখে দহ্যমানা হইয়া কৃষ্ণা ধীরে ধীরে এইরূপ বাক্য বলিলেন।৩৫

দ্রৌপদী বলিলেন,—এই সভায় সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্, ক্রিয়াবান্, ইন্দ্রকল্প গুরু ও গুরুস্থানীয় সকলে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমি এইভাবে অবস্থান করিতে পারি না।৩৬

হে অনার্য্যচরিত্র! হে নির্দ্দয়কর্ম্মা! আমার বস্ত্র আকর্ষণ করিও না। আমাকে বিবস্ত্রা করিও না। যদি দেবগণের সহিত দেবরাজও তোমার

ইদং স্বকার্য্যং কুরুবীরমধ্যে
রজস্বলাং যৎ পরিকর্ষসে মাম্।
ন চাপি কশ্চিৎ কুরুতেঽত্র কুৎসাং
ধ্রুবং তবেদং মতমভ্যুপেতাঃ ॥৩৯

ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং
ধর্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্মবেলাং
প্রেক্ষন্তি সর্বে কুরবঃ সভায়াম্ ॥৪০

দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ নাস্তি সত্ত্বং
ক্ষত্তুস্তথৈবাস্য মহাত্মনোঽপি।
রাজ্ঞস্তথা হীমমধর্মমুগ্রং
ন লক্ষয়ন্তে কুরুবৃদ্ধমুখ্যাঃ ॥৪১

(ইমং প্রশ্নমিমে ব্রূত সর্ব এব সভাসদঃ।
জিতাং বাপ্যজিতাং বা মাং মন্যধ্বে সর্বভূমিপাঃ ॥)

সহায় হন, তথাপি এই রাজপুত্রগণ তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।৩৭

ধর্ম্মপুত্র এই মহাত্মা সর্ব্বদা ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন; ধর্ম্ম ও অতি সূক্ষ্ম; শাস্ত্রার্থনিপুণগণই উহার তত্ত্ব জানিতে সক্ষম। আমি স্বামীর গুণকে উপেক্ষা করিয়া বাক্যের দ্বারা তাঁহার অণুমাত্রও দোষ বলিতে ইচ্ছুক নহি।৩৮

এই কুরুবীরগণের মধ্যে রজস্বলা আমাকে আকর্ষণ করত যে অপকর্ম্ম তুমি করিতেছ; ইহাতে দেখিতে পাইতেছি তোমার মতানুবর্ত্তী হইয়া কেহই তোমার নিন্দা করিতেছে না।৩৯

সভ্যবৃন্দকে ধিক্! ভারতীয় ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম ও ক্ষাত্রবৃত্তি উভয়ই নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে; কারণ, কৌরবগণের ধর্ম্মরূপ বেলাকে অতিক্রান্ত হইতে দেখিয়াও সভায় সমাসীন কৌরবগণ তাহা কেবল দর্শন করিতেছেন।৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথা ব্রুবন্তী করুণং সুমধ্যমা
ভর্ত্তৄন্ কটাক্ষৈঃ কুপিতানপশ্যৎ।
সা পাণ্ডবান্ কোপপরীতদেহান্
সন্দীপয়ামাস কটাক্ষপাতৈঃ ॥৪২

হৃতেন রাজ্যেন তথা ধনেন
রত্নৈশ্চ মুখ্যৈর্ন তথা বভূব।
যথা ত্রপাকোপসমীরিতেন
কৃষ্ণাকটাক্ষেণ বভূব দুঃখম্ ॥৪৩

দুঃশাসনশ্চাপি সমীক্ষ্য কৃষ্ণা-
মবেক্ষমাণাং কৃপণান্ পতীংস্তান্।
আধূয় বেগেন বিসংজ্ঞকল্পা-
মুবাচ দাসীতি হসন্ সশব্দম্ ॥৪৪

ভীষ্ম ও দ্রোণের কোন তেজ আছে বলিয়াই মনে হইতেছে না; মহাত্মা বিদুরেরও সেই অবস্থা এবং অন্যান্য রাজগণের অবস্থাও তদ্রূপই। কৌরবগণের মধ্যে বৃদ্ধ ও প্রধানগণ কি এইরূপ অত্যুগ্র অধর্ম্মকে দেখিতে পাইতেছেন না?৪১

(হে সভ্যরাজগণ! আপনারা সকলে আমাকে বলুন—আমাকে ন্যায়তঃ পণে জয় করা হইয়াছে কি না?)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(হে রাজন্।) সেই সুমধ্যমা দ্রৌপদী করুণভাবে এইরূপ বলিতে বলিতে পুন পুনঃ কুপিত পতিগণের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহাদের ক্রোধকে উদ্দীপিত করিতে লাগিলেন।৪২

রাজ্য, ধন, মুখ্যরত্নসমূহের হরণে পাণ্ডবগণের তত দুঃখ হয় নাই, যত দুঃখ হইয়াছিল লজ্জা ও ক্রোধে আপ্লুত দ্রৌপদীর কটাক্ষপাতে।৪৩

কর্ণস্তু তদ্বাক্যমতীব হৃষ্টঃ
সম্পূজয়ামাস হসন্ সশব্দম্।
গান্ধাররাজঃ সুবলস্য পুত্র-
স্তথৈব দুঃশাসনমভ্যনন্দৎ ॥৪৫
সভ্যাস্তু যে তত্র বভূবুরন্যে
তাভ্যামৃতে ধার্তরাষ্ট্রেণ চৈব।
তেষামভূদ্ দুঃখমতীব কৃষ্ণাং
দৃষ্ট্বা সভায়াং পরিকৃষ্যমাণাম্ ॥৪৬

ভীষ্ম উবাচ।

ন ধর্মসৌক্ষ্ম্যাৎ সুভগে বিবেক্তুং
শক্নোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ।
অস্বাম্যশক্তঃ পণিতুং পরস্বং
স্ত্রিয়াশ্চ ভর্তুর্বশতাং সমীক্ষ্য ॥৪৭
ত্যজেত সর্বাং পৃথিবীং সমৃদ্ধাং
যুধিষ্ঠিরো ধর্মমথো ন জহ্যাৎ।
উক্তং জিতোঽস্মীতি চ পাণ্ডবেন
তস্মান্ন শক্নোমি বিবেক্তুমেতৎ ॥৪৮
দ্যূতেঽদ্বিতীয়ঃ শকুনির্নরেষু
কুন্তীসুতস্তেন নিসৃষ্টকামঃ।
ন মন্যতে তাং নিকৃতিং যুধিষ্ঠির-
স্তস্মান্ন তে প্রশ্নমিমং ব্রবীমি ॥৪৯

দ্রৌপদ্যুবাচ।

আহূয় রাজা কুশলৈরনার্য্যৈ-
র্দুষ্টাত্মভির্নৈকৃতিকৈঃ সভায়াম্।
দ্যূতপ্রিয়ৈর্নাতিকৃতপ্রযত্নঃ
কস্মাদয়ং নাম নিসৃষ্টকামঃ ॥৫০

দুঃশাসনও দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন পতিগণের দিকে কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া অচেতনপ্রায়া তাঁহাকে বেগে আকর্ষণ করিতে করিতে "তুমি আমাদের দাসী" এই বলিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল ।৪৪

তখন কর্ণও তাহার কথায় অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সশব্দে হাস্য করত তাহার কথা সমর্থন করিলেন এবং গান্ধাররাজ সুবলের পুত্রও দুঃশাসনকে অভিনন্দিত করিল ।৪৫

সভামধ্যে দুঃশাসনকে দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ভিন্ন সকলেই অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন ।৪৬

ভীষ্ম বলিলেন,—হে সুভগে! ধর্ম্মের সূক্ষ্মতাবশতঃ তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না। যে নিজেকে পণে হারিয়াছে, সে নিজের উপর প্রভুত্ব হারাইয়া ফেলায় যেমন স্ত্রীকে পণ রাখিতে অনধিকারিত্ব প্রযুক্ত অক্ষম ইহা যেমন সত্য; তেমনই স্ত্রীগণও সর্ব্বদা ভর্ত্তার বশীভূত ইহাও তেমনই সত্য; সুতরাং এই উভয় দিক চিন্তা করিয়া আমি যথার্থ উত্তর স্থির করিতে পারিতেছি না ।৪৭

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত পৃথিবীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারে না। সেই পাণ্ডুতনয় স্বয়ংই তোমাকে পণে হারিয়াছে এ কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছে; এজন্যও আমি প্রকৃত উত্তর ঠিক করিতে পারিতেছি না ।৪৮

সমস্ত মানুষের মধ্যে দ্যূত ক্রীড়ায় শকুনি অদ্বিতীয়; যুধিষ্ঠিরও তাহার সহিত পাশা খেলায় সব হারিয়াছে, তথাপি সে শকুনির এই দ্যূত ক্রীড়াকে শঠতা মনে করিতেছে না; এজন্যও আমি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারিতেছি না ॥৪৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—পাশা খেলায় নিপুণ অনার্য্য, দুষ্টাত্মা, শঠতার কুশল পুরুষগণ কর্তৃক সভায় পাশা খেলায় অনভ্যস্ত দ্যূতাপ্রিয় রাজাকে আহ্বান করা হইয়াছে; সুতরাং এই কপট

অশুদ্ধভাবৈর্নিকৃতিপ্রবৃত্তৈ-

রবুধ্যমানঃ কুরুপাণ্ডবাগ্র্যঃ।

সম্ভূয় সর্বৈশ্চ জিতোঽপি যস্মাৎ

পশ্চাদয়ং কৈতবমভ্যুপেতঃ ॥৫১

তিষ্ঠন্তি চেমে কুরবঃ সভায়া-

মীশাঃ সুতানাঞ্চ তথা স্নুষাণাম্।

সমীক্ষ্য সর্বে মম চাপি বাক্যং

বিব্রূত মে প্রশ্নমিমং যথাবৎ ॥৫২

(ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা

ন তে বৃদ্ধা যে ন বদন্তি ধর্মম্।

নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি

ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা ব্রুবন্তীং করুণং রুদন্তী-

মবেক্ষমাণাং কৃপণান্ পতীংস্তান্।

দুঃশাসনঃ পরুষাণ্যপ্রিয়াণি

বাক্যান্যুবাচামধুরাণি চৈব ॥৫৩

তাং কৃষ্যমাণাঞ্চ রজস্বলাঞ্চ

স্রস্তোত্তরীয়ামতদর্হমাণাম্।

বৃকোদরঃ প্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরঞ্চ

চকার কোপং পরমার্ত্তরূপঃ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দ্রৌপদীপ্রশ্নে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

পাশায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের সকল প্রিয় বস্তুর হানি কি ঠিক হইয়াছে?৫০

অশুদ্ধচিত্ত, শঠতায় নিপুণ সকলে মিলিয়া কপটকৌশল দ্যূতানভিজ্ঞ কুরুপাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জয় করিয়াছেন; সুতরাং ইনি এইরূপ বিপন্ন হইয়াছেন।৫১

সভায় উপস্থিত কৌরবগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কন্যার পিতা ও পুত্রবধূর শ্বশুর। সকলে মিলিয়া আমার প্রশ্ন বিবেচনা করত উত্তর দিন।৫২

(তাহা সভাই নয়, যেখানে বৃদ্ধগণ উপস্থিত নাই; তিনি বৃদ্ধ নন, যিনি ধর্মের কথা বলেন না; তাহা ধর্ম নয়, যাহাতে সত্য নাই এবং তা সত্য নয়, যাহা ছলের দ্বারা অনুবিদ্ধ ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে এইরূপ বলিলে এবং পতিগণের দিকে কটাক্ষপাত করিতে থাকিলে দুঃশাসন তাঁহাকে কর্কশ, অপ্রিয় ও অমধুর বাক্যসমূহ বলিতে লাগিল।৫৩

রজস্বলা দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করাতে উত্তরীয়বস্ত্র পুনঃ পুনঃ স্খলিত হইতেছিল। ঐ অবস্থা দেখিয়া এবং যুধিষ্ঠিরের মৌন লক্ষ্য করত ভীমসেন অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইল।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্বান্তর্গত দ্যূতপর্বে দ্রৌপদীপ্রশ্ন নামক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ৬৭

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমস্য কোপঃ, অর্জুনেন তস্য প্রশমনম্, বিকর্ণস্য ধর্মানুসারেণোক্তেঃ কর্ণস্য প্রতিবাদঃ, দ্রৌপদ্যা বস্ত্রহরণম্, শ্রীকৃষ্ণেন দ্রৌপদ্যা লজ্জায়া রক্ষা, অন্যায়স্য প্রতিবাদার্থং বিদুরস্য সভ্যেভ্যঃ প্রেরণাদানঞ্চ।]

ভীম উবাচ।

ভবন্তি গেহে বন্ধক্যঃ কিতবানাং যুধিষ্ঠির।
ন তাভিরুত দীব্যন্তি দয়া চৈবাস্তি তাস্বপি ॥১

কাশ্যো যদ্ ধনমাহার্ষীদ্ দ্রব্যং যচ্চান্যদুত্তমম্।
তথান্যে পৃথিবীপালা যানি রত্নান্যুপাহরন্ ॥২

বাহনানি ধনঞ্চৈব কবচান্যায়ুধানি চ।
রাজ্যমাত্মা বয়ঞ্চৈব কৈতবেন হৃতং পরৈঃ ॥৩

ন চ মে তত্র কোপোঽভূৎ সর্বস্যেশো হি নো ভবান্
ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে ॥৪

এষা হ্যনর্হতী বালা পাণ্ডবান্ প্রাপ্য কৌরবৈঃ।
ত্বৎকৃতে ক্লিশ্যতে ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ ॥৫

অস্যাঃ কৃতে মন্যুরয়ং ত্বয়ি রাজন্ নিপাত্যতে।
বাহূ তে সম্প্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয় ॥৬

অর্জ্জুন উবাচ।

ন পুরা ভীমসেন ত্বমীদৃশীর্বদিতা গিরঃ।
পরৈস্তে নাশিতং নূনং নৃশংসৈর্ধর্মগৌরবম্ ॥৭

ন সকামাঃ পরে কার্য্যা ধর্মমেবাচরোত্তমম্।
ভ্রাতরং ধার্মিকং জ্যেষ্ঠং কোঽতিবর্তিতুমর্হতি ॥৮

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমসেনের কোপ, অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উহার প্রশমন, বিকর্ণের ধর্ম্মানুরূপ উক্তির কর্ণকর্ত্তৃক প্রতিবাদ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লজ্জারক্ষা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদার্থে বিদুরকর্ত্তৃক সভ্যগণকে প্রেরণা দান।]

ভীম বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির। শঠগণের গৃহে অনেক অসতী স্ত্রী থাকে শঠরাও সেই অসতী স্ত্রীকে পাশায় পণ রাখে না তাহাদেরও উহাদিগকে দয়া থাকে।১

কাশীরাজ যে ধন ও অন্যান্য দ্রব্য আনিয়াছিল এবং অন্যান্য রাজগণ, যে ধন, রত্ন, বাহন কবচ ও অস্ত্রশস্ত্র উপহারস্বরূপ আনিয়াছিল; সেই সমস্ত ধন, রাজ্য, আত্মা, আমরা সকলেই শঠকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছি।২-৩

এই সবের জন্য আমার কোন ক্রোধ নাই, কারণ আমাদের সকলের প্রভুই আপনি। দ্রৌপদীকে আপনি দ্যূতে পণ রাখিয়াছেন—ইহা আপনি অধিকারের অতিক্রম করিয়াছেন।৪

এইরূপ অত্যাচারের অযোগ্যা এই বালিকা যেহেতু পাণ্ডবগণের সহিত সম্বন্ধা, সেই হেতুই হৃদয়হীন, ক্ষুদ্রচেতা ও নির্দ্দয় কৌরবগণের দ্বারা অত্যাচারিতা হইতেছে।৫

রাজন্। ইহা আপনার পণ রাখার দোষেই হইয়াছে। ইহার দুঃখ দর্শনে আমার কৌরবগণের উপর ক্রোধ না হইয়া আপনার উপরই হইতেছে। আমি আপনার বাহুদ্বয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিব, সহদেব। তুমি আগুন লইয়া আইস।৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ভীমসেন। তুমি পূর্ব্বে কখনও ধর্ম্মরাজকে এরূপ কথা বল নাই। নির্দ্দয় শত্রুগণ নিশ্চিতই তোমার ধর্ম্মগৌরবকে নষ্ট করিয়াছে।৭

আমাদের ভ্রাতৃগণের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিয়া শত্রুর কামনা পূর্ণ হইতে দিও না। কোন্ ব্যক্তি ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিতে পারে?৮

আহুতো হি পরৈ রাজা ক্ষাত্রং ব্রতমনুস্মরন্।
দীব্যতে পরকামেন তন্নঃ কীর্ত্তিকরং মহৎ ॥৯

ভীমসেন উবাচ।

এবমস্মিন্ কৃতং বিদ্যাং যদি নাহং ধনঞ্জয়।
দীপ্তেঽগ্নৌ সহিতৌ বাহূ নির্দহেয়ং বলাদিব ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তান্ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
কৃষ্যমাণাঞ্চ পাঞ্চালীং বিকর্ণ ইদমব্রবীৎ ॥১১

যাজ্ঞসেন্যা যদুক্তং তদ্ বাক্যং বিক্রূত পার্থিবাঃ।
অবিবেকেন বাক্যস্য নরকঃ সদ্য এব নঃ ॥১২

ভীষ্মশ্চ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ কুরুবৃদ্ধতমাবুভৌ।
সমেত্য নাহতুঃ কিঞ্চিদ্ বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥১৩

ভারদ্বাজশ্চ সর্ব্বেষামাচার্য্যঃ কৃপ এব চ।
কৃত এতাবপি প্রশ্নং নাহতুর্দ্বিজসত্তমৌ ॥১৪

যে ত্বন্যে পৃথিবীপালাঃ সমেতাঃ সর্বতো দিশঃ।
কামক্রোধৌ সমুৎসৃজ্য তে ব্রুবন্তু যথামতি ॥১৫

যদিদং দ্রৌপদীবাক্যমুক্তবত্যসকৃচ্ছুভা।
বিমৃশ্য কস্য কঃ পক্ষঃ পার্থিবা বদতোত্তরম্ ॥১৬

এবং স বহুশঃ সর্বানুক্তবাংস্তান্ সভাসদঃ।
ন চ তে পৃথিবীপালাস্তমূচুঃ সাধ্বসাধু বা ॥১৭

উক্ত্বা সকৃৎ তথা সর্বান্ বিকর্ণঃ পৃথিবীপতীন্।
পাণৌ পাণিং বিনিষ্পিষ্য নিঃশ্বসন্নিদমব্রবীৎ ॥১৮

বিক্রূত পৃথিবীপালা বাক্যং মা বা কথঞ্চন।
মন্যে ন্যায্যং যদত্রাহং তদ্ধি বক্ষ্যামি কৌরবাঃ ॥১৯

রাজা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া ক্ষাত্র ধর্ম্ম স্মরণ করত শত্রুগণের ইচ্ছানুসারে তাহাদের সহিত পাশা খেলিয়াছে; ইহা আমাদের মহাকীর্ত্তিই বর্দ্ধিত করিতেছে।৯

ভীমসেন বলিলেন,—হে ধনঞ্জয়! আমিও যদি এ কথা মনেপ্রাণে না জানিতাম, তবে আমি বলপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অগ্নিতে ধর্ম্মরাজের দুই বাহু পোড়াইয়া দিতাম।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রতনয় বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে দুঃখিত এবং পাঞ্চালীকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন।১১

হে রাজগণ! যাজ্ঞসেনী যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা যদি তাহার উত্তর না দেই, তবে নরক অবশ্যম্ভাবী।১২

কৌরবপক্ষের বৃদ্ধতম পিতামহ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র এবং মহামতি বিদুর—ইহারা কেহই মিলিত হইয়া উত্তর করিতেছেন না কেন?১৩

ভরদ্বাজতনয় এবং সকলের আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য—এই দুই দ্বিজোত্তমই এই প্রশ্নের যথামতি উত্তর দিচ্ছেন না কেন?১৪

অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণ, যাঁহারা এখানে নানা দিক্ হইতে উপস্থিত আছেন, তাঁহারাও কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিন।১৫

হে নৃপগণ! নিরপেক্ষভাবে শুভময়ী দ্রৌপদীর প্রশ্ন বিশেষভাবে বিচার করত নিজ নিজ মত প্রকাশ করুন, যাহাতে বুঝা যায় এই বিষয়ে কার কোন পক্ষ।১৬

এইভাবে বিকর্ণ বারবার জিজ্ঞাসা করিলেও সভাস্থিত রাজগণের কেহই 'সাধু' বা 'অসাধু' কিছুই বলিলেন না।১৭

তারপর বিকর্ণ আর একবার সভাস্থ সকলকে উত্তরদানের জন্য আহ্বান জানাইয়া হস্তে হস্ত পেষণ করত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন।১৮

হে কৌরবগণ ও পৃথিবীপালগণ! আপনারা যখন এ বিষয়ে কোন কথাই বলিতেছেন না, তখন আমি যাহা ন্যায্য বুঝিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুনুন।১৯

চত্বার্য্যাহুর্নরশ্রেষ্ঠা ব্যসনানি মহীক্ষিতাম্।
মৃগয়াং পানমক্ষাংশ্চ গ্রাম্যে চৈবাতিরক্ততাম্ ॥২০

এতেষু হি নরঃ সক্তো ধর্মমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
যথাযুক্তেন চ কৃতাং ক্রিয়াং লোকো ন মন্যতে ॥২১

তদয়ং পাণ্ডুপুত্রেণ ব্যসনে বর্ত্ততা ভৃশম্।
সমাহূতেন কিতবৈরাস্থিতো দ্রৌপদীপণঃ ॥২২

সাধারণী চ সর্বেষাং পাণ্ডবানামনিন্দিতা।
জিতেন পূর্বং চানেন পাণ্ডবেন কৃতঃ পণঃ ॥২৩

ইয়ঞ্চ কীর্ত্তিতা কৃষ্ণা সৌবলেন পণার্থিনা।
এতৎ সর্বং বিচার্য্যাহং মন্যে ন বিজিতামিমাম্ ॥২৪

এতচ্ছ্রুত্বা মহান্ নাদঃ সভ্যানামুদতিষ্ঠত।
বিকর্ণং শংসমানানাং সৌবলঞ্চাপি নিন্দতাম্ ॥২৫

তস্মিন্নুপরতে শব্দে রাধেয়ঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
প্রগৃহ্য রুচিরং বাহুমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৬

কর্ণ উবাচ।

দৃশ্যন্তে বৈ বিকর্ণেহ বৈকৃতানি বহূন্যপি।
তজ্জাতস্তদ্বিনাশায় যথাগ্নিররণিপ্রজঃ ॥২৭

(ব্যাধিবর্বলং নাশয়তে শরীরস্থোঽপি সম্ভৃতঃ।
তৃণানি পশবো ঘ্নন্তি স্বপক্ষং চৈব কৌরবঃ ॥
দ্রোণো ভীষ্মঃ কৃপো দ্রৌণির্বিদুরশ্চ মহামতিঃ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ গান্ধারী ভবতঃ প্রাজ্ঞবত্তরাঃ ॥)

হে রাজন্যবৃন্দ! মহীপালগণের চারিটী বিপদের কথা শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে; যথা, মৃগয়া, মদ্যপান, দ্যূতক্রীড়া এবং শৃঙ্গারসে অতিরিক্ত আসক্তি।২০

এই ব্যসনসমূহে আসক্ত রাজা ধর্মকে অতিক্রম করে। তাহাদের দ্বারা যথাযোগ্য কৃত কার্য্যকে কোন লোক গণনাই করে না।২১

এই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির দ্যূতরূপব্যসনে অত্যাসক্ত হইয়া এবং কপটপাশাখেলকগণকর্ত্তৃক আহূত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন।২২

এই সতীসাধ্বী দ্রৌপদী একক যুধিষ্ঠিরের পত্নী নহেন, পঞ্চ পাণ্ডবেরই পত্নী; (অন্যান্য ভ্রাতৃগণের অনুমতি না লইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার অধিকারই ধর্মরাজের নাই)। এতদ্ব্যতীত এই পাণ্ডব পূর্ব্বেই নিজেকে পণ রাখিয়া হারিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার তাহাকে পণ রাখিবার অধিকারই নাই। (এমতাবস্থায় দ্রৌপদীকে পণ রাখা অবৈধ হইয়াছে)।২৩

অপর যুক্তি হইতেছে এই যে, পণার্থী সুবলতনয়ই আগে দ্রৌপদীকে পণ রাখার কথা বলিয়াছে, যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাঁহাকে পণ রাখেন নাই; শকুনি কর্ত্তৃক আহূত হইয়াই তাঁহাকে পণ রাখিয়াছেন। এই সব কথা চিন্তা করিয়া বিচার করত আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি,—দ্রৌপদীকে জয় করা হয় নাই (বরং দ্রৌপদীকে পণ রাখাই অবৈধ হইয়াছে)।২৪

বিকর্ণের কথায় তখন সভাস্থ সকলে বিকর্ণের প্রশংসা এবং শকুনির নিন্দা করিতে লাগিলেন; ইহাতে সভামধ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হইল।২৫

সেই শব্দ শান্ত হইলে রাধাপুত্র কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার রমণীয় দুই বাহু ধারণ করত বলিতে লাগিলেন।২৬

কর্ণ বলিলেন,—হে বিকর্ণ! এ জগতে অনেক বিকৃত বস্তু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অরণিমন্থন হইতে উদ্ভূত অগ্নি যেমন অরণিকেই ভস্মীভূত করে, তেমনই যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন বস্তুটি তাহার বিনাশ করে।২৭

(যেরূপ শরীর হইতে উৎপন্ন ব্যাধি বর্দ্ধিত হইয়া শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াই শরীরের বলকে নাশ করে; যেরূপ পশুগণ তৃণ হইতে শরীর লাভ করত

এতে ন কিঞ্চিদপ্যাহুশ্চোদিতা হ্যপি কৃষ্ণয়া।
ধর্মেণ বিজিতামেতাং মন্যন্তে দ্রুপদাত্মজাম্ ॥২৮

ত্বং তু কেবলবাল্যেন ধার্তরাষ্ট্র বিদীর্য্যসে।
যদ্ ব্রবীষি সভামধ্যে বালঃ স্থবিরভাষিতম্ ॥২৯

ন চ ধর্মং যথাবৎ ত্বং বেৎসি দুর্য্যোধনাবর।
যদ্ ব্রবীষি জিতাং কৃষ্ণাং ন জিতেতি সুমন্দধীঃ ॥৩০

কথং হ্যবিজিতাং কৃষ্ণাং মন্যসে ধৃতরাষ্ট্রজ।
যদা সভায়াং সর্বস্বং ন্যস্তবান্ পাণ্ডবাগ্রজঃ ॥৩১

অভ্যন্তরা চ সর্বস্বে দ্রৌপদী ভরতর্ষভ।
কথং হ্যবিজিতাং কৃষ্ণাং মন্যসে ন জিতাং কথম্ ॥৩২

কীর্তিতা দ্রৌপদী বাচা অনুজ্ঞাতা চ পাণ্ডবৈঃ।
ভবত্যবিজিতা কেন হেতুনৈষা মতা তব ॥৩৩

মন্যসে বা সভামেতামানীতামেকবাসসম্।
অধর্মেণেতি তত্রাপি শৃণু মে বাক্যমুত্তমম্ ॥৩৪

একো ভর্তা স্ত্রিয়া দেবৈর্বিহিতঃ কুরুনন্দন।
ইয়ং ত্বনেকবশগা বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা ॥৩৫

অস্যাঃ সভামানয়নং ন চিত্রমিতি মে মতিঃ।
একাম্বরধরত্বং বাপ্যথবাপি বিবস্ত্রতা ॥৩৬

যচ্চৈষাং দ্রবিণং কিঞ্চিদ্ যা চৈষা যে চ পাণ্ডবাঃ।
সৌবলেনেহ তৎ সর্বং ধর্মেণ বিজিতং বসু ॥৩৭

সেই তৃণকেই ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করে, সেইরূপ তোমার ন্যায় কুরুবংশাবতংস ব্যক্তি স্বপক্ষকেই বিনাশ করে। দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, অশ্বত্থামা, এবং মহামতি বিদুর—ইহারা সকলেই তোমা হইতে অধিক জ্ঞাত; এমন কি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পর্যন্ত মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন।)

ইহারা সকলেই দ্রুপদদুহিতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছু বলেন নাই; ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ইহারা সকলেই দ্রুপদাত্মজাকে ধর্মতঃ বিজিতা বলিয়াই মনে করেন।২৮

হে ধার্তরাষ্ট্র! কেবল তুমি বালচাপল্যবশতঃ বিদ্রোহ প্রদর্শন করিতেছ। তুমি বালক হইয়া সভামধ্যে বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতেছ।২৯

হে দুর্য্যোধনকনিষ্ঠ! তুমি ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নহ, সুতরাং তুমি জিতা দ্রৌপদীকে জিতা নয় বলিতেছ, উহা তুমি মন্দবুদ্ধিবশতঃ বলিতেছ।৩০

হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়! যখন পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির সভামধ্যে সর্ব্বস্ব পণ রাখিয়াছেন, তুমি তাহাকে কি করিয়া অবিজিতা মনে করিতেছ?৩১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণা যখন যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বস্বের মধ্যে অন্তর্গত; তখন সে ধর্মতই বিজিতা হইয়াছে, তুমি তাহাকে অবিজিতা কেন মনে করিতেছ?৩২

যখন সভামধ্যে ধর্মরাজ দ্রৌপদীকে পণরূপে কীর্তন করিয়াছেন এবং সমস্ত পাণ্ডুতনয় যখন তাহা অনুমোদন করিয়াছেন, তখন তুমি কোন্ কারণে তাহাকে অবিজিতা মনে কর?৩৩

তুমি যদি মনে কর যে, দ্রৌপদীকে একবস্ত্রা রজস্বলা অবস্থায় সভায় আনয়ন করা অধর্ম হইয়াছে, তাহা হইলে আমার উত্তম কথা শুনিয়া সেই ভ্রম অপনোদন কর।৩৪

হে কুরুনন্দন! শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের জন্য একই পতির বিধান করা হইয়াছে। এই কৃষ্ণা অনেক পুরুষের বশীভূতা, সুতরাং সে অসতী ইহা নিশ্চিত। সুতরাং সে বেশ্যাতুল্যা হওয়ায় একবস্ত্রপরিহিতা অবস্থাতেই হউক অথবা বিবস্ত্রা অবস্থাতেই হউক, তাহাকে সভামধ্যে আনয়নে কোন অধর্ম হয় নাই।৩৫-৩৬

পাণ্ডবগণের সমস্ত ধন, এই কৃষ্ণা এবং স্বয়ং পাণ্ডবগণ সকলকেই সুবলতনয় ধর্মানুসারে পাশায় জয় করিয়া লইয়াছেন।৩৭

দুঃশাসন সুবালোঽয়ং বিকর্ণঃ প্রাজ্ঞবাদিকঃ।
পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাংসি দ্রৌপদ্যাশ্চাপ্যুপাহর ॥৩৮

তচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সর্বে স্বানি বাসাংসি ভারত।
অবকীর্য্যোত্তরীয়াণি সভায়াং সমুপাবিশন্ ॥৩৯

ততো দুঃশাসনো রাজন্ দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ।
সভামধ্যে সমাক্ষিপ্য ব্যপাক্রষ্টুং প্রচক্রমে ॥৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যাশ্চিন্তিতো হরিঃ।

(দ্রৌপদ্যুবাচ।

জ্ঞাতং ময়া বসিষ্ঠেন পুরা গীতং মহাত্মনা।
মহত্যাপদি সম্প্রাপ্তে স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ হরিঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গোবিন্দেতি সমাভাষ্য কৃষ্ণেতি চ পুনঃ পুনঃ।
মনসা চিন্তয়ামাস দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥
আপৎস্বভয়দং কৃষ্ণং লোকানাং প্রপিতামহম্।)

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥ ৪১

কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব।
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন ॥
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন ॥৪২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্ ॥৪৩
ইত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণং সা হরিং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
প্রাক্রন্দদ্ দুঃখিতা রাজন্ মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী ॥৪৪

হে দুঃশাসন! প্রাজ্ঞের ন্যায় ভাষণকারী এই বিকর্ণ অত্যন্ত বালক, ইহার কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ সকলের বস্ত্র সমূহ অপহরণ কর।৩৮

হে ভারত! তাহা শুনিয়া পাণ্ডবগণ নিজ নিজ বস্ত্র ও উত্তরীয় খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া সভায় বসিয়া রহিলেন।৩৯

হে রাজন্! তখন কর্ণের কথায় দুঃশাসন সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিল, তখন দ্রৌপদী মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

(দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি জানি পুরাকালে মহাত্মা বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—মহাবিপদে পতিত হইলে ভগবান্ শ্রীহরিকে মানুষ স্মরণ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দ' এই নামে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়া দ্রৌপদী সেই দেবদেব প্রভু নারায়ণকে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন. যিনি কৃষ্ণনামে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বলোকের প্রপিতামহ এবং আপৎকালে ভক্তের অভয়দানকারী।)

হে দ্বারকাবাসী গোবিন্দ! হে কৃষ্ণ! হে গোপীজনপ্রিয়! হে কেশব! কৌরবগণ আমাকে লাঞ্ছিত করিতেছে—ইহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না? হে নাথ! হে রমানাথ! হে ব্রজনাথ! হে আর্ত্তিনাশন! হে জনার্দ্দন! কৌরবরূপ সাগরে নিমগ্ন আমাকে তুমি উদ্ধার কর।৪১-৪২

হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বভাবন! হে গোবিন্দ! কুরুগণের অত্যাচারে অবসন্ন আমি তোমার শরণাগত; তুমি আমাকে রক্ষা কর।৪৩

এইরূপে দ্রৌপদী ত্রিভুবনেশ্বর হরি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে হস্তদ্বয়ের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।৪৪

যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণো গহ্বরিতোহভবৎ।
ত্যক্ত্বা শয্যাসনং পদ্ভ্যাং কৃপালুঃ কৃপয়াভ্যগাৎ ॥৪৫

কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ
ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী।
ততস্তু ধর্মোহন্তরিতো মহাত্মা
সমাবৃণোদ্ বৈ বিবিধৈঃ সুবস্ত্রৈঃ ॥৪৬

আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যাস্তু বিশাম্পতে।
তদ্রূপমপরং বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ ॥৪৭

নানারাগবিরাগাণি বসনান্যথ বৈ প্রভো।
প্রাদুর্ভবন্তি শতশো ধর্মস্য পরিপালনাৎ ॥৪৮

ততো হলহলাশব্দস্তত্রাসীদ্ ঘোরদর্শনঃ।
তদদ্ভুততমং লোকে বীক্ষ্য সর্বে মহীভৃতঃ।
শশংসুর্দ্রৌপদীং তত্র কুৎসন্তো ধৃতরাষ্ট্রজম্ ॥৪৯

শশাপ তত্র ভীমস্তু রাজমধ্যে বৃহৎস্বনঃ।
ক্রোধাদ্ বিস্ফুরমাণৌষ্ঠো বিনিষ্পিষ্য করে করম্ ॥৫০

ভীম উবাচ।

ইদং মে বাক্যমাদধ্বং ক্ষত্রিয়া লোকবাসিনঃ।
নোক্তপূর্বং নরৈরন্যৈর্ন চান্যো যদ্ বদিষ্যতি ॥৫১

যদ্যেতদেবমুক্ত্বাহং ন কুর্য্যাং পৃথিবীশ্বরাঃ।
পিতামহানাং পূর্বেষাং নাহং গতিমবাপ্নুয়াম্ ॥৫২

অস্য পাপস্য দুর্বুদ্ধের্ভারতাপসদস্য চ।
ন পিবেয়ং বলাদ্ বক্ষো ভিত্ত্বা চেদ্ রুধিরং যুধি ॥৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তে তদ্ বচঃ শ্রুত্বা রৌদ্রং লোমপ্রহর্ষণম্।
প্রচক্রুর্বহুলাং পূজাং কুৎসন্তো ধৃতরাষ্ট্রজম্ ॥৫৪

যাজ্ঞসেনীর (দ্রৌপদীর) আর্তবাক্যশ্রবণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন এবং দ্বারকাস্থ নিজ শয্যা ও আসন পরিত্যাগ করত কৃপাপরবশ হইয়া দ্রৌপদীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন।৪৫

কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, নরঋষি প্রভৃতি নামে দ্রৌপদী যখন নিজের রক্ষার জন্য ডাকিতেছিলেন, তখন স্বয়ং ধর্মস্বরূপ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে অসংখ্য বিবিধ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন।৪৬

হে রাজন্ জনমেজয়! দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রখানি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন দ্রৌপদীর পরিধানে এক একখানি করিয়া সেইরূপ অসংখ্য বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।৪৭

প্রভো! ধর্মপালনের প্রভাবে ধর্মস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছায় নানা রঙ্ বেরঙের শত শত বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।৪৮

ঐরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে রাজগণের মধ্যে ঘোরদর্শন মহান্ কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। সকলেই দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিন্দা করিতে লাগিলেন।৪৯

তখন ক্রোধে ভীমসেনের ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি করে করপেষণ করিতে করিতে সভামধ্যে উচ্চৈঃস্বরে এই শাপ দিলেন অর্থাৎ শপথ করিলেন।৫০

ভীম বলিলেন,—হে জগৎবাসী ক্ষত্রিয়গণ! আমার এই কথা আপনারা শ্রবণ করুন; যেরূপ কথা পূর্ব্বে অন্য মানব কখনও বলে নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনও ঐরূপ বলিবে না।৫১

হে রাজবৃন্দ! আমি যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে ইহার প্রতিপালন না করি, তবে আমি যেন পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণের গতি প্রাপ্ত না হই।৫২

যদি এই ভরতবংশের কুলাঙ্গারস্বরূপ দুষ্টবুদ্ধি-সম্পন্ন দুঃশাসনের বক্ষঃ ভেদ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার রক্ত পান না করি, তবে আমি যেন পূর্ব্বোক্ত গতি প্রাপ্ত না হই।৫৩

যদা তু বাসসাং রাশিঃ সভামধ্যে সমাচিতঃ।
ততো দুঃশাসনঃ শ্রান্তো ব্রীড়িতঃ সমুপাবিশৎ ॥৫৫

ধিক্‌শব্দস্তু ততস্তত্র সমভূল্লোমহর্ষণঃ।
সভ্যানাং নরদেবানাং দৃষ্ট্বা কুন্তীসুতাংস্তথা ॥৫৬

ন বিব্রুবন্তি কৌরব্যাঃ প্রশ্নমেতমিতি স্ম হ।
স জনঃ ক্রোশতি স্মাত্র ধৃতরাষ্ট্রং বিগর্হয়ন্ ॥৫৭

ততো বাহূ সমুচ্ছ্রিত্য নিবার্য্য চ সভাসদঃ।
বিদুরঃ সর্ব্বধর্মজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৫৮

বিদুর উবাচ।

দ্রৌপদী প্রশ্নমুক্ত্বৈবং রোরবীতি হ্যনাথবৎ।
ন চ বিব্রূত তং প্রশ্নং সভ্যা ধর্ম্মোঽত্র পীড্যতে ॥৫৯

সভাং প্রপদ্যতে হ্যার্ত্তঃ প্রজ্বলন্নিব হব্যবাট্।
তং বৈ সত্যেন ধর্ম্মেণ সভ্যাঃ প্রশময়ন্ত্যুত ॥৬০

ধর্মপ্রশ্নমতো ব্রূয়াদার্য্যঃ সত্যেন মানবঃ।
বিব্রূয়ুস্তত্র তং প্রশ্নং কামক্রোধবলাতিগাঃ ॥৬১

বিকর্ণেন যথাপ্রজ্ঞমুক্তঃ প্রশ্নো নরাধিপাঃ।
ভবন্তোঽপি হি তং প্রশ্নং বিব্রুবন্তু যথামতি ॥৬২

যো হি প্রশ্নং ন বিব্রূয়াদ্ ধর্মদর্শী সভাং গতঃ।
অনৃতে যা ফলাবাপ্তিস্তস্যাঃ সোঽর্দ্ধং সমশ্নুতে ॥৬৩

যঃ পুনর্বিতথং ব্রূয়াদ্ ধর্ম্মদর্শী সভাং গতঃ।
অনৃতস্য ফলং কৃৎস্নং সম্প্রাপ্নোতীতি নিশ্চয়ঃ ॥৬৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন তত্রত্য সকলে ভীমের লোমহর্ষণ ভয়ানক প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিন্দা করত ভীমসেনের বহু প্রশংসা করিতে লাগিল।৫৪

যখন সেই সভামধ্যে বস্ত্রসমূহের (পর্ব্বতপ্রমাণ) রাশি সৃষ্ট হইল, তখন দুঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হইয়া উপবেশন করিল।৫৫

ঐ সময় কুন্তীপুত্রগণের অভিমুখে দর্শন করিয়া সভাস্থ রাজগণের মধ্যে লোমহর্ষণ ধিক্‌কারধ্বনি সমুত্থিত হইল।৫৬

তত্রত্য সাধারণ জনতা বিকৃতস্বরে ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—কৌরবগণ কেন দ্রৌপদীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন না ?৫৭

তখন দুইবাহু উত্তোলনপূর্ব্বক সভাস্থ সেই জনতাকে নিবারিত করিয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর এই কথা বলিতে লাগিলেন।৫৮

বিদুর বলিলেন,—দ্রৌপদী 'আমি বিজিতা অথবা বিজিতা নহি' এইরূপ প্রশ্ন আপনাদের সমক্ষে করিয়া অনাথার ন্যায় অত্যন্ত রোদন করিতেছেন। হে সভ্যগণ! আপনারা কেহই সেই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেছেন না ; ইহাতে ধর্ম্মই পীড়িত হইতেছে।৫৯

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় চিন্তায় পীড়িত কোন ব্যক্তি যদি সভার শরণাগত হয় ; তাহা হইলে সেস্থলে সভ্যগণের কর্ত্তব্য হইতেছে সত্য ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকে শান্ত করা।৬০

যখন কোন আর্ত্ত মানব সভার নিকট ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রশ্ন করে, তখন সভ্যগণ কাম-ক্রোধাদির বলকে অতিক্রম করত সেই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিবেন।৬১

বিকর্ণ তাহার নিজ বুদ্ধি অনুসারে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। হে নরাধিপগণ! আপনারা যথামতি প্রশ্নের উত্তর দিন।৬২

যে ধর্ম্মদর্শী ব্যক্তি সভায় গমন করত জিজ্ঞাসিত হইয়াও ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দান না করেন, তিনি মিথ্যাভাষণের অর্দ্ধেক পাপের ভাগী হন।৬৩

এইরূপ যে ধর্ম্মদর্শী ব্যক্তি সভাস্থ হইয়া প্রশ্নের উত্তর মধ্যে মিথ্যাসিদ্ধান্ত দান করেন, তিনি

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং মুনেরাঙ্গিরসস্য চ ॥৬৫

প্রহ্লাদো নাম দৈত্যেন্দ্রস্তস্য পুত্রো বিরোচনঃ।
কন্যাহেতোরাঙ্গিরসং সুধন্বানমুপাদ্রবৎ ॥৬৬

অহং জ্যায়ানহং জ্যায়ানিতি কন্যেপ্সয়া তদা।
তয়োর্দেবনমত্রাসীৎ প্রাণয়োরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥৬৭

তয়োঃ প্রশ্নবিবাদোঽভূৎ প্রহ্লাদং তাবপৃচ্ছতাম্।
জ্যায়ান্ ক আবয়োরেকঃ প্রশ্নং প্রব্রূহি মা মৃষা ॥৬৮

স বৈ বিবদনাদ্ ভীতঃ সুধন্বানং বিলোকয়ন্।
তং সুধন্বাব্রবীৎ ক্রুদ্ধো ব্রহ্মদণ্ড ইব জ্বলন্ ॥৬৯

যদি বৈ বক্ষ্যসি মৃষা প্রহ্লাদাথ ন বক্ষ্যসি।
শতধা তে শিরো বজ্রী বজ্রেণ প্রহরিষ্যতি ॥৭০

সুধন্বনা তথোক্তঃ সন্ ব্যথিতোঽশ্বত্থপর্ণবৎ।
জগাম কশ্যপং দৈত্যঃ পরিপ্রষ্টুং মহৌজসম্ ॥৭১

প্রহ্লাদ উবাচ।

ত্বং বৈ ধর্মস্য বিজ্ঞাতা দৈবস্যেহাসুরস্য চ।
ব্রাহ্মণস্য মহাভাগ ধর্মকৃচ্ছ্রমিদং শৃণু ॥৭২

যো বৈ প্রশ্নং ন বিব্রূয়াদ্ বিতথং চৈব নির্দিশেৎ।
কে বৈ তস্য পরে লোকাস্তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥৭৩

মিথ্যাভাষণপ্রযুক্ত সম্পূর্ণ পাপের ভাগী হন—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।৬৪

এখানে আমি পুরাতন একটী ইতিহাসের বিবরণ দিতেছি, যাহাতে প্রহ্লাদের সহিত আঙ্গিরস মুনির কথোপকথনের কথা বর্ণিত আছে।৬৫

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন কেশিনী-নামে এক কন্যার প্রাপ্তিতে বিবাদগ্রস্ত হইয়া অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বার নিকট উপস্থিত হইলেন। (উভয়ে একই কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায়) উভয়ের মধ্যে প্রাণকে পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া চলিতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই নিজেকে 'আমি শ্রেষ্ঠ' এইরূপ বলিতে লাগিলেন—এইরূপ আমি শুনিয়াছি।৬৬-৬৭

উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—ইহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া উভয়ে প্রহ্লাদের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদের উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা আপনি বলুন," কিন্তু বৃথা কথা বলিবেন না।৬৮

প্রহ্লাদ অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বাকে নিজপুত্রের সহিত বিবাদগ্রস্ত দেখিয়া উভয়ের বিবাদ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অত্যন্ত ভীত হইলেন। তখন সুধন্বা তাঁহাকে তাঁহার দ্বৈধ ভাবদর্শনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইলেন এবং বলিলেন।৬৯

"হে প্রহ্লাদ! তুমি যদি এই প্রশ্নের বৃথা ভাষণ কর অথবা কোনই উত্তর না দাও, তাহা হইলে বজ্রধারী ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তোমার মস্তককে শতধা বিদীর্ণ করিবেন।৭০

সুধন্বার ঐ কথায় অশ্বত্থবৃক্ষের পত্রের ন্যায় কম্পিতকলেবরে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া প্রহ্লাদ মহাতেজাঃ কশ্যপমুনির নিকট গিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন।৭১

প্রহ্লাদ বলিলেন,—আপনি দেবতা ও অসুর উভয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ। হে মহাভাগ! আমি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ধর্ম্মজিজ্ঞাসার বিপদে পড়িয়াছি; আপনি তাহা শুনুন।৭২

জিজ্ঞাসিত হইয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দেয় না অথবা বৃথা ভাষণ করে, সে পরলোকে কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়? আপনি আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।৭৩

কশ্যপ উবাচ।

জানন্নবিব্রুবন্ প্রশ্নান্ কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াৎ তথা
সহস্রং বারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি ॥৭৪
সাক্ষী বা বিব্রুবন্ সাক্ষ্যং গোকর্ণশিথিলশ্চরন্।
সহস্রং বারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি ॥৭৫
তস্য সংবৎসরে পূর্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ সত্যং তু বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা ॥৭৬
বিদ্ধো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মেণ সভাং যত্রোপপদ্যতে।
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥৭৭
অর্দ্ধং হরতি বৈ শ্রেষ্ঠঃ পাদো ভবতি কর্ত্তৃষু।
পাদশ্চৈব সভাসৎসু যে ন নিন্দন্তি নিন্দিতম্ ॥৭৮
অনেনা ভবতি শ্রেষ্ঠো মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥৭৯
বিতথন্তু বদেয়ুর্যে ধর্ম্মং প্রহ্লাদ পৃচ্ছতে।
ইষ্টাপূর্ত্তঞ্চ তে ঘ্নন্তি সপ্ত সপ্ত পরাবরান্ ॥৮০
হৃতস্বস্য হি যদ্ দুঃখং হতপুত্রস্য চৈব যৎ।
ঋণিনঃ প্রতি যচ্চৈব স্বার্থাদ্ ভ্রষ্টস্য চৈব যৎ ॥৮১
স্ত্রিয়াঃ পত্যা বিহীনায়া রাজ্ঞা গ্রস্তস্য চৈব যৎ।
অপুত্রায়াশ্চ যদ্ দুঃখং ব্যাঘ্রাঘ্রাতস্য চৈব যৎ ॥৮২
অধ্যূঢায়াশ্চ যদ্ দুঃখং সাক্ষিভির্বিহতস্য চ।
এতানি বৈ সমান্যাহুর্দুঃখানি ত্রিদিবেশ্বরাঃ ॥৮৩
তানি সর্বাণি দুঃখানি প্রাপ্নোতি বিতথং ব্রুবন্।
সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষী শ্রবণাচ্চেতি ধারণাৎ ॥৮৪
তস্মাৎ সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে।
কশ্যপস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহ্লাদঃ পুত্রমব্রবীৎ ॥৮৫

কশ্যপ বলিলেন,—প্রশ্নের উত্তর জানিয়া যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ বা ভয়বশতঃ প্রশ্নের উত্তর দেয়না, সে পরলোকে সহস্র সংখ্যক বরুণের পাশের দ্বারা আবদ্ধ হয়।৭৪

গোকর্ণশিথিলের ন্যায় উভয়পক্ষে বিচরণকারী সাক্ষী বিকৃত সাক্ষ্য অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সেও সহস্র বারুণপাশে আবদ্ধ হইবে।৭৫

এক এক বৎসর পর সে এক একটী পাশ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ সহস্র বৎসরব্যাপী পাশবদ্ধ হইয়া কষ্ট পায়, সুতরাং সত্যবাক্যভাষী যাহা সত্য, উহা জানিবে এবং তাহাই অবিলম্বে বলিবে।৭৬

সভামধ্যে অধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন হইলে সমস্ত সভ্যই সেই অধর্ম্মের দ্বারা বিদ্ধ হয়, অধর্ম্মকারীর শল্য কোন সভাসদই খণ্ডন করিতে পারে না, কেন না, তাহারা সকলেই অধর্ম্মের দ্বারা বিদ্ধ।৭৭

যে স্থানে সভ্যগণ অধর্ম্মকারীর নিন্দা করে না, সেস্থলে অধর্ম্মকারী পাপের চতুর্থ ভাগ, সভার অনুষ্ঠাতা বা সভাপতি অর্দ্ধেক এবং সভ্যগণ সকলে পাপের চতুর্থ ভাগ ভোগ করিবে।৭৮

যেস্থলে সভায় সভ্যগণ নিন্দনীয় অধর্ম্মকারীর নিন্দা করে, সেস্থলে সভাপতি ও সভ্যগণ কেহই পাপভাগী হন না, সকল পাপ অধর্ম্মকারীকেই আক্রমণ করে।৭৯

হে প্রহ্লাদ! যে ব্যক্তি সভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়া বৃথা বাক্যব্যয় করে, তাহার ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্ত পুরুষের ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মজন্য সকল পুণ্য নষ্ট হয়।৮০

যাহার সমস্ত ধন চৌরাদিকর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, যাহার পুত্র মৃত হইয়াছে, যে নিজ স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, যে স্ত্রী পতিহীনা হইয়াছে, রাজা যাহার ধনসম্পদ গ্রাস করিয়াছে, যে ঋণ করিয়াছে, যে অপুত্রক, যে ব্যাঘ্রর দ্বারা আঘ্রাত হইয়াছে, যে যুবতীর বিবাহ হয় নাই এবং সাক্ষিগণ যাহার কার্য্য বিনাশ করিয়াছে; ইহাদের সকলেরই দুঃখ সমান —ইহা দেবগণ বলিয়া থাকেন। সভায় বৃথাভাষণ-কারী সেই সভ্য ইহাদের সকলের দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

শ্রেয়ান্ সুধন্বা ত্বত্তো বৈ মত্তঃ শ্রেয়াংস্তথাঙ্গিরাঃ।
মাতা সুধন্বনশ্চাপি মাতৃতঃ শ্রেয়সী তব।
বিরোচন সুধন্বায়ং প্রাণানামীশ্বরস্তব ॥৮৬

সুধন্বোবাচ।

পুত্রস্নেহং পরিত্যজ্য যস্ত্বং ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
অনুজানামি তে পুত্রং জীবত্বেষ শতং সমাঃ ॥৮৭

বিদুর উবাচ।

এবং বৈ পরমং ধর্ম্মং শ্রুত্বা সর্বে সভাসদঃ।
যথাপ্রশ্নং তু কৃষ্ণায়া মন্যধ্বং তত্র কিং পরম্ ॥৮৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদুরস্য বচঃ শ্রুত্বা নোচুঃ কিঞ্চন পার্থিবাঃ।
কর্ণো দুঃশাসনং ত্বাহ কৃষ্ণাং দাসীং গৃহান্ নয় ॥৮৯
তাং বেপমানাং সব্রীড়াং প্রলপন্তীং স্ম পাণ্ডবান্।
দুঃশাসনঃ সভামধ্যে বিচকর্ষ তপস্বিনীম্ ॥৯০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি দ্রৌপদ্যা-
কর্ষণে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮

যে সাক্ষাৎ দর্শন করে এবং প্রামাণিকসূত্রে অবগত হইয়া যে বিষয়কে স্মরণ করিয়া রাখে, তাহাকেই সাক্ষী বলে। সুতরাং সত্যবাদী সাক্ষী কখনও ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বিচ্যুত হয় না।

কশ্যপের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ পুত্রকে বলিলেন,—সুধন্বা তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং অঙ্গিরা ঋষি আমা হইতে শ্রেষ্ঠ। সুধন্বার জননী তোমার জননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। সুতরাং হে বিরোচন! সুধন্বাই এখন তোমার প্রাণের অধীশ্বর অর্থাৎ তোমার জীবন ও মৃত্যু এখন তাহারই অধীন।৮১-৮৬

সুধন্বা বলিলেন,—হে প্রহ্লাদ! তুমি পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে ব্যবস্থিত আছ, তখন আমার অনুমতি অনুসারে তোমার পুত্র শত বৎসর জীবিত থাকুক।৮৭

বিদুর বলিলেন,—হে সভাসদ্গণ! আপনারা এই পরম ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিলেন। এখন আপনারা কৃষ্ণার প্রশ্নের কি উত্তর হইবে তাহাই বলুন।৮৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিদুরের এত কথা শুনিয়াও কোন রাজাই কোনও উত্তর করিলেন না। তখন কর্ণ দুঃশাসনকে বলিলেন—তুমি দাসী কৃষ্ণাকে গৃহে লইয়া যাও।৮৯

দ্রৌপদী কম্পিতকলেবরে ও লজ্জাভরে পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রলাপ করিতেছিলেন; সেই অবস্থায় দুঃশাসন তপস্বিনী দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।৯০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দ্রৌপদ্যাকর্ষণ নামক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৮

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা বিলাপঃ, ভীষ্মস্য বচনঞ্চ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

পুরস্তাৎ করণীয়ং মে ন কৃতং কার্য্যমুত্তরম্।
বিহ্বলাস্মি কৃতানেন কর্ষতা বলিনা বলাৎ ॥১
অভিবাদং করোম্যেষাং কুরূণাং কুরুসংসদি।
ন মে স্যাদপরাধোঽয়ং যদিদং ন কৃতং ময়া ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তেন চ সমাধূতা দুঃখেন চ তপস্বিনী।
পতিতা বিললাপেদং সভায়ামতথোচিতা ॥৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

স্বয়ংবরে যাস্মি নৃপৈর্দৃষ্টা রঙ্গে সমাগতৈঃ।
ন দৃষ্টপূর্ব্বা চান্যত্র সাহমদ্য সভাং গতা ॥৪
যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যো দৃষ্টবন্তৌ পুরা গৃহে।
সাহমদ্য সভামধ্যে দৃশ্যাস্মি জনসংসদি ॥৫
যাং ন মৃষ্যন্তি বাতেন স্পৃশ্যমানাং গৃহে পুরা।
স্পৃশ্যমানাং সহন্তেঽদ্য পাণ্ডবাস্তাং দুরাত্মনা ॥৬
মৃষ্যন্তি কুরবশ্চেমে মন্যে কালস্য পর্য্যয়ম্।
স্নুষাং দুহিতরং চৈব ক্লিশ্যমানামনর্হতীম্ ॥৭
কিং ত্বতঃ কৃপণং ভূয়ো যদহং স্ত্রী সতী শুভা।
সভামধ্যং বিগাহেঽদ্য ক নু ধর্ম্মো মহীক্ষিতাম্ ॥৮
ধর্ম্ম্যাং স্ত্রিয়ং সভাং পূর্ব্বে ন নয়ন্তীতি নঃ শ্রুতম্।
স নষ্টঃ কৌরবেয়েষু পূর্ব্বো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৯

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

(দ্রৌপদীর বিলাপ এবং ভীষ্মের বচন।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে সভাসদ্‌গণ! আমার প্রশ্নের উত্তর আপনাদের সকলেরই দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা আপনারা দিলেন না এবং আমাকে এই লাঞ্ছনার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্যও আপনারা কিছুই করিলেন না; তদুপরি বলবান্ দুঃশাসন আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে, সুতরাং আমি অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছি।১

এই কৌরব সভায় সমস্ত কুরুবংশীয় মহাত্মগণকে আমি অভিবাদন জানাইতেছি; ইহা আমার পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল; কিন্তু আমি অত্যন্ত বিহ্বলভাবশতঃ তাহা করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, এজন্য আশা করি, আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ঐরূপে লাঞ্ছিতা হইবার অযোগ্যা হইলেও তপস্বিনী দ্রৌপদী দুঃশাসনকর্ত্তৃক আকৃষ্টা এবং ভূমিতে পতিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—যে আমাকে স্বয়ংবরসভায় সমাগত রাজগণই দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে যে আমাকে অন্যত্র কেহই দর্শন করে নাই, সেই আমি আজ বলপূর্ব্বক সভায় আনীত হইয়াছি।৪

যে আমাকে বায়ু এবং সূর্য্যও রাজভবনে দর্শন করিতে পারে নাই, সেই আমি সভার মধ্যে আজ জনগণের দ্বারা দৃশ্যমান হইতেছি।৫

পূর্ব্বে বায়ুও যাহাকে স্পর্শ করিলে, গৃহে কেহ তাহা সহ্য করিত না, সেই আমাকে দুরাত্মা দুঃশাসন আকর্ষণ করিলেও পাণ্ডবগণ তাহা সহ্য করিতেছেন।৬

কৌরবগণের পুত্রবধূ আমি, সুতরাং কন্যাতুল্যও তাই এইরূপে লাঞ্ছিতা হইবার যোগ্যা নহি; তথাপি সেই কৌরবগণও আমার লাঞ্ছনা অনায়াসে সহন করিতেছেন; ইহা কালেরই বিপর্য্যয় বলিয়া মনে হয়।৭

কথং হি ভার্য্যা পাণ্ডূনাং পার্ষতস্য স্বসা সতী।
বাসুদেবস্য চ সখী পার্থিবানাং সভামিয়াম্ ॥১০

তামিমাং ধর্ম্মরাজস্য ভার্য্যাং সদৃশবর্ণজাম্।
ব্রূত দাসীমদাসীং বা তৎ করিষ্যামি কৌরবাঃ ॥১১

অয়ং মাং সুদৃঢ়ং ক্ষুদ্রঃ কৌরবাণাং যশোহরঃ।
ক্লিশ্নাতি নাহং তৎ সোঢ়ুং চিরং শক্ষ্যামি কৌরবাঃ ॥১২

জিতাং বাপ্যজিতাং বাপি মন্যধ্বং মাং যথা নৃপাঃ
তথা প্রত্যুক্তমিচ্ছামি তৎ করিষ্যামি কৌরবাঃ ॥১৩

ভীষ্ম উবাচ।
উক্তবানস্মি কল্যাণি ধর্ম্মস্য পরমা গতিঃ।
লোকে ন শক্যতে জ্ঞাতুমপি বিজ্ঞৈর্মহাত্মভিঃ ॥১৪

বলবাংশ্চ যথা ধর্ম্মং লোকে পশ্যতি পুরুষঃ।
স ধর্ম্মো ধর্ম্মবেলায়াং ভবত্যভিহতঃ পরঃ ॥১৫

ন বিবেক্তুং চ তে প্রশ্নমিমং শক্নোমি নিশ্চয়াৎ।
সূক্ষ্মত্বাদ্ গহনত্বাচ্চ কার্য্যস্যাস্য চ গৌরবাৎ ॥১৬

নূনমন্তঃ কুলস্যাস্য ভবিতা নচিরাদিব।
তথা হি কুরবঃ সর্বে লোভমোহপরায়ণাঃ ॥১৭

আমি কল্যাণী সতী নারী হইয়াও সভামধ্যে আসিতে বাধ্য হইয়াছি—ইহার চেয়ে কৃপণতাপূর্ণ অর্থাৎ দয়াযোগ্য দশা আর কি হইতে পারে? আজ রাজন্যবর্গের সেই ধর্ম্ম কোথায় গেল ?৮

কুরুবংশের কোন রাজা ইতঃপূর্ব্বে কাহারও ধর্ম্মপত্নীকে সভায় আনিয়াছেন—ইহা আমরা শুনি নাই; আজ কৌরবগণের সেই পূর্ব্বপ্রচলিত সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হইল।৯

পাণ্ডবগণের ভার্য্যা, পার্ষত (পৃষৎবংশীয়) ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং বাসুদেবের সখী হইয়াও আমি কি করিয়া এই সভায় আনীতা হইতে পারি ?১০

আমি ধর্ম্মরাজের সমানবর্ণজাতা (ক্ষত্রিয়বংশীয়া) ভার্য্যা; হে কৌরবগণ! আপনারা বলুন আমি কৌরবগণের দাসী কি অদাসী? আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই মানিয়া লইব।১১

হে কৌরবগণ! কৌরবগণের যশোহরণকারী এই ক্ষুদ্রচেতা দুঃশাসন আমাকে ভয়ানক ক্লেশ দিতেছে, আমি ইহা আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিব না।১২

হে রাজগণ! হে কৌরবগণ! আপনারা আমাকে বিজিতা কিংবা অবিজিতা বলিয়া যাহা মনে করেন—তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলুন, আপনারা যাহা বলিবেন—আমি তাহাই মানিয়া লইব।১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—হে কল্যাণি! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ধর্ম্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম; ইহা বিজ্ঞ মহাত্মাগণও জানিতে সমর্থ হন না।১৪

বলবান্ পুরুষ ইহলোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, ধর্ম্মবিচারকালীন উহাই ধর্ম্ম বলিয়া সকলে গ্রহণ করে। আর দুর্ব্বল পুরুষ যাহাকে ধর্ম বলে, উহা বলবান্ পুরুষ কথিত ধর্ম্ম হইতে প্রতিহত হয়। (সেইজন্য বলবান্ কর্ণ ও দুর্য্যোধন যাহা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে, উহাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া সর্ব্বোপরি জানিবে।)১৫

বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর গভীর ও সূক্ষ্ম হওয়াতে আমি তোমার প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছি না।১৬

আমার মনে হইতেছে, অচিরেই এই কুরুকুলের নাশ হইবে। কেননা, এই কৌরবগণ সকলেই লোভ ও মোহপরায়ণ হইয়াছে।১৭

কুলেষু জাতাঃ কল্যাণি ব্যসনৈরাহতা ভৃশম্।
ধর্ম্ম্যান্মার্গান্ন চ্যবন্তে যেষাং নস্ত্বং বধূঃ স্থিতা ॥১৮

উপপন্নঞ্চ পাঞ্চালি তবেদং বৃত্তমীদৃশম্।
যৎ কৃচ্ছ্রমপি সম্প্রাপ্তা ধর্ম্মমেবান্ববেক্ষসে ॥১৯

এতে দ্রোণাদয়শ্চৈব বৃদ্ধা ধর্ম্মবিদো জনাঃ।
শূন্যৈঃ শরীরৈস্তিষ্ঠন্তি গতাসব ইবানতাঃ ॥২০

যুধিষ্ঠিরস্তু প্রশ্নেঽস্মিন্ প্রমাণমিতি মে মতিঃ।
অজিতাং বা জিতাং বেতি স্বয়ং ব্যাহর্ত্তুমর্হতি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি ভীষ্মবাক্যে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৯

হে কল্যাণি! তুমি যাঁহাদের পত্নী, সেই পাণ্ডবগণ কিন্তু এই কুরুকুলেই জাত। তাঁহারা নানা বিপদে অত্যন্ত আহত হইয়াও ধর্ম্মপথ হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই।১৮

হে পাঞ্চালি! তুমি যে এইরূপে অত্যাচারিতা হইয়াও ধর্ম্মপথকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে সমুচিত কার্য্যই হইয়াছে।১৯

দেখ দ্রোণ প্রভৃতি এই বৃদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞ সভাসদ্‌গণ সকলেই এতাদৃশ কুৎসিত ব্যাপার দর্শনে যেন প্রাণহীন শূন্যদেহ হইয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিতেছেন।২০

এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরকেই আমি প্রমাণ বলিয়া মনে করি। তুমি অজিতা বা জিতা—এ-বিষয়ে তিনি স্বয়ং নিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করুন।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে ভীষ্মবাক্যনামক একোনসপ্ততিতমঅধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৯

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য কপটতাপূর্ণবচনম্, ভীমসেনস্য রোষপূর্ণভাষণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তু দৃষ্ট্বা বহু তত্র দেবীং
রোরূয়মাণাং কুররীমিবার্ত্তাম্।
নোচুর্বচঃ সাধ্বথ বাপ্যসাধু
মহীক্ষিতো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ভীতাঃ ॥১

দৃষ্ট্বা তথা পার্থিবপুত্রপৌত্রাং-
স্তূষ্ণীংভূতান্ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ।
স্ময়ন্নিবেদং বচনং বভাষে
পাঞ্চালরাজস্য সুতাং তদানীম্ ॥২

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের ছল ও কপটতাপূর্ণ বচন এবং ভীমসেনের রোষপূর্ণ ভাষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আর্ত্তা কুররীর ন্যায় দ্রৌপদীকে বারংবার অত্যন্ত রোদন করিতে দেখিয়াও ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের ভয়ে রাজগণ সাধু বা অসাধু কোন কথাই বলিলেন না।১

রাজপুত্র ও তাঁহাদের পুত্রগণকে নীরব দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন তখন ঈষৎ হাসিয়া পাঞ্চাল রাজপুত্রী দ্রৌপদীকে এই কথা বলিলেন।২

দুর্য্যোধন উবাচ।

তিষ্ঠত্বয়ং প্রশ্ন উদারসত্ত্বে
ভীমেঽর্জুনে সহদেবে তথৈব।
পত্যৌ চ তে নকুলে যাজ্ঞসেনি
বদন্ত্বেতে বচনং ত্বৎপ্রসূতম্ ॥৩

অনীশ্বরং বিব্রুবন্ত্বার্য্যমধ্যে
যুধিষ্ঠিরং তব পাঞ্চালি হেতোঃ।
কুর্বন্তু সর্বে চানৃতং ধর্মরাজং
পাঞ্চালি ত্বং মোক্ষ্যসে দাসভাবাৎ ॥৪

ধর্মে স্থিতো ধর্মসুতো মহাত্মা
স্বয়ং চেদং কথয়ত্বিন্দ্রকল্পঃ।
ঈশো বা তে হ্যনীশোঽথবৈষ
বাক্যাদস্য ক্ষিপ্রমেকং ভজস্ব ॥৫

সর্বে হীমে কৌরবেয়াঃ সভায়াং
দুঃখান্তরে বর্ত্তমানাস্তবৈব।
ন বিব্রুবন্ত্যার্য্যসত্ত্বা যথাবৎ
পতীংশ্চ তে সমবেক্ষ্যাল্পভাগ্যান্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সভ্যাঃ কুরুরাজস্য তস্য
বাক্যং সর্বে প্রশশংসুস্তথোচ্চৈঃ।
চেলাবেধাংশ্চাপি চক্রুর্নদন্তো
হাহেত্যাসীদপি চৈবার্ত্তনাদঃ ॥৭

শ্রুত্বা তু বাক্যং সুমনোহরং ত-
দ্ধর্ষশ্চাসীৎ কৌরবাণাং সভায়াম্।
সর্বে চাসন্ পার্থিবাঃ প্রীতিমন্তঃ
কুরুশ্রেষ্ঠং ধার্মিকং পূজয়ন্তঃ ॥৮

যুধিষ্ঠিরঞ্চ তে সর্বে সমুদৈক্ষন্ত পার্থিবাঃ।
কিন্নু বক্ষ্যতি ধর্মজ্ঞ ইতি সাচীকৃতাননাঃ ॥৯
কিন্নু বক্ষ্যতি বীভৎসুরজিতো যুধি পাণ্ডবঃ।
ভীমসেনো যমৌ চোভৌ ভৃশং কৌতূহলান্বিতাঃ ॥১০

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে যাজ্ঞসেনি! উদারচেতা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি তোমার পতিগণের সম্মুখে তুমি তোমার প্রশ্ন রাখ। ইহারাই তোমার পৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন।৩

পাঞ্চালনন্দিনি! ইহারা যদি তোমার জন্য যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন এবং তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে তোমাকে পণ রাখা অবৈধ হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তবে তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।৪

ধর্ম্মে স্থির, মহাত্মা ইন্দ্রকল্প ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং বলুন, তিনি তোমার ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর নহেন। তিনি যাহা বলিবেন, তদনুযায়ী তুমি তৎক্ষণাৎ যে কোন একপক্ষ অবলম্বন কর।৫

এখানে উপস্থিত পবিত্রস্বভাব কৌরবগণ সকলেই তোমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু মন্দভাগ্য তোমারই পতিগণকে নিরুত্তর দেখিয়া কেহই কিছু বলিতে পারিতেছেন না।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন সভ্যগণ উচ্চৈঃস্বরে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সশব্দে নিজ নিজ উত্তরীয় বস্ত্র ঘুরাইতে লাগিলেন। কিন্তু অপরদিকে পাণ্ডব এবং পাণ্ডবানুযায়িগণের মধ্যে হাহাকার শব্দে আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল।৭

দুর্য্যোধনের সেই সুমনোহর বাক্যশ্রবণে সভাস্থ কৌরবগণের মধ্যে আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইল এবং অন্যান্য রাজন্যবৃন্দও প্রীত হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে ধার্মিক বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সম্মান করিতে লাগিলেন।৮

তখন রাজগণ সকলেই ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের দিকে

তস্মিন্ পর্বতে শব্দে ভীমসেনোঽব্রবীদিদম্।
প্রগৃহ্য রুচিরং দিব্যং ভুজং চন্দনচর্চিতম্ ॥১১

ভীমসেন উবাচ।

যদ্যেষ গুরুরস্মাকং ধর্মরাজো মহামনাঃ।
ন প্রভুঃ স্যাৎ কুলস্যাস্য ন বয়ং মর্ষয়েমহি ॥১২
ঈশো নঃ পুণ্যতপসাং প্রাণানামপি চেশ্বরঃ।
মন্যতেঽজিতমাত্মানং যদ্যেষ বিজিতা বয়ম্ ॥১৩
ন হি মুচ্যেত মে জীবন্ পদা ভূমিমুপস্পৃশন্।
মর্ত্যধর্মা পরামৃশ্য পাঞ্চাল্যা মূর্দ্ধজানিমান্ ॥১৪
পশ্যধ্বং হ্যায়তৌ বৃত্তৌ ভুজৌ মে পরিঘাবিব।
নৈতয়োরন্তরং প্রাপ্য মুচ্যেতাপি শতক্রতুঃ ॥১৫
ধর্মপাশসিতস্ত্বেবং নাধিগচ্ছামি সঙ্কটম্।
গৌরবেণ বিরুদ্ধশ্চ নিগ্রহাদর্জ্জুনস্য চ ॥১৬
ধর্মরাজনিসৃষ্টস্তু সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব।
ধার্ত্তরাষ্ট্রানিমান্ পাপান্ নিষ্পিষেয়ং তলাসিভিঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমুবাচ তদা ভীষ্মো দ্রোণো বিদুর এব চ।
ক্ষম্যতামিদমিত্যেবং সর্বং সম্ভাব্যতে ত্বয়ি ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি দ্যূতপর্বণি ভীমবাক্যে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭০

বঙ্কিম-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া 'তিনি কি বলেন' তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।৯

যুদ্ধে অজেয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা কে কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য সকলেই অত্যন্ত কৌতূহলের বশীভূত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ১০

তাহাদের কোলাহল শব্দ নিবৃত্ত হইলে ভীমসেন তখন তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত গোলাকার সুন্দর বাহু উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন।১১

ভীমসেন বলিলেন,—মহামনা এই ধর্ম্মরাজ যদি আমাদের পিতৃতুল্য এবং আমাদের কুলের প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা এই পাপাচরণকে কখনই সহ্য করিতাম না।১২

ইনি আমাদের পুণ্য, তপস্যা ও প্রাণের প্রভু; ইনি যদি নিজেকে বিজিত মনে করেন, তবে আমরা সকলেই বিজিত।১৩

আমরা যদি বিজিত বলিয়া নিজদিগকে মনে না করিতাম, তাহা হইলে পৃথিবীর উপর পদচারণ-কারী এমন কোন্ মরণশীল মানুষ আছে, যে দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া আমার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে?১৪

হে নৃপবৃন্দ! এই আমার পরিঘতুল্য বিস্তৃত পেশীপুষ্ট গোলাকার বাহুদ্বয় নিরীক্ষণ কর; এই বাহুদ্বয়ের মধ্যে পতিত হইয়া ইন্দ্রও মুক্ত হইতে সক্ষম নহেন।১৫

ধর্ম্মপাশে বদ্ধ আমরা, উহার উল্লঙ্ঘন করিলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের গৌরবহানি হইবে এবং অর্জ্জুনও আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; এইজন্যই সঙ্কট উৎপাদন করিতে পারিতেছি না।১৬

ধর্ম্মরাজ যদি একবার অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে ক্ষুদ্র মৃগগণকে সিংহ যেমন বিনাশ করে, আমিও তেমনি পাপিষ্ঠ এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে অসিতুল্য হস্ততলদ্বারা পিষিয়া ফেলিতাম।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর ভীমসেনকে বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে তাহা সবই তোমার পক্ষে করা সম্ভব—ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি এখন ক্ষমা কর।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে ভীমবাক্যনামক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য দুর্য্যোধনস্য চ কটুবাক্য-শ্রবণানন্তরং ভীমসেনস্য প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রস্য অবধানায় বিদুরস্যোক্তিঃ, ধৃতরাষ্ট্রাদ্ দ্রৌপদ্যা বরপ্রাপ্তিশ্চ।]

কর্ণ উবাচ।

ত্রয়ঃ কিলেমে হ্যধনা ভবন্তি
দাসঃ পুত্রশ্চাস্বতন্ত্রা চ নারী।
দাসস্য পত্নী ত্বধনস্য ভদ্রে
হীনেশ্বরা দাসধনঞ্চ সর্বম্ ॥১

প্রবিশ্য রাজ্ঞঃ পরিবারং ভজস্ব
তত্তে কার্য্যং শিষ্টমাদিশ্যতেঽত্র।
ঈশাস্তু সর্বে তব রাজপুত্রি
ভবন্তি বৈ ধার্ত্তরাষ্ট্রা ন পার্থাঃ ॥২

অন্যং বৃণীষ্ব পতিমাশু ভাবিনি
যস্মাদ্ দাস্যং ন লভসি দেবনেন।
অবাচ্যা বৈ পতিষু কামবৃত্তি-
র্নিত্যং দাস্যে বিদিতং তৎ তবাস্তু ॥৩

পরাজিতো নকুলো ভীমসেনো
যুধিষ্ঠিরঃ সহদেবার্জুনৌ চ।
দাসীভূতা ত্বং হি বৈ যাজ্ঞসেনি
পরাজিতাস্তে পতয়ো নৈব সন্তি ॥৪

প্রয়োজনং জন্মনি কিং ন মন্যতে
পরাক্রমং পৌরুষং চৈব পার্থঃ।
পাঞ্চাল্যস্য দ্রুপদস্যাত্মজামিমাং
সভামধ্যে যো ব্যদেবীদ্ গ্লহেষু ॥৫

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও দুর্য্যোধনের কটুবাক্য শ্রবণে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা; ধৃতরাষ্ট্রের অবধানের নিমিত্ত বিদুরের উক্তি ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে দ্রৌপদীর বরপ্রাপ্তি।]

কর্ণ বলিলেন,—এ জগতে দাস, পুত্র ও অস্বতন্ত্রা নারী—এই তিনজন স্ব স্ব ধনে স্বত্বহীন হইয়া থাকে। হে ভদ্রে! যাহার পতি নিজ ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই ধনহীন দাসের পত্নী ও সেই দাসের সমস্ত ধনই এখন ঐ দাসের প্রভু দুর্য্যোধনের অধীন।১

কুরুরাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া এখন রাজ-পরিবারের সেবা কর—ইহাই এখন এখানে তোমার অবশিষ্ট কার্য্যরূপে আদেশ দেওয়া হইতেছে। হে রাজপুত্রি! পার্থগণ আর এখন তোমার প্রভু নহেন, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণই এখন তোমার প্রভু।২

হে ভাবিনি! শীঘ্রই তুমি অন্য কাহাকেও (দুর্য্যোধনকে) পতিরূপে বরণ করিয়া লও, তাহা হইলে পাশার দ্বারা তোমাতে যে দাসীত্ব অর্পিত হইয়াছে, উহা আর থাকিবে না। দাসীর পক্ষে ইচ্ছামত নানা পতির ভজনা করা—এ জগতে নিন্দনীয় নয়, সুতরাং তোমার পক্ষেও উহা নিন্দনীয় হইবে না।৩

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার এই পতিগণ সকলেই পরাজিত হইয়া দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হে যাজ্ঞসেনি! তুমিও দাসীভাব পাইয়াছ। এখন পরাজিত এই পাণ্ডবগণ তোমার পতি নহে।৪

পার্থ যুধিষ্ঠির জন্মের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া কি মনে করে না এবং কি পৌরুষ ও পরাক্রমকেও সর্ব কার্য্যে আবশ্যকতা বলিয়া মনে করে না? নতুবা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা তোমাকে পাশাখেলায় পণ রাখিবে কেন? (সুতরাং পরাক্রমে অর্জ্জিত সেই ধনকে যখন দুর্য্যোধন পাশায় জিতিয়া লইয়াছে, তখন তুমি তাহারই অঙ্কশায়িনী হও)।৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদ্ বৈ শ্রুত্বা ভীমসেনোঽত্যমর্ষী
ভৃশং নিশশ্বাস তদার্ত্তরূপঃ।
রাজানুগো ধর্মপাশানুবদ্ধো
দহন্নিবৈনং ক্রোধসংরক্তদৃষ্টিঃ ॥৬

ভীম উবাচ।

নাহং কুপ্যে সূতপুত্রস্য রাজ-
ন্নেষ সত্যং দাসধর্ম্মঃ প্রদিষ্টঃ।
কিং বিদ্বিষো বৈ মামেবং ব্যাহরেয়ু-
র্নাদেবীস্ত্বং যদ্যনয়া নরেন্দ্র ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমসেনবচঃ শ্রুত্বা রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং তূষ্ণীম্ভূতমচেতনম্ ॥৮

ভীমার্জ্জুনৌ যমৌ চৈব স্থিতৌ তে নৃপ শাসনে।
প্রশ্নং ব্রূহি চ কৃষ্ণাং ত্বমজিতাং যদি মন্যসে ॥৯

এবমুক্ত্বা তু কৌন্তেয়মপোহ্য বসনং স্বকম্।
স্ময়মবেক্ষ্য পাঞ্চালীমৈশ্বর্য্যমদমোহিতঃ ॥১০

কদলীস্তম্ভসদৃশং সর্বলক্ষণসংযুতম্।
গজহস্তপ্রতীকাশং বজ্রপ্রতিমগৌরবম্ ॥১১

অভ্যুৎস্ময়িত্বা রাধেয়ং ভীমমাধর্ষয়ন্নিব।
দ্রৌপদ্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ সব্যমূরুমদর্শয়ৎ ॥১২

ভীমসেনস্তমালোক্য নেত্রে উৎফাল্য লোহিতে।
প্রোবাচ রাজমধ্যে তং সভাং বিশ্রাবয়ন্নিব ॥১৩

পিতৃভিঃ সহ সালোক্যং মা স্ম গচ্ছেদ্ বৃকোদরঃ
যদ্যেতমূরুং গদয়া ন ভিন্দ্যাং তে মহাহবে ॥১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সূতপুত্রের ঐ কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু ভীমসেন আর্ত্তব্যক্তির ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগামিভাবশতঃ ও ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হওয়ায় কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া ক্রোধে আরক্তনয়নে কর্ণের প্রতি এরূপভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যেন তাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।৬

ভীম বলিলেন,—হে ধর্ম্মরাজ! এই সূতপুত্রের উপর আমার এখন ক্রোধ হইতেছে না, কারণ সে সত্যই দাসের যে ধর্ম্ম, তাহাই বলিয়াছে। কিন্তু হে রাজন্! আপনি এই দ্রৌপদীকে কেন পাশায় পণ রাখিলেন? উহা না করিলে কি শত্রুগণ আজ আমাদের সম্মুখে এইরূপ কথা বলিতে পারিত?৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেনের কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন তখন মৌনাবলম্বনে অচেতনপ্রায় অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন।৮

হে রাজন্! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—ইহারা সকলেই আপনার শাসনে অবস্থিত; এখন আপনি পাঞ্চালীর প্রশ্নের উত্তর দিন। যদি আপনি ইহাকে অবিজিতা মনে করেন, তবে তাহাও বলুন।৯

কুন্তীনন্দনকে এই কথা বলিয়া ঈষৎ হাস্যে দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করত ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত দুর্য্যোধন নিজ বাম উরু হইতে বস্ত্র অপসারণ করত রাধেয় কর্ণকে আহ্লাদিত করিয়া ভীমসেনকে যেন ধর্ষণ করিবার জন্যই দ্রৌপদীকে উহা প্রদর্শন করিলেন। ঐ উরু কদলী স্তম্ভসদৃশ মোটা, সমস্ত লক্ষণে সুশোভিত, হস্তিশুণ্ড তুল্য ক্রমশঃ কৃশ এবং বজ্র সদৃশ কঠোর ছিল।১০-১২

ভীমসেন তখন দুর্য্যোধনের বাম উরুকে লক্ষ্য নিজ রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করত সভামধ্যে রাজগণকে শুনাইয়াই যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন।১৩

রে দুর্য্যোধন! যদি মহাযুদ্ধে এই বৃকোদর গদাঘাতে তোমার ঐ উরুকে চূর্ণ না করে, তবে যেন পিতৃপুরুষগণের সমান লোক প্রাপ্ত না হয়।১৪

ক্রুদ্ধস্য তস্য সর্বেভ্যঃ স্রোতোভ্যঃ পাবকার্চিষঃ।
বৃক্ষস্যেব বিনিশ্চেরুঃ কোটরেভ্যঃ প্রদহ্যতঃ ॥১৫

বিদুর উবাচ।

পরং ভয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ
তদ্ বুধ্যধ্বং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ।
দৈবেরিতো নূনময়ং পুরস্তাৎ
পরোঽনয়ো ভরতেষূদপাদি ॥১৬

অতিদ্যূতং কৃতমিদং ধার্ত্তরাষ্ট্রা
যস্মাৎ স্ত্রিয়ং বিবদধ্বং সভায়াম্।
যোগক্ষেমৌ নশ্যতো বঃ সমগ্রৌ
পাপান্ মন্ত্রান্ কুরবো মন্ত্রয়ন্তি ॥১৭

ইমং ধর্ম্মং কুরবো জানতাশু
ধ্বস্তে ধর্ম্মে পরিষৎ সম্প্রদুষ্যেৎ।
ইমাং চেৎ পূর্বং কিতবোঽগ্লহিষ্য-
দীশোঽভবিষ্যদপরাজিতাত্মা ॥১৮

স্বপ্নে যথৈতদ্ বিজিতং ধনং স্যা-
দেবং মন্যে যস্য দীব্যত্যনীশঃ।
গান্ধাররাজস্য বচো নিশম্য
ধর্ম্মাদস্মাৎ কুরবো মাপযাত ॥১৯

দুর্য্যোধন উবাচ।

ভীমস্য বাক্যে তদ্বদেবার্জুনস্য
স্থিতোঽহং বৈ যময়োশ্চৈবমেব।
যুধিষ্ঠিরং তে প্রবদন্ত্বনীশ-
মথো দাস্যান্মোক্ষ্যসে যাজ্ঞসেনি ॥২০

অর্জুন উবাচ।

ঈশো রাজা পূর্বমাসীদ্ গ্লহে নঃ
কুন্তীসুতো ধর্ম্মরাজো মহাত্মা।
ঈশস্ত্বয়ং কস্য পরাজিতাত্মা
তজ্জানীধ্বং কুরবঃ সর্ব এব ॥২১

সেই সময় দহ্যমান বৃক্ষের কোটরসমূহ হইতে নির্গত অগ্নি শিখার ন্যায় ক্রুদ্ধ ভীমের সমস্ত রোমকূপ হইতে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।১৫

বিদুর বলিলেন,—হে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ! তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ ভীমসেন হইতে তোমাদের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। দুর্দ্দৈবের দ্বারা যেন প্রেরিত হইয়াই তোমরা এই ভরতবংশাবতংস পাণ্ডবগণের উপর এই অনীতির প্রয়োগ করিতেছ।১৬

হে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ! দ্যূতক্রীড়াকে অতিক্রম করিয়া অতি কুৎসিত আচরণ করিয়াছ, কেননা তোমরা সভামধ্যে স্ত্রীকে লইয়া কুৎসিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তোমাদের যোগ (অর্জ্জনীয় বস্তুর অর্জন) ও ক্ষেম (অর্জ্জিত বস্তুর রক্ষণ) উভয়ই নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং তোমরা কৌরবগণ পাপ-মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়াছ।১৭

হে কৌরবগণ! তোমরা ইহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। ধর্ম্মের নাশ হইলে সমস্ত সভাই দূষিত হয়। যুধিষ্ঠির যদি পূর্ব্বে ইহাকে (দ্রৌপদীকে) পণ রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি উহার প্রভু থাকিতেন; কারণ তখন উনি নিজেকে হারেন নাই।১৮

অতএব আমি মনে করি—দ্রৌপদীকে জয় করা স্বপ্নলব্ধ ধনের ন্যায় হইয়াছে। কারণ, যুধিষ্ঠির আপন পরাজয়বশতঃ অস্বামী হইয়াই দ্রৌপদীকে পণ ধরিয়াছিলেন, সুতরাং শকুনির কথা তোমরা শুনিও না এবং হে কৌরবগণ! তোমরা ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না।১৯

দুর্য্যোধন বলিলেন,—ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের কথা আমি মানিতে সম্মত আছি। ইহারা সকলে যুধিষ্ঠিরকে প্রভু বলিয়া অস্বীকার

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য গেহে
গোমায়ুরুচ্চৈর্ব্যাহরদগ্নিহোত্রে।
তং রাসভাঃ প্রত্যভাষন্ত রাজন্
সমন্ততঃ পক্ষিণশ্চৈব রৌদ্রাঃ ॥২২

তং বৈ শব্দং বিদুরস্তত্ত্ববেদী
শুশ্রাব ঘোরং সুবলাত্মজা চ।
ভীষ্মো দ্রোণো গৌতমশ্চাপি বিদ্বান্
স্বস্তি স্বস্তীত্যপি চৈবাহুরুচ্চৈঃ ॥২৩

ততো গান্ধারী বিদুরশ্চাপি বিদ্বাং-
স্তমুৎপাতং ঘোরমালক্ষ্য রাজ্ঞে।
নিবেদয়ামাসতুরার্ত্তবৎ তদা
ততো রাজা বাক্যমিদং বভাষে ॥২৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতোঽসি দুর্য্যোধন মন্দবুদ্ধে
যস্ত্বং সভায়াং কুরুপুঙ্গবানাম্।
স্ত্রিয়ং সমাভাষসি দুর্বিনীত
বিশেষতো দ্রৌপদীং ধর্মপত্নীম্ ॥২৫

এবমুক্ত্বা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী
হিতান্বেষী বান্ধবানামপায়াৎ।
কৃষ্ণাং পাঞ্চালীমব্রবীৎ সান্ত্বপূর্বং
বিমৃশ্যৈতৎ প্রজ্ঞয়া তত্ত্ববুদ্ধিঃ ॥২৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বরং বৃণীষ্ব পাঞ্চালি মত্তো যদভিবাঞ্ছসি।
বধূনাং হি বিশিষ্টা মে ত্বং ধর্মপরমা সতী ॥২৭

করুক। হে যাজ্ঞসেনি! আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিব।২০

অর্জ্জুন বলিলেন,—এই পাশা খেলার পূর্ব্বে কুন্তীপুত্র মহাত্মা ধর্ম্মরাজ আমাদের সকলেরই যেমন প্রভু ছিলেন, কাহারও দ্বারা (পাশাখেলায়) পরাজিত হইলেও তেমনই তিনি এখনও আমাদের সকলেরই প্রভু আছেন। হে কৌরবগণ! আপনারা সকলেই ইহা জানিয়া রাখুন।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! (অর্জ্জুন যখন ঐ কথা বলিতেছিলেন) ঠিক সেই সময় অগ্নিহোত্র যজ্ঞশালায় উচ্চৈঃস্বরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্দ্দভও বিকট চীৎকার করত অভিনন্দন জানাইল এবং নানাবিধ ভয়ানক অমাঙ্গলিক পক্ষিগণও ডাকিয়া উঠিল।২২

শব্দতত্ত্বজ্ঞ বিদুর, সুবলতনয়া গান্ধারী, ভীষ্ম, দ্রোণ, গোতমবংশীয় কৃপ সকলেই সেই ভয়ানক অমাঙ্গলিক ধ্বনি শ্রবণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে 'স্বস্তি' 'স্বস্তি' উচ্চারণ করিলেন।২৩

তখন গান্ধারী ও বিদ্বান্ বিদুর এই সব ঘোর উৎপাত দর্শনে আর্ত্তের ন্যায় উদ্বিগ্ন হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন এই কথা বলিলেন।২৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন! যেহেতু তুমি সভামধ্যে কৌরবকুলবধূকে আনিয়াছ এবং হে দুর্ব্বিনীত! যেহেতু তুমি বিশেষতঃ দ্রৌপদীর ন্যায় ধর্ম্মপত্নীর সহিত কুৎসিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছ, সেইহেতু তুমি নিশ্চিতভাবে ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিয়াছ।২৫

এই কথা বলিয়া তত্ত্বদর্শী মনীষী ধৃতরাষ্ট্র বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করিয়া জ্ঞাতিগণের হিত কামনা করত তাহাদিগকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে সান্ত্বনাপ্রদান পূর্ব্বক বলিলেন।২৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে পাঞ্চালি! তুমি জ্ঞাতি-গণের ধর্ম্মপ্রাণা বিশিষ্টা বধূ। সুতরাং আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি; তুমি তোমার

দ্রৌপদ্যুবাচ।
দদাসি চেদ্ বরং মহ্যং বৃণোমি ভরতর্ষভ।
সর্বধর্মানুগঃ শ্রীমানদাসোঽস্তু যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮

মনস্বিনমজানন্তো মৈবং ব্রূয়ুঃ কুমারকাঃ।
এষ বৈ দাসপুত্রো হি প্রতিবিন্ধ্যং মমাত্মজম্ ॥২৯

রাজপুত্রঃ পুরা ভূত্বা যথা নান্যঃ পুমান্ কচিৎ।
রাজভির্লালিতস্যাস্য ন যুক্তা দাসপুত্রতা ॥৩০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এবং ভবতু কল্যাণি যথা ত্বমভিভাষসে।
দ্বিতীয়ং তে বরং ভদ্রে দদানি বরয়স্ব হ ॥
মনো হি মে বিতরতি নৈকং ত্বং বরমর্হসি ॥৩১

দ্রৌপদ্যুবাচ।
সরথৌ সধনুষ্কৌ চ ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ।
যমৌ চ বরয়ে রাজন্নদাসান্ স্ববশানহম্ ॥৩২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
তথাস্তু তে মহাভাগে যথা ত্বং নন্দিনীচ্ছসি।
তৃতীয়ং বরয়াস্মত্তো নাসি দ্বাভ্যাং সুসৎকৃতা।
ত্বং হি সর্বস্নুষাণাং মে শ্রেয়সী ধর্মচারিণী ॥৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।
লোভো ধর্মস্য নাশায় ভগবন্ নাহমুৎসহে।
অনর্হা বরমাদাতুং তৃতীয়ং রাজসত্তম ॥৩৪

একমাহুর্বৈশ্যবরং দ্বৌ তু ক্ষত্রস্ত্রিয়া বরৌ।
ত্রয়স্তু রাজ্ঞো রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণস্য শতং বরাঃ ॥৩৫

অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।২৭

দ্রৌপদী বলিলেন;—হে ভরতর্ষভ! যদি আপনি আমাকে বর দেন, তবে এই বর যাচ্ঞা করিতেছি যে স্বধর্ম্মানুগামী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করুন।২৮

মনস্বী আমার পুত্র এই প্রতিবিন্ধ্যকে না জানিয়া রাজকুমারগণ কেহ যেন তাহাকে দাস-পুত্র বলিয়া পরিচয় না দেন। যে পূর্ব্বে রাজপুত্র ছিল, রাজোচিত ঐশ্বর্য্যে যে রাজগণের ন্যায় লালিত পালিত হইয়াছে, তাহার পক্ষে দাসপুত্রতা প্রাপ্তি শোভন নয়।২৯-৩০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে কল্যাণি! তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হউক। তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। ভদ্রে! তুমি একটি মাত্র বরের যোগ্য নহ। আমি একটি মাত্র বর তোমাকে দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি না।৩১

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে রাজন্! ধনু ও রথের সহিত ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করুন—ইহাই আমি দ্বিতীয় বররূপে প্রার্থনা করিতেছি।৩২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে মহাভাগে! হে নন্দিনি! তোমার অভিলষিত দ্বিতীয় বর পূর্ণ হউক। তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। তুমি আমার সকল পুত্রবধূগণের মধ্যে অধিক ধর্ম্মচারিণী, সুতরাং কল্যাণময়ী। তোমাকে দুইটী মাত্র বরদানে তোমার সৎকার হইয়াছে বলিয়া মনে করি না।৩৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্ম-নাশের কারণ, সুতরাং আমি তৃতীয় বর লইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না। আমি তৃতীয় বরের অযোগ্য।৩৪

রাজেন্দ্র! শাস্ত্রে আছে—বৈশ্য এক বর, ক্ষত্রিয়নারী দুই বর এবং রাজা তিন বর এবং ব্রাহ্মণ শতবর যাচ্ঞা করিতে পারে।৩৫

পাপীয়াংস ইমে ভূত্বা সন্তীর্ণাঃ পতয়ো মম।
বেৎস্যন্তি চৈব ভদ্রাণি রাজন্ পুণ্যেন কর্মণা ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দ্রৌপদী-বরলাভে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১

রাজন্। আমার পতিগণ পাশাখেলায় পরাজিত হওয়ায় দাসত্ব হেতু পাপিষ্ঠ হইয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে উহা হইতে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছি। এখন তাঁহারা পুণ্যকর্ম্মের দ্বারাই নিজ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে দ্রৌপদীবরলাভ নামক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭১

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরেণ শত্রুবধোদ্যতস্য ভীমস্য নিবারণম্।]

কর্ণ উবাচ।

যা নঃ শ্রুতা মনুষ্যেষু স্ত্রিয়ো রূপেণ সম্মতাঃ।
তাসামেতাদৃশং কর্ম ন কস্যাশ্চন শুশ্রুম ॥১

ক্রোধাবিষ্টেষু পার্থেষু ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু চাপ্যতি।
দ্রৌপদী পাণ্ডুপুত্রাণাং কৃষ্ণা শান্তিরিহাভবৎ ॥২

অপ্লবেঽম্ভসি মগ্নানামপ্রতিষ্ঠে নিমজ্জতাম্।
পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রাণাং নৌরেষা পারগাভবৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদ্ বৈ শ্রুত্বা ভীমসেনঃ কুরুমধ্যেঽত্যমর্ষণঃ।
স্ত্রী গতিঃ পাণ্ডুপুত্রাণামিত্যুবাচ সুদুর্মনাঃ ॥৪

ভীম উবাচ।

ত্রীণি জ্যোতীংষি পুরুষ ইতি বৈ দেবলোঽব্রবীৎ।
অপত্যং কর্ম বিদ্যা চ যতঃ সৃষ্টাঃ প্রজাস্ততঃ ॥৫

অমেধ্যে বৈ গতপ্রাণে শূন্যে জ্ঞাতিভিরুজ্ঝিতে।
দেহে ত্রিতয়মেবৈতৎ পুরুষস্যোপযুজ্যতে ॥৬

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শত্রুবধোদ্যত ভীমের নিবারণ]

কর্ণ বলিলেন,—এ জগতে রূপবতী অনেক রমণীর কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের কাহারও দ্বারা এইরূপ কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে এরূপ কথা কখনও শুনি নাই।১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কুন্তীতনয়গণ ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মধ্যে আজ দ্রুপদরাজনন্দিনী কৃষ্ণাই শান্তিস্বরূপা হইলেন।২

তরণীশূন্য অসীম বিপদসমুদ্রে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের পক্ষে কৃষ্ণাই নৌকারূপা হইয়া তাঁহাদিগকে পারে পৌঁছাইয়া দিলেন।৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—"স্ত্রীই পাণ্ডুপুত্রগণের পক্ষে গতিস্বরূপ হইল"—এইরূপ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ও অতীব অসহিষ্ণু ভীমসেন এই কথা বলিলেন।৪

ভীম বলিলেন,—মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন—অপত্য (সন্তান), কর্ম্ম ও বিদ্যা—এই তিনটী জ্যোতি অর্থাৎ তেজই হইল পুরুষের স্বরূপ।৫

তমো জ্যোতিরভিহতং দারাণামভিমর্শনাৎ।
ধনঞ্জয় কথং স্বিৎ স্যাদপত্যমভিমৃষ্টজম্ ॥৭

অর্জ্জুন উবাচ।

ন চৈবোক্তা ন চানুক্তা হীনতঃ পরুষা গিরঃ।
ভারত প্রতিজল্পন্তি সদা তূত্তমপূরুষাঃ ॥৮

স্মরন্তি সুকৃতান্যেব ন বৈরাণি কৃতান্যপি।
সন্তঃ প্রতিবিজানন্তো লব্ধসম্ভাবনাঃ স্বয়ম্ ॥৯

ভীম উবাচ।

ইহৈবৈতাংস্তুহং সর্বান্ হন্মি শত্রূন্ সমাগতান্
অথ নিষ্ক্রম্য রাজেন্দ্র সমূলান্ হন্মি ভারত ॥১০

কিং নো বিবদিতেনেহ কিমুক্তেন চ ভারত।
অদ্যৈবৈতান্ নিহন্মীহ প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্ ॥১১

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনস্তু কনিষ্ঠৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ।
মৃগমধ্যে যথা সিংহো মুহুর্মুহুরুদৈক্ষত ॥১২

সান্ত্ব্যমানো বীক্ষমাণঃ পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা।
খিদ্যত্যেব মহাবাহুরন্তর্দাহেন বীর্য্যবান্ ॥১৩

ক্রুদ্ধস্য তস্য স্রোতোভ্যঃ কর্ণাদিভ্যো নরাধিপ।
সধূমঃ সস্ফুলিঙ্গার্চিঃ পাবকঃ সমজায়ত ॥১৪

ভ্রূকুটীকৃতদুষ্প্রেক্ষ্যমভবৎ তস্য তন্মুখম্।
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে কৃতান্তস্যেব রূপিণঃ ॥১৫

প্রাণহীন, চেতনাশূন্য এই দেহ জ্ঞাতিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যখন অপবিত্র শ্মশানাদি স্থানে পতিত হয়, তখন এই তিনটি জ্যোতিই পুরুষের জগতে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অবলম্বন হয়।৬

হে ধনঞ্জয়! সভামধ্যে আমাদের স্ত্রীকে লাঞ্ছনা করায় আমাদের অপত্যরূপ জ্যোতি লুপ্ত হইয়াছে; কারণ, শত্রুকর্তৃক অপমানিতা স্ত্রী হইতে জাত সন্তান দূষিতই হয়।৭

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ভরতবংশাবতংস! হীন লোকেরা কর্কশ বাক্য বলুক আর নাই বলুক, উহা শ্রবণ করিয়া উত্তম পুরুষগণ কখনও তাহার প্রত্যুত্তর করেন না।৮

সজ্জনগণ অন্য পুরুষকৃত সুকৃতের (উপকারের) কথাই স্মরণ রাখেন, শত্রুতার কথা মনে রাখেন না। প্রতিবিধানের সম্ভবনা থাকিলেও স্বয়ং তাঁহারা তখন প্রতিবিধান করেন না।৯

ভীম বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র (যুধিষ্ঠির)! আপনি অনুমতি করিলে আমি এখানে সমাগত সকল শত্রুকে বধ করিতে পারি। হে ভারত! অতঃপর এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অবশিষ্ট শত্রুগণকে বধ করিব।১০

ইহাদের সহিত বাক্ বিতণ্ডা করিয়া কি লাভ? আজই সকলকে আমি বধ করিতেছি; আপনি নিষ্কণ্টক হইয়া পৃথিবীকে শাসন করুন।১১

এই কথা বলিয়া ভীমসেন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত মৃগমধ্যে অবস্থিত সিংহের ন্যায় চারিদিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১২

অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী পৃথাতনয় অর্জুন তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিলে বীর্য্যশালী মহাবাহু ভীম অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়া অত্যন্ত খিন্ন হইলেন।১৩

হে রাজন্! ক্রুদ্ধ ভীমসেনের কর্ণাদি শরীর-দ্বার হইতে ধূম, স্ফুলিঙ্গ ও শিখার সহিত অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল।১৪

প্রলয়কালে মূর্তিমান্ কৃতান্তের (যমের) ন্যায় ভ্রূকুটিকুটিল তাঁহার সেই মুখের উপর কাহারও পক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই দুরূহ হইল।১৫

যুধিষ্ঠিরস্তমাবার্য্য বাহুনা বাহুশালিনম্।
নৈবমিত্যব্রবীচ্চৈনং জোষমাস্স্বেতি ভারত ॥১৬
নিবার্য্য চ মহাবাহুং কোপসংরক্তলোচনম্।
পিতরং সমুপাতিষ্ঠদ্ ধৃতরাষ্ট্রং কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৭

মহাবাহু ভীমসেনকে যুধিষ্ঠির দুইবাহুর দ্বারা নিবারণ করত "এরূপ করিও না, ধৈর্য্য ধারণ কর" এই বলিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি ভীমক্রোধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

ক্রোধে আরক্তলোচন মহাবাহু ভীমকে নিবারণ করত যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে ভীমক্রোধে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭২

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রেণ যুধিষ্ঠিরায় সর্ব্বধনস্য প্রত্যর্পণম্, প্রবোধদানপূর্ব্বকম্ ইন্দ্রপ্রস্থং গন্তুমাদেশদানঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
রাজন্ কিং করবামস্তে প্রশাধ্যস্মাংস্ত্বমীশ্বরঃ।
নিত্যং হি স্থাতুমিচ্ছামস্তব ভারত শাসনে ॥১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
অজাতশত্রো ভদ্রং তে অরিষ্টং স্বস্তি গচ্ছত।
অনুজ্ঞাতাঃ সহধনাঃ স্বরাজ্যমনুশাসত ॥২

ইদং চৈবাববোদ্ধব্যং বৃদ্ধস্য মম শাসনম্।
ময়া নিগদিতং সর্ব্বং পথ্যং নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥৩
বেত্থ ত্বং তাত ধর্ম্মাণাং গতিং সূক্ষ্মাং যুধিষ্ঠির।
বিনীতোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসিতা ॥৪
যতো বুদ্ধিস্ততঃ শান্তিঃ প্রশমং গচ্ছ ভারত।
নাদারুণি পতেচ্ছস্ত্রং দারুণ্যেতন্নিপাত্যতে ॥৫

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান এবং প্রবোধদানপূর্বক ইন্দ্রপ্রস্থগমনের আদেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি আমাদের প্রভু! সুতরাং আপনি আদেশ করুন এখন আমরা আপনার কি করিব? হে ভারত! আমরা সর্ব্বদাই আপনার শাসনে অবস্থান করিতে চাই।১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে অজাতশত্রো! তোমার কল্যাণ হউক। তোমরা সকলে আমার অনুমতি অনুসারে ধনসম্পৎ সহ নির্বিঘ্নে ও কুশলে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর এবং নিজ রাজ্য শাসন কর।২

বৃদ্ধ আমার এই আদেশ তোমরা অবগত হও অর্থাৎ পালন কর। কারণ, আমার সব কথাই তোমাদের পক্ষে হিতকর ও কল্যাণজনক হইবে।৩

হে যুধিষ্ঠির! হে পুত্র! তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি জান। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি অত্যন্ত বিনয়ী এবং জ্ঞানবৃদ্ধগণের সেবাপরায়ণ।৪

হে ভারত! যেখানে সুবুদ্ধি থাকে, সেইখানেই শান্তি বিরাজ করে। দেখ, কাষ্ঠভিন্ন প্রস্তরাদি কঠিন বস্তুর উপর মানুষ অস্ত্রপাত করে না, পরন্তু

ন বৈরাণ্যভিজানন্তি গুণান্ পশ্যন্তি নাগুণান্।
বিরোধং নাধিগচ্ছন্তি যে ত উত্তমপূরুষাঃ ॥৬

স্মরন্তি সুকৃতান্যেব ন বৈরাণি কৃতান্যপি।
সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বাণা নাবেক্ষন্তে প্রতিক্রিয়াম্ ॥৭

সংবাদে পরুষাণ্যাহুর্যুধিষ্ঠির নরাধমাঃ।
প্রত্যাহুর্মধ্যমাস্ত্বেতেঽনুক্তাঃ পরুষমুত্তরম্ ॥৮

ন চোক্তা নৈব চানুক্তাস্ত্বহিতাঃ পরুষা গিরঃ।
প্রতিজল্পন্তি বৈ ধীরাঃ সদা তূত্তমপূরুষাঃ ॥৯

স্মরন্তি সুকৃতান্যেব ন বৈরাণি কৃতান্যপি।
সন্তঃ প্রতিবিজানন্তো লব্ধা প্রত্যয়মাত্মনঃ ॥১০

অসম্ভিন্নার্য্যমর্য্যাদাঃ সাধবঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
তথা চরিতমার্য্যেণ ত্বয়াস্মিন্ সংসমাগমে ॥১১

দুর্য্যোধনস্য পারুষ্যং তৎ তাত হৃদি মা কৃথাঃ।
মাতরঞ্চৈব গান্ধারীং মাঞ্চ ত্বং গুণকাঙ্ক্ষয়া ॥১২

উপস্থিতং বৃদ্ধমন্ধং পিতরং পশ্য ভারত।
প্রেক্ষাপূর্ব্বং ময়া দ্যূতমিদমাসীদুপেক্ষিতম্ ॥১৩

মিত্রাণি দ্রষ্টুকামেন পুত্ত্রাণাঞ্চ বলাবলম্।
অশোচ্যাঃ কুরবো রাজন্ যেষাং ত্বমনুশাসিতা ॥১৪

মন্ত্রী চ বিদুরো ধীমান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
ত্বয়ি ধর্ম্মোঽর্জ্জুনে ধৈর্য্যং ভীমসেনে পরাক্রমঃ ॥১৫

শ্রদ্ধা চ গুরুশুশ্রূষা যময়োঃ পুরুষাগ্র্যয়োঃ।
অজাতশত্রো ভদ্রং তে খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ ॥
ভ্রাতৃভিস্তেঽস্তু সৌভ্রাত্রং ধর্ম্মে তে ধীয়তাং মনঃ ॥১৬

লোকে কাষ্ঠের মধ্যেই অস্ত্র (কুঠারাদি) পাত করে।৫

যাঁহারা উত্তম পুরুষ, তাঁহারা শত্রুতাকে স্মরণ রাখেন না, শত্রুর গুণসমূহই দর্শন করেন, দোষ দর্শন করেন না, বিবাদও করেন না।৬

পরোপকারী সজ্জনগণ শত্রুরও সৎকর্ম্মসমূহই স্মরণ রাখেন, শত্রুতাকে স্মরণ রাখেন না এবং শত্রুতার প্রতিবিধানে যত্নবান্ হন না।৭

হে যুধিষ্ঠির! নরাধমগণই অন্যের সহিত বার্ত্তালাপে কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। মধ্যমগণও কেহ কর্কশবাক্য বলিলে তাহার উত্তরে কর্কশবাক্য বলেন।৮

অহিতকর কর্কশ বাক্যসমূহ বলা হউক কিংবা নাই হউক, ধীর উত্তমপুরুষগণ কখনও সেই সব কথার উত্তরে কর্কশবাক্য বলেন না।৯

প্রতিবিধানে সক্ষম হইয়াও নিজ আত্মবিশ্বাস-বশতঃ সৎপুরুষগণ শত্রুর সৎকর্ম্মসমূহকেই স্মরণ রাখেন, পরন্তু শত্রুর শত্রুতাকে স্মরণ রাখেন না।১০

প্রিয়দর্শন সাধুগণ আর্য্যমর্য্যাদাকে কখনও অতিক্রম করেন না। তুমিও এই সজ্জনসমাগমে আর্য্যগণের আচরণকেই পালন করিয়াছ।১১

হে পুত্ত্র! তুমি গুণগ্রাহী পুরুষ। সুতরাং বৃদ্ধ আমাকে এবং তোমার জ্যেষ্ঠমাতাকে (জ্যাঠাইমাকে) স্মরণ রাখিয়া দুর্য্যোধনের কর্কশ বাক্যকে মনে রাখিও না।১২

হে ভারত। তোমার নিকটে উপস্থিত তোমার বৃদ্ধ এই জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে (জ্যাঠামহাশয়কে) দেখ। আমি পূর্ব্বেই বুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্যূতক্রীড়াকে গৌণদৃষ্টিতেই উপেক্ষা করিয়াছিলাম।১৩

মিত্রগণকে দর্শন এবং পুত্ত্রগণের পরীক্ষা করিবার জন্য এই দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করিয়াছিলাম। হে রাজন্! তুমি যাহাদের অনুশাসনকর্ত্তা, সেই কৌরবগণের কোন প্রকার শোকের আর কারণ নাই।১৪

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান্ বিদুর যাহাদের মন্ত্রী, তাহাদের কখনও দুঃখ হয় না।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তো ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃত্বার্য্যসময়ং সর্ব্বং প্রতস্থে ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১৭

তে রথান্ মেঘসঙ্কাশানাস্থায় সহ কৃষ্ণয়া।
প্রযযুর্হৃষ্টমনস ইন্দ্রপ্রস্থং পুরোত্তমম্ ॥১৮

তোমাতে ধর্ম্ম, অর্জ্জুনে ধৈর্য্য, ভীমসেনে পরাক্রম, এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ যমজভ্রাতৃদ্বয়ে শ্রদ্ধা ও গুরুশুশ্রূষা বর্ত্তমান আছে। হে অজাতশত্রো! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর। ভ্রাতৃগণের সহিত তোমার সৌহার্দ্দ বর্ত্তমান থাকুক এবং ধর্ম্মে তোমার মন অবস্থান করুক।১৫-১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার কথা স্বীকার করত ভ্রাতৃগণের সহিত প্রস্থান করিলেন।১৭

তাঁহারা সকলে কৃষ্ণার সহিত মেঘসদৃশ শব্দযুক্ত রথসমূহে আরোহণ করত আনন্দিতমনে নগরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন।১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্র-বরপ্রদানপূর্ব্বকমিন্দ্রপ্রস্থং প্রতি যুধিষ্ঠিরগমনে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত দ্যূতপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবরদানপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে যুধিষ্ঠিরের গমননামক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৩

(অনুদ্যূতপর্ব্ব)

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দুর্য্যোধনেন অর্জ্জুনস্য বীরতাং বর্ণয়িত্বা পুনঃ দ্যূতক্রীড়ায়ৈ পাণ্ডবাহ্বানস্যানুরোধঃ, ধৃতরাষ্ট্রস্য স্বীকৃতিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
অনুজ্ঞাতাংস্তান্ বিদিত্বা সরত্নধনসঞ্চয়ান্।
পাণ্ডবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং কথমাসীন্মনস্তদা ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অনুজ্ঞাতাংস্তান্ বিদিত্বা ধৃতরাষ্ট্রেণ ধীমতা।
রাজন্ দুঃশাসনঃ ক্ষিপ্রং জগাম ভ্রাতরং প্রতি ॥২

দুর্য্যোধনং সমাসাদ্য সামাত্যং ভরতর্ষভ।
দুঃখার্ত্তো ভরতশ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩

দুঃশাসন উবাচ।
দুঃখেনৈতৎ সমানীতং স্থবিরো নাশয়ত্যসৌ।
শত্রুসাদ্ গময়দ্ দ্রব্যং তদ্ বুধ্যধ্বং মহারথাঃ ॥৪

(অনুদ্যূত পর্ব্ব।)

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্জ্জুনের বীরত্ব বর্ণনা করিয়া পাণ্ডবগণকে পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বানের অনুরোধ এবং ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে সম্মতি।]

জনমেজয় বলিলেন,—ধন ও রত্নের সহিত পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের মনে তখন কিরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণ ধনরত্নের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে

অথ দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
মিথঃ সঙ্গম্য সহিতাঃ পাণ্ডবান্ প্রতি মানিনঃ ॥৫
বৈচিত্রবীর্য্যং রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মনীষিণম্।
অভিগম্য ত্বরাযুক্তাঃ শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রুবন্ ॥৬

(দুর্য্যোধন উবাচ।
অর্জ্জুনেন সমো বীর্য্যে নাস্তি লোকে ধনুর্দ্ধরঃ।
যোঽর্জ্জুনেনার্জ্জুনস্তুল্যো দ্বিবাহুর্বহুবাহুনা ॥১
শৃণু রাজন্ পুরাচিন্ত্যান্যর্জ্জুনস্য চ সাহসান্।
অর্জ্জুনো ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠো দুষ্করং কৃতবান্ পুরা ॥২
দ্রুপদস্য পুরে রাজন্ দ্রৌপদ্যাশ্চ স্বয়ংবরে।
স দৃষ্ট্বা পার্থিবান্ সর্ব্বান্ ক্রুদ্ধান্ পার্থো মহাবলঃ ॥৩
বারয়িত্বা শরৈস্তীক্ষ্ণৈরজয়ৎ তত্র স স্বয়ম্।
জিত্বা তু তান্ মহীপালান্ সর্ব্বান্ কর্ণপুরোগমান্ ॥৪
লেভে কৃষ্ণাং শুভাং পার্থো যুদ্ধে বীর্য্যবলাৎ তদা।
সর্ব্বক্ষত্রসমূহেষু অম্বাং ভীষ্মো যথা পুরা ॥৫
ততঃ কদাচিদ্ বীভৎসুস্তীর্থযাত্রাং যযৌ স্বয়ম্।
অথোলূপীং শুভাং ভার্য্যাং নাগরাজসুতাং তদা ॥৬
নাগেষ্বপি চাগ্র্যেষু প্রার্থিতোঽথ যথাতথম্।
ততো গোদাবরীং বেণ্ণাং কাবেরীং চাবগাহত ॥৭
স দক্ষিণং সমুদ্রান্তং গত্বা চাপ্সরসাঞ্চ বৈ।
কুমারীতীর্থমাসাদ্য মোক্ষয়ামাস চার্জ্জুনঃ ॥
গ্রাহরূপাশ্রিতাঃ পঞ্চ অতিশৌর্য্যেণ বৈ বলাৎ ॥৮

যাইবার জন্য অনুজ্ঞাত হইলে দুঃশাসন দ্রুত ভাবে দুর্য্যোধনের নিকট যাইল।২

হে ভরতর্ষভ! অমাত্যগণের সহিত অবস্থিত ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের সমীপস্থ হইয়া দুঃশাসন দুঃখিতভাবে বলিল।৩

দুঃশাসন বলিল,—পতিপ্রস্থে আমরা পাণ্ডবগণের ধনসম্পৎসমূহ আহরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ বৃদ্ধ এই সমস্ত সম্পদ্ শত্রুর হাতে সমর্পণ করিয়া দিল— হে মহারথগণ! আপনারা ইহা চিন্তা করিয়া দেখুন।৪

তখন পাণ্ডবগণের উপর ঈর্ষ্যাপরায়ণ দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি ও দুঃশাসন এই চারিজনে মিলিয়া কি করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট হইতে ধনসম্পৎসমূহ কাড়িয়া লওয়া যায় তাহার জন্য বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া সবিনয়ে মিষ্টবাক্যে বলিতে লাগিল।৫-৬

(দুর্য্যোধন বলিলেন,—পরাক্রমে এ পৃথিবীতে অর্জ্জুনের সমান দ্বিতীয় কোন ধানুষ্কী নাই। অর্জ্জুনের সহিত অর্জ্জুনই তুলনীয়; দ্বিবাহু অর্জ্জুনের সহিত বহুবাহু (সহস্রবাহু) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।১

হে রাজন্! পূর্ব্বে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন যে সকল দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক অচিন্তনীয় কর্ম্ম করিয়াছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন।২

দ্রুপদ রাজার রাজধানীতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় লক্ষ্যভেদ করত দ্রৌপদীকে জয় করিয়া লইবার পর যখন উপস্থিত রাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রৌপদীকে ছিনাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন অর্জ্জুন একাকী কর্ণপ্রমুখ সমস্ত রাজাকে তীক্ষ্ণ বাণে জর্জ্জরিত করিয়া নিজবীর্য্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ করত কল্যাণময়ী কৃষ্ণাকে গ্রহণ করিয়াছিল; যেমন পূর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম রাজন্যবর্গকে জয় করত অম্বাকে হরণ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন তেমনিই তাহাকে জয় করিয়াছিল।৩-৫

অনন্তর অর্জ্জুন যখন তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিল, তখন নাগরাজকন্যা সুন্দরী উলূপী অর্জ্জুনের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে প্রার্থনা করিয়াছিল, অর্জ্জুন তাহাতে সম্মত না হওয়ায় শ্রেষ্ঠ নাগগণ অর্জ্জুনের নিকট প্রার্থনা করিলে অর্জ্জুন উলূপীকে গ্রহণ করিয়াছিল।

অনন্তর অর্জ্জুন গোদাবরী, বেণ্ণা ও কাবেরী

কন্যাতীর্থং সমভ্যেত্য ততো দ্বারবতীং যযৌ।
তত্র কৃষ্ণনিদেশাৎ স সুভদ্রাং প্রাপ্য ফাল্গুনঃ ॥
তামারোপ্য রথোপস্থে প্রযযৌ স্বপুরীং প্রতি ॥ ৯
ভূয়ঃ শৃণু মহারাজ ফাল্গুনস্য তু সাহসম্।
দদৌ চ বহ্নের্বীভৎসুঃ প্রার্থিতং খাণ্ডবং বনম্ ॥১০
লব্ধমাত্রে তু তেনাথ ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
ভক্ষিতুং খাণ্ডবং রাজংস্ততঃ সমুপচক্রমে ॥১১
ভক্ষয়ন্তং বৈ সব্যসাচী বিভাবসুম্।
রথী ধন্বী শরান্ গৃহ্য স কলাপযুতঃ প্রভুঃ।
পালয়ামাস রাজেন্দ্র স্ববীর্যেণ মহাবলঃ ॥১২
ততঃ শ্রুত্বা মহেন্দ্রস্তং মেঘাংস্তান্ সন্দিদেশ হ।
তেনোক্তা মেঘসঙ্ঘাস্তে ববর্ষুরতিবৃষ্টিভিঃ ॥১৩

প্রভৃতি তীর্থে স্নান করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী কন্যাকুমারী তীর্থে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় নিজ শৌর্য্যবলে কুম্ভীররূপে সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত পাঁচজন অপ্সরাকে অর্জ্জুন শাপমুক্ত করিয়াছিল।৬ ৮

তারপর কন্যাকুমারীতে স্নান সমাপন করত অর্জ্জুন দ্বারকায় গেল। তথায় শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করাইয়া নিজ বীর্য্যবলে যাদবগণকে পরাজিত করত ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করিল।৯

হে মহারাজ! পুনরায় অর্জ্জুনের দুঃসাহসের কথা শুনুন; অর্জ্জুন অগ্নিকে খাণ্ডববন দাহ করিতে খাণ্ডববন অনুমতি দিল।১০

রাজন্! অর্জ্জুনের অনুমতি পাইবামাত্রই অগ্নি দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।১১

মহারাজ! সব্যসাচী মহাবল অর্জ্জুন তখন অগ্নি যাহাতে নির্বিঘ্নে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে পারেন, তজ্জন্য কবচে শরীর আবৃত করত ধনুঃ ও শরসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া নিজবীর্য্যে অগ্নিকে রক্ষা করিতে লাগিল।১২

ততো মেঘগণান্ পার্থঃ শরব্রাতৈঃ সমন্ততঃ।
খগৈর্বারয়ামাস তদাশ্চর্য্যমিবাভবৎ ॥১৪
বারিতান্ মেঘসঙ্ঘাংশ্চ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ পুরন্দরঃ।
পাণ্ডরং গজমাস্থায় সর্বদেবগণৈর্বৃতঃ ॥
যযৌ পার্থেন সংযোদ্ধুং রক্ষার্থং খাণ্ডবস্য চ ॥১৫
রুদ্রাশ্চ মরুতশ্চৈব বসবশ্চাশ্বিনৌ তথা।
আদিত্যাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ বিশ্বেদেবাশ্চ ভারত ॥১৬
গন্ধর্বাশ্চৈব সহিতা অন্যে সুরগণাশ্চ যে।
তে সর্বে শস্ত্রসম্পন্না দীপ্যমানাঃ স্বতেজসা।
ধনঞ্জয়ং জিঘাংসন্তঃ প্রপেতুর্বিবুধাধিপাঃ ॥১৭
ততো দেবগণাঃ সর্বে যুযুধুঃ পার্থেন বৈ মুহুঃ।
রণে জেতুমশক্যং তং জ্ঞাত্বা তে ভরতর্ষভ ॥১৮

তখন দেবরাজ সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মেঘসমূহকে খাণ্ডববনের উপর বর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন; তাঁহার আদেশ পাইবামাত্রই মেঘসমূহ অতিবর্ষণের দ্বারা খাণ্ডববনকে আচ্ছাদিত করিল।১৩

তখন অর্জ্জুন চতুর্দিকে শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক মেঘসমূহকে আকাশমার্গেই প্রতিহত করিল। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।১৪

মেঘসমূহকে নিবারিত হইতে দেখিয়া পুরন্দর (ইন্দ্র) ক্রুদ্ধ হইয়া শুভ্রবর্ণ ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক দেবগণে পরিবৃত হইয়া খাণ্ডববনকে রক্ষা করিবার জন্য অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।১৫

একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ—সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও নিজ নিজ তেজে দেদীপ্যমান হইয়া ধনঞ্জয়কে বধ করিবার জন্য তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।১৬-১৭

শান্তাস্তে বিবুধাঃ সর্বে পার্থবাণাভিপীড়িতাঃ।
যুগান্তে যানি দৃশ্যন্তে নিমিত্তানি মহান্ত্যপি ॥১৯
সর্বাণি তত্র দৃশ্যন্তে সুঘোরাণি মহীপতে।
ততো দেবগণাঃ সর্বে পার্থং সমভিদুদ্রুবুঃ ।২০
অসন্ত্রাস্তস্তু তান্ দৃষ্ট্বা স তাং দেবময়ীং চমূম্।
ত্বরিতঃ ফাল্গুনো গৃহ্য তীক্ষ্ণাংস্তানাশুগাংস্তদা ॥
শক্রং দেবাংশ্চ সংপ্রেক্ষ্য তস্থৌ কাল ইবাত্যয়ে ।২১
ততো দেবগণাঃ সর্বে বীভৎসুং সপুরন্দরাঃ।
অবাকিরঞ্ছরব্রাতৈর্মানুষং তং মহীপতে ॥২২
ততঃ পার্থো মহাতেজা গাণ্ডীবং গৃহ্য সত্বরঃ।
বারয়ামাস দেবানাং শরব্রাতৈঃ শরাংস্তদা ।২৩

পুনঃ ক্রুদ্ধাঃ সুরাঃ সর্বে মর্ত্যং সংখ্যে মহাবলাঃ।
নানাশস্ত্রৈর্ববর্ষুস্তং সব্যসাচিং মহীপতে ॥২৪
তান্ পার্থঃ শস্ত্রবর্ষান্ বৈ বিসৃষ্টান্ বিবুধৈস্তদা।
দ্বিধা ত্রিধা চ চিচ্ছেদ খ এব নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২৫
পুনশ্চ পার্থঃ সংক্রুদ্ধো মণ্ডলীকৃতকার্মুকঃ।
দেবসঙ্ঘাঞ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈরার্পয়দ্ বৈ সমন্ততঃ ।২৬
বিদ্রুতান্ দেবসঙ্ঘাংস্তান্ রণে দৃষ্ট্বা পুরন্দরঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজাঃ পার্থং বাণৈরবাকিরৎ ॥২৭
পার্থোঽপি শক্রং বিব্যাধ মানুষো বিবুধাধিপম্।
ততঃ সোঽশ্মময়ং বর্ষং ব্যসৃজদ্ বিবুধাধিপঃ।
তচ্ছরৈরর্জুনো বর্ষং প্রতিজঘ্নেঽত্যমর্ষণঃ ॥২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দেবগণ সকলে যুগপৎ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াও তৎকর্তৃক বাণসমূহে নিপীড়িত হইলেন এবং অর্জুনকে জয় করা অসম্ভব বলিয়া মনে করত যুদ্ধ হইতে কিছুক্ষণের জন্য বিরত হইলেন। কিন্তু হে রাজন্! তাঁহারা তথায় প্রলয়কালীন ঘোর নিমিত্তসমূহ দর্শন করত পুনরায় দেবগণ অর্জুনের উপর যুগপৎ আপতিত হইলেন।১৮-২০

অর্জুন তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না এবং সমাগত সেই দেবসেনাবাহিনী দেখিয়া শীঘ্রহস্তে গাণ্ডীবে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ যোজনা করত দেবরাজসহ দেবগণের দিকে তাকাইয়া প্রলয়কালীন কালের (যমের) ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।২১

মহীপতে! তখন দেবগণ যুগপৎ শরজাল বিস্তারিত করিয়া মনুষ্যশরীরধারী অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।২২

তারপর মহাতেজস্বী পার্থ নিজ গাণ্ডীবনির্মুক্ত শরজালের দ্বারা দেবগণের সমস্ত শরজালকে নিবারণ করিল।২৩

হে মহীপতে! মহাশক্তিধর দেবগণ নিজ শরসমূহ ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ক্রোধে নানাবিধ শস্ত্রজাল মর্ত্য অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।২৪

অর্জুন তখন গাণ্ডীবনির্মুক্ত অতিশয় তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা দেবগণনিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ আকাশমার্গেই দুই বা তিন ভাগে খণ্ডিত করিয়া ফেলিল।২৫

পুনরায় পার্থ ক্রোধে মণ্ডলাকারে গাণ্ডীবকে ভ্রমিত করত অসংখ্য বাণের দ্বারা দেবগণকে চতুর্দিকে আচ্ছাদিত করিল।২৬

অর্জুনশরে তাড়িত হইয়া দেবগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন মহাতেজা পুরন্দর ক্রুদ্ধ হইয়া পার্থকে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন।২৭

পার্থ মানুষ হইয়াও দেবরাজকে নিজশরসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর দেবরাজ অর্জুনের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে থাকিলে অর্জুন অসহিষ্ণু হইয়া নিজ শর বর্ষণে তাহাও প্রতিরোধ করিলেন।২৮

অথ সংবর্ষয়ামাস তদ্ বর্ষং দেবরাডপি।
ভূয় এব তদা বীর্য্যং জিজ্ঞাসুঃ সব্যসাচিনঃ ॥২৯
সোঽশ্মবর্ষং মহাবেগমিষুভিঃ পাণ্ডবোঽপি চ।
বিলয়ং গময়ামাস হর্ষয়ন্ পাকশাসনম্ ॥৩০

উপাদায় তু পাণিভ্যামঙ্গদং নাম পর্বতম্।
সদ্রুমং ব্যসৃজচ্ছক্রো জিঘাংসুঃ শ্বেতবাহনম্ ॥৩১
ততোঽর্জুনো বেগবদ্ভির্জ্বলমানৈরজিহ্মগৈঃ।
বাণৈর্বিধ্বংসয়ামাস গিরিরাজং সহস্রশঃ ॥৩২

শক্রঞ্চ বারয়ামাস শরৈঃ পার্থো বলাদ্ যুধি।
ততঃ শক্রো মহারাজ রণে বীরং ধনঞ্জয়ম্ ॥৩৩
জ্ঞাত্বা জেতুমশক্যং তং তেজোবলসমন্বিতম্।
পরাং প্রীতিং যযৌ তত্র পুত্রশৌর্য্যেণ বাসবঃ ॥৩৪

অনন্তর দেবরাজও অর্জ্জুনের বীর্য্য পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আরও অধিক পরিমাণে প্রস্তর বর্ষণ করিতে থাকিলে অর্জ্জুন মহাবেগশালী নিজ বাণবর্ষণে সেই প্রস্তরবৃষ্টিকেও নিবারণ করত পাকশাসনের (ইন্দ্রের) আনন্দ বর্দ্ধন করিল।২৯-৩০

তখন শক্র (ইন্দ্র) পুনরায় দুই হাতে অঙ্গদনামক পর্ব্বতকে গ্রহণ করত অর্জ্জুনের উপর নিক্ষেপ করিলে শ্বেতবাহন অর্জ্জুনও দীপ্যমান বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা সেই পর্ব্বতকে বিধ্বস্ত করিল এবং নিজ বীর্য্যবলে শক্রকে (ইন্দ্রকে) বিদ্ধ করিয়া তাঁকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিল।

হে মহারাজ! অনন্তর ইন্দ্র তেজোবলসমন্বিত বীর ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে অজেয় বুঝিতে পারিয়া পুত্রের বিক্রমদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।৩১-৩৪

স্বর্গেও তখন এমন কোন মহাযশস্বী বীর দেবতা ছিলেন না, যিনি যুদ্ধে অর্জ্জুনকে জয় করিতে সক্ষম ছিলেন; রাজন্! এমন কি সাক্ষাৎ প্রজাপতিও অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ ছিলেন না।৩৫

তদা তত্র ন তস্যাসীদ্ দিবি কশ্চিন্মহাযশাঃ।
সমর্থো নির্জয়ে রাজন্নপি সাক্ষাৎ প্রজাপতিঃ ॥৩৫
ততঃ পার্থঃ শরৈর্হত্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগান্।
দীপ্তে চাগ্নৌ মহাতেজাঃ পাতয়ামাস সন্ততম্ ॥৩৬
প্রতিপ্রেক্ষয়িতুং পার্থং ন শেকুস্তত্র কেচন।
দৃষ্ট্বা নিবারিতং শক্রং দিবি দেবগণৈঃ সহ ॥৩৭
যথা সুপর্ণঃ সোমার্থং বিবুধানজয়ৎ পুরা।

তথা জিত্বা সুরান্ পার্থস্তর্পয়ামাস পাবকম্ ॥৩৮
ততোঽর্জুনঃ স্ববীর্য্যেণ তর্পয়িত্বা বিভাবসুম্।
রথং ধ্বজং হয়াংশ্চৈব দিব্যাস্ত্রাণি সভাঞ্চ বৈ ॥৩৯
গাণ্ডীবঞ্চ ধনুঃশ্রেষ্ঠং তূণী চাক্ষয়সায়কৌ।
এতান্যবাপ বীভৎসুর্লেভে কীর্তিঞ্চ ভারত ॥৪০

অনন্তর পার্থ খাণ্ডববন হইতে পলায়মান যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণকে বধ করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নির মধ্যে সর্ব্বদা নিক্ষেপ করত অগ্নিদেবের তৃপ্তি সাধন করিল।৩৬

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দেবগণের সহিত দেবরাজকে পরাজিত হইতে দেখিয়া স্বর্গে তখন অর্জ্জুনের দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম ছিলেন না।৩৭

যেমন গরুড় সমস্ত দেবগণকে পরাজিত করিয়া অমৃত আনয়ন করিয়াছিলেন, তেমনই অর্জ্জুনও দেবগণকে পরাজিত করিয়া অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিল।৩৮

অনন্তর অর্জ্জুন নিজ বীর্য্যবলে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে রথ, ধ্বজ, শ্বেতাশ্বসকল দিব্যঅস্ত্রসমূহ, ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও বাণসমূহ, দিব্য সভা প্রভৃতি বস্তু লাভ করিল এবং হে ভারত! ত্রিজগতে বিপুলা কীর্ত্তিও লাভ করিল।৩৯-৪০

ভূয়োঽপি শৃণু রাজেন্দ্র পার্থো গত্বোত্তরাং দিশম্।
বিজিত্য নববর্ষাংশ্চ সপুরাংশ্চ সপর্বতান্ ॥৪১

জম্বুদ্বীপং বশে কৃত্বা সর্বং তদ্ ভরতর্ষভ।
বলাজ্জিত্বা নৃপান্ সর্বান্ করে চ বিনিবেশ্য চ ॥৪২

রত্নান্যাদায় সর্বাণি গত্বা চৈব পুনঃ পুরীম্।
ততো জ্যেষ্ঠং মহাত্মানং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥
রাজসূয়ং ক্রতুশ্রেষ্ঠং কারয়ামাস ভারত ॥৪৩

স তান্যন্যানি কর্মাণি কৃতবানর্জুনঃ পুরা।
অর্জুনেন সমো বীর্য্যে নাস্তি লোকে পুমান্ কচিৎ ॥৪৪

দেব-দানব-যক্ষাশ্চ পিশাচোরগ-রাক্ষসাঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণাদয়ঃ সর্বে কুরবশ্চ মহারথাঃ ॥৪৫

লোকে সর্বনৃপাশ্চৈব বীরাশ্চান্যে ধনুর্ধরাঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ পরিবার্য্য মহীপতে ॥
একং পার্থং রণে যত্তাঃ প্রতিযোদ্ধুং ন শক্নুয়ুঃ ॥৪৬

অহং হি নিত্যং কৌরব্য ফাল্গুনং প্রতি সত্তম।
অনিশং চিন্তয়িত্বা তং সমুদ্বিগ্নোঽস্মি তদ্ভয়াৎ ॥৪৭

গৃহে গৃহে চ পশ্যামি তাত পার্থমহং সদা।
শরগাণ্ডীবসংযুক্তং পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥৪৮

অপি পার্থসহস্রাণি ভীতঃ পশ্যামি ভারত।
পার্থভূতমিদং সর্বং নগরং প্রতিভাতি মে ॥৪৯

পার্থমেব হি পশ্যামি রহিতে তাত ভারত।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নগতং পার্থমুদ্ভ্রমামি হ্যচেতনঃ ॥৫০

অকারাদীনি নামানি অর্জুনত্রস্তচেতসঃ।
অশ্বাশ্চার্থা হ্যজাশ্চৈব ত্রাসং সংজনয়ন্তি মে ॥৫১

হে রাজেন্দ্র! অর্জ্জুনের কীর্ত্তির কথা আরও শুনুন; পার্থ উত্তর দিকে গমন করিয়া নগর ও পর্ব্বত সহ নববর্ষকে জয় করিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপকে বশে আনিয়াছে এবং নিজবীর্য্যবলে সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া সকলের দেয় বার্ষিক কর ব্যবস্থা করত ধনরত্নসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ পুরীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। ভারত! অনন্তর জ্যেষ্ঠ মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা সে রাজসূয় মহাযজ্ঞ করাইয়াছে।৪১-৪৩

এইরূপ অনেক অসাধ্য কর্ম্মসমূহ অর্জ্জুন পূর্ব্বে করিয়াছে। সুতরাং এই ভুবনে বীর্য্যে অর্জ্জুনের সমান পুরুষ কোথাও নাই।৪৪

দেব, দানব, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ এবং এই জগতে বীর ধনুর্দ্ধর যত রাজা আছেন—মহীপতে! ইঁহারা সকলে যুগপৎ অর্জ্জুনকে ঘিরিয়া ফেলিয়াও তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সক্ষম নহেন।৪৫-৪৬

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি প্রতিদিন সর্ব্বদাই সজ্জনশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনির (অর্জ্জুনের) কথা চিন্তা করত তাহার ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকি।৪৭

পিতঃ! আমি প্রতি গৃহেই পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় গাণ্ডীব ও অক্ষয়তূণীরধারী অর্জ্জুনকে সদা দেখিতে পাই।৪৮

হে ভারত! আমি এমন ভীত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক পার্থকে ভয়ে শতসহস্র (লক্ষ) পার্থরূপে দেখিতে পাই এবং এই সম্পূর্ণ নগরকেও পার্থময় দেখি।৪৯

হে ভারত! আমি নির্জ্জন স্থানেও পার্থকে দেখিতে পাই; এমন কি স্বপ্নেতেও পার্থকে দেখিয়া অচেতনের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অবস্থান করি।৫০

অর্জ্জুনের ভয়ে আমি এমন ত্রস্ত থাকি যে, অকারাদি নাম শুনিলেই আমি ভীত হইয়া পড়ি; এমন কি 'অশ্ব' 'অর্থ' ও 'অজ' প্রভৃতি নামও আমার ত্রাস উৎপাদন করে।৫১

নাস্তি পার্থাদৃতে তাত পরবীরাদ্ ভয়ং মম।
প্রহ্লাদং বা বলিং বাপি হন্যাদ্ধি বিজয়ো রণে ॥৫২
তস্মাৎ তেন মহারাজ যুদ্ধমস্মজ্জনক্ষয়ম্।
অহং তস্য প্রভাবজ্ঞো নিত্যং দুঃখং বহামি চ ॥৫৩
পুরা হি দণ্ডকারণ্যে মারীচস্য যথা ভয়ম্।
ভবেদ্ রামে মহাবীর্য্যে তথা পার্থে ভয়ং মম॥৫৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

জানাম্যেব মহদ্ বীর্য্যং জিষ্ণোরেতদ্ দুরাসদম্।
তাত বীরস্য পার্থস্য মা কার্ষীস্ত্বং তু বিপ্রিয়ম্ ॥৫৫
দ্যূতং বা শস্ত্রযুদ্ধং বা দুর্বাক্যং বা কদাচন।
এতেষ্বেবং কৃতে তস্য বিগ্রহশ্চৈব বো ভবেৎ ॥
তস্মাৎ ত্বং পুত্র পার্থেন নিত্যং স্নেহেন বর্ত্তয় ॥৫৬
যশ্চ পার্থেন সম্বন্ধাদ্ বর্ত্ততে চ নরো ভুবি।
তস্য নাস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥
তস্মাৎ ত্বং জিষ্ণুনা বৎস নিত্যং স্নেহেন বর্ত্তয় ॥৫৭

দুর্য্যোধন উবাচ।

দ্যূতে পার্থস্য কৌরব্য মায়য়া নিকৃতিঃ কৃতা।
তস্মাদ্ধি তং জহি সদা হ্যন্যোপায়েন নো ভবেৎ ॥৫৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

উপায়শ্চ ন কর্ত্তব্যঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
পার্থান্ প্রতি পুরা বৎস বহূপায়াঃ কৃতাস্ত্বয়া ॥
তানুপায়ান্ হি কৌন্তেয়া বহুশো ব্যতিচক্রমুঃ ॥৫৯
তস্মাদ্ধিতং জীবিতায় নঃ কুলস্য জনস্য চ।
ত্বং চিকীর্ষসি চেদ্ বৎস সমিত্রঃ সহবান্ধবঃ।
সভ্রাতৃকস্ত্বং পার্থেন নিত্যং স্নেহেন বর্ত্তয় ॥৬০

পিতঃ! আমি পার্থ ভিন্ন অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বীরকে ভয় করি না। পার্থ যুদ্ধে প্রহ্লাদ বা বলিকেও বধ করিতে সক্ষম।৫২

হে মহারাজ! আমাদের সকলের বিনাশকারী যুদ্ধ পার্থের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব; আমি তাঁহার প্রভাব জানি, এজন্য সর্ব্বদাই দুঃখ অনুভব করি।৫৩

ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যে শ্রীরামচন্দ্র হইতে মারীচের যেরূপ ভীতি হইয়াছিল; পার্থ হইতে আমারও সেইরূপ ভয় উৎপন্ন হইয়াছে।৫৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে তাত! জিষ্ণুর (অর্জ্জুনের) এইরূপ দুর্দমনীয় মহাবীর্য্যের কথা বিশেষভাবেই আমি জানি, সুতরাং বীর পার্থের অপ্রিয় কিছু আচরণ করিও না।৫৫

তুমি যদি দ্যূত, শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ অথবা দুর্ব্বাক্য তাহাদিগকে বল, তাহা হইলেই তাহাদের সহিত তোমার কলহ হইবে; সুতরাং হে পুত্র! তুমি নিত্যই প্রীতির সহিত কুন্তীপুত্রগণের সঙ্গে বাস কর।৫৬

হে ভারত! যে ব্যক্তি পার্থের সহিত সদ্ভাবে বাস করিবে, এ তিন লোকে তাহার কোন ভয় থাকিবে না। সুতরাং হে বৎস! তুমি জিষ্ণুর (অর্জ্জুনের) সঙ্গে স্নেহের সহিত বাস কর।৫৭

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে কৌরব্য! পাশা খেলায় আমরা ছলনার দ্বারা পার্থের লাঞ্ছনা করিয়াছি। সুতরাং তাহাকে কৌশলে বধ করুন; অন্য কোনরূপেই পার্থের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।৫৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পাণ্ডবগণের বধের নিমিত্ত কপট উপায় পরিত্যাগ কর। তুমি ঐরূপ বহু উপায় অবলম্বন করিয়াছ; কিন্তু সে সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে সুতরাং তুমি যদি ভ্রাতৃ, মিত্র ও জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদের কুলের যথার্থ কোন হিত করিতে ইচ্ছা কর, তবে ভ্রাতৃগণের সহিত পার্থের সঙ্গে সর্ব্বদাই মিত্রভাবে ব্যবহার কর।৫৯-৬০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধৃতরাষ্ট্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং তু বিধিনা চোদিতোঽব্রবীৎ ॥৬১)
দুর্য্যোধন উবাচ।
ন ত্বয়েদং শ্রুতং রাজন্ যজ্জগাদ বৃহস্পতিঃ।
শক্রস্য নীতিং প্রবদন্ বিদ্বান্ দেবপুরোহিতঃ ॥৭
সর্ব্বোপায়ৈর্নিহন্তব্যাঃ শত্রবঃ শত্রুসূদন।
পুরা যুদ্ধাদ্ বলাদ্ বাপি প্রকুর্ব্বন্তি তবাহিতম্ ॥৮
তে বয়ং পাণ্ডবধনৈঃ সর্ব্বান্ সম্পূজ্য পার্থিবান্।
যদি তান্ যোধয়িষ্যামঃ কিং বৈ নঃ পরিহাস্যতি ॥৯
অহীনাশীবিষান্ ক্রুদ্ধান্ নাশায় সমুপস্থিতান্।
কৃত্বা কণ্ঠে চ পৃষ্ঠে চ কঃ সমুৎস্রষ্টুমর্হতি ॥১০
আত্তশস্ত্রা রথগতাঃ কুপিতাস্তাত পাণ্ডবাঃ।
নিঃশেষং বঃ করিষ্যন্তি ক্রুদ্ধা হ্যাশীবিষা ইব ॥১১
সন্নদ্ধো হ্যর্জ্জুনো যাতি বিধৃত্য পরমেষুধী।
গাণ্ডীবং মুহুরাদত্তে নিঃশ্বসংশ্চ নিরীক্ষতে ॥১২
গদাং গুর্ব্বীং সমুদ্যম্য ত্বরিতশ্চ বৃকোদরঃ।
স্বরথং যোজয়িত্বাশু নির্য্যাত ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৩
নকুলঃ খড়্গমাদায় চর্ম্ম চাপ্যর্দ্ধচন্দ্রবৎ।
সহদেবশ্চ রাজা চ চক্রুরাকারমিঙ্গিতৈঃ ॥১৪
তে ত্বাস্থায় রথান্ সর্ব্বে বহুশস্ত্রপরিচ্ছদান্।
অভিঘ্নন্তো রথব্রাতান্ সেনাযোগায় নির্যযুঃ ॥১৫
ন ক্ষংস্যন্তে তথাস্মাভির্জাতু বিপ্রকৃতা হি তে।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং কস্তেষাং ক্ষন্তুমর্হতি ॥১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন তখন মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া যেন বিধিপ্রেরিত হইয়াই বলিলেন।৬১)

দুর্য্যোধন বলিলেন,—হে রাজন্! দেবপুরোহিত বিদ্বান্ বৃহস্পতি ইন্দ্রকে রাজনীতি উপদেশ করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আপনি শুনেন নাই।৭

বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলিয়াছেন—হে শত্রুসূদন! সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুকে বধ করিবে। নতুবা যুদ্ধ বা বলপ্রকাশপূর্ব্বক শত্রুগণ তোমার অহিত সাধন করিবে।৮

আমরা যদি কৌশলে পাণ্ডবগণের সমস্ত ধন জয় করিয়া উহার দ্বারা সকল রাজগণকে বশীভূত করত তাঁহাদের দ্বারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করাইতে পারি; তাহা হইলে তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি হইবে?৯

নাশের জন্য উপস্থিত বিষধর ক্রুদ্ধ সর্পসমূহ পৃষ্ঠে ও কণ্ঠে ধারণ করত কে তাহাদের হাত হইতে ত্রাণ পাইতে পারে?১০

তাত! অস্ত্রধারী রথারোহী কুপিত পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ সর্পসমূহের ন্যায় তোমাদের সকলকে একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে।১১

ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব ও অক্ষয়তূণীরদ্বয় ধারণ করত কবচ পরিধান করিয়া অর্জুন যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে এবং বারবার গাণ্ডীব ধরিতেছে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে।১২

বৃকোদর বিশাল গদা কাঁধে লইয়া রথ সংযোজনা করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া যাইতেছেন—ইহা আমি শুনিলাম।১৩

সহদেব খড়্গ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার চর্ম্মধারণপূর্ব্বক এবং নকুল ও রাজা যুধিষ্ঠির ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গমন করিতেছেন।১৪

তাঁহারা বহু শস্ত্র ও পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রথসমূহে আরোহণপূর্ব্বক শত্রুপক্ষীয় রথগণকে সংহারের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী যোজনা করিবার জন্যই নির্গত হইয়াছেন।১৫

আমরা যেরূপভাবে তাহাদের অপমান এবং দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা তাহারা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না; কেই বা ইহা ক্ষমা করিতে পারে?১৬

পুনর্দীব্যাম ভদ্রং তে বনবাসায় পাণ্ডবৈঃ।
এবমেতান্ বশে কর্তুং শক্যামঃ পুরুষর্ষভ ॥১৭
তে বা দ্বাদশ বর্ষাণি বয়ং বা দ্যূতনির্জিতাঃ।
প্রবিশেম মহারণ্যমজিনৈঃ প্রতিবাসিতাঃ ॥১৮
ত্রয়োদশঞ্চ সজনে অজ্ঞাতাঃ পরিবৎসরম্।
জ্ঞাতাশ্চ পুনরন্যানি বনে বর্ষাণি দ্বাদশ ॥১৯
নিবসেম বয়ং তে বা তথা দ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্।
অক্ষানুপ্ত্বা পুনর্দ্যূতমিদং কুর্বন্তু পাণ্ডবাঃ ॥২০
এতৎ কৃত্যতমং রাজন্নস্মাকং ভরতর্ষভ।
অয়ং হি শকুনির্বেদ সবিদ্যামক্ষসম্পদম্ ॥২১
দৃঢ়মূলা বয়ং রাজ্যে মিত্রাণি পরিগৃহ্য চ।
সারবদ্ বিপুলং সৈন্যং সৎকৃত্য চ দুরাসদম্ ॥২২
তে চ ত্রয়োদশং বর্ষং পারয়িষ্যন্তি চেদ্ ব্রতম্।
জেষ্যামস্তান্ বয়ং রাজন্ রোচতাং তে পরন্তপ ॥২৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

তূর্ণং প্রত্যানয়স্বৈতান্ কামং ব্যধ্বগতানপি।
আগচ্ছন্তু পুনর্দ্যূতমিদং কুর্বন্তু পাণ্ডবাঃ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দ্রোণঃ সোমদত্তো বাহ্লীকশ্চৈব গৌতমঃ।
বিদুরো দ্রোণপুত্রশ্চ বৈশ্যাপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥২৫
ভূরিশ্রবাঃ শান্তনবো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ।
মা দ্যূতমিত্যভাষন্ত শমোঽস্ত্বিতি চ সর্বশঃ ॥২৬

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণের বনবাসের জন্য পুনরায় পাশা খেলিব। আপনার মঙ্গল হউক। এইরূপেই পাণ্ডবগণকে আমরা বশে আনিতে সক্ষম হইব।১৭

যে পাশা খেলায় হারিবে, সে দ্বাদশ বৎসর অজিন (মৃগচর্ম) পরিধান করত বনবাস করিবে এবং পরে ত্রয়োদশ বর্ষে অর্থাৎ এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবে। কিন্তু অজ্ঞাতবাস অবস্থায় যদি শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে জানিতে পারে, তবে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে।১৮-১৯

এইরূপ পণ রাখিয়া পুনরায় পাশাখেলা হউক,—আমি যদি হারি, তবে আমি বনে যাইব, আর তাহারা যদি হারে, তবে তাহারা বনে যাইবে—এই পণ রাখিয়া পাণ্ডবগণ খেলা আরম্ভ করুক।২০

হে ভরতকুলভূষণ মহারাজ! ইহাই এখন আমাদের মহান্ কর্ত্তব্য। মাতুল শকুনি অক্ষবিদ্যার সহিত উত্তমরূপে অক্ষক্রীড়া জানে।২১

আমরা এইভাবে তাহাদের সমস্ত সাম্রাজ্য জয় করিয়া বহু মিত্র সংগ্রহ করত রাজ্যে দৃঢ়মূল অর্থাৎ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইব এবং তাহাদেরই ধনরত্নের দ্বারা বলশালী বিপুল, শ্রেষ্ঠ ও দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী সংগঠন করিব।২২

রাজন্! যদি ত্রয়োদশ বর্ষকাল বনবাস করত তাহারা ফিরিয়া আসে, তবে যুদ্ধ করিয়া বিরাট্ সেনাবাহিনীর সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিব। হে শত্রুদমন! যদি এই পরামর্শ আপনার রুচিকর হয়, তবে অনুমতি দান করুন।২৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্র! পাণ্ডবগণ যতদূরই পথ যাউক না কেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাদিগকে শীঘ্র ফিরাইয়া আন। পুনরায় এইরূপ পণে পাণ্ডুপুত্রগণ অক্ষক্রীড়া করুক।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গৌতম (কৃপ), বিদুর, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, বীর্য্যবান্ সঞ্জয়, ভূরিশ্রবা, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং মহারথ বিকর্ণ ইহারা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং সর্বত্র এখন শান্তি বিরাজ করুক ইহাই জানাইলেন।২৫-২৬

অকামানাঞ্চ সর্বেষাং সুহৃদামর্থদর্শিনাম্।
অকরোৎ পাণ্ডবাহ্বানং ধৃতরাষ্ট্রঃ সুতপ্রিয়ঃ ॥২৭

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া দূরদর্শী সকল সুহৃদ্গণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাণ্ডবগণকে পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন।২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অনুদ্যূতপর্বণি যুধিষ্ঠির-প্রত্যানয়নে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপ্রত্যানয়নে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[গান্ধার্য্যা ধৃতরাষ্ট্রায় প্রবোধদানম্ ; ধৃতরাষ্ট্রস্য তত্রাস্বীকৃতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাব্রবীন্মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
পুত্রহার্দাদ্ ধর্মযুক্তা গান্ধারী শোককর্ষিতা ॥১
জাতে দুর্য্যোধনে ক্ষত্তা মহামতিরভাষত।
নীয়তাং পরলোকায় সাধ্বয়ং কুলপাংসনঃ ॥২
ব্যনদজ্জাতমাত্রো হি গোমায়ুরিব ভারত।
অন্তো নূনং কুলস্যাস্য কুরবস্তন্নিবোধত ॥৩
মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত।
মা বালানামশিষ্টানামভিমংস্থা মতিং প্রভো ॥৪
মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি।
বদ্ধং সেতুং কো নু ভিন্দ্যাদ্ ধমেচ্ছান্তঞ্চ পাবকম্ ॥৫
শমে স্থিতান্ কো নু পার্থান্ কোপয়েদ্ ভরতর্ষভ।
স্মরন্তং ত্বামাজমীঢ় স্মারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ ॥৬

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[গান্ধারী কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান এবং ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে অস্বীকৃতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ। তখন ধর্ম্মপ্রাণা শোকার্ত্তা গান্ধারী পুত্রস্নেহবশতঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন।১

দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রই মহামতি ক্ষত্তা (বিদুর) বলিয়াছিলেন যে, এই পুত্র কুলনাশক হইবে, সুতরাং ইহাকে এখনই পরলোকে প্রেরণ করা উচিত।২

হে ভারত! এই পুত্র জন্মিবামাত্রই শৃগালের ন্যায় শব্দ করিয়াছে, সুতরাং এই পুত্রের জন্য সমস্ত কুরুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ; হে কৌরবগণ! আপনারা ইহা অবধারণ করুন।৩

হে ভারত! আপনি নিজদোষে মহাসাগরে নিমজ্জিত হইবেন না। হে প্রভো! আপনি অশিষ্ট এই বালকগণের বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিবেন না।৪

এই কুলের ভয়াবহ বিনাশের প্রতি আপনি স্বয়ং কারণ হইবেন না। বদ্ধ সেতুকে কে বিনাশ করিতে চায় ও শান্ত অগ্নিকে কে প্রজ্বলিত করিতে চায়?৫

হে ভরতর্ষভ! শান্তিপ্রিয় পৃথাতনয়গণকে কে কুপিত করিতে সাহস করিবে? হে অজমীঢ়-বংশাবতংস! আপনি ইহা নিজেই বুঝিতেছেন, আমি পুনরায় ইহা আপনাকে স্মরণ করাইয়া

শাস্ত্রং ন শাস্তি দুর্বুদ্ধিং শ্রেয়সে চেতরায় চ।
ন বৈ বৃদ্ধো বালমতির্ভবেদ্ রাজন্ কথঞ্চন ॥৭

ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রা মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষুঃ।
তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ ॥৮
তথা তে ন কৃতং রাজন্ পুত্রস্নেহান্নরাধিপ।
তস্য প্রাপ্তং ফলং বিদ্ধি কুলান্তকরণায় যৎ ॥৯

শমেন ধর্মেণ নয়েন যুক্তা
যা তে বুদ্ধিঃ সাস্তু তে মা প্রমাদীঃ।
প্রধ্বংসিনী ক্রূরসমাহিতা শ্রী
র্মৃদুপ্রৌঢ়া গচ্ছতি পুত্রপৌত্রান্ ॥১০
অথাব্রবীন্মহারাজো গান্ধারীং ধর্মদর্শিনীম্।
অন্তঃ কামং কুলস্যাস্তু ন শক্নোমি নিবারিতুম্ ॥১১
যথেচ্ছন্তি তথৈবাস্তু প্রত্যাগচ্ছন্তু পাণ্ডবাঃ।
পুনর্দ্যূতঞ্চ কুর্বন্তু মামকাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অনুদ্যূতপর্বণি গান্ধারীবাক্যে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৫

দিতেছি মাত্র।৬

শাস্ত্র স্বাভাবিক দুষ্টবুদ্ধি মনুষ্যকে শাসন করিয়া কখনও কল্যাণপথে লইয়া যাইতে বা অকল্যাণের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া হে রাজন্! বৃদ্ধের বালবুদ্ধি অর্থাৎ বালকদিগের ন্যায় দুষ্টবুদ্ধি হওয়া কখনই উচিত নয়।৭

আপনিই পুত্রগণকে পরিচালনা করুন, উহারা আপনাকে যেন পরিচালনা না করে। পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে বিদীর্ণহৃদয় আপনার পুত্রগণ সম্পদ্ প্রাপ্ত হইলে আপনাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে। সুতরাং আপনি আমার কথায় এই কুলাঙ্গার পুত্রকে পরিত্যাগ করুন।৮

হে নরপতে! আপনি যদি পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া আমার কথানুসারে কাজ না করেন, তবে আপনি কুলনাশের জন্যই কাজ করিতেছেন বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে তাহার ফলও অচিরেই প্রাপ্ত হইবেন।৯

শমগুণ, ধর্ম্ম ও নীতির সহিত যুক্ত হইয়া আপনার যে বুদ্ধি পূর্ব্বে ছিল, এখন সেইরূপ বুদ্ধি হউক। আপনি প্রমাদগ্রস্ত হইবেন না। ক্রূর কর্ম্মের দ্বারা লব্ধ ঐশ্বর্য্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, মৃদুতা ও প্রবীণতার দ্বারা প্রাপ্ত যে ঐশ্বর্য্য, উহাই পুত্র পৌত্রাদিতে সংক্রমিত হয়।১০

তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মদর্শিনী গান্ধারীকে বলিলেন—কুলের অন্তই হউক, আমি ইহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহি।১১

আমার পুত্রগণ যাহা ইচ্ছা করিতেছে তাহাই হউক, পাণ্ডবগণ ফিরিয়া আসুক এবং আমার পুত্রগণ পাণ্ডবগণের সহিত পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হউক।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে গান্ধারীবাক্যে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৫

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[সর্ব্বেষাং নিষেধেঽপি ধৃতরাষ্ট্রস্যাদেশেন যুধিষ্ঠিরস্য পুনরক্ষ-ক্রীড়ারম্ভঃ, পরাজয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ব্যধ্বগতং পার্থং প্রাতিকামী যুধিষ্ঠিরম্।
উবাচ বচনাদ্ রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ ॥১

উপাস্তীর্ণা সভা রাজন্নক্ষানুপ্ত্বা যুধিষ্ঠির।
এহি পাণ্ডব দীব্যেতি পিতা ত্বাহেতি ভারত ॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধাতুর্নিয়োগাদ্ ভূতানি প্রাপ্নুবন্তি শুভাশুভম্।
ন নিবৃত্তিস্তয়োরস্তি দেবিতব্যং পুনর্যদি ॥৩

অক্ষদ্যূতে সমাহ্বানং নিয়োগাৎ স্থবিরস্য চ।
জানন্নপি ক্ষয়করং নাতিক্রমিতুমুৎসহে ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অসম্ভবে হেমময়স্য জন্তো—
তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।
প্রায়ঃ সমাসন্নপরাভবাণাং
ধিয়ো বিপর্য্যস্ততরা ভবন্তি ॥৫

ইতি ব্রুবন্ নিববৃতে ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ।
জানংশ্চ শকুনের্মায়াং পার্থো দ্যূতমিয়াৎ পুনঃ ॥৬

বিবিশুস্তে সভাং তাং তু পুনরেব মহারথাঃ।
ব্যথয়ন্তি স্ম চেতাংসি সুহৃদাং ভরতর্ষভাঃ ॥৭

যথোপজোষমাসীনাঃ পুনর্দ্যূতপ্রবৃত্তয়ে।
সবলোকবিনাশায় দৈবেনোপনিপীড়িতাঃ ॥৮

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[সকলের নিষেধ সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে যুধিষ্ঠিরের পুনরায় পাশা খেলা আরম্ভ ও পরাজয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর প্রাতিকামী অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে বলিল।১

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! সভাতে পাশা খেলার ছক পাতিয়া সকলে অবস্থান করিতেছেন; 'হে পাণ্ডব! তোমরা এস, পুনরায় পাশা খেলা কর;' আপনার জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য আপনাকে এই কথা বলিলেন।২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বিধাতার বিধানানুসারেই প্রাণিগণ শুভ বা অশুভ ফল পাইয়া থাকে। সুতরাং পুনরায় যদি পাশা খেলিতে হয়, তাহা হইলে অনিবার্য্য বিধাতার বিধানের হাত হইতে পরিত্রাণ নাই।৩

পুনরায় পাশাখেলা হইলে উহা ভয়ানক অনিষ্টকর হইবে—ইহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি; তথাপি বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের আহ্বানকে আমি উল্লঙ্ঘন করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না।৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্বর্ণময় কোন জন্তু হয় না—ইহা জানা সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণমৃগ দেখিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। বিপদ আসন্ন হইলে প্রায়শঃই মানুষের বুদ্ধি অত্যন্ত বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়।৫

এই কথা বলিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শকুনির কাপট্যকে জানিয়াও পৃথাতনয় পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।৬

সেই ভরতবংশাবতংস মহারথ পাণ্ডবগণ সুহৃদ্‌-গণের হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াই যেন পুনরায় সভায় প্রবিষ্ট হইলেন।৭

তাঁহারা যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিয়া যেন দৈবের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সর্ব্বলোকের বিনাশের নিমিত্ত পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।৮

শকুনিরুবাচ।

অমুঞ্চৎ স্থবিরো যদ্ বো ধনং পূজিতমেব তৎ।
মহাধনং গ্লহং ত্বেকং শৃণু ভো ভরতর্ষভ ॥৯
বয়ং বা দ্বাদশাব্দানি যুষ্মাভির্দ্যূতনির্জিতাঃ।
প্রবিশেম মহারণ্যং রৌরবাজিনবাসসঃ ॥১০
ত্রয়োদশঞ্চ সজনে অজ্ঞাতাঃ পরিবৎসরম্।
জ্ঞাতাশ্চ পুনরন্যানি বনে বর্ষাণি দ্বাদশ ॥১১
অস্মাভির্নির্জিতা যূয়ং বনে দ্বাদশ বৎসরান্।
বসধ্বং কৃষ্ণয়া সার্দ্ধমজিনৈঃ প্রতিবাসিতাঃ ॥১২
ত্রয়োদশঞ্চ সজনে অজ্ঞাতাঃ পরিবৎসরম্।
জ্ঞাতাশ্চ পুনরন্যানি বনে বর্ষাণি দ্বাদশ ॥১৩
ত্রয়োদশে চ নির্বৃত্তে পুনরেব যথোচিতম্।
স্বরাজ্যং প্রতিপত্তব্যমিতরৈরথবেতরৈঃ ॥১৪

অনেন ব্যবসায়েন সহাস্মাভির্যুধিষ্ঠির।
অক্ষানুপ্ত্বা পুনর্দ্যূতমেহি দীব্যস্ব ভারত ॥১৫
অথ সভ্যাঃ সভামধ্যে সমুচ্ছ্রিতকরাস্তদা।
ঊচুরুদ্বিগ্নমনসঃ সংবেগাৎ সর্ব এব হি ॥১৬

সভ্যা ঊচুঃ।

অহো ধিগ্ বান্ধবা নৈনং বোধয়ন্তি মহদ্ভয়ম্।
বুদ্ধ্যা বুধ্যেন্ন বা বুধ্যেদয়ং বৈ ভরতর্ষভঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

জনপ্রবাদান্ সুবহুন্ শৃণ্বন্নপি নরাধিপঃ।
হ্রিয়া চ ধর্মসংযোগাৎ পার্থো দ্যূতমিয়াৎ পুনঃ ॥১৮
জানন্নপি মহাবুদ্ধিঃ পুনর্দ্যূতমবর্ত্তয়ৎ।
অপ্যাসন্নো বিনাশঃ স্যাৎ কুরূণামিতি চিন্তয়ন্ ॥১৯

শকুনি বলিল,—হে ভরতর্ষভ! বৃদ্ধ রাজা আপনাদিগকে যে সমস্ত ধনসম্পদ্ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, উহা সমুচিত কার্য্যই হইয়াছে। এখন একটি মহামূল্য পণের বিষয় শ্রবণ করুন।৯

যদি এই পাশাখেলায় আমরা পরাজিত হই, তবে আমরা অজিন (মৃগচর্ম) বসন ধারণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিব।১০

এক বৎসর (ত্রয়োদশ বর্ষে) লোকালয়ে অজ্ঞাত-বাস করিব; যদি আমরা প্রকাশিত হইয়া পড়ি, তবে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিব।১১

এইরূপ আপনারা যদি পরাজিত হন, তবে কৃষ্ণার সহিত অজিন পরিধান করিয়া দ্বাদশ বৎসর আপনারা বনে বাস করিবেন।১২

ত্রয়োদশ বর্ষে (পরবর্ত্তী এক বৎসর) লোকালয়ে অজ্ঞাত বাস করিবেন; কিন্তু জ্ঞাত হইয়া পড়িলে পুনরায় বার বৎসর বনে বাস করিবেন।১৩

আমরা বা আপনারা যদি যথোক্তরীতিতে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিয়া ফিরিয়া আসি, তবে পুনরায় নিজ নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইব।১৪

হে যুধিষ্ঠির! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আসুন এবং পাশা ক্ষেপণ করিয়া আমাদের সহিত পাশা-খেলায় প্রবৃত্ত হউন।১৫

তখন সভামধ্যে সভ্যগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উত্তেজনাপূর্ণ স্বরে সকলেই বলিলেন।১৬

সভ্যগণ বলিলেন,—অহো ধিক্! এই দ্যূত হইতে পরিণামে মহাভয় উৎপন্ন হইবে—এই কথা ইহার বান্ধবগণ ইহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) কেন বুঝাইতেছেন না বুঝিতে পারিতেছিনা—যুধিষ্ঠির নিজের বুদ্ধিতে ইহা জানিতে পারিয়াছেন অথবা জানিতে পারেন নাই?১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পৃথাতনয় রাজা যুধিষ্ঠির বহু জনপ্রবাদ শ্রবণ করিয়াও কেবল ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন এই লজ্জায় পুনরায় দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।১৮

কৌরবগণের বিনাশ আসন্ন ইহা চিন্তা করিয়াই

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথং বৈ মদ্বিধো রাজা স্বধর্ম্মমনুপালয়ন্।
আহূতো বিনিবর্ত্তেত দীব্যামি শকুনে ত্বয়া ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং দৈববলাবিষ্টো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীষ্মদ্রোণৈর্বার্য্যমাণো বিদুরেণ চ ধীমতা ॥১

যুযুৎসুনা কৃপেণাথ সঞ্জয়েন চ ভারত।
গান্ধার্য্যা পৃথয়া চৈব ভীমার্জ্জুনযমৈস্তথা ॥২

বিকর্ণেন চ বীরেণ দ্রৌপদ্যা দ্রৌণিনা তথা।
সোমদত্তেন চ তথা বাহ্লীকেন চ ধীমতা ॥
বার্য্যমাণোঽপি সততং ন চ রাজা নিযচ্ছতি ॥৩)

শকুনিরুবাচ।
গবাশ্বং বহুধেনূকপর্য্যন্তমজাবিকম্।
গজাঃ কোশো হিরণ্যঞ্চ দাসীদাসাশ্চ সর্বশঃ ॥২১
এষ নো গ্লহ এবৈকো বনবাসায় পাণ্ডবাঃ।
যূয়ং বয়ং বা বিজিতা বসেম বনমাশ্রিতাঃ ॥২২
ত্রয়োদশঞ্চ বৈ বর্ষমজ্ঞাতাঃ সজনে তথা।
অনেন ব্যবসায়েন দীব্যাম পুরুষর্ষভাঃ ॥২৩
সমুৎক্ষেপেণ চৈকেন বনবাসায় ভারত।
প্রতিজগ্রাহ তং পার্থো গ্লহং জগ্রাহ সৌবলঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥২৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অনুদ্যূতপর্বণি পুনর্যুধিষ্ঠির-পরাভবে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৬

মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির পুনরায় দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে শকুনে! আমাদের ন্যায় স্বধর্ম্ম পালনকারী রাজা আহূত হইয়া দ্যূত হইতে কি করিয়া বিনিবৃত্ত হইতে পারে? সুতরাং হে শকুনে! তোমার সহিত আমি পাশা খেলিব।২০

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে দৈববলে আবিষ্ট ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, ধীমান্ বিদুর, যুযুৎসু, কৃপ, সঞ্জয়, গান্ধারী, পৃথা (কুন্তী), ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বীর বিকর্ণ, দ্রৌপদী অশ্বত্থামা, সোমদত্ত ও বাহ্লীক প্রভৃতির দ্বারা অনবরত নিবারিত হইয়াও দ্যূত হইতে নিবৃত্ত হইলেন না।১-৩)

শকুনি বলিল,—গো, অশ্ব, বহু ধেনু, মেষ, ছাগ, হস্তী, কোষ, সুবর্ণ, সকল দাস ও দাসী—এই সকল বস্তুই আমাদের বনবাসের নিমিত্ত পণস্বরূপ। হে পাণ্ডবগণ! আপনাদের বা আমাদের মধ্যে পরাজিত হইন, তিনিই দ্বাদশ বৎসর যিনিই বনবাস করিবেন।২১-২২

তারপর ত্রয়োদশ বর্ষে অর্থাৎ দ্বাদশবর্ষ বনবাসের পরবর্ত্তী বর্ষে লোকালয়ে অজ্ঞাতবাস করিবেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা পাশা খেলিব।২৩

ভারত! একবার পাশা নিক্ষেপ করিয়াই আমরা নির্ণয় করিব কে বনবাসে যাইবে। তখন শকুনির উক্ত পণ রাজা যুধিষ্ঠির স্বীকার করিলেন; শকুনি তখন পাশা নিক্ষেপ করিয়াই যুধিষ্ঠিরকে বলিল, "আমি জয়ী হইয়াছি"।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপরাজয়ে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৬

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃশাসনেন পাণ্ডবানামুপহাসঃ, ভীমার্জুন-নকুল- সহদেবানাং শত্রুবধার্থং প্রতিজ্ঞা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পরাজিতাঃ পার্থা বনবাসায় দীক্ষিতাঃ।
অজিনান্যুত্তরীয়াণি জগৃহুশ্চ যথাক্রমম্ ॥১
অজিনৈঃ সংবৃতান্ দৃষ্ট্বা হৃতরাজ্যানরিন্দমান্।
প্রস্থিতান্ বনবাসায় ততো দুঃশাসনোঽব্রবীৎ ॥২
প্রবৃত্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চক্রং রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
পরাজিতাঃ পাণ্ডবেয়া বিপত্তিং পরমাং গতাঃ ॥৩
অদ্যৈব তে সম্প্রযাতাঃ সমৈর্বর্ত্মভিরস্থলৈঃ।
গুণজ্যেষ্ঠাস্তথা শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেয়াংসো যদ্ বয়ং পরৈঃ ॥৪
নরকং পাতিতাঃ পার্থা দীর্ঘকালমনন্তকম্।
সুখাচ্চ হীনা রাজ্যাচ্চ বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৫
ধনেন মত্তা যে তে স্ম ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ প্রহাসিষুঃ।
তে নির্জিতা হৃতধনা বনমেষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৬
চিত্রান্ সন্নাহানবমুচ্য পার্থা
বাসাংসি দিব্যানি চ ভানুমন্তি।
বিবাস্যন্তাং রুরুচর্ম্মাণি সর্বে
যথা গ্লহং সৌবলস্যাভ্যুপেতাঃ ॥৭
ন সন্তি লোকেষু পুমাংস ঈদৃশা
ইত্যেব যে ভাবিতবুদ্ধয়ঃ সদা।
জ্ঞাস্যন্তি তেঽহত্মানমিমেঽদ্য পাণ্ডবা
বিপর্য্যয়ে ষণ্ডতিলা ইবাফলাঃ ॥৮

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[দুঃশাসনকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণকে উপহাস এবং ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের শত্রুবধার্থ প্রতিজ্ঞা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর পরাজিত পাণ্ডবগণ বনবাসের জন্য স্থিরনিশ্চয় হইয়া অজিনের (মৃগচর্মের) বস্ত্র ও উত্তরীয় যথাক্রমে গ্রহণ করিলেন।১

শত্রুদমন পাণ্ডবগণকে হৃতরাজ্য হইয়া অজিন-পরিধান করত বনগমন করিতে দেখিয়া তখন দুঃশাসন বলিল।২

ধৃতরাষ্ট্রতনয় মহাত্মা রাজা দুর্য্যোধনের সমগ্র সাম্রাজ্য আজ আরম্ভ হইল এবং পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়ামহাবিপদে পতিত হইল।৩

পাণ্ডবগণ সকলেই স্খলহীন সমানপথে আজই বনে চলিয়াছে। আজ আমরা প্রতিপক্ষ হইতে গুণ ও অবস্থা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন হইলাম।৪

সুখ ও রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া পৃথাতনয়-গণকে আমরা দীর্ঘকালের জন্য দুঃখরূপ নরকে পাতিত করিয়াছি। তাহারা আজ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে যাইবে। যাঁহারা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে এক সময় উপহাস করিয়াছেন; সেই পাণ্ডুপুত্রগণই আজ পরাজিত ও ধনহীন হইয়া বনে যাইতেছেন।৫-৬

সুবলতনয়ের পণকে যখন তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাঁহারা শরীরের মধ্যে স্থিত বিচিত্র কবচ ও মহামূল্য দিব্য উজ্জ্বল বস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া রুরুমৃগের চর্ম্মসমূহ পরিধান করুন।৭

তাঁহারা পূর্ব্বে সদা মনে করিতেন তাঁহাদের ন্যায় পুরুষ আর জগতে নাই ; তাঁহারাই এখন বুঝিতে পারিবেন যে বিপর্য্যয়ে পতিত হইয়া তাঁহারা অঙ্কুর উৎপাদনে অসমর্থ তিলের ন্যায় নিষ্ফল হইয়াছেন।৮

যজ্ঞে অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের অজিন (মৃগচর্ম) বস্ত্রের পরিধান যেমন দেখায়, আজ বলীয়ান্ মনস্বী পাণ্ডব-গণের এই অজিনবস্ত্রও তেমনই দেখাইতেছে—লক্ষ করুন। (এই বস্ত্র পরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে

ইদং হি বাসো যদি বেদৃশানাং
মনস্বিনাং রৌরবমাহবেষু।
অদীক্ষিতানামজিনানি যদ্বদ্
বলীয়সাং পশ্যত পাণ্ডবানাম্ ॥৯

মহাপ্রাজ্ঞঃ সৌমকির্যজ্ঞসেনঃ
কন্যাং পাঞ্চালীং পাণ্ডবেভ্যঃ প্রদায়।
অকার্ষীদ্ বৈ সুকৃতং নেহ কিঞ্চিৎ
ক্লীবাঃ পার্থাঃ পতয়ো যাজ্ঞসেন্যাঃ ॥১০

সূক্ষ্মপ্রাবারানজিনোত্তরীয়ান্
দৃষ্ট্বারণ্যে নির্ধনানপ্রতিষ্ঠান্।
কাং ত্বং প্রীতিং লপ্স্যসে যাজ্ঞসেনি
পতিং বৃণীষ্বেহ যমন্যমিচ্ছসি ॥১১

এতে হি সর্বে কুরবঃ সমেতাঃ
ক্ষান্তা দান্তাঃ সুদ্রবিণোপপন্নাঃ।
এষাং বৃণীষ্বৈকতমং পতিত্বে
ন ত্বাং তপেৎ কালবিপর্য্যয়োঽয়ম্ ॥১২

যথাফলাঃ ষণ্ডতিলা যথা চর্মময়া মৃগাঃ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে যথা কাকযবা অপি ॥১৩

কিং পাণ্ডবাংস্ত্বং পতিতানুপাস্য
মোঘঃ শ্রমঃ ষণ্ডতিলানুপাস্য।
এবং নৃশংসঃ পরুষাণি পার্থা-
নশ্রাবয়দ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ ॥১৪

তদ্ বৈ শ্রুত্বা ভীমসেনোঽত্যমর্ষী
নির্ভর্ৎস্যোচ্চৈঃ সন্নিগৃহ্যৈব রোষাৎ।
উবাচ চৈনং সহসৈবোপগম্য
সিংহো যথা হৈমবতঃ শৃগালম্ ॥১৫

ভীমসেন উবাচ।

ক্রূর পাপজনৈর্জুষ্টমকৃতার্থং প্রভাষসে।
গান্ধারবিদ্যয়া হি ত্বং রাজমধ্যে বিকত্থসে ॥১৬

কেমন দেখাইবে—হে সভ্যগণ! আপনারা ইহাও কল্পনার চোখে দেখুন)।৯

সোমকের পুত্র মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন যে নিজ কন্যা পাঞ্চালীকে পাণ্ডবগণের হস্তে প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কিছুই সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই; কারণ যাজ্ঞসেনীর পতি পার্থগণ সকলেই ক্লীব।১০

হে যাজ্ঞসেনি! অরণ্যমধ্যে বল্কলনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র, অজিনের উত্তরীয়সমূহ এবং নির্ধন ও অপ্রতিষ্ঠিত পতিগণকে দেখিয়া তুমি মনে কি প্রীতি লাভ করিতে পারিবে? তার চেয়ে তুমি বরং অন্য কোন ধনশালীকে পতিরূপে বরণ কর।১১

ক্ষমাশীল, দমগুণসম্পন্ন বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী এই কুরুবংশীয়েরা সভায় উপস্থিত আছেন, তুমি ইহাদের কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর; এই ভাগ্য বিপর্য্যয় যেন তোমাকে তাপদান না করে অর্থাৎ পতিগণের কালবিপর্য্যয়প্রযুক্ত যে দুঃখসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কেন উহা ভোগ করিয়া পরিতাপ করিবে?।১২

অঙ্কুরজননশক্তিহীন তিল, চর্ম্মময় মৃগ এবং তণ্ডুলহীন যব যেমন নিষ্ফল, এই পাণ্ডবগণও তেমনই সর্ব্বকর্ম্মেই এখন নিষ্ফল।১৩

অঙ্কুরপ্রজনন সামর্থ্যহীন তিল তুল্য ধনরত্ন হইতে বিচ্যুত এই পাণ্ডবগণকে উপাসনা করিয়া তোমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে—এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুঃশাসন নির্দ্দয়ের ন্যায় পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া বহু অশ্রাব্য কর্কশ বাক্য বলিল।১৪

দুঃশাসনের কটুবাক্য শ্রবণে অসহিষ্ণু ভীমসেন, হিমালয়ের সিংহ যেমন শৃগালের নিকট গর্জ্জন করিয়া উপস্থিত হয়, তেমনই দুঃশাসনের নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্রোধবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন।১৫

ভীমসেন বলিলেন—রে ক্রূর! পাপিষ্ঠ লোক যেরূপ কুৎসিত কথা বলে, তুইও সেইরূপ কুৎসিত

যথা তুদসি মর্ম্মাণি বাক্‌শরৈরিহ নো ভৃশম্।
তথা স্মারয়িতা তেঽহং কৃন্তন্ মর্ম্মাণি সংযুগে ॥১৭

যে চ ত্বামনুবর্ত্তন্তে ক্রোধলোভবশানুগাঃ।
গোপ্তারঃ সানুবন্ধাংস্তান্ নেতাস্মি যমসাদনম্ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবাণমজিনৈর্বিবাসিতং
দুঃশাসনস্তং পরিনৃত্যতি স্ম।
মধ্যে কুরূণাং ধর্ম্মনিবদ্ধমার্গং
গৌর্গৌরিতি স্মাহ্বয়ন্ মুক্তলজ্জঃ ॥১৯

ভীমসেন উবাচ।

নৃশংস পরুষং বক্তুং শক্যং দুঃশাসন ত্বয়া।
নিকৃত্যা হি ধনং লব্ধ্বা কো বিকত্থিতুমর্হসি ॥২০

মৈব স্ম সুকৃতাঁল্লোকান্ গচ্ছেৎ পার্থো বৃকোদরঃ।
যদি বক্ষো হি তে ভিত্ত্বা ন পিবেচ্ছোণিতং রণে ॥২১

ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ রণে হত্বা মিষতাং সর্ব্বধন্বিনাম্।
শমং গন্তাস্মি নচিরাৎ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য রাজা সিংহগতেঃ সখেলং
দুর্য্যোধনো ভীমসেনস্য হর্ষাৎ।
গতিং স্বগত্যানুচকার মন্দো
নির্গচ্ছতাং পাণ্ডবানাং সভায়াঃ ॥২৩

নৈতাবতা কৃতমিত্যব্রবীৎ তং
বৃকোদরঃ সন্নিবৃত্তার্দ্ধকায়ঃ।
শীঘ্রং হি ত্বাং নিহতং সানুবন্ধং
সংস্মার্য্যাহং প্রতিবক্ষ্যামি মূঢ় ॥২৪

কথা বলিতেছিস্। গান্ধার-বিভার অর্থাৎ শকুনির প্রভাবে পাশায় জিতিয়া রাজগণের সমক্ষে খুব বড় বড় কথা বলিতেছিস্।১৬

তুই যেরূপ বাক্যরূপ শরসমূহ দ্বারা আমাদিগকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছিস্, আমিও তেমনই যুদ্ধক্ষেত্রে তোকে এই কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়া তোর মর্ম্মচ্ছেদন করিব।১৭

তখন যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তোর অনুবর্ত্তন করিবে এবং তোকে রক্ষা করিতে আসিবে, সপরিবারে তাহাদের সকলকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অজিন পরিধান করত বনবাসে গমনোন্মুখ ভীম যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা প্রতিকারের পথ রুদ্ধ হওয়ায় ভীম তৎক্ষণাৎ কিছুই করিতে পারিবে না ইহা বুঝিয়া দুঃশাসন লজ্জা পরিত্যাগ করত কৌরবগণের মধ্যে ভীমকে 'এটা গোরু' 'এটা গোরু' এইরূপে আহ্বান করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।১৯

ভীমসেন বলিলেন,—রে দুঃশাসন! রে নৃশংস! তোর পক্ষে এইরূপ কর্কশবাক্য বলা সম্ভবপর; কাপট্যের দ্বারা ধনলাভ করিয়া তুই ভিন্ন আর কে এইরূপ দম্ভ করিতে পারে?২০

আজ আমি পুনরায় সকলের সমক্ষে বলিতেছি যে, পৃথানন্দন বৃকোদর যদি যুদ্ধে তোর বক্ষদেশ ভেদ করিয়া রক্তপান না করে, তাহা হইলে পুণ্যার্জ্জিত সমস্ত লোক যেন তাহার বিনষ্ট হয়।২১

সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রকে যুদ্ধে অবিলম্বে বধ করিয়াই শান্তিলাভ করিব, নতুবা নহে—ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্যূতসভা হইতে যখন পাণ্ডবগণ গমন করিতেছিলেন, তখন মন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন আনন্দে সিংহের ন্যায় গতিশীল ভীমসেনের গতিকে অনুকরণ করত খেলা করিতে লাগিলেন (ভ্যাংচাইতে লাগিলেন)।২৩

ভীম তখন শরীরকে অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন—"ইহার দ্বারাই তোমার সব কাজ

এবং সমীক্ষ্যাত্মনি চাবমানং
নিযম্য মন্যুং বলবান্ স মানী।
রাজানুগঃ সংসদি কৌরবাণাং
বিনিষ্ক্রামন্ বাক্যমুবাচ ভীমঃ ॥২৫

ভীমসেন উবাচ।

অহং দুর্য্যোধনং হন্তা কর্ণং হন্তা ধনঞ্জয়ঃ।
শকুনিং চাক্ষকিতবং সহদেবো হনিষ্যতি ॥২৬
ইদঞ্চ ভূয়ো বক্ষ্যামি সভামধ্যে বৃহদ্ বচঃ।
সত্যং দেবাঃ করিষ্যন্তি যন্নো যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥২৭
সুযোধনমিদং পাপং হন্তাস্মি গদয়া যুধি।
শিরঃ পাদেন চাস্যাহমধিষ্ঠাস্যামি ভূতলে ॥২৮

বাক্যশূরস্য চৈবাস্য পরুষস্য দুরাত্মনঃ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পাতাস্মি মৃগরাড়িব ॥২৯

অর্জুন উবাচ।

নৈবং বাচা ব্যবসিতং ভীম বিজ্ঞায়তে সতাম্।
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে দ্রষ্টারো যদ্ ভবিষ্যতি ॥৩০

ভীমসেন উবাচ।

দুর্য্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ দুরাত্মনঃ।
দুঃশাসনচতুর্থানাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥৩১

অর্জুন উবাচ।

অসূয়িতারং দ্রষ্টারং প্রবক্তারং বিকত্থনম্।
ভীমসেননিয়োগাৎ তে হন্তাহং কর্ণমাহবে ॥৩২

শেষ হইল" ইহা মনে করিও না। রে মূঢ়! তোমার এই সকল আচরণের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শীঘ্রই যুদ্ধে জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়াই ইহার প্রত্যুত্তর দিব।২৪

এইরূপে আত্মাবমান দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুভিত হইলেও মানী ভীমসেন বিচারবুদ্ধির বলে নিজ ক্রোধকে সংযত করিলেন এবং কৌরবগণের সভায় রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করত বিনিষ্ক্রান্ত হইবার সময় তিনি সকলকে শুনাইয়া এই কথা বলিলেন।২৫

ভীমসেন বলিলেন,—আমি দুর্য্যোধনকে, ধনঞ্জয় কর্ণকে এবং কপট দ্যূতকারী শকুনিকে সহদেব বধ করিবে।২৬

এই সভামধ্যে আমি পুনরায় এই কথা গুরুত্বপূর্ণ সহকারে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার এই কথা দেবতাগণ সত্য করিবেন। যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তখন আমি সেই যুদ্ধে পাপিষ্ঠ এই দুর্য্যোধনকে গদাঘাতে হত্যা করিব এবং পদাঘাতে ইহার মস্তক ভূতলে শায়িত করিব।২৭-২৮

সিংহ যেমন মৃগের রক্ত পান করে, আমিও তেমনই এই বাক্যবীর কর্কশভাষণকারী দুঃশাসনের বক্ষঃ ভেদ করিয়া রুধির পান করিব।২৯

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে ভীম! সজ্জনগণ মনে মনে যাহা নিশ্চয় করেন, তাঁহারা মুখে এইরূপ উহা প্রকাশ করেন না; আজ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে যাহা সংঘটিত হইবে, তাহা সকলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন। (মুখে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই)।৩০

ভীমসেন বলিলেন,—(আজ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে) এই পৃথিবী দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুরাত্মা শকুনি ও চতুর্থজন দুঃশাসন—এই চারিজনের নিশ্চয়ই শোণিত পান করিবেন।৩১

অর্জ্জুন বলিলেন,—ভীমসেনের আদেশ অনুসারে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অসূয়াকারী (গুণে দোষারোপকারী), (দ্রৌপদীর বিবস্ত্রীকরণাদির প্ররোচনা দানপূর্ব্বক) সকল কুৎসিত কর্ম্মের দ্রষ্টা এবং অতি কুৎসিত বাক্য ও দম্ভের প্রবক্তা এই কর্ণকে আমি যুদ্ধে স্বয়ং বধ করিব।৩২

অর্জুনঃ প্রতিজানীতে ভীমস্য প্রিয়কাম্যয়া।
কর্ণং কর্ণানুগাংশ্চৈব রণে হন্তাস্মি পত্রিভিঃ ॥৩৩
যে চান্যে প্রতিযোৎস্যন্তি বুদ্ধিমোহেন মাং নৃপাঃ।
তাংশ্চ সর্বানহং বাণৈর্নেতাস্মি যমসাদনম্ ॥৩৪
চলেদ্ধি হিমবান্ স্থানান্নিষ্প্রভঃ স্যাদ্ দিবাকরঃ।
শৈত্যং সোমাৎ প্রণশ্যেত মৎসত্যং বিচলেদ্ যদি ॥৩৫
ন প্রদাস্যতি চেদ্ রাজ্যমিতো বর্ষে চতুর্দশে।
দুর্য্যোধনোঽভিসৎকৃত্য সত্যমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৩৬
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তবতি পার্থে তু শ্রীমান্ মাদ্রবতীসুতঃ।
প্রগৃহ্য বিপুলং বাহুং সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥৩৭
সৌবলস্য বধং প্রেপ্সুরিদং বচনমব্রবীৎ।
ক্রোধসংরক্তনয়নো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ ॥৩৮
সহদেব উবাচ।
অক্ষান্ যান্ মন্যসে মূঢ় গান্ধারাণাং যশোহর।
নৈতেঽক্ষা নিশিতা বাণাস্ত্বয়ৈতে সমরে বৃতাঃ ॥৩৯
যথা চৈবোক্তবান্ ভীমস্ত্বামুদ্দিশ্য সবান্ধবম্।
কর্তাহং কর্মণস্তস্য কুরু কার্য্যাণি সর্বশঃ ॥৪০
হন্তাস্মি তরসা যুদ্ধে ত্বামেবেহ সবান্ধবম্।
যদি স্থাস্যসি সংগ্রামে ক্ষত্রধর্মেণ সৌবল ॥৪১
সহদেববচঃ শ্রুত্বা নকুলোঽপি বিশাম্পতে।
দর্শনীয়তমো নৃণামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৪২

ভীমের প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই আমি অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নিশিত শরসমূহের দ্বারা কর্ণ ও কর্ণের অনুগামিগণকে যুদ্ধে বধ করিব।৩৩

বুদ্ধির ব্যামোহবশতঃ অন্য যে সকল যোদ্ধা নৃপ আমার সহিত প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের সকলকে আমি বাণের দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব।৩৪

যদি আমার প্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হয় অর্থাৎ অন্যথা হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে—হিমালয়ও স্থানভ্রষ্ট হইতে পারে, দিবাকরও প্রভাশূন্য হইতে পারে এবং চন্দ্রও শৈত্য পরিত্যাগ করিতে পারে।৩৫

যদি আজ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে এই দুর্য্যোধন সৎকারপূর্ব্বক আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, আমি যাহা তবে বলিলাম, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে।৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন এই কথা বলিলে শ্রীমান্ মাদ্রীনন্দন প্রতাপশালী সহদেব তাহার বিশাল বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক সুবলতনয় শকুনির বধের ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আরক্তনয়নে এই কথা বলিলেন।৩৭-৩৮

সহদেব বলিলেন,—রে গান্ধাররাজের যশোহরণকারী মূর্খ! যেগুলিকে তুই পাশার গুটি মনে করিতেছিস্, ঐগুলি পাশার গুটি নয়, তীক্ষ্ণ শর; ঐ তীক্ষ্ণ শররূপী পাশার গুটিগুলিকেই তুই যুদ্ধে বরণ করিয়া লইলি।৩৯

বন্ধু-বান্ধবের সহিত তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আর্য্য ভীমসেন যাহা বলিলেন, আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব। সুতরাং তুমি নিজ জীবন রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কর।৪০

হে সৌবল! তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করত যুদ্ধে সম্মুখীন হইও, তাহা হইলে আমি সবান্ধবে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করিব।৪১

হে বিশাম্পতে! তখন সহদেবের কথা শুনিয়া মনোহররূপধারী নকুলও সেই সময় সকল লোকের সমক্ষে বলিলেন।৪২

নকুল উবাচ ।

সুতেয়ং যজ্ঞসেনস্য দ্যূতেঽস্মিন্ ধৃতরাষ্ট্রজৈঃ ।
যৈর্বাচঃ শ্রাবিতা রূক্ষাঃ স্থিতৈর্দুর্য্যোধনপ্রিয়ে ॥৪৩
তান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্বৃত্তান্ মুমূর্ষূন্ কালনোদিতান্ ।
গময়িষ্যামি ভূয়িষ্ঠানহং বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥৪৪
নিদেশাদ্ ধর্ম্মরাজস্য দ্রৌপদ্যাঃ পদবীং চরন্ ।
নির্ধার্ত্তরাষ্ট্রাং পৃথিবীং কর্ত্তাস্মি নচিরাদিব ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সর্ব্বে ব্যায়তবাহবঃ ।
প্রতিজ্ঞা বহুলাঃ কৃত্বা ধৃতরাষ্ট্রমুপাগমন্ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি অনুদ্যূতপর্ব্বণি পাণ্ডব-প্রতিজ্ঞাকরণে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭

নকুল বলিলেন,—এই দ্যূতসভায় যজ্ঞসেনের এই কন্যা দ্রৌপদীকে যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নানাপ্রকার কুৎসিত অশ্রাব্য কর্কশ বাক্যসকল বলিয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সেই দুর্বৃত্ত কালপ্রেরিত মুমূর্ষু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের অধিকাংশকেই আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব ।৪৩-৪৪

দ্রৌপদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মরাজের নির্দ্দেশে আমি অচিরকালমধ্যে পৃথিবীকে নির্ধার্ত্তরাষ্ট্র (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিহীন) করিব ।৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ সকলেই বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক বহু প্রতিজ্ঞা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে পাণ্ডব-প্রতিজ্ঞানামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৭৭

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রাদিভ্যো গমনানুমতিং গৃহীত্বা যুধিষ্ঠিরস্য প্রস্থানম্, নিজগৃহে কুন্তীং স্থাপয়িতুং বিদুরস্য প্রস্তাবঃ, পাণ্ডবেভ্যো বিদুরস্যোপদেশশ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আমন্ত্রয়ামি ভরতাংস্তথা বৃদ্ধং পিতামহম্ ।
রাজানং সোমদত্তঞ্চ মহারাজঞ্চ বাহ্লিকম্ ॥১
দ্রোণং কৃপং নৃপাংশ্চান্যানশ্বত্থামানমেব চ ।
বিদুরং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ ধার্ত্তরাষ্ট্রাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২
যুযুৎসুং সঞ্জয়ং চৈব তথৈবান্যান্ সভাসদঃ ।
সর্ব্বানামন্ত্র্য গচ্ছামি দ্রষ্টাস্মি পুনরেত্য বঃ ॥৩

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান, কুন্তীকে নিজ গৃহে রাখিতে বিদুরের প্রস্তাব এবং পাণ্ডবগণের প্রতি বিদুরের উপদেশ ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতবংশাবতংসগণ, বৃদ্ধ পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লীক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, অন্যান্য নৃপতিবৃন্দ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, যুযুৎসু, সঞ্জয় এবং অন্যান্য সভ্যবৃন্দ সকলকে আমন্ত্রণ করত আমি বনে গমন করিতেছি, ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সকলকে পুনরায় দর্শন করিব ।১-৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ন চ কিঞ্চিদথোচুস্তং হ্রিয়া সন্না যুধিষ্ঠিরম্।
মনোভিরেব কল্যাণং দধ্যুস্তে তস্য ধীমতঃ ॥৪

বিদুর উবাচ।

আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী নারণ্যং গন্তুমর্হতি।
সুকুমারী চ বৃদ্ধা চ নিত্যঞ্চৈব সুখোচিতা ॥৫
ইহ বৎস্যতি কল্যাণী সৎকৃতা মম বেশ্মনি।
ইতি পার্থা বিজানীধ্বমগদং বোঽস্তু সর্ব্বশঃ ॥৬

পাণ্ডবা ঊচুঃ।

তথেত্যুক্ত্বাব্রুবন্ সর্ব্বে যথা নো বদসেঽনঘ।
ত্বং পিতৃব্যঃ পিতৃসমো বয়ঞ্চ ত্বৎপরায়ণাঃ ॥৭
যথাজ্ঞাপয়সে বিদ্বংস্ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ।
যচ্চান্যদপি কর্ত্তব্যং তদ্ বিধৎস্ব মহামতে ॥৮

বিদুর উবাচ।

যুধিষ্ঠির বিজানীহি মমেদং ভরতর্ষভ।
নাধর্ম্মেণ জিতঃ কশ্চিদ্ ব্যথতে বৈ পরাজয়ে ॥৯
ত্বং বৈ ধর্ম্মং বিজানীষে যুদ্ধে জেতা ধনঞ্জয়ঃ।
হন্তারীণাং ভীমসেনো নকুলস্ত্বর্থসংগ্রহী ॥১০
সংযন্তা সহদেবস্তু ধৌম্যো ব্রহ্মবিদুত্তমঃ।
ধর্ম্মার্থকুশলা চৈব দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী ॥১১
অন্যোন্যস্য প্রিয়াঃ সর্ব্বে তথৈব প্রিয়দর্শনাঃ।
পরৈরভেদ্যাঃ সন্তুষ্টাঃ কো বো ন স্পৃহয়েদিহ ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণের উত্তরে সভাসদ্গণ লজ্জাবশতঃ কেহই তাঁহাকে মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে সকলেই ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনা করিলেন ।৪

বিদুর বলিলেন,—এই আর্য্যা কুন্তী রাজনন্দিনী, সুকুমারী ও বৃদ্ধা, আজন্ম সুখে লালিতা পালিতা হইয়াছেন, তিনি বনে গমন করিতে পারিবেন না ।৫

তিনি সৎকৃতা হইয়া আমার গৃহেই বাস করিবেন। হে পার্থগণ! তোমরা সকলেই ইহা অবগত হও (তোমরা অন্যান্য কার্য্যগুলির ব্যবস্থা কর, কুন্তীর জন্য চিন্তা করিও না)। আমার এই শুভকামনা রহিল যে, তোমরা সর্ব্বদা নীরোগ হইয়া সুখে থাকিবে ।৬

পাণ্ডবগণ বলিলে,—'আচ্ছা' তাহাই হইবে'। এই কথা বলিয়া তাঁহারা আরও বলিলেন, হে নিষ্পাপ! আপনি আমাদের পিতৃতুল্য পিতৃব্য (পিতার কনিষ্ঠভ্রাতা), তাই আমরা সর্ব্বদা আপনার শরণাগত ।।৭

হে বিজ্ঞ! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই আমাদের পালনীয়; কারণ, আপনি আমাদের পরম গুরু। হে মহামতে! ইহা ছাড়া আর কি করণীয়, তাহা আপনি বলুন ।৮

বিদুর বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ যুধিষ্ঠির! আমার এই উপদেশ মনে রাখিবে যে, অধর্ম্মের দ্বারা পরাজিত হইয়া কেহ চিত্তে ব্যথা অনুভব করে না ।৯

তুমি ধর্ম্মকে জান (সুতরাং ধর্ম্মে অটল থাকিবে), যুদ্ধে ধনঞ্জয় জয়লাভ করিবে, ভীম শত্রুগণের বিনাশ-সাধন করিবে এবং নকুল অর্থসংগ্রহ করিবে ।১০

সহদেব সমস্ত কার্য্যের পরিচালনা করিবে, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ধৌম্য এবং ধর্ম্ম ও অর্থনীতিতে নিপুণা ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদী সর্ব্বদা তোমাদের ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিবে ।১১

তোমরা সকলেই প্রিয়দর্শন, পরস্পর পরম-প্রীতিসম্পন্ন, শত্রুগণকর্ত্তৃক অভেদ্য এবং সর্ব্বদা নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট। সুতরাং এই জগতে তোমাদিগকে কোন ব্যক্তি না অভিলাষ করিবে? ।১২

এষ বৈ সর্বকল্যাণঃ সমাধিস্তব ভারত।
নৈনং শত্রুর্বিষহতে শক্রেণাপি সমোহপ্যুত ॥১৩
হিমবত্যনুশিষ্টোহসি মেরুসাবর্ণিনা পুরা।
দ্বৈপায়নেন কৃষ্ণেন নগরে বারণাবতে ॥১৪
ভৃগুতুঙ্গে চ রামেণ দৃষদ্বত্যাঞ্চ শম্ভুনা।
অশ্রৌষীরসিতস্যাপি মহর্ষেরঞ্জনং প্রতি ॥১৫
কল্মাষীতীরসংস্থস্য গতস্ত্বং শিষ্যতাং ভৃগোঃ।
দ্রষ্টা সদা নারদস্তে ধৌম্যস্তেঽয়ং পুরোহিতঃ ॥১৬
মা হাসীঃ সাম্পরায়ে ত্বং বুদ্ধিং তামৃষিপূজিতাম্।
পুরূরবসমৈলং ত্বং বুদ্ধ্যা জয়সি পাণ্ডব ॥১৭
শক্ত্যা জয়সি রাজ্ঞোহন্যানৃষীন্ ধর্মোপসেবয়া।
ঐন্দ্রে জয়ে ধৃতমনা যাম্যে কোপবিধারণে ॥১৮

হে ভারত! তোমার এই যে সমাধি অর্থাৎ ক্ষমাশীলতাদি নিয়মবিশেষ, ইহা সর্বপ্রকার কল্যাণের জনক। এইরূপ শুভনিয়মবিশিষ্ট রাজাকে ইন্দ্রতুল্য শত্রুও কখনও পরাভূত করিতে পারে না।১৩

তুমি পূর্ব্বে হিমালয়ে অবস্থানকালে মেরুসাবর্ণির নিকট বিভিন্ন শাস্ত্রবিষয়ে উপদেশ পাইয়াছ। বারণাবতনগরে শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তোমাকে উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ ভৃগুতুঙ্গনামক পর্ব্বতে পরশুরাম, দৃষদ্বতী নদীর তীরে স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর এবং অঞ্জননামক পর্ব্বতে মহর্ষি অসিতের উপদেশও তুমি শুনিয়াছ।১৪-১৫

তা ছাড়া কল্মাষী নদীর তীরে অবস্থিত মহর্ষি ভৃগুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ। স্বয়ং দেবর্ষি নারদ তোমার পরিদর্শক এবং এই ধৌম্য তোমার পুরোহিত।১৬

পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ঋষিগণপূজিত যে পরলোকবিষয় বুদ্ধি, ইহা কখনও পরিত্যাগ করিও না। হে পাণ্ডব! তুমি বুদ্ধিবলে ইলাপুত্র পুরূরবাকেও জয় করিতে সমর্থ।১৭

তুমি নিজের শক্তিতে সমস্ত রাজাকে এবং ধর্মোপাসনাদ্বারা ঋষিগণকেও জয় করিবে। ইন্দ্রের ন্যায় জয়শক্তি, যমের ন্যায় ক্রোধসংযমন শক্তি তুমি লাভ কর।১৮

তথা বিসর্গে কৌবেরে বারুণে চৈব সংযমে।
আত্মপ্রদানং সৌম্যত্বমদ্ভ্যশ্চৈবোপজীবনম্ ॥১৯
ভূমেঃ ক্ষমা চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্বলং প্রাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদম্ ॥২০

অগদং বোঽস্তু ভদ্রং বো দ্রষ্টাস্মি পুনরাগতান্।
আপদ্ধর্মার্থকৃচ্ছ্রেষু সর্বকার্য্যেষু বা পুনঃ ॥২১

যথাবৎ প্রতিপদ্যেথাঃ কালে কালে যুধিষ্ঠির।
আপৃষ্টোঽসীহ কৌন্তেয় স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভারত ॥২২

কৃতার্থং স্বস্তিমন্তং ত্বাং দ্রক্ষ্যামঃ পুনরাগতম্।
ন হি বো বৃজিনং কিঞ্চিদ্ বেদ কশ্চিৎ পুরা কৃতম্ ॥২৩

কুবেরের ন্যায় দানশক্তি এবং বরুণের ন্যায় সংযমশক্তি, চন্দ্রের ন্যায় আত্মপ্রদান শক্তি ও জলের ন্যায় জীবন শক্তি তুমি লাভ কর।১৯

ভূমির ন্যায় ক্ষমাশক্তি, সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমস্ত তেজঃশক্তি, বায়ুর ন্যায় বল এবং সমস্ত প্রাণীর নিকট হইতে আত্মসম্পদ তুমি লাভ কর।২০

তোমরা সকলে ব্যাধিশূন্য হও, তোমাদের কল্যাণ হউক, পুনরায় তোমাদিগকে এখানে প্রত্যাগত দেখিব। আপদকাল, ধর্ম্ম, অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকার্য্যেই যথাকালে বুদ্ধিবলে তুমি কল্যাণ লাভ করিবে। হে ভারত! তোমাকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি; হে কৌন্তেয়! তোমার কল্যাণ হউক।২১-২২

তোমরা কখনও কোন পাপ করিয়াছ বলিয়া

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি অনুদ্যূতপর্ব্বণি যুধিষ্ঠির-বনপ্রস্থানেঽষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা পাণ্ডবঃ সত্যবিক্রমঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ নমস্কৃত্য প্রাতিষ্ঠত যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

আজ পর্য্যন্ত জানিনা। সুতরাং কৃতার্থ ও স্বস্তিমান্ অবস্থায় তোমাকে পুনরায় দর্শন করিব—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিদুর এইরূপ উপদেশ করিলে সত্যবিক্রম পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণকে প্রণাম করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরপ্রস্থানে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৮

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তীসমীপে কৃষ্ণায়া বনগমনস্যানুমতিপ্রার্থনা, কুন্ত্যা বিলাপঃ, নগরবাসিনাং শোকোচ্ছ্বাসশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ সম্প্রস্থিতে কৃষ্ণা পৃথাং প্রাপ্য যশস্বিনীম্।
অপৃচ্ছদ্ ভৃশদুঃখার্ত্তা যাশ্চান্যাস্তত্র যোষিতঃ ॥১

যথার্হং বন্দনাশ্লেষান্ কৃত্বা গন্তুমিয়েষ সা।
ততো নিনাদঃ সুমহান্ পাণ্ডবান্তঃপুরেঽভবৎ ॥২

কুন্তী চ ভৃশসন্তপ্তা দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য গচ্ছতীম্।
শোকবিহ্বলয়া বাচা কৃচ্ছ্রাদ্ বচনমব্রবীৎ ॥৩

বৎসে শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ।
স্ত্রীধর্ম্মাণামভিজ্ঞাসি শীলাচারবতী তথা ॥৪

ন ত্বাং সন্দেষ্টুমর্হামি ভর্ত্তৄন্ প্রতি শুচিস্মিতে।
সাধ্বীগুণসমাপন্না ভূষিতং তে কুলদ্বয়ম্ ॥৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[কৃষ্ণাকর্ত্তৃক কুন্তীর নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা, কুন্তীর বিলাপ ও নগরবাসিগণের শোকোচ্ছ্বাস]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির যখন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃষ্ণা যশস্বিনী পৃথার (কুন্তীর) নিকট যাইয়া এবং অন্যান্য অন্তঃপুর-নারীগণের নিকট অত্যন্ত দুঃখার্ত্তা হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন।১

তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আলিঙ্গন করত যখন তিনি বনে যাইতে উদ্যতা হইলেন, তখন পাণ্ডবান্তঃপুরে নারীগণের মধ্যে অতিশয় ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল।২

দ্রৌপদীকে বনে যাইতে উদ্যতা দেখিয়া কুন্তী শোকে অত্যন্ত সন্তপ্তা ও বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন; পরে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন।৩

হে বৎসে! এইরূপ মহাবিপদ দেখিয়াও শোক করিও না; স্ত্রীলোকের কি ধর্ম্ম ইহা তুমি বিশেষভাবে জান, কারণ তুমি চরিত্র ও সদাচারসম্পন্না।৪

সুতরাং হে শুচিস্মিতে! তোমাকে পতিগণের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ করার প্রয়োজন বোধ করি না। তুমি সাধ্বী ও গুণসম্পন্না, তোমার দ্বারা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়কুলই অলঙ্কৃত হইয়াছে।৫

হে নিষ্পাপে! যাহাদিগকে তুমি দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ কর নাই, সেই এই কৌরবগণ ভাগ্যবান্।

সভাগ্যাঃ কুরবশ্চেমে যে ন দগ্ধাস্ত্বয়ানঘে।
অরিষ্টং ব্রজ পন্থানং মদনুধ্যানবৃংহিতা ॥৬
ভাবিন্যর্থে হি সৎস্ত্রীণাং বৈকৃতং নোপজায়তে।
গুরুধর্ম্মাভিগুপ্তা চ শ্রেয়ঃ ক্ষিপ্রমবাপ্স্যসি ॥৭
সহদেবশ্চ মে পুত্রঃ সদাবেক্ষ্যো বনে বসন্।
যথেদং ব্যসনং প্রাপ্য নায়ং সীদেন্মহামতিঃ ॥৮
তথেত্যুক্ত্বা তু সা দেবী স্রবন্নেত্রজলাবিলা।
শোণিতাক্তৈকবসনা মুক্তকেশী বিনির্যযৌ ॥৯
তাং ক্রোশন্তীং পৃথা দুঃখাদনুবব্রাজ গচ্ছতীম্।
অথাপশ্যৎ সুতান্ সর্বান্ হৃতাভরণবাসসঃ ॥১০
রুরুচর্ম্মাবৃততনূন্ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখান্।
পরৈঃ পরীতান্ সংহৃষ্টৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চানুশোচিতান্ ॥১১

তদবস্থান্ সুতান্ সর্বানুপসৃত্যাতিবৎসলা।
স্বজমানাবদচ্ছোকাৎ তত্তদ্ বিলপতী বহু ॥১২

কুন্ত্যুবাচ।

কথং সদ্ধর্মচারিত্রান্ বৃত্তস্থিতিবিভূষিতান্।
অক্ষুদ্রান্ দৃঢ়ভক্তাংশ্চ দৈবতেজ্যাপরান্ সদা ॥১৩
ব্যসনং বঃ সমভ্যাগাৎ কোঽয়ং বিধিবিপর্য্যয়ঃ।
কস্যাপধ্যানজং চেদং ধিয়া পশ্যামি নৈব তৎ ॥১৪
স্যাৎ তু মদ্ভাগ্যদোষোঽয়ং যাহং যুষ্মানজীজনম্।
দুঃখায়াসভুজোঽত্যর্থং যুক্তানপ্যুত্তমৈর্গুণৈঃ ॥১৫
কথং বৎস্যথ দুর্গেষু বনে ঋদ্ধিবিনাকৃতাঃ।
বীর্য্য-সত্ত্ব-বলোৎসাহ-তেজোভিরকৃশাঃ কৃশাঃ ॥১৬
যদ্যেতদহমজ্ঞাস্যং বনে বাসো হি বো ধ্রুবম্।
শতশৃঙ্গান্মৃতে পাণ্ডৌ নাগমিষ্যং গজাহ্বয়ম্ ॥১৭

যাহা হউক, আমার মঙ্গলচিন্তায় বর্দ্ধিত হইয়া তুমি নির্বিঘ্নে পথে গমন কর।৬

সতীনারীগণ অবশ্যম্ভাবী বিপদে কখনও বিকার প্রাপ্ত হন না। গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ও ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিতা হইয়া তুমি শীঘ্রই কল্যাণ লাভ করিবে।৭

বনে বাস অবস্থায় আমার কনিষ্ঠপুত্র সহদেবের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মহামতি আমার সেই পুত্র যেন এই বিপদে পতিত হইয়া অবসাদ প্রাপ্ত না হয়।৮

"তাহাই হইবে" এই বলিয়া অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে শোণিতলিপ্ত একটীমাত্র বস্ত্রধারিণী দ্রৌপদী উন্মুক্ত কেশেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইলেন।৯

ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথা অগ্রসর হইতেই দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রগণ দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদের সকলেরই শরীর হইতে বস্ত্র ও আভরণসমূহ অপহৃত হইয়াছে। সকলেরই শরীর রুরু মৃগের চর্ম্মদ্বারা আবৃত, সকলেই লজ্জায় কথঞ্চিৎ অধোমুখ এবং তাঁহাদিগকে হৃষ্ট শত্রুগণ ও শোকার্ত্ত সুহৃদ্‌গণ ঘিরিয়া আছেন।১০-১১

তাঁহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া অতীব বাৎসল্যময়ী জননী কুন্তী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আলিঙ্গন করত শোকে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন।১২

কুন্তী বলিলেন,—তোমরা সকলেই সদ্ধর্ম্ম, সচ্চরিত্র, সদাচার ও সংস্থিতি প্রভৃতি গুণে ভূষিত, সকলেই উদারহৃদয়, ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্ত, দেবগণের যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের এই বিপদ ও দৈববিপর্য্যয় কি করিয়া হইল? কাহার কুৎসিত চিন্তন হইতে এইরূপ হইল—ইহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।১৩-১৪

ইহা আমরই ভাগ্যদোষ; আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতেই তোমরা উত্তমগুণসম্পন্ন হইয়াও

ধন্যং বঃ পিতরং মন্যে তপোমেধান্বিতং তথা।
যঃ পুত্রাধিমসম্প্রাপ্য স্বর্গেচ্ছামকরোৎ প্রিয়াম্ ॥১৮

ধন্যাং চাতীন্দ্রিয়জ্ঞানামিমাং প্রাপ্তাং পরাং গতিম্
মন্যে তু মাদ্রীং ধর্মজ্ঞাং কল্যাণীং সর্বথৈব তু ॥১৯

রত্যা মত্যা চ গত্যা চ যয়াহমভিসন্ধিতা।
জীবিতপ্রিয়তাং মহ্যং ধিঙ্ মাং সংক্লেশভাগিনীম্ ॥২০

পুত্রকা ন বিহাস্যে বঃ কৃচ্ছ্রলব্ধান্ প্রিয়ান্ সতঃ।
সাহং যাস্যামি হি বনং হা কৃষ্ণে কিং জহাসি মাম্ ॥২১

অন্তবত্যসুধর্মেঽস্মিন্ ধাত্রা কিং নু প্রমাদতঃ।
মমান্তো নৈব বিহিতস্তেনায়ুর্ন জহাতি মাম্ ॥২২

হা কৃষ্ণ দ্বারকাবাসিন্ কাসি সঙ্কর্ষণানুজ।
কস্মান্ন ত্রায়সে দুঃখান্মাং চেমাংশ্চ নরোত্তমান্ ॥২৩

অনাদিনিধনং যে ত্বামনুধ্যায়ন্তি বৈ নরাঃ।
তাংস্ত্বং পাসীত্যয়ং বাদঃ স গতো ব্যর্থতাং কথম্ ॥২৪

ইমে সদ্ধর্মমাহাত্ম্যযশোবীর্য্যানুবর্ত্তিনঃ।
নার্হন্তি ব্যসনং ভোক্তুং নন্বেষাং ক্রিয়তাং দয়া ॥২৫

সেয়ং নীত্যর্থবিজ্ঞেষু ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদিষু।
স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদুপাগতা ॥২৬

হা পাণ্ডো হা মহারাজ কাসি কিং সমুপেক্ষসে।
পুত্রান্ বিবাস্যতঃ সাধূনরিভির্দ্যূতনির্জ্জিতান্ ॥২৭

এইরূপ দুঃখ ও আয়াসের (কষ্টের) ভাগী হইলে।১৫

তোমরা বীর্য্য, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ ও তেজে সমৃদ্ধ হইলেও ধন ও ঐশ্বর্য্যশূন্য হইয়া কৃশশরীরে দুর্গম বনে কি করিয়া বাস করিবে? ১৬

আমি যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে, তোমাদের এইরূপে বনবাস করিতে হইবে, তাহা হইলে রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গ পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া এই হস্তিনাপুরে আসিতামই না।১৭

তোমাদের পিতৃদেবই ধন্য, যিনি তপস্বী ও মেধাবী ছিলেন এবং পুত্রদুঃখপ্রাপ্ত না হইয়া স্বর্গলাভের অভিলাষকে প্রিয় বোধ করিয়াছেন।১৮

ধর্ম্মজ্ঞা সর্ব্বথা কল্যাণময়ী সতীরমণী মাদ্রীই ধন্যা, যিনি অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। অতএব পতির সহিত সহমৃতা হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি রতি (অনুরাগ), মতি ও গতির (সদ্ব্যবহারের) দ্বারা আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন, তিনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়া হইয়াছিলেন; সুতরাং দুঃখভাগিনী আমাকেই ধিক্।১৯-২০

হে পুত্রগণ! অতিদুঃখে লব্ধ তোমাদের ন্যায় প্রিয় সৎপুত্রগণকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইব; হে কৃষ্ণে! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ?২১

আমার প্রাণ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, বিধাতার কি চোখ নাই; বিধাতা কি আমার ভালে মৃত্যু লিখেন নাই; এইজন্যই কি আয়ু আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না?২২

হে কৃষ্ণ! হে দ্বারকাবাসিন্! হে সংকর্ষণানুজ! তুমি আমাকে এবং আমার এই নরোত্তম পুত্রগণকে কেন দুঃখ হইতে ত্রাণ করিতেছ না?২৩

"অনাদিনিধন (তোমার আদি ও অন্ত নাই) জানিয়া যে মনুষ্যগণ তোমার অনুধ্যান করে, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর" এই যে সিদ্ধান্ত—ইহা কেন ব্যর্থ হইল? ২৪

আমার এই পুত্রগণ উত্তমধর্ম্ম, মাহাত্মাগণের শীল-স্বভাব ও যশ এবং পরাক্রমের অনুবর্ত্তী ইহারা এইরূপ দুঃখ পাওয়ার অযোগ্য, তুমি ইহাদের প্রতি কেন দয়া করিতেছ না? ২৫

নীতি ও অর্থবিদ্যায় নিপুণ এই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি কুলপতিগণ বর্ত্তমান থাকিতে এইরূপ আপদ কি করিয়া হইল? ২৬

সহদেব নিবর্ত্তস্ব নন্থু ত্বমসি মে প্রিয়ঃ।
শরীরাদপি মাদ্রেয় মা মা ত্যাক্ষীঃ কুপুত্রবৎ ॥২৮
ব্রজন্তু ভ্রাতরস্তেহমী যদি সত্যাভিসন্ধিনঃ।
মৎপরিত্রাণজং ধর্ম্মমিহৈব ত্বমবাপ্নুহি ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিলপতীং কুন্তীমভিবাদ্য প্রণম্য চ।
পাণ্ডবা বিগতানন্দা বনায়ৈব প্রবব্রজুঃ ॥৩০
বিদুরশ্চাপি তামার্ত্তাং কুন্তীমাশ্বাস্য হেতুভিঃ।
প্রাবেশয়দ্ গৃহং ক্ষত্তা স্বয়মার্ত্ততরঃ শনৈঃ ॥৩১
(ততঃ সম্প্রস্থিতে তত্র ধর্ম্মরাজে তদা নৃপে।
জনাঃ সমন্তাস্তং দ্রষ্টুং সমারুরুহুরাতুরাঃ ॥১

হা পাণ্ডো! হা মহারাজ! তুমি কোথায় আছ? তুমি কি দেখিতেছ না যে তোমার পুত্রগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক কপটদ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া বনে গমন করিতেছে? কি করিয়া তুমি ইহা উপেক্ষা করিতেছ? ২৭

হে সহদেব! তুমি ফিরিয়া আইস; তুমি আমার শরীর হইতেও অধিক প্রিয়; হে মাদ্রী-নন্দন! তুমি কুপুত্রের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিও না।২৮

সত্যধর্ম্মপালনবুদ্ধিবশতঃ অন্যান্য ভাইগণ বনে যায় যাউক, তুমি আমার নিকটেই থাক, আমার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা যে ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইবে, তুমি সেই ধর্ম্ম লাভ কর।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুন্তী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া নিরানন্দ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন।৩০

বিদুর বহুপ্রকার শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা শোকাকুলা কুন্তীদেবীকে আশ্বাস প্রদান করত ধীরে ধীরে নিজ গৃহে প্রবেশ করাইলেন এবং নিজেও অত্যন্ত শোকার্ত্ত অবস্থায় প্রবেশ করিলেন।৩১

ততঃ প্রাসাদবর্য্যাণি বিমানশিখরাণি চ।
গোপুরাণি চ সর্বাণি বৃক্ষানন্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥
অধিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনো ব্যলোকয়ৎ ॥২
ন হি রথ্যাস্ততঃ শক্যা গন্তুং বহুজনাকুলাঃ।
আরুহ্য তে স্ম তান্যত্র দীনাঃ পশ্যন্তি পাণ্ডবম্ ॥৩
পদাতিং বর্জিতচ্ছত্রং চেলভূষণবর্জিতম্।
বল্কলাজিনসংবীতং পার্থং দৃষ্ট্বা জনাস্তদা।
ঊচুর্বহুবিধা বাচো ভৃশোপহতচেতসঃ ॥৪

জনা ঊচুঃ।

যং যান্তমনুযাতি স্ম চতুরঙ্গবলং মহৎ।
তমেবং কৃষ্ণয়া সার্দ্ধমনুযান্তি স্ম পাণ্ডবাঃ ॥

(অনন্তর ধর্ম্মরাজ বনে প্রস্থান করিলে পুরবাসিজনগণ আর্ত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা, গোপুর, বিমানের শিখরদেশ এবং উচ্চ বৃক্ষসমূহে আরোহণ করিলেন এবং উদাসীন দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।১-২

বহুসংখ্যক মানুষে পরিপূর্ণ হওয়ায় রাজপথসমূহে চলাচল করাই অসম্ভব হইল। তাঁহারা দীনভাবে পথিমধ্যেও উচ্চ উচ্চ স্থানে অবস্থান করত পাণ্ডুপুত্রকে দেখিতে লাগিলেন।৩

মস্তকে ছত্রশূন্য, উত্তমবসনভূষণ বর্জ্জিত, বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়া পার্থ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া জনগণ অত্যন্ত শোকার্ত্তভাবে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।৪

জনগণ বলিলেন,—যাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চতুরঙ্গিনী সেনা অনুগমন করিত, আজ কৃষ্ণার সহিত অনুজ চারি পাণ্ডব ও পুরোহিত মাত্র সেই রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছেন।৫

চত্বারো ভ্রাতরশ্চৈব পুরোধাশ্চ বিশাম্পতিম্ ॥৫
যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য কৃষ্ণাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ ॥৬
অঙ্গরাগোচিতাং কৃষ্ণাং রক্তচন্দনসেবিনীম্।
বর্ষমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ নেষ্যত্যাশু বিবর্ণতাম্ ॥৭
অদ্য নূনং পৃথা দেবী সত্ত্বমাবিশ্য ভাষতে।
পুত্রান্ স্নুষাঞ্চ দেবী তু দ্রষ্টুমদ্যাথ নার্হতি ॥৮
নির্গুণস্যাপি পুত্রস্য কথং স্যাদ্ দুঃখদর্শনম্।
কিং পুনর্যস্য লোকোঽয়ং জিতো বৃত্তেন কেবলম্ ॥৯
আনৃশংস্যমনুক্রোশো ধৃতিঃ শীলং দমঃ শমঃ।
পাণ্ডবং শোভয়ন্ত্যেতে ষড়্ গুণাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥১০
তস্মাৎ তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিলসংক্ষয়াৎ ॥১১
পীড়য়া পীড়িতং সর্বং জগৎ তস্য জগৎপতেঃ।
মূলস্যেবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ ॥১২
মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণাং ধর্মরাজো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলঞ্চ পত্রঞ্চ শাখাস্তস্যেতরে জনাঃ ॥১৩
তে ভ্রাতর ইব ক্ষিপ্রং সপুত্রাঃ সহবান্ধবাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যেন গচ্ছতি পাণ্ডবঃ ॥১৪
উদ্যানানি পরিত্যজ্য ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
একদুঃখসুখাঃ পার্থমনুযাম সুধার্মিকম্ ॥১৫
সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধ্বস্তাজিরাণি চ।
উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ ॥১৬
রজসাপ্যবকীর্ণানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ।
মূষিকৈঃ পরিধাবদ্ভিরুদ্বিলৈরাবৃতানি চ ॥১৭

যাঁহাকে আকাশগামী ভূতগণও দেখিতে পাইত না, সেই কৃষ্ণাকেই আজ রাজমার্গস্থ জনগণও দর্শন করিতেছেন।৬

যিনি অঙ্গরাগে রঞ্জিতা ও রক্তচন্দনে সর্ব্বদা আলিপ্তা হইবার যোগ্যা, বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শীতঋতু বনে তাঁহাকে বিবর্ণা করিবে।৭

আজ নিশ্চিতই কুন্তীদেবী ওজঃশক্তি (ধৈর্য্যশক্তি) বশতই কথা বলিতেছেন। তিনি পুত্রবধূ ও পুত্রগণকে এইরূপে চোখেও দেখিতে সমর্থ হইবেন না।৮

কেননা পুত্র নির্গুণ হইলেও জননী তাহার দুঃখ কি করিয়া দেখিতে পারেন? আর যাঁহার পুত্রগণ নিজ চরিত্রগুণে ত্রিলোককে জয় করিয়াছেন, তিনি তাঁহদের দুঃখ কি করিয়া দেখিবেন?৯

অনিষ্ঠুরতা, দয়া, ধৈর্য্য, চরিত্র, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ও মনোনিগ্রহ—এই ছয়টী গুণ সর্ব্বদা পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে শোভিত করে।১০

জলজাত প্রাণিগণ গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া গেলে যেমন অত্যন্ত পীড়িত হয়, মূল নষ্ট হইলে পুষ্পফলান্বিত বৃক্ষও যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাশে সমস্ত প্রজাই অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে, বস্তুতঃ পক্ষে যুধিষ্ঠির জগৎপতি (সম্রাট্), সুতরাং তাঁহার দুঃখে সমস্ত জগৎই আজ অত্যন্ত দুঃখিত।১১-১২

মহাতেজস্বী এই ধর্ম্মরাজ সকল মনুষ্যের মূলস্বরূপ, আর প্রজাগণ শাখা, পুষ্প ও পত্রস্বরূপ।১৩

ধর্ম্মরাজের ভীমাদি ভ্রাতৃগণের ন্যায় আমরা পুত্র, মিত্র ও বান্ধবগণসহ শীঘ্রই ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিব।১৪

উদ্যান, ক্ষেত্র ও গৃহসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁহার সুখ-দুঃখে সুখী-দুঃখী হইয়া সুধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিব।১৫

যে সকল গৃহ হইতে ধনরত্নসমূহ গৃহীত হইয়াছে এবং যথায় প্রাঙ্গণসমূহ পরিধ্বস্ত হইয়াছে, যে সকল গৃহ হইতে ধন, ধান্যসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে সারশূন্য করা হইয়াছে, যে সকল

অপেতোদকধূমানি হীনসম্মার্জ্জনানি চ।
প্রনষ্টবলিকর্ম্মেজ্যামন্ত্রহোমজপানি চ ॥১৮

দুষ্কালেনেব ভগ্নানি ভিন্নভাজনবন্তি চ।
অস্মৎত্যক্তানি বেশ্মানি সৌবলঃ প্রতিপদ্যতাম্ ॥১৯

বনং নগরমদ্যাস্তু যত্র গচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ।
অস্মাভিশ্চ পরিত্যক্তং পুরং সম্পদ্যতাং বনম্ ॥২০

বিলানি দংষ্ট্রিণঃ সর্ব্বে বনানি মৃগপক্ষিণঃ।
ত্যজন্ত্বস্মদ্ভয়াদ্ ভীতা গজাঃ সিংহা বনান্যপি ॥২১

অনাক্রান্তং প্রপদ্যন্তু সেব্যমানং ত্যজন্তু চ।
তৃণমাষফলাদানাং দেশাংস্ত্যক্ত্বা মৃগদ্বিজাঃ॥
বয়ং পার্থৈর্বনে সম্যক্ সহ বৎস্যাম নির্বৃতাঃ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবং বিবিধা বাচো নানাজনসমীরিতাঃ।
শুশ্রাব পার্থঃ শ্রুত্বা চ ন বিচক্রেঽস্য মানসম্ ॥২৩
ততঃ প্রাসাদসংস্থাস্তু সমন্তাদ্ বৈ গৃহে গৃহে।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাং চৈব যোষিতঃ ॥২৪
ততঃ প্রাসাদজালানামুৎপাট্যাবরণানি চ।
দদৃশুঃ পাণ্ডবান্ দীনান্ রৌরবাজিনবাসসঃ ॥২৫
কৃষ্ণাং ত্বদৃষ্টপূর্ব্বাং তাং ব্রজন্তীং পদ্ভিরেব চ।
একবস্ত্রাং রুদন্তীং তাং মুক্তকেশীং রজস্বলাম্ ॥২৬
দৃষ্ট্বা তদা স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বিবর্ণবদনা ভৃশম্।
বিলপ্য বহুধা মোহাদ্ দুঃখশোকেন পীড়িতাঃ ॥
হা হা ধিগ্ ধিগ্ ধিগিত্যুক্ত্বা নেত্রৈরশ্রূণ্য-
বর্ত্তয়ন্ (২৭)।

গৃহ ধূলিধূসরিত এবং দেবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে যে সকল গৃহ গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত ইতস্ততঃ ধাবমান মূষিকসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, যথায় জল, ধূম সম্মার্জ্জন দেখিতে পাওয়া যায় না, যে সকল গৃহে বলিবৈশ্যাদি কর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ, হোম ও জপসমূহ আর অনুষ্ঠিত হয় না, পরন্তু দুষ্কালকবলিতের ন্যায় দেখা যাইতেছে এবং যথায় ইতস্ততঃ ভাঙ্গা বাসনপত্র পড়িয়া আছে, এইরূপ আমাদের পরিত্যক্ত গৃহসমূহ সুবলতনয় শকুনি গ্রহণ করুক।১৮-১৯

যে বনে পাণ্ডবগণ গমন করিতেছেন, সেই বনই আজ নগর হউক, আমাদের পরিত্যক্ত এই নগরই আজ হইতে বনে পরিণত হউক।২০

আমাদের ভয়ে সর্পসমূহ গর্ত্ত, মৃগপক্ষিগণ বনসমূহ, হস্তী ও সিংহগণ অরণ্যসমূহ পরিত্যাগ করুক।২১

আমাদের পরিত্যক্ত (নগরাদি) স্থানসমূহ মৃগপক্ষিগণ গ্রহণ করুক এবং তাহাদের তৃণ, মাষ ও ফলপূর্ণ নিবাসস্থান বনাদি তাহারা পরিত্যাগ করুক। আমরা নগরজীবনে বিরক্ত হইয়া পার্থগণের সহিত বনেই বাস করিব।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পৃথাতনয় যুধিষ্ঠির চলিতে চলিতে নানা জনগণের এই কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে কোন বিকার উৎপন্ন হইল না।২৩

অনন্তর প্রতিগৃহে প্রাসাদের উপরিস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের সকল পত্নী প্রাসাদের জানালার পর্দাগুলি উত্তোলন করিয়া রুরু মৃগের অজিন (চর্ম)পরিহিত দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।২৪-২৫

যে কৃষ্ণাকে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই, সেই কৃষ্ণা আজ পায়ে হাটিয়া রজস্বলা অবস্থায় একবস্ত্রে মুক্তকেশে রোদন করিতে করিতে যাইতেছেন —ইহা দেখিয়া নগরস্ত্রীগণ বিবর্ণবদনা হইয়া মোহিতচিত্তে দুঃখ ও শোকে বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণকে বার বার ধিক্কার দিতে দিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।২৬-২৭)

ধার্ত্তরাষ্ট্রস্ত্রিয়স্তাশ্চ নিখিলেনোপলভ্য তৎ।
গমনং পরিকর্ষঞ্চ কৃষ্ণায়া দ্যূতমণ্ডলে ॥৩২

রুরুদুঃ সুস্বনং সর্ব্বা বিনিন্দন্ত্যঃ কুরূন্ ভৃশম্।
দধ্যুশ্চ সুচিরং কালং করাসক্তমুখাম্বুজাঃ ॥৩৩

রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রস্তু পুত্রাণামনয়ং তদা।
ধ্যায়ন্নুদ্বিগ্নহৃদয়ো ন শান্তিমধিজগ্মিবান্ ॥৩৪

স চিন্তয়ন্ননেকাগ্রঃ শোকব্যাকুলচেতনঃ।
ক্ষত্তুঃ সংপ্রেষয়ামাস শীঘ্রমাগম্যতামিতি ॥৩৫

ততো জগাম বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্।
তং পর্য্যপৃচ্ছৎ সংবিগ্নো ধৃতরাষ্ট্রো জনাধিপঃ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি অনুদ্যূতপর্ব্বণি দ্রৌপদী-কুন্তীসংবাদে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৯

দ্রৌপদীর বনগমনের সময় কৌরবস্ত্রীগণ দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ ও বনগমনের সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের অত্যন্ত নিন্দা করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নিজ নিজ হস্তদ্বারা মুখকমল ঢাকিয়া অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন।৩২-৩৩

রাজা ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রগণের অন্যায় আচরণের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে একটুও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।৩৪

শোকব্যাকুলিত চিত্তে উদ্বিগ্নভাবে চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তুমি অতি সত্বর আগমন কর।৩৫

তারপর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্নমনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে দ্রৌপদীকুন্তীসংবাদে একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৯

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বনগমনকালে পাণ্ডবানাং বিবিধপ্রকারচেষ্টা, প্রজানাং শোকাতুরতাবিষয়ে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সংবাদঃ, শরণাগতকৌরবেভ্যো দ্রোণাচার্য্যস্যাশ্বাস-দানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমাগতমথো রাজা বিদুরং দীর্ঘদর্শিনম্।
সাশঙ্ক ইব পপ্রচ্ছ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং গচ্ছতি কৌন্তেয়ো ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনঃ সব্যসাচী মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥২

অশীতিতম অধ্যায়।

[বন গমনকালে পাণ্ডবগণের বিবিধ প্রকার চেষ্টা, প্রজাগণের শোকাতুরতা বিষয়ে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ এবং শরণাগত কৌরবগণের প্রতি দ্রোণাচার্য্যের আশ্বাসদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র দূরদর্শী বিদুরকে আসিতে দেখিয়া যেন আশঙ্কিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! কুন্তীনন্দন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রস্থানের সময় কিরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন

ধৌম্যশ্চৈব কথং ক্ষত্তর্দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং তেষাং শংস বিচেষ্টিতম্ ॥৩

বিদুর উবাচ।

বস্ত্রেণ সংবৃত্য মুখং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বাহূ বিশালৌ সম্পশ্যন্ ভীমো গচ্ছতি পাণ্ডবঃ ॥৪
সিকতা বপন্ সব্যসাচী রাজানমনুগচ্ছতি।
মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবো মুখমালিপ্য গচ্ছতি ॥৫
পাংসূপলিপ্তসর্ব্বাঙ্গো নকুলশ্চিত্তবিহ্বলঃ।
দর্শনীয়তমো লোকে রাজানমনুগচ্ছতি ॥৬
কৃষ্ণা তু কেশৈঃ প্রচ্ছাদ্য মুখমায়তলোচনা।
দর্শনীয়া প্ররুদতী রাজানমনুগচ্ছতি ॥৭
ধৌম্যো রৌদ্রাণি সামানি যাম্যানি চ বিশাম্পতে।
গায়ন্ গচ্ছতি মার্গেষু কুশানাদায় পাণিনা ॥৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বিবিধানীহ রূপাণি কৃত্বা গচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ।
তন্মমাচক্ষ্ব বিদুর কস্মাদেবং ব্রজন্তি তে ॥৯

বিদুর উবাচ।

নিকৃতস্যাপি তে পুত্রৈর্হৃতে রাজ্যে ধনেষু চ।
ন ধর্ম্মাচ্চলতে বুদ্ধির্ধর্ম্মরাজস্য ধীমতঃ ॥১০
যোঽসৌ রাজা ঘৃণী নিত্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু ভারত।
নিকৃত্যা ভ্রংশিতঃ ক্রোধান্নোন্মীলয়তি লোচনে ॥১১
নাহং জনং নির্দহেয়ং দৃষ্ট্বা ঘোরেণ চক্ষুষা।
স পিধায় মুখং রাজা তস্মাদ্ গচ্ছতি পাণ্ডবঃ ॥১২
যথা চ ভীমো ব্রজতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
বাহ্বোর্বলে নাস্তি সমো মমেতি ভরতর্ষভ ॥১৩

এইরূপ ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, পুরোহিত ধৌম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কিরূপ চেষ্টা করিতে করিতে বনে গমন করিতেছিলেন? তুমি তাহা বল, আমি শুনিতে চাই ২-৩

বিদুর বলিলেন,—কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করত গমন করিতেছিলেন এবং পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন দুইটী বিশাল বাহু সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন।৪

সব্যসাচী অর্জ্জুন ধূলি উড়াইতে উড়াইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের পিছনে যাইতেছেন। মাদ্রীপুত্র সহদেব দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া যাইতেছেন।৫

অতি রমণীয়দর্শন নকুল বিহ্বলচিত্তে সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত করিয়া রাজার পশ্চাতে গমন করিতেছিলেন।৬

আয়তলোচনা সুন্দরী কৃষ্ণা কেশে মুখ আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিতেছিলেন।৭

রাজন্! পুরোহিত ধৌম্য কুশহস্তে রুদ্র ও যম দেবতার স্তুতিরূপ সামমন্ত্র গান করিতে করিতে যাইতেছিলেন।৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! পাণ্ডবগণ বিবিধপ্রকার চেষ্টাকে অবলম্বন করিয়া গমন করিতেছিল। কেন তাহারা এইভাবে গমন করিতেছিল, তাহা আমাকে খুলিয়া বল।৯

বিদুর বলিলেন,—আপনার পুত্রগণ কপট পাশায় কৌশলে রাজ্য ও ধন হরণ করিলেও বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজের বুদ্ধি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই।১০

রাজা যুধিষ্ঠির আপন পুত্রগণের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহপরায়ণ ছিলেন; ভারত! কিন্তু কপট পাশায় রাজ্য হরণ এবং আপনার পুত্রগণের দুর্ব্বাক্যে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু উন্মীলিত করেন নাই।১১

আমি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধনয়নে (নির্দোষ) প্রজাগণকে দর্শন করিয়া দগ্ধ করিব না। সেইজন্য তিনি চক্ষুদ্বয় উন্মীলন না করিয়া বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া চলিতেছিলেন।১২

বাহূ বিশালৌ কৃত্বাসৌ তেন ভীমোঽপি গচ্ছতি।
বাহূ বিদর্শয়ন্ রাজন্ বাহুদ্রবিণদর্পিতঃ ॥১৪
চিকীর্ষন্ কর্ম শত্রুভ্যো বাহুদ্রব্যানুরূপতঃ।
প্রদিশঞ্ছরসম্পাতান্ কুন্তীপুত্রোঽর্জুনস্তদা ॥১৫
সিকতা বপন্ সব্যসাচী রাজানমনুগচ্ছতি।
অসক্তাঃ সিকতাস্তস্য যথা সম্প্রতি ভারত।
অসক্তং শরবর্ষাণি তথা মোক্ষ্যতি শত্রুষু ॥১৬
ন মে কশ্চিদ্ বিজানীয়ান্মুখমদ্যেতি ভারত।
মুখমালিপ্য তেনাসৌ সহদেবোঽপি গচ্ছতি ॥১৭
নাহং মনাংস্যাদদেয়ং মার্গে স্ত্রীণামিতি প্রভো।
পাংসূপলিপ্তসর্বাঙ্গো নকুলস্তেন গচ্ছতি ॥১৮

একবস্ত্রা প্ররুদতী মুক্তকেশী রজস্বলা।
শোণিতেনাক্তবসনা দ্রৌপদী বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯
যৎকৃতেঽহমিদং প্রাপ্তা তেষাং বর্ষে চতুর্দশে।
হতপত্যো হতসুতা হতবন্ধুজনপ্রিয়াঃ ॥২০
বহুশোণিতদিগ্ধাঙ্গ্যো মুক্তকেশ্যো রজস্বলাঃ।
এবং কৃতোদকা ভার্য্যাঃ প্রবেক্ষ্যন্তি গজাহ্বয়ম্ ॥২১
কৃত্বা তু নৈর্ঋতান্ দর্ভান্ ধীরো ধৌম্যঃ পুরোহিতঃ।
সামানি গায়ন্ যাম্যানি পুরতো যাতি ভারত ॥২২
হতেষু ভারতেষ্বাজৌ কুরূণাং গুরবস্তদা।
এবং সামানি গাস্যন্তীত্যুক্ত্বা ধৌম্যোঽপি
গচ্ছতি ॥২৩

ভরতর্ষভ! ভীম কেন ঐরূপে গমন করিতেছিলেন তাহার কারণ শুনুন, বাহুবলে আমার সমান জগতে দ্বিতীয় কোন পুরুষ নাই—এই অভিমান ভীমের ছিল।১৩

সেইজন্য তিনি উহা সকলকে বুঝাইবার জন্যই বিশাল বাহুদ্বয় সন্দর্শন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। হে রাজন্! বাহুধনে দর্পিত ভীম ইহাই জনগণকে বুঝাইতেছিলেন যে, এই বাহুধনের অনুরূপ কর্ম্ম বাহুবলে শত্রুগণকে নিধন করিয়াই সম্পাদন করিব।

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ধূলি উড়াইয়া রাজার পশ্চাতে যাইতেছিলেন। তাহাতে তিনি ইহাই প্রমাণ করিতেছিলেন যে, তিনি ধূলির ন্যায় শর বর্ষণ করত শত্রুগণকে ধূলির ন্যায় উড়াইবেন। ভারত! ধূলিসমূহ যেমন পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থায় পতিত হয়, তেমনই আমার শরসমূহও পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থায় প্রত্যেকটিই শত্রুকে বিদ্ধ করিবে—ইহাই তাঁহার মনের ভাব ছিল।১৪-১৬

হে ভারত! কেহ যেন আজ আমার মুখ দেখিয়া চিনিতে না পারে—এইরূপ বুদ্ধিতেই সহদেব মুখ ঢাকিয়া চলিতেছিলেন।১৭

প্রভো! নকুল ভাবিতেছিলেন,—আমার এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপদর্শনে কোন নারী যেন পথে আকৃষ্টা না হয়। এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গে ধূলিলেপন করিয়া চলিতেছিলেন।১৮

রজস্বলাবস্থায় একবস্ত্রধারিণী দ্রৌপদী শোণিতলিপ্তবসনে রোদন করিতে করিতে বলিতেছিলেন,—যাহাদের জন্য আমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে তাহাদের পত্নীগণ পতি, পুত্র ও জ্ঞাতিগণকে হারাইয়া বহু শোণিতে লিপ্তাঙ্গ হইবে এবং মুক্তকেশে রজস্বলা অবস্থায় পতিপুত্রগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে।১৯-২১

ভারত! ধীরবুদ্ধি পুরোহিত ধৌম্য ব্রাহ্মণোচিত কুশসমূহ নৈর্ঋতকোণাভিমুখে ধারণ করিয়া যমদেবতাসম্বন্ধীয় সামমন্ত্রসমূহ গান গান করিতে করিতে অগ্রে যাইতেছিলেন।২২

তাঁহার হৃদ্গত ভাব এইরূপ ছিল—ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবগণের বিনাশের পর তাহাদের পুরোহিতগণও এইরূপে সাম গান করিতে করিতে যাইবেন।২৩

হা হা গচ্ছন্তি নো নাথাঃ সমবেক্ষধ্বমীদৃশম্ ।
অহো ধিক্ কুরুবৃদ্ধানাং বালানামিব চেষ্টিতম্ ॥২৪
রাষ্ট্রেভ্যঃ পাণ্ডুদায়াদাঁল্লোভান্নির্বাসয়ন্তি যে ।
অনাথাঃ স্ম বয়ং সর্বে বিযুক্তাঃ পাণ্ডুনন্দনৈঃ ॥২৫
দুর্বিনীতেষু লুব্ধেষু কা প্রীতিঃ কৌরবেষু নঃ ।
ইতি পৌরাঃ সুদুঃখার্তাঃ ক্রোশন্তি স্ম পুনঃ পুনঃ ॥২৬
এবমাকারলিঙ্গৈস্তে ব্যবসায়ং মনোগতম্ ।
কথয়ন্তশ্চ কৌন্তেয়া বনং জগ্মুর্মনস্বিনঃ ॥২৭
এবং তেষু নরাগ্র্যেষু নির্যৎসু গজসাহ্বয়াৎ ।
অনভ্রে বিদ্যুতশ্চাসন্ ভূমিশ্চ সমকম্পত ॥২৮
রাহুরগ্রসদাদিত্যমপর্বণি বিশাম্পতে ।
উল্কা চাপসব্যেন পুরং কৃত্বা ব্যশীর্যত ॥২৯
প্রত্যাহরন্তি ক্রব্যাদা গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ ।
দেবায়তনচৈত্যেষু প্রাকারাট্টালকেষু চ ॥৩০
এবমেতে মহোৎপাতাঃ প্রাদুরাসন্ দুরাসদাঃ ।
ভরতানামভাবায় রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং প্রবদতোরেব তয়োস্তত্র বিশাম্পতে ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞশ্চ বিদুরস্য চ ধীমতঃ ॥৩২
নারদশ্চ সভামধ্যে কুরূণামগ্রতঃ স্থিতঃ ।
মহর্ষিভিঃ পরিবৃতো রৌদ্রং বাক্যমুবাচ হ ॥৩৩
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে বিনঙ্ক্ষ্যন্তীহ কৌরবাঃ ।
দুর্যোধনাপরাধেন ভীমার্জুনবলেন চ ॥৩৪
ইত্যুক্ত্বা দিবমাক্রম্য ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত ।
ব্রাহ্মীং শ্রিয়ং সুবিপুলাং বিভ্রদ্ দেবর্ষিসত্তমঃ ॥৩৫

তোমরা সকলে দেখ—আমাদের প্রভু পাণ্ডবগণ আজ বনগমন করিতেছেন। কুরুবৃদ্ধগণের এই বালকোচিত কার্য্যকে ধিক্। তাঁহারা রাজ্যলোভে পাণ্ডুপুত্রগণকে কপটের দ্বারা নির্ব্বাসিত করিতেছেন। পাণ্ডুনন্দনের বিয়োগে আমরা আজ অনাথ হইলাম। দুর্ব্বিনীত লোভী কৌরবগণের প্রতি কাহার প্রীতি থাকিতে পারে—এইভাবে দুঃখার্ত্ত হইয়া পুরবাসিগণ উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিল ।২৪-২৬

এইরূপে আকার ও ইঙ্গিতের দ্বারা মনোগত অভিপ্রায়সমূহ ব্যক্ত করিয়া মহাত্মা কুন্তীপুত্রগণ বনে গমন করিলেন ।২৭

যখন এই নরশ্রেষ্ঠগণ হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন বিনামেঘে বিদ্যুৎসমূহ চমকাইতেছিল এবং ভূমি পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতেছিল ।২৮

হে বিশাম্পতে। অমাবস্যাশূন্য কালেই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিল এবং হস্তিনাপুরীর ডানদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া উল্কাপাত হইতেছিল ।২৯

মাংসাশী শকুনি, শৃগাল, কাক প্রভৃতি পশুপক্ষিগণ বিকট চীৎকার করত দেবমন্দির, চৈত্য (দেববৃক্ষ), প্রাচীর ও অট্টালিকাসমূহে মাংস ও অস্থি ফেলিতেছিল ।৩০

হে রাজন! আপনারই দুষ্ট মন্ত্রণার ফলে কৌরবকুলের বিনাশের জন্যই এই সকল দুর্দ্দর্শন মহোৎপাত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে বিশাম্পতে! এইরূপে ধীমান্ বিদুর ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যখন কথোপকথন হইতেছিল, তখন মহর্ষিগণে পরিবৃত দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে কৌরবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এইরূপ ভয়ানক বাক্য বলিলেন ।৩২-৩৩

"আজ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে কৌরবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন" ।৩৪

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানজনিত সুবিপুল শ্রীধারণপূর্ব্বক দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ আকাশে উত্থিত

(ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
কিমব্রুবন্ নাগরিকাঃ কিং বৈ জানপদা জনাঃ।
মহ্যং তত্ত্বেন চাচক্ষ ক্ষত্তঃ সর্বমশেষতঃ ॥১

বিদুর উবাচ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যেঽন্যে বদন্ত্যথ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহারাজ বক্ষ্যতে চ ময়া তব ॥২
হা হা গচ্ছন্তি নো নাথাঃ সমবেক্ষধ্বমীদৃশম্।
ইতি পৌরাঃ সুদুঃখার্ত্তা শোচন্তি স্ম সমন্ততঃ ॥৩
তদহৃষ্টমিবাকূজং গতোৎসবমিবাভবৎ।
নগরং হাস্তিনপুরং সস্ত্রীবৃদ্ধকুমারকম্ ॥
সর্বে চাসন্ নিরুৎসাহা ব্যাধিনা বাধিতা যথা ॥৪
পার্থান্ প্রতি নরা নিত্যং চিন্তাশোকপরায়ণাঃ।
তত্র তত্র কথাং চক্রুঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥৫
বনং গতে ধর্মরাজে দুঃখশোকপরায়ণাঃ।
বভূবুঃ কৌরবা বৃদ্ধা ভৃশং শোকেন পীড়িতাঃ ॥৬
ততঃ পৌরজনঃ সর্বঃ শোচমানো জনাধিপম্।
কুর্বাণাশ্চ কথাস্তত্র ব্রাহ্মণাঃ পার্থিবং প্রতি ॥৭

ব্রাহ্মণাঃ উচুঃ।
কথং নু রাজা ধর্মাত্মা বনে বসতি নির্জনে।
তস্যানুজাশ্চ তে নিত্যং কৃষ্ণা চ দ্রুপদাত্মজা ॥
সুখার্হাপি চ দুঃখার্ত্তা কথং বসতি সা বনে ॥৮

বিদুর উবাচ।
এবং পৌরাশ্চ বিপ্রাশ্চ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ।
স্মরন্তঃ পাণ্ডবান্ সর্বে বভূবুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥৯
আবিদ্ধা ইব শস্ত্রেণ নাভ্যনন্দন্ কথঞ্চন।
সম্ভাষমাণা অপি তে ন কঞ্চিৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥১০

হইয়া সত্বর অন্তর্হিত হইলেন।৩৫

(ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে বিদুর! নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণ কি বলিলেন, তুমি আমার নিকট তাহাই বিশেষ করিয়া বল।১

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের প্রজাগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তত্ত্বতঃ বলিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।২

"হা হা আমাদের প্রভু পাণ্ডবগণ আজ বনে চলিয়া যাইতেছে, তোমরা সকলে দেখ"—এই বলিয়া পুরবাসিগণ পাণ্ডবগণের দুঃখে শোক করিতে লাগিলেন।৩

পাণ্ডবগণ চলিয়া গেলে হস্তিনাপুরস্থিত স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলেই হর্ষশূন্য হইল, উৎসবাদির আনন্দ পরিত্যাগ করিল এবং ব্যাধিপীড়িত মানুষের ন্যায় উৎসাহশূন্য হইল এবং বৃদ্ধ কৌরবগণ শোকে ও দুঃখে পীড়িত হইলেন।৪

প্রজাগণ পার্থগণের দুঃখে চিন্তা ও শোকে আকুল হইয়া অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করত সকলে একত্রিত হইয়া কেবল তাহাদেরই কথা আলোচনা করিতে লাগিল।৫-৬

পুরাবাসী সাধারণ জনতা যেমন রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য শোক করিতেছিল, তেমনই ব্রাহ্মণগণও যুধিষ্ঠিরের কথাই আলোচনা করিতে লাগিলেন।৭

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—সুখভোগযোগ্য ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ও তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ কেমন করিয়া নির্জ্জন বনে বাস করিবেন? সুখভোগযোগ্যা দ্রৌপদীই বা কি করিয়া বনে দুঃখভোগ করত সেখানে বাস করিবেন?৮

এইরূপে পুরবাসী সাধারণ মানুষ এবং ব্রাহ্মণগণ স্ত্রীপুত্রগণের সহিত পাণ্ডবগণকে স্মরণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।৯

তাঁহারা শস্ত্রবিদ্ধ মানুষের ন্যায় হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলেন না এবং পরস্পর বার্ত্তালাপের সময় কেহ কাহাকেও অভিনন্দন জানাইলেন না।১০

ন ভুক্ত্বা ন শয়িত্বা তে দিবা বা যদি বা নিশি।
শোকোপহতবিজ্ঞানা নষ্টসংজ্ঞা ইবাভবন্ ॥১১
যদবস্থা বভূবার্ত্তা হ্যযোধ্যা নগরী পুরা।
রামে বনং গতে দুঃখাদ্ধৃতরাজ্যে সলক্ষ্মণে ॥১২
তদবস্থং বভূবার্ত্তমদ্যেদং গজসাহ্বয়ম্।
গতে পার্থে বনং দুঃখাদ্ধৃতরাজ্যে সহানুজৈঃ ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদুরস্য বচঃ শ্রুত্বা নাগরস্য গিরঞ্চ বৈ।
ভূয়ো মুমোহ শোকাচ্চ ধৃতরাষ্ট্রঃ সবান্ধবঃ ॥১৪)
ততো দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ।
দ্রোণং দ্বীপমমন্যন্ত রাজ্যং চাস্মৈ ন্যবেদয়ন্ ॥৩৬
অথাব্রবীৎ ততো দ্রোণো দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
দুঃশাসনঞ্চ কর্ণঞ্চ সর্ব্বানেব চ ভারতান্ ॥৩৭

তাহারা দিবারাত্র আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত পাণ্ডবগণের জন্য শোক করিতে করিতে অচেতন প্রায় হইলেন।১১

হে রাজন্! পূর্ব্বে রাজ্য হারাইয়া লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র বনে গেলে অযোধ্যাপুরী যেরূপ দুঃখার্ত্তা হইয়াছিল, রাজ্য হারাইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির বনে যাওয়ায় হস্তিনাপুরীও আজ সেইরূপ দশাই হইয়াছে।১২-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিদুর এবং নাগরিকগণের কথা শুনিয়া বান্ধবগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় শোকে মুহ্যমান হইলেন।১৪)

(বনপ্রস্থানের সময় পাণ্ডবগণের বিবিধ চেষ্টা, নাগরিকগণের যুধিষ্ঠিরের অতিশয় অনুরাগ এবং মহোৎপাতসমূহদর্শনে ভীত) দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং সুবলতনয় শকুনি—এই তিনজনে দ্রোণকেই জলমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় মনে করিয়া সমস্ত কুরুরাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন।৩৬

অনন্তর দ্রোণ পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ে অসহিষ্ণু দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি সকল ভরতবংশধরগণকে বলিলেন।৩৭

অবধ্যান্ পাণ্ডবান্ প্রাহুর্দেবপুত্রান্ দ্বিজাতয়ঃ।
অহং বৈ শরণং প্রাপ্তান্ বর্ত্তমানো যথাবলম্ ॥৩৮
গন্তা সর্ব্বাত্মনা ভক্ত্যা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সরাজকান্।
নোৎসহেয়ং পরিত্যক্তুং দৈবং হি বলবত্তরম্ ॥৩৯
ধর্ম্মতঃ পাণ্ডুপুত্রা বৈ বনং গচ্ছন্তি নির্জ্জিতাঃ।
তে চ দ্বাদশ বর্ষাণি বনে বৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৪০
চরিতব্রহ্মচর্য্যাশ্চ ক্রোধামর্ষবশানুগাঃ।
বৈরং নির্য্যাতয়িষ্যন্তি মহদ্ দুঃখায় পাণ্ডবাঃ ॥৪১
ময়া চ ভ্রংশিতো রাজন্ দ্রুপদঃ সখিবিগ্রহে।
পুত্রার্থমযজদ্ রাজা বধায় মম ভারত ॥৪২
যাজোপযাজতপসা পুত্রং লেভে স পাবকাৎ
ধৃষ্টদ্যুম্নং দ্রৌপদীঞ্চ বেদীমধ্যাৎ সুমধ্যমাম্ ॥৪৩

ব্রাহ্মণগণ বলেন,—"পাণ্ডুপুত্রগণ দেবপুত্র, সুতরা মনুষ্যের অবধ্য"। কিন্তু আমি এ সব জানিয়াও এবং পাণ্ডব ও কৌরব উভয়ের বলাবল জ্ঞাত হইয়াও সর্ব্বপ্রকারে আমার শরণাগত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে পরিত্যাগ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না; এজন্য দৈবকেই বলবত্তর মনে হইতেছে।৩৮-৩৯

পাণ্ডুপুত্রগণ কপটে নির্জ্জিত হইলেও ধর্ম্মানুগামিত্বহেতুই বনে গমন করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন।৪০

তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে বনবাস করত ক্রোধ ও অক্ষমার বশীভূত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিবেন এবং তখন তাঁহারা পূর্ব্ব বৈরিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন; তাহা তোমাদের পক্ষে মহাদুঃখেরই কারণ হইবে।৪১

হে রাজন্! আমি সখা দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু পার্থানাং শ্যালঃ সম্বন্ধতো মতঃ।
পাণ্ডবানাং প্রিয়স্তস্তস্মাত্মাং ভয়মাবিশৎ ॥৪৪

জ্বালাবর্ণো দেবদত্তো ধনুষ্মান্ কবচী শরী।
মর্ত্যধর্মতয়া তস্মাদদ্য মে সাধ্বসো মহান্ ॥৪৫

গতো হি পক্ষতাং তেষাং পার্ষতঃ পরবীরহা।
রথাতিরথসংখ্যায়াং যোহগ্রণীরর্জুনো যুবা ॥৪৬

সৃষ্টপ্রাণো ভৃশতরং তেন চেৎ সঙ্গমো মম।
কিমন্যদ্ দুঃখমধিকং পরমং ভুবি কৌরবাঃ ॥৪৭

করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলাম। ভারত! তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজা দ্রুপদ আমার বধের জন্য পুত্রকামনা করত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৪২

যাজ ও উপযাজের তপস্যাবলে তিনি অগ্নির নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নরূপ পুত্র এবং বেদিমধ্য হইতে সুমধ্যমা দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।৪৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্বন্ধানুসারে পাণ্ডবগণের শ্যালক এবং তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য আমার মধ্যেও ভয় প্রবেশ করিয়াছে।৪৪

দেবতাপ্রদত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের বর্ণ অগ্নিশিখার ন্যায় এবং সে ধনু, কবচ ও শরধারণ করিয়াই জন্মিয়াছে আমি মরণধর্মশীল মনুষ্য, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া আমার মহাভয় উৎপন্ন হইয়াছে।৪৫

পৃষতবংশধর ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষে গমন করিয়াছে, সে পাণ্ডবপক্ষের মূলস্থানীয় ও শত্রুবীরগণের হন্তা। যদি আমার তাহার সহিত যুদ্ধ হয়, তবে রথী ও অতিরথগণের অগ্রণী যুবক অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াও যুদ্ধ করিবে। হে কৌরবগণ! সেই অর্জ্জুনের সহিত যদি আমাকে যুদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহার চেয়ে অধিক দুঃখ ভূতলে আর কিছুই নাই।৪৬-৪৭

ধৃষ্টদ্যুম্নো দ্রোণমৃত্যুরিতি বিপ্রথিতং বচঃ।
মদ্বধায় শ্রুতোহপ্যেষ লোকে চাপ্যতিবিশ্রুতঃ ॥৪৮

সোহয়ং নূনমনুপ্রাপ্তস্ত্বৎকৃতে কাল উত্তমঃ।
ত্বরিতং কুরুত শ্রেয়ো নৈতদেতাবতা কৃতম্ ॥৪৯

মুহূর্তং সুখমেবৈতৎ তালচ্ছায়েব হৈমনী।
যজধ্বঞ্চ মহাযজ্ঞৈর্ভোগানশ্নীত দত্ত চ ॥৫০

ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে মহৎ প্রাপ্স্যথ বৈশসম্।
দ্রোণস্য বচনং শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রোহব্রবীদিদম্ ॥৫১

যে দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ, আমার বধের জন্যই যে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা শুধু আমিই শুনি নাই, সমস্ত পৃথিবীই তাহা জানে।৪৮

সুতরাং তোমার পক্ষে এই উত্তম কাল সমাগত; এই সময় তুমি সত্বর তোমার শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন কর, যাহা এতকাল কর নাই।৪৯

তোমার এই সুখসম্পন্ন সুবর্ণময় তালবৃক্ষের ছায়ার ন্যায় মুহূর্ত্তকালস্থায়ী, সুতরাং তুমি মহাযজ্ঞ-সমূহের দ্বারা দেবতাদিগের উপাসনা কর, যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন কর এবং উপযুক্ত পাত্রে দান কর।৫০

অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে তুমি মহাভয় প্রাপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই। দ্রোণের কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলেন।৫১

"আচার্য্য ঠিকই বলিয়াছেন। হে বিদুর! তুমি পাণ্ডবগণকে ফিরাইয়া আন। যদি পাণ্ডবগণ ফিরিয়া না আসেন, তবে তাহাদের সৎকার করত বনে প্রেরণ কর। হে পুত্রগণ! এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে তাহারা রথ, শস্ত্র ও

সম্যগাহ গুরুঃ ক্ষত্তরূপাবর্ত্তয় পাণ্ডবান্ ।
যদি তে ন নিবর্ত্তন্তে সৎকৃতা যান্তু পাণ্ডবাঃ
সশস্ত্ররথপাদাতা ভোগবন্তশ্চ পুত্রকাঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি অনুদ্যূতপর্ব্বণি বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-দ্রোণবাক্যে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮০

পদাতি পরিচারকবর্গের সহিত ভোগসম্পন্ন হইয়া বনে গমন করিতে পারে ।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রসংবাদে অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৮০

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তা, সঞ্জয়েন সহ তস্য বার্ত্তালাপশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বনং গতেষু পার্থেষু নির্জ্জিতেষু দুরোদরে ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজ তদা চিন্তা সমাবিশৎ ॥১
তং চিন্তয়ানমাসীনং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥২
নিঃশ্বসন্তমনেকাগ্রমিতি হোবাচ সঞ্জয়ঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

অবাপ্য বসুসম্পূর্ণাং বসুধাং বসুধাধিপ ।
প্রব্রাজ্য পাণ্ডবান্ রাজ্যাদ্ রাজন্
কিমনুশোচসি ॥৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অশোচ্যত্বং কুতস্তেষাং যেষাং বৈরং ভবিষ্যতি ।
পাণ্ডবৈর্যুদ্ধশৌণ্ডৈর্হি বলবদ্ভির্মহারথৈঃ ॥৪

সঞ্জয় উবাচ ।

তবেদং স্বকৃতং রাজন্ মহদ্ বৈরমুপস্থিতম্ ।
বিনাশো যেন লোকস্য সানুবন্ধো ভবিষ্যতি ॥৫
বার্য্যমাণো হি ভীষ্মেণ দ্রোণেন বিদুরেণ চ ।
পাণ্ডবানাং প্রিয়াং ভার্য্যাং দ্রৌপদীং
ধর্মচারিণীম্ ॥৬

একাশীতিতম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা এবং সঞ্জয়ের সহিত বার্ত্তালাপ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ ! পাশায় পরাজিত হইয়া পার্থগণ বনে গমন করিলে (মহারাজ) ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিল ।১

উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র যখন ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, তখন সঞ্জয় তাঁহাকে বলিলেন ।২

সঞ্জয় বলিলেন,—হে বসুধাধিপ ! আপনি পাণ্ডবগণকে কৌশলে রাজ্যচ্যুত করিয়া ধনরত্নে পরিপূর্ণ বসুধার অধীশ্বর হইয়াছেন ; রাজন্ ! তথাপি কিসের জন্য অনুতাপ করিতেছেন ?৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয় ! যুদ্ধোন্মত্ত, বলবান্ ও মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের শত্রুতা হইয়াছে, তাহারা শোক করিবে না কেন ?৪

সঞ্জয় বলিলেন,—হে রাজন্ ! পাণ্ডবগণের সহিত এইরূপ মহাশত্রুতা তো আপনারই স্বকৃত কর্ম্ম । যাহার ফলে সবংশে এই লোকের নাশ হইবে ।৫

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর বারণ করিলেও আপনার পুত্র মূঢ় দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রিয়পত্নী ধর্ম্মচারিণী

প্রাহিণোদানয়েহেতি পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
সূতপুত্রং সুমন্দাত্মা নির্লজ্জঃ প্রাতিকামিনম্ ॥৭
যস্মৈ দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি পুরুষায় পরাভবম্।
বুদ্ধিং তস্যাপকর্ষন্তি সোঽবাচীনানি পশ্যতি ॥৮
বুদ্ধৌ কলুষভূতায়াং বিনাশে সমুপস্থিতে।
অনয়ো নয়সঙ্কাশো হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥৯
অনর্থাশ্চার্থরূপেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ।
উত্তিষ্ঠন্তি বিনাশায় নূনং তচ্চাস্য রোচতে ॥১০
ন কালো দণ্ডমুদ্যম্য শিরঃ কৃন্তুতি কস্যচিৎ।
কালস্য বলমেতাবদ্ বিপরীতার্থদর্শনম্ ॥১১
আসাদিতমিদং ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
পাঞ্চালীমপকর্ষদ্ভিঃ সভামধ্যে তপস্বিনীম্ ॥১২
অযোনিজাং রূপবতীং কুলে জাতাং বিভাবসোঃ।
কো নু তাং সর্বধর্মজ্ঞাং পরিভূয় যশস্বিনীম্ ॥১৩

পর্য্যানয়েৎ সভামধ্যে বিনা দুর্দ্যূতদেবিনম্।
স্ত্রীধর্মিণী বরারোহা শোণিতেন পরিপ্লুতা ॥১৪

একবস্ত্রাথ পাঞ্চালী পাণ্ডবানভ্যবৈক্ষত।
হৃতস্বান্ হৃতরাজ্যাংশ্চ হৃতবস্ত্রান্ হৃতশ্রিয়ঃ ॥১৫

বিহীনান্ সর্বকামেভ্যো দাসভাবমুপাগতান্।
ধর্মপাশপরিক্ষিপ্তানশক্তানিব বিক্রমে ॥১৬

ক্রুদ্ধাং চানর্হতীং কৃষ্ণাং দুঃখিতাং কুরুসংসদি।
দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাষতাম্ ॥১৭

দ্রৌপদীকে সভায় আনিবার জন্য নির্লজ্জভাবে সূতপুত্র প্রাতিকামীকে প্রেরণ করিল (অথচ আপনি তখন একেবারে নীরব রহিলেন)।৬-৭

দেবগণ যাহাকে পরাভব প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমে তাহার কল্যাণময়ী বুদ্ধিকে হরণ করেন, তাহার ফলে তাহার বুদ্ধি নীচতা প্রাপ্ত হয়।৮

বিনাশ কাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধি কলুষিত হয়; তখন সেই বুদ্ধিতে অন্যায়ও ন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং উহা মন হইতে কিছুতেই যায় না।৯

বিনাশকাল উপস্থিত হইলে অনর্থ অর্থরূপে এবং অর্থও অনর্থরূপে প্রতিভাত হয় এবং অনর্থই তাহার পক্ষে রুচিকর হয়।১০

কাল দণ্ড উদ্যত করিয়া কাহারও শিরশ্ছেদ করে না; কালের বলই হইতেছে যে, প্রতি বস্তুর বিপরীত দর্শন অর্থাৎ যে বস্তু যেরূপ নহে, তাহাকে সেইরূপে দেখান।১১

অযোনিজা, রূপবতী, অগ্নিদেবের কুলে জাতা তপস্বিনী পাঞ্চালীকে যাহারা সভামধ্যে আনিয়া বস্ত্রাকর্ষণ করিয়াছে, তাহারা যে অতি ভয়ানক রোমহর্ষণ তুমুল কাণ্ড করিয়াছে—ইহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? সর্ব্বধর্মজ্ঞা যশস্বিনী দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণে সভামধ্যে আনয়ন করত সভামধ্যে অপমান করিবার চেষ্টা দুষ্ট অক্ষক্রীড়াকারী ব্যতীত কে করিতে পারে?

স্ত্রীধর্ম্মবশতঃ ঐ সময় পাঞ্চালী রক্তাপ্লুত অবস্থায় একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন; তিনি দুঃশাসনের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পাণ্ডবগণের দিকে তাকাইলেন; কিন্তু হায়, দেখিলেন—পাণ্ডবগণ পাশায় ধন, রাজ্য, বস্ত্র, শ্রী এবং সমস্ত ভোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা তখন ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং বিক্রম প্রকাশ করিতে যেন অক্ষম বোধ হইতে লাগিল।১২-১৬

পাণ্ডবগণের এইরূপ অক্ষমতার সুযোগ লইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণ কুরুসভায় দুঃখভোগের অযোগ্যা

ইদং সর্বমিদং রাজন্নাকুলং প্রতিভাতি মে।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্যাঃ কৃপণচক্ষুর্ভ্যাং প্রদহ্যেতাপি মেদিনী ॥১৮

অপি শেষঃ ভবেদস্য পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।

ভরতানাং স্ত্রিয়ঃ সর্বা গান্ধার্য্যা সহ সঙ্গতাঃ ॥১৯

প্রাক্রোশন্ ভৈরবং তত্র দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সভাগতাম্ ॥

ধর্মিষ্ঠাং ধর্মপত্নীঞ্চ রূপযৌবনশালিনীম্ ॥২০

প্রজাভিঃ সহ সঙ্গম্য হ্যনুশোচন্তি নিত্যশঃ।

অগ্নিহোত্রাণি সায়াহ্নে ন চাহূয়ন্ত সর্বশঃ ॥২১

ব্রাহ্মণাঃ কুপিতাশ্চাসন্ দ্রৌপদ্যাঃ পরিকর্ষণে।

আসীন্নিষ্ঠানকো ঘোরো নির্ঘাতশ্চ মহানভূৎ ॥২২

দিব উল্কাশ্চাপতন্ত রাহুশ্চার্কমুপাগ্রসৎ।

অপর্বণি মহাঘোরং প্রজানাং জনয়ন্ ভয়ম্ ॥২৩

তথৈব রথশালাসু প্রাদুরাসীদ্ধুতাশনঃ।

ধ্বজাশ্চাপি ব্যশীর্য্যন্ত ভরতানামভূতয়ে ॥২৪

দুর্য্যোধনস্যাগ্নিহোত্রে প্রাক্রোশন্ ভৈরবং শিবাঃ।

তাস্তদা প্রত্যভাষন্ত রাসভাঃ সর্বতো দিশঃ ॥২৫

প্রাতিষ্ঠত ততো ভীষ্মো দ্রোণেন সহ সঞ্জয়।

কৃপশ্চ সোমদত্তশ্চ বাহ্লীকশ্চ মহামনাঃ ॥২৬

ততোঽহমব্রুবং তত্র বিদুরেণ প্রচোদিতঃ।

বরং দদানি কৃষ্ণায়ৈ কাঙ্ক্ষিতং যদ্ যদিচ্ছতি ॥২৭

অবৃণোৎ তত্র পাঞ্চালী পাণ্ডবানামদাসতাম্।

সরথান্ সধনুষ্কাংশ্চাপ্যনুজ্ঞাসিষমপ্যহম্ ॥২৮

হওয়ায় দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা দ্রৌপদীকে বহু কুৎসিত কটুবাক্যসমূহ বলিয়াছেন।১৭

হে রাজন্! এই সব কিছু মিলিয়া ব্যাপারটী আমার নিকট (অত্যুৎকট পাপে) আকুল অর্থাৎ অত্যন্ত অনর্থকর বলিয়া মনে হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সেই দ্রৌপদীর করুণ-চক্ষুদ্বয় পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারিত বলিয়া আমি মনে করি।১৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয়! আমার মনে হয় আজ আমার পুত্রগণের নিঃশেষ হইবার সূত্রপাত হইল। হে সঞ্জয়! ভরতবংশীয় সকল অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ যখন দেখিলেন যে, রূপযৌবনশালিনী ধার্ম্মিষ্ঠা পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী কৃষ্ণাকে সভায় বলপূর্ব্বক আনয়ন করা হইতেছে, তখন তাঁহারা গান্ধারীর সহিত একত্রে উচ্চৈঃস্বরে ভয়ানক ক্রন্দন করিতেছিলেন।১৯-২০

সাধারণ প্রজাগণের সহিত তাঁহারাও সর্ব্বদাই এই কুৎসিত কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সায়ংকালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং সেই সময় বিনা মেঘে আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণ, বজ্রপাত ও উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং রাহু অমাবস্যাব্যতিরেকেই সূর্য্যকে গ্রাস করিল, এই সব দেখিয়া প্রজাগণের মহাভয় উপস্থিত হইল।২১-২৩।

ভারতবংশীয়গণের অচিরে বিনাশের সূচনা করিয়া রথশালাসমূহে আগুন লাগিয়া গেল এবং ধ্বজসমূহ দগ্ধ হইয়া যাইল।২৪।

দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্র গৃহের সম্মুখে শৃগালসমূহ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল এবং চারিদিকে গর্দ্দভগণও সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে নিজেরাও বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।২৫।

হে সঞ্জয়! ঐ সকল মহোৎপাতদর্শনে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণ সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।২৬।

আমি তখন বিদুর কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া কৃষ্ণাকে তাহার অভিলষিত বর যাহা যাহা চাহিবে, তাহাই দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম।২৭।

পাঞ্চালী তখন রথ, ধনু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সহিত

অথাব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরঃ সর্বধর্মবিৎ।
এতদন্তাস্ত ভরতা যদ্ বঃ কৃষ্ণা সভাং গতা ॥২৯
যৈষা পাঞ্চালরাজস্য সুতা সা শ্রীরনুত্তমা।
পাঞ্চালী পাণ্ডবানেতান্ দৈবসৃষ্টোপসর্পতি ॥৩০
তস্যাঃ পার্থাঃ পরিক্লেশং ন ক্ষংস্যন্তে হ্যমর্ষণাঃ।
বৃষ্ণয়ো বা মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালা বা মহারথাঃ ॥৩১
তেন সত্যাভিসন্ধেন বাসুদেবেন রক্ষিতাঃ।
আগমিষ্যতি বীভৎসুঃ পাঞ্চালৈঃ পরিবারিতঃ ॥৩২
তেষাং মধ্যে মহেষ্বাসো ভীমসেনো মহাবলঃ।
আগমষ্যতি ধুন্বানো গদাং দণ্ডমিবান্তকঃ ॥৩৩
ততো গাণ্ডীবনির্ঘোষং শ্রুত্বা পার্থস্য ধীমতঃ।
গদাবেগঞ্চ ভীমস্য নালং সোঢুং নরাধিপাঃ ॥৩৪
তত্র মে রোচতে নিত্যং পার্থৈঃ সাম ন বিগ্রহঃ।
কুরুভ্যো হি সদা মন্যে পাণ্ডবান্ বলবত্তরান্ ॥৩৫
তথা হি বলবান্ রাজা জরাসন্ধো মহাদ্যুতিঃ।
বাহুপ্রহরণেনৈব ভীমেন নিহতো যুধি ॥৩৬
তস্য তে শম এবাস্তু পাণ্ডবৈর্ভরতর্ষভ।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্যুক্তং ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ॥৩৭
এবং কৃতে মহারাজ পরং শ্রেয়স্ত্বমাপ্স্যসি।
এবং গাবল্‌গণে ক্ষত্তা ধর্মার্থসহিতং বচঃ ॥৩৮
উক্তবান্ ন গৃহীতং বৈ ময়া পুত্রহিতৈষিণা ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অনুদ্যূতপর্বণি ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়সংবাদে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১

সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

পাণ্ডবগণের দাসত্বমোচন প্রার্থনা করিল এবং আমিও তাহা অনুমোদন করিলাম। ২৮।

তখন সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাকে বলিল—মহারাজ কৃষ্ণাকে যে কেশাকর্ষণ করিয়া আপনাদের এই কুরু সভায় আনা হইয়াছে, ইহাতেই ভরতকুলের বিনাশ হইবে। ২৯।

এই যে পাঞ্চালরাজের কন্যা অনুত্তমা শ্রীস্বরূপিণী পাঞ্চালী, ইনি দেবগণকর্ত্তৃক সৃষ্টা হইয়া পাণ্ডবগণের অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন। তাঁহার যে ক্লেশ এই সভাতে দেওয়া হইয়াছে, ইহা অসহিষ্ণু পাণ্ডবগণ, মহারথ বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ কেহই ক্ষমা করিবেন না। ৩০-৩১।

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বীভৎসু (অর্জ্জুন) পাঞ্চালগণের সহিত এখানে আগমন করিবেন। ৩২।

তাঁহাদের মধ্যে বিশেষতঃ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল ভীমসেন দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় উদ্যত গদাও ঘুরাইতে ঘুরাইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। ৩৩।

অনন্তর ধীমান্ অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধনুর নির্ঘোষ (টঙ্কার) এবং ভীমের গদাবেগকে সহ্য করিতে পারে, এমন কোন নরপতি পৃথিবীতে নাই। ৩৪।

সুতরাং এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সামনীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া আমার অভিপ্রেত। কৌরবগণ অপেক্ষা পাণ্ডবগণকে সর্ব্বদাই অধিক বলবান্ বলিয়া মনে করি। ৩৫।

মহারাজ! আপনি তো জানেন—মহাতেজস্বী ও বলবান্ রাজা জরাসন্ধ ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধেই সংগ্রামস্থলে নিহত হইয়াছেন। ৩৬।

হে ভরতর্ষভ! আমার মতে পাণ্ডবগণের সহিত সামনীতির প্রয়োগই উত্তম পন্থা। সুতরাং আপনি নিশঙ্কচিত্তে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের যাহাতে মিলন হয়—এইরূপ কার্য্যই করুন। ৩৭

হে মহারাজ! এইরূপ করিলে পরম শ্রেয় লাভ হইবে। হে পাণ্ডবগণ! বিদুর আমাকে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিয়াছিল বটে; কিন্তু পুত্রের হিত ইচ্ছা করিয়া আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। ৩৮-৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়সংবাদে একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ৮১

সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণ

একদিন বাক্-মন-চক্ষু-কর্ণ-প্রভৃতি করণবৃন্দ স্পর্দ্ধা সহকারে বলেছিল,—আমরা দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে সুদৃঢ় করে ধারণ করি।

মুখ্য প্রাণরূপী আমি বল্লাম—তোমরা মোহপ্রাপ্ত হয়ো না। আমিই নিজেকে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান—এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করে এই দেহ ধারণ করে থাকি।

তারা সে কথায় শ্রদ্ধা দেখাল না। তখন আমি অভিমানে ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করতে উদ্যুক্ত হলাম। মধুকররাজ উৎক্রমণ করলে যেমন মধুমক্ষিকাগণ তার সহিত উৎক্রমণ করে, তদ্রূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল উৎক্রমণ করছে দেখে আমি স্থির হলাম, তারাও স্থির হয়ে আমার স্তব করতে লাগলো।

তুমি অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হও, সূর্যরূপে প্রকাশ কর, তুমি পর্জ্জন্যরূপে বর্ষণ করে থাক, ইন্দ্ররূপে প্রজাপালন ও অসুরগণকে সংহার কর, তুমি বায়ুরূপে মেঘ ও জ্যোতির্মণ্ডলসমূহকে বহন কর, তুমি পৃথিবীরূপে সকলকে বহন কর, তুমি চন্দ্রমারূপে পোষণ কর, তুমি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, তুমি অমৃত।

রথচক্রের নাভিতে শলাকাসকলের ন্যায় তোমাতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্নসম্ভূত বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্রসমুদয়, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, লোকসকল এবং লোকসমূহের নাম অবস্থিত। তুমি ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদসকল এবং যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ।

হে প্রাণরূপি-পুরুষোত্তম! তুমি প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর ও মাতাপিতার অনুরূপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাক। হে প্রেমতম প্রাণ! তুমি নয়ন আদি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রতি শরীরে বাস কর। তোমার জন্য ভূতবৃন্দ ভোগ্য বিষয় আহরণ করে।

দেবগণের পক্ষে তুমি যজ্ঞীয় দ্রব্যের উত্তম বাহক, পিতৃদিগের তুমি প্রথম স্বধার প্রাপক।

হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র পরমেশ্বর, তুমি বীর্য্যে রুদ্র, সৌম্যরূপে পালয়িতা, তুমি ভুবন-ভাস্কর রূপে উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, তুমি জ্যোতিষ্কসকলের পতি সূর্য্য।

মা—

যখন তুমি বর্ষণ কর, হে প্রাণ! তখন এই প্রজাগণ ইচ্ছানুরূপ অন্ন হবে মনে করে, আনন্দে অবস্থান করে।

হে প্রাণ! তুমি ব্রাত্য, সংস্কারক কেহ না থাকায় সংস্কারহীন স্বতঃশুদ্ধ তুমি একর্ষি নামক অগ্নিরূপে হবির্ভোজন কর। তুমি সকলের উত্তম পতি। আমরা তোমার হবির্দান করি। হে অন্তরীক্ষচারিন্! তুমি আমাদের পিতা। হে প্রাণ! তোমার অপানরূপ তনুসমূহ বাক্যে, বাগিন্দ্রিয়ে, পৃথিবীতে এবং অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত, ব্যানরূপ তনুসকল শ্রোত্রে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে, চন্দ্র ও আকাশে, প্রাণরূপ তনুসকল চক্ষে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অন্নে ও আদিত্যে, সমানরূপ তনুসমুদয় মনে, ইন্দ্রিয়ে ভূত ও সমস্ত ভৌতিক পদার্থে ব্যাপ্ত হয়েছে। ইহলোকস্থ সমস্ত উপভোগ্য এবং স্বর্গে যা কিছু উপভোগ্য আছে, তা তোমারই অধীন।

হে প্রাণ! মাতা যেমন পুত্রগণকে রক্ষা করেন, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর। তুমি আমাদের জন্য সম্পদ ও প্রজ্ঞা বিধান কর।

এভাবে ইন্দ্রিয়সকল আমাকে স্তব করেছিল।

সৃষ্টির আদিতে সৎরূপে আমি অবস্থান করি, প্রাণরূপে আমিই প্রকাশ হই, আমার সগুণ নাম—অপরপ্রণব সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, ভূতসূক্ষ্ম ব্রহ্মা, প্রথমজ।

হৃদয়-কমলাকাশে আমিই বর্তমান থাকি, আমা হতেই আমি প্রাণাদি ষোড়শকল্যাণ-রূপে আত্মপ্রকাশ করি।

এ জগতে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। আমি লীলা করবার জন্য বহুরূপ ধারণ করি। যা দেখা যায়—তা আমি, যা দেখা যায় না—তা আমি। যা শোনা যায়—তা আমি। আমি মহান্ হ'তে মহান্, অণু হ'তে অণু, জগতে এরূপ কোন ভাষা নাই—যা আমাকে প্রকাশ করতে পারে। আমি আছি তাই জগৎ আছে, আমি না থাকলে জগৎ নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ, শুচি অশুচি, ভাল মন্দ যা কিছু সব আমি, সব আমি। সব আমি, আমি নির্গুণ, আমি সগুণ, আমি নির্গুণ সগুণের অতীত একমাত্র আমিই আছি। আমার একপাদে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ভেসেছে, তিন পাদের সন্ধান কেহ জানে না।

আমি লীলা করবার জন্য দেহধারণ করি, আবার লীলান্তে স্বধামে চলে যাই। আমার জীবকে আমি বড় ভালবাসি, তাই জীবের উদ্ধারের জন্য বার বার লীলা দেহধারণ করে অবতীর্ণ হই—আমি, আমি, আমি।

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত-

আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

বনপর্ব্ব।

শ্রীহরিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

শ্রীমহাভারতম্॥

বনপর্ব্ব

(অরণ্যযাত্রাপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[হস্তিনাপুরবাসিনাং শোকবর্ণনম্।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

জনমেজয় উবাচ।

এবং দ্যূতজিতাঃ পার্থাঃ কোপিতাশ্চ দুরাত্মভিঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহামাত্যৈর্নিকৃত্যা দ্বিজসত্তম॥১

শ্রাবিতাঃ পরুষা বাচঃ সৃজদ্ভির্বৈরমুত্তমম্।
কিমকুর্বত কৌরব্যা মম পূর্বপিতামহাঃ॥২

কথং চৈশ্বর্য্যবিভ্রষ্টাঃ সহসা দুঃখমেয়ুষঃ।
বনে বিজহ্রিরে পার্থাঃ শক্রপ্রতিমতেজসঃ॥৩

কে বৈ তানন্ববর্ত্তন্ত প্রাপ্তান্ ব্যসনমুত্তমম্।
কিমাচারাঃ কিমাহারাঃ ক চ বাসো মহাত্মনাম্॥৪

কথঞ্চ দ্বাদশ সমা বনে তেষাং মহামুনে।
ব্যতীয়ুর্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শূরাণামরিঘাতিনাম্॥৫

কথঞ্চ রাজপুত্রী সা প্রবরা সর্বযোষিতাম্।
পতিব্রতা মহাভাগা সততং সত্যবাদিনী॥৬

বনপর্ব্ব

(অরণ্যযাত্রাপর্ব্ব।)

প্রথম অধ্যায়।

[হস্তিনাপুরবাসিগণের শোকবর্ণন।]

নারায়ণ ঋষি, নর ঋষি, দেবী সরস্বতী এবং মহামুনিবেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় (মহাভারত চণ্ডী, গীতা প্রভৃতি) শাস্ত্র পাঠ করিবে।

জনমেজয় বলিলেন—হে বিপ্রবর! এইরূপে অমাত্যগণের সহিত দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনাদি যখন কপটতাপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় কুন্তীনন্দনগণকে পরাজিত করিলেন এবং অত্যন্ত কর্কশ বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের ক্রোধের উদ্রেক বৃদ্ধি করত শত্রুতা সৃষ্টি করিলেন, তখন আমার পূর্ব্বপিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি কুরুবংশীয়গণ কিরূপ আচরণ করিলেন? ১-২

ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই কুন্তীতনয়গণ অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কি প্রকারে বনে বিচরণ করিলেন? ৩।

এইরূপ বিপদে পতিত অবস্থায় কোন কোন পুরুষ তাঁহাদের অনুগমন করিলেন এবং তাঁহারা কিরূপ আচরণ ও আহার করত কোথায় বাস করিতে লাগিলেন? ৪।

হে বিপ্রবর! হে মহামুনি! সেই শত্রু-বিমর্দ্দনকারী বীরগণের বনে দ্বাদশ বৎসর কিভাবে অতীত হইল? ৫

হে তপোধন! সর্ব্বনারীশ্রেষ্ঠা মহাভাগ্যবতী সদা সত্যবাদিনী পতিব্রতা সেই দ্রুপদরাজনন্দিনী, তিনি দুঃখভোগের অযোগ্যা হইয়াও কিভাবে বনবাস

বনবাসমদুঃখার্হা দারুণং প্রত্যপদ্যত।
এতদাচক্ষ্ব মে সর্বং বিস্তরেণ তপোধন ॥৭
শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং ভূরিদ্রবিণতেজসাম্।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র পরং কৌতূহলং হি মে ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং দ্যূতজিতাঃ পার্থাঃ কোপিতাশ্চ দুরাত্মভিঃ।
ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সহামাত্যৈর্নির্যযুর্গজসাহ্বয়াৎ ॥৯
বর্ধমানপুরদ্বারাদভিনিষ্ক্রম্য পাণ্ডবাঃ।
উদঙ্মুখাঃ শস্ত্রভৃতঃ প্রযযুঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥১০
ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব ভৃত্যাঃ পরি চতুর্দশ
রথৈরনুযযুঃ শীঘ্রৈঃ স্ত্রিয় আদায় সর্বশঃ ॥১১
গতানেতান্ বিদিত্বা তু পৌরাঃ শোকাভিপীড়িতাঃ।
গর্হয়ন্তোঽসকৃদ্ ভীষ্ম-বিদুর-দ্রোণ-গৌতমান্ ॥
ঊচুর্বিগতসন্ত্রাসাঃ সমাগম্য পরস্পরম্ ॥১২

পৌরা ঊচুঃ।

নেদমস্তি কুলং সর্বং ন বয়ং ন চ নো গৃহাঃ ॥১৩
যত্র দুর্যোধনঃ পাপঃ সৌবলেনাভিপালিতঃ।
কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ রাজ্যমেতচ্চিকীর্ষতি ॥১৪
ন তৎ কুলং ন চাচারো ন ধর্মোঽর্থঃ কুতঃ সুখম্।
যত্র পাপসহায়োঽয়ং পাপো রাজ্যং চিকীর্ষতি ॥১৫
দুর্যোধনো গুরুদ্বেষী ত্যক্তাচারসুহৃজ্জনঃ।
অর্থলুব্ধোঽভিমানী চ নীচঃ প্রকৃতিনির্ঘৃণঃ ॥১৬
নেয়মস্তি মহী কৃৎস্না যত্র দুর্যোধনো নৃপঃ।
সাধু গচ্ছামহে সর্বে যত্র গচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ ॥১৭
সানুক্রোশা মহাত্মানো বিজিতেন্দ্রিয়শত্রবঃ।
হ্রীমন্তঃ কীর্তিমন্তশ্চ ধর্মাচারপরায়ণাঃ ॥১৮

করিলেন? এই সকল বৃত্তান্ত আপনি বিস্তারপূর্বক আমার নিকট বর্ণনা করুন। ৬-৭।

হে দ্বিজবর! প্রভূত ধন ও তেজের অধিকারী সেই পাণ্ডুতনয়গণের চরিত্র আপনি বর্ণনা করুন, উহা শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। ৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে অমাত্যবৃন্দের সহিত দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কর্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ও কুপিত কুন্তীপুত্রগণ হস্তিনাপুর হইতে বনোদ্দেশে নির্গত হইলেন। ৯।

হে নিষ্পাপ! সেই নগরী হইতে বৃহৎ দ্বার দ্বারা নির্গত হইয়া অস্ত্রধারী পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) সহিত উত্তরদিকে প্রস্থান করিলেন।১০

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন ভৃত্য নিজ নিজ পত্নীগণকে শীঘ্রগামী রথে বসাইয়া পাণ্ডবগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ১১

পাণ্ডবগণ বনে চলিয়া গিয়াছেন জানিতে পারিয়া হস্তিনাপুরবাসিগণ শোকাকুল হইলেন এবং নির্ভয়ে ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি দুর্যোধনের মন্ত্রিগণকে নিন্দা করিতে করিতে একত্রিত হইয়া পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন। ১২।

পুরবাসিগণ বলিলেন,—যেহেতু কর্ণ, দুঃশাসন ও সুবলতনয় শকুনির পরামর্শে প্রভাবিত হইয়া পাপিষ্ঠ দুর্যোধন এই রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, সেইহেতু এই রাজ্যে আমাদের বাড়ী ঘর, কুলমান এবং আমাদের পরিবার পর্য্যন্ত নিরাপদ নয়। ১৩-১৪।

যে রাজ্যে এই পাপিষ্ঠ রাজত্ব করিতে চায়, সেই রাজ্যে কুল, ধর্ম্ম, আচার কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং সুখ কি করিয়া হইবে? ১৫।

দুর্যোধন গুরুজনের দ্বেষকারী, আচার ও সুহৃজ্জনের পরিত্যাগকারী, অত্যন্ত অর্থলোভী, অভিমানী, নীচ এবং স্বভাবতঃ নির্দ্দয়। ১৬।

এই দুর্যোধন যেখানকার রাজা, সেই সমগ্র ভূমণ্ডল নষ্ট হইয়াগিয়াছে, সুতরাং যে স্থানে পাণ্ডবগণ যাইতেছেন, চল—আমরাও সেই স্থানে যাই। ১৭

পাণ্ডবগণ দয়ালু, উদারচিত্ত মহাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, জিতশত্রু এবং লজ্জাশীল, যশস্বী, ধার্মিক ও সদাচার-পরায়ণ। ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তেঽনুজগ্মুস্তে পাণ্ডবাংস্তান্ সমেত্য চ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে কৌন্তেয়ান্ মাদ্রিনন্দনান্॥ ১৯
ক্ব গমিষ্যথ ভদ্রং বস্ত্যক্ত্বাস্মান্ দুঃখভাগিনঃ।
বয়মপ্যনুযাস্যামো যত্র যূয়ং গমিষ্যথ॥২০
অধর্মেণ জিতান্ শ্রুত্বা যুষ্মাংস্ত্যক্তঘৃণৈঃ পরৈঃ।
উদ্বিগ্নাঃ স্মো ভৃশং সর্বে নাস্মান্ হাতুমিহার্হথ॥২১
ভক্তানুরক্তান্ সুহৃদঃ সদা প্রিয়হিতে রতান্।
কুরাজাধিষ্ঠিতে রাজ্যে ন বিনশ্যেম সর্বশঃ॥২২
শ্রূয়তাঞ্চাভিধাস্যামো গুণদোষান্ নরর্ষভাঃ।
শুভাশুভাধিবাসেন সংসর্গঃ কুরুতে যথা॥২৩
বস্ত্রমাপস্তিলান্ ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা।
পুষ্পাণামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ॥২৪
মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ॥২৫
তস্মাৎ প্রাজ্ঞৈশ্চ বৃদ্ধৈশ্চ সুস্বভাবৈস্তপস্বিভিঃ।
সদ্ভিশ্চ সহ সংসর্গঃ কার্য্যঃ শমপরায়ণৈঃ॥২৬
যেষাং ত্রীণ্যবদাতানি বিদ্যা যোনিশ্চ কর্ম চ।
তে সেব্যাস্তৈঃ সমাস্যা হি শাস্ত্রেভ্যোঽপি গরীয়সী॥২৭
নিরারম্ভা হ্যপি বয়ং পুণ্যশীলেষু সাধুষু।
পুণ্যমেবাপ্নুয়ামেহ পাপং পাপোপসেবনাৎ॥২৮
অসতাং দর্শনাৎ স্পর্শাৎ সঞ্জল্পাচ্চ সহাসনাৎ।
ধর্মাচারাঃ প্রহীয়ন্তে সিদ্ধ্যন্তি চ ন মানবাঃ॥২৯
বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ।
মধ্যমৈর্মধ্যতাং যাতি শ্রেষ্ঠতাং যাতি চোত্তমৈঃ॥৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের অনুগমন করত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেবকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন। ১৯।

আমাদিগকে পরিত্যাগ করত দুঃখভাগী করিয়া আপনারা কোথায় যাইতেছেন? আপনারা যেখানে যাইবেন, আমরাও তথায় আপনাদের অনুগমন

নির্দ্দয় শত্রুগণ আপনাদিগকে অধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়াছে—ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আপনাদের অনুগমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনাদের উচিত নহে; আমরা আপনাদের অনুরক্ত ভক্ত, সুহৃদ এবং আপনাদের প্রিয়কার্য্যে নিরত; এই পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইতে চাহি না। ২১-২২।

নরশ্রেষ্ঠগণ! শুভ অশুভ বস্তুর সংসর্গে কিরূপে গুণ দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ২৩।

যেমন পুষ্পের সংসর্গবশতঃ বস্ত্র, জল, তিল এবং ভূমি সুগন্ধযুক্ত হয়, সেইরূপ পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবানের সংসর্গে দোষ ও গুণ সংসর্গকারীতে সংক্রমিত হয়। ২৪

মূঢ় ব্যক্তিগণের সংসর্গ যেমন মোহোৎপত্তির প্রতি কারণ, তেমনই প্রত্যহ সাধুসমাগমও ধর্ম্মোৎপত্তির প্রতি কারণ। ২৫।

এজন্য মনস্বী বিদ্বান্, বয়োবৃদ্ধ, সৎস্বভাব, তপস্বী এবং শমগুণসম্পন্ন সজ্জনগণের সঙ্গ করা উচিত। ২৬

যাঁহাদের বিদ্যা, জাতি ও কর্ম্ম অবদাত অর্থাৎ দোষশূন্য, তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থান বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২৭।

আমরা নিরারম্ভ অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞ কর্ম্মশূন্য হইলেও যদি পুণ্যবান সাধুপুরুষগণের সংসর্গ করি, তবে পুণ্যলাভ করিব, পক্ষান্তরে পাপিষ্ঠের সংসর্গে পাপই অর্জ্জন করিব। ২৮।

অনীচৈর্নাপ্যবিষমৈর্নাধর্মিষ্ঠৈর্বিশেষতঃ ।
যে গুণাঃ কীর্ত্তিতা লোকে ধর্মকামার্থসম্ভবাঃ ।
লোকাচারেষু সম্ভূতা বেদোক্তাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥৩১
তে যুষ্মাসু সমস্তাশ্চ ব্যস্তাশ্চৈবেহ সদ্‌গুণাঃ ।
ইচ্ছামো গুণবন্মধ্যে বস্তুং শ্রেয়োঽর্থিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ধন্যা বয়ং যদস্মাকং স্নেহকারুণ্যযন্ত্রিতাঃ ।
অসতোঽপি গুণানাহুর্ব্রাহ্মণপ্রমুখাঃ প্রজাঃ ॥৩৩
তদহং ভ্রাতৃসহিতঃ সর্বান্ বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ।
নান্যথা তদ্ধি কর্ত্তব্যমস্মৎস্নেহানুকম্পয়া ॥৩৪
ভীষ্মঃ পিতামহো রাজা বিদুরো জননী চ মে ।
সুহৃজ্জনশ্চ প্রায়ো মে নগরে নাগসাহ্বয়ে ॥৩৫
তে ত্বস্মদ্ধিতকামার্থং পালনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ।
যুষ্মাভিঃ সহিতাঃ সর্বে শোকসন্তাপবিহ্বলাঃ ॥৩৬
নিবর্ত্ততাগতা দূরং সমাগমনশাপিতাঃ ।
স্বজনে ন্যাসভূতে মে কার্য্যা স্নেহান্বিতা মতিঃ ॥৩৭
এতদ্ধি মম কার্য্যাণাং পরমং হৃদি সংস্থিতম্ ।
কৃতা তেন তু তুষ্টির্মে সৎকারশ্চ ভবিষ্যতি ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথানুমন্ত্রিতাস্তেন ধর্মরাজেন তাঃ প্রজাঃ ।
চক্রুরার্ত্তস্বরং ঘোরং হা রাজন্নিতি সংহতাঃ ॥৩৯
গুণান্ পার্থস্য সংস্মৃত্য দুঃখার্ত্তাঃ পরমাতুরাঃ ।
অকামাঃ সংন্যবর্ত্তন্ত সমাগম্যাথ পাণ্ডবান্ ॥৪০

অসৎ ব্যক্তিগণের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহাবস্থান হইতে ধার্ম্মিক আচারসমূহ নষ্ট হয়; সুতরাং মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।২৯

মানুষের বুদ্ধি নীচের সংসর্গে নীচতা, মধ্যম অর্থাৎ নীচও নয় এবং উচ্চও নয়—এইরূপ লোকের সংসর্গে মধ্যমতা এবং উত্তম পুরুষের সংসর্গে উত্তমতাপ্রাপ্ত হয়।৩০

নীচ জাতিতে উৎপন্ন নহে, লোকে অপ্রসিদ্ধ নহে এবং অধার্ম্মিক নহে, এইরূপ পুরুষগণ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম হইতে সম্ভূত যে সকল গুণ জগতে প্রচার করিয়াছেন, ঐ সকল গুণই লোকের আচরণে প্রকটিত হয় এবং বেদে বর্ণিত শিষ্ট পুরুষগণ উহারই আচরণ করেন।৩১

সেই সকল গুণই আপনাদিগের মধ্যে মিলিত-ভাবে ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত, সুতরাং আমরা আমাদের শ্রেয় আকাঙ্ক্ষা করত আপনাদের ন্যায় গুণবান্ পুরুষগণের মধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করি।৩২

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমরা ধন্য, যেহেতু ব্রাহ্মণ-প্রমুখ প্রজাবৃন্দ আমাদের উপর এত স্নেহ ও করুণা-পরায়ণ যে, যে সকল গুণ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই, তাঁহারা আমাদের সেই সকল গুণও কীর্ত্তন করিতেছেন।৩৩

সুতরাং আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাদের নিকট ইহাই নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পাবশতঃ আপনারা ঐ সকল গুণের আচরণ হইতে বিরত হইবেন না।৩৪

আমাদের পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পিতৃব্য বিদুর, আমার জননী কুন্তীদেবী এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ প্রায় সকলেই এই হস্তিনাপুর রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছেন—(ইহা বোধ হয় আপনারা জানেন)।৩৫

তাঁহারা সকলেই আপনাদের ন্যায় শোক ও সন্তাপে বিহ্বল হইয়াছেন; সুতরাং আপনাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, আমাদের হিতের জন্য ইঁহাদিগকে যত্নের সহিত পালন করা।৩৬

আপনারা বহু দূর চলিয়া আসিয়াছেন, আমি আমার শপথ প্রদান করত আপনাদিগকে অনুরোধ

নিবৃত্তেষু তু পৌরেষু রথানাস্থায় পাণ্ডবাঃ ।
আজগ্মুর্জাহ্নবীতীরে প্রমাণাখ্যং মহাবটম্ ॥৪১
তে তং দিবসশেষেণ বটং গত্বা তু পাণ্ডবাঃ ।
ঊষুস্তাং রজনীং বীরাঃ সংস্পৃশ্য সলিলং শুচি ॥৪২
উদকেনৈব তাং রাত্রিমূষুস্তে দুঃখকর্শিতাঃ ।
অনুজগ্মুশ্চ তত্রৈতান্ স্নেহাৎ কেচিদ্ দ্বিজাতয়ঃ ॥
সাগ্নয়োঽনগ্নয়শ্চৈব সশিষ্যগণ-বান্ধবাঃ ।
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা শুশুভে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৪৪
তেষাং প্রাদুষ্কৃতাগ্নীনাং মুহূর্ত্তে রম্যদারুণে ।
ব্রহ্মঘোষপুরস্কারঃ সঞ্জল্পঃ সমজায়ত ॥৪৫
রাজানং তু কুরুশ্রেষ্ঠং তে হংসমধুরস্বরাঃ ।
আশ্বাসয়ন্তো বিপ্রাগ্র্যাঃ ক্ষপাং সর্বাং ব্যনোদয়ন্ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি
পৌরপ্রত্যাগমনে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

বলিতেছি যে, আপনারা নিবৃত্ত হউন; আমাদের অসহায় স্বজনকে আপনাদের নিকটেই গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি; আপনারা স্নেহান্বিত হইয়া তাহাদিগকে পালন করুন ।৩৭

আমার হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; এই কার্য্য করিলেই আমার পরম সন্তোষ ও সৎকার করা হইবে ।৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিনয়পূর্ব্বক অনুরুদ্ধ হইয়া সকল প্রজা একত্রে "হা মহারাজ" বলিয়া দুঃখিতচিত্তে তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ।৩৯

দুঃখার্ত্ত ও অত্যন্ত অবসন্ন ঐ সকল প্রজা পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরের গুণসমূহ স্মরণ করত পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে যাইলেন না ।৪০

পুরবাসিগণ নিবৃত্ত হইলে পাণ্ডবগণ রথে আরোহণ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রমাণনামক বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন ।৪১

দিবাশেষে তাঁহারা সকলে উক্ত বনমধ্যস্থ বটবৃক্ষের নীচে অবস্থান করত গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া তথায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ।৪২

তাঁহারা তথায় জলমাত্র পান করিয়াই উক্ত রাত্রি যাপন করিলেন; কোন কোন দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) তাঁহাদের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ তথায় তাঁহাদের অনুগমন করত উপস্থিত হইলেন ।৪৩

ঐ দ্বিজাতিগণ মধ্যে বহু সাগ্নিক ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ নিজ নিজ শিষ্য ও বান্ধবগণের সহিত বিদ্যমান ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত হইয়া অতিশয় শোভা ধারণ করিলেন ।৪৪

সন্ধ্যাকালীন নৈসর্গিক শোভাতে পরম রমণীয় ও রাক্ষস পিশাচদির পদসঞ্চারণের সময় হওয়ায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কররূপে প্রতীত সেই মুহূর্ত্তে (সময়ে) সেই ব্রাহ্মণগণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বেদ-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরস্পর সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন ।৪৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ হংসের ন্যায় মধুর স্বরে কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
পৌরপ্রত্যাগমনে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ধনদোষস্য অতিথিসৎকারমহত্ত্বস্য কল্যাণলাভোপায়সমূহস্য চ বিষয়মধিকৃত্য যুধিষ্ঠিরস্য ব্রাহ্মণানাঞ্চ উক্তি-প্রত্যুক্তী।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
বনং যিযাসতাং বিপ্রাস্তস্থুর্ভিক্ষাভুজোঽগ্রতঃ ॥১

তানুবাচ ততো রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বয়ং হি হৃতসর্বস্বা হৃতরাজ্যা হৃতশ্রিয়ঃ ॥২

ফলমূলাশনাহারা বনং গচ্ছাম দুঃখিতাঃ।
বনঞ্চ দোষবহুলং বহুব্যাল-সরীসৃপম্ ॥৩

পরিক্লেশশ্চ বো মন্যে ধ্রুবং তত্র ভবিষ্যতি।
ব্রাহ্মণানাং পরিক্লেশো দৈবতান্যপি সাদয়েৎ।
কিং পুনর্মামিতো বিপ্রা নিবর্ত্তধ্বং যথেষ্টতঃ ॥৪

ব্রাহ্মণা উচুঃ

গতির্যা ভবতাং রাজংস্তাং বয়ং গন্তুমুদ্যতাঃ।
নার্হস্যস্মান্ পরিত্যক্তুং ভক্তান্ সদ্ধর্মদর্শিনঃ ॥৫
অনুকম্পাং হি ভক্তেষু দেবতা হ্যপি কুর্বতে।
বিশেষতো ব্রাহ্মণেষু সদাচারাবলম্বিষু ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মমাপি পরমা ভক্তির্ব্রাহ্মণেষু সদা দ্বিজাঃ।
সহায়বিপরিভ্রংশস্ত্বয়ং সাদয়তীব মাম্ ॥৭
আহরেয়ুরিমে যেঽপি ফল-মূল-মধূনি চ।
ত ইমে শোকজৈর্দুঃখৈর্ভ্রাতরো মে বিমোহিতাঃ
দ্রৌপদ্যা বিপ্রকর্ষেণ রাজ্যাপহরণেন চ।
দুঃখার্দিতানিমান্ ক্লেশৈর্নাহং যোক্তুমিহোৎসহে ॥৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ধনের দোষ, অতিথিসৎকারের মহত্ত্ব এবং কল্যাণ লাভের সমুদয় উপায় সম্বন্ধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের উক্তি প্রত্যুক্তি।]

রাত্রি প্রভাত হইলে সেই অনায়াসে মহৎকর্ম্মশীল পাণ্ডবগণ যখন বনে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তখন ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অগ্রভাগে উপস্থিত হইলেন।১

তখন কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমাদের রাজ্য, ধন, এমন কি সর্ব্বস্বই শত্রুগণ হরণ করিয়াছে। এজন্য ফলমূলমাত্র আহার করিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে আমাদিগকে বনে যাইতে হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত বন দুঃখবহুল এবং বহু হিংস্র জন্তু ও সর্পাদিতে পরিপূর্ণ।৩-২

আপনারা আমাদের সঙ্গে বনে গেলে অপনাদের ভয়ানক কষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণগণের কষ্ট দেবতাগণকেও ব্যথিত করে, সুতরাং আমাকে ব্যথিত করিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হে বিপ্রগণ! আপনারা এখান হইতে অভীষ্ট স্থানে ফিরিয়া যান।৪

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, হে রাজন্! আপনাদের যেরূপ গতি হইবে, আমাদেরও সেইরূপ গতিই হইবে। সুতরাং আপনাদের প্রতি অনুরক্ত এবং সদ্ধর্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে।৫

ভক্তগণের প্রতি দেবতাগণও অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ সেই ভক্তগণ যদি সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ হন।৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমারও ব্রাহ্মণগণের প্রতি পরমা সদা ভক্তি আছে। কিন্তু সহায়সম্পদ্‌হীনতা যেন আমাকে বড়ই কষ্ট দিতেছে। এই আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, যাহারা বনে ফলমূলাদি আহরণ করিতে সমর্থ, তাহারাও শোক ও দুঃখের দ্বারা বিমোহিত।৭-৮

বিশেষতঃ দ্রৌপদীর অপমান ও রাজ্যের অপহরণ প্রভৃতি দুঃখে ইহারা অত্যন্ত পীড়িত; সুতরাং

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

অস্মৎপোষণজা চিন্তা মা ভূৎ তে হৃদি পার্থিব।
স্বয়মাহৃত্য চান্নানি ত্বানুযাস্যামহে বয়ম্ ॥১০
অনুধ্যানেন জপ্যেন বিধাস্যামঃ শিবং তব।
কথাভিশ্চাভিরম্যাভিঃ সহ রংস্যামহে বয়ম্ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেতন্ন সন্দেহো রমেঽহং সততং দ্বিজৈঃ।
ন্যূনভাবাৎ তু পশ্যামি প্রত্যাদেশমিবাত্মনঃ ॥১২
কথং দ্রক্ষ্যামি বঃ সর্বান্ স্বয়মাহৃতভোজনান্।
মদ্ভক্ত্যা ক্লিশ্যতোঽনর্হান্ ধিক্ পাপান্
ধৃতরাষ্ট্রজান্ ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স নৃপঃ শোচন্ নিষসাদ মহীতলে।
তমধ্যাত্মরতো বিদ্বাঞ্ছৌনকো নাম বৈ দ্বিজঃ ॥১৪
যোগে সাংখ্যে চ কুশলো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১৫
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥১৬
ন হি জ্ঞানবিরুদ্ধেষু বহুদোষেষু কর্মসু।
শ্রেয়োঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥১৭
অষ্টাঙ্গাং বুদ্ধিমাহুর্যাং সর্বাশ্রেয়োঽভিঘাতিনীম্।
শ্রুতি-স্মৃতিসমাযুক্তাং রাজন্ সা ত্বয্যবস্থিতা ॥১৮

আরও অধিকতর ফলাহরণাদিতে ক্লেশ দিতে আমি ইচ্ছুক নহি।৯

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমাদিগকে পোষণ করিবার জন্য কোন চিন্তা আপনাকে করিতে হইবে না। হে রাজন্! আমরা স্বয়ংই অন্নাদি আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করত আপনাদের অনুগমন করিব।১০

আমরা ইষ্টচিন্তা ও ইষ্টমন্ত্র জপের দ্বারা অপনার মঙ্গল বিধান করিব এবং রমণীয় ভগবৎকথার দ্বারা আপনাদিগকে আনন্দিত করিব এবং নিজেরাও আনন্দ লাভ করিব।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, সর্বদা ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু আমি আপনাদিগকে পালন করিতে না পারায় আমার ন্যূনতা প্রকাশ পাইবে এবং ইহা একপ্রকার অবশেরই কারণ হইবে।১২

আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আপনারা বনের মধ্যে কষ্ট করিয়া স্বয়ং অন্ন সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন—ইহা আমি স্বচক্ষে কেমন করিয়া দেখিব? আপনারা ক্লেশভোগের যোগ্য নহেন। যাহারা আমার এইরূপ দুঃখের কারণ, সেই পাপী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ধিক্।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শোকতপ্ত চিত্তে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন আত্ম-তত্ত্ববিশারদ, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যোগ ও সাংখ্য-দর্শনে বিশেষ নিপুণ দ্বিজবর শৌনক রাজাকে বলিলেন।১৪-১৫

সহস্র সহস্র শোকের ও শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিনই মানুষের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু উহারা মূঢ়কে অভিভূত করিলেও পণ্ডিতকে অভিভূত করিতে পারে না।১৬

আপনার মত বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ কখনও শ্রেয়োবিঘাতক জ্ঞানবিরোধী যাবতীয় কর্মে কদাপি আসক্ত হন না।১৭

রাজন্! সকল প্রকার অমঙ্গলের নাশকারিণী যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ* যোগসাধনের অনুকূল শ্রুতি ও স্মৃতি প্রযুক্ত উত্তম যে বুদ্ধি, উহা আপনাতে বর্তমান।১৮

*কেহ কেহ নিম্নরূপ অষ্টাঙ্গ বলেন,—
মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, শান্তি, নিবৃত্তি, তিতিক্ষা ও উপরতি।

অর্থকৃচ্ছ্রেষু দুর্গেষু ব্যাপৎসু স্বজনস্য চ।
শারীরমানসৈর্দুঃখৈর্ন সীদন্তি ভবদ্‌বিধাঃ ॥১৯
শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি জনকেন যথা পুরা।
আত্মব্যবস্থানকরা গীতাঃ শ্লোকা মহাত্মনা ॥২০
মনোদেহসমুত্থাভ্যাং দুঃখাভ্যামর্দিতং জগৎ।
তয়োর্ব্যাসসমাসাভ্যাং শমোপায়মিমং শৃণু ॥২১
ব্যাধেরনিষ্টসংস্পর্শাচ্ছ্রমাদিষ্টবিবর্জনাৎ।
দুঃখং চতুর্ভিঃ শারীরং কারণৈঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥২২
তদা তৎপ্রতিকারাচ্চ সততং চাবিচিন্তনাৎ।
আধি-ব্যাধিপ্রশমনং ক্রিয়াযোগদ্বয়েন তু ॥২৩
মতিমন্তো হ্যতো বৈদ্যাঃ শমং প্রাগেব কুর্বতে।
মানসস্য প্রিয়াখ্যানৈঃ সম্ভোগোপনয়ৈর্নৃণাম্ ॥২৪
মানসেন হি দুঃখেন শরীরমুপতপ্যতে।
অয়ঃপিণ্ডেন তপ্তেন কুম্ভসংস্থমিবোদকম্ ॥২৫
মানসং শময়েৎ তস্মাজ্‌জ্ঞানেনাগ্নিমিবাম্বুনা।
প্রশান্তে মানসে হ্যস্য শারীরমুপশাম্যতি ॥২৬
মনসো দুঃখমূলং তু স্নেহ ইত্যুপলভ্যতে।
স্নেহাৎ তু সজ্জতে জন্তুর্দুঃখযোগমুপৈতি চ ॥২৭
স্নেহমূলানি দুঃখানি স্নেহজানি ভয়ানি চ।
শোক-হর্ষৌ তথায়াসঃ সর্বং স্নেহাৎ প্রবর্ত্ততে ॥২৮
স্নেহাদ্ ভাবোঽনুরাগশ্চ প্রজজ্ঞে বিষয়ে তথা।
অশ্রেয়স্কাবুভাবেতৌ পূর্বস্তত্র গুরুঃ স্মৃতঃ ॥২৯
কোটরাগ্নির্যথাশেষং সমূলং পাদপং দহেৎ।
ধর্মার্থৌ তু তথাল্পোঽপি রাগদোষো বিনাশয়েৎ ॥৩০

অর্থের অত্যন্ত অভাব এবং স্বজনগণের বিপদ উপস্থিত হইলেও আপনার মত সজ্জনগণ কখনও শারীরিক বা মানসিক দুঃখে অবসন্ন হন না।১৯

(তাহা হইলে) আপনি এ বিষয়ে এক পুরাবৃত্ত শুনুন, আপনাকে মহাত্মা রাজর্ষি জনকের দ্বারা উত্তমশ্লোকগুলি শুনাইতেছি, যাহা তিনি আত্মব্যবস্থার কারণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।২০

শারীরিক ও মানসিক দুঃখের দ্বারা সমস্ত জীবজগৎ পীড়িত; সংক্ষিপ্তভাবে ও বিস্তৃতভাবে ঐ উভয়বিধ দুঃখের প্রশমনের উপায় শ্রবণ কর।২১

ব্যাধি, অনিষ্ট বস্তুর সংস্পর্শ, পরিশ্রম এবং ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ—এই চারিপ্রকার কারণ হইতে শারীরিক দুঃখ মানুষের উপস্থিত হয়।২২

যথাসময়ে উহার প্রতীকার এবং সর্বদা উহার চিন্তা বর্জন করা—এই দুইটি ক্রিয়াযোগই আধি (মানস দুঃখ) এবং ব্যাধির (শারীরিক দুঃখ) প্রশমনের উপায়।২৩

বুদ্ধিমান্ বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্বান্‌পুরুষগণ প্রথমেই প্রিয়বস্তুর বর্ণনা, সম্ভোগ এবং মিলনের দ্বারা মানস দুঃখ অর্থাৎ আধির উপশম করিয়া থাকেন।২৪

তপ্ত লৌহপিণ্ডের সংস্পর্শে যেমন কুম্ভমধ্যস্থ জল পর্য্যন্ত তপ্ত হয়, তেমনই মানস দুঃখের দ্বারা শরীরও উপতপ্ত অর্থাৎ পীড়িত হয়।২৫

এইজন্য বস্তুর গুণদোষের বিচাররূপ জ্ঞানের দ্বারা জলের দ্বারা অগ্নির ন্যায় প্রথমে মানস দুঃখেরই উপশম করিবে।২৬

মানস দুঃখের মূল হইতেছে স্নেহ, স্নেহের দ্বারাই প্রাণিমাত্রই বিষয়ে আসক্ত হয় এবং বিষয়ের বিয়োগের সম্ভাবনায় দুঃখ অনুভব করে।২৭

সকল দুঃখ ও ভয়ই স্নেহমূলক; অর্থাৎ স্নেহ হইতেই দুঃখ ও ভয় জন্মে। শোক, হর্ষ ও আয়াস অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমজনিত দুঃখ-সমূহও স্নেহ হইতে উৎপন্ন হয়।২৮

স্নেহ হইতেই বিষয়ে ভাব (ভাবনা অর্থাৎ প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তির জন্য সঙ্কল্প) এবং অনুরাগ (প্রিয় বস্তুতে অত্যন্ত আসক্তি) উৎপন্ন হয়; এই উভয়ই অমঙ্গলকর, তার মধ্যে আবার পূর্ব্বটী (ভাব) উত্তরটীর (দ্বিতীয়টির) অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ

বিপ্রযোগে ন তু ত্যাগী দোষদর্শী সমাগমে।
বিরাগং ভজতে জন্তুর্নির্বৈরো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥৩১
তস্মাৎ স্নেহং ন লিপ্সেত মিত্রেভ্যো ধনসঞ্চয়াৎ।
স্বশরীরসমুত্থঞ্চ জ্ঞানেন বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥৩২
জ্ঞানান্বিতেষু যুক্তেষু শাস্ত্রজ্ঞেষু কৃতাত্মসু।
ন তেষু সজ্জতে স্নেহঃ পদ্মপত্রেষ্বিবোদকম্ ॥৩৩
রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ কামেন পরিকৃষ্যতে।
ইচ্ছা সঞ্জায়তে তস্য ততস্তৃষ্ণা বিবর্দ্ধতে ॥৩৪
তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগকরী স্মৃতা।
অধর্ম্মবহুলা চৈব ঘোরা পাপানুবন্ধিনী ॥৩৫

অতীব অনর্থকর।২৯

বৃক্ষের কোটর হইতে নির্গত অগ্নি যেমন সমগ্র বৃক্ষটাকেই দগ্ধ করে, তেমনই অল্প রাগরূপ দোষই সমস্ত ধর্ম্ম ও অর্থকে বিনাশ করিতে পারে।৩০

কোন কারণে বিষয় হইতে বিযুক্ত ব্যক্তিকে ত্যাগী বলা যায় না, যে ব্যক্তি সন্নিহিত বিষয়েও অর্থাৎ বিষয়ের সংস্রবে থাকিয়াও উহার দোষদর্শন পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে, সেই প্রকৃত ত্যাগী। এইরূপ ব্যক্তিই নির্বৈর (দ্বেষহীন) এবং বন্ধনমুক্ত।৩১

সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি ধনসঞ্চয় করিয়া মিত্রগণের নিকট হইতে স্নেহ লাভের আশা করিবে না; যদি নিজ শরীরের প্রতি মমতাবশতঃ উহা (স্নেহ) উৎপন্নও হয়, তাহা হইলেও বিচাররূপ জ্ঞানের দ্বারা তাহা নিবারিত করিবে।৩২

পদ্মপত্রে জল যেমন সংলগ্ন হয় না, তেমনই জ্ঞানী, যোগী, শাস্ত্রজ্ঞ ও বিচারশীল কৃতার্থ পুরুষকে স্নেহ অর্থাৎ আসক্তির প্রভাব কখনও স্পর্শ করে না।৩৩

আসক্তির বশীভূত হইয়া পুরুষ তীব্র কামনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়; ঐ তীব্র কামনা হইতে মানুষের ভোগে স্পৃহা জাগে, তারপর সেই তৃষ্ণাও বর্দ্ধিত হয়।৩৪

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥৩৬
অনাদ্যন্তা তু সা তৃষ্ণা অন্তর্দেহগতা নৃণাম্।
বিনাশয়তি ভূতানি অযোনিজ ইবানলঃ ॥৩৭
যথৈধঃ স্বসমুত্থেন বহ্নিনা নাশমৃচ্ছতি।
তথাকৃতাত্মা লোভেন সহজেন বিনশ্যতি ॥৩৮
রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব ॥৩৯
যথা হ্যামিষমাকাশে পক্ষিভিঃ শ্বাপদৈর্ভুবি।
ভক্ষ্যতে সলিলে মৎস্যৈস্তথা সর্বত্র বিত্তবান্ ॥৪০

ভয়ঙ্করী তৃষ্ণাই হইতেছে সকলের চেয়ে পাপিষ্ঠা অর্থাৎ পাপ উৎপত্তির শ্রেষ্ঠ কারণ; কেননা উহা বিষয়প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা উদ্বেগ উৎপাদন করে এবং প্রায়শই অধর্ম্মের দ্বারা বিষয় লাভ করাইয়া পাপের সৃষ্টি করে।৩৫

দুর্ম্মতি পুরুষের পক্ষে যাহাকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, শরীর জীর্ণ (নষ্ট) হইলেও যাহা জীর্ণ (নষ্ট) হয় না এবং যাহা প্রাণান্তকর রোগতুল্য, সেই তৃষ্ণাকে যে ত্যাগ করিতে পারে, সেই সুখী।৩৬

এই তৃষ্ণার আদিও নাই এবং অন্তও নাই। শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়ে অবস্থিত এই তৃষ্ণা লৌহপিণ্ডাশ্রিত অগ্নির ন্যায় প্রাণীকে বিনাশ করে।৩৭

যেমন কাষ্ঠ যোখিত অগ্নির দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই অসংযতমনা পুরুষ নিজ দেহের সহিত উৎপন্ন লোভের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৩৮

যেমন প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু হইতে সর্ব্বদা ভয় থাকে, তেমনই বিত্তশালী ব্যক্তির রাজা, জল, অগ্নি, চৌর এবং আত্মীয়স্বজন হইতে সর্ব্বদা (ধনাপহরণের) ভয় থাকে।৩৯

অর্থ এব হি কেষাঞ্চিদনর্থং ভজতে নৃণাম্।
অর্থশ্রেয়সি চাসক্তো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নরঃ ॥৪১

তস্মাদর্থাগমাঃ সর্বে মনোমোহবিবর্ধনাঃ।
কার্পণ্যং দর্প-মানৌ চ ভয়মুদ্বেগ এব চ ॥৪২

অর্থজানি বিদুঃ প্রাজ্ঞা দুঃখান্যেতানি দেহিনাম্।
অর্থস্যোৎপাদনে চৈব পালনে চ তথা ক্ষয়ে ॥৪৩

সহন্তি চ মহদ্ দুঃখং ঘ্নন্তি চৈবার্থকারণাৎ।
অর্থা দুঃখং পরিত্যক্তুং পালিতাশ্চৈব শত্রবঃ ॥৪৪

দুঃখেন চাধিগম্যন্তে তস্মান্নাশং ন চিন্তয়েৎ।
অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪৫

অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্।
তস্মাৎ সন্তোষমেবেহ পরং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪৬

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্নসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥৪৭

ত্যজেৎ সঞ্চয়াংস্তস্মাত্তজ্জান্ ক্লেশান্ সহেত চ।
ন হি সঞ্চয়বান্ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে নিরুপদ্রবঃ।
অতশ্চ ধার্মিকৈঃ পুম্ভিরনীহার্থঃ প্রশস্যতে ॥৪৮

ধর্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য শ্রেয়ো নস্পর্শনং নৃণাম্ ॥৪৯

যেমন আমিষ আকাশে পক্ষীগণের দ্বারা, ভূমিতে চতুষ্পদ সিংহাদি জন্তুগণের দ্বারা এবং জলে মৎস্যগণের দ্বারা ভক্ষিত হয়, তেমনই বিত্তবান্ পুরুষও রাজা প্রভৃতি সকলের দ্বারাই সর্ব্বদা ভক্ষিত বিনষ্ট অর্থাৎ অপহৃতবিত্ত হইতে পারে।৪০

কোন কোন্ মানুষের পক্ষে অর্থ অনর্থেরই কারণ হয়,অর্থদ্বারা লব্ধব্য শ্রেয়োবস্তু প্রবৃত্ত যাগাদি কর্ম্মে পুরুষ অবশেষে অর্থেতেই আসক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।৪১

সেইহেতু সর্ব্বোপায়ে অর্থাগমই মনের মোহবর্দ্ধক। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ নির্ণয় করিয়াছেন—কার্পণ্য, দর্প, অভিমান, ভয় ও উদ্বেগ—প্রাণিগণের এই পাঁচ প্রকার দুঃখ অর্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অর্থের অর্জ্জনে, রক্ষণে ও নাশে মহৎ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। এমন কি, অর্থের জন্য অন্যকে হত্যা পর্য্যন্ত করে। (অর্থগৃধ্নু) ব্যক্তি অর্থকে ত্যাগ করিতে দুঃখ অনুভব করে, তথা উহাকে রক্ষা করিলে, উহা তাহার পক্ষে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।৪২-৪৪

ধন হইতে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়, সুতরাং অর্থের চিন্তা করিবে না, কারণ অর্থের চিন্তা করা আর নিজের বিনাশের চিন্তা করা—একই কথা। মূঢ় ব্যক্তিগণই অর্থের অলাভে অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিত উহাতে সন্তোষই লাভ করেন।৪৫

পিপাসা অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণার কোন অন্ত নাই, সুতরাং সন্তোষই পরম সুখের কারণ। অতএব পণ্ডিতগণ সন্তোষকেই উত্তম বস্তু (পরম অবলম্বনীয়) মনে করেন।৪৬

রূপ যৌবন, জীবন, সঞ্চিত ধন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয়জনগণের সহিত বাস—এ সকলই অনিত্য, সুতরাং বিদ্বান্ পুরুষ উহাদের অভিলাষ পরিত্যাগ করিবেন।৪৭

ধনসঞ্চয় পরিত্যাগ করিবে এবং ধনসঞ্চয়প্রযুক্ত উৎপন্ন দুঃখ বিবেকের দ্বারা সহন করিবে। কারণ, ধনসঞ্চয়কারী পুরুষকে কখনও নিরুপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ধার্ম্মিক পুরুষগণ অদৃষ্টপ্রাপ্ত ধনের অধিক লাভের জন্য যত্ন করেন না।৪৮

ধর্ম্মের জন্যও যে অর্থলাভের প্রচেষ্টা, উহা হইতে নিরীহতা অর্থাৎ ধনলাভের জন্য চেষ্টা না করাই প্রশংসনীয়; কারণ, পায়ে পাঁক লাগাইয়া উহা পরে ধুইয়া ফেলার চেয়ে পাঁক না লাগানোই ভাল।৪৯

যুধিষ্ঠিরৈবং সর্বেষু ন স্পৃহাং কর্তুমর্হসি।
ধর্মেণ যদি তে কার্য্যং বিমুক্তেচ্ছো ভবার্থতঃ ॥৫০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নার্থোপভোগলিপ্সার্থমিয়মর্থেপ্সুতা মম।
ভরণার্থং তু বিপ্রাণাং ব্রহ্মন্ কাঙ্ক্ষে ন লোভতঃ ॥৫১
কথং হ্যস্মদ্বিধো ব্রহ্মন্ বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমে।
ভরণং পালনং চাপি ন কুর্য্যদনুযায়িনাম্ ॥৫২
সংবিভাগো হি ভূতানাং সর্বেষামেব দৃশ্যতে।
তথৈবাপচমানেভ্যঃ প্রদেয়ং গৃহমেধিনা ॥৫৩
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥৫৪

হে যুধিষ্ঠির! যদি ধর্ম্মলাভ করা তুমি প্রয়োজনীয় কার্য্য মনে কর এবং সংসার হইতে মুক্তিলাভের যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে সর্ব্ব বস্তুতে এইরূপ স্পৃহা পরিত্যাগ কর।৫০

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমার যে অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছা—ইহা ভোগের জন্য নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণের জন্যই আমি অর্থের আকাঙ্ক্ষা করি—লোভবশতঃ নহে।৫১

হে ব্রহ্মন্! আমাদের মত গৃহস্থ রাজধর্ম্মানুবর্ত্তী পুরুষগণ অনুযায়িগণের পালন ও পোষণ যদি না করে, তবে উহা কি উচিত হইবে?৫২

গৃহস্থের অন্নে সকলেরই অধিকার শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, দেখা যায়, যাঁহারা নিজ হাতে পাক করেন না, এইরূপ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে অন্নদান করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য।৫৩

কুশাদি তৃণনির্ম্মিত আসন, বসিবার স্থান, হাত-পা ধুইবার জল এবং চতুর্থ যে মিষ্টবাণী—এই চারিটী বস্তু সজ্জনের গৃহ হইতে কদাচ উৎসন্ন (অভাব) হয় না।৫৪

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং স্থিতশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্ ॥৫৫
চক্ষুর্দদ্যান্মনো দদ্যাদ্ বাচং দদ্যাৎ সুভাষিতাম্।
উত্থায় চাসনং দদ্যাদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
প্রত্যুত্থায়াভিগমনং কুর্য্যান্ন্যায়েন চার্চনম্ ॥৫৬
অগ্নিহোত্রমনড্বাংশ্চ জ্ঞাতয়োঽতিথিবান্ধবাঃ।
পুত্রা দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ নির্দহেয়ুরপূজিতাঃ ॥৫৭
আত্মার্থং পাচয়েন্নান্নং ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশূন্।
ন চ তৎ স্বয়মশ্নীয়াদ্ বিধিবদ্ যন্ন নির্বপেৎ ॥৫৮
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ ভুবি।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতশ্চ দীয়তে ॥৫৯

রোগাদির দ্বারা আর্ত্ত পুরুষকে শয্যা, চলিতে অক্ষম এমন শ্রান্তকে আসন, পিপাসার্ত্তকে পানীয় এবং ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।৫৫

গৃহাগত পুরুষের প্রতি প্রেমপূর্ণদৃষ্টি রাখিবে, প্রীতিপূর্ণ হৃদয় প্রদর্শন করাইবে এবং মিষ্ট বাক্যে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবে, উঠিয়া আসন দিবে; যখন চলিয়া যাইবে, তখন কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিবে এবং যথোচিত আদর আপ্যায়ন করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।৫৬

অগ্নিহোত্র, বৃষভ, জ্ঞাতিবর্গ, অতিথি, স্বজন, পুত্র, স্ত্রী এবং ভৃত্যগণ—ইহাদের উপযুক্ত সৎকার না করিলে ইহারা গৃহস্থকে দগ্ধ করে।৫৭

কেবল নিজের উদর পূরণের জন্য অন্ন পাক করাইবে না, বৃথা (দেবতা বা ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে) পশুহিংসা করিবে না এবং যাহা বিধি অনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণাদিকে দেওয়া হয় নাই, এমন অন্ন নিজেও আহার করিবে না।৫৮

কুকুর, চণ্ডাল এবং কাকাদিপক্ষিসমূহের জন্য ভূমিতে অন্ন দিবে; ইহার নাম বৈশ্বদেব যজ্ঞ,

বিঘসাশী ভবেৎ তস্মান্নিত্যং চামৃতভোজনঃ।
বিঘসো ভুক্তশেষং তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্ ॥৬০
চক্ষুর্দদ্যান্মনো দদ্যাদ্ বাচং দদ্যাচ্চ সূনৃতাম্।
অনুব্রজেদুপাসীত স যজ্ঞঃ পঞ্চদক্ষিণঃ ॥৬১
যো দদ্যাদপরিক্লিষ্টমন্নমধ্বনি বর্ত্ততে।
শ্রান্তায়াদৃষ্টপূর্ব্বায় তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥৬২
এবং যো বর্ত্ততে বৃত্তিং বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমে।
তস্য ধর্ম্মং পরং প্রাহুঃ কথং বা বিপ্র মন্যসে ॥৬৩

শৌনক উবাচ।

অহো বত মহৎ কষ্টং বিপরীতমিদং জগৎ।
যেনাপত্রপতে সাধুরসাধুস্তেন তুষ্যতি ॥৬৪
শিশ্নোদরকৃতেঽপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসং বহু।
মোহ-রাগসমাক্রান্ত ইন্দ্রিয়ার্থবশানুগঃ ॥৬৫
হ্রিয়তে বুধ্যমানোঽপি নরো হারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
বিমূঢ়সংজ্ঞো দুষ্টাশ্বৈরুদ্ভ্রান্তৈরিব সারথিঃ ॥৬৬
ষড়িন্দ্রিয়াণি বিষয়ং সমাগচ্ছন্তি বৈ যদা।
তদা প্রাদুর্ভবত্যেষাং পূর্ব্বসঙ্কল্পজং মনঃ ॥৬৭
মনো যস্যেন্দ্রিয়স্যেহ বিষয়ান্ যাতি সেবিতুম্।
তস্যৌৎসুক্যং সম্ভবতি প্রবৃত্তিশ্চোপজায়তে ॥৬৮
ততঃ সঙ্কল্পবীজেন কামেন বিষয়েষুভিঃ।
বিদ্ধঃ পততি লোভাগ্নৌ জ্যোতির্লোভাৎ পতঙ্গবৎ ॥৬৯

প্রাতঃ ও সায়ংকালে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।৫৯

সুতরাং নিত্যই বিঘসাশী ও অমৃতভোজী হইবে, গৃহস্থের গৃহে সকলের আহারের পর অবশিষ্ট অন্নকে 'বিঘস' এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও বলিবৈশ্বদেবের অনন্তর অবশিষ্ট অন্নকে 'অমৃত' বলে।৬০

অতিথিকে চক্ষুঃ দিবে (অর্থাৎ প্রেমপূর্ণদৃষ্টিতে দেখিবে), মন দিবে (অর্থাৎ প্রীত মনে তাহার হিত চিন্তা করিবে), মিষ্ট বাণী দিবে (অর্থাৎ সত্য, প্রিয় ও হিতবাক্য বলিবে), অতিথি উঠিয়া গেলে কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিবে এবং সে বসিয়া থাকিলে তাহার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিবে—এই পাঁচপ্রকার পরিচর্য্যার দ্বারা অতিথির সেবাকে পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞ বলা হয়।৬১

যে গৃহস্থ অপরিচিত পরিশ্রান্ত পথিককে প্রসন্নচিত্তে সাদরে অন্ন প্রদান করে, তাহার মহাপুণ্য ফল লাভ হয়।৬২

গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত পুরুষের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন; হে ব্রহ্মন্! ইহাতে আপনার অভিমত কি? ।৬৩

শৌনক বলিলেন,—অহো! খুবই দুঃখের কথা এই যে, জগতে ইহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। যে কর্ম্ম করিয়া সাধুগণ লজ্জিত হন, অসাধু ব্যক্তি তাহাতেই তুষ্টি লাভ করে।৬৪

প্রজ্ঞাশূন্য ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের বশীভূত হইয়া মোহ ও রাগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শিশ্ন ও উদরকে তৃপ্তি দিবার জন্য যজ্ঞাবশেষ বুদ্ধিতে বহু অন্ন সংগ্রহ করে।৬৫

সারথি যেমন উদ্ভ্রান্ত দুষ্ট অশ্বগণের দ্বারা বিপথে বাহির হয়, মানব তেমনি বুঝিয়া সুঝিয়াও হরণশীল ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণের দ্বারা বিপথে চালিত হয়।৬৬

ছয়টি ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন মনে পূর্ব্বভোগজন্য বাসনা জাগরিত হওয়ায় মন বিচলিত হয়।৬৭

মন যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতে চায়, তদ্বিষয়ে প্রথমে ঔৎসুক্য মনে উদিত হওয়ায় উহা ভোগ করিতে মন প্রবৃত্ত হয়।৬৮

অগ্নির জ্যোতির্দর্শনে প্রলুব্ধ পতঙ্গ যেমন তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনই বিজ্ঞ পুরুষও পূর্ব্ব সহজাত বাসনার দ্বারা তাড়িত হইয়া বিষয়রূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া লোভরূপ অগ্নিতে পতিত হয়।৬৯

ততো বিহারৈরাহারৈর্মোহিতশ্চ যথেপ্সয়া।
মহামোহে সুখে মগ্নো নাত্মানমববুধ্যতে ॥৭০
এবং পততি সংসারে তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
অবিদ্যা কর্মতৃষ্ণাভির্ভ্রাম্যমাণোঽথ চক্রবৎ ॥৭১
ব্রহ্মাদিষু তৃণান্তেষু ভূতেষু পরিবর্ত্ততে।
জলে ভুবি তথাকাশে জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭২
অবুধানাং গতিস্ত্বেষা বুধানামপি মে শৃণু।
যে ধর্মে শ্রেয়সি রতা বিমোক্ষরতয়ো জনাঃ ॥৭৩
তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ ধর্মানিমান্ সর্বান্ নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥৭৪
ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা দমঃ।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥৭৫

অত্র পূর্বশ্চতুর্বর্গঃ পিতৃযানপথে স্থিতঃ।
কর্ত্তব্যমিতি যৎ কার্য্যং নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥৭৬
উত্তরো দেবযানস্তু সদ্ভিরাচরিতঃ সদা।
অষ্টাঙ্গেনৈব মার্গেণ বিশুদ্ধাত্মা সমাচরেৎ ॥৭৭
সম্যক্ সঙ্কল্পসম্বন্ধাৎ সম্যক্ চেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
সম্যগ্ ব্রতবিশেষাচ্চ সম্যক্ চ গুরুসেবনাৎ ॥৭৮
সম্যগাহারযোগাচ্চ সম্যক্ চাধ্যয়নাগমাৎ।
সম্যক্কর্মোপসংন্যাসাৎ সম্যক্ চিত্তনিরোধনাৎ ॥৭৯
এবং কর্মাণি কুর্বন্তি সংসারবিজিগীষবঃ।
রাগদ্বেষবিনির্মুক্তা ঐশ্বর্য্যং দেবতা গতাঃ ॥৮০
রুদ্রাঃ সাধ্যাস্তথাদিত্যা বসবোঽথ তথাশ্বিনৌ।
যোগৈশ্বর্য্যেণ সংযুক্তা ধারয়ন্তি প্রজা ইমাঃ ॥৮১

তৎপরে যথেচ্ছ আহার ও বিহারের দ্বারা মোহিত হইয়া মহামোহকর সুখে নিমগ্ন হয় এবং নিজ আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না।৭০

এইরূপে অবিদ্যা, কর্ম ও তৃষ্ণার দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ হইয়া সংসারে সেই সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৭১

জল, পৃথিবী ও আকাশে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর যোনিতে সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে।৭২

অজ্ঞানিগণের গতি এইরূপই হয়; যাঁহারা শ্রেয়োরূপ ধর্ম্মে নিরত হইয়া বিমুক্তিলাভে যত্নবান্, তাঁহাদের গতির কথা এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭৩

'কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর' এবং 'কর্ম্ম ত্যাগ কর'—এই উভয় বচনই বেদের। সুতরাং শ্রেয়োলাভেচ্ছু কর্ম্মাধিকারী পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মসমূহ অভিমানশূন্য হইয়া পালন করিবেন।৭৪

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা (চান্দ্রায়ণাদি), সত্য ক্ষমা, দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) এবং লোভশূন্যতা—ধর্ম্মের এই আটটী অঙ্গ।৭৫

উহাদের মধ্যে পূর্ব্ব চারিটী ধর্ম্মের দ্বারা পিতৃযান মার্গে গমন করে। সুতরাং ইহা আমার কর্ত্তব্য, এইরূপমাত্র বুদ্ধি লইয়া অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে।৭৬

পরবর্ত্তী চারিটী ধর্ম্ম দেবযান মার্গে গমনের প্রতি কারণ, সজ্জনগণই ইহার আচরণ করেন। এইরূপে বিশুদ্ধহৃদয় হইয়া উক্ত অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মের আচরণ করিবে।৭৭

সম্যক্ সঙ্কল্পের সহিত সম্বন্ধবশতঃ, সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহের দ্বারা, ব্রতবিশেষের সম্যক্ পালনের দ্বারা, গুরুর সম্যক্ সেবার দ্বারা, নিয়মিত আহার, নিয়মিত অধ্যায়, এবং সম্যক্ প্রকারে কর্ম্ম ত্যাগের দ্বারা ও যোগের দ্বারা মানুষ শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়।৭৮-৭৯

রাগদ্বেষ বিনির্মুক্ত হইয়া সংসারকে জয় করিতে ইচ্ছুক দেবতাগণ এইরূপে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।৮০

একাদশ রুদ্র, সাধ্য, অষ্টবসু এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া এই সমস্ত প্রজাকে

তথা ত্বমপি কৌন্তেয় শমমাস্থায় পুষ্কলম্।
তপসা সিদ্ধিমন্বিচ্ছ যোগসিদ্ধিঞ্চ ভারত ॥৮২
পিতৃমাতৃময়ী সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা কর্ম্মময়ী চ তে।
তপসা সিদ্ধিমন্বিচ্ছ দ্বিজানাং ভরণায় বৈ ॥৮৩
সিদ্ধা হি যদ্ যদিচ্ছন্তি কুর্বতে তদনুগ্রহাৎ।
তস্মাৎ তপঃ সমাস্থায় কুরুষ্বাত্মমনোরথম্ ॥৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি পাণ্ডবানাং প্রব্রজনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

পালন করিয়াছেন।৮১

হে ভরতবংশাবতংস কুন্তীনন্দন! তুমিও পর্য্যন্ত উত্তম শমগুণ অবলম্বন করত তপস্যা ও যোগজনিত সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান্ হও।৮২

পিতৃ-মাতৃময়ী অর্থাৎ পরলোক ও ইহলোক ফলপ্রধানা কর্ম্মময়ী (উত্তমা) সিদ্ধি তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন দ্বিজগণের ভরণপোষণের জন্য তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা কর।৮৩

সিদ্ধ পুরুষগণ যে যে বস্তু ইচ্ছা করেন, তপস্যার অনুগ্রহে তিনি সেই সেই বস্তু লাভ করেন; সুতরাং তুমি নিজ তপস্যা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ কর।৮৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রসংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[অন্নায় যুধিষ্ঠিরেণ ভগবতঃ সূর্য্যদেবস্যারাধনা, অক্ষয়পাত্রপ্রাপ্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৌনকেনৈবমুক্তস্তু কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুরোহিতমুপাগম্য ভ্রাতৃমধ্যেঽব্রবীদিদম্ ॥১
প্রস্থিতং মানুযান্তীমে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
ন চাস্মি পোষণে শক্তো বহুদুঃখসমন্বিতঃ ॥২
পরিত্যক্তুং ন শক্তোঽস্মি দানশক্তিশ্চ নাস্তি মে
কথমত্র ময়া কার্য্যং তদ্ ব্রূহি ভগবন্ মম ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মুহূর্তমিব স ধ্যাত্বা ধর্মেণান্বিষ্য তাং গতিম্।
যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং ধৌম্যো ধর্মভৃতাং বরঃ ॥৪

তৃতীয় অধ্যায়।

[অন্নের জন্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভগবান্ সূর্য্যদেবের আরাধনা ও অক্ষয়পাত্রপ্রাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শৌনক এই কথা বলিলে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির পুরোহিতের নিকট গমন করত ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই কথা বলিলেন।১

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ বনে প্রস্থিত হইলেও আমার অনুগমন করিতেছে অথচ বহুদুঃখসমন্বিত হওয়ায় আমি ইহাদিগকে পোষণ করিতে সমর্থ নহি।২

ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও পারিতেছি না, অথচ আমার দানশক্তিও নাই; ভগবন্! আপনি বলুন—এরূপ অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য?৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া ধর্ম্মানুসারে এস্থলে কি কর্ত্তব্য—ইহা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত ধর্ম্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য ধৌম্য এই কথা বলিলেন।৪

ধৌম্য উবাচ।

পুরা সৃষ্টানি ভূতানি পীড্যন্তে ক্ষুধয়া ভৃশম্।
ততোঽনুকম্পয়া তেষাং সবিতা স্বপিতা যথা ॥৫
গত্বোত্তরায়ণং তেজো রসানুদ্ধৃত্য রশ্মিভিঃ।
দক্ষিণায়নমাবৃত্তো মহীং নিবিশতে রবিঃ ॥৬
ক্ষেত্রভূতে ততস্তস্মিন্নোষধীরোষধীপতিঃ।
দিবস্তেজঃ সমুদ্ধৃত্য জনয়ামাস বারিণা ॥৭
নিষিক্তশ্চন্দ্রতেজোভিঃ স্বযোনৌ নির্গতে রবিঃ।
ওষধ্যঃ ষড্রসা মেধ্যাস্তদন্নং প্রাণিনাং ভুবি ॥৮
এবং ভানুময়ং হ্যন্নং ভূতানাং প্রাণধারণম্।
পিতৈষ সর্বভূতানাং তস্মাৎ তং শরণং ব্রজ ॥৯
রাজানো হি মহাত্মানো যোনিকর্মবিশোধিতাঃ।
উদ্ধরন্তি প্রজাঃ সর্বাস্তপ আস্থায় পুষ্কলম্ ॥১০

ধৌম্য বলিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট প্রজাবৃন্দ যখন ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল, তখন ভগবান্ সূর্য্য নিজ পিতার ন্যায় অনুকম্পাবশতঃ উত্তরায়ণে মহাতেজোময় হইয়া গমন করত নিজ রশ্মিসমূহের দ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণায়নে পৃথিবীকে ঐ রসের দ্বারা আপ্লুত করেন।৫-৬

এইরূপে সমস্ত পৃথিবীতে যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন চন্দ্রমা সূর্য্যের তেজ গ্রহণ করত মেঘরূপে পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করিলেন এবং তাহাতে ওষধিসমূহ (ধান, যব, গম, ডাল প্রভৃতি শস্য) উৎপন্ন হইল।৭

চন্দ্রের তেজের দ্বারা অভিষিক্ত সূর্য্যদেব যখন নিজ যোনিতে অঙ্কুররূপে অবস্থিত হইলেন, তখন ছয় প্রকার রসের দ্বারা পরিপুষ্ট পবিত্র ওষধি (ধান্যাদি শস্য) সমূহ উৎপন্ন হয়। প্রাণিগণের অন্ন এই শস্য হইতেই জগতে সৃষ্টি হয়।৮

এইরূপে সমস্ত প্রাণীর প্রাণধারণের কারণীভূত এই অন্ন সূর্য্যেরই স্বরূপ। সুতরাং তিনি সকল

ভীমেন কার্ত্তবীর্য্যেণ বৈণ্যেন নহুষেণ চ।
তপোযোগসমাধিস্থৈরুদ্ধৃতা হ্যাপদঃ প্রজাঃ ॥১১
তথা ত্বমপি ধর্মাত্মন্ কর্মণা চ বিশোধিতঃ।
তপ আস্থায় ধর্মেণ দ্বিজাতীন্ ভর ভারত ॥১২

জনমেজয় উবাচ।

কথং কুরূণামৃষভঃ স তু রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বিপ্রার্থমারাধিতবান্ সূর্য্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
ক্ষণঞ্চ কুরু রাজেন্দ্র সম্প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥১৪
ধৌম্যেন তু যথা পূর্বং পার্থায় সুমহাত্মনে।
নামাষ্টশতমাখ্যাতং তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে ॥১৫

প্রাণীর পিতা, অতএব তাঁহারই শরণাগত হও।৯

পবিত্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করত পবিত্র কর্ম্মসমূহে পরম পবিত্র মহাত্মা রাজগণ দুশ্চর তপস্যা অবলম্বন করিয়া প্রাণিগণকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন।১০

ভীম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, বেণপুত্র পৃথু এবং নহুষ প্রভৃতি রাজগণ তপস্যা, যোগ ও সমাধির দ্বারা প্রজাগণকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।১১

হে ভরতবংশাবতংস! তুমি সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র, সুতরাং তুমিও তাঁহাদের ন্যায় ধর্মানুসারে তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পোষণ কর।১২

জনমেজয় বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির কি প্রকারে বিপ্রগণের পোষণের জন্য অদ্ভুতদর্শন সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন?১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! শুচিতা অবলম্বন করত ক্ষণকালের জন্য চিত্তকে একাগ্র করিয়া অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি সমস্তই সম্যক্প্রকারে বর্ণনা করিব।১৪

মহামুনি ধৌম্য পূর্ব্বে যেরূপে পৃথাতনয় যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যদেবের অষ্টোত্তরশত নাম উপদেশ

ধৌম্য উবাচ।

সূর্য্যোঽর্য্যমা ভগস্ত্বষ্টা পূষার্কঃ সবিতা রবিঃ।
গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ ॥১৬
পৃথিব্যাপশ্চ তেজশ্চ খং বায়ুশ্চ পরায়ণম্।
সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো বুধোঽঙ্গারক এব চ ॥১৭
ইন্দ্রো বিবস্বান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ শৌরিঃ শনৈশ্চরঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্কন্দো বৈশ্রবণো যমঃ ॥১৮
বৈদ্যুতো জাঠরশ্চাগ্নিরৈন্ধনস্তেজসাং পতিঃ।
ধর্মধ্বজো বেদকর্ত্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ ॥১৯
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিঃ সর্বমলাশ্রয়ঃ।
কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাশ্চ ক্ষপা যামস্তথা ক্ষণঃ ॥২০
সংবৎসরকরোঽশ্বত্থঃ কালচক্রো বিভাবসুঃ।
পুরুষঃ শাশ্বতো যোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ ॥২১
কালাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্মা তমোনুদঃ।
বরুণঃ সাগরোঽংশুশ্চ জীমূতো জীবনোঽরিহা ॥২২
ভূতাশ্রয়ো ভূতপতিঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
স্রষ্টা সংবর্ত্তকো বহ্নিঃ সর্বস্যাদিরলোলুপঃ ॥২৩
অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্বতোমুখঃ।
জয়ো বিশালো বরদঃ সর্বধাতুনিষেচিতা ॥২৪
মনঃসুপর্ণো ভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারকঃ।
ধন্বন্তরির্ধূমকেতুরাদিদেবোঽদিতেঃ সুতঃ ॥২৫
দ্বাদশাত্মারবিন্দাক্ষঃ পিতা মাতা পিতামহঃ।
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্ ॥২৬
দেহকর্ত্তা প্রশান্তাত্মা মৈত্রেয়ঃ করুণান্বিতঃ।
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ২৬
এতদ্বৈ কীর্ত্তনীয়স্য সূর্য্যস্যামিততেজসঃ।
নামাষ্টশতকং চেদং প্রোক্তমেতৎ স্বয়ম্ভুবা ॥২৮

করিয়াছিলেন, হে মহামতে! তুমি তাহা শ্রবণ কর।১৫

ধৌম্য বলিলেন,—১। সূর্য্য, ২। অর্য্যমা, ৩। ভগ, ৪। ত্বষ্টা, ৫। পূষা, ৬। অর্ক, ৭। সবিতা, ৮। রবি, ৯। গভস্তিমান্, ১০। অজ, ১১। কাল, ১২। মৃত্যু, ১৩। ধাতা, ১৪। প্রভাকর, ১৫। পৃথিবী, ১৬। আপ, ১৭। তেজঃ, ১৮। আকাশ, ১৯। বায়ু, ২০। পরায়ণ, ২১। সোম, ২২। বৃহস্পতি, ২৩। শুক্র, ২৪। বুধ, ২৫। অঙ্গারক (মঙ্গল), ২৬। ইন্দ্র, ২৭। বিবস্বান্, ২৮। দীপ্তাংশু, ২৯। শুচি, ৩০। শৌরি, ৩১। শনৈশ্চর, ৩২। ব্রহ্মা, ৩৩। বিষ্ণু, ৩৪। রুদ্র, ৩৫। স্কন্দ, ৩৬। বৈশ্রবণ, ৩৭। যম, ৩৮। বৈদ্যুতাগ্নি, ৩৯। জাঠরাগ্নি, ৪০। ঐন্ধনাগ্নি, ৪১। তেজস্পতি, ৪২। ধর্ম্মধ্বজ, ৪৩। বেদকর্ত্তা, ৪৪। বেদাঙ্গ, ৪৫। বেদবাহন ৪৬। কৃত (সত্য), ৪৭। ত্রেতা, ৪৮। দ্বাপর, ৪৯। সর্ব্বমলাশ্রয় কলি, ৫০। কলা-কাষ্ঠা-মুহূর্ত্তাত্মক সময়, ৫১। ক্ষপা (রাত্রি), ৫২। যাম, ৫৩। ক্ষণ, ৫৪। সংবৎসরকর, ৫৫। অশ্বত্থ, ৫৬। কালচক্র প্রবর্ত্তক বিভাবসু, ৫৭। শাশ্বত পুরুষ, ৫৮। যোগী, ৫৯। ব্যক্তাব্যক্ত, ৬০। সনাতন, ৬১। কালাধ্যক্ষ, ৬২। প্রজাধ্যক্ষ, ৬৩। বিশ্বকর্ম্মা, ৬৪। তমোনুদ, ৬৫। বরুণ, ৬৬। সাগর, ৬৭। অংশু, ৬৮। জীমূত, ৬৯। জীবন, ৭০। অরিহা, ৭১। ভূতাশ্রয়, ৭২। ভূতপতি, ৭৩। সর্ব্বলোকনমস্কৃত, ৭৪। স্রষ্টা, ৭৫। সংবর্ত্তক, ৭৬। বহ্নি, ৭৭। সর্ব্বাদি, ৭৮। অলোলুপ, ৭৯। অনন্ত, ৮০। কপিল, ৮১। ভানু, ৮২। কামদ, ৮৩। সর্ব্বতোমুখ, ৮৪। জয়, ৮৫। বিশাল, ৮৬। বরদ, ৮৭। সর্ব্বধাতুনিষেচিতা, ৮৮। মনঃসুপর্ণ, ৮৯। ভূতাদি, ৯০। শীঘ্রগ, ৯১। প্রাণধারক, ৯২। ধন্বন্তরি, ৯৩। ধূমকেতু, ৯৪। আদিদেব, ৯৫। অদিতিসুত, ৯৬। দ্বাদশাত্মা, ৯৭। অরবিন্দাক্ষ, ৯৮। পিতা-মাতা-পিতামহ, ৯৯। স্বর্গদ্বার, ১০০। মোক্ষদ্বার ত্রিপিষ্টপ, ১০১। দেহকর্ত্তা, ১০২। প্রশান্তাত্মা, ১০৩। বিশ্বাত্মা, ১০৪। বিশ্বতোমুখ, ১০৫। চরাচরাত্মা, ১০৬। সূক্ষ্মাত্মা, ১০৭। মৈত্রেয়, ১০৮। করুণান্বিত—অমিততেজা স্তবনীয় সূর্য্যদেবের এই

সুরগণ-পিতৃযক্ষসেবিতং
অসুরনিশাচরসিদ্ধবন্দিতম্।
বরকনকহুতাশনপ্রভং
প্রণিপতিতোঽস্মি হিতায় ভাস্করম্ ॥২৯

সূর্য্যোদয়ে যঃ সুসমাহিতঃ পঠেৎ
স পুত্রদারান্ ধনরত্নসঞ্চয়ান্।
লভেত জাতিস্মরতাং নরঃ সদা
ধৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ স বিন্দতে পুমান্ ॥৩০

ইমং স্তবং দেববরস্য যো নরঃ
প্রকীর্ত্তয়েচ্ছুচিসুমনাঃ সমাহিতঃ।
বিমুচ্যতে শোকদবাগ্নিসাগরা-
ল্লভেত কামান্ মনসা যথেপ্সিতান্ ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ধৌম্যেন তৎকালসদৃশং বচঃ।
বিপ্রত্যাগসমাধিস্থঃ সংযতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ ॥৩২

ধর্ম্মরাজো বিশুদ্ধাত্মা তপ আতিষ্ঠদুত্তমম্।
পুষ্পোপহারৈর্ব্বলিভিরর্চয়িত্বা দিবাকরম্ ॥৩৩

সোঽবগাহ্য জলং রাজা দেবস্যাভিমুখোঽভবৎ।
যোগমাস্থায় ধর্ম্মাত্মা বায়ুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৪

গাঙ্গেয়ং বার্য্যুপস্পৃশ্য প্রাণায়ামেন তস্থিবান্।
শুচিঃ প্রযতবাগ্ ভূত্বা স্তোত্রমারব্ধবাংস্ততঃ ॥৩৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বং ভানো জগতশ্চক্ষুস্ত্বমাত্মা সর্বদেহিনাম্।
ত্বং যোনিঃ সর্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাম্ ॥৩৬

ত্বং গতিঃ সর্বসাংখ্যানাং যোগিনাং ত্বং পরায়ণম্।
অনাবৃতার্গলদ্বারং ত্বং গতিস্ত্বং মুমুক্ষতাম্ ॥৩৭

ত্বয়া সন্ধার্য্যতে লোকস্ত্বয়া লোকঃ প্রকাশ্যতে।
ত্বয়া পবিত্রীক্রিয়তে নির্ব্যাজং পাল্যতে ত্বয়া ॥৩৮

অষ্টোত্তর শত নাম ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।১৬-২৮

দেবতাবৃন্দ পিতৃগণ ও যক্ষ প্রভৃতির দ্বারা সেবিত অসুর, রাক্ষস ও সিদ্ধগণের দ্বারা বন্দিত, উত্তম সুবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভাশালী ভাস্করকে আমি লোকহিতের নিমিত্ত প্রণিপাত করিতেছি।২৯

সূর্য্যোদয়ের সময় যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই স্তব পাঠ করে, সে স্ত্রী, পুত্র, ধন, রত্ন, জাতিস্মরতা, ধৃতি এবং মেধা প্রাপ্ত হয়।৩০

যে ব্যক্তি দেববর সূর্য্যদেবের এই স্তব পবিত্র ও একাগ্রচিত্তে পাঠ করে, সে শোকদাবাগ্নিসাগর হইতে মুক্তিলাভ করে এবং নিজের অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয়।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি ধৌম্য এইরূপ তৎকালোচিত উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান করিবার জন্য সংযত ও বিশুদ্ধচিত্তে দৃঢ়নিয়ম ধারণপূর্ব্বক উত্তম তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন অবগাহন স্নান করত পুষ্প ও নানাবিধ উপহারের দ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া সূর্য্যের অভিমুখে অবস্থান করত যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন।৩২-৩৪

গঙ্গাজলে অবগাহনপূর্ব্বক প্রাণায়ামের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শুচিতা সম্পাদন করিয়া বাক্যসংযমসহকারে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভানো! তুমি জগতের চক্ষুস্বরূপ, তুমিই সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা, তুমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ এবং তুমিই শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াবানের আচারস্বরূপ।৩৬

তুমিই সাংখ্যমার্গাবলম্বী ও যোগী পুরুষগণের একমাত্র গতি এবং তুমিই মুক্তির প্রতিবন্ধক অজ্ঞানরূপ অর্গল উন্মোচন করত মুমুক্ষুগণের মুক্তির কারণ হইয়া থাক।৩৭

ত্বামুপস্থায় কালে তু ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
স্বশাখাবিহিতৈর্মন্ত্রৈরর্চন্ত্যৃষিগণার্চিতম্ ॥৩৯
তব দিব্যং রথং যান্তমনুযান্তি বরার্থিনঃ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বা যক্ষগুহ্যকপন্নগাঃ ॥৪০
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ বৈ দেবাস্তথা বৈমানিকা গণাঃ।
সোপেন্দ্রাঃ সমহেন্দ্রাশ্চ ত্বামিষ্ট্বা সিদ্ধিমাগতাঃ ॥৪১
উপযান্ত্যর্চয়িত্বা তু ত্বাং বৈ প্রাপ্তমনোরথাঃ।
দিব্যমন্দারমালাভিস্তূর্ণং বিদ্যাধরোত্তমাঃ ॥৪২
গুহ্যাঃ পিতৃগণাঃ সপ্ত যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।
তে পূজয়িত্বা ত্বামেব গচ্ছন্ত্যাশু প্রধানতাম্ ॥৪৩
বসবো মরুতো রুদ্রা যে চ সাধ্যা মরীচিপাঃ।
বালখিল্যাদয়ঃ সিদ্ধাঃ শ্রেষ্ঠত্বং প্রাণিনাং গতাঃ ॥৪৪
সব্রহ্মকেষু লোকেষু সপ্তস্বপ্যখিলেষু চ।
ন তদ্ভূতমহং মন্যে যদর্কাদতিরিচ্যতে ॥৪৫
সন্তি চান্যানি সত্ত্বানি বীর্য্যবন্তি মহান্তি চ।
ন তু তেষাং তথা দীপ্তিঃ প্রভাবো বা যথা তব ॥৪৬
জ্যোতীংষি ত্বয়ি সর্বাণি ত্বং সর্বং জ্যোতিষাং পতিঃ।
ত্বয়ি সত্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ সর্বে ভাবাশ্চ সাত্ত্বিকাঃ ॥৪৭
ত্বত্তেজসা কৃতং চক্রং সুনাভং বিশ্বকর্মণা।
দেবারীণাং মদো যেন নাশিতঃ শার্ঙ্গধন্বনা ॥৪৮
ত্বমাদায়াংশুভিস্তেজো নিদাঘে সর্বদেহিনাম্।
সর্বৌষধিরসানাঞ্চ পুনর্বর্ষাসু মুঞ্চসি ॥৪৯

তুমিই লোকসকল ধারণ করিয়া আছ; তুমিই প্রকাশ করিতেছ; তুমিই পবিত্র করিতেছ এবং তুমি অকপটে পালন করিতেছ।৩৮

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ স্বশাখোক্ত বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা তোমার উপস্থানপূর্ব্বক ঋষি ও দেবগণের দ্বারা অর্চ্চিত তোমারই অর্চ্চনা করিতেছেন।৩৯

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব যক্ষ, গুহ্যক ও সর্পগণ বরার্থী হইয়া তোমারই চলমান দিব্য রথের অনুগমন করিয়া থাকেন।৪০

তেত্রিশটী দেবতা; বিমানে বিচরণকারী সিদ্ধগণ এবং দেবতাগণের ও উপেন্দ্রের সহিত দেবরাজ স্বয়ং তোমার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধলাভ করিয়াছেন।৪১

দিব্য মন্দারপুষ্পের মাল্যসমূহের দ্বারা তোমারই অর্চ্চনা করত শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধরগণ তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৪২

গুহ্যক, পিতৃগণ, স্বর্গ ও মর্ত্তালোকবাসিগণ সকলেই তোমার অর্চ্চনা করিয়াই প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।৪৩

বসুগণ, মরুদ্গণ, সাধ্য ও সূর্য্যরশ্মিপায়ী বালখিল্যগণ এবং সিদ্ধগণ সকলেই তোমার উপসনা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।৪৪

ব্রহ্মলোকসহিত উপরিতন সপ্তলোক ও অন্য সব লোকে এমন কোন প্রাণী দেখিতে পাইতেছি না; যে সূর্য্য হইতে অতিরিক্ত বা শ্রেষ্ঠ।৪৫

অন্য বহু বীর্য্যবান্ ও বৃহদাকার প্রাণিসমূহ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহাদের কাহারও দীপ্তি বা প্রভাব তোমার তুল্য নহে।৪৬

সকল জ্যোতিষ্ক তোমাতেই অবস্থিত এবং তুমিই সকল জ্যোতিষ্কের পতি; তোমাতেই সত্য; সত্ত্বগুণ এবং সকল সাত্ত্বিক ভাব বিদ্যমান আছে।৪৭

তোমার তেজকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বকর্ম্মা সুনাভ চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে চক্রের দ্বারা বিষ্ণু অসুরগণের অহঙ্কার নাশ করিয়াছেন।৪৮

তুমিই গ্রীষ্মকালে নিজ রশ্মির দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীর তেজ গ্রহণ করত বর্ষাকালে সকল ওষধির রসরূপে তাহা বর্ষণ কর।৪৯

তপন্ত্যন্যে দহন্ত্যন্যে গর্জন্ত্যন্যে যথা ঘনাঃ।
বিদ্যোতন্তে প্রবর্ষন্তি তব প্রাবৃষি রশ্ময়ঃ ॥৫০
ন তথা সুখয়ত্যগ্নির্ন প্রাবারা ন কম্বলাঃ।
শীতবাতার্দিতং লোকং যথা তব মরীচয়ঃ ॥৫১
ত্রয়োদশদ্বীপবতীং গোভির্ভাসয়সে মহীম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং হিতায়ৈকঃ প্রবর্তসে ॥৫২
তব যদ্যুদয়ো ন স্যাদন্ধং জগদিদং ভবেৎ
ন চ ধর্মার্থকামেষু প্রবর্ত্তেরন্ মনীষিণঃ ॥৫৩
আধানপশুবন্ধেষ্টিমন্ত্রযজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদবাপ্যন্তে ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং গণৈঃ ॥৫৪
যদহর্ব্রহ্মণঃ প্রোক্তং সহস্রযুগসম্মিতম্।
তস্য ত্বমাদিরন্তশ্চ কালজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৫৫

মনূনাং মনুপুত্রাণাং জগতোঽমানবস্য চ।
মন্বন্তরাণাং সর্বেষামীশ্বরাণাং ত্বমীশ্বরঃ ॥৫৬
সংহারকালে সম্প্রাপ্তে তব ক্রোধবিনিঃসৃতঃ।
সংবর্তকাগ্নিস্ত্রৈলোক্যং ভস্মীকৃত্যাবতিষ্ঠতে ॥৫৭
ত্বদ্দীধিতিসমুৎপন্না নানাবর্ণা মহাঘনাঃ।
সৈরাবতাঃ সাশনয়ঃ কুর্বন্ত্যাভূতসম্প্লবম্ ॥৫৮
কৃত্বা দ্বাদশধাত্মানং দ্বাদশাদিত্যতাং গতঃ।
সংহৃত্যৈকার্ণবং সর্বং ত্বং শোষয়সি রশ্মিভিঃ ॥৫৯
ত্বামিন্দ্রমাহুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমগ্নিস্ত্বং মনঃ সূক্ষ্মং প্রভুস্ত্বং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥৬০
ত্বং হংসঃ সবিতা ভানুরংশুমালী বৃষাকপিঃ।
বিবস্বান্ মিহিরঃ পূষা মিত্রো ধর্মস্তথৈব চ ॥৬১

তোমারই কিছু সংখ্যক রশ্মি তাপ প্রদান করে, কিছু দাহ করে, কিছু বিদ্যুৎ হইয়া মেঘসমূহের মধ্যে চমকাইতে থাকে এবং কিছু মেঘ হইয়া গর্জন করত বর্ষাকালে বর্ষণ করে।৫০

শীতকালের শীতল বায়ুর দ্বারা পীড়িত মানুষকে অগ্নি, বস্ত্র এবং কম্বলও তত আনন্দ দেয় না, তোমার রশ্মিসমূহ যত আনন্দ দেয়।৫১

* তেরটী দ্বীপের সহিত সমস্ত পৃথিবীকে তুমি সমুদ্ভাসিত কর এবং তুমি এককই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষ এই তিন লোকের হিতের জন্য প্রবৃত্ত হও।৫২

তুমি উদিত না হইলে জগৎ অন্ধকারে আবৃত হইত এবং বেদবিদ্ মনীষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ পুরুষার্থলাভে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না।৫৩

তোমার প্রসাদেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অগ্ন্যাধান; পশুবধ, ইষ্টি (পূজা), মন্ত্র, যজ্ঞ, তপস্যা এবং অন্যান্য কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন।৫৪

সহস্রচতুর্যুগরূপ ব্রহ্মার যে দিনের কথা শাস্ত্রে আছে, কালজ্ঞ পুরুষগণ তোমাকেই তাহার আদি ও অন্তরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৫৫

মনুগণ, মনুপুত্রগণ, সমস্ত জগৎ, (ব্রহ্মলোকাদি গমনকারী) অমানব পুরুষগণ, (মন্বন্তর সমূহ) এবং ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্যশালী সকল পুরুষের তুমিই ঈশ্বর।৫৬

প্রলয়কালে তোমার ক্রোধ হইতে সমুত্থিত সংবর্ত্তকনামক অগ্নি ত্রৈলোক্যকে ভস্মীভূত করিয়া অবস্থান করে।৫৭

তোমার রশ্মিসমূহ হইতে সমুৎপন্ন নানাবর্ণের মহামেঘসমূহ ঐরাবত এবং বিদ্যুদ্গণের সাহিত সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করে।৫৮

তুমি নিজেকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ আদিত্যের রূপ ধারণ করত জগৎকে সংহার করিয়া একমাত্র সমুদ্রে পরিণত জগতের সমস্ত জল রশ্মি-সমূহের দ্বারা শোষণ কর।৫৯

তুমিই ইন্দ্র, তুমিই রুদ্র, তুমিই বিষ্ণু, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই অগ্নি, তুমিই সূক্ষ্ম মন, তুমিই প্রভু

* জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর – এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী; কিন্তু এখানে ত্রয়োদশদ্বীপা পৃথিবী বলা হইয়াছে। লঙ্কা, সুদর্শন প্রভৃতি ছয়টি উপদ্বীপ এই স্থলে গণনা করিতে হইবে।

সহস্ররশ্মিরাদিত্যস্তপনস্ত্বং গবাম্পতিঃ।
মার্ত্তণ্ডোঽর্কো রবিঃ সূর্য্যঃ শরণ্যো দিনকৃৎ তথা ॥৬২
দিবাকরঃ সপ্তসপ্তির্ধামকেশী বিরোচনঃ।
আশুগামী তমোঘ্নশ্চ হরিতাশ্বশ্চ কীর্ত্ত্যসে ॥৬৩
সপ্তম্যামথবা ষষ্ঠ্যাং ভক্ত্যা পূজাং করোতি যঃ।
অনির্বিণ্ণোঽনহঙ্কারী তং লক্ষ্মীর্ভজতে নরম্ ॥৬৪
ন তেষামাপদঃ সন্তি নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা।
যে তবানন্যমনসঃ কুর্ব্বন্ত্যর্চনবন্দনম্ ॥৬৫
সর্ব্বরোগৈর্বিরহিতাঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ।
ত্বদ্ভাবভক্তাঃ সুখিনো ভবন্তি চিরজীবিনঃ ॥৬৬
ত্বং মমাপন্নকামস্য সর্ব্বাতিথ্যং চিকীর্ষতঃ।
অন্নমন্নপতে দাতুমভিতঃ শ্রদ্ধয়ার্হসি ॥৬৭

এবং তুমিই শাশ্বত ব্রহ্ম।৬০

তুমিই হংস (শুদ্ধস্বরূপ), সবিতা (জগতের উৎপাদক), ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি (ধর্ম্মরক্ষক), বিবস্বান্, মিহির (জলবর্ষী), পূষা, মিত্র, ধর্ম্ম, সহস্ররশ্মি, আদিত্য, তপন, গবাম্পতি, মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য্য, শরণ্য, দিনকৃৎ, দিবাকর, সপ্তসপ্তি (সপ্তাশ্ববাহন), ধামকেশী (জ্যোতির্ম্ময় কিরণযুক্ত), বিরোচন, আশুগামী, তমোঘ্ন (অন্ধকারনাশক) ও হরিতাশ্ব প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হও।৬১-৬৩

যে ব্যক্তি নির্ব্বেদশূন্য ও অহঙ্কাররহিত হইয়া ষষ্ঠী বা সপ্তমী তিথিতে ভক্তিভরে তোমার পূজা করে, লক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করে।৬৪

যে অনন্যচিত্ত হইয়া তোমার অর্চ্চনা ও বন্দনা করে, তাহার আপদ-বিপদ, আধি (মানস দুঃখ) ও ব্যাধি অর্থাৎ শারীর দুঃখ কখনও হয় না।৬৫

সর্ব্ব রোগ ও সর্ব্ব পাপশূন্য হইয়া তোমার

যে চ তেঽনুচরাঃ সর্ব্বে পাদোপান্তং সমাশ্রিতাঃ।
মাঠরারুণদণ্ডাদ্যাস্তাংস্তান্ বন্দেঽশনিক্ষুভান্ ॥৬৮
ক্ষুভয়া সহিতা মৈত্রী যাশ্চান্যা ভূতমাতরঃ।
তাশ্চ সর্ব্বা নমস্যামি পান্তু মাং শরণাগতম্ ॥৬৯
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং স্তুতো মহারাজ ভাস্করো লোকভাবনঃ।
ততো দিবাকরঃ প্রীতো দর্শয়ামাস পাণ্ডবম্।
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা জ্বলন্নিব হুতাশনঃ ॥৭০
বিবস্বানুবাচ।
যত্তেঽভিলষিতং কিঞ্চিৎ তৎ ত্বং সর্ব্বমবাপ্স্যসি।
অহমন্নং প্রদাস্যামি সপ্ত পঞ্চ চ তে সমাঃ ॥৭১
গৃহাণ পিঠরং তাম্রং ময়া দত্তং নরাধিপ।
যাবদ্ বৎস্যতি পাঞ্চালী পাত্রেণানেন সুব্রত ॥৭২

প্রেমপূর্ণ ভক্তগণ সুখী এবং চিরজীবী হয়।৬৬

আমি সকলের আতিথ্য করিবার জন্য অন্নপ্রার্থী হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তোমার শরণাগত হইয়াছি, হে অন্নপতে! আমাকে কৃপা করিয়া অন্ন দান করুন।৬৭

মাঠর, আরুণ এবং দণ্ড প্রভৃতি তোমার যে সকল অনুচর তোমার চরণকমলে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, যাহারা বিদ্যুৎকেই ক্ষুভিত করিতে সমর্থ, আমি তাহাদিগকে বন্দনা করিতেছি।৬৮

ক্ষুভার সহিত মৈত্রী এবং গৌরী প্রভৃতি অন্যান্য ভূতমাতাগণকে আমি নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন।৬৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপে লোকভাবন ভাস্করের স্তব করিলে, দিবাকর প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় স্বতেজে দেদীপ্যমান হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন।৭০

সূর্য্য বলিলেন,—যাহা তোমার অভিলষিত বস্তু,

ফলমূলামিষং শাকং সংস্কৃতং যন্মহানসে।
চতুর্বিধং তদন্নাদ্যমক্ষয্যং তে ভবিষ্যতি ॥৭৩
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে ভূয়ো রাজ্যমবাপ্স্যসি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৭৪
ইমং স্তবং প্রযতমনাঃ সমাধিনা
পঠেদিহান্যোঽপি বরং সমর্থয়ন্।
তং তস্য দদ্যাচ্চ রবির্মনীষিতং
তদাপ্নুয়াদ্ যদ্যপি তৎ সুদুর্লভম্ ॥৭৫
যশ্চেদং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্ বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পুরুষোঽপ্যথবা স্ত্রিয়ঃ ॥৭৬
উভে সন্ধ্যে পঠেন্নিত্যং নারী বা পুরুষো যদি।
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৭৭
এতদ্ ব্রহ্মা দদৌ পূর্বং শক্রায় সুমহাত্মনে।
শক্রাচ্চ নারদঃ প্রাপ্তো ধৌম্যস্তু তদনন্তরম্।
ধৌম্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্য সর্বান্ কামানবাপ্ত-
বান্ ॥৭৮
সংগ্রামে চ জয়েন্নিত্যং বিপুলং চাপ্নুয়াদ্ বসু।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ সূর্যলোকং স গচ্ছতি ॥৭৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

লব্ধ্বা বরং তু কৌন্তেয়ো জলাদুত্তীর্য ধর্মবিৎ।
জগ্রাহ পাদৌ ধৌম্যস্য ভ্রাতৄংশ্চ পরিষস্বজে ॥৮০

তাৎসকলই তুমি প্রাপ্ত হইবে। তোমার বনবাসের বার বৎসরব্যাপী আমি তোমাকে অন্ন প্রদান করিব।৭১

আমার প্রদত্ত এই তামার হাঁড়িটী গ্রহণ কর। যে পর্য্যন্ত পাঞ্চালী (দ্রৌপদী) এই পাত্র লইয়া রন্ধন-গৃহে অবস্থান করিবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত দ্রৌপদী স্বয়ং ভোজন না করিয়া পরিবেশন করিতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এই পাত্রে ফল, মূল, শাক এবং মহানসে (চুল্লীতে) পাককরা মৎস্য, মাংসাদি আমিষরূপ চতুর্ব্বিধ অন্নই অক্ষয় হইয়া অবস্থান করিবে।৭২-৭৩

এখন হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে তুমি পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।৭৪

যদি অন্য কেহও সংযত-চিত্তে একাগ্রতা-সহকারে বর প্রার্থনা করিয়া এই স্তব পাঠ করে, তাহার প্রার্থনীয় বস্তু সুদুর্লভ হইলেও সূর্য্যদেব তাহার অভিলষিত পূর্ণ করিবেন।৭৫

যদি কেহ এই স্তোত্রকে প্রতিদিন ধারণ করে অথবা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করে, সে স্ত্রীই হউক অথবা পুরুষই হউক; পুত্রার্থী হইলে পুত্র, ধনার্থী হইলে ধন এবং বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা লাভ করিবে।৭৬

স্ত্রীই হউক অথবা পুরুষই হউক, যদি কেহ উভয় সন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে, তবে বিপদে পতিত হইলে ও বন্ধনাদি প্রাপ্ত হইলে সে 'তাহা হইতে মুক্ত হয়।৭৭

এই স্তব প্রথমে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র নারদকে এবং নারদ ধৌম্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন; ধৌম্যের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়া সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হইলেন।৭৮

এই স্তোত্র পাঠের ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, বিপুল ধন লাভ করা যায় এবং অবশেষে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত লাভ করা যায়।৭৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—উক্ত বর প্রাপ্ত হইয়া ধর্মজ্ঞ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জল হইতে উঠিয়া পুরোহিত

দ্রৌপদ্যা সহ সঙ্গম্য বন্দ্যমানস্তদা প্রভুঃ।
মহানসে তদাস্থাং তু সাধয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥৮১
সংস্কৃতং প্রসবং যাতি বন্যমন্নং চতুর্বিধম্।
অক্ষয্যং বর্দ্ধতে চান্নং তেন ভোজয়তে দ্বিজান্ ॥৮২
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু ভোজয়িত্বানুজানপি।
শেষং বিঘসসংজ্ঞং তু পশ্চাদ্ ভুঙ্‌ক্তে যুধিষ্ঠিরঃ ॥৮৩
যুধিষ্ঠিরং ভোজয়িত্বা শেষমশ্নাতি পার্ষতী।
দ্রৌপদ্যাং ভুজ্যমানায়াং তদন্নং ক্ষয়মেতি চ।
এবং দিবাকরাৎ প্রাপ্য দিবাকরসমপ্রভঃ ॥৮৪
কামান্ মনোঽভিলষিতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽদদাৎ
প্রভুঃ।
পুরোহিতপুরোগাশ্চ তিথিনক্ষত্রপর্বসু।
যজ্ঞিয়ার্থঃ প্রবর্ত্তন্তে বিধিমন্ত্রপ্রমাণতঃ ॥৮৫
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়না ধৌম্যেন সহ পাণ্ডবাঃ।
দ্বিজসঙ্ঘৈঃ পরিবৃতাঃ প্রযযুঃ কাম্যকং বনম্ ॥৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি
কাম্যকবনপ্রবেশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

ধৌম্যের পাদবন্দনা করিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিলেন।৮০

যুধিষ্ঠির ঐ পাত্র লইয়া দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর তিনি তাহার দ্বারা চুল্লীতে ঐ পাত্র চড়াইয়া পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অন্ন প্রস্তুত করাইলেন।৮১

ঐ পাত্রে প্রস্তুত অন্ন স্বল্প হইলেও বর্দ্ধিত হইয়া অক্ষয়তা প্রাপ্ত হইত এবং যুধিষ্ঠির সেই অন্নের দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইতেন।৮২

ব্রাহ্মণগণের ভোজন শেষ হইলে ধাষ্ঠির অনুজ ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইয়া অবশেষে বিঘসাখ্য সেই অন্ন ভোজন করিতেন।৮৩

ধাষ্ঠিরকে ভোজন করাইয়া দ্রৌপদী স্বয়ং ভোজন করিতেন; দ্রৌপদী ভোজনের পর সেই অন্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। এইরূপে সূর্য্যদেবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া সূর্যসদৃশপ্রভাসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সকল অভীষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দিতে লাগিলেন এবং বিশেষ বিশেষ তিথি, নক্ষত্র ও পর্বকালে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমাদি) পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞিয় অন্ন প্রস্তুত করাইয়া বিধিপূর্বক মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন।৮৪-৮৫

তৎপরে স্বস্তিবাচন করাইয়া পাণ্ডবগণ বিপ্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ধৌম্যের সহিত কাম্যক বনে গমন করিলেন।৮৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
কাম্যকবনপ্রবেশনামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরস্য হিতোপদেশঃ, তেন ক্রুদ্ধস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য অন্তঃপুরে গমনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বনং প্রবিষ্টেষ্বথ পাণ্ডবেষু
প্রজ্ঞাচক্ষুস্তপ্যমানোঽম্বিকেয়ঃ।
ধর্মাত্মানং বিদুরমগাধবুদ্ধিং
সুখাসীনো বাক্যমুবাচ রাজা ॥১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

প্রজ্ঞা চ তে ভার্গবস্যেব শুদ্ধা
ধর্মঞ্চ ত্বং পরমং বেত্থ সূক্ষ্মম্।
সমশ্চ ত্বং সম্মতঃ কৌরবাণাং
পথ্যং চৈষাং মম চৈব ব্রবীহি ॥২

এবংগতে বিদুর যদদ্য কার্য্যং
পৌরাশ্চেমে কথমস্মান্ ভজেরন্।
তে চাপ্যস্মান্ নোদ্ধরেয়ুঃ সমূলাং-
স্তত্ত্বং ক্রিয়াঃ সাধুকার্য্যাণি বেৎসি ॥৩

বিদুর উবাচ।

ত্রিবর্গোঽয়ং ধর্মমূলো নরেন্দ্র
রাজ্যং চেদং ধর্মমূলং বদন্তি।
ধর্মে রাজন্ বর্ত্তমানঃ স্বশক্ত্যা
পুত্রান্ সর্বান্ পাহি পাণ্ডোঃ সুতাংশ্চ ॥৪

স বৈ ধর্মো বিপ্রলব্ধঃ সভায়াং
পাপাত্মভিঃ সৌবলেয়প্রধানৈঃ।
আহূয় কুন্তীসুতমক্ষবত্যাং
পরাজৈষীৎ সত্যসন্ধং সুতস্তে ॥৫

চতুর্থ অধ্যায়।

[বিদুর কর্ত্তৃক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে হিতোপদেশ এবং রুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে গমন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে প্রজ্ঞাচক্ষু অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অনুতপ্ত হইলেন। তিনি অগাধবুদ্ধি ধর্মাত্মা বিদুরকে আহ্বান করত নিজে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বাক্য বলিলেন।১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! তোমার বুদ্ধি ভৃগুতনয় শুক্রাচার্য্যের ন্যায় বিশুদ্ধ, তুমি ধর্ম্মের পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ব জান, তুমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন এবং কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষই তোমাকে সম্মান দেয়, সুতরাং যাহা আমার এবং পাণ্ডবগণের পক্ষে হিতকর, তাহাই বল।২

বিদুর! এইরূপ অবস্থায় আমার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বল। এই পুরবাসিগণ কি প্রকারে আমাদের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে? এমন কোন উপায় বল, যাহাতে পাণ্ডবগণ আমাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিতে না পারে। তুমি সাধু কার্য্যের স্বরূপ জান, সুতরাং তুমি আমাকে সাধু কর্ত্তব্যের উপদেশ কর।৩

বিদুর বলিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মূল ধর্ম্ম এবং রাজ্যেরও মূল ধর্ম্মই, ইহা ধর্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং মহারাজ! আপনি নিজ শক্তি অনুসারে ধর্ম্মরক্ষাপূর্বক সমস্ত নিজপুত্র এবং পাণ্ডুপুত্রগণকে পালন করুন।৪

শকুনিমুখ্য পাপাত্মাগণ দ্যূতসভায় সেই ধর্ম্মের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে। সত্যসন্ধ কুন্তীপুত্রকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়া কপট পাশায় তাহাদিগকে অন্যায়পূর্ব্বক পরাজিত করিয়াছে।৫

এতস্য তে দুষ্প্রণীতস্য রাজ-
ঞ্ছেষস্যাহং পরিপশ্যাম্যুপায়ম্।
যথা পুত্রস্তব কৌরব্য পাপা-
ন্মুক্তো লোকে প্রতিতিষ্ঠেত সাধু ॥৬
তদ্ বৈ সর্বং পাণ্ডুপুত্রা লভন্তাং
যৎ তদ্ রাজন্নভিসৃষ্টং ত্বয়াসীৎ।
এষ ধর্মঃ পরমো যৎ স্বকেন
রাজা তুষ্যেন্ন পরস্বেষু গৃধ্যেৎ ॥৭
যশো ন নশ্যেজ্জ্ঞাতিভেদশ্চ ন স্যাদ্
ধর্মো ন স্যান্নৈব চৈবং কৃতে ত্বাম্।
এতৎ কার্য্যং তব সর্বপ্রধানং
তেষাং তুষ্টিঃ শকুনেশ্চাবমানঃ ॥৮
এবং শেষং যদি পুত্রেষু তে স্যা-
দেতদ্ রাজংস্ত্বরমাণঃ কুরুষ্ব।
তথৈতদেবং ন করোষি রাজন্
ধ্রুবং কুরূণাং ভবিতা বিনাশঃ ॥৯

ন হি ক্রুদ্ধো ভীমসেনোঽর্জ্জুনো বা
শেষং কুর্য্যাচ্ছাত্রবাণামনীকে।
যেষাং যোদ্ধা সব্যসাচী কৃতাস্ত্রো
ধনুর্যেষাং গাণ্ডিবং লোকসারম্ ॥১০
যেষাং ভীমো বাহুশালী চ যোদ্ধা
তেষাং লোকে কিন্নু নপ্রাপ্যমস্তি।
উক্তং পূর্বং জাতমাত্রে সুতে তে
ময়া যৎ তে হিতমাসীৎ তদানীম্ ॥১১
পুত্রং ত্যজেমমহিতং কুলস্য
হিতং পরং ন চ তৎ ত্বং চকর্থ।
ইদঞ্চ রাজন্ হিতমুক্তং ন চেৎ ত্ব-
মেবং কর্ত্তা পরিতপ্তাসি পশ্চাৎ ॥১২
যদ্যেতদেবমনুমন্তা সুতস্তে
সম্প্রীয়মাণঃ পাণ্ডবৈরেকরাজ্যম্।
তাপো ন তে ভবিতা প্রীতিযোগা-
ন্ন চেন্নিগৃহ্ণীষ সুতং সুখায় ॥১৩

হে রাজন্! কৌরব! এই দুষ্কর্ম্মের শান্তির উপায় আমি জানি, যাহার দ্বারা আপনার পুত্র ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।৬

হে রাজন্! যে (ইন্দ্রপ্রস্থ) রাজ্য আপনি পাণ্ডবগণকে দিয়াছিলেন, তাহারা তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হউক। রাজার ইহাই পরম ধর্ম্ম যে, সে নিজের রাজ্যেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না।৭

এইরূপ করিলে আপনার যশ নষ্ট হইবে না, জ্ঞাতির সহিত বিচ্ছেদ হইবে না এবং আপনার ধর্ম্মও নষ্ট হইবে না। সর্ব পাণ্ডবগণের তুষ্টি বিধান এবং শকুনির অবমান—ইহাই এখন আপনার সর্বপ্রধান কার্য্য।৮

এইরূপ করিলে আপনার পুত্রগণের ভাগ্যে অবশিষ্ট রাজ্য থাকিয়া যাইতে পারে; সুতরাং আপনি খুব শীঘ্রই এই কাজটী করিয়া ফেলুন; হে হে রাজন্! যদি আপনি এই কাজ না করেন, তবে নিশ্চিত জানিবেন কৌরবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ৯

(আপনি ইহা কখনই ধারণা করিবেন না যে,) ক্রুদ্ধ ভীম ও অর্জ্জুন যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের শেষ রাখিবে। যে পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃতাস্ত্র (অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ) সব্যসাচী অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা বিদ্যমান, গাণ্ডীবের ন্যায় ত্রৈলোক্যের শ্রেষ্ঠ ধনু যাহার আছে এবং বাহুবলে অমিতবীর্য্যসম্পন্ন ভীমসেন যাহাদের যোদ্ধা, এজগতে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রই তৎকালীন হিতের কথা ভাবিয়া আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম।১০-১১

আপনি কুলের ধ্বংসকারী এই পুত্রকে পরিত্যাগ করুন, আপনি তখন আমার কথা শুনেন নাই।

দুর্য্যোধনং ত্বহিতং বৈ নিগৃহ্য
পাণ্ডোঃ পুত্রং কুরুষাধিপত্যে।
অজাতশত্রুর্হি বিমুক্তরাগো
ধর্ম্মেণেমাং পৃথিবীং শাস্তু রাজন্ ॥১৪
ততো রাজন্ পার্থিবাঃ সর্ব এব
বৈশ্যা ইবাস্মানুপতিষ্ঠন্তু সদ্যঃ।
দুর্য্যোধনঃ শকুনিঃ সূতপুত্রঃ
প্রীত্যা রাজন্ পাণ্ডুপুত্রান্ ভজন্তু ॥১৫
দুঃশাসনো যাচতু ভীমসেনং
সভামধ্যে দ্রুপদস্যাত্মজাঞ্চ।
যুধিষ্ঠিরং ত্বং পরিসান্ত্বয়স্ব
রাজ্যে চৈনং স্থাপয়স্বাভিপূজ্য ॥১৬

রাজন্। এখনও আপনার পক্ষে যাহা হিতকর, তাহা বলিলাম, ইহাও যদি না করেন, তবে পরে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।১২

আপনার .পুত্র যদি সন্তুষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণের সহিত একরাষ্ট্রে পরিণত করিবার এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে, তবে কুরু ও পাণ্ডবগণের পরস্পর প্রীতি হওয়ায় আপনার মনে আর কোন দুঃখ থাকিবে না। উহার বিপরীত করিলে আপনি নিজ পুত্রকে নিগৃহীত অর্থাৎ শাসন করুন।১৩

কুলশত্রু দুর্য্যোধনকে নিগৃহীত করিয়া পাণ্ডুর জেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান করুন; অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির রাগমুক্ত হইয়া ধর্মানুসারে পৃথিবীর শাসন করিবে।১৪

হে মহারাজ। এইরূপ করিলে সমস্ত রাজগণ বৈশ্যগণের মত উপহার লইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। দুর্য্যোধন, শকুনি এবং সূতপুত্র কর্ণ প্রীতির সহিত পাণ্ডুপুত্রগণকে ভজনা করুক।১৫

ত্বয়া পৃষ্টঃ কিমহমন্যদ্ বদেয়-
মেতৎ কৃত্বা কৃতকৃত্যোঽসি রাজন্ ॥১৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এতদ্ বাক্যং বিদুর যত্তে সভায়া-
মিহ প্রোক্তং পাণ্ডবান্ প্রাপ্য মাঞ্চ।
হিতং তেষামহিতং মামকানা-
মেতৎ সর্বং মম নাবৈতি চেতঃ ॥১৮
ইদং ত্বিদানীং গত এব নিশ্চিতং
তেষামর্থে পাণ্ডবানাং যদাত্থ।
তেনাদ্য মন্যে নাসি হিতো মমেতি
কথং হি পুত্রং পাণ্ডবার্থে ত্যজেয়ম্ ॥১৯

দুঃশাসন সভার মধ্যে সকলের সম্মুখে ভীমসেন ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক এবং আপনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক সসম্মানে রাজ্যের রাজারূপে অধিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করুন।১৬

আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন আপনাকে ইহা ছাড়া অন্য কি বলিব? রাজন্। আপনি এইরূপ করিলে কৃতকৃত্য হইবেন।১৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে বিদুর। যাহা তুমি এখন আমাকে বলিতেছ, ইহা তুমি সভাতেও বলিয়াছিলে, ইহা পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের হিত এবং আমার পুত্রদের অহিতই হইবে, সুতরাং তোমার এই পরামর্শ আমার হৃদয় মানিয়া লইতেছে না।১৮

এখন তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ, ইহা পাণ্ডবগণের অনুকূল হওয়ায় বুঝিতেছি, তুমি পাণ্ডবগণেরই হিতকারী, আমাদের পুত্রদের নহে। আমার পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করা আমার পক্ষে কি করিয়া সম্ভবপর হইবে?১৯

অসংশয়ং তেঽপি মমৈব পুত্রা
দুর্য্যোধনস্তু মম দেহাৎ প্রসূতঃ।
স্বং বৈ দেহং পরহেতোস্ত্যজেতি
কো নু ব্রূয়াৎ সমতামন্ববেক্ষ্য ॥২০
স মাং জিহ্মং বিদুর সর্ব্বং ব্রবীষি
মানঞ্চ তেঽহমধিকং ধারয়ামি।
যথেচ্ছকং গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ত্বং
সুসান্ত্ব্যমানাপ্যসতী স্ত্রী জহাতি ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতাবদুক্ত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽন্বপদ্য-
দন্তর্বেশ্ম সহসোত্থায় রাজন্।
নেদমস্তীত্যথ বিদুরো ভাষমাণঃ
সম্প্রাদ্রবদ্ যত্র পার্থা বভূবুঃ ॥২২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি বিদুর-
বাক্যপ্রত্যাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পাণ্ডবগণ আমার নিকট পুত্রতুল্য। কিন্তু দুর্য্যোধন আমার শরীর হইতে উৎপন্ন; সুতরাং যে ব্যক্তি উভয়কে সমান চক্ষে দেখে, তাহার পক্ষে পরের জন্য নিজ পুত্রকে ত্যাগ করিবার পরামর্শ দেওয়া কি সম্ভবপর? ।২০

হে বিদুর! তুমি যাহা কিছু পরামর্শ আমাকে দিয়াছ, সবই কুটিলতাপূর্ণ, অথচ আমি তোমাকে অধিক সম্মান দিয়া থাকি। সুতরাং তুমি এখানে থাকিতেও পার কিংবা যথেচ্ছ গমনও করিতে পার, আমার কোনটাতেই আপত্তি নাই। পুনঃ পুনঃ বুঝাইলেও কুলটা স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগই করে।২১

এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র সহসা গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং বিদুরও ঐ কথা বলিয়া বুঝিলেন যে, এ কুলের নাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যে স্থানে পাণ্ডবগণ আছেন, সেইখানে চলিয়া গেলেন।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
বিদুর-বাক্যপ্রত্যাখ্যানে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডবানাং কাম্যকবনে প্রবেশঃ, তত্র গত্বা পাণ্ডবৈঃ সহ বিদুরস্য মিলনম্, বার্ত্তালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
পাণ্ডবাস্তু বনে বাসমুদ্দিশ্য ভরতর্ষভাঃ।
প্রযযুর্জাহ্নবীকূলাৎ কুরুক্ষেত্রং সহানুগাঃ ॥১
সরস্বতী-দৃষদ্বত্যৌ যমুনাঞ্চ নিষেব্য তে।
যযুর্বনেনৈব বনং সততং পশ্চিমাং দিশম্ ॥২
ততঃ সরস্বতীকূলে সমেষু মরুধন্বসু।
কাম্যকং নাম দদৃশুর্বনং মুনিজনপ্রিয়ম্ ॥৩

পঞ্চম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে প্রবেশ, বিদুরের সহিত উঁহাদের মিলন এবং আলাপ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণ বনে বাস করিবার উদ্দেশ্যে অনুবর্ত্তিগণের সহিত গঙ্গাতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন।১

উঁহারা সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও যমুনা নদীর জলে স্নান ও পূজা করিয়া বনে বনে ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে যাইতে লাগিলেন।২

তত্র তে ত্ববসন্ বীরা বনে বহুমৃগদ্বিজে।
অন্বাস্যমানা মুনিভিঃ সান্ত্ব্যমানাশ্চ ভারত ॥৪

বিদুরস্ত্বথ পাণ্ডূনাং সদা দর্শনলালসঃ।
জগামৈকরথেনৈব কাম্যকং বনমৃদ্ধিমৎ ॥৫

ততো গত্বা বিদুরঃ কাম্যকং ত-
চ্ছীঘ্রৈরশ্বৈর্বাহিনা স্যন্দনেন।
দদর্শাসীনং ধর্মাত্মানং বিবিক্তে
সার্দ্ধং দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভির্ব্রাহ্মণৈশ্চ ॥৬

ততোঽপশ্যদ্ বিদুরং তূর্ণমায়া-
দভ্যায়ান্তং সত্যসন্ধঃ স রাজা।
অথাব্রবীদ্ ভ্রাতরং ভীমসেনং
কিম্, ক্ষত্তা বক্ষ্যতি নঃ সমেত্য ॥৭

কচ্চিন্নায়ং বচনাৎ সৌবলস্য
সমাহ্বাতা দেবনায়োপযাতঃ।
কচ্চিৎ ক্ষুদ্রঃ শকুনির্নায়ুধানি
জেষ্যত্যস্মান্ পুনরেবাক্ষবত্যাম্ ॥৮

সমাহূতঃ কেনচিদাদ্রবেতি
নাহং শক্তো ভীমসেনাপযাতুম্।
গাণ্ডীবে চ সংশয়িতে কথং নু
রাজ্যপ্রাপ্তিঃ সংশয়িতা ভবেন্নঃ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত উত্থায় বিদুরং পাণ্ডবেয়াঃ
প্রত্যগৃহ্ণন্ নৃপতে সর্ব এব।
তৈঃ সৎকৃতঃ স চ তানাজমীঢ়ো
যথোচিতং পাণ্ডুপুত্রান্ সমেয়াৎ ॥১০

অনন্তর সরস্বতীর তীরভূমি ও মরুভূমি অতিক্রম করত তাঁহারা মুনিগণের প্রিয় কাম্যকবন দেখিতে পাইলেন।৩

হে ভরতবংশাবতংস! বহুমৃগ ও সিদ্ধগণে পরিপূর্ণ সেই কাম্যকবনে মুনিগণের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া এবং তাঁহাদের সান্ত্বনাবাক্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।৪

অনন্তর বিদুর সদা পাণ্ডবগণের দর্শনলালসায় তপস্যাজনিত ঋদ্ধিসম্পন্ন সেই কাম্যকবনে এক রথেই গিয়া উপস্থিত হইলেন।৫

তারপর বিদুর শীঘ্রগামী অশ্বগণের দ্বারা বাহিত রথে আরোহণ করিয়া (কাম্যকবনে) দ্রৌপদী, ভ্রাতৃবৃন্দ এবং ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া নির্জ্জনে অবস্থিত ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিলেন।৬

অনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে ব্যস্ততার সহিত অভিমুখে অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ হইতে দেখিয়া ভীমসেনকে বলিলেন—দেখ দেখি, মহাত্মা বিদুর বোধ হয় আমাদের নিকট কিছু আবশ্যকীয় কথা বলিতে আসিতেছেন?৭

ইনি হয়ত শকুনির পরামর্শে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার আমাদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলিও জয় করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রহৃদয় শকুনি পুনরায় আমাদিগকে দ্যূতে আহ্বান করিয়াছে।৮

ভীমসেন! কেহ যদি আমাকে 'আইস' বলিয়া আহ্বান করে, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না। কিন্তু হায় পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় যদি আমরা গাণ্ডীবকেও হারাইয়া ফেলি, তবে পুনরায় আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবে?৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন;—হে রাজন্! তারপর পাণ্ডবগণ সকলে মিলিয়া উত্থিত হইয়া বিদুরের প্রত্যুদ্গমন করত অভ্যর্থনা করিলেন। অজমীঢ়-বংশীয় বিদুরও তাহাদের দ্বারা সংকৃত হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত মিলিত হইলেন।১০

সমাশ্বস্তং বিদুরং তে নরর্ষভা-
স্ততোঽপৃচ্ছন্নাগমনায় হেতুম্।
স চাপি তেভ্যো বিস্তরতঃ শশংস
যথাবৃত্তো ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকেয়ঃ ॥১১
বিদুর উবাচ।
অবোচন্মাং ধৃতরাষ্ট্রোঽনুগুপ্ত-
মজাতশত্রো পরিগৃহ্যাভিপূজ্য।
এবং গতে সমতামভ্যুপেত্য
পথ্যং তেষাং মম চৈব ব্রবীহি ॥১২
ময়াপ্যুক্তং যৎ ক্ষেমং কৌরবাণাং
হিতং পথ্যং ধৃতরাষ্ট্রস্য চৈব।
তদ্ বৈ তস্মৈ ন রুচামভ্যুপৈতি
ততশ্চাহং ক্ষেমমন্যন্ন মন্যে ॥১৩
পরং শ্রেয়ঃ পাণ্ডবেয়া ময়োক্তং
ন মে তচ্চ শ্রুতবানাম্বিকেয়ঃ।
যথাতুরস্যেব হি পথ্যমন্নং
ন রোচতে স্মাস্য তদুচ্যমানম্ ॥১৪
ন শ্রেয়সে নীয়তেঽজাতশত্রো
স্ত্রী শ্রোত্রিয়স্যেব গৃহে প্রদুষ্টা।
ধ্রুবং ন রোচেদ্ ভরতর্ষভস্য
পতিঃ কুমার্য্যাঃ ইব ষষ্টিবর্ষঃ ॥১৫
ধ্রুবং বিনাশো নৃপ কৌরবাণাং
ন বৈ শ্রেয়ো ধৃতরাষ্ট্রঃ পরৈতি।
যথা চ পর্ণে পুষ্করস্যাবসিক্তং
জলং ন তিষ্ঠেৎ পথ্যমুক্তং তথাস্মিন্ ॥১৬
ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীন্মাং
যস্মিন্ শ্রদ্ধা ভারত তত্র যাহি।
নাহং ভূয়ঃ কাময়ে ত্বাং সহায়ং
মহীমিমাং পালয়িতুং পুরং বা ॥১৭

সমাশ্বস্ত বিদুরকে সেই রাজপুত্রগণ তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের ও তাঁহার যে আলাপ হইয়াছিল, তাহা যথাযথভাবে সবিস্তরে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।১১

বিদুর বলিলেন,—হে অজাতশত্রো! তুমি বনে চলিয়া আসিলে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে কতকটা অনুতপ্ত হইয়া আমাকে আদর ও সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন—বিদুর! কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের উপর সমান দৃষ্টি রাখিয়া এমন একটা পরামর্শ দাও যাহা আমাদের উভয়ের পক্ষেই কল্যাণজনক হয়।১২

আমিও কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের কল্যাণকর পরামর্শ প্রদান করিলাম। কিন্তু তাহা ধৃতরাষ্ট্রের মনঃপূত হইল না। কিন্তু আমিও উহা ভিন্ন অন্য কিছু উভয়পক্ষের হিতকর বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।১৩

হে পাণ্ডবগণ! আমি উভয় পক্ষের পরম শ্রেয়স্কর পরামর্শই দিয়াছিলাম, কিন্তু অম্বিকাতনয় ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিলেন না। যেমন রোগাতুরের নিকট পথ্য অন্ন (হিতকর ভোজন) কখনই রুচিকর হয় না, সেইরূপ আমার কথাও তাঁহার রুচিকর হইল না।১৪

হে অজাতশত্রো! যেমন অত্যন্ত দুষ্টা স্ত্রী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের শ্রেয়ঃসম্পাদন করিতে পারে না এবং যেমন কুমারী স্ত্রীর নিকট ষাট বছরের বৃদ্ধ পতি কখনও প্রিয় হয় না, তেমনই ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমার হিত পরামর্শ রুচিকর হয় নাই।১৫

হে রাজন্! সুতরাং কৌরবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং এই অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রও শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবে না। যেমন পদ্মপুষ্পের পাতায় রক্ষিত জল থাকে না, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আমার এই হিতকর বচন স্থান পাইল না।১৬

সোঽহং ত্যক্তো ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা
প্রশাসিতুং ত্বামুপযাতো নরেন্দ্র।
তদ্ বৈ সর্বং যন্ময়োক্তং সভায়াং
তদ্ ধার্য্যতাং যৎ প্রবক্ষ্যামি ভূয়ঃ ॥১৮

ক্লেশৈস্তীব্রৈর্যুজ্যমানঃ সপত্নৈঃ
ক্ষমাং কুর্বন্ কালমুপাসতে যঃ।
সংবর্ধয়ন্ স্তোকমিবাগ্নিমাত্মবান্
স বৈ ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমেক এব ॥১৯

যস্যাবিভক্তং বসু রাজন্ সহায়ৈ-
স্তস্য দুঃখেঽপ্যংশভাজঃ সহায়াঃ।
সহায়ানামেষ সংগ্রহণেঽভ্যুপায়ঃ
সহায়াপ্তৌ পৃথিবীপ্রাপ্তিমাহুঃ ॥২০

সত্যং শ্রেষ্ঠং পাণ্ডব বিপ্রলাপং
তুল্যং চান্নং সহ ভোজ্যং সহায়ৈঃ।
আত্মা চৈষামগ্রতো ন স্ম পূজ্য
এবং বৃত্তির্বর্ধতে ভূমিপালঃ ॥২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবং করিষ্যামি যথা ব্রবীষি
পরাং বুদ্ধিমুপগম্যাপ্রমত্তঃ।
যচ্চাপ্যন্যদ্দেশকালোপপন্নং
তদ্ বৈ বাচ্যং তৎ করিষ্যামি কৃৎস্নম্ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি বিদুরনির্বাসে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

তারপর ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিলেন—ভারত! তুমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার, এই রাজ্য বা নগরকে পালন করিতে আমি আর তোমার সাহায্য চাই না।১৭

হে রাজন্! সেই আমি ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে আসিয়াছি। সভার মধ্যে আমি যে সকল উপদেশ তোমাকে দিয়াছি তাহা এবং পুনরায় এখন যাহা বলিব তাহা, তুমি স্মরণ করিয়া রাখিবে।১৮

শত্রুগণের দ্বারা তীব্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেও কাল অপেক্ষা করিয়া উহাকে যে রাজা সহ্য করে এবং যে অল্প অগ্নি হইতে অগ্নির ক্রমবর্দ্ধনের ন্যায় নিজের অল্প শক্তিকে ঐ সময়ে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে পারে, সেই রাজা একাই সমস্ত পৃথিবীকে ভোগ করিতে পারে।১৯

রাজন্! যে রাজা নিজ ধনের দ্বারা সহায়কারীকে পোষণ করে অর্থাৎ সহায়ককে নিজ হইতে ভিন্ন মনে করে না, সহায়কগণ তাহার দুঃখে দুঃখী হয়। সহায়ককে সংগ্রহ করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সহায়ক প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর আধিপত্যও লাভ করা যায়,—ইহা নীতিজ্ঞগণ বলেন।২০

পাণ্ডুনন্দন! প্রলাপশূন্য সত্য কথা বলাই শ্রেষ্ঠ। সহায়কগণের সহিত একত্র একই অন্ন ভোজন করিবে এবং তাহাদের সম্মুখে নিজের শ্রেষ্ঠতা বা পূজনীয়তা খ্যাপন করিবে না। এইভাবে যে রাজা চলে, সে-ই উন্নতি লাভ করে।২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি যেরূপ উপদেশ করিলেন, আমি তাহা প্রমাদশূন্য হইয়া উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক পালন করিতে চেষ্টা করিব। দেশকালোচিত আরও যদি কিছু বক্তব্য থাকে, আপনি বলুন, আমি সে সমস্তও মনে রাখিয়া পালন করিতে চেষ্টা করিব।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে বিদুরনির্বাসনে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরমানেতুং ধৃতরাষ্ট্রেণ প্রেষিতস্য সঞ্জয়স্য গমনম্, বিদুরস্যাগমনম্, তস্য সমীপে ধৃতরাষ্ট্রস্য ক্ষমাপ্রার্থনা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতে তু বিদুরে রাজন্নাশ্রমং পাণ্ডবান্ প্রতি।
ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ পর্য্যতপ্যত ভারত ॥১
বিদুরস্য প্রভাবঞ্চ সন্ধিবিগ্রহকারিতম্।
বিবৃদ্ধিঞ্চ পরাং মত্বা পাণ্ডবানাং ভবিষ্যতি ॥২
স সভাদ্বারমাগম্য বিদুরস্মারমোহিতঃ।
সমক্ষং পার্থিবেন্দ্রাণাং পপাতাবিষ্টচেতনঃ ॥৩
স তু লব্ধ্বা পুনঃ সংজ্ঞাং সমুত্থায় মহীতলাৎ।
সমীপোপস্থিতং রাজা সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
ভ্রাতা মম সুহৃচ্চৈব সাক্ষাদ্ ধর্ম ইবাপরঃ
তস্য স্মৃত্যাদ্য সুভৃশং হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে ॥৫
তমানয়স্ব ধর্মজ্ঞং মম ভ্রাতরমাশু বৈ।
ইতি ব্রুবন্ স নৃপতিঃ কৃপণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥৬
পশ্চাত্তাপাভিসন্তপ্তো বিদুরস্মারমোহিতঃ।
ভ্রাতৃস্নেহাদিদং রাজা সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥৭
গচ্ছ সঞ্জয় জানীহি ভ্রাতরং বিদুরং মম।
যদি জীবতি রোষেণ ময়া পাপেন নির্ধুতঃ ॥৮
ন হি তেন মম ভ্রাতা সুসূক্ষ্মমপি কিঞ্চন।
ব্যলীকং কৃতপূর্ব্বং বৈ প্রাজ্ঞেনামিতবুদ্ধিনা ॥৯
স ব্যলীকং পরং প্রাপ্তো মত্তঃ পরমবুদ্ধিমান্।
ত্যক্ষ্যামি জীবিতং প্রাজ্ঞ তং গচ্ছানয় সঞ্জয় ॥১০

ষষ্ঠ অধ্যায়

[বিদুরকে আনিতে ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সঞ্জয়ের গমন, বিদুরের আগমন এবং তাঁহার নিকট ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমা প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্ ভারত! বিদুর পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া তাহাদের কাম্যকবনস্থিত আশ্রমে গেলে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হইলেন।১

সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বিদুরের প্রভাব এবং তাঁহার পরমসূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতে পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনায় পরম চিন্তিত হইলেন।২

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা স্মরণ করত তাহার বিরহে মূর্চ্ছাগতপ্রায় হইয়া সভাগৃহের দ্বারে আগমনপূর্ব্বক অধীনস্থ রাজগণকে দর্শন করিতে করিতে চৈতন্য হারাইলেন।৩

রাজা পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ভূমি হইতে উঠিয়া সমীপস্থ সঞ্জয়কে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন।৪

বিদুর আমার ভাই, বিদুর আমার সুহৃদ্, বিদুর সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্ম্মস্বরূপ, সুতরাং আজ তাহার পুনঃ পুনঃ স্মরণে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে।৫

তুমি আমার ধর্ম্মজ্ঞ সেই ভাইকে শীঘ্র লইয়া আইস, এই কথা বলিয়া রাজা করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৬

বিদুরের স্মরণে মোহ প্রাপ্ত এবং অনুতাপে দগ্ধ রাজা ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ সঞ্জয়কে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৭

হে সঞ্জয়! আমার ভাই বিদুর কোথায় আছে তাহা জানিবার জন্য শীঘ্র গমন কর, পাপী আমার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া অভিমানজনিত ক্রোধে সে এখনও জীবিত আছে কিনা জানি না।৮

আমার সেই ভ্রাতা প্রাজ্ঞ অমিতপ্রতিভাসম্পন্ন কখনও অতিসূক্ষ্ম অপরাধও করে নাই।৯

কিন্তু আমিই তাহার নিকট ভয়ানক অপরাধ

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজত্তমনুমান্য চ।
সঞ্জয়ো বাঢ়মিত্যুক্ত্বা প্রাদ্রবৎ কাম্যকং প্রতি ॥১১

সোঽচিরেণ সমাসাদ্য তদ্ বনং যত্র পাণ্ডবাঃ।
রৌরবাজিনসংবীতং দদর্শাথ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১২

বিদুরেণ সহাসীনং ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ।
ভ্রাতৃভিশ্চাভিসংগুপ্তং দেবৈরিব পুরন্দরম্ ॥১৩

যুধিষ্ঠিরমুপাগম্য পূজয়ামাস সঞ্জয়ঃ।
ভীমার্জ্জুনযমাশ্চাপি তদ্যুক্তং প্রতিপেদিরে ॥১৪

রাজ্ঞা পৃষ্টঃ স কুশলং সুখাসীনশ্চ সঞ্জয়ঃ।
শশংসাগমনে হেতুমিদং চৈবাব্রবীদ্ বচঃ ॥১৫

সঞ্জয় উবাচ।

রাজা স্মরতি তে ক্ষত্তর্ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
তং পশ্য গত্বা ত্বং ক্ষিপ্রং সঞ্জীবয় চ পার্থিবম্ ॥১৬

সোঽনুমান্য নরশ্রেষ্ঠান্ পাণ্ডবান্ কুরুনন্দনান্।
নিয়োগাদ্ রাজসিংহস্য গন্তুমর্হসি সত্তম ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিদুরো ধীমান্ স্বজনবল্লভঃ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে পুনরায়াদ্ গজাহ্বয়ম্ ॥১৮

তমব্রবীন্মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি ধর্মজ্ঞ দিষ্ট্যা স্মরসি মেঽনঘ ॥১৯

অদ্য রাত্রৌ দিবা চাহং ত্বৎকৃতে ভরতর্ষভ।
প্রজাগরে প্রপশ্যামি বিচিত্রং দেহমাত্মনঃ ॥২০

সোঽঙ্কমানীয় বিদুরং মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রায় চৈব হ।
ক্ষম্যতামিতি চোবাচ যদুক্তোঽসি ময়ানঘ ॥২১

করিয়াছি। হে সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র যাও এবং তাহাকে লইয়া আইস নতুবা আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।১০

সঞ্জয় রাজার বচন শ্রবণে 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া অচিরেই কাম্যকবনের প্রতি ধাবিত হইল এবং শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, রাজা যুধিষ্ঠির রুরুনামক মৃগচর্ম্ম ধারণ করত ভ্রাতৃগণের দ্বারা সুরক্ষিত এবং বিদুর ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সুখাসনে উপবেশন করত দেবতাগণের দ্বারা সুরক্ষিত ও পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।১১-১৩

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের নিকটস্থ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিল। ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব ও নকুল সকলেই সেই সঞ্জয়কে তাহার উপযুক্ত আচরণ করিয়া সৎকার করিল।১৪

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয় সুখে উপবেশন করত নিজের আগমনের কারণ সকলকে এইরূপে বলিতে লাগিল।১৫

সঞ্জয় বলিল,—বিদুর! অম্বিকাতনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে স্মরণ করিতেছেন এবং তুমি তাঁহাকে দর্শন না দিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, সুতরাং তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বাঁচাও।১৬

সজ্জনশ্রেষ্ঠ! আপনি কুরুবংশীয় নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সঞ্জয় এইরূপ বলিলে স্বজনগণের পরমবল্লভ বিদুর ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া পুনরায় হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন।১৮

তাঁহাকে পাইয়া অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বলিলেন—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমার ভাগ্যবশতঃ তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, হে নিষ্পাপ! ভাগ্য-বশতঃই তুমি আমাকে এখনও মনে রাখিয়াছ।১৯

ভরতকুলভূষণ! আজ দিন রাত তোমার চিন্তায় জাগরণ করায় আমি আমার শরীরের বিচিত্র অবস্থা দর্শন করিয়াছি।২০

বিদুর উবাচ।

ক্ষান্তমেব ময়া রাজন্ গুরুর্মে পরমো ভবান্।
এষোঽহমাগতঃ শীঘ্রং ত্বদ্দর্শনপরায়ণঃ ॥২২

ভবন্তি হি নরব্যাঘ্র পুরুষা ধর্ম্মচেতসঃ।
দীনাভিপাতিনো রাজন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৩

পাণ্ডোঃ সুতা যাদৃশা মে তাদৃশস্তব ভারত।
দীনা ইতীব মে বুদ্ধিরভিপন্নাদ্য তান্ প্রতি ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অন্যোন্যমনুনীয়ৈবং ভ্রাতারৌ দ্বৌ মহাদ্যুতী।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ লেভাতে পরমাং মুদম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি বিদুরপ্রত্যাগমনে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

তিনি বিদুরকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণ করত তাহাকে বলিলেন—হে নিষ্পাপ! আমি যে কটূক্তি তোমাকে করিয়াছি, তাহার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।২১

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি আমার গুরুজন, এজন্য আপানার সকল কটূক্তিকেই ক্ষমা করিয়াছি এবং সেইকারণেই আপনার দর্শন-লালসায় শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।২২

হে নরশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণ দীনজনের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, রাজন্! ইহাতে আপনার বিচার করিবার কিছুই নাই।২৩

ভারত! পাণ্ডুপুত্রগণ আমার নিকট যেমন, আপনার পুত্রগণও তেমনই; কিন্তু তাহারা এখন অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন, এজন্য আমার হৃদয় তাহাদের পক্ষপাতী।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পরস্পরের প্রতি বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করত মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর উভয় ভ্রাতা পরম আনন্দ লাভ করিলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে বিদুরপ্রত্যাগমনে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণ-শকুনি-দুর্য্যোধন-দুঃশাসনানাং পরামর্শঃ, পাণ্ডবান্ হন্তুং বনগমনায়োদ্যোগঃ, ব্যাসদেবেন তেষাং প্রতিরোধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা চ বিদুরং প্রাপ্তং রাজ্ঞা চ পরিসান্ত্বিতম্
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজো রাজা পর্য্যতপ্যত দুর্মতিঃ ॥১

স সৌবলেয়মানায্য কর্ণ-দুঃশাসনৌ তথা।
অব্রবীদ্ বচনং রাজা প্রবিশ্যাবুদ্ধিজং তমঃ ॥২

সপ্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের পরামর্শ, পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য বনগমনের উদ্যোগ এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক তাহার প্রতিরোধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আনাইয়া তাহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করত পুনরায় তাহার সহিত মিলিত হইয়াছেন—ইহা শুনিয়া দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন অনুতপ্ত হইলেন।১

তিনি সুবলনন্দন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আনাইয়া অজ্ঞানজনিত মোহরূপ অন্ধকারে আবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন।২

এষ প্রত্যাগতো মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
বিদুরঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সুহৃদ্ বিদ্বান্ হিতে রতঃ ॥৩

যাবদস্য পুনর্বুদ্ধিং বিদুরো নাপকর্ষতি।
পাণ্ডবানয়নে তাবন্মন্ত্রয়ধ্বং হিতং মম ॥৪

অথ পশ্যাম্যহং পার্থান্ প্রাপ্তানিহ কথঞ্চন।
পুনঃ শোষং গমিষ্যামি নিরম্বুর্নিরবগ্রহঃ ॥৫

বিষমুদ্বন্ধনং চৈব শস্ত্রমগ্নিপ্রবেশনম্।
করিষ্যে ন হি তানৃদ্ধান্ পুনর্দ্রষ্টুমিহোৎসহে ॥৬

শকুনিরুবাচ।

কিং বালিশমতিং রাজন্নাস্থিতোঽসি বিশাম্পতে।
গতাস্তে সময়ং কৃত্বা নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥৭

সত্যবাক্যস্থিতাঃ সর্বে পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।
পিতুস্তে বচনং তাত ন গ্রহীষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥৮

অথবা তে গ্রহীষ্যন্তি পুনরেষ্যন্তি বা পুরম্।
নিরস্য সময়ং সর্বে পণোঽস্মাকং ভবিষ্যতি ॥৯

সর্বে ভবামো মধ্যস্থা রাজ্ঞশ্ছন্দানুবর্তিনঃ।
ছিদ্রং বহু প্রপশ্যন্তঃ পাণ্ডবানাং সুসংবৃতাঃ ॥১০

দুঃশাসন উবাচ।

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি মাতুল।
নিত্যং হি মে কথয়তস্তব বুদ্ধির্বিরোচতে ॥১১

কর্ণ উবাচ।

কামমীক্ষামহে সর্বে দুর্য্যোধন তবেপ্সিতম্।
ঐকমত্যং হি নো রাজন্ সর্বেষামেব লক্ষয়ে ॥১২

ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী অথচ পাণ্ডবগণের পরম সুহৃদ্ এই বিদ্বান্ বিদুর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে।৩

যাহাতে বিদুর তাঁহার বুদ্ধিকে পাণ্ডবগণের ফিরাইয়া আনিবার ব্যাপারে আকৃষ্ট না করিতে পারে, তোমরা আমার হিতকর সেইরূপ মন্ত্রণাই কর।৪

যদি আমি দেখিতে পাই যে, পাণ্ডুপুত্রগণ ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে আমি পুনরায় অন্ন ও জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া শরীরকে বিশুষ্ক করিব।৫

আমি বিষ ভক্ষণে, উদ্বন্ধনে, শস্ত্র বা অগ্নিপ্রবেশের দ্বারা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব, তথাপি পাণ্ডবগণকে রাজ্যলাভে সমৃদ্ধ দেখিতে পারিব না।৬

শকুনি বলিল,—হে রাজন্। হে ভূপতে। তুমি মূর্খের ন্যায় বুদ্ধি প্রদর্শন করিতেছ কেন? পাণ্ডবগণ বনগমনের কথা স্বীকার করিয়া বনে গিয়াছে, সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিবে—ইহা হইতেই পারে না।৭

ভরতশ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যপ্রতিজ্ঞ; তাত। তোমার পিতা তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেও তাহারা প্রতিজ্ঞার সত্যতা রক্ষার জন্য তোমার পিতার কথা গ্রহণ করিবে না।৮

যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, তাহারা তোমার পিতার বাক্য গ্রহণ করত শপথ ভঙ্গ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে তখন তাহাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার এইরূপ হইবে।৯

আমরা সকলে তখন রাজার অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন করত মধ্যস্থভাব অবলম্বন করিব এবং সুগূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের অসংখ্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকিব।১০

দুঃশাসন বলিল,—মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল। আপনি যাহা বলিলেন—উহা আমার নিকটও ঠিক বলিয়াই মনে হইতেছে। আপনি যখনই যে পরামর্শ দেন, উহা আমার কাছে ভালই লাগে।১১

কর্ণ বলিলেন,—হে রাজন্ দুর্য্যোধন। আমরা সবাই আপনার অভিলষিত পূরণে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত ইহা লক্ষ্য করিতেছি।১২

নাগমিষ্যন্তি তে বৈ বা অকৃত্বা কালসংবিদম্।
আগমিষ্যন্তি চেন্মোহাৎ পুনর্দ্যূতেন তান্ জয় ॥১৩
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তু কর্ণেন রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
নাতিহৃষ্টমনাঃ ক্ষিপ্রমভবৎ স পরাঙ্মুখঃ ॥১৪
উপলভ্য ততঃ কর্ণো বিবৃত্য নয়নে শুভে।
রোষাদ্ দুঃশাসনং চৈব সৌবলঞ্চ তথৈব চ ॥১৫
উবাচ পরমক্রুদ্ধ উদ্যম্যাত্মানমাত্মনা।
অথো মম মতং যৎ তু তন্নিবোধত ভূমিপাঃ ॥১৬
প্রিয়ং সর্ব্বে করিষ্যামো রাজ্ঞঃ কিঙ্করপাণয়ঃ।
ন চাস্য শক্নুমঃ স্থাতুং প্রিয়ে সর্ব্বে হ্যতন্দ্রিতাঃ ॥১৭
বয়ন্তু শস্ত্রাণ্যাদায় রথানাস্থায় দংশিতাঃ।
গচ্ছামঃ সহিতা হন্তুং পাণ্ডবান্ বনগোচরান্ ॥১৮

তেষু সর্ব্বেষু শান্তেষু গতেষ্ববিদিতাং গতিম্।
নির্ব্বিবাদা ভবিষ্যন্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তথা বয়ম্ ॥১৯

যাবদেব পরিদ্যূনা যাবচ্ছোকপরায়ণাঃ।
যাবন্মিত্রবিহীনাশ্চ তাবচ্ছক্যা মতং মম ॥২০

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা পূজয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ।
বাঢ়মিত্যেব তে সর্ব্বে প্রত্যূচুঃ সূতজং তদা ॥২১

এবমুক্ত্বা তু সংরব্ধা রথৈঃ সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্।
নির্যযুঃ পাণ্ডবান্ হন্তুং সহিতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥২২

তান্ প্রস্থিতান্ পরিজ্ঞায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥২৩

পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর-বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই মনে করি না। যদি মোহবশতঃ ফিরিয়াই আসে, তবে পুনরায় পাশাখেলায় তাহাদিগকে জয় করিবে।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলে দুর্য্যোধন বিশেষ প্রসন্ন হইলেন না, তিনি সহসাই মুখ ফিরাইয়া লইলেন।১৪

দুর্য্যোধনের বিমুখতাদর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কর্ণ নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করত শকুনি ও দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ক্রোধে নিজের উদ্যম প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে ভূমিপালগণ! আপনারা আমার যথার্থ অভিমত শ্রবণ করুন।১৫-১৬

আমরা সকলে রাজা দুর্য্যোধনের কিঙ্কর ও হস্তস্বরূপ, অতএব আজ আমরা সকলে মিলিয়া ইঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব। কিন্তু আমরা আলস্য পরিত্যাগ করত তাঁহার যাহা প্রয়োজন, তাহা করিতে পারিতেছি না।১৭

আমরা সকলেই কবচ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রথে আরোহণ করত পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য যুগপৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিব।১৮

যখন তাহারা মরিয়া অজ্ঞাতগতি (পরলোক) প্রাপ্ত হইবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নির্ব্বিবাদ হইবেন এবং আমরাও নিশ্চিন্ত হইব।১৯

যে পর্য্যন্ত তাহারা দুঃখার্দিত, শোকার্ত্ত এবং মিত্রশূন্য হইয়া অবস্থান করিবে, সেই সময়ের মধ্যেই আমরা তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইব, অন্য সময় তাহাদিগকে জয় করা দুঃসাধ্য হইবে।২০

কর্ণের ঐ কথা শুনিয়া শকুনি প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিল এবং তাঁহার অভিমতকেই সকলে স্বীকার করিয়া লইল।২১

এইরূপ পরামর্শ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করত পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া একত্রে প্রস্থান করিলেন।২২

বিশুদ্ধহৃদয় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জ্ঞানচক্ষুর

প্রতিষিধ্যাথ তান্ সর্বান্ ভগবাঁল্লোকপূজিতঃ।
প্রজ্ঞাচক্ষুষমাসীনমুবাচাভ্যেত্য সত্বরম্ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনবপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি ব্যাসাগমনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

দ্বারা তাহাদের এই অভিযান জানিতে পারিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৩

সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ বেদব্যাস তাহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্তি করিলেন এবং উপবিষ্ট প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে ব্যাসাগমননামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[অন্যায়কার্য্যতো দুর্য্যোধনস্য নিবর্ত্তনায় ধৃতরাষ্ট্রসমীপে ব্যাসদেবস্যানুরোধঃ।]

ব্যাস উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্র মহাপ্রাজ্ঞ নিবোধ বচনং মম।
বক্ষ্যামি ত্বাং কৌরবাণাং সর্বেষাং হিতমুত্তমম্ ॥১

ন মে প্রিয়ং মহাবাহো যদ্ গতাঃ পাণ্ডবা বনম্।
নিকৃত্যা নিকৃতাশ্চৈব দুর্য্যোধনপুরোগমৈঃ ॥২

তে স্মরন্তঃ পরিক্লেশান্ বর্ষে পূর্ণে ত্রয়োদশে।
বিমোক্ষ্যন্তি বিষং ক্রুদ্ধাঃ কৌরবেয়েষু ভারত ॥৩

তদয়ং কিমু পাপাত্মা তব পুত্রঃ সুমন্দধীঃ।
পাণ্ডবান্ নিত্যসংক্রুদ্ধো রাজ্যহেতোর্জিঘাংসতি ॥৪

বার্য্যতাং সাধ্বয়ং মূঢ়ঃ শমং গচ্ছতু তে সুতঃ।
বনস্থাংস্তানয়ং হন্তুমিচ্ছন্ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি।৫

অষ্টম অধ্যায়।

[অন্যায় কার্য্য হইতে দুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত করাইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ব্যাসদেবের অনুরোধ।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! সকল কৌরবগণের পক্ষে যাহা পরম হিতকর, আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর।১

মহাবাহো! দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণের দ্বারা যে ছলপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বনে প্রেরণ করা হইয়াছে, ইহা আমার মোটেই প্রিয় হয় নাই।২

হে ভরতবংশাবতংস! তাহাদের প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে তাহারা নিজেদের কষ্টের কথা স্মরণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবগণের উপর তাহাদের প্রতিহিংসা বিষ নিক্ষেপ করিবে।৩

তোমার এই পাপাত্মা অতি মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধন রাজ্যের নিমিত্ত নিত্যই ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণকে বধ করিতে চাহে কেন? ৪

তোমার এই মূঢ় পুত্রকে বারণ কর। সে শান্ত হউক; যদি বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিতে চায়, তবে সে নিজের প্রাণকেই পরিত্যাগ করিতে

যথা হি বিদুরঃ প্রাজ্ঞো যথা ভীষ্মো যথা বয়ম্।
যথা কৃপশ্চ দ্রোণশ্চ তথা সাধুর্ভবানপি ॥৬

বিগ্রহো হি মহাপ্রাজ্ঞ স্বজনেন বিগর্হিতঃ।
অধর্ম্ম্যমযশস্যঞ্চ মা রাজন্ প্রতিপদ্যতাম্ ॥৭

সমীক্ষা যাদৃশী হ্যস্য পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
উপেক্ষ্যমাণা সা রাজন্ মহান্তমনয়ং স্পৃশেৎ ॥৮

অথবায়ং সুমন্দাত্মা বনং গচ্ছতু তে সুতঃ।
পাণ্ডবৈঃ সহিতো রাজন্নেক এবাসহায়বান্ ॥৯

ততঃ সংসর্গজঃ স্নেহঃ পুত্রস্য তব পাণ্ডবৈঃ।
যদি স্যাৎ কৃতকার্য্যোঽদ্য ভবেস্ত্বং মনুজেশ্বর ॥১০

অথবা জায়মানস্য যচ্ছীলমনুজায়তে।
শ্রূয়তে তন্মহারাজ নামৃতস্যাপসর্পতি ॥১১

কথং বা মন্যতে ভীষ্মো দ্রোণোঽথ বিদুরোঽপি বা।
ভবান্ বাত্র ক্ষমং কার্য্যং পুরা যোঽর্থোঽভিবর্ধতে ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি
ব্যাসবাক্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

চাহিতেছে বুঝিতে হইবে।৫

জ্ঞানী বিদুর, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য ও আমরা যেমন প্রাজ্ঞ ও সাধুস্বভাব, তুমিও সেইরূপ সাধুস্বভাব।৬

হে মহাপ্রাজ্ঞ! স্বজনের সহিত কলহ নিন্দনীয়, অধর্ম্মজনক ও অযশস্কর, সুতরাং হে রাজন্! তুমি এইরূপ কলহের পথ অবলম্বন করিও না।৭

ভারত! পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনের যে দুষ্ট মনোবৃত্তি, উহা যদি উপেক্ষা করা হয়, তবে ভবিষ্যতে উহা মহা অনর্থের সৃষ্টি করিবে।৮

অথবা হে রাজন্! তোমার এই মন্দহৃদয় পুত্রও একক কাহাকেও সহায় না লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক।৯

হে নরপতে! তোমার এই পুত্র বনে পাণ্ডবগণের সঙ্গে বাস করিয়া যদি তাহাদের সংসর্গে স্নেহপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে, তবে তুমি কৃতকার্য্য হইবে।১০

অথবা জন্ম হইতে যে স্বভাব মানুষের অনুবর্ত্তন করে, মহারাজ! উহা মৃত্যু না হইলে পরিবর্ত্তিত হয় না।১১

অথবা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং তুমি সকলে মিলিয়া যাহা সমুচিত মনে কর, তাহাই করিবে, তাহা হইলে প্রয়োজনের সিদ্ধি হইবে (নতুবা নহে)।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
ব্যাস-বাক্যে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪

নবমোঽধ্যায়ঃ

[ব্যাসদেবেন সুরভেরিন্দ্রস্য চ উপাখ্যানস্য বর্ণনম্, পাণ্ডবান্ প্রতি তস্য দয়াপ্রদর্শনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভগবান্ নাহমপ্যেতদ্ রোচয়ে দ্যূতসংস্তবম্।
মন্যে তদ্বিধিনাক্রম্য কারিতোঽস্মীতি বৈ মুনে ॥১
নৈতদ্ রোচয়তে ভীষ্মো ন দ্রোণো বিদুরো ন চ।
গান্ধারী নেচ্ছতি দ্যূতং তত্র মোহাৎ প্রবর্ত্তিতম্ ॥২
পরিত্যক্তুং ন শক্নোমি দুর্য্যোধনমচেতনম্।
পুত্রস্নেহেন ভগবন্ জানন্নপি প্রিয়ব্রত ॥৩

ব্যাস উবাচ।

বৈচিত্রবীর্য্য নৃপতে সত্যমাহ যথা ভবান্।
দৃঢ়ং বিদ্মঃ পরং পুত্রং পরং পুত্রান্ন বিদ্যতে ॥৪
ইন্দ্রোঽপ্যশ্রুনিপাতেন সুরভ্যা প্রতিবোধিতঃ।
অন্যৈঃ সমৃদ্ধৈরপ্যর্থৈর্ন সুতাম্মন্যতে পরম্ ॥৫
অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমম্।
সুরভ্যাশ্চৈব সংবাদমিন্দ্রস্য চ বিশাম্পতে ॥৬
ত্রিবিষ্টপগতা রাজন্ সুরভী প্রারুদৎ কিল।
গবাং মাতা পুরা তাত তামিন্দ্রোঽন্বকৃপায়ত ॥৭

ইন্দ্র উবাচ।

কিমিদং রোদিষি শুভে কশ্চিৎ ক্ষেমং দিবৌকসাম্।
মানুষেষ্বথ বা গোষু নৈতদল্পং ভবিষ্যতি ॥৮

সুরভিরুবাচ।

বিনিপাতো ন বঃ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে ত্রিদশাধিপ।
অহন্তু পুত্রং শোচামি তেন রোদিমি কৌশিক ॥৯
পশ্যৈনং কর্ষকং ক্ষুদ্রং দুর্বলং মম পুত্রকম্।
প্রতোদেনাভিনিঘ্নন্তং লাঙ্গলেন চ পীড়িতম্ ॥১০

নবম অধ্যায়।

[ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সুরভি ও ইন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণন এবং তাঁহার পাণ্ডবগণের প্রতি দয়াপ্রদর্শন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে ভগবন্! দ্যূতক্রীড়া হইতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমারও রুচিকর হই নাই। হে মুনে! মনে হয়—বিধি বলপূর্ব্বক এই কার্য্য করাইয়াছেন।১

এই দ্যূতক্রীড়াকে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং গান্ধারী কেহই চাহে নাই; সুতরাং উহা মোহ-বশতই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।২

হে প্রিয়ব্রত ভগবন্! দুর্য্যোধনকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য জানিয়াও পুত্রস্নেহবশতঃ উহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহি।৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে বিচিত্রবীর্য্যতনয়! হে নৃপতে! ইহা সত্যই বলিয়াছ যে, পুত্রস্নেহ সর্ব্বোপরি; পুত্র হইতে অধিক প্রিয় পিতার নিকট আর কিছুই নয়।৪

সুরভি নিজ পুত্রের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ইন্দ্রকেও এইরূপ বুঝাইয়াছিলেন, যাহাতে সে-ও অর্থাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হইলেও পুত্র হইতে অন্য কোন বস্তুকে প্রিয় মনে করিতে পারে নাই।৫

হে রাজন্! এখানে আমি তোমাকে ইন্দ্র-সুরভি সংবাদরূপ মহৎ উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছি।৬

তাত! স্বর্গে অবস্থান করিয়া গোমাতা সুরভি ক্রন্দন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া ইন্দ্রের তাঁহার উপর কৃপা হইল।৭

ইন্দ্র বলিলেন,—হে শুভে! তুমি এত ক্রন্দন করিতেছ কেন? তোমার ক্রন্দন দেখিয়া মনে হইতেছে, গোসকল অথবা মনুষ্যগণের মধ্যে হউক একটা কিছু মহান্ অনিষ্টপাত হইয়াছে; কারণ অল্প অশুভে এরূপ ক্রন্দন সম্ভব নয়।৮

সুরভি বলিলেন,—দেবরাজ! তুমি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, এরূপ কোনও অনিষ্টপাত তোমাদের মধ্যে

নিষীদমানং সোৎকণ্ঠং বধ্যমানং সুরাধিপ।
কৃপাবিষ্টাস্মি দেবেন্দ্র মনশ্চোদ্বিজতে মম।
একস্তত্র বলোপেতো ধুরমুদ্বহতেঽধিকম্ ॥১১
অপরোঽপ্যবলপ্রাণঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
কৃচ্ছ্রাদুদ্বহতে ভারং তং বৈ শোচামি বাসব ॥১২
বধ্যমানঃ প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
নৈব শক্নোতি তং ভারমুদ্বোঢ়ুং পশ্য বাসব ॥১৩
ততোঽহং তস্য শোকার্ত্তা বিরৌমি ভৃশদুঃখিতা।
অশ্রূণ্যাবর্ত্তয়ন্তী চ নেত্রাভ্যাং করুণায়তী ॥১৪

শক্র উবাচ।

তব পুত্রসহস্রেষু পীড্যমানেষু শোভনে।
কিং কৃপায়িতবত্যত্র পুত্র একত্র হন্যতি ॥১৫

সুরভিরুবাচ।

যদি পুত্রসহস্রাণি সর্ব্বত্র সমমেব মে।
দীনস্য তু সতঃ শক্র পুত্রস্যাভ্যধিকা কৃপা ॥১৬

ব্যাস উবাচ।

তদিন্দ্রঃ সুরভীবাক্যং নিশম্য ভৃশবিস্মিতঃ।
জীবিতেনাপি কৌরব্য মেনেঽভ্যধিকমাত্মজম্ ॥১৭
প্রববর্ষ চ তত্রৈব সহসা তোয়মুল্বণম্।
কর্ষকস্যাচরন্ বিঘ্নং ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥১৮
তদ্ যথা সুরভিঃ প্রাহ সমমেবাস্তু তে তথা।
সুতেষু রাজন্ সর্ব্বেষু হীনেষ্বভ্যধিকা কৃপা ॥১৯
যাদৃশো মে সুতঃ পাণ্ডুস্তাদৃশো মেঽসি পুত্রক।
বিদুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞঃ স্নেহাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥২০

হয় নাই। আমি পুত্রের জন্য শোক করিতেছি এবং সেইজন্যই রোদন করিতেছি।৯

ঐ দেখ, এক নীচ কৃষক আমার দুর্ব্বল পুত্রকে লাঙ্গল ও লাগামের দ্বারা পীড়িত করিয়া আমার পুত্রকে প্রহার করিতেছে। সে উৎকণ্ঠিত ও বিশ্রামের জন্য উপবিষ্ট, কিন্তু তথাপি তাহাকে ঐ কৃষক প্রহার করিতেছে। দেবরাজ। ইহা দেখিয়া আমার মনে কষ্ট এবং উদ্বেগ উৎপন্ন হইতেছে। আমার একটী পুত্র বলবান্, সে অনায়াসে ভার বহন করিতেছে, কিন্তু অপরটী অত্যন্ত দুর্ব্বল, সে অতিকষ্টে ভারবহন করিতেছে, হে বাসব। তাহার জন্যই আমি শোক করিতেছি।১০-১২

লাগামের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সে ভার বহন করিতে পারিতেছে না। হে বাসব। তুমি লক্ষ্য করিয়া দেখ।১৩

সুতরাং দয়াপরবশ হইয়া তাহার জন্য শোকার্ত্ত-বেগে ক্রন্দন করিতেছি এবং সেইজন্যই দুই নয়নে আমার অজস্র অশ্রুপাত হইতেছে। ১৪

ইন্দ্র বলিলেন,—কল্যাণি। তোমার সহস্র সহস্র পুত্র নিত্যই এরূপ ভাবে পীড়িত হইতেছে, কিন্তু একটী মাত্র পীড্যমান পুত্রের উপর তোমার এত কৃপা কেন?১৫

সুরভি বলিলেন,—আমার সহস্র সহস্র পুত্রের প্রত্যেকের প্রতিই আমার সমান স্নেহ আছে। কিন্তু যে পুত্রটী অধিকতর দীন, হে শক্র। তাহার উপর অধিকতর স্নেহ ও কৃপা হয়।১৬

ব্যাস বলিলেন,—হে কুরুবংশধর। তখন ইন্দ্র সুরভির কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং নিজের প্রাণের চেয়েও পুত্রকে অধিকতর প্রিয় মনে করিলেন।১৭

তখন ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) কর্ষকগণের কর্ষণে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রবল বারি বর্ষণ করিলেন।১৮

এই প্রসঙ্গে সুরভি যেরূপ বলিলেন, উহা ঠিকই। কিন্তু পাণ্ডব ও কৌরব উভয়েই তো তোমার পুত্র। রাজন্। সেস্থলে দীন পাণ্ডবগণের উপর তোমার অধিক স্নেহ না হইয়া সমৃদ্ধ ও হীনস্বভাব দুর্য্যোধনাদি পুত্রের উপর তোমার অধিক স্নেহ কেন হইতেছে?১৯

বৎস। পাণ্ডুও যেমন আমার পুত্র, তুমিও তেমনই আমার পুত্র। বিদুর মহাজ্ঞানী, এজন্য তাহার উপর অধিকতর স্নেহ না হইয়া তোমার

চিরায় তব পুত্রাণাং শতমেকঞ্চ ভারত।
পাণ্ডোঃ পঞ্চৈব লক্ষ্যন্তে তেঽপি মন্দাঃ
সুদুঃখিতাঃ ॥২১
কথং জীবেয়ুরত্যন্তং কথং বর্দ্ধেয়ুরিত্যপি।
ইতি দীনেষু পার্থেষু মনো মে পরিতপ্যতে ॥২২

যদি পার্থিব কৌরব্যান্ জীবমানানিহেচ্ছসি।
দুর্য্যোধনস্তব সুতঃ শমং গচ্ছতু পাণ্ডবৈঃ ॥২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি
সুরভ্যুপাখ্যানে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

উপরেই আমার অধিক স্নেহ, এজন্যই তোমাকে এত কথা বলিলাম।২০

হে ভারত! তোমার তো চিরদিন এক শত একটী পুত্র আছে, কিন্তু পাণ্ডুর তো মাত্র পাঁচটী পুত্র, তাও তাহারা দীন ও দুঃখিত।২১

'কেমন করিয়া তাহারা জীবিত থাকিয়া বর্দ্ধিত হইবে' এই কথা চিন্তা করিয়া আমার মন পৃথাপুত্রগণের জন্য অধিকতর পরিতপ্ত হইতেছে।২২

হে পার্থিব! যদি কৌরবগণকে জীবিত অবস্থায় দেখিতে চাও, তবে যেন তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত সামনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্ ব্যবহার করে।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে সুরভিউপাখ্যানে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবস্য গমনম্, ধৃতরাষ্ট্রং দুর্য্যোধনঞ্চ প্রবোধ্য পাণ্ডবৈঃ সহ সদ্ভাবং রক্ষিতুং মৈত্রেয়মুনেরনুরোধঃ, দুর্য্যোধনস্যানিষ্ট ব্যবহারেণ রুষ্টস্য তস্য দুর্য্যোধনায় শাপদানঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি নো মুনে।
অহঞ্চৈব বিজানামি সর্ব্বে চেমে নরাধিপাঃ ॥১
ভবাংশ্চ মন্যতে সাধু যৎ কুরূণাং মহোদয়ম্।
তদেব বিদুরোঽপ্যাহ ভীষ্মো দ্রোণশ্চ মাং মুনে ॥২

যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যঃ কৌরব্যেষু দয়া যদি।
অন্বশাধি দুরাত্মানং পুত্রং দুর্য্যোধনং মম ॥৩
ব্যাস উবাচ।
অয়মায়াতি বৈ রাজন্ মৈত্রেয়ো ভগবানৃষিঃ
অন্বিষ্য পাণ্ডবান্ ভ্রাতৃনিহৈত্যস্মদ্দিদৃক্ষয়া ॥৪

দশম অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের গমন, মৈত্রেয় মুনি কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া পাণ্ডবগণের সহিত সদ্ভাব রাখিতে অনুরোধ এবং দুর্য্যোধনের অনিষ্ট ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনকে শাপদান।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনে! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যথার্থ, এবং আমি ও এই রাজবৃন্দ সকলেই তাহা জানি।১

মুনে! আপনি কৌরবগণের পক্ষে যাহা অভ্যুদয়জনক বলিয়া মনে করেন, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরও তাহাই আমাকে বলিয়াছে।২

যদি আপনি আমাকে অনুগ্রহের যোগ্য মনে করেন এবং কুরুবংশধরগণের প্রতি যদি আপনার দয়া থাকে, তবে আমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে আপনি অনুশাসন করুন।৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি পাণ্ডবগণ ও তাহাদের সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত

এষ দুর্য্যোধনং পুত্রং তব রাজন্ মহানৃষিঃ।
অনুশাস্তা যথান্যায়ং শমায়াস্ত কুলস্য চ ॥৫
ব্রূয়াদ্ যদেষ কৌরব্য তৎ কার্য্যমবিশঙ্কয়া।
অক্রিয়ায়াস্ত কার্য্যস্য পুত্রং তে শপ্স্যতে রুষা ॥৬
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা যযৌ ব্যাসো মৈত্রেয়ঃ প্রত্যদৃশ্যত।
পূজয়া প্রতিজগ্রাহ সপুত্রস্তং নরাধিপঃ ॥৭
অর্ঘ্যাদ্যাভিঃ ক্রিয়াভির্বৈ বিশ্রান্তং মুনিসত্তমম্।
প্রশ্রয়েণাব্রবীদ্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥৮
সুখেনাগমনং কচ্চিদ্ ভগবন্ কুরুজাঙ্গলান্।
কচ্চিৎ কুশলিনো বীরা ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥৯
সময়ে স্থাতুমিচ্ছন্তি কচ্চিচ্চ ভরতর্ষভাঃ।
কচ্চিৎ কুরূণাং সৌভ্রাত্রমব্যুচ্ছিন্নং ভবিষ্যতি ॥১০
মৈত্রেয় উবাচ।
তীর্থযাত্রামনুক্রামন্ প্রাপ্তোঽস্মি কুরুজাঙ্গলান্।
যদৃচ্ছয়া ধর্ম্মরাজং দৃষ্টবান্ কাম্যকে বনে ॥১১
তং জটাজিনসংবীতং তপোবননিবাসিনম্।
সমাজগ্মুর্মহাত্মানং দ্রষ্টুং মুনিগণাঃ প্রভো ॥১২
তত্রাশ্রৌষং মহারাজ পুত্রাণাং তব বিভ্রমম্।
অনয়ং দ্যূতরূপেণ মহাভয়মুপস্থিতম্ ॥১৩
ততোঽহং ত্বামনুপ্রাপ্তঃ কৌরবাণামবেক্ষয়া।
সদা হ্যভ্যধিকঃ স্নেহঃ প্রীতিশ্চ ত্বয়ি মে প্রভো ॥১৪

হইয়া আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্য এখানে আসিতেছেন।৪

রাজন্! সেই মহর্ষিই তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ন্যায়ানুসারে এমন ভাবে অনুশাসন করিবেন, যাহাতে তাহার ও এই কুরুবংশের সকলের কল্যাণ হয়।৫

হে কুরুবংশাবতংস! তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই যেন তোমার পুত্র আচরণ করে, নতুবা তিনি ক্রোধে তোমার পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিবেন।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন এবং তাহার অল্পক্ষণের মধ্যেই মৈত্রেয় ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাও পুত্রগণের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।৭

পাদ্য, অর্ঘ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার পূজা করিবার পর যখন তাঁহার শ্রান্তি দূর হইল, তখন অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৮

হে ভগবন্! কুরুদেশের মধ্য দিয়া আপনার আগমন নির্ব্বিঘ্নে হইয়াছে তো? পাণ্ডুপুত্র পাঁচ বীর ভাই কুশলে আছে তো?।৯

ভরতবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই পাণ্ডবগণ নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিতে ইচ্ছুক আছে তো? কৌরবগণের সহিত তাহাদের ভ্রাতৃভাব অবিচ্ছিন্ন থাকিবে তো? ১০

মহর্ষি মৈত্রেয় বলিলেন,—তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুরুদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং পথিমধ্যে কাম্যক বনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়াছি।১১

হে প্রভো! জটাধারণপূর্ব্বক অজিন (মৃগচর্ম্ম) পরিধান করিয়া পাণ্ডবগণ তপোবনে বাস করিতেছে জানিতে পারিয়া মুনিগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন দেখিলাম।১২

মহারাজ! সেইখানেই তোমার পুত্রগণের বিভ্রান্তির কথা শুনিলাম। তাহারা অন্যায়পূর্ব্বক পাশাখেলায় তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছে, ইহা মহাভয়জনক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিলাম।১৩

এজন্য কৌরবগণের অধিপতি তোমাকে দেখিতে আসিলাম। হে প্রভো! তোমার প্রতি আমার

নৈতদৌপয়িকং রাজংস্ত্বয়ি ভীষ্মে চ জীবতি।
যদন্যোন্যেন তে পুত্রা বিরুধ্যন্তে কথঞ্চন ॥১৫
মেঢ়ীভূতঃ স্বয়ং রাজন্ নিগ্রহে প্রগ্রহে ভবান্।
কিমর্থমনয়ং ঘোরমুৎপতন্তমুপেক্ষসে ॥১৬
দস্যূনামিব যদ্ বৃত্তং সভায়াং কুরুনন্দন।
তেন ন ভ্রাজসে রাজংস্তাপসানাং সমাগমে ॥১৭
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ব্যাবৃত্য রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মৈত্রেয়ো ভগবানৃষিঃ ॥১৮
মৈত্রেয় উবাচ।
দুর্য্যোধন মহাবাহো নিবোধ বদতাং বর।
বচনং মে মহাভাগ ব্রুবতো যদ্ধিতং তব ॥১৯
মা দ্রুহঃ পাণ্ডবান্ রাজন্ কুরুষ্ব প্রিয়মাত্মনঃ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ লোকস্য চ নরর্ষভ ॥২০
তে হি সর্বে নরব্যাঘ্রাঃ শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ।
সর্বে নাগাযুতপ্রাণা বজ্রসংহননা দৃঢ়াঃ ॥২১
সত্যব্রতধরাঃ সর্বে সর্বে পুরুষমানিনঃ।
হন্তারো দেবশত্রূণাং রক্ষসাং কামরূপিণাম্ ॥২২
হিড়িম্ব-বকমুখ্যানাং কির্ম্মীরস্য চ রক্ষসঃ।
ইতঃ প্রদ্রবতাং রাত্রৌ যঃ স তেষাং মহাত্মনাম্ ॥২৩
আবৃত্য মার্গং রৌদ্রাত্মা তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ।
তং ভীমঃ সমরশ্লাঘী বলেন বলিনাং বরঃ ॥২৪
জঘান পশুমারেণ ব্যাঘ্রঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা।
পশ্য দিগ্বিজয়ে রাজন্ যথা ভীমেন পাতিতঃ ॥২৫
জরাসন্ধো মহেষ্বাসো নাগাযুতবলো যুধি।
সম্বন্ধী বাসুদেবশ্চ শ্যালাঃ সর্বে চ পার্ষতাঃ ॥২৬

অধিক প্রীতি ও স্নেহ থাকায় (তোমার কল্যাণের জন্যই) এখানে আসিয়াছি।১৪

রাজন্! তুমি ও (উঁহাদের পিতামহ) ভীষ্ম জীবিত থাকিতে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বিরোধ করিবে—ইহা হইতে দেওয়া তোমাদের পক্ষে সমুচিত কার্য্য হয় নাই।১৫

হে মহারাজ! সকলকে বন্ধন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তুমিই স্তম্ভসদৃশ। সুতরাং এইরকম একটা ঘোর অন্যায় কার্য্য তোমার সম্মুখে উৎপন্ন হইবে দেখিয়াও তুমি উহা উপেক্ষা করিলে কেমন করিয়া? ১৬

হে রাজন্! সভায় মধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাদিরূপ দস্যুর ন্যায় যে আচরণ তোমার পুত্রগণ করিয়াছে, তাহাতে তাপস সমাজে তোমার অখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ায় তোমার পূর্ব্ববৎ শোভা এখন আর নাই।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহর্ষি ভগবান্ মৈত্রেয় ধৃতরাষ্ট্রের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া অসহনশীলপ্রকৃতির দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া মধুর ভাষায় বলিতে লাগিলেন।১৮

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! তুমি বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে মহাভাগ! তোমার হিতের জন্য যে কথা আমি এখন বলিতেছি, তাহা তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।১৯

হে রাজন্! যাহা কৌরব ও পাণ্ডব এবং তোমার নিজের পক্ষে ও সম্পূর্ণ জগতের পক্ষে হিতকর, তাহাই কর। নরশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণের দ্রোহ করিও না।২০

যেহেতু তাহারা সকলেই মানবশ্রেষ্ঠ, বীর, যুদ্ধে পরাক্রমশীল, তাহাদের সকলেরই শরীরে দশ হাজার হাতীর বল আছে এবং তাহাদের সকলেরই শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ়।২১

পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যব্রতপরায়ণ, সকলেই পুরুষাকারের অভিমানী, কামরূপী হিড়িম্বপ্রমুখ রাক্ষসাদি দেবশত্রুগণের বিনাশকারী এবং কির্ম্মীর-নামক রাক্ষসেরও হত্যাকারী।

এস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণ

কস্তান্ যুধি সমাসীত জরামরণবান্ নরঃ।
তস্য তে শম এবাস্তু পাণ্ডবৈর্ভরতর্ষভ ॥২৭

কুরু মে বচনং রাজন্ মা মন্যুবশমন্বগাঃ।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং তু ব্রুবতস্তস্য মৈত্রেয়স্য বিশাম্পতে ॥২৮

ঊরুং গজকরাকারং করেণাভিজঘান সঃ।
দুর্য্যোধনঃ স্মিতং কৃত্বা চরণেনোল্লিখন্ মহীম্ ॥২৯

ন কিঞ্চিদুক্ত্বা দুর্মেধাস্তস্থৌ কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।
তমশুশ্রূষমাণন্তু বিলিখন্তং বসুন্ধরাম্ ॥৩০

দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনং রাজন্ মৈত্রেয়ং কোপ আবিশৎ।
স কোপবশমাপন্নো মৈত্রেয়ো মুনিসত্তমঃ ॥৩১
বিধিনা সম্প্রণুদিতঃ শাপায়াস্য মনো দধে।
ততঃ স বার্য্যুপস্পৃশ্য কোপসংরক্তলোচনঃ।
মৈত্রেয়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রং তমশপদ্ দুষ্টচেতসম্ ॥৩২
যস্মাৎ ত্বং মামনাদৃত্য নেমাং বাচং চিকীর্ষসি।
তস্মাদস্যাভিমানস্য সদ্যঃ ফলমবাপ্নুহি ॥৩৩
ত্বদভিদ্রোহসংযুক্তং যুদ্ধমুৎপৎস্যতে মহৎ।
তত্র ভীমো গদাঘাতৈস্তবোরুং ভেৎস্যতে বলী ॥৩৪
ইত্যেবমুক্তে বচনে ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং নৈতদেবং ভবেদিতি ॥৩৫

যখন রাত্রিতে গমন করিতেছিলেন, তখন অচল পর্ব্বতের ন্যায় মহাকায় রৌদ্ররূপধারী কির্ম্মীর ইহাদের পথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করে। তখন যুদ্ধপ্রিয় বলিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীম ব্যাঘ্র যেমন ক্ষুদ্রমৃগকে বধ করে, তেমনই তাহাকে পশুর মত বধ করে। তাছাড়া রাজন্! দেখ, দিগ্বিজয়ের সময় অযুত হস্তীর বলধারী মহাধনুর্দ্ধর জরাসন্ধকে ভীম বধ করিয়াছে; এতদ্ব্যতীত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের আত্মীয় ও হিতকারী এবং দ্রুপদপুত্রগণ সকলেই ইহাদের শ্যালক।২২-২৬

জরামরণশীল এমন কোন্ মানুষ আছে, যে নাকি পাণ্ডবগণের সম্মুখে যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে? সুতরাং ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহাদের সহিত ব্যবহারে সামনীতি অবলম্বন কর।২৭

রাজন্! তুমি আমার কথা শুন, ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্যথা আচরণ করিও না। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে বিশাম্পতে! মৈত্রেয় ঋষি এই কথা বলিলে দুর্য্যোধন হস্তিশুণ্ডসদৃশ নিজ ঊরুর উপর করাঘাত করত ঈষৎ হাস্য করিয়া চরণের দ্বারা ভূমি উল্লিখন করিতে লাগিলেন।২৮-২৯

দুর্য্যোধন মুখে কিছুই না বলিয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধনের ঐরূপ আচরণে মৈত্রেয় মুনি মনে করিলেন, সে তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া চরণের দ্বারা ভূমি খনন করিতেছে। রাজন্! ইহাতে তাঁহার মধ্যে ক্রোধের আবির্ভাব হইল; তখন মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় ক্রোধের বশীভূত এবং যেন বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়াই তাহাকে অভিশাপ দেবার জন্য মনঃস্থির করিলেন। অনন্তর ক্রোধে আরক্তলোচন সেই ঋষি হাতে জল লইয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুষ্টহৃদয় দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।৩০-৩২

যেহেতু আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, সেইহেতু তুমি এই দুরভিমানের সদ্য ফল প্রাপ্ত হও।৩৩

যখন পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার দ্রোহ হইতে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তখন বলবান্ ভীমসেন গদাঘাতের দ্বারা তোমার ঐ ঊরু ভঙ্গ করিবে।৩৪

মৈত্রেয় এইরূপ বলিলে, ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র অনুনয় বিনয়ের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং যাহাতে ঐ শাপ কার্য্যকর না হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।৩৫

মৈত্রেয় উবাচ।

শমং যাস্যতি চেৎ পুত্রস্তব রাজন্ যদা তদা।
শাপো ন ভবিতা তাত বিপরীতে ভবিষ্যতি ॥৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিলক্ষণস্তু রাজেন্দ্রো দুর্য্যোধনপিতা তদা।
মৈত্রেয়ং প্রাহ কির্ম্মীরঃ কথং ভীমেন পাতিতঃ ॥৩৭

মৈত্রেয় উবাচ।

নাহং বক্ষ্যামি তে ভূয়ো ন তে শুশ্রূষতে সুতঃ।
এষ তে বিদুরঃ সর্ব্বমাখ্যাস্যতি গতে ময়ি ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা মৈত্রেয়ঃ প্রাতিষ্ঠত যথাগতম্।
কির্ম্মীরবধ-সংবিগ্নো বহির্দুর্য্যোধনো যযৌ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি
মৈত্রেয়শাপে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

মৈত্রেয় বলিলেন,—তাত! যদি তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি সামনীতি অবলম্বন করে, তাহা হইলে এই শাপ ফলবান্ হইবে না, কিন্তু বিপরীত আচরণ করিলে শাপ অবশ্যই ফল প্রদান করিবে।৩৬

দুর্য্যোধনের পিতা রাজেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র (দুর্য্যোধনের উপর হইতে মৈত্রেয় ঋষির দৃষ্টি অন্যত্র সরাইবার অভিপ্রায়ে এবং) ভীমসেনের বল জানিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "কিরূপে ভীম কির্ম্মীর রাক্ষসকে বধ করিল?৩৭

মৈত্রেয় বলিলেন,—তোমার এই দুষ্টপুত্র আমার কথা শুনিতে ইচ্ছুক নহে, সুতরাং আমি এ বিষয়ে কিছুই বলিব না। আমি চলিয়া গেলে, এই তোমার বিদুরই সব কথা বলিবে।৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া মৈত্রেয় ঋষি যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধনও ভীমকর্ত্তৃক কির্ম্মীর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
মৈত্রেয়শাপদানে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

(কির্মীরবধপর্ব্ব ।)

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনেন কির্মীররাক্ষসস্য বধঃ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

কির্মীরস্য বধং ক্ষত্তঃ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ।
রক্ষসা ভীমসেনস্য কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥১

বিদুর উবাচ ।

শৃণু ভীমস্য কর্মেদমতিমানুষকর্মণঃ ।
শ্রুতপূর্ব্বং ময়া তেষাং কথান্তেষু পুনঃ পুনঃ ॥২

ইতঃ প্রয়াতা রাজেন্দ্র পাণ্ডবা দ্যূতনির্জিতাঃ ।
জগ্মুস্ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ কাম্যকং নাম তদ্ বনম্ ॥৩

রাত্রৌ নিশীথে স্বাভীলে গতেঽর্দ্ধসময়ে নৃপ ।
প্রচারে পুরুষাদানাং রক্ষসাং ঘোরকর্মণাম্ ॥৪

তদ্ বনং তাপসা নিত্যং গোপাশ্চ বনচারিণঃ ।
দূরাৎ পরিহরন্তি স্ম পুরুষাদভয়াৎ কিল ॥৫

তেষাং প্রবিশতাং তত্র মার্গমাবৃত্য ভারত ।
দীপ্তাক্ষং ভীষণং রক্ষঃ সোল্মুকং প্রত্যপদ্যত ॥৬

বাহূ মহান্তৌ কৃত্বা তু তথাস্যঞ্চ ভয়ানকম্ ।
স্থিতমাবৃত্য পন্থানং যেন যান্তি কুরূদ্বহাঃ ॥৭

স্পষ্টাষ্টদংষ্ট্রং তাম্রাক্ষং প্রদীপ্তোর্ধ্বশিরোরুহম্ ।
সার্করশ্মিতড়িচ্চক্রং সবলাকমিবাম্বুদম্ ॥৮

সৃজন্তং রাক্ষসীং মায়াং মহানাদাননাদিতম্ ।
মুঞ্চন্তং বিপুলান্ নাদান্ সতোয়মিব তোয়দম্ ॥৯

অস্য নাদেন সন্ত্রস্তাঃ পক্ষিণঃ সর্বতোদিশম্ ।
বিমুক্তনাদাঃ সম্পেতুঃ স্থলজা জলজৈঃ সহ ॥১০

(কির্মীরবধপর্ব্ব)

একাদশ অধ্যায়

[ভীমসেন কর্তৃক কির্মীর রাক্ষস বধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে বিদুর। ভীমসেনের সহিত কির্ম্মীরের সমাগম এবং ভীমসেনকর্তৃক তাহার বধের বৃত্তান্ত বল, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।১

বিদুর বলিলেন,—ভীমসেনের সেই অতিমানুষ কর্ম্মের কথা, যাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছি, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।২

হে রাজেন্দ্র। পাণ্ডবগণ পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া এস্থান হইতে নির্গত হইয়া তিন দিন তিন রাত্রির পর কাম্যকনামে সেই প্রখ্যাত বনে উপস্থিত হইল।৩

রাজন্। অর্দ্ধরাত্রির ভয়ঙ্কর নিশীথ সময়ে, যখন ঘোরকর্ম্মা নরখাদক রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই সময় তাপসগণ এবং বনবাসী গোপালগণ নরখাদক রাক্ষসের ভয়ে দূর হইতেই এই বনকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন ৪-৫

ভারত। তাহারা সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই দীপ্তচক্ষু ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস একটী মশাল হস্তে লইয়া পথরোধ করত দণ্ডায়মান হইল।৬

দুইটী দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করিয়া এবং ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান করত কুরুবংশধরগণ যে পথে যাইতেছিল সেই গমনের পথকে অবরোধ করিয়া অবস্থিত রহিল।৭

তাহার মুখ হইতে স্পষ্টভাবে আটটী দাঁত নির্গত হইয়াছে, দুইটী চক্ষু তাম্রবর্ণ, মস্তকে অগ্নিবর্ণ ঊর্দ্ধকেশ বিরাজিত, ইহাতে সূর্য্যকিরণ, বিদ্যুন্মণ্ডল ও বলাকাসমন্বিত মেঘের ন্যায় তাহার শরীর দেখাইতে-

সম্প্রদ্রুতমৃগ-দ্বীপি-মহিষর্ক্ষসমাকুলম্ ।
তদ্ বনং তস্য নাদেন সম্প্রস্থিতমিবাভবৎ ॥১১
তস্যোরুবাতাভিহতাতাম্রপল্লববাহবঃ ।
বিদূরজাতাশ্চ লতাঃ সমাশ্লিষ্যন্তি পাদপান্ ॥১২
তস্মিন্ ক্ষণেঽথ প্রববৌ মারুতো ভৃশদারুণঃ ।
রজসা সংবৃতং তেন নষ্টজ্যোতিরভূন্নভঃ ॥১৩
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণামবিজ্ঞাতো মহারিপুঃ ।
পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাস্তু শোকাবেশ ইবাতুলঃ ॥১৪
স দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দূরাৎ কৃষ্ণাজিনসমাবৃতান্ ।
আবৃণোৎ তদ্বনদ্বারং মৈনাক ইব পর্বতঃ ॥১৫
তং সমাসাদ্য বিত্রস্তা কৃষ্ণা কমললোচনা ।
অদৃষ্টপূর্বং সন্ত্রাসান্ন্যমীলয়ত লোচনে ॥১৬

দুঃশাসনকরোৎসৃষ্ট-বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা ।
পঞ্চপর্বতমধ্যস্থা নদীবাকুলতাং গতা ॥১৭

মোমুহ্যমানাং তাং তত্র জগৃহুঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসক্তানি বিষয়েষু যথা রতিম্ ॥১৮
অথ তাং রাক্ষসীং মায়ামুত্থিতাং ঘোরদর্শনাম্ ।
রক্ষোঘ্নৈর্বিবিধৈর্মন্ত্রৈর্ধৌম্যঃ সম্যক্
প্রয়োজিতৈঃ ॥১৯
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং নাশয়ামাস বীর্য্যবান্ ।
স নষ্টমায়োঽতিবলঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥২০
কামমূর্তিধরঃ ক্রূরঃ কালকল্পো ব্যদৃশ্যত ।
তমুবাচ ততো রাজা দীর্ঘপ্রজ্ঞো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

ছিল। সেই রাক্ষস নিজ রাক্ষসী মায়া বিস্তার করত জলবর্ষী সকল মেঘের ন্যায় ভয়ানক শব্দ করিতেছিল।৮-৯

তাহার ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া পক্ষিগণ চারিদিকে উড়িয়া যাইতেছিল এবং স্থলস্থিত জন্তুগণ জলজন্তুসমূহের সহিত ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিতেছিল।১০

মৃগ, ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুসমূহ রাক্ষসের গর্জনে এমনভাবে চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন বনটাই ভয়ে পলায়ন করিতেছে।১১

তাহার উরুদেশের বায়ুবেগের আঘাতে দূরস্থিত লতাসমূহ তাম্রবর্ণ পল্লবসমূহ হইতে ছিটকাইয়া বৃক্ষগণকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।১২

সেইক্ষণে এমন প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহার দ্বারা উর্দ্ধোত্থিত ধূলি আকাশ সমাচ্ছন্ন হওয়ায় জ্যোতিঃশূন্য হইল।১৩

অজ্ঞাতভাবে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের অতুলনীয় শোকাবেশের ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রের অতুলনীয় সেই মহাশত্রু তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অথচ তাহার কিছুই জানে না।১৪

সে দূর হইতে কৃষ্ণাজিনপরিহিত পাণ্ডুপুত্রগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মৈনাকে পর্ব্বতের ন্যায় তাহাদের বনপথকে রুদ্ধ করিল।১৫

অদৃষ্টপূর্ব্ব তাহাকে নিকটে দেখিয়া কমলনয়না দ্রৌপদী অত্যন্ত ভীতা হইয়া লোচনদ্বয় নিমীলিত করিলেন।১৬

দুঃশাসনকরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাঁহার কেশরাশি বিশৃঙ্খল (আলুলায়িত) অবস্থায় বিরাজমান ছিল, সেই দ্রৌপদী পাঁচটী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত নদীর ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে থাকিয়াও আকুলতা প্রাপ্ত হইলেন।১৭

পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন স্ব স্ব বিষয়ের আসক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরে, সেইরূপ পঞ্চ পাণ্ডব মোমুহ্যমানা দ্রৌপদীকে ধরিয়া ফেলিলেন।১৮

মহাতেজস্বী পুরোহিত ধৌম্য সেই রাক্ষসী মায়াকে রক্ষোঘ্ন মন্ত্রসমূহে আবৃত করত পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষেই অপহরণ করিলেন। মায়া নষ্ট হইলে অতীব বলশালী ক্রোধে বিস্ফারিতনয়ন স্বেচ্ছামূর্ত্তিধারী সেই রাক্ষস কালসদৃশ মূর্ত্তিতে তাহাদের সম্মুখে প্রকটিত

কো ভবান্ কস্য বা কিং তে ক্রিয়তাং
কার্য্যমুচ্যতাম্।
প্রত্যুবাচাথ তদ্ রক্ষো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥২২
অহং বকস্য বৈ ভ্রাতা কির্মীর ইতি বিশ্রুতঃ।
বনেঽস্মিন্ কাম্যকে শূন্যে নিবসামি গতজ্বরঃ ॥২৩
যুধি নির্জিত্য পুরুষানাহারং নিত্যমাচরন্।
কে যূয়মভিসম্প্রাপ্তা ভক্ষ্যভূতা মমান্তিকম্।
যুধি নির্জিত্য বঃ সর্বান্ ভক্ষয়িষ্যে গতজ্বরঃ ॥২৪
বৈশম্পায়ন উবাচ।
যুধিষ্ঠিরস্তু তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দুরাত্মনঃ।
আচচক্ষে ততঃ সর্বং গোত্রনামাদি ভারত ॥২৫
যুধিষ্ঠির উবাচ।
পাণ্ডবো ধর্মরাজোঽহং যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ।
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ সর্বৈর্ভীমসেনার্জুনাদিভিঃ ॥২৬
হৃতরাজ্যো বনে বাসং বস্তুং কৃতমতিস্ততঃ।
বনমভ্যাগতো ঘোরমিদং তব পরিগ্রহম্ ॥২৭
বিদুর উবাচ।
কির্মীরস্ত্বব্রবীদেনং দিষ্ট্যা দেবৈরিদং মম।
উপপাদিতমদ্যেহ চিরকালান্মনোগতম্ ॥২৮
ভীমসেনবধার্থং হি নিত্যমভ্যুদ্যতায়ুধঃ।
চরামি পৃথিবীং কৃৎস্নাং নৈনং চাসাদয়াম্যহম্ ॥২৯
সোঽয়মাসাদিতো দিষ্ট্যা ভ্রাতৃহা কাঙ্ক্ষিতশ্চিরম্।
অনেন হি মম ভ্রাতা বকো বিনিহতঃ প্রিয়ঃ ॥৩০
বৈত্রকীয়বনে রাজন্ ব্রাহ্মণচ্ছদ্মরূপিণা।
বিদ্যাবলমুপাশ্রিত্য ন হ্যস্ত্যস্যৌরসং বলম্ ॥৩১
হিড়িম্বশ্চ সখা মহ্যং দয়িতো বনগোচরঃ।
হতো দুরাত্মনানেন স্বসা চাস্য হৃতা পুরা ॥৩২

হইল। মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তখন তাহাকে বলিলেন ১৯-২১

আপনি কে? কাহার তনয় এবং এখানে আপনার কাজই বা কি? তাহা বলুন। তাহা শুনিয়া সেই রাক্ষস ধর্মরাজ যুষ্ঠিধিরকে প্রত্যুত্তরে বলিল।২২

আমি বকের ভাই কির্ম্মীর নামে প্রসিদ্ধ রাক্ষস; এই জনশূন্য কাম্যকবনে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছি।২৩

যুদ্ধে পুরুষগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের আমি নিত্য ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করি। কে তোমরা আমার ভক্ষরূপে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ? তোমাদের সকলকে পরাজিত করিয়া আমি নিরুপদ্রবে আমার ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিব।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশাবতংস! সেই দুরাত্মার কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির নিজের গোত্রনাম প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিলেন।২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি পাণ্ডুতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, হয়ত আপনি 'আমার নাম পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন। ভীমসেন-অর্জ্জুনাদি এই ভাইগণের সহিত বনে আসিয়াছি।২৬

শত্রুগণ আমাদের রাজ্য হরণ করায় বনে বাস করিবার ইচ্ছায় এই বনে আসিয়াছি। কিন্তু আসিয়াই ঘোররূপধারী তোমার কবলে পড়িলাম।২৭

বিদুর বলিলেন,—তখন কির্ম্মীর বলিল, অহো ভাগ্য। সৌভাগ্যবশতই দেবতারা তোমাদের সকলকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। দীর্ঘকালের পর এতদিনে মনোরথ সিদ্ধ হইতে বসিয়াছে।২৮

ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য আমি অস্ত্র উদ্যত করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে তাহাকে খুজিয়া বেড়াইয়াছি; কিন্তু কোথাও তাহাকে পাই নাই।২৯

আমার ভাই বকের হত্যাকারী সেই ভীম ভাগ্যবশতঃ আজ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এ-ই আমার প্রিয় ভাই বককে বধ করিয়াছে।৩০

হে রাজন্! একচক্রানগরীর নিকট বেত্রকীবনে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইহারা অবস্থান করিতেছিল,

সোঽয়মভ্যাগতো মূঢ়ো মমেদং গহনং বনম্।
প্রচারসময়েঽস্মাকমর্দ্ধরাত্রে স্থিতে স মে ॥৩৩
অদ্যাস্য যাতয়িষ্যামি তদ্ বৈরং চিরসম্ভৃতম্।
তর্পয়িষ্যামি চ বকং রুধিরেণাস্য ভূরিণা ॥৩৪
অদ্যাহমনৃণো ভূত্বা ভ্রাতুঃ সখ্যুস্তথৈব চ।
শান্তিং লব্ধাস্মি পরমাং হত্বা রাক্ষসকণ্টকম্ ॥৩৫
যদি তেন পুরা মুক্তো ভীমসেনো বকেন বৈ।
অদ্যৈনং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তে যুধিষ্ঠির ॥৩৬
এনং হি বিপুলপ্রাণমদ্য হত্বা বৃকোদরম্।
সম্ভক্ষ্য জরয়িষ্যামি যথাগস্ত্যো মহাসুরম্ ॥৩৭
এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা সত্যসন্ধো যুধিষ্ঠিরঃ।
নৈতদস্তীতি সক্রোধো ভর্ৎসয়ামাস রাক্ষসম্ ॥৩৮

ততো ভীমো মহাবাহুরারুজ্য তরসা দ্রুমম্।
দশব্যামমথোদ্বিদ্ধং নিষ্পত্রমকরোৎ তদা ॥৩৯
চকার সজ্যং গাণ্ডীবং বজ্রনিষ্পেষগৌরবম্।
নিমেষান্তরমাত্রেণ তথৈব বিজয়োঽর্জুনঃ ॥৪০
নিবার্য্য ভীমো জিষ্ণুং তং তদ্ রক্ষো মেঘনিঃস্বনম্।
অভিক্রম্যাব্রবীদ্ বাক্যং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভারত ॥৪১
ইত্যুক্ত্বৈনমভিক্রুদ্ধঃ কক্ষ্যামুৎপীড্য পাণ্ডবঃ।
নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটো বলী ॥৪২
তমভ্যধাবদ্ বেগেন ভীমো বৃক্ষায়ুধস্তদা।
যমদণ্ডপ্রতীকাশং ততস্তং তস্য মূর্দ্ধনি ॥৪৩
পাতয়ামাস বেগেন কুলিশং মঘবানিব।
অসম্ভ্রান্তং তু তদ্ রক্ষঃ সমরে প্রত্যদৃশ্যত ॥৪৪

ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়াই বককে বধ করিতে সক্ষম হইয়াছে; তাহা নিজের বলে নহে।৩১

বনবাসী হিড়িম্বও আমার পরম প্রিয় সখা ছিল। এই দুরাত্মা ভীম তাহাকেও বধ করিয়া তাহার ভগিনীকে হরণ করিয়াছে।৩২

সেই মূঢ় ভীম এখন অর্দ্ধরাত্র সময়ে আমাদের বিচরণের সময় এই গহন বনে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।৩৩

আজ আমি সেই চিরসঞ্চিত সকল শত্রুতার প্রতিশোধ লইব। ইহাকে বধ করিয়া ইহার প্রচুর রক্তে বকের তর্পণ করিব।৩৪

আমি রাক্ষসগণের কণ্টকস্বরূপ ইহাকে বধ করিয়া ভ্রাতা ও সখা উভয়ের নিকটেই ঋণ মুক্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিব।৩৫

যুধিষ্ঠির! বকাসুর ইহাকে পূর্ব্বে উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিলেও আমি আজ ইহাকে ছাড়িব না। তোমার সমক্ষেই ইহাকে ভক্ষণ করিব।৩৬

অগস্ত্যমুনি যেমন মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিয়াছিলেন, তেমনই আমিও এই মহাপ্রাণ বৃকোদরকে ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিয়া ফেলিব।৩৭

কির্ম্মীর এই কথা বলিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে 'ইহা হইতেই পারে না'—এই কথা বলিয়া ক্রোধে রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।৩৮

তখন মহাবাহু ভীমসেন অতি বেগে দশব্যাম (৪০ হস্ত পরিমিত পরিধিবিশিষ্ট) পরিমাণ এক বৃক্ষকে জোরে ঠেলাইয়া উপড়াইয়া ফেলিল এবং উহাকে পত্রশূন্য করিল।৩৯

ইত্যবসরে অর্জ্জুন পর্ব্বতের ন্যায় অত্যন্ত ভারী গাণ্ডীব ধনুতে নিমিষের মধ্যে গুণ প্রদান করিয়া উহাকে সজ্জিত করিল।৪০

হে ভরতবংশাবতংস! ভীম অর্জ্জুনকে নিবারণ করত সেই মেঘবৎ গম্ভীর গর্জনকারী রাক্ষসের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "একটু দাঁড়াও", 'একটু দাঁড়াও" ।৪১

তাহাকে এই কথা বলিয়া ভীম কোমরে কাপড় কষিয়া বাঁধিল এবং হাতে হাত রগড়াইয়া ও দাঁতে দাঁত চাপিয়া যমদণ্ডতুল্য সেই বৃক্ষ লইয়া তাহার

চিক্ষেপ চোল্মুকং দীপ্তমশনিং জ্বলিতামিব।
তদুদস্তমনাতং তু ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৪৫
পদা সব্যেন চিক্ষেপ তদ্ রক্ষঃ পুনরাব্রজৎ।
কির্মীরশ্চাপি সহসা বৃক্ষমুৎপাট্য পাণ্ডবম্ ॥৪৬
দণ্ডপাণিরিব ক্রুদ্ধঃ সমরে প্রত্যধাবত।
তদ্ বৃক্ষযুদ্ধমভবন্মহীরুহবিনাশনম্ ॥৪৭
বালি-সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোর্যথা স্ত্রীকাঙ্ক্ষিণোঃ পুরা।
শীর্ষয়োঃ পতিতা বৃক্ষা বিভিদুর্নৈকধা তয়োঃ ॥৪৮
যথৈবোৎপলপত্রাণি মত্তয়োর্দ্বিপয়োস্তথা।
মুঞ্জবজ্জর্জরীভূতা বহবস্তত্র পাদপাঃ ॥৪৯
চীরাণীব ব্যুদস্তানি রেজুস্তত্র মহাবনে।
তদ্ বৃক্ষযুদ্ধমভবন্মুহূর্তং ভরতর্ষভ।
রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্য নরাণামুত্তমস্য চ ॥৫০

ততঃ শিলাং সমুৎক্ষিপ্য ভীমস্য যুধি তিষ্ঠতঃ।
প্রাহিণোদ্ রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো ভীমশ্চ ন চচাল হ ॥৫১
তং শিলাতাড়নজড়ং পর্য্যধাবত রাক্ষসঃ।
রাহুবিক্ষিপ্তকিরণঃ স্বর্ভানুরিব ভাস্করম্ ॥৫২
তাবন্যোন্যং সমাশ্লিষ্য প্রকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
উভাবপি চকাশেতে প্রবৃদ্ধৌ বৃষভাবিব ॥৫৩
তয়োরাসীৎ সুতুমুলঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ।
নখদংষ্ট্রায়ুধবতোর্ব্যাঘ্রয়োরিব দৃপ্তয়োঃ ॥৫৪

দুর্য্যোধননিকারাচ্চ বাহুবীর্য্যাচ্চ দর্পিতঃ।
কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ ব্যবর্ধত বৃকোদরঃ ॥৫৫
অভিপত্য চ বাহুভ্যাং প্রত্যগৃহ্লাদমর্ষিতঃ।
মাতঙ্গমিব মাতঙ্গঃ প্রভিন্নকরটামুখম্ ॥৫৬

দিকে ধাবিত হইল এবং সবেগে সহসাই তাহার মস্তকে ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করে, তেমনই সেই বৃক্ষ আঘাত করিল। কিন্তু তথাপি সেই রাক্ষসকে অবিচলিত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যাইল।৪২-৪৪

সেই রাক্ষস তখন ভীমের উপর প্রজ্বলিত কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ভীম উহাকে বাম পাদের এমন আঘাত করিল যে, উহা ফিরিয়া পুনরায় রাক্ষসের দিকেই ধাবিত হইল। কির্মীরও সহসা একটা বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দণ্ডধর যমের ন্যায় ভীমের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষায় বালি ও সুগ্রীবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তেমনই ভীম ও কির্মীরের মধ্যে বৃক্ষযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফলে বনে বৃক্ষরাশি বিনষ্ট হইতে লাগিল।

মত্ত হস্তীদ্বয়ের মস্তকে পাতিত হইয়া পদ্মপত্রসমূহ যেমন বহুধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তেমনই ভীম ও কির্মীরের মস্তকে পরস্পরের দ্বারা পাতিত বৃক্ষসমূহও বহুধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত বৃক্ষসমূহ মুঞ্জতৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই মহাবন মধ্যে নিক্ষিপ্ত কৌপীনসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ভরতর্ষভ! এইভাবে মুহূর্তকাল ব্যাপী নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কির্মীরের মধ্যে বৃক্ষযুদ্ধ চলিত থাকিল।৪৫-৫০

অনন্তর রাক্ষস একখানা পাথর উঠাইয়া যুদ্ধে দণ্ডায়মান ভীমের উপর আঘাত করিল; কিন্তু ভীম সে আঘাতে জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিল।৫১

শিলাঘাতে ভীমকে জড়বৎ অবস্থান করিতে দেখিয়া রাক্ষস বাহুর দ্বারা সূর্য্যকিরণ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সূর্য্যের প্রতি ধাবমান রাহুর ন্যায় ভীমের প্রতি ধাবমান হইল।৫২

তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করত পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকায় প্রবল বৃষদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৫৩

নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রবিশিষ্ট দুইটী গর্বিত ব্যাঘ্রের

স চাপ্যেনং ততো রক্ষঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্।
তমাক্ষিপদ্ ভীমসেনো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৫৭

তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাদুভয়োর্বলিনোস্তদা।
শব্দঃ সমভবদ্ ঘোরো বেণুস্ফোটসমো যুধি ॥৫৮

অথৈনমাক্ষিপ্য বলাদ্ গৃহ্য মধ্যে বৃকোদরঃ।
ধূনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্ ॥৫৯

স ভীমেন পরামৃষ্টো দুর্বলো বলিনা রণে।
ব্যস্পন্দত যথাপ্রাণং বিচকর্ষ চ পাণ্ডবম্ ॥৬০

তত এনং পরিশ্রান্তমুপলক্ষ্য বৃকোদরঃ।
যোক্ত্রয়ামাস বাহুভ্যাং পশুং রশনয়া যথা ॥৬১

বিনদন্তং মহানাদং ভিন্নভেরীস্বনং বলী।
ভ্রাময়ামাস সুচিরং বিস্ফুরন্তমচেতসম্ ॥৬২

তং বিষীদন্তমাজ্ঞায় রাক্ষসং পাণ্ডুনন্দনঃ।
প্রগৃহ্য তরসা দোর্ভ্যাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৬৩

আক্রম্য চ কটীদেশে জানুনা রাক্ষসাধমম্।
পীড়য়ামাস পাণিভ্যাং কণ্ঠং তস্য বৃকোদরঃ ॥৬৪

অথ জর্জরসর্বাঙ্গং ব্যাবৃত্তনয়নোল্বণম্।
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৬৫

হিড়িম্ব-বকয়োঃ পাপ ন ত্বমশ্রুপ্রমার্জনম্।
করিষ্যসি গতশ্চাপি যমস্য সদনং প্রতি ॥৬৬

ন্যায় তাহাদের উভয়ের পরস্পরের প্রতি তুমুল ও ভয়ঙ্কর প্রহার চলিতে লাগিল।৫৪

দুর্য্যোধনের তিরস্কার, নিজের বাহুবলের অভিমান এবং দ্রৌপদীর সপ্রেম সাগ্রহ দৃষ্টি ভীমকে অধিকতর উৎসাহিত করায় ভীমের বল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।৫৫

ভীম অসহনশীল হইয়া এক মত্ত হস্তী যেমন গণ্ডস্থল হইতে মদস্রাবী অপর মত্ত হস্তীকে শুণ্ডদ্বারা আকড়াইয়া ধরে, তেমনই দুই বাহু দ্বারা কির্ম্মীরকে ধরিল।৫৬

সেই বীর্য্যবান্ রাক্ষসও ভীমকে ধরিল; ধরিবামাত্র বলিশ্রেষ্ঠ ভীম তাহাকে বলপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিল।৫৭

মহাবলবান্ উভয়ে যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বারা নিষ্পেষণ করিতে থাকায় বাঁশের গিঁট ফাটার শব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল।৫৮

অনন্তর প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে কম্পিত করে, তেমনই বৃকোদর ভীমও উহাকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া উহার কোমর ধরিয়া ফেলিল এবং উহাকে বেগে ঘুরাইতে লাগিল।৫৯

বলবান্ ভীমের দ্বারা যুদ্ধে দুর্ব্বল সেই রাক্ষস ধৃত হইয়া ভীমের হাত হইতে ছুটিয়া যাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।৬০

তারপর তাহাকে দুর্ব্বল বুঝিতে পারিয়া ভীম তাহাকে দুই বাহুদ্বারা এমনই জোরে কষিতে লাগিল যে, মনে হইল যেন পশুকে দড়ির দ্বারা কষা হইতেছে।৬১

তাহাতে কির্ম্মীরের চক্ষুর্দ্বয় বহির্গত হইল এবং সে ভগ্নভেরীর শব্দের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। ভীম তখন তাহাকে বেগে বহুক্ষণ ধরিয়া এমন ঘুরাইতে লাগিল যে, সে অচেতন হইয়া গেল।৬২

তাহাকে বিষণ্ণ ও নির্বীর্য্য দেখিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীম দুই হাতে তাহাকে বেগে ধরিয়া তাহাকে পশুর ন্যায় মারিতে লাগিল।৬৩

জানুর দ্বারা রাক্ষসাধমের কোমরে চাপিয়া ধরিয়া বৃকোদর ভীম দুই হাতে তাহার গলদেশ নিষ্পেষণ করিতে লাগিল।৬৪

তখন কির্ম্মীরের সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত হওয়ায় এবং চোখ ঘূর্ণিত হইতে থাকায় অতি বিকট দেখাইয়াছিল। ভীম তখন তাহাকে মাটীর উপরই ঘুরাইতে ঘুরাইতে এই কথা বলিতে লাগিল।৬৫

রে পাপিষ্ঠ! তুই এখন যমলোকে গিয়াও বক

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তং রাক্ষসং ক্রোধপরীতচেতাঃ।
বিস্রস্তবস্ত্রাভরণং স্ফুরন্ত-
মুদ্ভ্রান্তচিত্তং ব্যসুমুৎসসর্জ ॥৬৭

তস্মিন্ হতে তোয়দতুল্যরূপে
কৃষ্ণাং পুরস্কৃত্য নরেন্দ্রপুত্রাঃ।
ভীমং প্রশস্যাথ গুণৈরনেকৈ-
র্হৃষ্টাস্ততো দ্বৈতবনায় জগ্মুঃ ॥৬৮

বিদুর উবাচ।

এবং বিনিহতঃ সংখ্যে কির্মীরো মনুজাধিপ।
ভীমেন বচনাৎ তস্য ধর্মরাজস্য কৌরব ॥৬৯

ততো নিষ্কণ্টকং কৃত্বা বনং তদপরাজিতঃ।
দ্রৌপদ্যা সহ ধর্মজ্ঞো বসতিং তামুবাস হ ॥৭০

সমাশ্বাস্য চ তে সর্বে দ্রৌপদীং ভরতর্ষভাঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ প্রীত্যা প্রশশংসুর্বৃকোদরম্ ॥৭১
ভীমবাহুবলোৎপিষ্টে বিনষ্টে রাক্ষসে ততঃ।
বিবিশুস্তে বনং বীরাঃ ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৭২
স ময়া গচ্ছতা মার্গে বিনিকীর্ণো ভয়াবহঃ।
বনে মহতি দুষ্টাত্মা দৃষ্টো ভীমবলাদ্ধতঃ ॥৭৩
তত্রাশ্রৌষমহং চৈতৎ কর্ম ভীমস্য ভারত।
ব্রাহ্মণানাং কথয়তাং যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৭৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিনিহতং সংখ্যে কির্মীরং রাক্ষসং বরম্।
শ্রুত্বা ধ্যানপরো রাজা নিশশ্বাসার্তবৎ তদা ॥৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কির্মীরবধপর্বণি বিদুরবাক্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১

ও হিড়িম্বের চোখের জল মুছাইতে পারিবি না।৬৬

এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম রাক্ষসের বস্ত্র ও আভরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চক্ষু বহির্গত এবং চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইলে বুঝিল যে, সে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল।৬৭

মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষস নিহত হইলে রাজপুত্র পাণ্ডবগণ ভীমসেনের অনেক গুণের প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে দ্রৌপদীকে অগ্রভাগে রাখিয়া দ্বৈতবনের অভিমুখে প্রস্থান করিল।৬৮

বিদুর বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! নৃপতে! এইরূপে ধর্ম্মরাজ [illegible]রের কথায় ভীম কির্ম্মীরকে যুদ্ধে বধ করিল।৬৯

অনন্তর বনকে নিষ্কণ্টক করিয়া অপরাজিত ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত সেই স্থানেই কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন।৭০

হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা সকলে দ্রৌপদীকে আশ্বাস প্রদান করত প্রসন্নহৃদয়ে প্রীতির সহিত সকলে ভীমকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল।৭১

ভীমের বাহুবলে নিষ্পিষ্ট হইয়া সেই রাক্ষস বিনষ্ট হইলে বীর পাণ্ডবগণ নিষ্কণ্টক সেই বনে প্রবেশ করিল।৭২

আমি কাম্যক বনে যাইবার সময়েই ভীমের বলে নিহত, পথে বিস্রস্ত অবস্থায় পতিত ও দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই দুষ্ট রাক্ষসকে দেখিয়াছি।৭৩

হে ভারত! সেখানে যে সকল ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখেই আমি ভীমের সেই (অলৌকিক) কর্ম্মের কথা শুনিয়াছি।৭৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে ভীমকর্তৃক রাক্ষসপ্রবর কির্ম্মীরের বধের কথা শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তান্বিত হইলেন এবং আর্তব্যক্তির ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।৭৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কির্ম্মীরবধপর্ব্বে বিদুরবাক্যে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

[অর্জুনেন দ্রৌপদ্যা চ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণসমীপে দ্রৌপদ্যাঃ কুরুসভায়াং কৃতসর্ব্ববিধাপমানবিষয়কথনম্, তস্মৈ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, অর্জুনস্য, ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চ আশ্বাসপ্রদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভোজাঃ প্রব্রজিতান্ শ্রুত্বা বৃষ্ণয়শ্চান্ধকৈঃ সহ।
পাণ্ডবান্ দুঃখসন্তপ্তান্ সমাজগ্মুর্মহাবনে ॥১
পাঞ্চালস্য চ দায়াদো ধৃষ্টকেতুশ্চ চেদিপঃ।
কেকয়াশ্চ মহাবীর্য্যা ভ্রাতরো লোকবিশ্রুতাঃ ॥২
বনে দ্রষ্টুং যযুঃ পার্থান্ ক্রোধামর্ষসমন্বিতাঃ।
গর্হয়ন্তো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কিং কুর্ম্ম ইতি চাব্রুবন্ ॥৩
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য সর্বে তে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
পরিবার্য্যোপবিবিশুর্ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
অভিবাদ্য কুরুশ্রেষ্ঠং বিষণ্ণঃ কেশবোঽব্রবীৎ ॥৪

বাসুদেব উবাচ।

দুর্য্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ দুরাত্মনঃ।
দুঃশাসনচতুর্থানাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥৫

দ্বাদশ অধ্যায়।

[অর্জুন এবং দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর কুরুসভায় কৃত সব অবমাননার বিষয় কথন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয় বীরগণ পাণ্ডবগণের বনগমন এবং দুঃখসন্তাপের কথা শুনিয়া সেই বনে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগমন করিলেন।১

পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং মহাপরাক্রমশালী লোকবিখ্যাত কেকয়-রাজকুমারগণ, সকলে ক্রোধ ও অমর্ষবিশিষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিন্দা করিতে করিতে এবং আমরা এখন পাণ্ডবগণের কি উপকার সাধন করিতে পারি,

এতান্ নিহত্য সমরে যে চ তস্য পদানুগাঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ বিনির্জিত্য সহিতান্ সনরাধিপান্ ॥৬
ততঃ সর্বেঽভিষিঞ্চামো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
নিকৃত্যোপচরন্ বধ্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পার্থানামভিষঙ্গেণ তথা ক্রুদ্ধং জনার্দনম্।
অর্জুনঃ শময়ামাস দিধক্ষন্তমিব প্রজাঃ ॥৮
সংক্রুদ্ধং কেশবং দৃষ্ট্বা পূর্বদেহেষু ফাল্গুনঃ।
কীর্ত্তয়ামাস কর্ম্মাণি সত্যকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ ॥৯
পুরুষস্যাপ্রমেয়স্য সত্যস্যামিততেজসঃ।
প্রজাপতিপতের্বিষ্ণোর্লোকনাথস্য ধীমতঃ ॥১০

এই কথা আলোচনা করিতে করিতে কুন্তীনন্দনগণের নিকট আগমন করিলেন।২-৩

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া সেই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ সকলেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ঘিরিয়া বসিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্নমনে কুরুশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন।৪

বাসুদেব বলিলেন,—হে রাজগণ! দুর্য্যোধন কর্ণ, দুরাত্মা শকুনি এবং দুঃশাসন—এই চারিজনের রক্ত পৃথিবী পান করিবে (—এইরূপ মনে হইতেছে)।৫

ইহারা চারিজন, ইহাদের পদানুসরণকারী (ভ্রাতৃবৃন্দ) এবং ইহাদের সহায়ক রাজন্যবৃন্দ—ইহাদের সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিব। যাহারা অধর্ম্ম অবলম্বনে সুখ ভোগ করিতে চায়,

অর্জ্জুন উবাচ।

দশ বর্ষসহস্রাণি যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ।
ব্যচরস্ত্বং পুরা কৃষ্ণ পর্বতে গন্ধমাদনে ॥১১
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
পুষ্করেষ্ববসঃ কৃষ্ণ ত্বমপো ভক্ষয়ন্ পুরা ॥১২
ঊর্ধ্ববাহুর্বিশালায়াং বদর্য্যাং মধুসূদন।
অতিষ্ঠ একপাদেন বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ ॥১৩
অবকৃষ্টোত্তরাসঙ্গঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
আসীঃ কৃষ্ণ সরস্বত্যাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥১৪
প্রভাসমপ্যথাসাদ্য তীর্থং পুণ্যজনোচিতম্।
তথা কৃষ্ণ মহাতেজা দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥১৫
অতিষ্ঠস্ত্বমথৈকেন পাদেন নিয়মস্থিতঃ।
লোকপ্রবৃত্তিহেতুস্ত্বমিতি ব্যাসো মমাব্রবীৎ ॥১৬
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানামাদিরন্তশ্চ কেশব।
নিধানং তপসাং কৃষ্ণ যজ্ঞস্ত্বঞ্চ সনাতনঃ ॥১৭
নিহত্য নরকং ভৌমমাহৃত্য মণিকুণ্ডলে।
প্রথমোৎপতিতং কৃষ্ণ মেধ্যমশ্বমবাসৃজঃ ॥১৮
কৃত্বা তৎ কর্ম লোকানামৃষভঃ সর্বলোকজিৎ।
অবধীস্ত্বং রণে সর্বান্ সমেতান্ দৈত্যদানবান্ ॥১৯
ততঃ সর্বেশ্বরত্বঞ্চ সম্প্রদায় শচীপতেঃ।
মানুষেষু মহাবাহো প্রাদুর্ভূতোঽসি কেশব ॥২০

তাহাদের বধ করাই সনাতন ধর্ম্ম।৬-৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুন্তীনন্দনগণের অপমানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এমন ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাতে মনে হইল—তিনি যেন সমস্ত প্রজাধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। অর্জ্জুন তখন তাঁহাকে শান্ত করিলেন।৮

কেশবকে অতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া অর্জ্জুন সত্যকীর্ত্তি, মহাত্মা, সত্যস্বরূপ, অমিততেজা, প্রজাপতিগণেরও পতি, সমস্ত লোকের ঈশ্বর, অপ্রমেয় পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহে কৃত কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।৯-১০

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে 'যত্রসায়ংগৃহ' * মুনিরূপে অর্থাৎ নারায়ণ ঋষিরূপে দশ হাজার বৎসর বিচরণ করিয়াছিলে।১১

কৃষ্ণ! পূর্বকালে তুমি মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া এগার হাজার বৎসর পুষ্করতীর্থে শুধু জল পান করিয়া অবস্থান করিয়াছিলে।১২

মধুসূদন! তুমি বিশাল নগরীর বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শত বৎসর এক পায়ে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিয়াছিলে।১৩

কৃষ্ণ! তুমি উত্তরীয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করত সরস্বতী নদীর তীরে ধমনিসার কৃশ শরীরে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলে।১৪

হে মহাতেজস্বিন্ কৃষ্ণ! তুমি পুণ্যপুরুষগণের নিবাসস্থান প্রভাসতীর্থে নিয়ম অবলম্বনপূর্বক এক পায়ে দাঁড়াইয়া দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলে। তুমিই লোকসকলের প্রবৃত্তির হেতু—ইহা ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছেন।১৫-১৬

হে কেশব! তুমি সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপ; তুমিই সর্বভূতের আদি ও অন্ত, তুমিই সকল তপস্যার নিধান এবং কৃষ্ণ! তুমিই সনাতন যজ্ঞস্বরূপ।১৭

কৃষ্ণ! তুমি ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করিয়া অদিতির মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছিলে এবং সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন যজ্ঞের নিমিত্ত পবিত্র অশ্ব তুমি সৃষ্টি করিয়াছিলে।১৮

সর্বলোকজিৎ তুমি সর্ব্বলোকের হিতের জন্য অলৌকিক কর্ম্ম করিতে গিয়া যে সকল দৈত্য ও

* যেখানেই সন্ধ্যা হইবে, সেইখানেই যিনি বাস করেন তিনি 'যত্রসায়ংগৃহ' মুনি।

স ত্বং নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীঃ পরন্তপ।
ব্রহ্মা সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ধর্মো ধাতা যমোঽনলঃ ॥২১
বায়ুর্বৈশ্রবণো রুদ্রঃ কালঃ খং পৃথিবী দিশঃ।
অজশ্চরাচরগুরুঃ স্রষ্টা ত্বং পুরুষোত্তম ॥২২
পরায়ণং দেবমূর্দ্ধা ক্রতুভির্মধুসূদন।
অযজো ভূরিতেজা বৈ কৃষ্ণ চৈত্ররথে বনে ॥২৩
শতং শতসহস্রাণি সুবর্ণস্য জনার্দন।
একৈকস্মিংস্তদা যজ্ঞে পরিপূর্ণানি ভাগশঃ ॥২৪
অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দন।
ত্বং বিষ্ণুরিতি বিখ্যাত ইন্দ্রাদবরজো বিভুঃ ॥২৫
শিশুর্ভূত্বা দিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ পরন্তপ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈঃ কৃষ্ণ ক্রান্তবানসি তেজসা ॥২৬
সম্প্রাপ্য দিবমাকাশমাদিত্যস্যন্দনে স্থিতঃ।
অত্যরোচশ্চ ভূতাত্মন্ ভাস্করং স্বেন তেজসা ॥২৭
প্রাদুর্ভাবসহস্রেষু তেষু তেষু ত্বয়া বিভো।
অধর্মরুচয়ঃ কৃষ্ণ নিহতাঃ শতশোঽসুরাঃ ॥২৮
সাদিতা মৌরবাঃ পাশা নিসুন্দ-নরকৌ হতৌ।
কৃতঃ ক্ষেমঃ পুনঃ পন্থাঃ পুরং প্রাগ্‌জ্যোতিষং প্রতি ॥২৯
জারূথ্যামাহুতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালো জনৈঃ সহ।
জরাসন্ধশ্চ শৈব্যশ্চ শতধন্বা চ নির্জিতঃ ॥৩০
তথা পর্জন্যঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চসা।
অবাপ্সীর্মহিষীং ভোজ্যাং রণে নির্জিত্য রুক্মিণম্ ॥৩১

দানবগণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি তাহাদিগকেই বধ করিয়াছ।১৯

হে মহাবাহো কেশব! তারপর তুমি তোমার সর্বেশ্বরত্ব ইন্দ্রকে প্রদান করিয়া এই মর্ত্যলোকে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছ।২০

হে পরন্তপ! হে পুরুষোত্তম! তুমিই প্রথমে নারায়ণরূপ ধারণ করত পরে হরিরূপ ধারণ করিয়াছিলে। ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য, ধর্ম্ম, ধাতা, যম, অনল, বায়ু, কুবের, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দিক্‌সমূহ, অজ এবং চরাচর জগতের গুরু ও সৃষ্টিকর্ত্তা—এ সকলই তুমি ২১-২২

হে মধুসূদন কৃষ্ণ! তুমি দেবগণের শিরোমণি ও সকল লোকের আশ্রয় এবং মহাতেজস্বী হইয়াও চৈত্ররথ-বনে লোকশিক্ষার জন্য অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ।২৩

জনার্দ্দন! তুমি সেই সময় প্রত্যেক যজ্ঞে এক কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছ।২৪

হে যাদবনন্দন! তুমি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হইয়া অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুনামে বিখ্যাত হইয়াছ।২৫

পরন্তপ কৃষ্ণ! তুমি বামনাবতারে শিশু হইয়াও নিজ তেজে তিনটি মাত্র পাদক্ষেপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষকে আক্রমণ (পরিব্যাপ্ত) করিয়াছ।২৬

ভূতাত্মন্! তুমি সূর্য্যের রথে অবস্থান করত সূর্য্যকেও নিজ তেজের দ্বারা আলোকিত করিয়া আকাশে শোভা পাইতেছ।২৭

বিভো! তুমি সহস্র সহস্র বার এইভাবে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছ, কিন্তু প্রত্যেক অবতারেই তুমি অধর্ম্মে আসক্ত শত শত অসুরকে বিনাশ করিয়াছ।২৮

তুমি মুর অসুরের লৌহময় পাশ ছেদন করিয়াছ, নিসুন্দ ও নরকাসুরকে বধ করিয়াছ। তাহার ফলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরগমনের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে।২৯

তুমি জারূথী নগরীতে আহুতি, ক্রাথ, সহায়কগণের সহিত শিশুপাল, জরাসন্ধ, শৈব্য এবং শতধন্বাকে পরাজিত করিয়াছ।৩০

ইন্দ্রদ্যুম্নো হতঃ কোপাদ্ যবনশ্চ কসেরুমান্ ।
হতঃ সৌভপতিঃ শাল্বস্ত্বয়া সৌভঞ্চ পাতিতম্ ॥৩২
এবমেতে যুধি হতা ভূয়শ্চান্যান্ শৃণুষ্ব হ ।
ইরাবত্যাং হতো ভোজঃ কার্ত্তবীর্য্যসমো যুধি ॥৩৩
গোপতিস্তালকেতুশ্চ ত্বয়া বিনিহতাবুভৌ ।
তাঞ্চ ভোগবতীং পুণ্যামৃষিকান্তাং জনার্দন ॥৩৪
দ্বারকামাত্মসাৎ কৃত্বা সমুদ্রং গময়িষ্যসি ।
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং নানৃতং মধুসূদন ।
ত্বয়ি তিষ্ঠতি দাশার্হ ন নৃশংস্যং কুতোঽনৃজু ॥৩৫
আসীনং চৈত্যমধ্যে ত্বাং দীপ্যমানং স্বতেজসা ।
আগম্য ঋষয়ঃ সর্ব্বেঽযাচন্তাভয়মচ্যুত ॥৩৬
যুগান্তে সর্বভূতানি সংক্ষিপ্য মধুসূদন ।
আত্মন্যেবাত্মসাৎ কৃত্বা জগদাসীঃ পরন্তপ ॥৩৭

যুগাদৌ তব বার্ষ্ণেয় নাভিপদ্মাদজায়ত ।
ব্রহ্মা চরাচরগুরুর্যস্যেদং সকলং জগৎ ॥৩৮
তং হন্তুমুদ্যতৌ ঘোরৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ ।
তয়োর্ব্যতিক্রমং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধস্য ভবতো হরেঃ ॥৩৯
ললাটাজ্জাতবাঞ্ছম্ভুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ ।
ইত্থং তাবপি দেবেশৌ ত্বচ্ছরীরসমুদ্ভবৌ ॥৪০
ত্বন্নিয়োগকরাবেতাবিতি মে নারদোঽব্রবীৎ ।
তথা নারায়ণ পুরা ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥৪১
ইষ্টবাংস্ত্বং মহাসত্রং কৃষ্ণ চৈত্ররথে বনে ।
নৈবং পরে নাপরে বা করিষ্যন্তি কৃতানি বা ॥৪২
যানি কর্ম্মাণি দেব ত্বং বাল এব মহাবলঃ ।
কৃতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বলদেবসহায়বান্ ।
কৈলাসভবনে চাপি ব্রাহ্মণৈর্ন্যবসঃ সহ ॥৪৩

এইরূপে তুমি মেঘতুল্য গর্জ্জনকারী আদিত্য-সদৃশ তেজস্বী রথে আরোহণ করত যুদ্ধে রুক্মীকে পরাজিত করিয়া ভোজবংশীয়া রুক্মিণীকে ভার্য্যা-রূপে লাভ করিয়াছ ।৩১

তুমি ক্রোধবশতঃ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বধ করিয়াছ, যবনজাতীয় কসেরুমান্‌কেও তুমি বধ করিয়াছ এবং অবশেষে সৌভপতি শাল্বের সৌভবিমান ভূতলে পাতিত করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছ ।৩২

তুমি এইভাবে ইহাদের ছাড়াও আরও অনেক অসুরভাবাপন্ন রাজন্যবৃন্দকে বধ করিয়াছ, তাহাও শুন। তুমি ইরাবতী নগরীতে কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় বীর ভোজকে বধ করিয়াছ ।৩৩

এরূপ গোপতি ও তালকেতুকেও তুমি বধ করিয়াছ। জনার্দন! আমি ইহাও জানি যে, সকল ভোগসামগ্রীতে পরিপূর্ণা ঋষিদিগের প্রিয় পুণ্যময়ী দ্বারকানগরী যখন ঋষিগণকে অপমান করিবে, তখন তুমি এই দ্বারকানগরীকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিবে। হে মধুসূদন! তোমাতে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, মিথ্যা কখনও অবস্থান করে না। হে দাশার্হ! কুটিলতা ও নৃশংসতাও তোমাকে কখনও আশ্রয় করে না ।৩৩-৩৫

হে অচ্যুত! তুমি যখন তোমার প্রাসাদে নিজতেজে দেদীপ্যমান হইয়া অবস্থান কর, তখন ঋষিগণ তোমার নিকট আসিয়া অভয় প্রার্থনা করেন ।৩৬

হে পরন্তপ মধুসূদন! তুমি যুগান্তে সমস্ত প্রাণী সংহার করত তোমার মধ্যে লীন করিয়া (যোগনিদ্রাবলম্বনে) অবস্থান কর ।৩৭

বৃষ্ণিবংশধর! চরাচরের গুরু যে ব্রহ্মা এই জগতের প্রাণিসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার সৃষ্ট এই সম্পূর্ণ জগৎ, তিনিও সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তোমার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হন ।৩৮

সেই ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য (তোমার কর্ণমূল হইতে) মধু ও কেটভ নামক দুই দৈত্য যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহাদের ধর্ম্মব্যতিক্রম দর্শনে তোমার

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাত্মানমাত্মা কৃষ্ণস্য পাণ্ডবঃ।
তূষ্ণীমাসীৎ ততঃ পার্থমিত্যুবাচ জনার্দনঃ॥৪৪
মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে।
যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু॥৪৫
নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ হরির্নারায়ণো হ্যহম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নর-নারায়ণাবৃষী॥৪৬
অনন্যঃ পার্থ মত্তস্ত্বং ত্বত্তশ্চাহং তথৈব চ।
নাবয়োরন্তরং শক্যং বেদিতুং ভরতর্ষভ॥৪৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে কেশবেন মহাত্মনা।
তস্মিন্ বীরসমাবায়ে সংরব্ধেষথ রাজসু॥৪৮
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখৈর্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতা।
পাঞ্চালী পুণ্ডরীকাক্ষমাসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অভিগম্যাব্রবীৎ ক্রুদ্ধা শরণ্যং শরণৈষিণী॥৪৯

দ্রৌপদ্যুবাচ।

পূর্বে প্রজাভিসর্গে ত্বামাহুরেকং প্রজাপতিম্।
স্রষ্টারং সর্বলোকানামসিতো দেবলোঽব্রবীৎ॥৫০
বিষ্ণুস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষ ত্বং যজ্ঞো মধুসূদন।
যষ্টা ত্বমসি যষ্টব্যো জামদগ্ন্যো যথাব্রবীৎ॥৫১
ঋষয়স্ত্বাং ক্ষমামাহুঃ সত্যঞ্চ পুরুষোত্তম।
সত্যাদ্ যজ্ঞোঽসি সম্ভূতঃ কশ্যপস্ত্বাং যথাব্রবীৎ॥৫২
সাধ্যানামপি দেবানাং শিবানামীশ্বরেশ্বর।
ভূতভাবন ভূতেশ যথা ত্বাং নারদোঽব্রবীৎ॥৫৩

মধ্যে যে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, তাহা হইতে তোমার ললাটদেশে শূলপাণি, ত্রিলোচন শঙ্কর উৎপন্ন হন। সুতরাং এই উভয় দেবেশ্বর তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ইঁহারা তোমার নির্দ্দেশেরই অনুবর্ত্তন করেন—এ কথা দেবর্ষি নারদ আমাকে বলিয়াছেন

নারায়ণ! তুমি যে চৈত্ররথবনে প্রচুর দক্ষিণা-সমন্বিত বহু মহাযজ্ঞ করিয়াছ—ইহাও দেবর্ষি নারদের মুখেই শুনিয়াছি। কৃষ্ণ! ইহা ছাড়া বাল্যবয়সে বলদেবের সহিত (বৃন্দাবনে) যে সব অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা কেহ কখনও করে নাই বা করিতেও পারে না। হে কমললোচন কৃষ্ণ! তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতেও কিছুদিন বাস করিয়াছিলে।৩৯-৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আত্ম-স্বরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন এই পর্য্যন্ত বলিয়া তূষ্ণীভাব (মৌন) অবলম্বন করিলেন। তখন জনার্দ্দন স্বয়ং পৃথানন্দন অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন।৪৪

তুমি আমারই, আমিও তোমারই; যাহারা আমার অনুগামী, তাহারাও তোমারই। সুতরাং যাহারা তোমাকে দ্বেষ করে, তাহারা আমাকেই দ্বেষ করে, যাহারা তোমার অনুকূল, তাহারা আমারও অনুকূল—ইহাই নিশ্চয় জানিবে।৪৫

হে দুর্দ্ধর্ষ বীর! আমি যেমন নারায়ণ, তুমিও তেমনি নর। আমরা উভয়েই পূর্বে নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম।৪৬

হে পার্থ! আমি যেমন তোমা হইতে অনন্য, তেমনই তুমিও আমা হইতে অনন্য। হে ভরতর্ষভ! আমাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ ঘটানো কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে।৪৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণের দুঃখে ব্যথিত ও দুর্য্যোধনাদির প্রতি অন্তরে ক্রুদ্ধ রাজগণের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা বলিয়াছেন, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর ভ্রাতৃগণের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া পাঞ্চালী ভ্রাতৃগণের সহিত সমাসীন ভগবান্

ব্রহ্ম-শঙ্কর-শক্রাদ্যৈর্দেববৃন্দৈঃ পুনঃ পুনঃ।
ক্রীড়সে ত্বং নরব্যাঘ্র বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥৫৪
দ্যৌশ্চ তে শিরসা ব্যাপ্তা পদ্ভ্যাঞ্চ পৃথিবী প্রভো।
জঠরং তে ইমে লোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ ॥৫৫
বিদ্যাতপোঽভিতপ্তানাং তপসা ভাবিতাত্মনাম্।
আত্মদর্শনতৃপ্তানামৃষীণামসি সত্তমঃ ॥৫৬
রাজর্ষীণাং পুণ্যকৃতামাহবেষ্বনিবর্ত্তিনাম্।
সর্বধর্মোপপন্নানাং ত্বং গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥
ত্বং প্রভুস্ত্বং বিভুশ্চ ত্বং ভূতাত্মা ত্বং বিচেষ্টসে ॥৫৭
লোকপালাশ্চ লোকাশ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ।
নভশ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৮

মর্ত্যতা চৈব ভূতানামমরত্বং দিবৌকসাম্।
ত্বয়ি সর্বং মহাবাহো লোককার্য্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৯
সা তেঽহং দুঃখমাখ্যাস্যে প্রণয়ান্মধুসূদন।
ঈশস্ত্বং সর্বভূতানাং যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥৬০

কথং নু ভার্য্যা পার্থানাং তব কৃষ্ণ সখী বিভো।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী ॥৬১
স্ত্রীধর্মিণী বেপমানা শোণিতেন সমুক্ষিতা।
একবস্ত্রা বিকৃষ্টাস্মি দুঃখিতা কুরুসংসদি ॥৬২

রাজ্ঞাং মধ্যে সভায়াস্তু রজসাতিপরিপ্লুতা।
দৃষ্ট্বা চ মাং ধার্ত্তরাষ্ট্রা প্রাহসন্ পাপচেতসঃ ॥৬৩

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং অন্তরের দুঃখ ও ক্রোধে অভিভূতা হওয়ায় শরণার্থিনী হইয়া শরণ্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।৪৮-৪৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—প্রজাসৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বলোকের স্রষ্টা তুমি একমাত্র প্রজাপতি ছিলে,—ইহা অসিত ও দেবল মুনি বলিয়াছেন।৫০

জামদগ্ন্যমুনি বলিয়াছেন—"হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমিই বিষ্ণু, হে মধুসূদন! তুমিই যজ্ঞ, যষ্টা (যজ্ঞকারী) এবং যষ্টব্য (যজ্ঞে যজনীয়)।৫১

পুরুষোত্তম! ঋষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপ বলিয়াছেন। কশ্যপমুনি বলেন—সত্য হইতে যজ্ঞরূপে তুমিই আবির্ভূত হইয়াছ।৫২

তুমি দেবতা, সাধ্য এবং ভূতেশ ও ভূতভাবন! কল্যাণকারী রুদ্রগণেরও অধীশ্বর, তোমার বিষয়ে ইহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন।৫৩

নরোত্তম! বালক যেমন খেলনাসমূহ লইয়া খেলা করে,তুমিই তেমনই ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে লইয়া বারংবার খেলা করিয়া থাক।৫৪

প্রভো! তুমিই সেই সনাতন পুরুষ, যাঁহার মস্তকের দ্বারা স্বর্গ, পাদসমূহের দ্বারা পৃথিবী এবং জঠরের দ্বারা এই লোকসমূহ পরিব্যাপ্ত।৫৫

বিদ্যার্জনের কষ্ট ও তপস্যার কষ্টে অভিতপ্ত, তপস্যার দ্বারা পরিপূতহৃদয় এবং আত্মতত্ত্বদর্শনে পরিতৃপ্ত ঋষিগণের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।৫৬

পুরুষোত্তম! যাঁহারা যুদ্ধে কখনও পরাঙ্মুখ হন না এবং যাঁহারা সকল ধর্ম্মের রক্ষাকারী এমন পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণের তুমিই একমাত্র গতিস্বরূপ। তুমিই সর্ব্বব্যাপক, সর্বজীবের প্রভু এবং আত্মা এবং তুমিই নানা প্রকারের নানা কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছ।৫৭

সমস্ত লোক, লোকপালগণ, দশ দিক্, নক্ষত্রসমূহ আকাশ, চন্দ্র এবং সূর্য্য—এ সকলই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।৫৮

মহাবাহো! মরণশীল প্রাণিসমূহের মরণশীলতা, দেবগণের অমরত্ব—এই উভয় লোকের কার্য্য তোমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত।৫৯

দিব্য ও মানুষ সকল জীবের তুমিই একমাত্র প্রভু। তথাপি তুমি আমাকে স্নেহ কর, এজন্য হে মধুসূদন! তোমার নিকট আমার দুঃখের কথা বলিতেছি।৬০

দাসীভাবেন মাং ভোক্তুমীষুস্তে মধুসূদন।
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পঞ্চালেষু চ বৃষ্ণিষু ॥৬৪
নম্বহং কৃষ্ণ ভীষ্মস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ।
স্নুষা ভবামি ধর্ম্মেণ সাহং দাসীকৃতা বলাৎ ॥৬৫
গর্হয়ে পাণ্ডবাংস্ত্বেব যুধি শ্রেষ্ঠান্ মহাবলান্।
যৎ ক্লিশ্যমানাং প্রেক্ষন্তে ধর্মপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥৬৬
ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ গাণ্ডিবম্।
যৌ মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈর্মর্ষয়েতাং জনার্দন ॥৬৭
শাশ্বতোঽয়ং ধর্মপথঃ সদ্ভিরাচরিতঃ সদা।
যদ্ ভার্য্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্ত্তারোঽল্পবলা অপি ॥৬৮
ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা।
প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ ॥৬৯
আত্মা হি জায়তে তস্যাং তস্মাজ্জায়া ভবত্যুত।
ভর্ত্তা চ ভার্য্যয়া রক্ষ্যঃ কথং জায়ান্মমোদরে ॥৭০
নম্বিমে শরণং প্রাপ্তং ন ত্যজন্তি কদাচন।
তে মাং শরণমাপন্নাং নান্বপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ॥৭১
পঞ্চভিঃ পতিভির্জাতাঃ কুমারা মে মহৌজসঃ।
এতেষামপ্যবেক্ষার্থং ত্রাতব্যাস্মি জনার্দন ॥৭২
প্রতিবিন্ধ্যো যুধিষ্ঠিরাৎ সুতসোমো বৃকোদরাৎ।
অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকীর্ত্তিশ্চ শতানীকস্তু নাকুলিঃ ॥৭৩

হে বিভো! ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, পাণ্ডবগণের পত্নী এবং তোমার সখী আমার ন্যায় মহিলাকে সভায় কেমন করিয়া কেশাকর্ষণ করত আনা সম্ভব হইল?৬১

রজস্বলারক্তদূষিত একমাত্র বস্ত্রপরিহিতা, ভয়ে কম্পমানা ও দুঃখে অভিভূতা আমাকে কেন আকর্ষণ করা হইল?৬২

রাজগণের সভামধ্যে রক্তপরিপ্লুতা আমাকে দেখিয়া পাপিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ উপহাস করিতেছিল।৬৩

মধুসূদন! পাণ্ডুপুত্রগণ, পাঞ্চালরাজপুত্রগণ এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত থাকিতেই তাহারা দাসীভাবে আমাকে ভোগ করিতে চাহিল।৬৪

কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই পুত্রবধূ, তথাপি আমাকে তাঁহাদের সম্মুখেই বলপূর্ব্বক দাসী করা হইল।৬৫

যুদ্ধে মহাবলশালী ও শ্রেষ্ঠ হইলে কি হইবে, আমি পাণ্ডবগণের নিন্দা না করিয়া পারিতেছি না, কেননা, তাহারা তাহাদেরই যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী আমাকে ঐরূপে অপমানিতা হইয়া কষ্ট পাইতে দেখিয়াও কোন প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই।৬৬

হে জনার্দ্দন! ভীমের বাহুবল ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্, কেননা তাহারা ঐরূপে আমাকে নরাধমগণ কর্ত্তৃক অপমানিতা হইতে দেখিয়াও তাহা সহ্য করিতেছে।৬৭

অল্প বলসম্পন্ন হইলেও স্বামী নিজের ধর্ম্মপত্নীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম্মপথ এবং সজ্জনগণ ইহাই করিয়া থাকেন।৬৮

ধর্ম্মপত্নীকে রক্ষা করিলে প্রজা রক্ষিত হয় এবং প্রজা রক্ষিত হইলে সকলে নিজের আত্মাই রক্ষিত হয়।৬৯

যেহেতু পতির আত্মাই পত্নীতে জন্মগ্রহণ করে, সেইহেতু তাহাকে জায়া বলে। ভার্য্যাও ভর্ত্তাকে রক্ষা করে, এই জন্যই সে তাহার উদরে জন্মগ্রহণ করে?৭০

ইহারা শরণাগতকে কখনও ত্যাগ করে না, কিন্তু আমি ঐ অবস্থায় ইহাদের শরণাগতা হইলে ইহারা আমাকে কেন রক্ষা করে নাই।৭১

হে জনার্দ্দন! আমার পাঁচটী পতির দ্বারা আমার গর্ভে মহাবলবান্ অনুরূপ পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছে। উহাদের পালনের জন্যও আমাকে রক্ষা করা উচিত ছিল।৭২

কনিষ্ঠাচ্ছ্রুতকর্মা চ সর্বে সত্যপরাক্রমাঃ।
প্রদ্যুম্নো যাদৃশঃ কৃষ্ণ তাদৃশাস্তে মহারথাঃ ॥৭৪

নিষিয়ে ধনুষি শ্রেষ্ঠা অজেয়া যুধি শাত্রবৈঃ।
কিমর্থং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সহন্তে দুর্বলীয়সাম্ ॥৭৫

অধর্মেণ হৃতং রাজ্যং সর্বে দাসাঃ কৃতাস্তথা।
সভায়াং পরিকৃষ্টাহমেকবস্ত্রা রজস্বলা ॥৭৬

নাধিজ্যমপি যচ্ছক্যং কর্তুমন্যেন গাণ্ডিবম্।
অন্যত্রার্জুন-ভীমাভ্যাং ত্বয়া বা মধুসূদন ॥৭৭

ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ পৌরুষম্।
যত্র দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্তমপি জীবতি ॥৭৮

য এতানাক্ষিপদ্ রাষ্ট্রাৎ সহ মাত্রাবিহিংসকান্।
অধীয়ানান্ পুরা বালান্ ব্রতস্থান্ মধুসূদন ॥৭৯

যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে সুতসোম, অর্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতকর্মা উৎপন্ন হইয়াছে—ইহারা সকলেই সত্যপ্ররাক্রম। হে কৃষ্ণ। প্রদ্যুম্ন যেমন তোমার পুত্র, মহারথ ইহারাও তেমনই তোমার পুত্র।৭৩-৭৪

ইহারা ধনুর্যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ও যুদ্ধে সকলের অজেয়, সুতরাং কেন বলীয়ান্ হইয়াও দুর্বল (অথচ অত্যাচারী) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে সহ্য করে?৭৫

শত্রুগণ অধর্মের দ্বারা ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া দাস করিয়াছে এবং একবস্ত্রা রজস্বলা আমাকে সভাতে অপমানিতা করিয়াছে।৭৬

অর্জুনের নিকট সেই গাণ্ডীবধনু ছিল, যে গাণ্ডীবে তুমি ভীম ও অর্জুন ভিন্ন অন্য কেহ গুণ অর্পণ করিতে পারে না (তথাপি সে আমাকে রক্ষা করে নাই)।৭৭

কৃষ্ণ! যাহারা জীবিত থাকিতে (অত্যাচারী) দুর্য্যোধন মুহূর্তকালও জীবিত থাকে, সেই ভীমের বাহুবল এবং অর্জুনের অস্ত্রবলরূপ পুরুষার্থকে ধিক্।৭৮

ভোজনে ভীমসেনস্য পাপঃ প্রাক্ষেপয়দ্ বিষম্।
কালকূটং নবং তীক্ষ্ণং সম্ভূতং লোমহর্ষণম্ ॥৮০

তজ্জীর্ণমবিকারেণ সহান্নেন জনার্দন।
সশেষত্বান্মহাবাহো ভীমস্য পুরুষোত্তম ॥৮১

প্রমাণকোট্যাং বিশ্বস্তং তথা সুপ্তং বৃকোদরম্।
বদ্ধ্বৈনং কৃষ্ণ গঙ্গায়াং প্রক্ষিপ্য পুরমাব্রজৎ ॥৮২

যদা বিবুদ্ধঃ কৌন্তেয়স্তদা সংছিদ্য বন্ধনম্।
উদতিষ্ঠন্মহাবাহুর্ভীমসেনো মহাবলঃ ॥৮৩

আশীবিষৈঃ কৃষ্ণসর্পৈর্ভীমসেনমদংশয়ৎ।
সর্বেষ্বেবাঙ্গদেশেষু ন মমার চ শত্রুহা ॥৮৪

মধুসূদন। ইহারা যখন বাল্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণপূর্বক অধ্যয়ন করিতেছিল, তখন দুষ্ট দুর্য্যোধন ইহাদের মাতার সহিত ইহাদিগকে রাজ্য হইতে বহির্গত করিয়াছিল।৭৯

সেই পাপিষ্ঠ ভোজনকালে বিশ্বস্ত সরল ভীমকে নূতন তীক্ষ্ণ লোমহর্ষণজনক উগ্র কালকূট বিষ প্রদান করিয়াছিল।৮০

হে পুরুষোত্তম। মহাবাহো। জনার্দ্দন! ভীমের আয়ু ছিল, তাই নির্বিকারে অন্নের সহিত সেই বিষকে জীর্ণ করিতে পারিয়াছিল।৮১

সেই দুষ্ট প্রমাণকোটি তীর্থে বিশ্বস্ত ও নিদ্রিত বৃকোদরের হাত পা বাঁধিয়া গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করত নগরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ৮২

ভীমসেন মহাবলবান্ ছিল, এজন্যই যখন তাহার চৈতন্য হইয়াছে, তখনই সে বন্ধন ছেদন করিয়া জল হইতে উত্থিত হইয়াছে।৮৩

অসংখ্য বিষধর সর্প ইহার শরীরে ছিদ্র না করিয়া দংশন করিয়াছে, তথাপি শত্রুহননকারী ভীম মরে নাই—ইহাই আশ্চর্য্য।৮৪

প্রতিবুদ্ধস্তু কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ সর্পানপোথয়ৎ।
সারথিং চাস্ত দয়িতমপহস্তেন জঘ্নিবান্ ॥৮৫

পুনঃ সুপ্তানুপাধাক্ষীদ্ বালকান্ বারণাবতে।
শয়ানানার্য্যয়া সার্দ্ধং কো নু তৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥৮৬

যত্রার্য্যা রুদতি ভীতা পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ।
মহদ্ ব্যসনমাপন্না শিখিনা পরিবারিতা ॥৮৭

হা হতাস্মি কুতো ন্বদ্য ভবেচ্ছান্তিরিহানলাৎ।
অনাথা বিনশিষ্যামি বালকৈঃ পুত্রকৈঃ সহ ॥৮৮

তত্র ভীমো মহাবাহুর্বায়ুবেগপরাক্রমঃ।
আর্য্যামাশ্বাসয়ামাস ভ্রাতৄংশ্চাপি বৃকোদরঃ ॥৮৯

বৈনতেয়ো যথা পক্ষী গরুত্মান্ পততাং বরঃ।
তথৈবাভিপাতিষ্যামি ভয়ং বো নেহ বিদ্যতে ॥৯০

আর্য্যামঙ্কেন বামেন রাজানং দক্ষিণেন চ।
অংসয়োশ্চ যমৌ কৃত্বা পৃষ্ঠে বীভৎসুমেব চ ॥৯১

সহসোৎপত্য বেগেন সর্বানাদায় বীর্য্যবান্।
ভ্রাতৄনার্য্যাঞ্চ বলবান্ মোক্ষয়ামাস পাবকাৎ ॥৯২

তে রাত্রৌ প্রস্থিতাঃ সর্বে সহ মাত্রা যশস্বিনঃ।
অভ্যগচ্ছন্মহারণ্যে হিড়িম্ববনমন্তিকাৎ ॥৯৩

শ্রান্তাঃ প্রসুপ্তাস্তত্রেমে মাত্রা সহ সুদুঃখিতাঃ।
সুপ্তাংশ্চৈনানভ্যগচ্ছদ্ধিড়িম্বা নাম রাক্ষসী ॥৯৪

সা দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাংস্তত্র সুপ্তান্ মাত্রা সহ ক্ষিতৌ।
হৃচ্ছয়েনাভিভূতাত্মা ভীমসেনমকাময়ৎ ॥৯৫

ভীমস্য পাদৌ কৃত্বা তু স্ব উৎসঙ্গে ততোঽবলা।
পর্য্যমর্দ্দত সংহৃষ্টা কল্যাণী মৃদুপাণিনা ॥৯৬

ভীমসেন জাগরিত হইয়া সব সর্পকে বিনাশ করিয়াছে। (এদিকে সারথি যদি কোনরূপে ভীমের সংবাদ সংগ্রহ করত প্রচার করিয়া দেয়, এই ভয়ে) দুর্য্যোধন ভীমের প্রিয় সারথিকে উল্টা হাতে বধ করিয়াছে।৮৫

শুধু ইহাই নহে, দেখ পুনরায় বারণাবতে যখন ইহারা জননী কুন্তীর সহিত বাল্যাবস্থায় নিদ্রিত ছিল, তখন ইহাদিগের গৃহে আগুন লাগাইয়াছে। দুর্য্যোধন ছাড়া কেইবা এরূপ করিতে পারে ?৮৬

সে সময় আর্য্যা কুন্তী ভীতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগকে বলিয়াছিলেন—আজ আমরা অগ্নির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কি বিপদেই পড়িলাম।৮৭

হা ভগবান্! এই অগ্নির শান্তি কেমন করিয়া হইবে? আজ অনাথা অবস্থায় বালক পুত্রগণসহ বিনিষ্ট হইতে হইবে।৮৮

তখন বায়ুর ন্যায় বেগ ও পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীম মাতা ও ভ্রাতৃগণকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল, তোমাদের কোন ভয় নাই, গরুড় যেমন শিকার লইয়া পলাইয়া যায়, আমিও তেমনিই তোমাদের সকলকে লইয়া দ্রুত পলায়ন করিব।৮৯-৯০

মাতাকে বাম অঙ্গে ও রাজাকে দক্ষিণ অঙ্গে যমজ দুই ভাইকে দুই স্কন্ধে এবং অর্জ্জুনকে পৃষ্ঠে লইয়া বীর্য্যবান্ মহাবল ভীম সহসা ধাবিত হইয়া সকলকে অগ্নির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।৯১-৯২

সেই যশস্বী পাণ্ডবগণ রাত্রিতে মায়ের সঙ্গে গোপনে মহারণ্যের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে করিতে হিড়িম্বরাক্ষসের বনের নিকট দিয়া যাইতেছিল।৯৩

মায়ের সঙ্গে তাহারা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল; এমন সময় হিড়িম্বা নামক এক রাক্ষসী তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল।৯৪

সেই রাক্ষসী মাতার সহিত নিদ্রিত পাণ্ডবগণের মধ্যে ভীমসেনকে দেখিয়া অত্যন্ত কামার্ত্তা হইয়া

তামবুধ্যদমেয়াত্মা বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
পর্য্যপৃচ্ছত তাং ভীমঃ কিমিহেচ্ছস্যনিন্দিতে ॥৯৭
এবমুক্তা তু ভীমেন রাক্ষসী কামরূপিণী।
ভীমসেনং মহাত্মানমাহ চৈবমনিন্দিতা ॥৯৮
পলায়ধ্বমিতঃ ক্ষিপ্রং মম ভ্রাতৈষ বীর্য্যবান্।
আগমিষ্যতি বো হন্তুং তস্মাদ্ গচ্ছত মা চিরম্ ॥৯৯
অথ ভীমোঽভ্যুবাচৈনাং সাভিমানমিদং বচঃ।
নোদ্বিজেয়মহং তস্মান্নিহনিষ্যেঽহমাগতম্ ॥১০০
তয়োঃ শ্রুত্বা তু সঞ্জল্পমাগচ্ছদ্ রাক্ষসাধমঃ।
ভীমরূপো মহানাদান্ বিসৃজন্ ভীমদর্শনঃ ॥১০১
রাক্ষস উবাচ।
কেন সার্দ্ধং কথয়সি আনয়ৈনং মমান্তিকম্।
হিড়িম্বে ভক্ষয়িষ্যামো ন চিরং কর্ত্তুমর্হসি ॥১০২

সা কৃপাসংগৃহীতেন হৃদয়েন মনস্বিনী।
নৈনমৈচ্ছৎ তদাখ্যাতুমনুক্রোশাদনিন্দিতা ॥১০৩
স নাদান্ বিনদন্ ঘোরান্ রাক্ষসঃ পুরুষাদকঃ।
অভ্যদ্রবত বেগেন ভীমসেনং তদা কিল ॥১০৪
তমভিক্রম্য সংক্রুদ্ধো বেগেন মহতা বলী।
অগৃহ্লাৎ পাণিনা পাণিং ভীমসেনস্য রাক্ষসঃ ॥১০৫
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শং বজ্রসংহননং দৃঢ়ম্।
সংহত্য ভীমসেনায় ব্যাক্ষিপৎ সহসা করম্ ॥১০৬
গৃহীতং পাণিনা পাণিং ভীমসেনস্য রক্ষসা।
নামৃষ্যত মহাবাহুস্তত্রাক্রুধ্যদ্ বৃকোদরঃ ॥১০৭
তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং ভীমসেন-হিড়িম্বয়োঃ।
সর্বাস্ত্রবিদুষোর্ঘোরং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥১০৮

পড়িল এবং মনে মনে ভীমসেনকেই পতিরূপে কামনা করিল।৯৫

তারপর ভীমের পা দুইটা নিজের কোলে তুলিয়া কল্যাণী অবলা আনন্দে কোমল করের দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল।৯৬

তাহাতে জাগরিত হইয়া বলবান্ সত্যপরাক্রম অপ্রমেয়াত্মা ভীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—হে অনিন্দিতে! তুমি এখানে কি চাও?৯৭

ভীমের কথা শুনিয়া অনিন্দিতা ইচ্ছাবিগ্রহ-ধারিণী সেই রাক্ষসী মহাত্মা ভীমসেনকে বলিতে লাগিল।৯৮

তোমরা শীঘ্র পলায়ন কর, আমার বলশালী ভ্রাতা শীঘ্রই এখানে তোমাদিগকে বধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে; সুতরাং তোমরা বিলম্ব না করিয়া পলায়ন কর।৯৯

তখন ভীম অভিমানের সহিত তাহাকে বলিল—তোমার ভাইয়ের ভয়ে আমি উদ্‌বিগ্ন নই। যদি সে এখানে আসে, তবে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিব।১০০

তাহাদের উভয়ের আলাপ শ্রবণ করিয়া ভীম-দর্শন ভীমাকৃতি সেই রাক্ষসাধম হিড়িম্ব ভয়ানক মহাশব্দ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।১০১

রাক্ষস বলিল,—হে হিড়িম্বে! তুমি কাহার সহিত কথা বলিতেছ? বিলম্ব না করিয়া উহাকে আমার নিকট লইয়া আইস, আমি এখনই ভক্ষণ করিব।১০২

সেই যশস্বিনী রাক্ষসী ভীমসেনের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা হওয়ায় তাহাকে হিড়িম্বের রাক্ষসস্বভাব প্রযুক্ত ক্রূরতাপূর্ণ মনোবৃত্তির কথা বলিতে চাহে নাই।১০৩

সেই নরমাংসভোজী রাক্ষস ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে ভীমসেনের দিকে বেগে অগ্রসর হইল।১০৪

তখন বলবান্ সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষস অতি দ্রুতবেগে গিয়া ভীমসেনের হাত ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু ভীমের

বিক্রীড্য সুচিরং ভীমো রাক্ষসেন সহানঘ।
নিজঘান মহাবীর্য্যস্তং তদা নির্বলং বলী ॥১০৯
হত্বা হিড়িম্বং ভীমোঽথ প্রস্থিতো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
হিড়িম্বামগ্রতঃ কৃত্বা যস্যাং জাতো ঘটোৎকচঃ ॥১১০
ততঃ সম্প্রাদ্রবন্ সর্বে সহ মাত্রা পরন্তপাঃ।
একচক্রামভিমুখাঃ সংবৃতা ব্রাহ্মণব্রজৈঃ ॥১১১
প্রস্থানে ব্যাস এবাঞ্চ মন্ত্রী প্রিয়হিতে রতঃ।
ততোঽগচ্ছন্নেকচক্রাং পাণ্ডবাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১১২
তত্রাপ্যাসাদয়ামাসুর্বকং নাম মহাবলম্।
পুরুষাদং প্রতিভয়ং হিড়িম্বেনৈব সম্মিতম্ ॥১১৩
তঞ্চাপি বিনিহত্যোগ্রং ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ সর্বৈর্দ্রুপদস্য পুরং যযৌ ॥১১৪

লব্ধাহমপি তত্রৈব বসতা সব্যসাচিনা।
যথা ত্বয়া জিতা কৃষ্ণ রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা ॥১১৫
এবং সুযুদ্ধে পার্থেন জিতাহং মধুসূদন।
স্বয়ংবরে মহৎ কর্ম কৃত্বা ন সুকরং পরৈঃ ॥১১৬

এবং ক্লেশৈঃ সুবহুভিঃ ক্লিশ্যমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
নিবসাম্যার্যয়া হীনা কৃষ্ণ ধৌম্যপুরঃসরাঃ ॥১১৭

ত ইমে সিংহবিক্রান্তা বীর্যেণাভ্যধিকাঃ পরৈঃ।
বিহীনৈঃ পরিক্লিশ্যন্তীঃ সমুপেক্ষন্ত মাং কথম্ ॥১১৮

এতাদৃশানি দুঃখানি সহন্তী দুর্বলীয়সাম্।
দীর্ঘকালং প্রদীপ্তাস্মি পাপানাং পাপকর্মণাম্ ॥১১৯

াত বজ্রের ন্যায় সুসংহত ও দৃঢ় ছিল; তথাপি ভীমের বল বুঝিবার জন্য) তাহার হাত সজোরে কাইয়া দিল।১০৫-১০৬

রাক্ষস হস্ত দিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া ফেলিল—হা ভীমসেন সহ্য করিতে পারিল না, সুতরাং াহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল।১০৭

তখন সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ হিড়িম্ব ও ভীমের মধ্যে অসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ল।১০৮

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাক্ষসকে খেলাইয়া বলবান্ ম যখন বুঝিল যে, রাক্ষস পরিশ্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল াছে, তখন উহাকে মারিয়া ফেলিল।১০৯

হিড়িম্বকে বধ করিয়া মাতার সহিত ভ্রাতৃগণ ড়িম্বাকে অগ্রভাগে রাখিয়া সেই স্থান হইতে ান করিল। সেই হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের ।১১০

তারপর মাতার সহিত শত্রুমর্দ্দনকারী পাণ্ডবগণ গণকে সঙ্গে লইয়া একসঙ্গে একচক্রা নগরীর ভিমুখে চলিতে লাগিল।১১১

ঐ সময়ে উঁহাদের প্রিয় ও হিতকারী কঠোর-ব্রতপালক ব্যাসদেবের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শ-অনুসারে তাহারা এক চক্রাতে গমন করে।১১২

সেখানে বকনামে এক মহাবল রাক্ষসের সহিত তাহাদের কলহ হয়, সে-ও হিড়িম্বের ন্যায়ই ভয়ঙ্কর ও নরভোজী ছিল।১১৩

এই যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ভীমসেনই তথায়ও উগ্র বককে বধ করে এবং তৎপর দ্রুপদরাজার পুরীর দিকে গমন করে। ১১৪

হে কৃষ্ণ! তুমি যেমন ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণীকে লাভ করিয়াছিলে, সেই সময় অর্জ্জুনও আমাকে লক্ষ্যভেদ করত লাভ করে।১১৫

এইরূপ অন্যের দুঃসাধ্য মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করত স্বয়ংবর সভায় পার্থ আমাকে জয় করিয়াছিল এবং সেস্থলেও রাজগণ বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতে চাহিলে তাহাদিগকেও পরাজিত করিয়া পাণ্ডবগণ আমাকে লইয়া গিয়াছিল।১১৬

এইরূপে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও দুঃখের শেষ হয় নাই; অবশেষে হে কৃষ্ণ! মাতা কুন্তীকে

কুলে মহতি জাতাস্মি দিব্যেন বিধিনা কিল।
পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভার্য্যা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ ॥১২০

কচগ্রহমনুপ্রাপ্তা সাস্মি কৃষ্ণ বরা সতী।
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং প্রেক্ষতাং মধুসূদন ॥১২১

ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ কৃষ্ণা মুখং প্রচ্ছাদ্য পাণিনা।
পদ্মকোশপ্রকাশেন মৃদুনা মৃদুভাষিণী ॥১২২

স্তনাবপতিতৌ পীনৌ সুজাতৌ শুভ-লক্ষণৌ।
অভ্যবর্ষত পাঞ্চালী দুঃখজৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥১২৩

চক্ষুষী পরিমার্জন্তী নিঃশ্বসন্তী পুনঃ পুনঃ।
বাষ্পপূর্ণেন কণ্ঠেন ক্রুদ্ধা বচনমব্রবীৎ ॥১২৪

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন ॥১২৫

যে মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈরুপেক্ষধ্বং বিশোকবৎ।
ন চ মে শাম্যতে দুঃখং কর্ণো যৎ প্রাহসৎ তদা ॥১২৬

চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।
সম্বন্ধাদ্ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেনৈব কেশব ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ তামব্রবীৎ কৃষ্ণস্তস্মিন্ বীরসমাগমে।

বাসুদেব উবাচ।

রোদিষ্যন্তি স্ত্রিয়ো হ্যেবং যেষাং ক্রুদ্ধাসি ভাবিনি।
বীভৎসুশরসংছন্নাঞ্ছোণিতৌঘপরিপ্লুতান্ ॥১২৮

পরিত্যাগ করত ধৌম্যকে অগ্রবর্তী করিয়া আজ বনবাস দুঃখ ভোগ করিতেছি।১১৭

সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী দুর্য্যোধনাদির চেয়ে অধিক বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও সেই ইহারা শত্রুগণকর্তৃক অপমানিতা আমাকে কেন উপেক্ষা করিল?১১৮

পাপকর্ম্মকারী অত্যন্ত দুর্ব্বল পাপিগণের (বলবানের উপর) প্রদত্ত এই সমস্ত দুঃখ সহন করিতে করিতে আমি দীর্ঘকাল চিন্তাগ্নিতে অভিতপ্ত হইতেছি।১১৯

দৈবের বিধানে আমি মহাকুলে জন্মলাভ করিয়াছি এবং আমি পাণ্ডবগণের প্রিয়তমা পত্নী ও মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ।১২০

হে কৃষ্ণ মধুসূদন! নারীগণের বরণীয়া সতী হইয়াও আমি মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষেই দুঃশাসনকর্তৃক কেশাকৃষ্টা হইলাম।১২১

এই বলিয়া পদ্মের ন্যায় কোমলকরযুগলে নিজের মুখ আচ্ছাদন করত মৃদুভাষিণী কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন।১২২

পাঞ্চালরাজকুমারী দ্রৌপদী তাহার পীনোন্নত গোলাকার শুভলক্ষণ স্তনদ্বয়কে দুঃখজন্য অশ্রুবিন্দু-সমূহের দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন।১২৩

চোখ দুইটী মুছিতে মুছিতে এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে ক্রোধের সহিত এই কথা বলিলেন।১২৪

আমার পতিও নাই, পুত্রও নাই, বান্ধবও নাই এবং ভ্রাতাও নাই। হে মধুসূদন! তুমিও আমার নও।১২৫

নীচ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কর্তৃক অপমানিতা হইতে দেখিয়াও যাহারা উপেক্ষা করিয়াছে, বুঝিতে হইবে তাহাদের আমার জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখ হয় নাই। কর্ণ যে আমাকে দেখিয়া উচ্চ হাস্য করত উপহাস করিয়াছিল, সে দুঃখ আমার কোনপ্রকারেই শান্ত হইবে না।১২৬

হে কৃষ্ণ! যেহেতু তোমার সহিত আমার আত্মীয়তা আছে, যেহেতু আমার যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হওয়ার গৌরব আছে, যেহেতু আমি তোমার চিরসখী এবং যেহেতু তুমি আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ—কেশব! সেইহেতু সম্পর্ক, গুরুত্ব, সখিত্ব ও প্রভুত্ব এই চারিটী কারণে আমি তোমা কর্তৃক

নিহতান্ বল্লভান্ বীক্ষ্য শয়ানান্ বসুধাতলে।
যৎ সমর্থং পাণ্ডবানাং তৎ করিষ্যামি মা শুচঃ ॥১২৯
সত্যং তে প্রতিজানামি রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি।
পতেদ্ দ্যৌর্হিমবাঞ্ছীর্য্যেৎ পৃথিবী শকলীভবেৎ ॥১৩০
শুষ্যেৎ তোয়নিধিঃ কৃষ্ণে ন মে মোঘং বচো ভবেৎ
তচ্ছ্রুত্বা দ্রৌপদী বাক্যং প্রতিবাক্য-
মথাচ্যুতাৎ ॥১৩১
সাচীকৃতমবেক্ষৎ সা পাঞ্চালী মধ্যমং পতিম্।
আবভাষে মহারাজ দ্রৌপদীমর্জ্জুনস্তদা ॥১৩২
মা রোদীঃ শুভতাম্রাক্ষি যদাহ মধুসূদনঃ।
তথা তদ্ ভবিতা দেবি নান্যথা বরবর্ণিনি ॥১৩৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।
অহং দ্রোণং হনিষ্যামি শিখণ্ডী তু পিতামহম্।
দুর্য্যোধনং ভীমসেনঃ কর্ণং হন্তা ধনঞ্জয়ঃ ॥১৩৪
রাম-কৃষ্ণৌ ব্যপাশ্রিত্য অজেয়াঃ স্ম রণে স্বসঃ।
অপি বৃত্রহণা যুদ্ধে কিং পুনর্ধৃতরাষ্ট্রজৈ ॥১৩৫
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তেঽভিমুখা বীরা বাসুদেবমুপাস্থিতাঃ।
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ কেশবো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৩৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্রৌপদ্যাশ্বাসনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

রক্ষিতা হওয়ার যোগ্য।১২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বীরগণের সম্মুখে দ্রৌপদীকে বলিলেন—হে ভাবিনি। যাহাদের উপর তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের পত্নীগণও স্বীয় পতিগণকে যুদ্ধে অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূমিতলে শয়ান ও নিহত দেখিয়া তোমার মতই ক্রন্দন করিবে। পাণ্ডবগণের হিতের জন্য আমার পক্ষে যাহা করা সম্ভব, তাহা সকলই আমি করিব।১২৮-১২৯

হে দ্রৌপদি। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—তুমি সাম্রাজ্ঞী হইবে। হে কৃষ্ণে। যদি স্বর্গও ভূমিতলে পতিত হয়, যদি হিমালয়ও বিদীর্ণ হয়, যদি পৃথিবীও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং সমুদ্রও শুকাইয়া যায়, তথাপি আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদী অর্জ্জুনের দিকে বক্রভাবে তাকাইলেন; হে মহারাজ। তখন অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন।১৩০-১৩২

হে সুনয়নে। হে বরবর্ণিনি। তুমি রোদন করিও না, দেবি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না।১৩৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—আমি দ্রোণকে বধ করিব, শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মকে, ভীম দুর্য্যোধনকে এবং অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিবে।১৩৪

হে ভগিনি। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আশ্রয় করিয়া আমরা যুদ্ধে ইন্দ্রেরও অজেয়। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের দ্বারা যে আমরা অজেয়—ইহাতে আর বলিবার কি আছে?১৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলিলে রাজগণ সকলেই ভগবান্ বাসুদেবের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট আজানুলম্বিতবাহু ভগবান্ কেশব এই কথা বলিতে লাগিলেন।১৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্রৌপদীআশ্বাসনে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[মমানুপস্থিতিহেতোর্ভবতামেতাদৃশমনিষ্টং সঞ্জাতমিতি পাণ্ডবগণসমীপে ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কথনম্।]

বাসুদেব উবাচ।

নৈতৎ কৃচ্ছ্রমনুপ্রাপ্তো ভবান্ স্যাদ্ বসুধাধিপ।
যদ্যহং দ্বারকায়াং স্যাং রাজন্ সন্নিহিতঃ পুরা ॥১

আগচ্ছেয়মহং দ্যূতমনাহূতোঽপি কৌরবৈঃ।
আম্বিকেয়েন দুর্ধর্ষ রাজ্ঞা দুর্য্যোধনেন চ।
বারয়েয়মহং দ্যূতং বহূন্ দোষান্ প্রদর্শয়ন্ ॥২

ভীষ্ম-দ্রোণৌ সমানায্য কৃপং বাহ্লীকমেব চ।
বৈচিত্রবীর্য্যং রাজানমলং দ্যূতেন কৌরব ॥৩

পুত্রাণাং তব রাজেন্দ্র ত্বন্নিমিত্তমিতি প্রভো।
তত্রাবক্ষমহং দোষান্ যৈর্ভবান্ ব্যভিরোপিতঃ ॥৪

বীরসেনসুতো যেন স রাজ্যাৎ প্রভ্রংশিতঃ পুরা।
অতর্কিতবিনাশশ্চ দেবনেন বিশাম্পতে ॥৫

সাতত্যঞ্চ প্রসঙ্গস্য বর্ণয়েয়ং যথাতথম্ ॥৬

স্ত্রিয়োঽক্ষা মৃগয়া পানমেতৎ কামসমুত্থিতম্।
দুঃখং চতুষ্টয়ং প্রোক্তং যৈর্নরো ভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ ॥৭

তত্র সর্বত্র বক্তব্যং মন্যন্তে শাস্ত্রকোবিদাঃ।
বিশেষতশ্চ বক্তব্যং দ্যূতে পশ্যন্তি তদ্বিদঃ ॥৮

একাহাদ্ দ্রব্যনাশোঽত্র ধ্রুবং ব্যসনমেব চ।
অভুক্তনাশশ্চার্থানাং বাক্‌পারুষ্যঞ্চ কেবলম্ ॥৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[আমার অনুপস্থিতির ফলে আপনাদের এই অনিষ্ট আসিয়াছে—পাণ্ডবগণের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথন।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে রাজন্! আপনাদের এই সঙ্কট হইত না, যদি আমি তখন দ্বারকায় বা নিকটে কোথাও থাকিতাম।১

হে দুর্দ্ধর্ষ! পাশাখেলার কথা জানিলে আমি অনাহূত হইয়াও তখন আসিতাম এবং অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা দুর্য্যোধনের দ্বারা পাশাখেলায় অনেক দোষ প্রদর্শন করত উহা হইতে তাহাদিগকে নিবারিত করিতাম।২

হে প্রভো! আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বাহ্লীক এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ডাকাইয়া একত্রিত করিয়া বলিতাম—"কুরুবংশধর ধৃতরাষ্ট্র! আপনার পুত্রদের পাশাখেলায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।" রাজেন্দ্র! এই বলিয়া আপনার সহিত তাহাদের পাশাখেলার বহু দোষ স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতাম; যাহার কারণে আপনাকে আজ এইরূপে রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছে।৩-৪

বীরসেনের পুত্র রাজা নল পূর্ব্বে এই পাশাখেলায় নিজ রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল।—হে নরপতে! পাশাখেলা দ্বারা অতর্কিতভাবে সর্ব্বনাশ দুঃখ মানুষের হইতে পারে (যাহা পূর্ব্বে কল্পনা করাই সম্ভবপর নয়)।৫

তাহা ছাড়া পাশাখেলায় এমন নেশা হয়, যাহা (মানুষের সর্ব্বনাশ করে) সতত চলিতে থাকে—আমি সেই সকল দোষও যথাযথ বলিতাম।৬

রমণীর প্রতি আসক্তি, পাশাখেলা, মৃগয়ার নেশা এবং মদ্যপান—এই চারিটিকেই দুঃখস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহাদের দ্বারা মানুষ শ্রীভ্রষ্ট হয়।৭

যদিও উহাদের সবগুলিই দোষণীয়, তবে তাহার মধ্যে পাশাখেলাই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দোষ—ইহা শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন।৮

এতচ্চান্যচ্চ কৌরব্য প্রসাঙ্গিকটুকোদয়ম্ ।
দ্যূতে ব্রুয়াং মহাবাহো সমাসাদম্বিকাসুতম্ ॥১০
এবমুক্তো যদি ময়া গৃহ্নীয়াদ্ বচনং মম ।
অনাময়ং স্যাদ্ ধর্মশ্চ কুরূণাং কুরুবর্ধন ॥১১
ন চেৎ স মম রাজেন্দ্র গৃহ্নীয়ান্মধুরং বচঃ ।
পথ্যঞ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ নিগৃহ্নীয়াং বলেন তম্ ॥১২
অথৈনমপনীতেন সুহৃদো নাম দুর্হৃদঃ ।
সভাসদোঽনুবর্তেরংস্তাংশ্চ হন্যাং দুরোদরান্ ॥১৩
অসান্নিধ্যন্তু কৌরব্য মমানর্তেষ্বভূৎ তদা ।
যেনেদং ব্যসনং প্রাপ্তা ভবন্তো দ্যূতকারিতম্ ॥১৪
সোঽহমেত্য কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বারকাং পাণ্ডুনন্দন ।
অশ্রৌষং ত্বাং ব্যসনিনং যুযুধানাদ্ যথাতথম্ ॥১৫
শ্রুত্বৈব চাহং রাজেন্দ্র পরমোদ্বিগ্নমানসঃ ।
তূর্ণমভ্যাগতোঽস্মি ত্বাং দ্রষ্টুকামো বিশাম্পতে ॥১৬
অহো কৃচ্ছ্রমনুপ্রাপ্তাঃ সর্বে স্ম ভরতর্ষভ ।
সোঽহং ত্বাং ব্যসনে মগ্নং পশ্যামি সহ সোদরৈঃ ॥১৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি বাসুদেববাক্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

পাশাখেলায় একদিনেই সকল ধনের নাশ হইতে পারে, পাশাখেলায় নেশা অশুভভাবী, ভোগ না করিয়া সকল অর্থের নাশ এবং কটুকথা শ্রবণ উহার ফল। হে কৌরব। ইহা ছাড়া প্রাসঙ্গিক আরও অনেক অনিষ্টও উহা হইতে উৎপন্ন হয়— মহাবাহো! এ সকল কথাই আমি সংক্ষেপে অম্বিকাপুত্রকে বুঝাইয়া বলিতাম।৯-১০

হে কুরুবংশবর্ধন। আমি এইরূপ বলিলে তিনি যদি শুনিতেন, তাহা হইলে এই সকল অনর্থ হইত না; কৌরবগণের ধর্ম্মও রক্ষিত হইত।১১

হে রাজেন্দ্র! যদি সে আমার মধুর কথা না শুনিত; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি বলপূর্ব্বক তাহাকে নিগ্রহ করিতাম।১২

যদি সুহৃদ্নামধারী শত্রুগণ সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ অন্যায় কর্ম্মে সহায়তা করিত, তাহা হইলে আমি দ্যূতের সমর্থনকারী সেই সভাসদ্দিগকেও সংহার করিতাম।১৩

হে কৌরব্য! আনর্ত্তদেশে অর্থাৎ দ্বারকায় তখন আমার অনুপস্থিতির ফলেই দ্যূতক্রীড়াজনিত আপনার এই বিপদ সম্ভব হইয়াছে।১৪

হে পাণ্ডুনন্দন! আমি দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া যুযুধানের (সাত্যকির) নিকট আপনাদের এই বিপদের কথা যথাযথরূপে শুনিলাম।১৫

হে নরপতে! আমি সব শুনিয়াই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। হে রাজেন্দ্র! এজন্যই আমি আপনাদের সাক্ষাৎ করিবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।১৬

হে ভরতর্ষভ! আপনারা বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছেন! আমি তো আপনাকে ভ্রাতৃগণের সহিত বিপদসাগরে মগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে বিদুরবাক্যে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্যূতসভায়ামনাগমনকারণরূপেণ শ্রীকৃষ্ণেন শাল্বেন সহ যুদ্ধস্য সৌভবিমানসহিতস্য তস্য নাশস্য চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অসান্নিধ্যং কথং কৃষ্ণ তবাসীদ্ বৃষ্ণিনন্দন।
ক্ব চাসীদ্ বিপ্রবাসস্তে কিং চাকার্ষীঃ প্রবাসতঃ ॥১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শাল্বস্য নগরং সৌভং গতোঽহং ভরতর্ষভ।
নিহন্তুং কৌরবশ্রেষ্ঠ তত্র মে শৃণু কারণম্ ॥২
মহাতেজা মহাবাহুর্যঃ স রাজা মহাযশাঃ।
দমঘোষাত্মজো বীরঃ শিশুপালো ময়া হতঃ ॥৩
যজ্ঞে তে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজসূয়েঽর্হণাং প্রতি।
স রোষবশমাপন্নো নামৃষ্যত দুরাত্মবান্ ॥৪
শ্রুত্বা তং নিহতং শাল্বস্তীব্ররোষসমন্বিতঃ।
উপায়াদ্ দ্বারকাং শূন্যামিহস্থে ময়ি ভারত ॥৫
স তত্র যোধিতো রাজন্ কুমারৈর্বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ।
আগতঃ কামগং সৌভমারুহ্যৈব নৃশংসবৎ ॥৬
ততো বৃষ্ণিপ্রবীরাংস্তান্ বালান্ হত্বা বহূংস্তদা।
পুরোদ্যানানি সর্বাণি ভেদয়ামাস দুর্মতিঃ ॥৭
উক্তবাংশ্চ মহাবাহো কাসৌ বৃষ্ণিকুলাধমঃ।
বাসুদেবঃ স মন্দাত্মা বসুদেবসুতো গতঃ ॥৮
তস্য যুদ্ধার্থিনো দর্পং যুদ্ধে নাশয়িতাস্ম্যহম্।
আনর্তাঃ সত্যমাখ্যাত তত্র গন্তাস্মি যত্র সঃ ॥৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[পাশাখেলার সময় অনুপস্থিতির কারণরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শাল্বের সহিত যুদ্ধ এবং সৌভবিমানের সহিত তাহার বিনাশকে কারণরূপে বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ। আনর্ত্তদেশে তোমার অসান্নিধ্য কেন ছিল? ঐ সময় তুমি কেন প্রবাসে গিয়াছিলে এবং তথায় কি করিয়াছিলে?১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি শাল্বকে বধ করিবার জন্য তাহার সৌভনামক নগরে গিয়াছিলাম। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! কেন গিয়াছিলাম—তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন।২

আপনি তো জানেন যে, আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আপনি যখন আমাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তখন দমঘোষতনয় মহাবাহু মহাযশা শিশুপাল উহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে অপমানিত করায় আমি সেই সভাতেই তাহাকে বধ করিয়াছিলাম। হে ভারত! আমা কর্তৃক তাহার বধের কথা শুনিয়া শাল্ব অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমি হস্তিনাপুরে থাকায় আমার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া দ্বারকাপুরাতে গিয়া উপস্থিত হয়।২-৫

হে রাজন্! সে সেখানে কামগামী সৌভনামক বিমানে আরোহণ করিয়া বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং নৃশংসের ন্যায় বহু বালক যাদবকে বধ করে।

তারপর সে বৃষ্ণিবংশীয় বালক বীরগণকে হত্যা নগর ও উদ্যান সমূহ ছিন্ন ভিন্ন করে।৬-৭

এবং সেখানে বলিতে থাকে—"হে বাসুদেবনন্দন মহাবাহু সেই বাসুদেব কোথায় গেল? আমি যুদ্ধে যুদ্ধার্থী সেই বাসুদেবের দর্প নাশ করিব।" তখন যাদবগণ আমি যে হস্তিনাপুরে গিয়াছি,—এই সত্য কথা তাহাকে বলিলে সে তখন বলিতে লাগিল—"সে যেখানে আছে, আমি সেখানেই যাইব। আমি আমার অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি কংস ও কেশী

তং হত্বা বিনিবর্ত্তিষ্যে কংসকেশিনিসূদনম্।
অহত্বা ন নিবর্ত্তিষ্যে সত্যেনায়ুধমালভে ॥১০
কাসৌ কাসাবিতি পুনস্তত্র তত্র প্রধাবতি।
ময়া কিল রণে যোদ্ধুং কাঙ্ক্ষমাণঃ স সৌভরাট্ ॥১১
অদ্য তং পাপকর্মাণং ক্ষুদ্রং বিশ্বাসঘাতিনম্।
শিশুপালবধামর্ষাদ্ গময়িষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥১২
মম পাপস্বভাবেন ভ্রাতা যেন নিপাতিতঃ।
শিশুপালো মহীপালস্তং বধিষ্যে মহীপতে ॥১৩
ভ্রাতা বালশ্চ রাজা চ ন চ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
প্রমত্তশ্চ হতো বীরস্তং হনিষ্যে জনার্দনম্ ॥১৪
এবমাদি মহারাজ বিলপ্য দিবমাস্থিতঃ।
কামগেন স সৌভেন ক্ষিপ্তা মাং কুরুনন্দন ॥১৫

হত্যা আমি সেই বাসুদেবকে বধ করিয়াই ফিরিব, না বধ করিয়া ফিরিব না” ।৮-১০

সৌভরাজ সেই শাল্ব আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া ‘সে কোথায়? সে, কোথায়?’ এইরূপ বলিতে বলিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল ।১১

রাজন্! আমার ভাই মহারাজ শিশুপালকে যে পাপিষ্ঠ বধ করিয়াছে, সেই ক্ষুদ্রাশয় বিশ্বাসঘাতক পাপাত্মা বাসুদেবকে শিশুপালবধের প্রতিশোধরূপে বধ করত যমালয়ে প্রেরণ করিব ।১২-১৩

সেই আমার ভাই বীর শিশুপাল রাজা হইলেও বয়সে বালক ছিল, যুদ্ধার্থী হইয়া রণভূমিতেও ছিল না এবং সতর্কও ছিল না; এরূপ অবস্থা যে তাহাকে বধ করিয়াছে, আমি সেই জনার্দ্দনকে বধ করিব ।১৪

হে মহারাজ কুরুনন্দন! এইরূপ ভাবে শাল্ব আমাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক প্রলাপোক্তি করিতে করিতে সেই সৌভ বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল ।১৫

তমশ্রৌষমহং গত্বা যথাবৃত্তঃ স দুর্মতিঃ।
ময়ি কৌরব্য দুষ্টাত্মা মার্ত্তিকাবতকো নৃপঃ ॥১৬
ততোঽহমপি কৌরব্য রোষব্যাকুলমানসঃ।
নিশ্চিত্য মনসা রাজন্ বধায়াস্য মনো দধে ॥১৭
আনর্ত্তেষু বিমর্দঞ্চ ক্ষেপং চাত্মনি কৌরব।
প্রবৃদ্ধমবলেপঞ্চ তস্য দুষ্কৃতকর্মণঃ ॥১৮
ততঃ সৌভবধায়াহং প্রতস্থে পৃথিবীপতে।
স ময়া সাগরাবর্ত্তে দৃষ্ট আসীৎ পরীপ্সতা ॥১৯
ততঃ প্রধ্মাপ্য জলজং পাঞ্চজন্যমহং নৃপ।
আহূয় শাল্বং সমরে যুদ্ধায় সমবস্থিতঃ ॥২০
তস্য দুর্তমভূদ্ যুদ্ধং তত্র মে দানবৈঃ সহ।
বশীভূতাশ্চ মে সর্বে ভূতলে চ নিপাতিতাঃ ॥ ২১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি হস্তিনাপুর হইতে গিয়া মার্ত্তিকাবতকদেশাধিপতি সেই দুষ্টাত্মা ও দুর্ব্বুদ্ধি শাল্বের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ শুনিলাম ।১৬

হে কৌরব্য রাজন্! তারপর আমিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করত তাহাকে বধ করিবার জন্য মনঃস্থির করিলাম ।১৭

কৌরব! আনর্ত্তদেশের বিমর্দ্দন, আমার প্রতি তাহার কটূক্তি এবং সেই দুষ্কৃতকারীর অত্যন্ত অহঙ্কার—এই তিন কারণে হে রাজন্! আমি তাহার সৌভনগরকে বিনাশ করিবার জন্য বহির্গত হইলাম। চারিদিকে খোঁজ করিতে করিতে আমি তাহাকে সাগরের মধ্যস্থিত একটী দ্বীপে তাহাকে দেখিতে পাইলাম ।১৮-১৯

তারপর আমি জলজ সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া যুদ্ধে শাল্বকে আহ্বান করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিলাম ।২০

সেই ক্ষণেই সেই দানবস্বভাব শাল্ব পক্ষীয় বীরগণের সহিত আমার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তাহাদের

এতৎ কার্য্যং মহাবাহো যেনাহং নাগমং তদা।
শ্রুত্বৈব হাস্তিনপুরং দ্যূতং চাবিনয়োত্থিতম্।
দ্রুতমাগতবান্ যুষ্মান্ দ্রষ্টুকামঃ সুদুঃখিতান্॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥১৪

মধ্যে কতকগুলি আমার দ্বারা বশীভূত হইল এবং কতকগুলি বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল।২১

মহাবাহো! এই কার্য্যের জন্যই আমি তখন আসিতে পারি নাই। আসিয়াই হস্তিনাপুরে আপনাদের প্রতি দুর্য্যোধনের দুর্বিনীত ব্যবহারজনিত সঙ্কটের কথা শুনিয়াই শীঘ্র অত্যন্ত দুঃখিত আপনাদিগকে দেখিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বে সৌভবধ উপাখ্যানে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

[সৌভাধিপতি-শাল্বস্য বিনাশবর্ণনপ্রসঙ্গেন দ্বারকারক্ষায়াঃ প্রস্তুতিবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বাসুদেব মহাবাহো বিস্তরেণ মহামতে।
সৌভস্য বধমাচক্ষ্ব ন হি তৃপ্যামি কথ্যতঃ॥১
বাসুদেব উবাচ।
হতং শ্রুত্বা মহাবাহো ময়া শ্রৌতশ্রবং নৃপ।
উপায়াদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ শাল্বো দ্বারবতীং পুরীম্॥২
অরুদ্ধতাং সুদুষ্টাত্মা সর্বতঃ পাণ্ডুনন্দন।
শাল্বো বৈহায়সঞ্চাপি তৎপুরং ব্যূহ্য বিষ্ঠিতঃ॥৩
তত্রস্থোঽথ মহীপালো যোধয়ামাস তাং পুরীম্।
অভিসারেণ সর্বেণ তত্র যুদ্ধমবর্ত্তত॥৪
পুরী সমন্তাদ্ বিহিতা সপতাকা সতোরণা।
সচক্রা সহুড়া চৈব সযন্ত্রখনকা তথা॥৫

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সৌভাধিপতি শাল্বের বিনাশের বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্বারকারক্ষার প্রস্তুতি বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো বাসুদেব! হে মহামতে! তুমি সৌভের বধের বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে বল, তোমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আমি তৃপ্ত হইতেছি না।১

বাসুদেব বলিলেন,—হে মহাবাহো ভরতশ্রেষ্ঠ! হে নৃপতে! শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপালকে আমি বধ করিয়াছি—ইহা শুনিয়াই শাল্ব দ্বারবতী নগরীতে উপস্থিত হইল।২

হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ সুদুষ্টাত্মা শাল্ব নিজ সেনার দ্বারা দ্বারকাপুরীর চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং নিজে গগনচারী সৌভ বিমানে আরোহণ করিয়া ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল।৩

অনন্তর সে সেই বিমানে অবস্থান করিয়াই দ্বারকাপুরীর যোদ্ধাগণের সহিত যুগপৎ চারিদিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল।৪

পুরীর চারিদিকে পতাকা, উচ্চ উচ্চ তোরণ, মধ্যে সেনাবাহিনী, হুড়া (সেনানিবাস), যুদ্ধোপযোগী

সোপশল্যপ্রতোলীকা সাট্টাট্টালকগোপুরা।
সচক্রগ্রহণী চৈব সোল্কালাতাবপোথিকা ॥৬
সোষ্ট্রিকা ভরতশ্রেষ্ঠ সভেরীপণবানকা।
সতোমরাঙ্কুশা রাজন্ সশতঘ্নীকলাঙ্গলা ॥৭
সভুশুণ্ড্যশ্মগুড়কা সায়ুধা সপরশ্বধা।
লোহচর্ম্মবতী চাপি সাগ্নিঃ সগুড়শৃঙ্গিকা ॥৮
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সুযুক্তা ভরতর্ষভ।
রথৈরনেকৈর্বিবিধৈর্গদ-সাম্বোদ্ধবাদিভিঃ ॥৯
পুরুষৈঃ কুরুশার্দূল সমর্থৈঃ প্রতিবারণে।
অভিখ্যাতকুলৈর্বীরৈর্দৃষ্টবীর্য্যৈশ্চ সংযুগে ॥১০
মধ্যমেন চ গুল্মেন রক্ষিভিঃ সা সুরক্ষিতা।
উৎক্ষিপ্তগুল্মৈশ্চ তথা হয়ৈশ্চ সপতাকিভিঃ ॥১১

আঘোষিতঞ্চ নগরে ন পাতব্যা সুরেতি বৈ।
প্রমাদং পরিরক্ষদ্ভিরুগ্রসেনোদ্ধবাদিভিঃ ॥১২
প্রমত্তেষভিঘাতং হি কুর্য্যাচ্ছাম্বো নরাধিপঃ।
ইতি কৃত্বাপ্রমত্তাস্তে সর্বে বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ স্থিতাঃ ॥১৩
আনর্ত্তাশ্চ তথা সর্বে নটা নর্ত্তক-গায়নাঃ।
বহির্নির্বাসিতাঃ ক্ষিপ্রং রক্ষদ্ভির্বিত্তসঞ্চয়ম্ ॥১৪
সংক্রমা ভেদিতাঃ সর্বে নাবশ্চ প্রতিষেধিতাঃ।
পরিখাশ্চাপি কৌরব্য কালৈঃ সুনিচিতাঃ কৃতাঃ ॥১৫
উদপানাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ তথৈবাপ্যম্বরীষকাঃ।
সমন্তাৎ ক্রোশমাত্রঞ্চ কারিতা বিষমা চ ভূঃ ॥১৬
প্রকৃত্যা বিষমং দুর্গং প্রকৃত্যা চ সুরক্ষিতম্।
প্রকৃত্যা চায়ুধোপেতং বিশেষেণ তদানঘ ॥১৭

যন্ত্রসমূহ এবং সুরঙ্গ প্রস্তুত করিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত ছিল।৫

রাস্তার উপর বিষাক্ত লৌহশলাকা বিছান ছিল, অট্টালিকা ও গোপুর (পুরদ্বার) সমূহে যথেষ্ট অন্নের সংগ্রহ ছিল, মাঝে মাঝে সেনাগণের ব্যূহ ছিল এবং শত্রুপক্ষের প্রজ্বলিত উল্কা ও তপ্ত লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রসমূহকে প্রতিরোধ করত ভূমিতে ফেলিয়া দিবার উপযোগী শক্তিসমূহ ছিল।৬

অন্নে পরিপূর্ণ বহু মাটী ও চামড়ার পাত্র পুরীতে ছিল; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভেরী, নাগর, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সততই বাজিত। হে রাজন্! তোমর, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, পাথরের গোলা, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র, কুঠার, অনেক সুদৃঢ় ঢাল এবং গোলা ও বারুদে পরিপূর্ণ কামান প্রভৃতি পুরীতে সুরক্ষিত ছিল।৭-৮

হে ভরতর্ষভ! রণশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দ্বারকাপুরীকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করা ছিল, শত্রুগণের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ গদ, সাম্ব, উদ্ধব প্রভৃতি বহুবীরগণ নানাপ্রকার অনেক রথের দ্বারা পুরীর রক্ষায় যত্নবান্ ছিল। যাহারা অতি বিখ্যাত বংশে উৎপন্ন এবং যাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য পূর্ব পূর্ব যুদ্ধকালে প্রমাণিত হইয়াছে, এমন সব বীর পুরুষগণ পুরীর-মধ্যম গুল্মে (দুর্গে) অবস্থান করত পুরীকে পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছিল। মদ্যপানজনিত মত্ততা নিবারণ করিতে সমর্থ উগ্রসেন উদ্ধব প্রভৃতি বীরগণ, শত্রুর গুল্মসমূহ নাশ করিতে সমর্থ অশ্বারোহী সৈন্যগণের হাতে পতাকা দিয়া ঘোষণা করাইতেছিল যে, কেহ যেন মদ না খায়।৯-১২

মদ্যপানে প্রমত্ত থাকিলে রাজা শাম্ব সেই অবসরে আঘাত হানিতে পারে—এই আশঙ্কায় বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ অপ্রমত্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল।১৩

ধনসঞ্চয়কে রক্ষা করিবার জন্য যাদবগণ আনর্ত্তদেশীয় নট, নর্ত্তক ও গায়কগণকে নগরের বাহিরে বাস করাইয়াছিল।১৪

হে কৌরব্য! দ্বারকাপুরীর প্রবেশ পথে যে সকল সেতু ছিল, তাহা ধ্বংস করা হইয়াছিল, বাহির হইতে জলপথে কোন নৌকাকে ভিতরে

সুরক্ষিতং সুগুপ্তঞ্চ সর্বায়ুধসমন্বিতম্।
তৎ পুরং ভরতশ্রেষ্ঠ যথেন্দ্রভবনং তথা ॥১৮
ন চামুদ্রোঽভিনির্যাতি ন চামুদ্রঃ প্রবেশ্যতে
বৃষ্ণ্যন্ধকপুরে রাজংস্তদা সৌভসমাগমে ॥১৯
অনুরথ্যাসু সর্বাসু চত্বরেষু চ কৌরব।
বলং বভুব রাজেন্দ্র প্রভূতগজবাজিমৎ ॥২০
দত্তবেতনভক্তঞ্চ দত্তায়ুধপরিচ্ছদম্।
কৃতোপধানঞ্চ তদা বলমাসীন্মহাভুজ ॥২১
ন কুপ্যবেতনী কশ্চিন্ন চাতিক্রান্তবেতনী।
নানুগ্রহভৃতঃ কশ্চিন্ন চাদৃষ্টপরাক্রমঃ ॥২২
এবং সুবিহিতা রাজন্ দ্বারকা ভূরিদক্ষিণা।
আহুকেন সুগুপ্তা চ রাজ্ঞা রাজীবলোচন ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনা-
ভিগমনপর্বণি সৌভবধোপাখ্যানে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

আসিতে দেওয়া হইতেছিল না এবং পরিখাসমূহে সুতীক্ষ্ণ লৌহশলাকাসমূহ প্রোথিত করা হইয়াছিল।১৪-১৫

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্বারকার চারিদিকে একক্রোশ পর্য্যন্ত অবস্থিত কূপগুলিকে এমনভাবে জলশূন্য করা হইয়াছিল যে, শুষ্ক লম্বা ভাঁড় বলিয়া মনে হইতেছিল এবং ক্রোশব্যাপিনী ভূমিকেও বন্ধুর করা হইয়াছিল।১৬

যদ্যপি দ্বারকা প্রকৃতি হইতেই দুর্দ্ধর্ষ দুর্গস্বরূপ, প্রকৃতির দ্বারাই সুরক্ষিত এবং প্রাকৃতিক অস্ত্রের দ্বারাই পরিপূর্ণ, তথাপি হে অনঘ! কৃত্রিম উপায়েও বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল।১৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্বারকানগরী ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুরক্ষিত, সুগুপ্ত এবং সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল।১৮

রাজন্! সৌভরাজের সঙ্গে যুদ্ধ চলিবার সময় কাহাকেও রাজমুদ্রা না দেখাইয়া বাহিরে যাইতে অথবা ভিতরে আসিতে দেওয়া হইতেছিল না।১৯

হে কুরুনন্দন! হে রাজেন্দ্র! সেখানে প্রত্যেক রাস্তায় ও প্রত্যেক প্রাঙ্গণে প্রচুর পরিমাণে হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল।২০

মহাভুজ! প্রত্যেক সৈনিককে ঐ সময়ে বেতন ও ভাতা যথাসময়ে এবং যথোচিত দেওয়া হইত, নব নব অস্ত্র, পোষাক ও পরিচ্ছদও যথোচিত এবং পর্য্যাপ্ত দেওয়া হইত। তখন তাহাদের বিশেষ বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইত।২১

এমন কোন সৈনিক সেখানে ছিল না, যাহাকে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা ব্যতীত তাম্র মুদ্রায় বেতন দেওয়া হইত, অথবা যাহার বেতন পাইবার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহার পরাক্রম পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন একজনও সৈনিক সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিল না।২২

হে রাজীবলোচন! এইরূপে রাজা উগ্রসেন প্রচুর বেতনদানে অতিশয় সন্তুষ্ট সৈনিকসমূহের সংরক্ষণ করত দ্বারকাপুরীকে সুরক্ষিত করিবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে সৌভবধউপাখ্যানে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্বাক্রমণস্য প্রতিরোধঃ, বেগবৎপ্রভৃতীনাং বিনাশঃ, সৈন্যেভ্য আশ্বাসদানঞ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

তাং তূপয়াতো রাজেন্দ্র শাল্বঃ সৌভপতিস্তদা।
প্রভূতনরনাগেন বলেনোপবিবেশ হ ॥১

সমে নিবিষ্টা সা সেনা প্রভূতসলিলাশয়ে।
চতুরঙ্গবলোপেতা শাল্বরাজাভিপালিতা ॥২

বর্জয়িত্বা শ্মশানানি দেবতায়তনানি চ।
বল্মীকাংশ্চৈত্যবৃক্ষাংশ্চ তন্নিবিষ্টমভূদ্ বলম্ ॥৩

অনীকানাং বিভাগেন পন্থানঃ সংবৃতাঽভবন্।
প্রবণায় চ নৈবাসন্ শাল্বস্য শিবিরে নৃপ ॥৪

সর্বায়ুধসমোপেতং সর্বশস্ত্রবিশারদম্।
রথনাগাশ্বকলিলং পদাতিধ্বজসঙ্কুলম্ ॥৫

তুষ্টপুষ্টবলোপেতং বীরলক্ষণলক্ষিতম্।
বিচিত্রধ্বজসন্নাহং বিচিত্ররথকার্মুকম্ ॥৬

সন্নিবেশ্য চ কৌরব্য দ্বারকায়াং নরর্ষভ।
অভিসারয়ামাস তদা বেগেন পতগেন্দ্রবৎ ॥৭

তদাপতন্তং সন্দৃশ্য বলং শাল্বপতেস্তদা।
নির্যায় যোধয়ামাসুঃ কুমারা বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥৮

অসহন্তোঽভিযানং তচ্ছাল্বরাজস্য কৌরব।
চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বশ্চ প্রদ্যুম্নশ্চ মহারথঃ ॥৯

তে রথৈর্দংশিতাঃ সর্বে বিচিত্রাভরণধ্বজাঃ।
সংসক্তাঃ শাল্বরাজস্য বহুভির্যোধপুঙ্গবৈঃ ॥১০

ষোড়শ অধ্যায়।

[শাল্বের আক্রমণের প্রতিরোধ, বেগবান প্রভৃতির বিনাশ এবং সৈন্যগণকে আশ্বাস দান।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! সৌভপতি শাল্ব প্রভৃত রথী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের দ্বারা রচিত বিরাট বাহিনী লইয়া সেই দ্বারকাপুরীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।১

যে স্থানে বহু গভীর জলাশয় ছিল, তাহারই সন্নিহিত ভূমিতে শাল্ব তাহার বিরাট চতুরঙ্গনী সেনাবাহিনীকে সন্নিবেশিত করিল এবং উহা স্বয়ং রক্ষা করিতে লাগিল।২

শ্মশানভূমি, দেবমন্দির, উইঢিবি এবং (বট অশ্বত্থ প্রভৃতি ও) চৈত্যবৃক্ষসমূহকে পরিত্যাগ করত ঐ সৈন্যবাহিনী সন্নিবিষ্ট করা হইল।৩

সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া সন্নিবেশিত করায় সকল পথ অবরুদ্ধ হইল; রাজন্! শাল্বের শিবিরে প্রবেশ করিবারও কোন পথ রহিল না।৪

হে নরশ্রেষ্ঠ! সকল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, সর্বাস্ত্রনিপুণ, হস্তীঅশ্বরথসঙ্কুল, ধ্বজসহ পদাতিকবাহিনীর দ্বারা পরিপুষ্ট, যথেষ্ট বেতনাদির দ্বারা তোষিত ও পোষিত, বীরলক্ষণাক্রান্ত, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও ধনুসমূহের পরিশোভিত সেই সৈন্যদলকে দ্বারকার নিকটে সন্নিবেশিত করিয়া শাল্ব গরুড়ের ন্যায় বেগে দ্বারকানগরীর দিকে অভিযান করিল।৫-৭

সৌভপতির সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।৮

হে কৌরব! শাল্বের দর্পিত অভিযানকে সহ্য করিতে না পারিয়া চারুদেষ্ণ, সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথগণ বিচিত্র আভরণ ও ধ্বজে পরিশোভিত হইয়া বহু যোদ্ধাবৃন্দের সহিত শাল্বরাজের সহিত যুদ্ধেপ্রবৃত্ত হইল।৯-১০

সেই যুদ্ধে সাম্ব ধনু ধারণ করত শাল্বের সচিব ও সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধির সহিত আনন্দে যুদ্ধ করিতে

গৃহীত্বা কার্ম্মুকং সাম্বঃ শাল্বস্য সচিবং রণে।
যোধয়ামাস সংহৃষ্টঃ ক্ষেমবৃদ্ধিং চমূপতিম্ ॥১১
তস্য বাণময়ং বর্ষং জাম্ববত্যাঃ সুতো মহৎ।
মুমোচ ভরতশ্রেষ্ঠ যথা বর্ষং সহস্রদৃক্ ॥১২
তদ্ বাণবর্ষং তুমুলং বিষিহে স চমূপতিঃ।
ক্ষেমবৃদ্ধির্মহারাজ হিমবানিব নিশ্চলঃ ॥১৩
ততঃ সাম্বায় রাজেন্দ্র ক্ষেমবৃদ্ধিরপি স্বয়ম্।
মুমোচ মায়াবিহিতং শরজালং মহত্তরম্ ॥১৪
ততো মায়াময়ং জালং মায়য়ৈব বিদার্য্য সঃ।
সাম্বঃ শরসহস্রেণ রথমস্যাভ্যবর্ষত ॥১৫
ততঃ স বিদ্ধঃ সাম্বেন ক্ষেমবৃদ্ধিশ্চমূপতিঃ।
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ সাম্ববাণপ্রপীড়িতঃ ॥১৬
তস্মিন্ বিপ্রদ্রুতে ক্রূরে শাল্বস্যাথ চমূপতৌ।
বেগবান্ নাম দৈতেয়ঃ সুতং মেঽভ্যদ্রবদ্ বলী ॥১৭

অভিপন্নস্তু রাজেন্দ্র সাম্বো বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
বেগং বেগবতো রাজংস্তস্থৌ বীরো বিধারয়ন্ ॥১৮
স বেগবতি কৌন্তেয় সাম্বো বেগবতীং গদাম্।
চিক্ষেপ তরসা বীরো ব্যাবিদ্ধ্য সত্যবিক্রমঃ ॥১৯
তয়া ত্বভিহতো রাজন্ বেগবান্ ন্যপতদ্ ভুবি।
বাতরুগ্ন ইব ক্ষুণ্ণো জীর্ণমূলো বনস্পতিঃ ॥২০
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে গদানুন্নে মহাসুরে।
প্রবিশ্য মহতীং সেনাং যোধয়ামাস মে সুতঃ ॥২১
চারুদেষ্ণেন সংসক্তো বিবিন্ধ্যো নাম দানবঃ।
মহারথঃ সমাজ্ঞাতো মহারাজ মহাধনুঃ ॥২২
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং চারুদেষ্ণ-বিবিন্ধ্যয়োঃ।
বৃত্রবাসবয়ো রাজন্ যথা পূর্ব্বং তথাভবৎ ॥২৩
অন্যোন্যস্যাভিসংক্রুদ্ধাবন্যোন্যং জঘ্নতুঃ শরৈঃ।
বিনদন্তৌ মহারাবান্ সিংহাবিব মহাবলৌ ॥২৪

লাগিল।১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জাম্ববতীতনয় সাম্ব ইন্দ্রের বারিবর্ষণের ন্যায় সেনাপতির উপর প্রবল বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মহারাজ! সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধি অচল হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় সাম্বের সেই তুমুল বাণবর্ষণকে সহ্য করিল।১২-১৩

রাজেন্দ্র! তখন সাম্বকে লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধি মায়ানির্ম্মিত মহাশরজাল নিক্ষেপ করিল।১৪

তারপর সাম্ব সেনাপতির সেই মায়াময় শরজালকে মায়ার দ্বারাই নাশ করিয়া যুগপৎ সহস্র শরের দ্বারা তাহার রথকে অভিবর্ষিত করিল।১৫

তখন সেই শাল্বসেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধি সাম্বশরে প্রপীড়িত হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল।১৬

শাল্বের সেই ক্রূর সেনাপতি পলায়ন করিলে বেগবান্ নামক এক বলবান্ দৈত্য আমার পুত্রের প্রতি ধাবিত হইল।১৭

হে রাজেন্দ্র! বৃষ্ণিকুলগৌরব সাম্ব বেগবান্ বেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহার বেগকে বীরের মত অনায়াসে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১৮

কৌন্তেয়! বীর সত্যপরাক্রম সাম্ব তখন সেই বেগবানের উপর বেগবতী মহাগদা সবেগে নিক্ষেপ করিল।১৯

রাজন্! সেই গদার আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া বাতাহত ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।২০

সেই বীর বেগবান্ গদার দ্বারা নিহত হইল এবং আমার পুত্র শত্রুর মহাসেনার মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবৃষ্ট হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিল।২১

মহারাজ! শাল্বের আদেশে মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথ বিবিন্ধ্যনামক দানব চারুদেষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।২২

তারপর বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের পূর্ব্বে যেমন

রৌক্মিণেয়স্ততো বাণময়্যর্কোপমবর্চসম্।
অভিমন্ত্র্য মহাস্ত্রেণ সন্দধে শত্রুনাশনম্ ॥২৫

স বিবিন্ধ্যায় সক্রোধঃ সমাহূয় মহারথঃ।
চিক্ষেপ মে সুতো রাজন্ স গতাসুরথাপতৎ ॥২৬

বিবিন্ধ্যং নিহতং দৃষ্ট্বা তাঞ্চ বিক্ষোভিতাং চমূম্।
কামগেন স সৌভেন শাল্বঃ পুনরুপাগমৎ ॥২৭

ততো ব্যাকুলিতং সর্বং দ্বারকাবাসি তদ্বলম্।
দৃষ্ট্বা শাল্বং মহাবাহো সৌভস্থং নৃপতে তদা ॥২৮

ততো নির্য্যায় কৌরব্য অবস্থাপ্য চ তদ্বলম্।
আনর্ত্তানাং মহারাজ প্রদ্যুম্নো বাক্যমব্রবীৎ ॥২৯

সর্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু সর্বে পশ্যন্তু মাং যুধি।
নিবারয়ন্তং সংগ্রামে বলাৎ সৌভং সরাজকম্ ॥৩০

অহং সৌভপতেঃ সেনামায়সৈর্ভুজগৈরিব।
ধনুর্ভুজবিনির্মুক্তৈর্নাশয়াম্যদ্য যাদবাঃ ॥৩১

আশ্বসধ্বং ন ভীঃ কার্য্যা সৌভরাড়দ্য নশ্যতি।
ময়াভিপন্নো দুষ্টাত্মা সসৌভো বিনশিষ্যতি ॥৩২

এবং ব্রুবতি সংহৃষ্টে প্রদ্যুম্নে পাণ্ডুনন্দন।
বিষ্ঠিতং তদ্বলং বীর যুযুধে চ যথাসুখম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জ্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

যুদ্ধ হইয়াছিল, চারুদেষ্ণের সহিত বিবিন্ধ্যের তেমনই ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল।২৩

মহাবল দুইটী সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে উভয়ে পরস্পরকে শরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।২৪

তারপর রুক্মিণীপুত্র চারুদেষ্ণ সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান মহাস্ত্রকে মন্ত্রপূত করিয়া শত্রুকে নাশ করিবার জন্য ধনুতে সেই বাণ সন্ধান করিল।২৫

হে রাজন্! ক্রোধের সহিত বিবিন্ধ্যকে সম্যক্ আহ্বান করত ঐ মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিল এবং উহার আঘাতে বিবিন্ধ্য প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।২৬

বিবিন্ধ্যকে নিহত এবং সেনাবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত দেখিয়া শাল্ব কামচারী সেই সৌভ বিমানে আরোহণ করিয়া সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।২৭

হে মহাবাহু নরেশ্বর! বিরাটকায় সৌভ বিমানে আরূঢ় অবস্থায় শাল্বকে দেখিয়া দ্বারকাবাসী সমস্ত সৈন্য ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া প্রদ্যুম্ন দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া আনর্ত্তবাসিগণের ঐ সেনাবাহিনীকে আশ্বাস প্রদান করত বলিতে লাগিল।২৮-২৯

তোমরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, আমি সৌভস্থ রাজা শাল্বের সহিত সৌভ বিমানের গতি যুদ্ধে কেমন করিয়া রোধ করিতেছি।৩০

হে যাদবগণ! আমি আমার ধনু ও হস্ত দ্বারা নিক্ষিপ্ত সর্পসদৃশ লৌহময় শরসমূহের দ্বারা সৌভপতির এই সেনাবাহিনীকে বিনাশ করিতেছি —(তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ)।৩১

তোমরা আশ্বস্ত হও, ভীত হইও না। সৌভরাজ আজ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। আমার কবলে পড়িয়া ঐ দুষ্টাত্মা আজ সৌভবিমানের সহিত বিনষ্ট হইবে।৩২

হে বীর পাণ্ডুনন্দন! প্রদ্যুম্ন প্রফুল্লিতবদনে এইরূপ বলিলে দ্বারকাবাসী সেই সেনাবাহিনী ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সানন্দে যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে সৌভউপাখ্যানে ষোড়শঅধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

[শাল্বেন সহ প্রদ্যুম্নস্য তুমুলং যুদ্ধম্।]

বাসুদেব উবাচ।

এবমুক্ত্বা রৌক্মিণেয়ো যাদবান্ ভরতর্ষভ।
দংশিতৈর্হরিভির্যুক্তং রথমাস্থায় কাঞ্চনম্ ॥১

উচ্ছ্রিত্য মকরং কেতুং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্।
উৎপতদ্ভিরিবাকাশং তৈর্হয়ৈরন্বয়াৎ পরান্ ॥২

বিক্ষিপন্ নাদয়ংশ্চাপি ধনুঃ শ্রেষ্ঠং মহাবলঃ।
তূণখড়্গধরঃ শূরো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ॥৩

স বিদ্যুচ্ছুরিতং চাপং বিহরন্ বৈ তলাৎ তলম্।
মোহয়ামাস দৈতেয়ান্ সর্বান্ সৌভনিবাসিনঃ ॥৪

তস্য বিক্ষিপতশ্চাপং সন্দধানস্য চাসকৃৎ।
নান্তরং দদৃশে কশ্চিন্নিঘ্নতঃ শাত্রবান্ রণে ॥৫

মুখস্য বর্ণো ন বিকল্পতেঽস্য
চেলুশ্চ গাত্রাণি ন চাপি তস্য।
সিংহোন্নতং চাপ্যভিগর্জতোঽস্য
শুশ্রাব লোকোঽদ্ভুতবীর্যমগ্র্যম্ ॥৬

জলেচরঃ কাঞ্চনযষ্টিসংস্থো
ব্যাত্তাননঃ সর্বতিমিপ্রমাথী।
বিত্রাসয়ন্ রাজতি বাহমুখ্যে
শাল্বস্য সেনাপ্রমুখে ধ্বজাগ্র্যঃ ॥৭

সপ্তদশ অধ্যায়।

[শাল্বের সহিত প্রদ্যুম্নের ঘোরতর যুদ্ধ।]

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যাদবগণকে এইরূপ বলিয়া রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন এক সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিল; ঐ রথের অশ্বগুলি বর্ম্মসদৃশপোষাকে সজ্জিত ছিল। তাহার রথে মকরচিহ্নিত ধ্বজ উন্নীত হইয়া শোভা পাইতেছিল; দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন স্বয়ং মহাকাল মুখ ব্যাদন করিয়া অবস্থান করিতেছে। অশ্বগুলি এত দ্রুত ধাবিত হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তাহারা উড়িয়া যাইতেছে। মহাবলশালী প্রদ্যুম্ন পৃষ্ঠে তূণ, কটিদেশে তলোয়ার এবং হস্তে গোধার চর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র ধারণ করত সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রু-সৈন্যের দিকে সেই রথে আরোহণ করিয়া ধাবিত হইল।১-৩

সে এত দ্রুত এক হাত হইতে অন্য হাতে ধনু লইয়া শর নিক্ষেপ করিতেছিল যে, উহা বিদ্যুতের মত চমকাইতেছিল; তাহাতে সৌভনিবাসী দৈত্য সেনাবাহিনী কখন সে শরগ্রহণ ও সন্ধান করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার ফলে তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রদ্যুম্নের শরে বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল।৪

যুদ্ধের সময় কখন শত্রুহন্তা প্রদ্যুম্ন শরগ্রহণ, বারবার কখন সন্ধান এবং কখন শত্রুগণের উপর নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা (যাদবগণের মধ্যেও) কেহই দেখিতে পারিতেছিল না।৫

তাহার মুখের বর্ণ বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, শরীর সামান্যও কম্পিত হয় নাই। সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী প্রদ্যুম্নের সেই অদ্ভুত সিংহতুল্য পরাক্রম সকলেই শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইল।৬

শাল্বের সেনার সম্মুখে প্রদ্যুম্নের কাঞ্চনময় রথের ধ্বজায় প্রস্থিত সকল প্রকার তিমির এবং মৎস্যেরও মর্দ্দনকারী সেই ব্যাত্তানন (হাঁকরা মুখ) মকর-চিহ্নটী শাল্বের সেনাবাহিনীকে যেন বিত্রাসিত করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিল।৭

ততস্তূর্ণং বিনিষ্পত্য প্রদ্যুম্নঃ শক্রকর্ষণঃ।
শাল্বমেবাভিদুদ্রাব বিবিৎসুঃ কলহং নৃপ ॥৮
অভিযানন্তু বীরেণ প্রদ্যুম্নেন মহারণে।
নামর্ষয়ত সংক্রুদ্ধঃ শাল্বঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥৯
স রোষমদমত্তো বৈ কামগাদবরুহ্য চ।
প্রদ্যুম্নং যোধয়ামাস শাল্বঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১০
তয়োঃ সুতুমুলং যুদ্ধং শাল্ব-বৃষ্ণিপ্রবীরয়োঃ।
সমেতা দদৃশুর্লোকা বলি-বাসবয়োরিব ॥১১
তস্য মায়াময়ো বীর রথো হেমপরিষ্কৃতঃ।
সপতাকঃ সধ্বজশ্চ সানুকর্ষঃ স তূণবান্ ॥১২
স তং রথবরং শ্রীমান্ সমারুহ্য কিল প্রভো।
মুমোচ বাণান্ কৌরব্য প্রদ্যুম্নায় মহাবলঃ ॥১৩

ততো বাণময়ং বর্ষং ব্যসৃজৎ তরসা রণে।
প্রদ্যুম্নো ভুজবেগেন শাল্বং সম্মোহয়ন্নিব ॥১৪
স তৈরভিহতঃ সংখ্যে নামর্ষয়ত সৌভরাট্।
শরান্ দীপ্তাগ্নিসঙ্কাশান্ মুমোচ তনয়ে মম ॥১৫
তমাপতন্তং বাণৌঘং স চিচ্ছেদ মহাবলঃ।
ততশ্চান্যাঞ্ছরান্ দীপ্তান্ প্রচিক্ষেপ সুতে মম ॥১৬
স শাল্ববাণৈ রাজেন্দ্র বিদ্ধো রুক্মিণিনন্দনঃ।
মুমোচ বাণং ত্বরিতো মর্মভেদিনমাহবে ॥১৭
তস্য বর্ম বিভিদ্যাশু স বাণো মৎসুতেরিতঃ।
বিব্যাধ হৃদয়ং পত্রী স মুমোহ পপাত চ ॥১৮
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে শাল্বরাজে বিচেতসি।
সম্প্রাদ্রবন্ দানবেন্দ্রা দারয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥১৯

নৃপ! তারপর শক্রহন্তা প্রদ্যুম্ন দ্রুত অগ্রসর হইয়া শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় তাহার প্রতি ধাবিত হইল।৮

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! মহাসংগ্রামে বীর প্রদ্যুম্নের এই স্পর্দ্ধিত অভিযানকে ক্রুদ্ধ শাল্ব সহ্য করিতে পারিল না।৯

ক্রোধমদে মত্ত হইয়া শত্রুপুরজয়ী শাল্ব ইচ্ছানুসারে সেই বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।১০

তখন ইন্দ্র ও বলির পরস্পর ভীষণ যুদ্ধের ন্যায় শাল্ব ও প্রদ্যুম্নের সেই তুমুল যুদ্ধ সকলে আগ্রহের সহিত দর্শন করিতে লাগিল।১১

নিম্নে অবতরণ করিলেও শাল্ব বিরথ ছিল না; সে একটী মায়াময় রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার রথখানি সুবর্ণখচিত এবং ধ্বজ, পতাকা, তূণ ও অনুকর্ষ (রথের অধোভাগে স্থিত কাষ্ঠবিশেষ) দ্বারা পরিশোভিত ছিল।১২

হে প্রভো! শ্রীমান্ শাল্ব সেই রথে আরোহণ করত প্রদ্যুম্নের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১৩

তখন প্রদ্যুম্নও যুদ্ধে শাল্বকে যেন মোহিত করিয়াই নিজ ভুজবেগে শাল্বের প্রতি অতি ক্ষিপ্রতা-সহকারে বারিধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।১৪

সেই বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া সৌভপতি প্রদ্যুম্নের বীর্য্যকে সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার উপর প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১৫

মহাবল প্রদ্যুম্ন সেই বাণজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তারপর শাল্ব পুনরায় আমার পুত্রের উপর দীপ্যমান শরসমূহ নিক্ষেপ করিল।১৬

হে রাজেন্দ্র! শাল্বের বাণে বিদ্ধ হইয়া রুক্মিণীনন্দন যুদ্ধে তখন অতি শীঘ্র মর্মভেদী বাণে শত্রুকে আঘাত করিল।১৭

আমার পুত্র প্রদ্যুম্নের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ শাল্বের

হাহাকৃতমভূৎ সৈন্যং শাল্বস্য পৃথিবীপতে।
নষ্টসংজ্ঞে নিপতিতে তদা সৌভপতৌ নৃপে ॥২০

তত উত্থায় কৌরব্য প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
মুমোচ বাণান্ সহসা প্রদ্যুম্নায় মহাবলঃ ॥২১
তৈঃ স বিদ্ধো মহাবাহুঃ প্রদ্যুম্নঃ সমরে স্থিতঃ।
জত্রুদেশে ভৃশং বীরো ব্যবসীদদ্ রথে তদা ॥২২
তং স বিদ্ধ্বা মহারাজ শাল্বো রুক্মিণিনন্দনম্।
ননাদ সিংহনাদং বৈ নাদেনাপূরয়ন্ মহীম্ ॥২৩

ততো মোহং সমাপন্নে তনয়ে মম ভারত।
মুমোচ বাণাংস্ত্বরিতঃ পুনরন্যান্ দুরাসদান্ ॥২৪

স তৈরভিহতো বাণৈর্বহুভিস্তেন মোহিতঃ।
নিশ্চেষ্টঃ কৌরবশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নোঽভূদ্ রণাজিরে ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

হৃদয়কে বিদ্ধ করিল এবং সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।১৮

শাম্বরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে দানবসৈন্যগণ সমস্ত পৃথিবী বিদারিত করিয়াই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলাইতে লাগিল।১৯

হে পৃথিবীপতে! রাজা সৌভপতিকে মূর্চ্ছিত ও নিপতিত দেখিয়া তাহার সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল।২০

হে কৌরব্য! কিছুক্ষণের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত উত্থিত হইয়া মহাবল শাল্ব প্রদ্যুম্নের প্রতি বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২১

শাল্বের সেই বাণসমূহের দ্বারা জত্রুদেশে (কণ্ঠের মূলভাগে) অত্যন্ত আহত হইয়া যুদ্ধরত মহাবাহু প্রদ্যুম্ন রথের উপর অবসন্ন হইয়া পড়িল।২২

হে মহারাজ! রুক্মিণীনন্দনকে ঐরূপে বাণবিদ্ধ দেখিয়া শাল্ব সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সেই নাদে চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।২৩

হে ভারত! তারপর আমার পুত্রকে মোহাবিষ্ট দেখিয়া সে তদুপরি অতিক্রুত অতি দুর্দ্ধর্ষ আরও বাণসমূহ নিক্ষেপ করিল।২৪

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! সংগ্রামক্ষেত্রে এইভাবে শাল্বের বাণজালে পুনরায় আহত হইয়া প্রদ্যুম্ন রথের উপর নিস্পন্দ অবস্থায় রহিল।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে সৌভবধোপাখ্যানে সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[মূর্চ্ছাবস্থায়াং সারথিনা রণভূমিতঃ স্বস্যাপসারণেকৃতে প্রদ্যুম্নস্যানুতাপঃ, সারথেস্তিরস্কারশ্চ।]

বাসুদেব উবাচ

শাল্ববাণার্দিতে তস্মিন্ প্রদ্যুম্নে বলিনাং বরে।
বৃষ্ণয়ো ভগ্নসংকল্পা বিব্যথুঃ পৃতনাগতাঃ ॥১

হাহাকৃতমভূৎ সর্বং বৃষ্ণ্যন্ধকবলং ততঃ।
প্রদ্যুম্নে মোহিতে রাজন্ পরে চ মুদিতা ভৃশম্ ॥২

তং তথা মোহিতং দৃষ্ট্বা সারথির্জবনৈর্হয়ৈঃ।
রণাদপাহরৎ তূর্ণং শিক্ষিতো দারুকিস্তদা ॥৩

নাতিদূরাপযাতে তু রথে রথবরপ্রণুৎ।
ধনুর্গৃহীত্বা যন্তারং লব্ধসংজ্ঞোঽব্রবীদিদম্ ॥৪

সৌতে কিং তে ব্যবসিতং কস্মাদ্ যাসি পরাঙ্মুখঃ।
নৈষ বৃষ্ণিপ্রবীরাণামাহবে ধর্ম উচ্যতে ॥৫

কচ্চিৎ সৌতে ন তে মোহঃ শাল্বং দৃষ্ট্বা মহাহবে।
বিষাদো বা রণং দৃষ্ট্বা ব্রূহি মে ত্বং যথাতথম্ ॥৬

সৌতিরুবাচ।

জানার্দনে ন মে মোহো নাপি মাং ভয়মাবিশৎ।
অতিভারস্তু তে মন্যে শাল্বং কেশবনন্দন ॥৭

সোঽপযামি শনৈর্বীর বলবানেষ পাপকৃৎ।
মোহিতশ্চ রণে শূরো রক্ষ্যঃ সারথিনা রথী ॥৮

আয়ুষ্মংস্ত্বং ময়া নিত্যং রক্ষিতব্যস্ত্বয়াপ্যহম্।
রক্ষিতব্যো রথী নিত্যমিতি কৃত্বাপযাম্যহম্ ॥৯

একশ্চাসি মহাবাহো বহবশ্চাপি দানবাঃ।
ন সমং রৌক্মিণেয়াহং রণে মত্বাপযামি বৈ ॥১০

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মূর্চ্ছাবস্থায় সারথিকর্তৃক রণভূমি হইতে অপসারিত হওয়ায় প্রদ্যুম্নের অনুতাপ ও সারথিকে তিরস্কার।]

বাসুদেব বলিলেন,—বলিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন শাল্ববাণে প্রপীড়িত হইলে সেনাস্থিত বৃষ্ণিবংশীয়গণ ভগ্নমনোরথ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল।১

রাজন্! প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হওয়ায় বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল এবং শত্রুগণ আনন্দিত হইল।২

তাহাকে ঐরূপভাবে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাহার শিক্ষিত সারথি দারুকি তখন দ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা প্রদ্যুম্নকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।৩

বেশী দূর যাইতে না যাইতেই মহারথীকেও জয় করিতে সমর্থ সেই প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞালাভ করিল এবং ধনু গ্রহণ করিয়া সারথিকে বলিল।৪

হে সূতপুত্র! তুমি কি নিশ্চয় করিয়াছ? তুমি পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতেছ কেন? ইহা যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশীয়গণের ধর্ম্ম নহে।৫

হে সারথি! মহারণে শাল্বকে দেখিয়া কি তোমার মোহ হইয়াছে? অথবা তাহার যুদ্ধ দর্শনে কি তোমার মনে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে—তুমি ইহা যথাযথভাবে আমাকে বল।৬

সারথি বলিল,—হে জনার্দ্দনকুমার! শাল্বকে দেখিয়া আমার মনে মোহ বা ভয় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু হে কেশবনন্দন! আমার নিকট মনে হইয়াছে যে, শাল্ব তোমার পক্ষে বহনের অযোগ্য অতি ভারস্বরূপ হইয়াছে।৭

হে বীর! এই পাপিষ্ঠ অত্যন্ত বলবান্ বলিয়া মনে হওয়ায় আমি ধীরে ধীরে রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়াছি। যুদ্ধে রথী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সারথির কর্ত্তব্য তাহাকে রক্ষা করা।৮

হে আয়ুষ্মন্! তুমি যেমন সারথি আমাকে সতত রক্ষা করিবে, তেমনই আমারও কর্ত্তব্য তোমাকে রক্ষা করা, এই মনে করিয়া আমি রণস্থল হইতে অপগত হইয়াছি।৯

এবং ব্রুবতি সূতে তু তদা মকরকেতুমান্।
উবাচ সূতং কৌরব্য নিবর্ত্তয় রথং পুনঃ ॥১১

দারুকাত্মজ মৈবং ত্বং পুনঃ কার্য্যঃ কথঞ্চন।
ব্যপযানং রণং সৌতে জীবতো মম কর্হিচিৎ ॥১২

ন স বৃষ্ণিকুলে জাতো যো বৈ ত্যজতি সংগরম্।
যো বা নিপতিতং হন্তি তবাস্মীতি চ বাদিনম্ ॥১৩

তথা স্ত্রিয়ঞ্চ যো হন্তি বালং বৃদ্ধং তথৈব চ।
বিরথং বিপ্রকীর্ণঞ্চ ভগ্নশস্ত্রায়ুধং তথা ॥১৪

ত্বঞ্চ সূতকুলে জাতো বিনীতঃ সূতকর্ম্মণি।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চাসি বৃষ্ণীনামহবেষ্বপি দারুকে ॥১৫

স জানংশ্চরিতং কৃৎস্নং বৃষ্ণীনাং পৃতনামুখে।
অপযানং পুনঃ সৌতে মৈবং কার্য্যঃ কথঞ্চন ॥১৬

অপযাতং হতং পৃষ্ঠে ভ্রান্তং রণপলায়িতম্।
গদাগ্রজো দুরাধর্ষঃ কিং মাং বক্ষ্যতি মাধবঃ ॥১৭

কেশবস্যাগ্রজো বাপি নীলবাসা মদোৎকটঃ।
কিং বক্ষ্যতি মহাবাহুর্বলদেবঃ সমাগতঃ ॥১৮

কিং বক্ষ্যতি শিনের্নপ্তা নরসিংহো মহাধনুঃ।
অপযাতং রণাৎ সূত সাম্বশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥১৯

চারুদেষ্ণশ্চ দুর্দ্ধর্ষস্তথৈব গদসারণৌ।
অক্রূরশ্চ মহাবাহুঃ কিং মাং বক্ষ্যতি সারথে ॥২০

শূরং সম্ভাবিতং শান্তং নিত্যং পুরুষমানিনম্।
স্ত্রিয়শ্চ বৃষ্ণিবীরাণাং কিং মাং বক্ষ্যন্তি সংহতাঃ ॥২১

প্রদ্যুম্নোঽয়মুপায়াতি ভীতস্ত্যক্ত্বা মহাহবম্।
ধিগেনমিতি বক্ষ্যন্তি ন তু বক্ষ্যন্তি সাধ্বিতি ॥২২

তুমি একাকী এবং দানবগণ সংখ্যায় বহু ছিল; একাকী তোমাকে বহুর সঙ্গে যুদ্ধে সমান বলিয়া মনে করি নাই। সেইজন্যই আমি অপগত হইয়াছি।১০

হে কৌরব! সারথি এই কথা বলিলে মকরকেতুধারী প্রদ্যুম্ন তাহাকে বলিল—পুনরায় তুমি এখনই রথ ফিরাও। হে দারুকাত্মজ! আর কখনও এরূপ করিও না। আমি প্রাণে জীবিত থাকিতে রণস্থল হইতে আমাকে কখনও অপসরণ করিবে না।১১-১২

বৃষ্ণিবংশে এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই, যে না্কি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে অথবা 'আমি তোমার' বলিয়া যে শরণাগত হইয়াছে, তাহাকে বধ করিয়াছে।১৩

অথবা এমন কেহ বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয় নাই, যে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, রথহীন, ভয়ে উর্দ্ধকেশ অথবা যাহার অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট হইয়াছে—এমন কাহারও উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে।১৪

হে দারুকাত্মজ! তুমি সারথিকুলে উৎপন্ন হইয়াছ, সারথির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশীয়গণের ধর্ম্ম কি—তাহাও তোমার জানা আছে।১৫

হে সূতপুত্র! রণমুখে বৃষ্ণিবংশীয়গণের সকল ধর্ম্ম জানিয়া শুনিয়া পুনরায় এইরূপভাবে রণস্থল হইতে আমাকেও অপসারিত করিবে না।১৬

আমি রণস্থল হইতে অপগত হইয়াছি; পৃষ্ঠে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ভ্রান্তচিত্ত হইয়া যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়াছি—ইহা শুনিলে গদাগ্রজ মাধব আমাকে কি বলিবেন?১৭

কেশবের জ্যেষ্ঠ নীলাম্বরধারী মদমত্ত মহাবাহু বলদেব আসিয়া আমাকে কি বলিবেন?১৮

শিনির নপ্তা (নাতি) নরশ্রেষ্ঠ মহাধানুষ্কি সাত্যকি ও সমরবিজয়ী সাম্ব আমাকে কি বলিবেন?১৯

হে সারথে! দুর্দ্ধর্ষ চারুদেষ্ণ, গদ ও সারণ এবং মহাবাহু অক্রূর আমাকে কি বলিবেন?২০

বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের মধ্যে যাহার বীরত্ব ও সর্ব্বদিকে পৌরুষের খ্যাতি আছে এবং যাহার দ্বারা বৃষ্ণিবংশে গৌরব রক্ষা করা সম্ভব, সেই বৃষ্ণিবীর-

ধিগ্বাচা পরিহাসোঽপি মম বা মদ্বিধস্য বা।
মৃত্যুনাভ্যধিকঃ সৌতে স ত্বং মা ব্যপযাঃ পুনঃ ॥২

ভারং হি ময়ি সংন্যস্য যাতো মধুনিহা হরিঃ।
যজ্ঞং ভারতসিংহস্য ন হি শক্যোঽস্য মর্ষিতুম্ ॥২৪

কৃতবর্মা ময়া বীরো নির্যাস্যন্নেব বারিতঃ।
শাল্বং নিবারয়িষ্যেঽহং তিষ্ঠ ত্বমিতি সূতজ ॥২৫

স চ সম্ভাবয়ন্ মাং বৈ নিবৃত্তো হৃদিকাত্মজঃ।
তং সমেত্য রণং ত্যক্ত্বা কিং বক্ষ্যামি মহারথম্ ॥২

উপযান্তং দুরাধর্ষং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
পুরুষং পুণ্ডরীকাক্ষং কিং বক্ষ্যামি মহাভুজম্ ॥২৭

দিগের নারীগণ একত্রিত হইয়া আমাকে কি বলিবেন ?২১

এই সেই প্রদ্যুম্ন, যে নাকি ভীত হইয়া মহাযুদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহাকে ধিক্— ইহাই সকলে বলিবে, কেহ আমার কর্মে সাধুবাদ দিবে না।২২

আমাকে বা আমার মত বীরপুরুষকে 'ধিক্' শব্দের দ্বারা পরিহাস করিলেও তাহা আমার মৃত্যুর চেয়েও অধিক; সুতরাং হে সূতনন্দন! তুমি পুনরায় এইরূপ ভাবে কখনও রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে না।২৩

আমার উপর দ্বারকারক্ষার ভার দিয়া মধুসূদন হরি ভরতবংশের শিরোমণি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গিয়াছেন, সুতরাং আমি যুদ্ধ হইতে অপগত হইলে আমাকে তিনি কখনও ক্ষমা করিবেন না।২৪

হে সূতজ! শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত কৃতবর্ম্মাকে 'আমি স্বয়ং শাল্বকে নিবারণ করিব, তুমি দাঁড়াও'—এই বলিয়া বারণ করিয়াছি।২৫

সেই হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা আমার উপর ভরসা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। সেই আমি রণ পরিত্যাগ করিলে তাহার সহিত দেখা হইলে

সাত্যকিং বলদেবঞ্চ যে চান্যেঽন্ধক-বৃষ্ণয়ঃ।
ময়া স্পর্ধন্তি সততং কিং নু বক্ষ্যামি তানহম্ ॥২৮

ত্যক্ত্বা রণমিমং সৌতে পৃষ্ঠতোঽভ্যাহতঃ শরৈঃ।
ত্বয়াপনীতো বিবশো ন জীবেয়ং কথঞ্চন ॥২৯

স নিবর্ত্ত রথেনাশু পুনর্দারুকনন্দন।
ন চৈতদেবং কর্তব্যমথাপৎসু কথঞ্চন ॥৩০

ন জীবিতমহং সৌতে বহু মন্যে কথঞ্চন।
অপযাতো রণাদ্ ভীতঃ পৃষ্ঠতোঽভ্যাহতঃ শরৈঃ ॥৩১

কদাপি সূতপুত্র ত্বং জানীষে মাং ভয়ার্দিতম্।
অপযাতং রণং হিত্বা যথা কাপুরুষং তথা ॥৩২

তাহাকে কি বলিব ?২৬

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কমললোচন অজেয় মহাবাহু পুরুষোত্তম যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাঁহাকে আমি কি বলিব ?২৭

সাত্যকি, বলদেব এবং অন্যান্য অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ, যাঁহারা সর্ব্বদাই আমার সহিত শৌর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, আমি তাহাদিগকেই বা কি বলিব ?২৮

সূতপুত্র! আমি রণস্থল পরিত্যাগ করত পৃষ্ঠদেশে শরের দ্বারা আহত হইয়া তোমাকর্তৃক অপনীত হইলে আমি কখনও বিবশতাপন্ন সেই প্রাণ রাখিব না।২৯

সুতরাং হে দারুকনন্দন! তুমি শীঘ্র এখনই রথ লইয়া ফিরিয়া চল; বিপদ হইলেও পুনরায় এরূপে পলায়ন করিও না।৩০

সূতনন্দন! রণস্থল হইতে পৃষ্ঠদেশে শরাহত হইয়া ভীতচিত্তে অপগমন করত আমি সেই জীবন রক্ষাকে গৌরববোধ করিতে ইচ্ছুক নহি।৩১

হে সূতপুত্র! তুমি কি মনে কর আমি ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর কোন কাপুরুষ ?৩২

ন যুক্তং ভবতা ত্যক্তুং সংগ্রামং দারুকাত্মজ।
ময়ি যুদ্ধার্থিনি ভৃশং স ত্বং যাহি যতো রণম্ ॥৩৩

হে দারুকাত্মজ। আমি অত্যন্ত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী পুরুষ, সুতরাং সংগ্রামক্ষেত্র পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই, তুমি এখনই রথ লইয়া ফিরিয়া চল।৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধ-উপাখ্যানে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[প্রদ্যুম্নেন শাল্বস্য পরাজয়ঃ।

বাসুদেব উবাচ।

এবমুক্তস্তু কৌন্তেয় সূতপুত্রস্ততোঽব্রবীৎ।
প্রদ্যুম্নং বলিনাং শ্রেষ্ঠং মধুরং শ্লক্ষ্ণমঞ্জসা ॥১

ন মে ভয়ং রৌক্মিণেয় সংগ্রামে যচ্ছতো হয়ান্।
যুদ্ধজ্ঞোঽস্মি চ বৃষ্ণীনাং নাত্র কিঞ্চিদতোঽন্যথা ॥২

আয়ুষ্মন্নুপদেশস্তু সারথ্যে বর্ততাং স্মৃতঃ।
সর্বার্থেষু রথী রক্ষ্যস্ত্বঞ্চাপি ভৃশপীড়িতঃ ॥৩

ত্বং হি শাল্বপ্রযুক্তেন শরেণাভিহতো ভৃশম্।
কশ্মলাভিহতো বীর ততোঽহমপযাতবান্ ॥৪

স ত্বং সাত্বতমুখ্যাদ্য লব্ধসংজ্ঞো যদৃচ্ছয়া।
পশ্য মে হয়সংযানে শিক্ষাং কেশবনন্দন ॥৫

দারুকেণাহমুৎপন্নো যথাবচ্চৈব শিক্ষিতঃ।
বীতভীঃ প্রবিশাম্যেতাং শাল্বস্য প্রথিতাং চমূম্ ॥৬

একোনবিংশ অধ্যায়।

(প্রদ্যুম্ন কর্তৃক শাম্বের পরাজয়।)

বাসুদেব বলিলেন,—হে কুন্তীতনয়। প্রদ্যুম্ন ঐরূপ বলিলে তখন সারথি বলিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নকে সংক্ষিপ্ত মধুর বাক্যে বলিল।১

হে রৌক্মিণেয়! সংগ্রামক্ষেত্রে অশ্বচালনা করিতে আমি মোটেই ভীত নহি এবং বৃষ্ণিবংশীয় যুদ্ধরীতিও আমার জানা আছে। এ বিষয়ে আপনি যাহা বলিলেন, তাহাও আমার বাক্য হইতে ভিন্ন নহে।২

হে আয়ুষ্মন্! সারথ্য কর্ম্মে যে উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া আছে, তাহার বিস্মৃতি আমার হয় নাই। সারথি রথীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে—ইহা আমার স্মরণ ছিল এবং তুমিও তখন শাম্ববাণে অত্যন্ত পীড়িত ছিলে।৩

যখন দেখিলাম তুমি শাম্বের বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া মূর্চ্ছারূপ কশ্মলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছ, হে বীর। তখনই আমি রথকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিয়াছি।৪

হে সাত্বতপ্রধান। সেই তুমি দৈবকৃপায় পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছ। হে কেশব-নন্দন। এইবার অশ্ব সঞ্চালনে আমি কিরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাও দেখ।৫

আমি দারুকের পুত্র এবং যথারীতি শিক্ষাও

বাসুদেব উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো বীর হয়ান্ সঞ্চোদ্য সংগরে।
রশ্মিভিস্তু সমুদ্যম্য জবেনাভ্যপতৎ তদা ॥৭

মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ।
সব্যানি চ বিচিত্রাণি দক্ষিণানি চ সর্বশঃ ॥৮

প্রতোদেনাহতা রাজন্ রশ্মিভিশ্চ সমুদ্যতাঃ।
উৎপতন্ত ইবাকাশে ব্যচরংস্তে হয়োত্তমাঃ ॥৯

তে হস্তলাঘবোপেতং বিজ্ঞায় নৃপ দারুকিম্।
দহ্যমানা ইব তদা নাস্পৃশংশ্চরণৈর্মহীম্ ॥১০

সোঽপসব্যাং চমূং তস্য শাল্বস্য ভরতর্ষভ।
চকার নাতিযত্নেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১১

অমৃষ্যমাণোঽপসব্যং প্রদ্যুম্নেন চ সৌভরাট্।
যন্তারমস্য সহসা ত্রিভির্বাণৈঃ সমার্দয়ৎ ॥১২

দারুকস্য সুতস্তত্র বাণবেগমচিন্তয়ন্।
ভূয় এব মহাবাহো প্রযযাবপসব্যতঃ ॥১৩

ততো বাণান্ বহুবিধান্ পুনরেব স সৌভরাট্।
মুমোচ তনয়ে বীর মম রুক্মিণিনন্দনে ॥১৪

তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ পরবীরহা।
রৌক্মিণেয়ঃ স্মিতং কৃত্বা দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥১৫

ছিন্নান্ দৃষ্ট্বা তু তান্ বাণান্ প্রদ্যুম্নেন চ সৌভরাট্।
আসুরীং দারুণাং মায়ামাস্থায় ব্যসৃজচ্ছরান্ ॥১৬

প্রযুজ্যমানমাজ্ঞায় দৈতেয়াস্ত্রং মহাবলম্।
ব্রহ্মাস্ত্রেণান্তরাচ্ছিত্বা মুমোচান্যান্ পতৎত্রিণঃ ॥১৭

লাভ করিয়াছি, আমি এখন নির্ভয়ে কেমন করিয়া শাল্বের প্রসিদ্ধ সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করি, তাহা তুমি দেখ।৬

বাসুদেব বলিলেন,—হে বীর! এই বলিয়া সারথি সম্যক্ উদ্যম সহকারে লাগামের দ্বারা ঘোড়াগুলিকে এমনভাবে চালনা করিল যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইল।৭

সে সম, বিষম, বাম দক্ষিণ প্রভৃতি বিচিত্র মণ্ডলাকার গতিতে রথ চালনা করিল।৮

সূতপুত্রের চাবুক প্রহারে এবং তাহার হস্তস্থিত লাগামের আকর্ষণ বিকর্ষণে আহত হইয়া শ্রেষ্ঠ অশ্বগুলি এমন দ্রুতবেগে ধাবিত হইল যে, দেখিয়া মনে হইল যেন উহারা আকাশে উড়িয়া যাইতেছে।৯

দারুকের হস্তলাঘব বুঝিতে পারিয়া ঘোড়াগুলি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এমন দৌড়িতে লাগিল যে, মনে হইতে লাগিল যেন উহাদের চরণ পৃথিবীকে স্পর্শই করিতেছে না।১০

হে ভরতর্ষভ! দারুকের পুত্র অনায়াসে শাল্বের সেনাবাহিনীকে দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রসর হইল; তাহার এই অদ্ভুত কার্য্যে সকলেই বিস্মিত হইল।১১

প্রদ্যুম্ন বামাবর্ত্তে চলিয়া গেল—ইহা দেখিয়া সৌভরাজ দারুকির এই স্পর্দ্ধাকে সহ্য করিতে না পারিয়া তিন বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিল।১২

দারুকের পুত্র সেই বাণবেগকে গ্রাহ্য না করিয়া পুনরায় শাল্বকে দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রসর হইল।১৩

বীর শাল্ব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তখন আমার পুত্র প্রদ্যুম্নের উপর বহুবিধ বাণবর্ষণ করিতে লাগিল।১৪

রুক্মিণীপুত্র ঈষৎ হাস্য করত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই বাণগুলিকে তাহার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই বাণসমূহের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।১৫

নিজের বাণসমূহ প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে দেখিয়া সৌভরাজ ভয়ানক আসুরী মায়া বিস্তার করত শরজাল সৃজন করিল।১৬

মহাশক্তিশালী দৈত্যাস্ত্রের প্রয়োগ শাল্ব করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাস্ত্রের

তে তদস্ত্রং বিধূয়াশু বিব্যধু রুধিরাশনাঃ।
শিরস্যুরসি বক্ত্রে চ স মুমোহ পপাত চ ॥১৮

তস্মিন্ নিপতিতে ক্ষুদ্রে শাল্বে বাণপ্রপীড়িতে।
রৌক্মিণেয়োঽপরং বাণং সন্দধে শত্রুনাশনম্ ॥১৯

তমর্চিতং সর্বদশার্হপুঙ্গৈ-
রাশীবিষাগ্নিজ্বলনপ্রকাশম্।
দৃষ্টা শরং জ্যামভিনীয়মানং
বভূব হাহাকৃতমন্তরীক্ষম্ ॥২০

ততো দেবগণাঃ সর্বে সেন্দ্রাঃ সহধনেশ্বরাঃ
নারদং প্রেষয়ামাসুঃ শ্বসনঞ্চ মনোজবম্ ॥২১

তৌ রৌক্মিণেয়মাগম্য বচোঽব্রূতাং দিবৌকসাম্।
নৈষ বধ্যস্ত্বয়া বীর শাল্বরাজঃ কথঞ্চন ॥২২

সংহরস্ব পুনর্বাণমবধ্যোঽয়ং ত্বয়া রণে।
এতস্য চ শরস্যাজৌ নাবধ্যোঽস্তি পুমান্ কচিৎ ॥২৩

মৃত্যুরস্য মহাবাহো রণে দেবকিনন্দনঃ।
কৃষ্ণঃ সংকল্পিতো ধাত্রা তন্মিথ্যা ন ভবেদিতি ॥২৪

ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ প্রদ্যুম্নঃ শরমুত্তমম্।
সংজহার ধনুঃ শ্রেষ্ঠাৎ তূণে চৈব ন্যবেশয়ৎ ॥২৫

তত উত্থায় রাজেন্দ্র শাল্বঃ পরমদুর্মনাঃ।
ব্যপায়াৎ সবলস্তূর্ণং প্রদ্যুম্নশরপীড়িতঃ ॥২৬

স দ্বারকাং পরিত্যজ্য ক্রূরো বৃষ্ণিভিরর্দিতঃ।
সৌভমাস্থায় রাজেন্দ্র দিবমাচক্রমে তদা ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি সৌভবধোপাখ্যানে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

দ্বারা মধ্যপথেই তাহাদিগকে ছেদন করিয়া অপর অসংখ্য বাণ তাহার উপর বর্ষণ করিল।১৭

শণিতপায়ী সেই বাণসমূহ শাম্বের অস্ত্রসমূহকে খণ্ডন করত তাহার মুখ, মস্তক ও বক্ষদেশ এমন গভীর ভাবে বিদ্ধ করিল যে, শাম্ব তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া রথের উপর পতিত হইল।১৮

শাম্ব ঐভাবে বাণাঘাতে রথের উপর পড়িয়া গেলে রুক্মিণীপুত্র তখন তাহার মত শত্রুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রেষ্ঠ বাণ ধনুকে জুড়িল।১৯

যাদবগণের দ্বারা পূজিত, বিষধর সর্প ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশশীল সেই বাণকে ধনুর গুণেতে আরোপিত হইতে দেখিয়া অন্তরিক্ষে হাহাকার পড়িয়া গেল।২০

সেই সময় ইন্দ্র ও কুবেরের সহিত মিলিত দেবগণ পরামর্শ করিয়া দেবর্ষি নারদ ও বায়ুকে তখন প্রেরণ করিলেন।২১

তাঁহারা দুইজন রুক্মিণীপুত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—হে বীর! শাম্বকে বধ করা তোমার পক্ষে কখনই উচিত নহে।২২

তুমি এই বাণকে সংহার কর। যুদ্ধে শাম্ব তোমার বধ্য নহে। তোমার দ্বারা সন্ধানীকৃত এই বাণের অবধ্য এজগতে কেহ নাই।২৩

বিধাতা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইহার মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন। বিধাতার বিধানকে মিথ্যা হইতে দেওয়া তোমার উচিত নহে।২৪

তখন তাঁহাদের কথায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া প্রদ্যুম্ন সেই শর তাহার শ্রেষ্ঠ ধনু হইতে সংহার করিয়া তূণের মধ্যে রাখিল।২৫

অনন্তর প্রদ্যুম্নের শরে প্রপীড়িত হইয়া রাজেন্দ্র শাম্ব অত্যন্ত দুঃখিত মনে সসৈন্যে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল।২৬

হে রাজেন্দ্র! বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া ক্রূরকর্মা শাম্ব সেই সৌভবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকা পরিত্যাগ করত আকাশমার্গে গমন করিল।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে সৌভবধোপাখ্যানে একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

বুক পোষ্ট

বিলি না হইলে প্রেরকের ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

"আর্য্য-শাস্ত্র"

(সনাতন শাস্ত্র প্রচারে নিয়োজিত মাসিক মুখপত্র)

৩৮-সি, বিধান সরণি,

কলিকাতা-৬

গ্রাহক নং

নাম ও ঠিকানা :

1682. Sri Raseswar Mookherjee,
62, Dr. Saroj Mukherjee St,
P.O. Uttarpara, Dist. Hooghly.

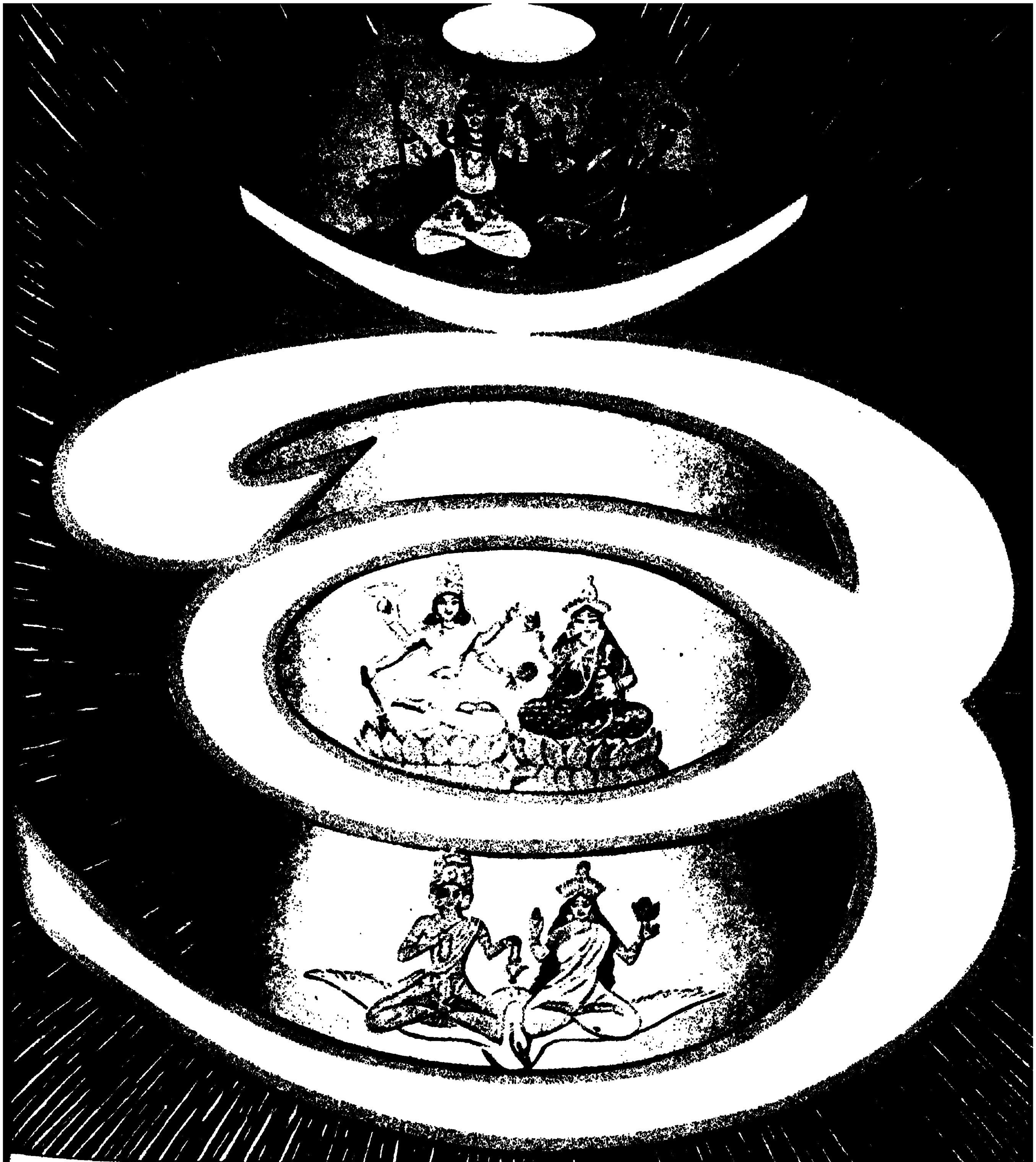

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব ।

মা, মা, মা !

আঁধারে আতঙ্কে মরি জাগো জাগো হে শঙ্করি !
কাল ঐ ছুটে আসে আর কবে জাগ্‌বি মা ।
হে গুরো করুণাসিন্ধু, বিতরি করুণাবিন্দু
দূর কর ব্যবধান যাচি পদসরোজে ।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের গ্লানি, আর অধর্ম্মের উত্থিতি হয়—যেই যেই কালে, হে ভারত ! সেই কালে করি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের রক্ষণ, অসাধুবৃন্দের বিনাশের তরে, আর উত্তমরূপে স্থাপিতে ধরমে, যুগে যুগে আমি হই অবতীর্ণ ধরাধামে।

[মহাভারত—চতুর্দশ

[অষ্টমবর্ষ, শ্রাবণ মাস, ১৩৭৬]　　[দ্বিতীয় সংখ্যা—শায়নী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মুদ্রা-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]　　[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৮৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ „

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ „

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২'০০ „

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-শাল্বয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্।]

বাসুদেব উবাচ।

আনর্তনগরং মুক্তং ততোঽহমগমং তদা।
মহাক্রতৌ রাজসূয়ে নিবৃত্তে নৃপতে তব ॥১

অপশ্যং দ্বারকাং চাহং মহারাজ হতত্বিষম্।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাং নির্ভূষণবরস্ত্রিয়ম্ ॥২

অনভিজ্ঞেয়রূপাণি দ্বারকোপবনানি চ।
দৃষ্ট্বা শঙ্কোপপন্নোঽহমপৃচ্ছং হৃদিকাত্মজম্ ॥৩

অস্বস্থনরনারীকমিদং বৃষ্ণিকুলং ভৃশম্।
কিমিদং নরশার্দূল শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৪

এবমুক্তঃ স তু ময়া বিস্তরেণেদমব্রবীৎ।
রোধং মোক্ষঞ্চ শাল্বেন হার্দিক্যো রাজসত্তম ॥৫

ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ শ্রুত্বা সর্বমশেষতঃ।
বিনাশে শাল্বরাজস্য তদৈবাকরবং মতিম্ ॥৬

ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ সমাশ্বাস্য পুরে জনম্।
রাজানমাহুকং চৈব তথৈবানকদুন্দুভিম্ ॥৭

সর্বান্ বৃষ্ণিপ্রবীরাংশ্চ হর্ষয়ন্নব্রুবং তদা।
অপ্রমাদঃ সদা কার্য্যো নগরে যাদবর্ষভাঃ ॥৮

শাল্বরাজবিনাশায় প্রয়াতং মাং নিবোধত।
নাহত্বা তং নিবর্তিষ্যে পুরীং দ্বারবতীং প্রতি ॥৯

সশাল্বং সৌভনগরং হত্বা দ্রষ্টাস্মি বঃ পুনঃ।
ত্রিঃ সমাহন্যতামেষা দুন্দুভিঃ শত্রুভীষণা ॥১০

বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও শাল্বের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে নরপতে! আপনার রাজসূয় মহাযজ্ঞ শেষ হইলে সেই সৌভরাজের আক্রমণ হইতে মুক্ত আনর্তনগরে (দ্বারকায়) আমি প্রবেশ করিলাম।১

হে মহারাজ! আমি দ্বারকায় গিয়া দেখিলাম যে, দ্বারকা শ্রীহীন হইয়াছে, পূর্ব্বের মত তথায় বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না এবং সুন্দরী রমণীগণকে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।২

দ্বারকার উপবনসমূহের রূপ দেখিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে না। এইরূপ দেখিয়া আমি শঙ্কাগ্রস্ত হইয়া হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।৩

হে নরব্যাঘ্র! বৃষ্ণিবংশীয় সকল নরনারীকে দেখিয়া ভীষণ অপ্রকৃতিস্থ বোধ হইতেছে। ব্যাপার কি? কি হইয়াছে—আমি যথার্থরূপে তাহা জানিতে চাই।৪

হে রাজসত্তম! আমি এইরূপ বলিলে সে ‘আমি যেরূপ আপনাকে বলিলাম’ এইরূপে বিস্তারিতভাবে শাল্বকর্তৃক দ্বারকার অবরোধ হইতে দ্বারকার পরিত্যাগ পর্য্যন্ত সকলই বর্ণনা করিল।৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর তাহার নিকট সকল কথা শুনিয়া আমি তখনই শাল্বরাজকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়া ফেলিলাম।৬

তারপর হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি দ্বারকাপুরবাসিগণকে আশ্বাস প্রদান করত রাজা উগ্রসেন, পিতা বসুদেব (আনকদুন্দুভি) এবং সকল বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণকে আনন্দিত করিয়া বলিলাম—হে যাদবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা অপ্রমত্ত (সাবধান) হইয়া এই নগরে অবস্থান কর।৭-৮

আমি শাল্বরাজকে বিনাশ করিবার জন্য এ স্থান হইতে চলিলাম। তাহাকে বধ না করিয়া আমি দ্বারকা নগরীতে ফিরিব না।৯

শাল্বের সহিত সৌভনগরকে ধ্বংস করিয়া পুনরায়

তে ময়াশ্বাসিতা বীরা যথাবদ্ ভরতর্ষভ।
সর্বে মামব্রুবন্ হৃষ্টাঃ প্রযাহি জহি শাত্রবান্ ॥১১
তৈঃ প্রহৃষ্টাত্মভির্বীরৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ।
বাচয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ প্রণম্য শিরসা ভবম্ ॥১২
শৈব্যসুগ্রীবযুক্তেন রথেনানাদয়ন্ দিশঃ।
প্রধ্মাপ্য শঙ্খপ্রবরং পাঞ্চজন্যমহং নৃপ ॥১৩
প্রয়াতোঽস্মি নরব্যাঘ্র বলেন মহতা বৃতঃ।
কৢপ্তেন চতুরঙ্গেণ যত্তেন জিতকাশিনা ॥১৪
সমতীত্য বহূন্ দেশান্ গিরীংশ্চ বহুপাদপান্।
সরাংসি সরিতশ্চৈব মার্ত্তিকাবতমাসদম্ ॥১৫
তত্রাশ্রৌষং নরব্যাঘ্র শাল্বং সাগরমন্তিকাৎ।
প্রয়ান্তং সৌভমাস্থায় তমহং পৃষ্ঠতোঽন্বয়াম্ ॥১৬

ততঃ সাগরমাসাদ্য কুক্ষৌ তস্য মহোর্মিণঃ।
সমুদ্রনাভ্যাং শাল্বোঽভূৎ সৌভমাস্থায় শত্রুহন্ ॥১৭
স সমালোক্য দূরান্মাং স্ময়ন্নিব যুধিষ্ঠির।
আহ্বয়ামাস দুষ্টাত্মা যুদ্ধায়ৈব মুহুর্মুহুঃ ॥১৮
তস্য শার্ঙ্গবিনির্মুক্তৈর্বহুভির্মর্মভেদিভিঃ।
পুরং নাসাদ্যত শরৈস্ততো মাং রোষ আবিশৎ ॥১৯
স চাপি পাপপ্রকৃতির্দৈতেয়াপসদো নৃপ।
ময্যবর্ষত দুর্দ্ধর্ষঃ শরধারাঃ সহস্রশঃ ॥২০
সৈনিকান্ মম সূতঞ্চ হয়াংশ্চ সমবাকিরৎ।
অচিন্তয়ন্তস্তু শরান্ বয়ং যুধ্যাম ভারত ॥২১

তোমাদের সহিত দেখা করিব। শত্রুর ভয় উৎপাদনকারী এই কথা দুন্দুভি বাজাইয়া তিনবার ঘোষণা করি।১০

হে ভরতর্ষভ। দ্বারকাবাসী বীরগণকে আশ্বাস প্রদান করিলে তাহারা হৃষ্টচিত্তে আমাকে বলিল—আপনি গমন করুন এবং শত্রুগণকে সংহার করিয়া ফিরিয়া আসুন।১১

আনন্দিতচিত্তে বীরগণ আশীর্ব্বাদের দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত করিলে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া ভগবান্ শঙ্করকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলাম। তারপর হে নৃপ। শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বদ্বয় রথে যোজনা করত তাহার শব্দে দিক্‌সকল মুখরিত করিয়া পাঞ্চজন্যনামক শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাদন করিলাম। হে নরব্যাঘ্র। আমি হৃষ্টচিত্ত চতুরঙ্গিণী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য) জয়শীল মহতী সেনাবাহিনী লইয়া শাল্ববধের নিমিত্ত যাত্রা করিলাম।১২-১৪

তৎপর বহু দেশ, পর্ব্বত, বনরাজি, সরোবর ও নদীসকল উত্তীর্ণ হইয়া মার্ত্তিকাবত দেশে উপস্থিত হইলাম।১৫

হে নরপতে। তথায় শুনিলাম যে, শাল্ব সৌভ বিমানে আরোহণ করত সাগরের নিকট যাইতেছে; তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিলাম।১৬

হে শত্রুহন্। শাল্ব সাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদ্রের কুক্ষি ও নাভিদেশ অবলম্বন করিয়া অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থান করিতেছিল।১৭

হে যুধিষ্ঠির। সেই দুষ্টাত্মা দূর হইতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া যেন ঈষৎ হাস্য করত আমাকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল।১৮

আমি শার্ঙ্গধনু হইতে মর্ম্মভেদী শরজাল নিক্ষেপ করিলেও উহা তাহার সৌভপুরকে স্পর্শ না করিয়াই পতিত হইল, ইহাতে আমি রোষাবিষ্ট হইলাম।১৯

হে রাজন্। সেই পাপস্বভাব দৈত্যাধম দুর্দ্ধর্ষ শাল্বও আমার প্রতি সহস্র সহস্র শরধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২০

হে ভারত। সে আমার সৈনিকগণ, সারথি ও

ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ।
চিক্ষিপুঃ সমরে বীরা ময়ি শাল্বপদানুগাঃ ॥২২
তে হয়াংশ্চ রথঞ্চৈব তদা দারুকমেব চ ।
ছাদয়ামাসুরস্ত্রৈস্তৈর্বাণৈর্মর্ম্মভেদিভিঃ ॥২৩
ন হয়া ন রথো বীর ন যন্তা মম দারুকঃ ।
অদৃশ্যন্ত শরৈশ্ছন্নাস্তথাহং সৈনিকাশ্চ মে ॥২৪
ততোঽহমপি কৌন্তেয় শরাণামযুতান্ বহূন্ ।
আমন্ত্রিতানাং ধনুষা দিব্যেন বিধিনাক্ষিপম্ ॥২৫
ন তত্র বিষয়স্ত্বাসীন্মম সৈন্যস্য ভারত ।
খে বিষক্তং হি তৎ সৌভং ক্রোশমাত্র ইবাভবৎ ॥২৬
ততস্তে প্রেক্ষকাঃ সর্ব্বে রঙ্গবাট ইব স্থিতাঃ ।
হর্ষয়ামাসুরুচ্চৈর্মাং সিংহনাদতলস্বনৈঃ ॥২৭
মৎকরাগ্রবিনির্ম্মুক্তা দানবানাং শরাস্তথা ।
অঙ্গেষু রুচিরাপাঙ্গা বিবিশুঃ শলভা ইব ॥২৮

ততো হলহলাশব্দঃ সৌভমধ্যে ব্যবর্দ্ধত ।
বধ্যতাং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পততাঞ্চ মহার্ণবে ॥২৯
তে নিকৃত্তভুজস্কন্ধাঃ কবন্ধাকৃতিদর্শনাঃ ।
নদন্তো ভৈরবান্ নাদান্ নিপতন্তি স্ম দানবাঃ ॥৩০
পতিতাস্তেঽপি ভক্ষ্যন্তে সমুদ্রাম্ভোনিবাসিভিঃ ।
ততো গোক্ষীরকুন্দেন্দুমৃণালরজতপ্রভম্ ॥৩১
জলজং পাঞ্চজন্যং বৈ প্রাণেনাহমপূরয়ম্ ।
তান্ দৃষ্ট্বা পতিতাংস্তত্র শাল্বঃ সৌভপতিস্ততঃ ॥৩২
মায়াযুদ্ধেন মহতা যোধয়ামাস মাং যুধি ।
ততো গদা হলাঃ প্রাসাঃ শূলশক্তিপরশ্বধাঃ ॥৩৩
অসয়ঃ শক্তিকুলিশপাশর্ষ্টিকনপাঃ শরাঃ ।
পট্টিশাশ্চ ভুশুণ্ড্যশ্চ প্রপতন্ত্যনিশং ময়ি ॥৩৪
তামহং মায়য়ৈবাশু প্রতিগৃহ্য ব্যনাশয়ম্ ;
তস্যাং হতায়াং মায়ায়াং গিরিশৃঙ্গৈরযোধয়ৎ ॥৩৫

অশ্বগণকে শরজালের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; কিন্তু আমরা উহা গণনা না করিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।২১

তারপর শাল্বের অনুগামী বীরগণ যুদ্ধে নতপর্ব্ব শতসহস্র শর আমার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২২

তাহারা মর্ম্মভেদী সেই সকল বাণের দ্বারা আমার অশ্ব, রথ ও দারুককেও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।২৩

হে বীর! আমার অশ্ব, রথ, সারথি দারুক, সৈনিকগণ এবং আমি স্বয়ং এমন শরাচ্ছন্ন হইলাম যে, কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।২৪

কুন্তীনন্দন! তখন আমিও যথাবিধি দিব্য ধনু ধারণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত লক্ষ লক্ষ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।২৫

হে ভারত! আমার শরজালের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আকাশমার্গে নিকটস্থ সৌভ বিমানকেও আমার সৈন্যগণ দেখিতে পাইতেছিল না। মনে হইতেছিল উহা একক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছে।২৬

তখন প্রেক্ষক সৈনিকগণ রঙ্গশালায় অবস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ঘন ঘন সিংহনাদ ও করতলধ্বনি করত আমার উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।২৭

আমার করের অগ্রভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত সুন্দর-পক্ষযুক্ত শরসমূহ শলভ (পতঙ্গবিশেষ)—সমূহের ন্যায় দানবগণের অঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।২৮

তখন সৌভ বিমান মধ্যস্থিত দানবগণ আমার শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করত সমুদ্রমধ্যে পতিত হইতে লাগিল; তাহাতে বিমান মধ্যে ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হইল।২৯

তাহাদের কাহারও বাহু, কাহারও স্কন্ধ কাটা গিয়াছে; ফলে দেখিতে কবন্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া দানবগণ ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে সমুদ্রে পড়িতে লাগিল।৩০

তাহারা যেমন সমুদ্রে পড়িতে লাগিল, অমনই সামুদ্রিক জীবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমি তখন গোদুগ্ধ, কুন্দ পুষ্প, চন্দ্র, মৃণাল ও

ততোঽভবৎ তম ইব প্রকাশ ইব চাভবৎ।
দুর্দ্দিনং সুদিনঞ্চৈব শীতমুষ্ণঞ্চ ভারত ॥৩৬
অঙ্গারপাংশুবর্ষঞ্চ শস্ত্রবর্ষঞ্চ ভারত।
এবং মায়াং প্রকুর্ব্বাণো যোধয়ামাস মাং রিপুঃ ॥৩৭
বিজ্ঞায় তদহং সর্ব্বং মায়য়ৈব ব্যনাশয়ম্।
যথাকালস্তু যুদ্ধেন ব্যধমং সর্ব্বতঃ শরৈঃ ॥৩৮
ততো ব্যোম মহারাজ শতসূর্য্যমিবাভবৎ।
শতচন্দ্রঞ্চ কৌন্তেয় সহস্রাযুততারকম্ ॥৩৯
ততো নাজ্ঞায়ত তদা দিবারাত্রং তথা দিশঃ।
ততোঽহং মোহমাপন্নঃ প্রজ্ঞাস্ত্রং সমযোজয়ন্ ॥৪০
ততস্তদস্ত্রং কৌন্তেয় ধূতং তূলমিবানলৈঃ।
তথা তদভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
লব্ধালোকস্তু রাজেন্দ্র পুনঃ শত্রুমযোধয়ম্ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্ব্বণি সৌভবধোপাখ্যানে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০

রজতের ন্যায় শুভ্র সেই জলজাত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাণপণে বাজাইতে লাগিলাম॥ তখন সৌভপতি শাল্ব নিজের সৈন্যগণকে সমুদ্রে পতিত দেখিয়া আমার সহিত ভীষণ মায়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন গদা, লাঙ্গল, প্রাস, শূল, শক্তি, পরশু, অসি, শক্তিপাশ, ঋষ্টি, কনপ, শর, পট্টিশ, ভুশুণ্ডিপ্রভৃতি অস্ত্রসমূহ সর্ব্বদা আমার উপর নিপতিত হইতে লাগিল।৩১-৩৪

আমি তখন তাহার মায়াকে মায়ার দ্বারাই গ্রহণ করত বিনাশ করিলাম। মায়া বিনষ্ট হওয়ায় তখন সে গিরিশৃঙ্গসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩৫

তখন কখনও মনে হইতে লাগিল ঘোর অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়াছে, আবার কখনও মনে হইতে লাগিল চারিদিক্ আলোকিত হইয়াছে। কখনও মনে হইতে লাগিল দুর্দ্দিন, কখনও সুদিন, কখনও বা শীত, কখনও বা উষ্ণ। হে ভারত! কখনও অঙ্গার অথবা ধূলি বর্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে আমার সেই শত্রু স্বীয়মায়া বিস্তারপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩৬-৩৭

আমি তাহার মায়া বুঝিতে পারিয়া মায়ার দ্বারাই তাহা বিনাশ করিলাম এবং যথাসময়ে যুদ্ধ বিস্তার করিয়া অসংখ্য শরের দ্বারা শাল্বের সেনাবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিলাম।৩৮

অনন্তর মহারাজ! আকাশে শত সূর্য্য ও শত চন্দ্র যেন যুগপৎ উদিত হইল। হে কৌন্তেয়! মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র সহস্র অযুত অযুত তারকা গগনে উদিত হইয়াছে।৩৯

তখন দিবা বা রাত্রি, দশদিক্ কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। তখন আমি মোহাচ্ছন্নের ন্যায় হইয়া ধনুকে প্রজ্ঞাস্ত্র যোজনা করিলাম।৪০

তখন সেই দিব্যাস্ত্র বায়ুতে উড্ডীয়মান তুলারাশির ন্যায় সেই মায়াকে উড়াইয়া দিল। তারপর লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে রাজেন্দ্র! আলোক প্রাপ্ত হইয়া তখন আমি অকুতোভয়ে শত্রু সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে সৌভবধ-উপাখ্যানে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[শাল্বস্য মায়য়া শ্রীকৃষ্ণস্য মোহঃ, ততঃ নিষ্কৃতিশ্চ ।]

বাসুদেব উবাচ ।

এবং স পুরুষব্যাঘ্র শাল্বরাজো মহারিপুঃ ।
যুধ্যমানো ময়া সংখ্যে বিয়দভ্যগমৎ পুনঃ ॥১

ততঃ শতঘ্নীশ্চ মহাগদাশ্চ
দীপ্তাংশ্চ শূলান্ মুসলানসীংশ্চ ।
চিক্ষেপ রোষান্ময়ি মন্দবুদ্ধিঃ
শাল্বো মহারাজ জয়াভিকাঙ্ক্ষী ॥২

তানাশুগৈরাপততোঽহমাশু
নিবার্য্য হন্তুং খগমান্ খ এব ।
দ্বিধা ত্রিধা চাচ্ছিদমাশুমুক্তৈ-
স্ততোঽন্তরিক্ষে নিনদো বভূব ॥৩

ততঃ শতসহস্রেণ শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ।
দারুকং বাজিনশ্চৈব রথঞ্চ সমবাকিরৎ ॥৪

ততো মামব্রবীদ্ বীর দারুকো বিহ্বলন্নিব ।
স্থাতব্যমিতি তিষ্ঠামি শাল্ববাণপ্রপীড়িতঃ ।
অবস্থাতুং ন শক্নোমি অঙ্গং মে ব্যবসীদতি ॥৫

ইতি তস্য নিশম্যাহং সারথেঃ করুণং বচঃ ।
অবেক্ষমাণো যন্তারমপশ্যং শরপীড়িতম্ ॥৬

ন তস্যোরসি নো মূর্দ্ধ্নি ন কায়ে ন ভুজদ্বয়ে ।
অন্তরং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পশ্যাম্যনিচিতং শরৈঃ ॥৭

স তু বাণবরোৎপীড়াদ্ বিস্রবত্যসৃগুল্বণম্ ।
অভিবৃষ্টে যথা মেঘে গিরির্গৈরিকধাতুমান্ ॥৮

অভীষুহস্তং তং দৃষ্ট্বা সীদন্তং সারথিং রণে ।
অস্তম্ভয়ং মহাবাহো শাল্ববাণপ্রপীড়িতম্ ॥৯

একবিংশ অধ্যায় ।

[শাল্বের মায়ায় শ্রীকৃষ্ণের মোহ এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি ।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! মহাশত্রু সেই শাল্বরাজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে পুনরায় আকাশে উত্থিত হইল ।১

তারপর হে মহারাজ! মন্দবুদ্ধি শাল্ব শতঘ্নী মহাগদা, প্রজ্বলিত শূল, মুসল, অসি প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ জয়াভিলাষী হইয়া অতি ক্রোধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।২

তখন আমি ক্ষিপ্রহস্তে বাণসমূহ নিক্ষেপ করত আকাশমার্গেই সেই অস্ত্রসকল দুই দুই তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া শত্রুকে শূন্যেই বধ করিবার ইচ্ছা করিলাম। ইহাতে অন্তরিক্ষে ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হইল ।৩

তারপর শাল্ব নতপর্ব্ব শতসহস্র (লক্ষ) বাণ নিক্ষেপ করিয়া আমার রথ, দারুক এবং অশ্বকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল ।৪

হে বীর! তখন দারুক যেন বিহ্বল হইয়াই আমাকে বলিতে লাগিল—'যুদ্ধে অটল ভাবে থাকিতে হয়' এই বুদ্ধিতে আমি এখনও এখানে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু শাল্বের বাণাঘাতে আমার সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, সুতরাং আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না ।৫

সারথির সেই করুণ বাক্য শুনিয়া আমি তাকাইয়া দেখিলাম—সে শাল্ববাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে ।৬

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আমি তাহার বক্ষে, মস্তকে, শরীরে এবং বাহুদ্বয়ে—কোথাও এমন শূন্য স্থান দেখিতে পাইলাম না, যেখানে শাল্বের শর বিদ্ধ হয় নাই ।৭

গৈরিক ধাতুময় পর্ব্বতে মেঘের বর্ষণে যেমন লাল জলের স্রোত নিয়ে পতিত হয়, তেমনই শাল্বের

অথ মাং পুরুষঃ কশ্চিদ্ দ্বারকানিলয়োঽব্রবীৎ।
ত্বরিতো রথমভ্যেত্য সৌহৃদাদিব ভারত ॥১০
আহুকস্য বচো বীর তস্যৈব পরিচারকঃ।
বিষণ্ণঃ সন্নকণ্ঠেন তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥১১
দ্বারকাধিপতির্বীর আহ ত্বামাহুকো বচঃ।
কেশবেহি বিজানীষ্ব যৎ ত্বাং পিতৃসখোঽব্রবীৎ ॥১২
উপযায়াদ্য শাল্বেন দ্বারকাং বৃষ্ণিনন্দন।
বিষক্তে ত্বয়ি দুর্দ্ধর্ষ হতঃ শূরসুতো বলাৎ ॥১৩
তদলং সাধু যুদ্ধেন নিবর্তস্ব জনার্দন।
দ্বারকামেব রক্ষস্ব কার্য্যমেতন্মহৎ তব ॥১৪
ইত্যহং তস্য বচনং শ্রুত্বা পরমদুর্মনাঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছামি কর্ত্তব্যস্যেতরস্য চ ॥১৫
সাত্যকিং বলদেবঞ্চ প্রদ্যুম্নঞ্চ মহারথম্।
জগর্হে মনসা বীর তচ্ছ্রুত্বা মহদপ্রিয়ম্ ॥১৬
অহং হি দ্বারকায়াশ্চ পিতুশ্চ কুরুনন্দন।
তেষু রক্ষাং সমাধায় প্রয়াতঃ সৌভপাতনে ॥১৭
বলদেবো মহাবাহুঃ কচ্চিজ্জীবতি শত্রুহা।
সাত্যকী রৌক্মিণেয়শ্চ চারুদেষ্ণশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৮
শাম্বপ্রভৃতয়শ্চৈবেত্যহমাসং সুদুর্মনাঃ।
এতেষু হি নরব্যাঘ্র জীবৎসু ন কথঞ্চন ॥১৯
শক্যঃ শূরসুতো হন্তুমপি বজ্রভৃতা স্বয়ম্।
হতঃ শূরসুতো ব্যক্তং ব্যক্তং তে তে পরাসবঃ ॥২০
বলদেবমুখাঃ সর্ব্ব ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
সোঽহং সর্ব্ববিনাশং তং চিন্তয়ানো মুহুর্মুহুঃ।
অবিহ্বলো মহারাজ পুনঃ শাল্বমযোধয়ম্ ॥২১

বাণাঘাতে তাহার শরীর হইতে রক্তের ধারা বহিতে লাগিল।৮

হে মহাবাহো! অশ্বরশ্মি হস্তে সারথিকে অবসন্ন দেখিয়া আমি শাম্ববাণপ্রপীড়িত তাহাকে স্তম্ভন করিলাম, যাহাতে সে শরীরের যন্ত্রণা অনুভব করিতে না পারে।৯

হে ভারত! ইতিমধ্যে দ্বারকাবাসী একজন পুরুষ শীঘ্রই আমার রথের নিকট আসিয়া পরম-সুহৃদের ন্যায় বলিতে লাগিল, সে উগ্রসেনেরই পরিচালক। হে যুধিষ্ঠির! বিষন্নকণ্ঠে সে উগ্রসেনের যে সংবাদ আমাকে বলিল—তাহা শুনুন।১০-১১

হে বীর! দ্বারকাধিপতি আহুক আপনাকে এ সংবাদ দিয়াছেন,—কেশব! আপনি দ্বারকায় আসিয়া জানুন আপনার পিতৃসখা আপনাকে কি বলিতেছেন?১২

হে অপরাজেয় বৃষ্ণিনন্দন! আপনি শাম্বের সহিত যুদ্ধে নিরত অবস্থায় শাল্ব দ্বারকায় আসিয়া আপনার পিতাকে বধ করিয়াছে।১৩

হে জনার্দ্দন! সুতরাং যুদ্ধ করিয়া কি লাভ? আপনি নিবৃত্ত হইয়া দ্বারকাকেই রক্ষা করুন। ইহাই এখন আপনার পক্ষে বড় কাজ।১৪

তাহার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুর্মনা হইয়া তখন আমার কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না।১৫

পিতৃবধরূপ ভয়ানক অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া আমি সাত্যকি, বলদেব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথগণকে মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিলাম।১৬

হে কুরুনন্দন! আমি দ্বারকা ও পিতার রক্ষার ভার তাহাদের উপর অর্পণ করিয়াই সৌভরাজকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম।১৭

আমার তখন সন্দেহ হইতে লাগিল মহাবাহু বলদেব, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সাম্ব প্রভৃতি প্রাণে বাঁচিয়া আছেন কিনা; কারণ, আমি জানিতাম যে, ইহারা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রেরও সাধ্য নাই যে আমার পিতাকে বধ করিতে পারে। সুতরাং পিতা বসুদেব মরিয়াছেন শুনিয়া আমি বলরাম প্রভৃতি সকলের মৃত্যু হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় করিলাম।

ততোঽপশ্যং মহারাজ প্রপতন্তমহং তদা।
সৌভাচ্ছূরসুতং বীর ততো মাং মোহ আবিশৎ ॥২২
তস্য রূপং প্রপততঃ পিতুর্মম নরাধিপ।
যযাতেঃ ক্ষীণপুণ্যস্য স্বর্গাদিব মহীতলম্ ॥২৩
বিশীর্ণমলিনোষ্ণীষঃ প্রকীর্ণাম্বরমূর্দ্ধজঃ।
প্রপতন্ দৃশ্যতে হ স্ম ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥২৪
ততঃ শার্ঙ্গং ধনুঃশ্রেষ্ঠং করাৎ প্রপতিতং মম।
মোহাপন্নশ্চ কৌন্তেয় রথোপস্থ উপাবিশম্ ॥২৫
ততো হাহাকৃতং সর্বং সৈন্যং মে গতচেতনম্।
মাং দৃষ্ট্বা রথনীড়স্থং গতাসুমিব ভারত ॥২৬
প্রসার্য্য বাহূ পততঃ প্রসার্য্য চরণাবপি।
রূপং পিতুর্মে বিবভৌ শকুনেঃ পততো যথা ॥২৭

তং পতন্তং মহাবাহো শূলপট্টিশপাণয়ঃ।
অভিঘ্নন্তো ভৃশং বীর মম চেতো হ্যকম্পয়ন্ ॥২৮
ততো মুহূর্ত্তাৎ প্রতিলভ্য সংজ্ঞা-
মহং তদা বীর মহাবিমর্দে।
ন তত্র সৌভং ন রিপুং ন শাল্বং
পশ্যামি বৃদ্ধং পিতরং ন চাপি ॥২৯
ততো মমাসীন্মনসি মায়েয়মিতি নিশ্চিতম্।
প্রবুদ্ধোঽস্মি ততো ভূয়ঃ শতশোঽবাকিরং শরান্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি সৌভবধোপাখ্যানে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

মহারাজ! পুনঃ পুনঃ সকলের বিনাশের কথা চিন্তা করিয়া আমি বিহ্বলতা পরিত্যাগ করত শাল্বের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম।১৮-২১

মহারাজ! তারপর আমি দেখিতে লাগিলাম যে, আমার পিতা বসুদেব শাল্বের রথ হইতে নীচের দিকে পড়িয়া যাইতেছেন। বীর! ইহাতে আমার মন কিছুক্ষণের জন্য মোহাবিষ্ট হইল।২২

হে নরাধিপ! পুণ্য ক্ষীণ হইলে যযাতি যেমন স্বর্গ হইতে মহীতলে পতিত হইয়াছিল, আমার পিতার সেইরূপ রূপও তখন দেখাইতেছিল।২৩

তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ ছিন্ন ও মলিন ছিল, বস্ত্র ও কেশ বিকীর্ণ হইয়াছিল; ইহাতে ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় দেখাইতেছিল।২৪

হে কৌন্তেয়! তখন শার্ঙ্গ ধনু আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িল এবং আমি মোহাচ্ছন্ন হইয়া রথের উপরে বসিয়া পড়িলাম।২৫

হে ভারত! আমাকে রথেরমধ্যে অবস্থিত ও অচেতন দেখিয়া আমার সৈন্যগণ আমাকে মৃতের ন্যায় মনে করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল।২৬

আমার পিতৃদেব হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া পড়িতেছিলেন, সুতরাং পতনশীল পক্ষীর আকৃতির ন্যায় তখন তাঁহার আকৃতি শোভা পাইতেছিল।২৭

হে মহাবাহো! রথ হইতে পতনোন্মুখ আমার পিতাকে শূল ও পট্টিশ হস্তে দানবগণ ভীষণ প্রহার করিতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।২৮

অনন্তর মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি চেতনা ফিরিয়া পাইলাম। হে বীর! তখন দেখিলাম সেই মহাসমরক্ষেত্রে সেই সৌভ নগর, আমার শত্রু শাল্ব অথবা আমার বৃদ্ধ পিতা কেহই নাই।২৯

তখন আমি বুঝিলাম—এ সকলই আসুরী মায়া এবং পুনরায় স্বকর্ত্তব্যে প্রবুদ্ধ হইয়া শত শত শরজাল বিস্তারপূর্বক রণস্থল আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলাম।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্বে সৌভবধ-উপাখ্যানে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্ববধোপাখ্যানসমাপ্তিঃ, যুধিষ্ঠিরস্যানুমতিং গৃহীত্বা শ্রীকৃষ্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং স্ব-স্বনগরমভি প্রস্থানঞ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ।
শরৈরপাতয়ং সৌভাচ্ছিরাংসি বিবুধদ্বিষাম্॥১

শরাংশ্চাশীবিষাকারানূর্দ্ধ্বগাংস্তিগ্মতেজসঃ।
প্রৈষয়ং শাল্বরাজায় শার্ঙ্গমুক্তান্ সুবাসসঃ॥২

ততো নাদৃশ্যত তদা সৌভং কুরুকুলোদ্বহ।
অন্তর্হিতং মায়য়াভূৎ ততোঽহং বিস্মিতোঽভবম্॥৩

অথ দানবসংঘাস্তে বিকৃতাননমূর্দ্ধজাঃ।
উদক্রোশন্ মহারাজ বিষ্ঠিতে ময়ি ভারত॥৪

ততোঽস্ত্রং শব্দসাহং বৈ ত্বরমাণো মহারণে।
অযোজয়ং তদ্বধায় ততঃ শব্দ উপারমৎ॥৫

হতাস্তে দানবাঃ সর্বে যৈঃ স শব্দ উদীরিতঃ।
শরৈরাদিত্য-সঙ্কাশৈর্জ্বলিতৈঃ শব্দ-সাধনৈঃ॥৬

তস্মিন্নুপরতে শব্দে পুনরেবান্যতোঽভবৎ।
শব্দোঽপরো মহারাজ তত্রাপি প্রাহরং শরৈঃ॥৭

এবং দশ দিশঃ সর্বাস্তির্য্যগূর্দ্ধ্বঞ্চ ভারত।
নাদয়ামাসুরসুরাস্তে চাপি নিহতা ময়া॥৮

ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষং গত্বা পুনরেব ব্যদৃশ্যত।
সৌভং কামগমং বীর মোহয়ন্মম চক্ষুষা॥৯

ততো লোকান্তকরণো দানবো দারুণাকৃতিঃ।
শিলাবর্ষেণ মহতা সহসা মাং সমাবৃণোৎ॥১০

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[শাল্ববধোপাখ্যান সমাপ্তি এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির স্ব স্ব নগর অভিমুখে গমন।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর আমার প্রিয় ধনুক গ্রহণ করত সৌভ বিমান হইতে সুরদ্বেষিগণের মস্তক বাণজালের দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে লাগিলাম।১

আমি আমার শার্ঙ্গধনুর্নির্ম্মুক্ত বিষধরসর্প সদৃশ তীব্রতেজস্বী সুন্দর পুঙ্খবিশিষ্ট বাণসমূহ শাল্বরাজের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।২

হে কুরুকুলোজ্জ্বলকারিন্! তারপর সৌভবিমান মায়া দ্বারা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় আমি আর দেখিতে না পাইয়া পরম বিস্মিত হইলাম।৩

হে ভারত! কিছুক্ষণ পরেই বিকৃত মুখ ও কেশ-বিশিষ্ট দানবগণ আমাকে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।৪

তখন আমি অতি দ্রুততাসহকারে উহাদের বধের জন্য শব্দভেদী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম; তাহাতে সেই চীৎকার প্রশমিত হইল।৫

যাহারা ঐ শব্দ করিতেছিল সূর্য্যতুল্য তেজস্বী প্রজ্বলিত সেই শব্দভেদী আমার বাণসমূহের দ্বারা সেই দানবগণ প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইল।৬

মহারাজ! সেই শব্দ থামিয়া গেলে পুনরায় অন্য দিক হইতে অপর শব্দ হইতে লাগিল, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সেই শর নিক্ষেপ করিলাম।৭

ভারত! এইরূপে ঊর্দ্ধ ও অধঃ সহিত দশদিক্ হইতে যে অসুরগণ বিকট শব্দ করিতেছিল, সেই সময় আমার শরাহত হইয়া তাহারা নিহত হইতে লাগিল।৮

হে বীর! সেই স্থান হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর গিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আমার চক্ষুর্দ্বয়কে যেন মোহিত করিয়াই সেই কামগামী সৌভ বিমান পুনরায় দেখা দিল।৯

তারপর লোকনাশকারী দারুণাকৃতিবিশিষ্ট সেই দানব সহসা প্রচুর শিলাবর্ষণের দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া ফেলিল।১০

সোঽহং পর্বতবর্ষেণ বধ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
বল্মীক ইব রাজেন্দ্র পর্বতোপচিতোঽভবম্ ॥১১
ততোঽহং পর্বতচিতঃ সহয়ঃ সহসারথিঃ।
অপ্রখ্যাতিমিয়াং রাজন্ সর্বতঃ পর্বতৈশ্চিতঃ ॥১২
ততো বৃষ্ণিপ্রবীরা যে মমাসন্ সৈনিকাস্তদা।
তে ভয়ার্ত্তা দিশঃ সর্বে সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥১৩
ততো হাহাকৃতমভূৎ সর্বং কিল বিশাম্পতে।
দিবং চ ভূমিশ্চ খং চৈবাদৃশ্যমানে তথা ময়ি ॥১৪
ততো বিষণ্ণমনসো মম রাজন্ সুহৃজ্জনাঃ।
রুরুদুশ্চ রুক্রুশুশ্চৈব দুঃখশোকসমন্বিতাঃ ॥১৫
দ্বিষতাঞ্চ প্রহর্ষোঽভূদার্ত্তিশ্চাদ্বিষতামপি।
এবং বিজিতবান্ বীর পশ্চাদশ্রৌষমচ্যুত ॥১৬

ততোঽহমিন্দ্রদয়িতং সর্বপাষাণভেদনম্।
বজ্রমুদ্যম্য তান্ সর্বান্ পর্বতান্ সমশাতয়ম্ ॥১৭
ততঃ পর্বতভারার্ত্তা মন্দপ্রাণবিচেষ্টিতাঃ।
হয়া মম মহারাজ বেপমানা ইবাভবন্ ॥১৮
মেঘজালমিবাকাশে বিদার্য্যাভ্যুদিতং রবিম্।
দৃষ্ট্বা মাং বান্ধবাঃ সর্বে হর্ষমাহারয়ন্ পুনঃ ॥১৯
ততঃ পর্বতভারার্ত্তান্ মন্দপ্রাণবিচেষ্টিতান্।
হয়ান্ সন্দৃশ্য মাং সূতঃ প্রাহ তাৎকালিকং বচঃ ॥২০
সাধু সম্পশ্য বার্ষ্ণেয় শাল্বং সৌভপতিং স্থিতম্।
অলং কৃষ্ণাবমন্যৈনং সাধু যত্নং সমাচর ॥২১
মার্দবং সখিতাঞ্চৈব শাল্বাদস্য ব্যপাহর।
জহি শাল্বং মহাবাহো মৈনং জীবয় কেশব ॥২২

হে রাজেন্দ্র! তখন আমি সেই পুনঃ পুনঃ পর্ব্বতবর্ষণের দ্বারা আহত হইয়া পর্ব্বতসমূহে আচ্ছাদিত বল্মীকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলাম।১১

রাজন্! অনন্তর আমি, আমার অশ্ব ও সারথি পর্ব্বতসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সকলের দৃষ্টির অগোচর হইলাম।১২

তখন আমার সহিত অবস্থিত বৃষ্ণিবীরগণ ও সৈনিকগণ সকলেই সহসা ভীত হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল।১৩

মহারাজ! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষে আমাকে দেখিতে না পাইয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল।১৪

হে রাজন্! তখন আমার সকল সুহৃদ্গণ বিষণ্ণমনে দুঃখশোকান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।১৫

তখন শত্রুগণের আনন্দ ও মিত্রগণের ভয়ানক দুঃখ হইল। স্বমর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত বীর যুধিষ্ঠির! আমি একবার এইভাবে শাল্বকর্তৃক বিজিত হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানলাভ করিয়া ইহা সারথির মুখ হইতে জানিলাম।১৬

তখন আমি সর্ব্ববিধ প্রস্তর বিদীর্ণকারী দেবরাজের প্রিয় বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করত সেই সকল পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিলাম।১৭

মহারাজ! ঐ সময় পর্ব্বতের ভারে প্রপীড়িত আমার অশ্বসমূহ মৃতপ্রায় হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তাহাদের সকল চেষ্টা কমিয়া যাইল।১৮

আকাশে মেঘজালকে বিদীর্ণ করিয়া প্রকাশিত সূর্য্যের ন্যায় আমাকে আকাশে দেখিতে পাইয়া আমার বান্ধবগণ পুনঃ আনন্দিত হইল।১৯

তখন পর্ব্বতভারে প্রপীড়িত ও ধীরে ধীরে প্রাণকার্য্যের চেষ্টায় ব্যাপৃত অশ্বগণকে দেখিয়া সারথি আমাকে তৎকালোচিত বাক্যে বলিতে লাগিল।২০

হে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কৃষ্ণ! আপনি দেখুন ঐ সৌভপতি শাল্ব সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে, আপনি উহাকে আর উপেক্ষা না করিয়া উহার বধের জন্য সম্যক্ যত্ন করুন।২১

সর্বৈঃ পরাক্রমৈর্বীর বধ্যঃ শত্রুরমিত্রহন্।
ন শত্রুরবমন্তব্যো দুর্বলোঽপি বলীয়সা ॥২৩
যোঽপি স্যাৎ পীঠগঃ কশ্চিৎ কিং পুনঃ সমরে স্থিতঃ।
স ত্বং পুরুষশার্দূল সর্বযত্নৈরিমং প্রভো ॥২৪
জহি বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ মা ত্বাং কালোঽত্যগাৎ পুনঃ।
নৈষ মার্দবসাধ্যো বৈ মতো নাপি সখা তব ॥২৫
যেন ত্বং যোধিতো বীর দ্বারকা চাবমর্দিতা।
এবমাদি তু কৌন্তেয় শ্রুত্বাহং সারথের্বচঃ ॥২৬
তত্ত্বমেতদিতি জ্ঞাত্বা যুদ্ধে মতিমধারয়ম্।
বধায় শাল্বরাজস্য সৌভস্য চ নিপাতনে ॥২৭
দারুকং চাব্রুবং বীর মুহূর্তং স্থীয়তামিতি।
ততোঽপ্রতিহতং দিব্যমভেদ্যমতিবীর্য্যবৎ ॥২৮

আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং সর্বসাহং মহাপ্রভম্।
যোজয়ং তত্র ধনুষা দানবান্তকরং রণে ॥২৯
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ দানবানাঞ্চ সংযুগে।
রাজ্ঞাঞ্চ প্রতিলোমানাং ভস্মান্তকরণং মহৎ ॥৩০
ক্ষুরান্তমমলং চক্রং কালান্তকযমোপমম্।
অনুমন্ত্র্যাহমতুলং দ্বিষতাং বিনিবর্হণম্ ॥৩১
জহি সৌভং স্ববীর্য্যেণ যে চাত্র রিপবো মম।
ইত্যুক্ত্বা ভুজবীর্য্যেণ তস্মৈ প্রাহিণবং রুষা ॥৩২
রূপং সুদর্শনস্যাসীদাকাশে পততস্তদা।
দ্বিতীয়স্যেব সূর্য্যস্য যুগান্তে প্রপতিষ্যতঃ ॥৩৩
তৎ সমাসাদ্য নগরং সৌভং ব্যপগতত্বিষম্।
মধ্যেন পাটয়ামাস ক্রকচো দার্বিবোচ্ছ্রিতম্ ॥৩৪

হে কেশব! আপনি সাত্বতবংশীয়গণের স্বভাবসিদ্ধ মৃদুতা ও বন্ধুভাব পরিত্যাগ করুন। হে মহাবাহো! ইহাকে আর বাঁচিতে দিবেন না।২২

শত্রুনাশন বীর! আপনার সমগ্র পরাক্রম প্রকাশ করত উহাকে বধ করুন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও বলবান্ রাজা তাহাকে কখনও অবহেলা করেন না।২৩

পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী শত্রুকেও অবহেলা করিতে নাই, যে শত্রু যুদ্ধে অবস্থিত, তাহাকে তো কখনই ক্ষমা করা উচিত নহে। সুতরাং হে পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রভো! আপনি সর্ব্ব প্রযত্নে ইহাকে বধ করুন। হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! আপনার যেন সময় নষ্ট না হয়। এ শত্রু মৃদুতার দ্বারা জিত হইবার নহে; এ আপনার সখাও নহে যে, আপনি ইহাকে ক্ষমা করিবেন। প্রত্যুত এ আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আপনার দ্বারকাপুরীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। হে কৌন্তেয়! সারথির এই সকল কথা শুনিয়া আমি তাহার বক্তব্য যথার্থ বলিয়াই মনে করিলাম এবং সৌভ নগর ও শাম্বরাজের ধ্বংসের জন্য মন স্থির করিয়া ফেলিলাম।২৪-২৭

বীর! তখন আমি দারুককে বলিলাম—তুমি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর। এই বলিয়া আমি অপ্রতিহত, অভেদ্য, অতি বীর্য্যশালী, মহাতেজস্বী, সব বাধাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, যুদ্ধে দানবনাশকারী দিব্য প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ধনুতে যোজনা করিলাম।২৮-২৯

শুধু তাহাই নহে, যুদ্ধে যক্ষ, রক্ষ, দানব ও শত্রু-রাজগণের ভস্মান্তকারী কাল ও যমের সদৃশ, বিশুদ্ধ ক্ষুরান্তরূপ অতুলনীয় চক্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রু-নাশ করিবার জন্য বলিলাম—"হে চক্র! তুমি নিজ শক্তির দ্বারা সৌভকে ও অন্যান্য শত্রুগণকে সংহার কর।"—এই বলিয়া আমি নিজ বাহুবলে ক্রোধের সহিত উহাকে (চক্রকে) শাম্বের উপর নিক্ষেপ করিলাম।৩০-৩২

প্রলয়কালীন দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় রূপ ধারণ

দ্বিধা কৃতং ততঃ সৌভং সুদর্শনবলাদ্ধতম্।
মহেশ্বরশরোদ্ধূতং পপাত ত্রিপুরং যথা ॥৩৫

তস্মিন্ নিপতিতে সৌভে চক্রমাগাৎ করং মম।
পুনশ্চাদায় বেগেন শাল্বায়েত্যহমক্রবম্ ॥৩৬

ততঃ শাল্বং গদাং গুর্বীমাবিধ্যন্তং মহাহবে।
দ্বিধা চকার সহসা প্রজজ্বাল চ তেজসা ॥৩৭

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে দানবাস্ত্রস্তচেতসঃ।
হাহাভূতা দিশো জগ্মুরর্দিতা মম সায়কৈঃ ॥৩৮

ততোঽহং সমবস্থাপ্য রথং সৌভসমীপতঃ।
শঙ্খং প্রধ্মাপ্য হর্ষেণ সুহৃদঃ পর্য্যহর্ষয়ম্ ॥৩৯

তন্মেরুশিখরাকারং বিধ্বস্তাট্টালগোপুরম্।
দহ্যমানমভিপ্রেক্ষ্য স্ত্রিয়স্তাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ ॥৪০

এবং নিহত্য সমরে সৌভং শাল্বং নিপাত্য চ।
আনর্ত্তান্ পুনরাগম্য সুহৃদাং প্রীতিমাবহম্ ॥৪১

তদেতৎ কারণং রাজন্ যদহং নাগসাহ্বয়ম্।
নাগমং পরবীরঘ্ন ন হি জীবেৎ সুযোধনঃ ॥৪২

ময্যাগতেঽথবা বীর দ্যূতং ন ভবিতা তথা।
অদ্যাহং কিং করিষ্যামি ভিন্নসেতুরিবোদকম্ ॥৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ কৌরবং পুরুষোত্তমঃ।
আমন্ত্র্য প্রযযৌ শ্রীমান্ পাণ্ডবান্ মধুসূদনঃ ॥৪৪

করিয়া সুদর্শনচক্র আকাশ মার্গে গমন করিতে লাগিল।৩৩

ক্রকচ (করাত) যেমন উচ্চ কাষ্ঠখণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলে, সুদর্শনও তেমনই শ্রীহীন সৌভ বিমানকে দুই ভাগে কাটিয়া ফেলিল।৩৪

ভগবান্ শঙ্করের ত্রিশূলের আঘাতে ত্রিপুর যেমন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুদর্শনের আঘাতে সেই সৌভ-বিমানও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পতিত হইল।৩৫

সৌভবিমান নিপতিত হইলে চক্র পুনরায় আমার হাতে ফিরিয়া আসিল। তখন আমি চক্র হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম—এবার তোমায় শাল্বকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিতেছি।৩৬

মহারণস্থলে শাল্ব তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রকাণ্ড গদা ঘুরাইতেছিল, সেই অবস্থায় সুদর্শন নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে দুই ভাগে কাটিয়া ফেলিল।৩৭

বীর শাল্ব প্রাণশূন্য হইয়া নিপতিত হইলে দানবগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং আমার শরনিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।৩৮

তখন আমি সৌভ বিমানের (নগরতুল্য বৃহৎ বিমানের) নিকটে আমার রথকে রাখিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করত আমার সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিতে লাগিলাম।৩৯

সুমেরু পর্ব্বতের শিখরসদৃশ বৃহদাকার সেই সৌভ-বিমানের মধ্যস্থিত অট্টালিকা গোপুর (পুরদ্বার) প্রভৃতি আগুনে জ্বলিতে লাগিল। তখন বিমান মধ্যস্থিত নারীগণ ইতস্ততঃ দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল।৪০

এইরূপে যুদ্ধে সৌভ নগর ও সৌভপতি শাল্বকে নিপাতিত করিয়া আমি আনর্ত্তনগরে (দ্বারকায়) ফিরিয়া আসিয়া সুহৃদ্‌গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলাম।৪১

হে শত্রুবীর বিনাশন রাজন্! এই সেই কারণ, যাহার জন্য আমি তখন হস্তিনাপুরে আসিতে পারি নাই। আমি আসিলে হয় পাশাখেলা বন্ধ হইত, নতুবা দুর্য্যোধনের প্রাণ যাইত। কিন্তু, সেতু ভিন্ন হইলে জলের বেগকে কেহ যেমন রুধিতে পারে না, তেমনই আমিও এখন হস্তিনাপুরে সংঘটিত সেই দুরাচারের কি প্রতিকার করিব?৪২-৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়!

অভিবাদ্য মহাবাহুর্ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ।
রাজ্ঞা মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রাতো ভীমেন চ মহাভুজঃ ॥৪৫
পরিষক্তশ্চার্জুনেন যমাভ্যাং চাভিবাদিতঃ ।
সম্মানিতশ্চ ধৌম্যেন দ্রৌপদ্যা চার্চিতোঽশ্রুভিঃ॥৪৬
সুভদ্রামভিমন্যুঞ্চ রথমারোপ্য কাঞ্চনম্ ।
আরুরোহ রথং কৃষ্ণঃ পাণ্ডবৈরভিপূজিতঃ ॥৪৭
শৈব্য-সুগ্রীবযুক্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা ।
দ্বারকাং প্রযযৌ কৃষ্ণঃ সমাশ্বাস্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪৮
ততঃ প্রয়াতে দাশার্হে ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পার্ষতঃ ।
দ্রৌপদেয়ানুপাদায় প্রযযৌ স্বপুরং তদা ॥৪৯
ধৃষ্টকেতুঃ স্বসারঞ্চ সমাদায়াথ চেদিরাট্ ।
জগাম পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা রম্যাং শুক্তিমতীং পুরীম্ ॥৫০

পুরুষোত্তম মহাবাহু মধুসূদন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে আমন্ত্রণ করত দ্বারকায় চলিয়া গেলেন ।৪৪

মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিবাদন করিলেন । যুধিষ্ঠির ও ভীম উভয়েই আজানুলম্বিত-বাহু শ্রীকৃষ্ণের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ।৪৫

অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নকুল ও সহদেব দুই যমজ ভাই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুরোহিত ধৌম শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিলেন এবং দ্রৌপদী চোখের জলের দ্বারা তাহার পূজা করিলেন ।৪৬

অনন্তর পাণ্ডবগণের দ্বারা প্রপূজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে রথে বসাইয়া স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিলেন ।৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শৈব্য ও সুগ্রীব নামক দুই অশ্বের দ্বারা বাহিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রথে আরোহণ করত দ্বারকায় গমন করিলেন ।৪৮

কেকয়াশ্চাপ্যনুজ্ঞাতাঃ কৌন্তেয়েনামিতৌজসা ।
আমন্ত্র্য পাণ্ডবান্ সর্বান্ প্রযযুস্তেঽপি ভারত ॥৫১
ব্রাহ্মণাশ্চ বিশশ্চৈব তথা বিষয়বাসিনঃ ।
বিসৃজ্যমানাঃ সুভৃশং ন ত্যজন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ॥৫২
সমবায়ঃ স রাজেন্দ্র সুমহাদ্ভুতদর্শনঃ ।
আসীন্মহাত্মনাং তেষাং কাম্যকে ভরতর্ষভ ॥৫৩
যুধিষ্ঠিরস্তু বিপ্রাংস্তাননুমান্য মহামনাঃ ।
শশাস পুরুষান্ কালে রথান্ যোজয়তেতি বৈ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি সৌভবধোপাখ্যানে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে তখন দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় পাঞ্চাল নগরীতে চলিয়া গেলেন ।৪৯

তখন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নকুলের স্ত্রী ও তাহার ভগিনী করেণুমতীকে লইয়া পাণ্ডবগণকে দর্শন করত রমণীয় নিজ শুক্তিমতী পুরীতে চলিয়া গেলেন ।৫০

হে ভারত! কেকয়রাজকুমারগণও অমিত-তেজস্বী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া পাণ্ডবগণকে আমন্ত্রণ করত নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন ।৫১

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনিবাসী ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্যগণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ গমনানুমতিপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন না ।৫২

হে ভরতবংশাবতংশ মহারাজ জনমেজয়! সেই কাম্যকবনে মহাত্মা পুরুষগণের অদ্ভুত সমাবেশ দর্শনীয় হইয়াছিল ।৫৩

অনন্তর মহামনা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করত নিজ সেবকগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা সকল রথের যোজনা কর ।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে সৌভবধ-উপাখ্যানে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বৈতবনে গমনায় পাণ্ডবানামুদ্যোগঃ, প্রজানাং ব্যাকুলতা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ দশার্হাধিপতৌ প্রয়াতে
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনার্জুনৌ চ।
যমৌ চ কৃষ্ণা চ পুরোহিতশ্চ
রথান্ মহার্হান্ পরমাশ্বযুক্তান্ ॥১

আস্থায় বীরাঃ সহিতা বনায়
প্রতস্থিরে ভূতপতিপ্রকাশাঃ।
হিরণ্যনিষ্কান্ বসনানি গাশ্চ
প্রদায় শিক্ষাক্ষরমন্ত্রবিদ্ভ্যঃ ॥২

প্রেষ্যাঃ পুরো বিংশতিরাত্তশস্ত্রা
ধনূংষি শস্ত্রাণি শরাংশ্চ দীপ্তান্।
মৌর্বীশ্চ যন্ত্রাণি চ সায়কাংশ্চ
সর্বে সমাদায় জঘন্যমীয়ুঃ ॥৩

ততস্তু বাসাংসি চ রাজপুত্র্যা
ধাত্র্যশ্চ দাস্যশ্চ বিভূষণঞ্চ।
তদিন্দ্রসেনস্ত্বরিতঃ প্রগৃহ্য
জঘন্যমেবোপযযৌ রথেন ॥৪

ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠমুপেত্য পৌরাঃ
প্রদক্ষিণং চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ।
তং ব্রাহ্মণাশ্চাভ্যবদন্ প্রসন্না
মুখ্যাশ্চ সর্বে কুরুজাঙ্গলানাম্ ॥৫

স চাপি তানভ্যবদৎ প্রসন্নঃ
সহৈব তৈর্ভ্রাতৃভির্ধর্মরাজঃ।
তস্থৌ চ তত্রাধিপতির্মহাত্মা
দৃষ্ট্বা জনৌঘং কুরুজাঙ্গলানাম্ ॥৬

পিতেব পুত্রেষু স তেষু ভাবং
চক্রে কুরূণামৃষভো মহাত্মা।
তে চাপি তস্মিন্ ভরতপ্রবর্হে
তদা বভূবুঃ পিতরীব পুত্রাঃ ॥৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

(দ্বৈতবনে গমন করিবার জন্য পাণ্ডবগণের উদ্যোগ এবং প্রজাগণের ব্যাকুলতা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! যাদবকুলের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এবং পুরোহিত ধৌম্য—সকলে মিলিয়া শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত মহামূল্য রথে আরোহণ করিয়া ভগবান্ শঙ্করের সদৃশ শোভা ধারণ করত অন্য বনের দিকে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী ও মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ মুদ্রা, গাভী এবং বস্ত্র প্রভৃতি দান করত তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইয়া যাত্রা করিলেন।১-২

তাঁহাদের যাত্রার পূর্ব্বেই বিশ জন শস্ত্রধারী ভৃত্য ধনু, অস্ত্র, প্রদীপ্ত বাণসমূহ, মৌর্ব্বী (গুণ), যন্ত্রসমূহ এবং নানাপ্রকার সায়ক লইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়াছিল।৩

তদনন্তর সারথি ইন্দ্রসেন রাজকুমারী সুভদ্রার বস্ত্র, আভরণ, ধাত্রী দাসীগণকে লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই শীঘ্র রথে আরোহণ করত দ্বারকাপুরীর দিকে চলিল।৪

তখন পুরবাসিগণ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কুরুজাঙ্গলদেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সকলে প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন।৫

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রসন্ন হইয়া তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন এবং কুরুজাঙ্গল দেশের আরও জনতাকে আসিতে দেখিয়া মহাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠির সেখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন।৬

কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই প্রজাবৃন্দের সহিত

ততস্তমাসাদ্য মহাজনৌঘাঃ
কুরুপ্রবীরং পরিবার্য্য তস্থুঃ।
হা নাথ হা ধর্ম্ম ইতি ব্রুবাণা
ভীতাশ্চ সর্ব্বেঽশ্রুমুখাশ্চ রাজন্ ॥৮

বরঃ কুরূণামধিপঃ প্রজানাং
পিতেব পুত্রানপহায় চাস্মান্।
পৌরানিমান্ জানপদাংশ্চ সর্ব্বান্
হিত্বা প্রয়াতঃ ক নু ধর্ম্মরাজঃ ॥৯

ধিগ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রং সুনৃশংসবুদ্ধিং
ধিক্ সৌবলং পাপমতিঞ্চ কর্ণম্।
অনর্থমিচ্ছন্তি নরেন্দ্র পাপা
যে ধর্ম্মনিত্যস্য সতস্তবৈবম্ ॥১০

স্বয়ং নিবেশ্যাপ্রতিমং মহাত্মা
পুরং মহাদেবপুরপ্রকাশম্।
শতক্রতুপ্রস্থমমেয়কর্ম্মা
হিত্বা প্রয়াতঃ ক নু ধর্ম্মরাজঃ ॥১১

চকার যামপ্রতিমাং মহাত্মা
সভাং ময়ো দেবসভাপ্রকাশাম্।
তাং দেবগুপ্তামিব দেবমায়াং
হিত্বা প্রয়াতঃ ক নু ধর্ম্মরাজঃ ॥১২

তান্ ধর্ম্মকামার্থবিদুত্তমৌজা
বীভৎসুরুচ্চৈঃ সহিতানুবাচ।
আদাস্যতে বাসমিমং নিরুষ্য
বনেষু রাজা দ্বিষতাং যশাংসি ॥১৩

দ্বিজাতিমুখ্যাঃ সহিতাঃ পৃথক্ চ
ভবদ্ভিরাসাদ্য তপস্বিনশ্চ।
প্রসাদ্য ধর্ম্মার্থবিদশ্চ বাচ্যা
যথার্থসিদ্ধিঃ পরমা ভবেন্নঃ ॥১৪

ইত্যেবমুক্তে বচনেঽর্জ্জুনেন
তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্ববর্ণাশ্চ রাজন্।
মুদাভ্যনন্দন্ সহিতাশ্চ চক্রুঃ
প্রদক্ষিণং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠম্ ॥১৫

পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার প্রতি পিতার প্রতি পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিলেন।৭

সেই বিরাট জনতা নিকটে আসিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে ঘিরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে 'হা নাথ! হা ধর্ম্ম'! এইরূপ বলিতে বলিতে ভীতচিত্তে অনুতাপ করিতে লাগিলেন।৮

কুরুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও কুরুদেশীয় প্রজাগণের পালক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুত্রতুল্য নাগরিক ও গ্রাম্য প্রজাবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়াছেন ?৯

অত্যন্ত নির্দ্দয়হৃদয় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে ধিক্, শকুনি ও পাপমতি কর্ণকেও ধিক্! হে নরেন্দ্র! যাহারা ধর্ম্মনিরত আপনার ন্যায় সজ্জনের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা পাপিষ্ঠ।১০

যে মহাত্মা পুরুষ স্বয়ং প্রযত্ন করিয়া মহাদেবের কৈলাসপুরী সদৃশ অনুপম ইন্দ্রপ্রস্থনামক নগর নির্ম্মাণ করত অতুলনীয় কর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন; সেই ধর্ম্মরাজ আজ উহা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন ?১১

যে মহাত্মা ময় দানব দেবসভাতুল্য অতুলনীয় সভা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, দেবতাগণের দ্বারা পালিত দেবমায়ার ন্যায় সেই সভাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মরাজ কোথায় চলিয়াছেন ?১২

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ পুরুষার্থত্রয়ে অভিজ্ঞ বীভৎসু (অর্জ্জুন) সেই সমবেত জনতাকে বলিলেন—রাজা যুধিষ্ঠির বনবাসের দ্বাদশ বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।১৩

আপনারা সকলে মিলিত হইয়া কিংবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ ও তপস্বিগণের

আমন্ত্র্য পার্থঞ্চ বৃকোদরঞ্চ
ধনঞ্জয়ং যাজ্ঞসেনীং যমৌ চ।
প্রতস্থিরে রাষ্ট্রমপেতহর্ষা
যুধিষ্ঠিরেণানুমতা যথাস্বম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্ব্বণি দ্বৈতবনপ্রবেশে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

নিকট যাইয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন যেন আমাদের উত্তম অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় ।১৪

অর্জুন এইরূপ বলিলে হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ ও অন্য সব বর্ণের মনুষ্যগণ সকলেই প্রসন্ন চিত্তে তাঁহার বাক্য অভিনন্দিত করিলেন এবং সকলে মিলিয়া ধর্ম্মাত্মাগণশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন।১৫

তারপর তাঁহারা অর্জুন, ভীম, যাজ্ঞসেনী ও যমজ ভাই দুটীকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া বিষণ্ণচিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন ।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্বৈত্যবনপ্রবেশ-উপাখ্যানে ত্রয়োবিংশ -অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং দ্বৈতবনে গমনম্

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তেষু প্রয়াতেষু কৌন্তেয় সত্যসঙ্গরঃ।
অভ্যভাষত ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৄন্ সর্বান্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥১
দ্বাদশেমানি বর্ষাণি বস্তব্যং নির্জনে বনে।
সমীক্ষধ্বং মহারণ্যে দেশং বহুমৃগদ্বিজম্ ॥২
বহুপুষ্পফলং রম্যং শিবং পুণ্যজনাবৃতম্।
যত্রেমাঃ শরদঃ সর্বাঃ সুখং প্রতিবসেমহি ॥৩

এবমুক্তে প্রত্যুবাচ ধর্ম্মরাজং ধনঞ্জয়ঃ।
গুরুবন্মানবগুরুং মানয়িত্বা মনস্বিনম্ ॥৪

অর্জুন উবাচ।

ভবানেব মহর্ষীণাং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসিতা।
অজ্ঞাতং মানুষে লোকে ভবতো নাস্তি কিঞ্চন ॥৫
ত্বয়া হ্যুপাসিতা নিত্যং ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ।
দ্বৈপায়নপ্রভৃতয়ো নারদশ্চ মহাতপাঃ ॥৬

চতুর্বিংশ অধ্যায়

(পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন।)

তারপর তাহারা চলিয়া গেলে সত্যসন্ধ ধর্ম্মাত্মা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিতে লাগিলেন।১

এই বার বৎসর আমাদিগকে নির্জ্জন বনে বাস করিতে হইবে, সুতরাং বিশাল বন মধ্যে বহু মৃগ ও দ্বিজে পরিপূর্ণ এমন কোনও স্থান নির্ণয় কর ।২

বহু পুষ্প ও ফল যে স্থানে আছে এবং যে স্থানে পুণ্যবান্ জনের বাসস্থান, এইরূপ রমণীয় ও কল্যাণকর স্থান নির্ণয় কর; যে স্থানে আমরা আনন্দে বাস করিতে পারি ।৩

ধর্ম্মরাজ এইরূপ বলিলে তখন ধনঞ্জয় সেই নরপতি মনস্বী যুধিষ্ঠিরকে গুরুর ন্যায় সম্মান প্রদান করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন।৪

যঃ সর্বলোকদ্বারাণি নিত্যং সঞ্চরতে বশী।
দেবলোকাদ্ ব্রহ্মলোকং গন্ধর্বাপ্সরসামপি ॥৭

অনুভাবাংশ্চ জানাসি ব্রাহ্মণানাং ন সংশয়ঃ।
প্রভাবাংশ্চৈব বেত্থ ত্বং সর্বেষামেব পার্থিব ॥৮

ত্বমেব রাজন্ জানাসি শ্রেয়ঃ কারণমেব চ।
যথেচ্ছসি মহারাজ নিবাসং তত্র কুর্মহে ॥৯

ইদং দ্বৈতবনং নাম সরঃ পুণ্যজনোচিতম্।
বহুপুষ্পফলং রম্যং নানাদ্বিজনিষেবিতম্ ॥১০

অত্রেমা দ্বাদশ সমা বিহরেমেতি রোচয়ে।
যদি তেঽনুমতং রাজন্ কিমন্যন্মন্যতে ভবান্ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মমাপ্যেতন্মতং পার্থ ত্বয়া যৎ সমুদাহৃতম্।
গচ্ছামঃ পুণ্যবিখ্যাতং মহদ্ দ্বৈতবনং সরঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে প্রযযুঃ সর্বে পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ।
ব্রাহ্মণৈর্বহুভিঃ সার্দ্ধং পুণ্যং দ্বৈতবনং সরঃ ॥১৩

ব্রাহ্মণাঃ সাগ্নিহোত্রাশ্চ তথৈব চ নিরগ্নয়ঃ।
স্বাধ্যায়িনো ভিক্ষবশ্চ তথৈব বনবাসিনঃ ॥১৪

বহবো ব্রাহ্মণাস্তত্র পরিবব্রুর্যুধিষ্ঠিরম্।
তপঃসিদ্ধা মহাত্মানঃ শতশঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১৫

তে যাত্বা পাণ্ডবাস্তত্র ব্রাহ্মণৈর্বহুভিঃ সহ।
পুণ্যং দ্বৈতবনং রম্যং বিবিশুর্ভরতর্ষভাঃ ॥১৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—জ্ঞানবৃদ্ধ ও মহর্ষিগণের আপনিই অধিক উপাসনা করিয়া থাকেন; সুতরাং মনুষ্যলোকে আপনার অজ্ঞাত কোন স্থান থাকিতে পারে না।৫

হে ভরতর্ষভ! আপনি সর্বদাই মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মহাতপস্বী ব্রাহ্মণগণের ও দেবর্ষি নারদেরও উপাসনা করিয়া থাকেন।৬

যে জিতেন্দ্রিয় দেবর্ষি নারদ দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরলোক পর্য্যন্ত সকলের দ্বারে দ্বারে অবাধে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহারও বিশেষ ভাবে সেবা করিয়া থাকেন।৭

হে রাজন্! আপনি বিশেষভাবে সকল ব্রাহ্মণের অনুভাব ও প্রভাব জানেন—ইহাতে সংশয় নাই।৮

সুতরাং আপনি আমাদের পক্ষে কোন স্থান বাসের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে, তাহা আপনিই ভাল করিয়া জানেন। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেইস্থানেই আমরা সানন্দে বাস করিব।৯

এই যে পবিত্র জলে পরিপূর্ণ, বহু পুষ্প ও ফলে সুশোভিত এবং নানা পক্ষী ও ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান দ্বৈতবননামক সরোবর। ইহা অতি রমণীয় সরোবর।১০

এখানে বার বৎসর কাল বাস করিতে আমার খুব রুচি হইতেছে। হে রাজন্! আপনার অনুমতি হইলে আমরা এখানেই বাস করিতে পারি। আপনি কি অন্য কোন অধিক রমণীয় স্থানের কথা চিন্তা করিতেছেন?১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পার্থ! তুমি যে স্থানের কথা বলিতেছ, উহা আমারও অভিমত। চল আমরা পুণ্যের দ্বারা বিখ্যাত এই দ্বৈতবননামক মহৎ সরোবরেই যাই।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর ধর্ম্মাচরণকারী পাণ্ডবগণ বহু ব্রাহ্মণের সহিত পুণ্য দ্বৈতবননামক সরোবরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।১৩

অগ্নিহোত্র, নিরগ্নি, বেদাধ্যয়নে নিরত বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী সকল প্রকার কঠোর ব্রতধারী তপস্যাসিদ্ধ মহাত্মাগণ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরিবৃত করিয়া বসিলেন।১৪-১৫

ভরতবংশাবতংস পাণ্ডুনন্দনগণ বহু ব্রাহ্মণের সহিত যাইয়া পুণ্য দ্বৈতবনে মধ্যে প্রবেশ করিলেন।১৬

তমালতালাম্রমধূকনীপ-
কদম্বসর্জার্জুনকর্ণিকারৈঃ।
তপাত্যয়ে পুষ্পধরৈরুপেতং
মহাবনং রাষ্ট্রপতির্দদর্শ ॥১৭

মহাদ্রুমাণাং শিখরেষু তস্থু-
র্মনোরমাং বাচমুদারয়ন্তঃ।
ময়ূরদাত্যূহচকোরসঙ্ঘা-
স্তস্মিন্ বনে বর্হিণকোকিলাশ্চ ॥১৮

করেণুযূথৈঃ সহ যূথপানাং
মদোৎকটানামচলপ্রভাণাম্।
মহান্তি যূথানি মহাদ্বিপানাং
তস্মিন্ বনে রাষ্ট্রপতির্দদর্শ ॥১৯

মনোরমাং ভোগবতীমুপেত্য
পূতাত্মনাং চীরজটাধরাণাম্।
তস্মিন্ বনে ধর্মভৃতাং নিবাসে
দদর্শ সিদ্ধর্ষিগণাননেকান্ ॥২০

ততঃ স যানাদবরুহ্য রাজা
সভ্রাতৃকঃ সজনঃ কাননং তৎ।
বিবেশ ধর্মাত্মবতাং বরিষ্ঠ-
স্ত্রিবিষ্টপং শক্র ইবামিতৌজাঃ ॥২১

তং সত্যসন্ধং সহসাভিপেতু-
র্দিদৃক্ষবশ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ।
বনৌকসশ্চাপি নরেন্দ্রসিংহং
মনস্বিনং তং পরিবার্য্য তস্থুঃ ॥২২

স তত্র সিদ্ধানভিবাদ্য সর্বান্
প্রত্যর্চিতো রাজবদ্ দেববচ্চ।
বিবেশ সর্বৈঃ সহিতৈঃ দ্বিজাগ্র্যৈঃ
কৃতাঞ্জলির্ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥২৩

স পুণ্যশীলঃ পিতৃবন্মহাত্মা
তপস্বিভির্ধর্মপরৈরুপেত্য।
প্রত্যর্চিতঃ পুষ্পধরস্য মূলে
মহাদ্রুমস্যোপবিবেশ রাজা ॥২৪

মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, সেই মহাবন তমাল, তাল, আম, মহুয়া, নীপ, কদম্ব, সাল, অর্জুন কর্ণিকার এবং গ্রীষ্মান্তে (বর্ষাকালে) পুষ্পধারণকারী বৃক্ষসমূহের দ্বারা সুশোভিত।১৭

বড় বড় বৃক্ষসমূহের শিখরদেশে ময়ূর, ডাহুক, চকোর, বর্হিণ (সভ্যচ্যুত ময়ূর) এবং কোকিল প্রভৃতি পক্ষীসমূহ মনোরম শব্দ করিতেছে।১৮

মহারাজ যুধিষ্ঠির আরও দেখিলেন যে, পর্বতের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হস্তিনীগণের সহিত বর্তমান মদমত্ত যূথপতি হস্তিসমূহের বহু যূথ সেই বনের মধ্যে বিচরণ করিতেছে।১৯

মনোরমা সরস্বতী নদীতে অবগাহন করত যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, এমন জটাবল্কলধারী ধার্মিক তপস্বিগণের বাসস্থান সেই মহাবনে মহারাজ অনেক সিদ্ধর্ষিগণকে দেখিতে পাইলেন।২০

অনন্তর ইন্দ্র যেমন অমরাবতীতে প্রবেশ করেন, তেমনি ধর্মাত্মগণশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতৃগণ ও সঙ্গী ব্রাহ্মণাদি জনগণের সহিত সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন।২১

তখন সেই সত্যসন্ধ মনস্বী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া চারণ সিদ্ধগণ এবং বনবাসী বানপ্রস্থী ঋষিগণ তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন।২২

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ ধর্মরাজও সকল সিদ্ধপুরুষকে রাজার ন্যায় অর্চনা করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা দেববৎ প্রতিপূজিত হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে বনে প্রবেশ করিলেন।২৩

ভীমশ্চ কৃষ্ণা চ ধনঞ্জয়শ্চ
যমৌ চ চানুচরা নরেন্দ্রম্।
বিমুচ্য বাহানবশাশ্চ সর্বে
তত্রোপতস্থুর্ভরতপ্রবর্হাঃ ॥২৫
লতাবতানাবনতঃ স পাণ্ডবৈ-
র্মহাক্রমঃ পঞ্চভিরেব ধন্বিভিঃ।
বভৌ নিবাসোপগতৈর্মহাত্মভি-
র্মহাগিরির্বারণযূথপৈরিব ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি দ্বৈতবনপ্রবেশে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনিষ্ঠ তপস্বিগণের দ্বারা পিতার ন্যায় প্রতিপূজিত হইয়া পুষ্পধর মহাবৃক্ষের মূলে বসিলেন ।২৪

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব এবং কৃষ্ণা ও অন্যান্য সেবকগণ সকলেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন ।২৫

মহাগিরি যেমন যূথপতি হস্তিগণের দ্বারা সুশোভিত হয়, লতা ও পুষ্পভারে অবনত সেই বৃক্ষও তখন ধনুর্দ্ধারী পঞ্চ পাণ্ডব এবং নিকটে অবস্থিত মহাপুরুষগণের দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিল ।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্বৈতবনপ্রবেশ-উপাখ্যানে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৪

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবেভ্যো ধর্ম্মমুপদিশ্য মার্কণ্ডেয়মুনেরুত্তরদিশি গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তৎ কাননং প্রাপ্য নরেন্দ্রপুত্রাঃ
সুখোচিতা বাসমুপেত্য কৃচ্ছ্রম্।
বিজহ্রুরিন্দ্রপ্রতিমাঃ শিবেষু
সরস্বতীশালবনেষু তেষু ॥১
যতীংশ্চ রাজা স মুনীংশ্চ সর্বাং-
স্তস্মিন্ বনে মূলফলৈরুদগ্রৈঃ।
দ্বিজাতিমুখ্যানৃষভঃ কুরূণাং
সন্তর্পয়ামাস মহানুভাবঃ ॥২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

[পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া মহর্ষি মার্কাণ্ডেয়ের উত্তর দিকে প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! সুখভোগের যোগ্য ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই রাজপুত্রগণ বনবাস দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া দ্বৈতবনের সরস্বতী নদীর তীরে এবং সুখদায় শালবনসমূহে বিচরণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ।১

মহানুভব রাজা যুধিষ্ঠির সেই বনজাত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ফলমূলসমূহের দ্বারা (সূর্য্যের বরে) বনস্থ বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন ।২

ইষ্টীশ্চ পিত্র্যাণি তথা ক্রিয়াশ্চ
মহাবনে বসতাং পাণ্ডবানাম্।
পুরোহিতস্তত্র সমৃদ্ধতেজা-
শ্চকার ধৌম্যঃ পিতৃবৎ্পাণাম্ ॥৩

অপেত্য রাষ্ট্রাদ্ বসতাং তু তেষা-
মৃষিঃ পুরাণোঽতিথিরাজগাম।
তমাশ্রমং তীব্রসমৃদ্ধতেজা
মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রীমতাং পাণ্ডবানাম্ ॥৪

তমাগতং জ্বলিতহুতাশনপ্রভং
মহামনাঃ কুরুবৃষভো যুধিষ্ঠিরঃ।
অপূজয়ৎ সুরঋষিমানবার্চিতং
মহামুনিং হ্যনুপমসত্ত্ববীর্য্যবান্ ॥৫

স সর্ববিদ্ দ্রৌপদীং বীক্ষ্য কৃষ্ণাং
যুধিষ্ঠিরং ভীমসেনার্জুনৌ চ।
সংস্মৃত্য রামং মনসা মহাত্মা
তপস্বিমধ্যেঽস্ময়তামিতৌজাঃ ॥৬

তং ধর্মরাজো বিমনা ইবাব্রবীদ্
সর্বে হ্রিয়া সন্তি তপস্বিনোঽমী।
ভবানিদং কিং স্ময়তীব হৃষ্ট-
স্তপস্বিনাং পশ্যতাং মামুদীক্ষ্য ॥৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ন তাত হৃষ্যামি ন চ স্ময়ামি
প্রহর্ষজো মাং ভজতে ন দর্পঃ।
তবাপদং ত্বদ্য সমীক্ষ্য রামং
সত্যব্রতং দাশরথিং স্মরামি ॥৮

স চাপি রাজা সহ লক্ষ্মণেন
বনে নিবাসং পিতুরেব শাসনাৎ।
ধন্বী চরন্ পার্থ ময়ৈব দৃষ্টো
গিরেঃ পুরা ঋষ্যমূকস্য সানৌ ॥৯

অত্যন্ত তেজস্বী পুরোহিত ধৌম্যও পিতার ন্যায় তাঁহাদের দ্বারা দৈব ও পৈতৃক কর্ম্মসমূহ যথাবিধি সেই মহাবনেই অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন।৩

অনন্তর শ্রীমান্ পাণ্ডবগণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাস করিতেছেন—ইহা জানিতে পারিয়া তপঃ-প্রভাবে অতিতেজস্বী পুরাণ ঋষি মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণের আশ্রমে আগমন করিলেন।৪

অনুপম বল ও বীর্য্যসমন্বিত কুরুশ্রেষ্ঠ মহামনা যুধিষ্ঠির প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ দীপ্তিমান্, সুরনর ঋষিগণের দ্বারা অর্চ্চিত মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে যথোচিত পূজা করিলেন।৫

সেই সর্বজ্ঞ অমিততেজা মার্কণ্ডেয় মুনি দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে বনবাসী দেখিয়া মনে মনে বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত তপস্বিগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন।৬

(মার্কণ্ডেয়মুনির স্মিত হাস্য দর্শনে) কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়াই যেন ধর্ম্মরাজ বলিলেন—এখানে অবস্থিত সকল তপস্বীই আমার অবস্থা দর্শনে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, একমাত্র আপনাকেই দেখিতেছি তপস্বিগণের সমক্ষে আমাকে দেখিয়াই যেন স্মিত হাস্য করিতেছেন।—ইহার কারণ কি ?৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বৎস। তোমাকে দেখিয়া আমি আনন্দিতও হইতেছি না অথবা স্মিত হাস্যও করিতেছি না, প্রহর্ষজনিত কোন দর্প আমাকে আশ্রয় করে না। তোমার এই বিপদ দর্শনে আমার আজ সত্যসন্ধ দশরথনন্দন শ্রীরামের কথা স্মরণ হইয়াছে, (তজ্জনিত হর্ষই হয়ত আমার মুখে হাস্যাকারে দেখা দিয়াছে)।৮

সেই রাজা শ্রীরাম পিতার আদেশে লক্ষ্মণসহ বনে গিয়াছিলেন। পৃথাসুত! তিনি ধনু ধারণ

সহস্রনেত্রপ্রতিমো মহাত্মা
যমস্ত নেতা নমুচেশ্চ হন্তা।
পিতুর্নিদেশাদনঘঃ স্বধর্ম্মং
বাসং বনে দাশরথিশ্চকার ॥১০

স চাপি শক্রস্য সমপ্রভাবো
মহানুভাবঃ সমরেষজেয়ঃ।
বিহায় ভোগানচরদ্ বনেষু
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্ম্মম্ ॥১১

ভূপাশ্চ নাভাগভগীরথাদয়ো
মহীমিমাং সাগরান্তাং বিজিত্য।
সত্যেন তেঽপ্যজয়ংস্তাত লোকান্
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্ম্মম্ ॥১২

অলর্কমাহুর্নরবর্য্য সন্তং
সত্যব্রতং কাশিকরূষরাজম্।
বিহায় রাজ্যানি বসূনি চৈব
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্ম্মম্ ॥১৩

ধাত্রা বিধির্যো বিহিতঃ পুরাণৈ-
স্তং পূজয়ন্তো নরবর্য্য সন্তঃ।
সপ্তর্ষয়ঃ পার্থ দিবি প্রভান্তি
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্ম্মম্ ॥১৪

মহাবলান্ পর্বতকূটমাত্রান্
বিষাণিনঃ পশ্য গজান্ নরেন্দ্র।
স্থিতান্ নিদেশে নরবর্য্য ধাতু-
র্নেশে বলস্যেতি চরেদধর্ম্মম্ ॥১৫

সর্বাণি ভূতানি নরেন্দ্র পশ্য
তথা যথাবদ্ বিহিতং বিধাত্রা।
স্বযোনিতঃ কর্ম সদা চরন্তি
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্ম্মম্ ॥১৬

করিয়া যখন ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সানুদেশে পূর্ব্বকালে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।৯

যিনি ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ছিলেন, যিনি যমেরও নিয়ন্তা এবং যিনি নমুচিদৈত্যেরও হন্তা, সেই নিষ্পাপ মহাত্মা দশরথনন্দনও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পিতার আদেশে বনে বাস করিয়াছিলেন।১০

সেই মহানুভব শ্রীরাম ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী এবং যুদ্ধে সকলের অজেয় হইয়াও রাজ্যভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং নিজের বল থাকিলেও সেই বলের অহঙ্কারে অধর্ম্মের আচরণ করা উচিত নহে।১১

হে বৎস! নাভাগ ভগীরথ প্রভৃতি রাজগণ সাগরান্তা পৃথিবীকে জয় করিয়াও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা উত্তম উর্দ্ধলোকসকল লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বল দর্পবশতঃ অধর্ম্মের আচরণ করা উচিত নহে।১২

হে নরশ্রেষ্ঠ! কাশী ও করূষদেশের অধিপতি অলর্ক সত্যব্রত ও সাধুপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি সত্যনিষ্ঠাবশে রাজ্য ও ধনরাশিকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং শক্তির অহঙ্কারবশতঃ কখনও অধর্ম্ম আচরণ করা উচিত নহে।১৩

নরোত্তম! বিধাতা পুরাতন বেদাদি বাক্যসমূহের দ্বারা যে সকল ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, তাহা অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তর্ষিগণ গগনমণ্ডলে জ্যোতিষ্করূপে শোভা পাইতেছেন। কুন্তীপুত্র! সুতরাং শক্তির মদে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান উচিত নহে।১৪

হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট মহাবলশালী দীর্ঘদন্তযুক্ত হস্তিসমূহকে দেখিতেছ, উহারাও বল থাকিলেও বিধাতার নির্দ্দেশের অধীন হইয়া চলে। সুতরাং বলমদে মত্ত হইয়া অধর্ম্মের আচরণ করা উচিত নহে।১৫

সত্যেন ধর্ম্মেণ যথার্হবৃত্ত্যা
হ্রিয়া তথা সর্বভূতান্যতীত্য।
যশশ্চ তেজশ্চ তবাপি দীপ্তং
বিভাবসোর্ভাস্করস্যেব পার্থ ॥১৭

যথাপ্রতিজ্ঞঞ্চ মহানুভাব
কৃচ্ছ্রং বনে বাসমিমং নিরুষ্য।
ততঃ শ্রিয়ং তেজসা তেন দীপ্তা-
মাদাস্যসে পার্থিব কৌরবেভ্যঃ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তমেবমুক্ত্বা বচনং মহর্ষি-
স্তপস্বিমধ্যে সহিতং সুহৃদ্ভিঃ।
আমন্ত্র্য ধৌম্যং সহিতাংশ্চ পার্থাং-
স্ততঃ প্রতস্থে দিশমুত্তরাং সঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জ্জুনাভিগমনপর্বণি দ্বৈতবনপ্রবেশে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

হে নরেন্দ্র! দেখ সমস্ত প্রাণী বিধাতার বিহিত নির্দ্দেশের অধীন হইয়া নিজ নিজ যোনির অনুরূপ কর্ম্মই সর্ব্বদা আচরণ করে। সুতরাং শক্তিমদে মত্ত হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে।১৬

হে পার্থ! সত্য ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যথাযোগ্য আচরণ করায় এবং লজ্জা প্রভৃতি সদ্গুণসমূহ থাকায় তুমি সমস্ত প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া উচ্চে স্থান পাইয়াছ। আজ তোমারও যশ এবং তেজ দেদীপ্যমান হইয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।১৭

হে মহানুভব! হে রাজন্! নিজ অঙ্গীকার অনুসারে বনবাসের এই কষ্ট ভোগ করিয়া তুমিও কৌরবগণের নিকট হইতে নিজতেজোদীপ্ত রাজলক্ষ্মী পুনরায় প্রাপ্ত হইবে।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তপস্বিগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া পুরোহিত ধৌম্য এবং সুহৃদ্গণের সহিত বর্ত্তমান মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন।১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্বৈতবনপ্রবেশ-উপাখ্যানে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দল্ভপুত্র-বকেন যুধিষ্ঠিরায় ব্রাহ্মণানাং মহত্ত্বস্য কথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বসৎসু বৈ দ্বৈতবনে পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
অনুকীর্ণং মহারণ্যং ব্রাহ্মণৈঃ সমপদ্যত ॥১
ঈর্য্যমাণেন সততং ব্রহ্মঘোষেণ সর্বশঃ।
ব্রহ্মলোকসমং পুণ্যমাসীদ্ দ্বৈতবনং সরঃ ॥২

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[দল্ভপুত্র বক কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্ব কথন।]

দ্বৈতবনে মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন বাস করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেই মহাবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।১

চারিদিকে ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনির দ্বারা নিনাদিত

যজুষামৃচাং সাম্নাঞ্চ গদ্যানাং চৈব সর্বশঃ ।
আসীদুচ্চার্য্যমাণানাং নিঃস্বনো হৃদয়ঙ্গমঃ ॥৩

জ্যাঘোষশ্চৈব পার্থানাং ব্রহ্মঘোষশ্চ ধীমতাম্ ।
সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষাত্রং ভূয় এব ব্যরোচত ॥৪

অথাব্রবীদ্ বকো দাল্‌ভ্যো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ।
সন্ধ্যাং কৌন্তেয়মাসীনমৃষিভিঃ পরিবারিতম্ ॥৫

পশ্য দ্বৈতবনে পার্থ ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাম্ ।
হোমবেলাং কুরুশ্রেষ্ঠ সম্প্রজ্বলিতপাবকাম্ ॥৬

চরন্তি ধর্মং পুণ্যেঽস্মিংস্ত্বয়া গুপ্তা ধৃতব্রতাঃ ।
ভৃগবোঽঙ্গিরসশ্চৈব বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপৈঃ সহ ॥৭

হইয়া সেই পুণ্য দ্বৈতবন ও তদন্তর্গত সরোবর ব্রহ্মলোক তুল্য শোভা ধারণ করিল।২

ঋক্, যজু ও পদ্যাত্মক সামবেদমন্ত্র এবং গদ্যাত্মক উচ্চারণনিয়মহীন ব্রাহ্মণবাক্যসমূহের উচ্চারণের হৃদয়ঙ্গম ধ্বনি তথায় সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল।৩

পাণ্ডবগণের জ্যাঘোষ (ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি) এবং ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সম্মিলন সূচনা করিয়া তথায় পরম শোভা বিস্তার করিল।৪

অনন্তর একদিন যুধিষ্ঠির সন্ধ্যাবন্দন করিতেছিলেন, এমন সময় দল্‌ভমুনির পুত্র বক ঋষিগণের দ্বারা পরিবৃত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন।৫

হে পার্থ! হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্বৈতবনে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের হোমের কালটী কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। সকল যজ্ঞবেদির উপর এই সময় যুগপৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে।৬

তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ব্রতধারী ভৃগু, বশিষ্ঠ ও অঙ্গিরা ঋষির বংশধর ব্রাহ্মণগণ কশ্যপমুনির বংশধরগণের সহিত মিলিত হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন।৭

আগস্ত্যাশ্চ মহাভাগা আত্রেয়াশ্চোত্তমব্রতাঃ ।
সর্বস্য জগতঃ শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণাঃ সঙ্গতাস্ত্বয়া ॥৮

ইদন্তু বচনং পার্থ শৃণুষ্ব সদতো মম ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌন্তেয় যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব ॥৯

ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সংসৃষ্টং ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্মণা সহ ।
উদীর্ণে দহতঃ শত্রূন্ বনানীবাগ্নি-মারুতৌ ॥১০

নাব্রাহ্মণস্তাত চিরং বুভূষে-
দিচ্ছন্নিমং লোকমমুঞ্চ জেতুম্ ।
বিনীতধর্মার্থমপেতমোহং
লব্ধ্বা দ্বিজং নুদতি নৃপঃ সপত্নান্ ॥১১

এইরূপে অগস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি মহামুনিগণেরও বংশোদ্ভূত মহাভাগ্যবান্ উত্তমব্রতধারী সম্পূর্ণ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এই স্থানে তোমার সহিত সমাগত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন।৮

হে পার্থ! হে কুরুকুলোদ্ভব! হে কুন্তীনন্দন! আমি যে কথা বলিতেছি, ভ্রাতৃগণের সাহত তুমি সেই কথা শ্রবণ কর।৯

অগ্নি ও বায়ু সম্মিলিত হইয়া যেমন মহারণ্যকে দগ্ধ করিতে পারে, তেমনই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সাহত ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত একত্র মিলিত হইলে শত্রুগণকে নাশ করিতে পারে।১০

বৎস! ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতিরেকে অব্রাহ্মণ ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিলেও, তাহা স্থায়িভাবে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্ম ও অর্থলাভের উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং মোহশূন্য ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইলে রাজা শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারেন।১১

চরন্ নৈঃশ্রেয়সং ধর্ম্মং প্রজাপালনকারিতম্।
নাধ্যগচ্ছদ্ বলির্লোকে তীর্থমন্যত্র বৈ দ্বিজাৎ ॥১২

অনূনমাসীদসুরস্য কাম্যৈ-
বৈরোচনেঃ শ্রীরপি চাক্ষয়াসীৎ।
লব্ধ্বা মহীং ব্রাহ্মণসম্প্রয়োগাৎ
তেষ্বাচরন্ দুষ্টমথো ব্যনশ্যৎ ॥১৩

নাব্রাহ্মণং ভূমিরিয়ং সভূতি-
র্বর্ণং দ্বিতীয়ং ভজতে চিরায়।
সমুদ্রনেমির্নমতে তু তস্মৈ
যং ব্রাহ্মণঃ শাস্তি নয়ৈর্বিনীতম্ ॥১৪

কুঞ্জরস্যেব সংগ্রামে পরিগৃহ্যাঙ্কুশগ্রহম্।
ব্রাহ্মণৈর্বিপ্রহীণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষীয়তে বলম্ ॥১৫

ব্রাহ্মণ্যনুপমা দৃষ্টিঃ ক্ষাত্রমপ্রতিমং বলম্।
তৌ যদা চরতঃ সার্দ্ধং তদা লোকঃ প্রসীদতি ॥১৬

যথা হি সুমহানগ্নিঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা দহতি রাজন্যো ব্রাহ্মণেন সমং রিপুম্ ॥১৭

ব্রাহ্মণেভ্যেব মেধাবী বুদ্ধিপর্য্যেষণং চরেৎ।
অলব্ধস্য চ লাভায় লব্ধস্য পরিবৃদ্ধয়ে ॥১৮

অলব্ধলাভায় চ লব্ধবৃদ্ধয়ে
যথার্হতীর্থপ্রতিপাদনায়।
যশস্বিনং বেদবিদং বিপশ্চিতং
বহুশ্রুতং ব্রাহ্মণমেব বাসয় ॥১৯

ব্রাহ্মণেষূত্তমা বৃত্তিস্তব নিত্যং যুধিষ্ঠির
তেন তে সর্বলোকেষু দীপ্যতে প্রথিতং যশঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে বকং দাল্‌ভ্যমপূজয়ন্।
যুধিষ্ঠিরে স্তূয়মানে ভূয়ঃ সুমনসোঽভবন্ ॥২১

প্রজাপালনজনিত কল্যাণজনক ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক মহারাজ বলিও (অসুর হইয়া) ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন উপায় দেখিতে পান নাই।১২

ব্রাহ্মণগণের সম্যক্ সহায়তা লাভ করিয়া বিরোচনপুত্র বলি সমস্ত আবশ্যকীয় কামভোগ-সামগ্রীসম্পন্ন পার্থিব রাজ্য ও অচলা লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে গিয়াই তিনি লক্ষ্মী ও স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।১৩

সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্যের সহিত এই বসুন্ধরা ব্রাহ্মণের সাহায্যশূন্য ক্ষত্রিয়কে দীর্ঘকাল আশ্রয় করিয়া থাকে না। যে নীতিজ্ঞ ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ শাসন করেন, সমুদ্রাম্বরা পৃথিবী তাঁহারই পদতলে লুণ্ঠিত হয়।১৪

যেমন হস্তীপকশূন্য (মাহুতবিহীন) হাতী যুদ্ধকালে বলশূন্য হইয়া পড়ে, তেমনই ব্রাহ্মণের সাহায্যশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয়ও বলহীন হইয়া পড়ে।১৫

ব্রাহ্মণের অসাধারণ বিচারশক্তি এবং ক্ষত্রিয়ের অতুলনীয় বল—এই উভয় যখন একত্র চলিতে থাকে তখন সমস্ত জগৎ সুখী হয়।১৬

যেমন বায়ুর সহায়তা লাভ করত অগ্নি দীপ্যমান হইয়া সমস্ত বন দগ্ধ করে, তেমনই ব্রাহ্মণের সহায়তায় রাজা শত্রুকে বিনাশ করে।১৭

বুদ্ধিমান্ রাজা অলব্ধ বস্তুর লাভে এবং লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণে ব্রাহ্মণদেরই নিকট বুদ্ধি গ্রহণ করিবেন।১৮

অলব্ধ বস্তুর লাভ করিবার জন্য, লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণের জন্য ও যথাযোগ্য পাত্রে দান করিবার জন্য যশস্বী, বেদবিৎ, বিদ্বান্ এবং বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণকে তুমি এখানে বাস করাও।১৯

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণের প্রতি তোমার হৃদয়ে উত্তম ভাব বর্ত্তমান, সুতরাং তোমার যশ প্রদীপ্ত হইয়া সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়!

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ জামদগ্ন্যঃ পৃথুশ্রবাঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নো ভালুকিশ্চ কৃতচেতাঃ সহস্রপাৎ ॥২২

কর্ণশ্রবাশ্চ মুঞ্জশ্চ লবণাশ্বশ্চ কাশ্যপঃ।
হারীতঃ স্থূণকর্ণশ্চ অগ্নিবেশ্যোঽথ শৌনকঃ ॥২৩

কৃতবাক্ চ সুবাক্ চৈব বৃহদশ্বো বিভাবসুঃ।
ঊর্দ্ধরেতা বৃষামিত্রঃ সুহোত্রো হোত্রবাহনঃ ॥২৪

এতে চান্যে চ বহবো ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
অজাতশত্রুমানর্চুঃ পুরন্দরমিবর্ষয়ঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি দ্বৈতবনপ্রবেশে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করাতে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দল্‌ভপুত্র বককে পূজা করিলেন এবং নিজেরাও খুবই আনন্দিত হইলেন।২১

ঋষিগণ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্মানিত করিয়া থাকেন, তেমনই দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, নারদ, জামদগ্ন্য (পরশুরাম), পৃথুশ্রবা, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, কৃতচেতা, সহস্রপাৎ, কর্ণশ্রবা, মুঞ্জ, লবণাশ্ব, কাশ্যপ, হারীত, স্থূণকর্ণ, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, কৃতবাক্, সুবাক্, বৃহদশ্ব, বিভাবসু, ঊর্দ্ধরেতা, বৃষামিত্র, সুহোত্র, হোত্রবাহন—প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং এইরূপ অন্যান্য আরও কঠোর ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন।২২-২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্বৈতবনপ্রবেশ-উপাখ্যানে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য ক্রোধোদ্রেকায় দ্রৌপদ্যা উক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বনগতাঃ পার্থাঃ সায়াহ্নে সহ কৃষ্ণয়া।
উপবিষ্টাঃ কথাশ্চক্রুর্দুঃখশোকপরায়ণাঃ ॥১

প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা।
অথ কৃষ্ণা ধর্মরাজমিদং বচনমব্রবীদ্ ॥২

দ্রৌপদ্যুবাচ।

ন নূনং তস্য পাপস্য দুঃখমস্মাসু কিঞ্চন।
বিদ্যতে ধার্তরাষ্ট্রস্য নৃশংসস্য দুরাত্মনঃ ॥৩

সপ্তবিংশ অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের উদ্রেকের জন্য দ্রৌপদীর উক্তি]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর বনবাসী কুন্তীনন্দনগণ সায়াহ্নকালে দ্রৌপদীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া দুঃখশোকপরায়ণতাবশতঃ বর্ত্তালাপ করিতে লাগিলেন।১

দেখিতে সুন্দরী, বিদুষী, পতিব্রতা এবং পাণ্ডবগণের সকলেরই প্রিয়া দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিলেন।২

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে রাজন্! আমি মনে করি সেই দুষ্ট নির্দয় ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের মনে আমাদের জন্য বিন্দুমাত্রই দুঃখ হইতেছে না।৩

যত্ত্বাং রাজন্ ময়া সার্দ্ধমজিনৈঃ প্রতিবাসিতম্।
বনং প্রস্থাপ্য দুষ্টাত্মা নান্বতপ্যত দুর্মতিঃ ॥৪
আয়সং হৃদয়ং নূনং তস্য দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
যত্ত্বাং ধর্মপরং শ্রেষ্ঠং রূক্ষাণ্যশ্রাবয়ৎ তদা ॥৫
সুখোচিতমদুঃখার্হং দুরাত্মা সসুহৃদ্গণঃ।
ঈদৃশং দুঃখমানীয় মোদতে পাপপুরুষঃ ॥৬
চতুর্ণামেব পাপানামস্রং ন পতিতং তদা।
ত্বয়ি ভারত নিষ্ক্রান্তে বনযাজিনবাসসি ॥৭
দুর্য্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ দুরাত্মনঃ।
দুর্ভ্রাতুস্তস্য চোগ্রস্য রাজন্ দুঃশাসনস্য চ ॥৮
ইতরেষাস্তু সর্বেষাং কুরূণাং কুরুসত্তম।
দুঃখেনাভিপরীতানাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥৯

হে রাজন্! সেই দুষ্ট হৃদয় দুর্মতি দুর্য্যোধন যখন অজিন (মৃগচর্ম) পরাইয়া তোমার সহিত আমাকে বনে পাঠাইতে পারিয়াছে, তখন সে নিশ্চিতই তাহার জন্য অনুতাপ করিতেছে না।৪

সে যখন তোমার মত ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সভামধ্যে ঐরূপ কর্কশ বাক্য বলিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে সেই পাপীর হৃদয় লৌহনির্ম্মিত।৫

সেই দুরাত্মা পাপিষ্ঠ সুখভোগের যোগ্য ও দুঃখাভোগের অযোগ্য তোমাকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিজ সুহৃদ্গণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতেছে।৬

ভারত! তুমি যখন অজিন পরিধান করিয়া বনে নির্গত হইতেছিলে, তখন চারিজন পুরুষই মাত্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করে নাই।৭

রাজন্! দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুরাত্মা শকুনি এবং উগ্রস্বভাব দুষ্ট ভ্রাতা দুঃশাসন—এই চারিজনেরই মাত্র চোখে জল আসে নাই।৮

হে কুরুসত্তম! অন্যান্য সকল কুরুবংশীয়গণ তোমার দুঃখে অভিভূত হইয়া চোখের জল ফেলিয়াছে।৯

ইদঞ্চ শয়নং দৃষ্ট্বা যচ্চাসীৎ তে পুরাতনম্।
শোচামি ত্বাং মহারাজ দুঃখানর্হং সুখোচিতম্ ॥১০
দান্তং যচ্চ সভামধ্য আসনং রত্নভূষিতম্।
দৃষ্ট্বা কুশবৃষীং চেমাং শোকো মাং প্রদহত্যয়ম্ ॥১১
যদপশ্যং সভায়াং ত্বাং রাজভিঃ পরিবারিতম্।
তচ্চ রাজন্নপশ্যন্ত্যাঃ কা শান্তির্হৃদয়স্য মে ॥১২
যা ত্বাহং চন্দনাদিগ্ধমপশ্যং সূর্য্যবর্চসম্।
সা ত্বাং পঙ্কমলাদিগ্ধং দৃষ্ট্বা মুহ্যামি ভারত ॥১৩
যা ত্বাহং কৌশিকৈর্বস্ত্রৈঃ শুভ্রৈরাচ্ছাদিতং পুরা।
দৃষ্টবত্যস্মি রাজেন্দ্র সা ত্বাং পশ্যামি চীরিণম্ ॥১৪
যচ্চ তদ্রুক্মপাত্রীভির্ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ।
হ্রিয়তে তে গৃহাদন্নং সংস্কৃতং সার্বকামিকম্ ॥১৫

হে মহারাজ! তোমার এই শয্যা দেখিয়া দুঃখের অযোগ্য সুখোচিত তোমার পূর্ব্বশয্যার কথা স্মরণ করিয়া আমার শোক হইতেছে।১০

তোমার এই কুশের আসন দেখিয়া সভামধ্যস্থিত তোমার রত্নখচিত হাতীর দাঁতের সিংহাসনের কথা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকে দগ্ধ হইতেছে।১১

রাজন্! আমি যেরূপে সভামধ্যে রাজগণ পরিবৃত অবস্থায় তোমাকে দেখিয়াছি, আজ তাহা না দেখিয়া আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়?১২

ভারত! যে তোমাকে আমি চন্দনলিপ্ত শরীরে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে দেখিয়াছি, সেই তোমাকে পঙ্কমললিপ্ত দেখিয়া আমি শোকে মুহ্যমান হইতেছি।১৩

হে রাজেন্দ্র! আমি যে তোমাকে উজ্জ্বল রেশমী শুভ্র বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি, আজ সেই তোমাকে চীর (বল্কল খণ্ড) পরিহিত দেখিতেছি।১৪

একদিন এমন ছিল, যখন তোমার রাজপ্রাসাদ হইতে সোণার থালায় করিয়া সর্ব প্রকার রুচির

যতীনামগৃহাণাং তে তথৈব গৃহমেধিনাম্।
দীয়তে ভোজনং রাজন্নতীব গুণবৎ প্রভো ॥১৬
সংস্কৃতানি সহস্রাণি সর্বকামৈঃ পুরা গৃহে।
সর্বকামৈঃ সুবিহিতৈর্যদপূজয়থা দ্বিজান্ ॥১৭
তচ্চ রাজন্নপশ্যন্ত্যাঃ কা শান্তির্হৃদয়স্য মে।
যত্তে ভ্রাতৄন্ মহারাজ যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ॥১৮
অভোজয়ন্ত মিষ্টান্নৈঃ সূদাঃ পরমসংস্কৃতৈঃ।
সর্বাংস্তানদ্য পশ্যামি বনে বন্যেন জীবিনঃ ॥১৯
অদুঃখার্হান্ মনুষ্যেন্দ্র নোপশাম্যতি মে মনঃ।
ভীমসেনমিমং চাপ দুঃখিতং বনবাসিনম্ ॥২০
ধ্যায়তঃ কিং ন মন্যুস্তে প্রাপ্তে কালে বিবর্ধতে
ভীমসেনং হি কর্মাণি স্বয়ং কুর্বাণমচ্যুতম্ ॥২১

অনুকূল অন্ন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের জন্য পরিবেশিত হইত।১৫

হে রাজন্! হে প্রভো! সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগকে ঐ দিনে অতীব গুণসম্পন্ন স্বাদিষ্ট অন্নের দ্বারা ভোজন করান হইত।১৬

পূর্ব্বে তোমার প্রাসাদে সহস্র সহস্র সুবর্ণময় পাত্র অন্নের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত, তুমি তাহা হইতে ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করত ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিতে।১৭

হে রাজন্! আজ তাহা না দেখিয়া আমার হৃদয়ে কি করিয়া শান্তি থাকিতে পারে? হে মহারাজ! তোমার যে ভ্রাতৃবৃন্দ কুণ্ডল পরিধান করিয়া উত্তম পাচকগণের দ্বারা পরিপক্ক উৎকৃষ্ট স্বাদিষ্ট অন্ন স্বয়ং পরিবেশন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইত, আজ তাহাদিগকে বনে বন্যফলের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে দেখিতেছি।১৮-১৯

হে নরপতে! যাহারা দুঃখভোগের যোগ্য নহে, তাহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া আমার মন কিছুতেই শান্তিলাভ করিতেছে না। ভীমসেনকে বনবাসী ও

সুখার্হং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে।
সংকৃতং বিবিধৈর্যানৈর্বস্ত্রৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥২২
তং তে বনগতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে।
অয়ং কুরূন্ রণে সর্বান্ হন্তুমুৎসহতে প্রভুঃ ॥২৩
ত্বৎপ্রতিজ্ঞাং প্রতীক্ষংস্তু সহতেঽয়ং বৃকোদরঃ।
যোঽর্জ্জুনেনার্জুনস্তুল্যো দ্বিবাহুর্বহুবাহুনা ॥২৪
শরাবমর্দে শীঘ্রত্বাৎ কালান্তকযমোপমঃ।
যস্য শস্ত্রপ্রতাপেন প্রণতাঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥২৫
যজ্ঞে তব মহারাজ ব্রাহ্মণানুপতস্থিরে।
তমিমং পুরুষব্যাঘ্রং পূজিতং দেবদানবৈঃ ॥
ধ্যায়ন্তমর্জ্জুনং দৃষ্ট্বা কস্মাদ্ রাজন্ ন কুপ্যসি ॥২৬

দুঃখিত দেখিয়া যথাকালে তোমার ক্রোধ কেন বর্দ্ধিত হইতেছে না? সুখভোগের যোগ্য ও সুকর্ম হইতে অবিচ্যুত ভীমসেনকে আজ এইরূপ নিজ হাতে সব কর্ম করিতে এবং দুঃখ ভোগ করিতে দেখিয়া তোমার ক্রোধ কেন বর্দ্ধিত হইতেছে না?

যে ভীমসেনের বিবিধ সুন্দর বস্ত্রসমূহ ও নানা প্রকার যানদ্বারা সৎকার করা হইত, তাহাকে বনমধ্যে দুঃখে বিচরণ করিতে দেখিয়া তোমার মনে কেন ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতেছে না?

এই বৃকোদর একাকীই সমগ্র কৌরবকুলকে সংহার করিতে সমর্থ, কিন্তু সে কেবল আপনার প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করিয়াই সব সহ্য করিয়া যাইতেছে।

যে দ্বিবাহু অর্জ্জুনের তুলনা কেবল বহুবাহু অর্জ্জুনের (কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের) সহিতই হইতে পারে। যে যুদ্ধে যুগপৎ এমন শীঘ্রতার সহিত বাণ বর্ষণ করিতে পারে যে, তাহাকে কালান্তক যম বলিয়া মনে হয়। হে মহারাজ! যাহার অস্ত্রের প্রভাবে সকল রাজা তোমার বশ্যতা স্বীকার করিতেছে এবং যাহার শস্ত্রমহিমায় আকৃষ্ট হইয়া সকল ব্রাহ্মণ রাজসূয় যজ্ঞে

দৃষ্ট্বা বনগতং পার্থমদুঃখার্হং সুখোচিতম্।
ন চ বর্দ্ধতে মন্যুস্তেন মুহ্যামি ভারত ॥২৭
যো দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ সর্পাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ।
তং তে বনগতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্দ্ধতে ॥২৮
যো যানৈরদ্ভুতাকারৈর্হয়ৈর্নাগৈশ্চ সংবৃতঃ।
প্রসহ্য বিত্তান্যাদত্ত পার্থিবেভ্যঃ পরন্তপ ॥২৯
ক্ষিপত্যেকেন বেগেন পঞ্চবাণশতানি যঃ।
তং তে বনগতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্দ্ধতে ॥৩০
শ্যামং বৃহন্তং তরুণং চর্ম্মিণামুত্তমং রণে।
নকুলং তে বনে দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্দ্ধতে ॥৩১
দর্শনীয়ঞ্চ শূরঞ্চ মাদ্রীপুত্রং যুধিষ্ঠির।
সহদেবং বনে দৃষ্ট্বা কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব ॥৩২

উপনীত হইয়া সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, দেব ও দানবগণের দ্বারা পূজিত সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বনবাস দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া শত্রুগণের প্রতি তোমার ক্রোধের উদ্রেক কেন হইতেছে না ?২০-২৬

ভারত! দুঃখভোগের অযোগ্য সুখভোগের যোগ্য সেই অর্জ্জুনকে বনের মধ্যে কষ্ট পাইতে দেখিয়া তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে না দেখিয়া আমি মুহ্যমান হইতেছি।২৭

যে নিজে সকল দেবতা, সর্প ও মনুষ্যকে একরথে জয় করিয়াছে, সেই অর্জ্জুনকে বনবাসী দেখিয়াও তোমার মনে কেন ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতেছে না ?২৮

হে পরন্তপ! যে অদ্ভুতাকারবিশিষ্ট যান, অশ্ব ও হস্তীগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধনাদি আহরণ করিয়া তোমাকে দিয়াছে; যে একবারে বেগের সহিত পাঁচশত বাণ ছুড়িতে পারে, সেই অর্জুনকেও বনবাসী দেখিয়া তোমার ক্রোধ কেন বর্দ্ধিত হইতেছে না ?২৯-৩০

যে শ্যামবর্ণ, যুদ্ধে চর্ম্মধারী বীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি সুন্দর দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট, সেই

নকুলং সহদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা তে দুঃখিতাবুভৌ।
অদুঃখার্হৌ মনুষ্যেন্দ্র কস্মান্মন্যুর্ন বর্দ্ধতে ॥৩৩
দ্রুপদস্য কুলে জাতাং স্নুষাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনীং বীরপত্নীমনুব্রতাম্ ॥৩৪
মাং বৈ বনগতাং দৃষ্ট্বা কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব ॥৩৫
নূনঞ্চ তব বৈ নাস্তি মন্যুর্ভরতসত্তম।
যৎ তে ভ্রাতৄংশ্চ মাঞ্চৈব দৃষ্ট্বা ন ব্যথতে মনঃ ॥৩৬
ন নির্ম্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তি লোকে নির্বচনং স্মৃতম্।
তদদ্য ত্বয়ি পশ্যামি ক্ষত্রিয়ে বিপরীতবৎ ॥৩৭
যো ন দর্শয়তে তেজঃ ক্ষত্রিয়ঃ কাল আগতে।
সর্বভূতানি তং পার্থ সদা পরিভবন্ত্যুত ॥৩৮

নকুলকে বনবাসী দেখিয়াও তোমার মনে কেন ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে না ?৩১

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! বীর অথচ দেখিতে পরম সুন্দর এই মাদ্রীতনয় সহদেবকে বনবাসী দেখিয়াও তুমি কেন শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতেছ ?৩২

পরম সুন্দর নকুল ও সহদেব যাহারা দুঃখভোগের অযোগ্য ও সুখভোগের যোগ্য, তাহাদিগকে বনবাস দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও তোমার মন কেন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইতেছে না ?৩৩

হে পার্থিব! দ্রুপদের ঔরসজাতা, মহারাজ পাণ্ডুর কুলবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, বীরপত্নী ও তোমাদের সর্ব্বদা অনুগমনকারিণী আমাকে বনবাস দুঃখ ভোগ করিতে দেখিয়াও তুমি শত্রুদিগকে কেন ক্ষমা করিতেছ ?৩৪-৩৫

হে ভরতসত্তম! নিশ্চিতই ক্রোধ বলিয়া বস্তু তোমার নাই, নতুবা ইঁহাদের সকলকে ও আমাকে বনবাস দুঃখ ভোগ করিতে দেখিয়াও তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না ?৩৬

এ জগতে ক্রোধশূন্য কোন ক্ষত্রিয় নাই—ইহা

তৎ ত্বয়া ন ক্ষমা কার্য্যা শত্রূন্ প্রতি কথঞ্চন।
তেজসৈব হি তে শক্যা নিহন্তুং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৯
তথৈব যঃ ক্ষমাকালে ক্ষত্রিয়ো নোপশাম্যতি।
অপ্রিয়ঃ সর্বভূতানাং সোঽমুত্রেহ চ নশ্যতি ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি দ্রৌপদীপরিতাপবাক্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্ত; একমাত্র তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজাতেই ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি।৩৭

হে পৃথানন্দন! যে ক্ষত্রিয় সময় উপস্থিত হইলেও নিজের তেজ প্রদর্শন করে না; সকল প্রাণীই তাহাকে সর্ব্বদা পরাভূত করিয়া থাকে।৩৮

সুতরাং হে মহারাজ! শত্রুগণকে কোনপ্রকারেই তোমার ক্ষমা করা উচিত নহে; পক্ষান্তরে নিজের তেজ প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বধ করাই কর্ত্তব্য—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩৯

এইরূপে ক্ষমা করিবার সময় যে ক্ষত্রিয় ক্ষমা প্রদর্শন করে না, সে সকল প্রাণীর অপ্রিয় হয় এবং তাহার ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই বিনাশ হইয়া থাকে।৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্রৌপদী-পরিতাপবাক্যে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[প্রহ্লাদস্য বলেশ্চ সন্দেশবর্ণনপ্রসঙ্গেন দ্রৌপদ্যা পাত্রাপাত্রভেদেন ক্ষমায়াস্তেজঃপ্রকাশস্য চ স্থানস্য নির্ণয়ঃ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং বলের্বৈরোচনস্য চ ॥১
অসুরেন্দ্রং মহাপ্রাজ্ঞং ধর্ম্মাণামাগতাগমম্।
বলিঃ পপ্রচ্ছ দৈত্যেন্দ্রং প্রহ্লাদং পিতরং পিতুঃ ॥২

বলিরুবাচ।

ক্ষমা স্বিচ্ছ্রেয়সী তাত উতাহো তেজ ইত্যুত
এতন্মে সংশয়ং তাত যথাবদ্ ব্রূহি পৃচ্ছতে ॥৩
শ্রেয়ো যদত্র ধর্ম্মজ্ঞ ব্রূহি মে তদসংশয়ম্।
করিষ্যামি হি তৎ সর্বং যথাবদনুশাসনম্ ॥৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[প্রহ্লাদ ও বলির সংবাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্রৌপদীকর্ত্তৃক পাত্র ও অপাত্রভেদে ক্ষমা এবং তেজপ্রকাশের স্থান নির্ণয়।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি এখানে প্রহ্লাদ ও বিরোচনপুত্র বলির এক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে বর্ণনা করিতেছি।১

বলি অসুরশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মশাস্ত্রের রহস্যজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।২

বলি বলিলেন,—হে পিতামহ! ক্ষমা ও তেজ এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেয়স্কর (ভাল)—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আপনি প্রকৃত তত্ত্ব উপদেশ করুন।৩

ধর্ম্মজ্ঞ! ইহাদের মধ্যে কোনটী শ্রেয়স্কর, ইহা আপনি নিঃসংশয়ে বলিলে আমি তাহা যথাযথ পালন করিতে চেষ্টা করিব।৪

তস্মৈ প্রোবাচ তৎ সর্বমেবং পৃষ্টঃ পিতামহঃ।
সর্বনিশ্চয়বিৎ প্রাজ্ঞঃ সংশয়ং পরিপৃচ্ছতে ॥৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা।
ইতি তাত বিজানীহি দ্বয়মেতদসংশয়ম্ ॥৬
যো নিত্যং ক্ষমতে তাত বহূন্ দোষান্ স বিন্দতি
ভৃত্যাঃ পরিভবন্ত্যেনমুদাসীনাস্তথারয়ঃ ॥৭
সর্বভূতানি চাপ্যস্য ন নমন্তি কদাচন।
তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপি বর্জিতা ॥৮
অবজ্ঞায় হি তং ভৃত্যা ভজন্তে বহুদোষতাম্।
আদাতুং চাস্য বিত্তানি প্রার্থয়ন্তেঽল্পচেতসঃ ॥৯
যানং বস্ত্রাণ্যলঙ্কারাঞ্ছয়নান্যাসনানি চ।
ভোজনান্যথ পানানি সর্বোপকরণানি চ ॥১০
আদদীরন্নধিকৃতা যথাকামমচেতসঃ।
প্রদিষ্টানি চ দেয়ানি ন দদ্যুর্ভর্তৃশাসনাৎ ॥১১
ন চৈনং ভর্তৃপূজাভিঃ পূজয়ন্তি কথঞ্চন।
অবজ্ঞানং হি লোকেঽস্মিন্ মরণাদপি গর্হিতম্ ॥১২

ক্ষমিণং তাদৃশং তাত ব্রুবন্তি কটুকান্যপি।
প্রেষ্যাঃ পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ তথোদাসীনবৃত্তয়ঃ ॥১৩
অথাস্য দারানিচ্ছন্তি পরিভূয় ক্ষমাবতঃ।
দারাশ্চাস্য প্রবর্তন্তে যথাকামমচেতসঃ ॥১৪
তথা চ নিত্যমুদিতা যদি নাল্পমপীশ্বরাৎ।
দণ্ডমর্হন্তি দুষ্যন্তি দুষ্টাশ্চাপ্যপকুর্বতে ॥১৫
এতে চান্যে চ বহবো নিত্যং দোষাঃ ক্ষমাবতাম্।
অথ বৈরোচনে দোষানিমান্ বিদ্ধ্যক্ষমাবতাম্ ॥১৬

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধান্তবিৎ প্রাজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদ বলির সন্দেহ নিরাস করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন।৫

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে বৎস। তেজপ্রকাশও সর্ব্বদা শ্রেয়স্কর (ভাল) নয় এবং সর্ব্বদা ক্ষমা করাও শ্রেয়স্কর নয়। সময় ও পাত্রবিশেষে উভয়ই শ্রেয়স্কর ইহা জানিবে।৬

বৎস। যে রাজা সর্ব্বদাই ক্ষমাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, সে অনেক অনিষ্টের সম্মুখীন হয়; তাহার ভৃত্যগণ, উদাসীন (নিরপেক্ষ) ব্যক্তিগণ এবং শত্রুগণ সকলেই তাহাকে পরাভূত করিয়া থাকে। কেহই কখনও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে না। তাত। এজন্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা ক্ষমাবৃত্তিকে শ্রেয়স্কর বলেন বলিয়া উহাকে বর্জন করেন নাই।৭-৮

ভৃত্যগণ ক্ষমাকারী প্রভুকে অবহেলা করত বহু অন্যায় কার্য্য করিতে থাকে এবং ক্ষুদ্রচিত্ত পুরুষগণ তাহার ধন রত্ন ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে।৯

এইরূপ সতত ক্ষমাশীল রাজার ভৃত্যগণ তাহার যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা, আসন, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহ নিজেরা যথেচ্ছ ভোগ করিতে থাকে এবং কাহাকে কিছু প্রদান করিবার জন্য আদেশ করিলেও তাহাকে তাহা দেয় না।১০-১১

প্রভুকে ভৃত্যের যেরূপ সম্মান দেওয়া উচিত, তাহা তাহারা কখনই দেয় না। এইরূপে ভৃত্যগণের দ্বারা অবহেলিত হইয়া অবস্থান করা মরণ অপেক্ষাও নিন্দনীয়।১২

বৎস। এইরূপ ক্ষমাশীল পুরুষকে তাহার ভৃত্যগণ, পুত্রগণ, সেবকগণ এবং উদাসীন (নিরপেক্ষ) পুরুষগণ পর্য্যন্ত অনেক কটুবাক্য বলিয়া থাকে।১৩

এমন কি ভৃত্যগণ ক্ষমাশীল রাজার পত্নীগণকেও উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে এবং হৃদয়হীন পত্নীগণও যথেচ্ছাভাবে পরপুরুষের প্রতি ধাবিত হয়।১৪

যদি এইরূপে পরপুরুষগামিনী হইয়াও স্বামী-কর্ত্তৃক অল্প দণ্ডও প্রাপ্ত না হয়, তবে সেই পত্নীগণ ব্যাভিচারিণী হয় এবং দুষ্টা হইয়া স্বামীর অপকার করিবার চেষ্টা করে।১৫

অস্থানে যদি বা স্থানে সততং রজসাবৃতঃ।
ক্রুদ্ধো দণ্ডান্ প্রণয়তি বিবিধান্ স্বেন তেজসা ॥১৭
মিত্রৈঃ সহ বিরোধঞ্চ প্রাপ্নুতে তেজসাবৃতঃ।
আপ্নোতি দ্বেষ্যতাঞ্চৈব লোকাৎ স্বজনতস্তথা ॥১৮
সোঽবমানাদর্থহানিমুপালম্ভমনাদরম্।
সন্তাপদ্বেষমোহাংশ্চ শত্রূংশ্চ লভতে নরঃ ॥১৯
ক্রোধাদ্ দণ্ডান্মনুষ্যেষু বিবিধান্ পুরুষোঽনয়াৎ।
ভ্রশ্যতে শীঘ্রমৈশ্বর্য্যাৎ প্রাণেভ্যঃ স্বজনাদপি ॥২০
যোপকর্ত্তৄংশ্চ হর্ত্তৄংশ্চ তেজসৈবোপগচ্ছতি।
তস্মাদুদ্বিজতে লোকঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব ॥২১
যস্মাদুদ্বিজতে লোকঃ কথং তস্য ভবো ভবেৎ।
অন্তরং তস্য দৃষ্ট্বৈব লোকা বিকুর্ব্বতে ধ্রুবম্ ॥২২

এই সকল দোষ এবং ইহা ছাড়াও এইরূপ আরও অনেক দোষ সতত ক্ষমাশীল পুরুষগণকে আক্রমণ করে। হে বিরোচনপুত্র! এখন সতত ক্ষমাশূন্য তেজপ্রকাশকারী রাজার কি কি দোষ হয়—তাহা বলিতেছি শুন।১৬

সতত ক্ষমাশূন্য তেজস্বী রাজা রজোগুণের বশীভূত হইয়া ক্রোধবশতঃ উত্তেজিতভাবে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বত্রই দণ্ডবিধান করিয়া থাকে।১৭

তেজে (উত্তেজনায়) পূর্ণ মানুষের মিত্রগণের সহিত বিরোধ হয় এবং সাধারণ জনতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার শত্রুতে পরিণত হয়।১৮

ক্রোধবশতঃ সে অন্যের অপমান করাতে ধনহীন হয় এবং সকলের নিকট হইতেই তিরস্কার ও অনাদর প্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া সে সন্তাপ, দ্বেষ, মোহ এবং নিত্য নূতন বহু শত্রু প্রাপ্ত হয়।১৯

যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ অন্যায়ভাবে নিত্যই মনুষ্যগণের উপর দণ্ড বিধান করিতে থাকে, সে শীঘ্রই ঐশ্বর্য্য, স্বজন এমন কি প্রাণ হইতেও বিচ্ছিন্ন

তস্মান্নাত্যুৎসৃজেৎ তেজো ন চ নিত্যং মৃদুর্ভবেৎ।
কালে কালে তু সম্প্রাপ্তে মৃদুস্তীক্ষ্ণোঽপি বা
ভবেৎ ॥২৩
কালে মৃদুর্যো ভবতি কালে ভবতি দারুণঃ।
স বৈ সুখমবাপ্নোতি লোকেঽমুষ্মিন্নিহৈব চ ॥২৪
ক্ষমাকালাংস্তু বক্ষ্যামি শৃণু মে বিস্তরেণ তান্।
যে তে নিত্যমসন্ত্যাজ্যা যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥২৫

পূর্ব্বোপকারী যস্তে স্যাদপরাধে গরীয়সি।
উপকারেণ তৎ তস্য ক্ষন্তব্যমপরাধিনঃ ॥২৬
অবুদ্ধিমাশ্রিতানাং তু ক্ষন্তব্যমপরাধিনাম্।
ন হি সর্ব্বত্র পাণ্ডিত্যং সুলভং পুরুষেণ বৈ ॥২৭

হয়।২০

যে ব্যক্তি উপকারী পুরুষ এবং চৌরাদি উভয়ের প্রতিই সমানভাবে তেজপ্রকাশ করিয়া থাকে, গৃহগত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে সকল লোকই উদ্বিগ্ন হয়।২১

যাহা হইতে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়, তাহার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? লোকে তাহার সামান্য ছিদ্র পাইলেই নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ তাহার অপকার করিবে।২২

অতএব সর্ব্বদা যেমন তেজও প্রকাশ করিবে না, তেমনই সর্ব্বদা কোমলভাব দেখাইয়া ক্ষমাও করিবে না। কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কখনও কাহাকেও ক্ষমা এবং কখনও কাহাকেও শাসন করিবে।২৩

যে রাজা সময় অনুসারে পাত্রবিশেষে ক্ষমা ও পাত্রবিশেষে তেজ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই রাজাই ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করে।২৪

যে যে সময়ে ক্ষমা করা উচিত, কখনও ঐসময়ের সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে—এবিষয়ে মনীষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে তোমাকে বলিতেছি—শ্রবণ কর।২৫

অথ চেদ্ বুদ্ধিজং কৃত্বা ব্রুয়ুস্তে তদবুদ্ধিজম্।
পাপান্ স্বল্পেঽপি তান্ হন্যাদপরাধে তথানৃ-
জূন্ ॥২৮

সর্বস্যৈকোঽপরাধস্তে ক্ষন্তব্যঃ প্রাণিনো ভবেৎ।
দ্বিতীয়ে সতি বধ্যস্তু স্বল্পেঽপ্যপকৃতে ভবেৎ ॥২৯

অজানতা ভবেৎ কশ্চিদপরাধঃ কৃতো যদি।
ক্ষন্তব্যমেব তস্যাহুঃ সুপরীক্ষ্য পরীক্ষয়া ॥৩০

মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীব্রতরং মৃদু ॥৩১

যে পূর্বে তোমার উপকার করিয়াছে, সে যদি গুরুতরও কোন অপরাধ করিয়া ফেলে, তবুও পূর্ব্বের উপকার স্মরণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে।২৬

যাহারা অজ্ঞানভাবশতঃ অপরাধ করে, তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা উচিত; কারণ, সকলেরই পাণ্ডিত্য থাকা সম্ভবপর নয়।২৭

কিন্তু যে ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্বক অপরাধ করিয়া 'অজ্ঞানভাবশতঃ করিয়াছি বলিয়া' বলে; সেই কুটিল অপরাধীকে অল্প অপরাধেও অধিক দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।২৮

জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যাহাতেই হউক, যে কোন অপরাধকে প্রথমবার ক্ষমা করিবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার অল্প অপরাধেও তাহাকে গুরুদণ্ড (বধ পর্য্যন্ত) দিবে।২৯

অজ্ঞানপূর্ব্বকও যদি কেহ অপরাধ করে, তথাপি নিপুণভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, তাহার অপরাধ সত্যই অজ্ঞানকৃত কিনা অজ্ঞানকৃত বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করিবে।৩০

মৃদুতা (কোমলভাব) দ্বারা উগ্রস্বভাব ও

দেশ-কালৌ তু সম্প্রেক্ষ্য বলাবলমথাত্মনঃ।
নাদেশকালে কিঞ্চিৎ স্যাৎ দেশ-কালৌ প্রতীক্ষতাম্
তথা লোকভয়াচ্চৈব ক্ষন্তব্যমপরাধিনঃ ॥৩২

এত এবংবিধাঃ কালাঃ ক্ষমায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অতোঽন্যথানুবর্ত্তৎসু তেজসঃ কাল উচ্যতে ॥৩৩

তদহং তেজসঃ কালং তব মন্যে নরাধিপ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু লুব্ধেষু সততং চাপকারিষু ॥৩৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষমাকালো বিদ্যতেঽদ্য কুরূন্ প্রতি।
তেজসশ্চাগতে কালে তেজ উৎস্রষ্টুমর্হসি ॥৩৫

অনুগ্রস্বভাব (শান্ত) পুরুষ উভয়কেই জয় করা যায়; অতএব মৃদুতায় অসাধ্য কিছুই নাই; অতএব মৃদুতাই উত্তম উপায়।৩১

দেশ, কাল এবং নিজের বল ও দুর্বলতা বিচার করিয়া মৃদুতা অর্থাৎ সমনীতির প্রয়োগ করা উচিত; সুতরাং উপযুক্ত দেশ ও কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে; অনেক স্থলেই প্রয়োজন হইলে লোকনিন্দার ভয়েও অপরাধীকে ক্ষমা করিবে।৩২

এইগুলি ক্ষমার কাল বলা হইল, ইহার বিপরীত সময়গুলি এবং উদ্ধত ব্যবহারকারী লোকগুলি যথাক্রমে তেজপ্রকাশ করিবার কাল ও পাত্র বলিয়া জানিবে।৩৩

সুতরাং হে রাজন্! এখন রাজ্যলোভী সতত অপরাধী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রতি তেজ প্রকাশ করিবার কাল বলিয়া মনে করি।৩৪

কৌরবগণের প্রতি এখন ক্ষমা করিবার কাল নয়, সুতরাং তেজ প্রকাশ করিবার এই উপযুক্ত সময়ে তাহাদের প্রতি তেজই প্রকাশ করা উচিত।৩৫

মৃদুর্ভবত্যবজ্ঞাতস্তীক্ষ্ণাদুদ্বিজতে জনঃ।
কালে প্রাপ্তে দ্বয়ং চৈতদ্ যো বেদ স মহীপতিঃ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্ব্বণি দ্রৌপদীবাক্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৮

সতত মৃদু (কোমলস্বভাব) হইলে লোকে অবজ্ঞা করে এবং সতত তীক্ষ্ণ (উত্তেজনাপূর্ণ) ব্যক্তি হইতে সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হয়, সুতরাং কাল ও পাত্র অনুসারে রাজা ক্ষমা ও তেজ উভয়েরই প্রয়োগ করিবে।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্রৌপদীবাক্যবিষয়ে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ ক্রোধস্য নিন্দা, ক্ষমাভাবস্য বিশেষেণ প্রশংসা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রোধো হন্তা মনুষ্যাণাং ক্রোধো ভাবয়িতা পুনঃ।
ইতি বিদ্ধি মহাপ্রাজ্ঞে ক্রোধমূলৌ ভবাভবৌ॥১
যো হি সংহরতে ক্রোধং ভবস্তস্য সুশোভনে।
যঃ পুনঃ পুরুষঃ ক্রোধং নিত্যং ন সহতে শুভে।
তস্যাভাবায় ভবতি ক্রোধঃ পরমদারুণঃ॥২
ক্রোধমূলো বিনাশো হি প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
তৎ কথং মাদৃশঃ ক্রোধমুৎসৃজেল্লোকনাশনম্॥৩
ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোঽপ্যবমন্যতে॥৪
বাচ্যাবাচ্যে হি কুপিতো ন প্রজানাতি কর্হিচিৎ।
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে তথা॥৫
হিংস্যাৎ ক্রোধাদবধ্যাংস্তু বধ্যান্ সম্পূজয়ীত চ।
আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়েদ্ যমসাদনম্॥৬
এতান্ দোষান্ প্রপশ্যদ্ভির্জিতঃ ক্রোধো মনীষিভিঃ।
ইচ্ছদ্ভিঃ পরমং শ্রেয় ইহ চামুত্র চোত্তমম্॥৭

একোনত্রিংশ অধ্যায়

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক ক্রোধের নিন্দা এবং ক্ষমাভাবের বিশেষ প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ক্রোধই মনুষ্যগণের সর্ব্বনাশের কারণ, আবার ক্রোধকে যদি জয় করা যায়, তবে সেই ক্রোধই মানুষের অভ্যুদয়ের কারণ হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞে! ক্রোধই মানুষের উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই কারণ।১

হে সুশোভনে! যে ক্রোধকে সংযত করিতে পারে, ক্রোধ তাহার উন্নতির কারণ হয়, কিন্তু নিত্যই উৎপন্ন ক্রোধকে সহন করিতে না পারে, পরমদারুণ ক্রোধ তাহার বিনাশের কারণ হয়।২

প্রজাগণের বিনাশ ক্রোধ হইতেই হইয়া থাকে; সুতরাং আমাদের মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি লোকনাশক এই ক্রোধকে প্রশ্রয় দিবে কেমন করিয়া?৩

ক্রুদ্ধ হইয়া মানুষ পাপ করে, ক্রুদ্ধ মানুষ গুরুকেও হত্যা করে এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তি কর্কশ বাক্যের দ্বারা সম্মানিত পুরুষকেও অপমানিত করে।৪

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির বাচ্য ও অবাচ্য শব্দ সম্বন্ধে বিচার করিবার কখনও শক্তি থাকে না, এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কোন অকার্য্য বা অবাচ্য কোন শব্দই নাই।৫

ক্রোধে মানুষ অবধ্যকেও বধ করে এবং বধ্যকেও সম্যক্ প্রকারে পূজা করে; এমন কি ক্রোধে মানুষ আত্মহত্যা করিয়া যমালয়ে গমন করে।৬

তং ক্রোধং বর্জিতং ধীরৈঃ কথমস্মদ্বিধশ্চরেৎ।
এতদ্ দ্রৌপদি সন্ধায় ন মে মন্যুঃ প্রবর্দ্ধতে ॥৮
আত্মানঞ্চ পরাংশ্চৈব ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
ক্রুধ্যন্তমপ্রতিক্রুধ্যন্ দ্বয়োরেষ চিকিৎসকঃ ॥৯
মূঢ়ো যদি ক্লিশ্যমানঃ ক্রুধ্যতেঽশক্তিমান্ নরঃ।
বলীয়সাং মনুষ্যাণাং ত্যজত্যাত্মানমাত্মনা ॥১০
তস্যাত্মানং সন্ত্যজতো লোকা নশ্যন্ত্যনাত্মনঃ।
তস্মাদ্ দ্রৌপদ্যশক্তস্য মন্যোর্নিয়মনং স্মৃতম্ ॥১১
বিদ্বাংস্তথৈব যঃ শক্তঃ ক্লিশ্যমানো ন কুপ্যতি।
অনাশয়িত্বা ক্লেষ্টারং পরলোকে চ নন্দতি ॥১২
তস্মাদ্ বলবতা চৈব দুর্বলেন চ নিত্যদা।
ক্ষন্তব্যং পুরুষেণাহুরাপৎস্বপি বিজানতা ॥১৩
মন্যোর্হি বিজয়ং কৃষ্ণে প্রশংসন্তীহ সাধবঃ।
ক্ষমাবতো জয়ো নিত্যং সাধোরিহ সতাং মতম্ ॥১৪
সত্যং চানৃততঃ শ্রেয়ো নৃশংস্যাচ্চানৃশংসতা।
তমেবং বহুদোষং তু ক্রোধং সাধুবিবর্জিতম্ ॥১৫
মাদৃশঃ প্রসৃজেৎ কস্মাৎ সুযোধনবধাদপি।
তেজস্বীতি যমাহুর্বৈ পণ্ডিতা দীর্ঘদর্শিনঃ ॥১৬
ন ক্রোধোঽভ্যন্তরস্তস্য ভবতীতি বিনিশ্চিতম্।
যস্তু ক্রোধং সমুৎপন্নং প্রজ্ঞয়া প্রতিবাধতে।
তেজস্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্যন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥১৭

ক্রোধের এই সকল দোষের কথা চিন্তা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে পরম শ্রেয়োলাভে ইচ্ছুক মনীষিগণ ক্রোধকে জয় করিয়া থাকেন।৭

হে দ্রৌপদি! ধীর ব্যক্তিগণ যে ক্রোধকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা জানিয়া শুনিয়া আমাদের মত মানুষ ক্রোধের প্রশ্রয় কেমন করিয়া দিতে পারে? এই কথা চিন্তা করিয়াই আমি ক্রোধকে বাড়িতে দেই না।৮

যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ করে না, সে নিজেকে ও ক্রুদ্ধ পুরুষকে উভয়কেই মহাভয় হইতে রক্ষা করে। তাহাকে স্ব ও পর উভয়েরই চিকিৎসক বলা চলে।৯

শক্তিশূন্য কোন মূঢ় ব্যক্তি অন্যের দ্বারা যদি কষ্ট পাইয়া বলবান্ পুরুষগণের প্রতি ক্রোধ করে, তবে সে নিজেই নিজেকে বিনাশ করে বুঝিতে হইবে।১০

আত্মসংযমবিহীন ক্রুদ্ধ পুরুষ নিজের শরীরকেই বিনাশ করে এবং তাহাতে তাহার সব লোকই নষ্ট হয়। সুতরাং দ্রৌপদি! অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ক্রোধের সংযমই শাস্ত্রসম্মত।১১

পক্ষান্তরে যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অপরের দ্বারা ক্লেশ পাইয়াও তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, তিনি ইহলোকে ক্লেশদাতাকেও যেমন বিনাশ করেন না, তেমনই পরলোকেও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।১২

এজন্য বলবান্ অথবা দুর্বল সকল বিজ্ঞ পুরুষই আপৎকালেও শত্রুকে নিত্যই ক্ষমা করিবে।১৩

হে কৃষ্ণে! সাধুগণ ক্রোধকে জয় করার উপদেশই দিয়াছেন; ক্ষমাবান্ সৎপুরুষেরই অবশেষে জয় হয়—ইহা সজ্জনগণের অভিমত।১৪

মিথ্যার চেয়ে সত্য শ্রেয় (ভাল) এবং নির্দ্দয়তা হইতে সদয়তা শ্রেয়; সুতরাং সাধুগণের পরিত্যক্ত ক্রোধকে সাধুভক্ত আমার ন্যায় মানুষ কেমন করিয়া পোষণ করিবে? দুর্য্যোধন যদি আমাকে বধও করে; তবুও আমি ক্রোধকে পোষণ করিব না।

দূরদর্শী পণ্ডিতগণ যাঁহাকে তেজস্বী বলিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় মধ্যে ক্রোধ হয় না, ইহা নিশ্চিত।

যে ব্যক্তি সমুৎপন্ন ক্রোধকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রতিহত করে, তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্‌গণ তাহাকে তেজস্বী বলিয়া থাকেন।১৫-১৭

ক্রুদ্ধো হি কার্য্যং সুশ্রোণি ন যথাবৎ প্রপশ্যতি।
নাকার্য্যং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোঽনুপশ্যতি ॥১৮

হন্ত্যবধ্যানপি ক্রুদ্ধো গুরূন্ ক্রুদ্ধস্তুদত্যপি।
তস্মাৎ তেজসি কর্ত্তব্যঃ ক্রোধো দূরে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১৯

দাক্ষ্যং হ্যমর্ষঃ শৌর্য্যঞ্চ শীঘ্রত্বমিতি তেজসঃ।
গুণাঃ ক্রোধাভিভূতেন ন শক্যাঃ প্রাপ্তুমঞ্জসা ॥২০

ক্রোধং ত্যক্ত্বা তু পুরুষঃ সম্যক্ তেজোঽভিপদ্যতে।
কালযুক্তং মহাপ্রাজ্ঞে ক্রুদ্ধৈস্তেজঃ সুদুঃসহম্ ॥২১

ক্রোধস্ত্বপণ্ডিতৈঃ শশ্বৎ তেজ ইত্যভিনিশ্চিতম্।
রজস্তু লোকনাশায় বিহিতং মানুষং প্রতি ॥২২

হে সুশ্রোণি! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ঐ অবস্থায় প্রকৃত কার্য্য ও অকার্য্য যথাযথ দেখিতে পায় না এবং নিজের ও পরের মর্য্যাদা কি—তাহা বুঝিতে পারে না।১৮

ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অবধ্যকেও বধ করে এবং গুরুকেও অবাচ্য বাক্য বলিয়া ব্যথিত করে; সুতরাং তেজস্বী পুরুষ ক্রোধকে সর্ব্বদা হৃদয় হইতে দূরে রাখিবে।১৯

দক্ষতা, অমর্ষ, বীরত্ব ও শীঘ্রতা—এই গুণগুলি তেজস্বী পুরুষের, সুতরাং ক্রোধাভিভূত পুরুষ কখনও অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় না।২০

ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে মানুষ সম্যক্ প্রকারে তেজলাভ করিতে সক্ষম হয়; হে মহাপ্রাজ্ঞে! সেই তেজ যথাসময়ে প্রয়োগ করিলে ক্রোধী ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ।২১

মূর্খ ব্যক্তিগণ ক্রোধকেই তেজ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে; কিন্তু রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এই ক্রোধ মনুষ্যগণের প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহাদের বিনাশের জন্য বিধাতা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।২২

অতএব সদাচারী পুরুষ সর্ব্বদাই ক্রোধকে পরিত্যাগ করিবে। মানুষ স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচরণকারী না হইলেও বরং ভাল, কিন্তু ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী হইলেও প্রশংসনীয় নয়—ইহা বর্ণাশ্রম নিশ্চয়।২৩

তস্মাচ্ছশ্বৎ ত্যজেৎ ক্রোধং পুরুষঃ সম্যগাচরন্।
শ্রেয়ান্ স্বধর্মানপগো ন ক্রুদ্ধ ইতি নিশ্চিতম্ ॥২৩

যদি সর্বমবুদ্ধীনামতিক্রান্তমচেতসাম্।
অতিক্রমো মদ্বিধস্য কথংস্বিৎ স্যাদনিন্দিতে ॥২৪

যদি ন স্যুর্মানুষেষু ক্ষমিণঃ পৃথিবীসমাঃ।
ন স্যাৎ সন্ধির্মনুষ্যাণাং ক্রোধমূলো হি বিগ্রহঃ ॥২৫

অভিষক্তো হ্যভিষজেদাহন্যাদ্ গুরুণা হতঃ।
এবং বিনাশো ভূতানামধর্মঃ প্রথিতো ভবেৎ ॥২৬

আক্রুষ্টঃ পুরুষঃ সর্বং প্রত্যাক্রোশেদনন্তরম্।
প্রতিহন্যাদ্ধতশ্চৈব তথা হিংস্যাচ্চ হিংসিতঃ ॥২৭

হন্যুর্হি পিতরঃ পুত্রান্ পুত্রাশ্চাপি তথা পিতৄন্।
হন্যুশ্চ পতয়ো ভার্য্যাঃ পতীন্ ভার্য্যাস্তথৈব চ ॥২৮

হে অনিন্দিতে! মূর্খ ও অবিবেকী ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হইয়া সদ্গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের মত পুরুষ তাহা কিরূপে করিতে পারে?২৪

যদি মানুষের মধ্যে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল পুরুষ না থাকিত, তবে মানুষের মধ্যে কখনও সন্ধি হইত না; কেননা, সকল প্রকার কলহই ক্রোধ-মূলক।২৫

ক্রোধপ্রযুক্ত কলহ উপস্থিত হইলে, একে অপরকে আঘাত করে, এমন কি গুরুর দ্বারা আহত হইয়াও তাহাকে প্রত্যাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এইরূপে প্রাণিগণের বিনাশ হয় এবং অধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হইতে থাকে।২৬

যদি সকল মনুষ্যই ক্রোধের বশীভূত হয়, তবে একজন কাহাকেও গালি দিলে, সেও প্রত্যুত্তরে

এবং সংকুপিতে লোকে জন্ম কৃষ্ণে ন বিদ্যতে।
প্রজানাং সন্ধিমূলং হি জন্ম বিদ্ধি শুভাননে ॥২৯
তাঃ ক্ষিপেরন্ প্রজাঃ সর্বাঃ ক্ষিপ্রং দ্রৌপদি তাদৃশে।
তস্মান্মন্যুর্বিনাশায় প্রজানামভবায় চ ॥৩০

যস্মাত্তু লোকে দৃশ্যন্তে ক্ষমিণঃ পৃথিবীসমাঃ।
তস্মাজ্জন্ম চ ভূতানাং ভবশ্চ প্রতিপদ্যতে ॥৩১

ক্ষন্তব্যং পুরুষেণেহ সর্বাপৎসু সুশোভনে।
ক্ষমাবতো হি ভূতানাং জন্ম চৈব প্রকীর্তিতম্ ॥৩২

আক্রুষ্টস্তাড়িতঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষমতে যো বলীয়সা।
যশ্চ নিত্যং জিতক্রোধো বিদ্বানুত্তমপুরুষঃ ॥৩৩

প্রভাববানপি নরস্তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ।
ক্রোধনস্ত্বল্পবিজ্ঞানঃ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি ॥৩৪
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথা নিত্যং ক্ষমাবতাম্।
গীতাঃ ক্ষমাবতা কৃষ্ণে কাশ্যপেন মহাত্মনা ॥৩৫
ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেবং জানাতি স সর্বং ক্ষন্তুমর্হতি ॥৩৬
ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতঞ্চ ভাবি চ।
ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচং ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ ॥৩৭
অতি যজ্ঞবিদাং লোকান্ ক্ষমিণঃ প্রাপ্নুবন্তি চ।
অতি ব্রহ্মবিদাং লোকানতি চাপি তপস্বিনাম্ ॥৩৮
অন্যে বৈ যজুষাং লোকাঃ কর্মিণামপরে তথা।
ক্ষমাবতাং ব্রহ্মলোকে লোকাঃ পরমপূজিতাঃ ॥৩৯

তাহাকে গালি দিবে, একজন কাহাকেও প্রহার করিলে অপরেও তাহাকে প্রহার করিবে এবং একজন অপরকে হত্যা করিলে অপরেও তাহাকে হত্যা করিবে।২৭

ইহার ফলে পিতারা পুত্রগণকে, পুত্রেরা পিতৃগণকে, স্বামীরা স্ত্রীগণকে এবং স্ত্রীরা স্বামিগণকে হত্যা করে।২৮

হে কৃষ্ণে! এইরূপে সমস্ত লোক কুপিত হইলে কোথাও লোকের জন্মই হইবে না। হে শুভাননে! প্রজাগণের অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আন্তরিক মিলনই হইল জন্মের মূল কারণ।২৯

হে দ্রৌপদি! যদি রাজা তোমার কথানুসারে ক্রোধের বশীভূত হন, তবে সমস্ত প্রজা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। অতএব ক্রোধ প্রজাগণের অমঙ্গল ও বিনাশের কারণ।৩০

যেহেতু জগতে পৃথিবী তুল্য ক্ষমাশীল পুরুষগণ বর্তমান আছেন, সেইহেতু প্রাণিগণের উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হইতেছে।৩১

হে সুশোভনে! প্রতি মানুষেরই এজগতে সকলপ্রকার বিপদেই ক্ষমা করা উচিত। ক্ষমাবান্ পুরুষ হইতেই প্রাণিগণের জন্ম হয়,—ইহাই মনীষিগণ বলিয়াছেন।৩২

যে ব্যক্তি বলবান্ কর্তৃক তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়াও ক্রোধকে সংযত করত ক্ষমা করিতে পারে এবং যে নিত্যই জিতক্রোধ, সেই বিদ্বান্ এবং উত্তম পুরুষ।৩৩

প্রভাশালী হইয়াও যদি মানুষ ক্ষমাশীল হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে সে ঊর্দ্ধ গতি পাইয়া নিত্য লোক লাভ করে। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ক্রোধী পুরুষের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়।৩৪

হে কৃষ্ণে! এখানে আমি ক্ষমাশীল পুরুষগণের একটী পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিতেছি। ক্ষমাশীল মহাত্মা কাশ্যপ ইহা বলিয়াছিলেন।৩৫

যে ব্যক্তি ক্ষমাকেই ধর্ম্ম, যজ্ঞ, বেদ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত জ্ঞান বলিয়া জানেন, তিনি-ই সকলকে ক্ষমা করিতে পারে।৩৬

ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমাই তপস্যা, ক্ষমাই শৌচস্বরূপ এবং ক্ষমাই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।৩৭

ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্।
ক্ষমা সত্যং সত্যবতাং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা শমঃ ॥৪০
তাং ক্ষমাং তাদৃশীং কৃষ্ণে কথমস্মদ্বিধস্ত্যজেৎ।
যস্যাং ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ যজ্ঞা লোকাশ্চ ধিষ্ঠিতাঃ ॥৪১
ক্ষন্তব্যমেব সততং পুরুষেণ বিজানতা।
যদা হি ক্ষমতে সর্বং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৪২
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
ইহ সম্মানমৃচ্ছন্তি পরত্র চ শুভাং গতিম্ ॥৪৩
যেষাং মন্যুর্মনুষ্যাণাং ক্ষময়াভিহতঃ সদা।
তেষাং পরতরে লোকাস্তস্মাৎ ক্ষান্তিঃ পরা মতা ॥৪৪

ইতি গীতাঃ কাশ্যপেন গাথা নিত্যং ক্ষমাবতাম্।
শ্রুত্বা গাথাঃ ক্ষমায়াস্ত্বং তুষ্য দ্রৌপদি মা ক্রুধঃ ॥৪৫
পিতামহঃ শান্তনবঃ শমং সম্পূজয়িষ্যতি।
কৃষ্ণশ্চ দেবকীপুত্রঃ শমং সম্পূজয়িষ্যতি ॥৪৬
আচার্য্যো বিদুরঃ ক্ষত্তা শমমেব বদিষ্যতঃ।
কৃপশ্চ সঞ্জয়শ্চৈব শমমেব বদিষ্যতঃ ॥৪৭
সোমদত্তো যুযুৎসুশ্চ দ্রোণপুত্রস্তথৈব চ।
পিতামহশ্চ নো ব্যাসঃ শমং বদতি নিত্যশঃ ॥৪৮
এতৈর্হি রাজা নিয়তং চোদ্যমানঃ শমং প্রতি।
রাজ্যং দাতেতি মে বুদ্ধির্ন চেল্লোভান্নশিষ্যতি ॥৪৯
কালোঽয়ং দারুণঃ প্রাপ্তো ভরতানামভূতয়ে।
নিশ্চিতং মে সদৈবৈতৎ পুরস্তাদপি ভাবিনি ॥৫০

ক্ষমাশীল মনুষ্য যাজ্ঞিক, ব্রহ্মজ্ঞ এবং তপস্বিগণের লভ্য লোক হইতেও উচ্চতর লোক লাভ করেন।৩৮

যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ অন্য লোক প্রাপ্ত হন এবং পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষগণ অন্য লোক প্রাপ্ত হন; কিন্তু ক্ষমাশীল পুরুষগণ ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত লোক-সকল লাভ করেন—যাহা অত্যন্ত পূজিত।৩৯

ক্ষমাই তেজস্বিগণের তেজ, ক্ষমাই তপস্বিগণের ঈপ্সিত ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্যনিষ্ঠগণের সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ এবং ক্ষমাই শম (মনোনিগ্রহ)।৪০

হে কৃষ্ণে! যে ক্ষমাতে ব্রহ্ম, সত্য, যজ্ঞ এবং অন্যান্য লোকসকল অধিষ্ঠিত, সেই এতাদৃশী গুণময়ী ক্ষমাকে আমাদের ন্যায় পুরুষ কি করিয়া পরিত্যাগ করিবে ?৪১

বিদ্বান্ পুরুষ সর্ব্বদাই ক্ষমা করিবে। যখন মানুষ সব কিছুকেই ক্ষমা করিতে অর্থাৎ সহ্য করিতে পারিবে, তখন সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।৪২

ক্ষমাবান্ পুরুষগণের জন্যই ইহলোক ও পরলোক অর্থাৎ উভয়লোকই তাঁহাদের সুখের হয়। তাঁহারা ইহলোকের সকলের নিকট সম্মান লাভ করেন এবং পরলোকেও উত্তমগতি লাভ করেন।৪৩

যাঁহারা ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে প্রশমিত করিয়াছেন, তাঁহারাই পরলোকে পরম গতি পাইয়া থাকেন; সুতরাং ক্ষমাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।৪৪

হে দ্রৌপদি! কাশ্যপমুনি ক্ষমাশীলগণের এই গাথা গান করিয়াছেন; ক্ষমার এইরূপ গাথা শ্রবণ করত তুমি সন্তুষ্ট হও এবং ক্রোধ পরিত্যাগ কর।৪৫

শান্তনুনন্দন পিতামহ ভীষ্মও আমার এই শান্তিভাবকেই সম্পূর্ণরূপে আদর করিবেন এবং দেবকীপুত্র কৃষ্ণও এই শমকেই সম্যক্‌রূপে প্রশংসা করিবেন।৪৬

আচার্য্য দ্রোণ, ক্ষত্তা বিদুর, কৃপ ও সঞ্জয়—ইহারা সকলেই এই শমকে প্রশংসা করিবেন।৪৭

সোমদত্ত, যুযুৎসু, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা, পিতামহ ও ব্যাস—ইহারাও সকলেই আমার এই শমের কথাই নিত্যই বলিয়া থাকেন।৪৮

ইঁহাদের দ্বারা প্রেরিত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া আশা করি, যদি তাহা না করেন, তবে লোভবশতঃ অবশ্যই

সুযোধনো নার্হতীতি ক্ষমামেবং ন বিন্দতি।
অর্হস্তস্যাহমিত্যেবং তস্মান্মাং বিন্দতে ক্ষমা ॥৫১
এতদাত্মবতাং বৃত্তমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
ক্ষমা চৈবানৃশংস্যঞ্চ তৎ কর্ত্তাস্ম্যহমঞ্জসা ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্ব্বণি দ্রৌপদীযুধিষ্ঠিরসংবাদে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯

বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন।৪৯

হে ভাবিনি! আমার নিশ্চিত এইরূপ ধারণা যে, এমন দারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভরতবংশীয়গণের বিনাশ হইবে।৫০

সুযোধন ক্ষমা ধারণ করিবার যোগ্য নহে, সুতরাং সে এরূপ ক্ষমালাভ করে নাই, আমি তাহার যোগ্য অর্থাৎ আমি তাহা জানি, এজন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে।৫১

জিতাত্মা পুরুষগণের ক্ষমা ও দয়া এই দুইটী স্বভাব এবং ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। এজন্য ক্ষমা ও দয়াকে আমি যথার্থরূপে অবলম্বন করিব।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠিরসংবাদ একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখমোহিতায়া দ্রৌপদ্যা যুধিষ্ঠিরস্য বুদ্ধের্ধর্মস্য চ ঈশ্বরস্য নীতেরুপরি আক্ষেপশ্চ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।
নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ যৌ মোহং চক্রতুস্তব।
পিতৃপৈতামহে বৃত্তে বোঢ়ব্যে তেঽন্যথা মতিঃ ॥১
কর্ম্মভিশ্চিন্তিতো লোকো গত্যাং গত্যাং পৃথগ্‌বিধঃ।
তস্মাৎ কর্ম্মাণি নিত্যানি লোভান্মোক্ষং যিযাসতি ॥২
নেহ ধর্মানৃশংস্যাভ্যাং ন ক্ষান্ত্যা নার্জবেন চ।
পুরুষঃ শ্রিয়মাপ্নোতি ন ঘৃণিত্বেন কর্হিচিৎ ॥৩
ত্বাঞ্চ ব্যসনমভ্যাগাদিদং ভারত দুঃসহম্।
যৎ ত্বং নার্হসি নাপীমে ভ্রাতরস্তে মহৌজসঃ ॥৪
ন হি তেঽধ্যগমন্ জাতু তদানীং নাদ্য ভারত।
ধর্মাৎ প্রিয়তরং কিঞ্চিদপি চেজ্জীবিতাদিহ ॥৫

ত্রিংশ অধ্যায়

[দুঃখেমোহিত দ্রৌপদী কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি ও ধর্ম এবং ঈশ্বরের নীতির উপর আক্ষেপ।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—সেই ধাতা (ঈশ্বর) ও বিধাতা (প্রারব্ধ)কে নমস্কার, যিনি তোমার বুদ্ধিতে এইরূপ মোহ উৎপাদন করিয়াছেন; অহো! কোথায় তুমি পিতৃপিতামহগত রাজ্যভার বহন করিবে, তাহা না হইয়া তোমার বিপরীত বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে।১

মানুষের উত্তম, মধ্যম ও অধম যোনি প্রাপ্তির প্রতি বিভিন্ন কর্ম্মই নিয়ামক, সুতরাং কর্ম্মই নিত্য; লোভবশতঃ মূর্খ মানুষ মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করে। এ জগতে ধর্ম্ম, কোমলভাব, ক্ষমা, সরলতা ও দয়ার দ্বারা পুরুষ কখনও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় না।২-৩

হে ভারত! এইজন্যই তোমাকে এইরূপ দুঃসহ সঙ্কট আশ্রয় করিয়াছে; অন্যথায় না তুমি এরূপ দুঃখভোগের যোগ্য, না তোমার এই মহাতেজস্বী ভাইগণ এইরূপ দুঃখভোগের যোগ্য।৪

হে ভারত! তোমার এই ভাইগণ কি পূর্বে কি এখন, কখনও ধর্ম্ম হইতে অন্য বস্তু অধিক প্রিয় মনে করে না—এমন কি প্রাণ হইতে ধর্মকেই প্রিয়তর জানে।৫

ধর্ম্মার্থমেব তে রাজ্যং ধর্ম্মার্থং জীবিতঞ্চ তে।
ব্রাহ্মণা গুরবশ্চৈব জানন্ত্যপি চ দেবতাঃ ॥৬

ভীমসেনার্জ্জুনৌ চোভৌ মাদ্রেয়ৌ চ ময়া সহ।
ত্যজেস্ত্বমিতি মে বুদ্ধির্ন তু ধর্ম্মং পরিত্যজেঃ ॥৭

রাজানং ধর্ম্মগোপ্তারং ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
ইতি মে শ্রুতমার্য্যাণাং ত্বাং তু মন্যে ন রক্ষতি ॥৮

অনন্যা হি নরব্যাঘ্র নিত্যদা ধর্ম্মমেব তে।
বুদ্ধিঃ সততমন্বেতি চ্ছায়েব পুরুষং নিজা ॥৯

নাবমংস্থা হি সদৃশান্ নাবরান্ শ্রেয়সঃ কুতঃ।
অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং ন তে শৃঙ্গমবর্দ্ধত ॥১০

স্বাহাকারৈঃ স্বধাভিশ্চ পূজাভিরপি চ দ্বিজান্।
দৈবতানি পিতৄংশ্চৈব সততং পার্থ সেবসে ॥১১

ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বকামৈস্তে সততং পার্থ তর্পিতাঃ।
যতয়ো মোক্ষিণশ্চৈব গৃহস্থাশ্চৈব ভারত ॥১২

ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীভির্যত্রাহং পরিচারিকা।
আরণ্যকেভ্যো লৌহানি ভাজনানি প্রযচ্ছসি ॥
নাদেয়ং ব্রাহ্মণেভ্যস্তে গৃহে কিঞ্চন বিদ্যতে ॥১৩

যদিদং বৈশ্বদেবং তে শান্তয়ে ক্রিয়তে গৃহে।
তদ্ দত্ত্বাতিথি-ভূতেভ্যো রাজন্ শিষ্টেন জীবসি ॥১৪

ইষ্টয়ঃ পশুবন্ধাশ্চ কাম্যনৈমিত্তিকাশ্চ যে।
বর্ত্তন্তে পাকযজ্ঞাশ্চ যজ্ঞকর্ম্ম চ নিত্যদা ॥১৫

অস্মিন্নপি মহারণ্যে বিজনে দস্যুসেবিতে।
রাষ্ট্রাদপেত্য বসতো ধর্ম্মস্তেনাবসীদতি ॥১৬

ধর্ম্মের জন্যই তোমার রাজ্য এবং তোমার জীবনও ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত—ইহা ব্রাহ্মণ, গুরুবর্গ এবং দেবতাগণ সকলেই জানেন।৬

তুমি ভীমসেন, অর্জ্জুন, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব, এমন কি আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু তুমি ধর্ম্মকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা।৭

আমি আর্য্যঋষিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, ধর্ম্মের সংরক্ষক রাজাকে ধর্ম্ম স্বয়ংই রক্ষা করেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ধর্ম্ম কেবল তোমাকেই রক্ষা করিতেছেন না।৮

হে নরব্যাঘ্র! যেমন মানুষের নিজের ছায়া সর্ব্বদাই তাহার অনুগমন করে, তেমনই তোমার বুদ্ধিও সর্ব্বদা ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে।৯

তুমি কখনও তোমার সমান বা তোমার কনিষ্ঠকেও অপমানিত কর নাই; যাহারা তোমার জ্যেষ্ঠ, তাহাদের সম্বন্ধে অপমানজনক তোমার কোন আচরণের কথা তো নিশ্চয়ই করা যায় না; এমন কি সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও তোমার অহঙ্কার হইতে কখনও দেখা যায় নাই।১০

হে পৃথাতনয়! তুমি যাগযজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাগণের, শ্রাদ্ধতর্পণাদির দ্বারা পিতৃগণের এবং পূজার দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সততই সেবা করিয়া থাক।১১

হে পার্থ! সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত বস্তুর দ্বারা তুমি ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিতে। গৃহস্থ, মুমুক্ষু ও সন্ন্যাসিগণ সকলকেই তোমার অন্ন আমি স্বয়ং স্বর্ণথালায় পরিবেশন করিয়া খাওয়াছি; বাণপ্রস্থিগণকেও তুমি ধাতবপাত্রে ভোজন দিতে, ব্রাহ্মণগণকে অদেয় তোমার গৃহে কিছুই ছিল না।১২-১৩

রাজন্! তোমার গৃহে শান্তির জন্য যে বৈশ্বদেব বলি দেওয়া হইত, উহার পর অতিথি ও অন্যান্য প্রাণিগণকে দেওয়ার পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিত, তাহার দ্বারাই তুমি জীবনধারণ করিতে।১৪

ইষ্টি (ক্ষুদ্র যজ্ঞ), পশুযাগ প্রভৃতি কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞকর্ম্মসমূহ, এতদ্ব্যতীত পাকযজ্ঞ প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মসমূহও তোমার গৃহে নিত্যই অনুষ্ঠিত হইত।১৫

অশ্বমেধো রাজসূয়ঃ পুণ্ডরীকোঽথ গোসবঃ।
এতৈরপি মহাযজ্ঞৈরিষ্টং তে ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১৭

রাজন্ পরীতয়া বুদ্ধ্যা বিষমেঽক্ষপরাজয়ে।
রাজ্যং বসূন্যায়ুধানি ভ্রাতৄন্ মাং চাসি নির্জ্জিতঃ ॥১৮

ঋজোর্মৃদোর্বদান্যস্য হ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।
কথমক্ষব্যসনজা বুদ্ধিরাপতিতা তব ॥১৯

অতীব মোহমায়াতি মনশ্চ পরিতূয়তে।
নিশাম্য তে দুঃখমিদমিমাং চাপদমীদৃশীম্ ॥২০

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ঈশ্বরস্য বশে লোকাস্তিষ্ঠন্তে নাত্মনো যথা ॥২১

ধাতৈব খলু ভূতানাং সুখ-দুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
দধাতি সর্বমীশানঃ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরন্ ॥২২

যথা দারুময়ী যোষা নরবীর সমাহিতা।
ঈরয়ত্যঙ্গমঙ্গানি তথা রাজন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥২৩

আকাশ ইব ভূতানি ব্যাপ্য সর্বাণি ভারত।
ঈশ্বরো বিদধাতীহ কল্যাণং যচ্চ পাবকম্ ॥২৪

শকুনিস্তন্তুবদ্ধো বা নিয়তোঽয়মনীশ্বরঃ।
ঈশ্বরস্য বশে তিষ্ঠেন্নান্যেষাং নাত্মনঃ প্রভুঃ ॥২৫

মণিঃ সূত্র ইব প্রোতো নস্যোত ইব গোবৃষঃ।
স্রোতসো মধ্যমাপন্নঃ কূলাদ্ বৃক্ষ ইব চ্যুতঃ ॥২৬

ধাতুরাদেশমন্বেতি তন্ময়ো হি তদর্পণঃ।
নাত্মাধীনো মনুষ্যোঽয়ং কালং ভজতি কঞ্চন ॥২৭

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখ-দুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং নরকমেব চ ॥২৮

রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দস্যুপরিপূর্ণ এই নির্জ্জন মহারণ্যে আসিয়া বাস করাতেও তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা এখানেও হ্রাস পায় নাই।১৬

তুমি প্রচুর দক্ষিণাপ্রদানপূর্ব্বক অশ্বমেধ, রাজসূয়, পুণ্ডরীক, গোসব প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ।১৭

কিন্তু হে রাজন্! দ্যূতক্রীড়ায় উপর্য্যুপরি পরাজয়ের ফলে তোমার বুদ্ধি ভ্রান্তিবশতঃ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহার ফলে তুমি রাজ্য, ধন, অস্ত্রসমূহ, ভ্রাতৃবৃন্দ এবং আমাকে পর্য্যন্ত পণে হারিয়াছিলে।১৮

সরল, কোমল, বদান্য (উদার), লজ্জাশীল ও সত্যবাদী হইয়াও কেন তোমার বুদ্ধি পাশাখেলার নেশায় বিপর্য্যস্ত হইল?১৯

তোমার এইরূপ বিপদ ও দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া আমার বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হইতেছে এবং মনও দুঃখে অভিভূত হইতেছে।২০

আমি এখানে একটী পুরাতন ইতিহাস বিবৃত করিতেছি, যাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের বশীভূত, কাহারও স্বাধীনতা নাই।২১

মানুষের পূর্ব্ব কর্ম্মফলকে সম্মুখে রাখিয়াই বিধাতা মানুষের সুখ, দুঃখ প্রিয় ও অপ্রিয়ের এবং অন্য অবস্থাবিশেষের ব্যবস্থা করিয়াছেন।২২

হে নরবীর! যেমন কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা সূত্রধরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অঙ্গ সকল চালনা করে; তেমনই হে রাজন্! এই সমস্ত প্রজাই ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সকল চেষ্টা করে, স্বয়ং নহে।২৩

হে ভারত! আকাশের ন্যায় সর্বভূতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ঈশ্বরই মানুষের পাপ ও পুণ্যের বিধান করিয়া থাকেন।২৪

সূত্রবদ্ধ পাখীর ন্যায় জীবমাত্রই সতত পরাধীন এবং ঈশ্বরের বশীভূত; নিজের বা অন্যের উপর তাহার বিন্দুমাত্র প্রভুত্ব নাই।২৫

সূত্রে গ্রথিত মণির ন্যায়, নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ গোবৃষের ন্যায়, তীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নদীর স্রোতের মধ্যে পতিত বৃক্ষের ন্যায় জীব ঈশ্বরময় ও

যথা বায়োস্তৃণাগ্রাণি বশং যান্তি বলীয়সঃ।
ধাতুরেবং বশং যান্তি সর্বভূতানি ভারত ॥২৯

আর্য্যে কর্মণি যুঞ্জানঃ পাপে বা পুনরীশ্বরঃ।
ব্যাপ্য ভূতানি চরতে ন চায়মিতি লক্ষ্যতে ॥৩০

হেতুমাত্রমিদং ধাতুঃ শরীরং ক্ষেত্রসংজ্ঞিতম্।
যেন কারয়তে কর্ম শুভাশুভফলং বিভুঃ ॥৩১

পশ্য মায়াপ্রভাবোঽয়মীশ্বরেণ যথা কৃতঃ।
যো হন্তি ভূতৈর্ভূতানি মোহয়িত্বাত্মমায়য়া ॥৩২

অন্যথা পরিদৃষ্টানি মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অন্যথা পরিবর্ত্তন্তে বেগা ইব নভস্বতঃ ॥৩৩

অন্যথৈব হি মন্যন্তে পুরুষাস্তানি তানি চ।
অন্যথৈব প্রভুস্তানি করোতি বিকরোতি চ ॥৩৪

যথা কাষ্ঠেন বা কাষ্ঠমশ্মানং চাশ্মনা পুনঃ।
অয়সা চাপ্যয়শ্ছিন্দ্যান্নির্বিচেষ্টমচেতনম্ ॥৩৫

এবং স ভগবান্ দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রপিতামহঃ।
হিনস্তি ভূতৈর্ভূতানি ছদ্ম কৃত্বা যুধিষ্ঠির ॥৩৬

সম্প্রযোজ্য বিযোজ্যায়ং কামকারকরঃ প্রভুঃ।
ক্রীড়তে ভগবান্ ভূতৈর্বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥৩৭

ন মাতৃপিতৃবদ্ রাজন্ ধাতা ভূতেষু বর্ত্ততে।
রোষাদিব প্রবৃত্তোঽয়ং যথায়মিতরো জনঃ ॥৩৮

ঈশ্বরার্পিত হইয়া তাঁহার আদেশরই অনুবর্ত্তন করে, কোন সময়ই সে স্বাধীন হইয়া কাল অতিবাহিত করে না।২৬-২৭

অজ্ঞ জীব নিজের সুখ ও দুঃখের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্বশূন্য হইয়া ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হয়।২৮

হে ভারত! যেমন তৃণখণ্ডসমূহ বায়ুর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াই উড়িতে থাকে, তেমনই সকল প্রাণীই বিধাতার বশীভূত হইয়াই চলে।২৯

সকল প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরই অবস্থান করত পাপ বা পুণ্য কর্ম্মে বিচরণ করেন, কিন্তু তাঁহার এই বিচরণ জীব লক্ষ্য করিতে পারে না।৩০

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই শরীর ঈশ্বরের একটা সাধন মাত্র; সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর ইহার দ্বারা শুভ বা অশুভ (ফলভোগ মূলক) কর্ম্ম করাইয়া লন।৩১

ঈশ্বরের মায়ার প্রভাব দেখ, তিনি নিজ মায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া এক প্রাণীর দ্বারা অপর প্রাণীর হিংসা করাইতেছেন।৩২

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পদার্থসমূহের স্বরূপ একরকম কীর্ত্তন করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ বস্তুসমূহের স্বরূপ অন্য প্রকারই দেখিয়া থাকে। যেমন সূর্য্যের কিরণ মরুভূমি বালুকার উপর পড়িয়া জলের ন্যায় দেখায়।৩৩

মনুষ্যগণ সেই সেই বস্তুকে একপ্রকার মনে করে, আবার ঈশ্বর সেগুলিকে অন্যরূপ বিধান করিতেছেন এবং বিকৃত করিতেছেন।৩৪

যেমন এক কাষ্ঠের দ্বারা চেষ্টাশূন্য অচেতন কাষ্ঠকে, যেমন এক পাথরের দ্বারা সেইরূপ অপর পাথরকে এবং এক লৌহখণ্ডের দ্বারা সেইরূপ অপর লৌহখণ্ডকে ছেদন করা হয়, তেমনই হে যুধিষ্ঠির! পরমদেব স্বয়ম্ভু প্রপিতামহ ভগবান্ মায়ার ছলে ভূতগণের দ্বারাই ভূতগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন।৩৪-৩৬

বালক যেমন খেলনা লইয়া খেলা করে, তেমনই জগতের প্রভু ভগবান্ নিজ ইচ্ছানুসারে মনুষ্যগণের সংযোগ ও বিয়োগের ব্যবস্থা করত খেলা করিয়া থাকেন।৩৭

হে রাজন্! বিধাতা মাতাপিতার ন্যায় প্রাণিগণের প্রতি স্নেহময় ব্যবহার করিয়া থাকেন; অজ্ঞ লোকের মত যেন রোষবশতই জীবের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন।৩৮

আর্য্যান্ শীলবতো দৃষ্ট্বা হ্রীমতো বৃত্তিকর্শিতান্।
অনার্য্যান্ সুখিনশ্চৈব বিহ্বলামীব চিন্তয়া ॥৩৯
তবেমামাপদং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিঞ্চ সুযোধনে।
ধাতারং গর্হয়ে পার্থ বিষমং যোঽনুপশ্যতি ॥৪০
আর্য্যশাস্ত্রাতিগে ক্রূরে লুব্ধে ধর্মাপচায়িনি।
ধার্ত্তরাষ্ট্রে শ্রিয়ং দত্ত্বা ধাতা কিং ফলমশ্নুতে ॥৪১
কর্ম চেৎ কৃতমন্বেতি কর্তারং নান্যমৃচ্ছতি।
কর্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নূনমীশ্বরঃ ॥৪২
অথ কর্ম কৃতং পাপং ন চেৎ কর্তারমৃচ্ছতি।
কারণং বলমেবেহ জনাঞ্শোচামি দুর্বলান্ ॥৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্রৌপদীবাক্যে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০

কুকর্ম করিতে যাহারা সর্ব্বদা লজ্জা অনুভব করেন, এমন সচ্চরিত্র সভ্য পুরুষগণকে অর্থকষ্ট ভোগ করিতে এবং অধার্ম্মিক অসভ্যপুরুষগণকে সুখী হইতে দেখিয়া আমি চিন্তায় যেন বিহ্বল হইতেছি।৩৯

হে পার্থ! তোমাকে এইরূপ বিপদে পতিত এবং দুর্য্যোধনকে সমৃদ্ধসম্পন্ন হইতে দেখিয়া আমি ঈশ্বরকে নিন্দা করিতেছি; কারণ, তিনি বিষম দৃষ্টি-সম্পন্ন।৪০

যে ধৃতরাষ্ট্রতনয় আর্য্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশ লঙ্ঘনকারী অত্যন্ত ক্রূর, লোভী এবং ধর্ম্মবিনাশী, তাহাকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিয়া বিধাতার কি ফল লাভ হইয়াছে?৪১

যদি কৃত কর্ম্ম কর্ত্তার পশ্চাতেই ধাবিত হয়, অন্যের পশ্চাতে নহে, তবে মনুষ্যকৃত সেই পাপকর্ম্মে ঈশ্বরও লিপ্ত হইতেছেন।৪২

আর যদি কৃত কর্ম্ম কর্ত্তার পশ্চাতে ধাবিত না হয়, তবে এই জগতে বলই সুখভোগের প্রতি কারণ বলিতে হইবে; অতএব দুর্ব্বল পুরুষই দুঃখভাগী হইবে। আমি সেইজন্য শোক করিতেছি।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দ্রৌপদীবাক্যে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রেণ দ্রৌপদ্যা আক্ষেপস্য সমাধানম্, ঈশ্বর-ধর্ম-মহাপুরুষাণামাদরেণ লাভঃ, অনাদরেণ চ হানিরিতি কথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বল্গু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং যাজ্ঞসেনি ত্বয়া বচঃ।
উক্তং তচ্ছ্রুতমস্মাভির্নাস্তিক্যং তু প্রভাষসে ॥১
নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত ॥২

একত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর আক্ষেপের সমাধান এবং ঈশ্বর, ধর্ম ও মহাপুরুষগণের আদরে লাভ ও অনাদরে হানি—ইহা কথন।]

হে যাজ্ঞসেনি! তুমি যাহা বলিলে তাহা শ্রুতি-সুন্দর, বিচিত্র পদবিন্যাসে মধুর ও কোমল; আমি ইহা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি; কিন্তু তোমার কথা নাস্তিকমতাশ্রিত।১

অস্তু বাত্র ফলং মা বা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ ॥৩
ধর্ম্মং চরামি সুশ্রোণি ন ধর্ম্মফলকারণাৎ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ ॥৪
ধর্ম্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্।
ধর্ম্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্ম্মবাদিনাম্ ॥৫
ন ধর্ম্মফলমাপ্নোতি যো ধর্ম্মং দোগ্ধুমিচ্ছতি।
যশ্চৈনং শঙ্কতে কৃত্বা নাস্তিক্যাৎ পাপচেতনঃ ॥৬
অতিবাদাদ্ বদাম্যেষ মা ধর্ম্মমভিশঙ্কথাঃ।
ধর্ম্মাভিশঙ্কী পুরুষস্তির্য্যগ্‌গতিপরায়ণঃ ॥৭

ধর্ম্মো যস্যাভিশঙ্ক্যঃ স্যাদার্ষং বা দুর্ব্বলাত্মনঃ।
বেদাচ্ছূদ্র ইবাপেয়াৎ স লোকাদজরামরাৎ ॥৮
বেদাধ্যায়ী ধর্ম্মপরঃ কুলে জাতো মনস্বিনি।
স্থবিরেষু স যোক্তব্যো রাজর্ষির্ধর্ম্মচারিভিঃ ॥৯
পাপীয়ান্ স হি শূদ্রেভ্যস্তস্করেভ্যো বিশিষ্যতে।
শাস্ত্রাতিগো মন্দবুদ্ধির্যো ধর্ম্মমভিশঙ্কতে ॥১০
প্রত্যক্ষং হি ত্বয়া দৃষ্ট ঋষির্গচ্ছন্ মহাতপাঃ।
মার্কণ্ডেয়োঽপ্রমেয়াত্মা ধর্ম্মেণ চিরজীবিতা ॥১১
ব্যাসো বশিষ্ঠো মৈত্রেয়ো নারদো লোমশঃ শুকঃ
অন্যে চ ঋষয়ঃ সর্বে ধর্ম্মেণৈব সুচেতসঃ ॥১২

হে রাজপুত্রি! আমি কর্ম্মফল কামনা করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না। 'দান করা কর্ত্তব্য' ইহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, সুতরাং দান করি, 'যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য' ইহা শাস্ত্রের বিধান, সুতরাং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি।২

হে কৃষ্ণে! ফল হউক অথবা নাই হউক, তাহার লক্ষ করি না; গৃহস্থাশ্রমে বর্ত্তমান পুরুষের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই যথাশক্তি করিয়া থাকি।৩

হে সুশ্রোণি! বেদের বিধান অতিক্রম না করিয়া এবং শিষ্টগণের আচরণ দর্শন করিয়া আমি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, ফলকামনার বশীভূত হইয়া নহে।৪

হে কৃষ্ণে! ধর্ম্মে আমার মন স্বভাবতই নিষ্ঠিত (সংসক্ত)। ধর্ম্ম লইয়া যাহারা বাণিজ্য করে (অর্থাৎ ফললাভের বিনিময়েই যাহারা ধর্ম্ম আচরণ করে) তাহারা ধার্ম্মিকগণের মধ্যে নিকৃষ্ট ও নিন্দিত।৫

যে পাপাত্মা নাস্তিকের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করত ধর্ম্মবিষয়ে শঙ্কা পোষণ করে, অথবা ধর্ম্মকে দোহন করিয়া ফললাভের ইচ্ছা করে, সে কখনও ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না।৬

আমি সর্ব্বপ্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রপ্রমাণের বলে বলিতেছি যে, কখনও ধর্ম্ম বিষয়ে শঙ্কা করিবে না; ধর্ম্মাশঙ্কী পুরুষ তির্য্যগ্‌যোনি (নীচযোনি) প্রাপ্ত হয়।৭

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের বিষয়ে সন্দেহ করে অথবা ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রের উপর অবিশ্বাস করে, বেদ হইতে শূদ্রের ন্যায় সে অজর ও অমর স্বর্গাদিলোক হইতে দূরে অবস্থান করে।৮

হে মনস্বিনি! যিনি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সেই রাজর্ষিকে ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ বৃদ্ধ জ্ঞানিগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন।৯

শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘনকারী মন্দবুদ্ধি যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিষয়ে শঙ্কা পোষণ করেন, তাহাকে শূদ্র বা চোর হইতেও নিকৃষ্ট জানিবে।১০

যিনি ধর্ম্মের প্রভাবে চিরজীবিত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই অতুলনীয় মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় ঋষি এস্থান দিয়া উত্তরাখণ্ডে যাইতে তুমি স্বয়ংই দেখিয়াছ।১১

ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, দেবর্ষি নারদ, লোমশ শুক প্রভৃতি মহর্ষিগণ সকলেই ধর্ম্মের প্রভাবেই

প্রত্যক্ষং পশ্যসি হ্যেতান্ দিব্যযোগসমন্বিতান্।
শাপানুগ্রহণে শক্তান্ দেবেভ্যোঽপি গরীয়সঃ ॥১৩
এতে হি ধর্মমেবাদৌ বর্ণয়ন্তি সদানঘে।
কর্ত্তব্যমমরপ্রখ্যাঃ প্রত্যক্ষাগমবুদ্ধয়ঃ ॥১৪
অতো নার্হসি কল্যাণি ধাতারং ধর্মমেব চ।
রাজ্ঞি মূঢ়েন মনসা ক্ষেপ্তুং শঙ্কিতুমেব চ ॥১৫
উন্মত্তান্ মন্যতে বালঃ সর্বানাগতনিশ্চয়ান্।
ধর্মাভিশঙ্কী নান্যস্মাৎ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥১৬
আত্মপ্রমাণ উন্নদ্ধঃ শ্রেয়সো হ্যবমন্যকঃ।
ইন্দ্রিয়প্রীতিসম্বদ্ধং যদিদং লোকসাক্ষিকম্॥
এতাবন্মন্যতে বালো মোহমন্যত্র গচ্ছতি ॥১৭

প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি যো ধর্মমতিশঙ্কতে।
ধ্যায়ন্ স কৃপণঃ পাপো ন লোকান্ প্রতি-
পদ্যতে ॥১৮
প্রমাণাদ্ধি নিবৃত্তো হি বেদশাস্ত্রার্থনিন্দকঃ।
কাম-লোভাভিগো মূঢ়ো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥১৯
যস্তু নিত্যং কৃতমতির্ধর্মমেবাভিপদ্যতে।
অশঙ্কমানঃ কল্যাণি সোঽমুত্রানন্ত্যমশ্নুতে ॥২০
আর্ষং প্রমাণমুৎক্রম্য ধর্মং ন প্রতিপালয়ন্।
সর্বশাস্ত্রাতিগো মূঢ়ঃ শং জন্মসু ন বিন্দতি ॥২১
যস্য নার্ষং প্রমাণং স্যাচ্ছিষ্টাচারশ্চ ভাবিনি।
ন বৈ তস্য পরো লোকো নায়মস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥২২

মহাপুরুষ হইয়াছেন।১২

তুমি ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, তোমার সম্মুখেই এই বনের মধ্যেই এমন অনেক ঋষি রহিয়াছেন, যাঁহারা শাপাদির দ্বারা নিগ্রহ এবং বরের দ্বারা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, দিব্যযোগশক্তিসম্পন্ন এবং দেবতাগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।১৩

হে অনঘে (নিষ্পাপে)। প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রীয় অনুভূতিসম্পন্ন দেবতুল্য এই ঋষিগণ সকলেই ধর্মকে জীবের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠেয় বিষয় বলিয়া বর্ণনা করেন।১৪

অতএব হে কল্যাণি। হে রাজ্ঞি! তোমার মোহযুক্ত মনের দ্বারা ধর্ম্ম ও বিধাতাকে নিন্দা বা উহাতে আশঙ্কা প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে।১৫

ধর্ম্ম বিষয়ে আশঙ্কাকারী বালবুদ্ধি মানব শাস্ত্র ও অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন মহর্ষিগণকে উন্মত্ত বলিয়া মনে করে; সুতরাং তাহারা অন্য কাহারও কথা প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না।১৬

নিজের বুদ্ধিকেই একমাত্র প্রমাণ মনে করে, এমন যে সকল উদ্ধত মানব আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে অবহেলা করে; কেননা, তাহারা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভোগে অত্যাসক্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষ জগৎ ও জাগতিক সুখ ভিন্ন অন্য কিছু স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহে, সুতরাং অলৌকিক বিষয়সম্বন্ধে তাহাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়।১৭

যে ব্যক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধে আশঙ্কা পোষণ করে এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ চিন্তা করে; তাহার পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই; সেই কৃপণ (বিষয়ভোগে অত্যাসক্ত) পাপাত্মা কখনও উচ্চগতি লাভ করিতে পারে না।১৮

যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছুকে প্রমাণ স্বীকার করে না, সেই বেদ ও বেদানুকূল সকল শাস্ত্রের নিন্দুক কাম ও লোভে বিমূঢ় মনুষ্য নরকে গমন করে।১৯

হে কল্যাণি। যে ব্যক্তির বুদ্ধি ধর্ম্মেতে সদাই নিষ্ঠিত (আসক্ত) এবং নিঃসংশয়ে ধর্ম্মেরই সদা অনুবর্ত্তন করে; সেই ব্যক্তিই পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।২০

ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রকে প্রমাণ না মানিয়া যে ধর্মের পরিপালন করে না; সেই সর্ব্বশাস্ত্র অতিক্রমকারী মূঢ় বহু জন্মজন্মান্তরেও কল্যাণ লাভ করিতে পারে না।২১

হে ভাবিনি। যাহার নিকট ঋষিপ্রণীতশাস্ত্র ও

শিষ্টৈরাচরিতং ধর্মং কৃষ্ণে মাস্মাভিশঙ্কিথাঃ।
পুরাণমৃষিভিঃ প্রোক্তং সর্বজ্ঞৈঃ সর্বদর্শিভিঃ ॥২৩

ধর্ম এব প্লবো নান্যঃ স্বর্গং দ্রৌপদি গচ্ছতাম্।
সৈব নৌঃ সাগরস্যেব বণিজঃ পারমিচ্ছতঃ ॥২৪

অফলো যদি ধর্মঃ স্যাচ্চরিতো ধর্মচারিভিঃ।
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতজ্জগন্মজ্জেদনিন্দিতে ॥২৫

নির্বাণং নাধিগচ্ছেয়ুর্জীবেয়ুঃ পশুজীবিকাম্।
বিদ্যাং তে নৈব যুজ্যেয়ুর্ন চার্থং কেচিদাপ্নুয়ুঃ ॥২৬

তপশ্চ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ যজ্ঞঃ স্বাধ্যায় এব চ।
দানমার্জবমেতানি যদি স্যুরফলানি বৈ ॥২৭

নাচরিষ্যন্ পরে ধর্মং পরে পরতরে চ যে।
বিপ্রলম্ভোঽয়মত্যন্তং যদি স্যুরফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৮

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ গন্ধর্বাসুর-রাক্ষসাঃ।
ঈশ্বরাঃ কস্য হেতোস্তে চরেয়ুর্ধর্মমাদৃতাঃ ॥২৯

ফলদং ত্বিহ বিজ্ঞায় ধাতারং শ্রেয়সি ধ্রুবম্।
ধর্মং তে হ্যাচরন্ কৃষ্ণে তদ্ধি শ্রেয়ঃ সনাতনম্ ॥৩০

স নায়মফলো ধর্মো নাধর্মোঽফলবানপি।
দৃশ্যন্তেঽপি হি বিদ্যানাং ফলানি তপসাং তথা ॥৩১

ত্বমাত্মনো বিজানীহি জন্ম কৃষ্ণে যথা শ্রুতম্।
বেত্থ চাপি যথা জাতো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্ ॥৩২

এতাবদেব পর্য্যাপ্তমুপমানং শুচিস্মিতে।
কর্মণাং ফলমাপ্নোতি ধীরোঽল্পেনাপি তুষ্যতি ॥৩৩

শিষ্টাচার প্রমাণরূপে স্বীকৃত নয়, তাহার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়—ইহা তত্ত্বদর্শিগণের সিদ্ধান্ত।২২

হে কৃষ্ণে! শিষ্টপুরুষগণের আচরিত এবং সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ঋষিগণের দ্বারা উপদিষ্ট এই পুরাতন (প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত) ধর্মসম্বন্ধে আশঙ্কা পোষণ করিও না।২৩

হে দ্রৌপদি! যেমন সাগর পার হইতে ইচ্ছুক বণিকের নিকট নৌকাই একমাত্র অবলম্বন, তেমনই ধর্ম্মই একমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির ভেলা—অন্য নয়।২৪

হে অনিন্দিতে! যদি ধার্ম্মিক লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম নিষ্ফল হইত, তবে সমস্ত জগৎ ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইত।২৫

যদি ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হইত, তবে কেহই নির্বাণ মুক্তি লাভ করিত না, কেহই বিদ্যা লাভ করিত না, কেহই কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা কিংবা অর্থলাভ করিত না, পরন্তু সকলেই পশুবৎ জীবন যাপন করিত।২৬

যদি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যাগযজ্ঞ, বেদাধ্যয়নাদি, দান, সরলতা প্রভৃতি ধর্ম্ম বিফল হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বতম শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কখনই উহার আচরণ করিতেন না; যদি সমস্ত ধার্ম্মিক ক্রিয়াই নিষ্ফল হইত, তাহা হইলে উহার অনুষ্ঠান প্রবঞ্চনামাত্রে পর্য্যবসিত হইত; ফলে ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন জীবগণ কেন আদরের সহিত ধর্মানুষ্ঠান করিতেন?২৭-২৯

হে কৃষ্ণে! এ সমস্তের ফলদাতা একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়াই তাঁহারা ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; সুতরাং ধর্মের মত নিত্য শ্রেয়স্কর আর কিছুই জগতে নাই।৩০

ধর্ম কখনও নিষ্ফল হয় না, এইরূপ অধর্মও ফল না দিয়া নিষ্কৃতি পায় না, বিদ্যা ও তপস্যার ফলও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে।৩১

হে কৃষ্ণে! তুমি তোমার নিজের ও তোমার প্রতাপশালী ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রসিদ্ধ জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ কর; (এইরূপ জন্ম কি ধর্ম বা তপস্যার ফল না থাকিলে হওয়া সম্ভব?)।৩২

হে শুচিস্মিতে! এই দৃষ্টান্তই ধর্মের ফল বুঝিবার

বহুনাপি হবিষাংসো নৈব তুষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ।
তেষাং ন ধর্মজং কিঞ্চিৎ প্রেত্য
শর্মাস্তি বা পুনঃ ॥৩৪

কর্মণাং শ্রুতপুণ্যানাং পাপানাঞ্চ ফলোদয়ঃ।
প্রভবশ্চাপ্যয়শ্চৈব দেবগুহ্যানি ভাবিনি ॥৩৫

নৈতানি বেদ যঃ কশ্চিন্মুহ্যন্তেঽত্র প্রজা ইমাঃ।
অপি কল্পসহস্রেণ ন স শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥৩৬

রক্ষ্যাণ্যেতানি দেবানাং গূঢ়মায়া হি দেবতাঃ।
কৃশাশাশ্চ ব্রতাশাশ্চ তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ।
প্রসাদৈর্মানসৈর্যুক্তাঃ পশ্যন্ত্যেতানি বৈ দ্বিজাঃ ॥৩৭

পক্ষে যথেষ্ট ; ধীর ব্যক্তিগণ কর্মের ফল লাভ করেন এবং অল্প ফল পাইয়াই সন্তুষ্ট হন।৩৩

বুদ্ধিহীন অজ্ঞ পুরুষগণ বহু ফল লাভেও সন্তুষ্ট হয় না ; এজন্যে পরলোকে তাহাদের ধর্মজন্য অল্প সুখও লাভ হয় না।৩৪

ভাবিনি! শাস্ত্রোক্ত পুণ্যপ্রদ কর্ম বা পাপকর্মের কি ফল এবং এই জগতের কিরূপে উৎপত্তি ও প্রলয় হয়, ইহা দেবতাগণেরও দুর্জ্ঞেয়। (সুতরাং তুমি আমি সব বুঝিয়া ফেলিব—ইহা আশা করা বৃথা)।৩৫

সাধারণ মনুষ্যগণ এই দেবগুহ্য বিষয়ে মোহিত হয়। এই সকল কথা যে ব্যক্তি জানে না, সে সহস্রকল্পেও শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।৩৬

দেবতাগণের মায়া অত্যন্ত নিগূঢ়া (দুর্বোধ্যা)। উহার দ্বারা তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখেন ; যাঁহারা কামনা পরিত্যাগ করত ব্রতোচিত আহার করিয়া তপস্যার দ্বারা পাপশূন্য হইয়াছেন ; তাঁহারাই চিত্তের প্রসাদাখ্য যোগৈশ্বর্য্য লাভ অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করত উক্ত তত্ত্বসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন।৩৭

ন ফলাদর্শনাদ্ ধর্মঃ শঙ্কিতব্যো ন দেবতাঃ।
যষ্টব্যঞ্চ প্রযত্নেন দাতব্যং চানসূয়তা ॥৩৮

কর্মণাং ফলমস্তীহ তথৈতদ্ ধর্মশাসনম্।
ব্রহ্মা প্রোবাচ পুত্রাণাং যদৃষির্বেদ কশ্যপঃ ॥৩৯

তস্মাৎ তে সংশয়ঃ কৃষ্ণে নীহার ইব নশ্যতু।
ব্যবস্য সর্বমস্তীতি নাস্তিক্যং ভাবমুৎসৃজ ॥৪০

ঈশ্বরং চাপি ভূতানাং ধাতারং মা চ বৈ ক্ষিপ।
শিক্ষস্বৈনং নমস্বৈনং মা তেঽভূদ্ বুদ্ধিরীদৃশী ॥৪১

প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইতেছি না, সুতরাং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া কি হইবে—এইভাবে ধর্ম ও দেবতাগণের বিষয়ে আশঙ্কা পোষণ করা উচিত নহে ; অসূয়া (গুণে দোষারোপ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতেই যত্নের সহিত যজ্ঞ ও দানাদি কর্ম করা কর্তব্য।৩৮

ধর্মের ফল অবশ্যই আছে—ইহাই ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন—এ কথা ব্রহ্মা তাঁহার মানস পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন। এজন্য কশ্যপ ঋষি ইহা অবগত আছেন।৩৯

অতএব হে কৃষ্ণে! সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার বিনাশের ন্যায় তোমার এই সংশয় বিনষ্ট হউক ; ধর্ম ও অধর্ম উভয়েরই ফল যথাসময়ে হইয়া থাকে—ইহা নিশ্চয় করিয়া নাস্তিক ভাবকে পরিত্যাগ কর।৪০

সমস্ত প্রাণীর ভরণপোষণকারী ঈশ্বরের নিন্দা করিও না ; শাস্ত্র ও গুরুজনের নিকট হইতে ঈশ্বরের তত্ত্ব সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা কর। এইরূপ অকল্যাণকরী বুদ্ধি তোমার যেন আর কখনও না হয়।৪১

যস্য প্রসাদাৎ তদ্ভক্তো মর্ত্ত্যো গচ্ছত্যমর্ত্ত্যতাম্।
উত্তমাং দেবতাং কৃষ্ণে মাবমংস্থাঃ কথঞ্চন ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

হে কৃষ্ণে! যে পরমেশ্বরের কৃপাকে লাভ করিয়া তাঁহার স্মরণশীল ভক্তগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সেই পরম দেবতা ঈশ্বরকে কোন প্রকারেই অবহেলা করিতে দুঃসাহস করিও না।৪২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরবাক্যে একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা প্রধানতয়া পুরুষার্থস্য স্বীকারঃ, তস্যৈব গুরুত্বারোপশ্চ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।
নাবমন্যে ন গর্হে চ ধর্ম্মং পার্থ কথঞ্চন।
ঈশ্বরং কুত এবাহমবমংস্যে প্রজাপতিম্ ॥১
আর্ত্তাহং প্রলপামীদমিতি মাং বিদ্ধি ভারত।
ভূয়শ্চ বিলপিষ্যামি সুমনাস্ত্বং নিবোধ মে ॥২
কর্ম্ম খল্বিহ কর্ত্তব্যং জানতামিত্রকর্শন।
অকর্ম্মাণো হি জীবন্তি স্থাবরা নেতরে জনাঃ ॥৩
যাবদ্‌গোস্তনপানাচ্চ যাবচ্ছায়োপসেবনাৎ।
জন্তবঃ কর্ম্মণা বৃত্তিমাপ্নুবন্তি যুধিষ্ঠির ॥৪
জঙ্গমেষু বিশেষেণ মনুষ্যা ভরতর্ষভ।
ইচ্ছন্তি কর্ম্মণা বৃত্তিমবাপ্তুং প্রেত্য চেহ চ ॥৫
উত্থানমভিজানন্তি সর্ব্বভূতানি ভারত।
প্রত্যক্ষং ফলমশ্নন্তি কর্ম্মণাং লোকসাক্ষিকম্ ॥৬

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[দ্রৌপদীর পুরুষার্থকে প্রধান বলিয়া স্বীকার এবং তাহার উপরই গুরুত্ব আরোপ।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে পৃথানন্দন! আমি ঈশ্বর বা ধর্ম্মকে নিন্দা বা অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ বলি নাই। সমস্ত প্রজার (প্রাণীর) পালনকারী এমন ঈশ্বরকে কেমন করিয়া অবহেলা করিব?১

হে ভারত! আমি দুঃখার্ত্তা হইয়া প্রলাপ করিয়াছি মাত্র—ইহাই তুমি মনে করিবে। পুনরায় আমি আরও কিছু প্রলাপবাক্য বলিতেছি; তুমি উদারহৃদয়, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুনিবে—আশা করি।২

হে শত্রুকর্শন! এ সংসারে শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণের কর্ম্ম অবশ্যই করা উচিত; কর্ম্ম না করিয়া স্থাবর প্রাণিগণই জীবিত থাকিতে পারে, মনুষ্যাদি অন্য প্রাণীরা পারে না। যুধিষ্ঠির! গোবৎসগণও স্বয়ং চেষ্টা করিয়া মাতৃস্তন্য পান করে এবং নিজেই ছায়াতে বসিয়া বিশ্রাম করে। এইরূপে সমস্ত-জীবজন্তুই কর্ম্ম করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।৪

হে ভরতর্ষভ! জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে বিশেষতঃ মনুষ্যগণ কর্ম্মের দ্বারাই যেমন জীবিকা নির্ব্বাহ

সর্বে হি স্বং সমুত্থানমুপজীবন্তি জন্তবঃ।
অপি ধাতা বিধাতা চ যথায়মুদকে বকঃ ॥৭
অকর্মণাং বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্ন হি কাচন।
তদেবাভিপ্রপদ্যেত ন বিহন্যাৎ কদাচন ॥৮
স্বকর্ম কুরু মা গ্লাসীঃ কর্মণা ভব দংশিতঃ।
কৃত্যং হি যোঽভিজানাতি সহস্রে সোঽস্তি নাস্তি চ॥৯
তস্য চাপি ভবেৎ কার্য্যং বিবৃদ্ধৌ রক্ষণে তথা।
ভক্ষ্যমাণো হ্যনাদানাৎ ক্ষীয়েত হিমবানপি ॥১০
উৎসীদেরন্ প্রজাঃ সর্বা ন কুর্য্যঃ কর্ম চেদ্ ভুবি
তথা হ্যেতা ন বর্ধেরন্ কর্ম চেদফলং ভবেৎ ॥১১
অপি চাপ্যফলং কর্ম পশ্যামঃ কুর্বতো জনান্।
নান্যথা হ্যপি গচ্ছন্তি বৃত্তিং লোকাঃ কথঞ্চন ॥১২
যশ্চ দিষ্টপরো লোকে যশ্চাপি হঠবাদিকঃ।
উভাবপি শঠাবেতৌ কর্মবুদ্ধিঃ প্রশস্যতে ॥১৩
যো হি দিষ্টমুপাসীনো নির্বিচেষ্টঃ সুখং শয়েৎ।
অবসীদেৎ স দুর্বুদ্ধিরামো ঘট ইবোদকে ॥১৪
তথৈব হঠদুর্বুদ্ধিঃ শক্তঃ কর্মণ্যকর্মকৃৎ।
আসীত ন চিরং জীবেদনাথ ইব দুর্বলঃ ॥১৫
অকস্মাদিহ যঃ কাশ্চদর্থং প্রাপ্নোতি পূরুষঃ।
তং হঠেনেতি মন্যন্তে স হি যত্নো ন কস্যচিৎ ॥১৬

করে, তেমনই ইহলোকে ও পরলোকেও কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করে।৫

হে ভারত। সকল প্রাণীই নিজের অভ্যুদয় কেমন করিয়া হয় তাহা বুঝিতে পারে এবং কর্ম্ম করিয়া প্রত্যক্ষ ফলরূপে উহা লাভও করে—ইহা সর্ব্বজনবিদিত।৬

যেমন বক মাছ ধরিবার জন্য জলের নিকটে ধ্যানস্থের ন্যায় বসিয়া থাকে, তেমনই সমস্ত প্রাণীই নিজের কর্ম্মের দ্বারাই জীবন ধারণ করে। এমন কি এ জগতের ধাতা এবং বিধাতাও সৃষ্টি ও ও পালন কর্ম্মে নিরত থাকেন।৭

কর্ম্মহীন ব্যক্তি নিজের জীবিকা পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতে পারে না; সুতরাং কর্ম্মকেই আশ্রয় করা উচিত, উহাকে কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে।৮

তুমি নিজ কর্ম্ম করিতে উদ্যুক্ত হও, উহা হইতে কখনও বিরত হইবে না; কর্ম্মেই সদা আবৃত থাক। সুনিপুণভাবে নিজ কর্ম করিতে পারে—এইরূপ লোক হাজারের মধ্যে একজনও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।৯

ধনাদির রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা উচিত; কেননা কেবল যদি ধনের ভোগই করা যায়, কিন্তু আয় যদি কিছুই না হয়, তবে হিমালয়-তুল্য ধনরাশিও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।১০

এ জগতে যদি মানুষ কর্ম্ম না করিত, তবে সমস্ত প্রজা উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম যদি বিফল হইত, তবে প্রজাগণের বৃদ্ধিও হইত না।১১

কিন্তু অধিকাংশ লোকই ব্যর্থ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে—ইহাই দেখিতে পাই। অথচ কর্ম্ম না করিলে লোকের জীবন ধারণ পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয় না।১২

যাহারা শুধু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করে না, অথবা যাহারা হঠবাদী অর্থাৎ যাহা কিছু মিলিবে, উহা আপনা আপনি মিলিবে ইহা বলে,—ইহারা উভয়েই শঠ অর্থাৎ প্রবঞ্চক; কেননা, বিনা পুরুষকারে কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং পুরুষ-কার-বাদই প্রশংসনীয়।১৩

কাঁচা ঘট জলের মধ্যে পড়িলে যেমন বিগলিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তেমনই যে ব্যক্তি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সেই শীঘ্র দুর্ব্বুদ্ধিতে অবসন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১৪

যচ্চাপি কিঞ্চিৎ পুরুষো দিষ্টং নাম লভত্যুত।
দৈবেন বিধিনা পার্থ তদ্ দৈবমিতি নিশ্চিতম্ ॥১৮

যৎ স্বয়ং কর্ম্মণা কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি পুরুষঃ।
প্রত্যক্ষমেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি শ্রুতম্ ॥১৮

স্বভাবতঃ প্রবৃত্তো যঃ প্রাপ্নোত্যর্থং ন কারণাৎ।
তৎ স্বভাবাত্মকং বিদ্ধি ফলং পুরুষসত্তম ॥১৯

এবং হঠাচ্চ দৈবাচ্চ স্বভাবাৎ কর্ম্মণস্তথা।
যানি প্রাপ্নোতি পুরুষস্তৎ ফলং পূর্বকর্মণাম্ ॥২০

ধাতাপি হি স্বকর্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভজ্যেহ ফলং পূর্বকৃতং নৃণাম্ ॥২১

সেইরূপ হঠবাদী দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ সমর্থ হইয়াও কর্ম করে না, পরন্তু বসিয়া থাকে। তাহারা অনাথ দুর্ব্বল পুরুষের ন্যায় দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না।১৫

পুরুষ যদি অকস্মাৎ কোন ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই হঠপ্রাপ্তি বলে, কারণ, ঐ ধন পাইতে তাহার কোন প্রযত্ন করিতে হয় নাই।১৬

পার্থ! যাহা মানুষ দেবতোপাসনা দ্বারা ভাগ্যানুসারে প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অদৃষ্ট প্রাপ্ত বলা হয়—ইহাকেই নিশ্চিতরূপে দৈব (প্রারব্ধ) বলে।১৭

লোকে নিজ কর্ম করিয়া উহার ফলস্বরূপ যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই পুরুষকার বলে, ইহা জগতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।১৮

হে পুরুষসত্তম! যাহা কিছু ধন স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রাপ্ত হয় কোন কারণবশতঃ নহে, তাহাকেই স্বভাবাত্মক ফল বলিয়া জানিবে।১৯

এইরূপে হঠাৎ, দৈবাৎ ও স্বভাবতঃ কর্ম করিয়া যাহা মানুষ প্রাপ্ত হয়, তাহা সবই পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল।২০

সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা জীবের স্ব স্ব কর্মানুসারে বিভাগ করত পূর্ব্বকৃত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।২১

যচ্চায়ং পুরুষঃ কিঞ্চিৎ কুরুতে বৈ শুভাশুভম্।
তদ্ ধাতৃবিহিতং বিদ্ধি পূর্বকর্মফলোদয়ম্ ॥২২

কারণং তস্য দেহোঽয়ং ধাতুঃ কর্মণি বর্ত্ততে।
স যথা প্রেরয়ত্যেনং তথায়ং কুরুতেঽবশঃ ॥২৩

তেষু তেষু হি কৃত্যেষু বিনিযোক্তা মহেশ্বরঃ।
সর্বভূতানি কৌন্তেয় কারয়ত্যবশান্যপি ॥২৪

মনসার্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্মণা।
বুদ্ধিপূর্বং স্বয়ং বীর পুরুষস্তত্র কারণম্ ॥২৫

সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্মাণি পুরুষর্ষভ।
অগারনগরাণাং হি সিদ্ধিঃ পুরুষহৈতুকী ॥২৬

পুরুষ ইহলোকে শুভাশুভ যাহা কিছু কর্ম করে, উহা বিধাতৃবিহিত পূর্ব্ব কর্ম্মেরই ফলস্বরূপ বুঝিতে হইবে।২২

মানুষের এই শরীর বিধাতার ফলসম্পাদন কর্ম্মেরই নিমিত্ত কারণ, তিনি যেরূপ প্রেরণা দেন, মানুষ অবশ হইয়া তাহাই করে।২৩

হে কৌন্তেয়! বিধাতা মানুষকে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তিনি অবশভাবে জীবের দ্বারা সেই সেই কর্ম করাইয়া লন।২৪

কিন্তু হে বীর! পুরুষ প্রথমে মনে মনে অভীষ্ট বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চয় করে, পরে কর্ম্মের দ্বারা উহা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কর্ম্মের প্রতি পুরুষই কারণ।২৫

হে পুরুষর্ষভ! পুরুষ এক জীবনে যে কত কর্ম করে, তাহার গণনা করা যায় না; তবে নগরাদি বস্তুর প্রাপ্তির প্রতি পুরুষ নিজেই কারণ ইহাতে সন্দেহ নাই।২৬

তিলে তৈলং গবি ক্ষীরং কাষ্ঠে পাবকমন্ততঃ।
ধিয়া ধীরো বিজানীয়াদুপায়ং চাস্য সিদ্ধয়ে ॥২৭
ততঃ প্রবর্ত্ততে পশ্চাৎ কারণৈস্তত্র সিদ্ধয়ে।
তাং সিদ্ধিমুপজীবন্তি কর্মজামিহ জন্তবঃ ॥২৮
কুশলেন কৃতং কর্ম কর্ত্রা সাধু স্বনুষ্ঠিতম্।
ইদং ত্বকুশলেনেতি বিশেষাদুপলভ্যতে ॥২৯
ইষ্টাপূর্ত্তফলং ন স্যান্ন শিষ্যো ন গুরুর্ভবেৎ।
পুরুষঃ কর্মসাধ্যেষু স্যাচ্চেদয়মকারণম্ ॥৩০
কর্তৃত্বাদেব পুরুষঃ কর্মসিদ্ধৌ প্রশস্যতে।
অসিদ্ধৌ নিন্দ্যতে চাপি কর্মনাশাৎ কথং ত্বিহ ॥৩১

তিলের মধ্যে তৈল, গোরুর মধ্যে দুগ্ধ এবং কাষ্ঠের মধ্যে যে অগ্নি আছে, ইহা অন্ততঃ প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বিদ্বান্ মানুষ পরে উহা প্রাপ্তির জন্য উপায়ের চিন্তা করে।২৭

অনন্তর উক্ত উপায়সমূহের দ্বারা উহাদের প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম করে এবং এইভাবে সমস্ত প্রাণী এই সংসারে কর্ম্ম জনিত সিদ্ধির আশ্রয় লয়।২৮

কর্ত্তা যোগ্য হইলে কর্ম্মটী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, আর কর্ত্তা কুশলী না হইলে কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না; সুতরাং কর্ত্তার বিশেষতা অর্থাৎ কুশলতা কার্য্যের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।২৯

পুরুষ যদি কর্ম্মসাধ্য ফলের প্রতি কারণ না হইত, তবে ইষ্টাপূর্ত্তাদি (যাগযজ্ঞ, পুষ্করিণীখননাদি) কর্ম্মের ফল পুরুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইত না এবং কেহ কোন বিদ্যার গুরু, কেহ শিষ্য—এইরূপে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইত না।৩০

পুরুষের কর্মের প্রতি কর্তৃত্ব আছে বলিয়া কর্মের সিদ্ধিতে তাহার প্রশংসা এবং অসিদ্ধিতে তাহার নিন্দা করা হয়; যদি (ইষ্টাপূর্ত্তাদি) কর্মের এখানেই নাশ হইয়া যায়, তবে কর্মজন্য ভাবিফলের সিদ্ধিই বা এখানে কি করিয়া হইবে?৩১

সর্বমেব হঠেনৈকে দৈবেনৈকে বদন্ত্যুত।
পুংসঃ প্রযত্নজং কেচিৎ ত্রৈধমেতন্নিরুচ্যতে ॥৩২
ন চৈবৈতাবতা কার্য্যং মন্যন্ত ইতি চাপরে।
অস্তি সর্বমদৃশ্যং তু দিষ্টং চৈব তথা হঠঃ ॥৩৩
দৃশ্যতে হি হঠাচ্চৈব দিষ্টাচ্চার্থস্য সন্ততিঃ।
কিঞ্চিদ্ দৈবাদ্ধঠাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব
স্বভাবতঃ ॥৩৪
পুরুষঃ ফলমাপ্নোতি চতুর্থং নাত্র কারণম্।
কুশলাঃ প্রতিজানন্তি যে বৈ তত্ত্ববিদো জনাঃ ॥৩৫
তথৈব ধাতা ভূতানামিষ্টানিষ্টফলপ্রদঃ।
যদি ন স্যান্ন ভূতানাং কৃপণো নাম কশ্চন ॥৩৬

কেহ বলেন, সব কর্ম হঠের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, কেহ বলেন দৈবের দ্বারা, আবার কেহ বলেন প্রযত্নের দ্বারা—এইরূপে তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে।৩২

কিছু লোক আবার এইরূপ মনে করেন, সমস্ত কর্মই অদৃশ্য দৈব (অদৃষ্ট) বা হঠের দ্বারাই সম্পন্ন হয়—কর্মের প্রতি এই দুইটীই কারণ।৩৩

কারণ দেখা যাইতেছে যে, কোন কার্য্য হঠাৎ আবার কোন কার্য্য দৈবাৎ ধারাবাহিক ভাবে সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ কর্মকুশল পুরুষগণ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক বলেন, মানুষ কোন কর্ম্মে হঠাৎ, কোন কার্য্যে দৈবাৎ এবং কোন কার্য্যে স্বভাবতঃ ফললাভ করে; এই তিনটী ছাড়া কর্ম্মের প্রতি চতুর্থ কোন কারণ নাই।৩৪।৩৫

এইরূপ ঈশ্বর যদি প্রাণিসমূহের কর্ম্মানুসারে ইষ্টানিষ্ট ফল না দিতেন, তবে প্রাণিগণের মধ্যে (কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র—এইরূপ হইতে পারিত না, সকলেই ধনী হইত অথবা সকলেই দরিদ্র হইত)

যং যমর্থমভিপ্রেপ্সুঃ কুরুতে কর্ম পুরুষঃ।
তত্তৎ সফলমেব স্যাদ্ যদি ন স্যাৎ পুরা কৃতম্ ॥৩৭
ত্রিদ্বারামর্থসিদ্ধিন্তু নানুপশ্যন্তি যে নরাঃ।
তথৈবানর্থসিদ্ধিঞ্চ যথা লোকাস্তথৈব তে ॥৩৮
কর্ত্তব্যমেব কর্মেতি মনোরেষ বিনিশ্চয়ঃ।
একান্তেন হ্যনীহোঽয়ং পরাভবতি পুরুষঃ ॥৩৯
কুর্বতো হি ভবত্যেব প্রায়েণেহ যুধিষ্ঠির।
একান্তফলসিদ্ধিন্তু ন বিন্দত্যলসঃ কচিৎ ॥৪০
অসম্ভবে ত্বস্য হেতুঃ প্রায়শ্চিত্তন্তু লক্ষয়েৎ।
কৃতে কর্মণি রাজেন্দ্র তথানৃণ্যমবাপ্নুতে ॥৪১

কেহই দীন হইত না।৩৬

যদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রভাব ইহ জন্মে না থাকিত, মানুষ যে যে অভিপ্রায়ে যত কর্ম্ম করে, তাহার সব কর্ম্মই সফল হইত।৩৭

সুতরাং অভীষ্ট ও অনভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির হঠ, দৈব ও স্বভাব—এই তিনটীই কারণ। একথা যাঁহারা স্বীকার না করেন, তাঁহারা সাধারণ অজ্ঞ লোকেরই অন্তর্গত।৩৮

কিন্তু মনুর ইহাই সিদ্ধান্ত যে, মনুষ্যকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, যে কর্ম্ম না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবে, সে পরাভব প্রাপ্ত হইবে।৩৯

হে যুধিষ্ঠির! যে কর্ম্ম করে, তাহার ফলসিদ্ধি প্রায়শই হয়; কিন্তু অলস কখনও একান্তভাবে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয় না।৪০

যদি কর্ম্ম করিয়াও ফল প্রাপ্তি না হয়, তবে বুঝিতে হইবে না হইবার মূলে কোন কারণ আছে, তখন তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! সাঙ্গোপাঙ্গ কর্ম্ম সম্পাদন করা হইলে কর্ত্তা আনৃণ্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কর্ত্তার কোন ত্রুটি আছে—ইহা বলা চলে না।৪১

অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নরম্।
নিঃসংশয়ং ফলং লব্ধ্বা দক্ষো ভূতিমুপাশ্নুতে ॥৪২
অনর্থাঃ সংশয়াবস্থাঃ সিধ্যন্তে মুক্তসংশয়াঃ।
ধীরা নরাঃ কর্ম্মরতা নম্ন নিঃসংশয়াঃ কচিৎ ॥৪৩
একান্তেন হ্যনর্থোঽয়ং বর্ত্ততেঽস্মাসু সাম্প্রতম্।
স তু নিঃসংশয়ং ন স্যাৎ ত্বয়ি কর্মণ্যবস্থিতে ॥৪৪
অথবা সিদ্ধিরেব স্যাদভিমানং তদেব তে।
বৃকোদরস্য বীভৎসোর্ভ্রাত্রোশ্চ যময়োরপি ॥৪৫
অন্যেষাং কর্ম সফলমস্মাকমপি বা পুনঃ।
বিপ্রকর্ষেণ বুধ্যেত কৃতকর্মা যথাফলম্ ॥৪৬

অলসের বশীভূত নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিকে অলক্ষ্মী আশ্রয় করে; কিন্তু দক্ষ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া নিঃসংশয়ে ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।৪২

কর্ম্মের ফল লাভ বিষয়ে সন্দিগ্ধ পুরুষ ফল হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু সংশয়শূন্য পুরুষ নিঃসন্দেহে ফল লাভ করে। সংশয়হীন ধীর ব্যক্তিগণই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারেন; (সন্দিগ্ধচিত্তরা নহে)।৪৩

আমাদের উপর রাজ্যচ্যুতিরূপ অনর্থ একান্তভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখন তুমি যদি কর্ম্ম না কর, তবে নিঃসংশয়ে রাজ্য প্রাপ্তি আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।৪৪

অথবা তোমার এইরূপ অভিমান আছে, এখন কিছু কর্ম্ম করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এইরূপ হয়ত ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবেরও অভিমান আছে।৪৫

কিন্তু আমাদের কর্ম্ম সফল হইল কি অন্যের (শত্রুর) কর্ম্ম সফল হইল—ইহা কর্ম্ম করিয়া পরে ফল দেখিয়া বুঝা যায়, পূর্ব্বে তো তাহা বুঝা যায় না?৪৬

পৃথিবীং লাঙ্গলেনেহ ভিত্ত্বা বীজং বপত্যুত।
আস্তেঽথ কর্ষকস্তূষ্ণীং পর্জন্যস্তত্র কারণম্ ॥৪৭

বৃষ্টিশ্চেন্নানুগৃহ্ণীয়াদনেনাস্তত্র কর্ষকঃ।
যদন্যঃ পুরুষঃ কুর্য্যাৎ কৃতং তৎ সকলং ময়া ॥৪৮

তচ্চেদং ফলমস্মাকমপরাধো ন মে কচিৎ।
ইতি ধীরোঽন্ববেক্ষ্যৈব নাত্মানং তত্র গর্হয়েৎ ॥৪৯

কুর্ব্বতো নার্থসিদ্ধির্মে ভবতীতি হ ভারত।
নির্বেদো নাত্র কর্ত্তব্যো দ্বাবন্যৌ হ্যত্র কারণম্ ॥৫০

সিদ্ধির্বাপ্যথবাসিদ্ধিরপ্রবৃত্তিরতোঽন্যথা।
বহূনাং সমবায়ে হি ভাবানাং কর্ম সিধ্যতি ॥৫১

গুণাভাবে ফলংন্যূনং ভবত্যফলমেব চ।
অনারম্ভে হি ন ফলং ন গুণো দৃশ্যতে কচিৎ ॥৫২

দেশ-কালাবুপায়াংশ্চ মঙ্গলং স্বস্তিবৃদ্ধয়ে।
যুনক্তি মেধয়া ধীরো যথাশক্তি যথাবলম্ ॥৫৩

অপ্রমত্তেন তৎ কার্য্যমুপদেষ্টা পরাক্রমঃ।
ভূয়িষ্ঠং কর্মযোগেষু দৃষ্ট এব পরাক্রমঃ ॥৫৪

যত্র ধীমানবেক্ষেত শ্রেয়াংসং বহুভির্গুণৈঃ।
সাম্নৈবার্থং ততো লিপ্সেৎ কর্ম চাস্মৈ প্রয়োজয়েৎ ॥৫৫

ব্যসনং বাস্য কাঙ্ক্ষেত বিবাসং বা যুধিষ্ঠির।
অপি সিন্ধোগিরের্বাপি কিং পুনর্মর্ত্ত্যধর্মিণঃ ॥৫৬

পৃথিবীকে লাঙ্গলের দ্বারা চাষ করিয়া বীজ বপন করার পর কৃষক চুপচাপ বসিয়া থাকে, কেননা, তখন তাহার কার্য্য শেষ হইলেও সে তখন বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যদি দেবতার অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়, তবে তাহার পরিশ্রম সফল হইবে। যদি বৃষ্টি নাও হয়, তাহা হইলে কৃষক নিষ্পাপ, যেহেতু কর্ত্তব্য অন্য লোক যাহা করে, তাহা সে করিয়াছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। যদি তাহার বৃষ্টির অভাবে ফসল না হয়, তাহা হইলেও সেই ধীর নিজেকে তিরস্কার করেন না অর্থাৎ তিরস্কারের কোন কারণ তাহার থাকে না, কেননা নিজের যথাকর্ত্তব্য করায় তাহার কোন অপরাধ নাই ৪৭-৪৯

ভারত। পুরুষকার করিয়াও যদি নিজের ফলসিদ্ধি না হয়, তাহাতে মনে দুঃখ করিবার কিছু নাই, কারণ পুরুষকার ছাড়াও দৈব ও ঈশ্বরকৃপারূপ আরও দুইটী কারণ আছে।৫০

কার্য্যের সিদ্ধি হইবে কি না হইবে—এইরূপ সন্দেহ লইয়া কার্য্যে অপ্রবৃত্ত হওয়াও যেমন অনুচিত, তেমনই ঐরূপ সন্দেহ লইয়া প্রবৃত্ত হওয়াও উচিত নয়; কারণ, কার্য্যমাত্রই অনেক কারণের সমবায়েই হইয়া থাকে।৫১

ফলসিদ্ধির অনুকূল যে গুণ, তাহার অভাব হইলে কার্য্য অসিদ্ধ হয় সত্য; কিন্তু কার্য্য যদি আরম্ভই না করা হয়, তবে গুণের বা ফলের কিছুরই সম্ভাবনা দেখা যায় না।৫২

নিজ কল্যাণের বৃদ্ধির জন্য ধীর ব্যক্তি নিজ প্রতিভার দ্বারা স্বীয় শক্তি ও বল বিচার করিয়া মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠানে দেশ-কালের কর্ত্তব্যানুসারে সামদানাদি উপায়সমূহের প্রয়োগ করিবে।৫৩

অপ্রমত্ত হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, কারণ ইহাতে পরাক্রমই হইল উপদেষ্টা (প্রধান)। সকল কার্য্যের আরম্ভে পরাক্রমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখা যায়।৫৪

যখন বুদ্ধিমান্ পুরুষ দেখিবেন যে, শত্রু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, তখন তাহার সহিত সামনীতির প্রয়োগের দ্বারাই নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন এবং তদনুকূল কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিবেন।৫৫

হে যুধিষ্ঠির। শত্রুর যাহাতে বিপদ্ ঘটে অথবা যাহাতে রাজ্যচ্যুত হইয়া দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। এমন কি সমুদ্র বা পর্ব্বতও যদি শত্রু হয়, তাহারও জলশূন্যতা বা পতনের জন্য চেষ্টা করিবে; সুতরাং মরণধর্মশীল মানুষ তো কোন ছার।৫৬

উত্থানযুক্তঃ সততং পরেষামন্তরৈষণে।
আনৃণ্যমাপ্নোতি নরঃ পরস্যাত্মন এব চ ॥৫৭
ন স্বেবাত্মাবমন্তব্যঃ পুরুষেণ কদাচন।
ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা ॥৫৮
এবং সংস্থিতিকা সিদ্ধিরিয়ং লোকস্য ভারত।
তত্র সিদ্ধির্গতিঃ প্রোক্তা কালাবস্থাবিভাগতঃ ॥৫৯
ব্রাহ্মণং মে পিতা পূর্ব্বং বাসয়ামাস পণ্ডিতম্।
সোঽপি সর্বামিমাং প্রাহ পিত্রে মে ভরতর্ষভ ॥৬০
নীতিং বৃহস্পতিপ্রোক্তাং ভ্রাতৄন্ মেঽগ্রাহয়ৎ পুরা।
তেষাং সকাশাদশ্রৌষমহমেতাং তদা গৃহে ॥৬১
স মাং রাজন্ কর্ম্মবতীমাগতামাহ সান্ত্বয়ন্।
শুশ্রূষমাণামাসীনাং পিতুরঙ্কে যুধিষ্ঠির ॥৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি দ্রৌপদীবাক্যে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

সতত উদ্‌যুক্ত হইয়া শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করিবে। এইরূপ করিলেই রাজা নিজের ও প্রজাবর্গের নিকট কৃতকর্ত্তব্য হইয়া নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।৫৭

মানুষ নিজেকে নিজে যেন কখনও অনাদর না করে, কারণ, নিজেকে নিজে যে অনাদর করে, তাহার কখনও উত্তম ঐশ্বর্য্যলাভ হয় না।৫৮

হে ভারত! এইরূপ ভাবে অবস্থান করিলেই কার্য্যের সিদ্ধি হয়। কাল ও অবস্থার বিভাগানুসারে শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকাই কার্য্যসিদ্ধির মূল কারণ।৫৯

আমার পিতা তাঁহার গৃহে একজন ব্রাহ্মণকে রাখিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! আমার পিতাকে তিনি এই রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং আমার ভাইদিগকেও এই বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতিবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। ঐ সময় আমার ভাইদের সঙ্গে বসিয়া আমিও উহা শিখিয়াছিলাম।৬০-৬১

যুধিষ্ঠির! আমি উপদেশের সময় কোন কার্য্যবশে পিতার নিকট গিয়াছিলাম এবং উহা শুনিবার ইচ্ছায় পিতার কোলে গিয়া বসিয়াছিলাম। রাজন্! তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই ব্রাহ্মণ আমাকে আশ্বাস প্রদান করত এই নীতিবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।৬২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্রৌপদীবাক্যে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩২

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন পুরুষার্থস্য প্রশংসা, যুধিষ্ঠিরস্য উত্তেজনাবৃদ্ধয়ে তস্য চেষ্টা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনো হ্যমর্ষণঃ।
নিঃশ্বসন্নুপসঙ্গম্য ক্রুদ্ধো রাজানমব্রবীৎ ॥১

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক পুরুষার্থের প্রশংসা, এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তেজনাবৃদ্ধির জন্য তাঁহার চেষ্টা।]

যাজ্ঞসেনীর (দ্রৌপদীর) কথা শুনিয়া অসহনশীল ভীমসেন ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নিকটে গমন করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন।১

রাজস্থ পদবীং ধর্ম্ম্যাং ব্রজ সৎপুরুষোচিতাম্ ।
ধর্মকামার্থহীনানাং কিং নো বস্তুং তপোবনে ॥২
নৈব ধর্মেণ তদ্ রাজ্যং নার্জবেন ন চৌজসা ।
অক্ষকূটমধিষ্ঠায় হৃতং দুর্য্যোধনেন বৈ ॥৩
গোমায়ুনেব সিংহানাং দুর্বলেন বলীয়সাম্ ।
আমিষং বিঘসাশেন তদ্বদ্ রাজ্যং হি নো হৃতম্ ॥৪
ধর্মলেশপ্রতিচ্ছন্নঃ প্রভবং ধর্ম-কাময়োঃ ।
অর্থমুৎসৃজ্য কিং রাজন্ দুঃখেষু পরিতপ্যসে ॥৫
ভবতোঽনবধানেন রাজ্যং নঃ পশ্যতাং হৃতম্ ।
অহার্য্যমপি শক্রেণ গুপ্তং গাণ্ডীবধন্বনা ॥৬
কুণীনামিব বিল্বানি পঙ্গূনামিব ধেনবঃ ।
হৃতমৈশ্বর্য্যমস্মাকং জীবতাং ভবতঃ কৃতে ॥৭
ভবতঃ প্রিয়মিত্যেবং মহদ্ ব্যসনমীদৃশম্ ।
ধর্মকামে প্রতীতস্য প্রতিপন্নাঃ স্ম ভারত ॥৮
কর্শয়ামঃ স্বমিত্রাণি নন্দয়ামশ্চ শাত্রবান্ ।
আত্মানং ভবতাং শাস্ত্রৈর্নিয়ম্য ভরতর্ষভ ॥৯
যদ্ বয়ং ন তদৈবৈতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহন্মহি ।
ভবতঃ শাস্ত্রমাদায় তন্নস্তপতি দুষ্কৃতম্ ॥১০
অথৈনামন্ববেক্ষস্ব মৃগচর্য্যামিবাত্মনঃ ।
দুর্বলাচরিতাং রাজন্ ন বলস্থৈর্নিষেবিতাম্ ॥১১
যাং ন কৃষ্ণো ন বীভৎসুর্নাভিমন্যুর্ন সৃঞ্জয়াঃ ।
ন চাহমভিনন্দামি ন চ মাদ্রীসুতাবুভৌ ॥১২
ভবান্ ধর্মো ধর্ম ইতি সততং ব্রতকর্শিতঃ ।
কচ্চিদ্ রাজন্ ন নির্বেদাদাপন্নঃ ক্লীবজীবিকাম্ ॥১৩

শ্রেষ্ঠ পুরুষের যোগ্য ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত রাজপদবীকে আপনি আশ্রয় করুন। ধর্ম্ম, কাম ও অর্থশূন্য হইয়া এই তপোবনে বাস করিলে আমাদের কি লাভ হইবে?২

দুর্য্যোধন যে আমাদের রাজ্য হরণ করিয়াছে, তাহা ধর্ম, সরলতা বা তেজের দ্বারা নহে; পরন্তু কপট পাশাখেলার দ্বারা তাহা পাইয়াছে।৩

উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজনকারী দুর্ব্বল গোমায়ু (শৃগাল) যেমন বলবান্ সিংহের খাদ্য মাংস হরণ করে, দুর্য্যোধনও তেমনই আমাদের রাজ্য হরণ করিয়াছে।৪

হে রাজন্! ধর্ম্ম ও কামের মূলীভূত রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া লেশমাত্র ধর্ম্মের দ্বারা নিজেকে আবৃত করত আপনি দুঃখে সন্তপ্ত হইতেছেন।৫

গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ইন্দ্রের দ্বারাও হরণের অযোগ্য আমাদের এই রাজ্য আপনার অসাবধানতার অবসর লইয়া আমাদের চোখের সামনেই শত্রু হরণ করিয়াছে।৬

যেমন লুলোর কাছ থেকে বেল ফল এবং পঙ্গুর কাছ থেকে তস্কর গরু হরণ করে, তেমনই আমরা জীবিত থাকিতেই আপনার ত্রুটির জন্যই শত্রু আমাদের রাজ্য হরণ করিতে পারিয়াছে।৭

আপনি ধর্ম্মকাম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন; হে ভারত! আপনার এই প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই আমরা বনবাসরূপ মহাসঙ্কটে পড়িয়াছি।৮

হে ভরতর্ষভ! আপনার শাসনের অধীন থাকিয়া আমরা নিজ মিত্রগণকে দুঃখী এবং শত্রুগণকে সুখী করিতেছি।৯

আপনার শাসনকে স্বীকার করিয়াই যেহেতু আমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে তখন বধ করি নাই এবং সেইহেতু সেই দুষ্কর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে দুঃখে সন্তপ্ত করিতেছে।১০

হে রাজন্! আপনি মৃগের ন্যায় আমাদের এই বনচর্য্যার অর্থাৎ বনে বনে বাসের দিকে দৃষ্টিদান করুন, ইহা দুর্ব্বলের আচরিত ধর্ম্ম, বলবানের নহে।১১

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, সৃঞ্জয়বংশীয় বীরগণ, নকুল, সহদেব এবং আমি—আমরা কেহই এই বনবাস পছন্দ করি না।১২

হে রাজন্! আপনি কেবল 'ইহা ধর্ম্ম, উহা

দুর্মনুষ্যা হি নির্বেদমফলং স্বার্থঘাতকম্।
অশক্তাঃ শ্রিয়মাহর্ত্তুমাত্মনঃ কুর্বতে প্রিয়ম্ ॥১৪

স ভবান্ দৃষ্টিমান্ শক্তঃ পশ্যন্নস্মাসু পৌরুষম্।
আনৃশংস্যপরো রাজন্ নানর্থমববুধ্যসে ॥১৫

অস্মানমী ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ক্ষমমাণানলং সতঃ।
অশক্তানিব মন্যন্তে তদ্ দুঃখং নাহবে বধঃ ॥১৬

তত্র চেদ্ যুধ্যমানানামজিহ্মমনিবর্ত্তিনাম্।
সর্বশো হি বধঃ শ্রেয়ান্ প্রেত্য লোকান্
লভেমহি ॥১৭

অথবা বয়মেবৈতান্ নিহত্য ভরতর্ষভ।
আদদীমহি গাং সর্বাং তথাপি শ্রেয় এব নঃ ॥১৮

সর্বথা কার্য্যমেতন্নঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্।
কাঙ্ক্ষতাং বিপুলাং কীর্ত্তিং বৈরং প্রতি-
চিকীর্ষতাম্ ॥১৯

আত্মার্থং যুধ্যমানানাং বিদিতে কৃত্যলক্ষণে।
অন্যৈরপি হৃতে রাজ্যে প্রশংসৈব ন গর্হণা ॥২০

কর্শনার্থো হি যো ধর্মো মিত্রাণামাত্মনস্তথা।
ব্যসনং নাম তদ্ রাজন্ ন ধর্মঃ স কুধর্ম তৎ ॥২১

সর্বথা ধর্মনিত্যস্তু পুরুষং ধর্মদুর্বলম্।
ত্যজতস্তাত ধর্মার্থৌ প্রেতং দুঃখ-সুখে যথা ॥২২

যস্য ধর্মো হি ধর্মার্থং ক্লেশভাঙ্ ন স পণ্ডিতঃ।
ন স ধর্মস্য বেদার্থং সূর্য্যস্যান্ধঃ প্রভামিব ॥২৩

ধর্ম' এইরূপ বলিয়া সর্ব্বদা ব্রতই অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি হয়ত বৈরাগ্যবশতঃ সাহসশূন্য ক্লীবের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন।১৩

নিজের হৃত রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ দুর্বল মনুষ্যগণই নিষ্ফল স্বার্থহানিকর বৈরাগ্য অবলম্বন করত উহাকে প্রিয় বলিয়া মনে করে।১৪

আপনি বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী ও শক্তিশালী পুরুষ। ইহা ছাড়া আমাদের পুরুষকারের কথাও আপনি জানেন। তথাপি হে রাজন্। আপনি দয়াপরবশ হইয়া নিজের অনর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না।১৫

আমরা সমর্থ হইয়াও শত্রুর অপরাধসমূহকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ইহাতে আমাদিগকে দুর্ব্বলই মনে করিতেছে; ইহা আমাদের নিকট ভয়ানক দুঃখের কথা, ইহার চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যু আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।১৬

আমরা অকপট যুদ্ধ করিয়া এবং যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হইয়া যদি প্রাণও হারাই, তাহাতেও আমাদের লাভ; কারণ, সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু হইলে পরলোকে আমাদের উত্তম গতি লাভ হইবে।১৭

হে ভরতর্ষভ। অথবা যদি ইহাদিগকে বধ করিয়া বলপূর্বক পৃথিবীকে করায়ত্ত করিতে পারি, তবে তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।১৮

আমরা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে চাই; ইহাতে বরং আমাদের বিপুল যশই লাভ হইবে, সুতরাং আমাদের যুদ্ধ করা উচিত।১৯

শত্রু আমাদের রাজ্য কপটতাপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, এজন্য আমরা যদি কর্ত্তব্যবোধে অবসর বুঝিয়া আমাদের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত যুদ্ধও করি, তাহাতেও আমাদের প্রশংসাই লোকে করিবে—নিন্দা করিবে না।২০

হে মহারাজ। যে ধর্ম নিজের ও মিত্রবর্গের কেবল ক্লেশদায়ক হয়, উহাকে তো সঙ্কটই বলিতে হইবে, উহা প্রকৃত ধর্ম নয়, উহা কুধর্ম।২১

যেমন মৃত মানুষের সুখ ও দুঃখ কোনটাই হয় না, তেমনই যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্মপরায়ণ হইয়াও প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠানে দুর্বলতা প্রকাশ করে, তাহার ধর্ম ও অর্থ কোনটাই লাভ হয় না।২২

যাহার ধর্ম কেবল ধর্মের জন্যই, সে ধর্মের

যস্য চাত্মার্থমেবার্থঃ স চ নার্থস্য কোবিদঃ।
রক্ষেত ভৃতকোঽরণ্যে যথা গাস্তাদৃগেব সঃ ॥২৪
অতিবেলং হি যোঽর্থার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
স বধ্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মহেব জুগুপ্সিতঃ ॥২৫
সততং যশ্চ কামার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
মিত্রাণি তস্য নশ্যন্তি ধর্মার্থাভ্যাঞ্চ হীয়তে ॥২৬
তস্য ধর্মার্থহীনস্য কামান্তে নিধনং ধ্রুবম্।
কামতো রমমাণস্য মীনস্যেবাম্ভসঃ ক্ষয়ে ॥২৭
তস্মাদ্ ধর্মার্থয়োর্নিত্যং ন প্রমাদ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
প্রকৃতিঃ সা হি কামস্য পাবকস্যারণির্যথা ॥২৮

নামে কেবল ক্লেশই ভোগ করে, তাহাকে বুদ্ধিমান্ পুরুষ বলা চলে না। কেননা অন্ধ যেমন সূর্য্যের আলোক কি তাহা জানে না, তেমনই সে ব্যক্তিও ধর্মের স্বরূপ কি তাহা জানে না।২৩

যাহার অর্থ কেবল অর্থের জন্যই, দান বা ভোগের জন্য নহে, সে অর্থের তত্ত্ব জানে না। গোপালক বালক যেমন গোস্বামীর জন্য গরুর রক্ষামাত্রই করে, সেও তেমনই অন্যের ভোগের জন্যই অর্থকে রক্ষা করে মাত্র।২৪

যে ব্যক্তি অর্থলাভের তীব্র কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল অর্থের সংগ্রহমাত্রই করে, উহার দ্বারা ধর্ম্ম ও কামকে উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করে না; সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারীর ন্যায় সকলের ঘৃণার পাত্র, অতএব সকল প্রাণীর সে বধ্য।২৫

এইরূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কাম্যবস্তুর ভোগেই উন্মত্ত, ধর্ম্ম বা অর্থ লাভের চেষ্টা করে না; তাহার সমস্ত মিত্র বিচ্ছিন্ন হয় এবং সে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হয়।২৬

যেমন জল শুকাইয়া গেলে জলাশয়স্থ মৎস্যগুলির মৃত্যু সুনিশ্চিত, তেমনই ধর্ম্মার্থশূন্য কামার্থী পুরুষেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।২৭

সর্বথা ধর্মমূলোঽর্থো ধর্মশ্চার্থপরিগ্রহঃ।
ইতরেতরয়োনীতৌ বিদ্ধি মেঘোদধী যথা ॥২৯
দ্রব্যার্থস্পর্শসংযোগে যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কামশ্চিত্তসংকল্পঃ শরীরং নাস্য দৃশ্যতে ॥৩০
অর্থার্থী পুরুষো রাজন্ বৃহন্তং ধর্মমিচ্ছতি।
অর্থমিচ্ছতি কামার্থী ন কামাদন্যমিচ্ছতি ॥৩১
ন হি কামেন কামোঽন্যঃ সাধ্যতে ফলমেব তৎ।
উপযোগাৎ ফলস্যৈব কাষ্ঠাদ্ ভস্মেব পণ্ডিতৈঃ ॥৩২
ইমান্ শকুনকান্ রাজন্ হন্তি বৈতংসিকো যথা।
এতদ্ রূপমধর্মস্য ভূতেষু হি বিহিংসতা ॥৩৩

এইজন্য পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম ও অর্থলাভে কখনও অসাবধান হন না, কারণ অগ্নি যেমন নিজের আশ্রয় ইন্ধন (কাষ্ঠকে) বিনাশ করে, তেমনই কামের স্বভাব এইরূপ যে, উহা কামীকে বিনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।২৮

ধর্ম্মের মূল যেমন অর্থ, তেমনই অর্থের মূলও হইল ধর্ম্ম। যেরূপ মেঘ এবং সমুদ্র পরস্পরের পরিপোষক, সেইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থও পরস্পরের পুষ্টিকারক।২৯

স্ত্রী, মালা, চন্দন প্রভৃতি দ্রব্যের স্পর্শে এবং সুবর্ণ আদি অর্থের লাভে মানুষের মনে যে আনন্দ হয়, ঐ আনন্দ লাভের ইচ্ছাবশতঃ চিত্তে যে সঙ্কল্প —উহাকেই কাম বলে; উহার (কামের) অঙ্গ অর্থাৎ শরীর নাই, সেইজন্য উহাকে অনঙ্গ বলা হয়।৩০

হে রাজন্! অর্থার্থী পুরুষ অধিক ধর্ম্ম লাভের ইচ্ছা করে—ইহা দেখা যায়; কিন্তু কামার্থী ব্যক্তি অর্থ ভিন্ন অন্য কিছুই চাহে না।৩১

যেমন উপভোগের দ্বারা ফলের সমাপ্তি ঘটে, উহার দ্বারা ফলান্তরের সিদ্ধি হয় না, যেমন অগ্নির দ্বারা কাষ্ঠ ভস্মে পরিণত হয়, কিন্তু সেই ভস্ম দ্বারা অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, তেমনই বুদ্ধিমান্ পুরুষ কামেরও উপভোগের দ্বারা শান্তিই হয় মাত্র, উহার দ্বারা কামান্তরের সিদ্ধি হয় না—ইহাই জানেন; কারণ

কামাল্লোভাচ্চ ধর্ম্মস্থ প্রকৃতিং যো ন পশ্যতি।
স বধ্যঃ সর্বভূতানাং প্রেত্য চেহ চ দুর্ম্মতিঃ ॥৩৪

ব্যক্তং তে বিদিতো রাজন্নর্থো দ্রব্যপরিগ্রহঃ।
প্রকৃতিং চাপি বেত্থাস্থ বিকৃতিঞ্চাপি ভূয়সীম্ ॥৩৫

তস্য নাশে বিনাশে বা জরয়া মরণেন বা।
অনর্থ ইতি মন্যস্তে সোঽয়মস্মাসু বর্ত্ততে ॥৩৬

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্থ চ।
বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে ॥৩৭

স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্মণাং ফলমুত্তমম্।
এবমেব পৃথগ্ দৃষ্ট্বা ধর্মার্থৌ কামমেব চ ॥৩৮

ন ধর্মপর এব স্থান্ন চার্থপরমো নরঃ।
ন কামপরমো বা স্থাৎ সর্বান্ সেবেত সর্বদা ॥৩৯

ধর্মং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে কামমাচরেৎ।
অহন্যনুচরেদেবমেষ শাস্ত্রকৃতো বিধিঃ ॥৪০

কামং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে ধর্মমাচরেৎ।
বয়স্যনুচরেদেবমেষ শাস্ত্রকৃতো বিধিঃ ॥৪১

ধর্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ যথাবদ্ বদতাং বর।
বিভজ্য কালে ধর্মজ্ঞঃ সর্বান্ সেবেত পণ্ডিতঃ ॥৪২

মোক্ষো বা পরমং শ্রেয় এষ রাজন্ সুখার্থিনাম্।
প্রাপ্তির্বা বুদ্ধিমাস্থায় সোপায়াং কুরুনন্দন ॥৪৩

তদ্ বাশু ক্রিয়তাং রাজন্ প্রাপ্তির্বাপ্যধিগম্যতাম্।
জীবিতং হ্যাতুরস্যেব দুঃখমন্তরবর্তিনঃ ॥৪৪

কাম সাধন নয়, স্বয়ং ফল।৩২

হে রাজন্! এই পক্ষীগণকে বিনাশকারী ব্যাধ যেমন বৃথা হিংসা করায় সকলের বধ্য, কারণ, এইরূপে প্রাণিগণের হিংসা অধর্মেরই এক বিশেষ রূপ, তেমনই কাম ও লোভবশতঃ যে ব্যক্তি ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জানে না, সেই দুর্মতি ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই সকল প্রাণীরই বধ্য।৩৩-৩৪

হে রাজন্! আপনি ইহা ভালভাবেই জানেন যে, ধনের দ্বারাই সমস্ত ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহ হয়, ধনলাভের উপায় এবং ধনের দ্বারা সিদ্ধ কার্য্যসমূহ কি—তাহাও আপনার ভাল জানা আছে।৩৫

ধনের অভাব ও বিনাশ এবং স্ত্রী প্রভৃতি জীবন্ত ধন জরাক্রান্ত বা মৃত্যুগ্রস্ত হইলে উহাকে মানুষের অনর্থ বলা হয়, সে সমস্তই আজ আমাদের উপর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৩৬

রূপাদি বিষয়ে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং মন ও বুদ্ধির যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাকেই কাম বলে—ইহাই আমার ধারণা এবং উহাই কর্মের উত্তম ফল।৩৭

এইভাবে ধর্ম, অর্থ ও কামের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া মানুষ কেবল ধর্মনিরত, কেবল অর্থ-নিরত অথবা কেবল কামানুগত হইবে না; প্রত্যুত সর্বদা তিনটীরই সেবা করিবে। উহাদের মধ্যে ধর্ম্মকে দিনের প্রথম ভাগে, অর্থকে মধ্যম ভাগে এবং কামকে অন্তিম ভাগে প্রতিদিনই সেবা করিবে—ইহাই গৃহস্থের পক্ষে শাস্ত্রকৃত বিধি।৩৭-৪০

এইরূপে আয়ুকেও ভাগ করিয়া আয়ুর প্রথম ভাগে (যুবাবস্থায়) কামের, দ্বিতীয় ভাগে (প্রৌঢ়াবস্থায়) অর্থের এবং তৃতীয় ভাগে (বৃদ্ধাবস্থায়) ধর্মের সেবা করিবে। ইহাও শাস্ত্রবিধি।৪১

হে বক্তৃগণশ্রেষ্ঠ! এইরূপ দিন ও আয়ুর বিভাগ করত যথাকালে কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়া থাকেন।৪২

নিরতিশয় সুখ যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষই পরম শ্রেয়, আর যাঁহারা সাতিশয় সুখ চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের সেবাই শ্রেয়স্কর। অতএব মহারাজ! ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করুন, অথবা ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গের প্রাপ্তির উপায়কে অবলম্বন করুন। এই উভয়ের মধ্যবর্তী কোন পন্থা নাই; ঐ পন্থাকে যদি কেহ অবলম্বন করিতে চাহে, তবে আতুর ব্যক্তির ন্যায় তাহার জীবন কেবল দুঃখময় হয়।৪৩-৪৪

বিদিতশ্চৈব মে ধর্মঃ সততং চরিতশ্চ তে।
জানন্তস্ত্বয়ি শংসন্তি সুহৃদঃ কর্মচোদনাম্ ॥৪৫
দানং যজ্ঞঃ সতাং পূজা বেদধারণমার্জবম্।
এষ ধর্মঃ পরো রাজন্ বলবান্ প্রেত্য চেহ চ ॥৪৬
এষ নার্থবিহীনেন শক্যো রাজন্ নিষেবিতুম্।
অখিলাঃ পুরুষব্যাঘ্র গুণাঃ স্যুর্যদ্যপীতরে ॥৪৭
ধর্মমূলং জগদ্ রাজন্ নান্যদ্ ধর্মাদ্ বিশিষ্যতে।
ধর্মশ্চার্থেন মহতা শক্যো রাজন্ নিষেবিতুম্ ॥৪৮
ন চার্থো ভৈক্ষ্যচর্য্যেণ নাপি ক্লৈব্যেন কর্হিচিৎ।
বেত্তুং শক্যঃ সদা রাজন্ কেবলং ধর্মবুদ্ধিনা ॥৪৯
প্রতিষিদ্ধা হি তে যাচ্ঞা যয়া সিধ্যতি বৈ দ্বিজঃ।
তেজসৈবার্থলিপ্সায়াং যতস্ব পুরুষর্ষভ ॥৫০

ইহা আমার ভাল করিয়াই জানা আছে, আপনি সতত ধর্ম্মের আচরণ করেন, কিন্তু তথাপি আপনার সম্বন্ধে যাঁহারা জানেন, সেই হিতৈষী সুহৃদ্গণ আপনাকে ধর্মযুক্ত কর্ম্মমার্গেরই উপদেশ করেন।৪৫

হে মহারাজ! দান, যজ্ঞ, সজ্জনগণের পূজা বেদাধ্যয়ন ও সরলতা—এইগুলি ইহলোক ও পরলোকে পরম এবং প্রবল ধর্ম্ম।৪৬

হে রাজন্! হে পুরুষব্যাঘ্র! যদি অন্য সকল গুণও মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তথাপি ধনহীন সেই মানুষের দ্বারা উক্ত ধর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর নহে।৪৭

হে রাজন! ধর্ম্মই সমস্ত জগতের মূল; ধর্ম্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছুই নাই। হে রাজন্! সেই ধর্ম্ম আবার প্রচুর ধন থাকিলেই অনুষ্ঠান করা সম্ভব।৪৮

রাজন্! অভিপ্রেত সেই প্রচুর অর্থ কখনও ভিক্ষাচর্য্যা বা ক্লীবতার দ্বারা, অথবা কেবল ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়।৪৯

হে পুরুষর্ষভ! ব্রাহ্মণ যাচ্ঞার দ্বারাও অর্থ লাভ করিতে পারে; কিন্তু যেহেতু আপনি ক্ষত্রিয়, সেইহেতু যাচ্ঞা আপনার পক্ষে নিষিদ্ধ; সুতরাং তেজ (বিক্রম) প্রকাশের দ্বারাই উহা লাভ করিতে যত্ন করুন।৫০

ভৈক্ষ্যচর্য্যা ন বিহিতা ন চ বিট্শূদ্রজীবিকা।
ক্ষত্রিয়স্য বিশেষেণ ধর্মস্তু বলমৌরসম্ ॥৫১
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব জহি শত্রূন্ সমাগতান্।
ধার্তরাষ্ট্রবলং পার্থ ময়া পার্থেন নাশয় ॥৫২
উদারমেব বিদ্বাংসো ধর্মং প্রাহুর্মনীষিণঃ।
উদারং প্রতিপদ্যস্ব নাবরে স্থাতুমর্হসি ॥৫৩
অনুবুধ্যস্ব রাজেন্দ্র বেত্থ ধর্মান্ সনাতনান্।
ক্রূরকর্মাভিজাতোঽসি যস্মাদুদ্বিজতে জনঃ ॥৫৪
প্রজাপালনসম্ভূতং ফলং তব ন গর্হিতম্।
এষ তে বিহিতো রাজন্ ধাত্রা ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৫৫
তস্মাদপচিতঃ পার্থ লোকে হাস্যং গমিষ্যসি।
স্বধর্মাদ্ধি মনুষ্যাণাং চলনং ন প্রশস্যতে ॥৫৬

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে (ব্রাহ্মণের কার্য্য) ভিক্ষাচর্য্যা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনই বৈশ্যের কার্য্য বাণিজ্য ও শূদ্রের কার্য্য সেবাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ; সুতরাং ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম হইতেছে বল ও উৎসাহ।৫১

হে রাজন্! স্বধর্ম্মকে গ্রহণ করুন; সমাগত শত্রুগণকে সংহার করুন। হে পার্থ! আমার ও অর্জ্জুনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররূপী বনকে বিনাশ করুন।৫২

দানশীলতারূপ উদারতাকেই মনীষী বিদ্বান্গণ ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়াছেন; সুতরাং উদারতাকেই আশ্রয় করুন; অপকৃষ্ট এই দয়নীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকা আপনার কর্ত্তব্য নহে।৫৩

হে রাজন্! অনুধ্যান করত আপনি ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্মকে আশ্রয় করুন; ক্রূরকর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের বংশে আপনি জন্মিয়াছেন; ক্ষত্রিয়ের ভয়ে সকল মানুষ উদ্বিগ্ন হয়।৫৪

স ক্ষাত্রং হৃদয়ং কৃত্বা ত্যক্ত্বেদং শিথিলং মনঃ।
বীর্য্যমাস্থায় কৌরব্য ধুরমুদ্বহ ধুর্য্যবৎ ॥৫৭

নহি কেবলধর্ম্মাত্মা পৃথিবীং জাতু কশ্চন।
পার্থিবো ব্যজয়দ্ রাজন্ ন ভূতিং ন পুনঃ শ্রিয়ম্ ॥৫৮

জিহ্বাং দত্ত্বা বহূনাং হি ক্ষুদ্রাণাং লুব্ধচেতসাম্।
নিকৃত্যা লভতে রাজ্যমাহারমিব শল্যকঃ ॥৫৯

ভ্রাতরঃ পূর্ব্বজাতাশ্চ সুসমৃদ্ধাশ্চ সর্ব্বশঃ।
নিকৃত্যা নির্জ্জিতা দেবৈরসুরাঃ পার্থিবর্ষভ ॥৬০

এবং বলবতাং সর্ব্বমিতি বুদ্ধা মহীপতে।
জহি শত্রূন্ মহাবাহো পরাং নিকৃতিমাস্থিতঃ ॥৬১

ন হ্যর্জ্জুনসমঃ কশ্চিদ্ যুধি যোদ্ধা ধনুর্দ্ধরঃ।
ভবিতা বা পুমান্ কশ্চিন্মৎসমো বা গদাধরঃ ॥৬২

সত্ত্বেন কুরুতে যুদ্ধং রাজন্ সুবলবানপি।
অপ্রমাদী মহোৎসাহী সত্ত্বস্থো ভব পাণ্ডব ॥৬৩

সত্ত্বং হি মূলমর্থস্য বিতথং যদতোঽন্যথা।
ন তু প্রসক্তং ভবতি বৃক্ষচ্ছায়েব হৈমনী ॥৬৪

অর্থত্যাগোঽপি কার্য্যঃ স্যাদর্থং শ্রেয়াংসমিচ্ছতা।
বীজোপম্যেন কৌন্তেয় মা তে ভূদত্র সংশয়ঃ ॥৬৫

হে রাজন্! রাজ্যপ্রাপ্তির পর প্রজাপালন আপনার পক্ষে নিন্দিত নহে; কারণ, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয়ের জন্য বিধাতাই এই সনাতন ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন।৫৫

পার্থ! সেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইলে আপনি লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন। হে রাজন্! মানুষের স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুতি কখনই প্রশংসনীয় নয়।৫৬

অতএব হে কুরুনন্দন! হৃদয়কে ক্ষত্রিয়োচিত করুন; মনের শিথিলতাকে পরিত্যাগ করত বীর্য্য অবলম্বন করিয়া ধুরন্ধর পুরুষের ন্যায় রাজ্যভার গ্রহণ করুন।৫৭

রাজন্! আজ পর্য্যন্ত কোন রাজা কেবল ধর্ম্মনিরত হইয়া রাজ্যলাভ করেন নাই বা পৃথিবীতে বিজয় লাভ করিতে পারেন নাই এবং অভ্যুদয় বা ঐশ্বর্য্যও লাভ করিতে পারেন নাই।৫৮

যেমন শল্যক (ব্যাধ) লোভী ক্ষুদ্র মৃগগণকে জিহ্বার লোভ দেখাইয়া আকর্ষণ করত কপটের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করে, তেমনই নীতিজ্ঞ রাজা শত্রুর উপর কূটনীতির প্রয়োগ করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করেন।৫৯

হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! দেবগণ নিজের পূর্ব্বজাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশেষতঃ সুসমৃদ্ধ অসুরগণকে ছলের দ্বারা সম্যগ্‌রূপে পরাজিত করিয়াছিলেন।৬০

হে মহাবাহো মহীপতে! বলবানের পক্ষেই সব কিছু লাভ করা সম্ভব (কারণ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা) ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রকৃষ্ট ছলকে অবলম্বন করত শত্রুগণকে বধ করুন।৬১

অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা কোন ব্যক্তি যেমন কখনও হয় নাই বা হইবে না, তেমনই কোনও ব্যক্তি আমার ন্যায় গদাধারী যোদ্ধাও জগতে হয় নাই বা হইবে না।৬২

হে রাজন্! অত্যন্ত বলবান্ পুরুষও নিজের বলেই যুদ্ধ করে। হে পাণ্ডব! আপনি প্রমাদশূন্য (সাবধানচিত্ত), মহোৎসাহী এবং আত্মবল সম্পন্ন হউন।৬৩

অর্থের মূল হইতেছে আত্মবল, আত্মবল না থাকিলে সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। হেমন্ত ঋতুর ছায়া যেমন কাহারও কোন ফল সিদ্ধি অর্থাৎ উপকার করে না, তেমনই আত্মবলহীন কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় না।৬৪

অর্থেন তু সমো নার্থো যত্র লভ্যেত নোদয়ঃ।
ন তত্র বিপণঃ কার্য্যঃ খরকণ্ডূয়নং হি তৎ ॥৬৬

এবমেব মনুষ্যেন্দ্র ধর্মং ত্যক্ত্বাল্পকং নরঃ।
বৃহন্তং ধর্মমাপ্নোতি স বুদ্ধ ইতি নিশ্চিতম্ ॥৬৭

অমিত্রং মিত্রসম্পন্নং মিত্রৈর্ভিন্দন্তি পণ্ডিতাঃ।
ভিন্নৈর্মিত্রৈঃ পরিত্যক্তং দুর্বলং কুর্বতে বশম্ ॥৬৮

সত্ত্বেন কুরুতে যুদ্ধং রাজন্ সুবলবানপি।
নোদ্যমেন ন হোত্রাভিঃ সর্বাঃ স্বীকুরুতে প্রজাঃ ॥৬৯

সর্বথা সংহতৈরেব দুর্বলৈর্বলবানপি।
অমিত্রঃ শক্যতে হন্তুং মধুহা ভ্রমরৈরিব ॥৭০

যথা রাজন্ প্রজাঃ সর্বাঃ সূর্য্যঃ পাতি গভস্তিভিঃ।
অত্তি চৈব তথৈব ত্বং সদৃশঃ সবিতুর্ভব ॥৭১

এতচ্চাপি তপো রাজন্ পুরাণমিতি নঃ শ্রুতম্।
বিধিনা পালনং ভূমের্যৎ কৃতং নঃ পিতামহৈঃ ॥৭২

ন তথা তপসা রাজন্ লোকান্ প্রাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ঃ।
যথা সৃষ্টেন যুদ্ধেন বিজয়েনেতরেণ বা ॥৭৩

অপেয়াৎ কিল ভাঃ সূর্য্যাল্লক্ষ্মীশ্চন্দ্রমসস্তথা।
ইতি লোকো ব্যবসিতো দৃষ্ট্বেমাং ভবতো ব্যথাম্ ॥৭৪

যেমন কৃষক অধিক শস্য পাইবার ইচ্ছায় অল্প শস্য-বীজ ক্ষেত্রে রোপণ করে, তেমনই অর্থার্থী পুরুষও অধিক অর্থ লাভের জন্য অল্প অর্থ ব্যয় করে। হে কৌন্তেয়! এ বিষয়ে আপনার সন্দেহ হওয়া উচিত নয়।৬৫

যে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে, যদি অন্ততঃ তাহার সমান অর্থও লাভ না করা যায়, তাহা হইলে সেরূপ স্থানে অর্থের বিনিয়োগ করিবে না; কারণ, উহা দুইটী গাধার পরস্পর শরীরকণ্ডূয়নের ন্যায় নিষ্ফল হইবে।৬৬

নরপতে! এইরূপ যে ব্যক্তি অধিক ধর্ম্ম লাভের আশায় অল্প ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া উহা প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান্—ইহা নিশ্চিত।৬৭

মিত্রবলে বলীয়ান্ শত্রুকে তাহার মিত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নিজ মিত্রগণের দ্বারা ভেদনীতির প্রয়োগ করিবে; তাহার ফলে শত্রু যখন মিত্রশূন্য হইবে, তখন তাহাকে নিজের বশে আনিবে।৬৮

রাজন্! অত্যন্ত বলবান্ পুরুষও নিজের বলেই যুদ্ধ করে, তাহার আত্মবল দেখিয়া সকল প্রজা বশীভূত হয়, অন্য কোন প্রযত্ন বা প্রশংসা করিবার প্রয়োজন হয় না।৬৯

যেমন মধুমক্ষিকাসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া মধুহরণকারীকে সংহার করে, তেমনই মিত্রগণের সহিত একতাবদ্ধ পুরুষ নিজ শত্রুকে বধ করিতে পারে।৭০

হে রাজন্! যেমন সূর্য্য নিজ রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং পৃথিবীর সমস্ত রসও হরণ করেন, আপনি তেমনই সূর্য্যের ন্যায় নিজ আত্মবলেই শত্রুকে সংহার ও প্রজাবর্গকে পালন করুন।৭১

হে রাজন্! পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণের দ্বারা আচরিত প্রজাসমূহের পালনই রাজার সনাতন ধর্ম্ম—ইহা আমি শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি।৭২

হে রাজন্! রাজা তপস্যা করিয়া সেরূপ উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হন না, যাহা তিনি স্বধর্ম্ম যুদ্ধের দ্বারা বিজয় বা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া লাভ করেন।৭৩

আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক রাজার যে সঙ্কট আজ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লোক নিশ্চয় করিতেছে যে, সূর্য্যও হয়ত তাহার প্রভা এবং চন্দ্রও হয়ত তাহার জ্যোৎস্না হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে।৭৪

ভবতশ্চ প্রশংসাভির্নিন্দাভিরিতরস্ত চ।
কথাযুক্তাঃ পরিষদঃ পৃথগ্ রাজন্ সমাগতাঃ ॥৭৫

ইদমত্যধিকং রাজন্ ব্রাহ্মণাঃ কুরবশ্চ তে।
সমেতাঃ কথয়ন্তীহ মুদিতাঃ সত্যসন্ধতাম্ ॥৭৬

যন্ন মোহান্ন কার্পণ্যান্ন লোভান্ন ভয়াদপি।
অনৃতং কিঞ্চিদুক্তং তে ন কামান্নার্থকারণাৎ ॥৭৭

যদেনঃ কুরুতে কিঞ্চিদ্ রাজা ভূমিমবাপ্নুবন্।
সর্বং তন্নুদতে পশ্চাদ্ যজ্ঞৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥৭৮

ব্রাহ্মণেভ্যো দদদ্ গ্রামান্ গাশ্চ রাজন্ সহস্রশঃ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যস্তমোভ্য ইব চন্দ্রমাঃ ॥৭৯

পৌরজানপদাঃ সর্বে প্রায়শঃ কুরুনন্দন।
সবৃদ্ধ-বালসহিতাঃ শংসন্তি ত্বাং যুধিষ্ঠির ॥৮০

শ্বদৃতৌ ক্ষীরমাসক্তং ব্রহ্ম বা বৃষলে যথা।
সত্যং স্তেনে বলং নার্য্যাং রাজ্যং দুর্য্যোধনে
তথা ॥৮১

ইতি লোকে নির্বচনং পুরশ্চরতি ভারত।
অপি চৈতাঃ স্ত্রিয়ো বালাঃ স্বাধ্যায়মধিকুর্বতে ॥৮২

ইমামবস্থাঞ্চ গতে সহাস্মাভিররিন্দম।
হন্ত নষ্টাঃ স্ম সর্বে বৈ ভবতোপদ্রবে সতি ॥৮৩

স ভবান্ রথমাস্থায় সর্বোপকরণান্বিতম্।
ত্বরমাণোঽভিনির্যাতু বিপ্রেভ্যোঽর্থবিভাবকঃ ॥৮৪

বাচয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠানদ্যৈব গজসাহ্বয়ম্।
অস্ত্রবিদ্ভিঃ পরিবৃতো ভ্রাতৃভির্দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥৮৫

রাজন্! সাধারণ জনতা বিভিন্ন স্থানে পৃথক্ পৃথক্ দলে কিংবা একত্রিত হইয়া আপনার প্রশংসা এবং দুর্য্যোধনাদির নিন্দাযুক্ত বাক্যই বলিয়া থাকেন।৭৫

হে রাজন্। ইহা ছাড়া আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম যে, কুরুজাঙ্গল দেশের ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য প্রজাবৃন্দ আপনার নিকটে আসিয়া আনন্দিতচিত্তে আপনার সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিলেন।৭৬

তাঁহারা বলিলেন,—মোহ, কার্পণ্য, লোভ, ভয়, বা কামনা ইহাদের মধ্যে কাহারও অধীন হইয়া আপনি কখনও মিথ্যা বলেন নাই।৭৭

রাজা যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবী করায়ত্ত করিতে গিয়া যে সকল পাপ করিয়া থাকেন, এই সকল পাপই তিনি প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিলেই নষ্ট হইয়া যায়।৭৮

যেমন চন্দ্রমা নিজ জ্যোৎস্নার দ্বারা অন্ধকার হইতে মুক্ত হন, তেমনই রাজাও ব্রাহ্মণগণকে গোসমূহ ও গ্রামসমূহ দান করিয়া সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।৭৯

হে কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির। নগর ও গ্রামে বাসকারী বালক, বৃদ্ধ, যুবা প্রভৃতি প্রায় সকল প্রজাই আপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন।৮০

হে ভারত। (তাঁহারা বলেন) চামড়ার পাত্রে গোদুগ্ধ, শূদ্রে বেদ, চোরে সত্যবাদিতা এবং নারীতে বল যেমন অশোভন, দুর্য্যোধনে রাজ্যও তেমনই অশোভন।৮১

হে ভারত। লোকসমূহে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং স্ত্রী ও বালকগণ এইরূপ প্রবাদকে নিত্য পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।৮২

হে অরিন্দম (শত্রুনাশকারিন্)। ইহা বড়ই দুঃখের কথা যে, সেই আপনি আজ আমাদের সহিতই এই দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ইহাও হইয়াছে আপনার প্রমাদের জন্যই। তাহার ফলে আমরা সকলে আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছি।৮৩

সুতরাং ব্রাহ্মণগণকে জয়লব্ধ ধন দান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থলাভ করিবার নিমিত্ত আপনি সমস্ত

আশীবিষসমৈর্বীরৈর্মরুদ্ভিরিব বৃত্রহা।
অমিত্রাংস্তেজসা মৃদ্নন্নসুরানিব বৃত্রহা।
শ্রিয়মাদৎস্ব কৌন্তেয় ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মহাবলঃ ॥৮৬
ন হি গাণ্ডীবমুক্তানাং শরাণাং গার্ধ্রবাসসাম্।
স্পর্শমাশীবিষাভানাং মর্ত্ত্যঃ কশ্চন সংসহেৎ ॥৮৭
ন স বীরো ন মাতঙ্গো ন চ সোঽশ্বোঽস্তি ভারত
যঃ সহেত গদাবেগং মম ক্রুদ্ধস্য সংযুগে ॥৮৮
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ কৈকেয়ৈর্বৃষ্ণীনাং বৃষভেণ চ।
কথংস্বিদ্ যুধি কৌন্তেয় ন রাজ্যং প্রাপ্নুয়ামহে ॥৮৯
শত্রুহস্তগতাং রাজন্ কথংস্বিন্নাহরের্মহীম্।
ইহ যত্নমুপাহৃত্য বলেন মহতাম্বিতঃ ॥৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
ভীমবাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

অস্ত্র-শস্ত্রাদি সমস্ত উপকরণসমন্বিত রথে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্রই শত্রুর প্রতি অভিযান করুন।৮৪

বৃত্রাসুরঘাতী ইন্দ্র যেমন সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বীর মরুদাদি দেবগণের সহিত অসুর বধে অভিযান করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইয়া অস্ত্রবিদ্ দৃঢ়ধনুর্ধারী সর্পসদৃশ বীর আপনার ভ্রাতা আমাদের সহিত অদ্য হস্তিনাপুরে অভিযান করুন। হে কৌন্তেয়! হে মহাবল! ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনই নিজ তেজের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে জয় করিয়া রাজৈশ্বর্য্য লাভ করুন।৮৫-৮৬

এমন কোন মনুষ্য নাই, যে গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত গৃধ্রপক্ষযুক্ত বিষধর সর্পসদৃশ শরসমূহকে সহ্য করিতে পারে।৮৭

হে ভারত! এমন কোনও বীর পুরুষ, হস্তী বা অশ্ব নাই, যে যুদ্ধে ক্রুদ্ধ আমার গদাবেগকে সহ্য করিতে পারে।৮৮

হে কৌন্তেয়! সৃঞ্জয় ও কেকয়দেশীয় বীরগণ এবং বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলে আমরা কেন রাজ্য প্রাপ্ত হইব না?৮৯

হে রাজন্! আপনি বিশাল সেনাবলের সাহায্যে পুষ্ট, সুতরাং প্রযত্ন করিয়া আত্মবলে শত্রুহস্তগত রাজ্যকে কেন কাড়িয়া লইতেছেন না?৯০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে ভীমবাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্ম-নীতিকথাযুক্তং যুধিষ্ঠিরেণ নিজপ্রতিজ্ঞাপালনবিষয়স্য জ্ঞাপনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স এবমুক্তস্তু মহানুভাবঃ
সত্যব্রতো ভীমসেনেন রাজা।
অজাতশত্রুস্তদনন্তরং বৈ
ধৈর্য্যান্বিতো বাক্যমিদং বভাষে ॥১

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

[ধর্ম্ম ও নীতিমূলক কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিজ প্রতিপালনের বিষয় জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলে, তখন সত্যব্রত অজাতশত্রু

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অসংশয়ং ভারত সত্যমেতদ্
যস্মাৎ তুদন্ বাক্যশল্যৈঃ ক্ষিণোষি।
ন ত্বাং বিগর্হে প্রাতিকূল্যমেব
মমানয়াদ্ধি ব্যসনং ব আগাৎ ॥২

অহং হ্যক্ষানন্বপদ্যং জিহীর্ষন্
রাজ্যং সরাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাৎ।
তন্মাং শঠঃ কিতবঃ প্রত্যদেবীৎ
সুযোধনার্থং সুবলস্য পুত্রঃ ॥৩

মহামায়ঃ শকুনিঃ পর্বতীয়ঃ
সভামধ্যে প্রেরয়ন্নক্ষপূগান্।
অমায়িনং মায়য়া প্রত্যজৈষীৎ
ততোঽপশ্যং বৃজিনং ভীমসেন ॥৪

অক্ষাংশ্চ দৃষ্ট্বা শকুনের্যথাবৎ
কামানুকূলানযুজো যুজশ্চ।
শক্যো নিয়ন্তুমভবিষ্যদাত্মা
মন্যুস্তু হন্যাৎ পুরুষস্য ধৈর্য্যম্ ॥৫

যন্তুং নাত্মা শক্যতে পৌরুষেণ
মানেন বীর্য্যেণ চ তাত নদ্ধঃ।
ন তে বাচো ভীমসেনাভ্যসূয়ে
মন্যে তথা তদ্ ভবিতব্যমাসীৎ ॥৬

স নো রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো
ন্যপাতয়দ্ ব্যসনে রাজ্যমিচ্ছন্।
দাস্যঞ্চ নোঽগময়দ্ ভীমসেন
যত্রাভবচ্ছরণং দ্রৌপদী নঃ ॥৭

মহানুভব যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন।১

বলিলেন,—হে ভারত! ইহা নিঃসংশয়ে সত্য যে, তুমি বাক্যরূপ শল্যের দ্বারা আমাকে ব্যথিত করিয়া আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছ, আমার নিকট প্রিয় না হইলেও আমি সেজন্য তোমার নিন্দা করিতেছি না; কেননা আমার অন্যায়ের জন্যই তোমাদের উপর এই বিপদ আসিয়াছে।২

দুর্য্যোধনের পাশাখেলার আহ্বানে আমি যে আনন্দিত হইয়া স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহার কারণ; আমার ভরসা ছিল যে আমি পাশাখেলায় দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিতে পারিব; কিন্তু খেলার সময় দেখা গেল, শঠ ও ধূর্ত্ত সুবলপুত্র শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া পাশা খেলিতে বসিয়াছে।৩

হে ভীমসেন! পার্ব্বত্যদেশনিবাসী মহামায়াবী শকুনি সভামধ্যে পাশার গুটিগুলি কপটতাপূর্ব্বক ছাড়িয়া আমাকে জয় করিয়াছে, আমি মায়া জানিতাম না, সেইজন্যই এই বিপদকে প্রত্যক্ষ করিতে হইল।৪

শকুনির সম ও বিষম দানসকল তাহার ইচ্ছানুসারে পাড়িতে দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সে কপটভাবে পাশা খেলিতেছে, সেই সময়েই যদি আমি নিজের মনকে সংযত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এইরূপ অনর্থ হইত না; কিন্তু ক্রোধ মানুষের ধৈর্য্যকে নষ্ট করে।৫

হে তাত ভীমসেন! কোন বিষয়ে চিত্ত যদি অত্যাসক্ত হয়, তখন তাহাকে মান, পৌরুষ বা বীর্য্যের দ্বারা সংযত করা যায় না; এজন্য তোমার কথায় আমি রুষ্ট হইতেছি না; মনে হয়, আমাদের ভবিতব্যই ঐরূপ ছিল।৬

হে ভীমসেন! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র রাজা দুর্য্যোধন রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াই আমাদিগকে এইরূপ বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছিল। প্রথমবার পাশা-

ত্বঞ্চাপি তদ্ বেত্থ ধনঞ্জয়শ্চ
পুনর্দ্যূতায়াগতানাং সভাং নঃ।
যন্মাব্রবীদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্র
একগ্রহার্থং ভরতানাং সমক্ষম্ ॥৮

বনে সমা দ্বাদশ রাজপুত্র
যথাকামং বিদিতমজাতশত্রো।
অথাপরং চাবিদিতং চরেথাঃ
সর্বৈঃ সহ ভ্রাতৃভিশ্ছদ্মগূঢ়ঃ ॥৯

ত্বাং চেচ্ছ্রুত্বা তাত তথা চরন্ত-
মবভোৎস্যন্তে ভরতানাং চরাশ্চ।
অন্যাংশ্চরেথাস্তাবতোঽব্দাংস্তথা ত্বং
নিশ্চিত্য তৎ প্রতিজানীহি পার্থ ॥১০

চরৈশ্চেন্মোঽবিদিতঃ কালমেতং
যুক্তো রাজন্ মোহয়িত্বা মদীয়ান্।
ব্রবীমি সত্যং কুরুসংসদীহ
তবৈব বা ভারত পঞ্চ নদ্যঃ ॥১১

বয়ং চৈতদ্ ভারত সর্ব এব
ত্বয়া জিতাঃ কালমপাস্য ভোগান্।
বসেম ইত্যাহ পুরা স রাজা
মধ্যে কুরূণাং স ময়োক্তস্তথেতি ॥১২

তত্র দ্যূতমভবন্নো জঘন্যং
তস্মিন্ জিতাঃ প্রব্রজিতাশ্চ সর্বে।
ইত্থন্তু দেশাননুসঞ্চরামো
বনানি কৃচ্ছ্রাণি চ কৃচ্ছ্ররূপাঃ ॥১৩

খেলায় আমরা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু দ্রৌপদীই তখন আমাদের রক্ষক হইয়াছিল।৭

দ্বিতীয়বার যখন আমরা পাশাখেলায় আহূত হইয়া সভামধ্যে আসিলাম, তখন তুমি ও ধনঞ্জয় উভয়েই জান যে, তখন দুর্য্যোধন আমাকে ভরতবংশীয়গণের সম্মুখে একবারমাত্র পাশা খেলিবার জন্য বলিয়াছিল।৮

সে তখন আমাকে পণ রাখিতে বলিয়াছিল—হে রাজপুত্র! হে অজাতশত্রো! যদি তুমি পাশাখেলায় হারিয়া যাও, তবে বার বৎসর ইচ্ছানুসারে সকলের জ্ঞাতভাবে বনে বাস এবং এক বৎসর ভ্রাতৃগণের সহিত গুপ্তভাবে বাস করিবে।৯

হে কুন্তীকুমার! তুমি যখন অজ্ঞাতবাস করিবে, তখন ভরতবংশীয় আমাদের গুপ্তচরগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিবে, ঐ সময় যদি তাহারা তোমাদিগকে জানিতে পারে, তবে তোমাদিগকে পুনরায় বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে—ইহা বুঝিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা করিবে।১০

হে ভারতবংশীয় রাজন্! যদি তুমি আমাদের গুপ্তচরদিগকে মোহিত করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে পার, তবে আমি এই কৌরব সভায় প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই পঞ্চনদী-যুক্ত দেশসমূহের রাজ্য তোমারই হইবে।১১

ভারত! আর আমরা যদি পাশা খেলায় তোমার নিকট হারিয়া যাই, তবে আমরাও এই রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বনে বাস করিব—এই কথা রাজা দুর্য্যোধন কৌরবগণের মধ্যে বলিয়াছিল এবং আমিও তাহা স্বীকার করিয়াই পাশা খেলিতে বসিয়াছিলাম।১২

তখন সেখানে আমাদের শেষবারের মত নিন্দনীয় পাশা খেলা হয় ও সেই পাশা খেলায় আমরা পরাজিত হই এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বিভিন্ন দেশ ও বনে কষ্টপ্রদ এই তাপসবেশ ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছি।১৩

সুযোধনশ্চাপি ন শান্তিমিচ্ছন্
ভূয়ঃ স মন্যোর্বশমন্বগচ্ছৎ।
উদ্‌যোজয়ামাস কুরূংশ্চ সর্বান্
যে চাস্য কেচিদ্ বশমন্বগচ্ছন্ ॥১৪

তং সন্ধিমাস্থায় সতাং সকাশে
কো নাম জহ্যাদিহ রাজ্যহেতোঃ।
আর্য্যস্য মন্যে মরণাদ্ গরীয়ো
যদ্ধর্মমুৎক্রম্য মহীং প্রশাসেৎ ॥১৫

তদৈব চেদ্ বীর কর্মাকরিষ্যো
যদা দ্যূতে পরিঘং পর্য্যমৃক্ষঃ।
বাহূ দিধক্ষন্ বারিতঃ ফাল্গুনেন
কিং দুষ্কৃতং ভীম তদাভবিষ্যৎ ॥১৬

প্রাগেব চৈব সময়ক্রিয়ায়াঃ
কিং নাব্রবীঃ পৌরুষমাবিদানঃ।
প্রাপ্তং তু কালং ত্বভিপদ্য পশ্চাৎ
কিং মামিদানীমতিবেলমাত্থ ॥১৭

ভূয়োঽপি দুঃখং মম ভীমসেন
দূয়ে বিষস্যেব রসং হি পীত্বা।
যদ্ যাজ্ঞসেনীং পরিক্লিশ্যমানাং
সন্দৃশ্য তৎ ক্ষান্তমিতি স্ম ভীম ॥১৮

ন ত্বদ্য শক্যং ভরতপ্রবীর
কৃত্বা যদুক্তং কুরুবীরমধ্যে।
কালং প্রতীক্ষস্ব সুখোদয়স্য
পক্তিং ফলানামিব বীজবাপঃ ॥১৯

সুযোধনও শান্তি কামনা করে না, সে পুনরায় আরও ক্রোধের বশীভূত হইল। যাহারা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, সেই কৌরবদিগকে লইয়া সে আমাকে কষ্ট দিবার উদ্যোগ করিয়াছে।১৪

এখন আমার সিদ্ধান্ত হইতেছে—রাজসভার মধ্যে সৎপুরুষগণের সম্মুখে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শুধু রাজ্যলাভের জন্য উহাকে কে ভঙ্গ করিতে পারে? যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ সত্যরূপ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যশাসনকে মৃত্যুর চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে।১৫

বীর! তুমি সেই পাশা খেলার সময় শত্রুগণকে সংহার করিবার জন্য তোমার গদাতে হাত দিয়াছিলে এবং আমার বাহু দুইটা জ্বালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলে, কিন্তু অর্জ্জুন তোমাকে বারণ করিয়াছিল। ভীমসেন! তুমি যদি সেই সময় ঐ কার্য্য করিতে, তাহা হইলে কি ভয়ানক অনর্থই না হইত।১৬

তুমি তোমার নিজের পৌরুষ তো জানিতেই; পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিবার সময় তখন কিছু কেন বলিলে না? আর এখন প্রতিজ্ঞা পালনের সময় আসিয়াছে, সুতরাং এখন আমাকে এই সকল কর্কশ বাক্য কেন বলিতেছ?১৭

হে ভীম! সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা এই যে, সভামধ্যে যাজ্ঞসেনীকে ঐরূপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াও আমাদিগকে তাহা ক্ষমা করিতে হইয়াছে। যেরূপ বিষ দিয়ে মিশান কোন তরল বস্তু পান করিয়া তাহার জ্বালায় ছটফট করিতে হয়, সেই সময় আমারও দশা ঐরূপ হইয়াছিল।১৮

হে ভরতপ্রবীর! কুরুবীরগণের মধ্যে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন তাহা ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। যেমন ফল পাকিবার সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবার জন্যই বীজ বপন করিতে হয়, তেমনই কাল প্রতীক্ষা করত অবস্থান কর, আমাদের সুখের সময় অবশ্যই আসিবে।১৯

যদা হি পূর্বং নিকৃতো নিকৃন্তেদ্
বৈরং সুপুষ্পং সফলং বিদিত্বা।
মহাগুণং হরতি হি পৌরুষেণ
তদা বীরো জীবতি জীবলোকে ॥২০
শ্রিয়ঞ্চ লোকে লভতে সমগ্রাং
মন্যে চাস্মৈ শত্রবঃ সন্নমন্তে।
মিত্রাণি চৈনমচিরাদ্ ভজন্তে
দেবা ইবেন্দ্রমুপজীবন্তি চৈনম্ ॥২১

মম প্রতিজ্ঞাঞ্চ নিবোধ সত্যাং
বৃণে ধর্মমমৃতাজ্জীবিতাচ্চ।
রাজ্যঞ্চ পুত্রাশ্চ যশো ধনঞ্চ
সর্বং ন সত্যস্য কলামুপৈতি ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

পূর্ব্বে শত্রু কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া শত্রুরূপ বৃক্ষকে ফল পুষ্প সহিত বাড়ীতে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে সমূলে ছেদন করিতে পারে, তাহারই পৌরুষ প্রশংসনীয়। যে নিজ পৌরুষে মহাগুণসম্পন্ন শত্রুকেও নিঃশেষ করিতে পারে সেই পুরুষই এই মর্ত্ত্যলোকে চিরকাল (মৃত্যুর পরও যশোলাভ করিয়া) জীবিত থাকে।২০

আমার মনে হয়,—এই সংসারে সেই বীর পুরুষ সমস্ত সম্পদকে অচিরেই লাভ করে এবং শত্রুগণ তাহার নিকট অবনত হয়। মিত্রগণ তাহার ভজনা করে। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের আশ্রয়ে জীবনযাপন করেন, তেমনই তাহার মিত্রগণও ঐ বীরপুরুষকে আশ্রয় করিয়া জীবননির্ব্বাহ করে।২১

আমার প্রতিজ্ঞা শুন—আমি জীবন ও অমরত্ব হইতেও আমার প্রতিজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। রাজ্য, পুত্র, যশ ও ধন—এ সব কিছুই সত্যধর্ম্মের কলামাত্রও (ষোলভাগের এক ভাগও) নয়।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরবাক্যে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখিতভীমসেনেন যুদ্ধায় পুনর্যুধিষ্ঠিরায় উৎসাহপ্রদানম্।]

ভীমসেন উবাচ।
সন্ধিং কৃত্বৈব কালেন হন্তকেন পতৎত্রিণা।
অনন্তেনাপ্রমেয়েণ স্রোতসা সর্বহারিণা ॥১
প্রত্যক্ষং মন্যসে কালং মর্ত্যঃ সন্ কালবন্ধনঃ।
ফেনধর্মা মহারাজ ফলধর্মা তথৈব চ ॥২
নিমেষাদপি কৌন্তেয় যস্যায়ুরপচীয়তে।
সূচ্যেবাঞ্জনচূর্ণস্য কিমিতি প্রতিপালয়েৎ ॥৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

[দুঃখিত ভীমসেন কর্তৃক যুদ্ধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় উৎসাহ প্রদান।]

ভীমসেন বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি ফেনতুল্য নশ্বর ও ফলতুল্য পতনশীল তথা কাল-বন্ধনে বদ্ধ মরণধর্ম্ম মনুষ্য হইয়াও সকল বস্তুর অন্তকারী বাণের ন্যায় বেগবান্, অনন্ত, অপ্রমেয়, স্রোতের ন্যায় প্রবহমান ও সকল বস্তুর বিনাশকারী

যো নূনমমিতায়ুঃ স্যাদথবাপি প্রমাণবিৎ।
স কালং বৈ প্রতীক্ষেত সর্বপ্রত্যক্ষদর্শিবান্ ॥৪

প্রতীক্ষ্যমাণঃ কালো নঃ সমা রাজংস্ত্রয়োদশ।
আয়ুষোঽপচয়ং কৃত্বা মরণায়োপনেষ্যতি ॥৫

শরীরিণাং হি মরণং শরীরে নিত্যমাশ্রিতম্।
প্রাগেব মরণাৎ তস্মাদ্ রাজ্যায়ৈব ঘটামহে ॥৬

যো ন যাতি প্রসংখ্যানমস্পষ্টো ভূমিবর্দ্ধনঃ।
অযাতয়িত্বা বৈরাণি সোঽবসীদতি গৌরিব ॥৭

যো ন যাতয়তে বৈরমল্পসত্ত্বোদ্যমঃ পুমান্।
অফলং জন্ম তস্যাহং মন্যে দুর্জাতজায়িনঃ ॥৮

হৈরণ্যৌ ভবতো বাহূ শ্রুতির্ভবতি পার্থিবী।
হত্বা দ্বিষন্তং সংগ্রামে ভুঙ্‌ক্ষ্ব বাহুজিতং বসু ॥৯

হত্বা বৈ পুরুষো রাজন্ নিকর্ত্তারমরিন্দম।
অহ্নায় নরকং গচ্ছেৎ স্বর্গেণাস্য স সম্মিতঃ ॥১০

অমর্ষজো হি সন্তাপঃ পাবকাদ্ দীপ্তিমত্তরঃ।
যেনাহমভিসন্তপ্তো ন নক্তং ন দিবা শয়ে ॥১১

অয়ঞ্চ পার্থো বীভৎসুর্ববরিষ্ঠো জ্যাবিকর্ষণে।
আস্তে পরমসন্তপ্তো নূনং সিংহ ইবাশয়ে ॥১২

যোঽয়মেকোঽভিমনুতে সর্বান্ লোকে ধনুর্দ্ধৃতঃ
সোঽয়মাত্মজমূষ্মাণং মহাহস্তীব যচ্ছতি ॥১৩

কালের সহিত সন্ধি করিয়াছেন এবং সেই (তের বৎসরের) কালকে যেন আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।১-২

যেমন সূচীর দ্বারা একটু একটু করিয়া সরাইবার পর অঞ্জন চূর্ণের ক্ষয় হয়, তেমনই প্রতি নিমিষে একটু একটু করিয়া যাহার আয়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই কালের কি প্রতীক্ষা করিবেন?৩

যে ব্যক্তির আয়ু অপরিমিত অথবা যিনি নিজ আয়ুর পরিমাণ নিশ্চিতরূপে জানেন এবং অলৌকিক শক্তির বলে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই মাত্র কালের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।৪

হে রাজন্! তের বৎসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষণীয় কালকে যদি আমরা অপচয় করত প্রতীক্ষা করিতে থাকি, তবে ঐ কাল আমাদিগকে মৃত্যুর নিকট লইয়া যাইবে।৫

শরীরধারী পুরুষের শরীরকে মৃত্যু সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া আছে; সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমাদের রাজ্যলাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত।৬

যে ব্যক্তির প্রভাব প্রচ্ছন্ন, সে মনুষ্যের মধ্যে কখনও খ্যাতিলাভ করিতে পারে না, সুতরাং যে পৃথিবীর ভারস্বরূপ, সে শত্রুগণকে সংহার না করায় বলদের ন্যায় পরিশ্রম করিয়াই অবসন্ন হয়।৭

বীর্য্য ও উদ্যমের অল্পতাবশতঃ যে ব্যক্তি শত্রুর বিনাশ করে না, আমি মনে করি, তাহার জন্ম দুষ্কুলজাত পুরুষের ন্যায় ব্যর্থ।৮

হে মহারাজ! আপনার বাহুদ্বয় ধনের গ্রহণ ও বিতরণের ভাগ্যে ভাগ্যশীল, আপনার যশ মহারাজ পৃথুর ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, আপনি যুদ্ধে শত্রুকে সংহার করিয়া বাহুবলে ধন উপার্জ্জন করুন।৯

হে অরিন্দম নরেশ! যদি প্রবঞ্চনাকারী শত্রুকে বধ করিলে নরক প্রাপ্তি হয়, তবে তাহার সেই নরকও স্বর্গতুল্য।১০

অসহনশীলতা হইতে উৎপন্ন যে সন্তাপ, উহা অগ্নি হইতেও অধিক তীব্র। যাহা দ্বারা অভিসন্তপ্ত হইয়া আমি দিনে বা রাত্রিতে নিদ্রালাভ করিতে পারিতেছি না।১১

এই যে পৃথানন্দন অর্জ্জুন, যে ধনুর্যুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে-ও নিশ্চয় ক্রোধজনিত পরম সন্তাপ অনুভব করত গুহায়স্থিত দুঃখিত সিংহের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।১২

নকুলঃ সহদেবশ্চ বৃদ্ধা মাতা চ বীরসূঃ।
তবৈব প্রিয়মিচ্ছন্ত আসতে জড়মূকবৎ ॥১৪

সর্বে তে প্রিয়মিচ্ছন্তি বান্ধবাঃ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
অহমেকশ্চ সন্তপ্তো মাতা চ প্রতিবিন্ধ্যতঃ ॥১৫

প্রিয়মেব তু সর্বেষাং যদ্ ব্রবীম্যুত কিঞ্চন।
সর্বে হি ব্যসনং প্রাপ্তাঃ সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ ॥১৬

নাতঃ পাপীয়সী কাচিদাপদ্ রাজন্ ভবিষ্যতি।
যন্নো নীচৈরল্পবলৈ রাজ্যমাচ্ছিদ্য ভুজ্যতে ॥১৭

শীলদোষাদ্ ঘৃণাবিষ্ট আনৃশংস্যাৎ পরন্তপ।
ক্লেশাংস্তিতিক্ষসে রাজন্ নান্যঃ কশ্চিৎ
প্রশংসতি ॥১৮

শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ।
অনুবাকহতা বুদ্ধির্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী ॥১৯

ঘৃণী ব্রাহ্মণরূপোঽসি কথং ক্ষত্রেঽভ্যজায়থাঃ।
অস্যাং হি যোনৌ জায়ন্তে প্রায়শঃ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ।
অশ্রৌষীস্ত্বং রাজধর্মান্ যথা বৈ মনুরব্রবীৎ ॥২০

ক্রূরান্ নিকৃতিসম্পন্নান্ বিহিতানশমাত্মকান্।
ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারাজ ক্ষমসে কিং দুরাত্মনঃ ॥২১

কর্তব্যে পুরুষব্যাঘ্র কিমাস্সে পীঠসর্পবৎ।
বুদ্ধ্যা বীর্যেণ সংযুক্তঃ শ্রুতেনাভিজনেন চ ॥২২

তৃণানাং মুষ্টিনৈকেন হিমবন্তঞ্চ পর্বতম্।
ছন্নমিচ্ছসি কৌন্তেয় যোঽস্মান্ সংবর্তুমিচ্ছসি ॥২৩

যে একাকীই পৃথিবীর সমস্ত ধনুর্ধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম, সে আজ গজরাজের ন্যায় নিজ মানসিক ক্রোধজনিত সন্তাপকে কোন প্রকারে সহ্য করিতেছে।১৩

নকুল, সহদেব এবং বীরপ্রসবিনী বৃদ্ধা মাতা কুন্তী—ইঁহারাও তোমার প্রিয় করিতে চাহিয়াই জড় ও মূকের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।১৪

সৃঞ্জয়বংশীয় যোদ্ধগণের সহিত আপনার সমস্ত আত্মীয়স্বজন আপনার প্রিয় চাহেন; কেবল একাকী আমি এবং প্রতিবিন্ধ্যের জননী দ্রৌপদীই অত্যন্ত সন্তপ্ত।১৫

আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা সকলেরই প্রিয়; আমরা সকলেই বিপন্ন, তাই সকলে যুদ্ধকেই সমর্থন করিতেছে।১৬

রাজন্! ইহার চেয়ে অধিক দুঃখদায়িনী বিপত্তি আর কি হইতে পারে; নীচ এবং অল্প-শক্তিসম্পন্ন শত্রু আমাদের রাজ্য ছিনাইয়া লইয়া ভোগ করিতেছে?১৭

হে পরন্তপ যুধিষ্ঠির! আপনি আপনার স্বভাবের মৃদুতা ও দয়ালুতারূপ দোষবশতঃই এই সকল ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। ইহাতে অন্য কেহ আপনাকে প্রশংসা করিতেছে না।১৮

অর্থজ্ঞানশূন্য অক্ষরমাত্রের উচ্চারণের অভ্যাস-কারী মন্দবুদ্ধি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বুদ্ধি যেমন না বুঝিয়া গুরুর বাক্যমাত্র অনুসরণ করিয়াই নষ্ট হইয়া যায়, আপনার বুদ্ধিও তেমনি নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং উহা যথার্থ ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য বুঝিতেছে না।১৯

আপনার প্রকৃতি দয়ালু ব্রাহ্মণের ন্যায়; আপনি ক্ষত্রিয়কুলে কেন জন্মিয়াছেন? এই কুলে ক্রুর বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণই জন্মগ্রহণ করে। মনুপ্রোক্ত রাজধর্ম আপনার বিলক্ষণ জানা আছে।২০

মহারাজ! আপনি প্রবঞ্চক, অহিতকারী, ও ক্রূর এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে কেন ক্ষমা করিতেছেন?২১

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বুদ্ধি, বিদ্যা ও বীর্য্যসম্পন্ন এবং উচ্চকুলসম্ভূত হইয়াও কেন অজগরের ন্যায় কর্তব্য বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন?২২

হে কুন্তীনন্দন! আপনি যে আমাদিগকে অজ্ঞাত-বাসের সময় ছিপাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন; তাহাতে মনে হয় আপনি একমুষ্টি তৃণের দ্বারা পর্বতকে ঢাকিতে চাহিতেছেন।২৩

অজ্ঞাতচর্য্যা গূঢ়েন পৃথিব্যাং বিশ্রুতেন চ।
দিবীব পার্থ সূর্য্যেণ ন শক্যা চরিতুং ত্বয়া ॥২৪

বৃহচ্ছাল ইবানূপে শাখাপুষ্পপলাশবান্।
হস্তী শ্বেত ইবাজ্ঞাতঃ কথং জিষ্ণুশ্চরিষ্যতি ॥২৫

ইমৌ চ সিংহসঙ্কাশৌ ভ্রাতরৌ সহিতৌ শিশূ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ কথং পার্থ চরিষ্যতঃ ॥২৬

পুণ্যকীর্ত্তী রাজপুত্ত্রী দ্রৌপদী বীরসূরিয়ম্।
বিশ্রুতা কথমজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি ॥২৭

মাঞ্চাপি রাজন্ জানন্তি হ্যাকুমারমিমাঃ প্রজাঃ।
নাজ্ঞাতচর্য্যাং পশ্যামি মেরোরিব নিগূহনম্ ॥২৮

তথৈব বহবোঽস্মাভী রাষ্ট্রেভ্যো বিপ্রবাসিতাঃ।
রাজানো রাজপুত্ত্রাশ্চ ধৃতরাষ্ট্রমনুব্রতাঃ ॥২৯

ন হি তেঽপ্যুপশাম্যন্তি নিকৃতা বা নিরাকৃতাঃ।
অবশ্যং তৈর্নিকর্ত্তব্যমস্মাকং তৎপ্রিয়ৈষিভিঃ ॥৩০

তেঽপ্যস্মাসু প্রযুঞ্জীরন্ প্রচ্ছন্নান্ সুবহূংশ্চরান্।
আচক্ষীরংশ্চ নো জ্ঞাত্বা ততঃ স্যাৎ সুমহদ্ ভয়ম্ ॥৩১

অস্মাভিরুষিতাঃ সম্যগ্ বনে মাসাস্ত্রয়োদশ।
পরিমাণেন তান্ পশ্য তাবতঃ পরিবৎসরান্ ॥৩২

অস্তি মাসঃ প্রতিনিধির্যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ।
পূতিকামিব সোমস্য তথেদং ক্রিয়তামিতি ॥৩৩

অথবানডুহে রাজন্ সাধবে সাধুবাহিনে।
সৌহিত্যদানাদেতস্মাদেনসঃ প্রতিমুচ্যতে ॥৩৪

সমস্ত পৃথিবীতে যি'ন বিখ্যাত সেই আপনার পক্ষে অজ্ঞাতবাস, আকাশে সমুদিত সূর্য্যের পক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকার ন্যায় অসম্ভব।২৪

যেখানে জল অধিক বর্ত্তমান, সেখানে শাখা পত্রপুষ্প-সুশোভিত বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় অথবা শ্বেতবর্ণ গজরাজসদৃশ এই অর্জ্জুন কেমন করিয়া অজ্ঞাতবাস করিবে?২৫

হে পৃথাতনয়! সিংহতুল্য পরাক্রমশালী আমার কনিষ্ঠ দুই ভাই নকুল ও সহদেব কেমন করিয়া অজ্ঞাতে অবস্থান করিবে?২৬

হে পার্থ! পুণ্যকীর্ত্তিমতী রাজপুত্ত্রী বীরপ্রসবিনী বিশ্ববিশ্রুতা দ্রৌপদীই বা কেমন করিয়া অজ্ঞাতে বাস করিবে?২৭

আমাকেও বাল্যাবস্থা হইতেই সকল প্রজা জানে; সুতরাং মেরুপর্ব্বতের ন্যায় আমার পক্ষেও অজ্ঞাতভাবে বাস করা সম্ভব নহে।২৮

ইহা ছাড়া আমরাও রাজ্যশাসন ও দিগ্‌বিজয়াদির সময় অনেক রাজা ও রাজপুত্ত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি, তাহারা হয়ত এতদিন দুর্য্যোধনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহারা যে প্রতারিত ও নির্ব্বাসিত হইয়াও আমাদের প্রতি শান্তভাবে ব্যবহার করিবে—ইহা আশা করাই বৃথা। তাহারাও দুর্য্যোধনের প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদের অনিষ্ট করিবে।২৯-৩০

আমাদের অন্বেষণ করিবার জন্য তাহারা চারিদিকে বহু গুপ্তচর নিয়োগ করিবে এবং সেই সব গুপ্তচর আমাদের পরিচয় অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিবে—ইহা আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়ের কারণ হইবে।৩১

আমাদের আজ পর্য্যন্ত বনের মধ্যে তের মাস কাটিয়াছে; এই পরিমাণে তের বৎসর আমাদিগকে বনে কাটাইতে হইবে—ইহা আপনি মনে রাখিবেন।৩২

মনীষিগণ বলিয়াছেন; মাস সংবৎসরের প্রতিনিধি; যজ্ঞাদিব্যাপারে এইরূপেই গণনা করা হয়। যেমন পূতিকা (পুঁই) সোমলতার প্রতিনিধি, সেইরূপ মাসকেও সংবৎসরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লউন।৩৩

তস্মাচ্ছত্রুবধে রাজন্ ক্রিয়তাং নিশ্চয়স্ত্বয়া ।
ক্ষত্রিয়স্য হি সর্বস্য নান্যো ধর্মোঽস্তি সংযুগাৎ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি ভীমবাক্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

অথবা আপনি যদি তের মাসকে তের বৎসররূপে গণনা করিলে পাপ হইবে মনে করেন, তাহা হইলে ভাল ভারবাহী বৃষকে আপনি ভাল করিয়া খাওয়ান, তাহাতে আপনার সেই পাপ নষ্ট হইবে ।৩৪

অতএব হে রাজন্! আপনি শত্রুবধের বিষয়ে বুদ্ধিকে স্থির করিয়া ফেলুন; কারণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম নাই ।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে ভীমবাক্যে একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনায় যুধিষ্ঠিরস্য প্রবোধদানম্, বেদব্যাসস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরায় 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যাদানম্, পাণ্ডবানাং পুনঃ কাম্যকবনে গমনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভীমসেনবচঃ শ্রুত্বা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নিঃশ্বস্য পুরুষব্যাঘ্রঃ সম্প্রদধ্যৌ পরন্তপঃ ॥১
শ্রুতা মে রাজধর্মাশ্চ বর্ণানাঞ্চ বিনিশ্চয়াঃ ।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২
ধর্মস্য জানমানোঽহং গতিমগ্র্যাং সুদুর্বিদাম্ ।
কথং বলাৎ করিষ্যামি মেরোরিব বিমর্দনম্ ॥৩
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বিনিশ্চিত্যেতি কৃত্যতাম্ ।
ভীমসেনমিদং বাক্যমপদান্তরমব্রবীৎ ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত ।
ইদমন্যৎ সমাদৎস্ব বাক্যং মে বাক্যকোবিদ ॥৫
মহাপাপানি কর্মাণি যানি কেবলসাহসাৎ ।
আরভ্যন্তে সুবিক্রান্তে সুকৃতে সুবিচারিতে ॥৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

(যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভীমসেনকে প্রবোধদান, ব্যাসদেবের আগমন, যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যাদান এবং পুনরায় পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে গমন ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেনের কথা শুনিয়া শত্রুতাপন কুন্তীপুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে এইভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।১

আমি রাজধর্ম্ম এবং অন্যান্য বর্ণের ধর্ম্মসমূহও শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু এসকল শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া উহাদের সুষ্ঠুপ্রয়োগ করিতে পারে, সেই যথার্থ তত্ত্বদর্শী ।২

সুদুর্বিজ্ঞেয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গতি জানিয়াও আমি কিরূপে বলপূর্ব্বক মেরুপর্ব্বতের ন্যায় মহান্ ধর্ম্মকে অতিক্রম করিব ?৩

মহারাজ যুধিষ্ঠির মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সে বিষয়ে তাঁহার কি কর্ত্তব্য উহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া ভীমসেনকে তখন এই কথা বলিলেন ।৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাভুজ! ভরতকুলতিলক বাক্যবিশারদ ভীম! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা একদৃষ্টিতে ঠিকই; কিন্তু অন্যদৃষ্টিতে আমারও বক্তব্যকে তুমি মানিতে চেষ্টা কর ।৫

সুমন্ত্রিতে সুবিক্রান্তে সুকৃতে সুবিচারিতে।
সিধ্যন্ত্যর্থা মহাবাহো দৈবং চাত্র প্রদক্ষিণম্ ॥৭
যত্ত্ব কেবলচাপল্যাদ্ বলদর্পোত্থিতঃ স্বয়ম্।
আরব্ধমিদং কার্য্যং মন্যসে শৃণু তত্র মে ॥৮
ভূরিশ্রবাঃ শলশ্চৈব জলসন্ধশ্চ বীর্য্যবান্।
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৯
ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুরাধর্ষা দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ;
সর্ব এব কৃতাস্ত্রাশ্চ সততং চাততায়িনঃ ॥১০
রাজানঃ পার্থিবাশ্চৈব যেঽস্মাভিরুপতাপিতাঃ।
সংশ্রিতাঃ কৌরবং পক্ষং জাতস্নেহাশ্চ তং
প্রতি ॥১১
দুর্য্যোধনহিতে যুক্তা ন তথাস্মাসু ভারত।
পূর্ণকোষা বলোপেতাঃ প্রযতিষ্যন্তি সঙ্গরে ॥১২
সর্বে কৌরবসৈন্যস্য সপুত্রামাত্যসৈনিকাঃ।
সংবিভক্তা হি মাত্রাভির্ভোগৈরপি চ সর্বশঃ ॥১৩
দুর্য্যোধনেন তে বীরা মানিতাশ্চ বিশেষতঃ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি সংগ্রামে ইতি মে নিশ্চিতা
মতিঃ ॥১৪
সমা যদ্যপি ভীষ্মস্য বৃত্তিরস্মাসু তেষু চ।
দ্রোণস্য চ মহাবাহো কৃপস্য চ মহাত্মনঃ ॥১৫
অবশ্যং রাজপিণ্ডস্তৈর্নির্বেশ্যঃ ইতি মে মতিঃ।
তস্মাৎ ত্যক্ষ্যন্তি সংগ্রামে প্রাণানপি
সুদুস্ত্যজান্ ॥১৬

হে ভীমসেন। হে ভারত। অতি দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ যে সকল মহাপাপজনক কর্ম্ম করে, তাহা পরবর্ত্তীকালে মানুষকে কষ্ট দেয়।৬

সুমন্ত্রণাপূর্ব্বক সুবিচার করিয়া নিজ বিক্রম প্রকাশ করত যদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়; তাহা হইলে হে মহাবাহো। কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং দৈবও তাহার অনুকূল হয়।৭

কেবল চাপল্য অবলম্বনপূর্ব্বক বলের দর্পবশতঃ নিজের নিকট আরম্ভণীয় মনে হওয়াতেই যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, উহার বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তুমি শ্রবণ কর।৮

ভূরিশ্রবা, শল, বীর জলসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বীর্য্যবান্ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ,—ইহারা সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং আততায়ী, যে সকল রাজা ভূমিপালগণকে আমরা উপতাপিত করিয়াছি, তাহারা সকলেই এখন দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এবং সকলেই তাহার প্রতি স্নেহসম্পন্ন।৯-১১

তাহারা দুর্য্যোধনের হিতে যেমন নিরত, সেরূপ আমাদের প্রতি নহে। হে ভারত। তাহারা পূর্ণকোষ (পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার) ও পূর্ণবল লইয়া সংগ্রামে দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিবে।১২

কৌরবসেনাবাহিনীর অন্তর্গত পুত্রগণের সহিত সকল সৈনিক ও অমাত্যগণকে সম্পূর্ণ বেতন ও উপভোগের সমস্ত প্রকার সামগ্রীর দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা হইয়াছে।১৩

দুর্য্যোধন সেই বীর যোদ্ধৃগণকে বিশেষ সম্মান দেয়; সুতরাং দুর্য্যোধনের জন্য তাহারা সকলেই যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত—ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা।১৪

যদ্যপি ভীষ্মদেব, মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্য—ইঁহারা সকলেই আমাদের ও দুর্য্যোধনাদির উভয়েরই প্রতি সমানদৃষ্টিসম্পন্ন, তথাপি তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের অন্নে পুষ্ট; সুতরাং অন্নের ঋণ পরিশোধের জন্যই তাঁহারা দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধে সুদুস্ত্যজ প্রাণও পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।১৫-১৬

সর্বে দিব্যাস্ত্রবিদ্বাংসঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।
অজেয়াশ্চেতি মে বুদ্ধিরপি দেবৈঃ সবাসবৈঃ ॥১৭

অমর্ষী নিত্যসংরব্ধস্তত্র কর্ণো মহারথঃ।
সর্বাস্ত্রবিদনাধৃষ্যো হ্যভেদ্যকবচাবৃতঃ ॥১৮

অনির্জিত্য রণে সর্বানেতান্ পুরুষসত্তমান্।
অশক্যো হ্যসহায়েন হন্তুং দুর্য্যোধনস্ত্বয়া ॥১৯

ন নিদ্রামধিগচ্ছামি চিন্তয়ানো বৃকোদর।
অতিসর্বান্ ধনুর্গ্রাহান্ সূতপুত্রস্য লাঘবম্ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতদ্ বচনমাজ্ঞায় ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ।
বভূব বিমনাস্ত্রস্তো ন চৈবোবাচ কিঞ্চন ॥২১

তয়োঃ সংবদতোরেবং তদা পাণ্ডবয়োর্দ্বয়োঃ।
আজগাম মহাযোগী ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥২২

সোঽভিগম্য যথান্যায়ং পাণ্ডবৈঃ প্রতিপূজিতঃ।
যুধিষ্ঠিরমিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥২৩

ব্যাস উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাবাহো বেদ্মি তে হৃদয়স্থিতম্।
মনীষয়া ততঃ ক্ষিপ্রমাগতোঽস্মি নরর্ষভ ॥২৪

ভীষ্মাদ্ দ্রোণাৎ কৃপাৎ কর্ণাদ্ দ্রোণপুত্রাচ্চ ভারত।
দুর্য্যোধনান্ নৃপসুতাৎ তথা দুঃশাসনাদপি ॥২৫

যত্তে ভয়মমিত্রঘ্ন হৃদি সম্পরিবর্ততে।
তত্তেঽহং নাশয়িষ্যামি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥২৬

তচ্ছ্রুত্বা ধৃতিমাস্থায় কর্মণা প্রতিপাদয়।
প্রতিপাদ্য তু রাজেন্দ্র ততঃ ক্ষিপ্রং জ্বরং জহি ॥২৭

ইঁহারা সকলেই বিদ্বান্, দিব্যাস্ত্রবিদ্ এবং ধর্ম্মপরায়ণ; সুতরাং ইঁহারা দেবগণের সহিত ইন্দ্রের দ্বারাও অপরাজেয়—ইহাই আমার ধারণা।১৭

যে সর্ব্বদা আমাদের প্রতি ঈর্ষাভাবাপন্ন, সেই মহারথ কর্ণও সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ এবং অভেদ্য কবচের দ্বারা আবৃত হওয়ায় ধর্ষণের অযোগ্য।১৮

এই সকল বীরাগ্রগণকে পরাজয় না করিয়া সহায়সম্বলহীন তুমি দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারিবে না।১৯

হে বৃকোদর! সূতপুত্র কর্ণের যে হস্তলাঘব সকল ধনুর্দ্ধারীকে অতিক্রম করে, তাহা চিন্তা করিয়া আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই সকল কথা শুনিয়া অমর্ষী ভীমসেনও অন্তরে কথঞ্চিৎ বিজয়সম্বন্ধে শঙ্কিত হইলেন এবং অত্যন্ত বিমনা হইয়া নিরুত্তর রহিলেন।২১

উভয় পাণ্ডব যখন এইরূপে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সত্যবতীনন্দন মহাযোগী বেদব্যাস যোগবলে তাহা জানিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।২২

পাণ্ডবগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করত পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিলে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিতে লাগিলেন।২৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমার মনীষার বলে আমি তোমার মনের কথা জানিতে পারিয়াই দ্রুত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।২৪

হে ভারত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন, দুঃশাসন এবং সূতপুত্র কর্ণ হইতে তোমার হৃদয়ে যে ভয় উৎপন্ন হইয়াছে, হে অমিত্রঘ্ন! আমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দ্বারা তোমার সেই ভয় বিনাশ করিতেছি।২৫-২৬

রাজেন্দ্র! তুমি তাহা শুনিয়া ধৈর্য্যসহকারে সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য প্রযত্ন কর এবং উহা অনুষ্ঠান করিয়া শীঘ্রই তোমার মানস দুঃখকে দূর কর।২৭

তত একান্তমুন্নীয় পারাশর্য্যো যুধিষ্ঠিরম্।
অব্রবীদুপপন্নার্থমিদং বাক্যবিশারদঃ ॥২৮

শ্রেয়সস্তে পরঃ কালঃ প্রাপ্তো ভরতসত্তম।
যেনাভিভবিতা শত্রূন্ রণে পার্থো ধনুর্ধরঃ ॥২৯

গৃহাণেমাং ময়া প্রোক্তাং সিদ্ধিং মূর্ত্তিমতীমিব।
বিদ্যাং প্রতিস্মৃতিং নাম প্রপন্নায় ব্রবীমি তে ॥৩০

যামবাপ্য মহাবাহুরর্জুনং সাধয়িষ্যতি।
অস্ত্রহেতোর্মহেন্দ্রঞ্চ রুদ্রং চৈবাভিগচ্ছতু ॥৩১

বরুণঞ্চ কুবেরঞ্চ ধর্ম্মরাজঞ্চ পাণ্ডব।
শক্তো হ্যেষ সুরান্ দ্রষ্টুং তপসা বিক্রমেণ চ ॥৩২

ঋষিরেষ মহাতেজা নারায়ণসহায়বান্।
পুরাণঃ শাশ্বতো দেবস্ত্বজেয়ো জিষ্ণুরচ্যুতঃ ॥৩৩

তারপর বাক্যবিশারদ পরাশরনন্দন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া যুক্তিযুক্ত এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন।২৮

হে ভরতসত্তম! তোমার শ্রেয়-প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট সময় উপস্থিত হইতেছে, যে সময়ে ধনুর্ধরাগ্রগণ্য অর্জুন যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত করিবে।২৯

তুমি আমার নিকট হইতে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধির ন্যায় এই 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা গ্রহণ কর। তুমি আমার শরণাগত, এজন্য তোমাকে ইহা প্রদান করিতেছি।৩০

এই বিদ্যা লাভ করিয়া অর্জ্জুন তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের জন্য মহেন্দ্র, রুদ্র বরুণ, কুবের ও ধর্ম্মরাজ যমের নিকট যাউক; এই অর্জ্জুন তপস্যা ও বিক্রমের দ্বারা সকল দেবতার সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ।৩১-৩২

এই অর্জ্জুন অন্য কেহ নহে, এ মহাতেজস্বী নারায়ণ ঋষির নিত্যসহচর নর ঋষি; এ পুরাণ

অস্ত্রাণীন্দ্রাশ্চ রুদ্রাচ্চ লোকপালেভ্য এব চ।
সমাদায় মহাবাহুর্মহৎ কর্ম করিষ্যতি ॥৩৪

বনাদস্মাচ্চ কৌন্তেয় বনমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।
নিবাসার্থায় যদ্ যুক্তং ভবেদ্ বঃ পৃথিবীপতে ॥৩৫

একত্র চিরবাসো হি ন প্রীতিজননো ভবেৎ।
তাপসানাঞ্চ সর্বেষাং ভবেদুদ্বেগকারকঃ ॥৩৬

মৃগাণামুপযোগশ্চ বীরুদোষধিসংক্ষয়ঃ।
বিভর্ষি চ বহূন্ বিপ্রান্ বেদ-বেদাঙ্গপারগান্ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা প্রপন্নায় শুচয়ে ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রোবাচ লোকতত্ত্বজ্ঞো যোগী বিদ্যামনুত্তমাম্ ॥৩৮

ও নিত্য দেবতা; এই জিষ্ণু যুদ্ধে সকলের অজেয় এবং নিজমর্য্যাদা হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।৩৩

এই মহাবাহু অর্জুন ইন্দ্র, রুদ্র ও সকল লোকপালের নিকট হইতে অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়া মহৎ কর্ম্ম সাধন করিবে।৩৪

হে কৌন্তেয়! হে রাজন্! তুমি এই বন পরিত্যাগ করিয়া তোমার বাসের যোগ্য অন্য কোন বনে যাইবার কথা চিন্তা কর।৩৫

একস্থানে দীর্ঘকাল বাস করা রুচিকর হয় না। তা ছাড়া তোমার এ স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান তপস্বিগণের উদ্বেগের কারণ হইবে। (কারণ, সর্বদাই দুর্য্যোধনের গুপ্তচরগণ তোমার এখানে যাতায়াত করিতে থাকিবে)।৩৬

মৃগ প্রভৃতি পশুগণের বধ এবং লতা, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতির ক্ষয় এখানে হইতেছে। তুমি এই সকল বস্তুর দ্বারা বেদাবেদাঙ্গপারদর্শী বহু ব্রাহ্মণের ভরণপোষণ করিয়া থাক।৩৭

ধর্মরাজায় ধীমান্ স ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
অনুজ্ঞায় চ কৌন্তেয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩৯
যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্মাত্মা তদ্ ব্রহ্ম মনসা যতঃ।
ধারয়ামাস মেধাবী কালে কালে সদাভ্যসন্ ॥৪০
স ব্যাসবাক্যমুদিতো বনাদ্ দ্বৈতবনাৎ ততঃ।
যযৌ সরস্বতীকূলে কাম্যকং নাম কাননম্ ॥৪১
তমন্বয়ুর্মহারাজ শিক্ষাক্ষরবিশারদাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তপসা যুক্তা দেবেন্দ্রমৃষয়ো যথা ॥৪২
ততঃ কাম্যকমাসাদ্য পুনস্তে ভরতর্ষভ।
ন্যবিশন্ত মহাত্মানঃ সামাত্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥৪৩
তত্র তে ন্যবসন্ রাজন্ কিঞ্চিৎ কালং মনস্বিনঃ।
ধনুর্বেদপরা বীরাঃ শৃণ্বন্তো বেদমুত্তমম্ ॥৪৪

চরন্তো মৃগয়াং নিত্যং শুদ্ধৈর্বাণৈর্মৃগার্থিনঃ।
পিতৃদৈবতবিপ্রেভ্যো নির্বপন্তো যথাবিধি ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি কাম্যকবনগমনে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— এই কথাগুলি বলিয়া লোকতত্ত্বজ্ঞ, শক্তিশালী, মহাযোগী ভগবান্ ব্যাসদেব শুচি ও শরণাগত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই অনুত্তমা বিদ্যার উপদেশ করিলেন এবং ধীমান্ সত্যবতীনন্দন ব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।৩৮-৩৯

ধর্মাত্মা, মেধাবী ও সংযতচিত্ত যুধিষ্ঠিরও সেই ব্যাসোপদিষ্ট বেদমন্ত্র মনে মনে ধারণ করিয়া রাখিয়া প্রতিদিন ঐ মন্ত্রের যথাকালে নিয়মিতভাবে অভ্যাস করিতে লাগিলেন।৪০

অনন্তর ব্যাসদেবের উপদেশ ও পরামর্শে আনন্দিত হইয়া তিনি দ্বৈতবন পরিত্যাগ করত সরস্বতীনদীর তীরে অবস্থিত কাম্যক বনের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইলেন।৪১

মহারাজ! ঋষিগণ যেমন দেবেন্দ্রের অনুগমন করেন, তেমনই বেদাদিশাস্ত্রের শিক্ষা এবং অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বে পারদর্শী তপস্বী ব্রাহ্মণগণও যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন।৪২

হে ভরতর্ষভ! তারপর অমাত্য ও সেবকগণের সহিত মহাত্মা পাণ্ডবগণ পুনরায় কাম্যকবনে প্রবেশ করিলেন।৪৩

রাজন্! সেই ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী মনস্বী বীরগণ নিত্যই উত্তম বেদধ্বনি শ্রবণ করত কিছুদিন সেই বনে অবস্থান করিলেন।৪৪

তাঁহারা মৃগার্থী হইয়া শুদ্ধ বাণসমূহের দ্বারা নিত্যই মৃগয়া করিতেন এবং ঐ মাংসের দ্বারা নিত্যই দেবতা, পিতা এবং ব্রাহ্মণগণের যথারীতি সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে কাম্যকবনগমনে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সর্ব্বভ্রাতৃভিঃ সহ মিলিত্বা অর্জুনস্য ইন্দ্রকীলপর্ব্বতগমনম্, তত্র ইন্দ্রস্য দর্শনলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সংস্মৃত্য মুনিসন্দেশমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
বিবিক্তে বিদিতপ্রজ্ঞমর্জুনং পুরুষর্ষভ।
সান্ত্বপূর্বং স্মিতং কৃত্বা পাণিনা পরিসংস্পৃশন্ ॥২
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা বনবাসমরিন্দমঃ।
ধনঞ্জয়ং ধর্মরাজো রহসীদমুবাচ হ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভীষ্মে দ্রোণে কৃপে কর্ণে দ্রোণপুত্রে চ ভারত
ধনুর্বেদশ্চতুষ্পাদ এতেষদ্য প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪
দৈবং ব্রাহ্মং মানুষঞ্চ সযন্ত্রং সচিকিৎসিতম্।
সর্বস্ত্রাণাং প্রয়োগঞ্চ অভিজানন্তি কৃৎস্নশঃ ॥৫
তে সর্বে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেণ পরিসান্ত্বিতাঃ।
সংবিভক্তাশ্চ তুষ্টাশ্চ গুরুবৎ তেষু বর্ত্ততে ॥৬
সর্বযোধেষু চৈবাস্য সদা প্রীতিরনুত্তমা।
আচার্য্যা মানিতাস্তুষ্টাঃ শান্তিং ব্যবহরন্ত্যত ॥৭
শক্তিং ন হাপয়িষ্যন্তি তে কালে প্রতিপূজিতাঃ।
অদ্য চেয়ং মহী কৃৎস্না দুর্য্যোধনবশানুগা ॥৮
সগ্রাম-নগরা পার্থ সসাগরবনাকরা।
ভবানেব প্রিয়োঽস্মাকং ত্বয়ি ভারঃ সমাহিতঃ ॥৯
অত্র কৃত্যং প্রপশ্যামি প্রাপ্তকালমরিন্দম।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাৎ তাত গৃহীতোপনিষন্ময়া ॥১০
তয়া প্রযুক্তয়া সম্যগ্ জগৎ সর্বং প্রকাশতে।
তেন ত্বং ব্রহ্মণা তাত সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ ॥১১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[সকল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া অর্জুনের ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে গমন এবং সেখানে ইন্দ্রের দর্শনলাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! এইরূপে ল কাম্যকবনে অতীত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেবের পূর্ব্বোক্ত সংবাদের কথা স্মরণ হইল। হে পুরুষর্ষভ! তিনি পরমবুদ্ধিমান্ অর্জ্জুনকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাহার শরীরে হাত বুলাইয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন। অরিন্দম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ মুহূর্ত্তকাল বনবাসের কথা চিন্তা করিলেন এবং পরে গোপনে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন।১-৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কর্ণ—ইঁহাদের মধ্যে চতুষ্পাদ ধনুর্বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত আছে।৪

ইঁহারা সকলেই সযত্নে দৈব, মানুষ, ব্রাহ্ম—এই ত্রিবিধ সকল অস্ত্রের বিদ্যা প্রয়োগের সহিত সম্যক্ প্রকারে অধিগত করিয়াছেন এবং শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিবারণ করিতেও সক্ষম।৫

ইঁহারা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের প্রচুর ধনাদির দ্বারা পরিপুষ্ট, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকলের সেবায় সে নিরত এবং দুর্যোধন ইঁহাদের প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করায় ইঁহারা তাহার উপর ।৬

সকল যোদ্ধৃগণের প্রতি ইহার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে, বিশেষতঃ আচার্য্য দ্রোণ ইহার সম্মানপূর্ণ ব্যবহারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং ইহার সহিত শান্তিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহারা করিয়া থাকেন।৭

দুর্যোধনের দ্বারা পূজিত হইয়া তাহার শক্তিকে ক্ষীণ হইতে দিবে না। হে পার্থ! অদ্য সকল গ্রাম, নগর, বন ও সসাগরা সমস্ত পৃথিবী দুর্য্যোধনের বশে আসিয়াছে। এদিকে তুমি আমার প্রিয়; এমতাবস্থায় আমাদের সমস্ত ভার তোমার উপরেই অর্পিত।৮-৯

দেবতানাং যথাকালং প্রসাদং প্রতিপালয়।
তপসা যোজয়াত্মানমুগ্রেণ ভরতর্ষভ ॥১২
ধনুষ্মান্ কবচী খড়্গী মুনিঃ সাধুব্রতে স্থিতঃ।
ন কস্যচিদ্ দদন্মার্গং গচ্ছ তাতোত্তরাং দিশম্ ॥১৩
ইন্দ্রে হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি ধনঞ্জয়।
বৃত্রাদ্ ভীতৈর্বলং দেবৈস্তদা শক্রে সমর্পিতম্ ॥১৪
তান্যেকস্থানি সর্বাণি ততস্ত্বং প্রতিপৎস্যসে।
শক্রমেব প্রপদ্যস্ব স তেঽস্ত্রাণি প্রদাস্যতি ॥১৫
দীক্ষিতোঽদ্যৈব গচ্ছ ত্বং দ্রষ্টুং দেবং পুরন্দরম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ধর্মরাজস্তমধ্যাপয়ত প্রভুঃ ॥১৬

হে তাত অরিন্দম! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে যে মন্ত্র উপদেশ এবং যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, উহা সম্পাদন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে—তাই আমি তোমাকে বলিতেছি।১০

হে ভরতর্ষভ। সেই মন্ত্র যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে সমস্ত জগৎই প্রকাশিত হয়। ঐ মন্ত্র গ্রহণ করত তুমি উগ্র তপস্যার দ্বারা শরীরকে অভিভূত করিয়া দেবগণের প্রসন্নতালাভের জন্য চেষ্টা কর। কেহ যাহাতে তোমার তপস্যায় বাধা দিতে না পারে অথবা তোমার প্রাণসংহার করিতে না পারে, সেজন্য তুমি কবচ পরিধান করিয়া ধনু ও খড়্গ ধারণ করত মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সেই বেদমন্ত্রদ্বারা তপস্যা করিবার জন্য উত্তর দিকে গমন কর।১১-১৩

হে ধনঞ্জয়। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমস্ত দৈবাস্ত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে; কারণ, বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া সকল দেবতা ইন্দ্রেতেই নিজেদের সকল বল সমর্পিত করিয়াছিলেন।১৪

কেবল ইন্দ্রের নিকটেই একত্রিত সমস্ত দৈবাস্ত্র পাইবে। সুতরাং ইন্দ্রের আরাধনা কর, তিনি তোমাকে সমস্ত দৈবাস্ত্র প্রদান করিবেন। তুমি দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যই দেবরাজ পুরন্দরের (ইন্দ্রের) দর্শনের নিমিত্ত গমন কর।

দীক্ষিতং বিধিনানেন ধৃতবাক্কায়-মানসম্।
অনুজজ্ঞে তদা বীরং ভ্রাতা ভ্রাতরমগ্রজঃ ॥১৭
নিদেশাদ্ ধর্মরাজস্য দ্রষ্টুকামঃ পুরন্দরম্।
ধনুর্গাণ্ডীবমাদায় তথাক্ষয্যে মহেষুধী ॥১৮
কবচী সতলত্রাণো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
হুতাগ্নিং ব্রাহ্মণানিষ্কৈঃ স্বস্তি বাচ্য মহাভুজঃ ॥১৯
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ।
বধায় ধার্তরাষ্ট্রাণাং নিঃশ্বস্যোর্দ্ধ্বমুদীক্ষ্য চ ॥২০
তং দৃষ্ট্বা তত্র কৌন্তেয়ং প্রগৃহীতশরাসনম্।
অব্রুবন্ ব্রাহ্মণাঃ সিদ্ধা ভূতান্যন্তর্হিতানি চ ॥২১
ক্ষিপ্রমাপ্নুহি কৌন্তেয় মনসা যদ্ যদিচ্ছসি।
অব্রুবন্ ব্রাহ্মণাঃ পার্থমিতি কৃত্বা জয়াশিষঃ ॥২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া প্রভু ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে সেই মন্ত্র উপদেশ করিলেন। বাক্য ও মনের সংযমপূর্ব্বক যথাবিধি দীক্ষা দান করিলে পর অগ্রজ ভ্রাতা বীর অনুজভ্রাতাকে তপস্যার্থ গমন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।১৬-১৭

ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় ইন্দ্রের দর্শন মানসে মহাবাহু ধনঞ্জয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের বধের জন্য গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ করত কবচ, তলত্রাণ ও গোধা-চর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া মহাবাহু অর্জুন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ইন্দ্রনীল পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।১৮-২০

কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনকে ধনুর্বাণ ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এবং অন্তরীক্ষস্থিত প্রাণিসমূহ এইরূপ বলিলেন।২১

হে কুন্তীনন্দন। শীঘ্রই তোমার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ হউক এবং জয়াশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহারা

সংসাধয়স্ব কৌন্তেয় ধ্রুবোঽস্তু বিজয়স্তব ।
তং তথা প্রস্থিতং বীরং শালস্কন্ধোরুমর্জ্জুনম্ ॥২৩
মনাংস্যাদায় সর্বেষাং কৃষ্ণা বচনমব্রবীৎ ।

কৃষ্ণোবাচ ।

যত্তে কুন্তী মহাবাহো জাতস্যৈচ্ছদ্ ধনঞ্জয় ॥
তত্তেঽস্তু সর্বং কৌন্তেয় যথা চ স্বয়মিচ্ছসি ॥২৪
মাস্মাকং ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম কশ্চিদবাপ্নুয়াৎ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নিত্যং যেষাং ভৈক্ষ্যেণ জীবিকা ॥২৫
ইদং মে পরমং দুঃখং যঃ স পাপঃ সুযোধনঃ ।
দৃষ্ট্বা মাং গৌরিতি প্রাহ প্রহসন্ রাজসংসদি ॥২৬
তস্মাদ্ দুঃখাদিদং দুঃখং গরীয় ইতি মে মতিঃ ।
যৎ তৎ পরিষদো মধ্যে বহ্বযুক্তমভাষত ॥২৭
নূনং তে ভ্রাতরঃ সর্বে ত্বৎকথাভিঃ প্রজাগরে ।
রংস্যন্তে বীর কর্মাণি কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৮
নৈব নঃ পার্থ ভোগেষু ন ধনে নোত জীবিতে ।
তুষ্টির্বুদ্ধির্ভবিত্রী বা ত্বয়ি দীর্ঘপ্রবাসিনি ॥২৯
ত্বয়ি নঃ পার্থ সর্বেষাং সুখ-দুঃখে সমাহিতে ।
জীবিতং মরণঞ্চৈব রাজ্যমৈশ্বর্য্যমেব চ ॥৩০
আপৃষ্টো মেঽসি কৌন্তেয় স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভারত ।
বলবদ্ভির্বিরুদ্ধং ন কার্য্যমেতৎ ত্বয়ানঘ ॥৩১
প্রযাহ্যবিঘ্নেনৈবাশু বিজয়ায় মহাবল ।
নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ স্বস্তি গচ্ছ হ্যনাময়ম্ ॥৩২
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তির্দ্যুতিঃ পুষ্টিরুমা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
ইমা বৈ তব পান্থস্য পালয়ন্তু ধনঞ্জয় ॥৩৩

বলিলেন—হে কৌন্তেয় ! তুমি শীঘ্রই তোমার কার্য্য সাধন কর—এবং তোমার নিশ্চিত বিজয় হউক ।২২

শাল বৃক্ষের ন্যায় উরু ও স্কন্ধবিশিষ্ট বীরবর অর্জ্জুনকে সকলের মনোহরণপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) তখন তাঁহাকে বলিলেন ।২৩

কৃষ্ণা বলিলেন,—হে মহাবাহো ধনঞ্জয় ! তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কুন্তীদেবী যে যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন এবং তুমি নিজে যে যে অভিলাষ মনে পোষণ কর; হে কুন্তীনন্দন ! সেই সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ।২৪

আমাদের ক্ষত্রিয়বংশে যেন আর কেহ জন্মগ্রহণ করে না এবং যাঁহাদের ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হয়, সেই ব্রাহ্মণদিগকে আমি সর্ব্বদা নমস্কার করি ।২৫

এইটা আমার গুরুতর দুঃখ যে, সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজসভার মধ্যে আমাকে দেখিয়া উপহাস করিতে করিতে আমাকে গোরু অর্থাৎ গোস্বরূপা বলিয়াছিল ।২৬

আবার সেই দুঃখ হইতেও এইটাকে সমধিক দুঃখ বলিয়া আমার ধারণা হয় যে, সেই সভার মধ্যে সে বহু অসঙ্গত কথা বলিয়াছিল ।২৭

বীর ! তোমার ভ্রাতারা সকলেই জাগরিত অবস্থায় বার বার তোমার কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিতে থাকিয়া তোমার কথাদ্বারাই নিশ্চয় প্রীতি-লাভ করিবে ।২৮

কিন্তু পার্থ ! তুমি দীর্ঘপ্রবাসী হইলে, ভোগ, ধন কিংবা জীবন—ইহার কোনটাতেই আমার কোন সন্তোষও থাকিবে না বা ইচ্ছাও হইবে না ।২৯

কারণ, তোমার উপরেই আমাদের সকলের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সবই নির্ভর করিতেছে ।৩০

কুন্তীনন্দন ! আমি তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি; তুমি মঙ্গললাভ কর; কিন্তু হে নিষ্পাপ কুরু-নন্দন ! ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি যেন বলবান্‌দের সহিত কখনও বিরোধ করিও না ।৩১

জ্যেষ্ঠাপচায়ী জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুর্বচনকারকঃ।
প্রপদ্যেঽহং বসূন্ রুদ্রানাদিত্যান্ সমরুদ্গণান্ ॥৩৪

বিশ্বেদেবাংস্তথা সাধ্যান্ শান্ত্যর্থং ভরতর্ষভ।
স্বস্তি তেঽস্ত্বন্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ ভারত ॥৩৫

দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যো যে চান্যে পরিপন্থিনঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বাশিষঃ কৃষ্ণা বিররাম যশস্বিনী ॥৩৬

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভ্রাতৄন্ ধৌম্যঞ্চ পাণ্ডবঃ।
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ॥৩৭

তস্য মার্গাদপাক্রামন্ সর্বভূতানি গচ্ছতঃ।
যুক্তস্যৈন্দ্রেণ যোগেন পরাক্রান্তস্য শুষ্মিণঃ ॥৩৮

সোঽগচ্ছৎ পর্বতাংস্তাত তপোধননিষেবিতান্।
দিব্যং হৈমবতং পুণ্যং দেবজুষ্টং পরন্তপঃ ॥৩৯

অগচ্ছৎ পর্বতং পুণ্যমেকাহ্নৈব মহামনাঃ।
মনোজবগতির্ভূত্বা যোগযুক্তো যথানিলঃ ॥৪০

হিমবন্তমতিক্রম্য গন্ধমাদনমেব চ।
অত্যক্রামৎ স দুর্গাণি দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥৪১

ইন্দ্রকীলং সমাসাদ্য ততোঽতিষ্ঠদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
অন্তরিক্ষেঽতিশুশ্রাব তিষ্ঠেতি স বচস্তদা ॥৪২

তচ্ছ্রুত্বা সর্বতো দৃষ্টিং চারয়ামাস পাণ্ডবঃ।
অথাপশ্যৎ সব্যসাচী বৃক্ষমূলে তপস্বিনম্ ॥৪৩

ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানং পিঙ্গলং জটিলং কৃশম্।
সোঽব্রবীদর্জুনং তত্র স্থিতং দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ॥৪৪

মহাবল! তুমি জয়লাভের জন্য নির্বিঘ্নে সত্বর গমন কর। ধাতা ও বিধাতাকে আমি নমস্কার করি; তুমি যেন কুশলে ও সুস্থ শরীরে গমন করিতে পার।৩২

ধনঞ্জয়! হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি, উমা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী—ইঁহারা পথিক অবস্থায় পথে তোমার জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করুন।৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনের সেবক এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশপালনকারী; সুতরাং আমি তোমার শান্তির জন্য বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, বিশ্বেদেব ও সাধ্যগণের শরণাপন্ন হইলাম। ভারত! পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গীয় প্রাণিগণ হইতে এবং অন্য যে সকল প্রাণী পরিপন্থী আছে, তাহাদের নিকট হইতে তোমার মঙ্গল হউক। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যশস্বিনী দ্রৌপদী এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া বিরত হইলেন।৩৪-৩৬

তাহার পর মহাবাহু অর্জ্জুন ধৌম্যপুরোহিতকে ও ভ্রাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া মনোহর ধনু ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।৩৭

পরাক্রমশালী ও তেজস্বী অর্জ্জুন ঐন্দ্রযোগ অবলম্বন করিয়া যাইতেছিলেন; তাই সমস্ত প্রাণীই তাঁহার পথ হইতে অপসৃত হইয়াছিল।৩৮

হে তাত! হে পরন্তপ! শত্রুসন্তাপকারী অর্জ্জুন তপস্বিগণসেবিত অনেক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দেবসেবিত, অলৌকিক ও পবিত্র হিমালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।৩৯

মহামনা অর্জ্জুন যোগাবলম্বন করত মনের ন্যায় বেগগামী হইয়া বায়ুর ন্যায় একদিনেই পবিত্র হিমালয় অতিক্রম করিলেন।৪০

তিনি হিমালয় ও গন্ধমাদনপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ও আলস্যবিহীন হইয়া দিবারাত্র চলিতে চলিতে বহুতর অতিশয় দুর্গম স্থান অতিক্রম করিলেন।৪১

তাহার পর অর্জ্জুন ইন্দ্রকীলপর্ব্বতে যাইয়া থাকিলেন। কারণ, তখন তিনি আকাশে এই বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, "তুমি থাম"।৪২

সেই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর দেখিলেন—একজন তপস্বী একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, তিনি ব্রাহ্মণযোগ্য

কস্ত্বং তাতেহ সম্প্রাপ্তো ধনুষ্মান্ কবচী শরী ।
নিবদ্ধাসিতলত্রাণঃ ক্ষত্রধর্মমনুব্রতঃ ॥৪৫
নেহ শস্ত্রেণ কর্ত্তব্যং শান্তানামেষ আলয়ঃ ।
বিনীতক্রোধ-হর্ষাণাং ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাম্ ॥৪৬
নেহাস্তি ধনুষা কার্য্যং ন সংগ্রামোঽত্র কর্হিচিৎ ।
নিক্ষিপৈতদ্ ধনুস্তাত প্রাপ্তোঽসি পরমাং গতিম্ ॥
ওজসা তেজসা বীর যথানান্যঃ পুমান্ কচিৎ ॥৪৭
তথা হসন্নিবাভীক্ষ্ণং ব্রাহ্মণোঽর্জুনমব্রবীৎ ।
ন চৈনং চালয়ামাস ধৈর্য্যাৎ সুধৃতনিশ্চয়ম্ ॥৪৮
তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ স দ্বিজঃ প্রহসন্নিব ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে শক্রোঽহমরিসূদন ॥৪৯

কান্তিধারা দীপ্তি পাইতেছেন এবং তাঁহার বর্ণ পিঙ্গল, মস্তকে জটা ও আকৃতিটী কৃশ। সেই মহাতপস্বী সেখানে অর্জ্জুনকে দেখিয়া বলিলেন ।৪৩-৪৪

'বৎস! তুমি কে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? তোমার এক হাতে ধনু, অপর হাতে বাণ, গাত্রে কবচ, কটিদেশে তরবারি এবং হস্তে তলত্রাণ রহিয়াছে। সুতরাং তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই মনে হইতেছে ।৪৫

বৎস! এখানে অস্ত্রের কোন কার্য্য নাই; এটী—শমগুণান্বিত এবং ক্রোধ ও হর্ষবিহীন তপস্বী ব্রাহ্মণগণেরই স্থান ।৪৬

এখানে ধনুরও কোন কার্য্য নাই; কেন না, এখানে কোন সময়েই যুদ্ধ হয় না। অতএব বৎস! তুমি এই ধনু পরিত্যাগ কর। বীর! অন্য মানুষ যাহা পায় না, তুমি নিজ তপস্যার প্রভাবে ও তেজে সেই পরম গতি পাইয়াছ' ।৪৭

সেই ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতেই যেন সেই কথা বার বার অর্জ্জুনকে বলিলেন, কিন্তু কৃতনিশ্চয় অর্জ্জুনকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিলেন না ।৪৮

এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষং প্রত্যুবাচ ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা শূরঃ কুরুকুলোদ্বহঃ ॥৫০
ঈপ্সিতো হ্যেষ বৈ কামো বরং চৈনং প্রযচ্ছ মে ।
ত্বত্তোঽদ্য ভগবন্নস্ত্রং কৃৎস্নমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৫১
প্রত্যুবাচ মহেন্দ্রস্তং প্রীতাত্মা প্রহসন্নিব ।
ইহ প্রাপ্তস্য কিং কার্য্যমস্ত্রৈস্তব ধনঞ্জয় ॥৫২
কামান্ বৃণীষ্ব লোকাংস্ত্বং প্রাপ্তোঽসি পরমাং গতিম্ ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ সহস্রাক্ষং ধনঞ্জয়ঃ ॥৫৩
ন লোকান্ন পুনঃ কামান্ন দেবত্বং পুনঃ সুখম্ ।
ন চ সর্বামরৈশ্বর্য্যং কাময়ে ত্রিদশাধিপ ॥৫৪

তখন সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন অর্জ্জুনকে কহিলেন—শত্রুসূদন! তুমি বর গ্রহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি ইন্দ্র ।৪৯

সহস্রলোচন ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, মহাবীর কুরুকুলবর্দ্ধন অর্জ্জুন অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রকে বলিলেন ।৫০

'ভগবন্! এই বিষয়ই আমার অভীষ্ট এবং এই বরই আমাকে দান করুন যে, আমি যেন আজ আপনার নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্র জানিতে পারি' ।৫১

তখন ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন অর্জ্জুনকে বলিলেন—'অর্জ্জুন! তুমি এখানে আসিয়াছ, সুতরাং তোমার অস্ত্রের প্রয়োজন কি ?৫২

তুমি পরম গতি লাভ করিয়াছ; অভীষ্ট স্বর্গ প্রার্থনা কর'। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন ।৫৩

'দেবরাজ! আমি স্বর্গ, অন্য অভীষ্ট বিষয়, দেবত্ব কিংবা সুখ প্রার্থনা করি না; এমন কি সমস্ত দেবগণের আধিপত্যও কামনা করি না ।৫৪

ভ্রাতৃংস্তান্ বিপিনে ত্যক্ত্বা বৈরমপ্রতিযাত্য চ।
অকীর্ত্তিং সর্বলোকেষু গচ্ছেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৫৫
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বৃত্রহা পাণ্ডুনন্দনম্।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥৫৬
যদা দ্রক্ষ্যসি ভূতেশং ত্র্যক্ষং শূলধরং শিবম্।
তদা দাতাস্মি তে তাত দিব্যান্যস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥৫৭
ক্রিয়তাং দর্শনে যত্নো দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
দর্শনাৎ তস্য কৌন্তেয় সংসিদ্ধঃ সর্বমেষ্যসি ॥৫৮
ইত্যুক্ত্বা ফাল্গুনং শক্রো জগামাদর্শনং পুনঃ।
অর্জুনোঽপ্যথ তত্রৈব তস্থৌ যোগসমন্বিতঃ ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি ইন্দ্রদর্শনে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭

সেই ভ্রাতৃগণকে নির্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া এবং শত্রুতার প্রতিশোধ না লইয়া (অস্ত্র কিছু করিলে) আমি দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত জগতে নিন্দাভাজন হইব।৫৫

অর্জুন এইরূপ বলিলে, সর্ব্বলোকনমস্কৃত বৃত্রাসুরনাশী দেবরাজ অর্জুনকে মধুর বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন।৫৬

'বৎস। তুমি যখন ভূতনাথ, ত্রিলোচন ও শূলপাণি মহাদেবের দর্শন লাভ করিবে, তখন আমি তোমাকে সমস্ত দিব্য অস্ত্র দান করিব।৫৭

অতএব কুন্তীনন্দন। তুমি পরমদেবতা মহাদেবের দর্শন লাভ করিবার জন্য যত্ন কর; তাঁহার দর্শনে সিদ্ধ হইয়া তুমি সমস্ত কিছুই লাভ করিবে'।৫৮

অর্জুনকে এই কথা বলিয়া দেবরাজ পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। তাহার পর অর্জুনও যোগাবলম্বন করিয়া সেই খানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।৫৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে ইন্দ্রদর্শনে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৭

(কৈরাত পর্ব্ব)

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্যোগ্রতপস্যা, তদ্বিষয়মধিকৃত্য ভগবতা শঙ্করেণ সহ ঋষীণাং বাক্যালাপশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বিস্তরেণ কথামেতাং যথাস্ত্রাণ্যুপলব্ধবান্ ॥১
যথা চ পুরুষব্যাঘ্রো দীর্ঘবাহুর্ধনঞ্জয়ঃ।
বনং প্রবিষ্টস্তেজস্বী নির্মনুষ্যমভীতবৎ ॥২

(কৈরাত পর্ব্ব।)

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনের উগ্র তপস্যা, সেই বিষয় লইয়া ভগবান্ শঙ্করের সহিত ঋষিগণের বাক্যালাপ।]

জনমেজয় বলিলেন,—'ভগবন্! অনায়াসে মহৎ কর্মকারী অর্জুন যে ভাবে সমস্ত দেবাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত আমি বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি।১

পুরুষশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু ও মহাপরাক্রমশালী অর্জুন মনুষ্যহীন বনের ভিতরেও যে ভাবে নির্ভয়ের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিলেন (তাহাও বলুন)।২

কিঞ্চ তেন কৃতং তত্র বসতা ব্রহ্মবিত্তম।
কথঞ্চ ভগবান্ স্থাণুর্দেবরাজশ্চ তোষিতঃ ॥৩
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বৎপ্রসাদাদ্ দ্বিজোত্তম
ত্বং হি সর্বজ্ঞ দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব বেত্থ হ ॥৪
অত্যদ্ভুততমং ব্রহ্মন্ রোমহর্ষণমর্জ্জুনঃ।
ভবেন সহ সংগ্রামং চকারাপ্রতিমং কিল ॥৫
পুরা প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
যচ্ছ্রুত্বা নরসিংহানাং দৈন্যহর্ষাতিবিস্ময়াৎ ॥৬
শূরাণামপি পার্থানাং হৃদয়ানি চকম্পিরে।
যদ্ যচ্চ কৃতবানন্যৎ পার্থস্তদখিলং বদ ॥৭
ন হ্যস্য নিন্দিতং জিষ্ণোঃ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষয়ে।
চরিতং তস্য শূরস্য তন্মে সর্বং প্রকীর্তয় ॥৮
বৈশম্পায়ন উবাচ।
কথয়িষ্যামি তে তাত কথামেতাং মহাত্মনঃ।
দিব্যাং কৌরবশার্দ্দূল মহতীমদ্ভুতোপমাম্ ॥৯

গাত্রসংস্পর্শসম্বন্ধং ত্র্যম্বকেণ সহানঘ।
পার্থস্য দেবদেবেন শৃণু সম্যক্ সমাগমম্ ॥১০

যুধিষ্ঠিরনিয়োগাৎ স জগামামিতবিক্রমঃ।
শক্রং সুরেশ্বরং দ্রষ্টুং দেবদেবঞ্চ শঙ্করম্ ॥১১

দিব্যং তদ্ ধনুরাদায় খড়্গঞ্চ কনকৎসরুম্।
মহাবলো মহাবাহুরর্জ্জুনঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥১২

দিশং হ্যুদীচীং কৌরব্যো হিমবচ্ছিখরং প্রতি।
ঐন্দ্রিঃ স্থিরমনা রাজন্ সর্বলোকমহারথঃ ॥১৩

ত্বরয়া পরয়া যুক্তস্তপসে ধৃতনিশ্চয়ঃ।
বনং কণ্টাকতং ঘোরমেকঃ এবাস্বপদ্যত ॥১৪

নানাপুষ্পফলোপেতং নানাপক্ষিনিষেবিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥১৫

ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! তিনি সেখানে বাস করিতে থাকিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কি ভাবেই বা ভগবান্ মহাদেবকে ও দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ?৩

হে সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার অনুগ্রহে আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আপনি স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন।৪

ব্রাহ্মণ! যোদ্ধশ্রেষ্ঠ এবং যুদ্ধে অপরাজিত অর্জ্জুন পূর্ব্বে মহাদেবের সহিত অতিশয় অদ্ভুত, লোমহর্ষণ ও অতুলনীয় যুদ্ধ করিয়াছিলেন; যাহা শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ ও মহাবীর অন্য পাণ্ডবগণের হৃদয়—বিষাদ, আনন্দ ও মহাবিস্ময়ে উদ্বেলিত হইয়াছিল এবং অর্জ্জুন অন্য যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন—সে সমস্তও আপনি বলুন।৫-৭

এই অর্জ্জুনের কোন ক্ষুদ্রতম কার্য্যও নিন্দিত ছিল বলিয়া লক্ষ্য হয় না, সুতরাং সেই মহাবীরের প্রসিদ্ধ সমস্ত চরিত্রই আমার নিকট বলুন।৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বৎস কৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনার নিকটে মহাত্মা অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক, বিশাল ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিব।৯

হে নিষ্পাপ রাজন্! দেবদেব মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের একেবারে গাত্রসংস্পর্শরূপ মহামিলনই ঘটিয়াছিল; তাহা শ্রবণ করুন।১০

রাজন্! অমিতপরাক্রম, মহাবল, মহাবাহু এবং সমস্ত জগতের মধ্যে প্রধান মহারথ ইন্দ্রনন্দন সেই কৌরব অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশে দেবরাজ ইন্দ্রের এবং দেবদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করিবার জন্য অলৌকিক গাণ্ডীবধনু ও স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত তরবারি ধারণ করত স্থিরচিত্ত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি উদ্দেশ্যে হিমালয়ের শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া উত্তরদিকে গমন করিলেন।১১-১৩

তিনি তপস্যার জন্য কৃতনিশ্চয় ও অত্যন্ত ত্বরান্বিত হইয়া একাকীই কণ্টকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর বনের ভিতরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বনটী নানাবিধ

ততঃ প্রয়াতে কৌন্তেয়ে বনং মানুষবর্জিতম্।
শঙ্খানাং পটহানাঞ্চ শব্দঃ সমভবদ্দিবি ॥১৬
পুষ্পবর্ষঞ্চ সুমহন্নিপপাত মহীতলে।
মেঘজালঞ্চ বিততং ছাদয়ামাস সর্বতঃ ॥১৭
সোঽতীত্য বনদুর্গাণি সন্নিকর্ষে মহাগিরেঃ।
শুশুভে হিমবৎপৃষ্ঠে বসমানোঽর্জুনস্তদা ॥১৮
তত্রাপশ্যদ্ দ্রুমান্ ফুল্লান্ বিহগৈর্বল্গুনাদিতান্।
নদীশ্চ বিপুলাবর্ত্তা বৈদূর্য্যবিমলপ্রভাঃ ॥১৯
হংস-কারণ্ডবোদ্গীতাঃ সারসাভিরুতাস্তথা।
পুংস্কোকিলরুতাশ্চৈব ক্রৌঞ্চ-বর্হিণনাদিতাঃ ॥২০
মনোহরবনোপেতাস্তস্মিন্নতিরথোঽর্জুনঃ।
পুণ্যশীতামলজলাঃ পশ্যন্ প্রীতমনাঽভবৎ ॥২১
রমণীয়ে বনোদ্দেশে রমমাণোঽর্জুনস্তদা।
তপস্যুগ্রে বর্ত্তমান উগ্রতেজা মহামনাঃ ॥২২
দর্ভচীরং নিবস্যাথ দণ্ডাজিনবিভূষিতঃ।
শীর্ণঞ্চ পতিতং ভূমৌ পর্ণং সমুপযুক্তবান্ ॥২৩
পূর্ণে পূর্ণে ত্রিরাত্রে তু মাসমেকং ফলাশনঃ।
দ্বিগুণেন হি কালেন দ্বিতীয়ং মাসমত্যগাৎ ॥২৪
তৃতীয়মপি মাসং স পক্ষেণাহারমাচরন্।
চতুর্থে ত্বথ সম্প্রাপ্তে মাসে ভরতসত্তমঃ ॥২৫
বায়ুভক্ষো মহাবাহুরভবৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
ঊর্দ্ধবাহুর্নিরালম্বঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রবিষ্ঠিতঃ ॥২৬
সদোপস্পর্শনাচ্চাস্য বভূবুরমিতৌজসঃ।
বিদ্যুদম্ভোধরনিভা জটাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥২৭

পুষ্পে ও ফলে পরিপূর্ণ এবং বহুবিধ পশুসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, আর তাহার ভিতরে নানাপ্রকার পক্ষী এবং সিদ্ধ ও চারণগণ বিচরণ করিত।১৪-১৫

তাহার পর অর্জুন সেই মনুষ্যবিহীন বনে প্রবেশ করিলে, আকাশে শঙ্খধ্বনি ও পটহ (নাগাড়া) ধ্বনি হইতে থাকিল।১৬

তখন ভূতলে বিশাল পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং বিস্তৃত মেঘসকল সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিল।১৭

তারপর অর্জুন হিমালয়ের সন্নিহিত দুর্গম বনসকল অতিক্রম করিয়া, তাহার উপরে নিবাস করত শোভা পাইতে লাগিলেন।১৮

তিনি সেখানে দেখিলেন—নানাবিধ বৃক্ষ আছে, তাহাতে বহুতর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে এবং নানাপ্রকার পক্ষী মনোহর কলরব করিয়া বেড়াইতেছে; আর, অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেগুলির আবর্ত্ত (ঘোলা)-সকল বিশাল এবং জল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মল; তাহার নিকট হংস, কারণ্ডব, সারস, কোকিল, কৌঁচবক ও ময়ূরগণ রব করিতেছে এবং তাহার তীরে মনোহর বন রহিয়াছে। অতিরথ অর্জ্জুন সেই স্থানে নদীগুলির পবিত্র ও নির্ম্মল জল দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।১৯-২১

অত্যন্ত তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা অর্জ্জুন তখন সেই মনোহর বনের ভিতরে থাকিয়া দারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি কুশময় কৌপীন পরিধান করিয়া দণ্ড ও মৃগচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক প্রথমে ভূতলে পতিত শুষ্ক পত্রমাত্র ভোজন করিতেন।২২-২৩

পরে, তিন তিন দিনের পর এক একটী ফল ভক্ষণ করিয়া একমাস অতিক্রম করিলেন; তাহার পর আবার ছয় ছয় দিনের পর এক একটী ফল ভোজন করিয়া দ্বিতীয়মাস অতিবাহিত করিলেন।২৪

তৃতীয় মাসে পনর পনর দিনের পর এক একটী ফল ভোজন করিলেন; তাহার পর যখন চতুর্থমাস উপস্থিত হইল, তখন ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। ঐ সময়ে অর্জুন কোন সাহায্য না লইয়াই কেবল চরণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।২৫-২৬

ততো মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে জগ্মুর্দেবং পিনাকিনম্ ।
নিবেদয়িষবঃ পার্থং তপস্যুগ্রে সমাস্থিতম্ ॥২৮
তং প্রণম্য মহাদেবং শশংসুঃ পার্থকর্ম তৎ ।
এষ পার্থো মহাতেজা হিমবৎপৃষ্ঠমাস্থিতঃ ॥২৯
উগ্রে তপসি দুষ্পারে স্থিতো ধূময়ন্ দিশঃ ।
তস্য দেবেশ ! ন বয়ং বিদ্মঃ সর্ব্বে চিকীর্ষিতম্ ॥৩০
সন্তাপয়তি নঃ সর্ব্বানসৌ সাধু নিবার্য্যতাম্ ।
তেষাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥৩১
উমাপতির্ভূতপতির্বাক্যমেতদুবাচ হ ।

মহাদেব উবাচ ।

ন বো বিষাদঃ কর্ত্তব্যঃ ফাল্গুনং প্রতি সর্ব্বশঃ ॥৩২
শীঘ্রং গচ্ছত সংহৃষ্টাঃ যথাগতমতন্দ্রিতাঃ ।
অহমস্য বিজানামি সঙ্কল্পং মনসি স্থিতম্ ॥৩৩
নাস্য স্বর্গস্পৃহা কাচিন্নৈশ্বর্য্যস্য ন চায়ুষঃ ।
যৎ তস্য কাঙ্ক্ষিতং সর্ব্বং তৎ করিষ্যেঽহমদ্য বৈ ॥৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্ববচনমৃষয়ঃ সত্যবাদিনঃ ।
প্রহৃষ্টমনসো জগ্মুর্যথা স্বান্ পুনরাশ্রমান্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কৈরাতপর্ব্বণি মুনি-শঙ্কর-সংবাদে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮

নিত্য স্নান করায় অমিততেজা ও মহাত্মা অর্জ্জুনের জটাসমূহের মধ্যে কতকগুলি জটা বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গেল এবং কতকগুলি জটা মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণই থাকিল ।২৭

তাহার পর মহর্ষিরা সকলে অর্জ্জুনকে ভয়ঙ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত বলিয়া জানাইবার জন্য মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ।২৮

এবং তাঁহারা মহাদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের সেই তপস্যার বিষয় বলিতে লাগিলেন—মহাতেজা অর্জ্জুন হিমালয়ের উপরে অবস্থান করিতেছেন ।২৯

দেবদেব ! অর্জ্জুন আপন তেজে সমস্ত দিক্ যেন ধূম্রবর্ণ করিয়া দুষ্কর ভয়ঙ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; আমরা সকলে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতেছি না ।৩০

কিন্তু উনি আমাদের সকলকেই তপঃসন্তাপে সন্তপ্ত করিতেছেন ; অতএব আপনি উঁহাকে সম্যক্ রূপে নিবৃত্ত করুন । নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণের সেই কথা শুনিয়া ভূতনাথ মহাদেব এই কথা বলিলেন— ঋষিগণ ! আপনারা অর্জ্জুনের প্রতি কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না ।৩১-৩২

আপনারা আনন্দিত ও নিরলস হইয়া (নিরুদ্বেগে) যথাস্থানে সত্বর গমন করুন ; আমি উঁহার মনের উদ্দেশ্য জানি ।৩৩

উঁহার স্বর্গের প্রতি কোন ইচ্ছা নাই, সম্পদ বা আয়ুরও কোন কামনা নাই । কিন্তু উঁহার যা অভীষ্ট, সেই সমস্ত অদ্যই আমি সম্পাদন করিব ।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্যবাদী ঋষিরা মহাদেবের সেই কথা শুনিয়া আনন্দিতচিত্তে পুনরায় আপন আপন আশ্রমে চলিয়া গেলেন ।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বে মুনিশঙ্করসংবাদে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৮

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবচ্ছঙ্করার্জুনয়োর্যুদ্ধম্, অর্জুনং প্রতি তস্য প্রসন্নতা, অর্জুনেন শঙ্করস্য স্তুতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতেষু তেষু সর্বেষু তপস্বিষু মহাত্মসু।
পিনাকপাণির্ভগবান্ সর্বপাপহরো হরঃ ॥১

কৈরাতং বেষমাস্থায় কাঞ্চনদ্রুমসন্নিভম্।
বিভ্রাজমানো বপুষা গিরির্মেরুরিবাপরঃ ॥২

শ্রীমদ্‌ধনুরুপাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
নিষ্পপাত মহাবেগো দহনো দেহবানিব ॥৩

দেব্যা সহোময়া শ্রীমান্ সমানব্রতবেষয়া।
নানাবেষধরৈর্হৃষ্টৈর্ভূতৈরনুগতস্তদা ॥৪

কিরাতবেষসংচ্ছন্নঃ স্ত্রীভিশ্চাপি সহস্রশঃ।
অশোভত তদা রাজন্ স দেশোঽতীব ভারত ॥৫

ক্ষণেন তদ্ বনং সর্বং নিঃশব্দমভবৎ তদা।
নাদঃ প্রস্রবণানাঞ্চ পক্ষিণাং চাপ্যুপারমৎ ॥৬

স সন্নিকর্ষমাগম্য পার্থস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
মূকং নাম দনোঃ পুত্রং দদর্শাদ্ভুতদর্শনম্ ॥৭

বারাহং রূপমাস্থায় তর্কয়ন্তমিবার্জ্জুনম্।
হন্তুং পরমদুষ্টাত্মা তমুবাচাথ ফাল্গুনঃ ॥৮

গাণ্ডীবং ধনুরাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
সজ্যং ধনুর্বরং কৃত্বা জ্যাঘোষেণ নিনাদয়ন্ ॥৯

যস্মাৎ প্রার্থয়সে হন্তুমনাগসমিহাগতম্।
তস্মাৎ ত্বাং পূর্বমেবাহং নেতাদ্য যমসাদনম্ ॥১০

দৃষ্ট্বা তং প্রহরিষ্যন্তং ফাল্গুনং দৃঢ়ধন্বিনম্।
কিরাতরূপী সহসা বারয়ামাস শঙ্করঃ ॥১১

মযৈষ প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং নীলমেঘ-সমপ্রভঃ।
অনাদৃত্য চ তদ্ বাক্যং প্রজহারাথ ফাল্গুনঃ ॥১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীভগবান্ শঙ্কর ও অর্জুনের যুদ্ধ, অর্জুনের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা এবং অর্জুন কর্ত্তৃক শঙ্করের স্তব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই মহাত্মা তপস্বিগণ সকলেই চলিয়া গেলে, সর্ব্বপাপনাশক ও মনোহর-মূর্ত্তি ভগবান্ মহাদেব স্বর্ণবৃক্ষের ন্যায় উজ্জ্বল ব্যাধের বেশ ধারণ করিয়া, শরীর দ্বারা অপর সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিয়া, সুন্দর পিনাকনামক ধনু ও সর্পতুল্য বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় মহাবেগে আপন ভবন হইতে নির্গত হইলেন; তখন সমান নিয়ম ও সমানবেশধারিণী উমাদেবী, অন্যান্য বহুতর স্ত্রী এবং নানাবিধবেশধারী ও হৃষ্টচিত্ত ভূতগণ মহাদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ভরতনন্দন রাজন্ জনমেজয়! তখন সেই স্থানটী অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল।১-৫

সেই সময়ে উক্ত সমস্ত বনস্থল ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশব্দ হইয়া গেল এবং নির্ঝরের শব্দ ও পক্ষীর রবও নিস্তব্ধ হইয়া যাইল।৬

মহাদেব অনায়াসে মহৎ কার্য্যকারী অর্জ্জুনের নিকটে যাইয়া 'মূক'-নামক অদ্ভুতাকৃতি একটা দানবকে দেখিতে পাইলেন।৭

এদিকে অর্জ্জুনও সেই মূকদানবের জিঘাংসার বিষয়ই যেন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন; তখন সেই অতিদুষ্টাত্মা মূকদানব শূকরের রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে বধ করিতে আসিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনও গাণ্ডীবধনু ও সর্পতুল্য বাণ গ্রহণ করত সেই শ্রেষ্ঠ ধনুতে গুণারোপণ করিয়া এবং জ্যাশব্দে সমস্ত দিক্ শব্দিত করিয়া মূকদানবকে বলিলেন—৮-৯

'আমি এখানে আগন্তুক এবং আমার কোন অপরাধ নাই; তথাপি তুই যখন আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিতেছিস, তখন আমিই তোকে আগে যমালয়ে পাঠাইব'।১০

কিরাতশ্চ সমং তস্মিন্নেকলক্ষ্যে মহাদ্যুতিঃ।
প্রমুমোচাশনিপ্রখ্যং শরমগ্নিশিখোপমম্ ॥১৩
তৌ মুক্তৌ সায়কৌ তাভ্যাং সমং তত্র নিপেততুঃ।
মূকস্য গাত্রে বিস্তীর্ণে শৈলসংহননে তদা ॥১৪
যথাশনেবিনির্ঘোষো বজ্রস্যেব চ পর্ব্বতে।
তথা তয়োঃ সন্নিপাতঃ শরয়োরভবৎ তদা ॥১৫
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈর্দীপ্তাস্যৈঃ পন্নগৈরিব।
মমার রাক্ষসং রূপং ভূয়ঃ কৃত্বা বিভীষণম্ ॥১৬
স দদর্শ ততো জিষ্ণুঃ পুরুষং কাঞ্চনপ্রভম্।
কিরাতবেষসংছন্নং স্ত্রীসহায়মমিত্রহা ॥১৭

তমব্রবীৎ প্রীতমনাঃ কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব।
কো ভবানটতে শূন্যে বনে স্ত্রীগণসংবৃতঃ ॥১৮
ন ত্বমস্মিন্ বনে ঘোরে বিভেষি কনকপ্রভ।
কিমর্থঞ্চ ত্বয়া বিদ্ধো বরাহো মৎপরিগ্রহঃ ॥১৯
মমাভিপন্নঃ পূর্ব্বং হি রাক্ষসোহয়মিহাগতঃ।
কামাৎ পরিভবাদ্ বাপি ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥২০
ন হ্যেষ মৃগয়াধর্ম্মো যত্ত্বয়াদ্য কৃতো ময়ি।
তেন ত্বাং ভ্রংশয়িষ্যামি জীবিতাৎ পর্ব্বতাশ্রয় ॥২১
ইত্যুক্তঃ পাণ্ডবেয়েন কিরাতঃ প্রহসন্নিব।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পাণ্ডবং সব্যসাচিনম্ ॥২২

এই কথা বলিয়া দৃঢ়ধন্বা অর্জ্জুন প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; ইহা দেখিয়া কিরাতরূপী মহাদেব এই বলিয়া তাঁহাকে বারণ করিলেন যে, 'এই নীল-মেঘতুল্য শূকরটাকে আমিই আগে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।' কিন্তু অর্জুন তাঁহার সেই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া প্রহারই করিলেন।১১-১২

মহাতেজস্বী কিরাতও সেই একমাত্র লক্ষ্য মূকদানবের প্রতি এক সময়েই বজ্রের তুল্য বেগবান্ এবং অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল একটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন।১৩

তখন কিরাতের ও অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ দুইটী যাইয়া পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় ও বিস্তৃত সেই মূকদানবের গাত্রে একসময়েই পতিত হইল।১৪

তখন পর্ব্বতের উপরে বিদ্যুতের ঘড়ঘড় শব্দের ন্যায় এবং বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দের ন্যায় দানবদেহে সেই বাণ দুইটীর পতনশব্দ হইল।১৫

তখন সেই দানব সর্পতুল্য উজ্জ্বলমুখ বহুতর বাণ দ্বারা আবার বিদ্ধ হইয়া রাক্ষসের ন্যায় অতিভীষণ আকৃতি ধারণ করত মরিয়া গেল।১৬

তাহার পর শত্রুহন্তা অর্জ্জুন—স্বর্ণকান্তি, ব্যাধবেশধারী এবং স্ত্রীসমূহসমন্বিত সেই পুরুষকে দেখিতে পাইলেন।১৭

তখন অর্জ্জুন আনন্দিত হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন সেই পুরুষটীকে বলিলেন,—কে তুমি নির্জ্জন বনে স্ত্রীবেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতেছ ?১৮

হে স্বর্ণকান্তি পুরুষ! এই ভয়ঙ্কর বনে তোমার কি ভয় হইতেছে না? কি জন্যই বা তুমি আমার লক্ষ্যভূত শূকরটিকে বিদ্ধ করিলে ?১৯

রাক্ষসের ন্যায় বিকটাকার এই দানব এখানে আসিলে আমিই আগে উহাকে পাইয়াছি। সুতরাং ইচ্ছা করিয়াই হউক বা আমাকে পরাভূত করি-করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, তুমি উহাকে বিদ্ধ করিয়া আমার হাত হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।২০

কারণ, তুমি আজ আমার বিষয়ে যে ব্যবহার করিয়াছ, এটা মৃগয়ার নিয়ম নহে। অতএব পর্ব্বতবাসিন্! আমি তোমাকে আজ প্রাণচ্যুত করিব।২১

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, ব্যাধ হাসিতে হাসিতেই যেন কোমল বাক্যে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে বলিল।২২

ন মৎকৃতে ত্বয়া বীর ভীঃ কার্য্যা বনন্তিকাৎ।
ইয়ং ভূমিঃ সদাস্মাকমুচিতা বসতাং বনে ॥২৩

ত্বয়া তু দুষ্করঃ কস্মাদিহ বাসঃ প্ররোচিতঃ।
বয়ন্তু বহুসত্ত্বেঽস্মিন্ নিবসামস্তপোধন ॥২৪

ভবাংস্তু কৃষ্ণবর্ত্মাভঃ সুকুমারঃ সুখোচিতঃ।
কথং শূন্যমিমং দেশমেকাকী বিচরিষ্যতি ॥২৫

অর্জ্জুন উবাচ।

গাণ্ডীবমাশ্রয়ং কৃত্বা নারাচাংশ্চাগ্নিসন্নিভান্।
নিবসামি মহারণ্যে দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥২৬

এষ চাপি ময়া জন্তুর্ম্মৃগরূপং সমাশ্রিতঃ।
রাক্ষসো নিহতো ঘোরো হন্তুং মামিহ চাগতঃ ॥২৭

কিরাত উবাচ।

ময়ৈষ ধনুর্নির্ম্মুক্তৈস্তাড়িতঃ পূর্ব্বমেব হি।
বাণৈরভিহতঃ শেতে নীতশ্চ যমসাদনম্ ॥২৮

মমৈষ লক্ষ্যভূতো হি মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ।
মমৈব চ প্রহারেণ জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতঃ ॥২৯

দোষান্ স্বান্ নার্হসেঽন্যস্মৈ বক্তুং স্ববলদর্পিতঃ।
অবলিপ্তোঽসি মন্দাত্মন্ ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥৩০

স্থিরো ভবস্ব মোক্ষ্যামি সায়কানশনীনিব।
ঘটস্ব পরয়া শক্ত্যা মুঞ্চ ত্বমপি সায়কান্ ॥৩১

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কিরাতস্যার্জ্জুনস্তদা।
রোষমাহারয়ামাস তাড়য়ামাস চেষুভিঃ ॥৩২

ততো হৃষ্টেন মনসা প্রতিজগ্রাহ সায়কান্।
ভূয়ো ভূয় ইতি প্রাহ মন্দ মন্দেত্যুবাচ হ ॥৩৩

প্রহরস্ব শরানেতান্ নারাচান্ মর্ম্মভেদিনঃ।
ইত্যুক্তো বাণবর্ষং স মুমোচ সহসার্জ্জুনঃ ॥৩৪

বীর! তুমি বনের নিকটে আমা হইতে কোন ভয় করিও না। আমরা এই বনেই বাস করি বলিয়া এই স্থান সর্ব্বদাই আমাদের পরিচিত।২৩

তপোধন! তুমি কি কারণে এই বনে দুষ্কর বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছ? তবে আমরা কিন্তু বহুজন্তুপূর্ণ এই বনেই বাস করিয়া থাকি।২৪

তুমি অগ্নির তুল্য মহাতেজস্বী, সুকুমারদেহ এবং সুখভোগে অভ্যস্ত। সুতরাং তুমি একাকী কি করিয়া এই শূন্যবনে বিচরণ করিবে? ২৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—গাণ্ডীব ধনু এবং অগ্নিতুল্য নারাচ (বাণবিশেষ) সকল আশ্রয় করিয়া আমি দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় এই মহাবনে বাস করিব।২৬

এই দারুণ রাক্ষস আমাকে বধ করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছিল; তাই আমি উহাকে বধ করিয়াছি।২৭

ব্যাধ বলিল,—আমিই আগে উহাকে ধনুঃক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা প্রহার করিয়াছি, আঘাত করিয়াছি এবং যমালয়েও পাঠাইয়াছি।২৮

এই বরাহটি প্রথমে আমারই লক্ষ্য হইয়াছিল; সুতরাং সে আমারই অধিকারে আসিয়াছিল এবং আমার প্রহারেই এটি প্রাণচ্যুত হইয়াছে।২৯

তুমি নিজ বলে অত্যন্ত দর্পিত কি না; তাই অন্যের নিকট নিজের দোষ বলিতে পারিতেছ না, তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ। সুতরাং মূর্খ! তুমি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।৩০

তুমি স্থির হও; আমি বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিব; তুমি তোমার পরম শক্তি সহকারে আমার সহিত মিলিত হও এবং তুমিও বাণক্ষেপ কর।৩১

তখন অর্জ্জুন উক্ত ব্যাধের সেই বাক্য শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং বাণ দ্বারা তাহাকে তাড়ন করিলেন।৩২

ততস্তৌ তত্র সংরব্ধৌ রাজমানৌ মুহুর্মুহুঃ।
শরৈরাশীবিষাকারৈস্তক্ষাতে পরস্পরম্ ॥৩৫

ততোহর্জুনঃ শরবর্ষং কিরাতে সমবাসৃজৎ।
তৎ প্রসন্নেন মনসা প্রতিজগ্রাহ শঙ্করঃ ॥৩৬

মুহূর্তং শরবর্ষং তৎ প্রতিগৃহ্য পিনাকধৃক্।
অক্ষতেন শরীরেণ তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥৩৭

স দৃষ্ট্বা বাণবর্ষং তু মোঘীভূতং ধনঞ্জয়ঃ।
পরমং বিস্ময়ং চক্রে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥৩৮

অহোহয়ং সুকুমারাঙ্গো হিমবচ্ছিখরাশ্রয়ঃ।
গাণ্ডীবমুক্তান্ নারাচান্ প্রতিগৃহ্নাত্যবিহ্বলঃ ॥৩৯

কোহয়ং দেবো ভবেৎ সাক্ষাদ্ রুদ্রো যক্ষঃ
সুরোহসুরঃ।
বিদ্যতে হি গিরিশ্রেষ্ঠে ত্রিদশানাং সমাগমঃ ॥৪০

ন হি মদ্বাণজালানামুৎসৃষ্টানাং সহস্রশঃ।
শক্তোহন্যঃ সহিতুং বেগমৃতে দেবং পিনাকিনম্ ॥৪১

দেবো বা যদি বা যক্ষো রুদ্রাদন্যো ব্যবস্থিতঃ।
অহমেনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥৪২

ততো হৃষ্টমনা জিষ্ণুর্নারাচান্ মর্মভেদনঃ।
ব্যসৃজচ্ছতধা রাজন্ ময়ূখানিব ভাস্করঃ ॥৪৩

তান্ প্রসন্নেন মনসা ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
শূলপাণিঃ প্রত্যগৃহ্নাচ্ছিলাবর্ষমিবাচলঃ ॥৪৪

তাহার পর ব্যাধ হৃষ্টচিত্তে সেই বাণ সকল গ্রহণ করিল এবং বার বার 'আরও বাণ নিক্ষেপ কর, আরও বাণ নিক্ষেপ কর' এই কথা বলিল, আর 'মূর্খ! মূর্খ!' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।৩৩

এবং 'এই সকল মর্মভেদী নারাচবাণ নিক্ষেপ কর' এই কথাও কহিল। তখন অর্জুন তৎক্ষণাৎ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩৪

তৎপরে তাঁহারা দুই জনেই ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রমবশতঃ শোভা পাইতে থাকিয়া সর্পতুল্য বাণদ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।৩৫

তারপর—অর্জুন ব্যাধের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; ব্যাধরূপী মহাদেবও তাহা প্রসন্নচিত্তে আপন অঙ্গে ধারণ করিতে থাকিলেন।৩৬

ব্যাধরূপী মহাদেব কিছুকাল সেই বাণবৃষ্টি ধারণ করিয়া অক্ষত শরীরেই পর্বতের ন্যায় অবিচল রহিলেন।৩৭

অর্জুন নিজের বাণবর্ষণ ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং 'সাধু সাধু' এই কথা বলিলেন।৩৮

(আর মনে মনে ভাবিলেন—) 'হিমালয়বাসী এই কোমলাঙ্গ ব্যাধ অবিহ্বল থাকিয়াই গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত নারাচগুলি গ্রহণ করিতেছে; কি আশ্চর্য্য।৩৯

এ ব্যক্তি কে? ইনি কি সাক্ষাৎ মহাদেব হইবেন? না কোন যক্ষ? না দেবতা? না অসুর? কারণ, এই হিমালয়ে দেবতাপ্রভৃতির সমাগম হইয়া থাকে।৪০

আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণসমূহের বেগ, মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হন না।৪১

এই ব্যক্তি যদি মহাদেবভিন্ন অপর কোন দেবতা বা যক্ষ হন, তবে আমি ইহাকে তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব।৪২

তদনন্তর সূর্য্য যেমন কিরণ নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত অর্জুন শত শত মর্মভেদী নারাচ কিরাতের উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৪৩

তখন পর্বত যেমন শিলাবৃষ্টি গ্রহণ করে, সেইরূপ জগৎসৃষ্টিকর্তা কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেব প্রসন্নচিত্তে সেই নারাচবৃষ্টি গ্রহণ করিলেন।৪৪

ক্ষণেন ক্ষীণবাণোঽথ সংবৃত্তঃ ফাল্গুনস্তদা।
ভীশ্চৈনমাবিশৎ তীব্রা তং দৃষ্ট্বা শরসংক্ষয়ম্ ॥৪৫

চিন্তয়ামাস জিষ্ণুস্তু ভগবন্তং হুতাশনম্।
পুরস্তাদক্ষয়ৌ দত্তৌ তূণৌ যেনাস্য খাণ্ডবে ॥৪৬

কিন্নু মোক্ষ্যামি ধনুষা যন্মে বাণাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।
অয়ঞ্চ পুরুষঃ কোঽপি বাণান্ গ্রসতি সর্বশঃ ॥৪৭

হত্বা চৈনং ধনুষ্কোট্যা শূলাগ্রেণেব কুঞ্জরম্।
নয়ামি দণ্ডধারস্য যমস্য সদনং প্রতি ॥৪৮

প্রগৃহ্যাথ ধনুষ্কোট্যা জ্যাপাশেনাবকৃষ্য চ।
মুষ্টিভিশ্চাপি হতবান্ বজ্রকল্পৈর্মহাদ্যুতিঃ ॥৪৯

সম্প্রযুদ্ধো ধনুষ্কোট্যা কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা।
তদপ্যস্য ধনুর্দিব্যং জগ্রাহ গিরিগোচরঃ ॥৫০

ততোঽর্জ্জুনো গ্রস্তধনুঃ খড়্গপাণিরতিষ্ঠত।
যুদ্ধস্যান্তমভীপ্সন্ বৈ বেগেনাভিজগাম তম্ ॥৫১

তস্য মূর্দ্ধি শিতং খড়্গমসক্তং পর্বতেষ্বপি।
মুমোচ ভুজবীর্য্যেণ বিক্রম্য কুরুনন্দনঃ ॥৫২

তস্য মূর্দ্ধানমাসাদ্য পফালাসিবরো হি সঃ।
ততো বৃক্ষৈঃ শিলাভিশ্চ যোধয়ামাস ফাল্গুনঃ ॥৫৩

তদা বৃক্ষান্ মহাকায়ঃ প্রত্যগৃহ্ণাদথো শিলাঃ।
কিরাতরূপী ভগবাংস্ততঃ পার্থো মহাবলঃ ॥৫৪

মুষ্টিভির্বজ্রসঙ্কাশৈর্ধূমমুৎপাদয়ন্ মুখে।
প্রজহার দুরাধর্ষে কিরাতসমরূপিণি ॥৫৫

ততঃ শক্রাশনিসমৈর্মুষ্টিভির্ভৃশদারুণৈঃ।
কিরাতরূপী ভগবানর্দয়ামাস ফাল্গুনম্ ।৫৬

তাহার পর অর্জ্জুন ক্ষণকালমধ্যেই বাণশূন্য হইয়া পড়িলেন এবং বাণগুলি ক্ষয় পাইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন।৪৫

তখন অর্জ্জুন ভগবান্ অগ্নিদেবতাকে স্মরণ করিলেন, যিনি পূর্ব্বে খাণ্ডবনদাহের সময়ে তাঁহাকে দুইটী অক্ষয় তূণ দিয়াছিলেন।৪৬

(সেই সময়ে অর্জ্জুন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন)—'এখন আমি ধনুদ্বারা কি নিক্ষেপ করিব; যেহেতু আমার সমস্ত বাণই নিঃশেষ হইয়াছে। এ কোন এক অদ্ভুত পুরুষ, যেহেতু আমার সমস্ত বাণই এ গ্রাস করিয়াছে।৪৭

(সে যাহা হউক) শূলাগ্রদ্বারা যেমন হস্তীকে বধ করে, তেমনি ধনুর অগ্রদ্বারা ইহাকে বধ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিব।৪৮

ইহা ভাবিয়া মহাতেজস্বী অর্জ্জুন ধনুর অগ্রে গুণ-সংযোগ করিয়া, তাহা দ্বারা ধরিয়া বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন।৪৯

পরে শত্রুহন্তা অর্জ্জুন ধনুর অগ্রদ্বারাই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন সেই পর্ব্বতবাসী ব্যাধ অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক ধনুও ধরিয়া ফেলিল।৫০

অর্জুনের ধনু ধরিয়া ফেলিয়াই তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন অর্জুন তরবারি ধারণ করিলেন এবং যুদ্ধ শেষ করিবার ইচ্ছায় ব্যাধের প্রতি বেগে ধাবিত হইলেন।৫১

যাহা পর্ব্বতও ছেদন করিতে সমর্থ, এহেন সেই তীক্ষ্ণধার তরবারিখানিকে বিক্রমসহকারে সম্পূর্ণ বাহুবল প্রয়োগ করিয়া ব্যাধের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।৫২

তখন সেই উৎকৃষ্ট তরবারিখানি ব্যাধের মস্তকে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর অর্জ্জুন বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৫৩

তখন বিশালমূর্ত্তি কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেব সেই সকল বৃক্ষ এবং শিলাও গ্রাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবল অর্জ্জুন মুখে ধূম উদগার করিতে থকিয়া বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বারা দুর্দ্ধর্ষ ব্যাধকে প্রহার করিলেন।।৫৪-৫৫

ততশ্চট্‌চটাশব্দঃ সুঘোরঃ সমপদ্যত।
পাণ্ডবস্য চ মুষ্টীনাং কিরাতস্য চ যুধ্যতঃ ॥৫৭
সুমুহূর্ত্তং তু তদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
ভুজপ্রহারসংযুক্তং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৫৮
জঘানাথ ততো জিষ্ণুঃ কিরাতমুরসা বলী।
পাণ্ডবঞ্চ বিচেষ্টং তং কিরাতোঽপ্যহনদ্ বলী ॥৫৯
তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাৎ সংঘর্ষেণোরসোস্তথা।
সমজায়ত গাত্রেষু পাবকোঽঙ্গারধূমবান্ ॥৬০
ততএনং মহাদেবঃ পীড্য গাত্রৈঃ সুপীড়িতম্।
তেজসা ব্যক্রমদ্ রোষাচ্চেতস্তস্য বিমোহয়ন্ ॥৬১
ততোঽভিপীড়িতৈর্গাত্রৈঃ পিণ্ডীকৃত ইবাবভৌ।
ফাল্গুনো গাত্রসংরুদ্ধো দেবদেবেন ভারত ॥৬২

তখন ব্যাধরূপী মহাদেবও বজ্রতুল্য অতিদারুণ মুষ্টিদ্বারা অর্জ্জুনকে পীড়ন করিতে লাগিলেন।৫৬

সেই সময়ে যুধ্যমান অর্জ্জুনের ও ব্যাধের মুষ্টি-প্রহার হইতে থাকায় ভয়ঙ্কর 'চটচটা'-শব্দ হইতে লাগিল।৫৭

বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ব্যাধ ও অর্জ্জুনের সেই লোমহর্ষণ বাহুযুদ্ধ পূর্ণ একমুহূর্ত্তকাল চলিল।৫৮

তাহার পর বলবান্ অর্জ্জুন বক্ষঃদ্বারা ব্যাধকে আঘাত করিলেন; ব্যাধও বলপূর্ব্বক স্পন্দিতদেহ অর্জ্জুনকে প্রহার করিলেন।৫৯

তাঁহাদের বাহুনিষ্পেষণে এবং বক্ষের সংঘর্ষে অঙ্গে যেন ধূমশালী কাষ্ঠাগ্নি উৎপন্ন হইল।৬০

তাহার পর মহাদেব আপন অঙ্গদ্বারা অর্জ্জুনকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার চৈতন্য লোপ করিতে থাকিয়া ক্রোধে অধিকতেজে আক্রমণ করিলেন।৬১

ভরতনন্দন! তৎপরে অর্জ্জুন মহাদেবের অঙ্গে আবদ্ধ হইয়া, অতিপীড়িত গাত্রে একেবারে যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন।৬২

নিরুচ্ছ্বাসোঽভবচ্চৈব সংনিরুদ্ধো মহাত্মনা।
পপাত ভূম্যাং নিশ্চেষ্টো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ ॥৬৩
স মুহূর্ত্তং তথা ভূত্বা সচেতাঃ পুনরুত্থিতঃ।
রুধিরেণাপ্লুতাঙ্গস্তু পাণ্ডবো ভৃশদুঃখিতঃ ॥৬৪

শরণ্যং শরণং গত্বা ভগবন্তং পিনাকিনম্।
মৃন্ময়ং স্থণ্ডিলং কৃত্বা মাল্যেনাপূজয়দ্ ভবম্ ॥৬৫

তচ্চ মাল্যং তদা পার্থঃ কিরাতশিরসি স্থিতম্।
অপশ্যৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো হর্ষেণ প্রকৃতিং গতঃ ॥৬৬
পপাত পাদয়োস্তস্য ততঃ প্রীতোঽভবদ্ ভবঃ।
উবাচ চৈনং বচসা মেঘগম্ভীরগীর্হরঃ।
জাতবিস্ময়মালোক্য তপঃক্ষীণাঙ্গসংহতিম্ ॥৬৭

মহাদেবের অঙ্গদ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ হওয়ায় অর্জ্জুনের শ্বাসরোধ হইয়া গেল; তিনি নিষ্পন্দ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া গেল।৬৩

তিনি মুহূর্ত্তকাল সেই ভাবে থাকিয়া, আবার চৈতন্যলাভ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রক্তাক্ত-দেহে গাত্রোত্থান করিলেন।৬৪

অর্জ্জুন শরণাগতরক্ষক ভগবান্ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া, স্থণ্ডিলের উপরে তাঁহার মৃন্ময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করত মালা দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন।৬৫

তখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই মালাটী ব্যাধেরই মস্তকে অবস্থিত দেখিলেন; অমনি তিনি আনন্দে প্রকৃতিস্থ হইলেন।৬৬

এবং কিরাতরূপী মহাদেবের চরণযুগলে পতিত হইলেন। তখন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্ময়াপন্ন ও তপঃক্ষীণাঙ্গ দেখিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন।৬৭

ভব উবাচ।

ভো ভোঃ ফাল্গুন তুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণাপ্রতিমেন তে।
শৌর্য্যেণানেন ধৃত্যা চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ ॥৬৮

সমং তেজশ্চ বীর্য্যঞ্চ মমাদ্য তব চানঘ।
প্রীতস্তেঽহং মহাবাহো পশ্য মাং ভরতর্ষভ ॥৬৯

দদামি তে বিশালাক্ষ চক্ষুঃ পূর্ব ঋষির্ভবান্।
বিজেষ্যসি রণে শত্রূনপি সর্বান্ দিবৌকসঃ ॥৭০

প্রীত্যা চ তেঽহং দাস্যামি যদস্ত্রমনিবারিতম্।
ত্বং হি শক্তো মদীয়ং তদস্ত্রং ধারয়িতুং ক্ষণাৎ ॥৭১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দেবং মহাদেবং গিরিশং শূলপাণিনম্।
দদর্শ ফাল্গুনস্তত্র সহ দেব্যা মহাদ্যুতিম্ ॥৭২

স জানুভ্যাং মহীং গত্বা শিরসা প্রণিপত্য চ।
প্রসাদয়ামাস হরং পার্থঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥৭৩

অর্জ্জুন উবাচ।

কপর্দিন্ সর্বভূতেশ ভগনেত্রনিপাতন!।
দেবদেব মহাদেব নীলগ্রীব জটাধর! ॥৭৪

কারণানাঞ্চ পরমং জানে ত্বাং ত্র্যম্বকং বিভুম্।
দেবানাঞ্চ গতিং দেব! ত্বৎপ্রসূতমিদং জগৎ ॥৭৫

অজেয়স্ত্বং ত্রিভির্লোকৈঃ সদেবাসুর-মানুষৈঃ।
শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে।
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় হরিভদ্রায় বৈ নমঃ ॥৭৬

ললাটাক্ষায় শর্বায় মীঢুষে শূলপাণয়ে।
পিনাকগোপ্ত্রে সূর্য্যায় মঙ্গল্যায় চ বেধসে ॥৭৭

মহাদেব বলিলেন—'অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! আমি তোমার এই অতুলনীয় কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়াছি; বীরত্বে ও ধৈর্য্যগুণে তোমার তুল্য কোন ক্ষত্রিয় নাই।৬৮

হে নিষ্পাপ মহাবাহু ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ আমার ও তোমার উৎসাহ এবং বল সমানই দেখিলাম; সুতরাং আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আমার স্বরূপ দর্শন কর।৬৯

বিশালনয়ন! তুমি পূর্ব্বজন্মে ঋষি ছিলে, সুতরাং তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিতেছি, আর তুমি যুদ্ধে সমস্ত শত্রুকে এবং সমস্ত দেবতাকেও জয় করিতে পারিবে।৭০

আমার যে অস্ত্র অন্য কেহই নিবারণ করিতে পারে নাই, আমি প্রীতিবশতঃ সেই অস্ত্র তোমাকে দান করিব; তুমি অচিরকালমধ্যেই আমার সেই অস্ত্র ধারণ করিতে পারিবে।৭১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর অর্জ্জুন সেই স্থানে দেবী পার্ব্বতীর সহিত অত্যন্ত তেজস্বী, কৈলাসবাসী ও শূলপাণি মহাদেবকে দর্শন করিলেন।৭২

তখন শত্রুনগরবিজয়ী অর্জ্জুন জানুযুগল দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া এবং মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া স্তব দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।৭৩

অর্জ্জুন বলিলেন,—'মহাদেব! আপনি জটাজূটধারী, সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর, তৃতীয় নয়ন দ্বারা কামদেবকে নিপাত করিয়াছেন, দেবতারও দেবতা এবং নীলকণ্ঠ।৭৪

দেব! আমি জানি যে, আপনি ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তাদের মধ্যে প্রধান, ত্রিলোচন, সর্ব্বব্যাপক, দেবগণেরও পতি এবং এই সমগ্র জগৎ আপনারই উৎপাদিত।৭৫

আপনি—দেব, দানব ও মনুষ্যসমন্বিত ত্রিভুবনেরই অজেয়, আপনি বিষ্ণুরূপী শিব, আবার শিবরূপী বিষ্ণু এবং আপনি দক্ষযজ্ঞবিনাশকারী বীরভদ্র; সুতরাং আপনাকে নমস্কার করি।৭৬

প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্বভূতমহেশ্বর।
গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণকারণম্ ॥৭৮
প্রধানপুরুষাতীতং পরং সূক্ষ্মতরং হরম্।
ব্যতিক্রমং মে ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হসি শঙ্কর ॥৭৯
ভগবন্ দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তোঽস্মীমং মহাগিরিম্
দয়িতং তব দেবেশ তাপসালয়মুত্তমম্ ॥৮০
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্বলোকনমস্কৃতম্।
ন মে স্যাদপরাধোঽয়ং মহাদেবাতিসাহসাৎ ॥৮১
কৃতো ময়া যদজ্ঞানাদ্ বিমর্দোঽয়ং ত্বয়া সহ।
শরণং প্রতিপন্নায় তৎ ক্ষমস্বাদ্য শঙ্কর ॥৮২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রহস্য বৃষভধ্বজঃ।
প্রগৃহ্য রুচিরং বাহুং ক্ষান্তমিত্যেব ফাল্গুনম্ ॥৮৩
পরিষ্বজ্য চ বাহুভ্যাং প্রীতাত্মা ভগবান্ হরঃ।
পুনঃ পার্থং সান্ত্বপূর্বমুবাচ বৃষভধ্বজঃ ॥৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কৈরাতপর্বণি মহাদেবস্তবে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯

আপনি ললাটনেত্র, জগতের সংহারক ও উৎপাদক, শূলপাণি, পিনাকধনুর্দ্ধারী, সূর্য্যস্বরূপ, মঙ্গলকারক এবং বিধাতা। অতএব আপনাকে নমস্কার করি।৭৭

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজীবের মহেশ্বর। আপনি প্রমথগণের অধিপতি, জগতের মঙ্গলকারক, সৃষ্টিকর্ত্তাদেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রকৃতি-পুরুষেরও অতীত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পরমসূক্ষ্ম তুরীয় ব্রহ্ম শিবস্বরূপ; আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। ভগবন্! শঙ্কর! আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা আপনি ক্ষমা করুন।৭৮ ৭৯

দেবদেব! আমি আপনারই সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া তপস্বীদিগের উত্তম আশ্রম এবং আপনার প্রীতিকর এই মহাপর্ব্বত হিমালয়ে আসিয়াছি।৮০

ভগবন্! আপনি সমগ্র জগতের নমস্কৃত; সুতরাং আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। মহাদেব! অতিশয় সাহস করায় আমার এটা যেন অপরাধ না হয়।৮১

শঙ্কর! আমি আপনার শরণাগত; সুতরাং আমি আজ না বুঝিয়া আপনার সহিত যে সংঘর্ষ করিয়াছি, তাহা আপনি ক্ষমা করুন।৮২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন মহাতেজস্বী মহাদেব হাস্য করিয়া অর্জ্জুনের সুন্দর হাতখানি ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি'।৮৩

ভগবান্ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বাহুযুগল দ্বারা অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করত আশ্বাসদানপূর্ব্বক পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিলেন।৮৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কৈরাতপর্ব্বে মহাদেবস্তববিষয়ে একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[। অর্জ্জুনায় বরং দত্ত্বা শ্রীভগবতঃ শঙ্করস্য স্বধামগমনম্।]

দেবদেব উবাচ।

নরস্ত্বং পূর্ব্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্।
বদর্য্যাং তপ্তবানুগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্ ॥১
ত্বয়ি বা পরমং তেজো বিষ্ণৌ বা পুরুষোত্তমে।
যুবাভ্যাং পুরুষাগ্র্যাভ্যাং তেজসা ধার্য্যতে জগৎ ॥২
শক্রাভিষেকে সুমহদ্ধনুর্জলদনিঃস্বনম্।
প্রগৃহ্য দানবাঃ শাস্তাস্ত্বয়া কৃষ্ণেন চ প্রভো ॥৩
তদেতদেব গাণ্ডীবং তব পার্থ করোচিতম্।
মায়ামাস্থায় যদ্ গ্রস্তং ময়া পুরুষসত্তম ॥৪
তূণৌ চাপ্যক্ষয়ৌ ভূয়স্তব পার্থ যথোচিতৌ।
ভবিষ্যতি শরীরঞ্চ নীরুজং কুরুনন্দন ॥৫

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনকে বরদান করিয়া শ্রীভগবান্ শঙ্করের স্বধামগমন।]

মহাদেব বলিলেন,—'অর্জ্জুন। তুমি পূর্ব্বজন্মে 'নর' নামে এক ঋষি ছিলে। তুমি বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সখা হইয়া বহু অযুত-বৎসর যাবৎ ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলে।১

অর্জ্জুন। তোমাতে বা পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণে যে পরম তেজ রহিয়াছে, সেই তেজ দ্বারাই তোমরা দুই জনে জগৎ রক্ষা করিতেছ।২

হে প্রভাবসম্পন্ন অর্জ্জুন। ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময়ে তুমি এবং বিষ্ণু মেঘের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিযুক্ত বিশাল একটী ধনু ধারণ করিয়া দানবগণকে নিবারণ করিয়াছিলে।৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। এই সেই গাণ্ডীব ধনু; ইহা তোমারই হস্তের যোগ্য। আমি মায়া করিয়া যে ধনুকে গ্রাস করিয়াছিলাম।৪

প্রীতিমানস্মি তে পার্থ ভবান্ সত্যপরাক্রমঃ।
গৃহাণ বরমস্মত্তঃ কাঙ্ক্ষিতং পুরুষোত্তম ॥৬
ন ত্বয়া পুরুষঃ কশ্চিৎ পুমান্ মর্ত্ত্যেষু মানদ।
দিবি বা বর্ত্ততে ক্ষত্রং ত্বৎপ্রধানমরিন্দম ॥৭

অর্জ্জুন উবাচ।

ভগবন্ দদাসি চেন্মহ্যং কামং প্রীত্যা বৃষধ্বজ।
কাময়ে দিব্যমস্ত্রং তদ্ ঘোরং পাশুপতং প্রভো ॥৮
যৎ তদ্ ব্রহ্মশিরো নাম রৌদ্রং ভীমপরাক্রমম্।
যুগান্তে দারুণে প্রাপ্তে কৃৎস্নং সংহরতে জগৎ ॥৯
কর্ণ-ভীষ্ম-কৃপ-দ্রোণৈর্ভবিতা তু মহাহবঃ।
ত্বৎ প্রসাদান্মহাদেব জয়েয়ং তান্ যথা যুধি ॥১০

কুরুনন্দন। আর, সেই অক্ষয় তূণ দুইটি পুনরায় তোমারই হউক; ইহাও তোমারই যোগ্য এবং তোমার এই শরীরটীও রোগশূন্য হইবে।৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। তুমি যথার্থই পরাক্রমশালী; সুতরাং তোমার উপরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।৬

হে সম্মানপ্রদ অরিন্দম। মর্ত্ত্যলোকে তোমার তুল্য কোন পুরুষ নাই এবং স্বর্গেও তোমা অপেক্ষা প্রধান কোন ক্ষত্রিয় শক্তিশালী লোক নাই।৭

অর্জ্জুন বলিলেন,—'প্রভু বৃষধ্বজ। আপনি প্রীতিবশতঃ যদি আমাকে অভীষ্ট বর দান করেন, তবে আমি সেই ভয়ঙ্কর দিব্য পাশুপত অস্ত্র লইতে ইচ্ছা করি।৮

যে অস্ত্রের নাম—'ব্রহ্মশির', যাহা কেবল আপনারই আছে, যাহার পরাক্রম ভয়ঙ্কর এবং

দহেয়ং যেন সংগ্রামে দানবান্ রাক্ষসাংস্তথা।
ভূতানি চ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বানথ পন্নগান্ ॥১১
যস্মিন্ শূলসহস্রাণি গদাশ্চোগ্রপ্রদর্শনাঃ।
শরাশ্চাশীবিষাকারাঃ সম্ভবন্ত্যনুমন্ত্রিতে ॥১২
যুধ্যেয়ং যেন ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ কৃপেণ চ।
সূতপুত্রেণ চ রণে নিত্যং কটুকভাষিণা ॥১৩
এষ মে প্রথমঃ কামো ভগবন্ ভগনেত্রহন্।
ত্বৎপ্রসাদাদয়ীন্ হন্তুং সমর্থঃ স্যামহং যথা ॥১৪

ভব উবাচ।

দদামি তেঽস্ত্রং দয়িতমহং পাশুপতং বিভো।
সমর্থো ধারণে মোক্ষে সংহারে চাপি পাণ্ডব ॥১৫
নৈতদ্ বেদ মহেন্দ্রোঽপি ন যমো ন চ যক্ষরাট্।
বরুণোঽপ্যথবা বায়ুঃ কুতো বেৎস্যন্তি মানবাঃ ॥১৬
ন ত্বেতৎ সহসা পার্থ মোক্তব্যং পুরুষে কচিৎ।
জগদ্ বিনির্দহেদেতদল্পতেজসি পাতিতম্ ॥১৭
অবধ্যো নাম নাস্ত্যত্র ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
মনসা চক্ষুষা বাচা ধনুষা চ নিপাতয়েৎ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতঃ পার্থঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
উপসংগম্য বিশ্বেশমধীষ্বেত্যথ সোঽব্রবীৎ ॥১৯
ততস্ত্বধ্যাপয়ামাস সরহস্যনিবর্ত্তনম্।
তদস্ত্রং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং মূর্ত্তিমন্তমিবান্তকম্ ॥২০

যাহা দারুণ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমগ্র জগৎকেই সংহার করিয়া থাকে।৯

মহাদেব! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণের সহিত আমার মহাযুদ্ধ হইবে; সেই যুদ্ধে যেন আমি আপনার অনুগ্রহে তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারি।১০

আপনি আমাকে সেই অস্ত্র প্রদান করুন, যে অস্ত্রদ্বারা আমি যুদ্ধে দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও নাগদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইব।১১

যে অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিলে, তাহা হইতে সহস্র সহস্র শূল, ভয়ঙ্কর গদা এবং সর্পাকৃতি বাণসমূহ আবির্ভূত হইয়া থাকে।১২

যে অস্ত্র দ্বারা আমি—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও সর্ব্বদা কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব।১৩

ভগবন্ কামনাশক! ইহাই আমার প্রথম কামনা যে, যাহাতে আমি আপনার অনুগ্রহে শত্রুসংহারে সমর্থ হই।১৪

মহাদেব বলিলেন,—প্রভাবশালী পাণ্ডব! আমার প্রিয় 'পাশুপত' অস্ত্র আমি তোমাকে দান করিব। কেন না, তুমি তাহা ধারণ, প্রয়োগ ও উপসংহার করিতে সমর্থ।১৫

ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, কিংবা বায়ুও এ অস্ত্র জানেন না, সুতরাং মানুষেরা জানিবে কি করিয়া?১৬

অর্জ্জুন! তুমি সহসা কোন লোকের উপরে এ অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না; কারণ, দুর্ব্বলের উপরে নিক্ষেপ করিলে, এ অস্ত্র জগৎটাকেই দগ্ধ করিবে।১৭

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবনের মধ্যে কোন প্রাণীই এই অস্ত্রের অবধ্য নাই। বিশেষতঃ এই অস্ত্র—মন, নয়ন, বাক্য ও ধনুর্দ্বারা নিক্ষেপ করা যায়।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই কথা শ্রবণ করত অর্জ্জুন পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সত্বর মহাদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন—'এই পাশুপত অস্ত্রের উপদেশ করুন'।১৯

তাহার পর মহাদেব মন্ত্র, সঙ্কেত ও উপসংহারের সহিত মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় সেই পাশুপত অস্ত্র অর্জ্জুনকে উপদেশ করিলেন।২০

উপতস্থে চ তৎ পার্থং যথা ত্র্যক্ষমুমাপতিম্।
প্রাতজগ্রাহ তচ্চাপি প্রীতিমানর্জুনস্তদা ॥২১
ততশ্চচাল পৃথিবী সপর্বত-বনদ্রুমা।
সসাগর-বনোদ্দেশা সগ্রাম-নগরাকরা ॥২২
শঙ্খ-দুন্দুভিঘোষাশ্চ ভেরীণাঞ্চ সহস্রশঃ।
তস্মিন্ মুহূর্তে সম্প্রাপ্তে নির্ঘাতশ্চ মহানভূৎ ॥২৩
অথাস্ত্রং জাজ্বলদ্‌ঘোরং পাণ্ডবস্যামিতৌজসঃ।
মূর্তিমদ্ বৈ স্থিতং পার্শ্বে দদৃশুর্দেব-দানবাঃ ॥২৪
স্পৃষ্টস্য ত্র্যম্বকেণাথ ফাল্গুনস্যামিতৌজসঃ।
যৎ কিঞ্চিদশুভং দেহে তৎ সর্বং নাশমীয়িবৎ ॥২৫
স্বর্গং গচ্ছেত্যনুজ্ঞাতস্ত্র্যম্বকেণ তদার্জুনঃ।
প্রণম্য শিরসা রাজন্ প্রাঞ্জলির্দেবমৈক্ষত ॥২৬

ততঃ প্রভুস্ত্রিদিবনিবাসিনাং বশী
মহাদ্যুতির্গিরিশ উমাপতিঃ শিবঃ।
ধনুর্মহদ্ দিতিজ-পিশাচসূদনং
দদৌ ভবঃ পুরুষবরায় গাণ্ডিবম্ ॥২৭
ততঃ শুভং গিরিবরমীশ্বরস্তদা
সহোময়া সিততটসানুকন্দরম্।
বিহায় তং পতগমহর্ষিসেবিতং
জগাম খং পুরুষবরস্য পশ্যতঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কৈরাতপর্বণি শিবপ্রস্থানে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০

তখন সেই পাশুপত অস্ত্র শিবের যেমন অনুগত ছিল, অর্জ্জুনেরও তেমনই অনুগত হইল; অর্জ্জুনও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন।২১

তাহার পর পর্ব্বত, বন, বৃক্ষ, সমুদ্র, বনসন্নিহিত স্থান, গ্রাম, নগর ও খনির সহিত সমগ্র পৃথিবী তখন কাঁপিতে লাগিল।২২

আর সেই সময়ে সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরীর শব্দ এবং আকাশে ভয়ঙ্কর নির্ঘাতের শব্দ (বায়ুর পরস্পর প্রবল আঘাত জনিত ঘোর শব্দ) হইল।২৩

তদনন্তর সেই ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অমিততেজা অর্জুনের পার্শ্বে থাকিয়া অত্যন্ত জ্বলিতে লাগিল; তাহা দেবগণ ও দানবগণ দর্শন করিলেন।২৪

তাহার পর মহাদেব অমিততেজা অর্জ্জুনের অঙ্গ স্পর্শ করিলে, অর্জুনের শরীরে পূর্ব্বে যে কিছু ক্ষত বা বেদনা হইয়াছিল, সে সমস্তই তিরোহিত হইল।২৫

তৎপরে মহাদেব অনুমতি করিলেন যে—'অর্জ্জুন! তুমি স্বর্গে গমন কর'। তখন অর্জ্জুন মস্তকদ্বারা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।২৬

তদনন্তর দেবতাদের অধীশ্বর, চিরস্বাধীন, মহাতেজা, কৈলাসবাসী, উমাপতি ও জগতের মঙ্গলকারী মহাদেব দৈত্য ও পিশাচগণের দমনকারী বিশাল সেই গাণ্ডীবধনু অর্জ্জুনের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।২৭

তাহার পর যে হিমালয়ের উন্নতাবনত স্থান, সমতল ভূমি ও গুহাসকল শুভ্রবর্ণ এবং যে হিমালয় পক্ষিগণ ও মহর্ষিগণের আশ্রয়, সেই মঙ্গলময় হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া তখনই মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত আকাশে চলিয়া গেলেন; আর অর্জুন সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কৈরাতপর্ব্বে শিবপ্রস্থানে চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনসমীপে দিক্‌পালানামাগমনম্, তস্মৈ দিব্যাস্ত্রসমূহদানম্, স্বর্গং গন্তুং দেবরাজস্যার্জ্জুনায়াদেশপ্রদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য সম্পশ্যতস্ত্বেব পিনাকী বৃষভধ্বজঃ।
জগামাদর্শনং ভানুর্লোকস্যেবাস্তমীয়িবান্ ॥১

ততোঽর্জ্জুনঃ পরং চক্রে বিস্ময়ং পরবীরহা।
ময়া সাক্ষান্মহাদেবো দৃষ্ট ইত্যেব ভারত ॥২

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যন্ময়া ত্র্যম্বকো হরঃ।
পিনাকী বরদো রূপী দৃষ্টঃ স্পৃষ্টশ্চ পাণিনা ॥৩

কৃতার্থং চাবগচ্ছামি পরমাত্মানমাহবে।
শত্রূংশ্চ বিজিতান্ সর্ব্বান্ নির্বৃত্তঞ্চ প্রয়োজনম্ ॥৪

ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য পার্থস্যামিততেজসঃ।
ততো বৈদূর্য্যবর্ণাভো ভাসয়ন্ সর্ব্বতো দিশঃ ॥
যাদোগণবৃতঃ শ্রীমানাজগাম জলেশ্বরঃ ॥৫

নাগৈর্নদৈর্নদীভিশ্চ দৈত্যৈঃ সাধ্যৈশ্চ দৈবতৈঃ।
বরুণো যাদসাং ভর্ত্তা বশীতং দেশমাগমৎ ॥৬

অথ জাম্বূনদবপুর্বিমানেন মহার্চিষা।
কুবেরঃ সমনুপ্রাপ্তো যক্ষৈরনুগতঃ প্রভুঃ ॥৭

বিদ্যোতয়ন্নিবাকাশমদ্ভুতোপমদর্শনঃ।
ধনানামীশ্বরঃ শ্রীমানর্জ্জুনং দ্রষ্টুমাগতঃ ॥৮

তথা লোকান্তকৃচ্ছ্রীমান্ যমঃ সাক্ষাৎ প্রতাপবান্।
মর্ত্ত্যমূর্ত্তিধরৈঃ সার্দ্ধং পিতৃভির্লোকভাবনৈঃ ॥৯

দণ্ডপাণিরচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতবিনাশকৃৎ।
বৈবস্বতো ধর্ম্মরাজো বিমানেনাবভাসয়ন্ ॥১০

ত্রীঁল্লোকান্ গুহ্যকাংশ্চৈব গন্ধর্ব্বাংশ্চ সপন্নগান্।
দ্বিতীয় ইব মার্ত্তণ্ডো যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥১১

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের নিকটে দিক্‌পালগণের আগমন, তাঁহাকে দিব্যাস্ত্রসমূহ দান এবং স্বর্গে গমন করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের অর্জ্জুনকে আদেশ প্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সমস্ত লোকের দৃষ্টির গোচরে যেমন অস্তাচলগত সূর্য্য তাহাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়েন; সেইরূপ অর্জ্জুনের দৃষ্টির গোচরে মহাদেব তাঁহার দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়িলেন।১

ভরতনন্দন! তাহার পর 'আমি মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছি' ইহা ভাবিয়া বিপক্ষবীরহন্তা অর্জ্জুন অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।২

(আর ভাবিলেন)—'আমি ধন্য হইয়াছি এবং অনুগৃহীত হইয়াছি। যেহেতু ত্রিলোচন, পিনাকধারী ও বরদাতা মূর্ত্তিমান্ মহাদেবকে আমি দেখিতে পাইয়াছি এবং হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারিয়াছি।৩

আর আপনাকে অত্যন্ত কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেছি, যুদ্ধে সকল শত্রুকেই বিজিত বলিয়া সম্ভাবনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিতেছি।৪

অমিততেজা অর্জ্জুন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ মনোহরমূর্ত্তি বরুণ জলজন্তুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সমস্ত দিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিলেন।৫

জলজন্তুপতি ও সংযতচিত্ত বরুণ সর্প, নদ, নদী, দৈত্য, সাধ্য ও দেবগণের সহিত ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।৬

তাহার পর সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ কুবের অত্যুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার পিছনে পিছনে যক্ষগণও আসিলেন।৭

তখন ঐন্দ্রজালিক পুরুষের ন্যায় অদ্ভুতদর্শন ও মনোহরমূর্ত্তি কুবের আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতে করিতেই যেন অর্জ্জুনকে দেখিতে আসিলেন।৮

তদনন্তর জগৎসংহারকারী, মনোহরমূর্ত্তি

তে ভানুমন্তি চিত্রাণি শিখরাণি মহাগিরেঃ।
সমাস্থায়ার্জ্জুনং তত্র দদৃশুস্তপসান্বিতম্ ॥ ১২

ততো মুহূর্ত্তাদ্ ভগবানৈরাবতশিরোগতঃ।
আজগাম সহেন্দ্রাণ্যা শক্রঃ সুরগণৈর্বৃতঃ ॥১৩

পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্দ্ধনি।
শুশুভে তারকারাজঃ সিতমভ্রমিব স্থিতঃ ॥১৪

সংস্তূয়মানো গন্ধর্বৈর্ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
শৃঙ্গং গিরেঃ সমাসাদ্য তস্থৌ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥১৫

অথ মেঘস্বনো ধীমান্ ব্যাজহার শুভাং গিরম্।
যমঃ পরমধর্মজ্ঞো দক্ষিণাং দিশমাস্থিতঃ ॥১৬

অর্জ্জুনার্জ্জুন পশ্যাস্মাঁল্লোকপালান্ সমাগতান্।
দৃষ্টিং তে বিতরামোহদ্য ভবানর্হতি দর্শনম্ ॥১৭

পূর্ব্বর্ষিরমিতাত্মা ত্বং নরো নাম মহাবলঃ।
নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণস্তাত মর্ত্ত্যতাং সমুপাগতঃ ॥১৮

ত্বয়া চ বসুসম্ভূতো মহাবীর্য্যঃ পিতামহঃ।
ভীষ্মঃ পরমধর্ম্মাত্মা সংসাধ্যশ্চ রণেহনঘ ॥১৯

ক্ষত্রং চাগ্নিসমস্পর্শং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্।
দানবাশ্চ মহাবীর্য্যা যে মনুষ্যত্বমাগতাঃ।
নিবাতকবচাশ্চৈব দানবাঃ কুরুনন্দন ॥২০

পিতুর্মমাংশো দেবস্য সর্বলোকপ্রতাপিনঃ।
কর্ণশ্চ সুমহাবীর্য্যস্ত্বয়া বধ্যো ধনঞ্জয় ॥২১

প্রতাপশালী, দণ্ডধারী, অচিন্তনীয়স্বভাব, এবং সমস্তপ্রাণিবিনাশক সূর্য্যনন্দন ধর্ম্মরাজ যম মূর্ত্তিমান্ হইয়া মনুষ্যমূর্ত্তি ও মঙ্গলকারী পিতৃগণের সহিত বিমানে আরোহণ করত যক্ষলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও নাগলোক উদ্ভাসিত করিয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় আগমন করিলেন।৯-১১

তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ের উজ্জ্বল ও বিচিত্র শৃঙ্গসমূহে অবস্থান করিয়া তপস্বী অর্জ্জুনকে দর্শন করিলেন।১২

তাহার পর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই ভগবান্ ইন্দ্র দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐরাবতহস্তীতে আরোহণ করত শচীদেবীর সহিত আগমন করিলেন।১৩

তাঁহার মস্তকের উপরে একটী শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করা হইয়াছিল; তাহাতে তিনি শুভ্রবর্ণ মেঘের নিম্নবর্ত্তী চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।১৪

তখন গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও তপস্বিগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন, এই অবস্থায় ইন্দ্র হিমালয়ের শৃঙ্গে আসিয়া উদিত সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৫

তাহার পর দক্ষিণদিকের অধিপতি পরমধর্ম্মজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ যম মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন।১৬

অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি আমাদিগকে দর্শন কর, আমরা দিক্‌পালেরা আগমন করিয়াছি। আজ আমরা তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দান করিলাম; কেন না, তুমি আমাদের দর্শন লাভ করিবার যোগ্য।১৭

বৎস! তুমি পূর্ব্বজন্মে ‘নর’ নামে মহাবল ও অমিতপ্রভাব ঋষি ছিলে; তা’র পর ব্রহ্মার আদেশে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছ।১৮

হে নিষ্পাপ! তোমাদের পিতামহ, বসুর অংশ হইতে উৎপন্ন, মহাবল ও পরমধার্ম্মিক ভীষ্মকে তুমি যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে।১৯

আর দ্রোণরক্ষিত অগ্নির তুল্য তেজস্বী ক্ষত্রিয়দিগকে, যে সকল মহাবল দানব মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদিগকে এবং নিবাতকবচগণকেও তুমি যুদ্ধে জয় করিবে।২০

হে ধনঞ্জয়! সমস্ত জগতের তাপদাতা আমার পিতৃদেব সূর্য্যের অংশস্বরূপ মহাবল কর্ণকেও তুমি বধ করিবে।২১

অংশাশ্চ ক্ষিতিসম্প্রাপ্তা দেব-দানব-রক্ষসাম্ ।
ত্বয়া নিপাতিতা যুদ্ধে স্বকর্মফলনির্জিতাম্ ॥২২
গতিং প্রাপ্স্যন্তি কৌন্তেয় যথাস্বমরিকর্ষণ ।
অক্ষয়া তব কীর্ত্তিশ্চ লোকে স্থাস্যতি ফাল্গুন ॥২৩
ত্বয়া সাক্ষান্মহাদেবস্তোষিতো হি মহামৃধে ।
লঘ্বী বসুমতী চাপি কর্ত্তব্যা বিষ্ণুনা সহ ॥২৪
গৃহাণাস্ত্রং মহাবাহো দণ্ডমপ্রতিবারণম্ ।
অনেনাস্ত্রেণ সুমহৎ ত্বং হি কর্ম করিষ্যসি ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
প্রতিজগ্রাহ তৎ পার্থো বিধিবৎ কুরুনন্দন ।
সমন্ত্রং সোপচারঞ্চ সমোক্ষং সনিবর্তনম্ ॥২৬

ততো জলধরশ্যামো বরুণো যাদসাং পতিঃ ।
পশ্চিমাং দিশমাস্থায় গিরমুচ্চারয়ন্ প্রভুঃ ॥২৭
পার্থ ক্ষত্রিয়মুখ্যস্ত্বং ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতঃ ।
পশ্য মাং পৃথুতাম্রাক্ষ বরুণোঽস্মি জলেশ্বরঃ ॥২৮
ময়া সমুদ্যতান্ পাশান্ বারুণাননিবারিতান্ ।
প্রতিগৃহ্নীষ কৌন্তেয় সরহস্যনিবর্ত্তনান্ ॥২৯
এভিস্তদা ময়া বীর সংগ্রামে তারকাময়ে ।
দৈতেয়ানাং সহস্রাণি সংযতানি মহাত্মনাম্ ॥৩০
তস্মাদিমান্ মহাসত্ত্ব মৎপ্রসাদসমুত্থিতান্ ।
গৃহাণ ন হি তে মুচ্যেদন্তকোঽপ্যাততায়িনঃ ॥৩১
অনেন ত্বং যদাস্ত্রেণ সংগ্রামে বিচরিষ্যসি ।
তদা নিঃক্ষত্রিয়া ভূমির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩২

শত্রুনাশক কুন্তীনন্দন অর্জুন ! দেব, দানব ও রাক্ষসগণের যে সকল অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিপাত করিবে; তৎপরে তাহারা নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে নিজ নিজ যোগ্য গতি লাভ করিবে এবং তোমারও অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে থাকিয়া যাইবে ।২২-২৩

তুমি মহাযুদ্ধে সাক্ষাৎ মহাদেবকে করিয়াছ এবং কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীকে ভারশূন্য করিবে ।২৪

মহাবাহু ! বিপক্ষীয়গণ যাহা বারণ করিতে পারে না, তুমি আমার সেই দণ্ড অস্ত্র গ্রহণ কর ; তুমি এই অস্ত্র দ্বারা গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে পারিবে ।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! তাহার পর অর্জুন মন্ত্র, ইতিকর্ত্তব্যতা, প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত যথাবিধানে এই অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ।২৬

তদনন্তর পশ্চিমদিকের অধিপতি জলজন্তুগণের অধীশ্বর এবং মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ বরুণ এই কথা বলিলেন—।২৭

'অর্জুন ! তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছ ; সুতরাং তুমি আমাকে দর্শন কর ; হে বিশালতাম্রনয়ন ! আমি জলাধিপতি বরুণ ।২৮

কুন্তীনন্দন ! শত্রুগণ যাহা বারণ করিতে পারে না, সেই বারুণপাশ আমি দান করিবার জন্য আনিয়াছি ; মন্ত্র, সঙ্কেত ও উপসংহারের উপায়ের সহিত তুমি ইহা গ্রহণ কর ।২৯

বীর ! সেই সময়ে তারকাসুরের যুদ্ধে আমি এই পাশ দ্বারা সহস্র সহস্র মহাবল দৈত্যকে বন্ধন করিয়াছিলাম ।৩০

অতএব মহাবল ! আমার প্রসন্নতানিবন্ধন উপস্থিত এই পাশাস্ত্র তুমি গ্রহণ কর ; ইহার প্রভাবে তোমার হাত হইতে যমও মুক্তি পাইবে না ।৩১

তুমি যখন এই অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে বিচরণ করিবে, তখন পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হইবে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৈলাসনিলয়ো ধনাধ্যক্ষোঽভ্যভাষত।
দত্তেষস্ত্রেষু দিব্যেষু বরুণেন যমেন চ ॥৩৩

প্রীতোঽহমপি তে প্রাজ্ঞ পাণ্ডবেয় মহাবল।
ত্বয়া সহ সমাগম্য অজিতেন তথৈব চ ॥৩৪

সব্যসাচিন্ মহাবাহো পূর্বদেব সনাতন।
সহাস্মাভির্ভবান্ শ্রান্তঃ পুরাকল্পেষু নিত্যশঃ ॥৩৫

দর্শনাৎ তে ত্বিদং দিব্যং প্রদিশামি নরর্ষভ।
অমনুষ্যান্ মহাবাহো দুর্জয়ানপি জেষ্যসি ॥৩৬

মত্তশ্চৈব ভবানাশু গৃহ্ণাত্বস্ত্রমনুত্তমম্।
অনেন ত্বমনীকানি ধার্তরাষ্ট্রস্য ধক্ষ্যসি ॥৩৭

তদিদং প্রতিগৃহ্ণীষ অন্তর্ধানং প্রিয়ং মম।
ওজস্তেজোদ্যুতিকরং প্রস্বাপনমরাতিমুৎ ॥৩৮

মহাত্মনা শঙ্করেণ ত্রিপুরং নিহতং যদা।
তদৈতদস্ত্রং নির্মুক্তং যেন দগ্ধা মহাসুরাঃ ॥৩৯

ত্বদর্থমুদ্যতং চেদং ময়া সত্যপরাক্রম।
ত্বমর্হো ধারণে চাস্য মেরুপ্রতিমগৌরব ॥৪০

ততোঽর্জুনো মহাবাহুর্বিধিবৎ কুরুনন্দনঃ।
কৌবেরমভিজগ্রাহ দিব্যমস্ত্রং মহাবলঃ ॥৪১

ততোঽব্রবীদ্ দেবরাজঃ পার্থমক্লিষ্টকারিণম্।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনঃ ॥৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যম ও বরুণ দিব্য অস্ত্রসমূহ প্রদান করিলে, তাহার পর কৈলাসবাসী কুবের কহিলেন ।৩৩

প্রাজ্ঞ মহাবল পাণ্ডুনন্দন! তুমি যুদ্ধে অপরাজিত; সুতরাং তোমার সহিত সম্মিলিত হইয়া আমিও যম এবং বরুণের মতই সন্তুষ্ট হইয়াছি।৩৪

সব্যসাচিন্! মহাবাহু! সনাতন! পূর্ব্বদেব (নরায়ণসখ)! তুমি পূর্ব্বজন্মে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া নিত্যই তপস্যায় পরিশ্রান্ত থাকিতে।৩৫

মহাবাহু নরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে দর্শন করিয়াই এই দিব্য অস্ত্র দান করিতেছি; তুমি ইহা দ্বারা দুর্জ্জয় দৈত্যপ্রভৃতিকেও জয় করিতে পারিবে।৩৬

তুমি আমার নিকট হইতে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র সত্বর গ্রহণ কর; ইহা দ্বারা তুমি দুর্য্যোধনের সৈন্য দগ্ধ করিতে পারিবে।৩৭

এই অস্ত্র—মানসিক বল, দৈহিক বল ও শরীরের কান্তি উৎপাদন করে, বিপক্ষের চৈতন্য লোপ করে, অতএব শত্রুপক্ষকে পরাভূতই করে। সুতরাং আমার প্রিয় এই 'অন্তর্দ্ধান' নামক প্রসিদ্ধ অস্ত্র গ্রহণ কর।৩৮

মহাত্মা মহাদেব যখন ত্রিপুরাসুরের তিনটী পুর (নগর)কে বিনষ্ট করেন, তখন তিনি এই অস্ত্রই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; যাহাতে মহাসুরগণও দগ্ধ হইয়াছিল।৩৯

হে সত্যপরাক্রম! তোমার গুরুত্ব সুমেরু-পর্ব্বতেরই তুল্য; সুতরাং তুমি এই অস্ত্র ধারণ করিবার যোগ্য এবং তোমার জন্যই আমি এই অস্ত্র উপস্থিত করিয়াছি।৪০

তাহার পর মহাবাহু ও মহাবল কুরুনন্দন অর্জ্জুন যথাবিধানে কুবেরের সেই দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।৪১

কুন্তীমাতর্মহাবাহো ত্বমীশানঃ পুরাতনঃ।
পরাং সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তঃ সাক্ষাদ্ দেবগতিং গতঃ ॥৪৩
দেবকার্য্যন্তু সুমহৎ ত্বয়া কার্য্যমরিন্দম।
আরোঢ়ব্যস্ত্বয়া স্বর্গঃ সজ্জীভব মহাদ্যুতে ॥৪৪
রথো মাতলিসংযুক্ত আগন্তা ত্বৎকৃতে মহীম্।
তত্র তেঽহং প্রদাস্যামি দিব্যান্যস্ত্রাণি কৌরব ॥৪৫
তান্ দৃষ্ট্বা লোকপালাংস্তু সমেতান্ গিরিমূর্দ্ধনি।
জগাম বিস্ময়ং ধীমান্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয় ॥৪৬
ততোঽর্জুনো মহাতেজা লোকপালান্ সমাগতান্।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ বাগ্‌ভিরদ্ভিঃ ফলৈরপি ॥৪৭
ততঃ প্রতিযযুর্দেবাঃ প্রতিমান্য ধনঞ্জয়ম্।
যথাগতেন বিবুধাঃ সর্বে কামমনোজবাঃ ॥৪৮
ততোঽর্জুনো মুদং লেভে লব্ধাস্ত্রঃ পুরুষর্ষভঃ।
কৃতার্থমথ চাত্মানং স মেনে পূর্ণমানসম্ ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কৈরাতপর্বণি দেবপ্রস্থানে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

তদনন্তর দেবরাজ কোমল বাক্যে অনায়াসে মহৎকর্মকারী অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিয়া মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন।৪২

মহাবাহু কুন্তীনন্দন! তুমি সনাতন ঈশ্বরের অংশ; তা'র পর আবার এই তপস্যা দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, এমন কি সাক্ষাৎ দেবত্ব পাইয়াছ।৪৩

অতএব মহাতেজা অরিন্দম! তোমায় সুমহৎ দেবকার্য্য করিবার জন্য স্বর্গলোকে আরোহণ করিতে হইবে; তাহার জন্য সজ্জিত হও।৪৪

কুরুনন্দন! তোমার জন্য মাতলিচালিত রথ ভূতলে আসিবে। সেই স্বর্গলোকেই আমি তোমাকে স্বর্গীয় অস্ত্রসকল দান করিব।৪৫

বুদ্ধিমান্ কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন হিমালয়ের উপরে সম্মিলিত লোকপাল দেবগণকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।৪৬

তাহার পর মহাতেজা অর্জ্জুন বাক্য, জল ও ফল দ্বারা সমাগত দিক্‌পালগণকে যথাবিধানে পূজা করিলেন।৪৭

তদনন্তর মনের ন্যায় অতিশয় বেগশালী ও বিশেষজ্ঞানী দেবতারা সকলে অর্জ্জুনের প্রতি সম্মান দেখাইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া গেলেন।৪৮

তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অস্ত্রলাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।৪৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কৈরাতপর্ব্বে দেবপ্রস্থানে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪১

(ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্ব।)

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনস্য স্বর্গলোকগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতেষু লোকপালেষু পার্থঃ শক্রনিবর্হণঃ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র দেবরাজরথং প্রতি ॥১

ততশ্চিন্তয়মানস্য গুড়াকেশস্য ধীমতঃ।
রথো মাতলিসংযুক্ত আজগাম মহাপ্রভঃ ॥২

নভো বিতিমিরং কুর্বন্ জলদান্ পাটয়ন্নিব।
দিশঃ সম্পূরয়ন্ নাদৈর্মহামেঘরবোপমৈঃ ॥৩

অসয়ঃ শক্তয়ো ভীমা গদাশ্চোগ্রপ্রদর্শনাঃ।
দিব্যপ্রভাবাঃ প্রাসাশ্চ বিদ্যুতশ্চ মহাপ্রভাঃ ॥৪

তথৈবাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা ॥৫

তত্র নাগা মহাকায়া জ্বলিতাস্যাঃ সুদারুণাঃ।
সিতাভ্রকূটপ্রতিমাঃ সংহতাশ্চ তথোপলাঃ ॥৬

দশ বাজিসহস্রাণি হরীণাং বাতরংহসাম্।
বহন্তি যং নেত্রমুষং দিব্যং মায়াময়ং রথম্ ॥৭

তত্রাপশ্যন্মহানীলং বৈজয়ন্তং মহাপ্রভম্।
ধ্বজমিন্দীবরশ্যামং বংশং কনকভূষণম্ ॥৮

তস্মিন্ রথে স্থিতং সূতং তপ্তহেমবিভূষিতম্।
দৃষ্ট্বা পার্থো মহাবাহুর্দেবমেবান্বতর্কয়ৎ ॥৯

তথা তর্কয়তস্তস্য ফাল্গুনস্যাথ মাতলিঃ।
সন্নতঃ প্রস্থিতো ভূত্বা বাক্যমর্জ্জুনমব্রবীৎ ॥১০

মাতলিরুবাচ।

ভো ভোঃ শক্রাত্মজ শ্রীমান্ শক্রস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি
আরোহতু ভবান্ শীঘ্রং রথমিন্দ্রস্য সম্মতম্ ॥১১

(ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্ব।)

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের স্বর্গলোকগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! দিক্‌পালগণ চলিয়া গেলে, শত্রুবিজয়ী অর্জ্জুন ইন্দ্রের রথের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১

নিদ্রাজয়ী বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন যখন চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহামেঘের শব্দের তুল্য গম্ভীরশব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া, মেঘসমূহকে যেন বিদীর্ণ করিতে থাকিয়া এবং আকাশমণ্ডলকে অন্ধকারশূন্য করিয়া মহাপ্রভাবশালী মাতলি-সংযুক্ত ইন্দ্ররথ আগমন করিল।২-৩

সেই রথের ভিতরে ভীষণ তরবারি ও শক্তি, ভয়ঙ্কর গদা, অলৌকিক-প্রভাবসম্পন্ন প্রাস, মহা-প্রভাশালী বিদ্যুৎ, নির্ঘাতের তুল্য শব্দকারী বজ্র, মহামেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দকারী চক্রসংযুক্ত এবং কেবল বায়ুর সাহায্যে দশ দশ সের ওজনের এক একটা গোলা নিক্ষেপ করে এহেন বৃহৎ কামান, বিশালদেহ ও উজ্জ্বলমুখ ভয়ঙ্কর সর্প এবং বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় রাশীকৃত পাথরের গোলাসকল বিদ্যমান ছিল।৪-৬

হে রাজন্! আর সেই বিমানে বায়ুর ন্যায় বেগশালী অশ্বাকৃতি দশহাজার চালকযন্ত্র (ইঞ্জিন) ছিল; যে যন্ত্রগুলি নয়নাকর্ষক মায়াময় সেই দিব্য বিমানকে বহন করিত।৭

অর্জ্জুন সেই রথে মহানীলমণিনির্ম্মিত, ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বংশদণ্ডের ন্যায় সরল এবং স্বর্ণভূষণে ভূষিত মহাপ্রভাবসম্পন্ন একটি ধ্বজ দেখিতে পাইলেন।৮

তখন মহাবাহু অর্জ্জুন সেই রথে স্থিত স্বর্ণভূষণে ভূষিত সারথিকে দেখিয়া কোন দেবতা বলিয়াই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।৯

আহ মামমরশ্রেষ্ঠঃ পিতা তব শতক্রতুঃ।
কুন্তীসুতমিহ প্রাপ্তং পশ্যন্তু ত্রিদশালয়াঃ ॥১২
এষ শক্রঃ পরিবৃতো দেবৈঋষিগণৈস্তথা।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ ত্বাং দিদৃক্ষুঃ প্রতীক্ষতে ॥১৩
অস্মাল্লোকাদ্ দেবলোকং পাকশাসনশাসনাৎ
আরোহ ত্বং ময়া সার্ধং লব্ধাস্ত্রঃ পুনরেষ্যসি ॥১৪

অর্জুন উবাচ।

মাতলে গচ্ছ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব রথোত্তমম্।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং শতৈরপি সুদুর্লভম্ ॥১৫
পার্থিবৈঃ সুমহাভাগৈর্যজ্বভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
দৈবতৈর্বা সমারোঢ়ুং দানবৈর্বা রথোত্তমম্ ॥১৬
নাতপ্ততপসা শক্য এষ দিব্যো মহারথঃ।
দ্রষ্টুং বাপ্যথবা স্প্রষ্টুমারোঢ়ুং কুত এব চ ॥১৭
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতে সাধো রথস্থে স্থিরবাজিনি।
পশ্চাদহমথারোক্ষ্যে সুকৃতী সৎপথং যথা ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মাতলিঃ শক্রসারথিঃ।
আরুরোহ রথং শীঘ্রং হয়ান্ যেমে চ রশ্মিভিঃ ॥১৯
ততোঽর্জুনো হৃষ্টমনা গঙ্গায়ামাপ্লুতঃ শুচিঃ।
জজাপ জপ্যং কৌন্তেয়ো বিধিবৎ কুরুনন্দনঃ ॥২০
ততঃ পিতৄন্ যথান্যায়ং তর্পয়িত্বা যথাবিধি।
মন্দরং শৈলরাজং তমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥২১

অর্জুন মনে মনে সেইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে মাতলি যাইয়া প্রণাম করিয়া প্রণয়-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১০

মাতলি বলিলেন—'শ্রীমন্ ইন্দ্রনন্দন! ইন্দ্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন; অতএব আপনি ইন্দ্রের অতিপ্রিয় রথে সত্বর আরোহণ করুন।১১

আপনার পিতা দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন যে, অর্জুন এখানে আসিলে দেবতারা তাহাকে দেখিবেন।১২

দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ ও অপ্সরাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় এই দেবরাজ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।১৩

অতএব আপনি দেবরাজের আদেশে আমার সহিত এই মর্ত্যলোক হইতে দেবলোকে আরোহণ করুন; তথায় অস্ত্রলাভ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবেন।১৪

অর্জুন বলিলেন—'মাতলি! বহুতর রাজসূয়যজ্ঞ ও অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারাও যাহা অতিদুর্লভ, সেই শ্রেষ্ঠ রথে যাইয়া তুমি সত্বর আরোহণ কর।১৫

যাঁহারা যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছেন, সেই সকল ভাগ্যবান্ রাজারা, দেবতারা এবং দানবেরা যে উত্তম রথে আরোহণ করিতে পারেন, সেই রথে তুমি আগে আরোহণ কর।১৬

যে লোক তপস্যা করে নাই, সে লোক এই দিব্য রথ স্পর্শন বা দর্শনও করিতে পারে না, সুতরাং আরোহণ আর করিবে কি করিয়া?১৭

সাধু! তুমি রথে উঠিয়া অশ্বগুলিকে স্থির করিলে পর, পুণ্যবান্ লোক যেমন সৎপথে আরোহণ করে, আমিও সেইরূপ এই রথে আরোহণ করিব।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জুনের সেই কথা শুনিয়া সত্বর রথে আরোহণ করিলেন এবং রশ্মিদ্বারা অশ্বগুলিকে সংযত করিলেন।১৯

তাহার পর কুরুনন্দন কুন্তীপুত্র অর্জুন হৃষ্টচিত্তে গঙ্গায় স্নান করত পবিত্র হইয়া যথাবিধানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিলেন।২০

তদনন্তর তিনি যথানিয়মে ও যথাবিধানে পিতৃ-তর্পণ করিয়া, অতিবিস্তৃত সেই পর্বতরাজ হিমালয়ের নিকট বিদায় লইবার উপক্রম করিলেন।২১

সাধূনাং পুণ্যশীলানাং মুনীনাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
ত্বং সদা সংশ্রয়ঃ শৈল স্বর্গমার্গাভিকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥২২

ত্বৎপ্রসাদাৎ সদা শৈল ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ।
স্বর্গং প্রাপ্তাশ্চরন্তি স্ম দেবৈঃ সহ গতব্যথাঃ ॥২৩

অদ্রিরাজ মহাশৈল মুনিসংশ্রয় তীর্থবন্ ।
গচ্ছাম্যামন্ত্রয়ামি ত্বাং সুখমস্ম্যুষিতস্ত্বয়ি ॥২৪

তব সানুনিকুঞ্জাশ্চ নদ্যঃ প্রস্রবণানি চ ।
তীর্থানি চ সুপুণ্যানি ময়া দৃষ্টান্যনেকশঃ ॥২৫

ফলানি চ সুগন্ধীনি ভক্ষিতানি ততস্ততঃ ।
সুসুগন্ধাশ্চ বার্য্যোঘাস্ত্বচ্ছরীরবিনিঃসৃতাঃ ॥২৬

অমৃতাস্বাদনীয়া মে পীতাঃ প্রস্রবণোদকাঃ।
শিশুর্যথা পিতুরঙ্কে সুসুখং বর্ত্ততে নগ ॥২৭

পর্ব্বত ! স্বর্গাভিলাষী পবিত্রস্বভাব সাধুগণের এবং পুণ্যকর্ম্মা মুনিগণের তুমিই সর্ব্বদা আশ্রয় ।২২

পর্ব্বত ! তুমি সর্ব্বদা অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রয় দান কর বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ স্বর্গলাভ করিয়া নিরুপদ্রবে দেবগণের সহিত বিচরণ করেন ।২৩

পর্ব্বতরাজ ! মহাপর্ব্বত ! মুনিগণের আশ্রয় ! তীর্থসমন্বিত ! আমি চলিলাম, আমি তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আমি তোমাতে সুখে বাস করিয়াছি ।২৪

তোমার সমতল ভূমি, নিকুঞ্জ, নদী, প্রস্রবণ এবং পবিত্র তীর্থসকল আমি অনেকবার দেখিয়াছি ।২৫

তোমার নানাস্থান হইতে সুগন্ধি ফলসকল ভক্ষণ করিয়াছি এবং তোমার শরীর হইতে নির্গত অত্যন্ত সৌরভসম্পন্ন প্রচুর জল পান করিয়াছি ।২৬

পর্ব্বত ! আমি তোমার অমৃতসুস্বাদু নির্ঝরের জল পান করিয়াছি এবং প্রভু পর্ব্বতরাজ ! বালক যেমন মাতার ক্রোড়ে সুখে ক্রীড়া করে, আমিও

তথা তবাঙ্কে ললিতং শৈলরাজ ময়া প্রভো ।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে ব্রহ্মঘোষানুনাদিতে ॥
সুখমস্ম্যুষিতঃ শৈল তব সানুষু নিত্যদা ॥২৮

এবমুক্ত্বার্জুনঃ শৈলমামন্ত্র্য পরবীরহা ।
আরুরোহ রথং দিব্যং দ্যোতয়ন্নিব ভাস্করঃ ॥২৯

স তেন হয়রূপেণ দিব্যেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে ধীমান্ প্রহৃষ্টঃ কুরুনন্দনঃ ॥৩০

সোঽদর্শনপথং গত্বা মর্ত্ত্যানাং ভূমিচারিণাম্ ।
দদর্শাদ্ভুতরূপাণি বিমানানি সহস্রশঃ ॥৩১

ন তত্র সূর্য্যঃ সোমো বা দ্যোততে ন চ পাবকঃ ।
স্বয়ৈব প্রভয়া তত্র দ্যোতন্তে পুণ্যলব্ধয়া ॥৩২

তেমনি তোমার ক্রোড়ে সুখে ক্রীড়া করিয়াছি; তোমার যে ক্রোড়ে অপ্সরাগণ বিচরণ করে এবং বেদধ্বনি হইয়া থাকে। হে পর্ব্বতরাজ! আমি সর্ব্বদাই তোমার সমতলভূমিতে অতিশয় সুখে বাস করিয়াছি ।২৭-২৮

এইরূপ বলিয়া পর্ব্বতের নিকট বিদায় লইয়া শত্রুহন্তা অর্জ্জুন সূর্য্যের ন্যায় সেই দিব্য রথখানিকে আলোকিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন ।২৯

কুরুনন্দন বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন নানাবিধ বৈচিত্র্যশালী, অলৌকিক ও অদ্ভুতকার্য্যকারী সেই রথে উঠিয়া ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলেন ।৩০

তিনি ভূতলবাসী মনুষ্যগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র আশ্চর্য্যরূপসম্পন্ন বিমান দর্শন করিলেন ।৩১

সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নির আলোক নাই, তথাপি সেখানে বিমানারোহীরা আপনাদের পুণ্যলব্ধ তেজ দ্বারাই প্রকাশ পাইয়া থাকেন ।৩২

তারারূপাণি যানীহ দৃশ্যন্তে দ্যুতিমন্তি বৈ।
দীপবদ্ বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ তনূনি সুমহান্ত্যপি ॥৩৩
তানি তত্র প্রভাস্বন্তি রূপবন্তি চ পাণ্ডবঃ।
দদর্শ স্বেষু ধিষ্ণ্যেষু দীপ্তিমন্তঃ স্বয়ার্চিষা ॥৩৪
তত্র রাজর্ষয়ঃ সিদ্ধা বীরাশ্চ নিহতা যুধি।
তপসা চ জিতং স্বর্গং সম্পেতুঃ শতসঙ্ঘশঃ ॥৩৫
গন্ধর্ব্বাণাং সহস্রাণি সূর্য্যজ্বলিততেজসাম্।
গুহ্যকানামৃষীণাঞ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণান্ ॥৩৬
লোকানাত্মপ্রভান্ পশ্যন্ ফাল্গুনো বিস্ময়ান্বিতঃ।
পপ্রচ্ছ মাতলিং প্রীত্যা স চাপ্যেনমুবাচ হ ॥৩৭
এতে সুকৃতিনঃ পার্থ স্বেষু ধিষ্ণ্যেষ্ববস্থিতাঃ।
তান্ দৃষ্টবানসি বিভো তারারূপাণি ভূতলে ॥৩৮

ততোঽপশ্যৎ স্থিতং দ্বারি শুভ্রং বৈজয়িনং গজম্।
ঐরাবতং চতুর্দন্তং কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ॥৩৯

স সিদ্ধমার্গমাক্রম্য কুরুপাণ্ডবসত্তমঃ।
ব্যরোচত যথাপূর্ব্বং মান্ধাতা পার্থিবোত্তমঃ ॥৪০

অতিচক্রাম লোকান্ স রাজ্ঞাং রাজীবলোচনঃ।
এবং স সংক্রমংস্তত্র স্বর্গলোকে মহাযশাঃ ॥
ততো দদর্শ শক্রস্য পুরীং তামমরাবতীম্ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২

এই ভূতলে থাকিয়া নক্ষত্রস্বরূপ যে সকল উজ্জ্বল বস্তু দেখা যায়, সেগুলি অতিবিশাল হইলেও দূর বলিয়া দীপের ন্যায় ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান হয়। অর্জ্জুন সেই স্থানে কিরণশালী, মনোহর এবং আপন আপন তেজে দীপ্তিমান্ সেই বস্তুগুলিকে দেখিতে পাইলেন।৩৩-৩৪

আর রাজর্ষি সিদ্ধপুরুষ, যুদ্ধে নিহত বীর এবং তপস্বিগণ শত শত শ্রেণীতে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন।৩৫

সূর্য্যের ন্যায় যাঁহাদের তেজ জ্বলিতেছিল, সেইরূপ সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋষি ও অপ্সরাগণকে এবং আপন আপন তেজে দেদীপ্যমান বহুতর লোককে দেখিতে থাকিয়া অর্জ্জুন বিস্ময়াপন্ন হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মাতলিও প্রীতি-সহকারে উঁহাকে বলিলেন।৩৬-৩৭

'বিভো! পৃথানন্দন! আপনি ভূতলে থাকিয়া যাঁহাদিগকে নক্ষত্ররূপে দেখিতেন, ইঁহারাই সেই পুণ্যবান্ লোকসকল আপন আপন স্থানে অবস্থান করিতেছেন'।৩৮

তাহার পর অর্জ্জুন দেখিলেন—শৃঙ্গশালী কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় চারিটী দন্তযুক্ত শুভ্রবর্ণ বিজয়ী ঐরাবতহস্তী স্বর্গদ্বারে অবস্থান করিতেছে।৩৯

তৎপরে রাজশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা যেমন পূর্ব্বকালে শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সিদ্ধপথে উপস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৪০

তাহার পর পদ্মনয়ন অর্জ্জুন রাজর্ষিলোক অতিক্রম করিলেন। মহাযশা অর্জ্জুন এইভাবে সেই স্বর্গলোকে বিচরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিয়া ইন্দ্রের সেই অমরাবতীপুরী দর্শন করিলেন।৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনেন দেবরাজস্যেন্দ্রস্য দর্শনম্, ইন্দ্রসভায়াং তস্য 'স্বাগত'সংকারশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স দদর্শ পুরীং রম্যাং সিদ্ধ-চারণসেবিতাম্।
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ পাদপৈরুপশোভিতাম্ ॥১

তত্র সৌগন্ধিকানাঞ্চ পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্।
উবীজ্যমানো মিশ্রেণ বায়ুনা পুণ্যগন্ধিনা ॥২

নন্দনঞ্চ বনং দিব্যমপ্সরোগণসেবিতম্।
দদর্শ দিব্যকুসুমৈরাহ্বয়দ্ভিরিব দ্রুমৈঃ ॥৩

নাতপ্ততপসা শক্যো দ্রষ্টুং নানাহিতাগ্নিনা।
স লোকঃ পুণ্যকর্ত্তৄণাং নাপি যুদ্ধে পরাঙ্মুখৈঃ ॥৪

নাযজ্বভির্নাব্রতিকৈর্ন বেদশ্রুতিবর্জ্জিতৈঃ।
নানাপ্লুতাঙ্গৈস্তীর্থেষু যজ্ঞদানবহিষ্কৃতৈঃ ॥৫

নাপি যজ্ঞহনৈঃ ক্ষুদ্রৈর্দ্রষ্টুং শক্যঃ কথঞ্চন।
পানপৈর্গুরুতল্পৈশ্চ মাংসাদৈর্বা দুরাত্মভিঃ ॥৬

স তদ্ দিব্যং বনং পশ্যন্ দিব্যগীত-নিনাদিতম্।
প্রবিবেশ মহাবাহুঃ শক্রস্য দয়িতাং পুরীম্ ॥৭

তত্র দেববিমানানি কামগানি সহস্রশঃ।
সংস্থিতান্যভিযাতানি দদর্শাযুতশস্তদা ॥৮

সংস্তূয়মানো গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ পাণ্ডবঃ।
পুষ্পগন্ধবহৈঃ পুণ্যৈর্বায়ুভিশ্চানুবীজিতঃ ॥৯

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
হৃষ্টাঃ সম্পূজয়ামাসুঃ পার্থমক্লিষ্টকারিণম্ ॥১০

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শনলাভ এবং ইন্দ্রসভায় তাঁহার 'স্বাগত'সংকার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুন অগ্রসর হইতে হইতে মনোহর অমরাবতীপুরী দর্শন করিলেন; তাঁহার ভিতরে সিদ্ধগণ ও চারণগণ বিচরণ করিতেছিল এবং সকল ঋতুতে পুষ্পসম্পন্ন পুণ্যশালী বৃক্ষসমূহ সেই পুরীটাকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল ।১

ক্রমে তিনি অপ্সরাগণসেবিত মনোহর নন্দনবন দেখিতে পাইলেন; তখন তত্রত্য সৌগন্ধিক (কহ্লারপুষ্প) ও অন্যান্য সুগন্ধযুক্ত পুষ্পের সংস্পর্শে মনোহর-সৌরভশালী বায়ু আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল এবং দিব্যকুসুমসম্পন্ন বৃক্ষসকল যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকিল ।২-৩

বিধাতা পুণ্যবান্দিগের জন্যই এই স্বর্গলোকটি সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যাহারা তপস্যা করে নাই, যাহারা হোমের জন্য অগ্নিস্থাপন করে নাই, যাহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, যাহারা যথাবিধানে যজ্ঞ করে নাই, যাহারা কোন ব্রত করে নাই, যাহারা বেদ অধ্যয়ন করে নাই, যাহারা তীর্থস্নান করে নাই, কিংবা যাহারা যজ্ঞ ও দানে অনধিকারী, সেই সকল পুরুষ এই স্বর্গলোককে দেখিতেও পারে না ।৪-৫

আর যাহারা যজ্ঞনাশক ক্ষুদ্রচেতা, যাহারা সুরাপায়ী, যাহারা গুরুভার্য্যাগামী, কিংবা যাহারা অনিবেদিত-মাংসভোজী, সেই দুরাত্মারাও কোন প্রকারেই এই স্বর্গলোক দেখিতে পারে না ।৬

মহাবাহু অর্জুন দিব্যগীতসম্পন্ন সেই মনোহর নন্দনবন দেখিতে যাইয়া ইন্দ্রের প্রিয়তম অমরাবতীপুরীতে প্রবেশ করিলেন ।৭

তখন গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল এবং পুষ্প-সৌরভবাহী পবিত্র বায়ু আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে থাকিল; এই

আশীর্বাদৈঃ স্তূয়মানো দিব্যবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
প্রতিপেদে মহাবাহুঃ শঙ্খদুন্দুভিনাদিতম্ ॥১১

নক্ষত্রমার্গং বিপুলং সুরবীথীতি বিশ্রুতম্।
ইন্দ্রাজ্ঞয়া যযৌ পার্থঃ স্তূয়মানঃ সমন্ততঃ ॥১২

তত্র সাধ্যাস্তথা বিশ্বে মরুতোঽথাশ্বিনৌ তথা।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥১৩

রাজর্ষয়শ্চ বহবো দিলীপপ্রমুখা নৃপাঃ।
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব গন্ধর্বৌ চ হাহা-হূহূ ॥১৪

তান্ সর্বান্ স সমাগম্য বিধিবৎ কুরুনন্দনঃ।
ততোঽপশ্যদ্ দেবরাজং শতক্রতুমরিন্দমঃ ॥১৫

ততঃ পার্থো মহাবাহুরবতীর্য্য রথোত্তমাৎ।
দদর্শ সাক্ষাদ্ দেবেশং পিতরং পাকশাসনম্ ॥১৬

পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ হেমদণ্ডেন চারুণা।
দিব্যগন্ধাধিবাসেন ব্যজনেন বিধূয়তা ॥১৭

বিশ্বাবসুপ্রভৃতিভির্গন্ধর্বৈঃ স্তুতিবন্দিভিঃ।
স্তূয়মানং দ্বিজাগ্র্যৈশ্চ ঋগ্‌যজুঃসামসম্ভবৈঃ ॥১৮

ততোঽভিগম্য কৌন্তেয়ঃ শিরসাভ্যনমদ্ বলী।
ভুজাভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যাং প্রত্যগৃহ্নাৎ স চাপি তম্ ॥১৯

ততঃ শক্রাসনে পুণ্যে দেবরাজর্ষিপূজিতে।
শক্রঃ পাণৌ গৃহীত্বৈনমুপাবেশয়দন্তিকে ॥২০

অবস্থায় তিনি দেখিলেন—বহুতর কামগামী দেববিমান যথাস্থানে অবস্থান করিতেছে এবং অপর কতকগুলি নানাদিকে যাতায়াত করিতেছে।৮-৯

তাহার পর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ আসিয়া হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের সংবর্দ্ধনা করিলেন।১০

তন্মধ্যে অনেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, আবার অনেকে মনোহর বাদ্যধ্বনি করিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন; তখন অর্জ্জুন শঙ্খ এবং দুন্দুভিধ্বনিও শুনিতে পাইলেন।১১

তাহার পর অর্জ্জুন ইন্দ্রের আদেশে 'দেবরথ্যা'—নামে প্রসিদ্ধ বিশাল নক্ষত্র-পথে গমন করিলেন; তখন সকল দিক্ হইতেই তাঁহার স্তব হইতে লাগিল।১২

সেখানে সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিগণ, দিলীপ প্রভৃতি বহুতর রাজর্ষি, তুম্বুরু, নারদ, এবং হাহা ও হুহুনামে দুই জন গন্ধর্ব্ব অবস্থান করিতেছিলেন; অরিন্দম অর্জ্জুন যথাবিধানে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পরে দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন।১৩-১৫

তাহার পর মহাবাহু অর্জ্জুন সেই উত্তম রথ হইতে অবতরণ করিয়া দেবাধিপতি পিতা ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন; তখন কোন ভৃত্য শুভ্রবর্ণ ও স্বর্ণদণ্ড মনোহর একটী ছত্র তাঁহার মস্তকের উপরে ধরিয়াছিল, দুই জন অপ্সরা দিব্য সৌরভযুক্ত দুইটি চামর আন্দোলন করিতেছিল, আর বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা স্তুতিগানদ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা ঋক্, যজু ও সামবেদের মন্ত্র দ্বারা স্তব করিতেছিলেন।১৬-১৮

তদনন্তর বলশালী অর্জ্জুন নিকটে যাইয়া মস্তকদ্বারা নমস্কার করিলেন, ইন্দ্রও স্থূল এবং গোল বাহুযুগলদ্বারা অর্জ্জুনকে ধারণ করিলেন।১৯

তৎপরে ইন্দ্র অর্জ্জুনের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে—দেবতা ও রাজর্ষিকর্তৃক পূজিত পবিত্র সিংহাসনের নিকটে উপবেশন করাইলেন।২০

মূর্দ্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় দেবেন্দ্রঃ পরবীরহা।
অঙ্কমারোপয়ামাস প্রশ্রয়াবনতং তদা ॥২১

সহস্রাক্ষনিয়োগাৎ স পার্থঃ শক্রাসনং গতঃ।
অধ্যাক্রামদমেয়াত্মা দ্বিতীয় ইব বাসবঃ ॥২২

ততঃ প্রেম্ণা বৃত্রশত্রুরর্জুনস্য শুভং মুখম্।
পস্পর্শ পুণ্যগন্ধেন করেণ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥২৩

প্রমার্জমানঃ শনকৈর্বাহু চাস্যায়তৌ শুভৌ।
জ্যাশরক্ষেপকঠিনৌ স্তম্ভাবিব হিরণ্ময়ৌ ॥২৪

বজ্রগ্রহণচিহ্নেন করেণ পরিসান্ত্বয়ন্।
মুহুর্মুহুর্বজ্রধরো বাহু চাস্ফোটয়ন্ শনৈঃ ॥২৫

স্ময়ন্নিব গুড়াকেশং প্রেক্ষমাণঃ সহস্রদৃক্।
হর্ষেণোৎফুল্লনয়নো ন চাতৃপ্যত বৃত্রহা ॥২৬

একাসনোপবিষ্টৌ তৌ শোভয়াঞ্চক্রতুঃ সভাম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ব্যোম চতুর্দশ্যামিবোদিতৌ ॥২৭

তত্র স্ম গাথা গায়ন্তি সাম্না পরমবল্গুনা।
গন্ধর্ব্বাস্তুম্বুরুশ্রেষ্ঠাঃ কুশলা গীতিসামসু ॥২৮

ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা পূর্ব্বচিত্তিঃ স্বয়ংপ্রভাঃ।
উর্ব্বশী মিশ্রকেশী চ বপুর্গৌরী বরূথিনী ॥২৯

গোপালী সহজন্যা চ কুম্ভযোনিঃ প্রজাগরা।
চিত্রসেনা চিত্রলেখা সহা চ মধুরস্বরা ॥৩০

এতাশ্চান্যাশ্চ ননৃতুস্তত্র তত্র সহস্রশঃ।
চিত্তপ্রসাদনে যুক্তাঃ সিদ্ধানাং পদ্মলোচনাঃ ॥৩১

অর্জ্জুন তখন বিনয়ে অবনত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এই অবস্থায় বিপক্ষবীরবিনাশক ইন্দ্র তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন।২১

অতুলনীয়সুন্দরমূর্ত্তি অর্জ্জুন ইন্দ্রেরই আদেশে তাঁহার আসনে যাইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রেরই তুল্য সেই আসনের একাংশ অধিকার করিলেন।২২

তদনন্তর ইন্দ্র স্নেহবশতঃ পবিত্রসুগন্ধযুক্ত হস্ত দ্বারা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে করিতে অর্জ্জুনের সুন্দর মুখখানি স্পর্শ করিলেন।২৩

অর্জ্জুনের বাহুদ্বয় স্বর্ণময় স্তম্ভযুগলের ন্যায় দীর্ঘ, সুলক্ষণ এবং গুণ ও বাণের ঘর্ষণে কঠিন ছিল; আবার ইন্দ্রের হস্তও বজ্র ধারণের চিহ্নে চিহ্নিত ছিল; ইন্দ্র তাদৃশ হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের সেই বাহুদ্বয় মার্জ্জন করিতে করিতে আশ্বস্ত করিলেন এবং সেই বাহুদ্বয়ের উপর ধীরে ধীরে অস্ফোটনশব্দ করত আনন্দবশতঃ উৎফুল্লনয়ন হইয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অর্জ্জুনকে অতি নিকটে দর্শন করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না।২৪-২৬

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে উদিত চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, সেইরূপ ইন্দ্র ও অর্জ্জুন তখন একাসন উপবিষ্ট হইয়া দেবসভাকে শোভিত করিতে লাগিলেন।২৭

তখন মন্ত্রাত্মক সামগান ও অমন্ত্রকাত্মক গানে নিপুণ তুম্বুরুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ প্রীতিবশতঃ অতিমনোহর গাথাসমূহ গান করিতে লাগিলেন।২৮

যাহাদের নয়নগুলি পদ্মের তুল্য এবং কটি ও নিতম্ব বিশাল, আর যাহারা সিদ্ধগণেরও চিত্তবিনোদনে সমর্থ, সেই ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্ব্বচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, উর্ব্বশী, মিশ্রকেশী, বপুর্গৌরী, বরূথিনী, গোপালী, সহজন্যা, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা ও মধুরস্বরা—এই সকল অপ্সরা

মহাকটিতটশ্রোণ্যঃ কম্পমানৈঃ পয়োধরৈঃ।
কটাক্ষহাবমাধুর্য্যৈশ্চেতোবুদ্ধিমনোহরৈঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি ইন্দ্রসভাদর্শনে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৩

এবং অন্য সহস্র সহস্র অপ্সরা স্তনসমূহ দুলাইতে দুলাইতে এবং চিত্ত, বুদ্ধি ও মন হরণ করে এমন কটাক্ষ ও হাবভাবের মাধুর্য্য দেখাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।২৯-৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে ইন্দ্রসভাদর্শনে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য অস্ত্রবিদ্যা-সঙ্গীতবিদ্যাশিক্ষা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সমাদায়ার্ঘ্যমুত্তমম্।
শক্রস্য মতমাজ্ঞায় পার্থমানর্চ্চুরঞ্জসা ॥১

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ প্রতিগ্রাহ্য নৃপাত্মজম্।
প্রবেশয়ামাসুরথো পুরন্দরনিবেশনম্ ॥২

এবং সম্পূজিতো জিষ্ণুরুবাস ভবনে পিতুঃ।
উপশিক্ষন্ মহাস্ত্রাণি সসংহারাণি পাণ্ডবঃ ॥৩

শক্রস্য হস্তাদ্ দয়িতং বজ্রমস্ত্রঞ্চ দুঃসহম্।
অশনীশ্চ মহানাদা মেঘবর্হিণলক্ষণাঃ ॥৪

গৃহীতাস্ত্রস্তু কৌন্তেয়ো ভ্রাতৄন্ সস্মার পাণ্ডবঃ।
পুরন্দরনিয়োগাচ্চ পঞ্চাব্দানবসৎ সুখী ॥৫

ততঃ শক্রোঽব্রবীৎ পার্থং কৃতাস্ত্রং কাল আগতে
নৃত্যং গীতঞ্চ কৌন্তেয়! চিত্রসেনাদবাপ্নুহি ॥৬

বাদিত্রং দেববিহিতং নৃলোকে যন্ন বিদ্যতে।
তদর্জ্জয়স্ব কৌন্তেয় শ্রেয়ো বৈ তে ভবিষ্যতি ॥৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যা-সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা।]

তদনন্তর ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া দেবতারা গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণ করত অর্জ্জুনের পূজা করিলেন।১

অনন্তর তাঁহারা পাদ্য ও আচমনীয় গ্রহণ করাইয়া রাজকুমার অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের ভবনে প্রবেশ করাইলেন।২

অর্জ্জুন এইভাবে সম্মানিত হইতে থাকিয়া উপসংহারের সহিত মহাস্ত্রসকল এবং ইন্দ্রের প্রিয় ও অন্যের দুঃসহ বজ্র, আর অকালে মেঘ ও ময়ূরের আবির্ভাবক বৈদ্যুতিক অস্ত্র ইন্দ্রের হস্ত হইতেই শিক্ষা করিতে থাকিয়া তাঁহার ভবনে বাস করিতে লাগিলেন।৩-৪

অর্জ্জুন অস্ত্রসমূহের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াই ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিলেন, তথাপি ইন্দ্রের আদেশে তিনি পাঁচ বৎসর সেখানে সুখে বাস করিয়াছিলেন।৫

তাহার পর সময় উপস্থিত হইলে একদিন ইন্দ্র

সখায়ং প্রদদৌ চাস্য চিত্রসেনং পুরন্দরঃ।
স তেন সহ সঙ্গম্য রেমে পার্থো নিরাময়ঃ ॥৮
গীত-বাদিত্র-নৃত্যানি ভূয় এবাদিদেশ হ।
তথাপি নালভচ্ছর্ম্ম তরস্বী দ্যূতকারিতম্ ॥৯
দুঃশাসনবধামর্ষী শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
ততস্তেনাতুলাং প্রীতিমুপাগম্য কচিৎ কচিৎ।
গান্ধর্ব্বমতুলং নৃত্যং বাদিত্রঞ্চোপলব্ধবান্ ॥১০
স শিক্ষিতো নৃত্যগুণাননেকান্
বাদিত্রগীতার্থগুণাংশ্চ সর্বান্।
ন শর্ম লেভে পরবীরহন্তা
ভ্রাতৄন্ স্মরন্ মাতরঞ্চৈব কুন্তীম্ ॥১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি অর্জুনাস্ত্রাদিশিক্ষায়াং চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪

অর্জ্জুনকে বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! তুমি চিত্রসেনের নিকট নৃত্য ও গীত শিক্ষা কর।৬

কুন্তীনন্দন! দেবগণের আবিষ্কৃত যে বাদ্য মনুষ্যলোকে বিদ্যমান নাই, তুমি তাহাও শিক্ষা কর, তোমার মঙ্গল হইবে।৭

(এই কথা বলিয়া) ইন্দ্র চিত্রসেনগন্ধর্ব্বকে অর্জ্জুনের সখা করিয়া দিলেন; অর্জ্জুনও নিরুপদ্রবে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন; এই সময়ে চিত্রসেন আরও নৃত্য-গীত এবং বাদ্য অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন।৮

তথাপি বলবান্ অর্জ্জুন দ্যূতক্রীড়ার বিষয় স্মরণ করিয়া দুঃশাসনকে ও সুবলপুত্র শকুনিকে সত্বর বধ করিবার ইচ্ছা করত শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।৯

তদনন্তর অর্জ্জুন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া কোন কোন স্থানে অতুল আনন্দ লাভ করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের অতুলনীয় নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করিলেন।১০

শত্রুবীরনাশী অর্জ্জুন নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সর্ব্বপ্রকার কৌশল শিক্ষা করিয়া, ভ্রাতৃগণকে এবং মাতা কুন্তীদেবীকে স্মরণ করিতে থাকিয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই।১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে অর্জুনের অস্ত্রাদিশিক্ষা-বিষয়ে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[চিত্রসেনস্যোর্বশ্যাশ্চ বার্ত্তালাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ
কদাচিৎ স হি দেবেন্দ্রশ্চিত্রসেনং রহোঽব্রবীৎ
পার্থস্য চক্ষুরুর্বশ্যাং সক্তং বিজ্ঞায় বাসবঃ ॥১
গন্ধর্ববরাজ গচ্ছাদ্য প্রহিতোঽপ্সরসাং বরাম্।
উর্বশীং পুরুষব্যাঘ্রং সোপতিষ্ঠতু ফাল্গুনম্ ॥২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[চিত্রসেন ও উর্ব্বশীর বার্ত্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুনের উপরে সংসক্ত হইয়াছে—ইহা ধারণা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কোন এক সময়ে নির্জনে চিত্রসেনকে বলিলেন।১

'গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি মৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া অদ্যই

যথার্চিতো গৃহীতাস্ত্রো বিত্তাবান্ মন্নিয়োগতঃ।
তথা ত্বয়া বিধাতব্যং স্ত্রীষু সঙ্গবিশারদঃ॥৩
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সোঽনুজ্ঞাং প্রাপ্য বাসবাৎ।
গন্ধর্বরাজোঽপ্সরসমভ্যগাদুর্বশীং বরাম্॥৪
তং দৃষ্ট্বা বিদিতো হৃষ্টঃ স্বাগতেনার্চিতস্তয়া।
সুখাসীনঃ সুখাসীনাং স্মিতপূর্বং বচোঽব্রবীৎ॥৫
বিদিতং তেঽস্তু সুশ্রোণি! প্রহিতোঽহমিহাগতঃ।
ত্রিদিবস্যৈকরাজেন ত্বৎপ্রসাদাভিনন্দিনা॥৬
যস্তু দেব-মনুষ্যেষু প্রখ্যাতঃ সহজৈর্গুণৈঃ।
শ্রিয়া শীলেন রূপেণ ব্রতেন চ দমেন চ॥৭
প্রখ্যাতঃ শ্রুত-বীর্য্যাভ্যাং সম্মতঃ প্রতিভানবান্।
বর্চস্বী তেজসা যুক্তঃ ক্ষমাবান্ বীতমৎসরঃ॥৮
সাঙ্গোপনিষদান্ বেদাংশ্চতুরাখ্যানপঞ্চমান্।
যোঽধীতে গুরুশুশ্রূষাং মেধাঞ্চাষ্টগুণাশ্রয়াম্॥৯
ব্রহ্মচর্য্যেণ দাক্ষ্যেণ প্রসবৈর্বয়সাপি চ।
একো বৈ রক্ষিতা চৈব ত্রিদিবং মঘবানিব॥১০
অকত্থনো মানয়িতাঽমূললক্ষ্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
সুহৃদশ্চান্নপানেন বিবিধেনাভিবর্ষতি॥১১
সত্যবাগ্পূজিতো বক্তা রূপবাননহঙ্কৃতঃ।
ভক্তানুকম্পী কান্তশ্চ প্রিয়শ্চ স্থিরসঙ্গরঃ॥১২
প্রার্থনীয়ৈর্গুণগণৈর্মহেন্দ্রবরুণোপমঃ।
বিদিতস্তেঽর্জ্জুনো বীরঃ স স্বর্গফলমাপ্নুয়াৎ॥১৩
তব শক্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ পাদাবদ্য প্রপদ্যতাম্।
তদেবং কুরু কল্যাণি! প্রপন্নস্ত্বাং ধনঞ্জয়ঃ॥১৪
এবমুক্তা স্মিতং কৃত্বা সম্মানং বহুমন্য চ।
প্রত্যুবাচোর্বশী প্রীত্যা চিত্রসেনমনিন্দিতা॥১৫

অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীর নিকট গমন কর; সে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হউক।২

অস্ত্রে সুশিক্ষিত, অন্যান্য বিদ্যায় সুনিপুণ এবং স্ত্রীসংসর্গে বিশারদ অর্জ্জুন যাহাতে আমার আদেশে উর্ব্বশীকর্তৃক সন্তোষিত হয়, তুমি তাহা করিবে।৩

দেবরাজ এইরূপ বলিলে, 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া চিত্রসেন ইন্দ্রের অনুমতি লাভ করত শ্রেষ্ঠা অপ্সরা উর্ব্বশীর নিকট গমন করিলেন।৪

তখন উর্ব্বশী হৃষ্টচিত্ত চিত্রসেনকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং স্বাগতসম্ভাষণে তাঁহাকে সম্মানিত করত নিজ সুখে উপবেশন করিল; তখন চিত্রসেনও সুখে উপবিষ্ট হইয়া মৃদু হাস্য করত এই কথা বলিলেন।৫

সুনিতম্বে। তুমি অবগত হও যে, তোমার অনুগ্রহের অভিনন্দনকারী স্বর্গলোকের একমাত্র রাজা ইন্দ্র আমাকে পাঠাইয়াছেন; তাই আমি এখানে আসিয়াছি।৬

উর্ব্বশী। যিনি—দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ, কান্তি, স্বভাব, রূপ, ব্রত ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা দেবলোক ও মনুষ্যলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন; যিনি—শাস্ত্র-জ্ঞান ও দৈহিক বলে বিখ্যাত, লোকপ্রিয়, প্রত্যুৎপন্নমতি, লাবণ্যবান্, উৎসাহী, ক্ষমাবান্ ও পরবিদ্বেষ-হীন; যিনি—ব্যাকরণ প্রভৃতি অঙ্গশাস্ত্র ও উপনিষদের সহিত চারিটী বেদ এবং সমস্ত উপাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছেন, গুরুশুশ্রূষা জানেন এবং অষ্টবিধ-গুণসম্পন্ন* বুদ্ধিলাভ করিয়াছেন; যিনি—ব্রহ্মচর্য্য, কার্য্যদক্ষতা, সন্তান ও যৌবনসম্পন্ন বলিয়া ইন্দ্র যেমন স্বর্গ রক্ষা করেন, সেইরূপ পৃথিবী রক্ষা করিবার যোগ্য; যিনি—আত্মশ্লাঘা করেন না, গুরুজনের সম্মান করেন, প্রিয়ভাষী এবং নানা-বিধ অন্নপান দ্বারা বন্ধুবর্গের সন্তোষ বিধান করেন, যিনি—সত্যবাদী, তেজস্বী, বক্তা, রূপবান্, অহঙ্কারশূন্য, ভক্তের প্রতি দয়ালু, কমনীয়স্বভাব, লোকপ্রিয় এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ; আর যিনি—স্পৃহণীয়

* শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, ঊহ, অপোহ, অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্ববিজ্ঞান—বুদ্ধির এই আট গুণ।

যত্ত্বয়া কথিতঃ সত্যো গুণোদ্দেশস্ত্বয়া মম।
তং শ্রুত্বাস্তং প্রিয়ং নারী বৃণুয়াৎ
কিমতোঽর্জুনম্ ॥১৬
মহেন্দ্রস্য নিয়োগেন ত্বত্তঃ সম্প্রণয়েন চ।
তস্য চাহং গুণৌঘেন ফাল্গুনে জাতমন্মথা।
গচ্ছ ত্বং হি যথাকামমাগমিষ্যাম্যহং সখে ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি চিত্রসেনোর্বশীসংবাদে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫

গুণসমূহ দ্বারা ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য; সেই মহাবীর অর্জুন তোমার পরিচিত; তিনি যেন স্বর্গলোকে আগমনের ফললাভ করেন।৭-১৩

সেই অর্জ্জুন আজ দেবরাজের অনুমতিক্রমে তোমার চরণদ্বয়ে আশ্রয় লইবেন। কল্যাণি! তুমি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিও; কারণ, তিনি তোমার শরণাপন্নই হইয়াছেন।১৪

চিত্রসেন এইরূপ বলিলে, সেই অনিন্দ্যসুন্দরী উর্ব্বশী নিজেকে অত্যন্ত গৌরবের পাত্র মনে করিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রীতিপূর্ব্বক চিত্রসেনকে বলিল।১৫

গন্ধর্ব্বরাজ! আপনি আমার নিকট অর্জ্জুনের যে সত্য গুণগ্রামের কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া রমণীমাত্রই অর্জ্জুনভিন্ন অন্য পুরুষকেও প্রিয়রূপে বরণ করে; সেখানে সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের কথা আর কি বলিব।১৬

অতএব দেবরাজের আদেশে, আপনার প্রণয়ে এবং অর্জ্জুনের গুণগ্রামশ্রবণে অর্জ্জুনের প্রতি আমার কামোদ্রেক হইয়াছে। অতএব সখে! আপনি ইচ্ছা হইলে যাইতে পারেন, আমি অর্জ্জুনগৃহে আগমন করিব।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে চিত্রসেন-উর্ব্বশীসংবাদে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৪৫

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনসমীপে কামপীড়িতায়া উর্বশ্যা গমনম্, তেন অস্বীকৃতায়া উর্বশ্যা অর্জুনায় শাপদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো বিসৃজ্য গন্ধর্ব্বং কৃতকৃত্যং শুচিস্মিতা।
উর্বশী চাকরোৎ স্নানং পার্থদর্শনলালসা ॥১
স্নানালঙ্করণৈর্হৃদ্যৈর্গন্ধমাল্যৈশ্চ সুপ্রভৈঃ।
ধনঞ্জয়স্য রূপেণ শরৈর্মন্মথচোদিতৈঃ ॥২
অতিবিদ্ধেন মনসা মন্মথেন প্রপীড়িতা।
দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণে বিস্তীর্ণে শয়নোত্তমে ॥৩

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

কামপীড়িত হইয়া অর্জুনের নিকট উর্ব্বশীর গমন এবং তাঁহার দ্বারা অস্বীকৃত হইয়া উর্ব্বশীর অর্জুনকে শাপ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর নির্ম্মল-হাসিনী উর্ব্বশী কৃতকৃত্য চিত্রসেনকে বিদায় করিয়া অর্জ্জুনদর্শনে অভিলাষিণী হইয়া স্নান করিল।১

অর্জ্জুনের রূপ শ্রবণ করায় উর্ব্বশীর মন

চিত্তসঙ্কল্পভাবেন সুচিত্তাঽনন্যমানসা।
মনোরথেন সম্প্রাপ্তং রময়ন্ত্যেনং হি ফাল্গুনম্ ॥৪
নির্গম্য চন্দ্রোদয়নে বিগাঢ়ে রজনীমুখে।
প্রস্থিতা সা পৃথুশ্রোণী পার্থস্য ভবনং প্রতি ॥৫
মৃদুকুঞ্চিতদীর্ঘেণ কুসুমোৎকরধারিণা।
কেশহস্তেন ললনা জগামাথ বিরাজতী ॥৬
ভ্রূক্ষেপালাপমাধুর্য্যৈঃ কান্ত্যা সৌম্যতয়াপি চ
শশিনং বক্ত্রচন্দ্রেণ সাহ্বয়ন্তীব গচ্ছতি ॥৭
দিব্যাঙ্গরাগৌ সুমুখৌ দিব্যচন্দনরূষিতৌ।
গচ্ছন্ত্যা হাররুচিরৌ স্তনৌ তস্যা ববল্গতুঃ ॥৮
স্তনোদ্বহনসংক্ষোভান্নম্যমানা পদে পদে।
ত্রিবলীদামচিত্রেণ মধ্যেনাতীবশোভিতা ॥৯
অধো ভূধরবিস্তীর্ণং নিতম্বোন্নতপীবরম্।
মন্মথায়তনং শুভ্রং রসনাদামভূষিতম্ ॥১০
ঋষীণামপি দিব্যানাং মনোব্যাঘাতকারণম্।
সূক্ষ্মবস্ত্রধরং রেজে জঘনং নিরবদ্যবৎ ॥১১
গূঢ়গুল্ফধরৌ পাদৌ তাম্রপদ্মদলাঙ্গুলী।
কূর্ম্মপৃষ্ঠোন্নতৌ চাপি শোভেতে কিঙ্কিণীযুতৌ ॥১২
সীধুপানেন চাল্পেন তুষ্ট্যাথ মদনেন চ।
বিলাসনৈশ্চ বিবিধৈঃ প্রেক্ষণীয়তরাভবৎ ॥১৩

কামবাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইতেছিল, তাই সে কাম-পীড়িত হইয়া স্নানের পর মনোহর অলঙ্কার ও সুন্দর গন্ধ-মাল্য ধারণ করিল; তখন তাহার মন অন্য পুরুষের দিকে না যাওয়ায় মনের সঙ্কল্প অনুসারে সে যেন সতী স্ত্রীর মতই সুচিন্তা ছিল; আর দিব্য আস্তরণে আবৃত এবং বিস্তৃত শয্যার উপরে অর্জ্জুন যেন আসিয়াছেন, সে যেন তাঁহার সহিত রমণ করিতেছে, এইরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিল। এই অবস্থায় বিপুলনিতম্বা উর্ব্বশী চন্দ্রোদয় হইলে সম্পূর্ণ প্রদোষকালে আপন গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অর্জ্জুনের গৃহের দিকে প্রস্থান করিল ২-৫

পরমশোভিতা উর্ব্বশী যখন গমন করিতেছিল, তখন তাহার কোমল, কুঞ্চিত, দীর্ঘ ও পুষ্পমালাধারী কেশকলাপ দুলিতেছিল।৬

আর সে যখন গমন করিতেছিল, তখন তাহার ভ্রূক্ষেপ ও মধুর আলাপ চলিতেছিলএবং লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের গুণে তাহার মুখচন্দ্র যেন আকাশের চন্দ্রকে ডাকিতেছিল।৭

গমন করিবার সময়ে তাহার স্তন দুইটী লাফাইতেছিল, সেই সুন্দরমুখ স্তন দুইটী দিব্য অঙ্গরাগে ও দিব্য চন্দনে রঞ্জিত ছিল এবং হার-সংস্পর্শে অতি মনোহর হইয়াছিল।৮

সেই স্তনযুগলের ভারে সে সমস্ত পথই অবনত হইয়া চলিতেছিল এবং তাহার শরীরের মধ্যভাগ ত্রিবলীর (তিনটী থরের) গুণে আশ্চর্য্য হওয়ায় সে অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল।৯

তাহার নাভির নিম্নভাগ শুভ্র পর্ব্বতের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিতম্বযুগলদ্বারা উন্নত, স্থূল এবং কাঞ্চীদামে অলঙ্কৃত হওয়ায় কামের আয়তন হইয়াছিল।১০

তাহার সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত পরমসুন্দর জঘনদেশ স্বর্গীয় ঋষিগণেরও চিত্তসংযমের ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল।১১

তাহার চরণযুগলের গুল্ফদেশ গূঢ়, তাম্রবর্ণ অঙ্গুলীসকল পদ্মদলের তুল্য এবং উপরিভাগ কূর্ম্ম-পৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত ছিল এবং তাহাতে কিঙ্কিণী সংলগ্ন ছিল, সুতরাং সে চরণযুগল অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল।১২

অল্প মদ্যপান, মনের সন্তোষ, কামের উদ্রেক এবং নানাবিধ বিলাস দ্বারা তখন উর্ব্বশী অতিসুদৃশ্যই হইয়াছিল।১৩

সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বৈঃ সা প্রয়াতা বিলাসিনী।
বহ্বাশ্চর্য্যেঽপি বৈ স্বর্গে দর্শনীয়তমাকৃতিঃ ॥১৪
সুসূক্ষ্মেণোত্তরীয়েণ মেঘবর্ণেন রাজতা।
তনুরভ্রাবৃতা ব্যোম্নি চন্দ্রলেখেব গচ্ছতি ॥১৫
ততঃ প্রাপ্তা ক্ষণেনৈব মনঃপবনগামিনী।
ভবনং পাণ্ডুপুত্রস্য ফাল্গুনস্য শুচিস্মিতা ॥১৬
তত্র দ্বারমনুপ্রাপ্তা দ্বারস্থৈশ্চ নিবেদিতা।
অর্জ্জুনস্য নরশ্রেষ্ঠ! উর্বশী শুভলোচনা ॥১৭
উপাতিষ্ঠত তদ্ বেশ্ম নির্মলং সুমনোহরম্।
স শঙ্কিতমনা রাজন্ প্রত্যুদগাচ্ছত তাং নিশি ॥১৮
দৃষ্ট্বৈব চোর্বশীং পার্থো লজ্জাসংবৃতলোচনঃ।
তদাভিবাদনং কৃত্বা গুরুপূজাং প্রযুক্তবান্ ॥১৯

অর্জ্জুন উবাচ।

অভিবাদয়ে ত্বাং শিরসা প্রবরাপ্সরসাং বরে!
কিমাজ্ঞাপয়সে দেবি! প্রেষ্যস্তেঽহমুপস্থিতঃ ॥২০
ফাল্গুনস্য বচঃ শ্রুত্বা গতসংজ্ঞা তদোর্বশী।
গন্ধর্ববচনং সর্বং শ্রাবয়ামাস তং তদা ॥২১

উর্বশ্যুবাচ।

যথা মে চিত্রসেনেন কথিতং মনুজোত্তম।
তত্তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি যথা চাহমিহাগতা ॥২২
উপস্থানে মহেন্দ্রস্য বর্তমানে মনোরমে।
তবাগমনতো বৃত্তে স্বর্গস্য পরমোৎসবে ॥২৩
রুদ্রাণাঞ্চৈব সান্নিধ্যে আদিত্যানাঞ্চ সর্বশঃ।
সমাগমেঽশ্বিনোশ্চৈব বসূনাঞ্চ নরোত্তম! ॥২৪

সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত যাইবার সময়ে বিলাসিনী উর্ব্বশীর আকৃতি বহুতর আশ্চর্য্যকর পদার্থে পরিপূর্ণ স্বর্গেও অতিশয় দর্শনীয়াই হইয়াছিল।১৪

মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, মনোহর ও অতিসূক্ষ্ম একখানি উত্তরীয়বস্ত্রে তাহার উপরিভাগ আবৃত ছিল; সুতরাং আকাশে মেঘাবৃত ক্ষুদ্র চন্দ্রলেখার ন্যায় সে গমন করিতেছিল।১৫

তাহার পর নির্ম্মলহাসিনী উর্ব্বশী মন ও বায়ুর ন্যায় দ্রুত গমন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই অর্জ্জুনের গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল।১৬

নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! শুভনয়না উর্ব্বশী সেখানে উপস্থিত হইলে, দৌবারিকেরা যাইয়া অর্জ্জুনের নিকট সেই সংবাদ জানাইল।১৭

রাজন্! তখন অর্জ্জুন সেই নির্ম্মল ও অতি-মনোহর গৃহে আগমন করিলেন এবং রাত্রিতে আশঙ্কিতচিত্তে উর্ব্বশীর প্রত্যুদ্গমন করিলেন।১৮

উর্ব্বশীকে দেখিয়াই অর্জ্জুন লজ্জায় নয়নযুগল সংবৃত করিলেন এবং অভিবাদন করিয়া গুরুর ন্যায় সম্মান করিলেন।১৯

অর্জ্জুন বলিলেন,—দেবি! আপনি প্রধান অপ্সরাগণের মধ্যেও প্রধানা; সুতরাং আপনাকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি, আপনি কি আদেশ করিতেছেন? আমি আপনার দাস উপস্থিত হইয়াছি।২০

তখন অর্জ্জুনের সেই কথা শুনিয়া উর্ব্বশীর যেন চৈতন্য লোপ পাইল; সেই সময়ে সে চিত্রসেনের সকল কথা অর্জ্জুনকে শুনাইল।২১

উর্ব্বশী বলিল,—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! চিত্রসেন আমার নিকট যেরূপ বলিয়াছেন এবং আমি যে জন্য এখানে আসিয়াছি, তৎসমস্তই আপনার নিকট বলিব।২২

আপনি স্বর্গলোকে আসিয়াছেন বলিয়া দেবরাজের সন্তোষের জন্য একটী মনোহর আসর বসিয়াছিল এবং স্বর্গলোকের মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে সমস্ত রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনী-কুমার ও বসু উপস্থিত ছিলেন এবং অগ্নি, চন্দ্র ও

মহর্ষীণাঞ্চ সংঘেষু রাজর্ষিপ্রবরেষু চ।
সিদ্ধ-চারণ-যক্ষেষু মহোরগগণেষু চ ॥২৫
উপবিষ্টেষু সর্ব্বেষু স্থান-মানপ্রভাবতঃ।
ঋদ্ধ্যা প্রজ্বলমানেষু অগ্নিসোমার্কবর্চ্চঃসু ॥২৬
বীণাসু বাদ্যমানাসু গন্ধর্ব্বৈঃ শক্রনন্দন!
দিব্যে মনোরমে গেয়ে প্রবৃত্তে পৃথুলোচন ॥২৭
সর্ব্বাপ্সরঃসু মুখ্যাসু প্রনৃত্তাসু কুরূদ্বহ।
ত্বং কিলানিমিষং পার্থ! মামেকাং তত্র দৃষ্টবান্ ॥২৮
তত্র চৈবং গতে তস্মিন্নুপস্থানে দিবৌকসাম্।
তব পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতা গতাঃ স্বং স্বং গৃহং সুরাঃ ॥২৯
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা বিশিষ্টাঃ স্বগৃহং গতাঃ।
অপি চান্যাশ্চ শত্রুঘ্ন! তব পিত্রা বিসর্জ্জিতাঃ ॥৩০

সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রধান প্রধান মহর্ষি, রাজর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ ও মহানাগগণ—ইঁহারা সকলে নিজ নিজ পদ, গৌরব ও প্রভাব অনুসারে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়া অলঙ্কার প্রভৃতির কিরণে জ্বলিতেছিলেন; গন্ধর্ব্বগণ বীণা বাজাইতেছিলেন; অলৌকিক মনোহর গান চলিতেছিল এবং প্রধান প্রধান সমস্ত অপ্সরা নৃত্য করিতেছিল। কুরুশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন! এমন সময়ে নাকি আপনি নির্নিমেষ নয়নে একমাত্র আমাকেই দেখিয়াছিলেন।২৩-২৮

তখন দেবগণের সেই সভায় মহোৎসব সমাপ্ত হইলে, আপনার পিতার (ইন্দ্রের) অনুমতিক্রমে দেবতারা আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।২৯

শত্রুদমন! আপনার পিতা বিদায় দিলে পর প্রধান ও অপ্রধান সকল অপ্সরাই আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল।৩০

হে পদ্মনয়ন! তাহার পর দেবরাজ চিত্রসেনকে বক্তব্য বিষয় বলিয়া দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন; তিনিও আসিয়া আমাকে বলিলেন।৩১

ততঃ শক্রেণ সন্দিষ্টশ্চিত্রসেনো মমান্তিকম্।
প্রাপ্তঃ কমলপত্রাক্ষ স চ মামব্রবীদথ ॥৩১
ত্বৎকৃতেঽহং সুরেশেন প্রেষিতো বরবর্ণিনি।
প্রিয়ং কুরু মহেন্দ্রস্য মম চৈবাত্মনশ্চ হ ॥৩২
শক্রতুল্যং রণে শূরং রূপৌদার্য্যগুণান্বিতম্।
পার্থং প্রার্থয় সুশ্রোণি ত্বমিত্যেব তদাব্রবীৎ ॥৩৩
ততোঽহং সমনুজ্ঞাতা তেন পিত্রা চ তেঽনঘ।
তবান্তিকমনুপ্রাপ্তা শুশ্রূষিতুমরিন্দম ॥৩৪
ত্বদ্গুণাকৃষ্টচিত্তাহমনঙ্গবশমাগতা।
চিরাভিলষিতো বীর মমাপ্যেষ মনোরথঃ ॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাং তথা ব্রুবতীং শ্রুত্বা ভৃশং লজ্জাবৃতোঽর্জ্জুনঃ।
উবাচ কর্ণৌ হস্তাভ্যাং পিধায় ত্রিদশালয়ে ॥৩৬

'বরবর্ণিনি! দেবরাজ তোমার জন্যই আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব তুমি দেবরাজের, আমার ও নিজের প্রিয় কার্য্য কর।৩২

সুনিতম্বে! অর্জ্জুন যুদ্ধে ইন্দ্রেরই তুল্য বীর, বিশেষতঃ রূপ ও উদারতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন। সুতরাং তুমিই যাইয়া তাঁহার নিকট রতি প্রার্থনা কর'—এইরূপই চিত্রসেন বলিয়াছেন।৩৩

হে নিষ্পাপ শত্রুদমন! তাহার পর আমি চিত্রসেনের এবং আপনার পিতার অনুমতিক্রমে আপনারই সেবা করিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি।৩৪

বীর! আমার চিত্ত আপনার গুণে আকৃষ্ট হইয়াছে; আমি কামের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি; আপনি আমার চিরাভিলষিত; সুতরাং এই বিষয়টী আমারও অভীষ্ট।৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উর্ব্বশী এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন তাহা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং সেই স্বর্গলোকে হস্তযুগলদ্বারা কর্ণদ্বয় আবৃত করিয়া বলিলেন।৩৬

অহং—আমি অসদ্‌বৃত্তিরূপ অসাধুগণের নাশের ও সদ্‌বৃত্তিরূপ সজ্জনসমূহের পরিত্রাণের জন্য, পুরুষোত্তম ওঙ্কাররূপে ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হই—আমি, আমি, আমিই।

আমি অখণ্ডানন্দ, আমিই পরিপূর্ণানন্দ, আমিই নিরতিশয় আনন্দ, আমিই তুরীয়, আমিই তুরীয়াতীত, আমিই অনন্ত উপনিষদ্‌বিমৃগ্য, আমিই ব্রহ্মা, ঈশান, পুরন্দরাদি অমরনিকর ও অখিল আগমের উত্তমরূপে অন্বেষণীয়, আমি সমস্ত মুমুক্ষুগণের অনুসন্ধেয়, আমিই অমৃতময়ের অন্বেষণীয়, আমিই অমৃতময়, আমিই অমৃতময়, আমিই অমৃতময়।

আমিই সব, আমিই সব, আমিই সব। আমিই মোক্ষ আমিই মোক্ষদাতা, আমিই অখিল মোক্ষের সাধন, আমা ভিন্ন আর কিছু নাই। আমি ভিন্ন যা কিছু দেখা যায়, সে সমস্ত নিশ্চয় বাধিত। আমি বক্তা, আমিই শ্রোতা, আমিই গুরু, আমিই পিতা, আমিই মাতা, আমিই সর্ব্বনিয়ন্তা,

আমিই নিখিল বস্তু, আমিই একমাত্র ধ্যেয়, আমিই ধ্যান, আমিই ধ্যাতা, আমি প্রলয়ে কারণসলিলে অনন্তশয়নে নিদ্রিত থাকি। আমার নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই মহেশ্বর, আমি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, অশ্বিনীকুমার। আমিই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপ সত্য—এই ঊর্দ্ধসপ্তলোক, আমিই অতল বিতল রসাতল সুতল তলাতল মহাতল পাতাল অধঃ সপ্ত লোক। আমি চতুর্দ্দশ ভুবনকে জলরূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে, আকাশরূপে, অহঙ্কাররূপে, মহত্তত্ত্বরূপে ও প্রকৃতি-রূপে বেষ্টন করি। আমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সেজে খেলা করি। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সব আমি। আমি ব্রহ্মাণ্ডরূপ রঙ্গমঞ্চ, আমি অভিনয়, আমিই অভিনেতা, আমিই দর্শক, দ্রষ্টা আমি, দৃশ্য আমি, দর্শন আমি, জ্ঞাতা আমি, জ্ঞেয় আমি, আমি জ্ঞান, আমি শ্রোতা, আমি শ্রোতব্য, আমি শ্রবণাই। এ বিরাট রঙ্গমঞ্চে আমি ছাড়া আর কিছু নাই, নাই, নাই। আমি, আমি, আমি, আমিই প্রথম উৎপন্ন হয়েছিলাম, তাই আমার নাম "অহং" "অহং" "অহমেব সর্ব্বং" "অহং" "অহং"।

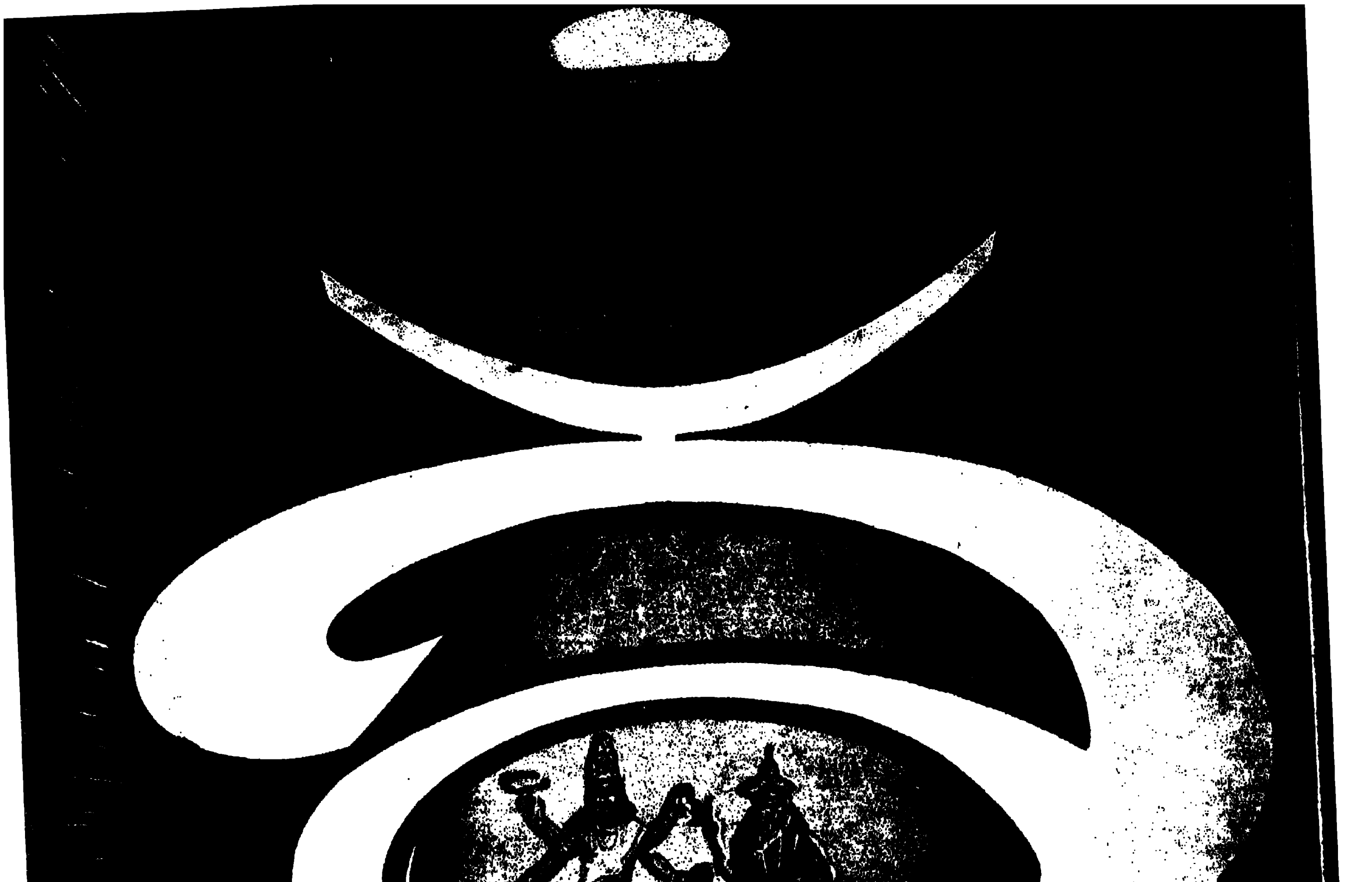

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

জ্যৈষ্ঠ ২৭।১৩৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

মা, মা, মা,

আঁধারে আতঙ্কে মরি, জাগো জাগো হে শঙ্করি

কাল ঐ ছুটে আসে আর কবে জাগ্‌বি মা।

মা, প্রেমময়ি মা ! স্নেহময়ি মা ! মধুময়ি মা !

গুরো ! গুরো ! গুরো !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সকলের অন্তরতম "আমি"। আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি স্বাহা, আমি স্বধা, আমি বষট্‌কার, আমি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই স্বরত্রয়, আমি অমৃতরূপিণী, আমি অ, উ, ম ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা।

[মহাভারত—পঞ্চদশ

[অষ্টমবর্ষ, ভাদ্র মাস, ১৩৭৬]

[তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি পি. এইচ ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই ভাদ্র, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮।সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১।	মনুসংহিতা	৩.০০	টাকা
২।	বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি	২২.৫০	,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩।	শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ	৩০.০০	টাকা
৪।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯.০০	,,
৫।	শ্রীমদ্‌ভাগবত	৪২.০০	,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

আসীদ্ বহুমতা নারী তস্যা দৃঢ়তরশ্চ সঃ।
স বৈ কেনচিদর্থেন তয়া মন্দো ব্যযুজ্যত ॥১৩
বিপ্রযুক্তঃ স মন্দাত্মা ভ্রমত্যসুখপীড়িতঃ।
দহ্যমানঃ স শোকেন দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥১৪
নিশাকালে স্মরংস্তস্যাঃ শ্লোকমেবং স গায়তি।
স বৈ ভ্রমন্ মহীং সর্ব্বাং কচিদাসাদ্য কিঞ্চন ॥১৫
বসত্যনর্হস্তদ্দুঃখং ভূয় এবানুসংস্মরন্।
সা তু তং পুরুষং নারী কৃচ্ছ্রেঽপ্যনুগতা বনে ॥১৬
ত্যক্তা তেনাল্পপুণ্যেন দুষ্করং যদি জীবতি।
একা বালানভিজ্ঞা চ মার্গাণামতথোচিতা ॥১৭
ক্ষুৎ-পিপাসাপরীতাঙ্গী দুষ্করং যদি জীবতি।
শ্বাপদাচরিতে নিত্যং বনে মহতি দারুণে।
ত্যক্তা তেনাল্পভাগ্যেন মন্দপ্রজ্ঞেন মারিষ ॥১৮

ইত্যেবং নৈষধো রাজা দময়ন্তীমনুস্মরন্।
অজ্ঞাতবাসং ন্যবসদ্ রাজ্ঞস্তস্য নিবেশনে ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
নল-বিলাপে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

এইরূপ শোক করিতেছ ? রাজা নল সেই জীবলকে বলিলেন,—কোন মন্দবুদ্ধি পুরুষের অত্যন্ত আদরের পাত্র এক স্ত্রী ছিল, সেই পুরুষও সেই নারীর প্রগাঢ় প্রণয়ের পাত্র ছিল; কিন্তু সেই মন্দবুদ্ধি পুরুষ কোন প্রয়োজনে সেই নারীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।১২-১৩

সেই ভার্য্যাবিচ্ছিন্ন পুরুষ দিবারাত্র দুঃখে পীড়িত এবং শোকে দগ্ধ হইতে থাকিয়া অনবরত ভ্রমণ করিতেছে।১৪

সেই পুরুষ রাত্রিকালে সেই নারীকে স্মরণ করিয়া এইরূপ শ্লোক পাঠ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে সেই পুরুষ সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া, কোন স্থানে কিছু লাভ করত, অনবরত সেই নারীর দুঃখ স্মরণ করিতে থাকিয়া বাস করিতেছে। সেই নারী কিন্তু কষ্টকর বনেও সেই পুরুষের অনুগমন করিতেছিল।১৫-১৬

সেই মন্দভাগ্য পুরুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, একাকিনী, বালিকা, পথের অনভিজ্ঞা এবং সেরূপ দুঃখভোগের অযোগ্যা সেই নারী এখনও যদি জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তবে দুষ্কর কার্য্যই করিতেছে।১৭

সজ্জন জীবল! সেই অল্পভাগ্য ও মন্দবুদ্ধিপুরুষ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সেই নারী সর্ব্বদা হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ বিশাল ও ভয়ঙ্কর বনে ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া এখনও যদি জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তবে দুষ্কর কার্য্যই করিতেছে।১৮

রাজা নল ঋতুপর্ণরাজার ভবনে এইভাবে দময়ন্তীকে স্মরণ করিতে করিতে সকলের অজ্ঞাত-ভাবে বাস করিতে লাগিলেন ॥১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলবিলাপবিষয়ে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৭

দুঃশ্রুতং মেঽস্তু সুভগে যন্মাং বদসি ভাবিনি।
গুরুদারৈঃ সমানা ত্বং নিত্যমেষা মতির্মম ॥৩৭

যথা কুন্তী মহাভাগা যথেন্দ্রাণী শচী মম।
তথা ত্বমপি কল্যাণী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৮

যচ্চেক্ষিতাসি বিস্পষ্টং বিশেষেণ ময়া শুভে।
তচ্চ কারণপূর্বং হি শৃণু সত্যং শুচিস্মিতে ॥৩৯

ইয়ং পৌরববংশস্য জননী বিদিতেতি হ।
ত্বামহং দৃষ্টবাংস্তত্র বিজ্ঞায়োৎফুল্ললোচনঃ ॥৪০

ন মামর্হসি কল্যাণি অন্যথা মন্তুমপ্সরঃ।
গুরোর্গুরুতরা মে ত্বং মম বংশবিবর্দ্ধিনী ॥৪১

ঊর্বশ্যুবাচ।

অনাবৃতাশ্চ সর্বাঃ স্ম দেবরাজাভিনন্দন।
গুরুস্থানে ন মাং বীর নিযোক্তুং ত্বমিহার্হসি ॥৪২

'ভাগ্যবতি! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা আমার শ্রবণ করাই অসঙ্গত হইল; কারণ, আপনি আমার গুরুপত্নীতুল্য; ইহাই আমার সর্বদা ধারণা।৩৭

আমার নিকট যেমন কুন্তী এবং যেমন মহাভাগা শচী, আপনিও তেমনি। এবিষয়ে বিচার করাই উচিত নহে।৩৮

তবে আমি যে বিশেষরূপে সুস্পষ্টভাবে আপনাকে দেখিয়াছিলাম, তাহা কোন কারণবশতঃ; সে বিষয়ে সত্যকথা শ্রবণ করুন।৩৯

'ইনি পুরুবংশের সর্ব্বজনবিদিত জননী' ইহা জ্ঞাত হইয়াই আমি উৎফুল্লনয়নে তখন আপনাকে দেখিয়াছিলাম।৪০

অতএব কল্যাণি অপ্সরঃ! আপনি আমাকে অন্যরূপ মনে করিতে পারেন না। আপনি আমার গুরুপত্নী অপেক্ষাও অধিক গৌরবশালিনী এবং আমার বংশের বৃদ্ধিকারিণী।৪১

পুরোর্বংশে হি যে পুত্রা নপ্তারো বা ত্বিহাগতাঃ।
তপসা রময়ন্ত্যস্মান্ ন চ তেষাং ব্যতিক্রমঃ ॥৪৩

তৎ প্রসীদ ন মামার্ত্তাং বিসর্জ্জয়িতুমর্হসি।
হৃচ্ছয়েন চ সন্তপ্তাং ভক্তাঞ্চ ভজ মানদ ॥৪৪

অর্জুন উবাচ।

শৃণু সত্যং বরারোহে যৎ ত্বাং বক্ষ্যাম্যনিন্দিতে।
শৃণ্বন্তু মে দিশশ্চৈব বিদিশশ্চ সদেবতাঃ ॥৪৫

যথা কুন্তী চ মাদ্রী চ শচী চেহ মমানঘে।
তথা চ বংশজননী ত্বং হি মেঽদ্য গরীয়সী ॥৪৬

গচ্ছ মূর্দ্ধ্না প্রপন্নোঽস্মি পাদৌ তে বরবর্ণিনি।
ত্বং হি মে মাতৃবৎ পূজ্যা রক্ষ্যোঽহং পুত্রবৎ
ত্বয়া ॥৪৭

ঊর্ব্বশী বলিল—'দেবরাজনন্দন! আমরা অপ্সরোগণ সকলেই অনিয়ন্ত্রিত। অতএব বীর! আপনি আমাকে কখনই গুরুপত্নীস্থানে স্থাপন করিতে পারেন না।৪২

পুরুবংশের যে সকল পুত্র, পৌত্র বা অন্যান্য লোক তপোবলে এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের সহিত রমণ করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহাদের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।৪৩

আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন; আপনি কামপীড়িতা আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন না; আমি কামসন্তপ্তা এবং আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা; অতএব হে মানদ! আপনি আমাকে ভজনা করুন।৪৪

অর্জ্জুন বলিলেন—'বরারোহে! অনিন্দিতে! আমি যাহা সত্য বলিব, তাহা আপনি শ্রবণ করুন, আর দেবগণের সহিত দিক্ এবং বিদিক্‌সকলও আমার কথা শ্রবণ করুক।৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা তু পার্থেন উর্বশী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
বেপন্তী ভ্রুকুটীং কৃত্বা শশাপাথ ধনঞ্জয়ম্ ॥৪৮

উর্বশ্যুবাচ।

তব পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতাং স্বয়ঞ্চ গৃহমাগতাম্।
যস্মান্মাং নাভিনন্দেথাঃ কামবাণবশং গতাম্ ॥৪৯
তস্মাৎ ত্বং নর্ত্তনঃ পার্থ স্ত্রীমধ্যে মানবর্জ্জিতঃ।
অপুমানিতি বিখ্যাতঃ ষণ্ঢবদ্ বিচরিষ্যসি ॥৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং দত্ত্বার্জ্জুনে শাপং স্ফুরদোষ্ঠী শ্বসন্ত্যথ।
পুনঃ প্রত্যাগতা ক্ষিপ্রমুর্বশী গৃহমাত্মনঃ ॥৫১

পার্থোঽপি লব্ধা শাপং তং তাং নিশাং
দুঃখিতোঽবসৎ।
বিবক্ষুশ্চিত্রসেনায় প্রাতঃ সর্ব্বমদৃষ্টবৎ ॥৫২
ততঃ প্রভাতে বিমলে গন্ধর্বায় যথাতথম্।
নিবেদয়ামাস তদা চিত্রসেনায় পাণ্ডবঃ ॥৫৩
তচ্চ সর্বং যথাবৃত্তং শাপঞ্চৈব পুনঃ পুনঃ।
আবেদয়চ্চ শক্রস্য চিত্রসেনোঽপি সর্বশঃ ॥৫৪
তত আনায্য তনয়ং বিবিক্তে হরিবাহনঃ।
সান্ত্বয়িত্বা শুভৈর্বাক্যৈঃ স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥৫৫
সুপুত্রাদ্য পৃথা তাত ত্বয়া পুত্রেণ সত্তম।
ঋষয়োঽপি হি ধৈর্য্যেণ জিতা বৈ তে মহাভুজ ॥৫৬

নিষ্পাপে! আমার নিকট কুন্তী, মাদ্রী ও শচীদেবী যেমন, বংশের জননী বলিয়া আপনিও আমার নিকট তেমনই জানিবেন; কিংবা তাহাদের অপেক্ষাও আপনি আমার নিকট অধিক গৌরবমণ্ডিতা।৪৬

হে বরবর্ণিনি! আপনি স্বস্থানে গমন করুন; আমি মস্তকদ্বারা আপনার চরণযুগলে প্রণত হইতেছি। আপনি মাতার ন্যায় আমার পূজনীয়া এবং আমিও পুত্রের ন্যায়ই আপনার রক্ষণীয়।৪৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে উর্ব্বশী ক্রোধে মূর্চ্ছিতা (জ্ঞানশূন্যা) হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভ্রূকুটী করিয়া অর্জ্জুনকে অভিসম্পাত করিল।৪৮

উর্ব্বশী বলিল—'অর্জ্জুন! তোমার পিতা অনুমতি দিয়াছেন, আমিও নিজেই তোমার গৃহে আসিয়াছি এবং বিশেষতঃ এখন আমি কামবশীভূতা; তথাপি তুমি যখন আমাকে অভিনন্দন করিলে না, তখন তুমি নর্ত্তক ও সম্মানহীন অপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং নপুংসকেরই মত স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিচরণ করিবে।৪৯-৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উর্ব্বশী অর্জ্জুনকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া কম্পিত ওষ্ঠে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আপন গৃহে ফিরিয়া গেল।৫১

অর্জ্জুনও সেই অভিশাপ পাইয়া প্রাতঃকালে সমস্ত বিষয় চিত্রসেনকে বলিবার ইচ্ছা করত বিষণ্ণের ন্যায় দুঃখিত থাকিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।৫২

তাহার পর পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন নির্ম্মল প্রাতঃকালে চিত্রসেন গন্ধর্বের নিকট রাত্রির সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে জানাইলেন।৫৩

চিত্রসেনও সেই সকল বৃত্তান্ত এবং শাপের বিষয় যথাযথভাবে বার বার ইন্দ্রের নিকট বিশেষভাবে জানাইলেন।৫৪

তাহার পর ইন্দ্র নির্জনস্থানে পুত্র অর্জ্জুনকে আনাইয়া, মৃদু মৃদু হাস্য করত মনোহর বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন।৫৫

'বৎস সজ্জনশ্রেষ্ঠ! আজ কুন্তীদেবী তোমার ন্যায়

যস্তু দত্তবতী শাপমুর্ব্বশী তব মানদ।
স চাপি তেঽর্থকৃৎ তাত সাধকশ্চ ভবিষ্যতি ॥৫৭

অজ্ঞাতবাসো বস্তব্যো ভবদ্ভির্ভূতলেঽনঘ।
বর্ষে ত্রয়োদেশে বীর তত্র ত্বং ক্ষপয়িষ্যসি ॥৫৮

তেন নর্ত্তনবেষেণ অপুংস্ত্বেন তথৈব চ।
বর্ষমেকং বিহৃত্যৈব ততঃ পুংস্ত্বমবাপ্স্যসি ॥৫৯

এবমুক্তস্তু শক্রেণ ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
মুদং পরমিকাং লেভে ন চ শাপং ব্যচিন্তয়ৎ ॥৬০

চিত্রসেনেন সহিতো গন্ধর্বেণ যশস্বিনা।
রেমে স স্বর্গভবনে পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥৬১

ইদং যঃ শৃণুয়াদ্ বৃত্তং নিত্যং পাণ্ডুসুতস্য বৈ।
ন তস্য কামঃ কামেষু পাপকেষু প্রবর্ত্ততে ॥৬২

ইদমমরবরাত্মজস্য ঘোরং
শুচি চরিতং বিনিশম্য ফাল্গুনস্য।
ব্যপগতমদ-দম্ভ-রাগদোষা-
স্ত্রিদিবগতাভিরমন্তি মানবেন্দ্রাঃ ॥৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি উর্বশীশাপো নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬

পুত্রদ্বারা সুপুত্রা হইলেন। কারণ, হে মহাবাহো! তুমি আজ ধৈর্য্যদ্বারা ঋষিগণকেও জয় করিয়াছ।৫৬

কিন্তু মানদ বৎস! উর্ব্বশী তোমাকে যে শাপ দিয়াছে, তাহাও তোমার পক্ষে প্রয়োজনসম্পাদক ও কার্য্যসাধকই হইবে।৫৭

কারণ, হে নিষ্পাপ বীর! যখন ত্রয়োদশ বৎসরে ভূতলে তোমাদের অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে, তখন তুমি এই শাপ ক্ষয় করিবে।৫৮

তুমি সেই নপুংসকভাবে নর্ত্তকের বেশে এক বৎসরকাল থাকিয়া পরে আবার পুরুষত্ব লাভ করিবে।৫৯

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, শত্রুবীরহন্তা অর্জ্জুন অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং শাপের বিষয়ে আর কোন চিন্তাই করিলেন না।৬০

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন যশস্বী চিত্রসেন-গন্ধর্বের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।৬১

যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের এই চরিত্র নিত্য শ্রবণ করে, তাহার কামনা কখনও পাপজনক কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না।৬২

মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের এই দুষ্কর ও পরম পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া মত্ততা, কপটতা ও অনুরাগদোষ পরিত্যাগ করত স্বর্গে যাইয়া আনন্দে বিহার করিতে থাকেন।৬৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে উর্বশীশাপনামক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[লোমশমুনেরিন্দ্রলোকাগমনম্, ইন্দ্রেণ অর্জ্জুনেন চ সহ সম্মিল্য কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরসমীপে গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কদাচিদটমানস্তু মহর্ষিরথ লোমশঃ।
জগাম শক্রভবনং পুরন্দরদিদৃক্ষয়া ॥১

স সমেত্য নমস্কৃত্য দেবরাজং মহামুনিঃ।
দদর্শার্দ্ধাসনগতং পাণ্ডবং বাসবস্য হি ॥২

ততঃ শক্রাভ্যনুজ্ঞাত আসনে বিষ্টরোত্তমে।
নিষসাদ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥৩

তস্য দৃষ্ট্বাঽভবদ্ বুদ্ধিঃ পার্থমিন্দ্রাসনে স্থিতম্।
কথং নু ক্ষত্রিয়ঃ পার্থঃ শক্রাসনমবাপ্তবান্ ॥৪

কিং বানেন কৃতং কর্ম্ম লোকা বা কে বিনির্জ্জিতাঃ।
যদেবমনুসম্প্রাপ্তঃ স্থানং দেবনমস্কৃতম্ ॥৫

তস্য বিজ্ঞায় সঙ্কল্পং শক্রো বৃত্রনিষূদনঃ
লোমশং প্রহসন্ বাক্যমিদমাহ শচীপতিঃ ॥৬

ব্রহ্মর্ষে! শ্রূয়তাং যত্তে মনসৈতদ্বিচিন্তিতম্।
নায়ং কেবলমর্ত্ত্যো বৈ ক্ষত্রিয়ত্বমুপাগতঃ ॥৭

মহর্ষে! মম পুত্রোঽয়ং কুন্ত্যাং জাতো মহাভুজঃ।
অস্ত্রহেতোরিহ প্রাপ্তঃ কস্মাচ্চিৎ কারণান্তরাৎ ॥৮

অহো নৈনং ভবান্ বেত্তি পুরাণমৃষিসত্তমম্।
শৃণু মে বদতো ব্রহ্মন্ যোঽয়ং যচ্চাস্য কারণম্ ॥৯

নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তাবিমাবভিজানীহি হৃষীকেশ-ধনঞ্জয়ৌ ॥১০

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[লোমশমুনির ইন্দ্রলোকে আগমন এবং ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কোন এক সময়ে মহর্ষি লোমশ বিচরণ করিতে করিতে ইন্দ্রকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন।১

সেই মহামুনি উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে নমস্কার করত অর্জ্জুনকে ইন্দ্রেরই অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দর্শন করিলেন।২

তদনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোমশ ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে উত্তম কুশাসনে উপবেশন করিলেন; তখন অন্যান্য মহর্ষিগণ তাঁহার সম্মান করিলেন।৩

সেই সময় অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের আসনে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে, অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে ইন্দ্রের আসন লাভ করিলেন ?৪

ইনি কি কার্য্য করিয়াছেন? তপোবলে কোন্ লোকই বা জয় করিয়াছেন, যাহার জন্য ইনি দেবপূজিত এমন স্থান লাভ করিলেন ?৫

তখন বৃত্রহন্তা শচীপতি ইন্দ্র লোমশমুনির সেই মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।৬

'ব্রহ্মর্ষি। আপনি মনে মনে যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন—ইনি ক্ষত্রিয়ত্বপ্রাপ্ত কেবল মানুষ নহেন।৭

মহর্ষি। এই মহাবাহু—আমার পুত্র এবং ইনি কুন্তীর গর্ভে জন্মিয়াছেন; ইনি কোন কারণবশতঃ অস্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।৮

কিন্তু কি আশ্চর্য্য। আপনি এই প্রাচীন ঋষি-শ্রেষ্ঠকে জানেন না। ব্রহ্মন্। ইনি কে এবং ইঁহার এই মূর্ত্তি ধারণ করিবার কি কারণ, তাহা আমি বলিতেছি,—আপনি শ্রবণ করুন।৯

নর ও নারায়ণনামে সেই যে দুইজন প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারাই এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন; ইহা আপনি অবগত হউন।১০

বিখ্যাতৌ ত্রিষু লোকেষু নর-নারায়ণাবৃষী।
কার্য্যার্থমবতীর্ণৌ তৌ পৃথ্বীং পুণ্যপ্রতিশ্রয়াম্ ॥১১

যন্ন শক্যং সুরৈর্দ্রষ্টু মৃষিভির্বা মহাত্মভিঃ।
তদাশ্রমপদং পুণ্যং বদরীনাম বিশ্রুতম্ ॥১২

স নিবাসোঽভবদ্ বিপ্র ! বিষ্ণোর্জিষ্ণোস্তথৈব চ।
যতঃ প্রববৃতে গঙ্গা সিদ্ধ-চারণসেবিতা ॥১৩

তৌ মন্নিয়োগাদ্ ব্রহ্মর্ষে ! ক্ষিতৌ জাতৌ মহাদ্যুতী।
ভূমের্ভারাবতরণং মহাবীর্য্যৌ করিষ্যতঃ ॥১৪

উদ্‌বৃত্তা হ্যসুরাঃ কেচিন্নিবাতকবচা ইতি।
বিপ্রিয়েষু স্থিতাস্মাকং বরদানেন দর্পিতাঃ ॥১৫

তর্কয়ন্তে সুরান্ হন্তুং বল-বীর্য্যসমন্বিতাঃ।
দেবান্ ন গণয়ন্ত্যেতে তথা দত্তবরা হি তে ॥১৬

পাতালবাসিনো রৌদ্রা দনোঃ পুত্রা মহাবলাঃ।
সর্ব্বদেবনিকায়া হি নালং যোধয়িতুং হি তান্ ॥১৭

যোঽয়ং ভূমিগতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুর্মধুনিষূদনঃ।
কপিলো নাম দেবোঽসৌ ভগবানজিতোঽব্যয়ঃ ॥১৮

যেন পূর্ব্বং মহাত্মানঃ খনমানা মহীতলম্।
দর্শনাদেব নির্দগ্ধাঃ সগরস্যাত্মজা বিভো ! ॥১৯

তেন কার্য্যং মহৎ কার্য্যমস্মাকং দ্বিজসত্তম।
পার্থেন চ মহাযুদ্ধে সমেতাভ্যাং ন সংশয়ঃ ॥২০

সোঽসুরান্ দর্শনাদেব শক্তো হন্তুং সহানুগান্।
নিবাতকবচানুগ্রান্ নাগানিব মহাহ্রদে ॥২১

কিন্তু নাল্পেন কার্য্যেণ প্রবোধ্যো মধুসূদনঃ।
তেজসঃ সুমহারাশিঃ প্রবুদ্ধঃ প্রদহেজ্জগৎ ॥২২

ত্রিলোকবিখ্যাত সেই নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য পুণ্যের আধার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।১১

দেবগণ কিংবা মহাত্মা ঋষিগণও যাহা দেখিতে সমর্থ নহেন, সেই 'বদরী'নামে বিখ্যাত পরম পবিত্র এক আশ্রম আছে।১২

ব্রাহ্মণ! সেই বদরিকাশ্রমই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বাসস্থান ছিল; যে স্থান হইতে সিদ্ধ ও চারণগণ-সেবিতা গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।১৩

ব্রহ্মর্ষি! সেই মহাতেজস্বী ও মহাবল নর ও নারায়ণ দুই ঋষিই আমার প্রার্থনায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ইঁহারাই পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবেন।১৪

উদ্ধতস্বভাব এবং ব্রহ্মার বরদানে দর্পিত 'নিবাতকবচ'—নামে কতকগুলি অসুর আমাদের অপ্রিয় আচরণ করিতেছে।১৫

দৈহিক বল ও মানসিক বলসম্পন্ন সেই অসুরগণ বরলাভ করত দেবগণকে বধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, তাই তাহারা দেবগণকে গ্রাহ্যই করে না।১৬

ভয়ঙ্করস্বভাব, মহাবল দনুর পুত্রগণ পাতালে বাস করে। সমস্ত দেবগণও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন ১৭

মধুদৈত্যহন্তা লক্ষ্মীপতি এই যে বিষ্ণু ভূতলে গিয়াছেন, অবিজিত ও অবিনশ্বর ঐ ভগবান্ বিষ্ণুই 'কপিল' হইয়াছিলেন।১৮

হে বিভো! যিনি পূর্ব্বকালে ভূতলখননকারী মহাত্মা সগর-পুত্রগণকে দর্শনমাত্রেই দগ্ধ করিয়াছিলেন।১৯

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মিলিত হইয়া মহাযুদ্ধে আমাদের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২০

সেই কৃষ্ণ কেবল দৃষ্টিদ্বারাই—মহাহ্রদবাসী সর্পগণের ন্যায় উগ্রস্বভাব নিবাতকবচনামক অসুরগণকে অনুচরবর্গের সহিতই সংহার করিতে সমর্থ।২১

অয়ং তেষাং সমস্তানাং শক্তঃ প্রতিসমাসনে।
তান্ নিহত্য রণে শূরঃ পুনর্যাস্যতি মানুষান্ ॥২৩
ভবানস্মন্নিয়োগেন যাতু তাবন্মহীতলম্।
কাম্যকে দ্রক্ষ্যসে বীরং নিবসন্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪
স বাচ্যো মম সন্দেশাদ্ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ।
নোৎকণ্ঠা ফাল্গুনে কার্য্যা কৃতাস্ত্রঃ শীঘ্রমেষ্যতি ॥২৫
নাশুদ্ধবাহুবীর্য্যেণ নাকৃতাস্ত্রেণ বা রণে।
ভীষ্ম-দ্রোণাদয়ো যুদ্ধে শক্যাঃ প্রতিসমাসিতুম্॥২৬
গৃহীতাস্ত্রো গুড়াকেশো মহাবাহুর্মহামনাঃ।
নৃত্য-বাদিত্র-গীতানাং দিব্যানাং পারমীয়িবান্ ॥২৭

ভবানপি বিবিক্তানি তীর্থানি মনুজেশ্বর।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈর্দ্রষ্টুমর্হত্যরিন্দম ॥২৮
তীর্থেষ্বাপ্লুত্য পুণ্যেষু বিপাপ্মা বিগতজ্বরঃ।
রাজ্যং ভোক্ষ্যসি রাজেন্দ্র সুখী বিগতকল্মষঃ ॥২৯
ভবাংশ্চৈনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পর্য্যটন্তং মহীতলম্।
ত্রাতুমর্হতি বিপ্রাগ্র্য! তপোবলসমন্বিতঃ ॥৩০
গিরিদুর্গেষু চ সদা দেশেষু বিষমেষু চ।
বসন্তি রাক্ষসা রৌদ্রাস্তেভ্যো রক্ষাং বিধাস্যতি ॥৩১
এবমুক্তে মহেন্দ্রেণ বীভৎসুরপি লোমশম্।
উবাচ প্রয়তো বাক্যং রক্ষেথাঃ পাণ্ডুনন্দনম্ ॥৩২

কিন্তু অল্প কার্য্যের জন্য তাঁহাকে জানান যায় না। কারণ, তিনি তেজের সুবিশাল রাশি, সুতরাং হয় ত বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র জগৎকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।২২

সুতরাং এই বীর অর্জ্জুন সেই সকল নিবাত-কবচকে সংহার করিতে সমর্থ; অতএব ইনি যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে যাইবেন।২৩

অতএব হে মহর্ষি! আপনি আমার অনুরোধ-ক্রমে পৃথিবীতে গমন করুন; সেখানে যাইয়া কাম্যক বনে বীর যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইবেন।২৪

পরে, আমার কথানুসারে আপনি সেই ধর্ম্মাত্মা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন যে, আপনারা অর্জ্জুনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না; তিনি অস্ত্র-শিক্ষা শেষ করিয়া সত্বরই আসিবেন।২৫

যুদ্ধে বাহুবলপ্রয়োগশিক্ষার ত্রুটি থাকিলে কিংবা সকল অস্ত্রশিক্ষা না হইলে, কেহই যুদ্ধে ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতির প্রতিপক্ষভাবে থাকিতে পারে না।২৬

মহাবাহু, মহামনা ও নিদ্রাবিজয়ী অর্জ্জুন সমস্ত অস্ত্রই শিক্ষা করিয়াছেন, আর স্বর্গীয় নৃত্য, গীত এবং বাদ্যেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।২৭

অরিন্দম রাজন্! অতএব আপনিও সকল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া পবিত্র তীর্থগুলি দেখিতে পারেন।২৮

রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি পবিত্র তীর্থসমূহে স্নান করিয়া পাপবিহীন, সন্তাপশূন্য, মনোমালিন্যরহিত এবং সুখী হইয়া রাজ্য ভোগ করিবেন।২৯

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি তপোবলসম্পন্ন; সুতরাং যুধিষ্ঠির যখন ভূতলে পর্য্যটন করিবেন, তখন আপনি উঁহাকে রক্ষা করিবেন।৩০

দুর্গম পর্ব্বত এবং বিষম স্থানসমূহে সর্ব্বদাই ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা বাস করে, তাহাদের হাত হইতে আপনি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন।৩১

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুনও বিনয়াবনত হইয়া লোমশমুনিকে এই কথা বলিলেন যে, আপনি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন।৩২

যথা গুপ্তস্ত্বয়া রাজা চরেত্তীর্থানি সত্তম।
দানং দদ্যাদ্ যথা চৈব তথা কুরু মহামুনে ॥৩৩
বৈশম্পায়ন উবাচ।
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় লোমশঃ সুমহাতপাঃ।
কাম্যকং বনমুদ্দিশ্য সমাপুরাম্মহীতলম্ ॥৩৪
দদর্শ তত্র কৌন্তেয়ং ধর্ম্মরাজমরিন্দমম্।
তাপসৈর্ভ্রাতৃভিশ্চৈব সর্ব্বতঃ পরিবারিতম্ ॥৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি লোমশাগমনে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭

হে সাধুশ্রেষ্ঠ মহামুনি! যুধিষ্ঠির আপনাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া যাহাতে তীর্থপর্য্যটন করেন এবং দান করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন।৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—'তাহাই হইবে' এইরূপ স্বীকার করিয়া অতিশয় মহাতপপরায়ণ লোমশমুনি কাম্যকবন উদ্দেশ্য করিয়া ভূতলে আসিলেন।৩৪

তিনি সেখানে আসিয়া দেখিলেন—কুন্তীনন্দন অরিন্দম যুধিষ্ঠির তপস্বী ও ভ্রাতৃগণে চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে লোমশাগমনে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সঞ্জয়সমীপে দুঃখিতেন ধৃতরাষ্ট্রেণ পুত্রেভ্যশ্চিন্তাপূর্ণবাক্যস্য কথনম্।

জনমেজয় উবাচ।
অত্যদ্ভুতমিদং কর্ম্ম পার্থস্যামিততেজসঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা বিপ্র কিমব্রবীৎ ॥১
বৈশম্পায়ন উবাচ।
শক্রলোকগতং পার্থং শ্রুত্বা রাজাঽম্বিকাসুতঃ।
দ্বৈপায়নাদৃষিশ্রেষ্ঠাৎ সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥২
শ্রুতং মে সূত! কার্ৎস্ন্যেন কর্ম্ম পার্থস্য ধীমতঃ।
কচ্চিত্তবাপি বিদিতং যাথাতথ্যেন সারথে ॥৩
প্রমত্তো গ্রাম্যধর্ম্মেষু মন্দাত্মা পাপনিশ্চয়ঃ।
মম পুত্রঃ সুদুর্বুদ্ধিঃ পৃথিবীং ঘাতয়িষ্যতি ॥৪
যস্য নিত্যমৃতা বাচঃ স্বৈরেষ্বপি মহাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যমপি তস্য স্যাদ্ যস্য যোদ্ধা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[সঞ্জয়ের নিকট দুঃখিত ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পুত্রগণের জন্য চিন্তাপূর্ণ বাক্য কথন।]

জনমেজয় বলিলেন—'ব্রাহ্মণপ্রবর বৈশম্পায়ন! মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা অর্জ্জুনের এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের কথা শুনিয়া কি বলিয়াছিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন এই কথা ঋষিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাসের নিকট শুনিয়া অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন।২

সূতনন্দন! বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুনের সমস্ত কার্য্যের কথাই আমি শুনিয়াছি; সঞ্জয়! তুমি কি তাহা যথাযথভাবে জানিতে পারিয়াছ?৩

গ্রাম্যধর্ম স্ত্রীসংসর্গাদিতে অত্যন্ত মত্ত, মূঢ়চিত্ত, পাপমতি এবং অত্যন্তদুর্বুদ্ধি আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই এই পৃথিবীকে নষ্ট করিবে।৪

অস্যতঃ কর্ণিনারাচাংস্তীক্ষ্ণাগ্রাংশ্চ শিলাশিতান্ ।
কোঽর্জ্জুনস্যাগ্রতস্তিষ্ঠেদপি মৃত্যুজরাতিগঃ ॥৬
মম পুত্রা দুরাত্মানঃ সর্ব্বে মৃত্যুবশানুগাঃ ।
যেষাং যুদ্ধং দুরাধর্ষৈঃ পাণ্ডবৈঃ প্রত্যুপস্থিতম্ ॥৭
তথৈব চ ন পশ্যামি যুধি গাণ্ডীবধন্বনঃ ।
অনিশং চিন্তয়ানোঽপি য এনমুদিয়াদ্ রথী ॥৮
দ্রোণ-কর্ণৌ প্রতীয়াতাং যদি ভীষ্মোঽপি বা রণে
মহান্ স্যাৎ সংশয়ো লোকে তত্র পশ্যামি নো
জয়ম্ ॥৯
ঘৃণী কর্ণঃ প্রমাদী চ আচার্য্যঃ স্থবিরো গুরুঃ ।
অমর্ষী বলবান্ পার্থঃ সংরম্ভী দৃঢ়বিক্রমঃ ॥১০

যথেচ্ছভাবে আলাপের সময়েও নিত্য যে মহাত্মার সত্য বাক্যই নির্গত হয় এবং অর্জ্জুন যাঁহার পক্ষের যোদ্ধা, ত্রিভুবনের রাজত্বও তাঁহারই হইতে পারে ।৫

কারণ, অর্জ্জুন যখন প্রস্তরঘর্ষণে অত্যন্ত ধারাল তীক্ষ্ণাগ্র কর্ণী ও নারাচপ্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন, তখন এমন কোন লোক আছে যে, মৃত্যু-জরাতিক্রমী হইয়াও তাঁহার সম্মুখে থাকিতে পারিবে ।৬

সুতরাং সেই দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবদের সহিত যাহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, আমার সেই দুরাত্মা পুত্রগণ সকলেই মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইবে ।৭

অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষভাবে যে রথী যুদ্ধে উপস্থিত হইবে, সেই প্রকার অর্জ্জুনের কোন প্রতিপক্ষ যোদ্ধাকে আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়াও দেখিতেছি না ।৮

দ্রোণ, কর্ণ, কিংবা ভীষ্মও যদি যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষভাবে উপস্থিত হন, তাহা হইলেও অন্য লোকের জয়-পরাজয়ের গুরুতর সংশয় হইবে ; আমি কিন্তু সে ক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনাই করি না ।৯

ভবেৎ সুতুমুলং যুদ্ধং সর্ব্বশোঽপ্যপরাজিতম্ ।
সর্ব্বে হ্যস্ত্রবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে প্রাপ্তা মহদ্ যশঃ ॥১১
অপি সর্ব্বেশ্বরত্বং হি তে বাঞ্ছন্ত্যপরাজিতাঃ ।
বধে নূনং ভবেচ্ছান্তিস্তেষাং ফাল্গুনস্য বা ॥১২
ন তু হন্তাঽর্জ্জুনস্যাস্তি জেতা বাস্য ন বিদ্যতে ।
মন্যুস্তস্য কথং শাম্যেন্মন্দান প্রতি সমুত্থিতঃ ॥১৩
ত্রিদশেশসমো বীরঃ খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ ।
জিগায় পার্থিবান্ সর্ব্বান্ রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥১৪
শেষং কুর্য্যাদ্ গিরির্বজ্রো নিপতন্ মূর্দ্ধ্নি সঞ্জয় ।
ন তু কুর্য্যুঃ শরাঃ শেষং ক্ষিপ্তাস্তাত
কিরীটিনা ।১৫

কারণ, কর্ণ—দয়ালু ও অসাবধান এবং দ্রোণ—বৃদ্ধ ও গুরু, আর অর্জ্জুন ক্রোধী, বলবান্, উদ্যমী ও দৃঢ়বিক্রমশালী ।১০

অতএব নিশ্চয়ই সর্ব্বাত্মক অতি তুমুল যুদ্ধ হইবে এবং সেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজয় হইবে না। কারণ পাণ্ডবেরা সকলেই অস্ত্রজ্ঞ ও বীর এবং সেইজন্য তাঁহারা অতিশয় যশ লাভ করিয়াছে ।১১

তা'র পর অপরাজিত পাণ্ডবগণ সমস্ত রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিবারই ইচ্ছা করিবে। সুতরাং হয় কর্ণপ্রভৃতির, না হয় অর্জ্জুনের বধ হইলেই এই বিবাদের শান্তি হইতে পারে ।১২

কিন্তু হায়, অর্জ্জুনের কোন হন্তাও নাই, কিংবা কোন জেতাও নাই। সুতরাং মূঢ়মতি দুর্য্যোধন প্রভৃতির উপরে অর্জ্জুনের যে ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহার নিবৃত্তি হইবে কি প্রকারে ?১৩

দেবরাজ ! ইন্দ্রের তুল্য বীর অর্জ্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করাইয়া অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের সময়ে সমস্ত রাজাকে জয় করিয়াছে ।১৪

বৎস সঞ্জয় ! বজ্র পর্ব্বতের মস্তকে পড়িয়া বরং তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখে ; কিন্তু অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত বাণ পড়িয়া একেবারে কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না ।১৫

যথা হি কিরণা ভানোস্তপন্তীহ চরাচরম্।
তথা পার্থভুজোৎসৃষ্টাঃ শরাস্তপ্স্যন্তি মৎসুতান্ ॥১৬

অপি তদ্রথঘোষেণ ভয়ার্ত্তা সব্যসাচিনঃ।
প্রতিভাতি বিদীর্ণেব সর্ব্বতো ভারতী চমূঃ ॥১৭

সমুদ্ধরন্ প্রবপংশ্চৈব বাণান্
স্থাতাততায়ী সমরে কিরীটী।
সৃষ্টোঽন্তকঃ সর্ব্বহরো বিধাত্রা
ভবেদ্ যথা তদ্বদপারণীয়ঃ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮

সূর্য্যের কিরণ যেমন জগতে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম পদার্থকে সন্তপ্ত করে, সেইরূপ অর্জুনবাহুনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ আমার পুত্রগণকে সন্তপ্ত করিবে।১৬

দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ অর্জুনের সেই রথের শব্দে ভয়ার্ত্ত হইয়া সকল দিকেই যেন বিছিন্ন হইয়া পড়িবে বলিয়া আমার মনে হইতেছে।১৭

কারণ আততায়ী (শস্ত্রপাণি) অর্জ্জুন তূণ হইতে বাণ উত্তোলন ও নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া যখন যুদ্ধে অবস্থান করিবে, তখন বিধাতৃসৃষ্ট সর্ব্বসংহারক যমের ন্যায় তাহাকে কেহই জয় করিতে সমর্থ হইবে না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৮

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সঞ্জয়েন ধৃতরাষ্ট্রবাক্যস্যানুমোদনম্, ধৃতরাষ্ট্রস্য সন্তাপশ্চ

সঞ্জয় উবাচ।
যদেতৎ কথিতং রাজন্! ত্বয়া দুর্য্যোধনং প্রতি
সর্ব্বমেতদ্ যথাতত্ত্বং নৈতন্মিথ্যা মহীপতে ॥১

মন্যুনা হি সমাবিষ্টাঃ পাণ্ডবাস্তে মহৌজসঃ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সভাং নীতাং ধর্ম্মপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥২

দুঃশাসনস্য তা বাচঃ শ্রুত্বা তে দারুণোদয়াঃ।
কর্ণস্য চ মহারাজ ন স্বপ্স্যন্তীতি মে মতিঃ ॥৩

শ্রুতং হি মে মহাবাহো যথা পার্থেন সংযুগে।
একাদশতনুঃ স্থাণুর্যুধি সম্পরিতোষিতঃ ॥৪

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যের অনুমোদন এবং ধৃতরাষ্ট্রের সন্তাপ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি দুর্য্যোধনের বিষয়ে এই যাহা বলিলেন, তৎ সমস্তই যথার্থরূপে সত্য, ইহা মিথ্যা নহে।১

কারণ, মহাতেজস্বী পাণ্ডবগণ যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভায় আনীত দেখিয়া ক্রোধে ব্যাকুল হইয়াছেন।২

সেই সময় দুঃশাসনের ও কর্ণের সেই নিদারুণ উক্তিগুলি শুনিয়া তাঁহারা যে ঘুমাইয়া থাকিবেন না, ইহা আমারও ধারণা।৩

কৈরাতং বেষমাস্থায় যোধয়ামাস ফাল্গুনম্ ।
জিজ্ঞাসুঃ সর্ব্বদেবেশঃ কপর্দ্দী ভগবান্ স্বয়ম্ ॥৫

তত্রৈনং লোকপালাস্তে দর্শয়ামাসুরর্জ্জুনম্ ।
অস্ত্রহেতোঃ পরাক্রান্তং তপসা কৌরবর্ষভম্ ॥৬

নৈতদুৎসহতে চান্যো লব্ধুমন্যত্র ফাল্গুনাৎ ।
সাক্ষাদ্দর্শনমেতেষামীশ্বরাণাং নরো ভুবি ॥৭

মহেশ্বরেণ যো রাজন্ ন জীর্ণো হ্যষ্টমূর্ত্তিনা ।
কস্তমুৎসহতে বীরো যুদ্ধে জরয়িতুং পুমান্ ॥৮

আসাদিতমিদং ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
দ্রৌপদীং পরিকর্ষদ্ভিঃ কোপয়দ্ভিশ্চ পাণ্ডবান্ ॥৯

যত্র প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠো ভীমঃ প্রাহ বচোঽর্থবৎ ।
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনেনোরূ দ্রৌপদ্যা দর্শিতাবুভৌ ॥১০

উরূ ভেৎস্যামি তে পাপ গদয়া ভীমবেগয়া ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামন্তে দুর্দ্যূতদেবিনঃ ॥১১

সর্ব্বে প্রহরতাং শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বে চামিততেজসঃ ।
সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বাংসো দেবৈরপি সুদুর্জ্জয়াঃ ॥১২

মন্যে মন্যুসমুদ্ভূতাঃ পুত্রাণাং তব সংযুগে ।
অন্তং পার্থাঃ করিষ্যন্তি ভার্য্যামর্ষসমন্বিতাঃ ॥১৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

কিং কৃতং সূত কর্ণেন বদতা নিষ্ঠুরং বচঃ ।
পর্য্যাপ্তং বৈরমেতাবদ্ যৎ কৃষ্ণা সা সভাং গতা ॥১৪

অপীদানীং মম সুতাস্তিষ্ঠেয়ুর্মন্দচেতসঃ ।
যেষাং ভ্রাতা গুরুর্জ্যেষ্ঠো বিনয়ে নাবতিষ্ঠতে ॥১৫

মহারাজ ! আমি শুনিয়াছি যে, অর্জ্জুন ধনুর্দ্বারা যুদ্ধে একাদশ-রুদ্রমূর্ত্তি মহাদেবকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন ।৪

জটাজূটধারী স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব অর্জ্জুনের বল জানিবার ইচ্ছা করিয়া ব্যাধের বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ৫

সেই স্থানেই যমপ্রভৃতি দিক্পালগণ অস্ত্রদান করিবার জন্য পরাক্রমশালী ও তপস্বী এই কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে আপন আপন রূপ দেখাইয়াছিলেন ।৬

জগতে অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কোন মানুষই অন্যত্র এই দিক্পালগণের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই ।৭

মহারাজ ! অষ্টমূর্ত্তি স্বয়ং মহাদেব যাহাকে বধ করিতে পারেন নাই, সেই অর্জ্জুনকে অন্য কোন্ বীর পুরুষ বধ করিতে পারে ?৮

আপনার পুত্রগণ দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করত পাণ্ডবগণকে ক্রুদ্ধ করিয়া এই দারুণ তুমুল ও লোমহর্ষণ শত্রুতা ঘটাইয়াছে ।৯

তা'র পর দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে নিজের দুই খানা উরুই দেখাইয়াছিলেন ; তাহা দেখিয়া ভীমসেন কম্পিত ওষ্ঠে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইবেই ।১০

রে পাপিষ্ঠ ! তুই হঠতা করিয়া দূষিত দ্যূতক্রীড়া করিলি, সুতরাং তের বৎসরের পরে আমি ভয়ঙ্করবেগশালী গদাদ্বারা তোর উরুদ্বয় ভঙ্গ করিব ।১১

পাণ্ডবগণ সকলেই যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, সকলেই অমিত-তেজস্বী এবং সকলেই সকল অস্ত্রে অভিজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা দেবগণের পক্ষেও অতিদুর্জ্জয় ।১২

ভার্য্যার উৎপীড়ন করায় পাণ্ডবগণ অসহিষ্ণু এবং ক্রোধে উদ্বেলিত হইয়া রহিয়াছেন । সুতরাং আমি মনে করি—তাঁহারা যুদ্ধে আপনার পুত্রগণকে ধ্বংসই করিবেন ।১৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! কর্ণ নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াই আর কি করিয়াছে ? দ্রৌপদী যে সভায় গিয়াছিলেন, তাহাতেই যথেষ্ট শত্রুতা জন্মিয়াছে ।১৪

মমাপি বচনং সূত ন শুশ্রূষতি মন্দভাক্।
দৃষ্ট্বা মাং চক্ষুষা হীনং নির্বিচেষ্টমচেতনম্ ॥১৬

যে চাস্য সচিবা মন্দাঃ কর্ণসৌবলকাদয়ঃ।
তেঽপ্যস্য ভূয়সো দোষান্ বর্দ্ধয়ন্তি বিচেতনঃ ॥১৭

স্বৈরমুক্তা হ্যপি শরাঃ পার্থেনামিততেজসা।
নির্দহেয়ুর্মম সুতান্ কিং পুনর্মন্যুনেরিতাঃ ॥১৮

পার্থবাহুবলোৎসৃষ্টা মহাচাপবিনিঃসৃতাঃ।
দিব্যাস্ত্রমন্ত্রমুদিতাঃ সাদয়েয়ুঃ সুরানপি ॥১৯

যস্য মন্ত্রী চ গোপ্তা চ সুহৃচ্চৈব জনার্দ্দনঃ।
হরিস্ত্রৈলোক্যনাথঃ স কিং নু তস্য ন নির্জ্জিতম্ ॥২০

ইদং হি সুমহচ্চিত্রমর্জ্জুনস্যেহ সংযুগে।
মহাদেবেন বাহুভ্যাং যৎ সমেত ইতি শ্রুতিঃ ॥২১

প্রত্যক্ষং সর্বলোকস্য খাণ্ডবে যৎ কৃতং পুরা।
ফাল্গুনেন সহায়ার্থে বহ্নের্দামোদরেণ চ ॥২২

সর্বথা নাস্তি মে পুত্রঃ সামাত্যঃ সহবান্ধবঃ।
ক্রুদ্ধে ভীমে চ পার্থে চ বাসুদেবে চ সাত্বতে ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি
ধৃতরাষ্ট্রখেদে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণ কি এখনও বাঁচিয়া আছে? যাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু দুর্য্যোধন ন্যায্য ব্যবহার করিতেছে না?১৫

সঞ্জয়! মন্দভাগ্য দুর্য্যোধন আমাকে অন্ধ এবং অচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট দেখিয়া আমার কথাও শুনিতে ইচ্ছা করে না।১৬

তা'র পর মন্দবুদ্ধি কর্ণ ও শকুনিপ্রভৃতি যাহারা উহার মন্ত্রী হইয়াছে, তাহারাও বিকৃতহৃদয় বলিয়া উহার প্রচুর দোষই বর্দ্ধিত করিতেছে।১৭

অমিতবিক্রম অর্জুনকর্তৃক অল্পবলে নিক্ষিপ্ত বাণও আমার পুত্রগণকে দগ্ধ করিতে পারে; সুতরাং তৎকর্তৃক ক্রোধনিক্ষিপ্ত বাণের কথা আর কি বলিব।১৮

অর্জ্জুনকর্তৃক সম্পূর্ণ বাহুবলদ্বারা নিক্ষিপ্ত, মহাধনু হইতে নির্গত এবং দিব্যাস্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা আনন্দিত বাণসকল দেবগণকেও উৎসন্ন করিতে পারে।১৯

তা'র পর ত্রিভুবনের অধীশ্বর জনার্দ্দন কৃষ্ণ যাহার মন্ত্রী, রক্ষক এবং সুহৃৎ, সে অর্জ্জুনের কোন্ বস্তু অবিজিত আছে?২০

অর্জ্জুনের এই কার্য্যও অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর যে,—আমরা শুনিয়াছি—সে নাকি মহাদেবের সহিত বাহুযুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল।২১

তা'র পর কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নিদেবের সাহায্যের জন্য পূর্ব্বে খাণ্ডবন দাহের সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বহুলোকই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।২২

অতএব ভীম, অর্জ্জুন ও সাত্বতবংশীয় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হওয়ায় অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রখেদে একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৯

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[বনে পাণ্ডবানামাহারবর্ণনম্ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

যদিদং শোচিতং রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেণ বৈ মুনে ।
প্রব্রাজ্য পাণ্ডবান্ বীরান্ সর্ব্বমেতন্নিরর্থকম্ ॥১

কথঞ্চ রাজা পুত্রং তমুপেক্ষেতাল্পচেতসম্ ।
দুর্য্যোধনং পাণ্ডুপুত্রান্ কোপয়ানং মহারথান্ ॥২

কিমাসীৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং বনে ভোজ্যমুচ্যতাম্ ।
বানেয়মথবা কৃষ্টমেতদাখ্যাতু মে ভবান্ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বানেয়াংশ্চ মৃগাংশ্চৈব শুদ্ধৈর্ব্বাণৈর্নিপাতিতান্ ।
ব্রাহ্মণানাং নিবেদ্যাগ্রমভুঞ্জন্ পুরুষর্ষভাঃ ॥৪

তাংস্তু শূরান্ মহেষ্বাসাংস্তদা নিবসতো বনে ।
অন্বয়ুর্ব্রাহ্মণা রাজন্ ! সাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তথা ॥৫

ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম্ ।
দশ মোক্ষবিদাং তত্র যান্ বিভর্ত্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬

রুরূন্ কৃষ্ণমৃগাংশ্চৈব মেধ্যাংশ্চান্যান্ বনেচরান্ ।
বাণৈরুন্মথ্য বিবিধৈর্ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যবেদয়ন্ ॥৭

ন তত্র কশ্চিদ্ দুর্ব্বর্ণো ব্যাধিতো বাপ্যদৃশ্যত ।
কৃশো বা দুর্ব্বলো বাপি দীনো ভীতোঽপি বা পুনঃ ॥৮

পুত্রানিব প্রিয়ান্ ভ্রাতৄন্ জ্ঞাতীনিব সহোদরান্ ।
পুপোষ কৌরবশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

পতীংশ্চ দ্রৌপদী সর্ব্বান্ দ্বিজাতীংশ্চ যশস্বিনী ।
মাতেব ভোজয়িত্বাগ্রে শিষ্টমাহারয়ত্তদা ॥১০

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[বনে পাণ্ডবগণের আহার বর্ণন ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে বৈশম্পায়ন ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র বীর পাণ্ডবগণকে বনে পাঠাইয়া দিয়া পরে যে এই শোক করিয়াছিলেন, সে সমস্তই নিষ্ফল ।

যিনি মহারথ পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধনকে দণ্ডিত না করিয়া রাজা উপেক্ষা করিয়াছিলেন কেন ?২

(সে যাহা হউক,) বনে পাণ্ডবগণের কি খাদ্য ছিল তাহা বলুন ; বনের উড়ীর চাউল ও ফলপ্রভৃতি কিংবা ধানের চাউলপ্রভৃতি খাদ্য ছিল ? ইহা আমার নিকট আপনি বলুন ।৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রভাগ নিবেদন করিয়া দিয়া উড়ীর চাউল এবং নির্দ্দোষ বাণদ্বারা নিহত মৃগের মাংস ভোজন করিতেন ।৪

রাজন্ ! বীর ও মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ যখন বনে বাস করিতেছিলেন, তখন অগ্নিহোত্রী ও অগ্নিহোত্র-হীন অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন ।৫

যাঁহাদিগকে যুধিষ্ঠির ভরণ করিতেন, এইরূপ বহুসহস্র মহাত্মা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এবং দশ সহস্র মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ সেখানে ছিলেন ।৬

পাণ্ডবগণ নানাবিধ বাণদ্বারা রুরুমৃগ, কৃষ্ণমৃগ এবং অন্যান্য পবিত্র পশু বধ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিতেন ।৭

সেই বনবাসের সময়ে পাণ্ডবদের মধ্যে কাহাকেও মলিনবর্ণ, রোগগ্রস্ত, কৃশ, দুর্ব্বল, বিষণ্ণ বা ভীত দেখা যায় নাই ।৮

কৌরবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রিয় ভ্রাতৃগণকে পুত্রদের ন্যায় এবং জ্ঞাতিবর্গকে সহোদরের ন্যায় পোষণ করিতেন ।৯

সেইরূপ যশস্বিনী দ্রৌপদীও মাতার ন্যায় আগে পতিগণকে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই আহার করিতেন ।১০

প্রাচীং রাজা দক্ষিণাং ভীমসেনো
যমৌ প্রতীচীমথবাপ্যুদীচীম্।
ধনুর্দ্ধরা মাংসহেতোর্মৃগাণাং
ক্ষয়ঞ্চক্রুর্নিত্যমেবোপগম্য ॥১১
তথা তেষাং বসতাং কাম্যকে বৈ
বিহীনানামর্জ্জুনেনোৎসুকানাম্।
পঞ্চৈব বর্ষাণি তথা ব্যতীয়ু-
রধীয়তাং জপতাং জুহ্বতাঞ্চ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাণ পার্থাহারকথনে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫০

রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণদিকে, নকুল পশ্চিমদিকে, সহদেব উত্তরদিকে এবং কখনও সকলে একত্রে মিলিত হইয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক গমন করত মাংসের জন্য প্রত্যহই মৃগবধ করিতেন।১১

পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনবিহীন হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেখানে নিত্য বেদপাঠ করিতেন, জপ করিতেন এবং হোম করিতেন; এই অবস্থায় তাঁহাদেরও পাঁচ বৎসরই অতীত হইয়াছিল।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে পার্থাহারকথনে পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫০

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সঞ্জয়েন শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতিভিঃ কথিত-দুর্য্যোধনাদিবধরূপপ্রতিজ্ঞাবাক্যস্য ধৃতরাষ্ট্রসমীপে কথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তেষাং তচ্চরিতং শ্রুত্বা মনুষ্যাতীতমদ্ভুতম্।
চিন্তাশোকপরীতাত্মা মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ॥১
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকসুতঃ।
অব্রবীৎ সঞ্জয়ং সূতমামন্ত্র্য ভরতর্ষভ ॥২
ন রাত্রৌ ন দিবা সূত শান্তিং প্রাপ্নোমি বৈ ক্ষণম্।
সঞ্চিন্ত্য দুর্নয়ং ঘোরমতীতং দ্যূতজং হি তৎ ॥৩
তেষামসহ্যবীর্য্যাণাং শৌর্য্যং ধৈর্য্যং ধৃতিং পরাম্।
অন্যোন্যমনুরাগঞ্চ ভ্রাতৄণামতিমানুষম্ ॥৪

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রসমীপে শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির দ্বারা কথিত দুর্য্যোধনাদির বধরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সেই মনুষ্যাতীত অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করত চিন্তায় ও শোকে আকুলচিত্ত এবং দীনভাবাপন্ন হইয়া, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সূতবংশীয় সঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন।১-২

সঞ্জয়! অতীত দ্যূতক্রীড়ার সময়ে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি, অসহ্যবীর্য্য পাণ্ডবগণের সেই শৌর্য্য, ধর্ম্ম, অত্যন্ত ধৈর্য্য ও ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর অলৌকিক অনুরাগ চিন্তা করিয়া আমি দিনে বা রাত্রিতে ক্ষণকালও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।৩-৪

দেবপুত্রৌ মহাভাগৌ দেবরাজসমদ্যুতী।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পাণ্ডবৌ যুদ্ধদুর্ম্মদৌ ॥৫

দৃঢ়ায়ুধৌ দুরাধর্ষৌ যুদ্ধে চ কৃতনিশ্চয়ৌ।
শীঘ্রহস্তৌ দৃঢ়ক্রোধৌ নিত্যযুক্তৌ তরস্বিনৌ ॥৬

ভীমার্জ্জুনৌ পুরোধায় যদা তৌ রণমূর্দ্ধনি।
স্থাস্যেতে সিংহবিক্রান্তাবশ্বিনাবিব দুঃসহৌ ॥৭

ন শেষমিহ পশ্যামি তদা সৈন্যস্য সঞ্জয়!
তৌ হ্যপ্রতিরথৌ যুদ্ধে দেবপুত্রৌ মহারথৌ ॥৮

দ্রৌপদ্যাস্তং পরিক্লেশং ন ক্ষংস্যেতে ত্বমর্ষিণৌ।
বৃষ্ণয়োঽথ মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালা বা মহৌজসঃ ॥৯

যুধি সত্যাভিসন্ধেন বাসুদেবেন রক্ষিতাঃ।
প্রধক্ষ্যন্তি রণে পার্থাঃ পুত্রাণাং মম বাহিনীম্ ॥১০

দেবপুত্র, মহাভাগ্যশালী, দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী, যুদ্ধোম্মত্ত, দৃঢ়াস্ত্র, দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় লঘুহস্ত (বাণাদি নিক্ষেপে ক্ষিপ্রকারিতা), দৃঢ়ক্রুদ্ধ, সর্ব্বদা মনোযোগী, বলবান্, সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্যই দুঃসহ পাণ্ডব নকুল ও সহদেব যখন যুদ্ধে ভীম ও অর্জ্জুনকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থান করিবে; তখন আমার সৈন্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া আমি মনে করিতেছি না। কারণ, তাহারা দুইজনই দেবতার পুত্র, মহারথ, যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য এবং জাতক্রোধ; তাই তাহারা কখনও দ্রৌপদীর সেই ক্লেশ সহ্য করিবে না। তা'র পর যুদ্ধে সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণকর্ত্তৃক রক্ষিত মহাধনুর্দ্ধর বৃষ্ণিবংশীয়গণ, মহাপরাক্রমশালী পাঞ্চালগণ এবং কুন্তীর পুত্রেরা আমার পুত্রগণের সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।৫-১০

রাম-কৃষ্ণপ্রণীতানাং বৃষ্ণীনাং সূতনন্দন।
ন শক্যঃ সহিতুং বেগঃ সর্ব্বৈরপি সংযুগে ॥১১

সঞ্জয়! আমার পুত্রগণ সকলে মিলিত হইয়াও যুদ্ধে রাম ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিচালিত বৃষ্ণিগণের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।১১

তেষাং মধ্যে মহেষ্বাসো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
শৈক্যয়া বীরঘাতিন্যা গদয়া বিচরিষ্যতি ॥১২

তথা গাণ্ডীবনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
গদাবেগঞ্চ ভীমস্য নালং সোঢ়ুং নরাধিপাঃ ॥১৩

ততোঽহং সুহৃদাং বাচো দুর্য্যোধনবশানুগঃ।
স্মরণীয়াঃ স্মরিষ্যামি ময়া যা ন কৃতাঃ পুরা ॥১৪

সঞ্জয় উবাচ।

ব্যতিক্রমোঽয়ং সুমহাংস্ত্বয়া রাজন্নুপেক্ষিতঃ।
সমর্থেনাপি যন্মোহাৎ পুত্রস্তে ন নিবারিতঃ ॥১৫

শ্রুত্বা হি নির্জ্জিতান্ দ্যূতে পাণ্ডবান্ মধুসূদনঃ।
ত্বরিতঃ কাম্যকে পার্থান্ সমভাবয়দচ্যুতঃ ॥১৬

মহাধনুর্দ্ধর ও ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ভীমসেন উর্দ্ধোত্থিত বীরঘাতিনী গদা লইয়া সেই বৃষ্ণিগণের মধ্যে বিচরণ করিবে।১২

আর, আমার পক্ষের নরপতিগণ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ এবং ভীমের গদার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না।১৩

তাহার পর আমি দুর্য্যোধনের মতানুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বে যে সকল কথা স্বীকার করি নাই, বন্ধুবর্গের সেই স্মরণীয় কথাগুলি স্মরণ করিয়া থাকিব।১৪

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! আপনি এই গুরুতর অন্যায় আচরণ উপেক্ষা করিয়াছেন; যেহেতু আপনি সমর্থ হইয়াও মোহবশতঃ পুত্র দুর্যোধনকে নিবারণ করেন নাই।১৫

স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজিত শ্রবণ করত সত্বর কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।১৬

দ্রুপদস্য তথা পুত্রা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
বিরাটো ধৃষ্টকেতুশ্চ কৈকেয়াশ্চ মহারথাঃ ॥১৭
তৈশ্চ যৎ কথিতং তত্র দৃষ্ট্বা পার্থান্ পরাজিতান্।
চারেণ বিদিতং সর্ব্বং তন্ময়া বেদিতঞ্চ তে ॥১৮
সমাগম্য বৃতস্তত্র পাণ্ডবৈর্মধুসূদনঃ।
সারথ্যে ফাল্গুনস্যাজৌ তথেত্যাহ চ তান্ হরিঃ ॥১৯
অমর্ষিতো হি কৃষ্ণোঽপি দৃষ্ট্বা পার্থাংস্তথা গতান্।
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গানব্রবীচ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥২০
যা সা সমৃদ্ধিঃ পার্থানামিন্দ্রপ্রস্থে বভূব হ।
রাজসূয়ে ময়া দৃষ্টা নৃপৈরন্যৈঃ সুদুর্লভা ॥২১
যত্র সর্বান্ মহীপালান্ শস্ত্রতেজোভয়ার্দ্দিতান্।
সবঙ্গাঙ্গান্ সপৌণ্ড্রোড্রান্ সচোল-দ্রাবিড়ান্ধকান্ ॥২২
সাগরানূপকাংশ্চৈব যে চ প্রান্তনিবাসিনঃ।
সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ ॥২৩
পশ্চিমানি চ রাষ্ট্রাণি শতশঃ সাগরান্তিকান্।
পহ্লবান্ দরদান্ সর্ব্বান্ কিরাতান্ যবনান্ শকান্ ॥২৪
হারহূণাংশ্চ চীনাংশ্চ তুষারান্ সৈন্ধবাংস্তথা।
জাগুড়ান্ রামঠান্ মুণ্ডান্ স্ত্রীরাজ্যমথ তঙ্গণান্ ॥২৫
কেকয়ান্ মালবাংশ্চৈব তথা কাশ্মীরকানপি।
অদ্রাক্ষমহমাহূতান্ যজ্ঞে তে পরিবেশকান্ ॥২৬
সা তে সমৃদ্ধির্যৈরাত্তা চপলা প্রতিসারিণী।
আদায় জীবিতং তেষামাহরিষ্যামি তামহম্ ॥২৭
রামেণ সহ কৌরব্য ভীমার্জুন-যমৈস্তথা।
অক্রূর-গদ-শাম্বৈশ্চ প্রদ্যুম্নেনাহুকেন চ ॥২৮
ধৃষ্টদ্যুম্নে বীরেণ শিশুপালাত্মজেন চ।
দুর্য্যোধনং রণে হত্বা সদ্যঃ কর্ণঞ্চ ভারত।
দুঃশাসনং সৌবলেয়ং যশ্চান্যঃ প্রতিযোৎস্যতে ॥২৯

ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি দ্রুপদপুত্রগণ, বিরাটরাজা, ধৃষ্টকেতু এবং মহারথ কৈকেয়গণও তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।১৭

তাঁহারা পাণ্ডবগণকে পরাজিত দেখিয়া সেখানে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই আমি গুপ্তচরদ্বারা জানিয়াছি এবং আপনাকেও জানাইয়াছি।১৮

পাণ্ডবগণ সম্মিলিত হইয়া সেইখানেই মধু-দৈত্যবিনাশী কৃষ্ণকে যুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুনের সারথ্যে বরণ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণও 'তাহাই হইবে' এ কথা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন।১৯

কৃষ্ণও পাণ্ডবগণকে সেইরূপ দুরবস্থাপন্ন এবং উত্তরীয়রূপে কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম ধারণ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ-চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন।২০

ইন্দ্রপ্রস্থনগরে রাজসূয়যজ্ঞের সময়ে পাণ্ডবগণের সেই যে সমৃদ্ধি হইয়াছিল, যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এবং যাহা অন্যান্য রাজাদের পক্ষে অতিদুর্লভ ছিল, আপনার সেই চঞ্চল ও বিদ্যুৎ সমৃদ্ধি যাহারা (শঠতাপূর্ব্বক) হরণ করিয়া নিয়াছে, আমি তাহাদের জীবন লইয়া সত্বরই সেই সমৃদ্ধি আনয়ন করিব। আপনার যে রাজসূয়যজ্ঞে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, ওড্র, চোল, দ্রাবিড় ও অন্ধকদেশের রাজা এবং দক্ষিণসমুদ্রের তীরবাসী রাজা, দক্ষিণপ্রান্তবাসী রাজা, শত শত পশ্চিমরাজ্যের রাজা, পশ্চিমসমুদ্রের তীরবাসী রাজা এবং পহ্লব, দরদ, কিরাত, যবন, শক, হারহূণ, চীন, তুষার, সৈন্ধব, জাগুড়, রামঠ, মুণ্ড, স্ত্রীরাজ্য, তঙ্গণ, কেকয়, মালব ও কাশ্মীরদেশের রাজা—ইহারা সকলেই পাণ্ডবগণের অস্ত্রের তেজের ভয়ে পীড়িত ও আহূত হইয়া আসিয়া পরিবেশক হইয়াছিলেন; ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।২১-২৭

কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির! বলরাম, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অক্রূর, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, আহুক, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ধৃষ্টকেতুর সহিত মিলিত হইয়া আমি সত্বই যুদ্ধে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও

ততস্ত্বং হাস্তিনপুরে ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বসন্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রীং শ্রিয়ং প্রাপ্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্ ॥৩০
অথৈনমব্রবীদ্ রাজা তস্মিন্ বীরসমাগমে।
শৃণ্বৎসু তেষু বীরেষু ধৃষ্টদ্যুম্নমুখেষু চ ॥৩১
প্রতিগৃহ্ণামি তে বাচমিমাং সত্যাং জনার্দ্দন।
অমিত্রান্ মে মহাবাহো সানুবন্ধান্ হনিষ্যসি ॥৩২
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্দ্ধং সত্যং মাং কুরু কেশব।
প্রতিজ্ঞাতো বনে বাসো রাজমধ্যে ময়া হ্যয়ম্ ॥৩৩
তদ্ধর্ম্মরাজবচনং প্রতিশ্রুত্য সভাসদঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগাস্তে শময়ামাসুরঞ্জসা ॥৩৪
কেশবং মধুরৈর্বাক্যৈঃ কালযুক্তৈরমর্ষিতম্।
পাঞ্চালীং প্রাহুরক্লিষ্টাং বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ ॥৩৫
দুর্য্যোধনস্তব ক্রোধাদ্ দেবি ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্।
প্রতিজানীমহে সত্যং মা শুচো বরবর্ণিনি ॥৩৬
যে স্ম তেঽক্ষজিতাং কৃষ্ণে দৃষ্ট্বা ত্বাং প্রাহসংস্তদা।
মাংসানি তেষাং খাদন্তো হসিষ্যন্তি মৃগদ্বিজাঃ ॥৩৭
পাস্যন্তি রুধিরং তেষাং গৃধ্রা গোমায়বস্তথা।
উত্তমাঙ্গানি কর্ষন্তো যৈঃ কৃষ্টাসি সভাতলে ॥৩৮
তেষাং দ্রক্ষ্যসি পাঞ্চালি গাত্রাণি পৃথিবীতলে।
ক্রব্যাদৈঃ কৃষ্যমাণানি ভক্ষ্যমাণানি চাসকৃৎ ॥৩৯
পরিক্লিষ্টাসি যৈস্তত্র যৈশ্চাপি সমুপেক্ষিতা।
তেষামুৎকৃত্তশিরসাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥৪০
এবং বহুবিধা বাচস্ত উচুর্ভরতর্ষভ।
সর্বে তেজস্বিনঃ শূরাঃ সর্বে চাহতলক্ষণাঃ ॥৪১

শকুনিকে বধ করিয়া এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রতিপক্ষভাবে যুদ্ধ করিবে, তাহাকেও বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি হস্তগত করিলে পর, আপনি সেই ধৃতরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি লাভ করত হস্তিনাপুরে থাকিয়া ভ্রাতাদের সহিত মিলিতভাবে এই পৃথিবী শাসন করুন।২৮-৩০

তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি সেই বীরগণ তখন শুনিতেছিলেন, এই অবস্থায় সেই বীরসমাজের মধ্যে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিলেন।৩১

মহাবাহু জনার্দ্দন। আমি তোমার নিকট এই সত্যবাক্য অঙ্গীকার করিতেছি; তুমি তের বৎসরের পর অনুচরবর্গের সহিত আমার শত্রুগণকে বধ করিবে। কেশব। তুমি আমাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ কর; কারণ, আমি রাজাদের মধ্যেই এইরূপ বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।৩২-৩৩

ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি সেই সভাসদ্‌গণ যুধিষ্ঠিরের সেই কথায় অঙ্গীকার করিয়া তৎকালোচিত মধুর বাক্যে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণকে সত্বরই শান্ত করিলেন এবং কৃষ্ণ শুনিতে থাকলেন, এই অবস্থাতেই উৎফুল্লা দ্রৌপদীকে বলিলেন।৩৪-৩৫

উত্তমবর্ণশোভিতে। দেবি। আমরা সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনার ক্রোধেই দুর্য্যোধন প্রাণ ত্যাগ করিবে।৩৬

দ্রৌপদি। আপনি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া তখন সেই সময়ে যাহারা হাস্য করিয়াছিল, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকিয়া পশুপক্ষীরা হাস্য করিবে।৩৭

যাহারা আপনাকে আকর্ষণ করিয়া সভায় লইয়া গিয়াছিল, গৃধ্র ও শৃগালগণ তাহাদের মস্তক আকর্ষণ করিতে থাকিয়া রক্ত পান করিবে।৩৮

পাঞ্চালরাজনন্দিনি। তাহাদের শরীরগুলি ভূতলে লুণ্ঠিত হইবে এবং মাংসভোজী প্রাণীরা যাইয়া সে গুলিকে বার বার আকর্ষণ করিবে ও ভক্ষণ করিবে—ইহা আপনি দেখিতে পাইবেন।৩৯

সেই দ্যূতসভায় যাহারা আপনাকে কষ্ট দিয়াছে কিংবা যাহারা আপনাকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহাদের মস্তক ছিন্ন হইলে পৃথিবী তাহাদের রক্ত পান করিবে।৪০

তে ধর্ম্মরাজেন বৃতা বর্ষাদূর্দ্ধং ত্রয়োদশাৎ।
পুরস্কৃত্যোপযাস্যন্তি বাসুদেবং মহারথাঃ ॥৪২

রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ ধনঞ্জয়শ্চ
প্রদ্যুম্ন-শাম্বৌ যুযুধান-ভীমৌ।
মাদ্রীসুতৌ কেকয়রাজপুত্রাঃ
পাঞ্চালপুত্রাঃ সহ মৎস্যরাজ্ঞা ॥৪৩

এতান্ সর্ব্বান্ লোকবীরানজেয়ান্
মহাত্মনঃ সানুবন্ধান্ সসৈন্যান্।
কো জীবিতার্থী সমরেঽভ্যুদীয়াৎ
ক্রুদ্ধান্ সিংহান্ কেশরিণো যথৈব ॥৪৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
যন্মাঽব্রবীদ্ বিদুরো দ্যূতকালে
ত্বং পাণ্ডবান্ জেষ্যসি চেন্নরেন্দ্র।
ধ্রুবং কুরূণাময়মন্তকালো
মহাভয়ো ভবিতা শোণিতৌঘঃ ॥৪৫
মন্যে তথা তদ্ ভবিতেতি সূত
যথা ক্ষত্তা প্রাহ বচঃ পুরা মাম্।
অসংশয়ং ভবিতা যুদ্ধমেতদ্
গতে কালে পাণ্ডবানাং যথোক্তম্ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা এইরূপ নানাবিধ বাক্য বলিয়াছিলেন; তাঁহারা কিন্তু সকলেই তেজস্বী, সকলেই বীর এবং সকলেই অদম্যোত্তমশালী ছিলেন।৪১

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসরের পর (যুদ্ধ করিবার জন্য) তাঁহাদিগকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তখন সেই মহারথগণ কৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন।৪২

বলরাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি ভীম, নকুল, সহদেব, কেকয়রাজপুত্রগণ এবং বিরাটের সহিত দ্রুপদের পুত্রগণ।৪৩

ইঁহারা সকলেই জগতে অদ্বিতীয় বীর, অজেয় এবং মহাত্মা; সুতরাং ইঁহারা যখন অনুচরগণ ও সৈন্যগণের সহিত—কেশরযুক্ত ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন কোন্ প্রাণাভিলাষী ব্যক্তি ইঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইবে?৪৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—দ্যূতক্রীড়ার সময়ে বিদুর আমাকে যে বলিয়াছিল—রাজন্! আপনি যদি পাণ্ডবগণকে জয় করিতেও পারেন, তথাপি নিশ্চয়ই কুরুকুলের এইটাই শেষকাল হইবে এবং ভয়ঙ্কর রক্তপ্রবাহ বহিতে থাকিবে।৪৫

সঞ্জয়! পূর্ব্বে বিদুর আমাকে যে কথা বলিয়াছিল, আমি মনে করি—উহা তদনুরূপই হইবে। পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে নিশ্চয়ই উক্তানুরূপ এই যুদ্ধ হইবে।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫১

(নলোপাখ্যানপর্ব্ব ।)

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেন-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সন্দেশঃ, বৃহদশ্বস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরেণ পৃষ্টস্য বৃহদশ্বস্য নলোপাখ্যানবর্ণনারম্ভশ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ

অস্ত্রহেতোর্গতে পার্থে ইন্দ্রলোকং মহাত্মনি ।
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ঃ কিমকুর্ব্বত পাণ্ডবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অস্ত্রহেতোর্গতে পার্থে শক্রলোকং মহাত্মনি ।
ন্যবসন্ কৃষ্ণয়া সার্দ্ধং কাম্যকে ভরতর্ষভাঃ ॥২

ততঃ কদাচিদেকান্তে বিবিক্ত ইব শাদ্বলে ।
দুঃখার্ত্তা ভরতশ্রেষ্ঠা নিষেদুঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥৩

ধনঞ্জয়ং শোচমানাঃ সাশ্রুকণ্ঠাঃ সুদুঃখিতাঃ ।
তদ্বিয়োগান্বিতান্ সর্বান্ শোকঃ সমভিপুপ্লুবে ॥৪

ধনঞ্জয়বিয়োগাচ্চ রাজ্যনাশাচ্চ দুঃখিতাঃ ।
অথ ভীমো মহাবাহুর্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৫

নিদেশাৎ তে মহারাজ গতোঽসৌ ভরতর্ষভঃ ।
অর্জুনঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং যস্মিন্ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৬

যস্মিন্ বিনষ্টে পাঞ্চালাঃ সহ পুত্রৈস্তথা বয়ম্ ।
সাত্যকির্বাসুদেবশ্চ বিনশ্যেয়ুর্ন সংশয়ঃ ॥৭

যোঽসৌ গচ্ছতি ধর্মাত্মা বহূন্ ক্লেশান্ বিচিন্তয়ন্ ।
ভবন্নিয়োগাদ্ বীভৎসুস্ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৮

যস্য বাহূ সমাশ্রিত্য বয়ং সর্বে মহাত্মনঃ ।
মন্যামহে জিতানাজৌ পরান্ প্রাপ্তাঞ্চ মেদিনীম্ ॥৯

(নলোপাখ্যানপর্ব্ব ।)

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠির-ভীমসেনের সংবাদ, বৃহদশ্বের আগমন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বৃহদশ্বের নলোপাখ্যান বর্ণন আরম্ভ ।]

জনমেজয় বলিলেন,—মহাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বর্গলোকে গমন করিলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ কি করিতেছিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বর্গলোক গমন করিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত কাম্যকবনেই বাস করিতেছিলেন ।২

তাহার পর, কোন সময়ে দুঃখার্ত্ত পাণ্ডবগণ নির্জ্জন, পবিত্র ও নবতৃণময় কোন এক স্থানে দ্রৌপদীর সহিত বসিয়াছিলেন ।৩

তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অর্জ্জুনের জন্য শোক ও অশ্রুপাত করিতেছিলেন। অর্জ্জুনের বিরহ-জনিত শোক তখন তাঁহাদের সকলকেই প্লাবিত করিয়াছিল ।৪

অর্জ্জুনের বিচ্ছেদ এবং রাজ্য নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। এমন সময়ে মহাবাহু ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ।৫

মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আপনার আদেশেই অস্ত্রলাভের জন্য তপস্যা করিতে গিয়াছে, যাহার উপরে পাণ্ডবগণের প্রাণ রহিয়াছে ।৬

যাহার বিনাশ হইলে পাঞ্চালগণ, পুত্রগণের সহিত আমরা, সাত্যকি এবং কৃষ্ণ বিনষ্ট হইবেন ;— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।৭

যে ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন বহুতর কষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আপনার আদেশেই তপস্যার জন্য চলিয়া গিয়াছে ; তাহা হইতে অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে ?৮

আমরা সকলেই যে মহাত্মার বাহুযুগল অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত এবং রাজ্য লব্ধ হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতেছি ।৯

যস্য প্রভাবান্ন ময়া সভামধ্যে ধনুষ্মতঃ।
নীতা লোকমমুং সর্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সসৌবলাঃ ॥১০

তে বয়ং বাহুবলিনঃ ক্রোধমুত্থিতমাত্মনঃ।
সহামহে ভবন্মূলং বাসুদেবেন পালিতাঃ ॥১১

বয়ং হি সহ কৃষ্ণেন হত্বা কর্ণমুখান্ পরান্।
স্ববাহুবিজিতাং কৃৎস্নাং প্রশাসেম বসুন্ধরাম্ ॥১২

ভবতো দ্যূতদোষেণ সর্বে বয়মুপপ্লুতাঃ।
অহীনাঃ পৌরুষাদ্ রাজন্ বলিভির্বলবত্তরাঃ ॥১৩

ক্ষত্রধর্মং মহারাজ ত্বমেবেক্ষিতুমর্হসি।
ন হি ধর্মো মহারাজ ক্ষত্রিয়স্য বনাশ্রয়ঃ ॥১৪

রাজ্যমেব পরং ধর্মং ক্ষত্রিয়স্য বিদুর্বুধাঃ।
স ক্ষত্রধর্মবিদ্ রাজা মা ধর্ম্যান্নীনশঃ পথঃ ॥১৫

আমি তখন যে ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের প্রভাববশতঃ সেই দ্যূতসভামধ্যে শকুনির সহিত সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে যমালয়ে প্রেরণ করি নাই।১০

সেই আমরা বাহুবলশালী এবং কৃষ্ণকর্তৃক রক্ষিত হইয়াও আপনার জন্যই নিজেদের অদ্ভুত ক্রোধ সহ্য করিতেছি।১১

আমরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণপ্রভৃতি শত্রুগণকে বধ করত আপন বাহুবিজিত সমগ্র পৃথিবীই শাসন করিতে পারিতাম।১২

রাজন্! আমরা পুরুষকারবিহীন না হইয়া এবং বলবান্দের সহায়তায় অধিকবলশালী হইয়াও, আপনার দ্যূতক্রীড়ার দোষেই সকলে মিলিয়া আজ এই কষ্ট পাইতেছি।১৩

মহারাজ! আপনি নিজেই ত ক্ষত্রিয়ধর্মের পর্য্যালোচনা করিতে পারেন। সুতরাং (বলা বাহুল্য যে,) বনবাস করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।১৪

পণ্ডিতগণ রাজ্যশাসন করাকেই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জানেন, সুতরাং আপনি সেই

প্রাগ্ দ্বাদশসমাদ্ রাজন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহন্মহি।
নিবর্ত্ত্য চ বনাৎ পার্থমানায্য চ জনার্দ্দনম্ ॥১৬

ব্যূঢ়ানীকান্ মহারাজ জবেনৈব মহামতে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রানমুং লোকং গময়ামি বিশাম্পতে ॥১৭

সর্বানহং হনিষ্যামি ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সসৌবলান্।
দুর্য্যোধনঞ্চ কর্ণঞ্চ যো বান্যঃ প্রতিযোৎস্যতে ॥১৮

ময়া প্রশমিতে পশ্চাৎ ত্বমেষ্যসি বনাৎ ততঃ।
এবং কৃতে ন তে দোষো ভবিষ্যতি বিশাম্পতে ॥১৯

যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ পার্থ! কৃতং পাপমরিন্দম।
অবধূয় মহারাজ গচ্ছেম স্বর্গমুত্তমম্ ॥২০

এবমেতদ্ ভবেদ্ রাজন্ যদি রাজা ন বালিশঃ।
অস্মাকং দীর্ঘসূত্রঃ স্যাদ্ ভবান্ ধর্মপরায়ণঃ ॥২১

ক্ষত্রিয়ধর্ম্মজ্ঞ রাজা হইয়া ধর্ম্মসঙ্গত পথ নষ্ট করিবেন না।১৫

রাজন্! অর্জ্জুনকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া এবং কৃষ্ণকে আনাইয়া আমরা বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে সংহার করিব।১৬

মহারাজ! মহামতি নরনাথ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাহাদের সেনাকে ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত করিলেও, আমিই তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।১৭

শকুনির সহিত ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ কিংবা অন্য যে কোন লোক বিপক্ষভাবে যুদ্ধ করিবে, আমি একাকীই তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব।১৮

নরনাথ! আমি শত্রুগণকে উৎসন্ন করিলে পর, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে, আপনি বন হইতে রাজধানীতে যাইবেন। এরূপ করিলে আর আপনার দোষ হইবে না।১৯

পার্থ! অরিন্দম! মহারাজ! তাহার পর নানাবিধ

নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞা হন্তব্যা ইতি নিশ্চয়ঃ।
নহি নৈকৃতিকং হত্বা নিকৃত্যা পাপমুচ্যতে ॥২২
তথা ভারত ধর্ম্মেষু ধর্ম্মজ্ঞৈরিহ দৃশ্যতে।
অহোরাত্রং মহারাজ! তুল্যং সংবৎসরেণ হ ॥২৩
তথৈব বেদবচনং শ্রূয়তে নিত্যদা বিভো।
সংবৎসরো মহারাজ পূর্ণো ভবতি কৃচ্ছ্রতঃ ॥২৪
যদি বেদাঃ প্রমাণং তে দিবসাদূর্দ্ধমচ্যুত।
ত্রয়োদশ সমাঃ কালো জ্ঞায়তাং পরিনিষ্ঠিতঃ ॥২৫
কালো দুর্য্যোধনং হন্তুং সানুবন্ধমরিন্দম।
একাগ্রাং পৃথিবীং সর্ব্বাং পুরা রাজন্ করোতি সঃ ॥২৬

দ্যূতপ্রিয়েণ রাজেন্দ্র তথা তদ্ ভবতা তথা।
প্রায়েণাজ্ঞাতচর্য্যায়াং বয়ং সর্বে নিপাতিতাঃ ॥২৭
ন তং দেশং প্রপশ্যামি যত্র সোঽস্মান্ সুদুর্জ্জনঃ।
ন বিজ্ঞাস্যতি দুষ্টাত্মা চারৈরিতি সুযোধনঃ ॥২৮
অধিগম্য চ সর্ব্বান্ নো বনবাসমিমং ততঃ।
প্রব্রাজয়িষ্যতি পুনর্নিকৃত্যাধমপূরুষঃ ॥২৯
যদ্যস্মান্ নাভিগচ্ছেত পাপঃ স হি কথঞ্চন।
অজ্ঞাতচর্য্যামুত্তীর্ণান্ দৃষ্ট্বা চ পুনরাহ্বয়েৎ ॥৩০
দ্যূতেন তে মহারাজ পুনর্দ্যূতমবর্ত্তত।
ভবাংশ্চ পুনরাহূতো দ্যূতেনৈবাপনেষ্যতি ॥৩১

যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা সঞ্চিত পাপ নষ্ট করিয়া উত্তম স্বর্গে গমন করিব।২০

রাজন্! ইহা এইরূপই হইতে পারিত বটে, যদি মূর্খ, দীর্ঘসূত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ আপনি আমাদের রাজা না হইতেন।২১

শঠতাদ্বারাই শঠদিগকে সংহার করিতে হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং শঠতার দ্বারা শঠকে সংহার করিলে, উহাকে কেহই পাপ বলে না।২২

হে ভরতনন্দন মহারাজ! ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিয়া থাকেন যে, দারুণ কষ্টের সময়ে একটী অহোরাত্র একটী বৎসরের তুল্য হইয়া থাকে।২৩

প্রভো মহারাজ! সর্ব্বদা সেইরূপ বেদবাক্যও শুনা যায় যে, কষ্টের সময়ে এক দিন-রাত্রিতেই এক বৎসর পূর্ণ হয়।২৪

অতএব ধর্মাভ্রষ্ট! আপনার নিকট যদি বেদ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলেই তের দিনের পরেই তের বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে, ইহা ধারণা করুন।২৫

অতএব অরিন্দম রাজন্! অনুচরবর্গের সহিত দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইহাই উত্তম কাল। তাহা না হইলে সে ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীকেই নিজের অনুরক্ত করিয়া ফেলিবে।২৬

রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি দ্যূতখেলায় আসক্ত হইয়া এমন অনর্থ কার্য্য করিয়াছেন, যাহাতে আমরা সকলেই প্রায় অজ্ঞাতবাসের সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি।২৭

আমি তেমন একটি দেশ দেখি না, যেখানে সেই অতিদুর্জ্জন ও দুরাত্মা দুর্য্যোধন গুপ্তচরদ্বারা আমাদিগকে জানিতে পারিবে না।২৮

অতএব আমাদের বৃত্তান্ত জানিয়া নিকৃষ্ট লোক দুর্য্যোধন শঠতাপূর্ব্বক আবার আমাদের সকলকে এইরূপ বনবাসে পাঠাইবে।২৯

তার পর সেই পাপাত্মা যদি কোন প্রকারে আমাদের বৃত্তান্ত নাও জানিতে পারে, তবে আমাদিগকে অজ্ঞাতবাস হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া আবার দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিবে।৩০

পূর্ব্বে একবার দ্যূতক্রীড়াসমাপ্তির পরও আবার দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, সুতরাং মহারাজ! আপনি আবার আহূত হইয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করিয়া লব্ধ সম্পত্তি নষ্ট করিবেন।৩১

স তথাক্ষেষ্বকুশলো নিশ্চিতো গতচেতনঃ।
চরিষ্যসি মহারাজ বনেষু বসতীঃ পুনঃ ॥৩২

যদ্যস্মান্ ন মহারাজ কৃপণান্ কর্ত্তুমিচ্ছসি।
যাবজ্জীবমবেক্ষস্ব বেদধর্ম্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥৩৩

নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো হন্তব্য ইতি নিশ্চয়ঃ।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া গত্বা যাবচ্ছক্তি সুযোধনম্ ॥৩৪

যথৈব কক্ষমুৎসৃষ্টো দহেদনিলসারথিঃ।
হনিষ্যামি তথা মন্দমনুজানাতু মে ভবান্ ॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবাণং ভীমং তু ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ সান্ত্বয়ন্ রাজা মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পাণ্ডবম্ ॥৩৬

অসংশয়ং মহাবাহো হনিষ্যসি সুযোধনম্।
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্দ্ধ্বং সহ গাণ্ডীবধন্বনা ॥৩৭

যচ্চ মাং ভাষসে পার্থ প্রাপ্তঃ কাল ইতি প্রভো।
অনৃতং নোৎসহে বক্তুং ন হ্যেতন্ময়ি বিদ্যতে ॥৩৮

অন্তরেণাপি কৌন্তেয়! নিকৃতিং পাপনিশ্চয়ম্।
হন্তা ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষং সানুবন্ধং সুযোধনম্ ॥৩৯

এবং ব্রুবতি ভীমং তু ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
আজগাম মহাভাগো বৃহদশ্বো মহানৃষিঃ ॥৪০

তমভিপ্রেক্ষ্য ধর্ম্মাত্মা সম্প্রাপ্তং ধর্ম্মচারিণম্।
শাস্ত্রবন্মধুপর্কেণ পূজয়ামাস ধর্ম্মরাট্ ॥৪১

আশ্বস্তং চৈনমাসীনমুপাসীনো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিপ্রেক্ষ্য মহাবাহুঃ কৃপণং বহ্বভাষত ॥৪২

অক্ষদ্যূতেন ভগবন্ ধনং রাজ্যঞ্চ মে হৃতম্।
আহূয় নিকৃতিপ্রজ্ঞৈঃ কিতবৈরক্ষকোবিদৈঃ ॥৪৩

কারণ, আপনি দ্যূতক্রীড়ায় সেরূপ নিপুণ নহেন—ইহা নিশ্চয়; বিশেষতঃ আপনি দ্যূতক্রীড়ার সময়ে একেবারে চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়েন, সুতরাং আপনি আবার বনে বাস করিবেন।৩২

মহারাজ! আপনি যদি আমাদিগকে যাবজ্জীবন ক্ষুদ্র করিয়া রাখিবার ইচ্ছা না করেন, তবে বেদোক্ত সমস্ত ধর্ম্মেরই পর্য্যালোচনা করুন।৩৩

শঠতা করিয়াই শঠতাকারীকে বিনাশ করিতে হয়—ইহা সিদ্ধান্ত। সুতরাং আগুন লাগাইয়া দিলে সে আগুন যেমন শুষ্কবন দগ্ধ করে, তেমনই আপনি অনুমতি করিলে, আমি যাইয়া শক্তি অনুসারে মূঢ় দুর্য্যোধনকে সংহার করিব। অতএব আপনি আমাকে অনুমতি দিন।৩৪-৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীম যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া মস্তকাঘ্রাণ করত বলিতে লাগিলেন।৩৬

মহাবাহু! ত্রয়োদশ বৎসরের পর নিশ্চয়ই তুমি অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া দুর্য্যোধনকে বধ করিবে।৩৭

শক্তিশালিন্ ভীম! তুমি আমাকে যে বলিলে—'দুর্য্যোধনকে বধ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে'। কিন্তু তাহাতে আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না; কারণ, মিথ্যা আমাতে নাই।৩৮

ভীম! তুমি শঠতা না করিয়াও পাপিষ্ঠ ও দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে অনুচরবর্গের সহিত বধ করিতে পারিবে।৩৯

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় মহাভাগ মহর্ষি বৃহদশ্ব আগমন করিলেন।৪০

ধর্ম্মচারী বৃহদশ্বমুনি উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শাস্ত্র অনুসারে মধুপর্কদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন।৪১

বৃহদশ্বমুনি উপবেশন করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন—ইহা দর্শন করত মহাবাহু যুধিষ্ঠির কাতরভাবে বহু কথা বলিলেন।৪২

অনক্ষজ্ঞস্য হি সতো নিকৃত্যা পাপনিশ্চয়ৈঃ।
ভার্য্যা চ মে সভাং নীতা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥৪৪

পুনর্দ্যূতেন মাং জিত্বা বনবাসং সুদারুণম্।
প্রাব্রাজয়ন্ মহারণ্যমজিনৈঃ পরিবারিতম্ ॥৪৫

অহং বনে দুর্বসতীর্বসন্ পরমদুঃখিতঃ।
অক্ষদ্যূতাধিকারে চ গিরঃ শৃণ্বন্ সুদারুণাঃ ॥৪৬

আর্ত্তানাং সুহৃদাং বাচো দ্যূতপ্রভৃতি শংসতাম্।
অহং হৃদি শ্রিতাঃ স্মৃত্বা সর্ব্বরাত্রীর্বিচিন্তয়ন্ ॥৪৭

যস্মিংশ্চৈব সমস্তানাং প্রাণা গাণ্ডীবধন্বনি।
বিনা মহাত্মনা তেন গতসত্ত্ব ইবাভবম্ ॥৪৮

কদা দ্রক্ষ্যামি বীভৎসুং কৃতাস্ত্রং পুনরাগতম্।
প্রিয়বাদিনমক্ষুদ্রং দয়াযুক্তমতন্দ্রিতম্ ॥৪৯

অস্তি রাজা ময়া কশ্চিদল্পভাগ্যতরো ভুবি।
ভবতা দৃষ্টপূর্ব্বো বা শ্রুতপূর্ব্বোঽপি বা কচিৎ।
ন মত্তো দুঃখিততরঃ পুমানস্তীতি মে মতিঃ ॥৫০

বৃহদশ্ব উবাচ।

যদ্ ব্রবীষি মহারাজ ন মত্তো বিদ্যতে কচিৎ।
অল্পভাগ্যতরঃ কশ্চিৎ পুমানস্তীতি পাণ্ডব ॥৫১

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি যদি শুশ্রূষসেঽনঘ।
যস্ত্বত্তো দুঃখিততরো রাজাসীৎ পৃথিবীপতে ॥৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথৈনমব্রবীদ্ রাজা ব্রবীতু ভগবানিতি।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তং শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থিবম্ ॥৫৩

'ভগবন্! শঠ ও দ্যূতনিপুণ দ্যূতকারেরা আমাকে আহ্বান করিয়া নিয়া দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা আমার রাজ্য ও ধন হরণ করিয়াছে।৪৩

আমি দ্যূতনিপুণ নহি, বিশেষতঃ সরলস্বভাব; সুতরাং পাপিষ্ঠগণ শঠতাপূর্ব্বক আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক গৌরবশালিনী ভার্য্যাকে সভায় নিয়াছিল।৪৪

তারপর তাহারা পুনরায় দ্যূতক্রীড়া দ্বারা অতিদারুণ বনবাস-পণ জয় করিয়া মৃগচর্ম্মবেষ্টিত অবস্থায় আমাকে এই মহাবনে প্রেরণ করিয়াছে।৪৫

আমি অতিশয় দুঃখিত অবস্থায় এই বনে বাস করিতেছি, দ্যূতক্রীড়ার সময়েও অতিভীষণ কটূক্তি-সকল শুনিয়াছিলাম; তা'র পর সেই দ্যূতক্রীড়া হইতে আমার বন্ধুগণ দুঃখিত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমার হৃদয়ে রহিয়াছে, সেইগুলি স্মরণ করিয়া আমি সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিতে থাকি; তৎপরে আবার যে অর্জ্জুনের উপরে আমাদের সকলের প্রাণ রহিয়াছে, সেই মহাত্মা অর্জ্জুন ব্যতীত আমি যেন প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছি।৪৬-৪৮

(আমি চিন্তা করি—) কবে সেই প্রিয়ভাষী, দয়ালু ও অনলস অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষা করিয়া আসিবে, আমি আবার তাহাকে দেখিব।৪৯

মহর্ষি! আমার তুল্য অত্যন্ত অল্পভাগ্যশালী কোন রাজা এই জগতে আছেন কি? আপনি পূর্ব্বে কোথাও আমার ন্যায় রাজা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কি? কিন্তু আমার ধারণা এই যে, আমা অপেক্ষা দুঃখিত লোক জগতেই নাই।৫০

বৃহদশ্ব বলিলেন—মহারাজ পাণ্ডুনন্দন! আপনি যে বলিতেছেন, আমা অপেক্ষা অল্পভাগ্যশালী লোক এখানে নাই বা কোথাও নাই; কিন্তু যদি আপনি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে যে রাজা আপনা অপেক্ষাও অধিক দুঃখী ছিলেন, সেই রাজার কথা আমি আপনার নিকট বলিব।৫১-৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর যুধিষ্ঠির বৃহদশ্বমুনিকে বলিলেন—'আমার মত দুর্দ্দশাপন্ন

বৃহদশ্ব উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ।
যত্ত্বত্তো দুঃখিততরো রাজাসীৎ পৃথিবীপতে ॥৫৪
নিষধেষু মহীপালো বীরসেন ইতি শ্রুতঃ।
তস্য পুত্ত্রোঽভবন্নাম্না নলো ধর্মার্থকোবিদঃ ॥৫৫
স নিকৃত্যা জিতো রাজা পুষ্করেণেতি নঃ শ্রুতম্।
বনবাসং সুদুঃখার্ত্তো ভার্য্যয়া ন্যবসৎ সহ ॥৫৬
ন তস্য দাসা ন রথো ন ভ্রাতা ন চ বান্ধবাঃ।
বনে নিবসতো রাজন্ শিষ্যন্তে স্ম কদাচন ॥৫৭
ভবান্ হি সংবৃতো বীরৈর্ভ্রাতৃভির্দেবসম্মিতৈঃ।
ব্রহ্মকল্পৈর্দ্বিজাগ্র্যৈশ্চ তস্মান্নার্হসি শোচিতুম্ ॥৫৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিস্তরেণাহমিচ্ছামি নলস্য সুমহাত্মনঃ।
চরিতং বদতাং শ্রেষ্ঠ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫২

রাজার বৃত্তান্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি বলুন' ।৫৩

বৃহদশ্ব বলিলেন,—ধার্ম্মিক রাজন্! আপনি ভ্রাতাদের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, যে রাজা আপনা অপেক্ষা অধিক দুঃখী ছিলেন ।৫৪

নিষধদেশে 'বীরসেন' নামে এক রাজা ছিলেন; ধর্ম্মজ্ঞ ও অর্থজ্ঞ 'নল'—নামে তাঁহার একটী পুত্র ছিল ।৫৫

পুষ্কর সেই নলরাজাকে শঠতাপূর্ব্বক জয় করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের শুনা আছে তৎপরে নলরাজা অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া ভার্য্যার সহিত বনবাস করিয়াছিলেন ।৫৬

রাজন্! তিনি যখন বনে বাস করেন, তখন তাঁহার দাস, রথ, ভ্রাতা বা বান্ধবগণ অবশিষ্ট ছিল না ।৫৭

আপনি ত দেবতার তুল্য বীর ভ্রাতৃগণে এবং ব্রহ্মার তুল্য ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং আপনি শোক করিতে পারেন না ৫৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আমি মহাত্মা নলরাজার চরিত্র অতি বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব আপনি তাহা আমার নিকট বলুন।৫৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৫২

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[নলদময়ন্ত্যোর্গুণাবলিবর্ণনম্, তয়োঃ পারস্পরিকানুরাগঃ তথা হংসকর্তৃকং নলসন্নিধৌ দময়ন্ত্যা দময়ন্তীসন্নিধৌ চ নলস্য সংবাদকথনম্।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

আসীদ্ রাজা নলো নাম বীরসেনসুতো বলী।
উপপন্নো গুণৈরিষ্টৈ রূপবানশ্বকোবিদঃ ॥১

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[নল-দময়ন্তীর গুণসমূহের বর্ণন, উঁহাদের পারস্পরিক অনুরাগ এবং হংস কর্তৃক নলের নিকট দময়ন্তীর ও দময়ন্তীর নিকট নলের সংবাদ কথন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন—বলবান্, অভীষ্টগুণসম্পন্ন,

অতিষ্ঠন্মনুজেন্দ্রাণাং মূর্দ্ধ্নি দেবপতির্যথা।
উপর্য্যুপরি সর্ব্বেষামাদিত্য ইব তেজসা ॥২

ব্রহ্মণ্যো বেদবিচ্ছূরো নিষধেষু মহীপতিঃ।
অক্ষপ্রিয়ঃ সত্যবাদী মহানক্ষৌহিণীপতিঃ ॥৩

ঈপ্সিতো নরনারীণামুদারঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
রক্ষিতা ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব মনুঃ স্বয়ম্ ॥৪

তথৈবাসীদ্বিদর্ভেষু ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
শূরঃ সর্ব্বগুণৈর্যুক্তঃ প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ ॥৫

স প্রজার্থে পরং যত্নমকরোৎ সুসমাহিতঃ।
তমভ্যগচ্ছদ্ ব্রহ্মর্ষির্দমনো নাম ভারত ॥৬

তং স ভীমঃ প্রজাকামস্তোষয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
মহিষ্যা সহ রাজেন্দ্র! সৎকারেণ সুবর্চ্চসম্ ॥৭

তস্মৈ প্রসন্নো দমনঃ সভার্য্যায় বরং দদৌ।
কন্যারত্নং কুমারাংশ্চ ত্রীনুদারান্ মহাযশাঃ ॥৮

দময়ন্তীং দমং দান্তং দমনঞ্চ সুবর্চ্চসম্।
উপপন্নান্ গুণৈঃ সর্ব্বৈর্ভীমান্ ভীমপরাক্রমান্ ॥৯

দময়ন্তী তু রূপেণ তেজসা বপুষা শ্রিয়া।
সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ সুমধ্যমা ॥১০

অথ তাং বয়সি প্রাপ্তে দাসীনাং সমলঙ্কৃতাম্।
শতং শতং সখীনাঞ্চ পর্য্যুপাসচ্ছচীমিব ॥১১

তত্র স্ম রাজতে ভৈমী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সখীমধ্যেঽনবদ্যাঙ্গী বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥১২

রূপবান্ এবং অশ্বহৃদয়জ্ঞ বীরসেনপুত্র 'নল'—নামে এক রাজা ছিলেন।১

তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সমস্ত রাজার মস্তকে ছিলেন এবং স্বীয় তেজের দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় সকলেরই উপরে ছিলেন।২

সেই নিষধেশ্বর নল ব্রাহ্মণপালক, বেদজ্ঞ, বীর, দ্যূতপ্রিয়, সত্যবাদী, প্রশস্তহৃদয় এবং এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন।৩

আর তিনি নর ও নারীগণের প্রিয়, দাতা, সংযতেন্দ্রিয়, প্রজাপালক, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ স্বয়ং মনুর ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন।৪

সেইরূপ বিদর্ভদেশেও ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, মহাবীর এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন 'ভীম'-নামে আর এক রাজা ছিলেন; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তখন সন্তানের কামনা করিতেন।৫

ভরতনন্দন! সেই ভীমরাজ বিশেষ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সন্তানের জন্য পরম যত্ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে 'দমন'-নামে এক ব্রহ্মর্ষি তাঁহার নিকট গমন করিলেন।৬

মহারাজ! সন্তানার্থী ও ধর্ম্মজ্ঞ সেই রাজা ভীম মহিষীর সহিত মিলিত হইয়া সেবা দ্বারা মহাতেজস্বী সেই দমনমুনিকে সন্তুষ্ট করিলেন।৭

মহাযশস্বী দমনমুনি প্রসন্ন হইয়া ভার্য্যার সহিত সেই রাজাকে বর দিলেন যে, আপনার একটী কন্যারত্ন এবং তিনটী উদারপ্রকৃতি পুত্র হইবে। তাহাদের মধ্যে কন্যাটীর নাম হইল—'দময়ন্তী' এবং মনোহর পুত্র তিনটীর যথাক্রমে নাম হইল—'দম', 'দান্ত' ও 'দমন'। ইহারা যথাকালে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, ভয়ঙ্কর বীর ও মহাপরাক্রমশালী হইয়াছিলেন।৮-৯

কিন্তু সুমধ্যমা দময়ন্তী রূপ, লাবণ্য, গাত্রসৌষ্ঠব কান্তি এবং সৌভাগ্যের গুণে লোকসমাজে যশ লাভ করিয়াছিলেন।১০

তৎপরে দময়ন্তীর বয়স হইয়া উঠিলে, একশত দাসী এবং একশত সখী শচীদেবীর ন্যায় সেই অলঙ্কৃত দময়ন্তীর সেবা করিতে লাগিল।১১

তখন সর্ব্বাভরণভূষিতা ও অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তী সন্ধ্যাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় সেই সখীদের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।১২

অতীবরূপসম্পন্না শ্রীরিবায়তলোচনা ।
ন দেবেষু ন যক্ষেষু তাদৃগ্‌রূপবতী কচিৎ ॥১৩

মানুষেষ্বপি চান্যেষু দৃষ্টপূর্ব্বা ন চ শ্রুতা ।
চিত্তপ্রসাদিনী বালা দেবানামপি সুন্দরী ॥১৪

নলশ্চ নরশার্দ্দূলো গুণৈরপ্রতিমো ভুবি ।
কন্দর্প ইব রূপেণ মূর্ত্তিমানভবৎ স্বয়ম্ ॥১৫

তস্যাঃ সমীপে তু নলং প্রশশংসুঃ কুতূহলাৎ ।
নৈষধস্য সমীপে তু দময়ন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥১৬

তয়োরদৃষ্টঃ কামোঽভূচ্ছৃণ্বতোঃ সততং গুণান্ ।
অন্যোন্যং প্রতি কৌন্তেয় ! স ব্যবর্দ্ধত হৃচ্ছয়ঃ ॥১৭

অশক্নুবন্ নলঃ কামং তদা ধারয়িতুং হৃদা ।
অন্তঃপুরসমীপস্থে বন আস্তে রহোগতঃ ॥১৮

স দদর্শ ততো হংসান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্ ।
বনে বিচরতাং তেষামেকং জগ্রাহ পক্ষিণম্ ॥১৯

ততোঽন্তরীক্ষগো বাচং ব্যাজহার নলং তদা ।
হন্তব্যোঽস্মি ন তে রাজন্ ! করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ॥২০

দময়ন্তীসকাশে ত্বাং কথয়িষ্যামি নৈষধ ।
যথা ত্বদন্যং পুরুষং ন সাকাঙ্ক্ষতি কর্হিচিৎ ॥২১

তব চৈব যথা ভার্য্যা ভবিষ্যতি তথাঽনঘ ।
বিধাস্যামি নরব্যাঘ্র সোঽনুজানাতু মাং ভবান্ ॥২২

এবমুক্তস্ততো হংসমুৎসসর্জ্জ মহীপতিঃ ।
তে তু হংসাঃ সমুৎপত্য বিদর্ভানগমংস্ততঃ ॥২৩

লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় বিস্তৃতনয়না দময়ন্তী ক্রমে এমন অতীব রূপবতী হইয়া উঠিলেন যে, সেরূপ রূপবতী কন্যা দেবতা, যক্ষ বা অন্যত্র কোথাও ছিল না।১৩

এইরূপ সুন্দরী মনুষ্যলোকে কিংবা অন্যান্য লোকেও কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই বা শোনে নাই; এমন কি সেই বালিকা দেবতাগণেরও চিত্তে আনন্দ জন্মাইত।১৪

এদিকে নরশ্রেষ্ঠ নলও গুণ দ্বারা জগতে অতুলনীয় এবং রূপদ্বারা মূর্ত্তিমান্ স্বয়ং কন্দর্পের ন্যায় ছিলেন।১৫

আগন্তুক লোকেরা কৌতূহলবশতঃ দময়ন্তীর নিকটে নলের প্রশংসা করিত এবং নলের নিকটেও বার বার দময়ন্তীর প্রশংসা করিত।১৬

এই ভাবে অনবরত গুণসমূহ শুনিতে থাকায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপ্রত্যক্ষ ভাবেই কাম (অনুরাগ) জন্মিল। কুন্তীনন্দন! তাঁহাদের সে কাম ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।১৭

তখন নল হৃদয়ের মধ্যে সেই কামকে সংবৃত রাখিতে না পারিয়া অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে যাইয়া নির্জ্জনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৮

তাহার পর তিনি স্বর্ণময় উজ্জ্বল পক্ষযুক্ত কতকগুলি হাঁস দেখিতে পাইলেন এবং বনে বিচরণকারী সেই হাঁসগুলির মধ্য হইতে একটা হাঁসকে ধরিলেন।১৯

তৎপরে আকাশে বিচরণকারী সেই হাঁসটী নলকে বলিল যে, রাজন্! আপনি আমাকে বধ করিবেন না, আমি আপনার প্রিয় কার্য্য করিব।২০

নিষধেশ্বর! আমি দময়ন্তীর নিকটে আপনার এমন প্রশংসা করিব, যাহাতে কখনও তিনি আপনাকে ভিন্ন অন্য পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা না করেন।২১

হে নিষ্পাপ নরশ্রেষ্ঠ! যাহাতে তিনি আপনারই ভার্য্যা হন, তাহার চেষ্টা করিব, অতএব আপনি আমাকে অনুমতি করুন।২২

হংস এইরূপ বলিলে পর নল তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সেই হংসগণ আকাশে উড়িয়া নিষধদেশ হইতে বিদর্ভদেশে গমন করিল।২৩

বিদর্ভনগরীং গত্বা দময়ন্ত্যাস্তদান্তিকে।
নিপেতুস্তে গরুত্মন্তঃ সা দদর্শ চ তান্ খগান্ ॥২৪
সা তানদ্ভুতরূপান্ বৈ দৃষ্ট্বা সখিগণাবৃতা।
হৃষ্টা গ্রহীতুং খগমাংস্ত্বরমাণোপচক্রমে ॥২৫
অথ হংসা বিসস্পৃঃ সর্ব্বতঃ প্রমদাবনে।
একৈকশস্তদা কন্যাস্তান্ হংসান্ সমুপাদ্রবন্ ॥২৬
দময়ন্তী তু যং হংসং সমুপাধাবদন্তিকে।
স মানুষীং গিরং কৃত্বা দময়ন্তীমথাব্রবীৎ ॥২৭
দময়ন্তি! নলো নাম নিষধেষু মহীপতিঃ।
অশ্বিনোঃ সদৃশো রূপে ন সমাস্তস্য মানুষাঃ
কন্দর্প ইব রূপেণ মূর্ত্তিমানভবৎ স্বয়ম্ ॥২৮
তস্য বৈ যদি ভার্য্যা ত্বং ভবেথা বরবর্ণিনি।
সফলং তে ভবেজ্জন্ম রূপঞ্চেদং সুমধ্যমে ॥২৯
বয়ং হি দেব-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যোরগ-রাক্ষসান্।
দৃষ্টবন্তো ন চাস্মাভির্দৃষ্টপূর্ব্বস্তথাবিধঃ ॥৩০

ত্বঞ্চাপি রত্নং নারীণাং নরেষু চ নলো বরঃ।
বিশিষ্টায়া বিশিষ্টেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥৩১

এবমুক্তা তু হংসেন দময়ন্তী বিশাম্পতে।
অব্রবীত্তত্র তং হংসং ত্বমপ্যেবং নলে বদ ॥৩২

তথেত্যুক্ত্বাণ্ডজঃ কন্যাং বৈদর্ভস্য বিশাম্পতে।
পুনরাগম্য নিষধান্ নলে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
হংস-দময়ন্তীসংবাদে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩

ঐ হংসগণ বিদর্ভরাজধানীতে যাইয়া তখনই দময়ন্তীর নিকটে পতিত হইল, দময়ন্তীও সেই পক্ষীগুলিকে দেখিলেন।২৪

সখীপরিবৃতা দময়ন্তী সেই অদ্ভুত রূপবান্ পক্ষীগুলিকে দর্শন করত আনন্দিত হইয়া তাড়াতাড়ি সেগুলিকে ধরিবার উপক্রম করিলেন।২৫

তদনন্তর হংসগণ সেই অন্তঃপুরোদ্যানের চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য তখন এক একটী কন্যা এক একটী হংসের পিছনে ধাবিত হইল।২৬

কিন্তু দময়ন্তী নিকটবর্ত্তী যে হংসটীর পিছনে ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই হংস মানুষের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া দময়ন্তীকে বলিতে লাগিল।২৭

দময়ন্তি! নিষধদেশে নল-নামে এক রাজা আছেন; তিনি রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য এবং তিনি নিজ রূপদ্বারা যেন মূর্ত্তিমান্ স্বয়ং কামদেব হইয়াছেন। (সুতরাং এ জগতে অন্য মানুষ তাঁহার তুল্যই নহে)।২৮

বরবর্ণিনি! সুমধ্যমে! আপনি যদি তাঁহার ভার্য্যা হন, তবে আপনার জন্ম এবং এই মনোহর-রূপ সফল হয়।২৯

আমরা—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, নাগ এবং রাক্ষসদিগকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত পুরুষ আর পূর্ব্বে দেখি নাই।৩০

আপনিও নারীদের মধ্যে রত্নস্বরূপা এবং নল পুরুষদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব সর্ব্বোত্তমের সহিত সর্ব্বোত্তমার মিলন সর্ব্বোৎকৃষ্টই হইবে।৩১

মহারাজ! হংস এইরূপ বলিলে, দময়ন্তী তখন তাহাকে বলিলেন—হংস! তুমি এখন যাহা বলিলে নলের নিকটেও এইরূপ বলিও।৩২

'তাহাই হইবে' এই কথা বিদর্ভরাজকুমারী দময়ন্তীকে বলিয়া হংস পুনরায় নিষধদেশে গমন করত নলের নিকট সমস্ত বিষয় জানাইল।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে হংস-দময়ন্তী সংবাদে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৩

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্গে ইন্দ্রেণ সহ দেবর্ষিনারদস্যালাপঃ, দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরসভায়াং লোকপালানাং রাজ্ঞাঞ্চাগমনম্ ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা বচো হংসস্য ভারত !
ততঃ প্রভৃতি ন স্বস্থা নলং প্রতি বভূব সা ॥১

ততশ্চিন্তাপরা দীনা বিবর্ণবদনা কৃশা।
বভূব দময়ন্তী তু নিশ্বাসপরমা তদা ॥২

ঊর্দ্ধদৃষ্টির্ধ্যানপরা বভুবোন্মত্তদর্শনা।
পাণ্ডুবর্ণা ক্ষণেনাথ হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা ॥৩

ন শয্যাসনভোগেষু রতিং বিন্দতি কর্হিচিৎ।
ন নক্তং ন দিবা শেতে হা হেতি রুদতী মুহুঃ ॥৪

তামস্বস্থাং তদাকারাং সখ্যস্তা জজ্ঞুরিঙ্গিতৈঃ।
ততো বিদর্ভপতয়ে দময়ন্ত্যাঃ সখীগণঃ ॥৫

ন্যবেদয়ত্তামস্বস্থাং দময়ন্তীং নরেশ্বর।
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতির্ভীমো দময়ন্তীসখীগণাৎ ॥৬

চিন্তয়ামাস তৎ কার্য্যং সুমহৎ স্বাং সুতাং প্রতি।
কিমর্থং দুহিতা মেঽদ্য নাতিস্বস্থেতি লক্ষ্যতে ॥৭

স সমীক্ষ্য মহীপালঃ স্বাং সুতাং প্রাপ্তযৌবনাম্।
অপশ্যদাত্মনা কার্য্যং দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥৮

স সন্নিমন্ত্রয়ামাস মহীপালান্ বিশাম্পতিঃ।
এষোঽনুভূয়তাং বীরাঃ! স্বয়ংবর ইতি প্রভো ॥৯

শ্রুত্বা তু পার্থিবাঃ সর্ব্বে দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্।
অভিজগ্মুস্ততো ভীমং রাজানো ভীমশাসনাৎ ॥১০

হস্ত্যশ্বরথঘোষেণ পূরয়ন্তো বসুন্ধরাম্।
বিচিত্রমাল্যাভরণৈর্বলৈর্দৃশ্যৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ ॥১১

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[স্বর্গে ইন্দ্রের সহিত দেবর্ষি নারদের আলাপ দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভায় লোকপাল ও রাজগণের আগমন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন—'ভরতনন্দন! দময়ন্তী হংসের সেই কথা শুনিয়া তদবধি নলের প্রতি আসক্তা হওয়ায় তিনি আর প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকিতে পারিলেন না।১

তখন দময়ন্তী চিন্তানিমগ্না, কাতরা, বিবর্ণবদনা এবং কৃশা হইতে লাগিলেন এবং প্রায়শই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।২

নলের অনবরত চিন্তায় অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধগামিনী হইল এবং উন্মত্তার ন্যায় তাঁহাকে দেখা যাইতে লাগিল, তাঁহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল এবং চিত্ত কামাকুল হইল।৩

সেই সময়ে তাঁহার শয্যা, আসন বা ভোগে কোনরূপ প্রীতি ছিল না, দিনে বা রাত্রিতে আর নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং তিনি অনবরত 'হায় হায়' বলিয়া রোদন করিতেন।৪

তখন সখীরা তাঁহার সেই আকৃতি ও অস্বস্থ অবস্থা দেখিয়া তাহার কারণ ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিল এবং বিদর্ভরাজের নিকটে তাঁহার অস্বস্থতার সংবাদ জানাইল। নরনাথ! রাজা ভীম দময়ন্তীর সখীদের নিকট সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া আপন কন্যার বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্যবিষয় ভাবিতে লাগিলেন এবং চিন্তা করিলেন যে, আমার কন্যা দময়ন্তীকে আজ বিশেষ সুস্থ দেখিতেছি না কেন?৫-৭

সেই রাজা ভীম আপন কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া নিজেই দময়ন্তীর স্বয়ংবর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন।৮

প্রভু যুধিষ্ঠির! তৎপরে রাজা ভীম 'বীরগণ! আপনারা আসিয়া এই স্বয়ংবর দর্শন করুন' এই ভাবে অন্যান্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।৯

তাহার পর সকল রাজা দময়ন্তীর স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া এবং ভীমরাজার আদেশানুসারে হস্তী, অশ্ব ও রথের শব্দে ভূতল পূর্ণ করত, বিচিত্র মাল্য

তেষাং ভীমো মহাবাহুঃ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্।
যথার্হমকরোৎ পূজাং তেঽবসংস্তত্র পূজিতাঃ ॥১২
এতস্মিন্নেব কালে তু সুরাণামৃষিসত্তমৌ।
অটমানৌ মহাত্মানাবিন্দ্রলোকমিতো গতৌ ॥১৩
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব মহাপ্রাজ্ঞৌ মহাব্রতৌ।
দেবরাজস্য ভবনং বিবিশাতে সুপূজিতৌ ॥১৪
তাবর্চ্চিত্বা সহস্রাক্ষস্ততঃ কুশলমব্যয়ম্।
পপ্রচ্ছানাময়ঞ্চাপি তয়োঃ সর্ব্বগতং বিভুঃ ॥১৫
নারদ উবাচ।
আবয়োঃ কুশলং দেব সর্ব্বত্র গতমীশ্বর।
লোকে চ মঘবন্ কৃৎস্নে নৃপাঃ কুশলিনো বিভো ॥১৬
বৃহদশ্ব উবাচ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা পপ্রচ্ছ বলবৃত্রহা।
ধর্ম্মজ্ঞাঃ পৃথিবীপালাস্ত্যক্তজীবিতযোধিনঃ ॥১৭
শস্ত্রেণ নিধনং কালে যে গচ্ছন্ত্যপরাঙ্মুখাঃ।
অয়ং লোকোঽক্ষয়স্তেষাং যথৈব মম কামধুক্ ॥১৮
ক নু তে ক্ষত্রিয়াঃ শূরা নহি পশ্যামি তানহম্।
আগচ্ছতো মহীপালান্ দয়িতানতিথীন্ মম ॥১৯
এবমুক্তস্তু শক্রেণ নারদঃ প্রত্যভাষত।
শৃণু মে মঘবন্ যেন ন দৃশ্যন্তে মহীক্ষিতঃ ॥২০
বিদর্ভরাজদুহিতা দময়ন্তীতি বিশ্রুতা।
রূপেণ সমতিক্রান্তা পৃথিব্যাং সর্ব্বযোষিতঃ ॥২১
তস্যাঃ স্বয়ংবরঃ শক্র ভবিতা নচিরাদিব।
তত্র গচ্ছন্তি রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২২
তাং রত্নভূতাং লোকস্য প্রার্থয়ন্তো মহীক্ষিতঃ।
কাঙ্ক্ষন্তি স্ম বিশেষেণ বলবৃত্রনিষূদন ॥২৩

ও আভরণযুক্ত এবং সুসজ্জিত সৈন্যগণের সহিত ভীমরাজার রাজধানীতে আগমন করিলেন।১০-১১

তখন মহাবাহু রাজা ভীম সেই সমাগত রাজগণের যথাযোগ্য পূজা করিলেন এবং সেই রাজারা সম্মানিত হইয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন।১২

এই সময়ে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাত্মা, মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাব্রত নারদ এবং পর্ব্বতমুনি বিচরণ করিতে করিতে এই মর্ত্ত্যলোক হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন এবং বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া দেবরাজের গৃহে প্রবেশ করিলেন।১৩-১৪

তদনন্তর দেবরাজ নারদ ও পর্ব্বতমুনিকে পূজা করিয়া তাঁহাদের সমস্ত বিষয়ের স্থায়ী মঙ্গলের কথা এবং আরোগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।১৫

তখন নারদ বলিলেন,—প্রভো! দেবরাজ! আমাদের সমস্ত বিষয়েই মঙ্গল এবং সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজারাও কুশলে আছেন।১৬

বৃহদশ্ব বলিলেন,—নারদের কথা শুনিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—পৃথিবীর ধর্ম্মজ্ঞ রাজারা জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন।১৭

যাঁহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া অস্ত্রের আঘাতে যথাসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এই স্বর্গলোক অক্ষয় এবং আমরাই তুল্য অভীষ্ট ফলপ্রদ হয়।১৮

সেই ক্ষত্রিয় বীরগণ কোথায়? আমি আমার প্রিয় অতিথি সেই রাজগণকে ত আর আসিতে দেখিতেছি না।১৯

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, নারদ বলিলেন,—দেবরাজ! যে কারণে রাজগণকে দেখিতেছেন না, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন।২০

বিদর্ভরাজের দময়ন্তী নামে বিখ্যাত কন্যা আপন রূপ দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রমণীকে অতিক্রম করিয়াছেন।২১

দেবরাজ! অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার স্বয়ংবর হইবে, অতএব সেখানে সকল রাজা এবং সকল রাজপুত্র গমন করিতেছেন।২২

এতস্মিন্ কথ্যমানে তু লোকপালাশ্চ সাগ্নিকাঃ।
আজগ্মুর্দেবরাজস্য সমীপমমরোত্তমাঃ ॥২৪
ততস্তে শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে নারদস্য বচো মহৎ।
শ্রুত্বৈব চাব্রুবন্ হৃষ্টা গচ্ছামো বয়মপ্যুত ॥২৫
ততঃ সর্ব্বে মহারাজ সগণাঃ সহবাহনাঃ।
বিদর্ভানভিজগ্মুস্তে যতঃ সর্ব্বে মহীক্ষিতঃ ॥২৬
নলোঽপি রাজা কৌন্তেয় শ্রুত্বা রাজ্ঞাং সমাগমম্
অভ্যগচ্ছদদীনাত্মা দময়ন্তীমনুব্রতঃ ॥২৭
অথ দেবাঃ পথি নলং দদৃশুর্ভূতলে স্থিতম্।
সাক্ষাদিব স্থিতং মূর্ত্ত্যা মন্মথং রূপসম্পদা ॥২৮

তং দৃষ্ট্বা লোকপালাস্তে ভ্রাজমানং যথা রবিম্।
তস্থুর্বিগতসঙ্কল্পা বিস্মিতা রূপসম্পদা ॥২৯
ততোঽন্তরীক্ষে বিষ্টভ্য বিমানানি দিবৌকসঃ।
অব্রুবন্নৈষধং রাজন্নবতীর্য্য নভস্তলাৎ ॥৩০

ভো ভো নিষধরাজেন্দ্র নল সত্যব্রতো ভবান্।
অস্মাকং কুরু সাহায্যং দূতো ভব নরোত্তম ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
ইন্দ্রনারদসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৪

হে বল ও বৃত্রাসুর বিনাশক দেবরাজ! পৃথিবীর অধিপতিগণ পৃথিবীর রত্নস্বরূপা সেই দময়ন্তীকে মনে মনে প্রার্থনা করিয়া বিশেষরূপে তাঁহাকে কামনা করিতেছেন।২৩

নারদ এই বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নির সহিত অন্যান্য দিক্‌পালগণ দেবরাজের নিকট আগমন করিলেন।২৪

তাহার পর তাঁহারা সকলেই নারদের সেই বিশিষ্ট কথা শুনিলেন এবং শুনিয়াই আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন— 'আমরাও যাইব'।২৫

মহারাজ! তদনন্তর সেই দিক্‌পালগণ সকলে অনুচর ও বাহনের সহিত বিদর্ভদেশ অভিমুখে গমন করিলেন, যেখানে রাজারা সকলে গিয়াছিলেন।২৬

কুন্তীনন্দন! দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত রাজা নলও অন্যান্য রাজাদের গমনাগমন শুনিয়া উৎফুল্লচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।২৭

তাহার পর দেবতাগণ পথিমধ্যে রূপসম্পদে মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ কামদেবের ন্যায় ভূতলস্থিত নলরাজাকে দেখিতে পাইলেন।২৮

সেই দিক্‌পালগণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলমূর্ত্তি নলকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নলের রূপদর্শনে তাঁহারা দময়ন্তীকে লাভ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।২৯

রাজন্! তাহার পর দেবতাগণ আপন আপন বিমানের গতি আকাশেই রোধ করত তথা হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া নলকে বলিলেন।৩০

নরশ্রেষ্ঠ নিষধরাজেন্দ্র নল! আপনি সত্যপরায়ণ; আপনি আমাদের সাহায্য করুন, আপনি দূত হউন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
ইন্দ্রনারদসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৪

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দূতরূপেণ নলস্য রাজান্তঃপুরগমনম্, দময়ন্ত্যাঃ সমীপে দেবানাং বাক্যকথনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

তেভ্যঃ প্রতিজ্ঞায় নলঃ করিষ্য ইতি ভারত।
অথৈনান্ পরিপপ্রচ্ছ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ ॥১

কে বৈ ভবন্তঃ কশ্চাসৌ যস্যাহং দূত ঈপ্সিতঃ।
কিঞ্চ তদ্বো ময়া কার্য্যং কথয়ধ্বং যথাতথম্ ॥২

এবমুক্তো নৈষধেন মঘবান্ প্রত্যভাষত।
অমরান্ বৈ নিবোধাস্মান্ দময়ন্ত্যর্থমাগতান্ ॥৩

অহমিন্দ্রোঽয়মগ্নিশ্চ তথৈবায়মপাং পতিঃ।
শরীরান্তকরো নৃণাং যমোঽয়মপি পার্থিব ॥৪

ত্বং বৈ সমাগতানস্মান্ দময়ন্ত্যৈ নিবেদয়।
লোকপালা মহেন্দ্রাদ্যাঃ সমায়ান্তি দিদৃক্ষবঃ ॥৫

প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি দেবাস্ত্বাং শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ।
তেষামন্যতমং দেবং পতিত্বে বরয়স্ব হ ॥৬

এবমুক্তঃ স শক্রেণ নলঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
একার্থং সমুপেতং মাং ন প্রেষয়িতুমর্হথ ॥৭

কথং নু জাতসঙ্কল্পঃ স্ত্রিয়মুৎসহতে পুমান্।
পরার্থমীদৃশং বক্তুং তৎ ক্ষমধ্বং মহেশ্বরাঃ ॥৮

দেবা উচুঃ।

করিষ্য ইতি সংশ্রুত্য পূর্ব্বমস্মাসু নৈষধ।
ন করিষ্যসি কস্মাত্ত্বং ব্রজ নৈষধ মা চিরম্ ॥৯

বৃহদশ্ব উবাচ।

এবমুক্তঃ স দেবৈস্তু নৈষধঃ পুনরব্রবীৎ।
সুরক্ষিতানি বেশ্মানি প্রবেষ্টুং কথমুৎসহে ॥১০

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দূত হইয়া নলের রাজান্তঃপুরে গমন এবং দময়ন্তীর নিকট দেবগণের বাক্য কথন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—ভরতনন্দন! 'করিব' এইরূপে দেবতাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া নল কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

আপনারা কে? এবং যিনি আমাকে দূত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনিই বা কে? আর আমিই বা আপনাদের কি কার্য্য করিব? এই সমস্ত বিষয় আপনারা যথাযথভাবে বলুন।২

নল এইরূপ বলিলে, দেবরাজ বলিলেন,—আপনি আমাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবেন, আমরা দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য আসিয়াছি।৩

রাজন্! আমি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, আর ইনি জলাধিপতি বরুণ এবং ইনি প্রাণিগণের সংহর্ত্তা যম।৪

আমরা যে আসিয়াছি ইহা আপনি দময়ন্তীকে জানান এবং বলুন যে, ইন্দ্রপ্রভৃতি দিক্‌পালগণ তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন।৫

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই চারি জন দেবতা তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন; তুমি ইঁহাদের একজনকে পতিত্বে বরণ কর।৬

ইন্দ্র এই কথা বলিলে, নল কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—আমিও ত ঐ একমাত্র প্রয়োজনেই আসিয়াছি; অতএব আপনারা আমাকে পাঠাইতে পারেন না।৭

পুরুষ নিজে প্রার্থী হইয়া পরের জন্য কি প্রকারে স্ত্রীলোককে এইরূপ কথা বলিতে পারে? অতএব প্রভুগণ! আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।৮

দেবগণ বলিলেন,—নৈষধ (নৈষধদেশপতে)! পূর্ব্বে আমাদের নিকটে 'করিব' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া এখন আপনি করিবেন না কেন? অতএব যান, বিলম্ব করিবেন না।৯

বৃহদশ্ব বলিলেন,—দেবগণ এইরূপ বলিলে, নল

প্রবেক্ষ্যসীতি তং শক্রঃ পুনরেবাভ্যভাষত।
স জগাম তথেত্যুক্ত্বা দময়ন্ত্যা নিবেশনম্ ॥১১
দদর্শ তত্র বৈদর্ভীং সখীগণসমাবৃতাম্।
দেদীপ্যমানাং বপুষা শ্রিয়া চ বরবর্ণিনীম্ ॥১২
অতীবসুকুমারাঙ্গীং তনুমধ্যাং সুলোচনাম্।
আক্ষিপন্তীমিব প্রভাং শশিনঃ স্বেন তেজসা ॥১৩
তস্য দৃষ্ট্বৈব ববৃধে কামস্তাং চারুহাসিনীম্।
সত্যং চিকীর্ষমাণস্তু ধারয়ামাস হৃচ্ছয়ম্ ॥১৪
ততস্তা নৈষধং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তিং পরমাং গতাঃ।
আসনেভ্যঃ সমুৎপেতুস্তেজসা তস্য ধর্ষিতাঃ ॥১৫
প্রশশংসুশ্চ সুপ্রীতা নলং তা বিস্ময়ান্বিতাঃ।
ন চৈনমভ্যভাষন্ত মনোভিস্ত্বভ্যপূজয়ন্ ॥১৬

অহো রূপমহো কান্তিরহো ধৈর্য্যং মহাত্মনঃ।
কোঽয়ং দেবোঽথবা যক্ষো গন্ধর্বো বা ভবিষ্যতি ॥১৭
ন তাস্তং শক্নুবন্তি স্ম ব্যাহর্ত্তুমপি কিঞ্চন।
তেজসা ধর্ষিতাস্তস্য লজ্জাবত্যো বরাঙ্গনাঃ ॥১৮
অথৈনাং স্ময়মানস্তু স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী।
দময়ন্তী নলং বীরমভ্যভাষত বিস্মিতা ॥১৯
কস্ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ মম হৃচ্ছয়বর্দ্ধনঃ।
প্রাপ্তোঽস্যমরবদ্ বীর জ্ঞাতুমিচ্ছামি তেঽনঘ ॥২০
কথমাগমনঞ্চেহ কথঞ্চাসি ন লক্ষিতঃ।
সুরক্ষিতং হি মে বেশ্ম রাজা চৈবোগ্রশাসনঃ ॥২১
এবমুক্তস্তু বৈদর্ভ্যা নলস্তাং প্রত্যুবাচ হ।
নলং মাং বিদ্ধি কল্যাণি দেবদূতমিহাগতম্ ॥২২

পুনরায় বলিলেন,—কন্যাভবনগুলি অতিশয় সুরক্ষিত; সুতরাং আমি কি করিয়া প্রবেশ করিব ?১০

'প্রবেশ করিতে পারিবে' এই কথা পুনরায় ইন্দ্র নলকে বলিলেন ; তখন নল 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া দময়ন্তীর ভবন অভিমুখে চলিলেন।১১

নল সেখানে যাইয়া দেখিলেন,—বরবর্ণিনী দময়ন্তী সখীগণে পরিবেষ্টিত আছেন এবং অঙ্গের সৌষ্ঠব ও কান্তিতে সাতিশয় দীপ্তি পাইতেছেন ; তাঁহার অঙ্গসকল অত্যন্ত কোমল, কটিদেশ কৃশ, নয়নযুগল মনোহর এবং তিনি আপন কান্তিতে চন্দ্রের কান্তিকে যেন তিরস্কার করিতেছেন।১২-১৩

চারুহাসিনী দময়ন্তীকে দেখিবামাত্রই নলের কাম বৃদ্ধি পাইল ; তথাপি তিনি দৌত্যস্বীকারকে সত্য করিবার ইচ্ছায় সেই কামবেগকে ধারণ করিলেন।১৪

তাহার পর সেই অন্তঃপুরের সুন্দরী রমণীগণ নিষধরাজ নলকে দেখিয়া অত্যন্ত সচকিত হইল এবং তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল।১৫

তখন তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পর নলের প্রশংসা করিতে লাগিল, কিন্তু উঁহাকে কোন কথাই বলিল না, তবে মনে মনে উঁহার সম্মান করিতে লাগিল।১৬

(তৎপরে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—) মহাত্মার আশ্চর্য্য রূপ। আশ্চর্য্য কান্তি এবং আশ্চর্য্য ধৈর্য্য। ইনি কে? সম্ভবতঃ দেবতা, যক্ষ কিংবা কোন গন্ধর্ব হইবেন।১৭

কিন্তু সেই রমণীগণ নলের তেজে অভিভূত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিল না।১৮

নল দময়ন্তীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, দময়ন্তীও বিস্মিত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বীর নলকে বলিলেন।১৯

'হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিষ্পাপ বীর! আপনি কে, আমার কাম বর্দ্ধিত করিয়া দেবতার ন্যায় উপস্থিত হইয়াছেন ? আমি উহা জানিতে ইচ্ছা করি।২০

কি জন্য আপনার এখানে আগমন হইয়াছে? কি প্রকারেই বা আপনি রক্ষিগণের লক্ষ্যে পড়েন

দেবাস্ত্বাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ
তেষামন্যতমং দেবং পতিং বরয় শোভনে ॥২৩

তেষামেব প্রভাবেণ প্রবিষ্টোঽহমলক্ষিতঃ।
প্রবিশন্তং ন মাং কশ্চিদপশ্যন্নাপ্যবারয়ৎ ॥২৪

এতদর্থমহং ভদ্রে প্রেষিতঃ সুরসত্তমৈঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা শুভে বুদ্ধিং প্রকুরুষ যথেচ্ছসি ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি নলস্য দেবদৌত্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫

নাই? কারণ, আমার ভবনটী অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং রাজার শাসনও ভয়ঙ্কর।২১

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, নল তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—কল্যাণি। আপনি অবগত হউন যে, আমি নল—দেবগণের দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি।২২

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই চার জন দেবতা আপনাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সুন্দরি। আপনি তাঁহাদের কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করুন।২৩

আমি তাঁহাদের প্রভাবেই অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়াছি; প্রবেশ করিবার সময়ে আমাকে কেহ দেখে নাই বা বারণও করে নাই।২৪

ভদ্রে! এই জন্যই সেই শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। কল্যাণি। ইহা শুনিয়া আপনি যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই নিশ্চয় করুন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলের দেবদৌত্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৫

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দময়ন্ত্যা সহ নলস্যালাপঃ, ততঃ প্রত্যাবর্ত্ত্য দেবানাং সবিধে দময়ন্ত্যা বাক্যকথনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

সা নমস্কৃত্য দেবেভ্যঃ প্রহস্য নলমব্রবীৎ।
প্রণয়স্ব যথাশ্রদ্ধং রাজন্ কিং করবাণি তে ॥১

অহঞ্চৈব হি যচ্চান্যন্মমাস্তি বসু কিঞ্চন।
তৎ সর্ব্বং তব বিশ্রব্ধং কুরু প্রণয়মীশ্বর ॥২

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দময়ন্তীর সহিত নলের বার্ত্তালাপ এবং সেখান হইতেপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবগণের নিকট দময়ন্তীর বাক্যকথন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—দময়ন্তী দেবগণকে নমস্কার করিয়া মৃদুহাস্যপূর্ব্বক নলকে বলিলেন,—রাজন্। আপনি আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে আমার উপরে প্রণয় স্থাপন করুন এবং বলুন আমিই বা আপনার কি করিব?১

রাজন্। আমি বা আমার অন্য যে কিছু ধন আছে, সে সমস্তই আপনার; আপনি বিশ্বস্তভাবে আমার উপরে প্রণয় স্থাপন করুন (বচনভঙ্গীতে বলিলেন—আমাকে বিবাহ করুন)।২

হংসানাং বচনং যত্তু তন্মাং দহতি পার্থিব ।
ত্বৎকৃতে হি ময়া বীর রাজানঃ সন্নিপাতিতাঃ ॥৩
যদি ত্বং ভজমানাং মাং প্রত্যাখ্যাস্যসি মানদ ।
বিষমগ্নিং জলং রজ্জুমাস্থাস্যে তব কারণাৎ ॥৪
এবমুক্তস্তু বৈদর্ভ্যা নলস্তাং প্রত্যুবাচ হ ।
তিষ্ঠৎসু লোকপালেষু কথং মানুষমিচ্ছসি ॥৫
যেষামহং লোককৃতামীশ্বরাণাং মহাত্মনাম্ ।
ন পাদরজসা তুল্যো মনস্তেষু প্রবর্ত্ততাম্ ॥৬
বিপ্রিয়ং হ্যাচরন্ মর্ত্ত্যো দেবানাং মৃত্যুমৃচ্ছতি ।
ত্রাহি মামনবদ্যাঙ্গি বরয়স্ব সুরোত্তমান্ ॥৭
বিরজাংসি চ বাসাংসি দিব্যাশ্চিত্রাঃ স্রজস্তথা ।
ভূষণানি চ মুখ্যানি দেবান্ প্রাপ্য তু ভুঙ্‌ক্ষ্ব বৈ ॥৮

য ইমাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং সংক্ষিপ্য গ্রসতে পুনঃ ।
হুতাশমীশং দেবানাং কা তং ন বরয়েৎ পতিম্ ॥৯
যস্য দণ্ডভয়াৎ সর্ব্বে ভূতগ্রামাঃ সমাগতাঃ ।
ধর্ম্মমেবানুরুধ্যন্তি কা তং ন বরয়েৎ পতিম্ ॥১০
ধর্ম্মাত্মানং মহাত্মানং দৈত্য-দানবমর্দ্দনম্ ।
মহেন্দ্রং সর্ব্বলোকানাং কা তং ন বরয়েৎ পতিম্ ॥১১
ক্রিয়তামবিশঙ্কেন মনসা যদি মন্যসে ।
বরুণং লোকপালানাং সুহৃদ্‌বাক্যমিদং শৃণু ॥১২
নৈষধেনৈবমুক্তা সা দময়ন্তী বচোঽব্রবীৎ ।
সমাপ্লুতাভ্যাং নেত্রাভ্যাং শোকজেনাথ বারিণা ॥১৩
দেবেভ্যোঽহং নমস্কৃত্য সর্ব্বেভ্যঃ পৃথিবীপতে ।
বৃণে ত্বামেব ভর্ত্তারং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৪

রাজন্ ! হংসগণের যে সকল বাক্য শুনিয়াছি, তাহা আমাকে দগ্ধ করিতেছে ; অতএব বীর ! আমি আপনাকে লাভ করিবার জন্যই অপর রাজগণকে উপস্থাপিত করিয়াছি ।৩

মানদ ! আমি আপনার প্রতি অনুরক্তা, এই অবস্থায় আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি আপনার জন্যই বিষ, অগ্নি, জল এবং রজ্জু ইহার যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া আত্মহত্যা করিব ।৪

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, নল তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—দিক্‌পালগণ থাকিতে আপনি কেন মানুষকে পতিরূপে ইচ্ছা করিতেছেন ?৫

জগতের মঙ্গলকারী এই সকল মহাত্মা দিক্‌পালগণের চরণধূলির তুল্যও আমি নহি, আপনি তাঁহাদের উপরে মন প্রবর্ত্তিত করুন ।৬

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি ! মানুষ দেবগণের অপ্রিয় আচরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং আপনি আমাকে রক্ষা করুন, দেবগণকে বরণ করুন ।৭

আপনি দেবতাদের মধ্যে কাহাকেও লাভ করিয়া নির্ম্মল বস্ত্র, স্বর্গীয় বিচিত্র মালা ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসমূহ ভোগ করুন ।৮

যিনি প্রলয়কালে এই সমগ্র জগৎকে সঙ্কুচিত করিয়া আবার গ্রাস করেন, সেই সর্ব্ব দেবপ্রধান অগ্নিকে কোন্ রমণী পতিত্বে বরণ না করে ?৯

যাঁহার দণ্ডের ভয়ে মর্ত্ত্যভূমিতে আগত সমস্ত প্রাণী ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে, সেই যমকে কোন্ পতিত্বে বরণ না করে ?১০

ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা, দৈত্য ও দানবগণের মর্দ্দনকারী এবং ত্রিভুবনের অধীশ্বর ইন্দ্রকেই বা কোন্ রমণী পতিত্বে বরণ না করে ?১১

আর, যদি আপনি দিক্‌পালগণের মধ্যে বরুণকে কামনা করেন, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাকেই বরণ করুন, সুহৃদের এই বাক্য শ্রবণ করুন ।১২

নল এইরূপ বলিলে, দময়ন্তী শোকসম্ভূত অশ্রুজলে নয়নযুগল প্লাবিত করিয়া এই কথা বলিলেন ।১৩

তামুবাচ ততো রাজা বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্।
দৌত্যেনাগত্য কল্যাণি নাহং স্বার্থমিহোৎসহে ॥১৫

কথং হ্যহং প্রতিশ্রুত্য দেবতানাং বিশেষতঃ।
পরার্থে যত্নমারভ্য কথং স্বার্থমিহোৎসহে ॥১৬

এষ ধর্ম্মো যদি স্বার্থো মমাপি ভবিতা ততঃ।
এবং স্বার্থং করিষ্যামি তথা ভদ্রে বিধীয়তাম্ ॥১৭

ততো বাষ্পাকুলাং বাচং দময়ন্তী শুচিস্মিতা।
প্রত্যাহরন্তী শনকৈর্নলং রাজানমব্রবীৎ ॥১৮

উপায়োঽয়ং ময়া দৃষ্টো নিরপায়ো নরেশ্বর।
যেন দোষো ন ভবিতা তব রাজন্! কথঞ্চন ॥১৯

ত্বঞ্চৈব হি নরশ্রেষ্ঠ! দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ।
আয়ান্তু সহিতাঃ সর্ব্বে মম যত্র স্বয়ংবরঃ ॥২০

ততোঽহং লোকপালানাং সন্নিধৌ ত্বাং নরেশ্বর!
বরয়িষ্যে নরব্যাঘ্র! নৈবং দোষো ভবিষ্যতি ॥২১

এবমুক্তস্তু বৈদর্ভ্যা নলো রাজা বিশাম্পতে।
আজগাম পুনস্তত্র যত্র দেবাঃ সমাগতাঃ ॥২২

তমপশ্যংস্তথায়ান্তং লোকপালা মহেশ্বরাঃ।
দৃষ্ট্বা চৈনং ততোঽপৃচ্ছন্ বৃত্তান্তং সর্ব্বমেব তম্ ॥২৩

কচ্চিদ্ দৃষ্টা ত্বয়া রাজন্ দময়ন্তী শুচিস্মিতা।
কিমব্রবীচ্চ নঃ সর্ব্বান্ বদ ভূমিপতেঽনঘ ॥২৪

নল উবাচ।

ভবদ্ভিরহমাদিষ্টো দময়ন্ত্যা নিবেশনম্।
প্রবিষ্টঃ সুমহাকক্ষং দণ্ডিভিঃ স্থবিরৈর্বৃতম্ ॥২৫

রাজন্। আমি সমস্ত দেবতাকে নমস্কার করিয়া আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিব; ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি।১৪

তদনন্তর দময়ন্তী কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন; তখন নল তাঁহাকে বলিলেন,—কল্যাণি। আমি দৌত্য করিবার জন্য আসিয়া এখানে স্বার্থ সম্পাদন করিতে পারি না।১৫

দেবগণের নিকটে বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং পরার্থসম্পাদনের জন্য যত্নপর্য্যন্ত করিয়া এখন কি প্রকারে স্বার্থসম্পাদন করিতে পারি?১৬

তবে, এই স্বার্থসম্পাদন দ্বারা যদি আমারও ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়, তাহা হইলে এ স্বার্থ আমি সম্পাদন করিতে পারি। সুতরাং ভদ্রে। আপনি সেইরূপ কোন উপায় স্থির করুন।১৭

তাহার পর নির্ম্মলহাসিনী দময়ন্তী বাষ্পগদ্গদস্বরে বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে নলরাজাকে বলিলেন।১৮

নরনাথ। আমি এই একটী নির্দ্দোষ উপায় নিরূপণ করিয়াছি, রাজন্। যাহাতে আপনার কোন প্রকার দোষ হইবে না।১৯

নরপতে। আপনি এবং ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ সকলেই সম্মিলিত হইয়া আমার যেখানে স্বয়ংবর হইবে, সেইখানে আগমন করুন।২০

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ। তাহার পর আমি দিক্পালগণের নিকটেই আপনাকে বরণ করিব; এইরূপ হইলে আর আপনার কোন দোষ হইবে না।২১

রাজন্ যুধিষ্ঠির। দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, সমাগত দেবগণ যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে রাজা নল পুনরায় আগমন করিলেন।২২

মহাশক্তিশালী দিক্পালগণ তাঁহাকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়াই উঁহার নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।২৩

রাজন্। আপনি নির্ম্মলহাসিনী দময়ন্তীকে দেখিয়াছেন কি? নিষ্পাপ ভূপাল। তিনি আমাদের সকলকে কি বলিয়াছেন—বলুন।২৪

প্রবিশন্তঞ্চ মাং তত্র ন কশ্চিদ্ দৃষ্টবান্ নরঃ।
বিনা তাং পার্থিবসুতাং ভবতামেব তেজসা ॥২৬
সখ্যশ্চাস্যা ময়া দৃষ্টাস্তাভিশ্চাপ্যুপলক্ষিতঃ।
বিস্মিতাশ্চাভবন্ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা মাং বিবুধেশ্বরাঃ ॥২৭
বর্ণ্যমানেষু চ ময়া ভবৎসু রুচিরাননা।
মামেব গতসঙ্কল্পা বৃণীতে সা সুরোত্তমাঃ ॥২৮
অব্রবীচ্চৈব মাং বালা আয়ান্তু সহিতাঃ সুরাঃ।
ত্বয়া সহ নরব্যাঘ্র! মম যত্র স্বয়ংবরঃ ॥২৯
তেষামহং সন্নিধৌ ত্বাং বরয়িষ্যামি নৈষধ।
এবং তব মহাবাহো! দোষো ন ভবিতেতি হ ॥৩০
এতাবদেব বিবুধা যথাবৃত্তমুদাহৃতম্।
ময়া শেষে প্রমাণন্তু ভবন্তস্ত্রিদশেশ্বরাঃ ॥৩১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি নলস্য দেবদৌত্যে ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬

নল বলিলেন,—আমি আপনাদের আদেশে যাইয়া দময়ন্তীর ভবনে প্রবেশ করিলাম; সেই ভবনে বৃহৎ বৃহৎ কক্ষ ছিল এবং দণ্ডধারী বৃদ্ধ রক্ষী পুরুষগণ তাহা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল।২৫

আপনাদের প্রভাবেই সেই রাজকন্যা ব্যতীত অন্য কোন লোকই সেখানে প্রবেশ করিবার সময়ে আমাকে দেখিতে পায় নাই।২৬

দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি দময়ন্তীর সখীগণকে দেখিয়াছি, তাহারাও আমাকে দেখিয়াছে এবং দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে।২৭

সুরত্তমগণ! আমি আপনাদের বর্ণনা করিলে, সুমুখী দময়ন্তী আমার উপরে মনোবৃত্তি রাখিয়া আমাকেই বরণ করিয়াছেন।২৮

সেই রাজকুমারী আমাকে আরও বলিয়াছেন যে, হে নরশ্রেষ্ঠ! যে স্থানে আমার স্বয়ংবর হইবে, দেবতাগণ সম্মিলিত হইয়া আপনার সহিত সেই স্থানে আগমন করুন।২৯

নিষধরাজ! তাহার পর আমি তাঁহাদের সম্মুখেই আপনাকে বরণ করিব। মহাবাহো! এইরূপ করিলে আর আপনার কোন দোষ হইবে না।৩০

দেবগণ! যাহা সেখানে সত্য ঘটিয়াছিল, এই আমি তাহার যথাযথ উল্লেখ করিলাম। হে সুরেশ্বরবৃন্দ! ইহার পরে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বিবেচনা আপনারাই করিবেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলকর্ত্তৃক দেবদৌত্যবিষয়ে ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৬

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বয়ংবরসভায়াং দময়ন্ত্যা পতিত্বেন নলস্য বরণম্, দেবানাং নলায় বরদানম্, দেবানাং রাজ্ঞাঞ্চ প্রস্থানম্, নল-দময়ন্ত্যোর্বিবাহঃ, নলস্য যজ্ঞানুষ্ঠানম্, তস্য সন্তানোৎপাদনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

অথ কালে শুভে প্রাপ্তে তিথৌ পুণ্যে ক্ষণে তথা।
আজুহাব মহীপালান্ ভীমো রাজা স্বয়ংবরে ॥১

এতচ্ছ্রুত্বা মহীপালাঃ সর্ব্বে হৃচ্ছয়পীড়িতাঃ।
ত্বরিতাঃ সমুপাজগ্মুর্দময়ন্তীমভীপ্সবঃ ॥২

কনকস্তম্ভরুচিরং তোরণেন বিরাজিতম্।
বিবিশুস্তে নৃপা রঙ্গং মহাসিংহা ইবাচলম্ ॥৩

তত্রাসনেষু বিবিধেষ্বাসীনাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।
সুরভিস্রগ্ধরাঃ সর্ব্বে প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥৪

তাং রাজসমিতিং পুণ্যাং নাগৈর্ভোগবতীমিব।
সম্পূর্ণাং পুরুষব্যাঘ্রৈর্ব্যাঘ্রৈর্গিরিগুহামিব ॥৫

তত্র স্ম পীনা দৃশ্যন্তে বাহবঃ পরিঘোপমাঃ।
আকারবন্তঃ সুশ্লক্ষ্ণাঃ পঞ্চশীর্ষা ইবোরগাঃ ॥৬

সুকেশান্তানি চারূণি সুনাসাক্ষিভ্রুবাণি চ।
মুখানি রাজ্ঞাং শোভন্তে নক্ষত্রাণি যথা দিবি ॥৭

দময়ন্তী ততো রঙ্গং প্রবিবেশ শুভাননা।
মুষ্ণন্তী প্রভয়া রাজ্ঞাং চক্ষূংষি চ মনাংসি চ ॥৮

তস্যা গাত্রেষু পতিতা তেষাং দৃষ্টির্মহাত্মনাম্।
তত্র তত্রৈব সক্তাভূন্ন চচাল চ পশ্যতাম্ ॥৯

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[স্বয়ংবরসভায় দময়ন্তী কর্তৃক নলকে পতিরূপে বরণ, দেবতাগণের নলকে বরদান, দেবগণ ও নরপতিগণের প্রস্থান, নল-দময়ন্তীর বিবাহ, নলের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তাঁহার পুত্রোৎপাদন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—তদনন্তর শুভ সময়, পুণ্য তিথি এবং লগ্ন উপস্থিত হইলে, রাজা ভীম সমাগত ভূপতিগণকে স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করিলেন।১

এই সংবাদ শুনিয়া কামপীড়িত সমাগত সমস্ত রাজা দময়ন্তীকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া সত্বর সেই সভায় উপস্থিত হইলেন।২

তৎপরে মহাসিংহগণ যেমন পর্ব্বতের ভিতরে প্রবেশ করে, তেমনই সেই নৃপতিবৃন্দ সেই রঙ্গমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন; সেই রঙ্গমণ্ডপ স্বর্ণস্তম্ভে মনোহর এবং তোরণসমূহে সুশোভিত ছিল।৩

ভূপতিগণ সকলেই সেই রঙ্গমণ্ডপস্থ নানাবিধ আসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহাদের কণ্ঠে সুগন্ধ মাল্য এবং কর্ণে পরিমার্জিত উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল ছিল।৪

তখন হস্তিগণে পরিপূর্ণ ভোগবতী নদীর ন্যায় (এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাও দেখা যায়,—"সর্পগণে পরিপূর্ণ ভোগবতী পুরীর ন্যায়") এবং ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ পর্ব্বতগুহার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপতিগণে পরিপূর্ণ সেই পুণ্যময়ী রাজসভাকে দেখা যাইতে লাগিল।৫

সেই সভায় রাজাদের স্থূল, মনোহর, মসৃণ এবং পরিঘতুল্য বাহুসমূহ—পঞ্চমস্তক সর্পগণের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।৬

তাঁহাদের মনোহর মুখমণ্ডলগুলি আকাশে নক্ষত্রসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; কারণ, তাঁহাদের কেশকলাপ সুবিন্যস্ত ছিল এবং নাসিকা, নয়নযুগল ও ভ্রূযুগল সুন্দর ছিল।৭

তদনন্তর সুবদনা দময়ন্তী আপন শরীর কান্তি-দ্বারা রাজগণের নয়ন ও মন হরণ করিতে করিতে রঙ্গমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।৮

দর্শন করিবার সময়ে সেই মহাত্মা রাজগণের দময়ন্তীর যে যে অঙ্গে পতিত হইয়াছিল, উহা

ততঃ সঙ্কীর্ত্ত্যমানেষু রাজ্ঞাং নামসু ভারত।
দদর্শ ভৈমী পুরুষান্ পঞ্চ তুল্যাকৃতীনিহ ॥১০

তান্ সমীক্ষ্য ততঃ সর্ব্বান্ নির্বিশেষাকৃতীন্ স্থিতান্।
সন্দেহাদথ বৈদর্ভী নাভ্যজানান্নলং নৃপম্ ॥১১

যং যং হি দদৃশে তেষাং তং তং মেনে নলং নৃপম্।
সা চিন্তয়ন্তী বুদ্ধ্যাথ তর্কয়ামাস ভাবিনী ॥১২

কথং হি দেবান্ জানীয়াং কথং বিদ্যাং নলং নৃপম্।
এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা বৈদর্ভী ভৃশদুঃখিতা।
শ্রুতানি দেবলিঙ্গানি তর্কয়ামাস ভারত ॥১৩

দেবানাং যানি লিঙ্গানি স্থবিরেভ্যঃ শ্রুতানি মে।
তানীহ তিষ্ঠতাং ভূমাবেকস্যাপি ন লক্ষয়ে ॥১৪

সা বিনিশ্চিত্য বহুধা বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
শরণং প্রতি দেবানাং প্রাপ্তকালমমন্যত ॥১৫

বাচা চ মনসা চৈব নমস্কারং প্রযুজ্য সা।
দেবেভ্যঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বেপমানেদমব্রবীৎ ॥১৬

হংসানাং বচনং শ্রুত্বা যথা মে নৈষধো বৃতঃ।
পতিত্বে তেন সত্যেন দেবাস্তং প্রদিশন্তু মে ॥১৭

বচসা মনসা চৈব যথা নাভিচরাম্যহম্।
তেন সত্যেন বিবুধাস্তমেব প্রদিশন্তু মে ॥১৮

যথা দেবৈঃ স মে ভর্ত্তা বিহিতো নিষধাধিপঃ।
তেন সত্যেন মে দেবাস্তমেব প্রদিশন্তু মে ॥১৯

যথেদং ব্রতমারব্ধং নলস্যারাধনে ময়া।
তেন সত্যেন মে দেবাস্তমেব প্রদিশন্তু মে ॥২০

সেই সেই অঙ্গেই লাগিয়া রহিল, অন্য অঙ্গে আর যাইল না।৯

ভরতনন্দন! তাহার পর রাজাদের নাম (রূপ, যশ, পরাক্রমাদি) বলা হইতে লাগিলে, দময়ন্তী সেখানে পাঁচটী পুরুষকেই একপ্রকার আকৃতিযুক্ত দেখিলেন।১০

তৎপরে তিনি তাঁহাদের সকলকেই একপ্রকার আকৃতিতে অবস্থিত দেখিয়া সন্দেহবশতঃ বাস্তবিক রাজা নলকে চিনিতে পারিলেন না।১১

নলানুরক্তা দময়ন্তী তাঁহাদের পাঁচজনের মধ্যে যাঁহার যাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকে তাঁহাকেই নল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; তৎপরে তিনি চিন্তা করিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন।১২

'কি করিয়া দেবগণকে চিনিব এবং কি প্রকারেই বা নলরাজাকে জানিব' তিনি এইরূপ চিন্তা করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে পূর্ব্বশ্রুত দেবতার লক্ষণগুলির বিচার করিতে লাগিলেন।১৩

আমি বৃদ্ধগণের নিকট হইতে দেবতাদের যে সকল লক্ষণ শুনিয়াছিলাম; এই ভূতলস্থ পাঁচজনের মধ্যে একজনেরও ত সে সকল লক্ষণ দেখিতেছি না।১৪

তৎপরে দময়ন্তী মনে মনে বার বার বহুবিধ আলোচনাপূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেবগণের শরণাপন্ন হওয়ারই সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন।১৫

তাহার পর তিনি বাক্য ও মন দ্বারা দেবগণকে নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিতকলেবরে (মনে মনে) এইরূপ বলিতে লাগিলেন।১৬

আমি হংসগণের কথা শুনিয়া নিষধরাজ নলকে যে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, সেই সত্যবশতঃ দেবতারা আমার নিকট নলকে প্রকাশ করিয়া দিন।১৭

আমি বাক্য, মন ও ক্রিয়াদ্বারা কখনও কোন ব্যভিচার না করি, তবে সেই সত্যপ্রভাবে দেবতারা আমার নিকট নলকে প্রকাশ করিয়া দিন।১৮

যদি দেবতাগণই নলকে আমার পতিরূপে বিধান করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যবশতঃ তাঁহারাই আমার নিকট নলকে বিদিত করিয়া দিন।১৯

আমি নলের সেবার জন্যই যখন এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছি, তখন আমার সেই সত্যবশতই দেবতাগণ আমার নিকট নলকে পরিচিত করিয়া দিন।২০

স্বৈকৈব রূপং কুর্ব্বন্তু লোকপালা মহেশ্বরাঃ।
যথাহমভিজানীয়াং পুণ্যশ্লোকং নরাধিপম্ ॥২১
নিশম্য দময়ন্ত্যাস্তৎ করুণং পরিদেবিতম্।
নিশ্চয়ং পরমং তথ্যমনুরাগঞ্চ নৈষধে ॥২২
মনোবিশুদ্ধিং বুদ্ধিঞ্চ ভক্তিং রাগঞ্চ নৈষধে।
যথোক্তং চক্রিরে দেবাঃ সমস্তং লিঙ্গধারণম্ ॥২৩
সাঽপশ্যদ্ বিবুধান্ সর্বান্ অস্বেদান্ স্তব্ধলোচনান্।
হৃষিতস্রগ্‌রজোহীনান্ স্থিতানস্পৃশতঃ ক্ষিতিম্ ॥২৪
ছায়াদ্বিতীয়ো ম্লানস্রগ্‌রজঃস্বেদসমন্বিতঃ।
ভূমিষ্ঠো নৈষধশ্চৈব নিমেষেণ চ সূচিতঃ ॥২৫
সা সমীক্ষ্য তু তান্ দেবান্ পুণ্যশ্লোকঞ্চ ভাবিনী।
নৈষধং বরয়ামাস ভৈমী ধর্মেণ ভারত ॥২৬

অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী দিক্‌পালগণ আপন আপন রূপ ধারণ করুন, যাহাতে আমি পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলকে চিনিতে পারি।২১

তখন দেবতারা দময়ন্তীর সেই করুণ বিলাপ শুনিয়া এবং নলের প্রতি তাঁহার নিশ্চয়, পরম সত্য, অনুরাগ, মনের নির্ম্মলতা, বুদ্ধির প্রখরতা, আর নলের প্রতি ভক্তি ও আসক্তি দেখিয়া স্ব স্ব যথোক্ত সমস্ত চিহ্ন ধারণ করিলেন।২২-২৩

তখন দময়ন্তী দেখিলেন,—দেবতাদের শরীরের ছায়া নাই, অঙ্গে ঘর্ম্ম নাই, নয়নে নিমেষ নাই, গাত্রে ধূলি নাই, মালা ম্লান হয় নই এবং তাঁহারা ভূতল স্পর্শ না করিয়াই রহিয়াছেন।২৪

ঐ পাঁচজনের মধ্যে অপর একজনের শরীরের ছায়া আছে, মালা মলিন হইয়াছে, অঙ্গে ধূলি ও ঘর্ম্ম আছে এবং তিনি ভূতলস্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার এই সমস্ত লক্ষণ এবং নয়নের নিমেষ দেখিয়া দময়ন্তী তাঁহাকে নল বলিয়া চিনিতে পারিলেন।২৫

ভরতনন্দন! ভীমরাজার কন্যা দময়ন্তী সেই দেবগণকে ও পুণ্যশ্লোক নলকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া ধর্ম্ম অনুসারে নিষধরাজকেই বরণ করিলেন।২৬

বিলজ্জমানা বস্ত্রান্তে জগ্রাহায়তলোচনা।
স্কন্ধদেশেঽসৃজত্তস্য স্রজং পরমশোভনাম্ ॥২৭
বরয়ামাস চৈবৈনং পতিত্বে বরবর্ণিনী।
ততো হা হেতি সহসা মুক্তঃ শব্দো নরাধিপৈঃ ॥২৮
দেবৈর্মহর্ষিভিস্তত্র সাধু সাধ্বিতি ভারত।
বিস্মিতৈরীরিতঃ শব্দঃ প্রশংসদ্ভির্নলং নৃপম্ ॥২৯
দময়ন্তীন্তু কৌরব্য! বীরসেনসুতো নৃপঃ।
আশ্বাসয়দ্ বরারোহাং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৩০
যত্ত্বং ভজসি কল্যাণি! পুমাংসং দেবসন্নিধৌ।
তস্মান্মাং বিদ্ধি ভর্ত্তারমেবং তে বচনে রতম্ ॥৩১
যাবচ্চ মে ধরিষ্যন্তি প্রাণা দেহে শুচিস্মিতে।
তাবত্ত্বয়ি ভবিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥
দময়ন্তী তথা বাগ্‌ভিরভিনন্দ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩২

দীর্ঘনয়না দময়ন্তী লজ্জিতভাবে নলের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন এবং তাঁহার স্কন্ধদেশে পরমসুন্দর মালা সমর্পণ করিলেন।২৭

এই ভাবে বরবর্ণিনী (উত্তমকান্তিমতী) দময়ন্তী নলকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। তাহার পর অপর রাজগণ তৎক্ষণাৎ 'হায় হায়' শব্দ করিয়া উঠিলেন।২৮

হে ভরতনন্দন! সেই স্থানে উপস্থিত দেবগণ ও মহর্ষিগণ বিস্মিত হইয়া নলকে প্রশংসা করিতে থাকিয়া 'সাধু সাধু' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন।২৯

কুরুনন্দন! বীরসেনপুত্র রাজা নল হৃষ্টচিত্তে বরারোহা (সুন্দরী) দময়ন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন।৩০

কল্যাণি! তুমি যখন দেবগণের নিকটে মানুষকে (আমাকে) বরণ করিলে, তখন আমাকে তোমার ভর্ত্তা ও আদেশপালক বলিয়া জানিবে।৩১

হে নির্ম্মলহাসিনি! যে পর্য্যন্ত আমার দেহে

তৌ পরস্পরতঃ প্রীতৌ দৃষ্ট্বা ত্বগ্নিপুরোগমান্।
তানেব শরণং দেবান্ জগ্মতুর্মনসা তদা ॥৩৩

বৃতে তু নৈষধে ভৈম্যা লোকপালা মহৌজসঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে নলায়াষ্টৌ বরান্ দদুঃ ॥৩৪

প্রত্যক্ষদর্শনং যজ্ঞে গতিঞ্চানুত্তমাং শুভাম্।
নৈষধায় দদৌ শক্রঃ প্রীয়মাণঃ শচীপতিঃ ॥৩৫

অগ্নিরাত্মভবং প্রাদাদ্ যত্র বাঞ্ছতি নৈষধঃ।
লোকানাত্মপ্রভাংশ্চৈব দদৌ তস্মৈ হুতাশনঃ ॥৩৬

যমস্ত্বন্নরসং প্রাদাদ্ধর্মে চ পরমাং স্থিতিম্।
অপাং পতিরপাং ভাবং যত্র বাঞ্ছতি নৈষধঃ ॥৩৭

স্রজশ্চোত্তমগন্ধাঢ্যাঃ সর্ব্বে চ মিথুনং দদুঃ।
বরানেবং প্রদায়াস্য দেবাস্তে ত্রিদিবং গতাঃ ॥৩৮

পার্থিবাশ্চানুভূয়াস্য বিবাহং বিস্ময়ান্বিতাঃ।
দময়ন্ত্যাশ্চ মুদিতাঃ প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্ ॥৩৯

গতেষু পার্থিবেন্দ্রেষু ভীমঃ প্রীতো মহামনাঃ।
বিবাহং কারয়ামাস দময়ন্ত্যা নলস্য চ ॥৪০

উষ্য তত্র যথাকামং নৈষধো দ্বিপদাং বরঃ।
ভীমেন সমনুজ্ঞাতো জগাম নগরং স্বকম্ ॥৪১

অবাপ্য নারীরত্নন্তু পুণ্যশ্লোকোঽপি পার্থিবঃ।
রেমে সহ তয়া রাজন্ ! শচ্যেব বলবৃত্রহা ॥৪২

প্রাণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমি তোমাতেই অনুরক্ত থাকিব; ইহা তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। দময়ন্তীও সেইরূপ বাক্য দ্বারা নলের অভিনন্দন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন।৩২

তৎপরে তাঁহারা পরস্পর প্রীত হইয়া অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণের দিকে দৃষ্টিপাত করত মনে মনে তাঁহাদের শরণ লইলেন।৩৩

দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে বরণ করিলে, মহাতেজস্বী দিক্‌পালগণ সকলে হৃষ্টচিত্তে নলকে আটটী বর দান করিলেন।৩৪

শচীপতি ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নলকে বর দিলেন যে, 'আপনি যজ্ঞের সময়ে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবেন এবং অন্তিমে শুভকর উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ করিবেন'।৩৫

হুতাশন অগ্নি নলকে এই দুইটী বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেই খানেই অগ্নির আবির্ভাব হইবে; আর তিনি অন্তিমকালে অগ্নিপ্রভাময় স্বর্গলোক লাভ করিবেন।৩৬

যম নলকে এই দুইটী বর দান করিলেন যে, নল যাহা পাক করিবেন, সেই বস্তুই সুস্বাদু হইবে এবং তিনি চিরকাল ধর্ম্মপথে থাকিবেন। আর জলপতি বরুণ এই বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেই খানেই জলের আবির্ভাব হইবে।৩৭

তারপর দেবতারা সকলেই এই বর দিলেন যে, আপনাদের একটী কন্যা ও একটী পুত্র হইবে। তাঁহারা পুনরায় নল ও দময়ন্তীকে উত্তম সৌরভযুক্ত এক এক ছড়া মালা উপহার দিলেন। দেবতারা নলকে এইরূপ বর দান করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।৩৮

অপর রাজারাও নল ও দময়ন্তীর বিবাহ হইবে এইরূপ মনে করিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।৩৯

ভূপতিশ্রেষ্ঠগণ চলিয়া গেলে, মহামনা রাজা ভীম আনন্দিত হইয়া নল ও দময়ন্তীর বিবাহ করাইলেন।৪০

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নল ইচ্ছানুসারে কিছুদিন সেখানে থাকিয়া রাজা ভীমের অনুমতি লইয়া আপন রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।৪১

অতীবমুদিতো রাজা ভ্রাজমানোঽংশুমানিব।
অরঞ্জয়ৎ প্রজা বীরো ধর্ম্মেণ পরিপালয়ন্ ॥৪৩
ঈজে চাপ্যশ্বমেধেন যযাতিরিব নাহুষঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধীমান্ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৪৪
পুনশ্চ রমণীয়েষু বনেষূপবনেষু চ।
দময়ন্ত্যা সহ নলো বিজহারামরোপমঃ ॥৪৫
জনয়ামাস চ ততো দময়ন্ত্যাং মহামনাঃ।
ইন্দ্রসেনং সুতঞ্চাপি ইন্দ্রসেনাঞ্চ কন্যকাম্ ॥৪৬
এবং স যজমানশ্চ বিহরংশ্চ নরাধিপঃ।
ররক্ষ বসুসম্পূর্ণাং বসুধাং বসুধাধিপঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি দময়ন্তী-স্বয়ংবরে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭

মহারাজ! পুণ্যশ্লোক নলরাজা রমণীয় দময়ন্তীকে লাভ করিয়া ইন্দ্র যেমন শচীদেবীর সহিত রমণ করেন, তেমনই তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।৪২

অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত বীর রাজা নল আপন প্রতাপে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া ধর্ম্ম অনুসারে পালন করিতে থাকিয়া প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিলেন।৪৩

এবং নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ নলরাজা অশ্বমেধযজ্ঞ এবং প্রচুর দক্ষিণাশালী অন্যান্য নানাবিধ যজ্ঞ করিলেন।৪৪

আবার দেবতুল্য নলরাজা রমণীয় বন ও উপবনে দময়ন্তীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন।৪৫

তৎপরে মহামনা নল দময়ন্তীর গর্ভে 'ইন্দ্রসেন'-নামক একটী পুত্র এবং 'ইন্দ্রসেনা'-নাম্নী একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন।৪৬

এইভাবে সেই নরনাথ ও ভূপতি নল যজ্ঞ এবং বিহার করিতে থাকিয়া সমৃদ্ধিপূর্ণ পৃথিবী পালন করিতে থাকিলেন।৪৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে দময়ন্তী-স্বয়ংবরে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৭

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবতাভির্নলস্য গুণানাং বর্ণনম্, নলায় কলিযুগস্য ক্রোধশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
বৃতে তু নৈষধে ভৈম্যা লোকপালা মহৌজসঃ
যান্তো দদৃশুরায়ান্তং দ্বাপরং কলিনা সহ ॥১
অথাব্রবীৎ কলিং শক্রঃ সম্প্রেক্ষ্য বলবৃত্রহা।
দ্বাপরেণ সহায়েন কলে! ব্রূহি ক্ব যাস্যসি ॥২

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দেবগণ কর্ত্তৃক নলের গুণসমূহ বর্ণন এবং নলের উপর কলিযুগের ক্রোধ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—'রাজা ভীমের কন্যা দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে বরণ করিলে পর মহাতেজস্বী দিক্পালগণ যাইবার সময়ে কলির সহিত দ্বাপরকে আসিতে দেখিলেন।১

তাহার পর, বল ও বৃত্রনামক অসুরদ্বয়নাশী দেবরাজ কলিকে দেখিয়া বলিলেন,—'কলি! তুমি দ্বাপরের সহিত কোথায় যাইবে বল'।২

ততোঽব্রবীৎ কলিঃ শক্রং দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্।
গত্বা হি বরয়িষ্যে তাং মনো হি মম তাং গতম্ ॥৩

তমব্রবীৎ প্রহস্যেন্দ্রো নির্বৃত্তঃ স স্বয়ংবরঃ।
বৃতস্তয়া নলো রাজা পতিরস্মৎসমীপতঃ ॥৪

এবমুক্তস্তু শক্রেণ কলিঃ কোপসমন্বিতঃ।
দেবানামন্ত্র্য তান্ সর্ব্বানুবাচেদং বচস্তদা ॥৫

দেবানাং মানুষং মধ্যে যৎ সা পতিমবিন্দত।
তত্র তস্যা ভবেন্ন্যায্যং বিপুলং দণ্ডধারণম্ ॥৬

এবমুক্তে তু কলিনা প্রত্যূচুস্তে দিবৌকসঃ।
অস্মাভিঃ সমনুজ্ঞাতে দময়ন্ত্যা নলো বৃতঃ ॥
কা চ সর্ব্বগুণোপেতং নাশ্রয়েত নলং নৃপম্ ॥৭

যো বেদ ধর্ম্মানখিলান্ যথাবচ্চরিতব্রতঃ।
যোঽধীতে চতুরো বেদান্ সর্ব্বানাখ্যানপঞ্চমান্ ॥৮

নিত্যং তৃপ্তা গৃহে যস্য দেবা যজ্ঞেষু ধর্ম্মতঃ।
অহিংসানিরতো যশ্চ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ॥৯

যস্মিন্ সত্যং ধৃতির্জ্ঞানং তপঃ শৌচং দমঃ শমঃ।
ধ্রুবাণি পুরুষব্যাঘ্রে লোকপালসমে নৃপে ॥১০

এবংরূপং নলং যো বৈ কাময়েচ্ছপিতুং কলে।
আত্মানং স শপেন্মূঢ়ো হন্যাদাত্মানমাত্মনা ॥১১

এবংগুণং নলং যো বৈ কাময়েচ্ছপিতুং কলে।
কৃচ্ছ্রে স নরকে মজ্জেদগাধে বিপুলে হ্রদে ॥
এবমুক্ত্বা কলিং দেবা দ্বাপরঞ্চ দিবং যযুঃ ॥১২

তৎপরে কলি দেবরাজকে বলিলেন,—দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভায় যাইয়া তাহাকে গ্রহণ করিব, যেহেতু আমার মন তাহার উপরে গিয়াছে।৩

তখন ইন্দ্র হাস্য করিয়া কলিকে বলিলেন,—সে স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে; আমাদের সমক্ষেই দময়ন্তী রাজা নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।৪

ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত বলিবার পর কলি ক্রুদ্ধ হইয়া সকল দেবতাগণকে সম্বোধন করত এই কথা বলিলেন।৫

দময়ন্তী যখন দেবতাদের মধ্যে মানুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন তাহাকে গুরুতর দণ্ড দান করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে।৬

কলি এই কথা বলিলে, সেই স্বর্গলোকবাসী দেবতাগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমাদের অনুমতিক্রমেই দময়ন্তী নলকে বরণ করিয়াছেন; আর এক কথা—কোন্ রমণী সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা নলকে বরণ না করেন?৭

যিনি সমস্ত ধর্ম্ম জানেন, যিনি যথানিয়মে ব্রত করিয়াছেন এবং যিনি ইতিহাসের সহিত সমগ্র চারিটী বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।৮

যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা ধর্ম্ম অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে দেবতারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন; আর যিনি অহিংসানিরত, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত।৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ ও লোকপালতুল্য যে রাজা নলের মধ্যে সত্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়দমন সর্ব্বদা বাস করিতেছে।১০

কলি! এইরূপ নলকে যে অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করে, সে মূর্খ আপনাকেই অভিসম্পাত করে এবং নিজেই নিজেকে হত্যা করে।১১

আর কলি! এইরূপ গুণসম্পন্ন নলকে যে অভিসম্পাত করিবার ইচ্ছা করে, সে—অগাধ ও বিশাল হ্রদের তুল্য কষ্টকর নরকে নিমগ্ন হয়। কলি ও দ্বাপরকে এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ স্বর্গে চলিয়া গেলেন।১২

দেবগণ চলিয়া গেলে, তৎপরে কলি দ্বাপরকে বলিলেন,—দ্বাপর! আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে

ততো গতেষু দেবেষু কলির্দ্বাপরমব্রবীৎ।
সংহর্তুং নোৎসহে কোপং নলে বৎস্যামি দ্বাপর ॥১৩
ভ্রংশয়িষ্যামি তং রাজ্যান্ন ভৈম্যা সহ রংস্যতে।
ত্বমপ্যক্ষান্ সমাবিশ্য সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি কলি-দেবসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৮

পারিতেছি না, সুতরাং আমি নলের মধ্যে বাস করিব।১৩

সেই নলকে রাজ্যভ্রষ্ট করিব, যাহাতে তিনি দময়ন্তীর সহিত রমণ করিতে না পারেন। সুতরাং তুমিও পাশায় প্রবিষ্ট হইয়া আমায় সাহায্য কর।১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে কলি-দেবসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নলমধ্যে কলিযুগস্য প্রবেশঃ, নল-পুষ্করয়োর্দ্যূত-ক্রীড়া, প্রজানাং দময়ন্ত্যাশ্চ নিষেধে সত্যপি ক্রীড়াতো নলস্যানিবৃত্তিশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
এবং স সময়ং কৃত্বা দ্বাপরেণ কলিঃ সহ।
আজগাম ততস্তত্র যত্র রাজা স নৈষধঃ ॥১
স নিত্যমন্তরং প্রেপ্সুর্নিষধেষ্ববসচ্চিরম্।
অথাস্য দ্বাদশে বর্ষে দদর্শ কলিরন্তরম্ ॥২
কৃত্বা মূত্রমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্ত নৈষধঃ।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং তত্রৈনং কলিরাবিশৎ ॥৩
স সমাবিশ্য চ নলং সমীপং পুষ্করস্য চ।
গত্বা পুষ্করমাহেদমেহি দীব্য নলেন বৈ ॥৪

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[নলের মধ্যে কলিযুগের প্রবেশ, নল ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া এবং প্রজাগণ ও দময়ন্তীর নিষেধ সত্ত্বেও পাশাখেলা হইতে নলের অনিবৃত্তি।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—কলি দ্বাপরের সহিত এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তৎপরে সেই দেশে আসিলেন, যে দেশে নিষধরাজ নল বাস করিতেছিলেন।১

কলি সর্ব্বদাই নলের ছিদ্র (পাপ) অন্বেষণ করিতে থাকিয়া দীর্ঘকাল নিষধদেশে বাস করিলেন; তৎপরে বার বৎসরের সময়ে নলের ছিদ্র দেখিতে পাইলেন।২

একদিন নল প্রস্রাব করিয়া নিজ পাদদ্বয় প্রক্ষালন না করিয়াই আচমন করত সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে কলি উঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন।৩

কলি নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া (আবার আপন মূর্ত্তিতেই) পুষ্করের নিকট যাইয়া পুষ্করকে এই কথা বলিলেন যে, আসুন, নলের সহিত অক্ষক্রীড়া করুন।৪

অক্ষদ্যূতে নলং জেতা ভবান্ হি সহিতো ময়া।
নিষধান্ প্রতিপদ্যস্ব জিত্বা রাজ্যং নলং নৃপম্ ॥৫

এবমুক্তস্তু কলিনা পুষ্করো নলমভ্যয়াৎ।
কলিশ্চৈব বৃষো ভূত্বা তং বৈ পুষ্করমন্বয়াৎ ॥৬

আসাদ্য তু নলং বীরং পুষ্করঃ পরবীরহা।
দীব্যাবেত্যব্রবীদ্ ভ্রাতা বৃষেণেতি মুহুর্মুহুঃ ॥৭

ন চক্ষমে ততো রাজা সমাহ্বানং মহামনাঃ।
বৈদর্ভ্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ পণকালমমন্যত ॥৮

হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য যানযুগ্যস্য বাসসাম্।
আবিষ্টঃ কলিনা দ্যূতে জীয়তে স্ম নলস্তদা ॥৯

তমক্ষমদসম্মত্তং সুহৃদাং ন তু কশ্চন।
নিবারণেঽভবচ্ছক্তো দীব্যমানমরিন্দমম্ ॥১০

ততঃ পৌরজনাঃ সর্বে মন্ত্রিভিঃ সহ ভারত।
রাজানং দ্রষ্টুমাগচ্ছন্ নিবারয়িতুমাতুরম্ ॥১১

ততঃ সূত উপাগম্য দময়ন্ত্যৈ ন্যবেদয়ৎ।
এষ পৌরজনো দেবি! দ্বারি তিষ্ঠতি কার্য্যবান্ ॥১২

নিবেদ্যতাং নৈষধায় সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ।
অমৃষ্যমাণা ব্যসনং রাজ্ঞো ধর্ম্মার্থদর্শিনঃ ॥১৩

ততঃ সা বাষ্পকলয়া বাচা দুঃখেন কর্ষিতা।
উবাচ নৈষধং ভৈমী শোকোপহতচেতনা ॥১৪

রাজন্! পৌরজনো দ্বারি ত্বাং দিদৃক্ষুরবস্থিতঃ।
মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈ রাজভক্তিপুরস্কৃতঃ ॥
তং দ্রষ্টুমর্হসীত্যেবং পুনঃ পুনরভাষত ॥১৫

আপনি আমার সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই নলকে জয় করিতে পারিবেন, অতএব নলরাজার নিকট হইতে রাজ্য জয় করিয়া নিষধদেশ লাভ করুন।৫

কলি এইরূপ বলিলে, পুষ্কর নলের নিকট গমন করিলেন, আর কলি একটী বৃষ হইয়া পুষ্করের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।৬

শত্রুহন্তা নলভ্রাতা পুষ্কর বীরবর নলের নিকট যাইয়া এই কথা বার বার বলিলেন যে, 'আমরা ধর্ম্ম অনুসারে দ্যূতক্রীড়া করিব'।৭

তদনন্তর মহামনা রাজা নল দময়ন্তীর সমক্ষেই পুষ্করের বার বার আহ্বান সহ্য করিতে পারিলেন না, তাই তিনি দ্যূতক্রীড়ার সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন।৮

তখন কলিকর্তৃক অধিষ্ঠিত রাজা নল পুষ্করের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ সুবর্ণ, যান, বাহন, বস্ত্র এবং অন্যান্য ধন হারিলেন।৯

শত্রুদমনকারী নল দ্যূতমদে অত্যন্ত মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ইহা দেখিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহই তাঁহাকে বারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।১০

ভরতনন্দন। তাহার পর পুরবাসীরা সকলে মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্যূতমত্ত রাজাকে দেখিবার জন্য এবং বারণ করিবার জন্য আগমন করিলেন।১১

তৎপরে সারথি যাইয়া দময়ন্তীকে জানাইল যে, —দেবি। এই পুরবাসীরা বিশেষ কার্য্যবশতঃ দ্বারে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।১২

অতএব আপনি রাজাকে জানান যে, প্রজারা সকলেই ধর্ম্মার্থদর্শী রাজার এই ব্যসন (বিপদ) সহ্য করিতে না পারিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।১৩

তদনন্তর অত্যন্ত দুঃখিতা ও শোকাকুলচিত্তা দময়ন্তী বাষ্পগদ্গদ বাক্যে নিষধরাজ নলকে বলিলেন।১৪

রাজন্। রাজভক্তিসম্পন্ন পুরবাসিগণ সমস্ত মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় দ্বারে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন,

তাং তথা রুচিরাপাঙ্গীং বিলপন্তীং তথাবিধাম্।
আবিষ্টঃ কলিনা রাজা নাভ্যভাষত কিঞ্চন ॥১৬

ততস্তে মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে তে চৈব পুরবাসিনঃ।
নায়মস্তীতি দুঃখার্ত্তা ব্রীড়িতা জগ্মুরালয়ান্ ॥১৭

তথা তদভবদ্ দ্যূতং পুষ্করস্য নলস্য চ।
যুধিষ্ঠির! বহূন্ মাসান্ পুণ্যশ্লোকস্ত্বজীয়ত ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি নলদ্যূতে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অতএব তাঁহাদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করা উচিত—এইরূপ তিনি বার বার বলিলেন।১৫

সুলোচনা দময়ন্তী অত্যন্ত কাতরা হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তথাপি রাজা কলির আবেশে কিছুই বলিলেন না।১৬

তাহার পর সেই মন্ত্রিগণ ও পুরবাসিগণ সকলে 'ইনি আর নাই' ইহা ভাবিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।১৭

যুধিষ্ঠির! নল ও পুষ্করের সেই দ্যূতক্রীড়া এই ভাবে বহুমাস যাবৎ হইয়াছিল এবং তাহাতে পুণ্যশ্লোক নলই পরাজিত হইয়াছিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলদ্যূতে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখিতয়া দময়ন্ত্যা বার্ষ্ণেয়েন কুণ্ডিনপুরে কুমারয়োঃ প্রেষণম্।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
দময়ন্তী ততো দৃষ্ট্বা পুণ্যশ্লোকং নরাধিপম্।
উন্মত্তবদনুন্মত্তা দেবনে গতচেতসম্ ॥১

ভয়শোকসমাবিষ্টা রাজন্! ভীমসুতা ততঃ।
চিন্তয়ামাস তৎ কার্য্যং সুমহৎ পার্থিবং প্রতি ॥২

সা শঙ্কমানা তৎ পাপং চিকীর্ষন্তী চ তৎ প্রিয়ম্।
নলঞ্চ হৃতসর্ব্বস্বমুপলভ্যেদমব্রবীৎ ॥৩

বৃহৎসেনামতিযশাং তাং ধাত্রীং পরিচারিকাম্।
হিতাং সর্বার্থকুশলামনুরক্তাং সুভাষিতাম্ ॥৪

বৃহৎসেনে! ব্রজামাত্যানানায্য নলশাসনাৎ।
আচক্ষ্ব যদ্ধৃতং দ্রব্যমবশিষ্টঞ্চ যদ্ বসু ॥৫

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুঃখিতা দময়ন্তী কর্ত্তৃক বার্ষ্ণেয়ের দ্বারা কুণ্ডিনপুরে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে প্রেষণ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—রাজন্! তাহার পর সাবধানচিত্তা ভীমতনয়া দময়ন্তী ক্রীড়ায় নিবিষ্টচিত্ত রাজা নলকে উন্মত্তের ন্যায় দেখিয়া, ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া রাজা নলের পক্ষে সেরূপ হওয়াটা অতি গুরুতর বলিয়া চিন্তা করিলেন।১-২

তৎপরে তিনি রাজার দুরবস্থার বিষয় আশঙ্কা করিয়া, অথচ তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছা এবং তাঁহাকে হৃতসর্ব্বস্ব জানিয়া,—যশস্বিনী, হিতৈষিণী, সর্ব্বকার্য্যনিপুণা, অনুরক্তা ও প্রিয়ভাষিণী বৃহৎসেনানাম্নী ধাত্রী ও পরিচারিকাকে এই কথা বলিলেন।৩-৪

বৃহৎসেনে! তুমি (একবার) যাও, যাইয়া রাজার আদেশ অনুসারে মন্ত্রিগণকে আনাইয়া—যে ধন অপহৃত হইয়াছে এবং যে ধন অবশিষ্ট আছে, তাহা তাঁহাদিগকে বল।৫

ততস্তে মন্ত্রিণঃ সর্বে বিজ্ঞায় নলশাসনম্।
অপি নো ভাগধেয়ং স্যাদিত্যুক্ত্বা নলমাব্রজন্ ॥৬

তাস্তু সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতাঃ।
ন্যবেদয়দ্ ভীমসুতা ন চ তৎ প্রত্যনন্দত ॥৭

বাক্যমপ্রতিনন্দন্তং ভর্ত্তারমভিবীক্ষ্য সা।
দময়ন্তী পুনর্বেশ্ম ব্রীড়িতা প্রবিবেশ হ ॥৮

নিশম্য সততঞ্চাক্ষান্ পুণ্যশ্লোকপরাঙ্মুখান্।
নলঞ্চ হৃতসর্বস্বং ধাত্রীং পুনরুবাচ হ ॥৯

বৃহৎসেনে! পুনর্গচ্ছ বার্ষ্ণেয়ং নলশাসনাৎ।
সূতমানয় কল্যাণি! মহৎ কার্য্যমুপস্থিতম্ ॥১০

বৃহৎসেনা তু সা শ্রুত্বা দময়ন্ত্যাঃ প্রভাষিতম্।
বার্ষ্ণেয়মানয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥১১

বার্ষ্ণেয়ন্তু ততো ভৈমী সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা।
উবাচ দেশকালজ্ঞা প্রাপ্তকালমনিন্দিতা ॥১২

জানীষে ত্বং যথা রাজা সম্যগ্বৃত্তঃ সদা ত্বয়ি।
তস্য ত্বং বিষমস্থস্য সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৩

যথা যথা হি নৃপতিঃ পুষ্করেণৈব জীয়তে।
তথা তথাস্য বৈ দ্যূতে রাগো ভূয়োঽভিবর্দ্ধতে ॥১৪

যথা চ পুষ্করস্যাক্ষাঃ পতন্তি বশবর্ত্তিনঃ।
তথা বিপর্য্যয়শ্চাপি নলস্যাক্ষেষু দৃশ্যতে ॥১৫

সুহৃৎস্বজনবাক্যানি যথাবন্ন শৃণোতি চ।
মমাপি চ তথা বাক্যং নাভিনন্দতি মোহিতঃ ॥১৬

নূনং মন্যে ন দোষোঽস্তি নৈষধস্য মহাত্মনঃ।
যত্তু মে বচনং রাজা নাভিনন্দতি মোহিতঃ ॥১৭

তাহার পর সেই মন্ত্রিগণ সকলে নলের আদেশ জানিয়া 'আমাদের কি আবার ভাগ্যোদয় হইবে' এই কথা বলিয়া নলের নিকটে আবার আসিলেন।৬

সেই প্রজাগণ সকলেও আবার উপস্থিত হইলেন। তখন আবার দময়ন্তী যাইয়া তাঁহাদের জানাইলেন; কিন্তু নল তাহাও সাগ্রহে শুনিলেন না।৭

ভর্ত্তা আগ্রহসহকারে নিজের বাক্য শুনিলেন না দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া দময়ন্তী পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন।৮

পাশাগুলি সর্ব্বদাই নলের প্রতিকূলভাবে পড়িতেছে এবং নল হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন—ইহা শুনিয়া দময়ন্তী পুনরায় ধাত্রীকে বলিলেন।৯

কল্যাণি বৃহৎসেনে! তুমি আবার যাও এবং রাজার আদেশ জানাইয়া বার্ষ্ণেয় সারথিকে আনয়ন কর; গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।১০

সেই বৃহৎসেনা দময়ন্তীর কথা শুনিয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা বার্ষ্ণেয়কে আনাইল।১১

তাহার পর দেশ ও কালবিষয়ে অভিজ্ঞা ও প্রশস্তভাবা দময়ন্তী সামবাক্যতুল্য কোমল বাক্যে বার্ষ্ণেয়কে সময়োচিত এই কথা বলিলেন।১২

বার্ষ্ণেয়! রাজা সর্ব্বদা তোমার উপর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা তুমি সম্যক্ জান; কিন্তু সে রাজা এখন সঙ্কটাপন্ন; অতএব তুমি তাঁহাকে সাহায্য কর।১৩

পুষ্কর যেমন যেমন রাজাকে জয় করিতেছে, তেমন তেমনই উঁহারও দ্যূতের প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।১৪

পাশার গুটীগুলি পুষ্করের যেমন ইচ্ছার বশবর্ত্তী অর্থাৎ অনুকূল হইয়া পড়িতেছে, তেমনই রাজার বিপর্য্যয় অর্থাৎ প্রতিকূলভাবে পড়িতে দেখা যাইতেছে।১৫

রাজা যথানিয়মে সুহৃৎ ও স্বজনের বাক্য শুনিতেছেন না এবং আমার বাক্যও গ্রাহ্য করিতেছেন না, সুতরাং উনি মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন।১৬

অতএব আমি মনে করি—নিশ্চয়ই এবিষয়ে মহাত্মা নিষধরাজের দোষ নাই, যেহেতু রাজা

শরণং ত্বাং প্রপন্নাস্মি সারথে! কুরু মদ্বচঃ।
ন হি মে শুধ্যতে ভাবঃ কদাচিদ্ বিনশেদপি ॥১৮
নলস্য দয়িতানশ্বান্ যোজয়িত্বা মনোজবান্।
ইদমারোপ্য মিথুনং কুণ্ডিনং যাতুমর্হসি ॥১৯
মম জ্ঞাতিষু নিক্ষিপ্য দারকৌ স্যন্দনং তথা।
অশ্বাংশ্চেমান্ যথাকামং বস চান্যত্র গচ্ছ বা ॥২০
দময়ন্ত্যাস্তু তদ্বাক্যং বার্ষ্ণেয়ো নলসারথিঃ।
ন্যবেদয়দশেষেণ নলামাত্যেষু মুখ্যশঃ ॥২১
তৈঃ সমেত্য বিনিশ্চিত্য সোঽনুজ্ঞাতো মহীপতে।
যযৌ মিথুনমারোপ্য বিদর্ভাংস্তেন বাহিনা ॥২২
হয়াংস্তত্র বিনিক্ষিপ্য সূতো রথবরঞ্চ তম্।
ইন্দ্রসেনাঞ্চ তাং কন্যামিন্দ্রসেনঞ্চ বালকম্ ॥২৩
আমন্ত্র্য ভীমং রাজানমার্ত্তঃ শোচন্ নলং নৃপম্।
অটমানস্ততোঽযোধ্যাং জগাম নগরীং তদা ॥২৪
ঋতুপর্ণং স রাজানমুপতস্থে সুদুঃখিতঃ।
ভৃতিঞ্চোপযযৌ তস্য সারথ্যেন মহীপতেঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
কুণ্ডিনগরে কুমারয়োঃ প্রস্থাপনে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

মোহিত বলিয়া আমার কথাও সমাদর করিতেছেন না।১৭

সুতরাং হে সারথে! আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম, তুমি আমার কথা পালন কর। আমার মনে শুভ ভাব হইতেছে না অর্থাৎ নানারকম অমঙ্গলের কথা মনে আসিতেছে; কারণ, অতঃপর রাজা রাজ্যভ্রষ্টও হইতে পারেন।১৮

অতএব রাজার প্রিয় এবং মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগুলিকে রথে যোজিত করিয়া, তাহাতে এই বালক ও বালিকাটিকে তুলিয়া লইয়া তুমি আমার পিতার রাজধানী কুণ্ডিননগরে গমন কর।১৯

তা'র পর এই বালক-বালিকা দুইটী, এই রথটী এবং এই অশ্বগুলিকে আমার জ্ঞাতিদের নিকটে রাখিয়া তুমি ইচ্ছানুসারে হয় সেখানে থাকিও, না হয় অন্যত্র যাইও।২০

কিন্তু সেই নলসারথি বার্ষ্ণেয় নলের প্রধান মন্ত্রিগণের নিকট যাইয়া দময়ন্তীর সেই সমস্ত কথা সম্পূর্ণ জানাইল।২১

ভূপতে! সেই মন্ত্রীরা মিলিত হইয়া স্থির করত বার্ষ্ণেয়কে অনুমতি দিলেন; তখন বার্ষ্ণেয় নলের পুত্র ও কন্যাকে রথে তুলিয়া লইয়া সেই রথেই বিদর্ভদেশে চলিয়া গেল।২২

বার্ষ্ণেয় নলের কন্যা ইন্দ্রসেনা, পুত্র ইন্দ্রসেন, অশ্বগুলি এবং সেই উৎকৃষ্ট রথটাকে সেখানে রাখিয়া, ভীমরাজার অনুমতি গ্রহণ করত দুঃখিত অবস্থায় নলের সম্বন্ধে শোক করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে করিতে অযোধ্যানগরে যাইয়া উপস্থিত হইল।২৩-২৪

অত্যন্ত দুঃখিত বার্ষ্ণেয় অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয় লইল এবং সেই রাজারই সারথির কার্য্য লইয়া বেতন পাইতে লাগিল।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে কুণ্ডিননগরে রাজকুমার ও রাজকন্যার প্রস্থাপনে ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬০

একষষ্টিমোঽধ্যায়ঃ।

[অক্ষক্রীড়ায়াং পরাজিতস্য নলস্য দময়ন্ত্যা সহ বনগমনম্, স্বর্ণময়পক্ষযুক্তপক্ষিভিরাপদ্গ্রস্তস্য নলস্য বস্ত্রস্যাপহরণঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

ততস্তু যাতে বার্ষ্ণেয়ে পুণ্যশ্লোকস্য দীব্যতঃ।
পুষ্করেণ হৃতং রাজ্যং যচ্চান্যদ্ বসু কিঞ্চন ॥১

হৃতরাজ্যং নলং রাজন্! প্রহসন্ পুষ্করোঽব্রবীৎ।
দ্যূতং প্রবর্ত্ততাং ভূয়ঃ প্রতিপাণোঽস্তি কস্তব ॥২

শিষ্টা তে দময়ন্ত্যেকা সর্ব্বমন্যজ্জিতং ময়া।
দময়ন্ত্যাঃ পণঃ সাধু বর্ত্ততাং যদি মন্যসে ॥৩

পুষ্করেণৈবমুক্তস্য পুণ্যশ্লোকস্য মন্যুনা।
ব্যদীর্য্যতেব হৃদয়ং ন চৈবং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥৪

ততঃ পুষ্করমালোক্য নলঃ পরমমন্যুমান্।
উৎসৃজ্য সর্ব্বগাত্রেভ্যো ভূষণানি মহাযশাঃ ॥৫

একবাসা হ্যসংবীতঃ সুহৃচ্ছোকবিবর্দ্ধনঃ।
নিশ্চক্রাম ততো রাজা ত্যক্ত্বা সুবিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥৬

দময়ন্ত্যেকবস্ত্রাথ গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
স তয়া বাহ্যতঃ সার্দ্ধং ত্রিরাত্রং নৈষধোঽবসৎ ॥৭

পুষ্করস্তু মহারাজ! ঘোষয়ামাস বৈ পুরে।
নলে যঃ সম্যগাতিষ্ঠেৎ স গচ্ছেদ্ বধ্যতাং মম ॥৮

পুষ্করস্য তু বাক্যেন তস্য বিদ্বেষণেন চ।
পৌরা ন তস্য সৎকারং কৃতবন্তো যুধিষ্ঠির ॥৯

একষষ্টিতম অধ্যায়।

(পাশাখেলায় হারিয়া দময়ন্তীর সহিত নলের বনগমন এবং স্বর্ণময়পক্ষযুক্ত পক্ষিগণের দ্বারা আপদ্গ্রস্ত নলের বস্ত্রাপহরণ।)

বৃহদশ্ব বলিলেন,—সারথি বার্ষ্ণেয় চলিয়া গেলে পর দ্যূতপ্রবৃত্ত নলের রাজ্য এবং অন্য যে কিছু ধন ছিল, তাহাও পুষ্কর হরণ করিলেন।১

রাজন্! নল হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, পুষ্কর হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন—পুনরায় খেলা আরম্ভ হউক, উহাতে আপনার প্রতিপণ কি আছে?।২

আপনার একমাত্র দময়ন্তীই অবশিষ্ট আছেন, আর সকলই ত আমি জয় করিয়াছি, সুতরাং আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে দময়ন্তীকে পণ করুন।৩

পুষ্কর এইরূপ বলিলে, পুণ্যশ্লোক নলের হৃদয় যেন বিষাদে বিদীর্ণ হইয়া গেল; অথচ তখন তিনি পুষ্করকে কিছুই বলিলেন না।৪

তাহার পর মহাযশস্বী ও অতিবিষণ্নহৃদয় নল পুষ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করত, সমস্ত অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া একবস্ত্র, অনাবৃতদেহ এবং বন্ধুবর্গের শোকবর্দ্ধক হইয়া, অতিবিপুল সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন।৫-৬

তখন দময়ন্তীও একবস্ত্রা হইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গমন করিলেন; এই ভাবে নিষধরাজ নল দময়ন্তীর সহিত রাজধানীর বাহিরে তিন দিন বাস করিলেন।৭

মহারাজ যুধিষ্ঠির! পুষ্কর তখন রাজধানীতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে লোক নলের সমাদর করিবে, সে আমার বধ্য হইবে।৮

যুধিষ্ঠির! পুরবাসীরা পুষ্করের বাক্যে নলের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিয়াছে বুঝিয়া নলের কোন সৎকার করিল না।৯

স তথা নগরাভ্যাসে সংকারার্হো ন সংকৃতঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজা জলমাত্রেণ বর্ত্তয়ন্ ॥১০
পীড্যমানঃ ক্ষুধা তত্র ফলমূলানি কর্ষয়ন্।
প্রাতিষ্ঠত ততো রাজা দময়ন্তী তমন্বগাৎ ॥১১
ক্ষুধয়া পীড্যমানস্তু নলো বহুতিথেঽহনি।
অপশ্যচ্ছকুনান্ কাংশ্চিদ্ধিরণ্যসদৃশচ্ছদান্ ॥১২
স চিন্তয়ামাস তদা নিষধাধিপতির্বলী।
অস্তি ভক্ষ্যো মমাদ্যায়ং বসু চেদং ভবিষ্যতি ॥১৩
ততস্তান্ পরিধানেন বাসসা স সমাবৃণোৎ।
তস্য তদ্বস্ত্রমাদায় সর্ব্বে জগ্মুর্বিহায়সা ॥১৪
উৎপতন্তঃ খগা বাক্যমেতদাহুস্ততো নলম্।
দৃষ্ট্বা দিগ্বাসসং ভূমৌ স্থিতং দীনমধোমুখম্ ॥১৫

সুতরাং সংকারের যোগ্য রাজা নল সংকৃত না হইয়াও কেবল জল পান করিয়াই তিন দিন রাজধানীর নিকটে বাস করিলেন।১০

রাজা নল সেখানে ক্ষুধায় পীড়িত হইতে থাকিয়া ফল-মূলের অন্বেষণ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; তখন দময়ন্তীও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।১১

এই ভাবে বহুদিন অতীত হইলে, একদিন ক্ষুধায় প্রপীড়িত নল স্বর্ণবর্ণপক্ষযুক্ত কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাইলেন।১২

তখন নিষধাধিপতি বলবান্ নল চিন্তা করিলেন যে, আজ এই পাখীগুলি আমার খাদ্য হইবে এবং এই পাখীগুলি আমার ধন হইবে।১৩

তাহার পর তিনি নিজের পরিধানের কাপড় খুলিয়া তাহার দ্বারা সেই পাখীগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিলেন, তখন সেই পাখীগুলি তাঁহার সেই কাপড় লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল।১৪

সেই সময় নল নগ্ন হওয়ায় কাতর ও অধোমুখ হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া সেই উড্ডীন পক্ষীগুলি নলকে এই কথা বলিল।১৫

বয়মক্ষাঃ সুদুর্বুদ্ধে! তব বাসো জিহীর্ষবঃ।
আগতা ন হি নঃ প্রীতিঃ সবাসসি গতে ত্বয়ি ॥১৬
তান্ সমীক্ষ্য গতানক্ষান্ আত্মানঞ্চ বিবাসসম্।
পুণ্যশ্লোকস্তদা রাজন্! দময়ন্তীমথাব্রবীৎ ॥১৭
যেষাং প্রকোপাদৈশ্বর্য্যাৎ প্রচ্যুতোঽহমনিন্দিতে।
প্রাণযাত্রাং ন বিন্দেয়ং দুঃখিতঃ ক্ষুধয়ান্বিতঃ ॥১৮
যেষাং কৃতে ন সংকারমকুর্ব্বন্ ময়ি নৈষধাঃ।
ইমে তে শকুনা ভূত্বা বাসো ভীরু হরন্তি মে ॥১৯
বৈষম্যং পরমং প্রাপ্তো দুঃখিতো গতচেতনঃ।
ভর্ত্তা তেঽহং নিবোধেদং বচনং হিতমাত্মনঃ ॥২০

অতিশয় দুর্বুদ্ধি নল! আমরা (পক্ষী নহি) সেই পাশা, তোমার বস্ত্র হরণ করিবার ইচ্ছাতেই আসিয়াছিলাম; কারণ, তুমি সবস্ত্র অবস্থায় গেলে আমাদের আনন্দ হয় না।১৬

রাজন্ যুধিষ্ঠির! সেই পাশাগুলি চলিয়া যাইতে এবং নিজেকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিয়া পুণ্যশ্লোক নল তখন দময়ন্তীকে বলিলেন।১৭

'অনিন্দিতে দময়ন্তি! যাহাদের কোপে আমি ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়াছি এবং দুঃখিত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রাণধারণের উপযোগী খাদ্য পাইতেছি না, ভীরু! তাহারাই এই পক্ষী হইয়া আমার বস্ত্র হরণ করিতেছে।১৮-১৯

আমি অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িয়াছি এবং দুঃখিত ও চৈতন্যহীনের ন্যায় হইয়াছি। (সে যাহা হউক,) আমি তোমার স্বামী; সুতরাং তুমি নিজে হিতকর এই বাক্য শ্রবণ কর।২০

এতে গচ্ছন্তি বহবঃ পন্থানো দক্ষিণাপথম্।
অবন্তীমৃক্ষবন্তঞ্চ সমতিক্রম্য পর্ব্বতম্ ॥২১

এষ বিন্ধ্যো মহাশৈলঃ পয়োষ্ণী চ সমুদ্রগা।
আশ্রমাশ্চ মহর্ষীণাং বহুমূলফলান্বিতাঃ ॥২২

এষ পন্থা বিদর্ভাণামসৌ গচ্ছতি কোশলাম্।
অতঃ পরঞ্চ দেশোঽয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ ॥২৩

এতদ্‌বাক্যং নলো রাজা দময়ন্তীং সমাহিতঃ।
উবাচাসকৃদার্ত্তো হি ভৈমীমুদ্দিশ্য ভারত ॥২৪

ততঃ সা বাষ্পকলয়া বাচা দুঃখেন কর্ষিতা।
উবাচ দময়ন্তী তং নৈষধং করুণং বচঃ ॥২৫

উদ্‌বেপতে মে হৃদয়ং সীদন্ত্যঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
তব পার্থিব। সঙ্কল্পং চিন্তয়ন্ত্যাঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৬

এই বহুতর পথ অবন্তীদেশ ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশের দিকে গিয়াছে।২১

এই বিন্ধ্যনামক মহাপর্ব্বত, এই সমুদ্রগামিনী পয়োষ্ণী নদী এবং এই মহর্ষিগণের প্রচুর ফল-মূলযুক্ত আশ্রমসমূহ দেখা যাইতেছে।২২

এইটী বিদর্ভদেশের পথ, এই পথটী অযোধ্যার দিকে গিয়াছে এবং ইহার পর দক্ষিণদিকে এই দাক্ষিণাত্যদেশ দেখা যাইতেছে।২৩

ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! রাজা নল কাতর হইয়া আগ্রহের সহিত এই কথাগুলি বার বার ভীমনন্দিনী দময়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।২৪

তাহার পর দময়ন্তী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে করুণভাবে নলকে এই কথা বলিলেন।২৫

মহারাজ! আপনার মানসিক সঙ্কল্প বার বার চিন্তা করত আমার হৃদয় অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে এবং অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে।২৬

হৃতরাজ্যং হৃতদ্রব্যং বিবস্ত্রং ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতম্।
কথমুৎসৃজ্য গচ্ছেয়ং ত্বামহং নির্জনে বনে ॥২৭

শ্রান্তস্য তে ক্ষুধার্ত্তস্য চিন্তয়ানস্য তৎ সুখম্।
বনে ঘোরে মহারাজ! নাশয়িষ্যাম্যহং ক্লমম্ ॥২৮

ন চ ভার্য্যাসমং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে ভিষজাং মতম্।
ঔষধং সর্ব্বদুঃখেষু সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৯

নল উবাচ।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং দময়ন্তি! সুমধ্যমে!
নাস্তি ভার্য্যাসমং মিত্রং নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্ ॥৩০

ন চাহং ত্যক্তুকামস্ত্বাং কিমলং ভীরু! শঙ্কসে।
ত্যজেয়মপি চাত্মানং ন চৈব ত্বামনিন্দিতে ॥৩১

আপনি হৃতরাজ্য, হৃতদ্রব্য, বিবস্ত্র, ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত; এই অবস্থায় নির্জন বনমধ্যে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কি প্রকারে পিতৃগৃহে গমন করি?২৭

মহারাজ! আপনি যখন ভয়ঙ্কর বনমধ্যে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই রাজত্বকালীন সুখের কথা চিন্তা করিবেন, আমি তখন নানা সান্ত্বনাবাক্যে আপনার ক্লান্তি দূর করিব।২৮

চিকিৎসকদিগের এই অভিমত যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখেতেই শান্তিলাভ বিষয়ে ভার্য্যার তুল্য কোন ঔষধ নাই; ইহা আপনাকে সত্য বলিতেছি।২৯

নল বলিলেন—সুমধ্যমে দময়ন্তি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; পীড়িত লোকের পক্ষে ভার্য্যার তুল্য সুহৃৎ বা ঔষধ নাই।৩০

ভয়শীলে! আমি ত তোমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, তবে তুমি কেন অধিক আশঙ্কা করিতেছ। অনিন্দিতে! আমি নিজেকেও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না।৩১

দময়স্ত্যুবাচ।

যদি মাং ত্বং মহারাজ। ন বিহাতুমিহেচ্ছসি।
তৎ কিমর্থং বিদর্ভাণাং পন্থাঃ সমুপদিশ্যতে ॥৩২
অবৈমি চাহং নৃপতে! ন ত্বং মাং ত্যক্তুমর্হসি।
চেতসা ত্বপকৃষ্টেন মাং ত্যজেথা মহীপতে ॥৩৩
পন্থানং হি মমাভীক্ষ্ণমাখ্যাসি চ নরোত্তম।
অতো নিমিত্তং শোকং মে বর্দ্ধয়স্যমরোপম ॥৩৪
যদি চায়মভিপ্রায়স্তব জ্ঞাতীন্ ব্রজেদিতি।
সহিতাবেব গচ্ছাবো বিদর্ভান্ যদি মন্যসে ॥৩৫
বিদর্ভরাজস্তত্র ত্বাং পূজয়িষ্যতি মানদ।
তেন ত্বং পূজিতো রাজন্! সুখং
বৎস্যসি নো গৃহে ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি নল-বনযাত্রায়াম্ একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬১

দময়ন্তী বলিলেন,—মহারাজ! আপনি যদি আমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে কেন বিদর্ভদেশের পথের উপদেশ দিতেছেন? ৩২

নৃপতে! আমি জানি যে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু হে ভূপতে! দৈব যদি আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করে, তবে আমাকে ত্যাগ করিতেও পারেন।৩৩

হে দেবোপম! নরশ্রেষ্ঠ! আপনি বার বার আমার নিকট বিদর্ভদেশের পথের কথা বলিয়াছেন, সেই জন্যই আমার শোকবৃদ্ধি করিতেছেন।৩৪

দময়ন্তী তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের নিকট গমন করুন, ইহাই যদি আপনার ইচ্ছা হয় এবং ইহা যদি মনে করেন, তবে চলুন, আমরা দুই জনেই মিলিতভাবে বিদর্ভদেশে যাই।৩৫

সম্মানপ্রদ! বিদর্ভরাজ সেখানে আপনার সম্মানই করিবেন। অতএব রাজন্! তাঁহার দ্বারা সম্মানিত হইয়া আপনি আমাদের গৃহে সুখেই বাস করিবেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলের বনযাত্রাবিষয়ে একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো নলস্য চিন্তা, একাকিনীং দময়ন্তীং পরিহায় তস্যান্যত্র প্রস্থানঞ্চ।]

নল উবাচ।

যথা রাজ্যং তব পিতুস্তথা মম ন সংশয়ঃ।
ন তু তত্র গমিষ্যামি বিষমস্থঃ কথঞ্চন ॥১

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা নলের চিন্তা এবং একাকিনী দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র প্রস্থান।]

নল বলিলেন,—প্রিয়ে! বিদর্ভরাজ্য যেমন তোমার পিতার, তেমন আমারও, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি আমি এখন

কথং সমৃদ্ধো গত্বাহং তব হর্ষবিবর্দ্ধনঃ।
পরিচ্যুতো গমিষ্যামি তব শোকবিবর্দ্ধনঃ ॥২

বৃহদশ্ব উবাচ।

ইতি ব্রুবন্ নলো রাজা দময়ন্তীং পুনঃ পুনঃ।
সান্ত্বয়ামাস কল্যাণীং বাসসোঽর্দ্ধেন সংবৃতাম্ ॥৩

তাবেকবস্ত্রসংবীতাবটমানাবিতস্ততঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তৌ সভাং কাঞ্চিদুপেয়তুঃ ॥৪

তাং সভামুপসংপ্রাপ্য তদা স নিষধাধিপঃ।
বৈদর্ভ্যা সহিতো রাজা নিষসাদ মহীতলে ॥৫

স বৈ বিবস্ত্রো বিকটো মলিনঃ পাংশুগুণ্ঠিতঃ।
দময়ন্ত্যা সহ শ্রান্তঃ সুষ্বাপ ধরণীতলে ॥৬

অত্যন্ত বিপন্ন বলিয়া কোন প্রকারেই সেখানে যাইতে পারি না।১

কারণ, পূর্ব্বে আমি সমৃদ্ধ অবস্থায় গিয়া তোমার আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছিলাম, আর এখন নিস্ব অবস্থায় গিয়া কেবল তোমার শোকবর্দ্ধক হইব।২

বৃহদশ্ব বলিলেন,—এই সময়ে দময়ন্তীর বস্ত্রখানিরই এক অর্দ্ধ দময়ন্তী এবং অপর অর্দ্ধ নল পরিধান করিয়াছিলেন; এই অবস্থায় রাজা নল কল্যাণী দময়ন্তীকে বার বার ঐ কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।৩

তাহার পর একবস্ত্রপরিধায়ী নল ও দময়ন্তী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় পরিশ্রান্ত হইয়া কোন সভাভবনে (ধর্ম্মশালায়) উপস্থিত হইলেন।৪

তখন সেই রাজা নল সেই ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর সঙ্গে ভূতলে উপবেশন করিলেন।৫

ক্রমে—বিবস্ত্র, বিকটাকৃতি, মলিনদেহ, ধূলিধূসরগাত্র ও পরিশ্রান্ত সেই নল দময়ন্তীর সহিত ভূতলেই শয়ন করিলেন।৬

দময়ন্ত্যপি কল্যাণী নিদ্রয়াপহৃতা ততঃ।
সহসা দুঃখমাসাদ্য সুকুমারী তপস্বিনী ॥৭

সুপ্তায়াং দময়ন্ত্যান্তু নলো রাজা বিশাংপতে।
শোকোন্মথিতচিত্তাত্মা ন স্ম শেতে যথা পুরা ॥৮

স তদ্রাজ্যাপহরণং সুহৃত্ত্যাগঞ্চ সর্ব্বশঃ।
বনে বস্ত্রপরিধ্বংসং প্রেক্ষ্য চিন্তামুপেয়িবান্ ॥৯

কিং নু মে স্যাদিদং কৃত্বা কিং নু মে স্যাদকুর্ব্বতঃ।
কিং নু মে মরণং শ্রেয়ঃ পরিত্যাগো জনস্য বা ॥১০

মামিয়ং হ্যনুরক্তৈবং দুঃখং প্রাপ্নোতি মৎকৃতে।
মদ্বিহীনা ত্বিয়ং গচ্ছেৎ কদাচিৎ স্বজনং প্রতি ॥১১

ময়ি নিঃসংশয়ং দুঃখমিয়ং প্রাপ্স্যত্যনুব্রতা।
উৎসর্গে সংশয়ঃ স্যাত্তু বিন্দেতাপি সুখং ক্বচিৎ ॥১২

তৎপরে কল্যাণী, কোমলাঙ্গী ও তপস্বিনী (দীনা) দময়ন্তী হঠাৎ দুঃখভোগ করায় তখনই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।৭

মহারাজ! দময়ন্তী নিদ্রিত হইলে, রাজা নলের চিত্ত শোকে উদ্বেলিত হইতে লাগিল; তাই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না।৮

তিনি সেই রাজ্যাপহরণ, সমস্ত বন্ধুত্যাগ এবং বনে পক্ষিগণকর্তৃক বস্ত্র হরণ—এই সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন।৯

এইরূপ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আমার কি হইবে, ইহা না করিলেই বা কি হইবে, আমার এখন মরণ ভাল, না দময়ন্তীকে ত্যাগ করা ভাল? ১০

(আমি পরিত্যাগ না করিলে) আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা দময়ন্তী আমার জন্য এইরূপ দুঃখই ভোগ করিতে থাকিবেন; আর আমি পরিত্যাগ করিলে হয় ত ইনি কখনও পিতৃভবনে যাইতে পারেন।১১

(আমি পরিত্যাগ না করিলে) আমার অনুকূলা দময়ন্তী দুঃখভোগই করিবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর উঁহাকে ত্যাগ করিলে, উঁহার দুঃখভোগে

স বিনিশ্চিত্য বহুধা বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
উৎসর্গং মন্যতে শ্রেয়ো দময়ন্ত্যা নরাধিপঃ ॥১৩
ন চৈষা তেজসা শক্যা কৈশ্চিদ্ধর্ষয়িতুং পথি।
যশস্বিনী মহাভাগা মদ্ভক্তেয়ং পতিব্রতা ॥১৪
এবং তস্য তদা বুদ্ধির্দময়ন্ত্যাং ন্যবর্ত্তত।
কলিনা দুষ্টভাবেন দময়ন্ত্যা বিসর্জ্জনে ॥১৫
সোঽবস্ত্রতামাত্মনশ্চ তস্যাশ্চাপ্যেকবস্ত্রতাম্।
চিন্তয়িত্বাধ্যগাদ্ রাজা বস্ত্রার্দ্ধস্যাবকর্ত্তনম্ ॥১৬
কথং বাসো বিকর্ত্তেয়ং ন চ বুধ্যেত মে প্রিয়া।
বিচিন্ত্যৈবং নলো রাজা সভাং পর্য্যচরত্তদা ॥১৭
পরিধাবন্নথ নল ইতশ্চেতশ্চ ভারত।
আসসাদ সভোদ্দেশে বিকোষং খড়্গমুত্তমম্ ॥১৮

তেনার্দ্ধং বাসসশ্ছিত্ত্বা বিবস্য চ পরন্তপঃ।
সুপ্তামুৎসৃজ্য বৈদর্ভীং প্রাদ্রবদ্ গতচেতনাম্ ॥১৯

ততো নিবৃত্তহৃদয়ঃ পুনরাগত্য তাং সভাম্।
দময়ন্তীং তদা দৃষ্ট্বা রুরোদ নিষধাধিপঃ ॥২০

যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যঃ পুরা পশ্যতি মে প্রিয়াম্।
সেয়মদ্য সভামধ্যে শেতে ভূমাবনাথবৎ ॥২১

ইয়ং বস্ত্রাবকর্ত্তেন সংবীতা চারুহাসিনী।
উন্মত্তেব ময়া হীনা কথং বুদ্ধ্বা ভবিষ্যতি ॥২২

কথমেকা সতী ভৈমী ময়া বিরহিতা শুভা।
চরিষ্যতি বনে ঘোরে মৃগ-ব্যালনিষেবিতে ॥২৩

সন্দেহ আছে; হয় ত কখনও উনি সুখভোগ করিতেও পারেন।১২

রাজা নল এইরূপ বার বার নানাবিধ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়াই ইহাই মনে করিলেন যে, দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই দময়ন্তীর পক্ষে ভাল।১৩

ইনি যশস্বিনী, ভাগ্যবতী, আমার ভক্তা ও পতিব্রতা; সুতরাং ইঁহার তেজেই ইঁহাকে পথে কেহই ধর্ষণ করিতে পারিবে না।১৪

এই ভাবে খলপ্রকৃতি কলির প্রভাবে রাজা নলের বুদ্ধি দময়ন্তীকে সহচরী রাখার পক্ষ হইতে ফিরিয়া গেল এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার পক্ষেই প্রবৃত্ত হইল।১৫

তাহার পর নিজের কাপড় নাই, দময়ন্তীরও একখানি মাত্র কাপড় আছে—এইরূপ চিন্তা করত নল স্থির করিলেন যে, দময়ন্তীর কাপড়খানিরই অর্দ্ধচ্ছেদন করিতে হইবে।১৬

কিন্তু দময়ন্তী বুঝিতে না পারেন এই ভাবে কি করিয়া উঁহার বস্ত্রখানি ছেদন করি—এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা নল তখন অস্ত্রের সন্ধানে সেই ধর্মশালায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৭

ভরতনন্দন! তাহার পর নল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সেই গৃহের একপ্রান্তে একখানি কোষমুক্ত উত্তম খড়্গ পাইলেন।১৮

নল সেই খড়্গদ্বারা দময়ন্তীর বস্ত্রের অর্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাহা পরিধান করিয়া নিদ্রিতা চৈতন্যহীনা দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুত চলিয়া গেলেন।১৯

তাহার পর তখনই নলের হৃদয় পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া আবার সেই ঘরে আসিয়া দময়ন্তীকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।২০

পূর্ব্বে বায়ু বা সূর্য্যও আমার যে প্রিয়তমাকে দেখিতে পান নাই, সেই প্রিয়তমা আজ এই ধর্মশালায় ভূতলে অনাথার ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।২১

বস্ত্রচ্ছেদন করায় অর্দ্ধবস্ত্রাবৃতা এই মধুরহাসিনী প্রিয়তমা জাগরিতা হইয়া আমা ব্যতীত হায় উন্মত্তার ন্যায়ই হইবেন।২২

কল্যাণী দময়ন্তী আমা ব্যতীত একাকিনী হইয়া

আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ সমরুদ্গণৌ।
রক্ষন্তু ত্বাং মহাভাগে ধর্মেণাসি সমাবৃতা ॥২৪
এবমুক্ত্বা প্রিয়াং ভার্য্যাং রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি।
কলিনাপহৃতজ্ঞানো নলঃ প্রাতিষ্ঠতাদ্যতঃ ॥২৫
গত্বা গত্বা নলো রাজা পুনরেতি সভাং মুহুঃ।
আকৃষ্যমাণঃ কলিনা সৌহৃদেনাবকৃষ্যতে ॥২৬
দ্বিধেব হৃদয়ং তস্য দুঃখিতস্যাভবত্তদা।
দোলেব মুহুরায়াতি যাতি চৈব সভাং প্রতি ॥২৭
সোঽবকৃষ্টস্তু কলিনা মোহিতঃ প্রাদ্রবন্নলঃ।
সুপ্তামুৎসৃজ্য তাং ভার্য্যাং বিলপ্য করুণং বহু ॥২৮
নষ্টাত্মা কলিনা স্পৃষ্টস্তত্তদ্ বিগণয়ন্ নৃপঃ।
জগামৈকাং বনে শূন্যে ভার্য্যামুৎসৃজ্য দুঃখিতঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি দময়ন্তীপরিত্যাগে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২

হিংস্র পশু ও সর্পগণে পরিপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর বনে কি প্রকারে বিচরণ করিবে?২৩

মহাভাগে! তুমি ত ধর্ম্মদ্বারাই আবৃত রহিয়াছ; তথাপি আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ তোমাকে রক্ষা করুন'।২৪

কলি নলের বুদ্ধি হরণ করিয়াছিলেন; তাই নল জগতে অতুলনীয় সুন্দরী প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এইরূপ বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।২৫

রাজা নল কিয়দ্দূর গমন করত আবার সেই ধর্মশালায় আসিলেন,—এই ভাবে তিনি বার বার আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। কারণ, কলি তাঁহাকে বাহিরের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।২৬

তখন দুঃখিত রাজা নলের হৃদয় দুই প্রকার হইয়াছিল; তাই সেই হৃদয় দোলার ন্যায় বার বার সেই সভা গৃহে আসিতে ও বাহিরে যাইতে লাগিল।২৭

তৎপরে রাজা নল কলিকর্ত্তৃক আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়া, বহুতর করুণ বিলাপ করত নিদ্রিত ভার্য্যা দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুত প্রস্থান করিলেন।২৮

কলির সংস্পর্শে রাজা নলের পূর্ব্বস্বভাব নষ্ট হইয়াছিল; তাই তিনি দুঃখিতমনে সেই সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করত শূন্য বনে একাকিনী দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছিলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে দময়ন্তীপরিত্যাগ বিষয়ে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দময়ন্ত্যা বিলাপঃ, অজগরাদ্ ব্যাধাচ্চ অস্যাঃ প্রাণানাং তথা সতীত্বস্য রক্ষা, দময়ন্ত্যাঃ পাতিব্রত্যধর্মপ্রভাবেণ ব্যাধস্য বিনাশশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
অপক্রান্তে নলে রাজন্ দময়ন্তী গতক্লমা।
অবুধ্যত বরারোহা সন্ত্রস্তা বিজনে বনে ॥১

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[দময়ন্তীর বিলাপ, অজগর এবং ব্যাধ হইতে ইঁহার প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষা এবং দময়ন্তীর পাতিব্রত্যের প্রভাবে ব্যাধের বিনাশ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! নল চলিয়া গেলে, সুনিতম্বা দময়ন্তী সেই নির্জ্জনবনমধ্যে ক্লান্তিশূন্যা অথচ ভীতা হইয়া জাগরিতা হইলেন।১

অপশ্যমানা ভর্ত্তারং শোকদুঃখসমন্বিতা।
প্রাক্রোশদুচ্চৈঃ সন্ত্রস্তা মহারাজেতি নৈষধম্ ॥২
হা নাথ হা মহারাজ হা স্বামিন্ কিং জহাসি মাম্।
হা হতাস্মি বিনষ্টাস্মি ভীতাস্মি বিজনে বনে ॥৩
নন্ু নাম মহারাজ ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাগসি।
কথমুক্ত্বা তথা সত্যং সুপ্তামুৎসৃজ্য মাং গতঃ ॥৪
কথমুৎসৃজ্য গন্তাসি দক্ষাং ভার্য্যামনুব্রতাম্।
বিশেষতোহনপকৃতে পরেণাপকৃতে সতি ॥৫
শক্যসে তা গিরঃ সম্যক্ কর্ত্তুং ময়ি নরেশ্বর।
যাস্তেষাং লোকপালানাং সন্নিধৌ কথিতাঃ পুরা ॥৬
নাকালে বিহিতো মৃত্যুর্মর্ত্ত্যানাং পুরুষর্ষভ।
তত্র কান্তা ত্বয়োৎসৃষ্টা মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥৭

পর্য্যাপ্তঃ পরিহাসোহয়মেতাবান্ পুরুষর্ষভ।
ভীতাহমতিদুর্দ্ধর্ষ দর্শয়াত্মানমীশ্বর ॥৮

দৃশ্যসে দৃশ্যসে রাজন্নেষ দৃষ্টোঽসি নৈষধ।
আবার্য্য গুল্মৈরাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥৯

নৃশংসং বত রাজেন্দ্র যন্মামেবং গতামিহ।
বিলপন্তীং সমাগম্য নাশ্বাসয়সি পার্থিব ॥১০

ন শোচাম্যহমাত্মানং ন চান্যদপি কিঞ্চন।
কথং নু ভবিতাস্যেক ইতি ত্বাং নৃপ শোচয়ে ॥১১

কথং নু রাজংস্তৃষিতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রমকর্ষিতঃ।
সায়াহ্নে বৃক্ষমূলেষু মামপশ্যন্ ভবিষ্যসি ॥১২

তিনি স্বামীকে না দেখিয়া শোক, দুঃখ ও ত্রাসযুক্তা হইয়া 'মহারাজ'! বলিয়া উচ্চস্বরে নিষধরাজ নলকে ডাকিতে লাগিলেন।২

হা নাথ! হা মহারাজ! হা স্বামিন্! আপনি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন; আমি আপনার অদর্শনে ভীতা ও হতা হইলাম।৩

মহারাজ! আপনি ত ধর্ম্মজ্ঞ এবং সত্যবাদী; সুতরাং সেইরূপ সত্যকথা বলিয়া, এখন নিদ্রিত অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন চলিয়া গেলেন?৪

আমি আপনার কোন অপকার করি নাই; অন্য ব্যক্তিই আপনার বিশেষ অপকার করিয়াছে; তারপর আমি আপনার পরিচর্য্যায় নিপুণা, অনুকূলা এবং ভার্য্যা; তথাপি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইতেছেন।৫

নরনাথ! আপনি স্বয়ংবরসভায় দিক্‌পালগণের নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমার বিষয়ে সে কথাগুলি এখন সত্য করিতে পারেন।৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ! বিধাতা অকালে প্রাণিগণের মৃত্যু বিধান করেন নাই বলিয়াই আপনি যেখানে আপনার ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানেও সে মুহূর্ত্তকালও জীবিতা রহিতেছে।৭

নরশ্রেষ্ঠ! এখানে এই পর্য্যন্ত পরিহাসই যথেষ্ট হইয়াছে। হে অতিদুর্দ্ধর্ষ! আমি ভয়ে কাতরা হইয়াছি। হে প্রাণেশ্বর! আপনি আমাকে দর্শন দান করুন।৮

রাজন্! এই আপনাকে দেখিতেছি, এই যে দেখিতেছি। নিষধেশ্বর! এই আপনাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি। মহারাজ! আপনি বৃক্ষগুল্মে নিজেকে আবৃত করিয়া কেন আমার কথার প্রত্যুত্তর দিতেছেন না।৯

হা রাজশ্রেষ্ঠ! হা ভূপতে! আমি এখানে এইরূপ দুঃখভোগ করিতে থাকিয়া বিলাপ করিতেছি, তথাপি আপনি যে আমাকে আশ্বাস করিতেছেন না, ইহা আপনার পক্ষে নৃশংসের কার্য্য হইতেছে।১০

রাজন্! আমি নিজের জন্য শোক করিতেছি না, অন্য কিছুর জন্যও শোক করিতেছি না; কিন্তু আপনি একাকী থাকিয়া দিনে দিনে কিরূপ হইয়া পড়িবেন—ইহা ভাবিয়া আপনার জন্যই শোক করিতেছি।১১

ততঃ সা তীব্রশোকার্ত্তা প্রদীপ্তেব চ মন্যুনা।
ইতশ্চেতশ্চ রুদতী পর্য্যধাবত দুঃখিতা ॥১৩

মুহুরুৎপততে বালা মুহুঃ পততি বিহ্বলা।
মুহুরালীয়তে ভীতা মুহুঃ ক্রোশতি রোদিতি ॥১৪

সা তীব্রশোকসন্তপ্তা মুহুর্নিঃশ্বস্য দুঃখিতা।
উবাচ ভৈমী নিষ্ক্রান্তা রোদমানা পতিব্রতা ॥১৫

যস্যাভিশাপাদ্ দুঃখার্ত্তো দুঃখং বিন্দতি নৈষধঃ।
তস্য ভূতস্য নো দুঃখাদ্ দুঃখমপ্যধিকং ভবেৎ ॥১৬

অপাপচেতসং পাপো য এবং কৃতবান্ নলম্।
তস্মাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য জীবত্বসুখজীবিকাম্ ॥১৭

এবং তু বিলপন্তী সা রাজ্ঞো ভার্য্যা মহাত্মনঃ।
অন্বেষতি স্ম ভর্ত্তারং বনে শ্বাপদসেবিতে ॥১৮
উন্মত্তবদ্ ভীমসুতা বিলপন্তী ইতস্ততঃ।
হা হা রাজন্নিতি মুহুরিতশ্চেতশ্চ ধাবতি ॥১৯
তাং শুষ্যমাণামত্যর্থং কুররীমিব বাশতীম্।
করুণং বহু শোচন্তীং বিলপন্তীং মুহুর্মুহুঃ ॥২০
সহসাভ্যাগতাং ভৈমীমভ্যাসপরিবর্ত্তিনীম্।
জগ্রাহাজগরো গ্রাহো মহাকায়ঃ ক্ষুধান্বিতঃ ॥২১
সা গ্রস্যমানা গ্রাহেণ শোকেন চ পরিপ্লুতা।
নাত্মানং শোচতি তথা যথা শোচতি নৈষধম্ ॥২২
হা নাথ মামিহ বনে গ্রস্যমানামনাথবৎ।
গ্রাহেণানেন বিজনে কিমর্থং নানুধাবসি ॥২৩

রাজন্। আপনি তৃষিত, ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া অদ্য সন্ধ্যাকালেই যদি বৃক্ষমূলে আমাকে দেখিতে না পান, তবে তখনই আপনি কিরূপ হইয়া পড়িবেন।।১২

তাহার পর দুঃখিতা ও তীব্রশোকার্ত্তা দময়ন্তী বিষাদবহ্নিতে যেন দগ্ধ হইতে থাকিয়াই রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিলেন।।১৩

অত্যন্ত আকুলা দময়ন্তী বার বার উঠিতে লাগিলেন, বার বার পড়িতে থাকিলেন, আবার ভীত হইয়া বার বার মণ্ডপস্তম্ভের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে লাগিলেন এবং বার বার নলকে ডাকিতে লাগিলেন ও রোদন করিতে থাকিলেন।।১৪

তাহার পর তীব্রশোকসন্তপ্তা ও অত্যন্তদুঃখিতা পতিব্রতা দময়ন্তী বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই ধর্মশালা হইতে নির্গত হইয়া বলিলেন।।১৫

রাজা নল যাহার অভিশাপে দুঃখার্ত্ত হইয়া আরও দুঃখ পাইতেছেন, সেই প্রাণীর দুঃখ আমাদের দুঃখ অপেক্ষাও অধিক দুঃখ হইবে।।১৬

যে পাপাত্মা নিষ্পাপচিত্ত রাজা নলকে এইরূপ করিয়াছে, সে পাপাত্মা দুঃখময় জীবিকা পাইয়া নল অপেক্ষাও গুরুতর দুঃখে জীবন যাপন করুক।।১৭

মহাত্মা নলের ভার্য্যা দময়ন্তী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিয়া হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ বনে স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।।১৮

দময়ন্তী উন্মত্তার ন্যায় নানাদিকে যাইয়া বিলাপ করত 'হা হা রাজন্!' বলিয়া বার বার ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিলেন।।১৯

শোকে শুষ্কপ্রায়া, কুররী-(বাজকুরুল) পক্ষিণীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে অব্যক্তশব্দায়মানা, করুণস্বরে বহুতর শোককারিণী এবং অনবরত বিলাপপরায়ণা দময়ন্তী নিকটবর্ত্তিনী হইলে, তৎক্ষণাৎ হিংস্র জলজন্তুর ন্যায় বিশাল-দেহ ও ক্ষুধার্ত্ত এক অজগর তাঁহাকে ধরিল।২০-২১

অজগর তাঁহাকে গ্রাস করিতে থাকিলেও শোকাকুলা দময়ন্তী তখনও নলের জন্য যেরূপ শোক করিতেছিলেন, নিজের জন্য তিনি সেরূপ শোক করিলেন না।২২

হা নাথ! এই অজগর এই নির্জন বনমধ্যে

কথং ভবিষ্যসি পুনর্মামনুস্মৃত্য নৈষধ।
কথং ভবান্ জগামাদ্য মামুৎসৃজ্য বনে প্রভো ॥২৪

পাপান্মুক্তঃ পুনর্লব্ধ্বা বুদ্ধিং চেতো ধনানি চ।
শ্রান্তস্য তে ক্ষুধার্ত্তস্য পরিম্লানস্য নৈষধ ॥
কঃ শ্রমং রাজশার্দূল নাশয়িষ্যতি তেঽনঘ ॥২৫

ততঃ কশ্চিন্মৃগব্যাধো বিচরন্ গহনে বনে।
আক্রন্দমানাং সংশ্রুত্য জবেনাভিসসার হ ॥২৬

তাং স দৃষ্ট্বা তথা গ্রস্তামুরগেণায়তেক্ষণাম্।
ত্বরমাণো মৃগব্যাধঃ সমভিক্রম্য বেগতঃ ॥২৭

মুখতঃ পাটয়ামাস শস্ত্রেণ নিশিতেন চ।
নির্বিচেষ্টং ভুজঙ্গং তং বিশস্য মৃগজীবনঃ ॥২৮

মোক্ষয়িত্বা স তাং ব্যাধঃ প্রক্ষাল্য সলিলেন হ।
সমাশ্বাস্য কৃতাহারামথ পপ্রচ্ছ ভারত ॥২৯

কস্য ত্বং মৃগশাবাক্ষি কথং চাভ্যাগতা বনম্।
কথং চেদং মহৎ কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তবত্যসি ভাবিনি ॥৩০

দময়ন্তী তথা তেন পৃচ্ছ্যমানা বিশাম্পতে।
সর্ব্বমেতদ্ যথাবৃত্তমাচচক্ষেঽস্য ভারত ॥৩১

তামর্দ্ধবস্ত্রসংবীতাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
সুকুমারানবদ্যাঙ্গীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥৩২

অরালপক্ষ্মনয়নাং তথা মধুরভাষিণীম্।
লক্ষয়িত্বা মৃগব্যাধঃ কামস্য বশমীয়িবান্ ॥৩৩

তামথ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা লুব্ধকো মৃদুপূর্ব্বয়া।
সান্ত্বয়ামাস কামার্ত্তস্তদবুধ্যত ভাবিনী ॥৩৪

অনাথার ন্যায় আমাকে গ্রাস করিতেছে; আপনি কেন দ্রুত আগমন করিতেছেন না?২৩

হে নিষধরাজ! আপনি আমাকে স্মরণ করিয়া পুনরায় কি প্রকার হইয়া পড়িবেন; প্রভো! আপনি কেন আজ আমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন?২৪

হে নিষ্পাপ নিষধরাজ! আপনি ইহার পরে মোহমুক্ত হইয়া নিজের প্রকৃত জ্ঞান ও ধন লাভ করিয়া যখন পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও অত্যন্ত ম্লান হইবেন, হে নৃপোত্তম! তখন আমি ছাড়া কে আপনার ক্লান্তি দূর করিবে?২৫

তাহার পর সেই সময় কোন ব্যাধ নিবিড় বনে বিচরণ করিতেছিল, সে দময়ন্তীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সত্বর আগমন করিল।২৬

তৎপরে বৃহৎ এক অজগর আয়তনয়না দময়ন্তীকে গ্রাস করিতেছে দেখিয়া সেই ব্যাধ সত্বর আক্রমণ করত নিশিত অস্ত্রদ্বারা বেগে সেই অজগরের মুখের একপার্শ্ব ফাড়িয়া ফেলিল। এই ভাবে সেই ব্যাধ সেই নিশ্চল সর্পকে সংহার করিয়া দময়ন্তীকে মুক্ত করিল এবং জলদ্বারা তাঁহার অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে কিছু খাইতে দিল, দময়ন্তী তাহা আহার করিলে, হে ভারত! ব্যাধ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।২৭-২৯

হরিণশাবকনয়নে! তুমি কাহার স্ত্রী? কি জন্যই বা বনে আসিয়াছ? ভাবিনি! কি কারণেই বা এই গুরুতর কষ্ট ভোগ করিলে?।৩০

হে ভরতনন্দন! হে রাজন্! ব্যাধ সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দময়ন্তী যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্তই তাহার নিকট বলিলেন।৩১

তখন দময়ন্তীর নাভি হইতে নিম্নভাগ বস্ত্রখণ্ডে আবৃত ছিল, নিতম্ব দুইটী ও স্তন দুইটী স্থূল, সমস্ত অঙ্গ কোমল ও অনিন্দনীয়, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের তুল্য, নয়নের লোমগুলি সরল এবং ভাষা সুমধুর; সেই সমস্ত দেখিয়া ব্যাধ কামের বশবর্ত্তী হইল।৩২-৩৩

তাহার পর কামার্ত্ত ব্যাধ কোমল বাক্যে ও কোমল ভাবে দময়ন্তীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল; দময়ন্তী তাহা বুঝিতে পারিলেন।৩৪

দময়ন্ত্যপি তং দুষ্টমুপলভ্য পতিব্রতা।
তীব্ররোষসমাবিষ্টা প্রজজ্বালেব মন্যুনা ॥৩৫
স তু পাপমতিঃ ক্ষুদ্রঃ প্রধর্ষয়িতুমাতুরঃ।
দুর্দ্ধর্ষাং তর্কয়ামাস দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥৩৬
দময়ন্তী তু দুঃখার্ত্তা পতিরাজ্যবিনাকৃতা।
অতীতবাক্‌পথে কালে শশাপৈনং রুষান্বিতা ॥৩৭
যদাহং নৈষধাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথায়ং পততাং ক্ষুদ্রো পরাসুর্ম্মৃগজীবনঃ ॥৩৮
উক্তমাত্রে তু বচনে তথা স মৃগজীবনঃ।
ব্যসুঃ পপাত মেদিন্যামগ্নিদগ্ধ ইব দ্রুমঃ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি অজগরগ্রস্তদময়ন্তীমোচনে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

তখন পতিব্রতা দময়ন্তী সেই দুষ্ট ব্যাধের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, ক্রমে ক্রমে যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।৩৫

কিন্তু কামাতুর, নীচ এবং পাপাত্মা ব্যাধও তখন বলপূর্ব্বক রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্যই দময়ন্তীকে স্পর্শ করা দুষ্কর বলিয়া মনে করিল।৩৬

রাজ্য ত পূর্ব্বেই গিয়াছে, পতিও চলিয়া গিয়াছেন; তাই অত্যন্ত দুঃখার্ত্তা দময়ন্তী ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অবর্ণনীয় সময়ে ব্যাধকে অভিসম্পাত করিলেন।৩৭

যখন আমি নলভিন্ন অন্য পুরুষকে মনেও চিন্তা করি না, তখন এই নীচ ব্যাধ প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হউক।৩৮

দময়ন্তী সেইরূপ কথা বলিবামাত্র সেই ব্যাধ—অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে অজগর কর্ত্তৃক গ্রস্তা দময়ন্তীমোচনে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দময়ন্ত্যা বিলাপঃ প্রলাপশ্চ, তাপসানাং দময়ন্ত্যৈ আশ্বাসদানম্, বণিগ্‌ভিঃ সহ তস্যাঃ সাক্ষাৎকারশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
সা নিহত্য মৃগব্যাধং প্রতস্থে কমলেক্ষণা।
বনং প্রতিভয়ং শূন্যং ঝিল্লিকাগণনাদিতম্ ॥১
সিংহ-দ্বীপি-রুরু-ব্যাঘ্র-মহিষর্ক্ষগণৈর্যুতম্।
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং ম্লেচ্ছ-তস্করসেবিতম্ ॥২
শাল-বেণু-ধবাশ্বত্থ-তিন্দুকেঙ্গুদ-কিংশুকৈঃ।
অর্জ্জুনারিষ্টস্যন্দনৈশ্চ সশাল্মলৈঃ ॥৩

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[দময়ন্তীর বিলাপ ও প্রলাপ, তাপসগণ কর্ত্তৃক দময়ন্তীকে আশ্বাস দান এবং বণিগ্‌গণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—পদ্মনয়না দময়ন্তী ব্যাধকে বধ করিয়া (নলের অন্বেষণে) ভয়ঙ্কর শূন্য বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সে বনে বহু ঝিঁঝি পোকা ডাকিতেছিল।১

জম্ব্বাম্র-লোধ্র-খদির-সাল-বেত্রসমাকুলম্।
পদ্মকামলক-প্লক্ষ-কদম্বোডুম্বরাবৃতম্ ॥৪

বদরী-বিল্বসঙ্কীর্ণং ন্যগ্রোধৈশ্চ সমাকুলম্।
প্রিয়াল-তাল-খর্জ্জূর-হরীতক-বিভীতকৈঃ ॥৫

নানাধাতুশতৈর্নদ্ধান্ বিবিধানপি চাচলান্।
নিকুঞ্জান্ পক্ষিসংঘুষ্টান্ দরীশ্চাদ্ভুতদর্শনাঃ ॥৬

নদীঃ সরাংসি বাপীশ্চ বিবিধাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
সা বহূন্ ভীষরূপাংশ্চ পিশাচোরগ-রাক্ষসান্ ॥৭

পল্বলানি তড়াগানি গিরিকূটানি সর্বশঃ।
সরিতো নির্ঝরাংশ্চৈব দদর্শাদ্ভুতদর্শনান্ ॥৮

যূথশো দদৃশে চাত্র বিদর্ভাধিপনন্দিনী।
মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ ঋক্ষাংশ্চ বনপন্নগান্ ॥৯

তেজসা যশসা লক্ষ্ম্যা স্থিত্যা চ পরয়া যুতা।
বৈদর্ভী বিচরন্ত্যেকা নলমন্বেষতী তদা ॥১০

নাবিভ্যৎ সা নৃপসুতা ভৈমী তত্রাথ কস্যচিৎ।
দারুণামটবীং প্রাপ্য ভর্তৃব্যসনপীড়িতা ॥১১

বিদর্ভতনয়া রাজন্ বিললাপ সুদুঃখিতা।
ভর্তৃশোকপরীতাঙ্গী শিলাতলমথাশ্রিতা ॥১২

দময়ন্ত্যুবাচ।

ব্যূঢ়োরস্ক মহাবাহো নৈষধানাং জনাধিপ।
ক নু রাজন্ গতোঽস্যদ্য বিসৃজ্য বিজনে বনে ॥১৩

অশ্বমেধাদিভির্বীর ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
কথমিষ্ট্বা নরব্যাঘ্র ময়ি মিথ্যা প্রবর্ত্তসে ॥১৪

সে বন সিংহ, ব্যাঘ্রবিশেষ (কেঁদুয়া বাঘ), সাধারণ ব্যাঘ্র, রুরুহরিণ অন্যান্য হরিণ, মহিষ, ভল্লুক ও নানাবিধ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ ছিল; আর তাহাতে ম্লেচ্ছ ও তস্করগণ বিচরণ করিত এবং সে বন শাল, বাঁশ, ধব, অশ্বত্থ, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, কিংশুক, অর্জ্জুন, নিম্ব, তিনিস, শাল্মলী, জম্বু, আম্র, লোধ্র, খদির, শাক, বেত্র, পদ্মক, আমলকী, পর্কটী, কদম্ব, উডুম্বর, বদরী, বিল্ব, বট, পিয়াল, তাল, খর্জ্জুর, হরীতকী ও বিভীতকীবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল।২-৫

তারপর দময়ন্তী দেখিলেন—সেই বনে নানাবিধ পর্ব্বত রহিয়াছে, সেগুলি হইতে বহুবিধ ধাতু নির্গত হইতেছে; বহুতর কুঞ্জ আছে, তাহার ভিতরে পক্ষিগণ রব করিতেছে এবং অনেক গুহা আছে, সেগুলির আকৃতি অদ্ভুত; আর দেখিলেন—বহুতর নদী, সরোবর, দীঘী, নানাবিধ পশু ও পক্ষী, ভয়ঙ্করাকৃতি বহুতর পিশাচ, সর্প ও রাক্ষস; অনেক ক্ষুদ্র জলাশয়, বৃহৎ জলাশয়, সর্ব্বপ্রকার পর্ব্বতশৃঙ্গ, ক্ষুদ্র নদী এবং অদ্ভুতাকৃতি বহু নির্ঝর রহিয়াছে।৬-৮

বিদর্ভরাজকুমারী দময়ন্তী সেই বনমধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু মহিষ, শূকর, ভল্লুক ও বনজাত সর্পে দেখিলেন।৯

অসাধারণ তেজ, যশ, কান্তি ও মর্য্যাদাসম্পন্না দময়ন্তী তখন একাকিনীই নলের অন্বেষণে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১০

ভর্তৃবিরহপীড়িতা রাজকন্যা দময়ন্তী সেই ভয়ঙ্কর-বন মধ্যেও কোন জন্তু হইতে ভীত হইলেন না।১১

রাজন্! তাহার পর ভর্তৃশোকে আকুল ও অতি-দুঃখিতা দময়ন্তী একটি শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।১২

দময়ন্তী বলিলেন,—বিশালবক্ষা মহাবাহু নিষধ-রাজ! আপনি আজ আমাকে নির্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন?১৩

বীর নরশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া আমার উপরে কেন মিথ্যা ব্যবহার করিতেছেন?১৪

যৎ ত্বয়োক্তং নরশ্রেষ্ঠ তৎ সমক্ষং মহাদ্যুতে।
স্মর্তুমর্হসি কল্যাণ বচনং পার্থিবর্ষভ ॥১৫

যচ্চোক্তং বিহগৈর্হংসৈঃ সমীপে তব ভূমিপ।
মৎসমক্ষং যদুক্তঞ্চ তদবেক্ষিতুমর্হসি ॥১৬

চত্বার একতো বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ।
স্বধীতা মনুজব্যাঘ্র সত্যমেকং কিলৈকতঃ ॥১৭

তস্মাদর্হসি শত্রুঘ্ন সত্যং কর্তুং নরেশ্বর।
উক্তবানসি যদ্ বীর মৎসকাশে পুরা বচঃ ॥১৮

হা বীর নল নামাহং নষ্টা কিল তবানঘ।
অস্যামটব্যাং ঘোরায়াং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥১৯

কর্ষয়ত্যেষ মাং রৌদ্রো ব্যাত্তাস্যো দারুণাকৃতিঃ
অরণ্যরাট্ ক্ষুধাবিষ্টঃ কিং মাং ন ত্রাতুমর্হসি ॥২০

ন মে ত্বদন্যা কাচিদ্ধি প্রিয়াস্তীত্যব্রবীঃ সদা।
তামৃতাং কুরু কল্যাণ পুরোক্তাং ভারতীং নৃপ ॥২১

উন্মত্তাং বিলপন্তীং মাং ভার্য্যামিষ্টাং নরাধিপ।
ঈপ্সিতামীপ্সিতোঽসি ত্বং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥২২

কৃশাং দীনাং বিবর্ণাঞ্চ মলিনাং বসুধাধিপ।
বস্ত্রার্ধপ্রাবৃতামেকাং বিলপন্তীমনাথবৎ ॥২৩

যূথভ্রষ্টামিবৈকাং মাং হরিণীং পৃথুলোচন।
ন মানয়সি মামার্য্য রুদন্তীমরিকর্শন ॥২৪

মহারাজ মহারণ্যে অহমেকাকিনী সতী।
দময়ন্ত্যভিভাষে ত্বাং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥২৫

কুলশীলোপসম্পন্ন চারুসর্বাঙ্গশোভন।
নাদ্য ত্বাং প্রতিপশ্যামি গিরাবস্মিন্ নরোত্তম ॥২৬

নরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বিন্! মঙ্গলভাজন! রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার সমক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য করুন।১৫

রাজন্! গগনবিহারী হংসগণ আপনার নিকটে যাহা বলিয়াছিল এবং আমার সমক্ষে যাহা কহিয়াছিল, সেই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করুন।১৬

নরশ্রেষ্ঠ! যদি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পুরাণ প্রভৃতির সহিত সবিস্তারে চারিটী বেদের স্বাধ্যায় একদিকে এবং সত্য অন্যদিকে থাকে,—তবে এই উভয়ের মধ্যে সত্যই শ্রেষ্ঠ।১৭

অতএব হে শত্রুনাশন বীর নরনাথ! আপনি পূর্ব্বে আমার নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য করুন।১৮

হা নিষ্পাপ বীর! আমি ধারণা করি যে, আমি আপনার প্রিয়, কিন্তু তবে এই ভয়ঙ্কর বনে আমার কথার উত্তর দিতেছেন না কেন?১৯

ভয়ঙ্করস্বভাব, দারুণাকৃতি, বিবৃতবদন ও ক্ষুধার্ত্ত সিংহ আমাকে নিশ্চয়ই আক্রমণ করিবে, আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না?২০

মঙ্গলভাজন! আপনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, তুমি ভিন্ন অন্য কোন রমণীই আমার প্রিয় নহে। রাজন্! আপনার এই পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য করুন।২১

নরনাথ! আপনি আমার প্রিয় ভর্ত্তা, আমিও আপনার প্রিয়া ভার্য্যা, এই অবস্থায় আমি উন্মত্তা হইয়া বিলাপ করিতেছি, আপনি উত্তর দিতেছেন না কেন?২২

হে বিশালনয়ন সম্মানযোগ্য শত্রুনাশন রাজন্! আমি এখন যূথভ্রষ্টা একাকিনী হরিণীর ন্যায় কৃশা, কাতরা, বিবর্ণা, ধূলিধূসরা ও অর্দ্ধবস্ত্রে আবৃতা হইয়া অনাথার ন্যায় একা বিলাপ ও রোদন করিতেছি; আপনি আসিয়া কেন আদর করিতেছেন না?২৩-২৪

মহারাজ! আমি দময়ন্তী এই মহাবনে একাকিনী হইয়া আপনার উদ্দেশ্যে কত কথা বলিতেছি, আপনি কেন আমাকে কিছুই বলিতেছেন না?২৫

নরশ্রেষ্ঠ! আপনি উত্তম কুল ও শ্রেষ্ঠ শীলসম্পন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; হায়! সেই অবস্থায় আপনাকে আজ এই পর্ব্বতে দেখিতে পাইতেছি না।২৬

বনে চাস্মিন্ মহাঘোরে সিংহ-ব্যাঘ্রনিষেবিতে।
শয়ানমুপবিষ্টং বা স্থিতং বা নিষধাধিপ ॥২৭
প্রস্থিতং বা নরশ্রেষ্ঠ মম শোকবিবর্দ্ধন।
কং নু পৃচ্ছামি দুঃখার্ত্তা ত্বদর্থে শোককর্শিতা ॥২৮
কচ্চিদ্ দৃষ্টস্ত্বয়ারণ্যে সঙ্গত্যেহ নলো নৃপঃ।
কো নু মে বাথ প্রষ্টব্যো বনেঽস্মিন্ প্রস্থিতং নলম্ ॥২৯
অভিরূপং মহাত্মানং পরব্যূহবিনাশনম্।
যমন্বেষসি রাজানং নলং পদ্মনিভেক্ষণম্ ॥৩০
অয়ং স ইতি কস্যাদ্য শ্রোষ্যামি মধুরাং গিরম্।
অরণ্যরাড়য়ং শ্রীমাংশ্চতুর্দংষ্ট্রো মহাহনুঃ ॥৩১
শার্দ্দূলোঽভিমুখোঽভ্যেতি প্রক্ষ্যাম্যেনমশঙ্কিতা।
ভবান্ মৃগাণামধিপস্ত্বমস্মিন্ কাননে প্রভুঃ ॥৩২
বিদর্ভরাজতনয়াং দময়ন্তীতি বিদ্ধি মাম্।
নিষধাধিপতের্ভার্য্যাং নলস্যামিত্রঘাতিনঃ ॥৩৩
পতিমন্বেষতীমেকাং কৃপণাং শোককর্শিতাম্।
আশ্বাসয় মৃগেন্দ্রেহ যদি দৃষ্টস্ত্বয়া নলঃ ॥৩৪
অথবা ত্বং বনপতে নলং যদি ন শংসসি।
মাং খাদয় মৃগশ্রেষ্ঠ দুঃখাদস্মাদ্ বিমোচয় ॥৩৫
শ্রুত্বারণ্যে বিলপিতং ন মামাশ্বাসয়ত্যয়ম্।
যাত্যেতাং স্বাদুসলিলামাপগাং সাগরঙ্গমাম্ ॥৩৬
ইমং শিলোচ্চয়ং পুণ্যং শৃঙ্গৈর্বহুভিরুচ্ছ্রিতৈঃ।
বিরাজিতং দিবস্পৃগ্‌ভির্নৈকবর্ণৈর্মনোরমৈঃ ॥৩৭
নানাধাতুসমাকীর্ণং বিবিধোপলভূষিতম্।
অস্যারণ্যস্য মহতঃ কেতুভূতমিবোত্থিতম্ ॥৩৮
সিংহ-শার্দ্দূল-মাতঙ্গ-বরাহর্ক্ষ-মৃগাযুতম্।
পতৎত্রিভির্বহুবিধৈঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥৩৯

নিষধরাজ! নরশ্রেষ্ঠ! আমার শোকবর্দ্ধক! সিংহ ও ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ এই মহাভয়ঙ্কর বনে দুঃখার্ত্তা ও শোকাকুলা অবস্থায় আমি শায়িত, উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান বা গমনকারী কোন্ ব্যক্তিকে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিব?২৭-২৮

'আপনি কি এই বনে রাজা নলের সহিত সম্মিলিত হইয়া উঁহাকে দেখিয়াছেন?' এই ভাবে আমি এই বনমধ্যে প্রস্থিত নলরাজার বিষয় কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব?২৯

অতীব মনোহর মূর্ত্তিধারী, মহাত্মা, শক্রসৈন্য-হন্তা এবং পদ্মনয়ন যে নলরাজাকে তুমি অন্বেষণ করিতেছ, এই তিনি।'—এইরূপ মধুর বাক্য আজ আমি কাহার নিকট শুনিব? (সে যাহা হউক,) হৃষ্ট-পুষ্ট-শরীর, বিশালদন্তচতুষ্টয়যুক্ত ও বিশাল হনুশালী এই বনাধিপতি সিংহ এই দিকেই আসিতেছে; আমি নিঃশঙ্কচিত্তে উহাকেই জিজ্ঞাসা করি—'পশুশ্রেষ্ঠ! আপনি পশুদের অধিপতি এবং এই বনের রাজা; আপনি অবগত হউন যে, আমি বিদর্ভরাজের দুহিতা এবং শক্রহন্তা নিষধাধিপতি নলরাজার ভার্য্যা, আমার নাম—'দময়ন্তী'; আমি শোকার্ত্তা ও কাতরা হইয়া একাকিনী পতির অন্বেষণ করিতেছি। অতএব পশুরাজ! আপনি যদি নলরাজাকে দেখিয়া থাকেন তবে তাঁহার বৃত্তান্ত বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করুন।৩০-৩৪

হে বনরাজ! হে পশুশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি নলরাজার বিষয় না বলেন, তবে আমাকে ভক্ষণ করুন এবং এই দুঃখ হইতে মুক্ত করুন।৩৫

অহো! এই ব্যাঘ্র আমার বিলাপ শুনিয়াও আমাকে আশ্বস্ত করিল না, কিন্তু স্বাদিষ্টজলে পরিপূর্ণা সাগরগামিনী এই নদীর দিকে যাইতেছে।৩৬

এই একটী পবিত্র উন্নত আকাশস্পর্শী পর্ব্বত, নানাবর্ণ ও মনোহর বহু শৃঙ্গে উহা শোভা পাইতেছে; এই পর্ব্বতটী গৈরিক প্রভৃতি বহুবিধ ধাতুতে ব্যাপ্ত, নানাবিধ প্রস্তরে ভূষিত এবং এই মহারণ্যের ধ্বজের ন্যায় উত্থিত রহিয়াছে; ইহাতে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী,

কিংশুকাশোক-বকুল-পুন্নাগৈরুপশোভিতম্।
কর্ণিকার-ধব-প্লক্ষৈঃ সুপুষ্পৈরুপশোভিতম্ ॥৪০
সারদ্ভিঃ সবিহঙ্গাভিঃ শিখরৈশ্চ সমাকুলম্।
গিরিরাজমিমং তাবৎ পৃচ্ছামি নৃপতিং প্রতি ॥৪১
ভগবন্নচলশ্রেষ্ঠ দিব্যদর্শন বিশ্রুত।
শরণ্য বহুকল্যাণ নমস্তেঽস্তু মহীধর ॥৪২
প্রণমাম্যভিগম্যাহং রাজপুত্রীং নিবোধ মাম্।
রাজ্ঞঃ স্নুষাং রাজভার্য্যাং দময়ন্তীতি বিশ্রুতাম্ ॥৪৩
রাজা বিদর্ভাধিপতিঃ পিতা মম মহারথঃ।
ভীমো নাম ক্ষিতিপতিশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা ॥৪৪
রাজসূয়াশ্বমেধানাং ক্রতুনাং দক্ষিণাবতাম্।
আহর্ত্তা পার্থিবশ্রেষ্ঠঃ পৃথচার্বঞ্চিতেক্ষণঃ ॥৪৫
ব্রহ্মণ্যঃ সাধুবৃত্তশ্চ সত্যবাগনসূয়কঃ।
শীলবান্ বীর্য্যসম্পন্নঃ পৃথুশ্রীর্ধর্মবিচ্ছুচিঃ ॥৪৬
সম্যগ্ গোপ্তা বিদর্ভাণাং নির্জিতারিগণঃ প্রভুঃ।
তস্য মাং বিদ্ধি তনয়াং ভগবংস্ত্বামুপস্থিতাম্ ॥৪৭
নিষধেষু মহারাজঃ শ্বশুরো মে নরোত্তমঃ।
গৃহীতনামা বিখ্যাতো বীরসেন ইতি স্ম হ ॥৪৮
তস্য রাজ্ঞঃ সুতো বীরঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ।
ক্রমপ্রাপ্তং পিতুঃ স্বং যো রাজ্যং সমনুশাস্তি হ ॥৪৯
নলো নামারিদমনঃ পুণ্যশ্লোক ইতি শ্রুতঃ।
ব্রহ্মণ্যো বেদবিদ্ বাগ্মী পুণ্যকৃৎ সোমপোঽগ্নিমান্ ॥৫০
যষ্টা দাতা চ যোদ্ধা চ সম্যক্ চৈব প্রশাসিতা।
তস্য মামচলশ্রেষ্ঠ বিদ্ধি ভার্য্যামিহাগতাম্ ॥৫১
ত্যক্তশ্রিয়ং ভর্ত্তৃহীনামনাথাং ব্যসনান্বিতাম্।
অন্বেষমাণাং ভর্ত্তারং ত্বং মাং পর্বতসত্তম ॥৫২

বরাহ, ভল্লুক ও হরিণগণ বিচরণ করিতেছে; নানাবিধ পক্ষী সকল দিকে রব করিয়া বেড়াইতেছে; মনোহরপুষ্পশালী কিংশুক, অশোক, বকুল, পুন্নাগ স্থলপদ্ম, ধব ও পর্কটী বৃক্ষসকল এবং অন্যান্য পুষ্পিত বৃক্ষসকল উহার শোভা জন্মাইতেছে।৩৭-৪০

ঐ পর্ব্বতে অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আবার পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে এবং বহুতর শিখর পর্ব্বতমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতরাজের নিকট নলরাজার বিষয় জিজ্ঞাসা করি।৪১

দিব্যদর্শন! বিশ্ববিখ্যাত! শরণাগতরক্ষক! বহুমঙ্গলময়! পৃথিবীধর! ভগবন্! পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার।৪২

আমি আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি জানুন যে, আমি রাজার কন্যা, রাজার পুত্রবধূ এবং রাজার ভার্য্যা, আমার নাম 'দময়ন্তী'।৪৩

বিদর্ভদেশের অধিপতি ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণের রক্ষক মহারথ ভীমরাজা আমার পিতা। তিনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ও রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার নয়নযুগল বিশাল, মনোহর ও সরল। আর তিনি ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী, সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহারকারী, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, সচ্চরিত্র, বীর্য্যশালী, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, পবিত্র, যথাযথভাবে বিদর্ভদেশের রক্ষক, শত্রুবিজয়ী ও প্রভাবসম্পন্ন। ভগবন্ পর্ব্বতরাজ! আমি তাঁহারই কন্যা, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, ইহা আপনি অবগত হউন।৪৪-৪৭

নিষধদেশের অধিপতি, নরশ্রেষ্ঠ এবং প্রাতঃস্মরণীয়নামা মহারাজ বীরসেন আমার শ্বশুর ছিলেন।৪৮

সেই রাজার পুত্র, মহাবীর, পরমসুন্দর এবং যথার্থবিক্রমশালী যে নল উত্তরাধিকারিক্রমে পিতার রাজ্য শাসন করিতেন, যিনি শত্রুবিজয়ী, 'পুণ্যশ্লোক'-নামে বিখ্যাত, ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী, বেদবিৎ, বাগ্মী

সমুল্লিখদ্ভিরেতৈর্হি ত্বয়া শৃঙ্গশতৈর্নৃপঃ।
কচ্চিদ্ দৃষ্টোঽচলশ্রেষ্ঠ বনেঽস্মিন্ দারুণে নলঃ ॥৫৩
গজেন্দ্রবিক্রমো ধীমান্ দীর্ঘবাহুরমর্ষণঃ।
বিক্রান্তঃ সত্ত্ববান্ বীরো ভর্ত্তা মম মহাযশাঃ ॥
নিষধানামধিপতিঃ কচ্চিদ্ দৃষ্টস্ত্বয়া নলঃ ॥৫৪
বিলপন্তীং কিমেকাং মাং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিহ্বলাম্।
গিরা নাশ্বাসয়স্যদ্য স্বাং সুতামিব দুঃখিতাম্ ॥৫৫
বীর বিক্রান্ত ধর্মজ্ঞ সত্যসন্ধ মহীপতে
যদ্যস্মিন্ বনে রাজন্ দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥৫৬
কদা সুস্নিগ্ধগম্ভীরাং জীমূতস্বনসন্নিভাম্।
শ্রোষ্যামি নৈষধস্যাহং বাচাং তামমৃতোপমাম্ ॥৫৭
বৈদর্ভীত্যেব বিস্পষ্টাং শুভাং রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
আম্নায়সারিণীমৃদ্ধাং মম শোকাবনাশিনীম্।
ভীতামাশ্বাসয় চ মাং নৃপতে ধর্ম্মবৎসল ॥৫৮

ইতি সা তং গিরিশ্রেষ্ঠমুক্ত্বা পার্থিবনন্দিনী।
দময়ন্তী ততো ভূয়ো জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥৫৯
সা গত্বা ত্রীনহোরাত্রান্ দদর্শ পরমাঙ্গনা।
তাপসারণ্যমতুলং দিব্যকাননশোভিতম্ ॥৬০
বশিষ্ঠ-ভৃগ্বত্রিসমৈস্তাপসৈরুপশোভিতম্।
নিয়তৈঃ সংযতাহারৈর্দম-শৌচসমন্বিতৈঃ ॥৬১
অব্‌ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ পত্রাহারৈস্তথৈব চ।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহাভাগৈঃ স্বর্গমার্গদিদৃক্ষুভিঃ ॥৬২
বল্কলাজিনসংবীতৈর্মুনিভিঃ সংযতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তাপসাধ্যুষিতং রম্যং দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৬৩
নানামৃগগণৈর্জুষ্টং শাখামৃগগণাযুতম্।
তাপসৈঃ সমুপেতঞ্চ সা দৃষ্ট্বৈব সমাশ্বসৎ ॥৬৪

পুণ্যকর্মকারী, সোমপায়ী, সাগ্নিক, যজ্ঞকারী, দাতা, এবং সম্যক্ শাসনকর্ত্তা। হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! সেই নলরাজারই আমি ভার্য্যা; কিন্তু সম্প্রতি সেই নল কর্তৃকপরিত্যক্তা, অনাথা, কান্তিহীনা ও বিপন্না হইয়া সেই ভর্ত্তারই অন্বেষণ করিতে করিতে আমি এখানে আসিয়াছি, ইহাও আপনি অবগত হউন ৪৯-৫২

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আপনি এই সকল গগনস্পর্শী শৃঙ্গদ্বারা এই ভয়ঙ্কর বনমধ্যে নলরাজাকে কি দেখিয়াছেন?৫৩

গজেন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, বুদ্ধিমান্, দীর্ঘবাহু, দুঃখাসহিষ্ণু, অত্যন্তশক্তিসম্পন্ন, অধ্যবসায়ী, বীর ও মহাযশস্বী নিষধরাজ নলকে কি আপনি দেখিয়াছেন?৫৪

হা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিজের কন্যার মত বিহ্বলা ও দুঃখিতা হইয়া একাকিনী বিলাপ করিতেছি, তথাপি আপনি আজ বাক্যদ্বারাও আমাকে আশ্বস্ত করিতেছেন না কেন?৫৫

বীর! বিক্রান্ত! ধর্ম্মজ্ঞ! সত্যপ্রতিজ্ঞ! রাজন্! আপনি যদি এই বনে থাকেন, তবে নিজেই নিজের দর্শন দান করুন।৫৬

হায়! মেঘধ্বনির ন্যায় অতিস্নিগ্ধ ও গম্ভীর, অমৃতের ন্যায় মধুর, আমার পক্ষে বেদের তুল্য প্রমাণ, শোকনাশক ও মঙ্গলসূচক এবং উত্তম পদ ও অর্থসম্পন্ন 'বৈদর্ভি!' এই প্রকার নলরাজার বাক্য আবার কবে শুনিতে পাইব? হা ধর্ম্মবৎসল রাজন্! আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে আশস্ত করুন ৫৭-৫৮

রাজনন্দিনী দময়ন্তী এই ভাবে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে বলিয়া তাহার পর আবার উত্তরদিকে গমন করিতে লাগিলেন।৫৯

নারীশ্রেষ্ঠ দময়ন্তী তিন অহোরাত্র উত্তরদিকে যাইয়া দিব্য বনসুশোভিত একটী অতুলনীয় তপোবন দেখিতে পাইলেন।৬০

সেই তপোবনের মধ্যে অনেকগুলি মনোহর

সুভ্রূঃ সুকেশী সুশ্রোণী সুকুচা সুদ্বিজাননা ।
বর্চস্বিনী সুপ্রতিষ্ঠা স্বসিতায়তলোচনা ॥৬৫

সা বিবেশাশ্রমপদং বীরসেনসুতপ্রিয়া ।
যোষিদ্রত্নং মহাভাগা দময়ন্তী তপস্বিনী ॥৬৬

সাভিবাদ্য তপোবৃদ্ধান্ বিনয়াবনতা স্থিতা ।
স্বাগতং ত ইতি প্রোক্তা তৈঃ সর্ব্বৈস্তাপসোত্তমৈঃ ॥৬৭

পূজাং চাস্যা যথান্যায়ং কৃত্বা তত্র তপোধনাঃ ।
আস্যতামিত্যথোচুস্তে ব্রূহি কিং করবামহে ॥৬৮

তামুবাচ বরারোহা কচ্চিদ্ ভগবতামিহ ।
তপঃস্বগ্নিষু ধর্ম্মেষু মৃগপক্ষিষু চানঘাঃ ॥৬৯

কুশলং বো মহাভাগাঃ স্বধর্ম্মাচরণেষু চ ।
তৈরুক্তা কুশলং ভদ্রে সর্বত্রেতি যশস্বিনি ॥৭০

ব্রূহি সর্বানবদ্যাঙ্গি কা ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ।
দৃষ্ট্বৈব তে পরং রূপং দ্যুতিঞ্চ পরমামিহ ॥৭১

বিস্ময়ো নঃ সমুৎপন্নঃ সমাশ্বসিহি মা শুচঃ ।
অস্যারণ্যস্য দেবী ত্বমুতাহোহস্য মহীভৃতঃ ॥৭২

অস্যাশ্চ নদ্যাঃ কল্যাণি বদ সত্যমনিন্দিতে ।
সাব্রবীৎ তানৃষীন্ নাহমরণ্যস্যাস্য দেবতা ॥৭৩

ন চাপ্যস্য গিরের্বিপ্রা নৈব নদ্যাশ্চ দেবতা ।
মানুষীং মাং বিজানীত যূয়ং সর্ব্বে তপোধনাঃ ॥৭৪

আশ্রম দেখিলেন; সেখানকার তপস্বিগণ সকলেই ব্রতপরায়ণ, সংযতাহার, পবিত্র, মহাত্মা, স্বর্গলিপ্সু এবং বল্কল ও অজিনধারী ছিলেন, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জলমাত্র পান করিতেন, অনেকে বায়ুমাত্র ভোজন করিতেন, আবার অনেকে বৃক্ষের পত্রমাত্র আহার করিতেন।৬১-৬৩

আর, সেই তপোবনে নানাবিধ হরিণ ও বানর বিচরণ করিত এবং বহুতর তপস্বী বাস করিতেন, এতাদৃশ তপোবন দেখিয়াই দময়ন্তী আশস্ত হইলেন।৬৪

যাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, কেশকলাপ এবং নিতম্বযুগল, স্তনযুগল ও দন্তসমূহ মনোহর, যাঁহার অঙ্গের লাবণ্য ও অবস্থানের ভঙ্গী সুন্দর ছিল, যিনি তেজস্বিনী ও সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, যাঁহার নয়নযুগল কৃষ্ণবর্ণ, আয়ত ও মনোহর ছিল, সেই নলপ্রিয়া, রমণীরত্ন, মহাভাগা এবং তপস্বিনী দময়ন্তী সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।৬৫-৬৬

তিনি বৃদ্ধ তপস্বীদিগকে নমস্কার করত বিনয়ে অবনত হইয়া রহিলেন; তখন সেই সকল শ্রেষ্ঠ তপস্বিগণ তাঁহাকে বলিলেন—আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত?৬৭

সেই তপস্বিগণ যথানিয়মে উঁহার সম্মান করিয়া বলিলেন যে, আপনি উপবেশন করুন এবং আমরা আপনার কি করিব—বলুন।৬৮

সুন্দরী দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ভগবন্! এখানে আপনাদের তপস্যা, হোমাগ্নি এবং ধর্ম্মের কোনবিঘ্ন হয় নাই ত ও পশু-পক্ষীদিগের কোন বিপদ নাই ত?৬৯

মহাভাগগণ! আপনাদের ধর্ম্মাচরণের মঙ্গল ত? তাঁহারা বলিলেন,—ভদ্রে! যশস্বিনি! আমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল।৭০

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বল—তুমি কে? কি করিতেই বা ইচ্ছা করিতেছ? তোমার পরম রূপ এবং অতিশয় তেজ দেখিয়াই আমাদের বিস্ময় জন্মিয়াছে; তুমি আশস্ত হও, শোক করিও না। তুমি কি এই বনের দেবী? না এই পর্ব্বতের দেবী?৭১-৭২

অথবা এই নদীর দেবী? কল্যাণি! অনিন্দিতে! সত্য বল। তখন দময়ন্তী সেই ঋষিগণকে বলিলেন,—আমি এই বনের দেবতা নহি।৭৩

কিংবা এই পর্ব্বত বা এই নদীরও দেবতা নহি। তপোবনস্থিত ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সকলে আমাকে মানুষী বলিয়া জানুন।৭৪

বিস্তরেণাভিধাস্যামি তন্মে শৃণুত সর্ব্বশঃ ।
বিদর্ভেষু মহীপালো ভীমো নাম মহীপতিঃ ॥৭৫

তস্য মাং তনয়াং সর্ব্বে জানীত দ্বিজসত্তমাঃ ।
নিষধাধিপতির্ধীমান্ নলো নাম মহাযশাঃ ॥৭৬

বীরঃ সংগ্রামজিদ্ বিদ্বান্ মম ভর্ত্তা বিশাম্পতিঃ ।
দেবতাভ্যর্চ্চনপরো দ্বিজাতিজনবৎসলঃ ॥৭৭

গোপ্তা নিষধবংশস্য মহাতেজা মহাবলঃ ।
সত্যবান্ ধর্ম্মবিৎ প্রাজ্ঞঃ সত্যসন্ধোঽরিমর্দনঃ ॥৭৮

ব্রহ্মণ্যো দৈবতপরঃ শ্রীমান্ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
নলো নাম নৃপশ্রেষ্ঠো দেবরাজসমদ্যুতিঃ ॥৭৯

মম ভর্ত্তা বিশালাক্ষঃ পূর্ণেন্দুবদনোঽরিহা ।
আহর্ত্তা ক্রতুমুখ্যানাং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥৮০

সপত্নানাং মৃধে হন্তা রবি-সোমসমপ্রভঃ ।
স কৈশ্চিন্নিকৃতিপ্রজ্ঞৈরনার্য্যৈরকৃতাত্মভিঃ ॥৮১

আহূয় পৃথিবীপালঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ।
দেবনে কুশলৈর্জিহ্মৈর্জিতং রাজ্যং বসূনি চ ॥৮২

তস্য মামবগচ্ছধ্বং ভার্য্যাং রাজর্ষভস্য বৈ ।
দময়ন্তীতি বিখ্যাতাং ভর্ত্তৃদর্শনলালসাম্ ॥৮৩

সা বনানি গিরীংশ্চৈব সরাংসি সরিতস্তথা ।
পল্বলানি চ সর্ব্বাণি তথারণ্যানি সর্ব্বশঃ ॥৮৪

অন্বেষমাণা ভর্ত্তারং নলং রণবিশারদম্ ।
মহাত্মানং কৃতাস্ত্রঞ্চ বিচরামীহ দুঃখিতা ॥৮৫

কচ্চিদ্ ভগবতাং রম্যং তপোবনমিদং নৃপঃ ।
ভবেৎ প্রাপ্তো নলো নাম নিষধানাং জনাধিপঃ ॥৮৬

যৎকৃতেঽহমিদং ব্রহ্মন্ প্রপন্না ভৃশদারুণম্ ।
বনং প্রতিভয়ং ঘোরং শার্দ্দুল-মৃগসেবিতম্ ॥৮৭

যদি কৈশ্চিদহোরাত্রৈর্ন দ্রক্ষ্যামি নলং নৃপম্ ।
আত্মানং শ্রেয়সা যোক্ষ্যে দেহস্যাস্য বিমোচনাৎ ॥৮৮

আমি সবিস্তরে আমার সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন,—বিদর্ভদেশে 'ভীম' নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা আছেন ।৭৫

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা সকলে আমাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া অবগত হউন । আর বুদ্ধিমান্, যশস্বী, বীর, যুদ্ধবিজয়ী, বিদ্বান্ এবং প্রজাপালক নিষধরাজ নল আমার ভর্ত্তা ; তিনি দেবতাপূজাপরায়ণ, দ্বিজাতিবৎসল, নিষধবংশের রক্ষক, মহাতেজস্বী, মহাবল, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, শত্রুবিজেতা, ব্রাহ্মণহিতৈষী, দেবতারাধনতৎপর কান্তিসম্পন্ন, শত্রুনগরবিজয়ী এবং ইন্দ্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ রাজা ।৭৬-৭৯ ।

আমার ভর্ত্তা সেই আয়তনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, শত্রুহন্তা, প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, বেদ ও বেদাঙ্গের পারদর্শী, যুদ্ধে বিপক্ষবিজয়ী , চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী এবং সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণ নলরাজাকে আহ্বান করিয়া কতকগুলি শাঠ্যনিপুণ, অসভ্য অশিক্ষিত ক্রীড়াদক্ষ ও কুটিলপ্রকৃতি লোক ক্রত-তাঁহার রাজ্য ও ধন জয় করিয়া লইয়াছে ।৭৯-৮২

আপনারা অবগত হউন যে, আমি সেই রাজশ্রেষ্ঠ নলের ভার্য্যা ; আমার নাম—দময়ন্তী ; আমি ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি ।৮৩

সুতরাং যুদ্ধবিশারদ; উদারচেতা ও অস্ত্রে সুশিক্ষিত সেই ভর্ত্তা নলকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুঃখিত অবস্থায় আমি এখন উপবন. পর্ব্বত; সরোবর, নদী, সমস্ত ক্ষুদ্রজলাশয় এবং সমস্ত অরণ্যে বিচরণ করিতেছি ।৮৪-৮৫

তাই জানিতে ইচ্ছা করি যে, নিষধাধিপতি রাজা নল পরমারাধ্য আপনাদের এই রমণীয় তপোবনে আসিয়াছেন কি ?৮৬

ব্রহ্মন্ ! যাঁহার জন্য আমি এই ব্যাঘ্র ও অন্যান্য পশুগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর বনে আসিয়াছি ?৮৭

কো নু মে জীবিতেনার্থস্তমৃতে পুরুষর্ষভম্।
কথং ভবিষ্যাম্যদ্যাহং ভর্তৃশোকাভিপীড়িতা ॥৮৯
এবং বিলপতীমেকামরণ্যে ভীমনন্দিনীম্।
দময়ন্তীমথোচুস্তে তাপসাঃ সত্যবাদিনঃ ॥৯০
উদর্কস্তব কল্যাণি কল্যাণো ভবিতা শুভে।
বয়ং পশ্যাম তপসা ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি নৈষধম্ ॥৯১
নিষধানামধিপতিং নলং রিপুনিপাতিনম্।
ভৈমি ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং দ্রক্ষ্যসে বিগতজ্বরম্ ॥৯২
বিমুক্তং সর্বপাপেভ্যঃ সর্বরত্নসমন্বিতম্।
তদেব নগরং শ্রেষ্ঠং প্রশাসন্তমরিন্দমম্ ॥৯৩
দ্বিষতাং ভয়কর্তারং সুহৃদাং শোকনাশনম্।
পতিং দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি কল্যাণাভিজনং নৃপম্ ॥৯৪

এবমুক্ত্বা নলস্যেষ্টাং মহিষীং পার্থিবাত্মজাম্।
অন্তর্হিতাস্তাপসাস্তে সাগ্নিহোত্রাশ্রমাস্তথা ॥৯৫
সা দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং বিস্মিতা হ্যভবৎ তদা।
দময়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গী বীরসেননৃপস্নুষা ॥৯৬
কিং নু স্বপ্নো ময়া দৃষ্টঃ কোঽয়ং বিধিরিহাভবৎ।
ক নু তে তাপসাঃ সর্বে ক তদাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৯৭
ক সা পুণ্যজলা রম্যা নানাদ্বিজনিষেবিতা।
নদী তে চ নগা হৃদ্যাঃ ফলপুষ্পোপশোভিতাঃ ॥৯৮
ধ্যাত্বা চিরং ভীমসুতা দময়ন্তী শুচিস্মিতা।
ভর্তৃশোকপরা দীনা বিবর্ণবদনাভবৎ ॥৯৯
সা গত্বাথাপরাং ভূমিং বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা।
বিললাপাশ্রুপূর্ণাক্ষী দৃষ্ট্বাশোকতরুং ততঃ ॥১০০

যদি আমি কয়েক দিনের মধ্যে রাজা নলকে দেখিতে না পাই, তবে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মার কল্যাণ করিব।৮৮

কারণ, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যতীত আমার জীবনের প্রয়োজন কি? আজ আমি ভর্তৃশোকে পীড়িত থাকিয়া জানি না কি প্রকার হইয়া যাইব?৮৯

একাকিনী ভীমনন্দিনী দময়ন্তী বনমধ্যে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন; তখন সেই সত্যবাদী তপস্বিগণ তাঁহাকে বলিলেন।৯০

কল্যাণি! শুভে! তোমার ভাবী ফল ভালই হইবে; আমরা যোগবলে দেখিতেছি—তুমি শীঘ্রই রাজা নলকে দেখিতে পাইবে।৯১

ভীমসুতে! শত্রুহন্তা ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নিষধরাজ নলকে সন্তাপশূন্য অবস্থাতেই তুমি দেখিতে পাইবে।৯২

শত্রুহন্তা ও সৎকুলজাত রাজা নল পাপজনিত সমস্ত কষ্ট হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং সমস্ত রত্ন লাভ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ নগরই শাসন করিবেন, শত্রুদিগের ভয় জন্মাইবেন এবং বন্ধুদিগের শোক নাশ করিবেন; কল্যাণি! এই অবস্থাতেই তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।৯৩-৯৪

নলের প্রিয়তমা মহিষী রাজনন্দিনী দময়ন্তীকে এইরূপ বলিয়া সেই তপস্বিগণ অগ্নিহোত্র ও আশ্রমের সহিত অন্তর্হিত হইলেন।৯৫

বীরসেনরাজার পুত্রবধূ অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তী তখন সেই গুরুতর আশ্চর্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন (এবং মনে মনে ভাবিলেন—)।৯৬

আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম! এ কি ঘটনা হইল! সেই তপস্বিগণ সকলে কোথায় গেলেন, সে আশ্রমগুলিই বা কোথায় গেল?৯৭

পুণ্যসলিলা ও নানাপক্ষিসমাকুলা সেই মনোহরা নদী এবং ফল-পুষ্পশোভিত ও সুগন্ধি সেই বৃক্ষগুলি কোথায় গেল?৯৮

ভর্তৃশোকপরায়ণা, দীনা ও শুভ্রহাসিনী ভীমরাজনন্দিনী দময়ন্তী এইরূপ বহু সময় চিন্তা করত বিবর্ণবদনা হইয়া যাইলেন।৯৯

উপগম্য তরুশ্রেষ্ঠমশোকং পুষ্পিতং বনে।
পল্লবাপীড়িতং হৃদ্যং বিহঙ্গৈরনুনাদিতম্ ॥১০১
অহো বতায়মগমঃ শ্রীমানস্মিন্ বনান্তরে।
আপীড়ৈর্বহুভির্ভাতি শ্রীমান্ পর্বতরাড়িব ॥১০২
বিশোকাং কুরু মাং ক্ষিপ্রমশোক প্রিয়দর্শন।
বীতশোকভয়াবাধং কচ্চিৎ ত্বং দৃষ্টবান্ নৃপম্ ॥১০৩
নলং নামারিদমনং দময়ন্ত্যাঃ প্রিয়ং পতিম্।
নিষধানামধিপতিং দৃষ্টবানসি মে প্রিয়ম্ ॥১০৪
একবস্ত্রার্ধসংবীতং সুকুমারতনুত্বচম্।
ব্যসনেনার্দিতং বীরমরণ্যমিদমাগতম্ ॥১০৫
যথা বিশোকা গচ্ছেয়মশোকনগ তৎ কুরু।
সত্যনামা ভবাশোক অশোকঃ শোকনাশনঃ ॥১০৬
এবং সাশোকবৃক্ষং তমার্তা ত্রিঃ পরিগম্য হ।
জগাম দারুণতরং দেশং ভৈমী বরাঙ্গনা ॥১০৭
সা দদর্শ নগান্ নৈকান্ নৈকাশ্চ সরিতস্তথা।
নৈকাংশ্চ পর্বতান্ রম্যান্ নৈকাংশ্চ মৃগপক্ষিণঃ ॥১০৮
কন্দরাংশ্চ নিতম্বাংশ্চ নদীশ্চাদ্ভুতদর্শনাঃ।
দদর্শ সা ভীমসুতা পতিমন্বেষতী তদা ॥১০৯
গত্বা প্রকৃষ্টমধ্বানং দময়ন্তী শুচিস্মিতা।
দদর্শাথ মহাসার্থং হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ॥১১০
উত্তরন্তং নদীং রম্যাং প্রসন্নসলিলাং শুভাম্।
সুশীততোয়াং বিস্তীর্ণাং হ্রদিনীং বেতসৈর্বৃতম্ ॥১১১
প্রোদ্‌ঘুষ্টাং ক্রৌঞ্চ-কুররৈশ্চক্রবাকোপকূজিতাম্।
কূর্ম-গ্রাহ-ঝষাকীর্ণাং বিপুলদ্বীপশোভিতাম্ ॥১১২

তাহার পর দময়ন্তী বনের অন্য স্থানে গমন করত একটী অশোকবৃক্ষ দেখিয়া, তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ও বাষ্পগদ্‌গদবাক্যে অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন; তখন সেই তরুশ্রেষ্ঠ সুন্দর অশোক-তরুতে প্রচুর ফুল বিকশিত ছিল, পল্লবগুলি মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছিল এবং পক্ষিগণ রব করিয়া বেড়াইতেছিল।১০০-১০১

'অহো! এই বনের মধ্যে এই মনোহর অশোক-বৃক্ষটী ফল-পুষ্পাদি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুন্দর পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছে।১০২

হে প্রিয়দর্শন অশোক! শীঘ্র তুমি আমাকে শোক হইতে মুক্ত কর। শোক, ভয় ও পীড়াবিহীন নলরাজাকে তুমি দেখিয়াছ কি?১০৩

শত্রুদমনকারী, দময়ন্তীর প্রিয়পতি এবং নিষধাধিপতি আমার প্রিয়তম নলকে তুমি দেখিয়াছ কি? তাঁহার দেহের নিম্নভাগ একখানি বস্ত্রের এক অর্দ্ধে আবৃত রহিয়াছে এবং শরীরের চর্ম্ম অতিশয় কোমল, আর সেই বীর বিপন্ন হইয়া এই বনে আসিয়াছেন।১০৪-১০৫

অশোকবৃক্ষ! আমি যাহাতে শোকবিহীন হইয়া যাইতে পারি, তুমি তাহা কর! অশোক! তুমি শোক নাশ করিয়া 'অশোক' এই নাম সত্য কর।১০৬

এইরূপ বলিয়া নারীশ্রেষ্ঠা শোকপরায়ণা দময়ন্তী সেই অশোকবৃক্ষটীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করত আরও ভয়ঙ্কর স্থানে গমন করিলেন।১০৭

তখন তিনি—বহু বৃক্ষ, অনেক নদী, অনেক পর্ব্বত এবং অনেক মনোহর পশু-পক্ষী দর্শন করিলেন।১০৮

এইরূপে পতির অন্বেষণকারিণী দময়ন্তী পর্ব্বতের গুহা ও মধ্যদেশ এবং অদ্ভুতমূর্ত্তি নদীসকল দর্শন করিলেন।১০৯

তাহার পর শুভ্রহাসিনী দময়ন্তী কিছুদূর গমন করত হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এক বিশাল বণিক্-সমবায় দেখিলেন; তাহারা মনোহর ও বিশাল একটী নদী পার হইতেছিল; সে নদীটীর জল নির্ম্মল ও

সা দৃষ্ট্বৈব মহাসার্থং নলপত্নী যশস্বিনী।
উপসর্প্য বরারোহা জনমধ্যং বিবেশ হ ॥১১৩

উন্মত্তরূপা শোকার্ত্তা তথা বস্ত্রার্দ্ধসংবৃতা।
কৃশা বিবর্ণা মলিনা পাংশুধ্বস্তশিরোরুহা ॥১১৪

তাং দৃষ্ট্বা তত্র মনুজাঃ কেচিদ্ ভীতা প্রদুদ্রুবুঃ।
কেচিচ্চিন্তাং পরাং জগ্মুঃ কেচিৎ তত্র বিচুক্রুশুঃ ॥১১৫

প্রহসন্তি স্ম তাং কেচিদভ্যসূয়ন্তি চাপরে।
অকুর্বত দয়াং কেচিৎ পপ্রচ্ছুশ্চাপি ভারত ॥১১৬

কাসি কস্যাসি কল্যাণি কিং বা মৃগয়সে বনে।
ত্বাং দৃষ্ট্বা ব্যথিতাঃ স্মেহ কচ্চিৎ ত্বমসি মানুষী ॥১১৭

বদ সত্যং বনস্যাস্য পর্বতস্যাস্য বা দিশঃ।
দেবতা ত্বং হি কল্যাণি ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥১১৮

যক্ষী বা রাক্ষসী বা ত্বমুতাহোঽসি সুরাঙ্গনা।
সর্বথা কুরু নঃ স্বস্তি রক্ষ চাস্মাননিন্দিতে ॥১১৯

যথায়ং সর্বথা সার্থঃ ক্ষেমী শীঘ্রমিতো ব্রজেৎ।
তথা বিধৎস্ব কল্যাণি যথা শ্রেয়ো হি নো ভবেৎ ॥১২০

তথোক্তা তেন সার্থেন দময়ন্তী নৃপাত্মজা।
প্রত্যুবাচ ততঃ সাধ্বী ভর্ত্তৃব্যসনপীড়িতা ॥১২১

সার্থবাহঞ্চ সার্থঞ্চ জনা যে চাত্র কেচন।
যুব-স্থবির-বালাশ্চ সার্থস্য চ পুরোগমাঃ ॥১২২

মানুষীং মাং বিজানীত মনুজাধিপতেঃ সুতাম্।
নৃপস্নুষাং রাজভার্য্যাং ভর্ত্তৃদর্শনলালসাম্ ॥১২৩

শীতল ছিল, তাহার নিকটে একটি হ্রদ ছিল, উহার তীরে বহু বেত-বৃক্ষ ছিল, কোঁচবক, বাজকুরুল ও চক্রবাক্-প্রভৃতি পক্ষিগণ রব করিয়া বেড়াইতেছিল এবং সে নদীটী কচ্ছপ, অন্যান্য জলজন্তু ও মৎস্যে পরিপূর্ণ ছিল, আর বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপে শোভিত ছিল।১১০-১১২

যশস্বিনী ও সুন্দরী দময়ন্তী সেই বিশাল বণিক্-সমবায় দেখিয়াই তাহার নিকটে যাইয়া সেই জন-প্রবাহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন তিনি উন্মত্তা শোকপরায়ণা, অর্দ্ধবস্ত্রে আবৃতা, ক্ষীণা, বিবর্ণা ও মলিনা ছিলেন এবং তাঁহার চুলগুলি ধূলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।১১৩-১১৪

তখন তাঁহাকে দেখিয়া কতকগুলি লোক ভয়ে পলাইয়া গেল, কতকগুলি লোক অত্যন্ত চিন্তা নিমগ্ন হইল এবং কতকগুলি লোক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।১১৫

ভারত! কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল, কেহ কেহ আবার অসূয়া করিতে লাগিল, কেহ কেহ দয়া করিল এবং কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে লাগিল।১১৬

কল্যাণি! তুমি কে? কাহার স্ত্রী? বনেই বা কি অন্বেষণ করিতেছ? তোমাকে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি; তুমি কি মানবী?১১৭

কল্যাণি! সত্য বল—তুমি কি এই বনের দেবতা? না—এই পর্ব্বতের দেবতা? না—দিগ্-দেবতা? (যাহা হউক,) আমরা এখন তোমার শরণাপন্ন হইলাম।১১৮

অনিন্দিতে! তুমি যক্ষী বা রাক্ষসী কিংবা দেবী? যেই হও না কেন, সর্ব্বপ্রকারে আমাদের মঙ্গল কর এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।১১৯

কল্যাণি! এই বণিক্সমূহ যাহাতে কুশলে থাকিয়া সত্বর এ স্থান হইতে যাইতে পারে এবং যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তুমি তাহা কর।১২০

সেই বণিক্ সেইরূপ বলিলে, ভর্ত্তৃশোকার্ত্তা রাজনন্দিনী সাধ্বী দময়ন্তী বণিক্দিগের নেতাকে এবং সাধারণ বণিক্দিগকে বলিলেন,—এই বণিক্-সমূহের অগ্র, মধ্য ও পশ্চাদ্বর্ত্তী বালক, যুবক ও বৃদ্ধ যে কোন লোক আছেন, তাঁহারা সকলেই জানুন যে,

বিদর্ভরাড্ মম পিতা ভর্ত্তা রাজা চ নৈষধঃ।
নলো নাম মহাভাগস্তং মৃগ্যাম্যপরাজিতম্ ॥১২৪
যদি জানীত নৃপতিং ক্ষিপ্রং শংসত মে প্রিয়ম্।
নলং পুরুষশার্দূলমমিত্রগণসূদনম্ ॥১২৫
তামুবাচানবদ্যাঙ্গীং সার্থস্য মহতঃ প্রভুঃ।
সার্থবাহঃ শুচির্নাম শৃণু কল্যাণি মদ্বচঃ ॥১২৬
অহং সার্থস্য নেতা বৈ সার্থবাহঃ শুচিস্মিতে।
মনুষ্যং নলনামানং ন পশ্যামি যশস্বিনি ॥১২৭
কুঞ্জর-দ্বীপি-মহিষ-শার্দূলর্ক্ষ-মৃগানপি।
পশ্যাম্যস্মিন্ বনে কৃৎস্নে হ্যমনুষ্যনিষেবিতে ॥১২৮
ঋতে ত্বাং মানুষীং মর্ত্ত্যং ন পশ্যামি মহাবনে।
তথা নো যক্ষরাড়দ্য মণিভদ্রঃ প্রসীদতু ॥১২৯
সাব্রবীদ্ বণিজঃ সর্বান্ সার্থবাহঞ্চ তং ততঃ।
ক নু যাস্যতি সার্থোঽয়মেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥১৩০

সার্থবাহ উবাচ।

সার্থোঽয়ং চেদিরাজস্য সুবাহোঃ সত্যবাদিনঃ।
ক্ষিপ্রং জনপদং গন্তা লাভায় নৃবরাত্মজে ॥১৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি দময়ন্তীসার্থবাহসংগমে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৪

আমি মানুষী, রাজার তনয়া, রাজার পুত্রবধূ এবং রাজারই ভার্য্যা, এখন ভর্ত্তৃদর্শনাভিলাষিণী।১২১-১২৩

বিদর্ভদেশের রাজা আমার পিতা এবং নিষধদেশের রাজা মহাভাগ নল আমার ভর্ত্তা; আমি সেই রণবিজয়ী ভর্ত্তারই অন্বেষণ করিতেছি ॥১২৪

আপনারা যদি জানেন, তবে সেই শত্রুগণবিজয়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ আমার প্রিয়তম রাজা নলের সংবাদ সত্বর বলুন।১২৫

তখন শুচি-নামক সেই বিশাল বণিক্‌সমূহের প্রভু (মালিক) ও পরিচালক অনিন্দ্য-সুন্দরী দময়ন্তীকে বলিলেন—'কল্যাণি! আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন।১২৬

শুভ্রহাসিনি! আমি এই বণিক্‌সমূহের নায়ক এবং পরিচালক। যশস্বিনি! আমি নলনামক কোন মনুষ্যকে এখানে দেখি নাই।১২৭

মনুষ্যবিহীন এই সমস্ত বনভূমির মধ্যে কেবল হাতী, নেকড়ে বাঘ, মহিষ, বাঘ, ভল্লুক এবং হরিণ দেখিতেছি।১২৮

আপনিই কেবল মানুষী, তাহা ছাড়া অন্য মানুষ এই মহাবনে দেখিতেছি না। (সে যাহা হউক,) আজ আমাদের উপরে যক্ষরাজ মণিভদ্র প্রসন্ন হউন।১২৯

তাহার পর দময়ন্তী সকল বণিক্‌কে এবং বণিক্‌দের সঞ্চালককে বলিলেন,—এই বণিকের দল কোথায় যাইবেন, ইহা বলুন।১৩০

বণিক্‌দের সঞ্চালক বলিলেন,—রাজনন্দিনি! এই বণিকের দল বিশেষ কিছু লাভ করিবার জন্য সত্যবাদী চেদিরাজ সুবাহুর রাজ্যে সত্বর গমন করিবেন।১৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে দময়ন্তী-সার্থবাহদর্শনে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বন্যহস্তিভির্বণিজাং সর্ব্বনাশঃ, চেদিরাজভবনে দুঃখিতায়া দময়ন্ত্যা দুঃখেন সহ বাসশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

সা তচ্ছ্রুত্বানবদ্যাঙ্গী সার্থবাহবচস্তদা।
জগাম সহ তেনৈব সার্থেন পতিলালসা ॥১
অথ কালে বহুতিথে বনে মহতি দারুণে।
তড়াগং সর্বতোভদ্রং পদ্মসৌগন্ধিকং মহৎ ॥২
দদৃশুর্বণিজো রম্যং প্রভূতযবসেন্ধনম্।
বহুপুষ্পফলোপেতং নানাপক্ষিনিষেবিতম্ ॥৩
নির্মলস্বাদুসলিলং মনোহারিসুশীতলম্।
সুপরিশ্রান্তবাহাস্তে নিবেশায় মনো দধুঃ ॥৪
সম্মতে সার্থবাহস্য বিবিশুর্বনমুত্তমম্।
উবাস সার্থঃ সুমহান্ বেলামাসাদ্য পশ্চিমাম্ ॥৫
অথার্ধরাত্রসময়ে নিঃশব্দস্তিমিতে তদা।
সুপ্তে সার্থে পরিশ্রান্তে হস্তিযূথমুপাগমৎ ॥৬
পানীয়ার্থং গিরিনদীং মদপ্রস্রবণাবিলাম্।
অথাপশ্যত সার্থং তং সার্থজান্ সুবহূন্ গজান্ ॥৭
তে তান্ গ্রাম্যগজান্ দৃষ্ট্বা সর্বে বনগজাস্তদা।
সমাদ্রবন্ত বেগেন জিঘাংসন্তো মদোৎকটাঃ ॥৮
তেষামাপততাং বেগঃ করিণাং দুঃসহোঽভবৎ।
নগাগ্রাদিব শীর্ণানাং শৃঙ্গাণাং পততাং ক্ষিতৌ ॥৯
স্পন্দতামপি নাগানাং মার্গা নষ্টা বনোদ্ভবাঃ।
মার্গং সংরুধ্য সংসুপ্তং পদ্মিন্যাঃ সার্থমুত্তমম্ ॥১০
তে তং মমর্দুঃ সহসা চেষ্টমানং মহীতলে।
হাহাকারং প্রমুঞ্চন্তঃ সার্থিকাঃ শরণার্থিনঃ ॥১১
বনগুল্মাংশ্চ ধাবন্তো নিদ্রান্ধা বহবোঽভবন্।
কেচিদ্ দন্তৈঃ করৈঃ কেচিৎ কেচিৎ
পদ্ভ্যাং হতা গজৈঃ ॥১২

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[বন্যহস্তিগণ কর্তৃক বণিক্‌গণের সর্বনাশ এবং দুঃখিত দময়ন্তীর চেদিরাজভবনে দুঃখের সহিত বাস।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—তখন অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তী সার্থবাহের (বণিক্ সঞ্চালকের) সেই কথা শুনিয়া পতিকে দেখিবার ইচ্ছায় সেই বণিক্‌দের সঙ্গেই যাইতে লাগিলেন।১

তাহার পর বহু সময় অতীত হইলে, সেই বণিকেরা ভয়ঙ্কর বিশাল বনমধ্যে 'সর্ব্বতোভদ্র'—নামে একটী মনোহর বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন; তাহাতে পদ্ম ও নানাজাতীয় বিশেষ পদ্ম ছিল, তাহার তীরে প্রচুর ঘাস, কাষ্ঠ, নানাবিধ ফুল, ফল ও পক্ষী ছিল এবং জল নির্মল, সুস্বাদু, সুশীতল ও মনোহর ছিল। তাই পরিশ্রান্তবাহন বণিকেরা সেই সরোবরের তীরেই বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন।২-৪

প্রভুর সম্মতিঅনুসারে সেই বণিকেরা উত্তম বনের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই বিশাল বণিক্‌সমূহ অপরাহ্ণকালে সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিল।৫

তাহার পর নীরব ও নিস্তব্ধ অর্দ্ধরাত্রসময়ে পরিশ্রান্ত বণিক্‌গণ নিদ্রিত হইলে, কতকগুলি বন্য হস্তী জলপান করিবার জন্য পার্ব্বত্যনদীতে যাইতে লাগিল; তখন সেই নদীর জল বণিক্‌দিগের হস্তিগণের মদজলস্রাবে আবিল হইয়াছিল। তৎপরে সেই বন্য হস্তীগুলি সেই বণিক্‌দিগকে এবং তাহাদের হস্তীগুলিকে দেখিতে পাইল।৬-৭

তখন মদমত্ত সেই সকল বন্য হস্তী গ্রাম্য গুলিকে দেখিয়া সেগুলিকে বধ করিবার ইচ্ছায় বেগে ধাবিত হইল।৮

পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে ভূতলে পতনশীল বিশীর্ণ শৃঙ্গসমূহের ন্যায় সেই বন্য হস্তিগণের আগমনের বেগ তাহাদের পক্ষে দুঃসহ হইল।৯

এদিকে বন্যহস্তীদের আগমনের পথ রুদ্ধ ছিল।

নিহতোষ্ট্রাশ্ববহুলাঃ পদাতিজনসঙ্কুলাঃ।
ভয়াদাধাবমানাশ্চ পরস্পরহতাস্তদা ॥১৩

ঘোরান্ নাদান্ বিমুঞ্চন্তো নিপেতুর্ধরণীতলে।
বৃক্ষমারুহ্য সংরব্ধাঃ পতিতা বিষমেষু ॥১৪

এবং প্রকারৈর্বহুভির্দৈবেনাক্রম্য হস্তিভিঃ।
রাজন্ বিনিহতং সর্বং সমৃদ্ধং সার্থমণ্ডলম্ ॥১৫

আরাবঃ সুমহাংশ্চাসীৎ ত্রৈলোক্যভয়কারকঃ।
এষোঽগ্নিরুত্থিতঃ কষ্টস্ত্রায়ধ্বং ধাবতাধুনা ॥১৬

রত্নরাশির্বিশীর্ণোঽয়ং গৃহ্নীধ্বং কিং প্রধাবত।
সামান্যমেতদ্ দ্রবিণং ন মিথ্যা বচনং মম ॥১৭

পুনরেবাভিধাস্যামি চিন্তয়ধ্বং সুকাতরাঃ।
এবমেবাভিভাষন্তো বিদ্রবন্তি ভয়াৎ তদা ॥১৮

তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে দারুণে জনসংক্ষয়ে।
দময়ন্তী চ বুবুধে ভয়সন্ত্রস্তমানসা।
অপশ্যদ্ বৈশসং তত্র সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥১৯

অদৃষ্টপূর্ব্বং তদ্দৃষ্ট্বা বালা পদ্মনিভেক্ষণা।
সংসক্তবদনাশ্বাসা উত্তস্থৌ ভয়বিহ্বলা ॥২০

যে চ তত্র বিনির্ম্মুক্তাঃ সার্থাৎ কেচিদবিক্ষতাঃ।
তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে কস্যেদং
কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥২১

কারণ, বণিকেরা সেই পদ্মসরোবরের পথ রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল; এমন সময়ে সেই বন্য-হস্তিগণের আগমনের শব্দে সেই বণিকেরা অনেকেই জাগিয়া উঠিয়া নিদ্রান্ধ অবস্থাতেই আত্মরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ পলাইতে আরম্ভ করিল এবং হাহাকার করিতে করিতে বনগুল্মের (ঝুলার) দিকে ধাবিত হইল; তখন সেই বন্য হস্তীরা কতকগুলি বণিক্‌কে দন্তদ্বারা, কতকগুলিকে শুণ্ডদ্বারা এবং কতকগুলিকে পদদ্বারা মারিয়া ফেলিল; তাহাতে বণিক্‌দের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল।১০-১২

আর বহুসংখ্যক উষ্ট্র ও অশ্ব নিহত হওয়ায় পাদচারী বণিকেরা ভয়ে পলাইতে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে আহত করিল; তখন তাহারা ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল এবং অনেকে ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করত সঙ্কটময়-স্থানে পতিত হইল।১৩-১৪

রাজন্! এই ভাবে সেই বহুতর বন্য হস্তী দৈববশতঃ আক্রমণ করত সমৃদ্ধিশালী প্রায় সকল বণিক্‌কেই নিহত করিল।১৫

তখন ত্রিভুবনের ভয়জনক এইরূপ গুরুতর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল যে, এই দারুণ অগ্নি উঠিয়াছে, আপনারা এখনই আসুন এবং আমা-দিগকে রক্ষা করুন।১৬

(তাহাদের মধ্যে কেহ বলিল—) অরে! এই যে রত্নরাশি বিচ্ছুরিত হইয়া রহিয়াছে, ওগুলি গ্রহণ কর, পলাইতেছ কেন; এগুলি ত সর্ব্বসাধারণের ধন, আমার কথা মিথ্যা নহে।১৭

আমি আবার বলি—হে নিতান্তকাতর বণিক্-সমুদায়! আপনারা চিন্তা করুন। এইরূপ বলিতে বলিতে বণিকেরা ভয়ে তখনই পলায়ন করিল।১৮

সেই দারুণ লোকক্ষয় উপস্থিত হইলে, দময়ন্তী ভয়ে অস্থিরচিত্ত হইয়া জাগরিত হইলেন এবং সমস্ত লোকের ভয়জনক মহামারী দর্শন করিলেন।১৯

ভয়বিহ্বলা ও আশ্বাসশূন্যা পদ্মনয়না বালিকা দময়ন্তী সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দুর্ঘটনা দেখিয়া দেহ যেন উঠে না এই অবস্থায় গাত্রোত্থান করিলেন।২০

যাহারা অক্ষত অবস্থায় সেই বণিক্‌সঙ্ঘ হইতে মুক্তি পাইয়াছিল, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল,—ইহা কোন্ কর্ম্মের ফল?২১

নূনং ন পূজিতোঽস্মাভির্মণিভদ্রো মহাযশাঃ।
তথা যক্ষাধিপঃ শ্রীমান্ ন বৈ বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥২২
ন পূজা বিঘ্নকর্ত্তৄণামথবা প্রথমং কৃতা।
শকুনানাং ফলং বাথ বিপরীতমিদং ধ্রুবম্।
গ্রহা ন বিপরীতাস্তু কিমন্যদিদমাগতম্ ॥২৩
অপরে ত্বব্রুবন্ দীনা জ্ঞাতিদ্রব্যবিনাকৃতাঃ।
যাঽসাবদ্য মহাসার্থে নারী হ্যুন্মত্তদর্শনা ॥২৪
প্রবিষ্টা বিকৃতাকারা কৃত্বা রূপমমানুষম্।
তয়েয়ং বিহিতা পূর্ব্বং মায়া পরমদারুণা ॥২৫
রাক্ষসী বা ধ্রুবং যক্ষী পিশাচী বা ভয়ঙ্করী।
তস্যাঃ সর্ব্বমিদং পাপং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৬
যদি পশ্যাম তাং পাপাং সার্থঘ্নীং নৈকদুঃখদাম্।
লোষ্টভিঃ পাংশুভিশ্চৈব তৃণৈঃ
কাষ্ঠৈশ্চ মুষ্টিভিঃ ॥২৭
অবশ্যমেব হন্যামঃ সার্থস্য কিল কৃত্যকাম্।
দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং তেষাং সুদারুণম্ ॥২৮
হ্রীতা ভীতা চ সংবিগ্না প্রাদ্রবদ্ যত্র কাননম্।
আশঙ্কমানা তৎ পাপমাত্মানং পর্য্যদেবয়ৎ ॥২৯
অহো মমোপরি বিধেঃ সংরম্ভো দারুণো মহান্।
নানুবধ্নাতি কুশলং কস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥৩০
ন স্মরাম্যশুভং কিঞ্চিৎ কৃতং কস্যচিদণ্বপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা কস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥৩১
নূনং জন্মান্তরকৃতং পাপমাপতিতং মহৎ।
অপশ্চিমামিমাং কষ্টমাপদং প্রাপ্তবত্যহম্ ॥৩২
ভর্ত্তৃরাজ্যাপহরণং স্বজনাচ্চ পরাজয়ঃ।
ভর্ত্রা সহ বিয়োগশ্চ তনয়াভ্যাঞ্চ বিচ্যুতিঃ।
নির্নাথতা বনে বাসো বহুব্যালনিষেবিতে ॥৩৩

আমরা যে মহাযশস্বী মণিভদ্রের পূজা করি নাই এবং ঐশ্বর্য্যশালী প্রভু যক্ষরাজ কুবেরদেবের পূজা করি নাই, ইহা নিশ্চয়ই তাহার ফল।২২

অথবা আমরা প্রথমে যে বিঘ্নকারী বিনায়কগণের পূজা করি নাই, কিংবা আমরা প্রথমে যে অশুভসূচক লক্ষণসমূহ দেখিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয়ই তাহারই ফল। তাহা না হইলে, আমাদের গ্রহ ত বিপরীত ছিল না, তবে এই বিপরীত ফল কেন হইল।২৩

অন্য কতকগুলি লোক বন্ধু ও ধন বিনষ্ট হওয়ায় অতিকাতর হইয়া বলিল,—'আজ আমাদের বণিক্-সংঘের মধ্যে উন্মত্তপ্রায়া ও বিকৃতাকারা সেই যে নারী অলৌকিক রূপধারণপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিল সে-ই পূর্ব্বে এই অতিদারুণ মায়া প্রকাশ করিয়াছে।২৪-২৫

অতএব নিশ্চয়ই সেই নারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী, যক্ষী, বা পিশাচী হইবে এবং এই দুর্ঘটনা সমস্তই তাহার; এ বিষয়ে কোন বিচারই কর্ত্তব্য নহে।২৬

সুতরাং নানাদুঃখদায়িনী বণিক্‌সমূহনাশিনী সেই পাপীয়সীকে যদি আমরা দেখিতে পাইতাম, তবে অবশ্যই বণিগ্‌দিগের অনিষ্টকারিণী অপদেবতাস্বরূপা সেই নারীকে—লোষ্ট্র, ধূলি, তৃণ, কাষ্ঠ, বা মুষ্টি দ্বারা হত্যা করিতাম। কিন্তু দময়ন্তী তাহাদের সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করত লজ্জিতা, ভীতা ও অস্থিরা হইয়া—যেখানে বনভূমি ছিল, সেইখানে দৌড়াইয়া গেলেন এবং সেইরূপ নিজের মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া নিজের বিষয়েই বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৭-২৯

অহো! আমার উপরে বিধাতার দারুণ ও বিশাল কোপ রহিয়াছে, যাহার জন্য আমার কোন তিনি মঙ্গলই করিতেছেন না। আমার কোন্ কর্ম্মের এই ফল হইতেছে।৩০

আমি ত কর্ম্ম, মন বা বাক্যদ্বারা কোন ব্যক্তিরই অল্পও কোন অপকার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না; তবে কোন্ কর্ম্মের এই ফল হইতেছে।৩১

নিশ্চয়ই আমার জন্মান্তরকৃত গুরুতর পাপের ফল

অথাপরেদ্যুঃ সম্প্রাপ্তে হতশিষ্টা জনস্তদা।
দেশাত্তস্মাদ্ বিনিষ্ক্রম্য শোচন্তে বৈশসং কৃতম্ ॥৩৪

ভ্রাতরং পিতরং পুত্রং সখায়ঞ্চ নরাধিপ।
অশোচত্তত্র বৈদর্ভী কিং নু মে দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥৩৫

যোঽপি মে নির্জনেঽরণ্যে সম্প্রাপ্তোঽয়ং জনার্ণবঃ।
স হতো হস্তিযূথেন মন্দভাগ্যং মমৈব তৎ ॥৩৬

প্রাপ্তব্যং সুচিরং দুঃখং নূনমদ্যাপি বৈ ময়া।
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে শ্রুতং বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥৩৭

যা নাহমদ্য মৃদিতা হস্তিযূথেন দুঃখিতা।
ন হ্যদৈবকৃতং কিঞ্চিন্নরাণামিহ বিদ্যতে ॥৩৮

ন চ মে বালভাবেঽপি কিঞ্চিৎ পাপকৃতং কৃতম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা যদিদং দুঃখমাগতম্ ॥৩৯

মন্যে স্বয়ংবরকৃতে লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
প্রত্যাখ্যাতা ময়া তত্র নলস্যার্থায় দেবতাঃ ॥৪০

নূনং তেষাং প্রভাবেণ বিয়োগং প্রাপ্তবত্যহম্।
এবমাদীনি দুঃখানি সা বিলপ্য বরাঙ্গনা ॥৪১

হতশিষ্টৈঃ সহ তদা ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
অগচ্ছদ্ রাজশার্দ্দূল! চন্দ্রলেখেব শারদী ॥৪২

গচ্ছন্তী সা চিরাদ্ বালা পুরমাসাদয়ন্মহৎ।
সায়াহ্নে চেদিরাজস্য সুবাহোঃ সত্যদর্শিনঃ ॥৪৩

উপস্থিত হইয়াছে, যাহার জন্যই আমি কষ্টজনক এই অনন্ত বিপদ ভোগ করিতেছি।৩২

অহো! আমার ভর্তার রাজ্যনাশ, স্বজন হইতে তাঁহার পরাজয়, ভর্তার সহিত আমার বিয়োগ, পুত্র ও কন্যার সহিত আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ, রক্ষকশূন্য অবস্থায় ভ্রমণ এবং বহুহিংস্রজন্তুপূর্ণ বনে বাস করা।৩৩

তদনন্তর পরদিন প্রভাতকালে হতাবশিষ্ট বণিকেরা সেইস্থান হইতে নির্গত হইয়া হস্তিযূথকৃত মহামারীর বিষয় লইয়া শোক করিতে লাগিল।৩৪

'আমি কি দুষ্কার্য্য করিয়াছি' এই কথা বলিয়া দময়ন্তীও তখন ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও বন্ধুবর্গের বিষয় উল্লেখ করিয়া শোক করিতে লাগিলেন।৩৫

'আমি নির্জনবনমধ্যে এই যে জনসমূহ পাইয়াছিলাম, তাহাও হস্তিযূথ আসিয়া সংহার করিল; হায়! উহাও আমারই মন্দভাগ্যের ফল।৩৬

অতএব নিশ্চয়ই এখনও আমার দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিতে হইবে। কারণ, সময় উপস্থিত না হইলে কেহই মরে না, ইহা আমি বৃদ্ধবর্গের নিকট শুনিয়াছি।৩৭

আমি দুঃখিতা, তথাপি হস্তিগণ আমাকে বধ করিল না। কারণ, এই জগতে মানুষের সুখ বা দুঃখলাভ কিছুই দৈবকৃতভিন্ন হয় না।৩৮

আমি বাল্যকালেও বাক্য, মন, বা কর্ম্ম দ্বারা কোন পাপ করি নাই, যাহাতে আমার এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে।৩৯

অতএব আমি মনে করি,—ইন্দ্রপ্রভৃতি দিক্‌পালগণ আমার স্বয়ংবরে আসিয়াছিলেন, আমি নলের জন্য তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।৪০

সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাদের কোপপ্রভাবে আমি (পতি-পুত্রাদির) বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! দময়ন্তী এইরূপ অনেক দুঃখের উল্লেখপূর্বক বিলাপ করিয়া হতাবশিষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত তখন শরৎকালের চন্দ্রলেখার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।৪১-৪২

বালিকা দময়ন্তী গমন করিতে করিতে অনেক দিনের পর একদিন সায়াহ্নকালে সত্যদর্শী চেদিরাজ সুবাহুর বিশাল রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।৪৩

সা তু তচ্চারুসর্ব্বাঙ্গী সুবাহোস্তুঙ্গগোপুরম্।
বস্ত্রার্দ্ধেন চ সংবীতা প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥৪৪
তাং বিহ্বলাং কৃশাং দীনাং মুক্তকেশী মমার্জিতাম্।
উন্মত্তামিব গচ্ছন্তীং দদৃশুঃ পুরবাসিনঃ ॥৪৫
প্রবিশন্তীঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা চেদিরাজপুরীং তদা।
অনুজগ্মুস্তত্র বালা গ্রামিপুত্রাঃ কুতূহলাৎ ॥৪৬
সা তৈঃ পরিবৃতাগচ্ছৎ সমীপং রাজবেশ্মনঃ।
তাং প্রাসাদগতাপশ্যদ্ রাজমাতা জনৈর্বৃতাম্ ॥৪৭
ধাত্রীমুবাচ গচ্ছৈনামানয়েতি মমান্তিকম্।
জনেন ক্লিশ্যতেঽনাথা দুঃখিতা শরণার্থিনী ॥৪৮
যাদৃগ্রূপাঞ্চ পশ্যামি বিদ্যোতয়তি মে গৃহম্।
উন্মত্তবেশা কল্যাণী শ্রীরিবায়তলোচনা ॥৪৯

সা জনং বারয়িত্বা তং প্রাসাদতলমুত্তমম্।
আরোপ্য বিস্মিতা রাজন্ দময়ন্তীমপৃচ্ছত ॥৫০
এবমপ্যসুখাবিষ্টা বিভর্ষি পরমং বপুঃ।
ভাসি বিদ্যুদিবাভ্রেষু শংস মে কাসি কস্য বা ॥৫১
ন চ তে মানুষং রূপং ভূষণৈরপি বর্জিতম্।
অসহায়া নরেভ্যশ্চ নোদ্বিজস্যমরপ্রভে ॥৫২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা ভৈমী বচনমব্রবীৎ।
মানুষীং মাং বিজানীহি ভর্ত্তারং সমনুব্রতাম্ ॥৫৩
সৈরিন্ধ্রীং জাতিসম্পন্নাং ভুজিষ্যাং কামবাসিনীম্।
ফলমূলাশনামেকাং যত্রসায়ংপ্রতিশ্রয়াম্ ॥৫৪

অর্দ্ধবস্ত্রখণ্ডে আবৃতা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দময়ন্তী ক্রমে সুবাহুরাজার উচ্চদ্বারযুক্ত উত্তম রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন ।৪৪

তখন পুরবাসিগণ—বিহ্বলা, কৃশা, দীনা, মুক্তকেশী ও অপরিষ্কৃতদেহা দময়ন্তীকে উন্মত্তার ন্যায় গমন করিতে দেখিল ।৪৫

তিনি চেদিরাজের রাজধানীতে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া তখনই গ্রাম্যলোকদের বালক পুত্রগণ কৌতুকবশতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ।৪৬

দময়ন্তী সেই বালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজভবনের নিকটে গমন করিলেন ; তখন প্রাসাদস্থিত রাজমাতা তাঁহাকে লোকপরিবৃত অবস্থায় দেখিলেন ।৪৭

তখন রাজমাতা তাঁহার ধাত্রীকে বলিলেন—'ধাত্রি! তুমি যাও, যাইয়া ইহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ; এই অনাথা দুঃখিতা শরণার্থিনী নারীকে লোকে কষ্ট দিতেছে ।৪৮

আমি ইহাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে শরণার্থিনী বলিয়াই বোধ হইতেছে ; আর লক্ষ্মীর ন্যায় আয়তনয়না উন্মত্তবেশা এই কল্যাণী আমার সমগ্র ভবনকেই আলোকিত করিতেছে ।৪৯

রাজন্! সেই রাজমাতা ধাত্রীদ্বারা সেই লোকগুলিকে বারণ করাইলেন এবং দময়ন্তীকে অট্টালিকার উপরে উঠাইয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।৫০

কল্যাণি! তুমি এইরূপ দুঃখিত হইয়াও পরম রূপ ধারণ করিতেছ এবং মেঘের উপরে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছ। অতএব তুমি আমার নিকট বল—তুমি কে এবং কাহার ভার্য্যা ?৫১

তোমার এই রূপ অলঙ্কারবিহীন হইলেও মানুষের মত নহে। হে দেবীতুল্যে! তুমি সহায়শূন্যা হইয়াও মানুষ হইতে ভয় করিতেছ না ।৫২

রাজমাতার কথা শুনিয়া দময়ন্তী বলিলেন,—আপনি আমাকে মানুষী বলিয়া অবগত হউন এবং আমি ভর্ত্তার অনুকূলা অথচ সৈরিন্ধ্রী, উচ্চ জাতি-

অসংখ্যেয়গুণো ভর্ত্তা মাঞ্চ নিত্যমনুব্রতঃ।
ভক্তাহমপি তং বীরং ছায়েবানুগতা পথি ॥৫৫

তস্য দৈবাৎ প্রসঙ্গোঽভূদতিমাত্রং স্ম দেবনে।
দ্যূতে স নির্জ্জিতশ্চৈব বনমেক উপেয়িবান্ ॥৫৬

তমেকবসনং বীরমুন্মত্তামিব বিহ্বলম্।
আশ্বাসয়ন্তী ভর্ত্তারমহমন্বগমং বনম্ ॥৫৭

স কদাচিদ্ বনে বীরঃ কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
ক্ষুৎপরীতস্তু বিমনা বাসশ্চৈকং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥৫৮

তমেকবসনা নগ্নমুন্মত্তবদচেতসম্।
অনুব্রজন্তী বহুলা ন স্বপামি নিশাস্তদা ॥৫৯

ততো বহুতিথে কালে সুপ্তামুৎসৃজ্য মাং কচিৎ।
বাসসোঽর্দ্ধং পরিচ্ছিদ্য ত্যক্তবান্ মামনাগসম্ ॥৬০

তং মার্গমাণা ভর্ত্তারং দহ্যমানা দিবানিশম্।
সাহং কমলগর্ভাভমপশ্যন্তী হৃদি প্রিয়ম্ ॥

ন বিন্দাম্যমরপ্রখ্যং প্রিয়ং প্রাণেশ্বরং প্রভুম্ ॥৬১
তামশ্রুপরিপূর্ণাক্ষীং বিলপন্তীং তথা বহু।
রাজমাতাব্রবীদার্ত্তাং ভৈমীমার্ত্তস্বরাং স্বয়ম্ ॥৬২

বসস্ব ময়ি কল্যাণি প্রীতির্মে পরমা ত্বয়ি।
মৃগয়িষ্যন্তি তে ভদ্রে ভর্ত্তারং পুরুষা মম ॥৬৩

অপি বা স্বয়মাগচ্ছেৎ পরিধাবন্নিতস্ততঃ।
ইহৈব বসতী ভদ্রে ভর্ত্তারমুপলপ্স্যসে ॥৬৪

সম্পন্না, দাসী, ইচ্ছানুসারে বাস করি, ফল-মূলমাত্র ভোজন করি, একাকিনী থাকি, যেখানে সন্ধ্যা হয় সেই খানেই বাস করি।৫৩-৫৪

আমার ভর্ত্তার গুণের সংখ্যা করা যায় না, আর তিনি সর্ব্বদাই আমার অনুকূল এবং আমিও তাঁহার ভক্তা; তাই পথে ছায়ার ন্যায় সেই বীরের অনুগমন করিয়াছিলাম।।৫

দৈববশতঃ দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছিল; তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া একাকী বনে আসিয়াছিলেন।৫৬

একবস্ত্রধারী এবং উন্মত্তের ন্যায় বিহ্বল সেই বীর পতিকে আশ্বস্ত করিতে করিতে আমিও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বনে আসিয়াছিলাম।৫৭

ক্ষুধার্ত্ত ও আকুলচিত্ত সেই বীর কোন এক সময়ে বিশেষে কারণবশতঃ সেই একখানি বস্ত্রও পরিত্যাগ করেন।৫৮

আমিও একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, নগ্ন এবং উন্মত্তের ন্যায় অস্থিরচিত্ত সেই পতির অনুসরণ করিতে থাকিয়া বহুতর রাত্রি নিদ্রা যাই নাই।৫৯

তাহার পর অনেকদিন গত হইলে কোন এক সময়ে ভর্ত্তা নিদ্রিতা অবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া উঠিয়া আমারই বস্ত্রের অর্দ্ধেক ছেদন করত (তাহাই পরিধান পূর্ব্বক) বিনা অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।৬০

তৎপরে আমি পদ্মকোষের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং হৃদয়ের প্রিয়তমকে না দেখিয়া বিরহানলে দগ্ধ হইতে থাকিয়া দিবারাত্র তাঁহার অন্বেষণ করিয়াও প্রিয়তম ও প্রাণেশ্বর দেবতার তুল্য স্বামীকে পাইতেছি না।৬১

শোকার্ত্তা দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণনয়নে ও আর্ত্তস্বরে সেইরূপ বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন রাজমাতা নিজে তাঁহাকে বলিলেন।৬২

কল্যাণি! তুমি আমার নিকটে বাস কর; কারণ, তোমার উপরে আমার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে। ভদ্রে! আমার লোকেরাই তোমার ভর্ত্তার অন্বেষণ করিবে।৬৩

অথবা ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া স্বয়ংই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন; তুমি এইখানে থাকিয়াই তাঁহাকে পাইবে।৬৪

রাজমাতুর্বচঃ শ্রুত্বা দময়ন্তী বচোঽব্রবীৎ।
সময়েনোৎসহে বস্তুং ত্বয়ি বীরপ্রজায়িনি ॥৬৫
উচ্ছিষ্টং নৈব ভুঞ্জীয়াং ন কুর্য্যাং পাদধাবনম্।
ন চাহং পুরুষানন্যান্ প্রভাষেয়ং কথঞ্চন ॥৬৬
প্রার্থয়েদ্ যদি মাং কশ্চিৎ দণ্ড্যস্তে
স পুমান্ ভবেৎ।
বধ্যশ্চ তেঽসকৃন্মন্দ ইতি মে ব্রতমাহিতম্ ॥৬৭
ভর্ত্তুরন্বেষণার্থন্তু পশ্যেয়ং ব্রাহ্মণানহম্।
যদ্যেবমিহ বৎস্যামি ত্বৎকাশে ন সংশয়ঃ ॥৬৮
অতোঽন্যথা ন মে বাসো বর্ত্তেত হৃদয়ে কচিৎ।
তাং প্রহৃষ্টেন মনসা রাজমাতেদমব্রবীৎ ॥৬৯
সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামি দিষ্ট্যা তে ব্রতমীদৃশম্।
এবমুক্ত্বা ততো ভৈমীং রাজমাতা বিশাম্পতে ॥৭০

দময়ন্তী রাজমাতার সেই কথা শুনিয়া এই কথা বলিলেন,—বীরজননি! আপনার নিকটে আমি এই নিয়মে বাস করিতে পারি।৬৫

আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইব না, কাহারও পাদপ্রক্ষালন করিব না এবং কোন প্রকারেই অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিব না।৬৬

যদি কোন পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে, তবে সে আপনার নিকট দণ্ডনীয় হইবে; আর যদি কোন মূর্খ বার বার আমাকে প্রার্থনা করে, তবে সে আপনার নিকট বধ্যই হইবে, এই নিয়ম আমি অবলম্বন করিয়াছি।৬৭

কিন্তু আমি ভর্ত্তার অন্বেষণের জন্য ব্রাহ্মণদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি এইরূপ নিয়ম রক্ষিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আপনার নিকট বাস করিব।৬৮

ইহার অন্যথা হইলে, কোথাও আমার বাস করিবার ইচ্ছা নাই। তখন রাজমাতা আনন্দিতচিত্তে দময়ন্তীকে এই কথা বলিলেন।৬৯

উবাচেদং দুহিতরং সুনন্দাং নাম ভারত।
সৈরিন্ধ্রীমভিজানীহি সুনন্দে দেবরূপিণীম্ ॥৭১

বয়সা তুল্যতাং প্রাপ্তা সখী তব ভবত্বিয়ম্।
এতয়া সহ মোদস্ব নিরুদ্বিগ্নমনাঃ সদা ॥৭২

ততঃ পরমসংহৃষ্টা সুনন্দা গৃহমাগমৎ।
দময়ন্তীমুপাদায় সখীভিঃ পরিবারিতা ॥৭৩

সা তত্র পূজ্যমানা বৈ দময়ন্তী ব্যনন্দত।
সর্ব্বকামৈঃ সুবিহিতৈর্নিরুদ্বেগাবসত্তদা ॥৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি দময়ন্তী-চেদিরাজগৃহবাসে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

তোমার এই সব কথাই আমি মানিয়া চলিব; ইহাত সৌভাগ্যের কথা যে, তোমার এইরূপ ব্রত হইয়াছে। নরনাথ! ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! রাজমাতা দময়ন্তীকে এইরূপ বলিয়া নিজতনয়া সুনন্দাকে এই কথা বলিলেন—সুনন্দা! তুমি এই সৈরিন্ধ্রীকে দেবতাস্বরূপিণী জানিবে।৭০-৭১

এ বয়সে তোমার তুল্য, অতএব তোমার সখী হউক। তুমি সর্ব্বদা অনুদ্বিগ্নচিত্তে ইহার সহিত আনন্দ অনুভব কর।৭২

তাহার পর সুনন্দা অত্যন্ত আনন্দিতমনে দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া সখীপরিবেষ্টিত অবস্থায় আপন গৃহে গমন করিল।৭৩

দময়ন্তীও সেখানে অত্যন্ত সমাদর পাইতে থাকিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট বিষয় সুসম্পাদিত হইত বলিয়া নিরুদ্বেগে বাস করিতে লাগিলেন।৭৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে দময়ন্তী-চেদিরাজগৃহবাসে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞা নলেন দাববহ্নিতঃ কর্কোটকনাগস্য প্রাণানাং রক্ষা, নাগস্য নলায়াশ্বাসপ্রদানঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

উৎসৃজ্য দময়ন্তীং তু নলো রাজা বিশাম্পতে।
দদর্শ দাবং দহ্যন্তং মহান্তং গহনে বনে ॥১

তত্র শুশ্রাব শব্দং বৈ মধ্যে ভূতস্য কস্যচিৎ।
অভিধাব নলেত্যুচ্চৈঃ পুণ্যশ্লোকেতি চাসকৃৎ ॥২

মা ভৈরিতি নলশ্চোক্ত্বা মধ্যমগ্নেঃ প্রবিশ্য তম্।
দদর্শ নাগরাজানং শয়ানং কুণ্ডলীকৃতম্ ॥৩

স নাগঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বেপমানো নলং তদা।
উবাচ বিদ্ধি মাং নাম্না নাগং কর্কোটকং নৃপ ॥৪

ময়া প্রলব্ধো মহর্ষির্নারদঃ সুমহাতপাঃ।
তেন মন্যুপরীতেন শপ্তোঽস্মি মনুজাধিপ ॥৫

তিষ্ঠ ত্বং স্থাবর ইব যাবদেব নলঃ ক্বচিৎ।
ইতো নেতা হি তত্র ত্বং শাপান্মোক্ষ্যসি
মৎকৃতাৎ ॥৬

তস্য শাপান্ন শক্তোঽস্মি পদাদ্ বিচলিতুং পদম্।
উপদেক্ষ্যামি তে শ্রেয়স্ত্রাতুমর্হতি মাং ভবান্ ॥৭

সখা চ তে ভবিষ্যামি মৎসমো নাস্তি পন্নগঃ।
লঘুশ্চ তে ভবিষ্যামি শীঘ্রমাদায় গচ্ছ মাম্ ॥৮

এবমুক্ত্বা স নাগেন্দ্রো বভূবাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ।
তং গৃহীত্বা নলঃ প্রায়াদ্দেশং দাববিবর্জিতম্ ॥৯

আকাশদেশমাসাদ্য বিমুক্তং কৃষ্ণবর্ত্মনা।
উৎস্রষ্টুকামং তং নাগঃ পুনঃ
কর্কোটকোঽব্রবীৎ ॥১০

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা নল কর্তৃক দাবানল হইতে কর্কোকটনাগের প্রাণরক্ষা এবং নাগ কর্তৃক নলকে আশ্বাস প্রদান।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—নরনাথ। ওদিকে রাজা নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বনের ভিতরে যাইয়া দেখিলেন—বিশাল দাবাগ্নি বন দগ্ধ করিতেছে।১

সেই বনের মধ্যে কোন প্রাণীর এইরূপ উচ্চ শব্দ বার বার শুনিলেন যে, 'নলরাজা। সত্বর এদিকে আসুন, পুণ্যশ্লোক। সত্বর এদিকে আসুন।২

তখন নলও 'ভয় করিও না' এই কথা বলিয়া, অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করত দেখিলেন,—কুণ্ডলীকৃত একটা বিশাল নাগ শুইয়া আছে।৩

তখন সেই নাগ কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত-কলেবরে নলকে বলিল,—রাজন্। আপনি আমাকে কর্কোটকনাগ বলিয়া জানিবেন।৪

রাজন্! অতিমহাতপস্বী মহর্ষি নারদকে আমি প্রতারিত করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।৫

যে পর্য্যন্ত রাজা নল তোমাকে এ স্থান হইতে কোন স্থানে লইয়া না যান, সেই পর্য্যন্ত তুমি স্থাবরের তুল্য হইয়া এই স্থানেই থাক; তিনি লইয়া গেলে তুমি আমার শাপ হইতে মুক্তি পাইবে।৬

তাঁহার শাপে আমি একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারি না, অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনাকে মঙ্গললাভের উপদেশ দিব।৭

অধিক কি, আমি আপনার সখা হইব; আমার তুল্য নাগ নাই। আর আমি আপনার নিকট ভারশূন্য হইব। অতএব আমাকে লইয়া সত্বর এই স্থান হইতে গমন করুন।৮

এইরূপ বলিয়া কর্কোটক নাগ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন। তখন নল তাঁহাকে লইয়া দাবাগ্নিশূন্য-স্থানে গমন করিলেন।৯

পদানি গণয়ন্ গচ্ছ স্বানি নৈষধ কানিচিৎ।
তত্র তেঽহং মহাবাহো শ্রেয়ো
ধাস্যামি যৎ পরম্ ॥১১

ততঃ সংখ্যাতুমারব্ধমদশদ্দশমে পদে।
তস্য দষ্টস্য তদ্রূপং ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত ॥১২

স দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তস্থাবাত্মানং বিকৃতং নলঃ।
স্বরূপধারিণং নাগং দদর্শ স মহীপতিঃ ॥১৩

ততঃ কর্কোটকো নাগঃ সান্ত্বয়ন্ নলমব্রবীৎ।
ময়া তেঽন্তর্হিতং রূপং ন ত্বাং বিদ্যুর্জনা ইতি ॥১৪

যৎকৃতেনাসি নিকৃতো দুঃখেন মহতা নল।
বিষেণ স মদীয়েন দুঃখং ত্বয়ি নিবৎস্যতি ॥১৫

বিষেণ সংবৃতৈর্গাত্রৈর্যাবত্ত্বাং ন বিমোক্ষ্যতি।
তাবত্ত্বয়ি মহারাজ দুঃখং বৈ স নিবৎস্যতি ॥১৬

অনাগা যেন নিকৃতস্ত্বমনর্হো জনাধিপ।
ক্রোধাদসূয়য়িত্বা তং রক্ষা মে ভবতঃ কৃতা ॥১৭

ন তে ভয়ং নরব্যাঘ্র দংষ্ট্রিভ্যঃ শত্রুতোঽপি বা।
ব্রহ্মবিদ্ভ্যশ্চ ভবিতা মৎপ্রসাদান্নরাধিপ ॥১৮

রাজন্ বিষনিমিত্তা চ ন তে পীড়া ভবিষ্যতি।
সংগ্রামেষু চ রাজেন্দ্র শশ্বজ্জয়মবাপ্স্যসি ॥১৯

গচ্ছ রাজন্নিতঃ সূতো বাহুকোঽহমিতি ব্রুবন্।
সমীপমৃতুপর্ণস্য স হি বেদাক্ষনৈপুণম্ ॥২০

অযোধ্যাং নগরীং রম্যামদ্য বৈ নিষধেশ্বর।
স তেঽক্ষহৃদয়ং দাতা রাজাশ্বহৃদয়েন বৈ ॥২১

দাবাগ্নিরহিত এবং বৃক্ষলতাদিশূন্য স্থানে যাইয়া নল কর্কোটকনাগকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন; তখন কর্কোটকনাগ পুনরায় নলকে বলিলেন।১০

মহাবাহু নিষধরাজ নল! আপনি নিজেরই কতকগুলি পদক্ষেপকে ('এক' 'দুই' এই ভাবে) গণনা করিতে করিতে গমন করুন; তখন আপনার যাহা পরম মঙ্গল, তাহা আমি করিব।১১

তাহার পর, নল দশম পদক্ষেপ করিয়া যেই 'দশ' বলিয়া গণনা করিলেন; অমনি কর্কোটক তাঁহাকে দংশন করিলেন; দংশন করিবামাত্রই নলের সেই পূর্ব্বরূপ অন্তর্হিত হইল।১২

তখন রাজা নল স্বীয় দেহকে বিকৃত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কর্কোটককে স্বরূপধারী অবস্থায় দেখিলেন।১৩

তদনন্তর কর্কোটক অনুনয় করিয়া নলকে বলিলেন,—লোকে আপনাকে চিনিতে না পারে, এই জন্যই আমি আপনার রূপ তিরোহিত করিলাম।১৪

হে নল! আপনি যাহার কৃত গুরুতর চক্রান্তে রাজ্য প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সে ব্যক্তি আমার বিষের প্রভাবে আপনার শরীরে অতি কষ্টে বাস করিবে।১৫

মহারাজ! আপনার অঙ্গসমূহ বিষব্যাপ্ত হওয়ায় সে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আপনাকে ত্যাগ না করিবে, সেই পর্য্যন্তই সে আপনার শরীরে অতিদুঃখে বাস করিবে।১৬

নরনাথ! আপনি নিরপরাধ এবং বঞ্চনার অযোগ্য, তথাপি আপনাকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত করিয়াছে, আমি ক্রোধবশতঃ তাহার উপরে অসূয়া করিয়াই এই ভাবে আপনার রক্ষা করিলাম।১৭

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! আমার প্রসাদে দন্তুর (দন্তধারী), শত্রু, কিংবা বেদবিৎ ব্যক্তি হইতেও আপনার কোন ভয় হইবে না।১৮

রাজন্! আমার বিষে আপনার কোন পীড়া হইবে না। রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বদাই যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন।১৯

নিষধরাজ! 'আমি সারথি এবং আমার নাম—বাহুক' এই কথা বলিয়া পরিচয় দান করত আপনি অদ্যই এই স্থান হইতে মনোহর অযোধ্যানগরীতে

ইক্ষ্বাকুকুলজঃ শ্রীমান্ মিত্রঞ্চৈব ভবিষ্যতি।
ভবিষ্যসি যদাঽক্ষজ্ঞঃ শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে তদা ॥২২
সমেষ্যসি চ দারৈস্ত্বং মাস্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ।
রাজ্যেন তনয়াভ্যাঞ্চ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৩
স্বং রূপঞ্চ যদা দ্রষ্টুমিচ্ছেথাস্ত্বং নরাধিপ।
সংস্মর্ত্তব্যস্তদা তেঽহং বাসশ্চেদং বিবাসয়েঃ ॥২৪
অনেন বাসসাচ্ছন্নঃ স্বং রূপং প্রতিপৎস্যসে।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যং বাসোযুগং তদা ॥২৫
এবং নলং সমাদিশ্য বাসো দত্ত্বা চ কৌরব।
নাগরাজস্ততো রাজংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি নল-কর্কোটকসংবাদে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬

ঋতুপর্ণ-রাজার নিকটে গমন করুন। কারণ, তিনি পাশাখেলা ভাল জানেন; সুতরাং তিনি আপনার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যার রহস্য শিক্ষা করিয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়ার রহস্য শিক্ষা দান করিবেন।২০-২১

আর সেই ইক্ষ্বাকুবংশজাত সমৃদ্ধিশালী ঋতুপর্ণ রাজা আপনার সখা হইবেন এবং আপনিও যখন দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষ অভিজ্ঞ হইবেন, তখন আপনার মঙ্গল হইবে।২২

আপনি শোক করিবেন না, আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি; আপনি পুনরায় ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যার সহিত সম্মিলিত হইবেন এবং রাজ্যলাভ করিবেন।২৩

নরপতে! আপনি যখন নিজের পূর্ব্ব রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন এবং এই বস্ত্র পরিধান করিবেন।২৪

আপনি এই বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজ পূর্ব্ব রূপ লাভ করিবেন, এই কথা বলিয়া কর্কোটক নলকে দিব্য বস্ত্রযুগল দান করিলেন।২৫

কুরুনন্দন রাজন্ যুধিষ্ঠির! নাগরাজ কর্কোটক নলকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এবং বস্ত্রযুগল দান করত সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলকর্কোটকসংবাদবিষয়ে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ঋতুপর্ণস্য ভবনে নলস্যাশ্বাধ্যক্ষপদগ্রহণম্, দময়ন্ত্যৈ তস্য চিন্তা, জীবলেন সহালাপশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
তস্মিন্নন্তর্হিতে নাগে প্রযযৌ নৈষধো নলঃ
ঋতুপর্ণস্য নগরং প্রাবিশদ্দশমেঽহনি ॥১
স রাজানমুপাতিষ্ঠদ্ বাহুকোঽহমিতি ব্রুবন্।
অশ্বানাং বাহনে যুক্তঃ পৃথিব্যাং নাস্তি মৎসমঃ ॥২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[ঋতুপর্ণ রাজার ভবনে নলকর্তৃক অশ্বাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ এবং দময়ন্তীর জন্য চিন্তা ও জীবলের সহিত আলাপ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন—কর্কোটকনাগ অন্তর্হিত হইলে, নিষধরাজ নল গমন করিলেন এবং দশম দিনের দিন ঋতুপর্ণরাজার নগরে প্রবেশ করিলেন।১

অর্থকৃচ্ছ্রেষু চৈবাহং প্রষ্টব্যো নৈপুণেষু চ।
অন্নসংস্কারমপি চ জানাম্যন্যৈর্বিশেষতঃ ॥৩
যানি শিল্পানি লোকেঽস্মিন্ যচ্চৈবান্যৎ সুদুষ্করম্।
সর্বং যতিষ্যে তৎকর্তুমৃতুপর্ণ! ভরস্ব মাম্ ॥৪

ঋতুপর্ণ উবাচ।

বস বাহুক ভদ্রং তে সর্ব্বমেতৎ করিষ্যসি।
শীঘ্রযানে সদা বুদ্ধির্ধ্রিয়তে মে বিশেষতঃ ॥৫
স ত্বমাতিষ্ঠ যোগং তং যেন শীঘ্রা হয়া মম।
ভবেয়ুরশ্বাধ্যক্ষোঽসি বেতনং তে শতং শতাঃ ॥ ৬
ত্বামুপস্থাস্যতশ্চৈব নিত্যং বার্ষ্ণেয়-জীবলৌ।
এতাভ্যাং রংস্যসে সার্দ্ধং বস বৈ ময়ি বাহুক ॥৭

নল ঋতুপর্ণরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 'আমার নাম—বাহুক' এই কথা বলিয়া বলিলেন,—আমার তুল্য অশ্বচালনানিপুণ লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন নাই।২

আমি অত্যন্ত অর্থসঙ্কটে পড়িয়াছি। যে কোন কার্য্যে নিপুণতাবিষয়ে যদি পরামর্শ ইচ্ছা করেন, তবে আমার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন। আমি খাদ্যবস্তু-নির্ম্মাণও অন্য অপেক্ষা বিশেষ ভাবে জানি।৩

রাজন্! এই জগতে যে কিছু শিল্পকার্য্য আছে এবং অন্য যে কিছু অতিদুষ্কর কার্য্য আছে, সে সমস্তই আমি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিব; আপনি আমাকে ভরণ করুন।৪

ঋতুপর্ণ বলিলেন,—বাহুক! তুমি থাক, তোমার ভাল হইবে, তুমি এ সমস্তই করিবে। আমি সর্ব্বদাই বিশেষ দ্রুতগমনে ইচ্ছা করিয়া থাকি।৫

তুমি তাদৃশ উপায় অবলম্বন কর, যাহাতে আমার অশ্বগুলি দ্রুতগামী হয়; তুমি আমার অশ্বাধ্যক্ষ হইলে, তোমার বার্ষিক বেতন দশহাজার মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট রহিল।৬

বৃহদশ্ব উবাচ।

এবমুক্তো নলস্তেন ন্যবসত্তত্র পূজিতঃ।
ঋতুপর্ণস্য নগরে সহবার্ষ্ণেয়জীবলঃ ॥৮
স বৈ তত্রাবসদ্ রাজা বৈদর্ভীমনুচিন্তয়ন্।
সায়ং সায়ং সদা চেমং শ্লোকমেকং জগাদ হ ॥৯
ক নু সা ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী।
স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাঽদ্যোপতিষ্ঠতি ॥১০
এবং ব্রুবন্তং রাজানং নিশায়াং জীবলোঽব্রবীৎ।
কামেনাং শোচসে নিত্যং শ্রোতুমিচ্ছামি বাহুক ॥১১
আয়ুষ্মন্! কস্য সা নারী যামেবমনুশোচসি।
তমুবাচ নলো রাজা মন্দপ্রজ্ঞস্য কস্যচিৎ ॥১২

(আমার পূর্ব্বসারথি) বার্ষ্ণেয় ও জীবল সর্ব্বদাই তোমার সেবা করিবে; সুতরাং তুমি উহাদের সহিত আমোদ অনুভব করিতে পারিবে। অতএব বাহুক! তুমি আমার নিকটেই থাক।৭

বৃহদশ্ব বলিলেন,—ঋতুপর্ণ রাজা এইরূপ বলিলে, নল তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বার্ষ্ণেয় ও জীবলের সহিত সেই ঋতুপর্ণরাজার পুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন।৮

রাজা নল দময়ন্তীকে স্মরণ করিতে থাকিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তিনি এই শ্লোক পাঠ করিতেন।৯

'ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা ও পরিশ্রান্তা সেই দীনা রমণী আজ কোথায় শয়ন করিতেছে এবং সেই মন্দবুদ্ধিকে স্মরণ করিয়া আজ কাহারই বা আশ্রয় লইয়াছে।১০

রাজা নল প্রত্যহ রাত্রিতেই এইরূপ বলিতেন; তখন একদিন জীবল বলিল—'বাহুক! তুমি প্রত্যহই কোন্ রমণীর জন্য এই শোক কর; আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।১১

আয়ুষ্মন্! সে নারী কাহার, তুমি যাহার জন্য

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নল-দময়ন্ত্যোরন্বেষণায় বিদর্ভরাজেন ব্রাহ্মণানাং প্রেষণম্, চেদিরাজভবনং গত্বা মনসা সুদেবনামক-ব্রাহ্মণস্য দময়ন্ত্যা গুণগ্রামচিন্তা, তস্যা দর্শনলাভশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

হৃতরাজ্যে নলে ভীমঃ সভার্য্যে চ বনং গতে।
দ্বিজান্ প্রস্থাপয়ামাস নলদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১

সন্দিদেশ চ তান্ ভীমো বসু দত্ত্বা সুপুষ্কলম্।
মৃগয়ধ্বং নলং যূয়ং দময়ন্তীঞ্চ মে সুতাম্ ॥২

অস্মিন্ কর্ম্মণি সম্পন্নে বিজ্ঞাতে নিষধাধিপে।
গবাং সহস্রং দাস্যামি যো বস্তাবানয়িষ্যতি ॥৩

অগ্রহারঞ্চ দাস্যামি গ্রামং নগরসম্মিতম্।
ন চেচ্ছক্যাবিহানেতুং দময়ন্তী নলোঽপি বা ॥৪

জ্ঞাতমাত্রেঽপি দাস্যামি গবাং দশশতং ধনম্।
ইত্যুক্তাস্তে যযুর্হৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৫

পুর-রাষ্ট্রাণি চিন্বন্তো নৈষধং সহ ভার্য্যয়া।
নৈব ক্বাপি প্রপশ্যন্তি নলং বা ভীমপুত্রিকাম্ ॥৬

ততশ্চেদিপুরীং রম্যাং সুদেবো নাম বৈ দ্বিজঃ।
বিচিন্বানোঽথ বৈদর্ভীমপশ্যদ্ রাজবেশ্মনি ॥৭

পুণ্যাহবাচনে রাজ্ঞঃ সুনন্দাসহিতাং স্থিতাম্।
মন্দং প্রখ্যায়মানেন রূপেণাপ্রতিমেন তাম্।
নিরুদ্ধাং ধূমজালেন প্রভামিব বিভাবসোঃ ॥৮

তাং সমীক্ষ্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্।
তর্কয়ামাস বৈদর্ভীতি কারণৈরুপপাদয়ন্ ॥৯

সুদেব উবাচ।

যথেয়ং মে পুরা দৃষ্টা তথারূপেয়মঙ্গনা।
কৃতার্থোঽস্ম্যদ্য দৃষ্ট্বেমাং লোককান্তামিব শ্রিয়ম্ ॥১০

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[নল-দময়ন্তীকে অন্বেষণ করিবার জন্য বিদর্ভরাজ কর্তৃক ব্রাহ্মণগণকে প্রেষণ, চেদিরাজের ভবনে যাইয়া সুদেবনামক ব্রাহ্মণের মনে মনে দময়ন্তীর গুণগ্রাম চিন্তন এবং উঁহার দর্শন লাভ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—হৃতরাজ্য নল দময়ন্তীর সহিত বনে গমন করিলে, রাজা ভীম নলকে দেখিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিলেন।১

রাজা ভীম তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিয়া আদেশ করিলেন যে, আপনারা নলকে এবং আমার কন্যা দময়ন্তীকে অন্বেষণ করুন।২

এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে ও নিষধরাজ নলের বিষয় জানিতে পারিলে অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে যিনি নল ও দময়ন্তীর সংবাদ জানিয়া তাহাদিগকে আনিতে পারিবেন, তাঁহাকে একসহস্র গো দান করিব।৩

আর নগরের তুল্য একটী গ্রাম অগ্রহার (করমুক্ত) অর্থাৎ ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিব। যদি নল ও দময়ন্তীকে এখানে আনিতে না-ও পারেন, তথাপি তাহাদের সংবাদ জানিলেও একসহস্র গো দান করিব। রাজা ভীম এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণগণ আনন্দিত হইয়া সকল দিকে গমন করিলেন।৪-৫

সেই ব্রাহ্মণগণ নানা নগর ও রাজ্যে বিচরণ করিয়া নল ও দময়ন্তীর বহু অন্বেষণ করত কোথাও নলকে বা ভীমকন্যা দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন না।৬

তাহার পর সুদেবনামে এক ব্রাহ্মণ মনোহর চেদিরাজের রাজধানী পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিয়া রাজভবনে দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। তখন রাজার যজ্ঞারম্ভে পুণ্যাহবাচন হইতেছিল; সেখানে বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী সুনন্দার সহিত উপস্থিত ছিলেন; তখন তাঁহার অতুলনীয় রূপ অল্প প্রকাশ পাইতেছিল; সুতরাং ধূমাবৃত অগ্নিপ্রভার ন্যায় তিনি অবস্থান করিতেছিলেন।৭-৮

সুদেব সেই বিশালনয়না এবং অত্যন্ত মলিনা

পূর্ণচন্দ্রাননাং শ্যামাং চারুবৃত্তপয়োধরাম্।
কুর্ব্বতীং প্রভয়া দেবীং সর্ব্বা বিতিমিরা দিশঃ ॥১১
চারুপদ্মবিশালাক্ষীং মন্মথস্য রতীমিব।
ইষ্টাং সমস্তলোকস্য পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ॥১২
বিদর্ভসরসস্তস্মাদ্দৈবদোষাদিবোদ্ধৃতাম্।
মলপঙ্কানুলিপ্তাঙ্গীং মৃণালীমিব চোদ্ধৃতাম্ ॥১৩
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং রাহুগ্রস্তনিশাকরাম্।
পতিশোকাকুলাং দীনাং শুষ্কস্রোতোনদীমিব ॥১৪
বিধ্বস্তপর্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্।
হস্তিহস্তপরামৃষ্টাং ব্যাকুলামিব পদ্মিনীম্ ॥১৫
সুকুমারীং সুজাতাঙ্গীং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্।
দহ্যমানামিবার্কেণ মৃণালীমিব চোদ্ধৃতাম্ ॥১৬
রূপৌদার্য্যগুণোপেতাং মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্।
চন্দ্রলেখামিব নবাং ব্যোম্নি নীলাভ্রসংবৃতাম্ ॥১৭
কামভোগৈঃ প্রিয়ৈর্হীনাং হীনাং বন্ধুজনেন চ।
দেহং ধারয়তীং দীনাং ভর্ত্তৃদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১৮
ভর্ত্তা নাম পরং নার্য্যা ভূষণং ভূষণৈর্বিনা।
এষা হি রহিতা তেন শোভনাপি ন শোভতে ॥১৯
দুষ্করং কুরুতেঽত্যন্তং হীনো যদনয়া নলঃ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি ॥২০
ইমামসিতকেশান্তাং শতপত্রায়তেক্ষণাম্।
সুখার্হাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা মমাপি ব্যথতে মনঃ ॥২১
কদা নু খলু দুঃখস্য পারং যাস্যতি বৈ শুভা।
ভর্ত্তুঃ সমাগমাৎ সাধ্বী রোহিণী শশিনো যথা ॥২২

ও কৃশা নারীকে দেখিয়া, পূর্ব্বদৃষ্ট লক্ষণদ্বারা মিলাইয়া তাঁহাকে দময়ন্তী বলিয়াই মনে করিলেন।৯

তখন সুদেব মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'আমি পূর্ব্বে যেমন দময়ন্তীকে দেখিয়াছিলাম, এখনও তেমনই দেখিতেছি। সুতরাং লোকের অভীষ্ট লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় ইঁহাকে দেখিয়া আমি আজ কৃতকার্য্য হইলাম। ইঁহার মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের তুল্য, শরীরের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ এবং স্তনদুইটী সুন্দর ও সুগোল; আর ইনি আপন প্রভাদ্বারা সমস্ত দিক্ই যেন অন্ধকারশূন্য করিতেছেন। কামদেবের পত্নী রতীদেবীর ন্যায় ইঁহারও নয়ন দুইটী পদ্মের তুল্য সুন্দর ও বিশাল এবং ইনি পূর্ণচন্দ্রের প্রভার ন্যায় সমস্ত লোকেরই অভীষ্ট; আর ইনি দৈবদোষে বিদর্ভদেশ-রূপ সরোবর হইতে উদ্ধৃত এবং মল ও কর্দ্দমলিপ্ত মৃণালিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; আর রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিলে পূর্ণিমার রাত্রির ন্যায় এবং স্রোত শুষ্ক হইলে নদীর ন্যায় ইনি পতিশোকে আকুলা হইয়া ক্ষীণা হইয়াছেন; এবং দলবিহীন-পদ্ম সমন্বিত, ভয়ভীতপক্ষীযুক্ত ও হস্তীশুণ্ডমথিত আকুল পদ্মসরসীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; কোমলাঙ্গী, পরমসুন্দরী এবং রত্নময়-গৃহ-বাসের যোগ্যা দময়ন্তী রবিকিরণদগ্ধ উদ্ধৃত মৃণালিনীর ন্যায় এখানে রহিয়াছেন; ইনি রূপ ও উদারতাসম্পন্না এবং অলঙ্কারের যোগ্যা, অথচ অলঙ্কৃতা নহেন, সুতরাং আকাশে নীলমেঘাবৃত নবীন চন্দ্রলেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, আর ইনি প্রিয় কামভোগ-ও বন্ধুজন-বিহীনা এবং দীনা হইয়াও ভর্ত্তাকে দর্শন করিবার ইচ্ছাতেই দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।১০-১৮

সাধারণ অলঙ্কার না থাকিলেও ভর্ত্তাই নারীর প্রধান অলঙ্কার, সুতরাং ইনি সুন্দরী হইয়াও সেই ভর্ত্তৃবিচ্ছিন্ন হওয়ায় শোভা পাইতেছেন না।১৯

নল অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্যই করিতেছেন, যেহেতু এই দময়ন্তীবিহীন হইয়াও নিজের দেহ ধারণ

অস্যা নূনং পুনর্লাভান্নৈষধঃ প্রীতিমেষ্যতি।
রাজা রাজ্যপরিভ্রষ্টঃ পুনর্লব্ধ্বেব মেদিনীম্ ॥২৩

তুল্যশীলবয়োযুক্তাং তুল্যাভিজনসংযুতাম্।
নৈষধোঽর্হতি বৈদর্ভীং তঞ্চেয়মসিতেক্ষণা ॥২৪

যুক্তং তস্যাপ্রমেয়স্য বীর্য্যসত্ত্ববতো ময়া।
সমাশ্বাসয়িতুং ভার্য্যাং পতিদর্শনলালসাম্ ॥২৫

অহমাশ্বাসয়াম্যেনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
অদৃষ্টপূর্ব্বাং দুঃখস্য দুঃখার্ত্তাং ধ্যানতৎপরাম্ ॥২৬

বৃহদশ্ব উবাচ।

এবং বিমৃশ্য বিবিধৈঃ কারণৈর্লক্ষণৈশ্চ তাম্।
উপগম্য ততো ভৈমীং সুদেবো ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ ॥২৭

সুদেব উবাচ।

অহং সুদেবো বৈদর্ভি! ভ্রাতুস্তে দয়িতঃ সখা।
ভীমস্য বচনাদ্ রাজ্ঞি ত্বামন্বেষ্টুমিহাগতঃ ॥২৮

কুশলী তে পিতা রাজ্ঞি! জননী ভ্রাতরশ্চ তে।
আয়ুষ্মন্তৌ কুশলিনৌ তত্রস্থৌ দারকৌ চ তৌ ॥২৯

ত্বৎকৃতে বন্ধুবর্গাস্তে গতসত্ত্বা ইবাসতে।
অন্বেষ্টারো ব্রাহ্মণাশ্চ ভ্রমন্তি শতশো মহীম্ ॥৩০

বৃহদশ্ব উবাচ।

অভিজ্ঞায় সুদেবং তং দময়ন্তী যুধিষ্ঠির।
পর্য্যপৃচ্ছত তান্ সর্বান্ ক্রমেণ সুহৃদঃ স্বকান্ ॥৩১

রুরোদ চ ভৃশং রাজন্! বৈদর্ভী শোককর্শিতা।
দৃষ্ট্বা সুদেবং সহসা ভ্রাতুরিষ্টং দ্বিজোত্তমম্ ॥৩২

করিতেছেন, কিন্তু শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন না।২০

কৃষ্ণকেশী, পদ্মতুল্য আয়তনয়না এবং সুখভোগ-যোগ্যা দময়ন্তীকে দুঃখিত দেখিয়া আমারও মন ব্যথিত হইতেছে।২১

রোহিণী যেমন চন্দ্রের সম্মেলনে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হন, সেইরূপ এই কল্যাণী ও সাধ্বী দময়ন্তী কবে ভর্ত্তা নলের সম্মেলনে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবেন?২২

রাজ্যভ্রষ্ট রাজা নল পুনরায় রাজ্যলাভের ন্যায় পুনরায় ইঁহাকে লাভ করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন।২৩

নল যেমন তুল্য কুল-শীল-বয়োযুক্তা দময়ন্তীর যোগ্য, তেমন এই নীলনয়না দময়ন্তীও তাঁহার যোগ্যা।২৪

অপরিমেয়গুণসম্পন্ন এবং বল ও অধ্যবসায়শালী নলের ভার্য্যা পতিদর্শনার্থিনী এই দময়ন্তীকে আমার আশ্বস্ত করা উচিত।২৫

অতএব পূর্ণচন্দ্রবদনা দময়ন্তী সদা নলের চিন্তায় নিমগ্না, তিনি পূর্ব্বে কখনও দুঃখ অনুভব করেন নাই অথচ এখন দুঃখার্ত্তা—এই অবস্থায় তাহাকে আমি আশ্বস্ত করি।২৬

বৃহদশ্ব বলিলেন—ব্রাহ্মণ সুদেব নানাবিধ যুক্তি ও লক্ষণদ্বারা এইভাবে দময়ন্তীকে নিরূপণ করত তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন।২৭

সুদেব বলিলেন,—বিদর্ভরাজনন্দিনি! আমি সুদেব, আপনার ভ্রাতার প্রিয়সখা। আমি ভীম-রাজার আদেশে আপনাকে অন্বেষণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।২৮

রাজমহিষি! আপনার পিতা কুশলে আছেন, মাতা এবং ভ্রাতারাও কুশলে আছেন এবং সেখানে আপনার সেই আয়ুষ্মান্ পুত্র-কন্যা দুইটীও কুশলে আছে।২৯

আপনার সেই বন্ধুগণ আপনার জন্যই যেন প্রাণশূন্য হইয়া রহিয়াছেন এবং আপনার অন্বেষণকারী শত শত ব্রাহ্মণ পৃথিবী বিচরণ করিতেছেন।৩০

বৃহদশ্ব বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! দময়ন্তী তখন সেই সুদেবকে চিনিতে পারিয়া নিজের সকল বন্ধুর সংবাদই ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা করিলেন।৩১

ততো রুদন্তীং তাং দৃষ্ট্বা সুনন্দা শোককর্শিতাং।
সুদেবেন সহৈকান্তে কথয়ন্তীঞ্চ ভারত ॥৩৩
জনন্যৈ কথয়ামাস সৈরিন্ধ্রী রুদতে ভৃশম্।
ব্রাহ্মণেন সমাগম্য তাং বিদ্ধি যদি মন্যসে ॥৩৪
অথ চেদিপতের্মাতা রাজ্ঞশ্চান্তঃপুরাত্তদা।
জগাম যত্র সা বালা ব্রাহ্মণেন সহাভবৎ ॥৩৫
ততঃ সুদেবমানায্য রাজমাতা বিশাম্পতে!
পপ্রচ্ছ ভার্য্যা কস্যেয়ং সুতা বা কস্য ভাবিনী ॥৩৬
কথঞ্চ নষ্টা জ্ঞাতিভ্যো ভর্ত্তুর্বা বামলোচনা।
ত্বয়া চ বিদিতা বিপ্র! কথমেবং গতা সতী ॥৩৭
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তঃ সর্ব্বমশেষতঃ।
তত্ত্বেন হি মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছন্ত্যা দেবরূপিণীম্ ॥৩৮

এবমুক্তস্তয়া রাজন্! সুদেবো দ্বিজসত্তমঃ।
সুখোপবিষ্ট আচষ্ট দময়ন্ত্যা যথাতথম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
সুদেব-দময়ন্তীসংবাদে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮

রাজন্ যুধিষ্ঠির! শোকার্ত্তা দময়ন্তী সহসা ভ্রাতার প্রিয়সখা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সুদেবকে দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন।৩২

ভরতনন্দন! তৎপরে দময়ন্তী একপ্রান্তে সুদেবের সহিত আলাপ করিতেছেন এবং রোদন করিতেছেন ইহা দেখিয়া সুনন্দাও শোকার্ত্তা হইয়া মাতার নিকট যাইয়া বলিলেন যে, সৈরিন্ধ্রী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতেছে; অতএব আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে যাইয়া সৈরিন্ধ্রীর পরিচয় নিন।৩৩-৩৪

তাহার পর চেদিরাজের মাতা রাজান্তঃপুর হইতে তখনই সেই স্থানে গমন করিলেন, যে স্থানে দময়ন্তী ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন।৩৫

নরনাথ! তাহার পর রাজমাতা সুদেবকে নিকটে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'এই সৎস্বভাবা নারী কাহার ভার্য্যা এবং কাহারই বা কন্যা?৩৬

কি করিয়াই বা জ্ঞাতিগণ ও ভর্ত্তার নিকট হইতে এ বিচ্ছিন্ন হইল? ব্রাহ্মণ! এই সুলোচনা এখানে আসিয়াছে—ইহা আপনিই বা কি করিয়া জানিলেন?৩৭

আমি আপনার নিকট হইতে এই সমস্তই বিশেষভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি, তাই এই দেবরূপিণীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি সত্য বলুন।৩৮

রাজন্! রাজমাতা এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সুদেব সুখে উপবেশন করিয়া দময়ন্তীর যথাযথ বৃত্তান্ত বলিলেন।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
সুদেব-দময়ন্তীসংবাদবিষয়ে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৮

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[স্ব-পিতৃভবনে দময়ন্ত্যা গমনম্, ততঃ স্থানাদ্ নলস্যান্বেষণায় স্বসন্দেশং বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণানাং প্রেষণঞ্চ।]

সুদেব উবাচ।

বিদর্ভরাজো ধর্ম্মাত্মা ভীমো নাম মহাদ্যুতিঃ।
সুতেয়ং তস্য কল্যাণী দময়ন্তীতি বিশ্রুতা ॥১

রাজা তু নৈষধো বীরো বীরসেনসুতো নলঃ।
ভার্য্যেয়ং তস্য কল্যাণী পুণ্যশ্লোকস্য ধীমতঃ ॥২

স দ্যূতেন জিতো ভ্রাত্রা হৃতরাজ্যো মহীপতিঃ।
দময়ন্ত্যা গতঃ সার্দ্ধং ন প্রাজ্ঞায়ত কর্হিচিৎ ॥৩

তে বয়ং দময়ন্ত্যর্থে চরামঃ পৃথিবীমিমাম্।
সেয়মাসাদিতা বালা তব দেবি! নিবেশনে ॥৪

অস্যা রূপেণ সদৃশী মানুষী ন হি বিদ্যতে।
অস্যা হ্যেষ ভ্রুবোর্মধ্যে সহজঃ পিপ্লুরুত্তমঃ ॥৫

শ্যামায়াঃ পদ্মসঙ্কাশো লক্ষিতোঽন্তর্হিতোময়া।
মলেন সংবৃতো হ্যস্যাশ্ছন্নোঽভ্রেণেব চন্দ্রমাঃ ॥৬

চিহ্নভূতো বিভূত্যর্থময়ং ধাত্রা বিনির্ম্মিতঃ।
প্রতিপৎকলুষস্যেন্দোর্লেখা নাতিবিরাজতে ॥৭

ন চাস্যা নশ্যতে রূপং বপুর্মলসমাচিতম্।
অসংস্কৃতমপি ব্যক্তং ভাতি কাঞ্চনসন্নিভম্ ॥৮

অনেন বপুষা বালা পিপ্লুনানেন সূচিতা।
লক্ষিতেয়ং ময়া দেবী পিহিতোঽগ্নিরিবোষ্মণা ॥৯

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সুদেবস্য বিশাম্পতে।
সুনন্দা শোধয়ামাস পিপ্লুপ্রচ্ছাদনং মলম্ ॥১০

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[নিজ পিতৃভবনে দময়ন্তীর গমন এবং সেখান হইতে নলকে অন্বেষণ করিবার জন্য নিজের সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রেষণ।]

সুদেব বলিলেন,—বিদর্ভদেশে ধার্ম্মিক ও মহাপ্রতাপশালী ভীমনামে এক রাজা আছেন; এই কল্যাণী তাঁহারই কন্যা এবং ইনি দময়ন্তীনামে প্রসিদ্ধ।১

আর নিষধদেশে বীরসেনরাজার পুত্র 'নল'-নামে এক বীর রাজা ছিলেন, এই কল্যাণী সেই পুণ্যশ্লোক ও বুদ্ধিমান্ নলরাজারই ভার্য্যা।২

সেই নলরাজারই ভ্রাতা পুষ্কর দ্যূতক্রীড়ায় নলকে জয় করেন এবং তাঁহার রাজ্য হরণ করেন; তৎপরে নল দময়ন্তীর সহিত রাজধানী হইতে চলিয়া যান; কিন্তু কোথায় গেলেন, তাহা কখনও কেহ জানিতে পারেন নাই।৩

দেবি! আমরা এই দময়ন্তীর অন্বেষণের জন্যই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি; কিন্তু আজ আপনার ভবনে এই তাহাকে পাইলাম।৪

রূপে ইঁহার তুল্য কোন মানুষী নাই এবং ইঁহার দুই ভ্রূর মধ্যে এই একটী স্বাভাবিক ও সুন্দর জট (জরুর, জড়ুল) রহিয়াছে।৫

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দময়ন্তীর এই পদ্মাকৃতি জটটী—মলাবৃত হইয়া মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় অন্তর্হিত থাকিলেও আমি উহা লক্ষ্য করিয়াছি।৬

বিধাতা ভাবী অতুল ঐশ্বর্য্য সূচনা করিবার জন্য এই চিহ্নস্বরূপ জটটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সময়ে ইনি প্রতিপদের মলিন চন্দ্ররেখার ন্যায় অধিক প্রকাশ পায় না।৭

ইঁহার স্বর্ণবর্ণ রূপটী শারীরিক মলে আবৃত এবং অমার্জিত হইলেও নষ্ট হয় নাই, বরং স্পষ্ট ভাবে প্রকাশই পাইতেছে।৮

এই রূপ এবং এই জটটী দময়ন্তীকে পরিচিত করিয়া দিয়াছে; তাই আমি ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় ইঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি।৯

নরনাথ! সুদেবের সেই কথা শুনিয়া সুনন্দা দময়ন্তীর জটটীর আবরণকারী মল মুছিয়া ফেলিলেন।১০

স মলেনাপকৃষ্টেন পিপ্লুস্তস্যা ব্যরোচত।
দময়ন্ত্যাস্তদা ব্যভ্রো নভসীব নিশাকরঃ ॥১১
পিপ্লুং দৃষ্ট্বা সুনন্দা চ রাজমাতা চ ভারত।
রুদন্ত্যৌ তাং পরিষ্বজ্য মুহূর্তমিব তস্থতুঃ ॥১২
উৎসৃজ্য বাষ্পং শনকৈ রাজমাতেদমব্রবীৎ।
ভগিন্যা দুহিতা মেঽসি পিপ্লুনানেন সূচিতা ॥১৩
অহঞ্চ তব মাতা চ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুতে দশার্ণাধিপতেঃ সুদাম্নশ্চারুদর্শনে ॥১৪
ভীমস্য রাজ্ঞঃ সা দত্তা বীরবাহোরহং পুনঃ।
ত্বন্তু জাতা ময়া দৃষ্টা দশার্ণেষু পিতুর্গৃহে ॥১৫
যথৈব তে পিতুর্গেহং তথৈব মম ভাবিনি!
যথৈব চ মমৈশ্বর্য্যং দময়ন্তি! তথা তব ॥১৬

মল অপসারিত হইলে, তখন দময়ন্তীর সেই জটটী আকাশের মেঘবিহীন চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।১১

ভরতনন্দন! তখন সুনন্দা ও রাজমাতা সেই জটটী দেখিয়া রোদন করিতে করিতে দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া কিছুকাল নীরব রহিলেন।১২

তৎপরে রাজমাতা অশ্রু বিসর্জন করিয়া ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন,—এই জটটীই সূচনা করিয়া দিয়াছে যে, তুমি আমার ভগিনীর মেয়ে।১৩

চারুদর্শনে! আমি এবং তোমার মাতা—দশার্ণদেশাধিপতি মহাত্মা সেই সুদামা রাজার তনয়া।১৪

পিতৃদেব তোমার মাতাকে ভীমরাজার হস্তে দান করেন; আর আমাকে চেদিরাজ বীরবাহুর হস্তে সমর্পণ করেন। তা'র পর, তুমি জন্মিলে, তোমাকে আমি সেই দশার্ণদেশে পিতৃভবনে দেখিয়াছিলাম।১৫

অতএব দময়ন্তী! তোমার পক্ষে তোমার পিতৃগৃহও যেমন, আমার গৃহও তেমন। সুতরাং এই সম্পত্তি আমারও যেমন, তোমারও তেমনই।১৬

তাং প্রহৃষ্টেন মনসা দময়ন্তী বিশাম্পতে।
প্রণম্য মাতুর্ভগিনীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৭
অজ্ঞায়মানাপি সতী সুখমস্ম্যুষিতা ত্বয়ি।
সর্ব্বকামৈঃ সুবিহিতা রক্ষ্যমাণা সদা ত্বয়া ॥১৮
সুখাৎ সুখতরং বাসো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
চিরবিপ্রোষিতাং মাতর্মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১৯
দারকৌ চ হি মে নীতৌ বসতস্তত্র বালকৌ।
পিত্রা বিহীনৌ শোকার্ত্তৌ ময়া চৈব
কথং নু তৌ ॥২০
যদি চাপি প্রিয়ং কিঞ্চিন্ময়ি কর্ত্তুমিহেচ্ছসি।
বিদর্ভান্ যাতুমিচ্ছামি শীঘ্রং মে যানমাদিশ ॥২১
বাঢ়মিত্যেব তামুক্ত্বা হৃষ্টা মাতৃষ্বসা নৃপ।
গুপ্তাং বলেন মহতা পুত্রস্যানুমতে ততঃ ॥২২

নরনাথ! তখন দময়ন্তী হৃষ্টচিত্তে সেই মাতৃভগিনীকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন।১৭

আমি আপনার অপরিচিত অবস্থাতেও আপনার নিকট সুখে বাস করিয়াছি। কারণ, আপনি সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু দ্বারা আমাকে পরিপোষণ করিয়াছেন এবং রক্ষা করিয়াছেন।১৮

এখন সে সুখ অপেক্ষাও অধিক সুখে বাস করা হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মাসীমা! আমি বহুকাল প্রবাসে রহিয়াছি; অতএব আমাকে যাইবার অনুমতি দিন।১৯

কারণ, আমার শিশুপুত্র কন্যা দুইটী সেইখানে নীত হইয়া বাস করিতেছে; সুতরাং তাঁহারা পিতৃমাতৃহীন ও শোকার্ত্ত হইয়া কেমন হইয়া গিয়াছে (বলিতে পারি না)।২০

অতএব যদি আমার কিঞ্চিন্মাত্র প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি বিদর্ভদেশে যাইতে ইচ্ছা করি, আমার জন্য সত্বর যানের ব্যবস্থা করিয়া দিন।২১

প্রাস্থাপয়দ্ রাজমাতা শ্রীমতা নরবাহিনা।
যানেন ভরতশ্রেষ্ঠ ! স্বন্ন-পান-পরিচ্ছদাম্ ॥২৩

ততঃ সা নচিরাদেব বিদর্ভানগমৎ পুনঃ।
তাস্ত বন্ধুজনঃ সর্বঃ প্রহৃষ্টঃ সমপূজয়ৎ ॥২৪

সর্ব্বান্ কুশলিনো দৃষ্ট্বা বান্ধবান্ দারকৌ চ তৌ।
মাতরং পিতরঞ্চোভৌ সর্ব্বঞ্চৈব সখীজনম্ ॥২৫

দেবতাঃ পূজয়ামাস ব্রাহ্মণাংশ্চ যশস্বিনী।
পরেণ বিধিনা দেবী দময়ন্তী বিশাম্পতে ॥২৬

অতর্পয়ৎ সুদেবঞ্চ গোসহস্রেণ পার্থিবঃ।
প্রীতো দৃষ্ট্বৈব তনয়াং গ্রামেণ দ্রবিণেন চ ॥২৭

সা ব্যুষ্টা রজনীং তত্র পিতুর্বেশ্মনি ভাবিনী।
বিশ্রান্তা মাতরং রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৮

দময়ন্ত্যুবাচ।

মাঞ্চেদিচ্ছসি জীবন্তীং মাতঃ! সত্যং ব্রবীমি তে।
নরবীরস্য বৈ তস্য নলস্যানয়নে যত ॥২৯

দময়ন্ত্যা তথোক্তা তু সা দেবী ভৃশদুঃখিতা।
বাষ্পেণ পিহিতা রাজ্ঞা নোত্তরং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥৩০

তদবস্থাস্তু তাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বমন্তঃপুরং তদা।
হা হা ভূতমত্যর্থমাসীদ্ ভৃশঞ্চ প্ররুরোদ হ ॥৩১

ততো ভীমং মহারাজং ভার্য্যা বচনমব্রবীৎ।
দময়ন্তী তব সুতা ভর্ত্তারমনুশোচতি ॥৩২

অপকৃষ্য চ লজ্জাং সা স্বয়মুক্তবতী নৃপ।
প্রযতন্তাং তব প্রেষ্যাঃ পুণ্যশ্লোকস্য দর্শনে ॥৩৩

তয়া প্রচোদিতা রাজা ব্রাহ্মণান্ বশবর্ত্তিনঃ।
প্রাস্থাপয়দ্দিশঃ সর্ব্বা যতধ্বং নলদর্শনে ॥৩৪

ভরতনন্দন রাজন্ যুধিষ্ঠির! 'অবশ্যই যানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি'— এই কথা বলিয়া আনন্দিতা দময়ন্তীর মাতৃষ্বসা রাজমাতা পুত্রের অনুমতিক্রমে বিশাল সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া, সুন্দর খাদ্য, পেয় ও পরিচ্ছদ দিয়া, মনোহর মানুষবাহী যান দ্বারা দময়ন্তীকে পাঠাইয়া দিলেন।২২-২৩

তাহার পর, দময়ন্তী অচিরকালমধ্যেই বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন; তখন সমস্ত বন্ধুজন আনন্দিত হইয়া তাঁহার সম্মান করিলেন।২৪

নরনাথ! যশস্বিনী দময়ন্তীদেবী সমস্ত বন্ধুজন, সেই পুত্র-কন্যা, মাতা, পিতা এবং সমস্ত সখীজনকে কুশলী দেখিয়া উত্তম উপচারে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন।২৫-২৬

রাজা বিদর্ভও দময়ন্তীকে দেখিয়াই আনন্দিত হইয়া সহস্র গো, গ্রাম এবং ধন দ্বারা সুদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন।২৭

রাজন্! প্রশস্তস্বভাবা দময়ন্তী সেই পিতৃগৃহে রাত্রিবাস করিয়া বিশ্রামের পর মাতাকে এই কথা বলিলেন।২৮

দময়ন্তী বলিলেন,—মাতঃ! আপনি যদি আমাকে জীবিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি সত্য বলিতেছি—সেই মনুষ্যবীর নলরাজাকে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করুন।২৯

দময়ন্তী সেইরূপ বলিলে, রাণী অত্যন্ত দুঃখিত এবং অশ্রুপ্লাবিতনয়ন হইয়া রহিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই করিতে পারিলেন না।৩০

তখন রাণীকে সেইরূপ দেখিয়া অন্তঃপুরের সমস্ত লোকই হাহাকার করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত রোদন করিতে থাকিল।৩১

তাহার পর, রাণী মহারাজ ভীমকে এই কথা বলিলেন,—মহারাজ! আপনার তনয়া দময়ন্তী ভর্ত্তার জন্য বড়ই শোকপ্রকাশ করিতেছে।৩২

রাজন্! সে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নিজেই বলিয়াছে যে, আপনার ভৃত্যগণ পুণ্যশ্লোক নলরাজার দর্শনের জন্য চেষ্টা করুক।৩৩

ততো বিদর্ভাধিপতেনিয়োগাদ্ ব্রাহ্মণাস্তদা।
দময়ন্তীমথাপৃচ্ছ্য প্রস্থিতাস্তে তথাব্রুবন্ ॥৩৫

অথ তানব্রবীদ্ভৈমী সর্ব্বরাষ্ট্রেষ্বিদং বচঃ।
ব্রুত বৈ জনসংসৎসু তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ ॥৩৬

ক নু ত্বং কিতব ছিত্ত্বা বস্ত্রার্দ্ধং প্রস্থিতো মম।
উৎসৃজ্য বিপিনে সুপ্তামনুরক্তাং প্রিয়াং প্রিয় ॥৩৭

সা বৈ যথা ত্বয়া দৃষ্টা তথাস্তে ত্বৎপ্রতীক্ষিণী।
দহ্যমানা ভৃশং বালা বস্ত্রার্দ্ধেনাভিসংবৃতা ॥৩৮

তস্যা রুদন্ত্যাঃ সততং তেন শোকেন পার্থিব।
প্রসাদং কুরু বৈ বীর প্রতিবাক্যং বদস্ব চ ॥৩৯

এতচ্চান্যচ্চ বক্তব্যং কৃপাং কুর্য্যাদ্ যথা ময়ি।
বায়ুনা ধূয়মানো হি বনং দহতি পাবকঃ ॥৪০

ভর্ত্তব্যা রক্ষণীয়া চ পত্নী হি পতিনা সদা।
তন্নষ্টমুভয়ং কস্মাদ্ধর্ম্মজ্ঞস্য সতস্তব ॥৪১

খ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কুলীনশ্চ সানুক্রোশো ভবান্ সদা।
সংবৃত্তো নিরনুক্রোশঃ শঙ্কে মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ ॥৪২

তৎ কুরুষ্ব মহেষ্বাস দয়াং ময়ি নরেশ্বর।
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মস্ত্বত্ত এব হি মে শ্রুতঃ ॥৪৩

এবং ব্রুবাণান্ যদি বঃ প্রতিব্রূয়াদ্ধি কশ্চন।
স নরঃ সর্ব্বথা জ্ঞেয়ঃ কশ্চাসৌ ক নু বর্ত্ততে ॥৪৪

এইরূপ অনুরোধ করিলে, রাজা বশবর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগকে সকল দিকে প্রেরণ করিলেন (এবং বলিয়া দিলেন যে,) 'আপনারা নলের দর্শনের জন্য চেষ্টা করুন'।৩৪

তৎপরে সেই ব্রাহ্মণগণ বিদর্ভরাজের আদেশ অনুসারে তখনই দময়ন্তীর নিকট বিদায় লইয়া যাইবার সময়ে বলিলেন যে, 'আমরা নলদর্শনের জন্য চেষ্টা করিব'।৩৫

তদনন্তর দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিলেন— 'আপনারা সমস্ত রাজ্যে সেই সেই লোকসভায় বার বার এই কথা বলিবেন—।৩৬

প্রিয় দ্যূতকার! আপনি আমার বস্ত্রের অর্দ্ধ ছেদন করিয়া, অনুরক্তা প্রিয়তমাকে নিদ্রিত অবস্থায় বনের ভিতরে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গিয়াছিলেন?৩৭

আপনি তাহাকে তখন যেমন দেখিয়াছিলেন, এখনও তিনি শোকে অত্যন্ত দগ্ধ হইতে থাকিয়া আপনার প্রতীক্ষা করত অর্দ্ধবস্ত্রাবৃত অবস্থাতে তেমনই আছেন।৩৮

রাজন্! দময়ন্তী সেই শোকে সর্ব্বদাই রোদন করিতেছেন; অতএব বীর! আপনি তাঁহার উপরে দয়া করুন এবং প্রতিবাক্য বলিয়া দিন।৩৯

আপনারা এইরূপও বলিবেন এবং অন্যরূপও বলিবেন, যাহাতে তিনি আমার উপর দয়া করেন। কারণ, বায়ু সন্ধুক্ষিত করিলে, অগ্নি বন দগ্ধ করিয়া থাকে।৪০

পতি সর্ব্বদাই পত্নীর ভরণ ও রক্ষণ করিবেন। কিন্তু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং সৎপুরুষ হইলেও আপনার সে দুইটীই নষ্ট হইয়া গেল কেন?৪১

আপনি লোকসমাজে সর্ব্বদাই বুদ্ধিমান্, কুলীন ও দয়ালু বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছেন। সুতরাং আমি মনে করি—আমার ভাগ্য নষ্ট হওয়াতেই আপনি (আমার উপরে) নির্দয় হইয়াছেন।৪২

অতএব মহাধনুর্দ্ধর রাজন্! আপনি আমার উপরে দয়া করুন। কারণ, আমি আপনার নিকটেই শুনিয়াছি যে, দয়াই পরম ধর্ম্ম।৪৩

আপনারা এইরূপ বলিতে থাকিলে যদি কেহ প্রত্যুত্তর করে, তবে আপনারা সর্ব্বপ্রকারে সেই লোকের পরিচয় লইবেন যে, সে লোক কে এবং কোথায় থাকে।৪৪

যশ্চৈবং বচনং শ্রুত্বা ব্রূয়াৎ প্রতিবচো নরঃ।
তদাদায় বচস্তস্য মমাবেদ্যং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৪৫
যথা চ বো ন জানীয়াদ্ ব্রুবতো মম শাসনাৎ।
পুনরাগমনঞ্চৈব তথা কার্য্যমতন্দ্রিতৈঃ ॥৪৬
যদি চাসৌ সমৃদ্ধঃ স্যাদ্ যদি বাপ্যধনো ভবেৎ।
যদি বাপ্যসমর্থঃ স্যাজ্ জ্ঞেয়মস্য চিকীর্ষিতম্ ॥৪৭
এবমুক্তাস্ত্বগচ্ছংস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বতো দিশঃ।
নলং মৃগয়িতুং রাজংস্তদা ব্যসনিনং তথা ॥৪৮
তে পুরাণি সরাষ্ট্রাণি গ্রামান্ ঘোষাংস্তথাশ্রমান্।
অন্বেষন্তো নলং রাজন্ নাধিজগ্মু র্দ্বিজাতয়ঃ ॥৪৯
তচ্চ বাক্যং তথা সর্ব্বে তত্র তত্র বিশাম্পতে।
শ্রাবয়াঞ্চক্রিরে বিপ্রা দময়ন্ত্যা যথেরিতম্ ॥৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
নলান্বেষণে
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

দ্বিজোত্তমগণ! যে ব্যক্তি এইরূপ কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিবে, তাঁহার সেই উত্তর লইয়া আসিয়া আমাকে জানাইবেন।৪৫

আপনারা সেইরূপ বলিতে লাগিলে, যাহাতে সে লোক আপনাদিগকে চিনিতে না পারে এবং আমার নিকটে আপনাদের পুনরায় আগমন জানিতে না পারে, আমার আদেশ অনুসারে আপনারা সাবধান হইয়া তাহা করিবেন।৪৬

ঐ লোক যদি ধনী, নির্ধন কিংবা, কার্য্যে অসমর্থ হয়, তবে সেই অবস্থাতেই বা উহার কি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহা আপনারা জানিয়া লইবেন।৪৭

রাজন্ যুধিষ্ঠির! দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, তখনই সেই ব্রাহ্মণগণ বিপন্ন নলরাজাকে অন্বেষণ করিবার জন্য সকল দিকে গমন করিলেন।৪৮

রাজন্! সেই ব্রাহ্মণগণ রাজ্য, নগর, গ্রাম, ঘোষপল্লী এবং আশ্রমসকল অন্বেষণ করিয়াও নলকে পাইলেন না।৪৯

নরনাথ! দময়ন্তী যেমন ভাবে বলিয়াছিলেন, তেমন ভাবেই সেই সকল বাক্য সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণ শুনাইয়াছিলেন।৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলান্বেষণবিষয়ে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৯

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[পর্ণাদস্য দময়ন্তীসমীপে বাহুকরূপধারিণো নলস্য সন্দেশ-কথনম্, রাজ্ঞে ঋতুপর্ণায় স্ব-স্বয়ংবরকথাং বিজ্ঞাপ্য দময়ন্ত্যা সুদেবস্যাযোধ্যায়াং প্রেষণঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
অথ দীর্ঘস্য কালস্য পর্ণাদো নাম বৈ দ্বিজঃ।
প্রত্যেত্য নগরং ভৈমীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
নৈষধং মৃগয়ানেন দময়ন্তি! ময়া নলম্।
অযোধ্যাং নগরীং গত্বা ভাগস্বরিরুপস্থিতঃ ॥২

সপ্ততিতম

[পর্ণাদকর্ত্তৃক দময়ন্তীর নিকট বাহুকরূপধারী নলের সংবাদ কথন এবং ঋতুপর্ণরাজার নিকটে নিজের স্বয়ংবরের কথা জানাইয়া দময়ন্তী কর্ত্তৃক সুদেবকে অযোধ্যায় প্রেরণ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত

শ্রাবিতশ্চ ময়া বাক্যং ত্বদীয়ং স মহাজনে।
ঋতুপর্ণো মহাভাগো যথোক্তং বরবর্ণিনি ॥৩
তচ্ছ্রুত্বা নাব্রবীৎ কিঞ্চিদৃতুপর্ণো নরাধিপঃ।
ন চ পারিষদঃ কশ্চিদ্ভাষ্যমাণো ময়াঽসকৃৎ ॥৪
অনুজ্ঞাতস্তু মাং রাজ্ঞা বিজনে কশ্চিদব্রবীৎ।
ঋতুপর্ণস্য পুরুষো বাহুকো নাম নামতঃ ॥৫
সূতস্তস্য নরেন্দ্রস্য বিরূপো হ্রস্ববাহুকঃ।
শীঘ্রযানেষু কুশলো মিষ্টকর্ত্তা চ ভোজনে ॥৬
স বিনিশ্বস্য বহুশো রুদিত্বা চ পুনঃ পুনঃ।
কুশলঞ্চৈব মাং পৃষ্ট্বা পশ্চাদিদমভাষত ॥৭
বৈষম্যমপি সম্প্রাপ্তা গোপায়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
আত্মানমাত্মনা সত্যো জিতস্বর্গা ন সংশয়ঃ ॥৮
রহিতা ভর্তৃভিশ্চৈব ন কুপ্যন্তি কদাচন।
প্রাণাংশ্চারিত্রকবচান্ ধারয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ॥৯
বিষমস্থেন মূঢ়েন পরিভ্রষ্টসুখেন চ।
যৎ সা তেন পরিত্যক্তা তত্র ন ক্রোদ্ধুমর্হতি ॥১০
প্রাণযাত্রাং পরিপ্রেপ্সোঃ শকুনৈর্হৃতবাসসঃ।
আধিভির্দহ্যমানস্য শ্যামা ন ক্রোদ্ধুমর্হতি ॥১১
সৎকৃতাঽসৎকৃতা বাপি পতিং দৃষ্ট্বা তথাগতম্।
ভ্রষ্টরাজ্যং শ্রিয়া হীনং ক্ষুধিতং ব্যসনাপ্লুতম্ ॥১২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ত্বরিতোঽহমিহাগতঃ।
শ্রুত্বা প্রমাণং ভবতী রাজ্ঞশ্চৈব নিবেদয় ॥১৩
এতচ্ছ্রুত্বাঽশ্রুপূর্ণাক্ষী পর্ণাদস্য বিশাংপতে।
দময়ন্তী রহোঽভ্যেত্য মাতরং প্রত্যভাষত ॥১৪

হইলে পর, 'পর্ণাদ'-নামে এক ব্রাহ্মণ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে এই কথা বলিলেন।১

দময়ন্তি! আমি নিষধরাজ নলের অন্বেষণ করিতে করিতে, অযোধ্যানগরে যাইয়া ঋতুপর্ণরাজার নিকটে উপস্থিত হইলাম।২

হে বরবর্ণিনি! আপনি যে ভাবে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই ভাবেই (বিশাল-সভামধ্যে) সেই মহাভাগ ঋতুপর্ণরাজাকে আপনার সেই কথাগুলি শুনাইলাম।৩

তাহা শুনিয়া রাজা ঋতুপর্ণ কিছুই বলিলেন না, কিংবা আমি বার বার বলিলেও কোন সভ্যই কোন কথা বলিলেন না।৪

তৎপরে রাজা আমাকে নির্জনে যাইবার অনুমতি করিলে, আমি নির্জন স্থানে গেলাম; তখন বাহুক-নামে ঋতুপর্ণরাজারই কোন লোক আমাকে বলিতে লাগিল,—সে নাকি সেই রাজারই সারথি এবং দ্রুত রথ চালাইতে নিপুণ ও সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে দক্ষ, আর তাহার আকৃতি বিকৃত এবং বাহুযুগল হ্রস্ব।৫-৬

সেই বাহুক তখন বহুতর নিশ্বাস ত্যাগ করত বার বার রোদন করিয়া এবং আমার নিকট মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে এই কথা বলিল।৭

স্বর্গবিজয়িনী সতী কুলরমণীগণ সঙ্কটাবস্থায় পড়িয়াও আপন ক্ষমতাবলেই আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।৮

ভর্ত্তারা পরিত্যাগ করিলেও, কুলরমণীগণ কখনও তাঁহাদের উপরে ক্রুদ্ধ হন না এবং প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন; সেই সময়ে তাঁহাদের সচ্চরিত্রই সেই প্রাণের কবচস্বরূপ থাকে।৯

অতএব সঙ্কটাপন্ন, মোহিত এবং সুখশূন্য ভর্ত্তা যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার উপরে তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।১০

কুলরমণী পতিকর্ত্তৃক আদৃতাই হউন বা অনাদৃতাই হউন, সে পতিকে সেইরূপ ভ্রষ্টরাজ্য, সমৃদ্ধিবিহীন, ক্ষুধার্ত্ত এবং বিপদাপন্ন দেখিয়া তাহার উপরে ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না। বিশেষতঃ সে পতি যখন প্রাণ-

অয়মর্থো ন সংবেদ্যো ভীমে মাতঃ! কদাচন।
ত্বৎসন্নিধৌ নিযোক্ষ্যেঽহং সুদেবং দ্বিজসত্তমম্॥১৫

যথা ন নৃপতির্ভীমঃ প্রতিপদ্যেত মে মতম্।
তথা ত্বয়া প্রকর্ত্তব্যং মম চেৎ প্রিয়মিচ্ছসি॥১৬

যথৈবাহং সমানীতা সুদেবেনাশু বান্ধবান্।
তেনৈব মঙ্গলেনাশু সুদেবো যাতু মা চিরম্॥১৭

সমানেতুং নলং মাতরযোধ্যাং নগরীমিতঃ।
ঋতুপর্ণস্য নগরে নিবসন্তমরিন্দমম্॥১৮

বিশ্রান্তস্তু ততঃ পশ্চাৎ পর্ণাদং দ্বিজসত্তমম্।
অর্চ্চয়ামাস বৈদর্ভী ধনেনাতীব ভাবিনী॥১৯

উবাচ চৈনং মহতা সম্পূজ্য দ্রবিণেন বৈ।
নলে চেহাগতে বিপ্র! ভূয়ো দাস্যামি তে বসু॥২০

ত্বয়া হি মে বহু কৃতং যদন্যো ন করিষ্যতি।
যদ্ভর্ত্রাহং সমেষ্যামি শীঘ্রমেব দ্বিজোত্তম!॥২১

স এবমুক্তোঽথাশ্বাস্য আশীর্ব্বাদৈঃ সুমঙ্গলৈঃ।
গৃহানুপযযৌ চাপি কৃতার্থঃ সুমহামনাঃ॥২২

ততঃ সুদেবমানায্য দময়ন্তী যুধিষ্ঠির!।
অব্রবীৎ সন্নিধৌ মাতুর্দুঃখশোকসমন্বিতা॥২৩

গত্বা সুদেব! নগরীমযোধ্যাবাসিনং নৃপম্।
ঋতুপর্ণং বচো ব্রূহি সম্পতন্নিব কামগঃ॥২৪

রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল, সেই অবস্থাতেই পক্ষীরা তাহার বস্ত্র হরণ করিয়া নিয়াছিল; তাহাতে সেই পতি মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছিল।১১-১২

রাজপুত্রি! বাহুকের সেই কথা শুনিয়া সত্বর আমি এখানে আসিয়াছি। এখন এই সকল কথা শুনিয়া যাহা করণীয়, তাহা আপনি নির্ণয় করুন এবং যদি প্রয়োজন বুঝেন, তবে রাজার নিকট নিবেদন করুন।১৩

নরনাথ! দময়ন্তী পর্ণাদের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অশ্রুপূর্ণনয়না হইয়া নির্জনে যাইয়া মাতাকে বলিলেন।১৪

'মা! আপনি এ বিষয়টী কখনও রাজাকে জানাইবেন না। আমি আপনার নিকটেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সুদেবকে নিযুক্ত করিব।১৫

আপনি যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যাহাতে রাজা আমার অভিপ্রায় না জানেন, আপনি তাহা করিবেন।১৬

মা! সুদেব যেমন সত্বরই আমাকে বন্ধুবর্গের নিকট আনয়ন করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ মঙ্গলময় কৌশলেই ঋতুপর্ণ রাজার নগরনিবাসী শত্রুহন্তা নলকে আনয়ন করিবার জন্য সত্বরই এ স্থান হইতে অযোধ্যানগরে গমন করুন, বিলম্ব যেন করেন না।১৭-১৮

তৎপরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পর্ণাদ বিশ্রাম করিলে, সৎস্বভাবা দময়ন্তী ধনদ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিলেন।১৯

প্রচুর ধনদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণ! নল এখানে আসিলে আমি পুনরায় আপনাকে ধনদান করিব।২০

কারণ, আপনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন, যাহা অন্যে করিতে পারিবে না। যেহেতু সত্বরই আমি ভর্ত্তার সহিত মিলিত হইব।২১

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, পর্ণাদ কৃতার্থ হইয়া সাতিশয় মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদে দময়ন্তীকে আশ্বস্ত করত অতিশয় প্রসন্নচিত্তে আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।২২

যুধিষ্ঠির! তাহার পর দময়ন্তী সুদেবকে আনাইয়া, দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়া মাতার নিকটেই তাঁহাকে বলিলেন।২৩

'সুদেব! আপনি কামগামী পক্ষীর ন্যায় দ্রুত গমন করত অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইয়া অযোধ্যাবাসী ঋতুপর্ণরাজাকে এই কথা বলুন।২৪

আস্থাস্যতি পুনর্ভৈমী দময়ন্তী স্বয়ংবরম্।
তত্র গচ্ছন্তি রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্বশঃ ॥২৫
যথা চ গণিতঃ কালঃ শ্বো ভূতে স ভবিষ্যতি।
যদি সম্ভাবনীয়ং তে গচ্ছ শীঘ্রমরিন্দম ॥২৬
সূর্য্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা ভর্ত্তারং বরয়িষ্যতি।
ন হি স জ্ঞায়তে বীরো নলো জীবতি বা ন বা ॥২৭

ভীমরাজার কন্যা দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ংবর (নিজেই পতি বরণ) করিবেন এবং সেখানে অনেক রাজা এবং অনেক রাজপুত্রই যাইতেছেন।২৫

শত্রুদমন! যেরূপ সময় স্থির হইয়াছে, তাহাতে আগামী দিনেই সে স্বয়ংবর হইবে, অতএব যদি এবারে আপনার সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে আপনি সত্বর গমন করুন।২৬

এবং তস্যা যথোক্তং বৈ গত্বা রাজানমব্রবীৎ।
ঋতুপর্ণং মহারাজ সুদেবো ব্রাহ্মণস্তদা ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
দময়ন্তীপুনঃস্বয়ংবরকথনে
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭০

দময়ন্তী আগামীকল্য সূর্য্যোদয়ের সময়ে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবেন। কারণ, বীর নলরাজা জীবিত আছেন কিনা, তাহা জানা যাইতেছে না।২৭

মহারাজ! দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, তাহা ব্রাহ্মণ সুদেব অযোধ্যায় যাইয়া তখনই ঋতুপর্ণরাজাকে যথোক্তরূপে বলিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
দময়ন্তীর পুনরায় স্বয়ংবরকথনবিষয়ে সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭০

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ঋতুপর্ণস্য বিদর্ভদেশগমনম্, রাজ্ঞো নলস্য বিষয়মধিকৃত্য বার্ষ্ণেয়স্য বিচারঃ,
বাহুকস্যাদ্ভুতাশ্বচালননৈপুণ্যেন বার্ষ্ণেয়স্য তথা ঋতুপর্ণস্য বিস্ময়শ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
শ্রুত্বা বচঃ সুদেবস্য ঋতুপর্ণো নরাধিপঃ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা বাহুকং প্রত্যভাষত ॥১

বিদর্ভান্ যাতুমিচ্ছামি দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্।
একাহ্না হয়তত্ত্বজ্ঞ মন্যসে যদি বাহুক ॥২
এবমুক্তস্য কৌন্তেয় তেন রাজ্ঞা নলস্য হ।
ব্যদীর্য্যত মনো দুঃখাৎ প্রদধ্যৌ স মহামনাঃ ॥৩

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজা ঋতুপর্ণের বিদর্ভদেশে গমন, রাজা নলের বিষয়ে বার্ষ্ণেয়ের বিচার এবং বাহুকের অদ্ভুত অশ্বচালনা দক্ষতায় বার্ষ্ণেয় ও ঋতুপর্ণের বিস্ময়।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—ঋতুপর্ণরাজা সুদেবের কথা শ্রবণ করত কোমল বাক্যে অনুনয় করিয়া বাহুককে বলিলেন।১

অশ্বতত্ত্বজ্ঞ বাহুক! তোমার যদি মত হয়, তবে আমি দময়ন্তীর স্বয়ংবর উদ্দেশ্য করিয়া বিদর্ভদেশে যাইতে ইচ্ছা করি।২

কুন্তীনন্দন! রাজা ঋতুপর্ণ এইরূপ বলিলে, নলের হৃদয় যেন দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল; তাই মহামনস্বী নল চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩

দময়ন্তী বদেদেতৎ কুর্য্যাদ্ দুঃখেন মোহিতা।
অস্মদর্থে ভবেদ্বায়মুপায়শ্চিন্তিতো মহান্ ॥৪
নৃশংসং বত বৈদর্ভী কর্ত্তুকামা তপস্বিনী।
ময়া ক্ষুদ্রেণ নিকৃতা পাপেনাকৃতবুদ্ধিনা ॥৫
স্ত্রীস্বভাবশ্চলো লোকে মম দোষশ্চ দারুণঃ।
স্যাদেবমপি কুর্য্যাৎ সা বিবাসাদ্ গতসৌহৃদা ॥৬
মম শোকেন সংবিগ্না নৈরাশ্যাত্তনুমধ্যমা।
নৈবং সা কর্হিচিৎ কুর্য্যাৎ সাপত্যা চ বিশেষতঃ ॥৭
যদত্র সত্যং বাঽসত্যং গত্বা বেৎস্যামি নিশ্চয়ম্।
ঋতুপর্ণস্য বৈ কামমাত্মার্থঞ্চ করোম্যহম্ ॥৮
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বাহুকো দীনমানসঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমৃতুপর্ণং নরাধিপম্ ॥৯
প্রতিজানামি তে সত্যং গমিষ্যামি নরাধিপ।
একাহ্না পুরুষব্যাঘ্র বিদর্ভনগরং নৃপ ॥১০
ততঃ পরীক্ষামশ্বানাং চক্রে রাজন্ স বাহুকঃ।
অশ্বশালামুপাগম্য ভাঙ্গস্বরিনৃপাজ্ঞয়া ॥১১
স ত্বর্য্যমাণো বহুশ ঋতুপর্ণেন বাহুকঃ।
অশ্বান্ জিজ্ঞাসমানো বৈ বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥১২
অধ্যগচ্ছৎ কৃশানশ্বান্ সমর্থানধ্বনি ক্ষমান্।
তেজোবলসমাযুক্তান্ কুলশীলসমন্বিতান্ ॥১৩
বর্জিতান্ লক্ষণৈর্হীনৈঃ পৃথুপ্রোথান্ মহাহনূন্।
শুদ্ধান্ দশভিরাবর্তৈঃ সিন্ধুজান্ বাতরংহসঃ ॥১৪
দৃষ্ট্বা তানব্রবীদ্ রাজা কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতঃ।
কিমিদং প্রার্থিতং কর্ত্তুং প্রলব্ধব্যা ন তে বয়ম্ ॥১৫

'দময়ন্তী কি এই কথা বলিয়াছেন ? অথবা দুঃখে মোহিত হইয়া তিনি করিতেও পারেন ; কিংবা আমার জন্য এই একটা গুরুতর উপায় উদ্ভাবিত করা হইয়াছে ।৪

আমি ক্ষুদ্র, পাপিষ্ঠ ও অশিক্ষিত বলিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছি ; তাহাতেই সেই শোচনীয়া দময়ন্তী এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ।৫

জগতে স্ত্রীলোকের স্বভাব চঞ্চল, আমার অপরাধও ভয়ঙ্কর। অতএব এরূপ হইতেও পারে ; বিশেষতঃ বিচ্ছেদবশতঃ প্রণয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; তাই তিনি এরূপ করিতেও পারেন ।৬

ক্ষীণমধ্যা দময়ন্তী আমার শোকে ও নৈরাশ্যে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন । তাহা না হইলে তিনি এরূপ কখনই করিতে পারিতেন না ; বিশেষতঃ তাঁহার সন্তান রহিয়াছে ।৭

যাহা হউক, এ বিষয়ে যাহা সত্য বা মিথ্যা, তাহা সেই স্থানে যাইয়া নিশ্চিতভাবে জানিব ; আমি আজ নিজের স্বার্থের জন্যই ঋতুপর্ণের ইচ্ছাপূর্ণ করিব ।৮

বিষণ্ণচিত্ত বাহুক মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋতুপর্ণরাজাকে এই কথা বলিলেন ।৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্। আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, একদিনেই আমি বিদর্ভ-নগরে যাইব ।১০

রাজন্! তাহার পর ঋতুপর্ণরাজার আদেশ অনুসারে বাহুক অশ্বশালায় যাইয়া অশ্বসমূহের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ।১১

তখন ঋতুপর্ণরাজা তাঁহাকে বহুবার ত্বরা করিলেন; ক্রমে বাহুক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, বার বার বিচার করিয়া সিন্ধুদেশজাত কয়েকটা কৃশ অশ্ব পাইলেন ; সেই অশ্বগুলি ভারবহনে সমর্থ, পথে দ্রুতগমন করিতে দক্ষ, তেজ, বল, সৎকুল ও সৎস্বভাবযুক্ত, দুর্লক্ষণশূন্য, বিশাল নাসিকা ও হনুসমন্বিত, নির্ম্মলবর্ণ, দশটী রোমাবর্তবিশিষ্ট এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান্ ছিল ।১২-১৪

রাজা সেই অশ্বগুলি দেখিয়া, ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—বাহুক! তুমি এ কি করিতে চাইতেছ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিবে না ত ?১৫

কথমল্পবল-প্রাণা বক্ষ্যন্তীমে হয়া রথম্।
মহানধ্বা স চৈকাহ্না গন্তব্যঃ কথমীদৃশৈঃ ॥১৬

বাহুক উবাচ।

একো ললাটে দ্বৌ মূর্দ্ধ্নি দ্বৌ দ্বৌ পার্শ্বোপপার্শ্বয়োঃ
দ্বৌ দ্বৌ বক্ষসি বিজ্ঞেয়ৌ প্রয়াণে চৈক এব তু ॥১৭
এতে হয়া গমিষ্যন্তি বিদর্ভান্ নাত্র সংশয়ঃ।
যানন্যান্ মন্যসে রাজন্ ব্রূহি তান্ যোজয়ামি তে ॥১৮

ঋতুপর্ণ উবাচ।

ত্বমেব হয়তত্ত্বজ্ঞঃ কুশলো হ্যসি বাহুক।
যান্ মন্যসে সমর্থাংস্ত্বং ক্ষিপ্রং তানেব যোজয় ॥১৯
ততঃ সদশ্বাংশ্চতুরঃ কুল-শীলসমন্বিতান্।
যোজয়ামাস কুশলো জবযুক্তান্ রথে নলঃ ॥২০
ততো যুক্তং রথং রাজা সমারোহত্বরান্বিতঃ।
অথ পর্য্যপতন্ ভূমৌ জানুভিস্তে হয়োত্তমাঃ ॥২১
ততো নরবরঃ শ্রীমান্ নলো রাজা বিশাংপতে।
সান্ত্বয়ামাস তানশ্বাংস্তেজোবলসমন্বিতান্ ॥২২
রশ্মিভিশ্চ সমুদ্যম্য নলো যাতুমিয়েষ সঃ।
সূতমারোপ্য বার্ষ্ণেয়ং জবমাস্থায় বৈ পরম্ ॥২৩
তে চোদ্যমানা বিধিবদ্ বাহুকেন হয়োত্তমাঃ।
সমুৎপেতুরথাকাশং রথিনং মোহয়ন্তি চ ॥২৪
তথা তু দৃষ্ট্বা তানশ্বান্ বহতো বাতরংহসঃ।
অযোধ্যাপতিঃ শ্রীমান্ বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥২৫
রথঘোষং তু তং শ্রুত্বা হয়সংগ্রহণঞ্চ তৎ।
বার্ষ্ণেয়শ্চিন্তয়ামাস বাহুকস্য হয়জ্ঞতাম্ ॥২৬

কারণ, এ অশ্বগুলির শক্তিও অল্প, জীবনও অল্প। সুতরাং ইহারা কি করিয়া রথ বহন করিবে এবং কি করিয়াই বা একদিনে সেই বিস্তৃত পথ যাইবে।১৬

বাহুক বলিলেন,—যাহার ললাটে একটী, মস্তকে একটী, দুই পার্শ্বে দুইটী, দুই পার্শ্বের নিকটস্থানে দুইটী এবং বক্ষে দুই দুইটী করিয়া চারিটী রোমাবর্ত্ত দেখা যাইবে, তাদৃশ একটী অশ্বই দ্রুতগমনে শ্রেষ্ঠ।১৭

অতএব এই অশ্বগুলি একদিনে বিদর্ভদেশে যাইবে, এ বিষয়ে কোন্ সন্দেহ নাই। তবে রাজন্! আপনি অন্য যে অশ্বগুলি ভাল মনে করেন, সে গুলির কথা বলুন, আমি সেই গুলিকেই আপনার রথে যোজনা করি।১৮

ঋতুপর্ণ বলিলেন,—বাহুক। তুমিই অশ্বতত্ত্বজ্ঞ এবং অশ্বচালনে নিপুণ, অতএব তুমি যেগুলিকে সমর্থ মনে কর, সেইগুলিকেই সত্বর রথে যোজনা কর।১৯

তাহার পর অশ্ববিদ্যানিপুণ নল—কুল-শীলযুক্ত এবং বেগবান্ সেই চারিটী উৎকৃষ্ট অশ্বকে রথ সংযোজিত করিলেন।২০

তদনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ ত্বরান্বিত হইয়া সেই অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিলেন। তৎপরে সেই উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি জানুদ্বারা ভূতল স্পর্শ করিল।২১

নরনাথ। তাহার পর অশ্ববিদ্যানিপুণ রাজা নল সেই তেজস্বী ও বলবান্ অশ্বগুলিকে সান্ত্বনা করিলেন।২২

নল লাগাম বাঁধিয়া এবং বার্ষ্ণেয় সারথিকে তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত বেগ স্থাপন করত যাইবার ইচ্ছা করিলেন।২৩

তখন বাহুক যথাবিধানে রথ চালাইয়া দিলে, সেই উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি যেন আকাশে উঠিল এবং রথীকে মোহিত করিতে লাগিল।২৪

অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণ বায়ুর ন্যায় বেগবান্ সেই অশ্বগুলিকে সেই ভাবে রথ বহন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।২৫

বার্ষ্ণেয় সেই রথের শব্দ শুনিয়া এবং সেই অশ্ব-

কিন্নু স্যান্মাতলিরয়ং দেবরাজস্য সারথিঃ।
তথা তল্লক্ষণং বীরে বাহুকে দৃশ্যতে মহৎ ॥২৭
শালিহোত্রোঽথ কিং নু স্যাদ্ধয়ানাং কুলতত্ত্ববিৎ।
মানুষ্যং সমনুপ্রাপ্তো বপুঃ পরমশোভনম্ ॥২৮
উতাহোস্বিদ্ ভবেদ্ রাজা নলঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
সোঽয়ং নৃপতিরায়াত ইত্যেবং সমচিন্তয়ৎ ॥২৯
অথবা যাং নলো বেদ বিদ্যাং তামেব বাহুকঃ।
তুল্যং হি লক্ষয়ে জ্ঞানং বাহুকস্য নলস্য চ ॥৩০
অপি চেদং বয়স্তুল্যং বাহুকস্য নলস্য চ।
নায়ং নলো মহাবীর্য্যস্তদ্ বিদ্বশ্চ ভবিষ্যতি ॥৩১
প্রচ্ছন্না হি মহাত্মানশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
দৈবেন বিধিনা যুক্তাঃ শাস্ত্রোক্তৈশ্চ নিরূপণৈঃ ॥৩২
ভবেন্ন মতিভেদো মে গাত্রবৈরূপ্যতাং প্রতি।
প্রমাণাৎ পরিহীনস্তু ভবেদিতি মতির্মম ॥৩৩
বয়ঃপ্রমাণং তত্তুল্যং রূপেণ তু বিপর্য্যয়ঃ।
নলং সর্ব্বগুণৈর্যুক্তং মন্যে বাহুকমন্ততঃ ॥৩৪
এবং বিচার্য্য বহুশো বার্ষ্ণেয়ঃ পর্য্যচিন্তয়ৎ।
হৃদয়েন মহারাজ পুণ্যশ্লোকস্য সারথিঃ ॥৩৫
ঋতুপর্ণশ্চ রাজেন্দ্রো বাহুকস্য হয়জ্ঞতাম্।
চিন্তয়ন্ মুমুদে রাজা সহবার্ষ্ণেয়সারথিঃ ॥৩৬
ঐকাগ্র্যঞ্চ তথোৎসাহং হয়সংগ্রহণঞ্চ তৎ।
পরং যত্নঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য পরাং মুদমবাপ হ ॥৩৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
ঋতুপর্ণবিদর্ভগমনে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধারণের প্রণালী দেখিয়া বাহুকের অশ্ববিদ্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।২৬

'ইনি কি দেবরাজের সারথি মাতলি হইবেন? কারণ, বীর বাহুকের উপরে তাঁহারই ত বিশেষ লক্ষণ দেখিতেছি।২৭

অথবা অশ্বতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য শালিহোত্র পরমসুন্দর মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন?২৮

কিংবা শত্রুনগরবিজয়ী রাজা নল হইবেন; তিনিও বাহুকরূপে আসিতে পারেন; এইরূপও বার্ষ্ণেয় চিন্তা করিল।২৯

অথবা রাজা নল যে অশ্ববিদ্যা জানেন, বাহুকও সেই অশ্ববিদ্যাই জানে; কারণ, বাহুকের ও নলের সমান অশ্ববিদ্যাই দেখিতেছি।৩০

আর বাহুকের ও নলের বয়সও সমানই দেখিতেছি; তথাপি বাহুক মহাবীর নল নহে; তবে তাঁহার তুল্য অশ্ববিদ্যানিপুণ হইবে।৩১

দৈবের বিধানে এবং শাস্ত্রীয় নিয়মে মহাত্মারা গুপ্তবেশে এই পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন।৩২

সেই কারণে—আকৃতির বৈরূপ্য আছে বলিয়াই যে, এ—নল নহে, এরূপ ধারণা আমার হয় না; তবে নলের শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা ইহার শরীরের পরিমাণ খর্ব্ব, এ ধারণা আমার হয়।৩৩

বয়সের পরিমাণ নলেরই তুল্য; কিন্তু রূপের বৈষম্য আছে। সে যাহা হউক, পরিশেষে বাহুককে নলের তুল্য সর্ব্বগুণযুক্ত মনে করিতেই হইবে।৩৪

মহারাজ! নলের ভূতপূর্ব্ব সারথি বার্ষ্ণেয় এইরূপ বিচার করিয়া মনে মনে অনেক চিন্তা করিল।৩৫

রাজশ্রেষ্ঠ ঋতুপর্ণরাজাও বাহুকের অশ্ববিদ্যার বিষয় চিন্তা করিয়া বার্ষ্ণেয়সারথির সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।৩৬

অযোধ্যাপতি সেই সময় বাহুকের একাগ্রতা, উৎসাহ, অশ্বধারণের প্রণালী ও অশ্বচালনে পরম যত্ন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে ঋতুপর্ণের বিদর্ভদেশগমনবিষয়ে একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭১

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ঋতুপর্ণস্যোত্তরীয়বস্ত্রস্য পতনম্, বিভীতকবৃক্ষস্য ফলানাং পতনমধিকৃত্য নলেন সহ তস্যালাপঃ, ঋতুপর্ণান্নলস্য দ্যূতবিদ্যায়া রহস্যপ্রাপ্তিঃ, নলদেহাৎ কলিযুগস্য নির্গমনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

স নদীঃ পর্ব্বতাংশ্চৈব বনানি চ সরাংসি চ।
অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব ॥১
তথা প্রয়াতে তু রথে তদা ভাগস্বরির্নৃপঃ।
উত্তরীয়মধোঽপশ্যদ্ ভ্রষ্টং পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২
ততঃ স ত্বরমাণস্তু পটে নিপতিতে তদা।
গ্রহীষ্যামীতি তং রাজা নলমাহ মহামনাঃ ॥৩
নিগৃহ্নীষ মহাবুদ্ধে হয়ানেতান্ মহাজবান্।
বার্ষ্ণেয়ো যাবদেতং মে পটমানয়তামিহ ॥৪
নলস্তু প্রত্যুবাচাথ দূরে ভ্রষ্টঃ পটস্তব।
যোজনং সমতিক্রান্তো নাহর্ত্তুং শক্যতে পুনঃ ॥৫
এবমুক্তো নলেনাথ নাতিপ্রীতিমনা নৃপঃ।
আসসাদ বনে রাজন্ ফলবন্তং বিভীতকম্ ॥৬
তং দৃষ্ট্বা বাহুকং রাজা ত্বরমাণোঽভ্যভাষত।
মমাপি সূত পশ্য ত্বং সংখ্যানে পরমং বলম্ ॥৭
সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কশ্চন।
নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য পুরুষে ক্বচিৎ ॥৮
বৃক্ষেঽস্মিন্ যানি পত্রাণি ফলান্যপি চ বাহুক।
পতিতানি চ যান্যত্র তত্রৈকমধিকং শতম্ ॥৯
একপত্রাধিকং চাত্র ফলমেকঞ্চ বাহুক।
পঞ্চ কোট্যোঽথ পত্রাণাং দ্বয়োরপি চ শাখয়োঃ ॥১০

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ঋতুপর্ণরাজার উত্তরীয় বস্ত্র পতন ও বহেড়াবৃক্ষের ফলগুলির পতন বিষয়ে নলের সহিত তাঁহার আলাপ, ঋতুপর্ণের নিকট হইতে নলের দ্যূত বিদ্যার রহস্য প্রাপ্তি এবং উঁহার দেহ হইতে কলির নির্গমন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—বাহুক অচিরকালমধ্যেই আকাশচারী পক্ষী ন্যায় বহুতর নদী, পর্ব্বত, বন ও সরোবর অতিক্রম করিল।১

যখন সেই রথ সেইরূপ দ্রুত চলিতে লাগিলে, তখন শত্রুনগরবিজয়ী ঋতুপর্ণরাজা দেখিলেন যে, তাঁহার উত্তরীয়বস্ত্রখানি নীচে পড়িয়া গেল।২

উত্তরীয়বস্ত্র পড়িয়া গেলে, তখনই মহামনা ঋতুপর্ণরাজা ব্যস্ত হইয়া নলকে বলিলেন যে, 'কাপড়খানি লইব।৩

অতএব বাহুক! তুমি এই বেগবান্ অশ্বগুলিকে একটু থামাও, যে পর্য্যন্ত না বার্ষ্ণেয় এই কাপড়খানি লইয়া আইসে।৪

নল প্রত্যুত্তর করিলেন,—'মহারাজ! আপনার চাদর দূরে পড়িয়াছে, তাহার পর রথ এক যোজন-পথ অতিক্রম করিয়াছে; সুতরাং আর তাহা আনিতে পারা যাইবে না।৫

রাজন্ যুধিষ্ঠির! নল এইরূপ বলিলে, রাজা ঋতুপর্ণ অনধিক সন্তুষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী বনে একটী ফলবান্ বিভীতক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।৬

সেই বিভীতক বৃক্ষ দেখিয়া রাজা সত্বর বাহুককে বলিলেন,—সারথি! তুমি আমারও গণনায় গুরুতর শক্তি দর্শন কর।৭

সকলে সকল বস্তু জানে না; সুতরাং কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে। এই জন্যই কখনও একজনে সম্পূর্ণ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি থাকে না।৮

বাহুক! এই বিভীতক বৃক্ষে যতগুলি পত্র ও ফল আছে এবং ইহার যতগুলি পত্র ও ফল ভূতলে পতিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৃক্ষস্থিত পত্র ও ফল অপেক্ষা পতিত পত্র ও ফলের সংখ্যা একশত অধিক।৯

তাহার মধ্যে আবার একটি পত্র ও একটি ফল অধিক (অর্থাৎ বৃক্ষস্থিত পত্র ও ফল অপেক্ষা পতিত পত্র ও ফলের সংখ্যা একশত এক অধিক)। আর দুইটী শাখাতে পাঁচকোটি পত্র আছে।১০

প্রচিনু হ্যস্ত শাখে যে যাশ্চাপ্যন্যাঃ প্রশাখিকাঃ।
আভ্যাং ফলসহস্রে দ্বে পঞ্চোনং শতমেব চ ॥১১
ততো রথমবস্থাপ্য রাজানং বাহুকোঽব্রবীৎ।
পরোক্ষমিব মে রাজন্ কথসে শত্রুকর্ষণ ॥১২
প্রত্যক্ষমেতৎ কর্ত্তাস্মি শাতয়িত্বা বিভীতকম্।
অথাত্র গণিতে রাজন্ বিদ্যতে ন পরোক্ষতা ॥১৩
প্রত্যক্ষং তে মহারাজ শাতয়িষ্যে বিভীতকম্।
অহং হি নাভিজানামি ভবেদেবং ন বেত্তি বা ॥১৪
সংখ্যাস্যামি ফলান্যস্য পশ্যতস্তে জনাধিপ।
মুহূর্ত্তমপি বার্ষ্ণেয়ো রশ্মীন্ যচ্ছতু বাজিনাম্ ॥১৫
তমব্রবীন্নৃপঃ সূতং নায়ং কালো বিলম্বিতুম্।
বাহুকস্ত্বব্রবীদেনং পরং যত্নং সমাস্থিতঃ ॥১৬
প্রতীক্ষস্ব মুহূর্ত্তং ত্বমথবা ত্বরতে ভবান্।
এষ যাতি শিবঃ পন্থা যাহি বার্ষ্ণেয়সারথিঃ ॥১৭
অব্রবীদৃতুপর্ণস্তু সান্ত্বয়ন্ কুরুনন্দন।
ত্বমেব যন্তা নান্যোঽস্তি পৃথিব্যামপি বাহুক ॥১৮
ত্বৎকৃতে যাতুমিচ্ছামি বিদর্ভান্ হয়কোবিদ।
শরণং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি ন বিঘ্নং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৯
কামঞ্চ তে করিষ্যামি যন্মাং বক্ষ্যসি বাহুক।
বিদর্ভান্ যদি যাত্বাদ্য সূর্য্যং দর্শয়িতাসি মে ॥২০
অথাব্রবীদ্ বাহুকস্তং সংখ্যায় চ বিভীতকম্।
ততো বিদর্ভান্ যাস্যামি কুরুষ্বৈবং বচো মম ॥২১
অকাম ইব তং রাজা গণয়স্বেত্যুবাচ হ।
একদেশঞ্চ শাখায়াঃ সমাদিষ্টং ময়াঽনঘ ॥২২

তোমার যদি ইচ্ছা হয়, ইহার দুইটা বৃহৎ শাখা এবং অন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা আছে, উহা কাটিয়া গণনা কর। এইরূপে উহাতে দুই হাজার পঁচানব্বইটি ফল আছে।১১

তাহার পর বাহুক রথ রাখিয়া রাজাকে বলিলেন—'শত্রুদমন রাজন্! আপনি যেন আমার অসমক্ষে আত্মশ্লাঘা করিতেছেন।১২

আমি এই বিভীতকবৃক্ষ ছেদন করিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিব। রাজন্! তাহার পর গণনা করিলে আর পরোক্ষতা থাকিবে না।১৩

মহারাজ! আপনার সমক্ষেই বিভীতকবৃক্ষ ছেদন করিব। কারণ, আমি বুঝিতেছি না যে, এইরূপ হইবে কি না।১৪

নরপতে! আপনার সাক্ষাতেই আমি বিভীতকবৃক্ষের পত্র ও ফল গণনা করিব; সুতরাং বার্ষ্ণেয় ক্ষণকাল অশ্বসমূহের রশ্মি (লাগাম) ধারণ করুক।১৫

তখন রাজা বাহুককে বলিলেন—'এখন বিলম্ব করিবার সময় নহে'। বাহুকও গণনার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাজাকে কহিলেন।১৬

আপনি ক্ষণ কাল (দুইঘণ্টা) অপেক্ষা করুন। অথবা আপনি যদি ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে বিদর্ভদেশের এই ভাল পথ যাইতেছে, আপনি বার্ষ্ণেয়কে সারথি করিয়া গমন করুন।১৭

কুরুনন্দন! তখন ঋতুপর্ণ তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—বাহুক! তুমিই উৎকৃষ্ট সারথি, তোমার মত সারথি পৃথিবীতে আর নাই।১৮

অশ্ববিদ্যাবিশারদ! তোমার প্রযত্নের জন্যই আমি বিদর্ভদেশে যাইতে ইচ্ছা করি। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি বিঘ্ন করিও না।১৯

বাহুক! আজ তুমি যদি বিদর্ভদেশে যাইবার পর আমাকে সূর্য্য দেখাইতে পার, তবে তুমি আমাকে যাহা বলিবে, আমি তোমার সেই কামনাই পূরণ করিব।২০

তাহার পর বাহুক রাজাকে বলিলেন,—আমি বিভীতকবৃক্ষের ফল ও পত্র গণনা করিয়া পরে বিদর্ভদেশে যাইব; আপনি আমার এই কথা রক্ষা করুন।২১

গণয়িত্বাঽশ্বতত্ত্বজ্ঞ ততস্ত্বং প্রীতিমাবহ।
সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং শাতয়ামাস তং দ্রুমম্ ॥২৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো রাজানমিদমব্রবীৎ।
গণয়িত্বা যথোক্তানি তাবন্ত্যেব ফলানি চ ॥২৪

অত্যদ্ভুতমিদং রাজন্ দৃষ্টবানস্মি তে বলম্।
শ্রোতুমিচ্ছামি তে বিদ্যাং যয়ৈতজ্জ্ঞায়তে নৃপ ॥২৫

তমুবাচ ততো রাজা ত্বরিতো গমনে নৃপঃ।
বিদ্ধ্যক্ষহৃদয়জ্ঞং মাং সংখ্যানে চ বিশারদম্ ॥২৬

বাহুকস্তমুবাচাথ দেহি বিদ্যামিমাং মম।
মত্তোঽপি চাশ্বহৃদয়ং গৃহাণ পুরুষর্ষভ ॥২৭

ঋতুপর্ণস্ততো রাজা বাহুকং কার্য্যগৌরবাৎ।
হয়জ্ঞানস্য লোভাচ্চ তং তথেত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥২৮

যথোক্তং ত্বং গৃহাণেদমক্ষাণাং হৃদয়ং পরম্।
নিক্ষেপো মেঽশ্বহৃদয়ং ত্বয়ি তিষ্ঠতু বাহুক।
এবমুক্ত্বা দদৌ বিদ্যামৃতুপর্ণো নলায় বৈ ॥২৯

তস্যাক্ষহৃদয়জ্ঞস্য শরীরান্নিঃসৃতঃ কলিঃ।
কর্কোটকবিষং তীক্ষ্ণং মুখাৎ সততমুদ্বমন্ ॥৩০

কলেস্তস্য তদার্ত্তস্য শাপাগ্নিঃ স বিনিঃসৃতঃ।
স তেন কর্ষিতো রাজা দীর্ঘকালমনাত্মবান্ ॥৩১

ততো বিষবিমুক্তাত্মা স্বং রূপমকরোৎ কলিঃ।
তং শপ্তুমৈচ্ছৎ কুপিতো নিষধাধিপতির্নলঃ ॥৩২

তখন রাজা যেন অনিচ্ছুক হইয়াই তাহাকে বলিলেন—'গণনা কর। তবে—হে নিষ্পাপ অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। আমি এখন এই শাখাটীর এক অংশেরই ফল ও পত্রের সংখ্যা বলিতেছি, তাহাই তুমি গণনা করিয়া পরে আনন্দ লাভ কর। (এই বলিয়া রাজা কোন শাখার এক অংশের ফল ও পত্রের সংখ্যা বলিলেন) তাহার পর বাহুক অতি সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিভীতকবৃক্ষ ছেদন করিলেন।২২-২৩

তদনন্তর রাজা সেই শাখার সেই অংশের যত পত্র ও ফলের সংখ্যা বলিয়াছিলেন, তত ফল ও তত পত্রই গণনা করিয়া দেখিয়া, বাহুক বিস্ময়াপন্ন হইয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন।২৪

'রাজন্। আপনার এই শক্তি অতিশয় অদ্ভুতই দেখিলাম। নৃপ। অতএব আপনার এই বিদ্যা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, যাহা দ্বারা এইরূপ জানা যায়।২৫

তৎপরে রাজা ঋতুপর্ণ গমনে ত্বরান্বিত হইয়া বাহুককে বলিলেন, বাহুক। তুমি অবগত হও যে, আমি অক্ষহৃদয় অর্থাৎ পাশাখেলার রহস্য বিদ্যা জানি এবং দ্রুতগণনায় অত্যন্ত নিপুণ।২৬

তাহার পর বাহুক রাজাকে বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে এই বিদ্যা দান করুন এবং আমার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করুন।২৭

তদনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ 'ইহা দ্বারা গুরুতর কার্য্য হইবে, এইরূপ ভাবিয়া এবং অশ্ববিদ্যার লোভে' বাহুককে বলিলেন যে, 'তাহাই হউক'।২৮

বাহুক। তুমি এই উত্তম অক্ষহৃদয় গ্রহণ কর; আর আমার অশ্বহৃদয় তোমাতেই গচ্ছিত থাক'। এই কথা বলিয়া রাজা ঋতুপর্ণ নলকে সংখ্যাবিদ্যা ও অক্ষবিদ্যা দান করিলেন।২৯

নল অক্ষবিদ্যা জানিবামাত্র, কলি আপন মুখ হইতে অনবরত কর্কোটকনাগের তীক্ষ্ণ বিষ উদ্গার করিতে করিতে নলের শরীর হইতে নির্গত হইল।৩০

বিষপীড়িত কলির শরীর হইতেও কর্কোটকবিষরূপ দময়ন্তীদত্ত শাপাগ্নি নির্গত হইয়া গেল। এদিকে কলিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত রাজা নল দীর্ঘকাল যাবৎ মোহিত ছিলেন (তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হইলেন)।৩১

তাহার পর কলি বিষবিমুক্ত হইয়া আপন রূপ

তমুবাচ কলির্ভীতো বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
কোপং সংযচ্ছ নৃপতে কীর্ত্তিং দাস্যামি
তে পরাম্ ॥৩৩

ইন্দ্রসেনস্য জননী কুপিতা মাঽশপৎ পুরা।
যদা ত্বয়া পরিত্যক্তা ততোঽহং ভৃশপীড়িতঃ ॥৩৪

অবসং ত্বয়ি রাজেন্দ্র সুদুঃখমপরাজিতঃ।
বিষেণ নাগরাজস্য দহ্যমানো দিবানিশম্ ॥৩৫

শরণং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শৃণু চেদং বচো মম।
যে চ ত্বাং মনুজা লোকে কীর্ত্তয়িষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ ॥৩৬

মৎপ্রসূতং ভয়ং তেষাং ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি।
ভয়ার্ত্তং শরণং যাতং যদি মাং ত্বং ন শপ্স্যসে ॥৩৭

প্রকাশ করিলেন; অমনি নলও কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করিলেন।৩২

তখন কলি ভীত, কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নলকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন, আমি আপনাকে উত্তম কীর্ত্তি দান করিব।৩৩

আপনি পূর্ব্বে যখন ইন্দ্রসেনের জননী দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কুপিত হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলাম।৩৪

অপরাজিত রাজেন্দ্র! নাগরাজ কর্কোটকের বিষে দিবারাত্র দগ্ধ হইতে থাকিয়া আপনার শরীরে অতিদুঃখে বাস করিতেছিলাম।৩৫

এখন আমি আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন—'আমি ভয়ার্ত্ত ও শরণাগত, এই অবস্থায় আপনি যদি আমাকে অভিসম্পাত না করেন, তবে জগতে যে সকল লোক মনোযোগী হইয়া আপনার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের কখনও আমার ভয় হইবে না'।৩৬-৩৭

এবমুক্তো নলো রাজা ন্যযচ্ছৎ কোপমাত্মনঃ।
ততো ভীতঃ কলিঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ
বিভীতকম্ ॥৩৮

কলিস্ত্বন্যেন তদাঽদৃশ্যঃ কথয়ন্ নৈষধেন বৈ।
ততো গতজ্বরো রাজা সংখ্যায়াস্য ফলান্যুত ॥৩৯

মুদা পরময়া যুক্তস্তেজসা চ পরেণ বৈ।
রথমারুহ্য তেজস্বী প্রযযৌ জবনৈর্হয়ৈঃ।
বিভীতকশ্চাপ্রশস্তঃ সংবৃত্তঃ কলিসংশ্রয়াৎ ॥৪০

হয়োত্তমানুৎপততো দ্বিজানিব পুনঃ পুনঃ।
নলঃ সঞ্চোদয়ামাস প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৪১
বিদর্ভাভিমুখো রাজা প্রযযৌ স মহাযশাঃ।
নলে তু সমতিক্রান্তে কলিরপ্যগমদ্ গৃহম্ ॥৪২

কলি এইরূপ বলিলে, রাজা নল নিজের ক্রোধ সংবরণ করিলেন। তাহার পর কলি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিভীতকবৃক্ষে প্রবেশ করিল।৩৮

কলি যখন নলের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন তিনি অন্যের অদৃশ্য ছিলেন। তাহার পর রাজা নল সন্তাপবিহীন হইয়া বিভীতকবৃক্ষের ফলগুলিকে গণনা করত অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহী হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক বেগবান্ অশ্বগুলিদ্বারা গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে কলির আশ্রয়স্বরূপ হওয়ায় বিভীতকবৃক্ষ অপ্রশস্ত হইয়া গেল।৩৯-৪০

উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি পক্ষীর ন্যায় বার বার যেন আকাশে উঠিতে লাগিল; এই অবস্থায় নল আনন্দিতচিত্তে সে গুলিকে চালাইতে লাগিলেন।৪১

এই ভাবে মহাযশস্বী রাজা নল বিদর্ভদেশাভিমুখে যাইতে লাগিলেন; তিনি চলিয়া গেলে কলিও আপন গৃহে গমন করিল।৪২

ততো গতজ্বরো রাজা নলোঽভূৎ পৃথিবীপতিঃ।
বিমুক্তঃ কলিনা রাজন্ রূপমাত্রবিয়োজিতঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি কলিনির্গমে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

রাজন্ যুধিষ্ঠির! তদনন্তর রাজা নল কলিবিমুক্ত হইয়া সন্তাপবিহীন হইলেন বটে, কিন্তু (বিষের প্রভাবে) সেই বিরূপই থাকিয়া গেলেন।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে কলিনির্গমে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭২

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ঋতুপর্ণস্য কুণ্ডিনগরে প্রবেশঃ, দময়ন্ত্যা বিচারঃ, ভীমেণ ঋতুপর্ণস্য সমাদরশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
ততো বিদর্ভান্ সম্প্রাপ্তং সায়াহ্নে সত্যবিক্রমম্
ঋতুপর্ণং জনা রাজ্ঞে ভীমায় প্রত্যবেদয়ন্ ॥১
স ভীমবচনাদ্ রাজা কুণ্ডিনং প্রাবিশৎ পুরম্।
নাদয়ন্ রথঘোষেণ সর্ব্বাঃ সবিদিশো দিশঃ ॥২
ততস্তং রথনির্ঘোষং নলাশ্বাস্তত্র শুশ্রুবুঃ।
শ্রুত্বা তু সমহৃষ্যন্ত পুরেব নলসন্নিধৌ ॥৩
দময়ন্তী চ শুশ্রাব রথঘোষং নলস্য তম্।
যথা মেঘস্য নদতো গম্ভীরং জলদাগমে ॥৪
পরং বিস্ময়মাপন্না শ্রুত্বা নাদং মহাস্বনম্।
নলেন সংগৃহীতেষু পুরেব নলবাজিষু।
সদৃশং রথনির্ঘোষং মেনে ভৈমী তথা হয়াঃ ॥৫
প্রাসাদস্থাশ্চ শিখিনঃ শালাস্থাশ্চৈব বারণাঃ।
হয়াশ্চ শুশ্রুবুস্তস্য রথঘোষং মহীপতেঃ ॥৬

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজা ঋতুপর্ণের কুণ্ডিনগরে প্রবেশ, দময়ন্তীর বিচার এবং ভীম কর্ত্তৃক ঋতুপর্ণের সমাদর।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—তাহার পর যথার্থবিক্রমশালী রাজা ঋতুপর্ণ সায়াহ্নকালে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন; তখন তত্রত্য লোকেরা যাইয়া ভীমরাজাকে সেই সংবাদ জানাইল।১

রাজা ঋতুপর্ণ ভীমরাজার অনুমতিক্রমে রথশব্দে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ নিনাদিত করিয়া কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিলেন।২

তখন নলের যে সকল অশ্ব পূর্ব্বে সেখানে আসিয়াছিল, তাহারা সেই রথশব্দ শুনিল এবং শুনিয়া—পূর্ব্বে নলের নিকটে যেমন আনন্দিত হইত, সেইরূপই আনন্দিত হইল।৩

দময়ন্তীও বর্ষাকালে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নলের রথের সেই নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন।৪

পূর্ব্বে নল তাঁহার অশ্ব ধারণ করিলে রথের যেমন গম্ভীর শব্দ হইত, সেইরূপ গম্ভীর শব্দ শুনিয়া দময়ন্তী অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং নলরথের শব্দের তুল্যই সেই রথের শব্দ মনে করিলেন, তত্রত্য অশ্বগুলিও তাহাই মনে করিল।৫

তখন অট্টালিকাস্থ ময়ূরগণ, হস্তিশালাস্থিত হস্তিগণ ও অশ্বশালাস্থ অশ্বগণ নলরাজার সেই রথশব্দ শুনিতে পাইল।৬

তে শ্রুত্বা রথনির্ঘোষং বারণাঃ শিখিনস্তথা।
প্রণেদুরুন্মুখা রাজন্ মেঘনাদ ইবোৎসুকাঃ ॥৭

দময়ন্ত্যুবাচ।

যথাসৌ রথনির্ঘোষঃ পূরয়ন্নিব মেদিনীম্।
মমাহ্লাদয়তে চেতো নল এষ মহীপতিঃ ॥৮
অদ্য চন্দ্রাভবক্ত্রং তং ন পশ্যামি নলং যদি।
অসংখ্যেয়গুণং বীরং বিনঙ্ক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৯
যদি চৈতস্য বীরস্য বাহ্বোর্নাদ্যাহমন্তরম্।
প্রবিশামি সুখস্পর্শং ন ভবিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥১০
যদি মাং মেঘনির্ঘোষো নোপগচ্ছতি নৈষধঃ।
অদ্য চামীকরপ্রখ্যঃ প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥১১
যদি মাং সিংহবিক্রান্তো মত্তবারণবিক্রমঃ।
নাভিগচ্ছতি রাজেন্দ্রো বিনঙ্ক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১২
ন স্মরাম্যনৃতং কিঞ্চিন্ন স্মরাম্যপকারতাম্।
ন চ পর্য্যুষিতং বাক্যং স্বৈরেষ্বপি কদাচন ॥১৩
প্রভুঃ ক্ষমাবান্ বীরশ্চ দাতা চাভ্যধিকো নৃপৈঃ।
রহোঽনীচানুবর্ত্তী চ ক্লীববন্মম নৈষধঃ ॥১৪
গুণাংস্তস্য স্মরন্ত্যা মে তৎপরায়া দিবানিশম্।
হৃদয়ং দীর্য্যত ইদং শোকাৎ প্রিয়বিনাকৃতম্ ॥১৫
এবং বিলপমানা সা নষ্টসংজ্ঞেব ভারত।
আরুরোহ মহদ্ বেশ্ম পুণ্যশ্লোকদিদৃক্ষয়া ॥১৬
ততো মধ্যমকক্ষায়াং দদর্শ রথমাস্থিতম্।
ঋতুপর্ণং মহীপালং সহবার্ষ্ণেয়বাহুকম্ ॥১৭
ততোঽবতীর্য্য বার্ষ্ণেয়ো বাহুকশ্চ রথোত্তমাৎ।
হয়াংস্তানবমুচ্যাথ স্থাপয়ামাসতু রথম্ ॥১৮

রাজন্! সেই হস্তিগণ ও ময়ূরগণ সেই রথের শব্দ শুনিয়া, মেঘগর্জনের সময়ে যেমন করে, তেমনই উৎকণ্ঠিত ও তদভিমুখ হইয়া কণ্ঠধ্বনি করিতে লাগিল।৭

দময়ন্তী (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন,—যখন ঐ রথশব্দ পৃথিবী পূর্ণ করিয়াই যেন আমার চিত্ত আনন্দিত করিতেছে, তখন ইনি নলরাজাই হইবেন।৮

আজ চন্দ্রবদন ও অসংখ্যগুণসম্পন্ন সেই বীর নলকে যদি দেখিতে না পাই, তবে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইব।৯

আজ যদি সেই বীরের সুখস্পর্শ বাহুযুগলের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয়ই আর বাঁচিব না।১০

মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বর এবং স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ নল যদি আজ আমার নিকটে না আসেন, তাহা হইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।১১

সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী এবং মত্তহস্তীর ন্যায় পরাক্রমসম্পন্ন রাজশ্রেষ্ঠ নল যদি আজ আমার নিকট না আসেন, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করিব।১২

কখনও তাঁহার সহিত কোন মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না. কোন অপকার করিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না এবং ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারেও তাঁহার আদেশ বিলম্বে সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া ধারণা হয় না।১৩

আমার নিষধরাজনল প্রভাবশালী, ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন, বীর, অন্য রাজা অপেক্ষা অধিক দাতা, গোপনেও কোন নীচকার্য্য করেন না এবং পরস্ত্রীর নিকটে সর্ব্বদাই নপুংসকের ন্যায় থাকেন।১৪

আমি দিবারাত্রি তাঁহারই গুণ স্মরণ করিয়া থাকি এবং তাঁহাতেই আসক্ত রহিয়াছি, সুতরাং তাঁহার বিচ্ছেদে আমার এই হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইতেছে।১৫

ভরতনন্দন! দময়ন্তী এইরূপ বিলাপ করত লুপ্তচৈতন্যের ন্যায় হইয়া, নলকে দেখিবার ইচ্ছায় উচ্চ অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিলেন।১৬

তাহার পর তিনি দেখিলেন—বাড়ীর মধ্যম মহলে

সোঽবতীর্য্য রথোপস্থাদৃতুপর্ণো নরাধিপঃ।
উপতস্থে মহারাজং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ॥১৯
তং ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ পূজয়া পরয়া ততঃ।
স তেন পূজিতো রাজ্ঞা ঋতুপর্ণো নরাধিপঃ ॥২০
স তত্র কুণ্ডিনে রম্যে বসমানো মহীপতিঃ।
ন চ কিঞ্চিত্তদাঽপশ্যৎ প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ ॥২১
স তু রাজ্ঞা সমাগম্য বিদর্ভপতিনা তদা।
অকস্মাৎ সহসা প্রাপ্তং স্ত্রীমন্ত্রং ন স্ম বিন্দতি ॥২২
কিং কার্য্যং স্বাগতং তেঽস্তু রাজ্ঞা পৃষ্টশ্চ ভারত।
নাভিজজ্ঞে স নৃপতির্দুহিত্রর্থং সমাগতম্ ॥২৩
ঋতুপর্ণোঽপি রাজা স ধীমান্ সত্যপরাক্রমঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা ন স্ম পশ্যতি কঞ্চন ॥২৪
নৈব স্বয়ংবরকথাং ন চ বিপ্রসমাগমম্।
ন চান্যং কঞ্চিদারম্ভং স্বয়ংবরবিধিং প্রতি ॥২৫
ততো বিগণয়ন্ রাজা মনসা কোশলাধিপঃ।
আগতোঽস্মীত্যুবাচৈনং ভবন্তমভিবাদকঃ ॥২৬
রাজাপি চ স্ময়ন্ ভীমো মনসা সমচিন্তয়ৎ।
অধিকং যোজনশতং তস্যাগমনকারণম্ ॥২৭
রাজ্ঞশ্চান্যানতিক্রম্য প্রাপ্তোঽয়মভিবাদকঃ।
গ্রামান্ বহূনতিক্রম্য নাধ্যগচ্ছদ্ যথাতথম্ ॥২৮
অথ কার্য্যং বিনির্দ্দিষ্টং তস্যাগমনকারণম্।
পশ্চাদুদর্কে জ্ঞাস্যামি কারণং যদ্ভবিষ্যতি ॥২৯
নৈতদেবং স নৃপতিস্তং সৎকৃত্য ব্যসর্জয়ৎ।
বিশ্রাম্যতামিত্যুবাচ ক্লান্তোঽসীতি পুনঃ পুনঃ ॥৩০

রথ আসিয়াছে, তাহাতে বার্ষ্ণেয় ও বাহুকের সহিত ঋতুপর্ণরাজা রহিয়াছেন।১৭

তৎপরে বার্ষ্ণেয় ও বাহুক সেই উত্তম রথ হইতে নামিয়া, সেই অশ্বগুলিকে মুক্ত করত রথখানাকে স্থাপিত করিল।১৮

তদনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ রথ হইতে নামিয়া ভীমপরাক্রম মহারাজ ভীমের নিকট উপস্থিত হইলেন।১৯

তখন রাজা ভীম বিশেষ সম্মান করিয়া ঋতুপর্ণরাজাকে গ্রহণ করিলেন এবং পরেও সম্মান করিতে লাগিলেন।২০

রাজা ঋতুপর্ণ সেই মনোহর কুণ্ডিননগরে অবস্থান করত বার বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বয়ংবরের কিছুই দেখিতে পাইলেন না।২১

রাজা ঋতুপর্ণ তখন ভীমরাজার সহিত মিলিত হইয়া কেবল বুদ্ধিবলে হঠাৎ দময়ন্তী ও তাঁহার মাতার পূর্ব্ব মন্ত্রণা বুঝিতে পারিলেন না।২২

ভরতনন্দন! আপনার শুভাগমন হউক এই কথা বলিয়া ভীমরাজাও ঋতুপর্ণরাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার এখানে আসিবার কারণ কি? কারণ, রাজা ভীম জানিতেন না যে, ঋতুপর্ণরাজা দময়ন্তীর জন্যই আসিয়াছেন।২৩

বুদ্ধিমান্ ও যথার্থবিক্রমশালী ঋতুপর্ণরাজাও কোন রাজা, রাজপুত্র, ব্রাহ্মণসমাগম বা স্বয়ংবরের কোন আয়োজন দেখিতে পাইলেন না, কিংবা স্বয়ংবরের কোন কথাও শুনিতে পাইলেন না।২৪-২৫

তখন রাজা ঋতুপর্ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া ভীমরাজাকে বলিলেন যে, 'আমি আপনাকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিয়াছি'।২৬

ভীমরাজাও বিস্মিত হইয়া একশত যোজনেরও অধিক পথ ঋতুপর্ণের আগমনের কারণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।২৭

ইনি বহুতর গ্রাম অতিক্রম করিয়া অন্যান্য রাজাকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছেন। এই বিষয়ে যথার্থ কারণ ভীমরাজ বুঝিতে পারিলেন না।২৮

(তাহার পর তিনি মনে মনে বলিলেন—) ইহার আগমনের কারণ আমার নিশ্চয় করিতেই হইবে। যাহা হউক, ইহার আগমনের কারণ যাহা হইবে, তাহা ভাবী ফল দেখিয়া পরে জানিব।২৯

স সংকৃতঃ প্রহৃষ্টাত্মা প্রীতঃ প্রীতেন পার্থিবঃ।
রাজপ্রেষ্যৈরনুগতো দিষ্টং বেশ্ম সমাবিশৎ ॥৩১
ঋতুপর্ণে গতে রাজন্ বার্ষ্ণেয়সহিতে নৃপে।
বাহুকো রথমাদায় রথশালামুপাগমৎ ॥৩২
স মোচয়িত্বা তানশ্বান্ পরিচর্য্য চ শাস্ত্রতঃ।
স্বয়ঞ্চৈতান্ সমাশ্বাস্য রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥৩৩
দময়ন্ত্যপি শোকার্ত্তা দৃষ্ট্বা ভাগস্বরিং নৃপম্।
সূতপুত্রঞ্চ বার্ষ্ণেয়ং বাহুকঞ্চ তথাবিধম্ ॥৩৪
চিন্তয়ামাস বৈদর্ভী কস্যৈষ রথনিস্বনঃ।
নলস্যেব মহানাসীন্ন চ পশ্যামি নৈষধম্ ॥৩৫
বার্ষ্ণেয়েন ভবেন্নূনং বিদ্যা সৈবোপশিক্ষিতা।
তেনাস্য রথনির্ঘোষো নলস্যেব মহানভূৎ॥৩৬
আহোস্বিদৃতুপর্ণোঽপি যথা রাজা নলস্তথা।
ততোঽয়ং রথনির্ঘোষো নৈষধস্যেব লক্ষ্যতে ॥৩৭
এবং সা তর্কয়িত্বা তু দময়ন্তী বিশাম্পতে।
দূতীং প্রস্থাপয়ামাস নৈষধান্বেষণে শুভা ॥৩৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি ঋতুপর্ণস্য ভীমপুর-প্রবেশে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩

কিন্তু ইনি যেরূপ বলিলেন, সেরূপ কারণ নহে'। ইহার পর রাজা ভীম ঋতুপর্ণরাজাকে আদর করিয়া বিদায় দিলেন; বিদায় দিবার পূর্ব্বে বার বার এই কথা বলিলেন যে, আপনি ক্লান্ত হইয়াছেন, অতএব আমার লোকেরা আপনাকে বিশ্রাম করা'ক।৩০

রাজা ভীম আনন্দিতচিত্তে আদর করিলে, স্বভাবতঃ আনন্দিতচিত্ত ঋতুপর্ণরাজা আরও আনন্দিত হইয়া রাজভৃত্যগণের সহিত নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন।৩১

যুধিষ্ঠির! রাজা ঋতুপর্ণ বার্ষ্ণেয়ের সহিত চলিয়া গেলে, বাহুক রথ লইয়া রথশালায় গমন করিল।৩২

বাহুক সেই অশ্বগুলিকে মোচনপূর্ব্বক শাস্ত্র অনুসারে পরিচর্য্যা করিয়া এবং নিজেই সেগুলিকে আশ্বস্ত করিয়া রথে আসিয়া বসিলেন।৩৩

দময়ন্তীও ঋতুপর্ণরাজাকে, বার্ষ্ণেয়সারথিকে এবং সারথিরূপেই বাহুককে দেখিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন।৩৪

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই রথশব্দ হইল কাহার? নলের রথশব্দের তুল্যই ত' গম্ভীর শব্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না।৩৫

নিশ্চয়ই বার্ষ্ণেয় সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে; তাহাতেই আজ নলের রথশব্দের মত এই গম্ভীর রথশব্দ হইয়াছে।৩৬

অথবা নল যেমন অশ্ববিদ্যা জানিতেন, ঋতুপর্ণরাজাও তেমনই অশ্ববিদ্যা জানেন; তাহাতেই নলের মতই এই রথশব্দ লক্ষ্য করিয়াছি।৩৭

রাজন্ যুধিষ্ঠির! কল্যাণী দময়ন্তী মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়া নিকটবর্ত্তিনী শুভলক্ষণা দূতীকে নলের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন।৩৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে ঋতুপর্ণের ভীমপুর-প্রবেশেবিষয়ে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৩

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বাহুক-কেশিন্যোরালাপঃ।]

দময়ন্ত্যুবাচ।

গচ্ছ কেশিনি! জানীহি ক এষ রথবাহকঃ।
উপবিষ্টো রথোপস্থে বিকৃতো হ্রস্ববাহুকঃ ॥১

অভ্যেত্য কুশলং ভদ্রে! মৃদুপূর্ব্বং সমাহিতা।
পৃচ্ছেথাঃ পুরুষং হ্যেনং যথাতত্ত্বমনিন্দিতে! ॥২

অত্র মে মহতী শঙ্কা ভবেদেষ নলো নৃপঃ।
যথা চ মনসস্তুষ্টির্হৃদয়স্য চ নির্বৃতিঃ ॥৩

ব্রূয়াশ্চৈনং কথান্তে ত্বং পর্ণাদবচনং যথা।
প্রতিবাক্যঞ্চ সুশ্রোণি! বুধ্যেথাস্ত্বমনিন্দিতে ॥৪

ততঃ সমাহিতা গত্বা দূতী বাহুকমব্রবীৎ।
দময়ন্ত্যপি কল্যাণী প্রাসাদস্থাঽন্ববৈক্ষত ॥৫

কেশিন্যুবাচ।

স্বাগতং তে মনুষ্যেন্দ্র! কুশলং তে ব্রবীম্যহম্।
দময়ন্ত্যা বচঃ সাধু নিবোধ পুরুষর্ষভ! ॥৬

কদা বৈ প্রস্থিতা যূয়ং কিমর্থমিহ চাগতাঃ।
তত্ত্বং ব্রূহি যথান্যায়ং বৈদর্ভী শ্রোতুমিচ্ছতি ॥৭

বাহুক উবাচ।

শ্রুতঃ স্বয়ংবরো রাজ্ঞা কোশলেন মহাত্মনা।
দ্বিতীয়ো দময়ন্ত্যা বৈ ভবিতা শ্ব ইতি দ্বিজাৎ ॥৮

শ্রুত্বৈতৎ প্রস্থিতো রাজা শতযোজনযায়িভিঃ।
হয়ৈর্বাতজবৈর্মুখ্যৈরহমস্য চ সারথিঃ ॥৯

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বাহুক ও কেশিনীর আলাপ।]

দময়ন্তী বলিলেন,—কেশিনি! তুমি যাও, যাইয়া জান যে, রথোপরি উপবিষ্ট, বিকৃতমূর্ত্তি ও হ্রস্ববাহু এই রথচালকটি কে?।১

ভদ্রে! অনিন্দিতে! তুমি নিকটে যাইয়া মনোযোগের সহিত যথার্থভাবে কোমলবাক্যে এই পুরুষটির নিকট উঁহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবে।২

আমার মনে যেমন আনন্দ জন্মিতেছে এবং হৃদয়ে যেমন নির্বৃতি (শান্তি) হইতেছে; তাহাতেই উঁহার উপরে আমার গুরুতর ধারণা হইতেছে যে, উনিই নল হইবেন।৩

অতএব সুনিতম্বে! অনিন্দিতে! তুমি কথার মধ্যে উঁহাকে পর্ণাদের বাক্যের মতই বাক্য বলিবে এবং উঁহার প্রত্যুত্তর বুঝিয়া আসিবে।৪

তাহার দূতী যাইয়া মনোযোগের সহিত বাহুককে বলিতে লাগিল, কল্যাণী দময়ন্তী অট্টালিকার উপরে থাকিয়া সেই ঘটনা দেখিতে লাগিলেন।৫

কেশিনী বলিল,—নরশ্রেষ্ঠ! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আমি আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি দময়ন্তীর বাক্য সম্যক্ শ্রবণ করুন।৬

আপনারা কবে অযোধ্যা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, এখানেই বা কি জন্য আসিয়াছেন, তাহা আপনি যথানিয়মে বলুন; দময়ন্তী তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন।৭

বাহুক বলিলেন,—মহাত্মা ঋতুপর্ণ রাজা এক ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, আগামী কল্য দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর হইবে।৮

ইহা শুনিয়া রাজা ঋতুপর্ণ শতযোজনগামী ও বায়ুর তুল্য বেগবান্ উৎকৃষ্ট অশ্বচালিত রথে প্রস্থান করিয়াছিলেন; আমি উঁহার সারথি ছিলাম।৯

কেশিন্যুবাচ।

অথ যোঽসৌ তৃতীয়ো বঃ স কুতঃ কস্য বা পুনঃ।
ত্বঞ্চ কস্য কথঞ্চেদং ত্বয়ি কর্ম্ম সমাহিতম্ ॥১০

বাহুক উবাচ।

পুণ্যশ্লোকস্য বৈ সূতো বার্ষ্ণেয় ইতি বিশ্রুতঃ।
স নলে বিদ্রুতে ভদ্রে ভাঙ্গস্বরিমুপস্থিতঃ ॥১১

অহমপ্যশ্বকুশলঃ সূদত্বে চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ঋতুপর্ণেন সারথ্যে ভোজনে চ বৃতঃ স্বয়ম্ ॥১২

কেশিন্যুবাচ।

অথ জানাতি বার্ষ্ণেয়ঃ ক নু রাজা নলো গতঃ।
কথঞ্চ ত্বয়ি বা তেন কথিতং স্যাত্তু বাহুক ॥১৩

বাহুক উবাচ।

ইহৈব পুত্রৌ নিক্ষিপ্য নলস্যাশুভকর্ম্মণঃ।
গতস্ততো যথাকামং নৈষ জানাতি নৈষধম্ ॥১৪

ন চান্যঃ পুরুষঃ কশ্চিন্নলং বেত্তি যশস্বিনি।
গূঢ়শ্চরতি লোকেঽস্মিন্ নষ্টরূপো মহীপতিঃ ॥১৫

আত্মৈব হি নলং বেদ যা চাস্য তদনন্তরা।
ন হি বৈ স্বানি লিঙ্গানি নলঃ শংসতি কর্হিচিৎ ॥১৬

কেশিন্যুবাচ।

যোঽসাবযোধ্যাং প্রথমং গতবান্ ব্রাহ্মণস্তদা।
ইমানি নারীবাক্যানি কথয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৭

ক নু ত্বং কিতব ছিত্ত্বা বস্ত্রার্দ্ধং প্রস্থিতো মম।
উৎসৃজ্য বিপিনে সুপ্তামনুরক্তাং প্রিয়াং প্রিয় ॥১৮

সা বৈ যথা ত্বয়া দৃষ্টা তথাস্তে ত্বৎপ্রতীক্ষিণী।
দহ্যমানা ভৃশং বালা বস্ত্রার্দ্ধেনাভিসংবৃতা ॥১৯

তস্যা রুদন্ত্যাঃ সততং তেন শোকেন পার্থিব।
প্রসাদং কুরু বৈ বীর প্রতিবাক্যং বদস্ব চ ॥২০

কেশিনী বলিল,—আপনাদের মধ্যে ঐ যে তৃতীয় লোকটী, তিনি কোথা হইতে ঋতুপর্ণরাজার নিকট আসিয়াছেন? কাহারই বা লোক? আর আপনিই বা কাহার লোক এবং কি জন্যই বা আপনার উপরে এই কার্য্য ন্যস্ত হইয়াছে?১০

বাহুক বলিলেন,—ভদ্রে! বার্ষ্ণেয়নামে নলের একজন সারথি ছিল; নল চলিয়া গেলে, সে—ঋতুপর্ণরাজার নিকট আসিয়াছে।১১

আমিও অশ্ববিদ্যায় নিপুণ এবং সারথ্যকার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। এই জন্যই রাজা ঋতুপর্ণ নিজেই আমাকে তাঁহার সারথ্যকার্য্যে এবং খাদ্যবস্তু নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।১২

কেশিনী বলিল,—বাহুক! রাজা নল কোথায় গিয়াছেন, তাহা কি বার্ষ্ণেয় জানে? কিংবা বার্ষ্ণেয় আপনার নিকট বলিয়াছে?১৩

বাহুক বলিল,—অশুভকর্ম্মা নলের পুত্র-কন্যাকে এখানেই রাখিয়া বার্ষ্ণেয় ইচ্ছানুসারে চলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং সে নিষধরাজ নলের সংবাদ জানে না।১৪

যশস্বিনি! অন্য কোন লোকও নলের সংবাদ জানে না। কারণ, নলের সে রূপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাই তিনি গুপ্ত অবস্থায় এই জগতে বিচরণ করিতেছেন।১৫

তবে ভগবান্ আর নলের অন্তরাত্মা নলের সংবাদ জানেন। কারণ, নল কখনও কাহারও নিকট নিজের লক্ষণসমূহ বলেন না।১৬

কেশিনী বলিল,—সেই যে ব্রাহ্মণ প্রথম অযোধ্যায় গিয়াছিলেন এবং তখন বার বার নারীর এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—'প্রিয় দ্যূতকার!

তস্মাত্তৎ প্রিয়মাখ্যানং প্রবদস্ব মহামতে।
তদেব বাক্যং বৈদর্ভী শ্রোতুমিচ্ছত্যনিন্দিতা ॥২১
এতচ্ছ্রুত্বা প্রতিবচস্তস্য দত্তং ত্বয়া কিল।
যৎ পুরা তৎ পুনস্ত্বত্তো বৈদর্ভী শ্রোতুমিচ্ছতি ॥২২

বৃহদশ্ব উবাচ।

এবমুক্তস্য কেশিন্যা নলস্য কুরুনন্দন।
হৃদয়ং ব্যথিতঞ্চাসীদশ্রুপূর্ণে চ লোচনে ॥২৩
স নিগৃহ্যাত্মনো দুঃখং দহ্যমানো মহীপতিঃ।
বাষ্পসন্দিগ্ধয়া বাচা পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥২৪

বাহুক উবাচ।

বৈষম্যমপি সম্প্রাপ্তা গোপায়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
আত্মানমাত্মনা সত্যো জিতস্বর্গা ন সংশয়ঃ ॥২৫
রহিতা ভর্ত্তৃভিশ্চৈব ন কুপ্যন্তি কদাচন।
প্রাণাংশ্চারিত্রকবচান্ ধারয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ॥২৬
বিষমস্থেন মূঢ়েন পরিভ্রষ্টসুখেন চ।
যৎ সা তেন পরিত্যক্তা তত্র ন ক্রোদ্ধুমর্হতি ॥২৭
প্রাণযাত্রাং পরিপ্রেপ্সোঃ শকুনৈর্হৃতবাসসঃ।
আধিভির্দহ্যমানস্য শ্যামা ন ক্রোদ্ধুমর্হতি ॥২৮
সৎকৃতাঽসৎকৃতা বাপি পতিং দৃষ্ট্বা তথাগতম্।
রাজ্যভ্রষ্টং শ্রিয়া হীনং ক্ষুধিতং ব্যসনাপ্লুতম্ ॥২৯
এবং ব্রুবাণস্তদ্বাক্যং নলঃ পরমদুর্ম্মনাঃ।
ন বাষ্পমশকৎ সোঢ়ুং প্ররুরোদাথ ভারত ॥৩০

আপনি আমার বস্ত্রের অর্দ্ধ ছেদন করিয়া অনুরক্তা প্রিয়তমাকে নিদ্রিত অবস্থায় বনের ভিতর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোথায় গিয়াছিলেন? আপনি তাহাকে তখন যেমন দেখিয়াছিলেন, এখনও তিনি শোকে অত্যন্ত দগ্ধ হইতে থাকিয়া আপনার প্রতীক্ষা করত অর্দ্ধবস্ত্রাবৃত অবস্থাতে তেমনই আছেন। রাজন্! দময়ন্তী সেই শোকে সর্ব্বদাই রোদন করিতেছেন; অতএব বীর! আপনি তাহার উপরে দয়া করুন এবং প্রতিবাক্য বলিয়া দিন। মহামতে! আপনি তাহার প্রিয় সংবাদ বলুন; অনিন্দিতা দময়ন্তী সেই বাক্যই শুনিতে ইচ্ছা করেন'। ইহা শুনিয়া আপনি সেই ব্রাহ্মণের নিকটে পূর্ব্বে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই আবার দময়ন্তী আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করেন।১৭-২২

বৃহদশ্ব বলিলেন,—কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির! কেশিনী এইরূপ বলিলে, নলের হৃদয় ব্যথিত হইল এবং নয়নযুগলও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।২৩

তখন তিনি নিজের দুঃখ রোধ করত শোকে দগ্ধ হইতে থাকিয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে পুনরায় এইরূপ বলিলেন।২৪

বাহুক বলিলেন,—স্বর্গবিজয়িনী সতী কুলস্ত্রীগণ সঙ্কটাবস্থায় পড়িয়াও আপন ক্ষমতাবলেই আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২৫

ভর্ত্তারা পরিত্যাগ করিলেও, কুলস্ত্রীগণ কখনও তাঁহাদের উপরে ক্রুদ্ধ হন না এবং প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন; সেই সময়ে তাঁহাদের সচ্চরিত্রই প্রাণধারণের কবচস্বরূপ হইয়া থাকে।২৬

অতএব সঙ্কটাপন্ন, মোহিত এবং সুখশূন্য ভর্ত্তা যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার উপরে তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।২৭

কুলস্ত্রী পতিকর্ত্তৃক আদৃতাই হউন বা অনাদৃতাই হউন, সে পতিকে সেইরূপ ভ্রষ্টরাজ্য, সমৃদ্ধিবিহীন, ক্ষুধার্ত্ত এবং বিপদাপন্ন দেখিয়া তাহার উপরে ক্রুদ্ধ

ততঃ সা কেশিনী গত্বা দময়ন্ত্যৈ ন্যবেদয়েৎ।
তৎ সর্ব্বং কথিতঞ্চৈব বিকারং তস্য চৈব তম্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি নল-কেশিনীসংবাদে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৪

হইতে পারেন না। বিশেষতঃ সে পতি তখন প্রাণ-রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল, সেই অবস্থাতেই পক্ষীরা তাহার বস্ত্র হরণ করিয়া লইয়াছিল; তাহাতে সেই পতি তখন মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছিল।২৮-২৯

ভরতনন্দন! নল এইরূপ সেই কথাগুলি বলিতে বলিতে অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইয়া, অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না; তাহার পর তিনি রোদনই করিতে লাগিলেন।৩০

তদনন্তর ঐ কেশিনী যাইয়া দময়ন্তীর নিকটে নলের সেই সমস্ত উক্তি এবং তাঁহার সেই বিকৃত অবস্থা জানাইল।৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নল-কেশিনীসংবাদে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দময়ন্ত্যা আদেশেন কেশিন্যা বাহুকস্য পরীক্ষা, স্বপুত্রৌ দৃষ্ট্বা তাভ্যাং সহ সস্নেহালাপশ্চ ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা ভৃশং শোকপরায়ণা।
শঙ্কমানা নলং তং বৈ কেশিনীমিদমব্রবীৎ ॥১

গচ্ছ কেশিনি ভূয়স্ত্বং পরীক্ষাং কুরু বাহুকে।
অব্রুবাণা সমীপস্থা চরিতান্যস্য লক্ষয় ॥২

যদা চ কিঞ্চিৎ কুর্য্যাৎ স কৌশলং তত্র ভাবিনি।
তত্র সঞ্চেষ্টমানস্য লক্ষয়ন্তী বিচেষ্টিতম্ ॥৩

ন চাস্য প্রতিবন্ধেন দেয়োঽগ্নিরপি কেশিনি।
যাচতে ন জলং দেয়ং সর্ব্বথা ত্বরমাণয়া ॥৪

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[দময়ন্তী আদেশে কেশিনী কর্ত্তৃক বাহুকের পরীক্ষা এবং নিজ পুত্র-কন্যাকে দেখিয়া তাহাদের সহিত আলাপ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—দময়ন্তী সেই সব কথা শ্রবণ করত অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া, সেই ব্যক্তিকেই নল মনে করিয়া, কেশিনীকে এই কথা বলিলেন—।১

'কেশিনি! তুমি পুনরায় সেখানে যাও, বাহুককে পরীক্ষা কর; কিছু না বলিয়া নিকটে থাকিয়া উহার চরিত্র লক্ষ্য কর।২

প্রশস্তস্বভাবে! উনি যখন কোন কার্য্য করিবেন, তখন তুমি সেই কার্য্যের কৌশল এবং প্রণালী লক্ষ্য করিবে।৩

কেশিনি! উনি বিশেষ আগ্রহ জানাইলেও তুমি উঁহাকে আগুন দিও না এবং জল চাহিলেও তুমি নিতান্ত সত্বরতার সহিত জল দিও না।৪

এতৎ সর্ব্বং সমীক্ষ্য ত্বং চরিতং মে নিবেদয়।
যচ্চান্যদপি পশ্যেথাস্তচ্চাখ্যেয়ং ত্বয়া মম ॥৫
দময়ন্ত্যৈবমুক্তা সা জগামাথাশু কেশিনী।
নিশাম্যাথ হয়জ্ঞস্য লিঙ্গানি পুনরাগমৎ ॥৬
সা তৎ সর্বং যথাবৃত্তং দময়ন্ত্যৈ ন্যবেদয়ৎ।
নিমিত্তং যৎ ত্বয়া দৃষ্টং বাহুকে দিব্য-মানুষম্ ॥৭
কেশিন্যুবাচ।
দৃঢ়ং শুচ্যুপচারোঽসৌ ন ময়া মানুষঃ কচিৎ।
দৃষ্টপূর্ব্বঃ শ্রুতো বাপি দময়ন্তি তথাবিধঃ ॥৮
হ্রস্বমাসাদ্য সঞ্চারং নাসৌ বিনমতে কচিৎ।
তং তু দৃষ্ট্বা যথাসঙ্গমুৎসর্পতি যথাসুখম্।
সঙ্কটেঽপ্যস্য সুমহান্ বিবরো জায়তেঽধিকঃ ॥৯
ঋতুপর্ণস্য চার্থায় ভোজনীয়মনেকশঃ।
প্রেষিতং তত্র রাজ্ঞা তু মাংসং বহু চ পাশবম্ ॥১০
তস্য প্রক্ষালনার্থায় কুম্ভাস্তত্রোপকল্পিতাঃ।
তে তেনাবেক্ষিতাঃ কুম্ভাঃ পূর্ণা এবাভবংস্ততঃ ॥১১
ততঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা সমধিশ্রিত্য বাহুকঃ।
তৃণমুষ্টিং সমাদায় সবিতুস্তং সমাদধৎ ॥১২
অথ প্রজ্বলিতস্তত্র সহসা হব্যবাহনঃ।
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাহমিহাগতা ॥১৩
অন্যচ্চ তস্মিন্ সুমহদাশ্চর্য্যং লক্ষিতং ময়া।
যদগ্নিমপি সংস্পৃশ্য নৈবাসৌ দহ্যতে শুভে ॥১৪
ছন্দেন চোদকং তস্য বহত্যাবর্জ্জিতং দ্রুতম্।
অতীব চান্যৎ সুমহদাশ্চর্য্যং দৃষ্টবত্যহম্ ॥১৫
যৎ স পুষ্পাণ্যুপাদায় হস্তাভ্যাং মমৃদে শনৈঃ।
মৃদ্যমানানি পাণিভ্যাং তেন পুষ্পাণি নান্যথা ॥১৬

তুমি এই সমস্ত বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া উঁহার চরিত্র আমাকে জানাইও এবং আরও অন্যান্য যাহা দেখিবে, তাহাও আমাকে বলিও।৫

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, কেশিনী সত্বরই সেখানে গমন করিল এবং নলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল।৬

কেশিনী বাহুকের লৌকিক ও অলৌকিক যাহা কিছু কার্য্য দেখিয়াছিল, তৎ সমস্তই আসিয়া যথাযথভাবে দময়ন্তীকে নিবেদন করিল।৭

কেশিনী বলিল,—দময়ন্তি! আমি উঁহার তুল্য অত্যন্ত পবিত্রাচারসম্পন্ন মানুষ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই।৮

উনি কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারে যাইয়াও অবনত হন না; কিন্তু সেই দ্বারই উঁহাকে দেখিয়া যাহাতে মস্তকে সংলগ্ন না হয়, সেইভাবে যথাসুখে উঁচু হয় এবং ক্ষুদ্রপার্শ্বযুক্ত দ্বারও উঁহার নিকট সুবৃহৎ হইয়া যায়।৯

তা'র পর আমাদের রাজা ঋতুপর্ণরাজার জন্য নানাবিধ পশুমাংস প্রচুর পরিমাণে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।১০

সেই মাংস প্রক্ষালন করিবার জন্য অনেক কলসীও সেখানে রাখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু বাহুক দেখিবামাত্র সে কলসগুলি জলপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।১১

তাহার পর বাহুক প্রক্ষালন করিয়া উনুনের উপর উহা স্থাপন পূর্ব্বক একমুষ্টি তৃণ লইয়া তাহা সূর্য্যের কিরণে ধরিলেন।১২

তারপর তৎক্ষণাৎই উহাতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমি সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া এখানে আসিয়াছি।১৩

কল্যাণি! আমি সেখানে আর একটী অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক কার্য্য দেখিলাম যে, বাহুক অগ্নিস্পর্শ করিয়াও দগ্ধ হন নাই।১৪

সেখানে পাত্রপ্রদত্ত জল বাহুকের ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ প্রচুর হইয়া উঠিল। আমি আরও একটী অতীব আশ্চর্য্যজনক কর্ম্ম দেখিলাম।১৫

ভূয় এব সুগন্ধীনি হৃষিতানি ভবন্তি হি ।
এতান্যদ্ভুতলিঙ্গানি দৃষ্ট্বাহং দ্রুতমাগতা ॥১৭

বৃহদশ্ব উবাচ ।

দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা পুণ্যশ্লোকস্য চেষ্টিতম্ ।
অমন্যত নলং প্রাপ্তং কর্মচেষ্টাভিসূচিতম্ ॥১৮
সা শঙ্কমানা ভর্ত্তারং নলং বাহুকরূপিণম্ ।
কেশিনীং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা রুদতী পুনরব্রবীৎ ॥১৯
পুনর্গচ্ছ প্রমত্তস্য বাহুকস্যোপসংস্কৃতম্ ।
মহানসাচ্ছৃতম্ ত্বং মাংসমানয়স্বেহ ভাবিনি ॥২০
সা গত্বা বাহুকস্যাগ্রে তন্মাংসমপকৃষ্য চ ।
অত্যুষ্ণমেব ত্বরিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়কারিণী ॥
দময়ন্ত্যৈ ততঃ প্রাদাৎ কেশিনী কুরুনন্দন ॥২১
সোচিতা নলসিদ্ধস্য মাংসস্য বহুশঃ পুরা ।
প্রাশ্য মত্বা নলং সূতং প্রাক্রোশদ্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥২২
বৈক্লব্যং পরমং গত্বা প্রক্ষাল্য চ মুখং ততঃ ।
মিথুনং প্রেষয়ামাস কেশিন্যা সহ ভারত ॥২৩
ইন্দ্রসেনাং সহ ভ্রাত্রা সমভিজ্ঞায় বাহুকঃ ।
অভিদ্রুত্য ততো রাজা পরিষ্বজ্যাঙ্কমানয়ৎ ॥২৪
বাহুকস্তু সমাসাদ্য সুতৌ সুরসুতোপমৌ ।
ভৃশং দুঃখপরীতাত্মা সস্বনং প্ররুরোদ হ ॥২৫
নৈষধো দর্শয়িত্বা তু বিকারমসকৃত্তদা ।
উৎসৃজ্য সহসা পুত্রৌ কেশিনীমিদমব্রবীৎ ॥২৬
ইদং সুসদৃশং ভদ্রে মিথুনং মম পুত্রয়োঃ ।
অতো দৃষ্ট্বৈব সহসা বাষ্পমুৎসৃষ্টবাহনম্ ॥২৭

তিনি হাতে ফুল লইয়া ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিলেন, তাহাতেও কিন্তু সে ফুলগুলি কোনরূপ বিকৃত হইল না ।১৬

বরং আরও সুগন্ধি এবং আরও বিকশিত হইল । এই সকল আশ্চর্য্যজনক লক্ষণ দেখিয়া আমি দ্রুত এখানে আসিয়াছি ।১৭

বৃহদশ্ব বলিলেন,—দময়ন্তী পুণ্যশ্লোক নলের সেই সকল কার্য্য শুনিয়া, সেই কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিকে নল বলিয়াই মনে করিলেন ।১৮

তখন তিনি বাহুককে ভর্ত্তা নল মনে করিয়া রোদন করিতে করিতে কোমল বাক্যে পুনরায় কেশিনীকে বলিলেন ।১৯

কেশিনি ! তুমি আবার যাও, যাইয়া বাহুক যখন অসতর্ক থাকিবেন, তখন তুমি পাকস্থান হইতে উহার পক্ক সুপরিশুদ্ধ মাংস এখানে আনয়ন কর ।২০

যুধিষ্ঠির ! সেই প্রিয়কারিণী কেশিনী তৎক্ষণাৎ যাইয়া, বাহুকের ব্যগ্রতার সময়ে তাঁহার উষ্ণ মাংসই আকর্ষণ করিয়া লইয়া, সত্বর আসিয়া তাহা দময়ন্তীকে প্রদান করিল ।২১

দময়ন্তী পূর্ব্বে বহুবারই নলপক্ক মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহার আস্বাদ বুঝিয়াছিলেন ; তাই তিনি সেই মাংস ভক্ষণ করিয়াই বাহুককে নল মনে করত, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিলেন ।২২

ভরতনন্দন ! তাহার পর তিনি অত্যন্ত আকুল হইয়া মুখ প্রক্ষালন করত, কেশিনীর সঙ্গে নিজের পুত্র-কন্যা দুইটীকে বাহুকের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ।২৩

তৎপরে বাহুক—ভ্রাতা ইন্দ্রসেনের সহিত ভগিনী ইন্দ্রসেনাকে চিনিতে পারিয়া দ্রুত গমন করত তাহা-দিগকে আলিঙ্গন করিয়া কোলে লইলেন ।২৪

দেবতার পুত্র-কন্যার ন্যায় নিজের পুত্র-কন্যা দুইটীকে পাইয়া বাহুক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন ।২৫

তিনি তখন বার বার নিজের বিকৃত অবস্থা দেখাইয়া, হঠাৎ পুত্র-কন্যা দুইটীকে পরিত্যাগ করত কেশিনীকে এই কথা বলিলেন ।২৬

বহুশঃ সম্পতন্তীং ত্বাং জনঃ শঙ্কেত দোষতঃ।
বয়ঞ্চ দেশাতিথয়ো গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি নল-কন্যাপুত্রদর্শনে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৫

ভদ্রে! এই বালক-বালিকা দুইটী আমারই পুত্র-কন্যার সদৃশ; এই জন্যই আমি ইহাদিগকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎই অশ্রুমোচন করিয়াছি।২৭

ভদ্রে! তুমি বার বার এখানে আসিতেছ, ইহাতে লোকে দোষের আশঙ্কা করিবে এবং আমরাও অন্য-দেশের অতিথি; অতএব তুমি যথাসুখে গমন কর।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলের কন্যাপুত্রদর্শনবিষয়ে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৫

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বাহুক-দময়ন্ত্যোঃ কথোপকথনম্, নলস্য প্রকটতা, নল-দময়ন্ত্যোর্মিলনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

সর্ব্বং বিকারং দৃষ্ট্বা তু পুণ্যশ্লোকস্য ধীমতঃ।
আগত্য কেশিনী ক্ষিপ্রং দময়ন্ত্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১

দময়ন্তী ততো ভূয়ঃ প্রেষয়ামাস কেশিনীম্।
মাতুঃ সকাশং দুঃখার্ত্তা নলদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥২

পরীক্ষিতো মে বহুশো বাহুকো নলশঙ্কয়া।
রূপে মে সংশয়স্ত্বেকঃ স্বয়মিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩

স বা প্রবেশ্যতাং মাতঃ! মাং বানুজ্ঞাতুমর্হসি।
বিদিতং বাঽথবাঽজ্ঞাতং পিতুর্মে সংবিধীয়তাম্ ॥৪

এবমুক্তা তু বৈদর্ভ্যা সা দেবী ভীমমব্রবীৎ।
দুহিতুস্তমভিপ্রায়মন্বজানাৎ স পার্থিবঃ ॥৫

সা বৈ পিত্রাঽভ্যনুজ্ঞাতা মাত্রা চ ভরতর্ষভ!।
নলং প্রবেশয়ামাস যত্র তস্যাঃ প্রতিশ্রয়ঃ ॥৬

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[বাহুক ও দময়ন্তীর কথোপকথন, নলের আত্ম-প্রকাশ এবং নল-দময়ন্তীর মিলন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—কেশিনী ধীমান্ পুণ্যশ্লোক নলের সর্ব্বপ্রকার বিকৃতভাব দেখিয়া সত্বর আসিয়া দময়ন্তীকে সেই সমস্ত জানাইল।১

তাহার পর দুঃখার্ত্তা দময়ন্তী নলকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া কেশিনীকে নিজমাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।২

মা! আমি নল মনে করিয়া বাহুককে বহুপ্রকারে পরীক্ষা করিয়াছি; তাহাতে কেবল রূপের বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে, (অন্য বিষয়ে নাই); অতএব আমি নিজেই জানিতে ইচ্ছা করি।৩

অতএব তাঁহাকেই আমার গৃহে প্রবেশ করান, কিংবা আমাকেই তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি দিন; ইহা পিতৃদেবের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে করুন।৪

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, তাঁহার মাতা রাজা ভীমকে তাহা বলিলেন। তখন রাজা তনয়ার সেই ইচ্ছার অনুমোদন করিলেন।৫

তাং তু দৃষ্ট্বৈব সহসা দময়ন্তীং নলো নৃপঃ।
আবিষ্টঃ শোক-দুঃখাভ্যাং বভূবাশ্রুপরিপ্লুতঃ ॥৭
তং তু দৃষ্ট্বা তথাযুক্তং দময়ন্তী নলং তদা।
তীব্রশোকসমাবিষ্টা বভূব বরবর্ণিনী ॥৮
ততঃ কাষায়বসনা জটিলা মলপঙ্কিনী।
দময়ন্তী মহারাজ ! বাহুকং বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
দৃষ্টপূর্ব্বস্ত্বয়া কশ্চিদ্ধর্ম্মজ্ঞো নাম বাহুক।
সুপ্তামুৎসৃজ্য বিপিনে যো গতঃ পুরুষঃ স্ত্রিয়ম্ ॥১০
অনাগসং প্রিয়াং ভার্য্যাং বিজনে শ্রমমোহিতাম্।
অপহায় তু কো গচ্ছেৎ পুণ্যশ্লোকমৃতে নলম্ ॥১১
কিমু তস্য ময়া বাল্যাদপরাদ্ধং মহীপতেঃ।
যো মামুৎসৃজ্য বিপিনে গতবান্ নিদ্রয়া হৃতাম্ ॥১২
সাক্ষাদ্দেবানপাহায় বৃতো যঃ স পুরা ময়া।
অনুব্রতাং সাভিকামাং পুত্রিণীং ত্যক্তবান্ কথম্ ॥১৩
অগ্নৌ পাণিং গৃহীত্বা চ দেবানামগ্রতস্তথা।
ভবিষ্যামীতি সত্যঞ্চ প্রতিশ্রুত্য ক তৎ কৃতম্ ॥১৪
দময়ন্ত্যা ব্রুবন্ত্যাস্তু সর্ব্বমেতদরিন্দম।
শোকজং বারি নেত্রাভ্যামসুখং প্রাস্রবদ্ বহু ॥১৫
অতীবকৃষ্ণতারাভ্যাং রক্তান্তাভ্যাং জলন্তু তৎ।
পরিস্রবন্নলো দৃষ্ট্বা শোকার্ত্তামিদমব্রবীৎ ॥১৬
মম রাজ্যং প্রনষ্টং যন্নাহং তৎ কৃতবান্ স্বয়ম্।
কলিনা তৎ কৃতং ভীরু ! যচ্চ ত্বামহমত্যজম্ ॥১৭
যত্ত্বয়া ধর্ম্মকৃচ্ছ্রেষ্ঠে ! শাপেনাভিহতঃ পুরা।
বনস্থয়া দুঃখিতয়া শোচন্ত্যা মাং দিবানিশম্ ॥১৮

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ! তখন দময়ন্তী পিতা ও মাতার অনুমতি পাইয়া তাঁহার যেখানে বাসস্থান ছিল, সেইখানে নলকে প্রবেশ করাইলেন।৬

রাজা নল হঠাৎ দময়ন্তীকে দেখিয়াই শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া নয়নজলে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন।৭

উত্তমাঙ্গনা দময়ন্তীও তখন নলরাজাকে সেইরূপ দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক শোকাভিভূতা হইলেন।৮

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! তদনন্তর গৈরিকবসনা, জটাধারিণী এবং মলপূর্ণাঙ্গী দময়ন্তী বাহুককে এই সকল কথা বলিলেন।৯

বাহুক ! যিনি বনের ভিতরে নিদ্রিত অবস্থায় নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এমন কোন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে আপনি দেখিয়াছেন কি ?১০

পুণ্যশ্লোক নল ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ নিরপরাধা, প্রিয়তমা এবং পরিশ্রান্তা ভার্য্যাকে নির্জনে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে ?১১

যিনি নিদ্রিত অবস্থায় আমাকে বনের ভিতরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেই রাজার নিকটে আমি বাল্যকাল হইতে কি অপরাধ করিয়াছিলাম ?১২

আমি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলাম, তিনি—অনুকূলা, কামপরায়ণা ও পুত্রবতী অবস্থাতেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কেন ?১৩

তা'র পর তিনি অগ্নির নিকটে এবং দেবগণের সম্মুখে 'চিরকাল তোমার ভরণ-পোষণ করিব' এইরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা পালন করিলেন কোথায় ?১৪

অরিন্দম যুধিষ্ঠির ! এই সমস্ত বলিবার সময়ে দময়ন্তীর নয়নযুগল হইতে শোক ও দুঃখজনিত প্রচুর জল নির্গত হইল।১৫

অত্যন্তকৃষ্ণতারাযুক্ত ও রক্তপ্রান্ত দময়ন্তীর নয়নযুগল হইতে সেই অশ্রু নির্গত হইতেছে দেখিয়া নল শোকার্ত্তা দময়ন্তীকে এইরূপ বলিলেন।১৬

ভয়শীলে ! আমার রাজ্য যে নষ্ট হইয়াছে এবং আমি তোমাকে যে ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহা আমি নিজে করি নাই, কলিই উহা করিয়াছে।১৭

স মচ্ছরীরে ত্বচ্ছাপাদ্দহ্যমানোঽবসৎ কলিঃ।
ত্বচ্ছাপদগ্ধঃ সততং সোঽগ্নাবগ্নিরিবাহিতঃ ॥১৯
মম চ ব্যবসায়েন তপসা চৈব নির্জ্জিতঃ।
দুঃখস্যান্তেন চানেন ভবিতব্যং হি নৌ শুভে ॥২০
বিমুচ্য মাং গতঃ পাপঃ স ততোঽহমিহাগতঃ।
ত্বদর্থং বিপুলশ্রোণি ! ন হি মেঽন্যৎ প্রয়োজনম্ ॥২১
কথং নু নারী ভর্ত্তারমনুরক্তমনুব্রতম্।
উৎসৃজ্য বরয়েদন্যং যথা ত্বং ভীরু কর্হিচিৎ ॥২২
দূতাশ্চরন্তি পৃথিবীং কৃৎস্নাং নৃপতিশাসনাৎ।
ভৈমী কিল স্ম ভর্ত্তারং দ্বিতীয়ং বরয়িষ্যতি ॥২৩
স্বৈরবৃত্তা যথাকামমনুরূপমিবাত্মনঃ।
শ্রুত্বৈব চৈবং ত্বরিতো ভাগস্বরিরুপস্থিতঃ ॥২৪

দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা নলস্য পরিদেবিতম্।
প্রাঞ্জলির্বেপমানা চ ভীতা বচনমব্রবীৎ ॥২৫

দময়ন্ত্যুবাচ।

ন মামর্হসি কল্যাণ দোষেণ পরিশঙ্কিতুম্।
ময়া হি দেবানুৎসৃজ্য বৃতস্ত্বং নিষধাধিপ ॥২৬
তবাভিগমনার্থন্তু সর্ব্বতো ব্রাহ্মণা গতাঃ।
বাক্যানি মম গাথাভির্গায়মানা দিশো দশ ॥২৭
ততস্ত্বাং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ পর্ণাদো নাম পার্থিব।
অভ্যগচ্ছৎ কোশলায়ামৃতুপর্ণনিবেশনে ॥২৮
তেন বাক্যেন সম্যক্ তে প্রতিবাক্যে তথা কৃতে।
উপায়োঽয়ং ময়া দৃষ্টো নৈষধানয়নে তব ॥২৯

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠে। তুমি বনে থাকিবার সময়ে দুঃখিতচিত্তে দিবারাত্রি আমার জন্য শোক করিতে থাকিয়া পূর্ব্বে যে অভিসম্পাত করিয়াছিলে, তাহাতেই কলি সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে থাকিয়া অগ্নিতে স্থাপিত অগ্নির ন্যায় আমার শরীরে বাস করিয়াছিল।১৮-১৯

কল্যাণি। তাহার পর আমাদের এই দুঃখের অবসান হইবে বলিয়া আমি নিজের চেষ্টায় ও তপস্যায় কলিকে জয় করিয়াছি।২০

তাহাতে সেই কলি পাপাত্মা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বিশালনিতম্বে ! তাহার পর আমি তোমার জন্যই এখানে আসিয়াছি, আমার অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না।২১

ভয়শীলে। তুমি যেমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেইরূপ কখনও অন্য রমণী অনুরক্ত ও অনুকূল পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য পুরুষকে কি প্রকারে বরণ করিতে পারে ?২২

স্বেচ্ছাচারিণী দময়ন্তী ইচ্ছানুসারে নিজের অনুরূপ দ্বিতীয় পতি বরণ করিবেন এই কথা বলিয়া দূতগণ ভীমরাজার আদেশ অনুসারে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতেছে; এইরূপ শুনিয়াই ঋতুপর্ণ সত্বর এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।২৩-২৪

দময়ন্তী কিন্তু নলের সেই বিলাপ শুনিয়া ভীত, কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন।২৫

দময়ন্তী বলিলেন,—মঙ্গলভাজন নিষধরাজ। আপনি আমার দোষের আশঙ্কা করিতে পারেন না; কারণ, আমি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছিলাম।২৬

কিন্তু আপনাকে আনিবার জন্যই ব্রাহ্মণগণ আমার বাক্যগুলিকে গানরূপে গাহিতে থাকিয়া দশ দিকের সর্ব্বত্রই গিয়াছিলেন।২৭

রাজন্। তাহার পর পর্ণাদনামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অযোধ্যানগরে ঋতুপর্ণরাজার ভবনে আপনাকে পাইয়াছিলেন।২৮

নিষধরাজ। তিনি আমার সেই বাক্য যথানিয়মে বলিলে এবং আপনিও সেইরূপ উত্তর করিলে, আপনাকে আনিবার জন্য আমিই এই উপায় স্থির করিয়াছিলাম।২৯

অনুচ্চার্য্যা ত্রিগুণী বা তুরীয়া মাত্রাও আমি, আমি গায়ত্রী, আমি অপরিণামিনী শ্রেষ্ঠা শক্তি। আমি দেববৃন্দের আদি মাতা। আমিই জগৎ ধারণ করে আছি, আমি জগৎ সৃষ্টি করি। আমি ইহা পালন করি, প্রলয়ে আমিই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংহার করি, আমি জগৎস্বরূপা, আমি জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপা, আমি পালনকালে স্থিতিশক্তিরূপিণী ও প্রলয়কালে সংহার শক্তিরূপা।

আমি মহাবিদ্যা, আমি মহামায়া, আমি মহামেধা, আমি মহাস্মৃতি, আমি মহামোহা, আমি দেবী, আমি মহাসুরী, আমি ত্রিগুণের পরিণামবিধায়িনী প্রকৃতি, আমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, ভয়ঙ্করী, মোহরাত্রি।

আমি লক্ষ্মী, আমি ঈশ্বরী, আমি হ্রী, আমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, আমি লজ্জা, আমি পুষ্টি, আমি তুষ্টি, আমি শান্তি, আমি ক্ষান্তি, আমি খড়্গিনী, আমি শূলিনী, আমি ভীষণা গদিনী, আমি চক্রিণী, আমি শঙ্খিনী, আমি ধনুর্ধারিণী, আমি বাণভুষণ্ডী ও পরিঘাস্ত্রধারিণী, আমি সুরগণের প্রতি সৌম্যা, আমি অসুরসমূহের প্রতি রুদ্রা, আমি সকল সুন্দর বস্তু হতেও অতি সুন্দরী, আমি সুরপতি প্রভৃতি হতেও শ্রেষ্ঠা, আসর্ব্বপ্রধানা দেবী, আমি পরমেশ্বরী।

যে কোন স্থানে যাহা কিছু চেতন অচেতন বস্তু ছিল, বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতে হবে—সে সকলের যে শক্তি তা আমি, বিশ্বপ্রপঞ্চে আমি ভিন্ন আর কিছু নাই। কেবল মাত্র আছি আমি। কার্য্য আমি, কারণ আমি, কার্য্য-কারণের অতীত আমি, এমন কেহ নাই যে আমার রূপ-গুণবর্ণনা করতে পারে। আমি সম্পূর্ণ জগতের প্রভাব, পরমকারণ ও সংহারক। আমি সকল ভূতের সনাতন বীজ, আমি বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি, আমি তেজস্বিগণের তেজ, আমি বলবানগণের কামরাগবিবর্জ্জিত বল, আমি সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম, যে সকল সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকভাব আছে সে সমস্ত আমা হতে উৎপন্ন এবং আমার অধীন।

আমি অজ, আমি অব্যয়, আমি অনন্ত, আমি অমৃত, আমি আনন্দ। আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন থাকি, তাই মূঢ়গণ আমাকে জন্মহীন অব্যয় বলে জানে না। আমি ত রমণীয়, আমি কুৎসিত, আমি আলো, আমি আঁধার, আমি মুক্তি, আমি বন্ধন, আমি জীবন, আমি মরণ, আমি সুখ, আমি দুঃখ, আমি শান্তি, আমি অশান্তি—সব আমি, সব আমি, সব আমি।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

 শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৮।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

মা মা মা !

প্রাণময়ি মা প্রাণাধিকে মা প্রাণেশ্বরি মা !

গুরো, রসতম গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আমি
হই অবতীর্ণ—ধরণী মাঝারে।

আমি সব, আমি সব, আমি সব। আমি দেবী, আমি মহাদেবী, আমি শিবা, আমি প্রকৃতি, আমি ভদ্রা, আমি রৌদ্রা, আমি নিত্যা, আমি গৌরী, আমি ধাত্রী, আমি জ্যোৎস্না, আমি ইন্দ্ররূপিণী, আমি সুখা, আমি কল্যাণী, আমি বৃদ্ধি, আমি সিদ্ধি, আমি কূর্ম্মা, আমি নৈর্ঋতি, আমি রাজলক্ষ্মী, আমি সর্ব্বাণী,

[মহাভারত— ষোড়শ

[অষ্টমবর্ষ, আশ্বিন মাস, ১৩৭৬]   [চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]   [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

২৭ ১৬/১২/৬৭

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি-বিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮।স, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ „

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, আঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ „

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২'০০ „

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

ত্বামৃতে নহি লোকেঽন্য একাহ্না পৃথিবীপতে।
সমর্থো যোজনশতং গন্তুমশ্বৈর্নরাধিপ ॥৩০
স্পৃশেয়ং তেন সত্যেন পাদাবেতৌ মহীপতে।
যথা নাসৎকৃতং কিঞ্চিন্মনসাপি চরাম্যহম্ ॥৩১
অয়ং চরতি লোকেঽস্মিন্ ভূতসাক্ষী সদাগতিঃ।
এষ মে মুঞ্চতু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥৩২
তথা চরতি তিগ্মাংশুঃ পরিতো ভুবনং সদা।
স মুঞ্চতু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥৩৩
চন্দ্রমাঃ সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরতি সাক্ষিবৎ।
স মুঞ্চতু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥৩৪
এতে দেবাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং ধারয়ন্তি বৈ।
তে ব্রুবন্তু যথাতথ্যমেতে বাঽদ্য ত্যজন্তু মাম্ ॥৩৫

এবমুক্তে ততো বায়ুরন্তরীক্ষাদভাষত।
নৈব কৃতবতী পাপং নল সত্যং ব্রবীমি তে ॥৩৬
রাজন্ শীলনিধিং স্ফীতো দময়ন্ত্যা সুরক্ষিতঃ।
সাক্ষিণো রক্ষিণশ্চাস্যা বয়ং ত্রীন্ পরিবৎসরান্ ॥৩৭
উপায়ো বিহিতশ্চায়ং ত্বদর্থমতুলোঽনয়া।
ন হ্যেকাহ্না শতং গন্তা ত্বামৃতেঽন্যঃ পুমানিহ ॥৩৮
উপপন্না ত্বয়া ভৈমী ত্বঞ্চ ভৈম্যা মহীপতে।
নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা সঙ্গচ্ছ সহ ভার্য্যয়া ॥৩৯
তথা ব্রুবতি বায়ৌ তু পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ববৌ চ পবনঃ শিবঃ ॥৪০
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা নলো রাজাঽথ ভারত।
দময়ন্ত্যাং বিশঙ্কাং তাং ব্যপাকর্ষদরিন্দমঃ ॥৪১

হে ভূপতে! হে নরেশ! কারণ, এই জগতে আপনি ভিন্ন অন্য কোন লোকই অশ্বসমূহচালিত রথ দ্বারা একদিনে একশত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হইবে না।৩০

মহীপাল! এই চরণ দু'খানি স্পর্শ করিয়া আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি মনের দ্বারাও কোন অসৎ কার্য্য করি নাই।৩১

প্রাণিগণের সাক্ষী এই বায়ু এই জগতে বিচরণ করিতেছেন; সুতরাং আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে ইনি আমার প্রাণ হরণ করুন।৩২

এই সূর্য্য সর্ব্বদাই জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন; অতএব আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে তিনি আমার প্রাণ হরণ করুন।৩৩

আর, চন্দ্রও সাক্ষীর ন্যায় সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিতেছেন; অতএব আমি যদি কোন পাপ করিয়া থাকি, তবে ইনি আমার প্রাণ হরণ করুন।৩৪

এই তিনজন দেবতা সমস্ত ত্রিভুবন রক্ষা করেন, তাঁহারা সত্য বলুন; অথবা ইঁহারা আজই আমাকে ত্যাগ করুন।৩৫

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, তাহার পর বায়ু আকাশ হইতে বলিলেন,—নল! আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি—ইনি কোন পাপ করেন নাই।৩৬

রাজন্! দময়ন্তী নিজের উজ্জ্বল স্বভাবনিধিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছেন, আমরা এই তিন বৎসর যাবৎ ইঁহার সাক্ষী ও রক্ষক হইয়া রহিয়াছি।৩৭

আপনার জন্যই ইনি এই অসাধারণ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ, এই জগতে আপনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষই একদিনে একশতযোজন পথ গমন করিতে পারে না।৩৮

মহীপতে! আপনি নিজ যোগ্যা ভার্য্যা দময়ন্তীকে পাইয়াছেন, দময়ন্তীও নিজ যোগ্য পতি আপনাকে পাইয়াছেন; অতএব আপনি ইঁহার উপরে আশঙ্কা করিবেন না, ভার্য্যার সহিত মিলিত হউন।৩৯

ততস্তদ্বস্ত্রমজরং প্রাবৃণোদ্ বসুধাধিপঃ।
সংস্মৃত্য নাগরাজং তং ততো লেভে স্বকং বপুঃ ॥৪২

স্বরূপিণন্তু ভর্তারং দৃষ্ট্বা ভীমসুতা তদা।
প্রাক্রোশদুচ্চৈরালিঙ্গ্য পুণ্যশ্লোকমনিন্দিতা ॥৪৩

ভৈমীমপি নলো রাজা ভ্রাজমানো যথা পুরা।
সস্বজে স্বসুতৌ চাপি যথাবৎ প্রত্যনন্দত ॥৪৪

ততঃ স্বোরসি বিন্যস্য বক্ত্রং তস্য শুভাননা।
পরীতা তেন দুঃখেন নিশশ্বাসায়তেক্ষণা ॥৪৫

তথৈব মলদিগ্ধাঙ্গীং পরিষ্বজ্য শুচিস্মিতাম্।
সুচিরং পুরুষব্যাঘ্রস্তস্থৌ শোকপরিপ্লুতঃ ॥৪৬

যখন বায়ু এই কথা বলিতেছিলেন, তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল, দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং মঙ্গলময় বায়ু বহিতে লাগিল ॥৪০

ভরতনন্দন! তাহার পর অরিন্দম রাজা নল সেই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া দময়ন্তীর উপরে নিজ আশঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন ॥৪১

তদনন্তর রাজা নল কর্কোটকনাগকে স্মরণ করিয়া তৎপ্রদত্ত চিরনূতন বস্ত্রখানি পরিধান করিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের পূর্ব্বরূপ লাভ করিলেন ॥৪২

তখন অনিন্দিতা দময়ন্তী ভর্তা নলকে নিজ রূপধারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন ॥৪৩

নলরাজার আলিঙ্গনপ্রবৃত্তা দময়ন্তীকে তিনি পূর্ব্বেরই ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন এবং আপনার পুত্র-কন্যা দুইটিকে যথানিয়মে আদর করিলেন ॥৪৪

তদনন্তর শুভাননা ও আয়তনয়না দময়ন্তী আপন মুখখানি নলের বক্ষঃস্থলে ধরিয়া দুঃখে আকুল হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥৪৫

ততঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তং দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ভীমায়াকথয়ৎ প্রীত্যা বৈদর্ভ্যা জননী নৃপ ॥৪৭

ততোঽব্রবীন্মহারাজঃ কৃতশৌচমহং নলম্।
দময়ন্ত্যা সহোপেতং কল্যে দ্রষ্টা সুখোষিতম্ ॥৪৮

ততস্তৌ সহিতৌ রাত্রিং কথয়ন্তৌ পুরাতনম্।
বনে বিচরিতং সর্ব্বমূষতুর্মুদিতৌ নৃপ ॥৪৯

গৃহে ভীমস্য নৃপতেঃ পরস্পরসুখৈষিণৌ।
বসেতাং হৃষ্টসঙ্কল্পৌ বৈদর্ভী চ নলশ্চ হ ॥৫০

স চতুর্থে ততো বর্ষে সঙ্গম্য সহ ভার্য্যয়া।
সর্ব্বকামৈঃ সুসিদ্ধার্থো লব্ধবান্ পরমাং মুদম্ ॥৫১

পুরুষশ্রেষ্ঠ নলও সেই মললিপ্তাঙ্গী এবং শুভ্রহাসিনী দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করত শোকার্ত হইয়া দীর্ঘকাল সেইভাবে অবস্থান করিলেন ॥৪৬

রাজন্! তাহার পর দময়ন্তীর মাতা আনন্দসহকারে যাইয়া নল ও দময়ন্তীর যথাবৎ বৃত্তান্ত সমস্ত ভীমরাজাকে বলিলেন ॥৪৭

তৎপরে রাজা ভীম বলিলেন,—নল আগামী সকালে পবিত্র হইয়া দময়ন্তীর সহিত আসিয়া সুখে উপবেশন করিলে, আমি উহার সহিত সাক্ষাৎ করিব ॥৪৮

রাজন্! তাহার পর নল ও দময়ন্তী মিলিত হইয়া বনের সেই পুরাতন সমস্ত বৃত্তান্ত পরস্পর বলিতে বলিতে আনন্দিতচিত্তে রাত্রি বাস করিলেন ॥৪৯

এই ভাবে নল ও দময়ন্তী পরস্পর সুখাভিলাষী হইয়া আনন্দিতচিত্তে ভীমরাজার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন ॥৫০

তদনন্তর চতুর্থ বৎসরে নল ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া সকল অভীষ্টলাভে সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৫১

দময়ন্ত্যপি ভর্ত্তারমাসাদ্যাপ্যায়িতা ভৃশম্।
অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যেব তোয়ং প্রাপ্য বসুন্ধরা ॥৫২

সৈবং সমেত্য ব্যপনীয় তন্দ্রাং
শান্তজ্বরা হর্ষবিবৃদ্ধসত্ত্বা।

অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যা ভূমি যেমন বৃষ্টির জল পাইয়া অত্যন্ত উল্লসিত হয়, সেইরূপ দময়ন্তী ভর্ত্তাকে পাইয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন।৫২

এই ভাবে পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া

ররাজ ভৈমী সমবাপ্তকামা
শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন ॥৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি নলদময়ন্তীসমাগমে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৬

ভীমরাজসুতা দময়ন্তীর বিষাদ ও সন্তাপ তিরোহিত হইল, আনন্দে উৎসব বৃদ্ধি পাইল এবং সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাহাতে চন্দ্রোদয়ের রাত্রির ন্যায় তিনি শোভা পাইতে লাগিলেন।৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নল-দময়ন্তীমিলনে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৬

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নলস্যাত্মপ্রকাশানন্তরং বিদর্ভদেশে মহোৎসবপালনম্, ঋতুপর্ণেন সহ নলস্যালাপঃ, নলাদশ্ববিদ্যাং প্রশিক্ষ্য ঋতুপর্ণস্যাযোধ্যাগমনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
অথ তামুষিতো রাত্রিং নলো রাজা স্বলঙ্কৃতঃ।
বৈদর্ভ্যা সহিতঃ কল্যং দদর্শ বসুধাধিপম্ ॥১
ততোঽভিবাদয়ামাস প্রযতঃ শ্বশুরং নলঃ।
ততোঽনু দময়ন্তী চ ববন্দে পিতরং শুভা ॥২

তং ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ পুত্ত্রবৎ পরয়া মুদা।
যথার্হং পূজয়িত্বা চ সমাশ্বাসয়ত প্রভুঃ ॥৩

নলেন সহিতাং তত্র দময়ন্তীং পতিব্রতাম্।
অনুজগ্রাহ মহতা সৎকারেণ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[নলের আত্মপ্রকাশের পর বিদর্ভদেশে মহোৎসব-পালন, ঋতুপর্ণের সহিত নলের বার্ত্তালাপ এবং নলের নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়া ঋতুপর্ণের অযোধ্যায় গমন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—রাজা নল সেই রাত্রি যাপন করত প্রভাতকালে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হইয়া দময়ন্তীর সহিত গমনপূর্ব্বক ভীমরাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।১

তদনন্তর রাজা নল বিনীতভাবে শ্বশুর ভীমকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কল্যাণী দময়ন্তীও পিতাকে প্রণাম করিলেন।২

তখন নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভীম পরমানন্দসহকারে নলকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিলেন এবং যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া আশ্বস্ত করিলেন।৩

ক্ষিতিপতি ভীম সেখানে নলের সহিত পতিব্রতা দময়ন্তীকে রাজোচিত বিশেষ সৎকারের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিলেন।৪

তামর্হণাং নলো রাজা প্রতিগৃহ্য যথাবিধি।
পরিচর্য্যাং স্বকাং তস্মৈ যথাবৎ প্রত্যবেদয়ৎ ॥৫

ততো বভূব নগরে সুমহান্ হর্ষজঃ স্বনঃ।
জনস্য সম্প্রহৃষ্টস্য নলং দৃষ্ট্বা তথাগতম্ ॥৬

অশোভয়চ্চ নগরীং পতাকা-ধ্বজ-মালিনীম্।
সিক্তাঃ সুমৃষ্টপুষ্পাঢ্যা রাজমার্গাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৭

দ্বারি দ্বারি চ পৌরাণাং পুষ্পভঙ্গঃ প্রকল্পিতঃ।
অর্চ্চিতানি চ সর্ব্বাণি দেবতায়তনানি চ ॥৮

ঋতুপর্ণোঽপি শুশ্রাব বাহুকচ্ছদ্মিনং নলম্।
দময়ন্ত্যা সমাযুক্তং জহৃষে চ নরাধিপঃ ॥৯

তমানায্য নলং রাজা ক্ষময়ামাস পার্থিবম্।
স চ তং ক্ষময়ামাস হেতুভির্বুদ্ধিসম্মিতঃ ॥১০

তখন রাজা নল যথাবিধানে সেই সম্মান গ্রহণ করিয়া, আবার যথানিয়মে নিজের সেবাও তাঁহাকে জানাইলেন।৫

তাহার পর রাজধানী কুণ্ডিননগরে নল সেই ভাবে আসিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিতজনসমূহের অতিশয় আনন্দকোলাহলধ্বনি হইতে লাগিল।৬

রাজভৃত্যগণ রাজধানীকে পতাকা, ধ্বজ ও মাল্যদ্বারা শোভিত করিল এবং রাজপথগুলিকে সিক্ত, মার্জ্জিত এবং পুষ্পযুক্ত করিয়া ভূষিত করিল।৭

আর পুরবাসিগণের দ্বারে দ্বারে রাশি রাশি পুষ্প ছড়াইয়া দেওয়া হইল এবং দেবগণকে পূজা ও সমস্ত দেবালয়গুলিকে সুসজ্জিত করা হইল।৮

বাহুকবেশধারী রাজা নল দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়াছেন এই সংবাদ ঋতুপর্ণ রাজাও শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতে তিনি আনন্দিত হইলেন।৯

তখন রাজা ঋতুপর্ণ নলরাজাকে আনাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা জানাইলেন; বুদ্ধিমান্ নল রাজাও নানাবিধ যুক্তিদ্বারা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।১০

স সংকৃতো মহীপালো নৈষধং বিস্মিতাননঃ।
দিষ্ট্যা সমেতো দারৈঃ স্বৈর্ভবানিত্যভ্যনন্দত ॥১১

কচ্চিত্তু নাপরাধং তে কৃতবানস্মি নৈষধ।
অজ্ঞাতবাসং বসতো মদ্‌গৃহে বসুধাধিপ ॥১২

যদি বা বুদ্ধিপূর্ব্বাণি যদ্যবুদ্ধ্যাপি কানিচিৎ।
ময়া কৃতান্যকার্য্যাণি তানি ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥১৩

নল উবাচ।

ন মেঽপরাধং কৃতবাংস্ত্বং স্বল্পমপি কানিচিৎ।
কৃতোঽপি চ ন মে কোপঃ ক্ষন্তব্যং হি ময়া তব ॥১৪

পূর্ব্বং হ্যপি সখা মেঽসি সম্বন্ধী চ জনাধিপ।
অত ঊর্দ্ধন্তু ভূয়স্ত্বং প্রীতিমাহর্ত্তুমর্হসি ॥১৫

সর্ব্বকামৈঃ সুবিহিতৈঃ সুখমস্ম্যুষিতস্ত্বয়ি।
ন তথা স্বগৃহে রাজন্ যথা তব গৃহে সদা ॥১৬

আদৃত ও বিস্ময়ে প্রফুল্লবদন ঋতুপর্ণরাজ এই বলিয়া নলকে অভিনন্দিত করিলেন যে, আপনি ভাগ্যবশতঃ আপন ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়াছেন।১১

নিষধরাজ! ভূপতে! আপনি যখন আমার গৃহে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, তখন আমি আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই ত?১২

বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক আমি যদি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি, তবে তাহা আপনি ক্ষমা করুন।১৩

নল বলিলেন,—রাজন্! আপনি আমার নিকট অল্পও অপরাধ করেন নাই; যদিও করিতেন, তথাপি আমার ক্রোধ হইত না; কারণ, আপনার সম্বন্ধে আমার ক্ষমা করাই উচিত।১৪

যেহেতু, আপনি পূর্ব্বেও আমার সখা এবং আত্মীয় ছিলেন; ইহার পরে ত আরও প্রীতি আদায় করিবার যোগ্য হইলেন।১৫

ইদঞ্চৈব হয়জ্ঞানং ত্বদীয়ং ময়ি তিষ্ঠতি।
তদুপাকর্ত্তুমিচ্ছামি মন্যসে যদি পার্থিব ॥১৭
এবমুক্ত্বা দদৌ বিদ্যামৃতুপর্ণায় নৈষধঃ।
স চ তাং প্রতিজগ্রাহ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৮
গৃহীত্বা চাশ্বহৃদয়ং রাজন্ ভাগস্বরির্নৃপঃ।
নিষধাধিপতেশ্চাপি দত্ত্বাক্ষহৃদয়ং নৃপ।
সূতমন্যমুপাদায় যযৌ স্বপুরমেব তৎ ॥১৯

ঋতুপর্ণে গতে রাজন্ নলো রাজা বিশাম্পতে।
নগরে কুণ্ডিনে কালং নাতিদীর্ঘমিবাবসৎ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি ঋতুপর্ণস্বদেশগমনে সপ্তসপ্ততিমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭

রাজন্! আপনি আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনার নিকটে সুখেই বাস করিয়াছি; আপনার ভবনে যেমন সর্ব্বদা সুখে বাস করিয়াছি, তেমনি নিজের ভবনেও বাস করা যায় না।১৬

আপনার এই অশ্ববিদ্যা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে। অতএব রাজন্! আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে তাহা আপনাকে দান করিতে ইচ্ছা করি।১৭

এইরূপ বলিয়া নল ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা দান করিলেন; ঋতুপর্ণও যথাবিধানে তাহা গ্রহণ করিলেন।১৮

রাজন্! রাজা ঋতুপর্ণ অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া নলকেও অক্ষবিদ্যা দান করিলেন এবং অন্য সারথির সাহায্যে আপন রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।১৯

নরনাথ যুধিষ্ঠির! অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ চলিয়া গেলে, রাজা নল কিছু কাল কুণ্ডিনগরে বাস করিলেন। সেই কাল তাঁহার নিকট ক্ষণকালের ন্যায় প্রতীত হইল।২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে ঋতুপর্ণের স্বদেশগমন নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৭

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অক্ষক্রীড়ায়াং নলেন পুষ্করস্য পরাজয়ঃ, নলস্য স্বনগরে প্রবেশশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
স মাসমুষ্য কৌন্তেয় ভীমমামন্ত্র্য নৈষধঃ।
পুরাদল্পপরীবারো জগাম নিষধান্ প্রতি ॥১
রথেনৈকেন শুভ্রেণ দন্তিভিঃ পরিষোড়শৈঃ।
পঞ্চাশদ্ভির্হয়ৈশ্চৈব ষট্‌শতৈশ্চ পদাতিভিঃ ॥২

স কম্পয়ন্নিব মহীং ত্বরমাণো মহীপতিঃ
প্রবিবেশ সুসংরব্ধস্তরসৈব মহামনাঃ ॥৩

ততঃ পুষ্করমাসাদ্য বীরসেনসুতো বলী।
উবাচ দীব্যাব পুনর্বহু বিত্তং ময়ার্জিতম্ ॥৪

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[পাশাখেলায় নল কর্ত্তৃক পুষ্করের পরাজয় এবং নলের স্বনগরে প্রবেশ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! নিষধরাজ নল কুণ্ডিননগর একমাস বাস করিয়া সেখান হইতে নিষধদেশে গমন করিলেন।১

মহামনা রাজা নল শুভ্রবর্ণ একখানি রথ, ষোলটী হস্তী, পঞ্চাশটী অশ্ব এবং ছয়শত পদাতিদ্বারা পৃথিবী

দময়ন্তী চ যচ্চান্যন্মম কিঞ্চন বিদ্যতে।
এষ বৈ মম সন্ন্যাসস্তব রাজ্যন্তু পুষ্কর ॥৫
পুনঃ প্রবর্ত্ততাং দ্যূতমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
একপাণেন ভদ্রং তে প্রাণয়োশ্চ পণাবহে ॥৬
জিত্বা পরস্বমাহৃত্য রাজ্যং বা যদি বা বসু।
প্রতিপাণঃ প্রদাতব্যঃ পরমো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥৭
ন চেদ্ বাঞ্ছসি দ্যূতং ত্বং যুদ্ধদ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্।
দ্বৈরথেনাস্তু বৈ শান্তিস্তব বা মম বা নৃপ ॥৮
বংশভোগ্যমিদং রাজ্যং মার্গিতব্যং যথা তথা।
যেন কেনাপ্যুপায়েন বৃদ্ধানামিতি শাসনম্ ॥৯
দ্বয়োরেকতরে বুদ্ধিঃ ক্রিয়তামদ্য পুষ্কর।
কৈতবেনাক্ষবত্যাং বা যুদ্ধে বা নাম্যতাং ধনুঃ ॥১০

নৈষধেনৈবমুক্তস্তু পুষ্করঃ প্রহসন্নিব।
ধ্রুবমাত্মজয়ং মত্বা প্রত্যাহ পৃথিবীপতিম্ ॥১১
দিষ্ট্যা ত্বয়ার্জ্জিতং বিত্তং প্রতিপাণায় নৈষধ।
দিষ্ট্যা চ দুষ্কৃতং কর্ম্ম দময়ন্ত্যাঃ ক্ষয়ং গতম্ ॥১২
দিষ্ট্যা চ ধ্রিয়সে রাজন্ সদারোঽদ্য মহাভুজ।
ধনেনানেন বৈদর্ভী জিতেন সমলঙ্কৃতা ॥১৩
মামুপস্থাস্যতি ব্যক্তং দিবি শক্রমিবাপ্সরাঃ।
নিত্যশো হি স্মরামি ত্বাং প্রতীক্ষেঽপি চ নৈষধ।
দেবনে চ মম প্রীতির্ভবত্যাসুহৃদ্‌গণৈঃ ॥১৪
জিত্বা ত্বদ্য বরারোহাং দময়ন্তীমনিন্দিতাম্।
কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি সা হি মে নিত্যশো হৃদি ॥১৫

কম্পিত করিয়া সত্বর গমন করত মহাদর্পে বলপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।২-৩

তাহার পর বলবান্ রাজা নল পুষ্করের নিকট যাইয়া বলিলেন,—আবার আমরা দ্যূতক্রীড়া করিব, আমি বহুতর ধন উপার্জ্জন করিয়াছি।৪

দময়ন্তী এবং আমার অন্য যে কিছু ধন আছে, এই সমস্তই আমার পণ; কিন্তু পুষ্কর! তোমার পণ—রাজ্য।৫

এই একমাত্র পণ রাখিয়াই আবার দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হউক, তোমার মঙ্গল হইবে। আর ইহা না হইলে, আমরা প্রাণদ্বয়ের পণও করিব। এইরূপ বুদ্ধিই আমি স্থির করিয়াছি।৬

পণে পরের রাজ্য ও ধন জয় করিয়া লইয়া প্রতি-পণও দিতে হয়; ইহাকেই মনস্বিগণ পরম ধর্ম্ম বলেন।৭

রাজন্! তুমি যদি দ্যূতক্রীড়া করিতে ইচ্ছা না কর, তবে যুদ্ধক্রীড়া হউক। দ্বৈরথযুদ্ধ দ্বারা তোমার বা আমার রাজ্যলিপ্সার নিবৃত্তি হউক।৮

কারণ বৃদ্ধবর্গের এইরূপ উপদেশ আছে যে, যে কোন উপায় অবলম্বন করত এই বংশপরম্পরা প্রাপ্য রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।৯

অতএব পুষ্কর! ছলপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া কিংবা যুদ্ধ এই দুইটীর একটীতে তুমি আজ বুদ্ধি স্থির কর। যদি তুমি যুদ্ধ স্থির কর, তবে ধনু ধারণ কর।১০

নল এইরূপ বলিলে, 'নিশ্চয়ই নিজের জয় হইবে' ইহা ভাবিয়া পুষ্কর হাসিতে হাসিতেই যেন নলকে বলিলেন।১১

নিষধরাজ! আপনি আমার ভাগ্যবশতঃ পুনরায় খেলা করিবার জন্য ধন উপার্জন করিয়াছেন এবং আমার ভাগ্যবশতই দময়ন্তীর পাপক্ষয় হইয়াছে।১১

মহাবাহু রাজন্! আপনি আমার ভাগ্যবশতই আজ ভার্য্যার সহিত জীবিত রহিয়াছেন। কারণ, অপ্সরা যেমন স্বর্গে ইন্দ্রের সেবা করে, সেইরূপ আমি আপনার ধন জয় করিলে, তাহার দ্বারাই সুসজ্জিত হইয়া দময়ন্তী আমার সেবা করিবে। নিষধরাজ! এই জন্য সর্ব্বদাই আমি আপনাকে স্মরণ করিতেছি এবং প্রতীক্ষা করিতেছি। বিশেষতঃ শত্রুদিগের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় আমার বড়ই আনন্দ হয়।১৩-১৪

শ্রুত্বা তস্য তু তা বাচো বহ্ববদ্ধপ্রলাপিনঃ।
ইয়েষ স শিরশ্ছেত্তুং খড়্গেন কুপিতো নলঃ ॥১৬
স্ময়ংস্তু রোষতাম্রাক্ষস্তমুবাচ নলো নৃপঃ।
পণাবঃ কিং ব্যাহরসে জিত্বা বৈ ব্যাহরিষ্যসি ॥১৭
ততঃ প্রাবর্ত্তত দ্যূতং পুষ্করস্য নলস্য চ।
একপাণেন বীরেণ নলেন স পরাজিতঃ ॥১৮
স রত্নকোষনিচয়ৈঃ প্রাণেন পণিতোঽপি চ।
জিত্বা চ পুষ্করং রাজা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥১৯
মম সর্ব্বমিদং রাজ্যমব্যগ্রং হতকণ্টকম্।
তস্মাত্ত্বং সপত্নীবারো মূঢ় দাসত্বমাগতঃ ॥২০
বৈদর্ভী ন ত্বয়া শক্যা রাজাপসদ বাক্ষিতুম্।
ন ত্বয়া তৎ কৃতং কর্ম্ম যেনাহং বিজিতঃ পুরা।
কলিনা তৎ কৃতং কর্ম্ম মূঢ় ত্বঞ্চ ন বুধ্যসে ॥২১
নাহং পরকৃতং দোষং ত্বষ্যাধাস্যে কথঞ্চন।
যথাসুখং বৈ জীব ত্বং প্রাণানবসৃজামি তে ॥২২
তথৈব সর্ব্বসম্ভারং স্বমংশং বিতরামি তে।
তথৈব চ মম প্রীতিস্ত্বয়ি বীর ন সংশয়ঃ ॥২৩
সৌহার্দ্দঞ্চাপি মে ত্বত্তো ন কদাচিৎ প্রহাস্যতি।
পুষ্কর ত্বং হি মে ভ্রাতা সঞ্জীব শরদঃ শতম্ ॥২৪
এবং নলঃ সান্ত্বয়িত্বা ভ্রাতরং সত্যবিক্রমঃ।
বচনৈস্তোষয়ামাস পরিষ্বজ্য পুনঃ পুনঃ ॥২৫
সান্ত্বিতো নৈষধেনৈবং পুষ্করঃ প্রত্যুবাচ তম্।
পুণ্যশ্লোকং তদা রাজন্নভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥২৬
কীর্ত্তিরস্তু তবাক্ষয্যা জীব বর্ষাযুতং সুখী।
যো মে বিতরসি প্রাণানধিষ্ঠানঞ্চ পার্থিব ॥২৭

আজ অনিন্দ্যসুন্দরী সুনিতম্বা দময়ন্তীকে জয় করিয়া কৃতকার্য্য হইব। কারণ, তিনি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই বাস করিতেছেন।১৫

বহুতর অসম্বদ্ধপ্রলাপী পুষ্করের সেই কথাগুলি শুনিয়া নল ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারিদ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিবার ইচ্ছা করিলেন।১৬

পরে রাজা নল ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ঈষৎ হাস্য করত পুষ্করকে বলিলেন,—আমরা পণ রাখিয়া খেলা করিব, ইহার মধ্যে কথা বলিতেছ কেন, জয় করিয়া কথা বলিবে।১৭

তাহার পর নল ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল এবং এক পণেই বীর রাজা নল পুষ্করকে জয় করিলেন। পুষ্কর—রত্ন, কোষসমূহ ও প্রাণও পণ ধরিয়াছিলেন; এই অবস্থাতেই তাঁহাকে জয় করিয়া রাজা নল হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন।১৮-১৯

এই সমস্তই রাজ্যই এখন শান্ত ও নিষ্কণ্টক হইল। মূর্খ! রাজাধম! তুমি দময়ন্তীকে দেখিতেও পারিলে না, বরং পরিবারবর্গের সহিত তুই তাঁহার দাস হইলে।২০

তুমি সেরূপ কোন কার্য্য কর নাই, যাহাতে আমাকে জয় করিতে পারিতে। মূর্খ! সেকার্য্য কলিই করিয়াছিল, তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই।২১

আমি পরকৃত দোষ তোমার উপরে কোন প্রকারেই আরোপ করিব না; তুমি যথাসুখে বাঁচিয়া থাক, তোমার প্রাণ দান করিলাম।২২

এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভারের সহিত তোমার নিজ প্রাপ্য অংশ তোমাকে দিলাম; আর বীর! তোমার উপরে আমার প্রীতি সেইরূপই থাকিবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২৩

আমার সৌহার্দ্দ তোমা হইতে কখনও স্খলিত হইবে না। পুষ্কর! তুমি আমার ভ্রাতা; সুতরাং একশত বৎসর জীবিত থাক।২৪

যথার্থবিক্রমশালী নল এই ভাবে ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করিয়া এবং বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আরও নানাবিধ বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন।২৫

রাজন্! নল এই ভাবে আশ্বস্ত করিলে, তখন পুষ্কর অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া পুণ্যশ্লোক নলকে বলিলেন।২৬

স তথা সৎকৃতো রাজ্ঞা মাসমুষ্য ততো নৃপ।
প্রযযৌ স্বপুরং হৃষ্টঃ পুষ্করঃ স্বজনাবৃতঃ ॥২৮

মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং বিনীতৈঃ পরিচারকৈঃ।
ভ্রাজমান ইবাদিত্যো বপুষা ভরতর্ষভ ॥২৯

প্রস্থাপ্য পুষ্করং রাজা বিত্তবন্তমনাময়ম্।
প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমানত্যর্থমুপশোভিতাম্ ॥৩০

প্রবিশ্য সান্ত্বয়ামাস পৌরাংশ্চ নিষধাধিপঃ।
হিতেষু চৈষাং সততং পিতেবাবহিতোঽভবৎ ॥৩১

পৌরজানপদাশ্চাপি সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে সামাত্যপ্রমুখা জনাঃ ॥৩২

অদ্য স্ম নির্বৃতা রাজন্ পুরে জনপদেঽপি চ।
উপাসিতুং পুনঃ প্রাপ্তা দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি পুষ্কর-পরাভবপূর্ব্বকং রাজ্যপ্রত্যানয়নে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮

'রাজন্! আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি হউক এবং আপনি দশ হাজার বৎসর সুখে জীবনধারণ করুন; যেহেতু আপনি আমার প্রাণ ও রাজ্য উভয়ই দান করিলেন।২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! রাজা নল সেইরূপ সদ্‌ব্যবহার করিলে, পুষ্কর সেখানে একমাস বাস করত স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং বিশাল সৈন্য ও বিনীত অনুচর-বর্গের সহিত শরীরতেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিয়া, হৃষ্টচিত্তে আপন রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।২৮-২৯

শ্রীমান্ রাজা নল প্রচুর ধন দিয়া নিরাময়-দেহে পুষ্করকে প্রেরণ করত, অত্যন্ত সুসজ্জিত রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন।৩০

রাজা নল বাসভবনে প্রবেশ করিয়া পুরবাসি-গণকে আশ্বস্ত করিলেন এবং পিতার ন্যায় সদা তাহাদের হিতকার্য্যে মনোযোগী হইলেন।৩১

তখন অমাত্যপ্রভৃতি পুরবাসী ও দেশবাসী সমস্ত লোক আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন।৩২

রাজন্! আজ আমরা পুরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা শান্তি লাভ করিলাম। কারণ, দেবতাগণ যেমন সেবার জন্য দেবরাজকে পাইয়া থাকেন, আমরাও তেমনি সেবার জন্য পুনরায় আপনাকে পাইয়াছি।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে পুষ্করের পরাভবপূর্ব্বক রাজ্যপ্রত্যানয়নবিষয়ে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৮

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো নলস্যাখ্যানকীর্ত্তনস্য মহত্ত্বকথনম্, বৃহদশ্বমুনিনা যুধিষ্ঠিরায়াশ্বাসস্য প্রদানম্, দ্যূতবিদ্যায়া অশ্ববিদ্যায়াশ্চ রহস্যমুক্ত্বা বৃহদশ্বস্য গমনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

প্রশান্তে তু পুরে হৃষ্টে সম্প্রবৃত্তে মহোৎসবে।
মহত্যা সেনয়া রাজা দময়ন্তীমুপানয়ৎ ॥১

দময়ন্তীমপি পিতা সৎকৃত্য পরবীরহা।
প্রাস্থাপয়দমেয়াত্মা ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥২

আগতায়াস্তু বৈদর্ভ্যাং সপুত্রায়াং নলো নৃপঃ।
বর্ত্তয়ামাস মুদিতো দেবরাড়িব নন্দনে ॥৩

ততঃ প্রকাশতাং যাতো জম্বূদ্বীপে স রাজসু।
পুনঃ শশাস তদ্রাজ্যং প্রত্যাহৃত্য মহাযশাঃ ॥৪

ঈজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বিধিবচ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র সসুহৃদ্ যক্ষ্যসেঽচিরাৎ ॥৫

দুঃখমেতাদৃশং প্রাপ্তো নলঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
দেবনেন নরশ্রেষ্ঠ সভার্য্যো ভরতর্ষভ ॥৬

একাকিনৈব সুমহন্নলেন পৃথিবীপতে।
দুঃখমাসাদিতং ঘোরং প্রাপ্তশ্চাভ্যুদয়ঃ পুনঃ ॥৭

ত্বং পুনর্ভ্রাতৃসহিতঃ কৃষ্ণয়া চৈব পার্থিব।
রমসেঽস্মিন্ মহারণ্যে ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়ন্ ॥৮

ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
নিত্যমন্বাস্যসে রাজন্ তত্র কা পরিদেবনা ॥৯

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্ ॥১০

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[রাজা নলের আখ্যান কীর্ত্তনে মহত্ত্বকথন, বৃহদশ্ব-মুনিকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদান এবং দ্যূতবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যার রহস্য বলিয়া বৃহদশ্বের গমন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—পুরবাসিগণের উদ্বেগ নিবৃত্তি হইলে, সকলের আনন্দ জন্মিলে এবং মহোৎসব চলিতে থাকিলে, রাজা নল বিশাল সৈন্য প্রেরণ করিয়া দময়ন্তীকে আনয়ন করিলেন।১

শত্রুবীরহন্তা, উদারচেতা এবং ভয়ঙ্করপরাক্রম-শালী পিতা ভীমও দময়ন্তীকে সম্মানিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।২

পুত্র ও কন্যার সহিত দময়ন্তী আসিলে, নন্দনবনে দেবরাজের ন্যায় রাজা নল আনন্দিত হইয়া স্বীয় নগরে শোভা পাইতে লাগিলেন।৩

তদনন্তর মহাযশস্বী রাজা নল জম্বূদ্বীপের রাজাদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া সেই নিজ রাজ্য পুনরায় অধীনস্থ করত শাসন করিতে লাগিলেন।৪

তখন তিনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ যজ্ঞদ্বারা যথাবিধানে দেবগণের পূজা করিতে লাগিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আপনি সেইরূপ বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া অচিরকালমধ্যে যজ্ঞ করিবেন।৫

হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতপ্রধান যুধিষ্ঠির! শত্রুনগর-বিজয়ী রাজা নল দ্যূতক্রীড়া করিয়া ভার্য্যার সহিত এইরূপ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন।৬

রাজা নল একাকীই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর দুঃখ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুনরায় তিনি উন্নতি-লাভও করিয়াছিলেন।৭

আর আপনি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া এই মহাবনমধ্যে ধর্ম্মের আলোচনা করিতে থাকিয়াই আমোদ অনুভব করিতেছেন।৮

বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই আপনার সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। অতএব হে রাজন্! আপনার এই বনবাসে বিলাপের কারণ কি আছে?৯

ইতিহাসমিমঞ্চাপি কলিনাশনমচ্যুত।
শক্যমাশ্বসিতুং শ্রুত্বা ত্বদ্বিধেন বিশাংপতে ॥১১

অস্থিরত্বঞ্চ সঞ্চিন্ত্য পুরুষার্থস্য নিত্যদা।
তস্যোদয়ে ব্যয়ে চাপি ন চিন্তয়িতুমর্হসি ॥১২

শ্রুত্বেতিহাসং নৃপতে সমাশ্বসিহি মা শুচঃ।
ব্যসনে ত্বং মহারাজ ন বিষীদিতুমর্হসি ॥১৩

বিষমাবস্থিতে দৈবে পৌরুষেঽফলতাং গতে।
বিষাদয়ন্তি নাত্মানং সত্ত্বোপাশ্রয়িণো নরাঃ ॥১৪

যে চেদং কথয়িষ্যন্তি নলস্য চরিতং মহৎ।
শ্রোষ্যন্তি চাপ্যভীক্ষ্ণং বৈ নালক্ষ্মীস্তান্ ভজিষ্যতি ॥১৫

অর্থাস্তস্যোপপৎস্যন্তে ধন্যতাঞ্চ গমিষ্যতি।
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা পুরাণং শশ্বদুত্তমম্ ॥১৬

পুত্রান্ পৌত্রান্ পশূংশ্চাপি লভতে নৃষু চাগ্র্যতাম্।
নীরোগঃ প্রীতিমাংশ্চৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৭

ভয়াত্ত্রস্যসি যচ্চ ত্বমাহ্বয়িষ্যতি মাং পুনঃ।
অক্ষজ্ঞ ইতি তত্তেঽহং নাশয়িষ্যামি পার্থিব ॥১৮

বেদাক্ষহৃদয়ং কৃৎস্নমহং সত্যপরাক্রম।
উপপদ্যস্ব কৌন্তেয় প্রসন্নোঽহং ব্রবীমি তে ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো হৃষ্টমনা রাজা বৃহদশ্বমুবাচ হ।
ভগবন্নক্ষহৃদয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥২০

ততোঽক্ষহৃদয়ং প্রাদাৎ পাণ্ডবায় মহাত্মনে।
দত্ত্বা চাশ্বশিরোঽগচ্ছদুপস্প্রষ্টুং মহাতপাঃ ॥২১

বৃহদশ্বে গতে পার্থমশ্রৌষীৎ সব্যসাচিনম্।
বর্ত্তমানং তপস্যুগ্রে বায়ুভক্ষং মনীষিণম্ ॥২২

কর্কোটকনাগ, দময়ন্তী, নল এবং রাজর্ষি ঋতুপর্ণের নাম কীর্ত্তন করিলে কলি অপসৃত হন।১০

নিজ ধর্ম হইতে অবিচ্যুত নরনাথ! এই কলিনাশন ইতিহাস শুনিয়াও আপনার মত লোক আশ্বস্ত হইতে পারেন।১১

আর, সকল পুরুষার্থই চিরকাল অস্থির অর্থাৎ বিনাশশীল, ইহা ভাবিয়াও তাহার প্রাপ্তিতে এবং বিনাশে চিন্তা করিতে পারেন না।১২

রাজন্! আপনি এই ইতিহাস শুনিয়া আশ্বস্ত হউন, শোক করিবেন না। মহারাজ! আপনি বিপদে বিষণ্ণ হইবার যোগ্য নহেন।১৩

দৈব অনিষ্ট করিতে থাকিলেও এবং পুরুষকার বিফল হইলেও, সত্ত্বগুণের আশ্রয়কারী অধ্যবসায়ী মনুষ্যগণ মনকে কখনও বিষাদগ্রস্ত করেন না।১৪

যাঁহারা বার বার এই প্রশস্ত নলচরিত্র বলিবেন বা শুনিবেন, তাঁহাদিগকে অলক্ষ্মী স্পর্শ করিবে না।১৫

তাঁহাদের ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্পন্ন হইবে এবং তাঁহারা ধন্য হইয়া যাইবে। এই প্রাচীন ইতিহাস সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া মানুষ পুত্র, পৌত্র, পশু ও প্রাধান্য লাভ করিবে এবং নীরোগ ও আনন্দিত হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।১৬-১৭

রাজন্! 'কোন দ্যূতজ্ঞ লোক আবার আমাকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিবে' এই ভয়ে আপনি যে অস্থির হইতেছেন, তাহা আমি দূর করিব।১৮

হে সত্যপরাক্রম! আমি সমস্ত অক্ষবিদ্যাই জানি; কুন্তীনন্দন! আপনি তাহা গ্রহণ করুন, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহা আপনাকে বলিতেছি।১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর যুধিষ্ঠির হৃষ্টচিত্ত হইয়া মহর্ষি বৃহদশ্বকে বলিলেন,—ভগবন্! আমি যথার্থরূপে অক্ষক্রীড়ার রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি।২০

তদনন্তর মহাতপস্বী বৃহদশ্ব মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে অক্ষবিদ্যার রহস্য দান করিলেন এবং উহা দান করিয়া স্নান করিবার জন্য তিনি হয়শীর্ষতীর্থে

ব্রাহ্মণেভ্যস্তপস্বিভ্যঃ সম্পতদ্ভ্যস্ততস্ততঃ।
তীর্থ-শৈল-বনেভ্যশ্চ সমেতেভ্যো দৃঢ়ব্রতঃ ॥২৩
ইতি পার্থো মহাবাহুর্দুরাপং তপ আস্থিতঃ।
ন তথা দৃষ্টপূর্ব্বোঽন্যঃ কশ্চিদুগ্রতপা ইতি ॥২৪
যথা ধনঞ্জয়ঃ পার্থস্তপস্বী নিয়তব্রতঃ।
মুনিরেকচরঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মো বিগ্রহবানিব ॥২৫
তং শ্রুত্বা পাণ্ডবো রাজন্ তপ্যমানং মহাবনে।
অন্বশোচত কৌন্তেয়ঃ প্রিয়ং বৈ ভ্রাতরং জয়ম্ ॥২৬
দহ্যমানেন তু হৃদা শরণার্থী মহাবনে।
ব্রাহ্মণান্ বিবিধজ্ঞানান্ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি নলোপাখ্যান সমাপ্তং নাম একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৯

গমন করিলেন।২১

বৃহদশ্বমুনি চলিয়া গেলে, কঠোর বনবাসরূপ-ব্রতচারী যুধিষ্ঠির সেই সেই স্থান হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ এবং তীর্থ, পর্ব্বত ও বন হইতে আগত তপস্বিগণের নিকট শুনিলেন যে, জ্ঞানী অর্জ্জুন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।২২-২৩

ইহাও শুনিলেন যে, মহাবাহু অর্জ্জুন দুষ্কর তপস্যা অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় ভয়ঙ্কর-তপস্যাকারী অন্য কোন লোককেই পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, পৃথানন্দন শ্রীমান্ অর্জ্জুন মুনি ও একাকী হইয়া মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থান করত নির্দিষ্ট নিয়মে সেরূপ তপস্যা করিতেছেন ২৪-২৫

রাজন্! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে মহাবনে তপস্যা করিতে শুনিয়া সেই প্রিয় ভ্রাতা অর্জ্জুনের জন্য শোক করিতে লাগিলেন।২৬

যুধিষ্ঠির বিরহসন্তপ্তহৃদয়ে শরণার্থী হইয়া মহাবনমধ্যে নানাবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকট অর্জ্জুনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলোপাখ্যান সমাপ্ত নামক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৯

(তীর্থযাত্রাপর্ব্ব।)

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনায় দ্রৌপদ্যা সহ পাণ্ডবানাং চিন্তা

জনমেজয় উবাচ।
ভগবন্ কাম্যকাৎ পার্থে গতে মে প্রপিতামহে
পাণ্ডবাঃ কিমকুর্ব্বন্ত তমৃতে সব্যসাচিনম্ ॥১
স হি তেষাং মহেষ্বাসো গতিরাসীদনীকজিৎ।
আদিত্যানাং যথা বিষ্ণুস্তথৈব প্রতিভাতি মে ॥২

(তীর্থযাত্রা পর্ব্ব।)

অশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের জন্য দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের চিন্তা।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! আমার প্রপিতামহ অর্জ্জুন কাম্যকবন হইতে চলিয়া গেলে, সেই সব্যসাচী অর্জ্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণ কি করিলেন?।১

বিষ্ণু যেমন দেবগণের গতি, সেইরূপই মহাধনুর্দ্ধর

তেনেন্দ্রসমবীর্য্যেণ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনা।
বিনাভূতা বনে বীরাঃ কথমাসন্ পিতামহাঃ ॥৩
বৈশম্পায়ন উবাচ।
গতে তু পাণ্ডবে তাত কামকাৎ সত্যবিক্রমে।
বভূবুঃ পাণ্ডবেয়াস্তে দুঃখ-শোকপরায়ণাঃ ॥৪
আক্ষিপ্তসূত্রা মণয়শ্ছিন্নপক্ষা ইব দ্বিজাঃ।
অপ্রীতমনসঃ সর্ব্বে বভূবুরথ পাণ্ডবাঃ ॥৫
বনঞ্চ তদভূত্তেন হীনমক্লিষ্টকর্ম্মণা।
কুবেরেণ যথা হীনং বনং চৈত্ররথং তথা ॥৬
তমৃতে পুরুষব্যাঘ্রং পাণ্ডবা জনমেজয়।
মুদমপ্রাপ্নুবন্তো বৈ কাম্যকে ন্যবসংস্তদা ॥৭
ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তাঃ শুদ্ধৈর্বাণৈর্মহারথাঃ।
নিঘ্নন্তো ভরতশ্রেষ্ঠা মেধ্যান্ বহুবিধান্ মৃগান্ ॥৮
নিত্যং হি পুরুষব্যাঘ্রা বন্যাহারমরিন্দমাঃ।
উপাকৃত্য সমাহৃত্য ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যবেদয়ন্ ॥৯
এবং তে ন্যবসংস্তত্র শোকার্ত্তাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে গতে রাজন্ ধনঞ্জয়ে ॥১০
বিশেষতস্তু পাঞ্চালী স্মরন্তী মধ্যমং পতিম্।
উদ্বিগ্নং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১১
যোঽর্জ্জুনেনার্জ্জুনস্তুল্যো দ্বিবাহুর্বহুবাহুনা।
তমৃতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং বনং ন প্রতিভাতি মে ॥১২
শূন্যামিব চ পশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্।
বহ্বাশ্চর্য্যমিদঞ্চাপি বনং কুসুমিতদ্রুমম্।
ন তথা রমণীয়ং বৈ তমৃতে সব্যসাচিনম্ ॥১৩
নীলাম্বুদচয়প্রখ্যং মত্তমাতঙ্গবিক্রমম্।
তমৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কাম্যকং নাতিভাতি মে ॥১৪

ও শত্রুসৈন্যবিজয়ী অর্জ্জুনই তাঁহাদের গতি ছিলেন—ইহই আমার ধারণা।২

ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অর্জ্জুন ব্যতীত আমার প্রপিতামহ বীর যুধিষ্ঠির অপর প্রভৃতি কি করিয়া বনে ছিলেন ?৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বৎস জনমেজয়! যথার্থ-বিক্রমশালী অর্জ্জুন কাম্যকবন হইতে চলিয়া গেলে, পাণ্ডবগণ অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইলেন।৪

সূত্র আকর্ষণ করিয়া নিলে মণিগণের ন্যায় শ্রীহীন এবং পক্ষচ্ছেদন করিলে পক্ষিগণের ন্যায় ও গতিহীন পাণ্ডবগণ সকলেই বিষণ্ণ হইলেন।৫

কুবের ব্যতীত চৈত্ররথবন যেরূপ শোভাহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুন ব্যতীত সেই কাম্যকবনও শোভাহীন হইয়া পড়িল।৬

জনমেজয়! তখন পাণ্ডবগণ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইয়া কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন।৭

পরাক্রমশালী, মহারথ ভরতবংশপ্রধান, পুরুষশ্রেষ্ঠ ও শত্রুদমনকারী পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রত্যহই নির্দ্দোষ বাণদ্বারা নানাবিধ পবিত্র মৃগ বধ করিয়া, তাহা ছেদনপূর্ব্বক আশ্রমে আনয়ন করত ব্রাহ্মণদিগকে বন্য আহাররূপে সমর্পণ করিতেন।৮-৯

রাজন্! অর্জ্জুন চলিয়া গেলে, সেই শোকার্ত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে কাম্যকবনে এই ভাবে বাস করিতে লাগিলেন।১০

একদা দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে স্মরণ করিতে করিতে বিশেষবিষণ্ণচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণশ্রেষ্ঠ উদ্বিগ্নমনা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন।১১

যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য মহাপরাক্রমশালী, সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত এই বনভূমি আমার নিকট ভাল লাগিতেছে না।১২

অর্জ্জুন ব্যতীত সেই সেই স্থানে এই পৃথিবীকেই যেন শূন্য দেখিতেছি এবং বহুতরাশ্চর্য্যময় ও পুষ্পিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ এই বনভূমিকেও সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে না।১৩

যস্য স্ম ধনুষো ঘোষঃ শ্রূয়তেঽশনিনিস্বনঃ।
ন লভে শর্ম্ম বৈ রাজন্ তং স্মরন্তী কিরীটিনম্ ॥১৫

তথা লালপ্যমানাং তাং নিশাম্য পরবীরহা।
ভীমসেনো মহারাজ দ্রৌপদীমিদমব্রবীৎ ॥১৬

মনঃপ্রীতিকরং ভদ্রে যদ্ ব্রবীষি সুমধ্যমে।
তন্মে প্রীণাতি হৃদয়মমৃতপ্রাশনোপমম্ ॥১৭

যস্য দীর্ঘৌ সমৌ পীনৌ ভুজৌ পরিঘসন্নিভৌ।
মৌর্বীকৃতকিণৌ বৃত্তৌ খড়্গায়ুধধনুর্দ্ধরৌ ॥১৮

নিষ্কাঙ্গদকৃতাপীড়ৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।
তমৃতে পুরুষব্যাঘ্রং নষ্টসূর্য্যমিবাম্বরম্ ॥১৯

যমাশ্রিত্য মহাবাহুং পাঞ্চালাঃ কুরবস্তথা।
সুরাণামপি যত্তানাং পৃতনাসু ন বিভ্যতি ॥২০

যস্য বাহূ সমাশ্রিত্য বয়ং সর্ব্বে মহাত্মনঃ।
মন্যামহে জিতানাজৌ পরান্ প্রাপ্তাঞ্চ মেদিনীম্ ॥২১

তমৃতে ফাল্গুনং বীরং ন লভে কাম্যকে ধৃতিম্।
শূন্যামিব চ পশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্ ॥২২

পশ্যামি চ দিশঃ সর্ব্বাস্তিমিরেণাবৃতা ইব।
ততোঽব্রবীৎ সাশ্রুকণ্ঠো নকুলঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥২৩

যস্য দিব্যানি কর্ম্মাণি কথয়ন্তি রণাজিরে।
দেবা অপি যুধাং শ্রেষ্ঠং তমৃতে কা রতির্বনে ॥২৪

উদীচীং যো দিশং গত্বা জিত্বা যুধি মহাবলান্।
গন্ধর্ব্বমুখ্যান্ শতশো হয়ান্ লেভে মহাদ্যুতিঃ ॥২৫

রাজন্ তিত্তিরিকল্মাষান্ শ্রীমতোঽনিলরংহসঃ।
প্রাদাদ্ ভ্রাতৃপ্রিয়ঃ প্রেম্ণা রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥২৬

জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, মত্ত হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী এবং পদ্মের ন্যায় সুন্দরনয়ন সেই অর্জ্জুন ব্যতীত এই কাম্যকবন আমার নিকট বিশেষ শোভা পাইতেছে না।১৪

রাজন্! বজ্রের নির্ঘোষের ন্যায় যাঁহার ধনুর নির্ঘোষ শুনিতাম, সেই অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া আমি শান্তি পাইতেছি না।১৫

মহারাজ! দ্রৌপদী বার বার সেইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া শত্রুবীরহন্তা ভীমসেন দ্রৌপদীকে এই কথা বলিলেন।১৬

'ভদ্রে! সুমধ্যমে! তুমি মনের প্রীতিজনক যাহা বলিতেছ, তাহা অমৃতপানের তুল্য আমার হৃদয়কে আপ্যায়িত করিতেছে।১৭

যাঁহার পরিঘতুল্য বাহুযুগল দীর্ঘ, সমান, স্থূল, ধনুর গুণঘর্ষণে কৃতচিহ্ন, গোল, তরবারি ও কার্ম্মুকধারী, স্বর্ণকেয়ূরে ভূষিত এবং পঞ্চমস্তকযুক্ত সর্পযুগলের ন্যায় বিরাজিত, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন উপস্থিত না থাকায় সূর্য্যবিহীন আকাশের ন্যায় এই বনভূমিকে লক্ষ্য করিতেছি।১৮-১৯

যে মহাবাহুকে অবলম্বন করিয়া পাঞ্চালগণ ও কৌরবগণ যত্নপরায়ণ দেবগণের সৈন্য হইতেও ভয় পান না এবং যে মহাত্মার বাহু আশ্রয় করিয়া আমরা সকলেই যুদ্ধে শত্রুদিগকে বিজিত বলিয়া মনে করিতেছি এবং পুনরায় রাজ্য যেন পাইয়াছি বলিয়াই ধারণা করিতেছি, সেই মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতীত কাম্যকবনে ধৈর্য্যই পাইতেছি না এবং সেই সেই স্থানে এই পৃথিবীকেই যেন শূন্য বলিয়া ধারণা করিতেছি।২০-২২

আমি সকল দিক্ যেন অন্ধকারাবৃত দেখিতেছি। তাহার পর নকুল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বলিলেন।২৩

দেবগণ সমরাঙ্গনে যাঁহার অলৌকিক কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত বনের ভিতরে কি সুখ আছে ?২৪

হে দেবোপম রাজন্! যে ভ্রাতৃপ্রিয় মহাতেজা উত্তরদিকে যাইয়া শত শত মহাবল গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠকে যুদ্ধে জয় করিয়া অশ্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজসূয়মহাযজ্ঞ সময়ে তিত্তিরিপক্ষীর ন্যায়

তমৃতে ভীমধন্বানং ভীমাদবরজং বনে।
কাময়ে কাম্যকে বাসং নেদানীমমরোপম ॥২৭

সহদেব উবাচ।

যো ধনানি চ কন্যাশ্চ যুধি জিত্বা মহারথঃ।
আজহার পুরা রাজ্ঞো রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥২৮

যঃ সমেতান্ মৃধে জিত্বা যাদবানমিতদ্যুতিঃ।
সুভদ্রামাজহারৈকো বাসুদেবস্য সম্মতে ॥২৯

তস্য জিষ্ণোর্ব্বৃসীং দৃষ্ট্বা শূন্যাং মম নিবেশনে।
হৃদয়ং বৈ মহারাজ ন শাম্যতি কদাচন ॥৩০

বনাদস্মাদ্ বিবাসন্তু রোচয়েঽহমরিন্দম।
ন হি নস্তমৃতে বীরং রমণীয়মিদং বনম্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি অর্জ্জুনানুশোচনে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮০

বিচিত্রবর্ণ, পরমসুন্দর ও বায়ুর ন্যায় সেই বেগগামী অশ্বগুলি আপনাকে দিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবধনুর্ধারী ভীমের কনিষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত এই কাম্যকবনে এখন আর বাস করিতে ইচ্ছা করি না।২৫-২৭

সহদেব বলিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে আপনার রাজসূয়মহাযজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে মহারথ অর্জুন যুদ্ধে ধন ও কন্যা জয় করিয়া আনিয়াছিলেন এবং যে অমিততেজস্বী একাকী, কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে যাদবগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া সুভদ্রাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, আশ্রমে সেই অর্জ্জুনের আসনখানি শূন্য দেখিয়া আমার মন কোন সময়েই শান্তিলাভ করিতেছে না।২৮-৩০

অতএব অরিন্দম! আমি এই বন হইতে অন্যত্র বাস করিবারই ইচ্ছা করি। কারণ, সেই মহাবীর ব্যতীত এ বনভূমি আমাদের নিকট রমণীয় নহে।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে অর্জুনের জন্য পাণ্ডবগণের অনুশোচনানামক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮০

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরসমীপে দেবর্ষি-নারদস্যাগমনম্, তীর্থযাত্রা-ফলং জ্ঞাতুং প্রার্থনায়াং কৃতায়াং নারদেন ভীষ্ম-পুলস্ত্যয়োরালাপস্য বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধনঞ্জয়োৎসুকানান্তু ভ্রাতৄণাং কৃষ্ণয়া সহ।
শ্রুত্বা বাক্যানি বিমনা ধর্ম্মরাজোঽপ্যজায়ত ॥১

অথাপশ্যন্মহাত্মানং দেবর্ষিং তত্র নারদম্।
দীপ্যমানং শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যা হুতার্চ্চিষমিবানলম্ ॥২

একাশীতিতম

[যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবর্ষি নারদের আগমন, তীর্থযাত্রার ফল জানিতে প্রার্থনা করিলে নারদ কর্ত্তৃক ভীষ্ম ও পুলস্ত্যের আলাপবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুনের জন্য উৎকণ্ঠিত দ্রৌপদীর সহিত ভ্রাতৃগণের বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠিরও বিষণ্ণচিত্ত হইলেন।১

তাহার পর তিনি তখনই আহুত অগ্নির ন্যায়

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য ভ্রাতৃভিঃ সহ ধর্ম্মরাট্।
প্রত্যুত্থায় যথান্যায়ং পূজাঞ্চক্রে মহাত্মনে ॥৩
স তৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃভিঃ কুরুসত্তমঃ।
বিবভাবতিদীপ্তৌজা দেবৈরিব শতক্রতুঃ ॥৪
যথা চ বেদান্ সাবিত্রী যাজ্ঞসেনী তথা পতীন্।
ন জহৌ ধর্ম্মতঃ পার্থান্ মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥৫
প্রতিগৃহ্য চ তাং পূজাং নারদো ভগবানৃষিঃ।
আশ্বাসয়দ্ধর্ম্মসুতং যুক্তরূপমিবানঘ ॥৬
উবাচ চ মহাত্মানং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ কেনার্থঃ কিং দদামি তে ॥৭
অথ ধর্ম্মসুতো রাজা প্রণম্য ভ্রাতৃভিঃ সহ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নারদং দেবসম্মতম্ ॥৮

ত্বয়ি তুষ্টে মহাভাগ সর্ব্বলোকাভিপূজিতে।
কৃতমিত্যেব মন্যেঽহং প্রসাদাত্তব সুব্রত ॥৯
যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যো ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ।
সন্দেহং মে মুনিশ্রেষ্ঠ তত্ত্বতশ্ছেত্তুমর্হসি ॥১০
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পৃথিবীং তীর্থতৎপরঃ।
কিং ফলং তস্য কার্ৎস্ন্যেন তদ্‌বান্ বক্তুমর্হতি ॥১১

নারদ উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতো যথা ভীষ্মেণ ধীমতা।
পুলস্ত্যস্য সকাশাদ্ বৈ সর্ব্বমেতদুপশ্রুতম্ ॥১২
পুরা ভাগীরথীতীরে ভীষ্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
পিত্র্যং ব্রতং সমাস্থায় ন্যবসন্মুনিভিঃ সহ ॥১৩
শুভে দেশে মহারাজ পুণ্যে দেবর্ষিসেবিতে।
গঙ্গাদ্বারে মহাতেজা দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতে ॥১৪

ব্রাহ্মতেজে দীপ্যমান মহাত্মা দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলেন।২

সেই নারদকে আগমন করিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত গাত্রোত্থান করত যথানিয়মে সেই মহাত্মার পূজা করিলেন।৩

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বলতেজা শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির সেই ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন।৪

সাবিত্রী যেমন বেদসমূহকে পরিত্যাগ করেন না এবং সূর্য্যের প্রভাও যেমন সুমেরুকে ছাড়িয়া থাকে না, দ্রৌপদীও তেমনই ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণকে ছাড়িয়া থাকিতেন না।৫

নিষ্পাপ জনমেজয়! ভগবান্ নারদমুনি সেই পূজা গ্রহণ করিয়া উপযুক্তভাবেই যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিলেন ৬

তিনি মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! তোমার কোন বস্তুর প্রয়োজন এবং আমি তোমাকে কি দিব তাহা বল।৭

তাহার পর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন।৮

মহাভাগ ব্রতপরায়ণ! আপনি সমস্ত জগৎকর্ত্তৃক পরিপূজিত; সুতরাং আপনি সন্তুষ্ট থাকায় আপনার অনুগ্রহে আমার সকল প্রয়োজনই সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করিতেছি।৯

নিষ্পাপ মুনিশ্রেষ্ঠ! তবে ভ্রাতাদের সহিত আমি যদি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহা হইলে যথার্থ বিষয় বলিয়া আমার সংশয় দূর করুন।১০

যে লোক তীর্থপর্য্যটনে ব্যাপৃত হইয়া সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়, আপনি তৎ সমস্ত বলুন।১১

নারদ বলিলেন,—রাজন্! মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন,—যেমন বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম পুলস্ত্যের নিকট এই সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন।১২

মহারাজ! পূর্ব্বে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও মহাবীর ভীষ্ম

স পিতৄংস্তর্পয়ামাস দেবাংশ্চ পরমদ্যুতিঃ।
ঋষীংশ্চ তর্পয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য জপন্নেব মহাযশাঃ।
দদর্শাদ্ভুতসঙ্কাশং পুলস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥১৬
স তং দৃষ্ট্বোগ্রতপসং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া।
প্রহর্ষমতুলং লেভে বিস্ময়ঞ্চ পরং যযৌ ॥১৭
উপস্থিতং মহারাজ পূজয়ামাস ভারত।
ভীষ্মো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৮
শিরসা চার্ঘ্যমাদায় শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়ামাস তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষিসত্তমে ॥১৯

ভীষ্মোঽহমস্মিতি ভদ্রং তে দাসোঽস্মি তব সুব্রত।
তব সন্দর্শনাদেব মুক্তোঽহং সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥২০
এবমুক্ত্বা মহারাজ ভীষ্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
বাগ্যতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তূষ্ণীমাসীদ্ যুধিষ্ঠির ॥২১
তং দৃষ্ট্বা নিয়মেনাথ স্বাধ্যায়েন চ কর্শিতম্।
ভীষ্মং কুরুকুলশ্রেষ্ঠং মুনিঃ প্রীতমনাঽভবৎ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
পার্থ-নারদসংবাদে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১

গঙ্গাতীরে দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণসেবিত পবিত্র এবং উৎপাতশূন্য গঙ্গাদ্বারে পিতৃলোকের সেবায় ব্যাপৃত হইয়া মুনিগণের সহিত বাস করিয়াছিলেন।১৩-১৪

মহাতেজস্বী ভীষ্ম শাস্ত্রকথিত নিয়ম অনুসারে দেবগণ এবং পিতৃগণের তর্পণ করিতেন ও ঋষিগণের তর্পণ করিতেন।১৫

তাহার পর কিছুকাল অতীত হইলে, একদা মহাযশস্বী ভীষ্ম জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি অদ্ভুত তেজস্বী ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে দেখিতে পাইলেন।১৬

তখন উগ্রতপা পুলস্ত্য আপন তেজে যেন জ্বলিতেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া ভীষ্ম অনুপম আনন্দ লাভ করিলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।১৭

ভরতনন্দন মহারাজ! ক্রমে পুলস্ত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন।১৮

পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত ভীষ্ম মস্তকে অর্ঘ্য লইয়া সেই ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠের নিকটে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেন (এবং বলিলেন)।১৯

হে সুব্রত! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার দাস ভীষ্ম; আজ আপনার দর্শনেই আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইলাম।২০

মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া ধার্ম্মিকগণ-শ্রেষ্ঠ ও সংযতবাক্ ভীষ্ম কৃতাঞ্জলি ও মৌনী হইয়া রহিলেন।২১

তদনন্তর কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে নিয়ম, ব্রত, বেদপাঠ ও বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ক্ষীণশরীর দেখিয়া পুলস্ত্যমুনি সন্তুষ্ট হইলেন।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
পার্থ-নারদসংবাদ বিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮১

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ জিজ্ঞাসিতস্য পুলস্ত্যস্য বিভিন্নতীর্থযাত্রামাহাত্ম্যবর্ণনম্।]

পুলস্ত্য উবাচ।

অনেন তব ধর্ম্মজ্ঞ প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সত্যেন চ মহাভাগ তুষ্টোঽস্মি তব সুব্রত ॥১

যস্যেদৃশস্তে ধর্ম্মোঽয়ং পিতৃভক্ত্যাশ্রিতোঽনঘ।
তেন পশ্যসি মাং পুত্র প্রীতিশ্চাপি মম ত্বয়ি ॥২

অমোঘদর্শী ভীষ্মাহং ব্রূহি কিং করবাণি তে।
যদ্ বক্ষ্যসি কুরুশ্রেষ্ঠ তস্য দাতাস্মি তেঽনঘ ॥৩

ভীষ্ম উবাচ।

প্রীতে ত্বয়ি মহাভাগ সর্বলোকাভিপূজিতে।
কৃতমেতাবতা মন্যে যদহং দৃষ্টবান্ প্রভুম্ ॥৪

যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যস্তব ধর্ম্মভৃতাং বর।
প্রক্ষ্যামি কৃৎস্নং সন্দেহং তং মে ত্বং ছেত্তুমর্হসি ॥৫

অস্তি মে ভগবন্! কশ্চিত্তীর্থেভ্যো ধর্মসংশয়ঃ।
তমহং শ্রোতুমিচ্ছামি পৃথক্ সঙ্কীর্ত্তিতং ত্বয়া ॥৬

প্রদক্ষিণাং যঃ পৃথিবীং করোত্যমরসন্নিভ।
কিং ফলং তস্য বিপ্রর্ষে তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥৭

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যদৃষীণাং পরায়ণম্।
তদেকাগ্রমনাস্তাত শৃণু তীর্থেষু যৎ ফলম্ ॥৮

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৯

প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥১০

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলস্ত্যের বিভিন্ন তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্যবর্ণন।]

পুলস্ত্য বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! মহাভাগ! ব্রতপরায়ণ! তোমার এই বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন এবং সত্যপালনে আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি।১

হে নিষ্পাপ পুত্র! যেইহেতু তোমার এইরূপ পিতৃভক্তিসংশ্রিত ধর্ম্ম রহিয়াছে, সেই হেতুই তুমি আমাকে দেখিতেছ এবং তোমার উপরে আমার প্রীতি জন্মিয়াছে।২

হে নিষ্পাপ কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! আমার দর্শন অব্যর্থ; অতএব বল—আমি তোমার কি করিব? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি তোমাকে দান করিব।৩

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাভাগ! আপনি সমস্ত জগতে পূজিত; সুতরাং আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমি যে আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি, ইহাতেই আমার সব কিছুই করা হইয়াছে।৪

হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ! আমি যদি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি সমস্ত সন্দেহ বলিব, আপনি তাহা দূর করুন।৫

ভগবন্! তীর্থধর্ম্মবিষয়ে আমার কোন কোন সন্দেহ আছে, আপনি তাহার পৃথক্ পৃথক্ভাবে সমাধান করুন, আমি উহা শুনিতে ইচ্ছা করি।৬

দেবতুল্য তপোধন! যে লোক তীর্থসেবার উদ্দেশ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন।৭

পুলস্ত্য বলিলেন,—তীর্থযাত্রা ঋষিদিগেরও পরম আশ্রয়ণীয়। আমি সেই বিষয়ে তোমার নিকট বলিব। বৎস! তীর্থকার্য্যে যে ফল হয়, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।৮

যাহার হস্তযুগল, চরণযুগল ও মন অত্যন্ত সংযত থাকে এবং বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি থাকে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে।৯

অকল্ককো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥১১

অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥১২

ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা বেদেষ্বপি যথাক্রমম্।
ফলঞ্চৈব যথাতত্ত্বং প্রেত্য চেহ চ সর্ব্বশঃ ॥১৩

ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে।
বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ ॥১৪

প্রাপ্যন্তে পার্থিবৈরেতে সমৃদ্ধৈর্ব্বা নরৈঃ কচিৎ।
নার্থন্যূনৈর্নাবগণৈরেকাত্মভিরসাধনৈঃ ॥১৫

যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং নরেশ্বর।
তুল্যো যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈস্তন্নিবোধ যুধাং বর ॥১৬

ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ভরতসত্তম।
তীর্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে ॥১৭

অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে ॥১৮

অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি তীর্থাভিগমনেন যৎ ॥১৯

নৃলোকে দেবদেবস্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
পুষ্করং তীর্থমাসাদ্য দেবদেবসমো ভবেৎ ॥২০

যে ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিগ্রহ করে না, যে কোন বস্তু দ্বারা সদা সন্তুষ্ট হয় এবং অহঙ্কারশূন্য থাকে, সেই ব্যক্তিই তীর্থের ফল লাভ করে।১০

যে ব্যক্তি কপটতা বা দম্ভাদিদোষশূন্য, কর্ত্তৃত্বের অভিমানহীন, অল্প আহার করে, জিতেন্দ্রিয় হয় এবং সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত থাকে, সেই ব্যক্তিই তীর্থের ফল লাভ করে।১১

হে রাজশ্রেষ্ঠ! যে লোক ক্রোধশূন্য, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়ভাবে ব্রতনিষ্ঠ এবং সকল প্রাণীর প্রতিই নিজের মত ব্যবহার করে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে।১২

ঋষিগণ যজ্ঞসমূহের কথা বলিয়াছেন, বেদেও যথাক্রমে যজ্ঞের কথা রহিয়াছে এবং ঋষিগণ ও বেদসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে যজ্ঞের সর্ব্বপ্রকার ফলের কথা বলিয়াছেন।১৩

ভূপতে! কিন্তু দরিদ্রগণ সে যজ্ঞ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, যজ্ঞে বহুতর উপকরণের প্রয়োজন এবং নানাবিধ বস্তুর আবশ্যকতা আছে।১৪

অতএব রাজারাই যজ্ঞ করিতে পারেন এবং ধনী লোকেরাও বা কখন কখনও উহা অনুষ্ঠান করিতে পারেন; কিন্তু যাহারা অল্পধনবিশিষ্ট, সৎ-পরিজনহীন, নিঃসহায় (একক) দ্রব্যসম্ভারশূন্য এবং সাধনারহিত, তাহারা পারে না।১৫

যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ নরপতে! সুতরাং দরিদ্রেরাও যে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় এবং যে কার্য্য যজ্ঞের তুল্যই ফল জন্মায়, তাহা তুমি শ্রবণ কর।১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পুণ্যজনক তীর্থপর্য্যটন-কর্ম্ম যজ্ঞ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং ঋষিদের নিকটও পরম গোপনীয় রহস্য।১৭

যে ব্যক্তি স্বর্ণদান ও গো-দান না করিয়া থাকে, তীর্থে তিন দিন উপবাস না করে এবং তীর্থ গমন না করে, সেই ব্যক্তিই পরজন্মে দরিদ্র হয়।১৮

মানুষ তীর্থগমনে যে ফল লাভ করে, প্রচুরদক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি যজ্ঞ করিয়াও সে ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না।১৯

মনুষ্যলোকে দেবাধিদেব ব্রহ্মার ত্রিভুবনবিখ্যাত তীর্থ, যাহা পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ; মানুষ সেই তীর্থে যাইয়া দেবদেব ব্রহ্মার তুল্য হয়।২০

দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহামতে।
সান্নিধ্যং পুষ্করে চৈষাং ত্রিসন্ধ্যং কুরুনন্দন ॥২১

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্গণাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব তত্র সন্নিহিতা বিভো ॥২২

যত্র দেবাস্তপস্তপ্ত্বা দৈত্যা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
দিব্যযোগা মহারাজ পুণ্যেন মহতাম্বিতাঃ ॥২৩

মনসাপ্যভিকামস্য পুষ্করাণি মনস্বিনঃ।
পূয়ন্তে সর্বপাপানি নাকপৃষ্ঠে চ পূজ্যতে ॥২৪

অস্মিংস্তীর্থে মহারাজ নিত্যমেব পিতামহঃ।
উবাস পরমপ্রীতো ভগবান্ কমলাসনঃ ॥২৫

পুষ্করেষু মহাভাগ দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা।
সিদ্ধিং পরমিকাং প্রাপ্তাঃ পুণ্যেন মহতাম্বিতাঃ ॥২৬

তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃদেবার্চনে রতঃ।
সোঽশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে চ পূজ্যতে ॥২৭

অপ্যেকং ভোজয়েদ্ বিপ্রং পুষ্করারণ্যমাশ্রিতঃ।
তেনাসৌ কর্মণা ভীষ্ম প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥২৮

শাকৈর্মূলৈঃ ফলৈর্বাপি যেন বর্তয়তে স্বয়ম্।
তদ্ বৈ দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ ॥
তেনৈব প্রাপ্নুয়াৎ প্রাজ্ঞো হয়মেধফলং নরঃ ॥২৯

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বা রাজসত্তম।
ন বৈ যোনৌ প্রজায়ন্তে স্নাতাস্তীর্থে মহাত্মনঃ ॥৩০

কার্ত্তিকীন্তু বিশেষেণ যোঽভিগচ্ছতি পুষ্করম্।
প্রাপ্নুয়াৎ স নরো লোকান্ ব্রহ্মণঃ সদনেঽক্ষয়ান্ ॥৩১

হে মহামতে কুরুনন্দন! কারণ, পুষ্করতীর্থে তিন সন্ধ্যায়ই শাস্ত্রোক্ত দশসহস্রকোটি তীর্থ সন্নিহিত থাকেন ॥২১

হে বিভো! আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, অন্যান্য দেবতা, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সর্বদাই পুষ্করতীর্থে সন্নিহিত থাকেন ॥২২

মহারাজ! দেব, দৈত্য ও ব্রহ্মর্ষিগণ যে পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া অলৌকিক শক্তিশালী ও মহাপুণ্যশালী হইয়াছেন ॥২৩

যে মনস্বী মনে মনেও পুষ্করতীর্থে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারও সকল পাপ নষ্ট হয় এবং তিনি—স্বর্গলোকে পূজিত হন ॥২৪

হে মহারাজ! ভগবান্ পদ্মাসন ব্রহ্মা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সর্ব্বদাই এই পুষ্করতীর্থে বাস করেন ॥২৫

মহাভাগ! পূর্বকালে ঋষিগণের সহিত দেবগণ এই পুষ্করতীর্থেই মহাপুণ্যশালী হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥২৬

অতএব যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও দেবগণের পূজায় ব্যাপৃত থাকিয়া সেই পুষ্করতীর্থে স্নান করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং ব্রহ্মলোকে পূজিত হন ॥২৭

ভীষ্ম! যে লোক পুষ্করবনে থাকিয়া একটীমাত্র ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান, তিনি সেই কার্য্যদ্বারাই ইহলোক ও পরলোকে আনন্দভাগী হন ॥২৮

বিবেকী মানুষ ফল, মূল, শাক কিংবা অন্য যে কোন বস্তুদ্বারা নিজে জীবন ধারণ করেন, তাহাই অসূয়া না করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবেন; তিনি তাহাতেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল পাইবেন ॥২৯

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা অন্য যে কোন জাতি মহাত্মা ব্রহ্মার তীর্থ পুষ্করে স্নান করিয়া আর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন না ॥৩০

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে গমন করেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় বহুজন লাভ করেন ॥৩১

সায়ং প্রাতঃ স্মরেদ্ যস্তু পুষ্করাণি কৃতাঞ্জলিঃ।
উপস্পৃষ্টং ভবেত্তেন সর্ব্বতীর্থেষু ভারত ॥৩২

জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
পুষ্করে স্নাতমাত্রস্য সর্বমেব প্রণশ্যতি ॥৩৩

যথা সুরাণাং সর্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ।
তথৈব পুষ্করং রাজন্ তীর্থানামাদিরুচ্যতে ॥৩৪

উষ্ট্বা দ্বাদশ বর্ষাণি পুষ্করে নিয়তঃ শুচিঃ।
ক্রতূন্ সর্বানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে স গচ্ছতি ॥৩৫

যস্তু বর্ষশতং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
কার্তিকীং বা বসেদেকাং পুষ্করে সমমেব তৎ ॥৩৬

দুষ্করং পুষ্করং গন্তুং দুষ্করং পুষ্করে তপঃ।
দুষ্করং পুষ্করে দানং বস্তুঞ্চৈব সুদুষ্করম্ ॥৩৭

উষ্ট্বা দ্বাদশরাত্রস্তু নিয়তো নিয়তাশনঃ।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্তো জম্বুমার্গং সমাবিশেৎ ॥৩৮

জম্বুমার্গং সমাবিশ্য দেবর্ষি-পিতৃসেবিতম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৯

তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ পূতাত্মা জায়তে নরঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি চোত্তমাম্ ॥৪০

জম্বুমার্গাদুপাবৃত্তো গচ্ছেত্তণ্ডুলিকাশ্রমম্।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪১

আগস্ত্যং সর আসাদ্য পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৪২

শাকবৃত্তিঃ ফলৈর্বাপি কৌমারং বিন্দতে পদম্।
কণ্বাশ্রমং ততো গচ্ছেৎ শ্রীজুষ্টং লোকপূজিতম্ ॥৪৩

ভরতনন্দন! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুষ্করতীর্থ স্মরণ করেন, তাঁহার সমস্ত তীর্থেই স্নান করার ফল লাভ হয়।৩২

স্ত্রীলোকের বা পুরুষের জন্ম হইতে যে পাপ সঞ্চিত হয়, পুষ্করে স্নান করিবামাত্র তাহাদের তৎ সমস্ত পাপই নষ্ট হয়।৩৩

রাজন্! যেমন নারায়ণ সমস্ত দেবতার আদি, পুষ্করতীর্থও তেমনই সমস্ত তীর্থের আদি বলিয়া কথিত হন।৩৪

মানুষ পবিত্র ও একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া বার বৎসর পুষ্করতীর্থে বাস করত সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে।৩৫

যে ব্যক্তি পূর্ণ একশত বৎসরপর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র-যাগ করে, কিংবা একমাত্র কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে বাস করে, সেই উভয় কার্য্যেরই তাহার সমান ফললাভ হয়।৩৬

পুষ্করে গমন করা অত্যন্ত দুর্লভ, পুষ্করে তপস্যা করা দুষ্কর, পুষ্করে দান করা দুষ্কর, আর পুষ্করে বাস করাও অতিদুষ্কর।৩৭

নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া বার দিন পুষ্করে বাস করত, তৎপরে পুষ্করতীর্থকে প্রদক্ষিণ করিয়া জম্বুমার্গতীর্থে গমন করিবে।৩৮

দেব, ঋষি ও পিতৃগণসেবিত জম্বুমার্গতীর্থে যাইয়া মানুষ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে।৩৯

মানুষ সেই জম্বুমার্গতীর্থে পাঁচ রাত্রি বাস করিয়া পবিত্রচিত্ত হয়, দুর্গতি ভোগ করে না এবং উত্তম সিদ্ধি লাভ করে।৪০

জম্বুমার্গ হইতে নির্গত হইয়া তণ্ডুলিকাশ্রমতীর্থে গমন করিবে; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুর্গতিভোগ করিবে না, পরন্তু ব্রহ্মলোকে যাইবে।৪১

মানুষ অগস্ত্যসরোবরে গমন করত পিতৃপূজা ও দেবপূজায় নিরত থাকিয়া এবং ত্রিরাত্র উপবাসে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে।৪২

সেখানে শাক ও ফলমাত্র ভোজন করিয়া রহিলে, কার্ত্তিকেয়ের পদ লাভ হয়। তাহার পরে শোভাযুক্ত ও জগৎপূজিত হইয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে যাইবে।৪৩

ধর্ম্মারণ্যং হি তৎ পুণ্যমাদ্যঞ্চ ভরতর্ষভ।
যত্র প্রবিষ্টমাত্রো বৈ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৪
অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে ॥৪৫
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা যযাতিপতনং ব্রজেৎ।
হয়মেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি তত্র বৈ ॥৪৬
মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটিতীর্থ উপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ॥৪৭
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞঃ খ্যাতং তীর্থমুমাপতেঃ।
নাম্না ভদ্রবটং নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৪৮
তত্রাভিগম্য চেশানং গোসহস্রফলং লভেৎ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥
সমৃদ্ধমসপত্নঞ্চ শ্রিয়া যুক্তং নরোত্তমঃ ॥৪৯
নর্ম্মদান্তু সমাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৫০
দক্ষিণং সিন্ধুমাসাদ্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি বিমানঞ্চাধিরোহতি ॥৫১
চর্ম্মণ্বতীং সমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ।
রন্তিদেবাভ্যনুজ্ঞাতমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৫২
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ হিমবৎসুতমর্ব্বুদম্।
পৃথিব্যাং যত্র বৈ ছিদ্রং পূর্ব্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির ॥৫৩
তত্রাশ্রমো বশিষ্ঠস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৫৪
পিঙ্গতীর্থ উপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী নরাধিপ।
কপিলানাং নরব্যাঘ্র শতস্য ফলমশ্নুতে ॥৫৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই কণ্বাশ্রম ধর্ম্মারণ্য, পবিত্র এবং আদিম তীর্থ; যেখানে প্রবেশ করিবামাত্রই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥৪৪

মানুষ সেখানে নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করত সর্বাঙ্গসম্পন্ন যজ্ঞের ফল লাভ করে ॥৪৫

তদনন্তর কণ্বাশ্রমকে প্রদক্ষিণ করিয়া যযাতিপতননামক তীর্থে যাইবে; তাহা হইলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে ॥৪৬

তৎপরে সেখান হইতে মহাকাল তীর্থে গমন করিবে এবং সেখানে নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া তত্রত্য কোটিতীর্থে স্নান করত অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে ॥৪৭

তাহার পর ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি শিবের তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ত্রিভুবনবিখ্যাত ভদ্রবটনামক তীর্থে গমন করিবে ॥৪৮

নরশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি সেখানে গমন করত শিবের পূজা করিয়া সহস্র-গোদানের ফল লাভ করিবে এবং শিবের অনুগ্রহে সমৃদ্ধিযুক্ত, শত্রুশূন্য এবং শোভাসম্পন্ন রাজত্ব লাভ করিবে ॥৪৯

তদনন্তর ত্রিভুবনবিখ্যাত নর্ম্মদানদীতে যাইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবতাপূজা করত অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিবে ॥৫০

তৎপরে দক্ষিণসিন্ধুতীর্থে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া (স্নানশ্রাদ্ধাদি করিয়া) অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ করিবে এবং অন্তিমে দেবপ্রেরিত বিমানে আরোহণ করিবে ॥৫১

তাহার পর চর্ম্মণ্বতীনদীতে গমন করত নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত থাকিয়া রন্তিদেবের অনুমতিক্রমে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ করিবে ॥৫২

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তাহার পর পূর্বে যেখানে ভূতলে গর্ত ছিল, সেই হিমালয়জাত অর্বুদনামক পর্ব্বতে গমন করিবে ॥৫৩

সেখানে ত্রিভুবনবিখ্যাত বশিষ্ঠাশ্রম রহিয়াছে। সেই স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া সহস্রগোদানের ফল লাভ করিবে ॥৫৪

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রভাসং তীর্থমুত্তমম্।
যত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্বয়মেব হুতাশনঃ ॥৫৬
দেবতানাং মুখং বীর জ্বলনোঽনিলসারথিঃ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥৫৭
ততো গত্বা সরস্বত্যাঃ সাগরস্য চ সঙ্গমম্।
গোসহস্রফলং তস্য স্বর্গলোকঞ্চ বিন্দতি ॥৫৮
তীর্থে সলিলরাজস্য স্নাত্বা প্রয়তমানসঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতস্তত্র তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥৫৯
প্রভাসতে যথা সোমঃ সোঽশ্বমেধঞ্চ বিন্দতি।
বরদানং ততো গচ্ছেত্তীর্থং ভরতসত্তম ॥৬০
বিষ্ণোর্দুর্ব্বাসসা যত্র বরো দত্তো যুধিষ্ঠির।
বরদানে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৬১
ততো দ্বারবতীং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
পিণ্ডারকে নরঃ স্নাত্বা লভেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ॥৬২
তস্মিংস্তীর্থে মহাভাগ পদ্মলক্ষণলক্ষিতাঃ।
অদ্যাপি মুদ্রা দৃশ্যন্তে তদদ্ভুতমরিন্দম ॥৬৩
ত্রিশূলাঙ্কানি পদ্মানি দৃশ্যন্তে কুরুনন্দন।
মহাদেবস্য সান্নিধ্যং তত্র বৈ পুরুষর্ষভ ॥৬৪
সাগরস্য চ সিন্ধোশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য ভারত।
তীর্থে সলিলরাজস্য স্নাত্বা প্রযতমানসঃ ॥৬৫
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানৃষীংশ্চ ভরতর্ষভ।
প্রাপ্নোতি বারুণং লোকং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা॥৬৬

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্। তৎপরে ব্রহ্মচারী থাকিয়া পিঙ্গনামক তীর্থে স্নান করত শত কপিলাধেনুদানের ফল লাভ করিবে।৫৫

হে বীর! হে রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর উত্তম প্রভাসতীর্থে গমন করিবে; যেখানে দেবগণের মুখস্বরূপ, বায়ু-সারথি ও জ্বলিতমূর্ত্তি স্বয়ং অগ্নিদেব সর্ব্বদাই সন্নিহিত রহিয়াছেন।৫৬

মানুষ পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া সেই প্রভাসতীর্থে স্নান করত অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ ও অতিরাত্রযজ্ঞের ফললাভ করিবে।৫৭

তদনন্তর সরস্বতীনদী ও সমুদ্রের সঙ্গমে যাইয়া স্নান করিবে; তাহা হইলে তাহার সহস্রগোদানের ফললাভ হইবে এবং সে স্বর্গলাভ করিবে।৫৮

মানুষ সংযতচিত্ত হইয়া সরস্বতীসাগর-সঙ্গমে স্নান করত এবং সেখানে তিন দিন বাস করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করিবে।৫৯

সেরূপ করিলে মানুষ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ হইবে এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ। তাহার পর বরদানতীর্থে যাইবে।৬০

যুধিষ্ঠির! যেখানে দুর্ব্বাসামুনি বিষ্ণুকে বরদান করিয়াছিলেন, সেই বরদানতীর্থে স্নান করিয়া মানুষ সহস্রগোদানের ফললাভ করে।৬১

তাহার পর দ্বারকাতীর্থে গমন করিবে। নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া তত্রত্য পিণ্ডারকতীর্থে স্নান করত মানুষ বহুসুবর্ণদানের ফললাভ করিবে।৬২

মহাভাগ অরিন্দম। অদ্যাপি সেই তীর্থে পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত বহুতর স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা অতি অদ্ভুতই বটে।৬৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন। সেখানে ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত স্বর্ণপদ্মও দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ঐ স্থানে মহাদেব সন্নিহিত আছেন।৬৪

ভরতনন্দন। তাহার পর সমুদ্র ও সিন্ধুনদীর সঙ্গমে যাইয়া বরুণতীর্থে স্নান করত সংযতচিত্তে পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের তর্পণ পূর্ব্বক আপন তেজে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া বরুণলোকে গমন করিবে।৬৫-৬৬

শঙ্কুকর্ণেশ্বরং দেবমর্চয়িত্বা যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৬৭
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ।
তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৬৮
দমীতি নাম্না বিখ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা উপাসন্তে মহেশ্বরম্ ॥৬৯
তত্র স্নাত্বাঽর্চয়িত্বা চ রুদ্রং দেবগণৈর্বৃতম্।
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং তৎ স্নাতস্য প্রণশ্যতি ॥৭০
দমী চাত্র নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ হয়মেধমবাপ্নুয়াৎ ॥৭১
গত্বা যত্র মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
পুরা শৌচং কৃতং রাজন্ হত্বা দৈতেয়-দানবান্ ॥৭২

ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ বসুধারামভিষ্টুতাম্।
গমনাদেব তস্যাং হি হয়মেধমবাপ্নুয়াৎ ॥৭৩
স্নাত্বা কুরুবরশ্রেষ্ঠ প্রয়তাত্মা তু মানবঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৭৪
তীর্থে চাত্র সরঃ পুণ্যং বসূনাং ভরতর্ষভ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ বসূনাং সম্মতো ভবেৎ ॥৭৫
সিন্ধূত্তমমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ লভেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ॥৭৬
ভদ্রতুঙ্গং সমাসাদ্য শুচিঃ শীলসমন্বিতঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি গতিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ ॥৭৭
কুমারিকাণাং শক্রস্য তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৭৮

আর, তত্রত্য শঙ্কুকর্ণেশ্বরনামক শিবের পূজা করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের দশগুণ ফললাভ হয়, এই কথা জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন।৬৭

ভরতবংশপ্রধান কুরুবরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সেই বারুণতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া পরে ত্রিভুবনবিখ্যাত সর্ব্বপাপনাশক দমীনামে প্রসিদ্ধ তীর্থে গমন করিবে; যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন।৬৮-৬৯

সেখানে স্নান করিয়া দেবগণবেষ্টিত শিবের পূজা করিলে, পূর্ব্ব জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পর জন্ম পর্য্যন্ত যে পাপ থাকিবে, তাহাই নষ্ট হইয়া যাইবে।৭০

নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে 'দমী'—নামে শিব আছেন, সমস্ত দেবতাবৃন্দ তাঁহার স্তব করেন। হে নরোত্তম! সেই স্থানে স্নান করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাইবেন।৭১

মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! পূর্ব্বে প্রভাবশালী বিষ্ণু দৈত্যগণ ও দানবগণকে বধ করিয়া যেখানে যাইয়া পবিত্র হইয়াছিলেন।৭২

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তাহার পর মহর্ষিগণপ্রশংসিত বসুধারাতীর্থে গমন করিবে; সেখানে গমন করিবামাত্রই অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাইবে।৭৩

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! মানুষ সংযতচিত্ত হইয়া সেই বসুধারাতীর্থে ধনাদি দান পূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া বিষ্ণুলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।৭৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বসুধারাতীর্থে বসুগণের একটী পবিত্র সরোবর আছে, তাহাতে স্নান করিয়া এবং তাহার জল পান করিয়া মানুষ বসুদেবতাগণের প্রীতিভাজন হয়।৭৫

নরশ্রেষ্ঠ! সেই বসুধারাতীর্থে 'সিন্ধূত্তম'—নামে সর্ব্বপাপনাশক আর একটী তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিয়া বহুসুবর্ণদানের ফল লাভ করে।৭৬

তৎপরে ভদ্রতুঙ্গতীর্থে গমন করত পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া কার্য্য করিলে, ব্রহ্মলোকে যায় এবং তথা হইতে উত্তম গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে।৭৭

নরশ্রেষ্ঠ! 'শক্রকুমারিকা—' নামে সিদ্ধসেবিত একটী তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ ইন্দ্রলোকে গমন করে।৭৮

রেণুকায়াশ্চ তত্রৈব তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্ ।
তত্র স্নাত্বা ভবেদ্ বিপ্রো নির্ম্মলশ্চন্দ্রমা যথা ॥৭৯

অথ পঞ্চনদং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
পঞ্চ যজ্ঞানবাপ্নোতি ক্রমশো যেঽনুকীর্ত্তিতাঃ ॥৮০

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্ ।
তত্র স্নাত্বা চ যোন্যাং বৈ নরো ভরতসত্তম ॥৮১

দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্ রাজন্ রত্নকুণ্ডলবিগ্রহঃ ।
গবাং শতসহস্রস্য ফলঞ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥৮২

শ্রীকুণ্ডন্তু সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
পিতামহং নমস্কৃত্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৮৩

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বিমলং তীর্থমুত্তমম্ ।
অদ্যাপি যত্র দৃশ্যন্তে মৎস্যাঃ সৌবর্ণ-রাজতাঃ ॥৮৪

তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্ ॥৮৫

বিতস্তাঞ্চ সমাসাদ্য সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ।
নরঃ ফলমবাপ্নোতি বাজপেয়স্য ভারত ॥৮৬

কাশ্মীরেষ্বেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ ।
বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ॥৮৭

তত্র স্নাত্বা নরো নূনং বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্ ॥৮৮

ততো গচ্ছেত বড়বাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্ ।
পশ্চিমায়ান্তু সন্ধ্যায়ামুপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥৮৯

চরুং সপ্তার্চ্চিষে রাজন্ যথাশক্তি নিবেদয়েৎ ।
পিতৄণামক্ষয়ং দানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৯০

সেইখানেই সিদ্ধসেবিত রেণুকাতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হয় ।৭৯

তাহার পর পঞ্চনদ তীর্থে গমন করত নিরামিষ একাহারিনিয়মে থাকিয়া—ক্রমিক যেগুলি বলা হইয়াছে, সেই পঞ্চযজ্ঞের ফল পাওয়া যায় ।৮০

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র ! তাহার পর উত্তম ভীমা-দেবীর স্থানে যাইবে এবং তত্রত্য যোনিতীর্থে স্নান করিয়া মানুষ রত্নকুণ্ডলধারী দেবীপুত্র হইবে, আর শতসহস্র গোদানের মহৎ ফল লাভ করিবে ।৮১৮২

ত্রিভুবনবিখ্যাত শ্রীকুণ্ডতীর্থে যাইয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করত সহস্র গোদানের ফল লাভ করিবে ।৮৩

ধর্ম্মজ্ঞ ! তাহার পর উত্তম বিমলতীর্থে গমন করিবে ; যেখানে অদ্যাপি স্বর্ণবর্ণ ও রৌপ্যবর্ণ মৎস্যসকল দৃষ্টিগোচর হয় ।৮৪

নরশ্রেষ্ঠ ! সেই বিমলতীর্থে স্নান করিয়া বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ করিবে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে ।৮৫

ভরতনন্দন ! বিতস্তা নদীতে যাইয়া পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করত মানুষ বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ করে ।৮৬

কাশ্মীরদেশেই তক্ষকনাগের আশ্রয় বিতস্তাতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে । সে তীর্থ সমস্ত পাপ নষ্ট করে ।৮৭

সেই বিতস্তাতে স্নান করিয়া মানুষ নিশ্চয়ই বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ করিবে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিবে ।৮৮

রাজন্ ! তাহার পর ত্রিভুবনবিখ্যাত বড়বাতীর্থে গমন করিবে এবং সেখানে সায়ংকালে যথাবিধানে স্নান করিয়া শক্তি অনুসারে অগ্নিদেবকে চরু নিবেদন করিবে ; আর সেখানে পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করিলে তাহাতে অক্ষয় ফল হয়, এ কথা জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন ।৮৯-৯০

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
গুহ্যকাঃ কিন্নরা যক্ষাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরা নরাঃ ॥৯১

রাক্ষসা দিতিজা রুদ্রা ব্রহ্মা চ মনুজাধিপ।
নিয়তঃ পরমাং দীক্ষামাস্থায়াব্দসহস্রকীম্ ॥৯২

বিষ্ণোঃ প্রসাদনং কুর্বংশ্চরুঞ্চ শ্রপয়ংস্তথা।
সপ্তভিঃ সপ্তভিশ্চৈব ঋগ্‌ভিস্তুষ্টাব কেশবম্ ॥৯৩

দদাবষ্টগুণৈশ্বর্য্যং তেষাং তুষ্টস্তু কেশবঃ।
যথাভিলষিতানন্যান্ কামান্ দত্ত্বা মহীপতে ॥৯৪

তত্রৈবান্তর্দধে দেবো বিদ্যুদভ্রেষু বৈ যথা।
নাম্না সপ্তচরুং তেন খ্যাতং লোকেষু ভারত ॥৯৫

গবাং শতসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ।
অশ্বমেধসহস্রেণ শ্রেয়ান্ সপ্তার্চিষশ্চরুঃ ॥৯৬

ততো নিবৃত্তো রাজেন্দ্র রৌদ্রং পদমথাবিশেৎ।
অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৯৭

ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরোগণ, গুহ্যকগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, মনুষ্যগণ, রাক্ষসগণ, দৈত্যগণ, রুদ্রগণ এবং ব্রহ্মা বিশেষনিয়মযুক্ত হইয়া বহুকালের জন্য বিশেষ সঙ্কল্প করত বিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য চরু পাক করিয়া সাত সাতটী মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুকে স্তুতি করিয়াছিলেন।৯১-৯৩

ইহাতে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আশানুরূপ অন্যান্য বর দান করিয়া মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; তাহাতেই সেই স্থানটী 'সপ্তচরু'-নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছে।৯৪-৯৫

লক্ষগোদান, শত রাজসূয়যজ্ঞ এবং সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষাও সেখানে অগ্নিকে চরুদান করা অধিক ফলজনক।৯৬

মণিমন্তং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
একরাত্রোষিতো রাজন্ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৯৮

অথ গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেবিকাং লোকবিশ্রুতাম্।
প্রসূতির্যত্র বিপ্রাণাং শ্রূয়তে ভরতর্ষভ ॥৯৯

ত্রিশূলপাণেঃ স্থানঞ্চ যত্র লোকেষু বিশ্রুতম্।
দেবিকায়াং নরঃ স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য মহেশ্বরম্ ॥১০০

যথাশক্তি চরুং তত্র নিবেদ্য ভরতর্ষভ।
সর্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥১০১

কামাখ্যং তত্র রুদ্রস্য তীর্থং দেবনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরঃ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি ভারত ॥১০২

যজনং যাজনঞ্চৈব তথৈব ব্রহ্মবালুকম্।
পুষ্পাম্ভশ্চ উপস্পৃশ্য ন শোচেন্মরণং গতঃ ॥১০৩

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সে স্থান হইতে নির্গত হইয়া মহাদেবস্থানে গমন করিবে এবং সেখানে মহাদেবকে পূজা করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে।৯৭

রাজন্! সেই মণিমান্ নামক মহাদেবের নিকটে ব্রহ্মচারী ও ধ্যানস্থ হইয়া একরাত্রি বাস করত অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিবে।৯৮

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর জগদ্বিখ্যাত দেবিকাতীর্থে গমন করিবে। ভারতপ্রধান! যেখানে ব্রাহ্মণগণের প্রথম উৎপত্তি শুনা যায়।৯৯

যেখানে ত্রিভুবনবিখ্যাত শিবস্থান রহিয়াছে; সেই দেবিকানদীতে স্নান করিয়া শিবের পূজা এবং তাঁহাকে যথাশক্তি চরু নিবেদন করত মানুষ সর্বাঙ্গসম্পন্ন যজ্ঞের ফল লাভ করে।১০০-১০১

সেই দেবিকাতে দেবসেবিত কামনামে শিবতীর্থ

অর্দ্ধযোজনবিস্তারাং পঞ্চযোজনমায়তাম্।
এতাবদ্দেবিকামাহুঃ পুণ্যাং দেবর্ষিসেবিতাম্ ॥১০৪

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দীর্ঘসত্রং যথাক্রমম্।
যত্র ব্রহ্মর্ষয়ো দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
দীর্ঘসত্রমুপাসন্তে দীক্ষিতা নিয়তব্রতাঃ ॥১০৫

গমনাদেব রাজেন্দ্র দীর্ঘসত্রমরিন্দম।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১০৬

ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মেরুপৃষ্ঠে সরস্বতী ॥১০৭

চমসে চ শিবোদ্ভেদে নাগোদ্ভেদে চ দৃশ্যতে।
স্নাত্বা চ চমসোদ্ভেদে অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১০৮

শিবোদ্ভেদে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ।
নাগোদ্ভেদে নরঃ স্নাত্বা নাগলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১০৯

শশযানঞ্চ রাজেন্দ্র তীর্থমাসাদ্য দুর্লভম্।
শশরূপপ্রতিচ্ছন্নাঃ পুষ্করা যত্র ভারত ॥১১০
সরস্বত্যাং মহারাজ অনুসংবৎসরং হি তে।
দৃশ্যন্তে ভরতশ্রেষ্ঠ বৃত্তাং বৈ
কার্ত্তিকীং সদা ॥১১১

তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র দ্যোততে শশিবৎ সদা।
গোসহস্রফলঞ্চৈব প্রাপ্নুয়াদ্ভরতর্ষভ ॥১১২

কুমারকোটিমাসাদ্য নিয়তঃ কুরুনন্দন।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ॥১১৩
গবাময়নমাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ রুদ্রকোটিং সমাহিতঃ ॥১১৪

আছে; ভরতনন্দন! তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ সত্বর সিদ্ধি লাভ করে।১০২

এই দেবিকাতে যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক ও পুষ্পাম্ভনামে চারিটী তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ মৃত্যুর পর পরজন্মে শোকভাগী হয় না।১০৩

শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন,—এই দেবিকাতীর্থ বিস্তারে অর্দ্ধযোজন এবং দৈর্ঘ্যে পঞ্চযোজন, পবিত্র ও দেবর্ষিসেবিত।১০৪

ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর যথাক্রমে দীর্ঘসত্রতীর্থে গমন করিবে; যেখানে ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ, ও মহর্ষিগণ কৃতসঙ্কল্প ও নিয়মযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল যজ্ঞ করিয়া থাকেন।১০৫

অরিন্দম রাজশ্রেষ্ঠ! মানুষ দীর্ঘসত্রতীর্থে গমন করিয়াই রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে।১০৬

তাহার পর নিরামিষ একভক্তাদিনিয়মযুক্ত হইয়া বিনশনতীর্থে গমন করিবে। যেখানে মেরুপৃষ্ঠে স্থিতা সরস্বতীনদী অদৃশ্যভাবে বহিতেছে।১০৭

কিন্তু চমস, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদে এই সরস্বতীনদীকে দেখা যায়। সেই চমসোদ্ভেদে স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে।১০৮

মানুষ শিবোদ্ভেদে স্নান করিয়া সহস্রগোদানের ফল লাভ করিবে এবং নাগোদ্ভেদে স্নান করিয়া নাগলোকে গমন করিবে।১০৯

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর দুর্লভ শশযানতীর্থে গমন করিবে; ভরতনন্দন মহারাজ! যেখানে সেই সাগরপক্ষিগণ শশরূপ ধারণ করিয়া প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন সরস্বতীনদীতে লোকের দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে; সেই শশযানতীর্থে স্নান করিয়া সর্ব্বদা চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ হইয়া থাকে এবং সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।১১০-১১২

কুরুনন্দন! তাহার পর কোন নিয়মযুক্ত হইয়া কুমারকোটিতীর্থে যাইয়া স্নান করিবে এবং পিতৃ-দেবার্চ্চনে ব্যাপৃত হইবে।১১৩

তাহা হইলে সে লোক গবাময়নযজ্ঞের ফল লাভ

পুরা যত্র মহারাজ মুনিকোটিঃ সমাগতা।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা রুদ্রদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১১৫
অহং পূর্বমহং পূর্বং দ্রক্ষ্যামি বৃষভধ্বজম্।
এবং সম্প্রস্থিতা রাজন্ ঋষয়ঃ কিল ভারত ॥১১৬
ততো যোগেশ্বরেণাপি যোগমাস্থায় ভূপতে।
তেষাং মন্যুপ্রণাশার্থমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১১৭
সৃষ্টা কোটীতি রুদ্রাণামৃষীণামগ্রতঃ স্থিতা।
ময়া পূর্বতরং দৃষ্ট ইতি তে মেনিরে পৃথক্ ॥১১৮
তেষাং তুষ্টো মহাদেবো মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ বরং তেষাং প্রদিষ্টবান্ ॥
অদ্যপ্রভৃতি যুষ্মাকং ধর্মবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥১১৯
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র রুদ্রকোট্যাং নরঃ শুচিঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১২০

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্।
সরস্বত্যা মহাপুণ্যং কেশবং সমুপাসতে ॥১২১
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ।
অভিগচ্ছন্তি রাজেন্দ্র চৈত্রশুক্লচতুর্দশীম্ ॥১২২
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বিন্দেদ্ বহুসুবর্ণকম্।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১২৩
ঋষীণাং যত্র সত্রাণি সমাপ্তানি নরাধিপ।
সত্রাবসানমাসাদ্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি তীর্থযাত্রায়াং দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২

করিবে এবং আত্মবংশ উদ্ধার করিতে পারিবে। তৎপরে সংযত হইয়া রুদ্রকোটিতীর্থে গমন করিবে।১১৪

মহারাজ! পূর্বকালে যে তীর্থে কোটিসংখ্যক মুনি রুদ্রকে দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন।১১৫

ভরতনন্দন রাজন্! 'আমি আগে মহাদেবকে দেখিব, আমি আগে মহাদেবকে দেখিব' এইরূপ বলিতে থাকিয়া সেই ঋষিগণ যাইতে লাগিলেন।১১৬

রাজন্! তখন মহাদেবও যোগপ্রভাব অবলম্বন করিয়া, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিদের দৈন্যনিবারণের জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে (এক একটী হিসাবে) এককোটি রুদ্র হইলেন; এই কারণে সেই ঋষিগণ প্রত্যেকেই 'আমি আগে দেখিয়াছি' এইরূপ ধারণা করিলেন।১১৭-১১৮

রাজন্! তৎপরে মহাদেব সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিদের পরম ভক্তিতে তাঁহাদের উপরে সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন যে, 'আজ হইতে তোমাদের ধর্মবৃদ্ধি হইবে'।১১৯

নরশ্রেষ্ঠ! মানুষ সেই রুদ্রকোটিতীর্থে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইবে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে এবং নিজ কুল উদ্ধার করিতেপারিবে।১২০

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর জগদ্বিখ্যাত মহাপুণ্য সরস্বতীসঙ্গমে গমন করিবে, যেখানে মুনিগণ নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন।১২১

রাজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মাদিদেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দশী লক্ষ্য করিয়া যেখানে স্নান করিতে যাইয়া থাকেন।১২২

নরশ্রেষ্ঠ! সেই সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিয়া মানুষ বহুসুবর্ণদানের ফল পায় এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।১২৩

হে রাজন্! যেখানে ঋষিগণের যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই সত্রাবসানতীর্থে যাইয়া মানুষ সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।১২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্বে তীর্থযাত্রাবিষয়ে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮২

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কুরুক্ষেত্রস্য সীমায়ামবস্থিতানেকতীর্থানাং মহত্ত্বকথনম্।]

পুলস্ত্য উবাচ।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রমভিষ্টুতম্।
পাপেভ্যো যত্র মুচ্যন্তে দর্শনাৎ সর্ব্বজন্তবঃ ॥১

কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
য এবং সততং ব্রূয়াৎ সোঽপি পাপৈর্বিমুচ্যতে ॥২

পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥৩

দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥৪

তত্র মাসং বসেদ্ধীরঃ সরস্বত্যাং নরাধিপ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ॥৫

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষাঃ পন্নগাশ্চ মহীপতে।
ব্রহ্মক্ষেত্রং মহাপুণ্যমভিগচ্ছন্তি ভারত ॥৬

মনসাঽপ্যভিকামস্য কুরুক্ষেত্রং যুধিষ্ঠির।
পাপানি বিপ্রণশ্যন্তি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৭

গত্বা হি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ কুরুক্ষেত্রং কুরূদ্বহ।
ফলং প্রাপ্নোতি চ তদা রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৮

ততো মঙ্কণকং নাম দ্বারপালং মহাবলম্।
যক্ষং সমভিবাদ্যৈব গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৯

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্।
সততং নাম রাজেন্দ্র যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥১০

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[কুরুক্ষেত্রের সীমায় স্থিত অনেক তীর্থের মহত্ত্ব-কথন।]

পুলস্ত্য বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সর্বতোভাবে প্রশংসিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে; যেখানে দর্শনমাত্রেই সকল প্রাণী পাপ হইতে মুক্ত হয়।১

'আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব এবং কুরুক্ষেত্রে বাস করিব' এইরূপ যে সর্ব্বদা বলে, সে-ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।২

কুরুক্ষেত্রের ধূলিগুলিও বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া পাপিষ্ঠলোকের দেহ পতিত হইলে, তাহার উত্তম গতি সম্পাদন করে।৩

সরস্বতীনদীর দক্ষিণ এবং দৃষদ্বতীনদীর উত্তরে কুরুক্ষেত্রের এই স্থানে যাহারা বাস করে, তাহারা স্বর্গেই বাস করে।৪

ভরতনন্দন নরনাথ রাজন্! জ্ঞানী লোক সরস্বতী-নদীর সেই স্থানে এক মাস বাস করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদিদেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ ও নাগগণ মহাপুণ্য এবং তপস্যাক্ষেত্র বলিয়া গমন করিয়া থাকেন।৫-৬

হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি মনে মনেও কুরুক্ষেত্রে গমনের অভিলাষ করেন, তাঁহাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন।৭

কৌরবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে মানব রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে।৮

তাহার পর সেখানে অতিশয় বলবান্ দ্বারপাল 'মঙ্কণক'-নামক যক্ষকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়াই সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।৯

ধর্ম্মজ্ঞ রাজশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর যেখানে বিষ্ণু সর্ব্বদাই সন্নিহিত আছেন, সেই সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর স্থানে গমন করিবে।১০

তত্র স্নাত্বা চ নত্বা চ ত্রিলোকপ্রভবং হরিম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১

ততঃ পারিপ্লবং গচ্ছেত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১২

পৃথিবীতীর্থমাসাদ্য গোসহস্রফলং লভেৎ ।
ততঃ শালূকিনীং গত্বা তীর্থসেবী নরাধিপ ॥১৩

দশাশ্বমেধে স্নাত্বা চ তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ ।
সর্পদেবীং সমাসাদ্য নাগানাং তীর্থমুত্তমম্ ॥১৪

অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি নাগলোকঞ্চ বিন্দতি ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দ্বারপালং তরন্তুকম্ ॥১৫

তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ ।
ততঃ পঞ্চনদং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥১৬

কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ।
অশ্বিনোস্তীর্থমাসাদ্য রূপবানভিজায়তে ॥১৭

সেখানে স্নান করিয়া এবং ত্রিভুবনকারণ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া মানুষ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে ।১১

তাহার পর মানুষ ত্রিভুবনবিখ্যাত পারিপ্লবতীর্থে গমন করিবে, তাহাতেই অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র-যজ্ঞের ফললাভ করিবে ।১২

নরপতে ! তদনন্তর তীর্থসেবী লোক পৃথিবীতীর্থে যাইয়া স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ করিবে ! তৎপরে শালূকিনীনদীতে যাইয়া দশাশ্বমেধস্থানে স্নান করত সেই সহস্রগোদানের ফলই পাইবে । তৎপরে উত্তম নাগতীর্থ সর্পদেবীতে যাইয়া মানুষ অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং নাগলোকে গমন করে । ধর্ম্মজ্ঞ ! তাহার পর সেখান হইতে 'তরন্তুক'-নামক দ্বারপালের নিকট যাইবে ।১৩-১৫

সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়া সহস্রগোদানের ফল লাভ করিবে । তৎপরে পঞ্চনদে গমন করত

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বারাহং তীর্থমুত্তমম্ ।
বিষ্ণুর্বরাহরূপেণ পূর্ব্বং যত্র স্থিতোঽভবৎ ॥১৮

তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ।
ততো জয়ন্ত্যাং রাজেন্দ্র সোমতীর্থং সমাবিশেৎ ॥১৯

স্নাত্বা ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়স্য মানবঃ ।
একহংসে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥২০

কৃতশৌচং সমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ ।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি কৃতশৌচো ভবেচ্চ সঃ ॥২১

ততো মুঞ্জবটং নাম স্থাণোঃ স্থানং মহাত্মনঃ ।
উপোষ্য রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥২২

তত্রৈব চ মহারাজ যক্ষিণীং লোকবিশ্রুতাম্ ।
স্নাত্বাভিগম্য রাজেন্দ্র সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥২৩

নিরামিষ একভক্তাদিনিয়মযুক্ত হইয়া তত্রত্য কোটি-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে । তৎপরে সেখান হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তীর্থে যাইয়া রূপবান্ হইবে ।১৬-১৭

ধর্ম্মজ্ঞ ! তাহার পর যেখানে পূর্ব্বে বিষ্ণু বরাহরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই উত্তম বারাহতীর্থে গমন করিবে ।১৮

নরশ্রেষ্ঠ ! সেই বারাহতীর্থে স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিবে । রাজেন্দ্র ! তাহার পর জয়ন্তীনগরে সোমতীর্থে প্রবেশ করিবে ।১৯

সেখানে স্নান করিয়া মানুষ রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং একহংসতীর্থে স্নান করিয়া সহস্রগোদানের ফল পায় ।২০

নরপতে ! তৎপরে তীর্থসেবী লোক 'কৃতশৌচ'-নামক তীর্থে যাইয়া বিষ্ণুকে লাভ করিবে এবং পরমপবিত্র হইবে ।২১

কুরুক্ষেত্রস্য তদ্দ্বারং বিশ্রুতং ভরতর্ষভ।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য তীর্থসেবী সমাহিতঃ ॥২৪

সম্মিতে পুষ্করাণাঞ্চ স্নাত্বার্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
জামদগ্ন্যেন রামেণ কৃতং তৎ সুমহাত্মনা ॥২৫

কৃতকৃত্যো ভবেদ্ রাজন্নশ্বমেধঞ্চ বিন্দতি।
ততো রামহ্রদান্ গচ্ছেত্তীর্থসেবী সমাহিতঃ ॥২৬

যত্র রামেণ রাজেন্দ্র তরসা দীপ্ততেজসা।
ক্ষত্রমুৎসাদ্য বীরেণ হ্রদাঃ পঞ্চ নিবেশিতাঃ ॥২৭

পূরয়িত্বা নরব্যাঘ্র রুধিরেণেতি নঃ শ্রুতম্।
পিতরস্তর্পিতাঃ সর্বে তথৈব প্রপিতামহাঃ ॥২৮

ততস্তে পিতরঃ প্রীতা রামমূচুর্নরাধিপ।
রাম রাম মহাভাগ প্রীতাঃ স্ম তব ভার্গব ॥২৯

অনয়া পিতৃভক্ত্যা চ বিক্রমেণ চ তে প্রভো।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে কিমিচ্ছসি মহাদ্যুতে ॥৩০

এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্র রামঃ প্রহরতাং বরঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পিতৄন্ স
গগনে স্থিতান্ ॥৩১

ভবন্তো যদি মে প্রীতা যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
পিতৃপ্রসাদমিচ্ছেয়ং তপ আপ্যায়নং পুনঃ ॥৩২

যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ময়া।
ততশ্চ পাপান্মুচ্যেয়ং যুষ্মাকং তেজসাপ্যহম্ ॥৩৩

তাহার পর মহাত্মা শিবের ‘মুঞ্জবট’-নামক স্থানে যাইয়া এক রাত্রি বাস করত গণপতিপদ (প্রমথগণের মধ্যে প্রাধান্য) লাভ করিবে।২২

মহারাজ! সেই স্থানেই জগদ্বিখ্যাত যক্ষিণী তীর্থ আছে। রাজেন্দ্র! সেখানে যাইয়া স্নান করিলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়।২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানটী কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত দ্বার; সুতরাং তীর্থসেবী মানুষ একাগ্রচিত্তে সেই স্থানটীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া পুষ্করতুল্য সেই তীর্থে স্নান করত এবং পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিয়া কৃতকার্য্য হইবে এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। কারণ, উত্তম মহাত্মা জমদগ্নিপুত্র রাম সেই স্থানটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজন্! তাহার পর তীর্থসেবী মানুষ একাগ্রচিত্তে রামহ্রদে গমন করিবে।২৪-২৬

রাজশ্রেষ্ঠ! মহাপ্রভাবশালী ও মহাবীর রাম (পরশুরাম) বলপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়া এবং তাঁহাদেরই রক্তে পূর্ণ করিয়া যেখানে পাঁচটী হ্রদ স্থাপন করিয়াছিলেন; আর সেই রক্তদ্বারাই পিতৃগণ ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের শুনা আছে ২৭-২৮

রাজন্! তাহার পর সেই পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া রামকে বলিলেন—‘রাম! রাম! মহাত্মন্! ভৃগুনন্দন! প্রভাবসম্পন্ন! তোমার এই পিতৃভক্তি ও বিক্রম দেখিয়া তোমার উপরে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে মহাশক্তিশালিন্! সুতরাং তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যেরূপ ইচ্ছা কর, সেইরূপ বর গ্রহণ কর।২৯-৩০

রাজশ্রেষ্ঠ! পিতৃগণ এইরূপ বলিলে, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া আকাশস্থিত পিতৃগণকে এই কথা বলিলেন।৩১

আপনারা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনাদের অনুগ্রহের যোগ্য হইয়া থাকি, তবে আমি আপনাদের প্রসন্নতা ইচ্ছা করি, আর আবার অতিশয় তপস্যা করিতে ইচ্ছা করি।৩২

আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া ক্ষত্রিয়জাতিকে যে উৎসন্ন করিয়াছি, আপনাদের বরপ্রভাবে আমি সেই পাপ হইতে যেন মুক্ত হইতে পারি।৩৩

হ্রদাশ্চ তীর্থভূতা মে ভবেয়ুর্ভুবি বিশ্রুতাঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং রামস্য পিতরস্তদা ॥৩৪

প্রত্যূচুঃ পরমপ্রীতা রামং হর্ষসমন্বিতাঃ।
তপস্তে বর্দ্ধতাং ভূয়ঃ পিতৃভক্ত্যা বিশেষতঃ ॥৩৫

যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ত্বয়া।
ততশ্চ পাপান্মুক্তস্ত্বং পতিতাস্তে স্বকর্ম্মভিঃ ॥৩৬

হ্রদাশ্চ তব তীর্থত্বং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
হ্রদেষ্বেতেষু যঃ স্নাত্বা পিতৄন্ সন্তর্পয়িষ্যতি ॥৩৭

পিতরস্তস্য বৈ প্রীতা দাস্যন্তি ভুবি দুর্লভম্।
ঈপ্সিতঞ্চ মনঃকামং স্বর্গলোকঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৩৮

এবং দত্ত্বা বরান্ রাজন্ রামস্য পিতরস্তদা।
আমন্ত্র্য ভার্গবং প্রীত্যা তত্রৈবান্তর্হিতাস্ততঃ ॥৩৯

এবং রামহ্রদাঃ পুণ্যা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
স্নাত্বা হ্রদেষু রামস্য ব্রহ্মচারী শুভব্রতঃ ॥৪০

রামমভ্যর্চ্চ্য রাজেন্দ্র লভেদ্ বহুসুবর্ণকম্।
বংশমূলকমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরূদ্বহ ॥৪১

স্ববংশমুদ্ধরেদ্ রাজন্ স্নাত্বা বৈ বংশমূলকে।
কায়শোধনমাসাদ্য তীর্থং ভরতসত্তম ॥৪২

শরীরশুদ্ধিমাপ্নোতি স্নাতস্তস্মিন্ ন সংশয়ঃ।
শুদ্ধদেহশ্চ সংযাতি শুভান্ লোকাননুত্তমান্ ॥৪৩

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
লোকা যত্রোদ্ধৃতাঃ পূর্ব্বং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥৪৪

লোকোদ্ধারং সমাসাদ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যপূজিতম্।
স্নাত্বা তীর্থবরে রাজন্ লোকানুদ্ধরতে
স্বকান্ ॥৪৫

আর, আমার এই হ্রদগুলি যেন জগদ্বিখ্যাত তীর্থ হয়। রামের এই মঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া পিতৃগণ পরমসন্তুষ্ট ও উৎফুল্লবদন হইয়া রামকে বলিলেন,—তোমার বিশেষ পিতৃভক্তিবশতঃ পুনরায় তপস্যা বৃদ্ধিলাভ করুক।৩৪-৩৫

তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে ক্ষত্রিয়জাতিকে উৎসন্ন করিয়াছ, সে পাপ হইতে তুমি মুক্তই আছ; কারণ, তাহারা আপন আপন কর্ম্মেই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।৩৬

আর, তোমার হ্রদগুলিও তীর্থ হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যে লোক এই হ্রদগুলিতে স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে, পিতৃগণ তাহার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া জগতে দুর্লভ এবং সকলেরই অভীষ্ট প্রত্যাশিত বিষয় পূরণ করিবেন এবং চিরস্থায়ী স্বর্গ দান করিবেন।৩৭-৩৮

রাজন্! তখন পিতৃগণ রামকে এইরূপ বর দান করিয়া এবং সন্তোষ সহকারে রামের অনুমতি লইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।৩৯

রাজশ্রেষ্ঠ! এই ভাবে মহাত্মা রামের হ্রদগুলি পুণ্যজনক হইয়াছিল। সুতরাং তীর্থসেবী মানব ব্রহ্মচারী ও শুভনিয়মযুক্ত হইয়া রামহ্রদে স্নান করত এবং রামের পূজা করিয়া বহুসুবর্ণদানের ফল লাভ করিবে। কুরুশ্রেষ্ঠ রাজন্! তৎপরে সেখান হইতে তীর্থসেবী মানব বংশমূলকতীর্থে যাইয়া এবং তাহাতে স্নান করিয়া আপন বংশ উদ্ধার করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর কায়শোধনতীর্থে যাইয়া তাহাতে স্নান করত নিশ্চয়ই শরীরশুদ্ধি লাভ করিবে এবং শুদ্ধ-শরীর হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মঙ্গলময় স্বর্গলোকে যাইবে।৪০-৪৩

ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর ত্রিভুবনবিখ্যাত লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে; যেখানে পূর্ব্বে প্রভাবশালী বিষ্ণু প্রলয়সমুদ্র হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।৪৪

রাজন্! ত্রিভুবনপূজিত তীর্থশ্রেষ্ঠ সেই লোকোদ্ধারতীর্থে যাইয়া তাহাতে স্নান করত আপন পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিবে।৪৫

শ্রীতীর্থঞ্চ সমাসাদ্য স্নাত্বা নিয়তমানসঃ।
অর্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ বিন্দতে শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥৪৬
কপিলাতীর্থমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ পিতৄন্ স্বান্ দৈবতান্যপি ॥৪৭
কপিলানাং সহস্রস্য ফলং বিন্দতি মানবঃ।
সূর্য্যতীর্থং সমাসাদ্য স্নাত্বা নিয়তমানসঃ ॥৪৮
অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবানুপবাসপরায়ণঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সূর্য্যলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৯
গবাং ভবনমাসাদ্য তীর্থসেবী যথাক্রমম্।
তত্রাভিষেকং কুর্বাণো গোসহস্রফলং লভেৎ॥৫০
শঙ্খিনীতীর্থমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ।
দেব্যাস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা লভতে রূপমুত্তমম্ ॥৫১
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দ্বারপালং তরন্তুকম্।
তচ্চ তীর্থং সরস্বত্যাং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ॥৫২
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মাবর্ত্তং নরাধিপ ॥৫৩
ব্রহ্মাবর্ত্তে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সুতীর্থকমনুত্তমম্ ॥৫৪
তত্র সন্নিহিতা নিত্যং পিতরো দৈবতৈঃ সহ।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ॥৫৫
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পিতৃলোকঞ্চ গচ্ছতি।
ততোঽম্বুমত্যাং ধর্ম্মজ্ঞ সুতীর্থকমনুত্তমম্ ॥৫৬
কাশীশ্বরস্য তীর্থে চ স্নাত্বা ভরতসত্তম।
সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৫৭
মাতৃতীর্থঞ্চ তত্রৈব যত্র স্নাতস্য ভারত।
প্রজা বিবর্দ্ধতে রাজন্নতবীং শ্রিয়মশ্নুতে ॥৫৮

তৎপরে সেখান হইতে শ্রীতীর্থে যাইয়া সংযতচিত্তে স্নান, পিতৃপূজা ও দেবপূজা করিয়া মানুষ উত্তম সম্পদ লাভ করে।৪৬

তাহার পর মানুষ কপিলাতীর্থে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া স্নান, পিতৃপূজা ও দেবপূজা করত সহস্র কপিলা গোদানের ফল লাভ করে। তদনন্তর সূর্য্যতীর্থে গমন করত সংযতচিত্ত ও উপবাসী থাকিয়া স্নান, পিতৃপূজা ও দেবপূজা করিয়া অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং সূর্য্যলোকে গমন করে।৪৭-৪৯

তৎপরে তীর্থসেবী মানব ক্রমশঃ গোভবনতীর্থে যাইয়া সেখানে স্নান করত সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।৫০

রাজন্! তীর্থসেবী মানব শঙ্খিনীতীর্থে যাইয়া সেই শঙ্খিনীদেবীর তীর্থে স্নান করত উত্তম শক্তি লাভ করে।৫১

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর তরন্তুক-নামক দ্বারপালের নিকট যাইবে; সরস্বতীনদীর স্থানবিশেষে সেই তীর্থটী মহাত্মা যক্ষরাজ কুবেরের তীর্থ।৫২

রাজন্! সেই তীর্থে স্নান করিয়া মানুষ অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ করে। ধর্ম্মজ্ঞ রাজন্! তাহার পর ব্রহ্মাবর্ত্তে যাইবে।৫৩

মানুষ ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করে। রাজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুতীর্থে গমন করিবে।৫৪

সেখানে সর্ব্বদাই দেবগণের সহিত পিতৃগণ অবস্থান করেন। সুতরাং সেখানে স্নান করিবে এবং পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করিবে।৫৫

তাহাতে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাইবে এবং পিতৃলোকে গমন করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর প্রশস্তসলিলা মণিকর্ণিকার সর্ব্বোত্তম সুতীর্থে গমন করিবে।৫৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! মানুষ কাশীনাথের সেই তীর্থে স্নান করত সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।৫৭

ততঃ শীতবনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
তীর্থং তত্র মহারাজ মহদন্যত্র দুর্লভম্ ॥৫৯
পুনাতি গমনাদেব কুলমেকং নরাধিপ।
কেশানভ্যুক্ষ্য বৈ তস্মিন্ পূতো ভবতি ভারত ॥৬০
তত্র তীর্থবরঞ্চান্যৎ শ্বাবিল্লোমাপহং স্মৃতম্।
তত্র বিপ্রা নরব্যাঘ্র বিদ্বাংসস্তীর্থতৎপরাঃ ॥৬১
প্রীতিং গচ্ছন্তি পরমাং স্নাত্বা ভরতসত্তম।
শ্বাবিল্লোমাপনয়নে তীর্থে ভরতসত্তম ॥৬২
প্রাণায়ামৈর্নির্হরন্তি স্বলোমানি দ্বিজোত্তমাঃ।
পূতাত্মানশ্চ রাজেন্দ্র প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ॥৬৩
দশাশ্বমেধিকঞ্চৈব তস্মিংস্তীর্থে মহীপতে।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥৬৪

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র মানুষং লোকবিশ্রুতম্।
যত্র কৃষ্ণমৃগা রাজন্ ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ ॥৬৫
বিগাহ্য তস্মিন্ সরসি মানুষত্বমুপাগতাঃ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৬৬
সর্ব্বপাপবিমুক্তাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
মানুষস্য তু পূর্ব্বেণ ক্রোশমাত্রে মহীপতে ॥৬৭
আপগা নাম বিখ্যাতা নদী সিদ্ধনিষেবিতা।
শ্যামাকং ভোজনং তত্র যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ ॥৬৮
দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য তস্য ধর্ম্মফলং মহৎ।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥৬৯
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ পিতৄন্ বৈ দৈবতানি চ।
উষিত্বা রজনীমেকামগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৭০

ভরতনন্দন রাজন্! সেই কাশীশ্বরতীর্থেই মাতৃতীর্থনামে একটী তীর্থ আছে, যাহাতে স্নান করিলে সন্তান বৃদ্ধি পায় এবং বিশাল সম্পত্তি লাভ হয়।৫৮

মহারাজ! তাহার পর নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া শীতবনে গমন করিবে; সেখানে এক মহাতীর্থ আছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ।৫৯

ভরতনন্দন রাজন্! মানুষ সেখানে গমন করিয়াই পিতৃকুল পবিত্র করে এবং কেশ অভ্যুক্ষণ করিয়া পবিত্র হয়।৬০

নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে 'শ্বাবিল্লোমাপহ'—নামে আর একটি প্রধান তীর্থ আছে। ভরতসত্তম! বিদ্বান্ ও তীর্থসেবী ব্রাহ্মণগণ সেই শ্বাবিল্লোমাপহতীর্থে স্নান করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন।৬১-৬২

হে রাজশ্রেষ্ঠ! সেখানে ব্রাহ্মণগণ প্রাণায়াম করিয়া আপন লোম ছেদন করেন, তাহাতে পবিত্র হন এবং পরম গতি লাভ করেন।৬৩

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই তীর্থে 'দশাশ্বমেধিক'-নামে একটী স্থান আছে, তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ পরম গতি লাভ করে।৬৪

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর জগদ্বিখ্যাত মানুষতীর্থে গমন করিবে। রাজন্! সেখানে পূর্ব্বকালে বহুতর কৃষ্ণসারহরিণ ব্যাধের বাণে পীড়িত হইয়া তত্রত্য সরোবরে অবগাহন করত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মানুষ ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই সরোবরে স্নান করিলে, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। হে মহীপতে! সেই মানুষতীর্থের পূর্ব্বদিকে একক্রোশ দূরে 'আপগা-নামে বিখ্যাত সিদ্ধসেবিত একটী নদী আছে; সেখানে যে লোক দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে শ্যামাধানের অন্ন দান করে, তাহার অধিক ধর্ম্মফল লাভ হয় এবং একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়।৬৫-৬৯

সেখানে স্নান, পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা এবং একরাত্রি বাস করিয়া মানুষ অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে।৭০

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
ব্রহ্মোডুম্বরমিত্যেবং প্রকাশং ভুবি ভারত ॥৭১
তত্র সপ্তর্ষিকুণ্ডেষু স্নাতস্য নরপুঙ্গব।
কেদারে চৈব রাজেন্দ্র কপিলস্য মহাত্মনঃ ॥৭২
ব্রহ্মাণমধিগম্যাথ শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥৭৩
কপিলস্য চ কেদারং সমাসাদ্য সুদুর্লভম্।
অন্তর্দ্ধানমবাপ্নোতি তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ ॥৭৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সরকং লোকবিশ্রুতম্।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামভিগম্য বৃষধ্বজম্ ॥৭৫
লভতে সর্ব্বকামান্ হি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
তিস্রঃ কোট্যস্তু তীর্থানাং সরকে কুরুনন্দন ॥৭৬
রুদ্রকোট্যাং তথা কূপে হ্রদেষু চ মহীপতে।
ইলাস্পদঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম ॥৭৭
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দৈবতানি পিতৄনথ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি ॥৭৮
কিংদানে চ নরঃ স্নাত্বা কিংজপ্যে চ মহীপতে।
অপ্রমেয়মবাপ্নোতি দানং জপ্যঞ্চ ভারত ॥৭৯
কলস্যাং বার্য্যুপস্পৃশ্য শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৮০
সরকস্য তু পূর্বেণ নারদস্য মহাত্মনঃ।
কুরুশ্রেষ্ঠ শুভং তীর্থমম্বাজন্মেতি বিশ্রুতম্ ॥৮১
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা প্রাণানুৎসৃজ্য ভারত।
নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতো লোকান্
প্রাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥৮২
শুক্লপক্ষে দশম্যাঞ্চ পুণ্ডরীকং সমাবিশেৎ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পুণ্ডরীকফলং
লভেৎ ॥৮৩

ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর 'জগতে 'ব্রহ্মোডুম্বর'-নামে বিখ্যাত ব্রহ্মার উত্তমস্থানে গমন করিবে।৭১

নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! সেখানকার সপ্তর্ষিকুণ্ড এবং মহাত্মা কপিলের খাতে স্নান করিলে মহাপুণ্য হয়।৭২

তাহার পর পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।৭৩

অতিদুর্লভ সপ্তর্ষিকুণ্ডে এবং কপিলকেদারে গমন করত তপস্যার প্রভাবে পাপবিহীন হইয়া অন্তর্দ্ধানশক্তি লাভ করে।৭৪

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর জগদ্বিখ্যাত সরকতীর্থে গমন করিবে। মানুষ সেখানে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন শিবের নিকটে যাইয়া সমস্ত অভীষ্ট লাভ করে এবং স্বর্গলোকে গমন করে। কারণ, সরক, রুদ্রকোটি, কূপ ও হ্রদে তিন কোটি তীর্থ অবস্থান করে। কুরুনন্দন ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই স্থানেই 'ইলাস্পদ'-নামে আর একটী তীর্থ আছে।৭৫-৭৭

সেই ইলাস্পদতীর্থে স্নান এবং দেবতাপূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া মানুষ দুর্গতি ভোগ করে না এবং বাজপেয়যজ্ঞের ফল পায়।৭৮

ভরতনন্দন রাজন্! মানুষ কিংদান-তীর্থে এবং কিংজপ্য-তীর্থে স্নান করিয়া অপরিমেয় দানের ফল ও জপের ফল লাভ করে।৭৯

ধর্ম্মবিশ্বাসী ও জিতেন্দ্রিয় মানব কলসীতীর্থের জলে স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে।৮০

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! সরকতীর্থের পূর্ব্বদিকে মহাত্মা নারদের অম্বাজন্মানামক বিখ্যাত তীর্থ আছে।৮১

হে ভারত! মানুষ সেই তীর্থে স্নান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে নারদের অনুমোদিত উত্তম লোকসমূহ লাভ করে।৮১-৮২

ততস্ত্রিপিষ্টপং গচ্ছেৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র বৈতরণী পুণ্যা নদী পাপপ্রণাশিনী ॥৮৪
তত্র স্নাত্বাঽর্চয়িত্বা চ শূলপাণিং বৃষধ্বজম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥৮৫
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ফলকীবনমুত্তমম্।
তত্র দেবাঃ সদা রাজন্ ফলকীবনমাশ্রিতাঃ ॥৮৬
তপশ্চরন্তি বিপুলং বহুবর্ষসহস্রকম্।
দৃষদ্বত্যাং নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ ॥৮৭
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং বিন্দতি ভারত।
তীর্থে চ সর্বদেবানাং স্নাত্বা ভরতসত্তম ॥৮৮
গোসহস্রস্য রাজেন্দ্র ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
পাণিখাতে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ ॥৮৯
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং বিন্দতি ভারত।
রাজসূয়মবাপ্নোতি ঋষিলোকঞ্চ বিন্দতি ॥৯০

ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ মিশ্রকং তীর্থমুত্তমম্।
তত্র তীর্থানি রাজেন্দ্র মিশ্রিতানি মহাত্মনা ॥৯১
ব্যাসেন নৃপশার্দ্দূল দ্বিজার্থমিতি নঃ শ্রুতম্।
সর্বতীর্থেষু স স্নাতি মিশ্রকে স্নাতি যো নরঃ ॥৯২
ততো ব্যাসবনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
মনোজবে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৯৩
গত্বা মধুবটীঞ্চৈব দেব্যাস্তীর্থে নরঃ শুচিঃ।
তত্র স্নাত্বাঽর্চয়িত্বা চ পিতৄন্ দেবাংশ্চ পুরুষঃ ॥৯৪
স দেব্যাঃ সমনুজ্ঞাতো গোসহস্রফলং লভেৎ।
কৌশিক্যাঃ সঙ্গমে যস্তু দৃষদ্বত্যাশ্চ ভারত ॥৯৫
স্নাতি বৈ নিয়তাহারঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ততো ব্যাসস্থলী নাম যত্র ব্যাসেন ধীমতা ॥৯৬
পুত্রশোকাভিতপ্তেন দেহত্যাগে কৃতা মতিঃ।
ততো দেবৈস্তু রাজেন্দ্র পুনরুত্থাপিতস্তদা ॥৯৭

শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে পুণ্ডরীকতীর্থে প্রবেশ করিবে। হে রাজন্! তথায় স্নান করিলে পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৮৩

তারপর ত্রিপিষ্টপতীর্থে গমন করিবে। সেখানে পুণ্যময়ী পাপপ্রণাশিনী বৈতরণী নদী আছে। ঐ নদীতে স্নান করিয়া শূলপাণি শঙ্করের অর্চনা করিলে তীর্থযাত্রী সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ৮৪-৮৫

হে রাজেন্দ্র! তারপর উত্তম ফলকীবন তীর্থে গমন করিবে। সেখানে দেবগণ বহু সহস্র বৎসর বিপুল তপস্যা করিতেছেন। হে ভারত! যে দৃষদ্বতীতে স্নান করত দেবতাগণের তর্পণ করে, সে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রনামক যজ্ঞদ্বয়ের ফল লাভ করে। হে ভরতসত্তম! সর্ব্বদেবতীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়। হে ভারত! মানব পাণিখাতনামক তীর্থে স্নান করত পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিলে অতিরাত্র, অগ্নিষ্টোম ও রাজসূয়—এই তিনটি যজ্ঞের ফল লাভ করত ঋষিলোকে গমন করে।৮৬-৯০

হে রাজেন্দ্র! তারপর তীর্থসেবী মিশ্রকনামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে। ব্যাসদেব এখানে ব্রাহ্মণগণের জন্য সমস্ত তীর্থকে মিশ্রিত করিয়াছেন—এইরূপ শোনা যায়। এজন্য মিশ্রকে যে স্নান করে, সে সর্ব্বতীর্থেই স্নান করে বুঝিতে হইবে।৯১-৯২

তারপর তীর্থযাত্রী মিতাহারী হইয়া নিয়মপূর্ব্বক ব্যাসবন তীর্থে গমন করিবে; কারণ, তথায় মনোজব-তীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।৯৩

তারপর মানব শুচি হইয়া মধুবটীতে দেবী তীর্থে গমন করত স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবগণের অর্চনা করিলে, তীর্থসেবী দেবীর অনুমোদিত সহস্র-গোদানের ফল লাভ করে।

কৌশিকী ও দৃষদ্বতী নদীর সঙ্গমে নিয়মিত

অভিগম্য হ্রদীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ।
কিংদত্তং কূপমাসাদ্য তিলপ্রস্থং প্রদায় চ ॥৯৮
গচ্ছেত পরমাং সিদ্ধিমৃণৈর্মুক্তঃ কুরূদ্বহ।
বেদীতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৯৯
অহশ্চ সুদিনঞ্চৈব দ্বে তীর্থে লোকবিশ্রুতে।
তয়োঃ স্নাত্বা নরব্যাঘ্র সূর্য্যলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১০০
মৃগধূমং ততো গচ্ছেত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত গঙ্গায়াং নৃপসত্তম ॥১০১
অর্চয়িত্বা মহাদেবমশ্বমেধফলং লভেৎ।
দেব্যাস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১০২
ততো বামনকং গচ্ছেত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র বিষ্ণুপদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্য চ বামনম্ ॥১০৩
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
কুলম্পুনে নরঃ স্নাত্বা পুনাতি স্বকুলং ততঃ ॥১০৪
পবনস্য হ্রদং গত্বা মরুতাং তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥১০৫
অমরাণাং হ্রদে স্নাত্বা সমভ্যর্চামরাধিপম্।
অমরাণাং প্রভাবেণ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১০৬
শালিহোত্রস্য তীর্থে চ শালিসূর্য্যে যথাবিধি।
স্নাত্বা নরবরশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১০৭
শ্রীকুঞ্জঞ্চ সরস্বত্যাং তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১০৮
ততো নৈমিষকুঞ্জঞ্চ সমাসাদ্য কুরূদ্বহ।
ঋষয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ॥১০৯

আহার করিয়া স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

তাহার পরই হইল ব্যাসস্থলীনামক তীর্থ; যেখানে উত্তম বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব পুত্রশোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই তীর্থে গমন করত স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।

হে কুরূদ্বহ! কিংদত্তনামক কূপের নিকটে গিয়া তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে, মানব দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করে। মানুষ বেদীতীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।৯৮-৯৯

হে নরশ্রেষ্ঠ! 'অহঃ' ও 'সুদিন' নামক দুইটি ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে। তথায় তথায় স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়।১০০

তারপর তীর্থসেবী ত্রিলোকবিশ্রুত মৃগধূম নামক তীর্থে গমন করত স্নান করিবে। সেখানে গঙ্গায় স্নান করিয়া মহাদেবে অর্চনা করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। দেবীতীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।১০২

তারপর ত্রিভুবনখ্যাত বামনক-নামক তীর্থে গমন করিবে। তথায় বিষ্ণুপদে স্নান করিয়া বামনদেবের পূজা করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। কুলম্পুন-তীর্থে স্নান করিলে তীর্থযাত্রীর নিজ কুলের উদ্ধার হয়।১০৩-১০৪

নরশ্রেষ্ঠ! মরুদ্গণের উত্তম তীর্থ পবনহ্রদে স্নান করিয়া মানুষ বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়।১০৫

দেবগণের পরম তীর্থ অমরহ্রদে স্নান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করিলে দেবগণের প্রভাবে স্বর্গলোকে পূজিত হয়।১০৬

হে নরবরশ্রেষ্ঠ! শালিসূর্য্যনামক শালিহোত্রের তীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।১০৭

হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতসত্তম! শ্রীকুঞ্জনামক সরস্বতীর তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের সমান ফল লাভ হয়।১০৮

তীর্থযাত্রাং পুরস্কৃত্য কুরুক্ষেত্রং গতাঃ পুরা।
তত্র কুঞ্জঃ সরস্বত্যাং কৃতো ভরতসত্তম ॥১১০
ঋষীণামবকাশঃ স্যাদ্ যথা তুষ্টিকরো মহান্।
তস্মিন্ কুঞ্জে নরঃ স্নাত্বা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১১১
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ কন্যাতীর্থমনুত্তমম্।
কন্যাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১১২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নরঃ ॥১১৩
ব্রাহ্মণশ্চ বিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্।
ততো গচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ সোমতীর্থমনুত্তমম্ ॥১১৪
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র সোমলোকমবাপ্নুয়াৎ।
সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততো গচ্ছেন্নরাধিপ ॥১১৫

হে কুরুবংশধর! তারপর নৈমিষকুঞ্জে যাত্রা করিবে। রাজেন্দ্র! নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ঋষিগণ পূর্ব্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। হে ভরতসত্তম! সরস্বতী নদীর তীরে এই কুঞ্জ তাঁহারাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।১০৯-১১০

এই কুঞ্জ অত্যন্ত ঋষিগণের প্রীতিকর ও অবকাশযাপনের স্থান। এখানে স্নান করিলে মানব অগ্নিষ্টোমের সমান ফললাভ করে।১১১

হে ধর্মজ্ঞ! তারপর উত্তম কন্যাতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে মানুষ সহস্রগোদানের ফললাভ করে। ১১২

হে রাজেন্দ্র! তারপর ব্রহ্মতীর্থে যাত্রা করিবে। তথায় স্নান করিলে ব্রাহ্মণেতর বর্ণও জন্মান্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।১১৩

ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণ স্নান করিলে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। নরশ্রেষ্ঠ! তারপর উত্তম সোমতীর্থে যাত্রা করিবে।১১৪

যত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধো মহর্ষির্লোকবিশ্রুতঃ।
পুরা মঙ্কণকো রাজন্ কুশাগ্রেণেতি নঃ শ্রুতম্ ॥১১৬
ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ।
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টো মহাতপাঃ ॥১১৭
প্রনৃত্তঃ কিল বিপ্রর্ষির্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ॥১১৮
প্রনৃত্তমুভয়ং বীর তেজসা তস্য মোহিতম্।
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরে রাজন্নৃষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥১১৯
বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেব ঋষেরর্থে নরাধিপ।
নায়ং নৃত্যেদ্ যথা দেব তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥১২০
তং প্রনৃত্তং সমাসাদ্য হর্ষাবিষ্টেন চেতসা।
সুরাণাং হিতকামার্থমৃষিং দেবোঽভ্যভাষত ॥১২১

নরোত্তম! রাজন্! মানুষ তথায় স্নান করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। তারপর সপ্তসারস্বততীর্থে গমন করিবে।১১৫

হে রাজন্! বহুপূর্ব্বে এখানে লোকবিশ্রুত মঙ্কণকনামক মহর্ষি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পুরাকালে মঙ্কণক ঋষির হাতের মধ্যে কুশের অগ্রভাগ ঢুকিয়া গিয়াছিল; তাহাতে তাঁহার হাতে ঘা হইল। সেই ঘা হইতে শাকরস বাহির হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহাতপস্বী ঋষি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হে বীর! তিনি নৃত্য করিতে থাকিলে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সচরাচর সকল জগৎই নৃত্য করিতে লাগিল।

হে রাজন্! তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ সকলে গিয়া মহাদেবের নিকট মঙ্কণক ঋষির নৃত্যের কথা নিবেদন করিলেন—"দেব! যাহাতে মঙ্কণক ঋষির নৃত্য শান্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।"

ভো ভো মহর্ষে ধর্ম্মজ্ঞ কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্।
হর্ষস্থানং কিমর্থং বা তবাদ্য মুনিপুঙ্গব ॥১২২

ঋষিরুবাচ।

তপস্বিনো ধর্ম্মপথে স্থিতস্য দ্বিজসত্তম।
কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসং
স্রুতম্ ॥১২৩

যং দৃষ্ট্বা সম্প্রনৃত্তোঽহং হর্ষেণ মহতান্বিতঃ।
তং প্রহস্যাব্রবীদ্দেব ঋষিং রাগেণ মোহিতম্ ॥১২৪

অহন্তু বিস্ময়ং বিপ্র ন গচ্ছামীতি পশ্য মাম্।
এবমুক্ত্বা নরশ্রেষ্ঠ মহাদেবেন বৈ তদা ॥১২৫

অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র স্বাঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোঽনঘ।
ততো ভস্ম ক্ষতাদ্ রাজন্ নির্গতং
হিমসন্নিভম্ ॥১২৬

তখন মহাদেব আনন্দিতচিত্তে উদ্দাম নৃত্যকারী সেই ঋষির নিকট গিয়া দেবতাগণের হিতের নিমিত্ত বলিলেন,—"হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি! আপনি কেন নৃত্য করিতেছেন? হে মুনিবর! আপনার এত আনন্দিত হইবার কারণই বা কি?" ১১৬-১২২

ঋষি বলিলেন,—"হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি ধর্ম্মপথে অবস্থান করত তপস্যা করিতেছিলাম; ব্রহ্মন্! এই অবস্থায় আমার হাত হইতে শাকরস নির্গত হইতেছে—ইহা কি আপনি দেখিতে পাইতেছেন না? আমি ইহা দেখিয়াই আনন্দে নৃত্য করিতেছি। তখন মহর্ষিকে রাগের দ্বারা মোহিত দেখিয়া মহাদেব বলিলেন—"হে বিপ্র! আমি ইহাতে মোটেই বিস্ময় বোধ করিতেছি না। হে নিষ্পাপ! "এই দেখুন" এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব নিজ অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে ক্ষত সৃষ্টি করিলেন। রাজন্! সেই ক্ষতস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ তুষারের ন্যায় শুভ্র ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল।১২৩-১২৬।

তদ্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্ স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ।
নান্যদ্দেবাৎ পরং মেনে রুদ্রাৎ পরতরং
মহৎ ॥১২৭

সুরাসুরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃক্।
ত্বয়া সর্ব্বমিদং সৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥১২৮

ত্বমেব সর্ব্বান্ গ্রসসি পুনরেব যুগক্ষয়ে।
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং
কুতো ময়া ॥১২৯

ত্বয়ি সর্ব্বে প্রদৃশ্যন্তে সুরা ব্রহ্মাদয়োঽনঘ।
সর্ব্বস্ত্বমসি লোকানাং কর্ত্তা কারয়িতা চ হ ॥১৩০

ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্ব্বে মোদন্তীহাকুতোভয়াঃ।
এবং স্তুত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতোঽব্রবীৎ ॥১৩১

ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব তপো মে ন ক্ষরেত বৈ।
ততো দেবঃ প্রহৃষ্টাত্মা ব্রহ্মর্ষিমিদমব্রবীৎ ॥১৩২

তাহা দেখিয়া ঋষি লজ্জিত হইলেন এবং মহাদেবের চরণে পতিত হইলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন ইনি মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহ নন এবং ইহাও নিশ্চয় করিলেন যে, রুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দেবতা নাই।১২৭

তখন তিনি তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন,—হে শূলধৃক্! আপনি সুরাসুর সমস্ত জগতের একমাত্র গতি; এই চরাচর জগৎ আপনার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।১২৮

প্রলয়কালে পুনরায় আপনিই সমস্ত জগৎকে গ্রাস করেন। আপনার স্বরূপ দেবগণও জানিতে পারেন না; সুতরাং আমি কিরূপে অবগত হইব?১২৯

হে অনঘ! আপনাতেই ব্রহ্মাদিদেবগণ দৃষ্ট হইতেছেন; আপনি সমস্ত লোকের কর্ত্তা ও কারয়িতা।১৩০

তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা।
আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সহ মহামুনে ॥১৩৩
সপ্তসারস্বতে স্নাত্বা অর্চ্চয়িষ্যন্তি যে তু মাম্।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥১৩৪
সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
এবমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৩৫
ততস্ত্বৌশনসং গচ্ছেৎত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥১৩৬
কার্ত্তিকেয়শ্চ ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যং কিল ভারত।
সান্নিধ্যমকরোন্নিত্যং ভার্গবপ্রিয়কাম্যয়া ॥১৩৭
কপালমোচনং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৩৮
অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেত্তত্র স্নাত্বা নরর্ষভ।
অগ্নিলোকমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১৩৯
বিশ্বামিত্রস্য তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যমধিগচ্ছতি ॥১৪০
ব্রহ্মযোনিং সমাসাদ্য শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥১৪১
পুনাত্যাসপ্তমঞ্চৈব কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্য-
বিশ্রুতম্ ॥১৪২
পৃথূদকমিতি খ্যাতং কার্ত্তিকেয়স্য বৈ নৃপ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ॥১৪৩
অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎ কিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা ॥১৪৪
তৎ সর্ব্বং নশ্যতে তত্র স্নাতমাত্রস্য ভারত।
অশ্বমেধফলঞ্চাপি লভতে স্বর্গমেব চ ॥১৪৫

আপনার কৃপাতেই দেবগণ অকুতোভয় হইয়া আনন্দে বিচরণ করেন। এইরূপে স্তুতি করত ঋষি মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন।১৩১

"হে মহাদেব! আপনার কৃপায় যেন তপস্যা ক্ষীণ না হয়।" তখন মহাদেব পরম প্রীত হইয়া সেই ব্রহ্মর্ষিকে বলিলেন—"হে বিপ্র! তোমার তপস্যা আমার প্রসাদে পূর্ব্ব হইতে সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হউক। মহামুনে! আমি তোমার সহিত এই আশ্রমে বাস করিব। এই সপ্তসারস্বততীর্থে স্নান করিয়া যাহারা আমার অর্চ্চনা করিবে, ইহলোকে ও পরলোকে কোন বস্তু তাঁহার নিকট দুর্লভ থাকিবে না এবং তাঁহারা সারস্বতলোক প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া মহাদেব সেইখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন ১৩২-১৩৫

তারপর ঔশনস তীর্থে যাত্রা করিবে। ভারত! যে তীর্থে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ, তপোধন ঋষিবৃন্দ, এবং ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ভার্গবের প্রিয় কামনায় নিত্য তিন সন্ধ্যাতেই উপস্থিত থাকেন।১৩৬-১৩৭

কপালমোচননামক তীর্থ সকল পাপের নাশক। সেখানে স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।১৩৮

তারপর অগ্নিতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে অগ্নিলোকপ্রাপ্তি হয় এবং নিজ কুলের উদ্ধার হয়।১৩৯

হে ভরতসত্তম! সেই খানেই বিশ্বামিত্রতীর্থ আছে। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে স্নান করিলে জন্মান্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়।১৪০

শুচি হইয়া সংযতচিত্তে ব্রহ্মযোনিতীর্থে গিয়া স্নান করিলে মানব ব্রহ্মলোক লাভ করে এবং নিজের সাত পুরুষকে নিঃসংশয়ে উদ্ধার করে।

হে রাজেন্দ্র! তারপর তীর্থসেবী ত্রিলোক-বিখ্যাত পৃথূদকনামক কার্ত্তিকেয়ের তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের

পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতী।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকম্ ॥১৪৬
উত্তমে সর্ব্বতীর্থানাং যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
পৃথূদকে জপ্যপরো ন পুনর্জন্ম সংলভেৎ ॥১৪৭
গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা।
বেদে চ নিয়তং রাজন্নভিগচ্ছেৎ পৃথূদকম্ ॥১৪৮
পৃথূদকাৎ পুণ্যতমং নান্যত্তীর্থং নরোত্তম।
এতন্মেধ্যং পবিত্রঞ্চ পাবনঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥১৪৯
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ।
পৃথূদকে নরশ্রেষ্ঠ প্রাহুরেবং মনীষিণঃ ॥১৫০
মধুস্রবঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৫১

ততো গচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ তীর্থং মেধ্যং যথাক্রমম্।
সরস্বত্যারুণায়াশ্চ সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ॥১৫২
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ স্নাত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥
আসপ্তমং কুলঞ্চৈব পুনাতি ভরতর্ষভ ॥১৫৩
অর্দ্ধকীলঞ্চ তত্রৈব তীর্থং কুরুকুলোদ্বহ।
বিপ্রাণামনুকম্পার্থং দর্ভিণা নির্ম্মিতং পুরা ॥১৫৪
ব্রতোপনয়নাভ্যাঞ্চাপ্যুপবাসেন চাপ্যুত।
ক্রিয়ামন্ত্রৈশ্চ সংযুক্তো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥১৫৫
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনোঽপি তত্র স্নাত্বা নরর্ষভ।
চীর্ণব্রতো ভবেদ্ বিদ্বান্ দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ ॥১৫৬

অর্চ্চনায় নিরত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ মানুষবুদ্ধির বশীভূত হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যত পাপ করে, তাহারা সেই সমস্ত পাপ হইতে স্নানমাত্রই মুক্ত হয় এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করত স্বর্গলোকে গমন করে।১৪১-১৪৫

কুরুক্ষেত্র স্বতঃতই পবিত্র স্থান। সরস্বতীনদী উহা অপেক্ষাও পবিত্র। সরস্বতী হইতে তীর্থসমূহ অধিক পবিত্র এবং তীর্থসমূহ হইতে পৃথূদক অধিক পবিত্র।১৪৬

ইহা সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ; যে ব্যক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে এই তীর্থে শরীর ত্যাগ করে, তাহার আর পুনরায় জন্ম হয় না অর্থাৎ সে মুক্তি লাভ করে।১৪৭

সনৎকুমার ও মহাত্মা ব্যাসদেব ইহার প্রশংসা গান করিয়াছেন; সুতরাং হে রাজন্। পৃথূদক তীর্থে গমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।১৪৮

পৃথূদক হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তীর্থ নাই; উহা মেধ্য, পরম পবিত্র ও পরম পাবন তীর্থ—ইহাতে কোন সংশয় নাই।১৪৯

নরশ্রেষ্ঠ। মনীষিগণ বলেন,—ঐ পৃথূদক তীর্থে গমন করিয়া স্নান করিলে পাপী মানুষও পাপশূন্য হইয়া স্বর্গে গমন করে।১৫০

ঐখানেই মধুস্রবনামক অপর তীর্থ আছে। হে ভরতসত্তম। সেখানে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।১৫১

হে রাজেন্দ্র। তারপর তীর্থসেবী লোকবিখ্যাত পরম পবিত্র তীর্থে সরস্বতী ও অরুণানদীর সঙ্গমস্থানে গমন করিবে।১৫২

সেখানে স্নান করিয়া তীর্থসেবী তিনরাত্রি বাস করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয় এবং অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যোগের ফল লাভ করে এবং নিজের সপ্তম পুরুষ উদ্ধার করে।১৫৩

হে কুরুকুলোদ্বহ। সেইখানে অর্দ্ধকীলনামক অপর তীর্থ আছে। বিপ্রগণের উপর কৃপা করিবার জন্য দর্ভী মুনি উহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।১৫৪

ঐ স্থানে ব্রত, উপনয়ন, উপবাস এবং মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানুষ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৫৫

হে নরর্ষভ। ক্রিয়া ও মন্ত্রবিহীন পুরুষও যদি সেখানে স্নান করে, তবে সে ধৃতব্রত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে—ইহা প্রাচীণগণ বলিয়া থাকেন।১৫৬

সমুদ্রাশ্চাপি চত্বারঃ সমনীতাশ্চ দধিণা।
তেষু স্নাতো নরশ্রেষ্ঠ ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫৭

ফলানি গোসহস্রাণাং চতুর্ণাং বিন্দতে চ সঃ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং শতসহস্রকম্ ॥১৫৮

সহস্রকঞ্চ তত্রৈব দ্বে তীর্থে লোকবিশ্রুতে।
উভয়োর্হি নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৫৯

দানং বাপ্যুপবাসো বা সহস্রগুণিতং ভবেৎ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র রেণুকা তীর্থমুত্তমম্ ॥১৬০

তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১৬১

বিমোচন উপস্পৃশ্য জিতমন্যুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রতিগ্রহকৃতৈঃ পাপৈঃ সর্বৈঃ স পরিমুচ্যতে ॥১৬২

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুণ্যেন মহতা যুক্তঃ সতাং লোকে মহীয়তে ॥১৬৩

যত্র যোগেশ্বরঃ স্থাণুঃ স্বয়মেব বৃষধ্বজঃ।
তমর্চ্চয়িত্বা দেবেশং গমনাদেব সিধ্যতি ॥১৬৪

তৈজসং বারুণং তীর্থং দীপ্যতে স্বেন তেজসা।
যত্র ব্রহ্মাদিভির্দেবৈ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥১৬৫

সৈনাপত্যেন দেবানামভিষিক্তো গুহস্তদা।
তৈজসস্য তু পূর্ব্বেণ কুরুতীর্থং কুরূদ্বহ ॥১৬৬

কুরুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥১৬৭

স্বর্গদ্বারং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৬৮

দর্ভী মুনি তপস্যার বলে সেখানে চারি সমুদ্রকেও আনয়ন করিয়াছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ। সেই চারি সমুদ্রে স্নান করিলে মানুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং সে চারি সহস্র গোদানের ফল লাভ করে।

হে ধর্ম্মজ্ঞ। উহার নিকটেই অবস্থিত শতসহস্রক ও সহস্রক নাম দুইটি বিখ্যাত তীর্থ আছে। ঐ উভয় তীর্থে গমন করত স্নান করিলে সহস্র-গোদানের ফল লাভ হয় ।১৫৭-১৫৯

সেই তীর্থে দান ও উপবাসের সহস্রগুণ ফল হয়। হে রাজেন্দ্র। তারপর উত্তম রেণুকাতীর্থে যাইবে ।১৬০

তথায় স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিলে মানুষ সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে ।১৬১

বহিরিন্দ্রিয়সমূহ ও ক্রোধকে সংযত করিয়া বিমোচনতীর্থে স্নান করিলে মানুষ প্রতিগ্রহকৃত সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয় ।১৬২

তারপর ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চবটী-তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমনমাত্রই মানুষ মহাপুণ্য লাভ করত সৎপুরুষগণের লোকে পূজিত হইয়া অবস্থান করে ।১৬৩

সেখানে যোগেশ্বর বৃষধ্বজ শঙ্কর বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সেস্থানে গমনমাত্রই সিদ্ধিলাভ করে ।১৬৪

ঐখানেই নিজ তেজে দীপ্যমান তৈজসনামে বরুণদেবসম্বন্ধীয় এক তীর্থ আছে। তথায় ব্রহ্মাদি-দেবগণ এবং তপস্বী ঋষিগণ কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনা-পতির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে কুরুবংশধর! ঐ তৈজস তীর্থেরই পূর্ব্বদিকে কুরুতীর্থ আছে ।১৬৫-১৬৬

ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কুরুতীর্থে স্নান করিলে মানুষ সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে ।১৬৭

ততো গচ্ছেদনরকং তীর্থসেবী নরাধিপ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৬৯

তত্র ব্রহ্মা স্বয়ং নিত্যং দেবৈঃ সহ মহীপতে।
অন্বাস্তে পুরুষব্যাঘ্র নারায়ণপুরোগমৈঃ ॥১৭০

সান্নিধ্যং তত্র রাজেন্দ্র রুদ্রপত্ন্যাঃ কুরূদ্বহ।
অভিগম্য চ তাং দেবীং ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৭১

তত্রৈব চ মহারাজ বিশ্বেশ্বরমুমাপতিম্।
অভিগম্য মহাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥১৭২

নারায়ণঞ্চাভিগম্য পদ্মনাভমরিন্দম।
রোচমানো মহারাজ বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৭৩

তীর্থেষু সর্ব্বদেবানাং স্নাতঃ স পুরুষর্ষভ।
সর্ব্বদুঃখৈঃ পরিত্যক্তো দ্যোততে শশিবন্নরঃ ॥১৭৪

ততঃ স্বস্তিপুরং গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৭৫

পাবনং তীর্থমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি ভারত ॥১৭৬

গঙ্গাহ্রদশ্চ তত্রৈব কূপশ্চ ভরতর্ষভ।
তিস্রঃ কোট্যস্তু তীর্থানাং তস্মিন্ কূপে মহীপতে।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ স্বর্গলোকং প্রপদ্যতে ॥১৭৭

আপগায়াং নরঃ স্নাত্বা অর্চ্চয়িত্বা মহেশ্বরম্।
গাণপত্যমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১৭৮

ততঃ স্থাণুবটং গচ্ছেৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা স্থিতো রাত্রিং রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৭৯

তারপর নিয়মপালন পূর্ব্বক মিতাহার হইয়া তীর্থসেবী স্বর্গদ্বার তীর্থে যাইবে। তথায় গমন করিয়া স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে।১৬৮

হে নরাধিপ! তারপর তীর্থসেবী অনরকনামক তীর্থে গমন করিবে। রাজন্! তথায় স্নান করিলে মানব কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।১৬৯

হে পুরুষব্যাঘ্র! হে ভূপতে! স্বয়ং ব্রহ্মা নারায়ণপ্রমুখ দেবতাগণের সহিত সেখানে নিত্যই অবস্থান করেন।১৭০

হে রাজেন্দ্র! হে কুরুবংশশ্রেষ্ঠ! ঐ স্থানে রুদ্রপত্নী শ্রীদুর্গাদেবীর স্থান আছে। ঐ দেবী দর্শন করিলে মানুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।১৭১

মহারাজ! ঐ স্থানে উমাপতি বিশ্বেশ্বরেরও স্থান আছে। এই মহাদেব দর্শনে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৭২

অরিন্দম মহারাজ ঐ স্থানে অবস্থিত পদ্মনাভ নারায়ণ মূর্ত্তিকে দর্শন করিলে মানুষ তেজোদীপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।১৭৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সকল দেবতার অধিষ্ঠানস্বরূপ ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মানুষ সর্ব্ব দুঃখ বিমুক্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে।১৭৪

হে নরাধিপ! তারপর তীর্থসেবী স্বস্তিপুর তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থকে প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র গো-দানের ফল হয়।১৭৫

ভারত! তারপর পাবন তীর্থে গমন করত পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়।১৭৬

হে ভরতর্ষভ! সেই স্থানে গঙ্গাহ্রদ নামক একটি কূপ আছে। হে ভূপতে! ঐ কূপে তিন কোটি দেবতা অবস্থান করেন। হে রাজন্! ঐ কূপে স্নান করিলে মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে।১৭৭

তত্রত্য আপগাতীর্থে স্নান করত মহেশ্বরকে পূজা করিলে মানুষ গণপতি পদলাভ করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।১৭৮

বদরীপাচনং গচ্ছেদ্ বশিষ্ঠস্যাশ্রমং ততঃ।
বদরীং ভক্ষয়েত্তত্র ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥১৮০
সম্যগ্ দ্বাদশ বর্ষাণি বদরান্ ভক্ষয়েত্ত্ যঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তেন ভবেত্তুল্যো নরাধিপ ॥১৮১
ইন্দ্রমার্গং সমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ।
অহোরাত্রোপবাসেন শক্রলোকে মহীয়তে ॥১৮২
একরাত্রং সমাসাদ্য একরাত্রোষিতো নরঃ।
নিয়তঃ সত্যবাদী চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৮৩
ততো গচ্ছেচ্চ ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
আদিত্যস্যাশ্রমো যত্র তেজোরাশের্মহাত্মনঃ ॥১৮৪
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা বিভাবসুম্।
আদিত্যলোকং ব্রজতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১৮৫
সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তীর্থসেবী নরাধিপ।
সোমলোকমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥১৮৬
ততো গচ্ছেচ্চ ধর্ম্মজ্ঞ দধীচস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থং পুণ্যতমং রাজন্ পাবনং লোকবিশ্রুতম্॥১৮৭
যত্র সারস্বতো রাজঃ সোঽঙ্গিরাস্তপসো নিধিঃ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বাজিমেধফলং লভেৎ॥১৮৮
সারস্বতীং গতিঞ্চৈব লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
ততঃ কন্যাশ্রমং গচ্ছেন্নিয়তো ব্রহ্মচর্য্যবান্ ॥১৮৯
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজন্ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
লভেৎ কন্যাশতং দিব্যং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৯০
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থং সন্নিহতীমপি।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥১৯১

তারপর ত্রিভুবনবিখ্যাত স্থাণুবটতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলে মানুষ রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়।১৭৯

তৎপরে বদরীপাচননামক মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিবে। মানুষ সেখানে তিনরাত্রি উপবাস করিয়া বদরী (কুল) ভক্ষণ করিবে।১৮০

যদি কেহ সেখানে তিনরাত্রি উপবাস করত দ্বাদশবৎসর ধরিয়া বদরীভক্ষণ করে, রাজন্! তবে সে বশিষ্ঠের তুল্যতা প্রাপ্ত হয়।১৮১

অনন্তর তীর্থসেবী ইন্দ্রমার্গ তীর্থে গমন করত অহোরাত্র উপবাস করিলে ইন্দ্রলোকে পূজিত হইয়া অবস্থান করে।১৮২

নিয়মপালনপূর্ব্বক সত্যবাদী হইয়া একরাত্র-নামক তীর্থে গমন করত একরাত্রি উপবাস করিলে মানব ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া অবস্থান করে।১৮৩

হে রাজেন্দ্র! তারপর তীর্থসেবী ত্রিলোকবিশ্রুত আদিত্যতীর্থে গমন করিবে। তেজোরাশিস্বরূপ মহাত্মা আদিত্যদেবেরই ঐ তীর্থ। তথায় স্নান করত সূর্য্যদেবের পূজা করিলে তীর্থসেবী আদিত্যলোকে গমন করে এবং স্বকুল উদ্ধার করে।১৮৪-১৮৫

হে নরাধিপ! তীর্থসেবী সোমতীর্থে স্নান করিলে চন্দ্রলোকে প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।১৮৬

হে ধর্ম্মজ্ঞ রাজন্! তারপর মহাত্মা দধিচের পরম পুণ্যময় লোকবিখ্যাত তীর্থ পাবনতীর্থে গমন করিবে।১৮৭

যেখানে তপোনিধি সরস্বতীর পুত্র অঙ্গিরা ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সারস্বতী গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাতে সন্দেহ নাই। তারপর তথায় নিয়মপালনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া কন্যাশ্রমে গমন করিবে॥১৮৮-১৮৯

রাজন্! সেখানে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া নিয়মপালনপূর্ব্বক নিয়মিত ভোজন করিলে দিব্য একশত কন্যালাভ হয় এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।১৯০

ধর্ম্মজ্ঞ! তারপর সন্নিহতী তীর্থে গমন করিবে। প্রতিমাসে সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপস্বী ঋষগণ

মাসি মাসি সমায়ান্তি পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ।
সন্নিহত্যামুপস্পৃশ্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ॥১৯২
অশ্বমেধশতং তেন তত্রেষ্টং শাশ্বতং ভবেৎ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি অন্তরীক্ষে চ যানি চ ॥১৯৩
নদ্যো হ্রদাস্তড়াগাশ্চ সর্ব্বপ্রস্রবণানি চ।
উদপানানি বাপ্যশ্চ তীর্থান্যায়তনানি চ ॥১৯৪
নিঃসংশয়মমাবাস্যাং সমেষ্যন্তি নরাধিপ।
মাসি মাসি নরব্যাঘ্র সন্নিহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥১৯৫
তীর্থসন্নিহনাদেব সন্নিহত্যেতি বিশ্রুতা।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১৯৬
অমাবাস্যাস্তু তত্রৈব রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে মর্ত্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥১৯৭
অশ্বমেধসহস্রস্য সম্যগিষ্টস্য যৎ ফলম্।
স্নাত এব তদাপ্নোতি কৃত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ মানবঃ ॥১৯৮

মহাপুণ্য যুক্ত হইয়া আগমন করেন। সন্নিহতীতীর্থে সূর্য্যগ্রহণের সময় স্নান করিলে মানব শাশ্বত শতাশ্বমেধযজ্ঞরূপ অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ। এই পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে যত তীর্থ আছে, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, প্রস্রবণ, কূপ, বাপী, এবং পুণ্য আয়তন আছে, সে সমস্তই অমাবস্যা তিথিতে সন্নিহতীতীর্থে আসিয়া সমবেত হন। তীর্থসমূহের একত্রীকরণ বশতই উহার নাম সন্নিহতী তীর্থ হইয়াছে। সেখানে স্নান ও উহার জল পান করিলে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।১৯১-১৯৬

অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণের দিন যে মানব এখানে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্যফলের কথা শ্রবণ কর।১৯৭

সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল, তাহা এখানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করামাত্রই মানব লাভ করে।১৯৮

যৎ কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতং কর্ম্ম স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
স্নাতমাত্রস্য তৎ সর্ব্বং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৯৯
পদ্মবর্ণেন যানেন ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি।
অভিবাদ্য ততো যক্ষং দ্বারপালং মচক্রুকম্ ॥২০০
কোটিতীর্থ উপস্পৃশ্য লভেদ্ বহুসুবর্ণকম্।
গঙ্গাহ্রদশ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম ॥২০১
তত্র স্নায়ীত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥২০২
পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমন্তরীক্ষে চ পুষ্করম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং প্রশস্যতে ॥২০৩
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রাদ্ বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥২০৪
উত্তরেণ দৃষদ্বত্যা দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥২০৫

স্ত্রী বা পুরুষ জন্মাবধি যত পাপই করুক না কেন, এখানে স্নান করা মাত্রই সে সমস্তই নাশ প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সংশয় নাই।১৯৯

মৃত্যুর পরে সেই ব্যক্তি পদ্মবর্ণ বিমানে আরোহণ করত ব্রহ্মলোকে গমন করে। অনন্তর মচক্রুকনামক দ্বারপালকে নমস্কার করিয়া কোটিতীর্থে স্নান করিলে প্রচুর সুবর্ণ লাভ হয়। ভরতসত্তম। সেইখানেই গঙ্গাহ্রদনামক তীর্থ আছে।২০০-২০১

ধর্ম্মজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত সমাহিতচিত্তে উহাতে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।২০২

পৃথিবীতে নৈমিষারণ্য তীর্থ প্রশস্ত, অন্তরিক্ষে পুষ্করতীর্থ এবং তিনলোকেই কুরুক্ষেত্রতীর্থ প্রশস্ত।২০৩

বায়ুর দ্বারা উড্ডীয়মান কুরুক্ষেত্রের ধূলিকণা-সমূহও পাপিগণকে পরমা গতি লাভ করাইয়া থাকে।২০৪

যাহারা সরস্বতীর দক্ষিণে দৃষদ্বতীর উত্তরে

কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্ ।
অপ্যেকাং বাচমুৎসৃজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০৬
ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্ ।
তস্মিন্ বসন্তি যে মর্ত্ত্যা ন তে শোচ্যাঃ কথঞ্চন ॥২০৭
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং পিতামহস্যোত্তরবেদিরুচ্যতে ॥২০৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি নানাতীর্থকথনে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩

কুরুক্ষেত্রের অংশবিশেষে বাস করে, তাহারা স্বর্গেই বাস করিতেছে বুঝিতে হইবে ।২০৫

"আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব" "আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব" শুধু এইরূপ যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেই মানুষ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ।২০৬

কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মার বেদীস্বরূপ, ইহা ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত হওয়ায় অধিক পুণ্যস্থান। সেখানে যে সকল মনুষ্য বাস করে, তাহারা কখনও শোকজনক অবস্থায় পতিত হয় না ।২০৭

তরন্তুক ও অরন্তুক এবং রামহ্রদ ও মচক্রুক ইহাদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক। ইহাকে ব্রহ্মার উত্তর বেদী বলা হয় ।২০৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে নানা তীর্থকথনবিষয়ে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৮৩

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[বিভিন্নতীর্থানাং মহিমকথনম্ ।]

পুলস্ত্য উবাচ ।
ততো গচ্ছেন্মহারাজ ধর্মতীর্থমনুত্তমম্ ।
যত্র ধর্মো মহাভাগস্তপ্তবাননুত্তমং তপঃ ॥১
তেন তীর্থং কৃতং পুণ্যং স্বেন নাম্না চ বিশ্রুতম্
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ধর্মশীলঃ সমাহিতঃ ॥২
আ সপ্তমং কুলং চৈব পুনীতে নাত্র সংশয়ঃ ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র জ্ঞানপাবনমুত্তমম্ ॥৩
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি মুনিলোকঞ্চ গচ্ছতি ।
সৌগন্ধিকবনং রাজন্ ততো গচ্ছেত মানবঃ ॥৪

চতুরশীতিতম অধ্যায়

[বিভিন্ন তীর্থসমূহের মহিমা কথন ।]

পুলস্ত্য বলিলেন,—হে মহারাজ! তাহার পর যেস্থানে মহাভাগ স্বয়ং ধর্ম্ম উগ্রতপস্যা করিয়াছিলেন, সেই অনুত্তম ধর্ম্মতীর্থে তীর্থসেবী গমন করিবে ।১

সেই ধর্ম্মই এই পুণ্যতীর্থ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারই নামেই তীর্থের নামকরণ হইয়াছে। রাজন্! সেখানে স্নান করিলে মানুষ একাগ্রচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং নিজ সপ্তম কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার করে—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। হে রাজেন্দ্র! তারপর জ্ঞানপাবননামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে ।২-৩

তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল

তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চ মহোরগাঃ ॥৫
তদ্ বনং প্রবিশন্নেব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ততশ্চাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নদীনামুত্তমা নদী ॥৬
প্লক্ষাদ্ দেবী স্রুতা রাজন্ মহাপুণ্যা সরস্বতী।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত বল্মীকান্নিঃসৃতে জলে ॥৭
অর্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবানশ্বমেধফলং লভেৎ।
ঈশানাধ্যুষিতং নাম তত্র তীর্থং সুদুর্লভম্ ॥৮
ষট্সু শম্যানিপাতেষু বল্মীকাদিতি নিশ্চয়ঃ।
কপিলানাং সহস্রঞ্চ বাজিমেধঞ্চ বিন্দতি ॥৯
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ।
সুগন্ধাং শতকুম্ভাঞ্চ পঞ্চযজ্ঞাঞ্চ ভারত ॥১০
অভিগম্য নরশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ত্রিশূলখাতং তত্রৈব তীর্থমাসাদ্য ভারত ॥১১
তত্রাভিষেকং কুর্বীত পিতৃদেবার্চনে রতঃ।
গাণপত্যঞ্চ লভতে দেহং ত্যক্ত্বা ন সংশয়ঃ ॥১২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেব্যাঃ স্থানং সুদুর্লভম্।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥১৩
দিব্যং বর্ষসহস্রং হি শাকেন কিল সুব্রতা।
আহারং সা কৃতবতী মাসি মাসি নরাধিপ ॥১৪
ঋষয়োঽভ্যাগতাস্তত্র দেব্যা ভক্ত্যা তপোধনাঃ।
আতিথ্যঞ্চ কৃতং তেষাং শাকেন কিল ভারত ॥১৫
ততঃ শাকম্ভরীত্যেব নাম তস্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম্।
শাকম্ভরীং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥১৬

লাভ হয় এবং মুনিলোক প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! তারপর মানব সৌগন্ধিকবনতীর্থে গমন করিবে ।৪

সেখানে ব্রহ্মাদিদেবগণ, তপস্বী ঋষিগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, কিন্নর, ও মহোরগগণ সতত বাস করেন ।৫

সেই বনে প্রবেশমাত্রই মানুষ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। উহার কিছু দূরে নদী ও সরিদ্গণের শ্রেষ্ঠা সরস্বতী নদী প্লক্ষবৃক্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন। হে রাজন্! সেখানে উইঢিপি হইতে নিঃসৃতজলে স্নান করিবে ৬-৭

সেখানে স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এ স্থানেই ঈশানাধ্যুষিত নামক পরম দুর্লভ তীর্থ বিদ্যমান আছে ।৮

উই ঢিপি হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব ছয়টী শম্যানিপাত (বলবান্ পুরুষের দ্বারা নিক্ষিপ্ত লাঠি যতদূর যায়, উহাকে এক শম্যানিপাত বলে)। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে স্নান করিলে সহস্র কামধেনুদান ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এই উভয়ের সমান ফল লাভ হয়— প্রাচীনগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন।

ভারত! নরশ্রেষ্ঠ! সুগন্ধা, শতকুম্ভা ও পঞ্চযজ্ঞা তীর্থে স্নান করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়।

সেই স্থানেই ত্রিশূলখাতনামক তীর্থ আছে, তথায় গিয়া স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিলে শরীর পরিত্যাগের পর গণপতিপদ লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই ।৯-১২

রাজেন্দ্র! অনন্তর শাকম্ভরীনামে ত্রিলোকবিখ্যাত সুদুর্লভ দেবীর তীর্থে গমন করিবে ।১৩

উত্তমব্রত পালনকারিণী দেবী দিব্য দুই সহস্র বৎসর এক এক মাস পর পর শাক আহার করিয়াছিলেন এবং নরপতে! সেই স্থানে তপস্বী ঋষিগণ আতিথ্য গ্রহণ করিলে দেবী তাঁহাদের শাকের দ্বারাই আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন ।১৪-১৫

ভারত! সেই জন্য সেই তীর্থের নাম শাকম্ভরী তীর্থ হইয়াছে। তথায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে শাক ভক্ষণ করত তিন রাত্রি শুচি হইয়া

ত্রিরাত্রমুষিতঃ শাকং ভক্ষয়িত্বা নরঃ শুচিঃ।
শাকাহারস্ত যৎ কিঞ্চিদ্ বর্ষৈর্দ্বাদশভিঃ কৃতম্ ॥১৭
তৎ ফলং তস্য ভবতি দেব্যাশ্ছন্দেন ভারত।
ততো গচ্ছেৎ সুবর্ণাখ্যং ত্রিষু লোকেষু
বিশ্রুতম্ ॥১৮
তত্র বিষ্ণুঃ প্রসাদার্থং রুদ্রমারাধয়ৎ পুরা।
বরাংশ্চ সুবহূঁল্লেভে দৈবতেষু সুদুর্লভান্ ॥১৯
উক্তশ্চ ত্রিপুরঘ্নেন পরিতুষ্টেন ভারত।
অপি চ ত্বং প্রিয়তরো লোকে কৃষ্ণ ভবিষ্যসি ॥২০
ত্বন্মুখঞ্চ জগৎ সর্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র পূজয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ॥২১
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি।
ধূমাবতীং ততো গচ্ছেৎ ত্রিরাত্রোপোষিতো
নরঃ ॥২২
মনসা প্রার্থিতান্ কামাঁল্লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দেব্যাস্তু দক্ষিণার্দ্ধেন রথাবর্তো নরাধিপ ॥২৩

বাস করিলে মানব দেবীর কৃপায় দ্বাদশ বৎসর শাকাহারপূর্ব্বক তপস্যার ফল লাভ করে।

তারপর ত্রিলোকবিখ্যাত সুবর্ণ তীর্থের দিকে যাত্রা করিবে। তথায় বিষ্ণু রুদ্রের প্রসন্নতার জন্য আরাধনা করিয়া দেবগণেরও সুদুর্লভ বরসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১৬-১৯

হে ভারত। ত্রিপুরারি শ্রীকৃষ্ণকে বর দিয়াছিলেন,—হে কৃষ্ণ। তুমি জগতে সকলের প্রিয় হইবে এবং জগতে তোমারই প্রাধান্য হইবে সন্দেহ নাই। তথায় গিয়া স্নান করত শঙ্করের পূজা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং গণপতিপদ প্রাপ্ত হয়। ওখান হইতে ধূমাবতী তীর্থে গমন করিবে। তথায় তিন রাত্রি উপবাস করিলে নিঃসন্দেহে মনোবাঞ্ছিত সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়।

তত্রারোহেত ধর্মজ্ঞ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মহাদেবপ্রসাদাদ্ধি গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥২৪
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ।
ধারাং নাম মহাপ্রাজ্ঞ সর্বপাপপ্রমোচনাম্ ॥২৫
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ন শোচতি নরাধিপ।
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ নমস্কৃত্য মহাগিরিম্ ॥২৬
স্বর্গদ্বারেণ যৎ তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত কোটিতীর্থে সমাহিতঃ ॥২৭
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ।
উষ্যৈকাং রজনীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥২৮
সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ শক্রাবর্তে চ তর্পয়ন্।
দেবান্ পিতৄংশ্চ বিধিবৎ পুণ্যে লোকে
মহীয়তে ॥২৯
ততঃ কনখলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩০

হে নরেশ্বর। দেবীর দক্ষিণভাগে রথাবর্ত-নামক তীর্থ আছে। হে ধর্মজ্ঞ। যে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইয়া তথায় গমন করে, মহাদেবের প্রসাদে সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।২০-২৪

হে ভরতর্ষভ। ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করত মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বপাপনাশিনী ধারানামক তীর্থে গমন করিবে। সেখানে স্নান করিলে মানব শোক প্রাপ্ত হয় না।২৫

সেই মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া স্বর্গদ্বারতুল্য গঙ্গাদ্বারতীর্থে গমন করিবে। তথায় কোটি-তীর্থে একাগ্রচিত্তে স্নান করিলে পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল লাভ হয়। তথায় একরাত্রি বাস করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।২৬-২৮

সপ্ততীর্থ, ত্রিগঙ্গ ও শক্রাবর্ত তীর্থে দেবতা

কপিলাবটং ততো গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।
উপোষ্য রজনীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩১

নাগরাজস্য রাজেন্দ্র কপিলস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ সর্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৩২
তত্রাভিষেকং কুর্বীত নাগতীর্থে নরাধিপ।
কপিলানাং সহস্রস্য ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥৩৩

ততো ললিতকং গচ্ছেচ্ছান্তনোস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৪
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে স্নাতি যঃ সংগমে নরঃ।
দশাশ্বমেধানাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৩৫
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সুগন্ধং লোকবিশ্রুতম্।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৩৬

রুদ্রাবর্তং ততো গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৭

গঙ্গায়াশ্চ নরশ্রেষ্ঠ সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমে।
স্নাত্বাশ্বমেধং প্রাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৮

তত্র-কর্ণেশ্বরং গত্বা দেবমর্চ্য যথাবিধি।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে চ পূজ্যতে ॥৩৯

ততঃ কুব্জাম্রকং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।
গোসহস্রমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪০

অরুন্ধতীবটং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।
সামুদ্রকমুপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৪১

ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে মানব পুণ্যলোকে গমন করত পূজিত হয়।২৯

তারপর কনখলে স্নান করত তিন রাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করত স্বর্গলোকে গমন করে।৩০

হে রাজন্! তারপর তীর্থসেবী কপিলাবট তীর্থে গমন করিবে। তথায় একরাত্রি উপবাস করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।৩১

হে রাজেন্দ্র! হে কুরুবরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর নাগরাজ মহাত্মা কপিলের সর্বলোকবিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে।৩২

নরপতে! সেই নাগতীর্থে স্নান করিবে। ইহাতে মনুষ্য সহস্র কামধেনুদানের ফল লাভ করে।৩৩

তারপর শান্তনুর ললিতক নামক তীর্থে গমন করিবে। রাজন্! তথায় স্নান করিলে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।৩৪

গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে যে স্নান করে, সে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।৩৫

রাজেন্দ্র! তারপর ত্রিলোকবিখ্যাত সুগন্ধ তীর্থে যাইবে। তথায় গেলে মানুষ সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।৩৬

নরপতে! তদনন্তর তীর্থসেবী মানুষ রুদ্রাবর্ত তীর্থে গমন করিবে। রাজন্! তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়।৩৭

নরশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং স্বর্গলোকে গতি হয়।৩৮

তত্রকর্ণেশ্বরের নিকট গিয়া ঐ দেবতার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে মানুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়।৩৯

হে নরাধিপ! তারপর তীর্থসেবী কুব্জাম্রক-তীর্থে গমন করিবে। তথায় গেলে মানুষ সহস্র-গোদানের পুণ্য লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে।৪০

অশ্বমেধমবাপ্নোতি ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৪২
ব্রহ্মাবর্তং ততো গচ্ছেদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৩
যমুনাপ্রভবং গত্বা সমুপস্পৃশ্য যামুনম্।
অশ্বমেধফলং লব্ধ্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৪৪
দর্বীসংক্রমণং প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যপূজিতম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৫
সিন্ধোশ্চ প্রভবং গত্বা সিদ্ধ-গন্ধর্বসেবিতম্।
তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ বিন্দেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ॥৪৬
অথ বেদীং সমাসাদ্য নরঃ পরমদুর্গমাম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৭
ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য বাশিষ্ঠং চৈব ভারত।
বাশিষ্ঠীং সমতিক্রম্য সর্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥৪৮
ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য নরঃ স্নাত্বা বিকল্মষঃ।
দেবান্ পিতৄংশ্চার্চয়িত্বা ঋষিলোকং প্রপদ্যতে ॥৪৯
যদি তত্র বসেন্মাসং শাকাহারো নরাধিপ।
ভৃগুতুঙ্গং সমাসাদ্য বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৫০
গত্বা বীরপ্রমোক্ষঞ্চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
কৃত্তিকা-মঘয়োশ্চৈব তীর্থমাসাদ্য ভারত ॥৫১
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
তত্র সন্ধ্যাং সমাসাদ্য বিদ্যাতীর্থমনুত্তমম্ ॥৫২
উপস্পৃশ্য চ বৈ বিদ্যাং যত্র তত্রোপপদ্যতে।
মহাশ্রমে বসেদ্ রাত্রিং সর্বপাপপ্রমোচনে ॥৫৩

তারপর তীর্থসেবী অক্ষয়বট নামক তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমন করত ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সামুদ্রকতীর্থে স্নান করত ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ ও সহস্রগোদানের পুণ্য লাভ করে এবং নিজ কুলের উদ্ধার করে।৪১-৪২

তারপর তীর্থসেবী ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে মানুষ অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করে ও চন্দ্রলোকে গমন করে।৪৩

যমুনাপ্রভবতীর্থে গমন করত যমুনার জলে স্নান করিলে মানুষ অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করিয়া স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।৪৪

ত্রিলোকপূজিত দর্বীসংক্রমণতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করে এবং স্বর্গে গমন করে।৪৫

সিদ্ধ ও গন্ধর্বসেবিত সিন্ধুনদের উৎপত্তিস্থানে গিয়া পাঁচ রাত্রি বাস করিলে বহু সুবর্ণের প্রাপ্তি হয়।৪৬

অনন্তর মনুষ্য পরমদুর্গমা বেদীতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ করে এবং স্বর্গে গমন করে।৪৭

ভারত। ঋষিকুল্যা ও বশিষ্ঠ তীর্থে গমন করত স্নান করিয়া সেইস্থান অতিক্রম করিলে সকল বর্ণই (মরণান্তে) দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।৪৮

মনুষ্য ঋষিকুল্যাতীর্থে যাইয়া স্নান করত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা করিলে তাহার ঋষিলোক প্রাপ্তি হয়।৪৯

হে নরেশ্বর। যদি কেহ ভৃগুতুঙ্গে গিয়া শাকাহার করত একমাস বাস করে, তবে সে অশ্বমেধের পুণ্যলাভ করে।৫০

বীরপ্রমোক্ষতীর্থে গমন করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্তি হয়। ভারত। কৃত্তিকা ও মঘার তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ করে। সেখানে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যাতীর্থে স্নান করিলে যেখানে সেখানে থাকিলেও বিদ্যালাভ হয়। সর্বপাপপ্রমোচন মহাশ্রমতীর্থে একবেলা নিরাহারে বাস করিলে মানুষ শুভলোকসমূহে বাস করে।

একবাসং নিরাহারো লোকানাবসতে শুভান্।
ষষ্ঠকালোপবাসেন মাসমুষ্য মহালয়ে ॥৫৪
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিন্দেদ্ বহুসুবর্ণকম্।
দশাপরান্ দশ পূর্বান্ নরাসুদ্ধরতে কুলম্ ॥৫৫
অথ বেতসিকাং গত্বা পিতামহনিষেবিতাম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গচ্ছেদৌশনসীং গতিম্ ॥৫৬
অথ সুন্দরিকাতীর্থং প্রাপ্য সিদ্ধনিষেবিতম্।
রূপস্য ভাগী ভবতি দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ ॥৫৭
ততো বৈ ব্রাহ্মণীং গত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পদ্মবর্ণেন যানেন ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥৫৮
ততস্তু নৈমিষং গচ্ছেৎ পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র নিত্যং নিবসতি ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ ॥৫৯
নৈমিষং মৃগয়ানস্য পাপস্যার্ধং প্রণশ্যতি।
প্রবিষ্টমাত্রস্তু নরঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬০

যে ব্যক্তি ছয় বেলা উপবাস করিয়া মহালয়তীর্থে এক মাস বাস করে, সে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বহু সুবর্ণখণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দশকুল পরবর্ত্তী দশকুল উদ্ধার করে।৫১-৫৫

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সেবিত বেতসিকাতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া ঔশনসী (ভার্গবী) গতি লাভ করে।৫৬

অনন্তর সিদ্ধনিষেবিত সুন্দরিকাতীর্থে গমন করিলে মানুষ রূপবান্ হয়—ইহা প্রাচীনগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।৫৭

তারপর ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণী তীর্থে গমন করিলে পদ্মবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।৫৮

তারপর তীর্থসেবী সিদ্ধগণনিষেবিত নৈমিষারণ্যতীর্থে গমন করিবে, যেস্থানে দেবগণের সহিত ব্রহ্মা স্বয়ং বাস করেন।৫৯

তত্র মাসং বসেদ্ ধীরো নৈমিষে তীর্থতৎপরঃ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি নৈমিষে ॥৬১

কৃতাভিষেকস্তত্রৈব নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি ভারত ॥৬২

পুনাত্যাসপ্তমং চৈব কুলং ভরতসত্তম।
যস্ত্যজেন্নৈমিষে প্রাণানুপবাসপরায়ণঃ ॥৬৩

স মোদেৎ সর্বলোকেষু এবমাহুর্মনীষিণঃ।
নিত্যং মেধ্যঞ্চ পুণ্যঞ্চ নৈমিষং নৃপসত্তম ॥৬৪

গঙ্গোদ্ভেদং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবেৎ সদা ॥৬৫

সরস্বতীং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
সারস্বতেষু লোকেষু মোদতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৬

নৈমিষ তীর্থের অন্বেষণ করিলেই মানুষের অর্দ্ধেক পাপ নষ্ট হয়; কিন্তু তথায় প্রবেশ করিবামাত্রই সকল পাপই নষ্ট হয়।৬০

তীর্থগমনতৎপর ধীর ব্যক্তি নৈমিষতীর্থে এক মাস বাস করিবে; কারণ, পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত তীর্থই নৈমিষে বর্ত্তমান।৬১

ভারত! মিয়মিতাহার হইয়া ব্রতের নিয়ম পালনপূর্ব্বক সেখানে স্নান করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৬২

ভরতসত্তম! তাহা ছাড়া সপ্তম পর্য্যন্ত নিজ কুলেরও উদ্ধার হয়। যে উপবাস করত নৈমিষতীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে, মনীষিগণ বলেন, সে সর্ব্বলোকে আনন্দে বিহার করে। নৃপশ্রেষ্ঠ! নৈমিষতীর্থ নিত্য, মেধ্য ও পুণ্যজনক।৬৩-৬৪

গঙ্গোদ্ভেদতীর্থে গিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করে এবং কালে সদা ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করে।৬৫

ততশ্চ বাহুদাং গচ্ছেদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৬৭
দেবসত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি কৌরব।
ততঃ ক্ষীরবতীং গচ্ছেৎ পুণ্যাপুণ্যতরৈর্বৃতাম্ ॥৬৮
পিতৃদেবার্চনপরো বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
বিমলাশোকমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৬৯
তত্রোষ্য রজনীমেকাং স্বর্গলোকে মহীয়তে।
গোপ্রতারং ততো গচ্ছেৎ সরয্বাস্তীর্থমুত্তমম্ ॥৭০
যত্র রামো গতঃ স্বর্গং সভৃত্য-বল-বাহনঃ।
স চ বীরো মহারাজ তস্য তীর্থস্য তেজসা ॥৭১
রামস্য চ প্রসাদেন ব্যবসায়াচ্চ ভারত।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোপ্রতারে নরাধিপ ॥৭২

সরস্বতী তীর্থে গিয়া (স্নান করত) পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করিলে সারস্বত লোক লাভ করে এবং তথায় আনন্দে অবস্থান করে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।৬৬

তারপর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বাহুদাতীর্থে গমন করিবে। কুরুনন্দন! সেখানে একরাত্রি বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া অবস্থান করে এবং দেবসত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়।

তারপর পুণ্যময়ী ক্ষীরবতীনামক তীর্থে গমন করিবে। সেখানে পিতৃপুরুষ ও দেবগণের অর্চনা করিলে বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

অনন্তর বিমলাশোকনামক উত্তমতীর্থে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া একরাত্রি বাস করিলে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি হয়।

তারপর সরযূনদীর তীরস্থ গোপ্রতারনামক তীর্থে গমন করিবে। মহারাজ! যেখানে বীর শ্রীরামচন্দ্র সেই তীর্থের মহিমায় ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন।৬৭-৭১

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোমত্যাং কুরুনন্দন ॥৭৩
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পুনাতি চ কুলং নরঃ।
শতসাহস্রকং তীর্থং তত্রৈব ভরতর্ষভ ॥৭৪
তত্রোপস্পর্শনং কৃত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গোসহস্রফলং পুণ্যং প্রাপ্নোতি ভরতর্ষভ ॥৭৫
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভর্তৃস্থানমনুত্তমম্।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৭৬
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অর্চয়িত্বা গুহং নৃপ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ তেজস্বী চ ভবেন্নরঃ ॥৭৭
ততো বারাণসীং গত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
কপিলাহ্রদে নরঃ স্নাত্বা রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ ॥৭৮

ভারত! রাজন্! যে মানব ঐ গোপ্রতার তীর্থে স্নান করে, সে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা ও নিজ সাধু উদ্যোগে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

হে কুরুনন্দন! গোমতীতে রামতীর্থে স্নান করিলে মানব অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।

হে ভরতসত্তম! সেই স্থানেই শতসাহস্রকতীর্থ আছে। ভরতর্ষভ! সেখানে গিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিয়তাহার হইয়া স্নান করিলে মানব সহস্রগোদানের পুণ্য লাভ করে।৭২-৭৫

হে রাজেন্দ্র! তারপর তীর্থসেবী ভর্তৃস্থান তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে।৭৬

হে রাজন্! কোটিতীর্থে স্নান করিয়া কার্ত্তিকেয়ের অর্চনা করিলে মানুষ সহস্রগোদানের ফল লাভ করে এবং তেজস্বী হয়।৭৭

তারপর বারাণসীতে (কাশীধামে) গিয়া কপিলাহ্রদে স্নান করত বিশ্বেশ্বরের অর্চনা করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৭৮

অবিমুক্তং সমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরূদ্বহ ।
দর্শনাদ্ দেবদেবস্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥৭৯
প্রাণানুৎসৃজ্য তত্রৈব মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
মার্কণ্ডেয়স্য রাজেন্দ্র তীর্থমাসাদ্য দুর্লভম্ ॥৮০
গোমতী-গঙ্গয়োশ্চৈব সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৮১
ততো গয়াং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৮২
তত্রাক্ষয়বটো নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।
তত্র দত্তং পিতৃভ্যস্তু ভবত্যক্ষয়মুচ্যতে ॥৮৩
মহানদ্যামুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।
অক্ষয়ান্ প্রাপ্নুয়াল্লোকান্ কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৮৪
ততো ব্রহ্মসরো গত্বা ধর্মারণ্যোপশোভিতম্ ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি প্রভাতামেব শর্ব্বরীম্ ॥৮৫
ব্রহ্মণা তত্র সরসি যূপশ্রেষ্ঠঃ সমুচ্ছ্রিতঃ ।
যূপং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥৮৬

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ধেনুকং লোকবিশ্রুতম্ ।
একরাত্রোষিতো রাজন্ প্রযচ্ছেৎ
তিলধেনুকাম্ ॥৮৭
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ।
তত্র চিহ্নং মহদ্ রাজন্নদ্যাপি সুমহদ্ ভৃশম্ ॥৮৮
কপিলায়াঃ সবৎসায়াশ্চরন্ত্যাঃ পর্বতে কৃতম্ ।
সবৎসায়াঃ পদানি স্ম দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত ॥৮৯
তেষূপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র পদেষু নৃপসত্তম ।
যৎ কিঞ্চিদশুভং কর্ম তৎ প্রণশ্যতি ভারত ॥৯০
ততো গৃধ্রবটং গচ্ছেৎ স্থানং দেবস্য ধীমতঃ ।
স্নায়ীত ভস্মনা তত্র অভিগম্য বৃষধ্বজম্ ॥৯১

হে কুরুদ্বহ ! তীর্থসেবী অবিমুক্ত কাশীধামে গিয়া বিশ্বেশ্বরের দর্শনমাত্রই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয় ।৭৯

তথায় মানুষ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী । রাজেন্দ্র ! গঙ্গা ও গোমতীর সঙ্গমস্থলের নিকটে মার্কেণ্ডেয়ের দুর্ল্লভ তীর্থ আছে । তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে ।৮০-৮১

অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গয়াতীর্থে গমন করিলে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে ।৮২

সেখানে অক্ষয় বটনামে এক বটবৃক্ষ আছে, উহার তলদেশে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম অক্ষয় ফল প্রদান করে ।৮৩

মহানদীতে স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোকসকলের প্রাপ্তি হয় এবং তর্পণকারী নিজ কুলের উদ্ধার করে ।৮৪

তারপর ধর্ম্মারণ্যের দ্বারা সুশোভিত ব্রহ্মসরোবরতীর্থে গমন করত একরাত্রি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বাস করিলে তীর্থসেবী ব্রহ্মলোকে গমন করে ।৮৫

ব্রহ্মা সেই সরোবরে এক শ্রেষ্ঠ যূপকাষ্ঠের স্থাপন করিয়াছেন । ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয় ।৮৬

রাজেন্দ্র ! তারপর তীর্থসেবী লোকবিখ্যাত ধেনুকতীর্থে গমন করিবে । রাজন্ ! তথায় একরাত্রি বাস করিয়া তিলধেনু দান করিলে মানব সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই চন্দ্রলোকে গমন করে ।

রাজন্ ! ঐ স্থানে এক পর্ব্বতমধ্যে বিচরণকারিণী সবৎসা কামধেনুর বিশাল পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে । হে ভারত ! উহা আজও দেখিতে পাওয়া যায় ।৮৭-৮৯

হে ভারত ! নৃপশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র ! সেই পদচিহ্নসমূহ স্পর্শ করিলে মানুষের সমস্ত অশুভ কর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।৯০

ব্রাহ্মণেন ভবেচ্চীর্ণং ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্।
ইতরেষাং তু বর্ণানাং সর্বপাপং প্রণশ্যতি ॥৯২
উদ্যন্তঞ্চ ততো গচ্ছেৎ পর্বতং গীতনাদিতম্।
সাবিত্র্যাস্তু পদং তত্র দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥৯৩
তত্র সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
তেন হ্যুপাস্তা ভবতি সন্ধ্যা দ্বাদশবার্ষিকী ॥৯৪
যোনিদ্বারঞ্চ তত্রৈব বিশ্রুতং ভরতর্ষভ।
তত্রাভিগম্য মুচ্যেত পুরুষো যোনিসঙ্কটাৎ ॥৯৫
কৃষ্ণ-শুক্লাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ।
পুনাত্যাসপ্তমং রাজন্ কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৯৬
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥৯৭

তারপর মহাদেবের স্থান গৃধ্রবটতীর্থে গমন করত বৃষভধ্বজের নিকট উপস্থিত হইয়া ভস্মের দ্বারা স্নান করিবে অর্থাৎ সর্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিবে।৯১

তথায় গমনে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বর্ষকাল ব্রতানুষ্ঠানের ফল হয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়।৯২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর সঙ্গীত ধ্বনির দ্বারা মুখরিত উদয়পর্ব্বতে গমন করিবে। সেখানে সাবিত্রী দেবীর পদচিহ্ন এখনও দেখা যায়।৯৩

সেখানে ব্রাহ্মণ গমন করত উত্তম ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে দ্বাদশবর্ষব্যাপী সন্ধ্যানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি হইবে।৯৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! উহারই নিকটে বিখ্যাত যোনিদ্বার তীর্থ বর্ত্তমান আছে; তথায় গমন করিলে পুরুষ যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ পুনরায় জন্মলাভ করে না।৯৫

রাজন্! শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ যে ব্যক্তি গয়ায় বাস করে, সে নিজকুলের সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করে—ইহাতে সংশয় নাই।৯৬

ততঃ ফল্গুং ব্রজেদ্ রাজংস্তীর্থসেবী নরাধিপ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সিদ্ধিঞ্চ মহতীং ব্রজেৎ ॥৯৮
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ধর্মপ্রস্থং সমাহিতঃ।
তত্র ধর্মো মহারাজ নিত্যমাস্তে যুধিষ্ঠির ॥৯৯
তত্র কূপোদকং কৃত্বা তেন স্নাতঃ শুচিস্তথা।
পিতৄন্ দেবাংস্তু সন্তর্প্য মুক্তপাপো দিবং ব্রজেৎ ॥১০০
মতঙ্গস্যাশ্রমস্তত্র মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
তং প্রবিশ্যাশ্রমং শ্রীমচ্ছ্রমশোকবিনাশনম্ ॥১০১
গবাময়নযজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
ধর্মং তত্রাভিসংস্পৃশ্য বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥১০২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মস্থানমনুত্তমম্।
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র ব্রহ্মাণং পুরুষর্ষভ ॥১০৩

গৃহস্থ ব্যক্তি বহু পুত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা করিবে; কারণ, হয়তো উহাদের মধ্যে একজনও গয়ায় গমন করিতে পারে, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারে, কিংবা শ্রাদ্ধে নীল বৃষ* উৎসর্গ করিতে পারে।৯৭

হে রাজন্! তীর্থসেবী গয়ায় গিয়া ফল্গুনদীতে গমন করিবে। তথায় গেলে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সহ মহতী সিদ্ধি লাভ করিবে।৯৮

হে মহারাজ! তারপর একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মপ্রস্থে গমন করিবে। যুধিষ্ঠির! ধর্ম্ম তথায় নিত্যই অবস্থান করিতেছেন।৯৯

তথায় কূপ হইতে জল তুলিয়া স্নান করত শুচি হইয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে মানব সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে।১০০

ঐখানেই ভাবিতাত্মা মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম আছে। সেই শ্রম ও শোকবিনাশন আশ্রমে প্রবেশ করিলেই মানুষের গোমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং তথায় ধর্মদেবতাকে স্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়।১০১-১০২

* লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডরঃ।
শ্বেতঃ খুর-বিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে॥

রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ।
ততো রাজগৃহং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ ॥১০৪
উপস্পৃশ্য ততস্তত্র কক্ষীবানিব মোদতে।
যক্ষিণ্যা নৈত্যকং তত্র প্রাশ্নীত পুরুষঃ শুচিঃ ॥১০৫
যক্ষিণ্যাস্ত প্রসাদেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
মণিনাগং ততো গত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১০৬
তৈর্থিকং ভুঞ্জতে যস্তু মণিনাগস্য ভারত।
দষ্টস্যাশীবিষেণাপি ন তস্য ক্রমতে বিষম্ ॥১০৭
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ।
ততো গচ্ছেত ব্রহ্মর্ষের্গৌতমস্য বনং প্রিয়ম্ ॥১০৮
অহল্যায়া হ্রদে স্নাত্বা ব্রজেত পরমাং গতিম্।
অভিগম্যাশ্রমং রাজন্ বিন্দতে শ্রিয়মাত্মনঃ ॥১০৯

হে রাজেন্দ্র! তারপর ব্রহ্মস্থাননামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! তথায় ব্রহ্মার দর্শন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়।

রাজন্! তারপর তীর্থসেবী রাজগৃহ তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে কক্ষীবানের ন্যায় প্রসন্নতা লাভ হইবে। তত্রত্য যক্ষিণী দেবীর নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তারপর মণিনাগ-তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে সহস্র-গোদানের ফল লাভ হয়।১০৩-১০৬

যে মণিনাগের নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করে, সে সর্প কর্তৃক দষ্ট হইলেও তাঁহার শরীরে বিষক্রিয়া হয় না।১০৭

তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়। তারপর তীর্থসেবী ব্রহ্মর্ষি গৌতমের প্রিয় বনে গমন করিবে।১০৮

তথায় অহল্যাহ্রদে স্নান করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! ঐ আশ্রমে যাওয়ামাত্রই মানুষ লক্ষ্মী লাভ করে।১০৯

তত্রোদপানং ধর্মজ্ঞ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্রাভিষেকং কৃত্বা তু বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥১১০
জনকস্য তু রাজর্ষেঃ কূপস্ত্রিদশপূজিতঃ।
তত্রাভিষেকং কৃত্বা তু বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১১১
ততো বিনশনং গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রমোচনম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১২
গণ্ডকীং তু সমাসাদ্য সর্বতীর্থজলোদ্ভবাম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি সূর্য্যলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১৩
ততো বিশল্যামাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১৪
ততোঽধিবঙ্গং ধর্মজ্ঞ সমাবিশ্য তপোবনম্।
গুহ্যকেষু মহারাজ মোদতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১১৫

ধর্মজ্ঞ! সেখানে ত্রিলোকবিশ্রুত একটী কূপ আছে। উহার জলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়।১১০

দেবতাগণের দ্বারা পূজিত রাজর্ষি জনকের একটী কূপ আছে। তথায় স্নান করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।১১১

তারপর তীর্থসেবী সর্ব্বপাপনাশন বিনশনতীর্থে গমন করিবে। তথায় গমনে বাজপেয় যজ্ঞের পুণ্য লাভ করিয়া মানুষ চন্দ্রলোকে গমন করে।১১২

সকল তীর্থের জলে পরিপূর্ণ গণ্ডকীনদীর জলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ করিয়া মানব সূর্য্যলোকে গমন করে।১১৩

অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাতা বিশল্যা নদীতে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করত স্বর্গলোকে গমন করে।১১৪

ধর্মজ্ঞ মহারাজ! তারপর বঙ্গদেশীয় তপোবনে গমন করিবে; তথায় গমন করিলে মনুষ্য দেহান্তে গুহ্যলোকে গুহ্যকগণের সহিত আনন্দে বাস করে—ইহাতে সংশয় নাই।১১৫

কম্পনাং তু সমাসাদ্য নদীং সিদ্ধনিষেবিতাম্।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১৬
অথ মাহেশ্বরীং ধারাং সমাসাদ্য ধরাধিপ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১১৭
দিবৌকসাং পুষ্করিণীং সমাসাদ্য নরাধিপ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজিমেধঞ্চ বিন্দতি ॥১১৮
অথ সোমপদং গচ্ছেদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
মাহেশ্বরপদে স্নাত্বা বাজিমেধং ফলং লভেৎ ॥১১৯
তত্র কোটিস্তু তীর্থানাং বিশ্রুতা ভরতর্ষভ।
কূর্মরূপেণ রাজেন্দ্র হৃতাসুরেণ দুরাত্মনা ॥১২০
হ্রিয়মাণা হৃতা রাজন্ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত তীর্থকোট্যাং যুধিষ্ঠির ॥১২১
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র স্থানং নারায়ণস্য চ ॥১২২
সদা সংনিহিতো যত্র বিষ্ণুর্বসতি ভারত।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥১২৩
আদিত্যা বসবো রুদ্রা জনার্দনমুপাসতে।
শালগ্রাম ইতি খ্যাতো বিষ্ণুরদ্ভুতকর্মকঃ ॥১২৪
অভিগম্য ত্রিলোকেশং বরদং বিষ্ণুমব্যয়ম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১২৫
তত্রোদপানং ধর্মজ্ঞ সর্বপাপপ্রমোচনম্।
সমুদ্রাস্তত্র চত্বারঃ কূপে সংনিহিতাঃ সদা ॥১২৬
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ।
অভিগম্য মহাদেবং বরদং রুদ্রমব্যয়ম্ ॥১২৭
বিরাজতে যথা সোমো মেঘৈর্মুক্তো নরাধিপ।
জাতিস্মরমুপস্পৃশ্য শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥১২৮

মানুষ সিদ্ধগণনিষেবিত কম্পনা নদীতে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের পুণ্য লাভ করত স্বর্গে গমন করে।১১৬

হে রাজন্! অনন্তর মাহেশ্বরী ধারাতে গমন করিবে। তথায় গেলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করিবে এবং নিজ কুলের উদ্ধার করিবে।১১৭

নরপতে! দেবপুষ্করিণী তীর্থে গমন করত স্নান করিলে মানব কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে।১১৮

তারপর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সোমপদ তীর্থে গমন করত স্নান করিবে। তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে।১১৯

হে ভরতকুলতিলক রাজেন্দ্র! সেখানে অবস্থিত কোটিসংখ্যক তীর্থে কোন এক অসুর কূর্মরূপ ধারণ করিয়া হরণ করিতেছিল। রাজন্! তাহা দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু সেই অসুরের নিকট ঐ তীর্থকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় তথায় স্থাপন করেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই তীর্থকোটিতে স্নান করিবে।১২০-১২১

সেখানে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর নারায়ণ-স্থান তীর্থে যাইবে।১২২

হে ভারত! যেখানে ভগবান বিষ্ণু সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকেন। ব্রহ্মাদিদেববৃন্দ, তপস্বী ঋষিগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু এবং একাদশ রুদ্র ভগবান্ জনার্দ্দনের উপাসনা করেন। অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেখানে শালগ্রামরূপে বিখ্যাত। ১২৩-১২৪

সেখানে ত্রিলোকেশ্বর অব্যয় বরদাতা বিষ্ণুর দর্শন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমন করে।১২৫

ধর্ম্মজ্ঞ! তথায় সর্ব্বপাপনাশক কূপ আছে; চারি সমুদ্র সেই কূপে সর্ব্বদা সন্নিহিত আছে।১২৬

হে রাজেন্দ্র! সেই কূপের জলে স্নান করিলে মানুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। বরদাতা অব্যয় মহাদেবের দর্শন করিলে মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায়

জাতিস্মরত্বমাপ্নোতি স্নাত্বা তত্র ন সংশয়ঃ।
মাহেশ্বরপুরং গত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ॥১২৯

ঈপ্সিতাল্লঁভতে কামানুপবাসান্ন সংশয়ঃ।
ততস্তু বামনং গত্বা সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥১৩০

অভিগম্য হরিং দেবং ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ।
কুশিকস্যাশ্রমং গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥১৩১

কৌশিকীং তত্র গচ্ছেত মহাপাপপ্রণাশিনীম্।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১৩২

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র চম্পকারণ্যমুত্তমম্।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৩৩

অথ জ্যেষ্ঠিলমাসাদ্য তীর্থং পরমদুর্লভম্।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গো-সহস্রফলং লভেৎ ॥১৩৪

দীপ্তি পায়। রাজন্! ঐখানেই জাতিস্মরতীর্থ আছে, উহার জল স্পর্শ করিলেই শরীরে শুচিতা ও মনে একাগ্রতা আসে।১২৭-১২৮

তথায় স্নান করিলে মানুষের পূর্ব্বজন্মের স্মরণ হয়,—ইহাতে সন্দেহ নাই। তারপর মাহেশ্বরপুরে গমন করত বৃষভধ্বজকে অর্চ্চনা করিয়া উপবাস করিলে নিঃসংশয়ে সকল প্রকার অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয়। তারপর সর্ব্বপাপনাশন বামন তীর্থে গিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে মানুষ কখনও দুর্গতিগ্রস্ত হয় না। অনন্তর সর্ব্বপাপনাশন কুশিকের আশ্রমে গমন করিবে।১২৯-১৩১

ঐখানেই মহাপাপপ্রণাশিনী কৌশিকী নদী আছে। উহাতে স্নান করিলে মানুষ রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে।১৩২

রাজেন্দ্র! তারপর উত্তম চম্পকারণ্যে গমন করিবে। তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।১৩৩

অনন্তর পরম দুর্লভ তীর্থ জ্যেষ্ঠিল তীর্থে যাইবে। তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল

তত্র বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা দেব্যা সহ মহাদ্যুতিম্।
মিত্রাবরুণয়োর্লোকানাপ্নোতি পুরুষর্ষভ ॥১৩৫

ত্রিরাত্রোপোষিতস্তত্র অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
কন্যাসংবেদ্যমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥১৩৬

মনোঃ প্রজাপতের্লোকানাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
কন্যায়াং যে প্রযচ্ছন্তি দানমণ্বপি ভারত ॥১৩৭

তদক্ষয্যমিতি প্রাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
নিশ্চীরাং চ সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্ ॥১৩৮

অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি।
যে তু দানং প্রযচ্ছন্তি নিশ্চীরা সঙ্গমে নরাঃ ॥১৩৯

তে যান্তি নরশার্দূল শক্রলোকমনাময়ম্।
তত্রাশ্রমো বশিষ্ঠস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥১৪০

হয়।১৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেখানে দেবীর সহিত মহাজ্যোতির্ময় বিশ্বেশ্বরের দর্শন করিলে মিত্রাবরুণের লোকে গমন করে। তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল হয়।

পুরুষভূষণ! নিয়ম পালনপূর্ব্বক নিয়তাহার হইয়া কন্যাসংবেদ্যতীর্থে গমন করিলে মানুষ মনু ও প্রজাপতির লোক লাভ করে।

ভারত! সেই কন্যাতীর্থে যাহারা সামান্যও দান করেন, তাঁহাদের সেই দান অক্ষয় হইয়া থাকে—ইহা উত্তম ব্রতধারী ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত নিশ্চীরা তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমনে মানব অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে সকল মানুষ নিশ্চীরা সঙ্গমে গিয়া দান করে, তাহারা সকলেই অনাময় শক্রলোকে গমন করে। সেই খানেই ত্রিলোকবিশ্রুত বশিষ্ঠদেবের এক আশ্রম আছে।১৩৫-১৪০

তত্রাভিষেকং কুর্বাণো বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
দেবকূটং সমাসাদ্য ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥১৪১
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কৌশিকস্য মুনের্হ্রদম্ ॥১৪২
যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রোঽথ কৌশিকঃ।
তত্র মাসং বসেদ্ বীর কৌশিক্যাং ভরতর্ষভ ॥১৪৩
অশ্বমেধস্য যৎ পুণ্যং তন্মাসেনাধিগচ্ছতি।
সর্বতীর্থবরে চৈব যো বসেত মহাহ্রদে ॥১৪৪
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বিন্দেদ্ বহুসুবর্ণকম্।
কুমারমভিগম্যাথ বীরাশ্রমনিবাসিনম্ ॥১৪৫
অশ্বমেধমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
অগ্নিধারাং সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্ ॥১৪৬
তত্রাভিষেকং কুর্বাণো হ্যগ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ।
অধিগম্য মহাদেবং বরদং বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥১৪৭

পিতামহসরো গত্বা শৈলরাজসমীপতঃ।
তত্রাভিষেকং কুর্বাণো হ্যগ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪৮
পিতামহস্য সরসঃ প্রস্রুতা লোকপাবনী।
কুমারধারা তত্রৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥১৪৯
যত্র স্নাত্বা কৃতার্থোঽস্মীত্যাত্মানমবগচ্ছতি।
ষষ্ঠকালোপবাসেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥১৫০
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ তীর্থসেবনতৎপরঃ।
শিখরং বৈ মহাদেব্যা গৌর্যাস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥১৫১
সমারুহ্য নরশ্রেষ্ঠ স্তনকুণ্ডেষু সংবিশেৎ।
স্তনকুণ্ডমুপস্পৃশ্য বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥১৫২
তত্রাভিষেকং কুর্বাণঃ পিতৃদেবার্চনে রতঃ।
হয়মেধমবাপ্নোতি শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫৩
তাম্রারুণং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫৪

সেখানে স্নান করিলে মানুষ বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত দেবকূট তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ করে এবং নিজ কুলকেও উদ্ধার করে।

রাজেন্দ্র! তারপর কৌশিক মুনির মহাহ্রদে গমন করিবে। যেখানে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে কৌশিকী নদীর তীরে তীর্থযাত্রী এক মাস বাস করিবে।১৪১-১৪৩

এক মাস বাস করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের যাহা ফল, তত্তুল্য ফল লাভ হয়। সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ এই মহাহ্রদে যে বাস করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং বহু সুবর্ণ লাভ করে।

বীরাশ্রমে অবস্থিত কুমার কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তির দর্শন করিলে মানুষ অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়,—ইহাতে সংশয় নাই।

ত্রিলোকেবিখ্যাত অগ্নিধারাতে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। ওখানে বরদাতা দেবশ্রেষ্ঠ অব্যয় বিষ্ণুকে দর্শন করিবে।১৪৪-১৪৭

হিমালয়ের নিকট পিতামহসরোবরে গিয়া স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। পিতামহের সরোবর হইতে লোকপাবনী একটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। উহা তিন লোকে কুমারধারা নামে বিখ্যাত।১৪৮-১৪৯

ওখানে স্নান করিয়া মানব 'আমি কৃতার্থ হইলাম' এইরূপ নিজেকে মনে করে। ওখানে অবস্থান করিয়া ছয় বেলা উপবাস করিলে মানুষ ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৫০

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তীর্থসেবী ওখান হইতে মহাদেবী গৌরীর ত্রিলোকবিখ্যাত শিখরে গমন করিবে।১৫১

নরশ্রেষ্ঠ! ঐ শিখরে আরোহণ করত স্তনকুণ্ডে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিবে।১৫২

ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের

নন্দিন্যাঞ্চ সমাসাদ্য কূপং দেবনিষেবিতম্।
নরমেধস্য যৎ পুণ্যং তদাপ্নোতি নরাধিপ ॥১৫৫
কালিকাসঙ্গমে স্নাত্বা কৌশিক্যরুণয়োর্গতঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো রাজন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥১৫৬
উর্বশীতীর্থমাসাদ্য ততঃ সোমাশ্রমং বুধঃ।
কুম্ভকর্ণাশ্রমং গত্বা পূজ্যতে ভুবি মানবঃ ॥১৫৭
কোকামুখমুপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী যতব্রতঃ।
জাতিস্মরত্বমাপ্নোতি দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ ॥১৫৮
প্রাঙ্নদীঞ্চ সমাসাদ্য কৃতাত্মা ভবতি দ্বিজঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫৯

ঋষভদ্বীপমাসাদ্য মেধ্যং ক্রৌঞ্চনিসূদনম্।
সরস্বত্যামুপস্পৃশ্য বিমানস্থো বিরাজতে ॥১৬০
ঔদ্দালকং মহারাজ তীর্থং মুনিনিষেবিতম্।
তত্রাভিষেকং কৃত্বা বৈ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৬১
ধর্মতীর্থং সমাসাদ্য পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি বিমানস্থশ্চ পূজ্যতে ॥১৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি পুলস্ত্যতীর্থযাত্রায়াং চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৪

অর্চনায় রত হইলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করত ইন্দ্রলোকে গমন করে।১৫৩

তারপর ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তাম্রারুণ তীর্থে গমন করিলে মানব অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য লাভ করে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে।১৫৪

নন্দিনীতীর্থে দেবগণসেবিত একটি কূপ আছে। রাজন্! ঐ কূপের জলে স্নান করিলে নরমেধ-যজ্ঞের যা পুণ্যফল, তাহারই প্রাপ্তি হয়।১৫৫

রাজন্! কৌশিকী ও অরুণার সঙ্গম এবং কালিকা সঙ্গমে স্নান করিয়া তথায় তিন রাত্রি উপবাস করিলে মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৫৬

তদনন্তর উর্ব্বশী তীর্থ, সোমাশ্রম ও কুম্ভকর্ণাশ্রমে গমন করিলে মানুষ জগতে পূজিত হয়।১৫৭

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংযমাদি নিয়ম পালন করত কোকামুখতীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্তি হয়,—ইহা প্রাচীনগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।১৫৮

তীর্থসেবী ব্যক্তি ঋষভদ্বীপ ও ক্রৌঞ্চনিসূদন দ্বীপে গমন করত সরস্বতী নদীতে স্নান করিলে স্বর্গে গিয়া বিমানে বিহার করে।১৬০

হে মহারাজ! মুনিগণনিষেবিত ঔদ্দালক তীর্থে স্নান করিলে মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৬১

ব্রহ্মর্ষিগণনিষেবিত ধর্ম্মতীর্থে গিয়া স্নান করিলে তীর্থসেবী বাজপেয়-যজ্ঞের পুণ্য লাভ করত স্বর্গে গিয়া বিমানে অবস্থান করিয়া পূজা লাভ করে।১৬২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে পুলস্ত্যতীর্থযাত্রা-বিষয়ে চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৪

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[গঙ্গাসাগরাযোধ্যা-চিত্রকূট-প্রয়াগাদি-বিভিন্নতীর্থানাং মহিমবর্ণনম্, গঙ্গায়া মাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

পুলস্ত্য উবাচ।

অথ সন্ধ্যাং সমাসাদ্য সংবেদ্যং তীর্থমুত্তমম্।
উপস্পৃশ্য নরো বিদ্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১
রামস্য চ প্রভাবেণ তীর্থং রাজন্ কৃতং পুরা।
তল্লৌহিত্যং সমাসাদ্য বিন্দ্যাদ্ বহু সুবর্ণকম্ ॥২
করতোয়াং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি প্রজাপতিকৃতো বিধিঃ ॥৩
গঙ্গায়াস্তত্র রাজেন্দ্র সাগরস্য চ সঙ্গমে।
অশ্বমেধং দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৪
গঙ্গায়াস্ত্বপরং পারং প্রাপ্য যঃ স্নাতি মানবঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫
ততো বৈতরণীং গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রমোচনীম্।
বিরজং তীর্থমাসাদ্য বিরাজতি যথা শশী ॥৬
প্রভবেচ্চ কুলং পুণ্যং সর্বপাপং ব্যপোহতি।
গোসহস্রফলং লব্ধা পুনাতি স্বকুলং নরঃ ॥৭
শোণস্য জ্যোতিরথ্যায়াঃ সঙ্গমে নিয়তঃ শুচিঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৮
শোণস্য নর্মদায়াশ্চ প্রভবে কুরুনন্দন।
বংশগুল্ম উপস্পৃশ্য বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৯
ঋষভং তীর্থমাসাদ্য কোশলায়াং নরাধিপ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥১০
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ।
কোশলাং তু সমাসাদ্য কালতীর্থমুপস্পৃশেৎ ॥১১

পঞ্চাশীতিতম

[গঙ্গাসাগর, অযোধ্যা, চিত্রকূট ও প্রয়াগাদি বিভিন্নতীর্থের মহিমা বর্ণন এবং গঙ্গার মাহাত্ম্য কথন।]

পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় সংবেদ্যতীর্থে স্নান করিলে মানুষ বিদ্যালাভ করে,—ইহাতে সংশয় নাই।১

হে রাজন্! পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবে যে তীর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার নাম লৌহিত্য-তীর্থ; তথায় স্নান করিলে বহু সুবর্ণ প্রাপ্তি হয়।২

করতোয়ায় গমন করত স্নান করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ হয়,—ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মার বিধান।৩

হে রাজেন্দ্র! মনীষিগণ বলেন,—গঙ্গার সহিত সাগরের সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে অশ্বমেধের দশগুণ ফল লাভ হয়।৪

গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে গঙ্গার অপর পারে গিয়া স্নান করিলে মানব সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়।৫

তারপর সর্ব্বপাপনাশিনী বৈতরণী তীর্থে যাত্রা করিবে, তথায় অবস্থিত বিরজতীর্থে স্নান করিলে মানুষ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকে।৬

ঐ স্নানকারী ব্যক্তির পুণ্যময় কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। মানুষ সহস্র গোদানের ফল লাভ করিয়া পবিত্র হয়।৭

যদি মানব শুচিতা ও ইন্দ্রিয় সংযম সহকারে শোণ নদ ও জ্যোতিরথ্যা নদীর সঙ্গমে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করে, তবে সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে।৮

হে কুরুনন্দন! শোণ নদ ও নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থান বংশতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৯

অযোধ্যা রাজ্যে অবস্থিত ঋষভ তীর্থে গিয়া স্নান করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং তিন রাত্রি উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করত নিজ কুলকে উদ্ধার করে।

বৃষভৈকাদশফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
পুষ্পবত্যামুপস্পৃশ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥১২
গোসহস্রফলং লব্ধ্বা পুনাতি স্বকুলং নৃপ।
ততো বদরিকাতীর্থে স্নাত্বা ভরতসত্তম ॥১৩
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
অথ চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ ॥১৪
দণ্ডাখ্যমভিগম্যৈব গোসহস্রফলং লভেৎ।
লপেটিকাং ততো গচ্ছেৎ পুণ্যাং পুণ্যোপ-
শোভিতাম্ ॥১৫
বাজপেয়মবাপ্নোতি দেবৈঃ সর্বৈশ্চ পূজ্যতে।
ততো মহেন্দ্রমাসাদ্য জামদগ্ন্যনিষেবিতম্ ॥১৬
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অশ্বমেধফলং লভেৎ।
মতঙ্গস্য তু কেদারস্তত্রৈব কুরুনন্দন ॥১৭
তত্র স্নাত্বা কুরুশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলং লভেৎ।
শ্রীপর্বতং সমাসাদ্য নদীতীরমুপস্পৃশেৎ ॥১৮
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পূজয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
শ্রীপর্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ ॥১৯
ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ।
তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥২০
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ গচ্ছতি।
ঋষভং পর্বতং গত্বা পাণ্ড্যে দেবতপূজিতম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥২১
ততো গচ্ছেত কাবেরীং বৃতামপ্সরসাং গণৈঃ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥২২
ততস্তীরে সমুদ্রস্য কন্যাতীর্থমুপস্পৃশেৎ।
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৩

অযোধ্যায় গিয়া কালতীর্থে স্নান করিলে নিঃসংশয়ে একাদশ বৃষভদানের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে নৃপ। পুষ্পবতীতে স্নান করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে মানব সহস্র গোদানের পুণ্য লাভ করত নিজ কুলকে উদ্ধার করে।

ভরতসত্তম। অনন্তর বদরিকাতীর্থে স্নান করিলে ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে।

অনন্তর ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত চম্পাতীর্থে গিয়া ভাগীরথীতে স্নান করিবে এবং পরে দণ্ডতীর্থে যাইবে, তাহা হইলে সহস্র গোদানের ফল হইবে।

তারপর পুণ্যদায়িকা পুণ্যময়ী লপেটিকাতীর্থে গিয়া স্নান করিবে, তাহা হইলে বাজপেয়যজ্ঞের পুণ্যে স্বর্গে গমন করত সকল দেবগণের পূজা লাভ করিবে।

তারপর পরশুরামনিষেবিত মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া রামতীর্থে স্নান করিবে। তাহা হইলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করিবে।

হে কুরুনন্দন! উহার সন্নিধানেই মতঙ্গমুনির কেদারতীর্থ আছে। কুরুশ্রেষ্ঠ! তথায় স্নানে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

শ্রীপর্ব্বতে গমন করত তীর্থসেবী নদীতীরে বসিয়া স্নান পূর্ব্বক ভগবান্ বৃষভধ্বজের অর্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করে।

শ্রীপর্ব্বতে দেবীর সহিত স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় মহাদেব পরম প্রীতি সহকারে অবস্থান করেন এবং ব্রহ্মাও দেবতাগণের সহিত তথায় অধিষ্ঠিত আছেন। সেখানে দেবহ্রদে শুচি ও সংযম সহকারে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পাণ্ড্যদেশস্থ দেবগণপূজিত ঋষভপর্ব্বতে গমন করিলে মানব বাজপেয়যজ্ঞের পুণ্যে স্বর্গে গমন করিয়া বিহার করিতে থাকে।১০-২১

রাজন্! তারপর অপ্সরাগণপরিবৃত কাবেরী নদীতে স্নান করিলে পর মানুষ সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।২২

অথ গোকর্ণমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
সমুদ্রমধ্যে রাজেন্দ্র সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥২৪
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
ভূত-যক্ষ-পিশাচাশ্চ কিন্নরাঃ সমহোরগাঃ ॥২৫
সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বমানুষাঃ পন্নগাস্তথা ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা উপাসন্ত উমাপতিম্ ॥২৬
তত্রেশানং সমভ্যর্চ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥২৭
উষ্য দ্বাদশরাত্রং তু পূতাত্মা চ ভবেন্নরঃ ।
তত এব চ গায়ত্র্যাঃ স্থানং ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ॥২৮
ত্রিরাত্রমুষিতস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ।
নিদর্শনঞ্চ প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণানাং নরাধিপ ॥২৯
গায়ত্রীং পঠতে যস্তু যোনিসঙ্করজস্তথা ।
গাথা চ গাথিকা চাপি তস্য সম্পদ্যতে নৃপ ॥৩০
অব্রাহ্মণস্য সাবিত্রীং পঠতস্তু প্রণশ্যতি ।
সংবর্তস্য তু বিপ্রর্ষের্বাপীমাসাদ্য দুর্লভাম্ ॥৩১
রূপস্য ভাগী ভবতি সুভগশ্চ প্রজায়তে ।
ততো বেণাং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥৩২
ময়ূর-হংসসংযুক্তং বিমানং লভতে নরঃ ।
ততো গোদাবরীং প্রাপ্য নিত্যং সিদ্ধনিষেবিতাম্ ॥৩৩
গবাং মেধমবাপ্নোতি বাসুকের্লোকমুত্তমম্ ।
বেণায়াঃ সঙ্গমে স্নাত্বা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৩৪
বরদাসঙ্গমে স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ।
ব্রহ্মস্থানং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥৩৫

হে রাজশ্রেষ্ঠ! তারপর কন্যাতীর্থে (কন্যাকুমারিকাতে) গমন করিয়া সমুদ্রের জলে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মানুষ মুক্ত হয় ।২৩

রাজেন্দ্র! তারপর সমুদ্রমধ্যস্থ ত্রিলোকবিখ্যাত ও সর্ব্বলোকবন্দিত গোকর্ণতীর্থে গমন করিবে। সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপস্বী ঋষিগণ, ভূত, যক্ষ, পিশাচ, কিন্নর, মহোরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও মনুষ্যগণ এবং নদী, সাগর ও পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ভগবান্ উমাপতির উপাসনা করিয়া থাকেন ।২৪-২৬

সেখানে ভগবান্ শঙ্করের অর্চনা করত যে ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া গণপতিপদ লাভ করে ।২৭

দ্বাদশ রাত্রি সেখানে বাস করিলে মানুষ সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পূতচিত্ত হয়। সেই স্থানেই গায়ত্রীদেবীর ত্রিলোকপূজিত তীর্থ বিদ্যমান আছে ।২৮

সেখানে ত্রিরাত্র বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। রাজন্! ঐ তীর্থ প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষ উদাহরণস্বরূপ ।২৯

রাজন্! যোনিসাঙ্কর্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তি সেখানে গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার উচ্চারণ বিকৃত হইয়া গাথা ও গানের ন্যায় স্বর নির্গত হইবে। অব্রাহ্মণ কেহ তথায় গায়ত্রী পাঠ করিতে চেষ্টা করিলে তাহার উচ্চারণে পদ ও বর্ণ স্খলিত হইবে।

রাজন্! ব্রহ্মর্ষি সংবর্তের দুর্লভা বাপীতে গমন ও উহার জলে স্নান করিলে মানুষ রূপবান্ ও সৌভাগ্যশালী হয়।

তারপর বেণাতীর্থে গিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ময়ূর ও হংসবাহিত বিমান লাভ করে অর্থাৎ ঐ বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে বিহার করে।

তারপর সদা সিদ্ধগণনিষেবিত গোদাবরীতে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে গোমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ করিয়া মানুষ বাসুকির লোকে গমন করে। বেণা-সঙ্গমে স্নান করিয়া মানুষ অশ্বমেধের ফল লাভ করে ।৩৩-৩৪

গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
কুশপ্লবনমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৩৬
ত্রিরাত্রমুষিতঃ স্নাত্বা অশ্বমেধফলং লভেৎ।
ততো দেবহ্রদেঽরণ্যে কৃষ্ণবেণাজলোদ্ভবে ॥৩৭
জাতিস্মরহ্রদে স্নাত্বা ভবেজ্জাতিস্মরো নরঃ।
যত্র ক্রতুশতৈরিষ্ট্বা দেবরাজো দিবং গতঃ ॥৩৮
অগ্নিষ্টোমফলং বিন্দ্যাদ্ গমনাদেব ভারত।
সর্বদেবহ্রদে স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩৯
ততো বাপীং মহাপুণ্যাং পয়োষ্ণীং সরিতাং বরাম্
পিতৃদেবার্চনরতো গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৪০
দণ্ডকারণ্যমাসাদ্য পুণ্যং রাজন্নুপস্পৃশেৎ।
গোসহস্রফলং তস্য স্নাতমাত্রস্য ভারত ॥৪১

শরভঙ্গাশ্রমং গত্বা শুকস্য চ মহাত্মনঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি পুনাতি চ কুলং নরঃ ॥৪২
ততঃ শূর্পারকং গচ্ছেজ্জামদগ্ন্যনিষেবিতম্।
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিন্দ্যাদ্ বহুসুবর্ণকম্ ॥৪৩
সপ্তগোদাবরে স্নাত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
মহৎ পুণ্যমবাপ্নোতি দেবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৪
ততো দেবপথং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
দেবসত্রস্য যৎ পুণ্যং তদেবাপ্নোতি মানবঃ ॥৪৫
তুঙ্গকারণ্যমাসাদ্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বেদানধ্যাপয়ৎ তত্র ঋষিঃ সারস্বতঃ পুরা ॥৪৬
তত্র বেদেষু নষ্টেষু মুনেরঙ্গিরসঃ সুতঃ।
ঋষীণামুত্তরীয়েষু সুপবিষ্টো যথাসুখম্ ॥৪৭

বরদাসঙ্গমে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। ব্রহ্মস্থানে গিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে মানুষ সহস্র গোদানের ফল লাভ করে এবং স্বর্গলোকে গমন করে।

কুশপ্লবনতীর্থে গিয়া স্নান করত ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করে।

তারপর কৃষ্ণবেণাজল হইতে উৎপন্ন দেবহ্রদে স্নান করিয়া মানুষ জাতিস্মর হয়। এজন্য উহাকে জাতিস্মর হ্রদ বলে। যেখানে একশত যজ্ঞ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে গিয়াছিলেন।৩৫-৩৮

ভারত! সেখানে যাওয়ামাত্রই তীর্থযাত্রীর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তারপর সর্ব্বদেব-হ্রদে স্নান করিয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।৩৯

তারপর নদীসমূহশ্রেষ্ঠা মহাপুণ্যা পয়োষ্ণী নাম্নী বাপীতে গমন করত স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।৪০

হে রাজন্ ভরতনন্দন! পুণ্য দণ্ডকারণ্যে গিয়া স্নান করামাত্রই সহস্র গোদানের ফল হয়।৪১

শরভঙ্গমুনির ও মহাত্মা শুকদেবের আশ্রমে গমন করিলে মানব দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং নিজ কুলকে পবিত্র করে।৪২

তারপর জামদগ্ন্য (পরশুরাম)-নিষেবিত শূর্পারক তীর্থে গমন করিবে। তথায় অবস্থিত রামতীর্থে স্নান করিলে মানুষ বহু সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়।৪৩

সপ্ত-গোদাবর তীর্থে নিয়মপূর্ব্বক নিয়তাহার হইয়া স্নান করিলে মহাপুণ্য লাভ করত দেবলোকে গমন করে।৪৪

তারপর নিয়মরত হইয়া নিয়মিত ভোজন করত দেবপথে গমন করিলে মানব দেবসত্র যজ্ঞের যে পুণ্য, তাহাই লাভ করে।৪৫

ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তুঙ্গকারণ্যে গমন করিবে। তথায় পুরাকালে সারস্বত ঋষি অন্যান্য ঋষিগণকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।৪৬

কিন্তু এক সময় বেদাধ্যায়ী ঋষিগণ বেদ ভুলিয়া গেলেন, তখন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ঋষি ঋষিগণের উত্তরীয় বস্ত্রে যথাসুখে উপবিষ্ট হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।৪৭

ওঙ্কারেণ যথান্যায়ং সম্যগুচ্চারিতেন হ।
যেন যৎ পূর্ব্বমভ্যস্তং তৎ সর্ব্বং সমুপস্থিতম্ ॥৪৮
ঋষয়স্তত্র দেবাশ্চ বারুণোঽগ্নিঃ প্রজাপতিঃ।
হরির্নারায়ণস্তত্র মহাদেবস্তথৈব চ ॥৪৯
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈঃ সহ মহাদ্যুতিঃ।
ভৃগুং নিযোজয়ামাস যাজনার্থে মহাদ্যুতিম্ ॥৫০
ততঃ স চক্রে ভগবানৃষীণাং বিবিধং তদা।
সর্বেষাং পুনরাধানং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥৫১
আজ্যভাগেন তত্রাগ্নিং তর্পয়িত্বা যথাবিধি।
দেবাঃ স্বভবনং যাতা ঋষয়শ্চ যথাক্রমম্ ॥৫২
তদরণ্যং প্রবিষ্টস্য তুঙ্গকং রাজসত্তম।
পাপং প্রণশ্যত্যখিলং স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্য বা ॥৫৩
তত্র মাসং বসেদ্ ধীরো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
ব্রহ্মলোকং ব্রজেদ্ রাজন্ কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৫৪
মেধাবিকং সমাসাদ্য পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি ॥৫৫
অত্র কালঞ্জরং নাম পর্বতং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৫৬
যো স্নাতঃ সাধয়েৎ তত্র গিরৌ কালঞ্জরে নৃপ।
স্বর্গলোকে মহীয়তে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫৭
ততো গিরিবরশ্রেষ্ঠে চিত্রকূটে বিশাম্পতে।
মন্দাকিনীং সমাসাদ্য সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥৫৮
তত্রাভিষেকং কুর্বাণঃ পিতৃদেবার্চনে রতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গতিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ ॥৫৯
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ ভর্তৃস্থানমনুত্তমম্।
যত্র নিত্যং মহাসেনো গুহঃ সন্নিহিতো নৃপ ॥৬০
তত্র গত্বা নৃপশ্রেষ্ঠ গমনাদেব সিধ্যতি।
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৬১

নিয়মানুসারে যথাযথভাবে ওঙ্কারের সম্যক্ উচ্চারণ দ্বারা ঋষিগণের পূর্ব্বাভ্যস্ত সমস্ত বেদ পুনরায় স্মৃতিপথে উদিত হইল।৪৮

ঐ সময় সেখানে বহু ঋষি, দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, নারায়ণ শ্রীহরি, মহাদেব ও মহাতেজস্বী পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য দেবগণের সহিত উপস্থিত হইয়া মহাতেজা ভৃগুকে যজন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।৪৯-৫০

তারপর সেই ভৃগুমুনি পুনরায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঋষিগণের অগ্ন্যাধান করাইলেন এবং সেই অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধি ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে দেবগণ তৃপ্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং যথাক্রমে সমাগত ঋষিগণও স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।৫১-৫২

হে রাজসত্তম! ঐ তুঙ্গকারণ্যে প্রবেশ করিলে স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই সকল পাপ নষ্ট হয়।৫৩

রাজন্! সেখানে নিয়মপূর্ব্বক ভোজন ও সংযতচিত্ত হইয়া এক মাস বাস করিলে ধীর মানব ব্রহ্মলোকেগমন করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।৫৪

তারপর মেধাবিক তীর্থে গিয়া স্নান করত দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল হয় এবং তীর্থসেবী মেধা ও স্মৃতিশক্তি লাভ করিয়া থাকে।৫৫

এখানেই লোকবিখ্যাত কালঞ্জর নামে এক পর্ব্বত আছে। তত্রত্য দেবহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গো-দানের ফল হয়।৫৬

রাজন্! যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া কালঞ্জর পর্ব্বতে সাধন ভজন করে, সে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৭

রাজন্! তারপর গিরিশ্রেষ্ঠ চিত্রকূটে গিয়া তত্রত্য সর্ব্বপাপনাশিনী মন্দাকিনীতে (গঙ্গায়) স্নান করত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা করিলে মানুষ অশ্বমেধের পুণ্যলাভ করত পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।৫৮-৫৯

প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য জ্যেষ্ঠস্থানং ব্রজেন্নরঃ।
অভিগম্য মহাদেবং বিরাজতি যথা শশী ॥৬২
তত্র কূপে মহারাজ বিশ্রুতা ভরতর্ষভ।
সমুদ্রাস্তত্র চত্বারো নিবসন্তি যুধিষ্ঠির ॥৬৩
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
নিয়তাত্মা নরঃ পূতো গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥৬৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শৃঙ্গবেরপুরং মহৎ।
যত্র তীর্ণো মহারাজ রামো দাশরথিঃ পুরা ॥৬৫
তস্মিংস্তীর্থে মহাবাহো স্নাত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
গঙ্গায়াং তু নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৬৬
বিধূতপাপ্মা ভবতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি।
ততো মুঞ্জবটং গচ্ছেৎ স্থানং দেবস্য ধীমতঃ ॥৬৭
অভিগম্য মহাদেবমভিবাদ্য চ ভারত।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৬৮

তস্মিংস্তীর্থে তু জাহ্নব্যাং স্নাত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রয়াগমৃষিসংস্তুতম্ ॥৬৯
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
লোকপালশ্চ সাধ্যাশ্চ পিতরো লোকসম্মতাঃ ॥৭০
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ।
অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥৭১
তথা নাগাঃ সুপর্ণাশ্চ সিদ্ধাশ্চক্রচরাস্তথা।
সরিতঃ সাগরাশ্চৈব গন্ধর্বাপ্সরসোঽপি চ ॥৭২
হরিশ্চ ভগবানাস্তে প্রজাপতিপুরস্কৃতঃ।
তত্র ত্রীণ্যগ্নিকুণ্ডানি যেষাং মধ্যেন জাহ্নবী ॥৭৩
বেগেন সমতিক্রান্তা সর্বতীর্থপুরস্কৃতা।
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥৭৪
যমুনা গঙ্গয়া সার্দ্ধং সঙ্গতা লোকপাবনী।
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যং পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্ ॥৭৫

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভর্তৃস্থান তীর্থে গমন করিবে। রাজন্! তথায় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় নিত্যই সন্নিহিত আছেন।৬০

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তথায় গমনমাত্রই সিদ্ধিলাভ হয়, মানুষ কোটিতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করে।৬১

উহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তীর্থযাত্রী জ্যেষ্ঠস্থান তীর্থে গমন করিবে। তথায় মহাদেবের দর্শন-পূজন করিলে মানুষ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্ হয়।৬২

মহারাজ! ওখানে একটী কূপ আছে। হে ভরতর্ষভ! যুধিষ্ঠির! উহাতে চারি সমুদ্রই অবস্থিত আছে।৬৩

হে রাজেন্দ্র! সেই কূপের জল স্নান করত জিতাত্মা পুরুষ পবিত্র হইয়া দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা করত পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।৬৪

রাজেন্দ্র! তারপর সেই পরম সুন্দর শৃঙ্গবেরপুরে যাইবে। মহারাজ! পুরাকালে যথায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।৬৫

মহাবাহো! ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। তথায় ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গঙ্গায় স্নান করিলে পাপশূন্য হইয়া মানুষ বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তারপর মুঞ্জবট-নামক মহাদেবের স্থানে গমন করিবে।৬৬-৬৭

হে ভারত! সেখানে মহাদেবের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত প্রদক্ষিণ করিলে গণপতিপদ লাভ হয়।৬৮

সেই তীর্থে জাহ্নবীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। তারপর ঋষিগণের দ্বারা প্রশংসিত প্রয়াগে গমন করিবে।৬৯

যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্সমূহ দিক্পালগণ, লোকপালগণ, সাধু ও পিতৃগণ, সনৎকুমারাদি পরমর্ষিবৃন্দ, অঙ্গিরাপ্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগ, গরুড়, সিদ্ধ, চক্রচরগণ, নদী, সমুদ্র, গন্ধর্ব, অপ্সরোগণ এবং প্রজাপতি সহিত স্বয়ং শ্রীহরি সেখানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনটী অগ্নিকুণ্ড আছে, উহাদের মধ্যে জাহ্নবী সকল তীর্থের সহিত

প্রয়াগং জঘনস্থানমুপস্থমৃষয়ো বিদুঃ।
প্রয়াগং সপ্রতিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরৌ তথা ॥৭৬
তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ।
তত্র বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ মূর্তিমন্তো যুধিষ্ঠির ॥৭৭
প্রজাপতিমুপাসন্তে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
যজন্তে ক্রতুভির্দেবাস্তথা চক্রধরা নৃপাঃ ॥৭৮
ততঃ পুণ্যতমং নাম ত্রিষু লোকেষু ভারত।
প্রয়াগং সর্বতীর্থেভ্যঃ প্রবদন্ত্যধিকং বিভো ॥৭৯
গমনাৎ তস্য তীর্থস্য নামসঙ্কীর্তনাদপি।
মৃত্যুকালভয়াচ্চাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৮০
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
পুণ্যং স ফলমাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৮১
এষা যজনভূমির্হি দেবানামভিসংস্কৃতা।
তত্র দত্তং সূক্ষ্মমপি মহদ্ ভবতি ভারত ॥৮২
ন বেদবচনাৎ তাত ন লোকবচনাদপি।
মতিরুৎক্রমণীয়া তে প্রয়াগমরণং প্রতি ॥৮৩
দশ তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিঃ কোট্যস্তথাপরাঃ।
যেষাং সান্নিধ্যমত্রৈব কীর্তিতং কুরুনন্দন ॥৮৪
চতুর্বিদ্যে চ যৎ পুণ্যং সত্যবাদিষু চৈব যৎ।
স্নাত এব তদাপ্নোতি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে ॥৮৫
তত্র ভোগবতী নাম বাসুকেস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৮৬
তত্র হংসপ্রপতনং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
দশাশ্বমেধিকং চৈব গঙ্গায়াং কুরুনন্দন ॥৮৭

বেগে প্রবাহিত হইতেছেন। ত্রিলোকবিখ্যাত সূর্য্যপুত্রী লোকপাবনী যমুনা গঙ্গার সহিত তথায় মিলিত হইয়াছেন। ঐ স্থানে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তীভাগকে পৃথিবীর জঘন দেশ বলা হয়।৭০-৭৫

ঋষিগণ বলেন,—প্রয়াগ হইতেছে পৃথিবীর জঘন স্থান এবং উপস্থ (যোনি)। প্রতিষ্ঠানপুরের (ঝাঁসী) সহিত প্রয়াগ, কম্বল, অশ্বতর নাগ ও ভোগবতী তীর্থ—ইহারা প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদি। হে যুধিষ্ঠির! এই সকল তীর্থে বেদ ও যজ্ঞসমূহ মূর্ত্তিধারণ করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ঋষিগণ এখানে প্রজাপতির উপাসনা করেন। ভরতনন্দন! দেবগণ ও চক্রবর্ত্তী রাজগণ এখানে যজ্ঞ করিয়া থাকেন; এজন্য অন্য সব তীর্থ হইতে ইহা (প্রয়াগ) পুণ্যতম স্থানরূপে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে। বিভো! মনীষিগণ ইহাকে সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এখানে গমন করিলে অথবা দূর হইতে ইহার নাম কীর্ত্তন করিলেও মৃত্যুরূপ কালের ভয় এবং পাপ হইতে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে।৭৬-৮০

এখানের লোকবিখ্যাত সঙ্গমে যে স্নান করে, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধ উভয় যজ্ঞেরই পুণ্যফল লাভ করে।৮১

ভারত! ইহা দেবতাগণের দ্বারা অভিসংস্কৃত যজ্ঞভূমি, সুতরাং এখানে অল্প কিছু দান করিলেও মহদ্ দানে পরিণত হয়।৮২

তাত! তোমার প্রয়াগে মৃত্যুর ইচ্ছা হইলে কোন বৈদিক অথবা কোন লৌকিক নিষেধে তোমার সেই প্রয়াগে মরণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।৮৩

হে কুরুনন্দন! ষাট কোটি দশ হাজার তীর্থের সান্নিধ্য এই প্রয়াগে আছে। আম্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চার বিদ্যার্জ্জনে যে পুণ্য হয়, সেই সমস্ত পুণ্য গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে স্নানমাত্রই লাভ হয়।৮৪-৮৫

এইখানেই ভোগবতী নামে বাসুকীর উত্তম তীর্থ আছে; সেখানে যে স্নান করিবে তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয়।৮৬

কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র তত্রাবগাহিতা।
বিশেষো বৈ কনখলে প্রয়াগে পরমং মহৎ ॥৮৮

যদ্যকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাভিষেচনম্।
সর্ব্বং তৎ তস্য গঙ্গাম্ভো দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥৮৯

সর্ব্বং কৃতযুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্।
দ্বাপরেঽপি কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা ॥৯০

পুষ্করে তু তপস্তপ্যেদ্ দানং দদ্যান্মহালয়ে।
মলয়ে ত্বগ্নিমারোহেদ্ ভৃগুতুঙ্গে ত্বনাশনম্ ॥৯১

পুষ্করে তু কুরুক্ষেত্রে গঙ্গায়াং মধ্যমেষু চ।
স্নাত্বা তারয়তে জন্তুঃ সপ্তসপ্তাবরাংস্তথা ॥৯২

পুনাতি কীর্ত্তিতা পাপং দৃষ্ট্বা ভদ্রং প্রযচ্ছতি।
অবগাঢ়া চ পীতা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥৯৩

যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গায়াঃ স্পৃশতে জলম্।
তাবৎ স পুরুষো রাজন্ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৯৪

যথা পুণ্যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
উপাস্য পুণ্যং লব্ধা চ ভবত্যমরলোকভাক্ ॥৯৫

ন গঙ্গাসদৃশং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি এবমাহ পিতামহঃ ॥৯৬

যত্র গঙ্গা মহারাজ স দেশস্তৎ তপোবনম্।
সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ তজ্জ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্ ॥৯৭

কুরুনন্দন! ঐখানেই গঙ্গাতে হংসপ্রপতন ও দশাশ্বমেধিক নামে দুইটি ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে।৮৭

যে কোন স্থানে গঙ্গায় স্নানমাত্রই কুরুক্ষেত্রের সমান পুণ্য হয়; উহা হইতেও কনখলে গঙ্গা স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে; কিন্তু প্রয়াগে গঙ্গাস্নানে সব চেয়ে অধিক ফল হয়।৮৮

শত অকার্য্য করিয়াও যদি গঙ্গায় স্নান করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা সে সমস্ত পাপই অগ্নির কাষ্ঠদাহের ন্যায় দগ্ধ করেন।৮৯

সত্যযুগে সব তীর্থে পুণ্য সমান হইত, ত্রেতাতে পুষ্করতীর্থে অধিক পুণ্য; দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রে অধিক পুণ্য; কিন্তু কলিযুগে গঙ্গাতেই সর্ব্বাধিক পুণ্য হইয়া থাকে।৯০

পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিবে, মহালয়-তীর্থে দান করিবে, মলয় পর্ব্বতে অগ্নির উপর আরোহণ করিবে অর্থাৎ প্রবেশ করিবে এবং ভৃগুতুঙ্গ তীর্থে অনশন করিবে।৯১

পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গায় এবং প্রয়াগাদি মধ্যবর্ত্তী তীর্থে যে স্নান করে, সে নিজ কুলের উর্দ্ধ সাত পুরুষ ও অধঃ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করে।৯২

গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিলেই পাপ নষ্ট হয়, দর্শন করিলে মঙ্গল হয় এবং উহার জলে স্নান ও গঙ্গা জল পান করিলে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্রতা লাভ করে।৯৩

রাজন্! যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের অস্থি গঙ্গায় অবস্থান করে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই মানুষ স্বর্গে সম্মানিত হইয়া অবস্থান করে।৯৪

যত পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য দেবমন্দির আছে, উহাদের সকলের সেবার দ্বারা পুণ্য লাভ করিয়া মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে।৯৫

গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই এবং ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বর্ণ নাই—ইহা পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন।৯৬

মহারাজ! যেখানে গঙ্গা আছে, ঐ দেশই উত্তম দেশ এবং উহাই তপোবন। গঙ্গার তটবর্ত্তী সকল স্থানই সিদ্ধক্ষেত্র।৯৭

ইদং সত্যং দ্বিজাতীনাং সাধূনামাত্মজস্য চ।
সুহৃদাং চ জপেৎ কর্ণে শিষ্যস্যানুগতস্য চ ॥৯৮
ইদং ধন্যমিদং মেধ্যমিদং স্বর্গ্যমনুত্তমম্।
ইদং পুণ্যমিদং রম্যং পাবনং ধর্ম্যমুত্তমম্ ॥৯৯
মহর্ষীণামিদং গুহ্যং সর্বপাপপ্রমোচনম্।
অধীত্য দ্বিজমধ্যে চ নির্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥১০০
শ্রীমৎ স্বর্গ্যং তথা পুণ্যং সপত্নশমনং শিবম্।
মেধাজননমগ্র্যং বৈ তীর্থবংশানুকীর্তনম্ ॥১০১
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নুয়াৎ।
মহীং বিজয়তে রাজা বৈশ্যো ধনমবাপ্নুয়াৎ ॥১০২
শূদ্রো যথেপ্সিতান্ কামান্ ব্রাহ্মণঃ পারগঃ পঠন্।
যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং তীর্থপুণ্যং নরঃ শুচিঃ ॥১০৩
জাতীঃ স স্মরতে বহ্বীর্নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে।
গম্যান্যপি চ তীর্থানি কীর্তিতান্যগমানি চ ॥১০৪
মনসা তানি গচ্ছেত সর্বতীর্থসমীক্ষয়া।
এতানি বসুভিঃ সাধ্যৈরাদিত্যৈর্মরুদশ্বিভিঃ ॥১০৫
ঋষিভির্দেবকল্পৈশ্চ স্নাতানি সুকৃতৈষিভিঃ।
এবং ত্বমপি কৌরব্য বিধিনানেন সুব্রত ॥১০৬
ব্রজ তীর্থানি নিয়তঃ পুণ্যং পুণ্যেন বর্ধয়ন্।
ভাবিতৈঃ করণৈঃ পূর্বমাস্তিক্যাচ্ছ্রুতিদর্শনাৎ ॥১০৭
প্রাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সদ্ভিঃ শাস্ত্রানুদর্শিভিঃ।
নাব্রতো নাকৃতাত্মা চ নাশুচির্ন চ তস্করঃ ॥১০৮
স্নাতি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বক্রমতির্নরঃ।
ত্বয়া তু সম্যগ্‌বৃত্তেন নিত্যং ধর্মার্থদর্শিনা ॥১০৯
পিতা পিতামহশ্চৈব সর্বে চ প্রপিতামহাঃ।
পিতামহপুরোগাশ্চ দেবাঃ সর্ষিগণা নৃপঃ ॥১১০

এই সত্য কথা ব্রাহ্মণগণ, সাধু, নিজ পুত্র, সুহৃদ্, শিষ্য ও অনুগত পুরুষগণের কর্ণে জপিয়া দেওয়া উচিত ।৯৮

এই গঙ্গা মাহাত্ম্য ধন্য, মেধ্য, স্বর্গজনক, সুখ-সম্পাদক, রমণীয়, পুণ্যকারক ও উত্তম ধর্ম্ম সঙ্গত ।৯৯

মহর্ষিগণের গোপনীয় রহস্য এই গঙ্গা মাহাত্ম্য সর্ব্বপাপ নাশক। দ্বিজমণ্ডলীর মধ্যে উহা পাঠ করিলে মানুষ নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করে ।১০০

তীর্থসমূহের মহিমা কীর্ত্তন করিলে ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ, পুণ্য, শত্রুবিনাশ, মঙ্গল, মেধা প্রভৃতির লাভ হয় ।১০১

ইহা দ্বারা অপুত্রক পুত্র ও নির্ধন ধন লাভ করে এবং রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং বৈশ্য প্রচুর ধনের অধিকারী হয় ।১০২

ইহাতে শূদ্র অভীষ্ট বস্তু লাভ করে, ব্রাহ্মণ ইহা পাঠ করিয়া শাস্ত্রপারদর্শী হয়। যে মানব গম্য ও অগম্য সকল তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে, সে জাতিস্মর হয় এবং স্বর্গে আনন্দে বিহার করে ।১০৩-১০৪

সকল তীর্থদর্শনের ইচ্ছায় অগম্য তীর্থসমূহে মনে মনেও গমন করিবে। বসু, সাধ্য, আদিত্য, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং সুকৃতি লাভেচ্ছু দেবকল্প ঋষিগণ এই সকল তীর্থে স্নানাদি করিয়া থাকেন।

সুতরাং হে সুব্রত কুরুবংশধর! তুমি পুণ্যকামী হইয়া এই সকল পুণ্য তীর্থে গমন কর।

সদ্ভাবনাময় ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা, আস্তিক্য-বশতঃ ও শ্রুতির নির্দ্দেশে শাস্ত্রানুগবুদ্ধিসম্পন্ন সজ্জনগণ এই সকল তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কুরুনন্দন! যাহারা অব্রতস্থ, অজিতেন্দ্রিয়, কুটিল, অশুচি ও তস্কর—ইহারা তীর্থে স্নান করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

বৎস! তুমি সর্ব্বদা সদাচারপরায়ণ, নিত্যই

তব ধর্মেণ ধর্মজ্ঞ নিত্যমেবাভিতোষিতাঃ।
অবাপ্স্যসি ত্বং লোকান্ বৈ বসূনাং বাসবোপম।
কীর্তিঞ্চ মহতীং ভীষ্ম প্রাপ্স্যসে ভুবি
শাশ্বতীম্ ॥১১১

নারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বাভ্যনুজ্ঞায় পুলস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১১২
ভীষ্মশ্চ কুরুশার্দূল শাস্ত্রতত্ত্বার্থদর্শিবান্।
পুলস্ত্যবচনাচ্চৈব পৃথিবীং পরিচক্রমে ॥১১৩
এবমেষা মহাভাগ প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিতা।
তীর্থযাত্রা মহাপুণ্যা সর্বপাপপ্রমোচনী ॥১১৪
অনেন বিধিনা যস্তু পৃথিবীং সঞ্চরিষ্যতি।
অশ্বমেধশতস্যাগ্র্যং ফলং প্রেত্য স ভোক্ষ্যতি ॥১১৫
ততশ্চাষ্টগুণং পার্থ প্রাপ্স্যসে ধর্মমুত্তমম্।
ভীষ্মঃ কুরূণাং প্রবরো যথাপূর্বমবাপ্তবান্ ॥১১৬

নেতা চ ত্বমৃষীন্ যস্মাৎ তেন তেঽষ্টগুণং ফলম্।
রক্ষোগণবিকীর্ণানি তীর্থান্যেতানি ভারত।
ন গন্তানি মনুষ্যৈরেস্ত্বামৃতে কুরুনন্দন ॥১১৭

ইদং দেবর্ষিচরিতং সর্বতীর্থাভিসংবৃতম্।
যঃ পঠেৎ কল্যমুত্থায় সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১১৮

ঋষিমুখ্যাঃ সদা যত্র বাল্মীকিস্ত্বথ কশ্যপঃ।
আত্রেয়ঃ কুণ্ডজঠরো বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ ॥১১৯
অসিতো দেবলশ্চৈব মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
ভরদ্বাজো বশিষ্ঠশ্চ মুনিরুদ্দালকস্তথা ॥১২০
শৌনকঃ সহ পুত্রেণ ব্যাসশ্চ তপতাং বরঃ।
দুর্বাসাশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠো জাবালিশ্চ মহাতপাঃ ॥১২১

এতে ঋষিবরাঃ সর্বে ত্বৎপ্রতীক্ষাস্তপোধনাঃ।
এভিঃ সহ মহারাজ তীর্থান্যেতান্যনুব্রজ ॥১২২

ধর্মার্থদর্শী এবং ঋষিগণের সহিত পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছ। হে ভীষ্ম! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং তুমি তীর্থসমূহ দর্শন করিলে বসুগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় সসম্মানে বিরাজ করিবে এবং পৃথিবীতে তুমি মহতী কীর্ত্তি লাভ করিবে।১০৯-১১১

নারদ বলিলেন,—মহর্ষি ভগবান্ পুলস্ত্য ভীষ্মকে এইরূপ বলিয়া ও ভীষ্মের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে প্রীতমনে সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।১১২

হে কুরুশার্দ্দূল! ভীষ্মদেবও শাস্ত্রতত্ত্বদর্শিতা-বশতঃ মহর্ষি পুলস্ত্যের উপদেশানুসারে পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন।১১৩

হে মহাভাগ! মহর্ষি পুলস্ত্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী মহাপুণ্যময়ী এই সকল তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্য কথা প্রতিষ্ঠানপুরেই (প্রয়াগে) সমাপ্ত করিয়াছিলেন।১১৪

এই বিধি অনুসারে যে পৃথিবী ভ্রমণ করিবে সে মৃত্যুর পর শতাশ্বমেধের অধিক পুণ্যফল ভোগ করিবে।১১৫

হে কুন্তীনন্দন! ভীষ্ম তীর্থ ভ্রমণে যত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তুমি তাহার আটগুণ উত্তম পুণ্য লাভ করিবে।১১৬

যেহেতু তুমি এই ঋষিগণের নেতা, সেই হেতু তুমি আটগুণ বেশী ফল পাইবে। ভারত! এই সকল তীর্থই রাক্ষসগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। হে কুরুনন্দন! তুমি ভিন্ন অন্য কোন রাজা এই সকল তীর্থে যাত্রা করেন নাই।১১৭

এই দেবর্ষি পুলস্ত্য কথিত সর্ব্বতীর্থের মাহাত্ম্য প্রকরণ যিনি প্রভাতে উঠিয়াই পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।১১৮

বাল্মীকি, কশ্যপ, আত্রেয়, কুণ্ড-জঠর, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, উদ্দালক, শৌনক, পুত্র শুকদেব সহ তপস্বিশ্রেষ্ঠ

এষ তে লোমশো নাম মহর্ষিরমিতদ্যুতিঃ।
সমেষ্যতি মহারাজ তেন সার্দ্ধমনুব্রজ ॥১২৩
ময়াপি সহ ধর্মজ্ঞ তীর্থান্যেতান্যনুক্রমাৎ।
প্রাপ্স্যসে মহতীং কীর্ত্তিং যথা রাজা মহাভিষঃ॥১২৪
যথা যযাতির্ধর্মাত্মা যথা রাজা পুরূরবাঃ।
তথা ত্বং রাজশার্দূল স্বেন ধর্মেণ শোভসে ॥১২৫
যথা ভগীরথো রাজা যথা রামশ্চ বিশ্রুতঃ।
তথা ত্বং সর্ব্বরাজভ্যো ভ্রাজসে রশ্মিবানিব ॥১২৬
যথা মনুর্যথেক্ষ্বাকুর্যথা পূরুর্মহাযশাঃ।
যথা বৈণ্যো মহারাজ তথা ত্বমপি বিশ্রুতঃ ॥১২৭
যথা চ বৃত্রহা সর্বান্ সপত্নান্ নির্দহন্ পুরা।
ত্রৈলোক্যং পালয়ামাস দেবরাড্ বিগতজ্বরঃ ॥১২৮
তথা শত্রুক্ষয়ং কৃত্বা ত্বং প্রজাঃ পালয়িষ্যসি।
স্বধর্মবিজিতামুর্বীং প্রাপ্য রাজীবলোচন ॥১২৯
খ্যাতিং যাস্যসি ধর্মেণ কার্ত্তবীর্য্যার্জুনো যথা ॥১৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাশ্বাস্য রাজানং নারদো ভগবানৃষিঃ।
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৩১
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্মাত্মা তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
তীর্থযাত্রাশ্রিতং পুণ্যমৃষীণাং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি পুলস্ত্যতীর্থযাত্রায়াং নারদবাক্যে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৫

ব্যাস, দুর্ব্বাসা, মহাতপস্বী জাবালি প্রভৃতি তপোধন ঋষিশ্রেষ্ঠগণ তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে মহারাজ! তুমি ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তীর্থসমূহ পর্য্যটন কর।১১৯-১২২

হে মহারাজ! এখনই অমিততেজস্বী মহর্ষি লোমশমুনি তোমার নিকট আগমন করিবেন। তুমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তীর্থ ভ্রমণ কর।১২৩

হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমিও তোমার এই তীর্থযাত্রার সঙ্গী হইব। ইহাতে তুমি প্রাচীন রাজা মহাভিষের ন্যায় মহতী কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।১২৪

রাজশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মাত্মা রাজা যযাতি ও পুরূরবার ন্যায় তুমিও নিজ ধর্ম্মের প্রভাবে শোভা প্রাপ্ত হইতেছ।১২৫

রাজা ভগীরথ ও বিখ্যাত দাশরথি রামের ন্যায় তুমিও সূর্য্যসদৃশ সকল রাজবৃন্দ হইতে অধিক দীপ্তিমান্ হইবে।১২৬

মহারাজ! মনু, ইক্ষ্বাকু, মহাযশা পূরু এবং বেণপুত্র পৃথু যেমন জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের ন্যায় বিখ্যাত হইবে।১২৭

যেমন দেবরাজ ইন্দ্র সকল শত্রুকে বিনাশ করত নিষ্কণ্টক হইয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন, পদ্মনয়ন! তুমিও শত্রুগণকে বিনাশ করত স্বধর্ম্মের দ্বারা বিজিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণকে পালন করিবে এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় খ্যাতি লাভ করিবে।১২৮-১৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসন দিয়া দেবর্ষি ভগবান্ নারদ সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।১৩১

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও ঋষিগণের তীর্থযাত্রাশ্রিত পুণ্যের কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে তাহা লাভ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে পুলস্ত্যতীর্থযাত্রাবিষয়ে নারদবাক্যে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ৷৮৫

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যমুনিসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য পুণ্যতপোবনাশ্রম-নদীপ্রভৃতি-বিষয়জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভ্রাতৄণাং মতমাজ্ঞায় নারদস্য চ ধীমতঃ।
পিতামহসমং ধৌম্যং প্রাহ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১
ময়া স পুরুষব্যাঘ্রো জিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ।
অস্ত্রহেতোর্মহাবাহুরমিতাত্মা বিবাসিতঃ ॥২
স হি বীরোঽনুরক্তশ্চ সমর্থশ্চ তপোধনঃ।
কৃতী চ ভৃশমপ্যস্ত্রে বাসুদেব ইব প্রভুঃ ॥৩
অহং হ্যেতাবুভৌ ব্রহ্মন্ কৃষ্ণাবরিবিঘাতিনৌ।
অভিজানামি বিক্রান্তৌ তথা ব্যাসঃ প্রতাপবান্ ॥৪
ত্রিযুগৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
নারদোঽপি তথা বেদ যোঽপ্যশংসৎ সদা মম ॥৫
তথাহমপি জানামি নর-নারায়ণাবৃষী।
শক্তোঽয়মিত্যতো মত্বা ময়া স প্রেষিতোঽর্জুনঃ ॥৬
ইন্দ্রাদনবরঃ শক্রং সুরসূনুঃ সুরাধিপম্।
দ্রষ্টুমস্ত্রাণি চাদাতুমিন্দ্রাদিতি বিবাসিতঃ ॥৭
ভীষ্মদ্রোণাবতিরথৌ কৃপো দ্রৌণিশ্চ দুর্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেণ বৃতা যুধি মহারথাঃ ॥৮
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বাস্ত্রবিদুষস্তথা।
যোদ্ধুকামাশ্চ পার্থেন সততং যে মহাবলাঃ।
স চ দিব্যাস্ত্রবিৎ কর্ণঃ সূতপুত্রো মহারথঃ ॥৯
যোঽস্ত্রবেগানিলবলঃ শরার্চিস্তলনিঃস্বনঃ।
রজো ধূমোঽস্ত্রসম্পাতো ধার্তরাষ্ট্রানিলোদ্ধতঃ ॥১০

ষড়শীতিতম অধ্যায়

[ধৌম্যমুনির নিকট যুধিষ্ঠিরের পুণ্য তপোবন, আশ্রম ও নদী প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞানী দেবর্ষি নারদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ব্রহ্মাতুল্য প্রভাবশালী ধৌম্যকে বলিলেন।১

হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি সত্যপরাক্রম অসাধারণ ধৈর্য্যশালী মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ জিষ্ণুকে (অর্জুনকে) অস্ত্রলাভের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়াছি।২

সে বীর, আমার অনুরক্ত, সর্ব্বকার্যসাধনে সমর্থ, তপস্বী, সে বাসুদেবের ন্যায় সমস্ত অস্ত্রে অত্যন্ত কৃতী এবং প্রভাবশালী।৩

ব্রহ্মন্! শত্রুনিসূদন দুই কৃষ্ণকে (কৃষ্ণ ও অর্জুনকে) বিক্রমশীল বলিয়া জানি এবং প্রতাপশালী ব্যাসদেবও আমাকে তাহাই বলিয়াছেন।৪

কমললোচন এই বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগেই সর্ব্বদা একসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন—দেবর্ষি নারদও নিজে ইহা জানেন এবং আমাকে সর্ব্বদাই তিনি একথা বলিয়া থাকেন।৫

আমিও এই দুইজনকে নর ও নারায়ণ ঋষি বলিয়া জানি। সুতরাং অর্জুন দৈবাস্ত্রসমূহ আহরণে সমর্থ—ইহা জানিয়াই আমি তাহাকে ঐ কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছি। ইন্দ্রেরই পুত্র ইন্দ্রতুল্য অর্জুন ইন্দ্রকে দর্শন করিতে ও তাঁহার নিকট হইতে দৈবাস্ত্রসমূহ আহরণ করিতে সমর্থ—ইহা জানিয়াই তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি।৬-৭

অতিরথ ভীষ্ম ও দ্রোণ, কৃপ, দুর্জ্জয় অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণকে ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুদ্ধে বরণ করিয়া রাখিয়াছে। ইঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ এবং বীর; এই সকল মহাবল সততই পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক। ইহা ছাড়া মহারথ সূতপুত্র কর্ণও দিব্যাস্ত্রবিদ্।৮-৯

নির্দ্দিষ্ট ইব কালেন যুগান্তে জ্বলনো মহান্।
মম সৈন্যময়ং কক্ষং প্রধক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১১

তং স কৃষ্ণানিলোদ্ধূতো দিব্যাস্ত্রজলদো মহান্।
শ্বেতবাজি-বলাকাভৃদ্ গাণ্ডীবেন্দ্রায়ুধোজ্জ্বলঃ ॥১২

সংরব্ধঃ শরধারাভিঃ সুদীপ্তং কর্ণপাবকম্।
অর্জুনোদীরিতো মেঘঃ শময়িষ্যতি সংযুগে ॥১৩

স সাক্ষাদেব সর্ব্বাণি শক্রাৎ পরপুরঞ্জয়ঃ।
দিব্যান্যস্ত্রাণি বীভৎসুস্তত্তশ্চ প্রতিপৎস্যতে ॥১৪

অলং স তেষাং সর্ব্বেষামিতি মে ধীয়তে মতিঃ।
নাস্তি ত্বতিকৃতার্থানাং রণেঽরীণাং প্রতিক্রিয়া ॥১৫

তে বয়ং পাণ্ডবং সর্ব্বে গৃহীতাস্ত্রমরিন্দমম্।
দ্রষ্টারো ন হি বীভৎসুর্ভারমুদ্যম্য সীদতি ॥১৬

অস্ত্রের বেগ যাহার বায়ুতুল্য, বাণ যাহার জ্বালা, হস্ততল যাহার ধ্বনি, ধূলিই যাহার ধূম, অস্ত্রবর্ষণ যাহার স্ফুলিঙ্গ, ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ যাহার বায়ুরূপে সহায়, কালের দ্বারা প্রেরিত প্রলয়কালীন মহান্ অগ্নিস্বরূপ ঐ সূতপুত্র আমার সৈন্যময় কক্ষকে নিঃসংশয়ে দগ্ধ করিবে।১০-১১

ঐরূপ মহাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে একমাত্র অর্জ্জুনরূপ মেঘই সমর্থ; ঐ অর্জ্জুনরূপ মেঘের কৃষ্ণই প্রেরক বায়ু, দিব্যাস্ত্রসমূহই উহার বিদ্যুৎ, শ্বেত অশ্বই উহার বলাকা, গাণ্ডীব উহার দুঃসহ ইন্দ্রধনু। ঐ অর্জ্জুনরূপী মেঘই যুদ্ধে শররূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া কর্ণরূপ মহাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ। সেই পরপুরঞ্জয় বীভৎসু (অর্জুন) সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দিব্যাস্ত্রসমূহ লাভ করিবে সন্দেহ নাই।১২-১৪

সে একাকীই শত্রুপক্ষের সকল রথীর সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ। অতিকৃতার্থাভিমানী শত্রুগণের প্রতিকার বিষয়ে তাহাকে ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।১৫

সেই আমরা শত্রুদমনকারী বীভৎসুকে (অর্জুনকে) গৃহীতাস্ত্র হইয়া এখানে আসিতে কবে দেখিব? আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। বীভৎসু কোন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কখনও অবসন্ন হয় না।১৬

বয়ং তু তমৃতে বীরং বনেঽস্মিন্ দ্বিপদাং বর।
অবধানং ন গচ্ছামঃ কাম্যকে সহ কৃষ্ণয়া ॥১৭

ভবানন্যদ্ বনং সাধু বহ্বন্নং ফলবচ্ছুচি।
আখ্যাতু রমণীয়ঞ্চ সেবিতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥১৮

যত্র কঞ্চিদ্ বয়ং কালং বসন্তঃ সত্যবিক্রমম্।
প্রতীক্ষামোঽর্জুনং বীরং বৃষ্টিকামা ইবাম্বুদম্ ॥১৯

বিবিধানাশ্রমান্ কাংশ্চিদ্ দ্বিজাতিভ্যঃ
প্রতিশ্রুতান্।
সরাংসি সরিতশ্চৈব রমণীয়াংশ্চ পর্ব্বতান্ ॥২০

হে নরবর! কৃষ্ণার সহিত আমরা সেই বীর অর্জুনকে হারাইয়া এই কাম্যকবনে শান্তিতে অবস্থান করিতে পারিতেছি না।১৭

আপনি অন্য একটা এমন সুন্দর বনের কথা বলুন, যাহা পবিত্র, রমণীয়, পুণ্যাত্মগণের আবাসভূমি এবং ফল ও অন্নে পরিপূর্ণ।১৮

বৃষ্টিকামী পুরুষগণ যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, আমরা কিছুকাল বাস করিয়া যেখানে তাহার অপেক্ষা করিতে পারি, এমন একটী বনের কথা আপনি বলুন।১৯

আপনি দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে পূর্ব্বে

আচক্ষ্ব ন হি মে ব্রহ্মন্ রোচতে তমৃতেঽর্জ্জুনম্।
বনেঽস্মিন্ কাম্যকে বাসো গচ্ছামোঽন্যাং
দিশং প্রতি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি ধৌম্য-তীর্থযাত্রায়াং ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৬

শুনিয়াছেন, এমন কতকগুলি রমণীয় আশ্রম, সরোবর ও নদীর কথা বলুন। অর্জ্জুন ব্যতীত এই কাম্যক বনে আমাদের আর বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অন্য কোথাও যাইতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে।২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে ধৌম্যতীর্থযাত্রাবিষয়ে ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৬

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যেন পূর্ব্বদিক্‌স্থিতানাং তীর্থানাং বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তান্ সর্বানুৎসুকান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দীনচেতসঃ।
আশ্বাসয়ংস্তদা ধৌম্যো বৃহস্পতিসমোঽব্রবীৎ ॥১

ব্রাহ্মণানুমতান্ পুণ্যানাশ্রমান্ ভরতর্ষভ।
দিশস্তীর্থানি শৈলাংশ্চ শৃণু মে বদতোঽনঘ ॥২

যান্ শ্রুত্বা গদতো রাজন্ বিশোকো ভবিতাসি হ।
দ্রৌপদ্যা চানয়া সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিশ্চ নরেশ্বর ॥৩

শ্রবণাচ্চৈব তেষাং ত্বং পুণ্যমাপ্স্যাসি পাণ্ডব।
গত্বা শতগুণং চৈব তেভ্য এব নরোত্তম ॥৪

পূর্বং প্রাচীং দিশং রাজন্ রাজর্ষিগণসেবিতাম্।
রম্যাং তে কথয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির যথাস্মৃতি ॥৫

তস্যাং দেবর্ষিজুষ্টায়াং নৈমিষং নাম ভারত।
যত্র তীর্থানি দেবানাং পুণ্যানি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥৬

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

[ধৌম্যকর্তৃক পূর্ব্বদিক্‌স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুনকে দেখিতে উৎসুক পাণ্ডবগণকে দীনচিত্ত দেখিয়া বৃহস্পতি-তুল্য জ্ঞানী ধৌম্যমুনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন।১

হে অনঘ। ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত উত্তম আশ্রম, তীর্থ, পর্ব্বত ও দেশসমূহের বিষয় আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।২

হে নরোত্তম রাজন্। উহাদের কথা আমার নিকট শ্রবণ করিলে তুমি ভ্রাতৃগণ ও এই দ্রৌপদীর সহিত শোকশূন্য হইবে।৩

হে পাণ্ডব। ইহাদের কথা শ্রবণ করিলেই তোমার পুণ্য হইবে, তথায় গেলে আরও শতগুণ অধিক পুণ্য হইবে।৪

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির। আমার যেরূপ স্মরণ আছে, তদনুসারে প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত রাজর্ষিগণসেবিত রমণীয় আশ্রম ও দেশসমূহের কথাই বলিব।৫

ভারত। দেবর্ষিগণ নিষেবিত পূর্ব্বদিকে নৈমিষ-নামক তীর্থ আছে, যেখানে সমস্ত দেবগণের সকল তীর্থ বর্ত্তমান আছে।৬

যত্র সা গোমতী পুণ্যা রম্যা দেবর্ষিসেবিতা।
যজ্ঞভূমিশ্চ দেবানাং শামিত্রঞ্চ বিবস্বতঃ ॥৭

তস্যাং গিরিবরঃ পুণ্যো গয়ো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
শিবং ব্রহ্মসরো যত্র সেবিতং ত্রিদশর্ষিভিঃ ॥৮

যদর্থে পুরুষব্যাঘ্র কীর্তয়ন্তি পুরাতনাঃ।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ॥৯

যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
উত্তারয়তি সন্তত্যা দশপূর্বান্ দশাবরান্ ॥১০

মহানদী চ তত্রৈব তথা গয়শিরো নৃপ।
যত্রাসৌ কীর্ত্যতে বিপ্রৈরক্ষয্যকরণো বটঃ ॥১১

যত্র দত্তং পিতৃভ্যোঽন্নমক্ষয্যং ভবতি প্রভো।
সা চ পুণ্যজলা তত্র ফল্গুর্নাম মহানদী ॥১২

বহুমূলফলা চাপি কৌশিকী ভরতর্ষভ।
বিশ্বামিত্রোঽধ্যগাদ্ যত্র ব্রাহ্মণত্বং তপোধনঃ ॥১৩

গঙ্গা যত্র নদী পুণ্যা যস্যাস্তীরে ভগীরথঃ।
অযজৎ তত্র বহুভিঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১৪

পঞ্চালেষু চ কৌরব্য কথয়স্ত্যুৎপলাবনম্।
বিশ্বামিত্রোঽযজদ্ যত্র পুত্রেণ সহ কৌশিকঃ ॥১৫

যত্রানুবংশং ভগবান্ জামদগ্ন্যস্তথা জগৌ।
বিশ্বামিত্রস্য তাং দৃষ্ট্বা বিভূতিমতিমানুষীম্ ॥১৬

কাম্যকুব্জেঽপিবৎ সোমমিন্দ্রেণ সহ কৌশিকঃ।
ততঃ ক্ষত্রাদপাক্রামদ্ ব্রাহ্মণোঽস্মীতি চাব্রবীৎ ॥১৭

পবিত্রমৃষিভির্জুষ্টং পুণ্যং পাবনমুত্তমম্।
গঙ্গা-যমুনয়োর্বীর সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ॥১৮

সেখানে দেবর্ষিসেবিতা রমণীয়া ও পুণ্যা গোমতী নদী আছে এবং দেবতাদের যজ্ঞভূমি ও সূর্য্যের শামিত্র (যজ্ঞ পাত্র) আছে।৭

ঐ পূর্ব্বদিকে রাজর্ষিগণের দ্বারা সংস্কৃত গয়নামক পুণ্য পর্ব্বত আছে এবং দেবর্ষিগণসেবিত মঙ্গলময় ব্রহ্মসরোবর আছে।৮

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন—"গৃহস্থ পুরুষ অনেক পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন। কেননা, যদি একটিমাত্র পুত্রও ঐ গয়ায় গমন করে। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, কিংবা শ্রাদ্ধে নীল বৃষ উৎসর্গ করে এবং ঐ কর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধ দশ ও অধঃ দশ—এই বিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করে।৯-১০

হে রাজন্। সেখানে মহানদী এবং অক্ষয় বট আছে, সেখানে বটবৃক্ষে দত্ত পিণ্ড অক্ষয়তাপ্রাপ্ত হয়—ইহা ব্রাহ্মণগণ বলেন।১১

ঐ বটতলে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্ন অক্ষয়তাপ্রাপ্ত হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ। সেখানে পুণ্যসলিলা ফল্গু নামে মহানদী ও সেখানে বহুফল-মূলযুক্তা কৌশিকীনদী প্রবাহিত হইতেছে। যাহার তীরে তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১২-১৩

পূর্ব্বদিকে পুণ্যা গঙ্গা নদী আছে, যাহার তীরে ভগীরথ প্রচুর দক্ষিণা সহ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন।১৪

কুরুনন্দন। পাঞ্চালদেশে উৎপলাবন নামে একটি স্থান আছে, যেখানে কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র পুত্রের সহিত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।১৫

বিশ্বামিত্রের অলৌকিক বিভূতি দেখিয়া স্বয়ং জমদগ্নিপুত্র ভগবান্ পরশুরাম তাঁহার বংশের অনুরূপ যশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।১৬

কাণ্যকুব্জে ইন্দ্রের সহিত কৌশিক সোম পান করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি ক্ষত্রিয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া 'আমি ব্রাহ্মণ হইয়াছি' এই কথা বলিয়াছিলেন।১৭

বীর। ঋষিগণসেবিত ত্রিলোকবিখ্যাত পাপ-বিনাশক পুণ্যময় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম এই পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।১৮

যত্রাযজত ভূতাত্মা পূর্বমেব পিতামহঃ।
প্রয়াগমিতি বিখ্যাতং তস্মাদ্ ভরতসত্তম ॥১৯
অগস্ত্যস্য তু রাজেন্দ্র তত্রাশ্রমবরো নৃপ।
তৎ তথা তাপসারণ্যং তাপসৈরুপশোভিতম্ ॥২০
হিরণ্যবিন্দুঃ কথিতো গিরৌ কালঞ্জরে মহান্।
আগস্ত্যপর্বতো রম্যঃ পুণ্যো গিরিবরঃ শিবঃ ॥২১
মহেন্দ্রো নাম কৌরব্য ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
অযজৎ তত্র কৌন্তেয় পূর্বমেব পিতামহঃ ॥২২
যত্র ভাগীরথী পুণ্যা সরস্যাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
যত্র সা ব্রহ্মশালেতি পুণ্যা খ্যাতা বিশাম্পতে ॥২৩
ধূতপাপ্মভিরাকীর্ণা পুণ্যং তস্যাশ্চ দর্শনম্।
পবিত্রো মঙ্গলীয়শ্চ খ্যাতো লোকে মহাত্মনঃ ॥২৪
কেদারশ্চ মতঙ্গস্য মহানাশ্রম উত্তমঃ।
কুণ্ডোদঃ পর্বতো রম্যো বহুমূলফলোদকঃ ॥২৫
নৈষধস্তৃষিতো যত্র জলং শর্ম চ লব্ধবান্।
যত্র দেববনং পুণ্যং তাপসৈরুপশোভিতম্ ॥২৬
বাহুদা চ নদী যত্র নন্দা চ গিরিমূর্ধনি।
তীর্থানি সরিতঃ শৈলাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥২৭
প্রাচ্যাং দিশি মহারাজ কীর্তিতানি ময়া তব।
তিসৃষন্যানি পুণ্যানি দিক্ষু তীর্থানি মে শৃণু।
সরিতঃ পর্বতাংশ্চৈব পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি ধৌম্যতীর্থযাত্রায়াং সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৭

হে ভরতসত্তম! যেহেতু পুরাকালে ভূতাত্মা পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সেখানে (যাগ) যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেইহেতু উহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে।১৯

হে রাজেন্দ্র! ঐখানেই তাপসগণে সুশোভিত মহর্ষি অগস্ত্যের তাপসারণ্যনামে একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রম আছে।২০

কালঞ্জরপর্ব্বতে হিরণ্যবিন্দুনামে প্রসিদ্ধ এক তীর্থ আছে। সেখানকার অগস্ত্যপর্ব্বত খুবই রমণীয় পুণ্যময় মঙ্গলকর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত।২১

হে কুরুনন্দন! মহাত্মা ভার্গবের নিবাস স্থান মহেন্দ্র পর্ব্বত। কুন্তীতনয়! যেখানে পূর্ব্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।২২

যুধিষ্ঠির! যেখানে ভাগীরথী গঙ্গা সরোবরের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। রাজন্! যেখানে পুণ্যময়ী গঙ্গা ব্রহ্মশালা নামে বিখ্যাতা।২৩

ঐ পুণ্যক্ষেত্র নিষ্পাপ পুরুষগণের দ্বারা, নিষেবিত। তাহার দর্শন মাত্রেই পুণ্য হয়। এখানেই লোকবিখ্যাত মহর্ষি মতঙ্গের কেদারনামক মহান্ আশ্রম আছে; উহা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। কুণ্ডোদনামক রমণীয় পর্ব্বত বহু ফল-মূলে পরিপূর্ণ। যেখানে তৃষ্ণার্ত্ত নিষধরাজ নল জল লাভ করিয়াছিলেন ও শান্তি পাইয়াছিলেন।

সেখানে দেববননামক তাপসগণ নিষেবিত একটি বন আছে এবং সেখানে পর্ব্বতশিখরে বাহুদা ও নন্দা নামে দুইটি নদী আছে।

মহারাজ! তীর্থ, নদী, পর্ব্বত ও পুণ্য দেবমন্দিরসমূহ যাহা পূর্ব্বদিকে বিরাজমান, তাহা সবই আপনাকে বলিলাম। এখন অন্য তিন দিকে যে সকল পুণ্য তীর্থ, নদী, পর্ব্বত ও দেবমন্দির আছে; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।২৪-২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে ধৌম্যতীর্থযাত্রা-বিষয়ে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৭

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যেন দক্ষিণদিক্‌স্থিতানাং তীর্থানাং বর্ণনম্।]

দক্ষিণস্যাং তু পুণ্যানি শৃণু তীর্থানি ভারত।
বিস্তরেণ যথাবুদ্ধি কীর্ত্ত্যমানানি তানি বৈ ॥১

যস্যামাখ্যায়তে পুণ্যা দিশি গোদাবরী নদী।
বহ্বারামা বহুজলা তাপসাচরিতা শিবা ॥২

বেণা ভীমরথী চৈব নদ্যৌ পাপভয়াপহে।
মৃগ-দ্বিজসমাকীর্ণে তাপসালয়ভূষিতে ॥৩

রাজর্ষেস্তস্য চ সরিন্নৃগস্য ভরতর্ষভ।
রম্যতীর্থা বহুজলা পয়োষ্ণী দ্বিজসেবিতা ॥৪

অপি চাত্র মহাযোগী মার্কণ্ডেয়ো মহাযশাঃ।
অনুবংশ্যাং জগৌ গাথাং নৃগস্য ধরণীপতেঃ ॥৫

নৃগস্য যজমানস্য প্রত্যক্ষমিতি নঃ শ্রুতম্।
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ ॥৬

পয়োষ্ণ্যাং যজমানস্য বারাহে তীর্থ উত্তমে।
উদ্ধৃতং ভূতলস্থং বা বায়ুনা সমুদীরিতম্।
পয়োষ্ণ্যা হরতে তোয়ং পাপমামরণান্তিকম্ ॥৭

স্বর্গাদুত্তুঙ্গমমলং বিষাণং যত্র শূলিনঃ।
স্বমাত্মবিহিতং দৃষ্ট্বা মর্ত্ত্যঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥৮

একতঃ সরিতঃ সর্বা গঙ্গাদ্যাঃ সলিলোচ্চয়াঃ।
পয়োষ্ণী চৈকতঃ পুণ্যা তীর্থেভ্যো হি মতা মম ॥৯

মাঠরস্য বনং পুণ্যং বহুমূলফলং শিবম্।
যূপশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ বরুণস্রোতসে গিরৌ ॥১০

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[ধৌম্যমুনি কর্ত্তৃক দক্ষিণদিক্‌স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।]

ধৌম্য বলিলেন,—হে ভারত! দক্ষিণ দিকে যে সকল পুণ্য তীর্থ আছে, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক আমার বুদ্ধি অনুসারে বলিতেছি শ্রবণ কর।১

যে দিকে পুণ্যময়ী গোদাবরী নদী আছে; ঐ নদী বহু জলপূর্ণা, বহু উদ্যানবিশিষ্টা, মঙ্গলময়ী ও তাপসগণের দ্বারা নিষেবিতা।২

দক্ষিণ দিকে পাপভয়হারিণী বেণা ও ভীমরথী নামে দুইটি নদী আছে; উহাদের তীরে মৃগ, পক্ষী ও তাপসগণ বাস করেন।৩

ভরতনন্দন! রাজর্ষি নৃগের পয়োষ্ণী নদীও ঐ দিকেই আছে, উহার তীরে ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করেন, উহা রমণীয় তীর্থে (ঘাটে) সুশোভিত এবং উহার জলও খুবই গভীর।৪

এখানে মহাযোগী মহাযশস্বী মার্কণ্ডেয়মুনি নৃগরাজার বংশানুক্রমিক গাথা গান করিয়াছেন। যজমান নৃগরাজার প্রত্যক্ষেই দেবরাজ ইন্দ্র সোম পান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেন। রাজা নৃগ পয়োষ্ণী নদীর তীরস্থ উত্তম বারাহতীর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ পয়োষ্ণী হইতে উদ্ধৃত, ভূতলস্থ অথবা বায়ুতাড়িত জল শরীরে স্পৃষ্ট হওয়া মাত্রই জন্মাবধি মরণান্ত সমস্ত পাপ নাশ করে।৫-৭

যেখানে ভগবান্ শঙ্করের নিজের জন্যই নির্ম্মিত অতি নির্ম্মল ও স্বর্গ হইতেও উচ্চ বিষাণ (শৃঙ্গ) রহিয়াছে। মানব উহা দর্শন করিলে শিবলোকে গমন করে।৮

যদি একদিকে অগাধ জলপূর্ণা গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত পুণ্য নদী, অন্য দিকে পয়োষ্ণীকে রাখা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য সকল তীর্থ হইতে পয়োষ্ণীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হয়।৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দক্ষিণ দিকে বহু ফল-মূলে

প্রবেণ্যুত্তরমার্গে তু পুণ্যে কণ্বাশ্রমে তথা।
তাপসানামরণ্যানি কীর্তিতানি যথাশ্রুতি ॥১১
বেদী শূর্পারকে তাত জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
রম্যা পাষাণতীর্থা চ পুনশ্চন্দ্রা চ ভারত ॥১২
অশোকতীর্থং তত্রৈব কৌন্তেয় বহুলাশ্রমম্।
অগস্ত্যতীর্থং পাণ্ড্যেষু বারুণঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥১৩
কুমার্য্যঃ কথিতাঃ পুণ্যাঃ পাণ্ড্যেষেব নরর্ষভ।
তাম্রপর্ণীং তু কৌন্তেয় কীর্তয়িষ্যামি তাং শৃণু ॥১৪
যত্র দেবৈস্তপস্তপ্তং মহদিচ্ছদ্ভিরাশ্রমে।
গোকর্ণ ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥১৫
শীততোয়ো বহুজলঃ পুণ্যস্তাত শিবঃ শুভঃ।
হ্রদঃ পরমদুষ্প্রাপো মানুষৈরকৃতাত্মভিঃ ॥১৬
তত্র বৃক্ষ-তৃণাদ্যৈশ্চ সম্পন্নঃ ফল-মূলবান্।
আশ্রমোঽগস্ত্যশিষ্যস্য পুণ্যো দেবসমো গিরিঃ ॥১৭
বৈদূর্য্যপর্বতস্তত্র শ্রীমান্ মণিময়ঃ শিবঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমশ্চৈব বহু মূল-ফলোদকঃ ॥১৮
সুরাষ্ট্রেষ্বপি বক্ষ্যামি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
আশ্রমান্ সরিতশ্চৈব সরাংসি চ নরাধিপ ॥১৯
চমসোদ্ভেদনং বিপ্রাস্তত্রাপি কথয়ন্ত্যুত।
প্রভাসং চোদধৌ তীর্থং ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির ॥২০
তত্র পিণ্ডারকং নাম তাপসাচরিতং শিবম্।
উজ্জয়ন্তশ্চ শিখরী ক্ষিপ্রং সিদ্ধিকরো মহান্ ॥২১
তত্র দেবর্ষিবর্য্যেণ নারদেনানু কীর্তিতঃ।
পুরাণঃ শ্রূয়তে শ্লোকস্তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥২২

পরিপূর্ণ পুণ্য মাঠর (যম) বন এবং বরুণস্রোতস নামক পর্ব্বতে মাঠর দেবতার যূপ অর্থাৎ বিজয়স্তম্ভ আছে।১০

এই যূপ প্রবেণী নদীর উত্তর মার্গে কণ্বমুনির পুণ্য আশ্রমে বর্ত্তমান। এইরূপ আমি শুনিয়াছি যে, উহার নিকট তপস্বী মহাপুরুষগণের অনেক আশ্রমও আছে।১১

হে বৎস! শূর্পারকক্ষেত্রে মহাত্মা জমদগ্নির বেদী আছে এবং সেখানে রমণীয়া পাষাণতীর্থা ও পুনশ্চন্দ্রা নামক আরও দুইটী তীর্থ আছে।১২

কুন্তীপুত্র। ঐখানেই অশোকতীর্থও বর্ত্তমান। সেখানে ঋষিগণের বহু আশ্রম আছে। হে যুধিষ্ঠির। পাণ্ড্যদেশে অগস্ত্যতীর্থ ও বারুণতীর্থ আছে। হে রাজন্। ঐ পাণ্ড্যদেশের কুমারী কন্যাগণ অত্যন্ত পুণ্যময়ী। কুন্তীনন্দন। ইহার পর আমি তোমার নিকট তাম্রপর্ণী নদীর কথা বলিব, তুমি তাহা শুন।১৩-১৪

হে ভরতনন্দন। যেখানে মোক্ষলাভেচ্ছু হইয়া দেবগণ তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই আশ্রমের নাম গোকর্ণ।১৫

বৎস। গোকর্ণতীর্থের জল সুশীতল, গভীর, পুণ্য ও মঙ্গলজনক। এই গোকর্ণ হ্রদবিশেষ, অজিতেন্দ্রিয় মানুষের পক্ষে উহা দুর্লভ।১৬

ওখানে অগস্ত্যমুনির এক শিষ্যের ফল-মূলে পরিপূর্ণ একটি আশ্রম আছে এবং দেবসমনামক পর্ব্বতও আছে; ঐ পর্ব্বতেই ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত।১৭

ওখানে মণিময় বৈদূর্য্যপর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বত মঙ্গলময়; ঐ পর্ব্বতে অগস্ত্যমুনির বহু ফলমূলপূর্ণ আশ্রম আছে।১৮

নরপতি। সুরাষ্ট্রেও (সৌরাষ্ট্র দেশে) বহু পুণ্য দেবমন্দির, আশ্রম, নদী ও সরোবর আছে, তাহা আমি বলিতেছি।১৯

ঐ দেশে চমসোদ্ভেদ তীর্থের কথা ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন এবং হে যুধিষ্ঠির। দেবতাগণের তীর্থ প্রভাসও ঐ দেশেই সমুদ্রের তীরে অবস্থিত।২০

ঐখানেই তপস্বিগণসেবিত মঙ্গলময় পিণ্ডারক

পুণ্যে গিরৌ সুরাষ্ট্রেষু মৃগ-পক্ষিনিষেবিতে।
উজ্জয়ন্তে সুতপ্তাঙ্গো নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥২৩
পুণ্যা দ্বারবতী তত্র যত্রাসৌ মধুসূদনঃ।
সাক্ষাদ্ দেবঃ পুরাণোঽসৌ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২৪
যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্মং সনাতনম্ ॥২৫
পবিত্রাণাং হি গোবিন্দঃ পবিত্রং পরমুচ্যতে।
পুণ্যানামপি পুণ্যোঽসৌ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
ত্রৈলোক্যে পুণ্ডরীকাক্ষো দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥২৬
অব্যয়াত্মা ব্যয়াত্মা চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ।
আস্তে হরিরচিন্ত্যাত্মা তত্রৈব মধুসূদনঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি ধৌম্যতীর্থযাত্রায়ামষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৮

নামে এক তীর্থ আছে এবং ঐ দেশেই সত্বর উত্তম সিদ্ধিপ্রদ উজ্জয়ন্তনামক মহাপর্ব্বত আছে।২১

সেখানে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদের গীত পুরাতন শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির! আমি তাহা বলিতেছি, শুন।২২

সৌরাষ্ট্র দেশে মৃগ-পক্ষিনিষেবিত পুণ্য উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে যে ব্যক্তি তপস্যায় দেহ সন্তপ্ত করে, সে স্বর্গলোকে সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়।২৩

সেই সৌরাষ্ট্র দেশেই পুণ্য দ্বারকাতীর্থ বর্ত্তমান। সেখানে সনাতন ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ পুরাণপুরুষ সাক্ষাৎ আদিদেব মধুসূদন অবস্থান করেন।২৪

বেদবিদ্ ও অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ কৃষ্ণকেই সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।২৫

ত্রিলোকমধ্যে পবিত্র পুরুষগণের মধ্যে পরম পবিত্র পুণ্যসমূহের মধ্যে পরম পুণ্য এবং মঙ্গলসমূহের মধ্যে পরম মঙ্গলস্বরূপ হইতেছেন কমললোচন দেবদেব সনাতন গোবিন্দ। যিনি ক্ষর, অক্ষর ও ক্ষেত্রজ্ঞ ত্রিতয়স্বরূপ, সেই অচিন্ত্যতত্ত্ব পরমেশ্বর মধুসূদন শ্রীহরি স্বয়ং সেই দ্বারাবতী নদীতে নিত্যই অবস্থান করেন।২৬-২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে ধৌম্যতীর্থযাত্রাবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৮

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যেন পশ্চিমদিক্স্থিতানাং তীর্থানাং বর্ণনম্।]

ধৌম্য উবাচ।
আনর্ত্তেষু প্রতীচ্যাং বৈ কীর্ত্তয়িষ্যামি তে দিশি।
যানি তত্র পবিত্রাণি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১
প্রিয়ঙ্গ্বাম্রবনোপেতা বানীরফলমালিনী।
প্রত্যক্স্রোতা নদী পুণ্যা নর্মদা তত্র ভারত ॥২

একোননবতিতম অধ্যায়।

[ধৌম্য কর্ত্তৃক পশ্চিমদিক্স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।]

ধৌম্য বলিলেন—এখন পশ্চিম দিকে অবস্থিত আনর্ত্ত দেশে যে সকল পবিত্র তীর্থ ও দেবমন্দির আছে, তাহা বলিব।১

ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
সরিদ্বনানি শৈলেন্দ্রা দেবাশ্চ সপিতামহাঃ ॥৩

নর্মদায়াং কুরুশ্রেষ্ঠ সহ সিদ্ধর্ষিচারণৈঃ।
স্নাতুমায়ান্তি পুণ্যৌঘৈঃ সদা বারিষু ভারত ॥৪

নিকেতঃ শ্রূয়তে পুণ্যো যত্র বিশ্রবসো মুনেঃ।
জজ্ঞে ধনপতির্যত্র কুবেরো নরবাহনঃ ॥৫

বৈদূর্য্যশিখরো নাম পুণ্যো গিরিবরঃ শিবঃ।
নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র পাদপা হরিতচ্ছদাঃ ॥৬

তস্য শৈলস্য শিখরে সরঃ পুণ্যং মহীপতে।
ফুল্লপদ্মং মহারাজ দেব-গন্ধর্বসেবিতম্ ॥৭

বহ্বাশ্চর্য্যং মহারাজ দৃশ্যতে তত্র পর্বতে।
পুণ্যে স্বর্গোপমে চৈব দেবর্ষিগণসেবিতে ॥৮

হ্রদিনী পুণ্যতীর্থা চ রাজর্ষেস্তত্র বৈ সরিৎ।
বিশ্বামিত্রনদী রাজন্ পুণ্যা পরপুরঞ্জয় ॥৯

যস্যাস্তীরে সতাং মধ্যে যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
পপাত স পুনর্লোকাঁল্লেভে ধর্মান্ সনাতনান্ ॥১০

তত্র পুণ্যো হ্রদঃ খ্যাতো মৈনাকশ্চৈব পর্বতঃ।
বহুমূলফলোপেতস্ত্বসিতো নাম পর্বতঃ ॥১১

আশ্রমঃ কক্ষসেনস্য পুণ্যস্তত্র যুধিষ্ঠির।
চ্যবনস্যাশ্রমশ্চৈব বিখ্যাতস্তত্র পাণ্ডব ॥১২

তত্রাল্পেনৈব সিধ্যন্তি মানবাস্তপসা বিভো।
জম্বূমার্গো মহারাজ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১৩

আশ্রমঃ শাম্যতাং শ্রেষ্ঠ মৃগ-দ্বিজনিষেবিতঃ।
ততঃ পুণ্যতমা রাজন্ সততং তাপসৈর্যুতা ॥১৪

হে ভারত! পশ্চিম দিকে পুণ্যময়ী নর্ম্মদা নদী প্রবাহিতা হইয়াছেন। ঐ নদীর তীরে প্রিয়ঙ্গু ও আম্র বৃক্ষের বন এবং বেতস বন রহিয়াছে।২

কৌরবশ্রেষ্ঠ! ত্রৈলোক্যে যত পুণ্যতীর্থ, দেবমন্দির, নদী, বন, পর্ব্বত আছে, তাহারা এবং পিতামহ প্রমুখ দেবতাগণ এবং সিদ্ধ, ঋষি ও চারণগণ—সব নর্ম্মদায় প্রতিষ্ঠিত। দেবগণ নিত্যই নর্ম্মদার জলে স্নান করিতে আসেন।৪

উহার তীরেই বিশ্রবামুনির আশ্রম ছিল এবং ঐখানেই তাঁহার ঔরসে নরবাহন ধনপতি কুবেরের জন্ম হইয়াছে।৫

বৈদূর্য্যশিখরনামক পুণ্য মঙ্গলময় গিরিবরও নর্ম্মদার তীরেই অবস্থিত, যাহাতে নিত্যই পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ ও বহু হরিদ্বর্ণের পত্রশোভিত বৃক্ষ আছে।৬

রাজন্! সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে একটি পুণ্য সরোবর আছে, যাহা প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে পরিশোভিত। মহারাজ! এই সরোবর দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা সেবিত।৭

হে মহারাজ! দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সেবিত পুণ্যজনক স্বর্গতুল্য সেই পর্ব্বতে বহু আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়।৮

হে পরপুরঞ্জয় রাজন্! এই স্থানে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যাপ্রসূত পুণ্যতীর্থময়ী বিশ্বামিত্রনদী আছে; যাহার তীরে নিবাসকারী সাধুজনগণের মধ্যে নহুষাত্মজ যযাতি স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন এবং সৎসঙ্গের মহিমায় পুনরায় সেখান হইতেই সনাতন ধর্ম্মময় লোক লাভ করিয়াছিলেন।৯-১০

ঐখানে একটী পুণ্য সরোবর, বিখ্যাত মৈনাক পর্ব্বত এবং বহু ফল-মূলসমন্বিত অসিতনামক এক পর্ব্বত আছে।১১

হে পাণ্ডব যুধিষ্ঠির! ঐ পর্ব্বতে কক্ষসেন ও চ্যবন মুনির বিখ্যাত পুণ্য আশ্রমদ্বয় বিরাজমান।১২

বিভো! এখানে অল্প তপস্যার দ্বারাই মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। হে শান্তগণশ্রেষ্ঠ মহারাজ! পশ্চিম দিকে জম্বূমার্গ আছে, যেখানে বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের মৃগপক্ষিনিষেবিত আশ্রম আছে।

কেতুমালা চ মেধ্যা চ গঙ্গাদ্বারং চ ভূমিপ।
খ্যাতং চ সৈন্ধবারণ্যং পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্ ॥১৫

পিতামহসরঃ পুণ্যং পুষ্করং নাম নামতঃ।
বৈখানসানাং সিদ্ধানামৃষীণামাশ্রমঃ প্রিয়ঃ ॥১৬

অপ্যত্র সংশ্রয়ার্থায় প্রজাপতিরথো জগৌ।
পুষ্করেষু কুরুশ্রেষ্ঠ গাথাং সুকৃতিনাং বর ॥১৭

মনসাপ্যভিকামস্ত পুষ্করাণি মনস্বিনঃ।
বিপ্রণশ্যন্তি পাপানি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি বৈয়াসিক্যাং ধৌম্য তীর্থযাত্রায়াম্ একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯

ঐ স্থানেই তাপসগণনিষেবিত পুণ্যতমা কেতুমালা, মেধ্যা এবং গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) তীর্থ বর্ত্তমান। ভূপতে! ব্রাহ্মণগণের নিবাসভূমি পুণ্যজনক সুপ্রসিদ্ধ সৈন্ধ্যবারণ্যও ঐ দিকেই অধিষ্ঠিত।১৩-১৫

বানপ্রস্থ ঋষিগণের এবং সিদ্ধ ও মহর্ষিগণের প্রিয় আশ্রমভূমি এবং পিতামহ ব্রহ্মার পুণ্য সরোবর পুষ্করও ঐ দিকেই অবস্থিত।১৬

হে সুকৃতিশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন! পুষ্কর ক্ষেত্রে যাহাতে তপস্বিগণ বাস করিতে ইচ্ছুক হন, এজন্য পিতামহ একটি গাথা গাহিয়াছিলেন—"কোন মনস্বী পুরুষ যদি মনে মনেও পুষ্করতীর্থে নিবাস করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলেও সে সর্ব্বপাপশূন্য হইয়া স্বর্গে সানন্দে বিহার করে।১৭-১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে ধৌম্যতীর্থযাত্রাবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৯

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যেন উত্তরদিক্স্থিতানাং তীর্থানাং বর্ণনম্।]

ধৌম্য উবাচ।
উদীচ্যাং রাজশার্দূল দিশি পুণ্যানি যানি বৈ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১

শৃণুষাবহিতো ভূত্বা মম মন্ত্রয়তঃ প্রভো।
কথাপ্রতিগ্রহো বীর শ্রদ্ধাং জনয়তে শুভাম্ ॥ ২

সরস্বতী মহাপুণ্যা হ্রদিনী তীর্থমালিনী।
সমুদ্রগা মহাবেগা যমুনা যত্র পাণ্ডব ॥৩

যত্র পুণ্যতরং তীর্থং প্লক্ষাবতরণং শুভম্।
যত্র সারস্বতৈরিষ্ট্বা গচ্ছন্ত্যবভৃথৈর্দ্বিজাঃ ॥৪

পুণ্যং চাখ্যায়তে দিব্যং শিবমগ্নিশিরোঽনঘ।
সহদেবোঽযজদ্ যত্র শম্যাক্ষেপেণ ভারত ॥৫

নবতিতম অধ্যায়

[ধৌম্যকর্ত্তৃক উত্তরদিক্স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।]

ধৌম্য বলিলেন,—হে রাজশার্দূল! উত্তর দিকে যে সকল পুণ্য দেবমন্দির ও তীর্থ আছে, আমি এখন তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি।১

প্রভো! তুমি অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কর। বীর! তীর্থের কথা সাবধানে গ্রহণ করিলে মঙ্গলময়ী শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।২

এই উত্তর দিকে তীর্থের মালাপরিহিতা হ্রদযুক্তা পুণ্যময়ী সরস্বতী নদী প্রবাহিতা হইয়াছেন। পাণ্ডুনন্দন! সমুদ্রগামিনী মহাবেগবতী যমুনা নদীও ঐ উত্তর দিকেই অবস্থিত।৩

এতস্মিন্নেব চার্থে হ্‌গাথাবিপ্রগীতা যুধিষ্ঠির।
গাথা চরতি লোকেহস্মিন্ গীয়মানা
দ্বিজাতিভিঃ ॥৬
অগ্নয়ঃ সহদেবেন সেবিতা যমুনামনু।
তে তস্য কুরুশার্দূল সহস্রশতদক্ষিণাঃ ॥৭
তত্রৈব ভরতো রাজা চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ হয়মেধানুপাহরৎ ॥৮
কামকৃদ্ যো দ্বিজাতীনাং শ্রুতস্তাত যথা পুরা।
অত্যন্তমাশ্রমঃ পুণ্যঃ শরভঙ্গস্য বিশ্রুতঃ ॥৯
সরস্বতী নদী সদ্ভিঃ সততং পার্থ পূজিতা।
বালখিল্যৈর্মহারাজ যত্রেষ্টমৃষিভিঃ পুরা ॥১০

দৃষদ্বতী মহাপুণ্যা যত্র খ্যাতা যুধিষ্ঠির।
ন্যগ্রোধাখ্যস্তু পুণ্যাখ্যঃ পাঞ্চাল্যো দ্বিপদাং বর ॥১১
দাল্‌ভ্যঘোষশ্চ দাল্‌ভ্যশ্চ ধরণীস্থো মহাত্মনঃ।
কৌন্তেয়ানন্তযশসঃ সুব্রতস্যামিতৌজসঃ ॥১২
আশ্রমঃ খ্যায়তে পুণ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
এতাবর্ণাববর্ণৌ চ বিশ্রুতৌ মনুজাধিপ ॥১৩
বেদজ্ঞৌ বেদবিদ্বাংসৌ বেদবিদ্যাবিদাবুভৌ।
ঈজাতে ক্রতুভির্মুখ্যৈঃ পুণ্যৈর্ভরতসত্তম ॥১৪
সমেত্য বহুশো দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সবরুণাঃ পুরা।
বিশাখযূপেহতপ্যন্ত তেন পুণ্যতমশ্চ সঃ ॥১৫

ঐ দিকেই পুণ্যতর শুভপ্রদ প্রক্ষাবতরণ তীর্থ বর্ত্তমান। যেখানে সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞান্তে অবভৃত স্নান করত স্বস্থানে প্রস্থান করিতেন।৪

হে অনঘ! ঐ দিকেই দিব্য, কল্যাণময়, শুভ ও পুণ্য অগ্নিশিরনামক তীর্থ আছে। যেখানে শম্যাক্ষেপপরিমিত * ভূমি অধিকার করত সহদেব (সুপ্রসিদ্ধ রাজা সৃঞ্জয়ের পুত্র) যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৫

যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে ইন্দ্র কর্ত্তৃক গীত এইরূপ একটি গাথা আছে, যাহা ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে গান করত প্রচার করিয়া থাকেন।৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! যমুনার তটে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া সহদেব এখানে অগ্নির উপাসনা অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছেন।৭

ঐখানেই রাজচক্রবর্ত্তী মহাযশস্বী ভরত পঁয়ত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৮

তাত! রাজা সহদেব ব্রাহ্মণগণের অভীষ্টপূরণকারী রাজা ছিলেন—এই বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই উত্তরাখণ্ডেই শরভঙ্গ মুনির অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ একটি বিখ্যাত আশ্রম আছে।৯

কুন্তীপুত্র! সাধু পুরুষগণ এই সরস্বতী নদীর সর্ব্বদা উপাসনা করেন। হে মহারাজ! পুরাকালে এখানে বালখিল্য ঋষিগণ বহু যজ্ঞ করিয়াছেন।১০

যুধিষ্ঠির! মহাপুণ্যা দৃষদ্বতী নদীও উত্তর দিকেই অবস্থিত। মনুষ্যগণশ্রেষ্ঠ! উহার তীরে ন্যগ্রোধ, পুণ্য, পাঞ্চাল্য, দাল্‌ভ্যঘোষ ও দাল্‌ভ্য—এই পাঁচটি আশ্রম আছে। কুন্তীনন্দন! অমিততেজস্বী অনন্ত কীর্ত্তিশালী সুব্রত ঋষির পুণ্য ত্রিলোকবিখ্যাত আশ্রমও ঐ উত্তরাখণ্ডেই অবস্থিত। হে নরেশ্বর! ঐ উত্তরাখণ্ডেই নর ও নারায়ণ ঋষির মূর্ত্তি সহ বদরিকাশ্রম অবস্থিত। তাঁহারা উভয়ে এতাবর্ণ অর্থাৎ শ্যামবর্ণ—সাকার হইলেও তত্ত্বতঃ অবর্ণ অর্থাৎ নিরাকার।১১-১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! বেদজ্ঞ, বেদমর্ম্মজ্ঞ ও বেদবিদ্যাবিশারদ ঐ দুই মুনিশ্রেষ্ঠ পুণ্য যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।১৪

পুরাকালে ইন্দ্র বরুণপ্রমুখ বহু দেবতাগণ বিশাখযূপনামক স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, এজন্য উহা পুণ্যতম বলিয়া খ্যাত।১৫

* বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত যষ্টি যতদূর পর্য্যন্ত যায়, সেই পরিমাণ ভূমিকে বলে 'শম্যাক্ষেপ' পরিমিত ভূমি।

ঋষির্মহান্ মহাভাগো জমদগ্নির্মহাযশাঃ।
পলাশকেষু পুণ্যেষু রম্যেষ্বযজত প্রভুঃ ॥১৬
যত্র সর্বাঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাঃ সাক্ষাৎ তমৃষিসত্তমম্।
স্বং স্বং তোয়মুপাদায় পরিবার্যোপতস্থিরে ॥১৭
অপি চাত্র মহারাজ স্বয়ং বিশ্বাবসুর্জগৌ।
ইমং শ্লোকং তদা বীর প্রেক্ষ্য দীক্ষাং মহাত্মনঃ ॥১৮
যজমানস্য বৈ দেবান্ জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
আগম্য সরিতো বিপ্রান্ মধুনা সমতর্পয়ন্ ॥১৯
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষোভিরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্।
কিরাত-কিন্নরাবাসং শৈলং শিখরিণাং বরম্ ॥২০
বিভেদ তরসা গঙ্গা গঙ্গাদ্বারং যুধিষ্ঠির।
পুণ্যং তৎ খ্যায়তে রাজন্ ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥২১
সনৎকুমারঃ কৌরব্য পুণ্যং কনখলং তথা।
পর্বতশ্চ পুরুর্নাম যত্র যাতঃ পুরূরবাঃ ॥২২

ভৃগুর্যত্র তপস্তেপে মহর্ষিগণসেবিতে।
রাজন্ স আশ্রমঃ খ্যাতো ভৃগুতুঙ্গো মহাগিরিঃ ॥২৩
যঃ স ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ ভরতর্ষভ।
নারায়ণঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২৪
তস্যাতিযশসঃ পুণ্যাং বিশালাং বদরীমনু।
আশ্রমঃ খ্যায়তে পুণ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥২৫
উষ্ণতোয়বহা গঙ্গা শীততোয়বহা পুরা।
সুবর্ণসিকতা রাজন্ বিশালাং বদরীমনু ॥২৬
ঋষয়ো যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহৌজসঃ।
প্রাপ্য নিত্যং নমস্যন্তি দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥২৭
যত্র নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
তত্র কৃৎস্নং জগৎ সর্বং তীর্থান্যায়তনানি চ ॥২৮

মহাভাগ মহাযশস্বী মহাপ্রভাবশালী মহর্ষি জমদগ্নি রমণীয় পুণ্য পলাশবনে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।১৬

যেখানে সকল শ্রেষ্ঠ নদী মূর্তি ধারণপূর্ব্বক এই ঋষিশ্রেষ্ঠকে নিজ নিজ জল অর্পণ করত তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া উপস্থিত থাকিতেন।১৭

হে বীর মহারাজ! স্বয়ং বিশ্বাবসু সেই মহাত্মা ঋষির যজ্ঞদীক্ষা দর্শন করিয়া এইরূপ গাথা গাহিয়াছিলেন।১৮

মহাত্মা জমদগ্নি যখন যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণের যজন করিতেন, তখন তাঁহার যজ্ঞে নদীসমূহ তথায় স্বয়ং আগমন করত যজ্ঞস্থ ব্রাহ্মণগণকে মধুদ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন।১৯

যুধিষ্ঠির! গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত, কিন্নর ও কিরাতগণের আবাসস্থল পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে নিজবেগে ভেদ করিয়া গঙ্গা যেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ স্থানের নাম গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার)। রাজন্! উহা পরম পুণ্যস্থান বলিয়া খ্যাত ও ব্রহ্মর্ষিগণনিষেবিত।২০-২১

হরিদ্বারের সন্নিহিত কনখল পুণ্যস্থান। তথায় সনৎকুমার যাত্রা করিয়াছিলেন। কুরুনন্দন! ঐখানে পুরু নামে এক পর্ব্বত আছে, যেখানে পুরূরবা যাত্রা করিয়াছিলেন।২২

রাজন্! যেখানে ভৃগুমুনি তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষিগণসেবিত ভৃগুতুঙ্গনামক মহাগিরিতে ভৃগুমুনির আশ্রম আছে।২৩

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল যাঁহার স্বরূপ, যিনি জগতের একমাত্র শাশ্বত প্রভু পুরুষোত্তম, সেই অতিযশস্বী ভগবান্ নারায়ণের বিশাল বদরী বৃক্ষের নিকট যে আশ্রম আছে, উহাকেই ত্রিভুবন বিখ্যাত পুণ্যময় বদরিকাশ্রম বলে।২৪-২৫

রাজন্! পুরাকাল হইতেই বিশাল বদরী বৃক্ষের নিকটেই গঙ্গা কোনস্থলে উষ্ণজলে ও কোন স্থলে শীতলজলে প্রবাহিত হইতেছেন। উহার বালুকণা সুবর্ণময়।২৬

ঋষিগণ ও মহাতেজস্বী মহাভাগ্যবান্ দেবতাগণ

তৎ পুণ্যং পরমং ব্রহ্ম তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্।
তৎ পরং পরমং দেবং ভূতানাং পরমেশ্বরম্ ॥২৯
শাশ্বতং পরমং চৈব ধাতারং পরমং পদম্।
যং বিদিত্বা ন শোচন্তি বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥৩০
তত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্বে চৈব তপোধনাঃ।
আদিদেবো মহাযোগী যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥৩১
পুণ্যানামপি তৎ পুণ্যমত্র তে সংশয়োঽস্তু মা।
এতানি রাজন্ পুণ্যানি পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥৩২
কীর্তিতানি নরশ্রেষ্ঠ তীর্থান্যায়তনানি চ।
এতানি বসুভিঃ সাধ্যৈরাদিত্যৈর্মরুদশ্বিভিঃ ॥৩৩
ঋষিভির্দেবকল্পৈশ্চ সেবিতানি মহাত্মভিঃ।
চরন্নেতানি কৌন্তেয় সহিতো ব্রাহ্মণর্ষভৈঃ।
ভ্রাতৃভিশ্চ মহাভাগৈরুৎকণ্ঠাং বিহরিষ্যসি ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি ধৌম্যতীর্থযাত্রায়াং নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯০

যেখানে যেখানে গিয়া অমিতপ্রভাবশালী নিত্যই নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন। যেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর সনাতন নারায়ণ, সমস্ত জগৎ এবং সকল তীর্থ ও দেবমন্দির অধিষ্ঠিত আছেন।২৭-২৮

উহাই (বদরিকাশ্রমই) পরম পুণ্যস্বরূপ, উহাই পরম ব্রহ্মস্বরূপ, উহাই তীর্থ, ও তপোবনস্বরূপ উহাই ভগবান্ এবং উহাই সর্বভূতের ঈশ্বর পরমেশ্বর স্বরূপ।২৯

উহাই সনাতন বিধাতার স্বরূপ এবং উহাই পরম পদ। যাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে শাস্ত্রদর্শী বিদ্বান্‌গণ কখনও শোক করেন না।৩০

সেখানে দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও সকল তপোধনগণই বাস করেন। আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন ঐ স্থানে নিত্যই অধিষ্ঠিত থাকায় উহা পুণ্যময়গণেরও পরম পুণ্য স্থান—ইহাতে যেন তোমার সংশয় না হয়। এই তোমার নিকট উত্তর দিক্‌স্থিত সমস্ত তীর্থ ও দেবমন্দিরের কথা বলিলাম। সাধ্য, বসু, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবকল্প ঋষিগণ ও মহাত্মাগণ এই সকল তীর্থে বিহার করেন। সুতরাং হে কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণ ও বিপ্রগণের সহিত এই সকল তীর্থে বিহার করিয়া উৎকণ্ঠাকে দূর করিতে পারিবে।৩১-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে ধৌম্যতীর্থযাত্রাবিষয়ে নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯০

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিলোমশস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরসমীপে অর্জুনস্য পাশুপতপ্রভৃতিদিব্যাস্ত্রসমূহপ্রাপ্তিবিষয়স্য বর্ণনম্, ইন্দ্রস্য সন্দেশজ্ঞাপনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং সম্ভাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দন
লোমশঃ স মহাতেজা ঋষিস্তত্রাজগাম হ ॥১

একনবতিতম অধ্যায়

[মহর্ষি লোমশের আগমন, যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের পাশুপত প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রাপ্তির বর্ণন এবং ইন্দ্রের সংবাদ জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে কৌরবনন্দন! যখন ধৌম্যমুনি যুধিষ্ঠিরের সহিত এইরূপ

তং পাণ্ডবাগ্রজো রাজা সগণো ব্রাহ্মণাশ্চ তে।
উপাতিষ্ঠন্মহাভাগং দিবি শক্রমিবামরাঃ ॥২
সমভ্যর্চ্য যথান্যায়ং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
পপ্রচ্ছাগমনে হেতুমটনে চ প্রয়োজনম্ ॥৩
স পৃষ্টঃ পাণ্ডুপুত্রেণ প্রীয়মাণো মহামনাঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হর্ষয়ন্নিব পাণ্ডবান্ ॥৪
সঞ্চরন্নস্মি কৌন্তেয় সর্বাল্লোঁকান্ যদৃচ্ছয়া।
গতঃ শক্রস্য ভবনং তত্রাপশ্যং সুরেশ্বরম্ ॥৫
তব চ ভ্রাতরং বীরমপশ্যং সব্যসাচিনম্।
শক্রস্যার্ধাসনগতং তত্র মে বিস্ময়ো মহান্ ॥৬
আসীৎ পুরুষশার্দুল দৃষ্ট্বা পার্থং তথাগতম্।
আহ মাং তত্র দেবেশো গচ্ছ পাণ্ডুসুতান্ প্রতি ॥৭

সোঽহমভ্যাগতঃ ক্ষিপ্রং দিদৃক্ষুস্ত্বাং সহানুজম্।
বচনাৎ পুরুহূতস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ॥৮
আখ্যাস্যে তে প্রিয়ং তাত মহৎ পাণ্ডবনন্দন।
ঋষিভিঃ সহিতো রাজন্ কৃষ্ণয়া চৈব তচ্ছৃণু ॥৯
যৎ ত্বয়োক্তো মহাবাহুরস্ত্রার্থং ভরতর্ষভ।
তদস্ত্রমাপ্তং পার্থেন রুদ্রাদপ্রতিমং বিভো ॥১০
যৎ তদ্ ব্রহ্মশিরো নাম তপসা রুদ্রমাগমৎ।
অমৃতাদুত্থিতং রৌদ্রং তল্লব্ধং সব্যসাচিনা ॥১১
তৎ সমন্ত্রং সসংহারং সপ্রায়শ্চিত্তমঙ্গলম্।
বজ্রমস্ত্রাণি চান্যানি দণ্ডাদীনি যুধিষ্ঠির ॥১২
যমাৎ কুবেরাদ্ বরুণাদিন্দ্রাচ্চ কুরুনন্দন।
অস্ত্রাণ্যধীতবান্ পার্থো দিব্যান্যমিতবিক্রমঃ ॥১৩

কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সেখানে সহসা মহাতেজস্বী লোমশমুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১

পাণ্ডবাগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত, দেবগণ যেমন দেবরাজের আগমনে দণ্ডায়মান হন, তেমনই আসন হইতে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।২

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহার যথাযোগ্য সম্যক্ অর্চ্চনা করত তাঁহাকে ভ্রমণ ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহামনা লোমশমুনি মধুর ভাষায় পাণ্ডবগণকে যেন হর্ষিত করিয়া বলিলেন।৪

হে কৌন্তেয়! যদৃচ্ছাক্রমে সকল লোক ঘুরিতে ঘুরিতে ইন্দ্রের অমরাবতীতে গিয়া দেবরাজের দর্শন লাভ করিলাম।৫

সেখানে তোমার অনুজ ভ্রাতা বীর সব্যসাচী-(অর্জুন)কে ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম এবং উহাতে বড়ই আশ্চর্য্য অনুভব করিলাম।৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যখন আমি পার্থকে তথায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম, তখন দেবরাজ আমাকে বলিলেন—"আপনি পাণ্ডুপুত্রগণের নিকটে গমন করুন"।৭

তাই আমি দেবরাজ ও মহাত্মা পার্থ উভয়ের বাক্যানুসারে অনুজগণের সহিত তোমাকে দেখিবার জন্য সত্বর এখানে আসিলাম।৮

পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধন বৎস যুধিষ্ঠির! তোমাকে এখন অত্যন্ত প্রিয় কথা বলিব, হে রাজন্! তুমি কৃষ্ণা ও ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যে অস্ত্র-প্রাপ্তির জন্য অর্জুনকে বলিয়াছিলে, সে তাহা লাভ করিয়াছে। বিভো! প্রথমেই সে ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অতুলনীয় 'পাশুপত' অস্ত্র লাভ করিয়াছে।১০

যে 'ব্রহ্মশির' নামক পাশুপত অস্ত্র অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া, তপঃপ্রভাবে শঙ্করের নিকট গিয়াছিল, সেই অস্ত্র সব্যসাচী মহাদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে।১১

। সে রুদ্র দেবতার নিকটই মন্ত্র, সংহার

বিশ্বাবসোস্তু তনয়াদ্ গীতং নৃত্যঞ্চ সাম চ।
বাদিত্রঞ্চ যথান্যায়ং প্রত্যবিন্দদ্ যথাবিধি ॥১৪
এবং কৃতাস্ত্রঃ কৌন্তেয়ো গান্ধর্বং বেদমাপ্তবান্।
সুখং বসতি বীভৎসুরনুজস্তানুজস্তব ॥১৫
যদর্থং মাং সুরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ।
তচ্চ তে কথয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির নিবোধ মে ॥১৬
ভবান্ মনুষ্যলোকেঽপি গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ব্রূয়াদ্ যুধিষ্ঠিরং তত্র বচনান্মে দ্বিজোত্তম ॥১৭
আগমিষ্যতি তে ভ্রাতা কৃতাস্ত্রঃ ক্ষিপ্রমর্জুনঃ।
সুরকার্য্যং মহৎ কৃত্বা যদশক্যং দিবৌকসাম্ ॥১৮
তপসাপি ত্বমাত্মানং যোজয় ভ্রাতৃভিঃ সহ।
তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ ॥১৯

অহঞ্চ কর্ণং জানামি যথাবদ্ ভরতর্ষভ।
সত্যসন্ধং মহোৎসাহং মহাবীর্য্যং মহাবলম্ ॥২০
মহাহবেষ্বপ্রতিমং মহাযুদ্ধবিশারদম্।
মহাধনুর্দ্ধরং বীরং মহাস্ত্রং বরবর্ণিনম্ ॥২১
মহেশ্বরসুতপ্রখ্যমাদিত্যতনয়ং প্রভুম্।
তথার্জ্জুনমতিস্কন্দং সহজোল্বণপৌরুষম্ ॥২২
ন স পার্থস্য সংগ্রামে কলামর্হতি ষোড়শীম্।
যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণান্মনসিস্থমরিন্দম ॥২৩
তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি সব্যসাচিন্যুপাগতে।
যচ্চ তে মানসং বীর তীর্থযাত্রামিমাং প্রতি।
স মহর্ষির্লোমশস্তে কথয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥২৪

প্রায়শ্চিত্ত ও মঙ্গলের সহিত সেই বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য অস্ত্র লাভ করিয়াছে; সঙ্গে দণ্ড আদি অন্যান্য অস্ত্রও সে লাভ করিয়াছে।১২

কুরুনন্দন! যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রের নিকট হইতেও অতুলনীয় বিক্রমশালী অর্জ্জুন মন্ত্রের সহিত অস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করত তাঁহাদের অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে।১৩

বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের নিকট হইতে সে যথাবিধি ন্যায়ানুসারে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও সামগান শিক্ষা করিয়াছে।১৪

এইরূপে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিবার পর গান্ধর্ব্ববিদ্যা (সঙ্গীতবিদ্যা) প্রাপ্ত হইয়া তোমার এই অনুজ ভ্রাতা ভীমেরও অনুজ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সুখে ইন্দ্রলোকে বাস করিতেছে।১৫

হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে বলিবার জন্য যাহা আমাকে বলিয়াছেন, আমি তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৬

তিনি আমাকে বলিলেন,—আপনি বিচরণ করিতে করিতে মর্ত্ত্যভূমিতেও যাইবেন—ইহাতে সংশয় নাই। সেজন্য হে দ্বিজোত্তম! আপনি আমার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, তাহার ভ্রাতা অর্জ্জুন কৃতাস্ত্র হইয়া শীঘ্রই আসিবে। যাহা দেবতাগণেরও অসাধ্য, এমন দেবকার্য্য সম্পাদন করত সে ফিরিয়া আসিবে। তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত তপস্যায় আত্মনিয়োগ কর; কারণ, তপস্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, তপস্যার দ্বারা মহদ্‌বস্তুও লাভ করা যায়।১৭-১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি কর্ণকেও ভালভাবে জানি। সে সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহোৎসাহী, মহাবীর্য্যবান্ এবং মহাবলশালী। সে মহা যুদ্ধবিশারদ, সংগ্রামে অতুলনীয়, মহাধনুর্দ্ধর, পরম সুন্দর, বীর এবং মহাস্ত্রবদ; সূর্য্যনন্দন কর্ণ মহেশ্বরপুত্র কার্ত্তিকেয়-তুল্য শক্তিশালী। আমি অর্জ্জুনকেও তেমনই জানি। সে স্বাভাবিক তেজ ও পৌরুষযুক্ত হওয়ায় কার্ত্তিকেয়কেও অতিক্রম করিতে সমর্থ। সুতরাং কর্ণ অর্জ্জুনের ষোড়শাংশের এক অংশেরও যোগ্য নয়। অরিন্দম কর্ণপ্রযুক্ত তোমার মনে যে ভয় আছে, সব্যসাচী এখানে আসিলে আমি সে ভয়ও বিদূরিত করিব। এখন তোমার মনে যে ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি সেই তীর্থযাত্রাই কর।

যচ্চ কিঞ্চিৎ তপোযুক্তং ফলং তীর্থেষু ভারত।
ব্রহ্মর্ষিরেষ ব্রূয়াৎ তে তচ্ছ্রদ্ধেয়ং ন চান্যথা ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-সংবাদে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯১

সে বিষয়ে এই মহর্ষি লোমশ তোমাকে নিঃসন্দেহে সব কিছুই উপদেশ করিবে ।২০-২৪

কোন তীর্থে কিরূপ তপস্যায় কিরূপ ফল হয়, তাহা এই ব্রহ্মর্ষি তোমাকে বলিবেন। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাতে শ্রদ্ধা করিবে, ইহার অন্যথা করিও না ।২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশসংবাদবিষয়ে একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৯১

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিলোমশস্য মুখত ইন্দ্রার্জ্জুনয়োঃ সন্দেশং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্য প্রসন্নতা, তীর্থযাত্রোদ্যোগং কৃত্বা বহূনাং সহচরাণাং পরিত্যাগশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

ধনঞ্জয়েন চাপ্যুক্তং যৎ তচ্ছৃণু যুধিষ্ঠির।
যুধিষ্ঠিরং ভ্রাতরং মে যোজয়েধর্ম্ম্যয়া শ্রিয়া ॥১

ত্বং হি ধর্মান্ পরান্ বেত্থ তপাংসি চ তপোধন।
শ্রীমতাং চাপি জানাসি ধর্ম্মং রাজ্ঞাং সনাতনম্ ॥২

স ভবান্ পরমং বেদ পাবনং পুরুষং প্রতি।
তেন সংযোজয়েথাস্ত্বং তীর্থপুণ্যেন পাণ্ডবান্ ॥৩

যথা তীর্থানি গচ্ছেত গাশ্চ দদ্যাৎ স পার্থিবঃ।
তথা সর্বাত্মনা কার্য্যমিতি মামর্জুনোঽব্রবীৎ ॥৪

ভবতা চানুগুপ্তোঽসৌ চরেৎ তীর্থানি সর্বশঃ।
রক্ষোভ্যো রক্ষিতব্যশ্চ দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥৫

দধীচ ইব দেবেন্দ্রং যথা চাপ্যঙ্গিরা রবিম্।
তথা রক্ষ কৌন্তেয়ান্ রাক্ষসেভ্যো দ্বিজোত্তম ॥৬

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[মহর্ষি লোমশের মুখে ইন্দ্র-অর্জ্জুনের সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রসন্নতা এবং তীর্থযাত্রার উদ্যোগ করত বহু সঙ্গীকে পরিত্যাগ।]

লোমশমুনি বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ধনঞ্জয় যাহা আমাকে বলিয়াছে, তুমি তাহাও শ্রবণ কর। সে বলিল,—হে তপোধন! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মানুকূল রাজলক্ষ্মীর দ্বারা যুক্ত করিবেন। শ্রীমান্ রাজগণের যে কি সনাতন ধর্ম্ম, তাহা আপনিই ভাল করিয়া জানেন ।১-২

পুরুষকে পবিত্র করিবার উত্তম সাধনও আপনার জানা আছে। আপনি পাণ্ডবগণকে সেই সাধন এবং তীর্থযাত্রাজনিত পুণ্যের সহিত যুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন ।৩

যাহাতে তিনি তীর্থসমূহ পর্য্যটন করেন এবং সেই উপলক্ষে গোদানাদিও করেন, আপনি সর্ব্বতোভাবে তাহা করিতে চেষ্টা করিবেন—এই কথাগুলি অর্জ্জুন আমাকে বলিতে বলিয়াছে ।৪

সে আরও বলিয়াছে,—আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়াই তিনি যেন তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং আপনিও তাঁহাকে দুর্গম ও বিষম স্থানসমূহে বিপদে

যাতুধানা হি বহবো রাক্ষসাঃ পর্বতোপমাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তং কৌন্তেয়ং ন বিবর্ত্তেয়ুরন্তিকম্ ॥৭
সোঽহমিন্দ্রস্য বচনান্ন যোগাদর্জুনস্য চ।
রক্ষমাণো ভয়েভ্যস্ত্বাং চরিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৮
দ্বিস্তীর্থানি ময়া পূর্বং দৃষ্টানি কুরুনন্দন।
ইদং তৃতীয়ং দ্রক্ষ্যামি তান্যেব ভবতা সহ ॥৯
ইয়ং রাজর্ষিভির্যাতা পুণ্যকৃদ্ভির্যুধিষ্ঠির।
মন্বাদিভির্মহারাজ তীর্থযাত্রা ভয়াপহা ॥১০
নানৃজুর্নাকৃতাত্মা চ নাবিদ্যো ন চ পাপকৃৎ।
স্নাতি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বক্রমতির্নরঃ ॥১১
ত্বং তু ধর্মমতির্নিত্যং ধর্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ।
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো ভূয় এব ভবিষ্যসি ॥১২
যথা ভগীরথো রাজা রাজানশ্চ গয়াদয়ঃ।
যথা যযাতিঃ কৌন্তেয় তথা ত্বমপি পাণ্ডব ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন হর্ষাৎ সম্প্রপশ্যামি বাক্যস্যাস্যোত্তরং কচিৎ।
স্মরেদ্ধি দেবরাজো যং কো নামাভ্যধিকস্ততঃ ॥১৪
ভবতা সঙ্গমো যস্য ভ্রাতা চৈব ধনঞ্জয়ঃ।
বাসবঃ স্মরতে যস্য কো নামাভ্যধিকস্ততঃ ॥১৫
যচ্চ মাং ভগবানাহ তীর্থানাং দর্শনং প্রতি।
ধৌম্যস্য বচনাদেষা বুদ্ধিঃ পূর্বং কৃতৈব মে ॥১৬

আপদে রাক্ষসগণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যেরূপ দধীচিমুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং মহর্ষি অঙ্গিরা সূর্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও রাক্ষসদের নিকট হইতে কুন্তী-কুমারগণকে রক্ষা করিবেন।৬

পর্ব্বততুল্য আকৃতিবিশিষ্ট বহু রাক্ষস এবং পিশাচ তীর্থসমূহে বাস করে, আপনি রক্ষক থাকিলে তাহারা কুন্তীপুত্রগণের নিকট যাইতে পারিবে না।৭

রাজন্! আমি ইন্দ্রের বচনানুসারে ও অর্জ্জুনের অনুরোধে তোমাদিগকে সকল ভয়স্থান হইতে রক্ষা করত তোমার সহিত তীর্থ পর্য্যটন করিব।৮

কুরুনন্দন! আমি ইতঃপূর্ব্বে দুইবার তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়াছি, এই তৃতীয়বার তোমাকে সঙ্গে করিয়া উঁহাদের আবার দর্শন করিব।৯

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! পুণ্যবান্ মন্বাদি রাজর্ষিগণ সকলেই তীর্থযাত্রা করিয়াছেন; এই তীর্থযাত্রা সর্ব্ববিধ ভয় হইতে ত্রাণ করে।১০

কুরুনন্দন! অসরল অর্থাৎ শঠ, অজিতেন্দ্রিয়, মূর্খ, পাপানুষ্ঠানকারী এবং কুটিল মনুষ্যগণ তীর্থে স্নান করিতে সক্ষম হয় না।১১

তুমি স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ এবং সমস্ত কুসংসর্গ হইতে মুক্ত, সুতরাং তুমি তীর্থযাত্রা করিলে অধিক পুণ্য লাভ করিবে।১২

কুন্তীনন্দন! ভগীরথ, যযাতি ও গয় প্রভৃতি রাজগণ যেমন ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হে পাণ্ডব! তুমিও তদ্রূপ।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনার কথা শুনিয়া আমি আনন্দে এত অভিভূত হইতেছি যে, আপনার বাক্যের উত্তর দিবার সামর্থ হইতেছে না। দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান্ কে আছে?১৪

যে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছে, ধনঞ্জয় যাহার ভ্রাতা এবং দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান্ কে আছে?১৫

ভগবৎতুল্য আপনি যে আমাকে তীর্থদর্শন করিতে উপদেশ দিতেছেন, উহা আমি মহামুনি

তদ্ যদা মন্যসে ব্রহ্মন্ গমনং তীর্থদর্শনে।
তদৈব গন্তাস্মি তীর্থান্যেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গমনে কৃতবুদ্ধিং তু পাণ্ডবং লোমশোঽব্রবীৎ।
লঘুর্ভব মহারাজ লঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি ॥১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভিক্ষাভুজো নিবর্তন্তাং ব্রাহ্মণা যতয়শ্চ যে।
ক্ষুত্তৃড়ধ্বশ্রমায়াসশীতার্তিমসহিষ্ণবঃ ॥১৯

তে সর্বে বিনিবর্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ।
পক্কান্নলেহ্যপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ ॥২০

তেঽপি সর্বে নিবর্তন্তাং যে চ সূদানুযায়িনঃ।
ময়া যথোচিতাজীব্যৈঃ সংবিভক্তাশ্চ বৃত্তিভিঃ ॥২১

ধৌম্যের সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়াছি।১৬

ব্রহ্মন্! যে সময়কে তীর্থদর্শনের পক্ষে আপনি উপযুক্ত মনে করেন. আমি সেই সময়েই তীর্থদর্শনে বহির্গত হইব—ইহাই আমার একান্ত নিশ্চয়।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পূর্ব্ব হইতে তীর্থদর্শনে কৃতবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরকে লোমশমুনি বলিলেন, তুমি সহচর লোকজনকে কমাইয়া লঘু হও অর্থাৎ অল্পপরিজন সঙ্গে লও; মহারাজ! তাহা হইলে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারিবে।১৮

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাঁহারা সন্ন্যাসী এবং ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ এবং যাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম, কষ্ট স্বীকার ও শীত সহ্য করিতে সক্ষম নন, তাঁহারা তীর্থদর্শন হইতে নিবৃত্ত হউন।১৯

যে সকল ব্রাহ্মণ সুস্বাদু বস্তুভোজী, তাঁহারা নিবৃত্ত হউন। যাঁহারা পক্কান্ন, লেহ্য, পেয় এবং

যে চাপ্যনুরতাঃ পৌরা রাজভক্তিপুরঃসরাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজমভিগচ্ছন্তু তে চ বৈ ॥২২

স দাস্যতি যথাকালমুচিতা যস্য যা ভৃতিঃ।
স চেদ্ যথোচিতাং বৃত্তিং ন দদ্যান্মনুজেশ্বরঃ ॥২৩

অস্মৎপ্রিয়হিতার্থায় পাঞ্চাল্যো বঃ প্রদাস্যতি ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ভূয়িষ্ঠশঃ পৌরা গুরুভারপ্রপীড়িতাঃ।
বিপ্রাশ্চ যতয়ো মুখ্যা জগ্মুর্নাগপুরং প্রতি ॥২৫

তান্ সর্বান্ ধর্মরাজস্য প্রেম্না রাজাম্বিকাসুতঃ।
প্রতিজগ্রাহ বিধিবদ্ ধনৈশ্চ সমতর্পয়ৎ ॥২৬

মাংস প্রভৃতি ভোজনে প্রিয়, তাঁহারাও নিবৃত্ত হউন।২০

যাঁহারা পাচকের অধীন, তাঁহারাও নিবৃত্ত হউন, আমি সকলের পৃথক্ পৃথক্ জীবিকার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি; ইহারা সকলেই নিবৃত্ত হউন।২১

যাহারা রাজভক্ত ও আমার অনুগত পুরবাসী, তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট চলিয়া যাউক, তিনিই তাহাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। যদি রাজা ধৃতরাষ্ট্র না করেন, তবে আমাদের প্রিয় ও হিতকারী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তাহা অবশ্যই করিবেন।২২-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন বহু পুরবাসী, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী মানসিক দুঃখে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া হস্তিনাপুরের দিকে চলিলেন।২৫

রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি স্নেহবশতঃ অম্বিকাপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং বিধিমত ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।২৬

ততঃ কুন্তীসুতো রাজা লঘুভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
লোমশেন চ সুপ্রীতস্ত্রিরাত্রং কাম্যকেঽবসৎ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯২

তারপর কুন্তীপুত্র অত্যন্ত প্রীত যুধিষ্ঠির অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও লোমশমুনির সহিত কাম্যক বনে আরও তিন রাত্রি বাস করিলেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাবিষয়ে দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯২

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষীন্ প্রণম্য তীর্থযাত্রায়ৈ পাণ্ডবানাং গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ প্রয়াস্তং কৌন্তেয়ং ব্রাহ্মণা বনবাসিনঃ।
অভিগম্য তদা রাজন্নিদং বচনমব্রুবন্ ॥১

রাজংস্তীর্থানি গন্তাসি পুণ্যানি ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ঋষিণা চৈব সহিতো লোমশেন মহাত্মনা ॥২

অস্মানপি মহারাজ নেতুমর্হসি পাণ্ডব।
অস্মাভির্হি ন শক্যানি ত্বদৃতে তানি কৌরব ॥৩

শ্বাপদৈরুপসৃষ্টানি দুর্গাণি বিষমাণি চ।
অগম্যানি নরৈরল্পৈস্তীর্থানি মনুজেশ্বর ॥৪

ভবতো ভ্রাতরঃ শূরা ধনুর্দ্ধরবরাঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ পালিতাঃ শূরৈর্গচ্ছামো বয়মপ্যুত ॥৫

ভবৎপ্রসাদাদ্ধি বয়ং প্রাপ্নুয়াম সুখং ফলম্।
তীর্থানাং পৃথিবীপাল বনানাঞ্চ বিশাম্পতে ॥৬

ত্রিনবতিতম

[ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রার জন্য পাণ্ডবগণের গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! তীর্থ-দর্শনে গমনোদ্যত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করত বনবাসী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিলেন।১

হে রাজন্! আপনি ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া পুণ্যতীর্থসমূহ দর্শন করিতে মহাত্মা লোমশ মুনির সহিত নির্গত হইয়াছেন।২

মহারাজ! আমাদিগকেও আপনি সঙ্গে লউন। কুরুনন্দন পাণ্ডব! আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া এখন থাকিতে পারিব না।৩

হে মনুজেশ্বর! হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ, দুর্গম, উচ্চাবচ বিষম তীর্থসমূহ খুব অল্প লোকেই দর্শন করিতে পারে।৪

আপনার ভাইগণ সকলেই বীর ও সদা ধনুর্দ্ধর, মহাবীর্য্যশালী আপনাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরাও তীর্থদর্শনে যাইব।৫

হে পৃথিবীপাল! আপনার কৃপায় আমরাও তীর্থের ও বনসমূহের ফল আনন্দ অনুভব করিতে পারিব।৬

তব বীর্য্যপরিত্রাতাঃ শুদ্ধাত্মানস্তীর্থপরিপ্লুতাঃ।
ভবেম ধূতপাপ্মানস্তীর্থসন্দর্শনান্নৃপ ॥৭

ভবানপি নরেন্দ্রস্য কার্ত্তবীর্য্যস্য ভারত।
অষ্টকস্য চ রাজর্ষের্লোমপাদস্য চৈব হ ॥৮

ভরতস্য চ বীরস্য সার্বভৌমস্য পার্থিব।
ধ্রুবং প্রাপ্স্যসি দুষ্প্রাপাল্লোঁকাংস্তীর্থপরিপ্লুতঃ ॥৯

প্রভাসাদীনি তীর্থানি মহেন্দ্রাদীংশ্চ পর্বতান্।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চৈব প্লক্ষাদীংশ্চ বনস্পতীন্ ॥১০

ত্বয়া সহ মহীপাল দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ম্।
যদি তে ব্রাহ্মণেষস্তি কাচিৎ প্রীতির্জনাধিপ ॥১১

কুরু ক্ষিপ্রং বচোঽস্মাকং ততঃ শ্রেয়োঽভিপৎস্যসে
তীর্থানি হি মহাবাহো তপোবিঘ্নকরৈঃ সদা ॥১২

অনুকীর্ণানি রক্ষোভিস্তেভ্যো নস্ত্রাতুমর্হসি।
তীর্থান্যুক্তানি ধৌম্যেন নারদেন চ ধীমতা ॥১৩

নৃপ। আপনার বলবীর্য্যের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরাও তীর্থদর্শনে ও স্নানে সর্ব্বপাপশূন্য পরম পবিত্র হইতে পারিব।৭

হে রাজন্ ভারত! আপনিও রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রাজর্ষি অষ্টক, লোমপাদ এবং সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ভরতের ন্যায় তীর্থসমূহে স্নান করিয়া দুষ্প্রাপ্য অভীষ্ট পুণ্য লোকসকল নিশ্চয়ই লাভ করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।৮-৯

মহীপাল! প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্রাদি পর্ব্বত, গঙ্গা প্রভৃতি নদী, প্লক্ষ প্রভৃতি বনস্পতিসমূহের দর্শন করিতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। হে রাজন্! যদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি আপনার কিঞ্চিৎ প্রীতিও থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদের বাক্য সত্বর গ্রহণ করুন, ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে। তীর্থসমূহ প্রায়শই তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের দ্বারা পরিপূর্ণ; আপনি আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করুন। রাজন্! যে সকল তীর্থের কথা ধৌম্য, দেবর্ষি নারদ ও মহাতপস্বী লোমশ মুনি বলিয়াছেন, আপনি বিধিবৎ সেই সকল তীর্থই মহর্ষি লোমশের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমাদের সহিত পর্য্যটন করুন। তাহা হইলে সর্ব্বপাপনির্মুক্ত হইবেন।

যান্যুবাচ চ দেবর্ষির্লোমশশ্চ মহাতপাঃ।
বিধিবৎ তানি সর্বাণি পর্য্যটস্ব নরাধিপ ॥১৪

ধূতপাপ্মা সহাস্মাভির্লোমশেনাভিপালিতঃ।
স রাজা পূজ্যমানস্তৈর্হর্ষাদশ্রুপরিপ্লুতঃ ॥১৫

ভীমসেনাদিভির্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্বাংস্তানৃষীন্ পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১৬

লোমশং সমনুজ্ঞাপ্য ধৌম্যং চৈব পুরোহিতম্।
ততঃ স পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বশী ॥১৭

দ্রৌপদ্যা চানবদ্যাঙ্গ্যা গমনায় মনো দধে।
অথ ব্যাসো মহাভাগস্তথা পর্বত-নারদৌ ॥১৮

কাম্যকে পাণ্ডবং দ্রষ্টুং সমাজগ্মুর্মনীষিণঃ।
তেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা পূজাং চক্রে যথাবিধি।
সৎকৃতাস্তে মহাভাগা যুধিষ্ঠিরমথাব্রুবন্ ॥১৯

তখন ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন এবং তাঁহাদের কথায় আনন্দিত হইয়া অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি লোমশমুনি ও পুরোহিত ধৌম্যমুনির অনুমতি লইয়া তাঁহাদের বাক্য গ্রহণ করিলেন। তারপর পাণ্ডবগণশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির অনবদ্যাঙ্গী দ্রৌপদীর সহিত ভ্রাতৃগণও তীর্থদর্শনে বহির্গত হইতে মনঃস্থির করিলেন।

ইত্যবসরে মহাভাগ ব্যাস, নারদ ও পর্ব্বতমুনি প্রভৃতি মনীষিগণ কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে আসিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলে মহাভাগ মহর্ষিগণ

ঋষয়ঃ ঊচুঃ

যুধিষ্ঠির যমৌ ভীম মনসা কুরুতার্জবম্।
মনসা কৃতশৌচা বৈ শুদ্ধাস্তীর্থানি যাস্যথ ॥২০
শরীরনিয়মং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা মানুষং ব্রতম্।
মনোবিশুদ্ধাং বুদ্ধিঞ্চ দৈবমাহুর্ব্রতং দ্বিজাঃ ॥২১
মনো হ্যদুষ্টং শৌচায় পর্য্যাপ্তং বৈ নরাধিপ।
মৈত্রীং বুদ্ধিং সমাস্থায় শুদ্ধাস্তীর্থানি দ্রক্ষ্যথ ॥২২
তে যূয়ং মানসৈঃ শুদ্ধাঃ শরীরনিয়মব্রতৈঃ।
দৈবং ব্রতং সমাস্থায় যথোক্তং ফলমাপ্স্যথ ॥২৩
তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ।
কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্বে মুনিভির্দিব্য-মানুষৈঃ ॥২৪
লোমশস্যোপসংগৃহ্য পাদৌ দ্বৈপায়নস্য চ।
নারদস্য চ রাজেন্দ্র দেবর্ষেঃ পর্বতস্য চ ॥২৫
ধৌম্যেন সহিতা বীরাস্তথা তৈর্বনবাসিভিঃ।
মার্গশীর্ষ্যামতীতায়াং পুষ্যেণ প্রযযুস্ততঃ ॥২৬
কঠিনানি সমাদায় চীরাজিনজটাধরাঃ।
অভেদ্যৈঃ কবচৈর্যুক্তাস্তীর্থান্যন্বচরংস্তদা ॥২৭
ইন্দ্রসেনাদিভির্ভৃত্যৈ রথৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ।
মহানসব্যাপৃতৈশ্চ তথান্যৈঃ পরিচারকৈঃ ॥২৮
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশাস্তূণবন্তঃ সমার্গণাঃ।
প্রাঙ্মুখাঃ প্রযযুর্বীরাঃ পাণ্ডবা জনমেজয় ॥২৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৩

তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১০-১৯

ঋষিগণ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ভীম! নকুল! সহদেব! তোমরা তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া মনকে সরল কর। মনকে পবিত্র করিয়া তীর্থদর্শন করিবার জন্য তোমরা গমন কর।২০

মনীষিগণ শরীরের বিশুদ্ধিকে মানুষব্রত ও মনো-বিশুদ্ধিকে দৈবব্রত বলিয়াছেন।২১

রাজন্! মন অদুষ্ট থাকিলে তীর্থদর্শনে পর্য্যাপ্ত ফললাভ হয়। তোমরা সর্ব্বপ্রাণীতে মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া মন বিশুদ্ধ করত তীর্থসমূহ দর্শন করিবে।২২

তোমরা এইরূপ বিশুদ্ধমনে শারীরিক নিয়ম ব্রতাদি পালন করিতে করিতে তীর্থ দর্শন করিলে তীর্থের যথার্থ ফল প্রাপ্ত হইবে।২৩

কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডবগণ 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহাদের কথা গ্রহণ করিয়া দিব্য ও মানুষ উভয়-প্রকার ব্রতের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন।২৪

মহর্ষি লোমশ, ব্যাস, পর্ব্বত ও ধৌম্যমুনির পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করত ভ্রাতৃগণ ও বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথির পর পুষ্যানক্ষত্রে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।২৫-২৬

তাঁহারা সুর্দ্দৃঢ়ভস্ত্রাদি ও অন্যান্য স্থালীপ্রভৃতি লইয়া বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও জটাপ্রভৃতি ধারণ করত অভেদ্য কবচ পরিধান করিয়া তীর্থভ্রমণ করিতে লাগিলেন।২৭

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন ভৃত্য রথ লইয়া পাককার্য্যে ব্যাপৃত পাচক ও পরিচারকগণের সহিত তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।২৮

হে জনমেজয়! অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করত কবচসমূহ পরিধান করিয়া ধনু ও তূণ প্রভৃতি লইয়া বীর পাণ্ডবগণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাবিষয়ে ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৩

[নানারূপোদাহরণং প্রদায় ধর্মতো হানিকথনম্, পুণ্যস্য মহিমবর্ণনম্, যুধিষ্ঠিরাশ্বাসদানঞ্চ।]

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন বৈ নির্গুণমাত্মানং মন্যে দেবর্ষিসত্তম।
তথাস্মি দুঃখসন্তপ্তো যথা নান্যো মহীপতিঃ ॥১

পরাংশ্চ নির্গুণান্ মন্যে ন চ ধর্মগতানপি।
তে চ লোমশ লোকেঽস্মিন্ ঋধ্যন্তে কেন হেতুনা ॥২

লোমশ উবাচ।

নাত্র দুঃখং ত্বয়া রাজন্ কার্য্যং পার্থ কথঞ্চন।
যদধর্মেণ বর্ধেয়ুরধর্মরুচয়ো জনাঃ ॥৩

বর্ধত্যধর্মেণ নরস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥৪

ময়া হি দৃষ্টা দৈতেয়া দানবাশ্চ মহীপতে।
বর্ধমানা হ্যধর্মেণ ক্ষয়ং চোপগতাঃ পুনঃ ॥৫

পুরা দেবযুগে চৈব দৃষ্টং সর্বং ময়া বিভো।
অরোচয়ন্ পুরা ধর্মং ধর্মং তত্যজিরেঽসুরাঃ ॥৬

তীর্থানি দেবা বিবিশুর্নাবিশন্ ভারতাসুরাঃ।
তানধর্মকৃতো দর্পঃ পূর্বমেব সমাবিশৎ ॥৭

দর্পান্মানঃ সমভবন্মানাৎ ক্রোধো ব্যজায়ত।
ক্রোধাদহ্রীস্ততোঽলজ্জা বৃত্তং তেষাং ততোঽনশৎ ॥৮

তানলজ্জান্ গতহ্রীকান্ হীনবৃত্তান্ বৃথাব্রতান্।
ক্ষমা লক্ষ্মীঃ স্বধর্মশ্চ নচিরাৎ প্রজহুস্ততঃ ॥৯

লক্ষ্মীস্তু দেবানগমদলক্ষ্মীরসুরান্ নৃপ।
তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দর্পোপহতচেতসঃ ॥১০

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[নানারূপ উদাহরণ দিয়া অধর্ম হইতে হানি কথন এবং পুণ্যের মহিমা বর্ণন ও যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান।]

যুধিষ্ঠির লোমশমুনিকে বলিলেন—হে দেবর্ষিসত্তম! আমি নিজেকে সাত্ত্বিকগুণশূন্য মনে করি না। তথাপি কেন এত কষ্ট পাইতেছি? আমার মত দুঃখী বোধহয় আর কোন রাজা নাই।১

লোমশ! আমার শত্রুগণ সাত্ত্বিকশূন্য, কেননা ধর্মবুদ্ধিহীন, তথাপি এই সংসারে তাহারা কিভাবে সমৃদ্ধি ও সুখ লাভ করিতেছে?২

লোমশ বলিলেন—হে রাজন্! তুমি ইহাতে দুঃখ করিও না। অধর্ম-রুচিসম্পন্ন মনুষ্যগণ প্রথমতঃ অধর্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।৩

অধর্মের দ্বারা প্রথমে অধার্মিক ব্যক্তি বর্দ্ধিত হয়, কিছুদিন ইষ্ট বস্তুও লাভ করে এবং নিজ শত্রুগণকে কপটতার দ্বারা জয়ও করে, কিন্তু পরে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৪

ভূপতে! আমি এমন বহু দৈত্য ও দানব দেখিয়াছি, যাহারা অধর্মের দ্বারা প্রথম বৃদ্ধি পাইয়া পরে পুনরায় সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।৫

বিভো! পুরাকালে দেবযুগে আমি দেখিয়াছি, দেবতাগণ ধর্মে রুচিমান্ ছিলেন, কিন্তু অসুরগণ ধর্মকে ত্যাগ করিয়াছে।৬

দেবতাগণ তীর্থ পর্য্যটন করিতেন, কিন্তু অসুরগণ করিত না; অধর্ম-জন্য দর্প তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রবেশ করিয়াছিল।৭

দর্প হইতে তাহাদের মধ্যে মানের উৎপত্তি হইত, মান হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে (কুকর্ম্ম করিতে করিতে) নির্লজ্জতা উৎপন্ন হইল; তাহার পর সেই লজ্জাহীনতা তাহাদের সদাচার নষ্ট করিল।৮

নির্লজ্জ, হীনবৃত্তি ও ব্যর্থব্রত সেই অসুরগণকে অচিরেই ক্ষমা, স্বধর্ম ও লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিল।৯

রাজন্! লক্ষ্মী দেবগণের নিকট এবং অলক্ষ্মী অসুরগণের নিকট গেলেন। অলক্ষ্মীর কবলে পড়িয়া দাম্ভিক দানবগণকে

দৈত্যেয়ান্ দানবাংশ্চৈব কলিরপ্যাবিশৎ ততঃ।
তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দানবান্ কলিনা হতান্ ॥১১
দর্পাভিভূতান্ কৌন্তেয় ক্রিয়াহীনানচেতসঃ।
মানাভিভূতানচিরাদ্ বিনাশঃ সমপদ্যত ॥১২
নির্যশস্কাস্তথা দৈত্যাঃ কৃৎস্নশো বিলয়ং গতাঃ।
দেবাস্তু সাগরাংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥১৩
অভ্যগচ্ছন্ ধর্মশীলাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ।
তপোভিঃ ক্রতুভির্দানৈরাশীর্বাদৈশ্চ পাণ্ডব ॥১৪
প্রজহুঃ সর্বপাপানি শ্রেয়শ্চ প্রতিপেদিরে।
এবমাদানবন্তশ্চ নিরাদানাশ্চ সর্বশঃ ॥১৫
তীর্থান্যগচ্ছন্ বিবুধাস্তেনাপুর্ভূতিমুত্তমাম্।
(যত্র ধর্মেণ বর্তন্তে রাজানো রাজসত্তম ॥
সর্বান্ সপত্নান্ বাধন্তে রাজ্যং চৈষাং বিবর্ধতে ॥)
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র স্নাত্বা তীর্থেষু সানুজঃ ॥১৬
পুনর্বেৎস্যসি তাং লক্ষ্মীমেষ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যথৈব হি নৃগো রাজা শিবিরৌশীনরো যথা ॥১৭
ভগীরথো বসুমনা গয়ঃ পুরুঃ পুরূরবাঃ।
চরমাণাস্তপো নিত্যং স্পর্শনাদম্ভসশ্চ তে ॥১৮
তীর্থাভিগমনাৎ পূতা দর্শনাচ্চ মহাত্মনাম্।
অলভন্ত যশঃ পুণ্যং ধনানি চ বিশাম্পতে ॥১৯
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র লব্ধাসি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
যথা চেক্ষ্বাকুরভবৎ সপুত্রজনবান্ধবঃ ॥২০
মুচুকুন্দোঽথ মান্ধাতা মরুত্তশ্চ মহীপতিঃ।
কীর্তিং পুণ্যামবিন্দন্ত যথা দেবাস্তপোবলাৎ ॥২১
দেবর্ষয়শ্চ কাৎস্ন্যেন তথা ত্বমপি বেৎস্যসি।
ধার্তরাষ্ট্রাস্ত্বধর্মেণ মোহেন চ বশীকৃতাঃ ॥
নচিরাদ্ বৈ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দৈত্যা ইব ন সংশয়ঃ ॥২২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৪

কলিও আক্রমণ করিল। অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট কলিহত অসুরগণকে দর্প আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ক্রিয়া ও বিবেকশূন্য করিল। কৌন্তেয়! এইভাবে অভিমানী অসুরগণের বিনাশকাল উপস্থিত হইল।১০-১২

যশশূন্য হইয়া দৈত্যগণ সর্ব্বথা বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ধর্মাশ্রয়ী দেবতাগণ সাগর, নদী, সরোবর, পুণ্য দেবমন্দিরসমূহ দর্শন করিলেন এবং তপস্যা, যজ্ঞ, দান এবং মহাপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ প্রভৃতির সহায়তায় সর্ব্বপাপ নাশ করত শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে প্রতিগ্রহশূন্য ও দানশীল দেবতাগণ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। (রাজশ্রেষ্ঠ! যে রাজগণ ধর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করেন)। হে রাজেন্দ্র! তুমিও সেইরূপ তীর্থে স্নান করত অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত পুনরায় রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ করিবে—ইহাই সনাতন পথ।

পূর্ব্বে যেমন নৃগ, শিবি, ঔশীনর, ভগীরথ, বসুমনা, গয়, পুরু, পুরূরবা প্রভৃতি রাজবৃন্দ তীর্থের গমন, দর্শন ও উহার জল স্পর্শ করিয়া পুণ্য, যশ ও ধন লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তুমিও বিপুলা শ্রী লাভ করিবে।

যেমন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত মহারাজ ইক্ষ্বাকু, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা, মরুত্তপ্রভৃতি রাজগণ পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যেমন দেবগণ ও ঋষিগণ তপোবলে সব কিছুই লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তুমিও তপোবলে সব কিছু লাভ করিবে। অধর্ম্ম ও মোহে বশীভূত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অচিরেই দৈত্যগণের ন্যায় বিনষ্ট হইবে।১৭-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাবিষয়ে চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৪

[পাণ্ডবানাং নৈমিষারণ্য-প্রয়াগ-তীর্থপ্রভৃতিষু গমনম্, গয়রাজ্ঞো মহতো যজ্ঞস্য কথাশ্রবণঞ্চ ।]

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে তথা সহিতা বীরা বসন্তস্তত্র তত্র হ ।
ক্রমেণ পৃথিবীপাল নৈমিষারণ্যমাগতাঃ ॥১

ততস্তীর্থেষু পুণ্যেষু গোমত্যাঃ পাণ্ডবা নৃপ ।
কৃতাভিষেকাঃ প্রদদুর্গাশ্চ বিত্তঞ্চ ভারত ॥২

তত্র দেবান্ পিতৄন্ বিপ্রাংস্তর্পয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।
কন্যাতীর্থেঽশ্বতীর্থে চ গবাং তীর্থে চ ভারত ।
কালকোট্যাং বৃষপ্রস্থে গিরাবুষ্য চ পাণ্ডবাঃ ॥৩

বাহুদায়াং মহীপাল চক্রুঃ সর্বেঽভিষেচনম্ ।
প্রয়াগে দেবযজনে দেবানাং পৃথিবীপতে ॥৪

উষুরাপ্লুত্য গাত্রাণি তপশ্চাতস্থুরুত্তমম্ ।
গঙ্গা-যমুনয়োশ্চৈব সঙ্গমে সত্যসঙ্গরাঃ ॥৫

বিপাপ্মানো মহাত্মানো বিপ্রেভ্যঃ প্রদদুর্বসু ।
তপস্বিজনজুষ্টাঞ্চ ততো বেদীং প্রজাপতেঃ ॥৬

জগ্মুঃ পাণ্ডুসুতা রাজন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত ।
তত্র তে ন্যবসন্ বীরাস্তপশ্চাতস্থুরুত্তমম্ ॥৭

সন্তর্পয়ন্তঃ সততং বন্যেন হবিষা দ্বিজান্ ।
ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্ ॥৮

রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে ।
নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী ॥৯

বানীরমালিনী রম্যা নদী পুলিনশোভিতা ।
দিব্যং পবিত্রকূটঞ্চ পবিত্রং ধরণীধরম্ ॥১০

ঋষিজুষ্টং সুপুণ্যং তৎ তীর্থং ব্রহ্মসরোত্তমম্ ।
অগস্ত্যো ভগবান্ যত্র গতো বৈবস্বতং প্রতি ॥১১

উবাস চ স্বয়ং তত্র ধর্মরাজঃ সনাতনঃ ।
সর্বাসাং সরিতাং চৈব সমুদ্ভেদো বিশাম্পতে ॥১২

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

[পাণ্ডবগণের নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ ও গয়াতীর্থ প্রভৃতিতে গমন এবং গয়রাজার মহান্ যজ্ঞের কথা শ্রবণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে পৃথিবীপাল ! এইরূপে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে করিতে বীর পাণ্ডবগণ নৈমিষারণ্যতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।১

হে রাজন্ ভারত ! অনন্তর গোমতী নদীর তীরস্থ পুণ্য তীর্থসমূহে স্নান করত তাহারা অনেক গো ও ধন দান করিলেন ।২

ভারত ! সেখানে পুনঃপুনঃ দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া কন্যাতীর্থ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ ও কালকোটিতীর্থ দর্শন করত বৃষপ্রস্থ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বাসপূর্ব্বক বাহুদাতীর্থে আসিয়া সকলে স্নান করিলেন । ভূপতে ! সত্যাশ্রয়ী পাণ্ডবগণ তারপর দেবযজ্ঞভূমি প্রয়াগে স্নান করত তথায় বাস করিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে উত্তম তপস্যা করিলেন ।৩-৫

সেই মহাত্মাগণ পাপশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন এবং তপস্বিগণসেবিত ব্রহ্মার বেদিতে ব্রাহ্মণদিগের সহিত পাণ্ডুপুত্রগণ সেখানে বাস করত উত্তম তপস্যা করিলেন ।৬-৭

তাঁহারা বনজাত ফলমূলাদির দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিবার পর পুণ্যাত্মা রাজর্ষি গয়ের দ্বারা অভিসংস্কৃত গয়পর্ব্বতের সন্নিকটে গয়াতীর্থে গেলেন । অমিততেজস্বী জনমেজয় ! যেখানে গয়শির নামক পর্ব্বত ও পুণ্যময়ী মহানদী আছে । রমণীয় ঐ নদীর তীরে বেতস বৃক্ষের শ্রেণী বর্ত্তমান ।

মহর্ষিগণসেবিত পবিত্র শিখরবিশিষ্ট আর একটি দিব্য পর্ব্বত সেখানে আছে। ঐখানেই ঋষিগণনিষেবিত পুণ্য ব্রহ্ম সরোবর আছে; যেখান হইতে ভগবান্ অগস্ত্য যমের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলেন ।১০-১১

যত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধৃক্ ।
তত্র তে পাণ্ডবা বীরাশ্চাতুর্মাস্যৈস্তদেজিরে ॥১৩
ঋষিযজ্ঞেন মহতা যত্রাক্ষয়বটো মহান্ ।
অক্ষয়ে দেবযজনে অক্ষয়ং যত্র বৈ ফলম্ ॥১৪
তে তু তত্রোপবাসাংস্তু চক্রুর্নিশ্চিতমানসাঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তত্র শতশঃ সমাজগ্মুস্তপোধনাঃ ॥১৫
চাতুর্মাস্যেনাযজন্ত আর্ষেণ বিধিনা তদা ।
তত্র বিদ্যাতপোবৃদ্ধা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥
কথাং প্রচক্রিরে পুণ্যাং সদসিস্থা মহাত্মনাম্ ॥১৬
তত্র বিদ্যাব্রতস্নাতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ ।
শমঠোঽকথয়দ্ রাজন্নামূর্তরয়সং গয়ম্ ॥১৭
শমঠ উবাচ ।
অমূর্তরয়সঃ পুত্রো গয়ো রাজর্ষিসত্তমঃ ।
পুণ্যানি যস্য কর্মাণি তানি মে শৃণু ভারত ॥১৮

যস্য যজ্ঞো বভূবেহ বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ ।
যত্রান্নপর্বতা রাজন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৯
ঘৃতকুল্যাশ্চ দধ্নশ্চ নদ্যো বহুশতাস্তথা ।
ব্যঞ্জনানাং প্রবাহাশ্চ মহার্হাণাং সহস্রশঃ ॥২০
অহন্যহনি চাপ্যেবং যাচতাং সম্প্রদীয়তে ।
অন্যে চ ব্রাহ্মণা রাজন্ ভুঞ্জতেঽন্নং সুসংস্কৃতম্ ॥২১
তত্র বৈ দক্ষিণাকালে ব্রহ্মঘোষো দিবং গতঃ ।
ন চ প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মশব্দেন ভারত ॥২২
পুণ্যেন চরতা রাজন্ ভূর্দিশঃ খং নভস্তথা ।
আপূর্ণমাসীচ্ছব্দেন তদপ্যাসীন্মহাদ্ভুতম্ ॥২৩
যত্র স্ম গাথা গায়ন্তি মনুষ্যা ভরতর্ষভ ।
অন্নপানৈঃ শুভৈস্তৃপ্তা দেশে দেশে সুবর্চসঃ ॥২৪
গয়স্য যজ্ঞে কে ত্বদ্য প্রাণিনো ভোক্তুমীপ্সবঃ ।
তত্র ভোজনশিষ্টস্য পর্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥২৫

রাজন্! ঐ সরোবরে সকল নদী প্রকাশিতা আছে। সনাতন ধর্মরাজ যম সেখানে নিত্যই বাস করেন।১২

ঐখানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিত্যই অধিষ্ঠিত। পাণ্ডবগণ সেখানে চাতুর্মাস্যব্রত গ্রহণ করত মহা ঋষিযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) করিলেন। সেইখানেই মহান্ অক্ষয়বট বিরাজমান। দেবযজ্ঞভূমিতে স্থিত অক্ষয়বটের নীচে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয় বস্তু অক্ষয় ফল দান করিয়া থাকে।১৩-১৪

তাঁহারা সেখানে সংযতচিত্তে উপবাস করিলেন। তখন শত শত তপোধন ব্রাহ্মণ ঐ সময় সেখানে সমাগত হইলেন। তাঁহারা সেখানে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে চাতুর্মাস্য-যাগ করিলেন। সেই সময় বিদ্যা ও তপস্যায় প্রবীণ ব্রাহ্মণগণ মহাত্মাগণের সভায় বসিয়া মহাপুরুষগণের পুণ্য কথা বলিতে লাগিলেন।১৫-১৬

তাঁহাদের মধ্যে শমঠনামক একজন ব্রাহ্মণ, যিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপ্ত করিয়া স্নাতক হইয়াছিলেন। তিনি অমূর্তরয়ার পুত্র গয়ের কথা বলিতে লাগিলেন।১৭

শমঠ বলিলেন—হে ভারত! অমূর্তরয়ার পুত্র গয়নামে এক সর্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।১৮

রাজা গয় প্রকাণ্ড এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বহু অন্ন ও দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে শত শত সহস্র সহস্র অন্নের পর্বত, ঘৃতের কুণ্ড এবং দধির নদী বহিয়া যাইতেছিল এবং বহু উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনসমূহের সহস্র সহস্র প্রবাহ চলিতেছিল।১৯-২০

যাচকগণকে প্রতিদিনই এইরূপ ভোজন দান করা হইতেছিল। অন্যান্য নিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণ সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিতেছিলেন।২১

ভারত! সেখানে দক্ষিণাদানকালে এরূপ বেদধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল যে, উহা আকাশমার্গেও গমন করিয়াছিল, সেই সময় অন্য কোন শব্দ আর শুনা যাইতেছিল না।২২

ন তৎ পূর্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে।
গয়ো যদকরোদ্ যজ্ঞে রাজর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ॥২৬
কথং তু দেবা হবিষা গয়েন পরিতর্পিতাঃ॥
পুনঃ শক্যাস্ত্যুপাদাতুমন্যৈর্দত্তানি কানিচিৎ ॥২৭
সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ
যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ।
তথা গণয়িতুং শক্যা গয়যজ্ঞে ন দক্ষিণাঃ ॥২৮
এবংবিধাঃ সুবহবস্তস্য যজ্ঞা মহীপতেঃ।
বভূবুরস্য সরসঃ সমীপে কুরুনন্দন ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং গয়যজ্ঞকথনে পঞ্চনবতি-তমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৫

রাজন্! সেই পুণ্য বেদধ্বনিতে দশ দিক্ ও আকাশ এমন মুখরিত হইয়াছিল, যে উহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক মনে হইতেছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! ঐ যজ্ঞে পবিত্র অন্ন ও পানীয়ের দ্বারা তৃপ্ত সকল লোক দেশে দেশে এইরূপ গাথা গান করিয়া বেড়াইতেছিল।২৩-২৪

গয়ের যজ্ঞে ভোজন করিতে ইচ্ছুক এমন কি কোন প্রাণী আছে? সকলের ভোজনের পরেও সেখানে পঁচিশটি অন্নের পর্ব্বত ছিল।২৫

অমিততেজা রাজর্ষি গয় তাঁহার যজ্ঞে যাহা করিলেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কেহ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিতে পারিবেন না।২৬

গয়ের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হবির দ্বারা পরিতৃপ্ত দেবগণ অন্য যজ্ঞে প্রদত্ত যে কোন হবি কি করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন?২৭

পৃথিবীর বালুকা, আকাশের তারকা এবং অসংখ্যেয় বর্ষার ধারাও গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু গয়ের যজ্ঞে প্রদত্ত দক্ষিণা গণনা করা সম্ভব নয়।২৮

হে কুরুনন্দন! সেই ব্রহ্ম সরোবরের নিকটে তীর্থে রাজা গয় এইরূপ অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাবিষয়ে পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৫

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইল্বল-বাতাপিদৈত্যয়োর্বর্ণনম্, পিতৄণামুদ্ধারায় বিবাহং কর্ত্তুং মহর্ষেরগস্ত্যস্য নিশ্চয়ঃ, বিদর্ভরাজকন্যায়াঃ পত্নীত্বেন প্রাপ্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ সম্প্রস্থিতো রাজা কৌন্তেয়ো ভূরিদক্ষিণঃ।
অগস্ত্যাশ্রমমাসাদ্য দুর্জয়ায়ামুবাস হ ॥১
তত্রৈব লোমশং রাজা পপ্রচ্ছ বদতাং বরঃ
অগস্ত্যেনেহ বাতাপিঃ কিমর্থমুপশামিতঃ ॥২

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

[ইল্বল ও বাতাপি দৈত্যের বর্ণন, পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য বিবাহ করিতে মহর্ষি অগস্ত্যের নিশ্চয় এবং বিদর্ভরাজ-কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহারাজ কুন্তীপুত্র ব্রাহ্মণগণকে বহু দক্ষিণা প্রদান করত অগস্ত্য মুনির আশ্রমসন্নিহিতা দুর্জয়া মণিমতী নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন।১

তথায় লোমশমুনিকে বক্তৃশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির

আসীদ্বা কিং প্রভাবশ্চ স দৈত্যো মানবান্তকঃ।
কিমর্থং চোদিতো মন্যুরগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ ॥৩

লোমশ উবাচ।

ইল্বলো নাম দৈতেয় আসীৎ কৌরবনন্দন।
মণিমত্যাং পুরি পুরা বাতাপিস্তস্য চানুজঃ ॥৪
স ব্রাহ্মণং তপোযুক্তমুবাচ দিতিনন্দনঃ।
পুত্রং মে ভগবানেকমিন্দ্রতুল্যং প্রযচ্ছতু ॥৫
তস্মৈ স ব্রাহ্মণো নাদাৎ পুত্রং বাসবসম্মিতম্।
চুক্রোধ সোঽসুরস্তস্য ব্রাহ্মণস্য ততো ভৃশম্ ॥৬
তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র ইল্বলো ব্রহ্মহাসুরঃ।
মন্যুমান্ ভ্রাতরং ছাগং মায়াবী হ্যকরোৎ ততঃ ॥৭
মেষরূপী চ বাতাপিঃ কামরূপ্যভবৎ ক্ষণাৎ।
সংস্কৃত্য চ ভোজয়তি ততো বিপ্রং জিঘাংসতি ॥৮
স চাহ্বয়তি যং বাচা গতং বৈবস্বতক্ষয়ম্।
স পুনর্দেহমাস্থায় জীবন্ স্ম প্রত্যদৃশ্যত ॥৯

ততো বাতাপিমসুরং ছাগং কৃত্বা সুসংস্কৃতম্।
তং ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্বা পুনরেব সমাহ্বয়ৎ ॥১০
তামিল্বলেন মহতা স্বরেণ বাচমীরিতাম্।
শ্রুত্বাতিমায়ো বলবান্ ক্ষিপ্রং ব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥১১

তস্য পার্শ্বং বিনির্ভিদ্য ব্রাহ্মণস্য মহাসুরঃ।
বাতাপিঃ প্রহসন্ রাজন্ নিশ্চক্রাম বিশাম্পতে ॥১২

এবং স ব্রাহ্মণান্ রাজন্ ভোজয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
হিংসয়ামাস দৈতেয় ইল্বলো দুষ্টচেতনঃ ॥১৩
অগস্ত্যশ্চাপি ভগবানেতস্মিন্ কাল এব তু।
পিতৄন্ দদর্শ গর্তে বৈ লম্বমানানধোমুখান্ ॥১৪
সোঽপৃচ্ছল্লম্বমানাংস্তান্ ভবন্ত ইব কম্পিতাঃ।
(কিমর্থং বেহ লম্বধ্বং গর্তে যূয়মধোমুখাঃ।)
সন্তানহেতোরিতি তে প্রত্যূচুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥১৫

জিজ্ঞাসা করিলেন—মহর্ষি অগস্ত্য এখানে বাতাপিকে কেন শাসন করিয়াছিলেন? সেই নরভক্ষক রাক্ষসেরই বা কিরূপ প্রভাব ছিল? মহাত্মা অগস্ত্যেরই ক্রোধ তাহার উপর হইল কেন?২-৩

লোমশ বলিলেন—হে কৌরবনন্দন! মণিমতী পুরীতে ইল্বল নামে এক দৈত্য ছিল; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল বাতাপি।৪

সেই দৈত্য এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী পুত্র লাভের জন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহার সেই ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। তাহাতে সেই অসুর ব্রাহ্মণের উপর ক্রুদ্ধ হইল।৫-৬

রাজেন্দ্র! তারপর হইতে সেই অসুর ইল্বল ব্রহ্মঘাতী হইল। সেই ক্রোধী মায়াবী অসুর তাহার ভাইকে মায়ায় ছাগ বানাইত এবং মেষরূপধারী বাতাপি সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিত। তারপর ইল্বল মাংস রাঁধাইয়া সেই ছাগের মাংস ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া বধ করিত।৭-৮

ইল্বলের মধ্যে এমন শক্তি ছিল যে, সে মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করিবামাত্রই সে জীবিত হইয়া স্বশরীরে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইত।৯

বাতাপি অসুরকে ছাগ বানাইয়া তাহার মাংস রন্ধন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবার পর পুনরায় তাহাকে আহ্বান করিত।১০

রাজন্! ইল্বলের উচ্চৈস্বরে আহ্বান শুনিবামাত্রই মায়াবী ব্রাহ্মণশত্রু বলবান্ মহাদৈত্য বাতাপি নিজ মূর্তি ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ ভেদ করত হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিত।১১-১২

রাজন্! এইরূপে সেই দুষ্টচেতা ইল্বল বার বার ব্রাহ্মণগণকে বাতাপির মাংস ভোজন করাইয়া বধ করিতে লাগিল।১৩

এই সময় ভগবান্ অগস্ত্য একদিন কোথাও যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার পিতৃপুরুষগণ এক গর্তের মধ্যে অধোমুখ হইয়া ঝুলিতেছে।১৪

তে তস্মৈ কথয়ামাসুর্বয়ং তে পিতরঃ স্বকাঃ।
গর্তমেতমনুপ্রাপ্তা লম্বামঃ প্রসবার্থিনঃ ॥১৬

যদি নো জনয়েথাস্ত্বমগস্ত্যাপত্যমুত্তমম্।
স্যান্নোঽস্মান্নিরয়ান্মোক্ষস্ত্বঞ্চ পুত্রাপ্নুয়া গতিম্ ॥১৭

স তানুবাচ তেজস্বী সত্যধর্মপরায়ণঃ।
করিষ্যে পিতরঃ কামং ব্যেতু বো মানসো জ্বরঃ ॥১৮

ততঃ প্রসবসন্তানং চিন্তয়ন্ ভগবানৃষিঃ।
আত্মনঃ প্রসবস্যার্থে নাপশ্যৎ সদৃশীং স্ত্রিয়ম্ ॥১৯

স তস্য তস্য সত্ত্বস্য তৎ তদঙ্গমনুত্তমম্।
সংগৃহ্য তৎসমৈরঙ্গৈর্নির্মমে স্ত্রিয়মুত্তমাম্ ॥২০

স তাং বিদর্ভরাজস্য পুত্রার্থং তপ্যতস্তপঃ।
নির্মিতামাত্মনোঽর্থায় মুনিঃ প্রাদান্মহাতপাঃ ॥২১

সা তত্র জজ্ঞে সুভগা বিদ্যুৎসৌদামনী যথা।
বিভ্রাজমানা বপুষা ব্যবর্ধত শুভাননা ॥২২

জাতমাত্রাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা বৈদর্ভঃ পৃথিবীপতিঃ।
প্রহর্ষেণ দ্বিজাতিভ্যো ন্যবেদয়ত ভারত ॥২৩

অভ্যনন্দন্ত তাং সর্বে ব্রাহ্মণা বসুধাধিপ।
লোপামুদ্রেতি তস্যাশ্চ চক্রিরে নাম তে দ্বিজাঃ ॥২৪

ববৃধে সা মহারাজ বিভ্রতী রূপমুত্তমম্।
অপ্সু বোৎপলিনী শীঘ্রমগ্নেরিব শিখা শুভা ॥২৫

তাং যৌবনস্থাং রাজেন্দ্র শতং কন্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
দাস্যঃ শতঞ্চ কল্যাণীমুপাতস্থুর্বশানুগাঃ ॥২৬

অগস্ত্য মুনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কেন এইভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে গর্তের মধ্যে ঝুলিতেছেন? ব্রহ্মবাদী সেই পুরুষগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—আমাদের বংশ লোপ হইবার সম্ভাবনায় এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।১৫

তাঁহারা আরও বলিলেন,—আমরা তোমারই নিজ পূর্ব্বপুরুষ সন্তান লাভের সম্ভাবনায় এইরূপে গর্তের মধ্যে ঝুলিতেছি।১৬

অগস্ত্য! তুমি যদি আমাদের বংশে একটি উত্তম সন্তান উৎপাদন কর, তবে এই নরক হইতে আমাদের মুক্তি হইবে এবং তুমিও সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবে।১৭

"পিতৃগণ! আপনাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার মনে যে কষ্ট হইতেছে, উহা দূর করিবার জন্য আপনাদের কথা আমি রক্ষা করিব"—এই কথা সত্যধর্ম্মপরায়ণ তেজস্বী অগস্ত্য তাঁহাদিগকে বলিলেন।১৮

তারপর ভগবান্ মহর্ষি অগস্ত্য সন্তানলাভের জন্য নিজের অনুরূপ স্ত্রী তিনি চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।১৯

তখন তিনি প্রত্যেক প্রাণীর সর্বোত্তম অঙ্গসমূহ একত্রিত করিয়া একটি উত্তম স্ত্রীরত্ন নির্ম্মাণ করিলেন।২০

বিদর্ভরাজ তখন সন্তানলাভের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। মহাতপস্বী অগস্ত্যমুনি নিজের জন্য নির্ম্মিত সেই স্ত্রী বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন।২১

সেই সুমুখী সুন্দরী কন্যা সন্ধ্যাকালে বিদ্যুতের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্টা হইয়া রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল এবং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।২২

ভারত! জন্মিবামাত্রই সেই কন্যাকে দেখিয়া বিদর্ভরাজ খুবই আনন্দিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে উহা জানাইলেন।২৩

রাজন্! ব্রাহ্মণগণও তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহার নামকরণ করিলেন লোপামুদ্রা।২৪

রাজন্! সেই কন্যা উত্তম রূপ ধারণ করিয়া জলে কমলিনীর ন্যায় এবং কাষ্ঠে অগ্নির শিখার ন্যায় অতি সত্বর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।২৫

সা স্ম দাসীশতবৃতা মধ্যে কন্যাশতস্য চ।
আস্তে তেজস্বিনী কন্যা রোহিণীব দিবি প্রভা ॥২৭
যৌবনস্থামপি চ তাং শীলাচারসমন্বিতাম্।
ন বব্রে পুরুষঃ কশ্চিদ্ ভয়াৎ তস্য মহাত্মনঃ ॥২৮
সা তু সত্যবতী কন্যা রূপেণাপ্সরসোঽপ্যতি।
তোষয়ামাস পিতরং শীলেন স্বজনং তথা ॥২৯

বৈদর্ভীং তু তথাযুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষ্য বৈ পিতা।
মনসা চিন্তয়ামাস কস্মৈ দদ্যামিমাং সুতাম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৬

হে রাজেন্দ্র! সে যখন যৌবনপ্রাপ্ত হইল, তখন অলঙ্কৃতা শতকন্যা সখীরূপে এবং শতকন্যা দাসীরূপে তাহার সতত সেবা করিতে লাগিল।২৬

শত দাসী ও শত সখী কন্যার দ্বারা পরিবৃতা হইয়া সেই তেজস্বিনী লোপামুদ্রা আকাশে সূর্য্যের প্রভার ন্যায় এবং নক্ষত্রমধ্যে রোহিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৭

সংস্বভাব ও সদাচারসমন্বিতা লোপামুদ্রা যৌবনপ্রাপ্ত হইলেও মহর্ষি অগস্ত্যের ভয়ে কোন ব্যক্তি তাহাকে পত্নীরূপে বরণ করিতে সাহস করে নাই।২৮

সেই সত্যবতী রাজকুমারী অপ্সরাতুল্য রূপবতী হইলেও নিজ পবিত্র চরিত্রের দ্বারা পিতাকে ও আত্মীয়স্বজনকে সন্তুষ্ট করিলেন।২৯

তখন পিতা বিদর্ভরাজও বৈদর্ভীকে ঐরূপ যৌবনস্থা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কাহাকে এই কন্যা দান করিব?"৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে ষণ্ণবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৬

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিণাগস্ত্যেন সহ লোপামুদ্রায়া বিবাহঃ, গঙ্গাদ্বারে তপস্যা, স্বভার্য্যায়া ইচ্ছয়া ধনসংগ্রহায় তস্য প্রস্থানঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।

যদা ত্বমন্যতাগস্ত্যো গার্হস্থ্যে তাং ক্ষমামিতি।
তদাভিগম্য প্রোবাচ বৈদর্ভং পৃথিবীপতিম্ ॥ ১
রাজন্ নিবেশে বুদ্ধির্মে বর্ত্ততে পুত্রকারণাৎ।
বরয়ে ত্বাং মহীপাল লোপামুদ্রাং প্রযচ্ছ মে ॥২

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

[মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত লোপামুদ্রার বিবাহ, গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) তপস্যা এবং পত্নীর ইচ্ছায় ধনসংগ্রহের জন্য তাঁহার প্রস্থান।]

লোমশ বলিলেন,—যখন অগস্ত্যমুনি বুঝিলেন যে, লোপামুদ্রা গার্হস্থ্যধর্ম্মের উপযুক্তা হইয়াছেন, তখন বিদর্ভরাজের নিকট গিয়া তিনি বলিলেন।১

হে রাজন্! পুত্রলাভের জন্য বিবাহ করিবার ইচ্ছা আমার হইয়াছে; আমি লোপামুদ্রাকে পত্নীত্বে বরণ করিতেছি, তুমি তাহাকে আমায় দাও।২

এবমুক্তঃ স মুনিনা মহীপালো বিচেতনঃ।
প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুং চৈব নৈচ্ছত ॥৩

ততঃ স ভার্য্যামভ্যেত্য প্রোবাচ পৃথিবীপতিঃ।
মহর্ষির্বীর্য্যবানেষ ক্রুদ্ধঃ শাপাগ্নিনা দহেৎ ॥৪

তং তথা দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পৃথিবীপতিম্।
লোপামুদ্রাভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥৫

ন মৎকৃতে মহীপাল পীড়ামভ্যেতুমর্হসি।
প্রযচ্ছ মামগস্ত্যায় ত্রাহ্যাত্মানং ময়া পিতঃ ॥৬

দুহিতুর্বচনাদ্ রাজা সোঽগস্ত্যায় মহাত্মনে।
লোপামুদ্রাং ততঃ প্রাদাদ্ বিধিপূর্ব্বং বিশাম্পতে ॥৭

প্রাপ্য ভার্য্যামগস্ত্যস্তু লোপামুদ্রামভাষত।
মহার্হাণ্যুৎসৃজৈতানি বাসাংস্যাভরণানি চ ॥৮

মুনিবর অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া রাজা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; কারণ, তাঁহাকে কন্যা দিবারও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না এবং প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না।৩

তখন রাজা পত্নীর নিকট গিয়া বলিলেন, এই মহর্ষি তপঃশক্তিসম্পন্ন, কন্যা না দিলে ক্রুদ্ধ হইয়া শাপাগ্নির দ্বারা সকলকে দগ্ধ করিবে।৪

ভার্য্যার সহিত রাজাকে ঐরূপ দুঃখিত দেখিয়া লোপামুদ্রা তাঁহাদের নিকট আসিয়া সময়োচিত এই বাক্য বলিলেন।৫

হে মহীপাল! আমার জন্য তোমরা দুঃখিত হইও না; আমাকে অগস্ত্যের হাতে অর্পণ করিয়া তুমি নিজেকে রক্ষা কর।৬

রাজন্! কন্যার কথায় রাজা তখন বিধিপূর্ব্বক লোপামুদ্রাকে মহাত্মা অগস্ত্যের হাতে সমর্পণ করিলেন।৭

লোপামুদ্রাকে ভার্য্যারূপে পাইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি তোমার বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার-সমূহ পরিত্যাগ কর" ।৮

ততঃ সা দর্শনীয়ানি মহার্হাণি তনূনি চ।
সমুৎসসর্জ রম্ভোরুর্বসনান্যায়তেক্ষণা ॥৯

ততশ্চীরাণি জগ্রাহ বল্কলান্যজিনানি চ।
সমানব্রতচর্য্যা চ বভূবায়তলোচনা ॥১০

গঙ্গাদ্বারমথাগম্য ভগবানৃষিসত্তমঃ।
উগ্রমাতিষ্ঠত তপঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া ॥১১

সা প্রীতা বহুমানাচ্চ পতিং পর্য্যচরৎ তদা।
অগস্ত্যশ্চ পরাং প্রীতিং ভার্য্যায়ামচরৎ প্রভুঃ ॥১২

ততো বহুতিথে কালে লোপামুদ্রাং বিশাম্পতে।
তপসা দ্যোতিতাং স্নাতাং দদর্শ ভগবানৃষিঃ ॥ ১৩

স তস্যাঃ পরিচারেণ শৌচেন চ দমেন চ।
শ্রিয়া রূপেণ চ প্রীতো মৈথুনায়াজুহাব তাম্ ॥১৪

তখন বহুমূল্য সূক্ষ্মবস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া রম্ভোরু, উদার দৃষ্টি ও আয়তেক্ষণা লোপামুদ্রা চীর (কৌপীন), বল্কল ও অজিন (মৃগচর্ম) পরিধান করিয়া অগস্ত্যের সমান ব্রতপালন ও আচার পালনে প্রবৃত্তা হইলেন।৯-১০

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে লইয়া হরিদ্বারে গিয়া অনুকূলা পত্নীর সহিত তীব্র তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।১১

লোপামুদ্রাও পরম প্রীতি ও আদরের সহিত পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং শক্তিমান্ মহর্ষি অগস্ত্যও তাঁহার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন।১২

রাজন্! তারপর বহুদিন গত হইলে ভগবান্ মহর্ষি অগস্ত্য লক্ষ করিলেন যে, লোপামুদ্রা তপস্তেজে দ্যুতিমতী হইলেও ঋতুস্নাতা হইয়াছেন।১৩

তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা, শৌচাচার, শরীরকান্তি, রূপ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে মৈথুনের জন্য আহ্বান করিলেন।১৪

ততঃ সা প্রাঞ্জলির্ভূত্বা লজ্জমানেব ভাবিনী।
তদা সপ্রণয়ং বাক্যং ভগবন্তমথাব্রবীৎ ॥১৫
অসংশয়ং প্রজাহেতোর্ভার্য্যাং পতিরবিন্দত।
যা তু ত্বয়ি মম প্রীতিস্তামৃষে কর্ত্তুমর্হসি ॥১৬
যথা পিতুর্গৃহে বিপ্র প্রাসাদে শয়নং মম।
তথাবিধে ত্বং শয়নে মামুপৈতুমিহার্হসি ॥১৭
ইচ্ছামি ত্বাং স্রগ্বিণঞ্চ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতম্।
উপসর্ত্তুং যথাকামং দিব্যাভরণভূষিতা ॥১৮
অন্যথা নোপতিষ্ঠেয়ং চীরকাষায়বাসিনী
নৈবাপবিত্রো বিপ্রর্ষে ভূষণোঽয়ং কথঞ্চন ॥১৯

অগস্ত্য উবাচ।

ন বৈ ধনানি বিদ্যন্তে লোপামুদ্রে তথা মম।
যথাবিধানি কল্যাণি পিতুস্তব সুমধ্যমে ॥২০

লোপামুদ্রোবাচ।

ঈশোঽসি তপসা সর্বং সমাহর্ত্তুং তপোধন।
ক্ষণেন জীবলোকে যদ্ বসু কিঞ্চন বিদ্যতে ॥২১

অগস্ত্য উবাচ।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং তপোব্যয়করং তু তৎ।
যথা তু মে ন নশ্যেত তপস্তন্মাং প্রচোদয় ॥২২

লোপামুদ্রোবাচ।

অল্পাবশিষ্টঃ কালোঽয়মৃতোর্মম তপোধন।
ন চান্যথাহমিচ্ছামি ত্বামুপৈতুং কথঞ্চন ॥২৩
ন চাপি ধর্ম্মমিচ্ছামি বিলোপ্তুং তে কথঞ্চন।
এবং তু মে যথাকামং সম্পাদয়িতুমর্হসি ॥২৪

তারপর অনুরাগিণী লোপামুদ্রা যেন লজ্জিতা হইয়া প্রণয়ের সহিত ভগবান্ অগস্ত্যকে তখন এই কথা বলিলেন।১৫

ঋষিবর। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে পুত্রের জন্য পতি ভার্য্যা লাভ করে, তোমার প্রতি যাহাতে আমার প্রীতি জন্মে, তাহার অনুরূপ কিছু করুন।১৬

হে ব্রহ্মন্! পিতৃগৃহে প্রাসাদে আমি যেরূপ শয্যায় শয়ন করিতাম, সেইরূপ শয্যায় আপনি আমার সহিত রমণ করুন।১৭

ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি যে, আপনি বহুমূল্য আভরণে ভূষিত হইয়া ও রত্নহার ধারণ করিয়া আমার নিকট আসিবেন এবং আমিও দিব্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া আপনার সহিত সঙ্গম সুখ অনুভব করিব।১৮

তাহা না হইলে আমি জীর্ণ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়াই থাকিব, সঙ্গম সুখের ইচ্ছায় আপনার নিকট যাইব না। আপনার এই তপস্বী বেশকে আমি অপবিত্র করিতে ইচ্ছুক নহি।১৯

অগস্ত্য বলিলেন,—হে সুমধ্যমে লোপামুদ্রে তোমার পিতার ন্যায় তোমার নিকট যেমন কো[illegible] ধন নাই, কল্যাণি। তেমনই আমার নিকটও কো[illegible] ধন নাই।২০

লোপামুদ্রা বলিলেন,—তপোধন! আপ[illegible] ঈশ্বরস্বরূপ। তপঃপ্রভাবে আপনি সব কিছু আহর[illegible] করিতে সক্ষম। এই পৃথিবীতে যত ধন আ[illegible] আপনি ইচ্ছা করিলে ক্ষণকালের মধ্যে তাহ[illegible] আনিতে পারেন।২১

অগস্ত্য বলিলেন,—তুমি যাহা বলিয়াছ, তা[illegible] সত্য; কিন্তু উহাতে আমার সঞ্চিত তপস্যার অনে[illegible] অংশ ব্যয় করিতে হইবে; যাহাতে আমা[illegible] কষ্টোপার্জ্জিত তপস্যা ব্যয় না করিতে হয়, এইর[illegible] উপায় বলিয়া উৎসাহিত কর।২২

লোপামুদ্রা বলিলেন,—হে তপোধন! আমা[illegible] ঋতুকালের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। আ[illegible] যাহা বলিয়াছি, উহা ব্যতীত অন্য কোন স[illegible]

অগস্ত্য উবাচ।

যত্তেষ কামঃ সুভগে তব বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিতঃ।
হর্ত্তুং গচ্ছাম্যহং ভদ্রে চর কামমিহ স্থিতা ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৭

এই অল্প সময়ের জন্য আপনার সঙ্গম সুখ ভোগ করিব না।২৩

আমি কোনরূপেই আপনার ধর্ম্মকে লোপ করিতে চাহি না; ইহা শুনিবার পর আপনার যেরূপ অভিরুচি হইবে, তাহাই করিতে পারেন।২৪

অগস্ত্য বলিলেন,—সুন্দরি! যদি তোমার এই রূপই অভিলাষ হয়, তবে আমি ধন আহরণ করিতে চলিলাম। ভদ্রে! তুমি যথাসুখে এখানে অবস্থান কর।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৭

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধনলাভায় শ্রুতর্ব-ব্রধ্নশ্ব-ত্রসদস্যূনাং সমীপে অগস্ত্যস্য গমনম্।]

লোমশ উবাচ।

ততো জগাম কৌরব্য সোঽগস্ত্যো ভিক্ষিতুং বসু।
শ্রুতর্বাণং মহীপালং যং বেদাভ্যধিকং নৃপৈঃ ॥১
স বিদিত্বা তু নৃপতিঃ কুম্ভযোনিমুপাগতম্।
বিষয়ান্তে সহামাত্যঃ প্রত্যগৃহ্লাৎ সুসৎকৃতম্ ॥২
তস্মৈ চার্ঘ্যং যথান্যায়মানীয় পৃথিবীপতিঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো ভূত্বা পপ্রচ্ছাগমনেঽর্থিতাম্ ॥৩

অগস্ত্য উবাচ।

বিত্তার্থিনমনুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পৃথিবীপতে।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ মে ॥৪

লোমশ উবাচ।

তত আয়-ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তস্মৈ রাজা ন্যবেদয়ৎ।
অতো বিদ্বনুপাদৎস্ব যদত্র বসু মন্যসে ॥৫

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[ধনলাভের জন্য শ্রুতর্বা, ব্রধ্নশ্ব এবং ত্রসদস্যু প্রভৃতির নিকট অগস্ত্যের গমন।]

লোমশ বলিলেন,—হে কৌরব্য! তদনন্তর অগস্ত্যমুনি রাজগণের মধ্যে অধিক ধনী শ্রুতর্বা রাজার নিকট ধন যাচ্ঞা করিতে গেলেন।১

সেই রাজা অগস্ত্যমুনি আসিয়াছেন শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত নিজ রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত আগমন করিয়া কুম্ভযোনিকে (অগস্ত্যকে) সাদর সৎকারের সহিত লইয়া যাইলেন।২

পাদ্য-অর্ঘ্যপ্রভৃতির দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

অগস্ত্য বলিলেন,—আমি ধনার্থী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। অন্য কাহারও ক্ষতি না করিয়া

তত আয়-ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ ।
সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥৫
স শ্রুতর্বাণমাদায় ব্রধ্নশ্বমগমৎ ততঃ ।
স চ তৌ বিষয়স্যান্তে প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি ॥৭
তয়োরর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ ব্রধ্নশ্বঃ প্রত্যবেদয়ৎ ।
অনুজ্ঞাপ্য চ পপ্রচ্ছ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥৮

অগস্ত্য উবাচ ।

বিত্তকামাবিহ প্রাপ্তৌ বিদ্ধ্যাবাং পৃথিবীপতে ।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ নৌ ॥৯

লোমশ উবাচ ।

তত আয়-ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তাভ্যাং রাজা ন্যবেদয়ৎ
অতো জ্ঞাত্বা তু গৃহ্লীতং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১০

যদি সম্ভব হয়, তবে আমাকে অভিলাষানুরূপ ধন প্রদান করুন ।৪

লোমশ বলিলেন,—তখন রাজা নিজ সম্পূর্ণ আয় ও ব্যয় তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—যদি অন্যের ক্ষতি না করিয়া ইহার মধ্য হইতে কিছু গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে আপনি তাহা গ্রহণ করুন ।৫

তারপর সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি তাঁহার আয়-ব্যয় দেখিয়া মনে করিলেন, অন্যের পীড়া উৎপাদন না করিয়া উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করা যায় না। তখন শ্রুতর্বা রাজাকে সঙ্গে করিয়া ব্রধ্নশ্ব রাজার নিকট গেলেন। তিনিও নিজ রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করত অনুমতিক্রমে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ।৬-৮

অগস্ত্য বলিলেন,—ভূপতে। আমরা উভয়ে ধনার্থী হইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি অন্যের পীড়া উৎপাদন না করিয়া সম্ভব হইলে আমাদিগকে কিছু ধন দিন ।৯

তত আয়-ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ ।
সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১১
পৌরুকুৎসং ততো জগ্মুস্ত্রসদস্যুং মহাধনম্ ।
অগস্ত্যশ্চ শ্রুতর্বা চ ব্রধ্নশ্বশ্চ মহীপতিঃ ॥১২
ত্রসদস্যুস্তু তান্ দৃষ্ট্বা প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি ।
অভিগম্য মহারাজ বিষয়ান্তে মহামনাঃ ॥১৩
অর্চয়িত্বা যথান্যায়মিক্ষ্বাকু রাজসত্তমঃ ।
সমস্তাংশ্চ ততোঽপৃচ্ছৎ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥১৪

অগস্ত্য উবাচ ।

বিত্তকামানিহ প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ পৃথিবীপতে ।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ নঃ ॥১৫

লোমশ বলিলেন—তখন ব্রধ্নশ্ব নিজ আয়-ব্যয়ের পূর্ণ বিবরণ তাঁহাকে দিয়া বলিলেন—যদি ইহার মধ্যে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তবে আপনারা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন ।১০

অনন্তর সমবুদ্ধি মহর্ষি আয় ও ব্যয় সমান দেখিয়া বুঝিলেন যে, অন্যের পীড়া দিয়া কিছুই গ্রহণ করা চলে না, সুতরাং তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না ।১১

তখন অগস্ত্য শ্রুতর্বা ও ব্রধ্নশ্ব উভয়কে সঙ্গে করিয়া পুরুকুৎসের পুত্র মহাধনী রাজা ত্রসদস্যুর নিকট গেলেন ।১২

মহারাজ! ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহামনস্বী রাজা ত্রসদস্যুও রাজ্য সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করত প্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজশ্রেষ্ঠ ত্রসদস্যু পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা বিধিমত অর্চ্চনা করত তাঁহাদিগকে সেখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ।১৩-১৪

অগস্ত্য বলিলেন,—আমরা তিনজনই ধনার্থী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। অন্যের পীড়া উৎপাদন না করিয়া সম্ভব হইলে আমাদিগকে কিছু ধন দিন ।১৫

লোমশ উবাচ।

তত আয়-ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তেষাং রাজা ন্যবেদয়ৎ।
এতজ্জ্ঞাত্বা হ্যুপাদধ্বং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১৬

তত আয়-ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ।
সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১৭

ততঃ সর্বে সমেত্যাথ তে নৃপাস্তং মহামুনিম্।
ইদমূচুর্মহারাজ সমবেক্ষ্য পরস্পরম্ ॥১৮

অয়ং বৈ দানবো ব্রহ্মন্নিল্বলো বসুমান্ ভুবি।
তমতিক্রম্য সর্বেঽত্র বয়ং চার্থামহে বসু ॥১৯

লোমশ উবাচ।

তেষাং তদাসীদুচিতমিল্বলস্যৈব ভিক্ষণম্।
ততস্তে সহিতা রাজন্নিল্বলং সমুপাদ্রবন্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৮

লোমশ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! রাজা ত্রসদস্যু নিজ আয়-ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব দেখাইয়া বলিলেন, যদি ইহা হইতে অতিরিক্ত কিছু ধন থাকে, তাহা গ্রহণ করুন। সমবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষিও তাঁহার আয়-ব্যয়ের সমানতা দেখিয়া কিছুই গ্রহণ করিলেন না; কারণ, উহাতে প্রাণীর পীড়া উৎপাদিত হইবে।১৬-১৭

মহারাজ! তখন সেই তিন নৃপতি পরস্পর পরামর্শ করিয়া মহামুনি অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন।১৮

হে ব্রহ্মন্! এই দানব ইল্বল পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। চলুন আমরা সকলে তাঁহার নিকট গিয়া ধন যাচ্ঞা করিব।১৯

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্! তখন তাঁহারা ইল্বলের নিকট যাচ্ঞা করার নিশ্চয় করত সকলে মিলিত হইয়া তাহার নিকট গেলেন।২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৮

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধনায় ইল্বলস্য সমীপে অগস্ত্যস্য গমনম্, বাতাপীল্বলয়োর্বিনাশঃ, লোপামুদ্রায়াঃ পুত্রলাভ, শ্রীরামচন্দ্রেণ হৃততেজসঃ পরশুরামস্য পুনঃ প্রাপ্তিশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

ইল্বলস্তান্ বিদিত্বা তু মহর্ষিসহিতান্ নৃপান্।
উপস্থিতান্ সহামাত্যো বিষয়ান্তে হ্যপূজয়ৎ ॥১

তেষাং ততোঽসুরশ্রেষ্ঠ আতিথ্যমকরোৎ তদা।
সুসংস্কৃতেন কৌরব্য ভ্রাত্রা বাতাপিনা যদা ॥২

একোনশততম অধ্যায়।

[ধনের জন্য ইল্বলের নিকট অগস্ত্যের গমন, বাতাপি ও ইল্বলের বিনাশ, লোপামুদ্রার পুত্র লাভ এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক হৃত তেজ পরশুরামের পুনর্ব্বার লাভ।]

লোমশ বলিলেন,—ইল্বল মহর্ষি এবং রাজগণের আগমন সংবাদ পাইয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।১

কুরুনন্দন! তারপর নিজ প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং তথায় পরিপক্ক বাতাপির মাংসের দ্বারা তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিলেন।২

ততো রাজর্ষয়ঃ সর্বে বিষণ্ণা গতচেতসঃ।
বাতাপিং সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা মেষভূতং মহাসুরম্ ॥৩

অথাব্রবীদগস্ত্যস্তান্ রাজর্ষীনৃষিসত্তমঃ।
বিষাদো বো ন কর্তব্যো হ্যহং ভোক্ষ্যে মহাসুরম্ ॥৪

ধুর্য্যাসনমথাসাদ্য নিষসাদ মহানৃষিঃ।
তং পর্য্যবেষদ্ দৈত্যেন্দ্র ইল্বলঃ প্রহসন্নিব ॥৫

অগস্ত্য এব কৃৎস্নং তু বাতাপিং বুভুজে ততঃ।
ভুক্তবত্যসুরোহ্বানমকরোৎ তস্য চেল্বলঃ ॥৬

ততো বায়ুঃ প্রাদুরভূদগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ।
শব্দেন মহতা তাত গর্জন্নিব যথা ঘনঃ ॥৭

বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি পুনঃ পুনরুবাচ হ।
তং প্রহস্যাব্রবীদ্ রাজন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৮

কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তো ময়া জীর্ণস্তু সোঽসুরঃ।
ইল্বলস্তু বিষণ্ণোঽভূদ্ দৃষ্ট্বা জীর্ণং মহাসুরম্ ॥৯

প্রাঞ্জলিশ্চ সহামাত্যৈরিদং বচনমব্রবীৎ।
কিমর্থমুপযাতাঃ স্থ ব্রূত কিং করবাণি বঃ ॥১০

প্রত্যুবাচ ততোঽগস্ত্যঃ প্রহসন্নিল্বলং তদা।
ঈশং হ্যসুর বিদ্মস্ত্বাং বয়ং সর্বে ধনেশ্বরম্ ॥১১

এতে চ নাতিধনিনো ধনার্থশ্চ মহান্ মম।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ নঃ ॥১২

ততোঽভিবাদ্য তমৃষিমিল্বলো বাক্যমব্রবীৎ।
দিৎসিতং যদি বেৎসি ত্বং ততো দাস্যামি তে বসু ॥১৩

অনন্তর সেই রাজর্ষিগণ মেষরূপী বাতাপির মাংস পাক করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং অচেতনপ্রায় হইলেন।৩

তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য রাজর্ষিগণকে বলিলেন,—"তোমরা বিষণ্ণ হইও না, ঐ মহাসুরকে আমিই ভক্ষণ করিব।"৪

তখন মহর্ষি এক শ্রেষ্ঠ আসনে ভোজনার্থ উপবেশন করিলেন এবং দৈত্যরাজ ইল্বল স্বয়ং হাসিতে হাসিতে সেই মাংস পরিবেশন করিতে লাগিলেন।৫

অগস্ত্যমুনি একাকীই ঐ সমস্ত মাংস ভক্ষণ করিলেন। তখন ইল্বল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।৬

তাত। তখন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় সশব্দে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ হইতে বায়ু নিঃসৃত হইল।৭

রাজন্। ইল্বল পুনঃ পুনঃ "বাতাপে। তুমি বাহির হইয়া আইস" এই বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন।৮

সেই অসুর কোথা হইতে আর নির্গত হইবে, উহাকে যে আমি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। তাহা শুনিয়া ইল্বল 'মহাসুর বাতাপি জীর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া' বিষণ্ণ হইলেন।৯

তখন তিনি অমাত্যগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিল—"আপনারা কেন আমার নিকট আসিয়াছেন, আপনাদের আমি কি সেবা করিতে পারি"।১০

তদুত্তরে হাসিতে হাসিতে অগস্ত্য ইল্বলকে বলিলেন—অসুর। "তোমাকে আমরা ধনী বলিয়া জানি, এই রাজারাও অতিধনী নন্ এবং আমার ধনের প্রয়োজনও খুব বেশী। যাহাতে অন্যের পীড়া না হয়, এইরূপ ধন তুমি আমাদিগকে দাও"। ১১-১২

অনন্তর ইল্বল ঋষিকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"আমি মনে মনে আপনাদিগকে যাহা দিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা যদি আপনি বলিতে পারেন, তবে আপনাদিগকে আমি ধন দিব"।১৩

অগস্ত্য উবাচ।

গবাং দশসহস্রাণি রাজ্ঞামেকৈকশোঽসুর।
তাবদেব সুবর্ণস্য দিৎসিতং তে মহাসুর ॥১৪
দ্বিগুণং ততো বৈ দ্বিগুণং রথশ্চৈব হিরণ্ময়ঃ।
মনোজবৌ বাজিনৌ চ দিৎসিতং তে মহাসুর ॥১৫

(লোমশ উবাচ।

ইল্বলস্তু মুনিং প্রাহ সর্বমস্তি যথাত্থ মাম্।
রথং তু যমবোচো মাং নৈনং বিদ্মো হিরণ্ময়ম্ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

ন মে বাগনৃতা কাচিদুক্তপূর্বা মহাসুর।
জিজ্ঞাস্যতাং রথঃ সদ্যো ব্যক্ত এষ হিরণ্ময়ঃ।)

লোমশ উবাচ।

জিজ্ঞাস্যমানঃ স রথঃ কৌন্তেয়াসীদ্ধিরণ্ময়ঃ।
ততঃ প্রব্যথিতো দৈত্যো দদাবভ্যধিকং বসু ॥১৬
বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ তস্মিন্ যুক্তৌ রথে হয়ৌ।
উহতুঃ সহসূনাশু তাবগস্ত্যাশ্রমং প্রতি ॥১৭
সর্বান্ রাজ্ঞঃ সহাগস্ত্যান্ নিমেষাদিব ভারত।
(ইল্বলস্ত্বনুগম্যৈনমগস্ত্যং হন্তুমৈচ্ছত।
ভস্ম চক্রে মহাতেজা হুঙ্কারেণ মহাসুরম্ ॥
মুনেরাশ্রমমশ্বৌ তৌ নিন্যতুর্বাতরংহসৌ ।)
অগস্ত্যেনাভ্যনুজ্ঞাতা জগ্মূ রাজর্ষয়স্তদা।
কৃতবাংশ্চ মুনিঃ সর্বং লোপামুদ্রাচিকীর্ষিতম্ ॥১৮

লোপামুদ্রোবাচ।

কৃতবানসি তৎ সর্বং ভগবন্ মম কাঙ্ক্ষিতম্।
উৎপাদয় সকৃন্মহ্যমপত্যং বীর্যবত্তরম্ ॥১৯

অগস্ত্য উবাচ।

তুষ্টোঽহমস্মি কল্যাণি তব বৃত্তেন শোভনে।
বিচারণামপত্যে তু তব বক্ষ্যামি তাং শৃণু ॥২০

অগস্ত্য বলিলেন,—হে মহাসুর। তুমি প্রত্যেক রাজাকে দশ হাজার গাভী ও দশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা দিতে ইচ্ছা করিয়াছ।১৪

মহাসুর। আমাকে তুমি দিতে চাহিতেছ উহার দ্বিগুণ গাভী ও দ্বিগুণ সুবর্ণ মুদ্রা। এতদতিরিক্ত একটি সুবর্ণময় রথ ও দুইটি মনোবেগ-তুল্য বেগশালী অশ্ব।১৫

(লোমশ বলিলেন,—ইল্বল মুনিকে কহিলেন—"আপনি যাহা বলিলেন, তৎ সমস্তই আমার আছে কিন্তু যে সুবর্ণময় রথের কথা বলিলেন, উহা বুঝিতেছি না; কারণ, উহা আমার নাই।"

তদুত্তরে অগস্ত্য বলিলেন—হে মহাসুর। আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, তুমি তোমার পুরুষগণকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয়ই সুবর্ণময় রথ আছে।)

লোমশ বলিলেন,—হে কুন্তীনন্দন। ইল্বল খোঁজ করিয়া দেখিলেন, তাহার সুবর্ণময় রথ আছে, সুতরাং সেই দৈত্য অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে উক্তানুরূপ ধন মহর্ষিকে প্রদান করিলেন।১৬

হে ভারত। তখন সুরাব ও বিরাব নামক দুই অশ্ব সুবর্ণময় রথে যুক্ত হইয়া অগস্ত্যমুনি ও রাজগণের সকলের ধন বহন করত এক নিমিষের মধ্যেই অগস্ত্যমুনির আশ্রমের দিকে ধাবিত হইল। তখন ইল্বল মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন "ইঁহারা চলিতে থাকিলে আমি পশ্চাৎ দিক্ হইতে ইঁহাদের সকলকে বধ করিব"। এই ভাবিয়া যেমন তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনই অগস্ত্যমুনি হুঙ্কারের দ্বারা ইল্বলকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব দুইটি বায়ুবেগে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল। তারপর রাজর্ষিগণ মহর্ষির অনুমতি লইয়া স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে অগস্ত্যমুনি লোপামুদ্রার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।১৭-১৮

সহস্রং তেঽস্তু পুত্রাণাং শতং বা দশসম্মিতম্।
দশ বা শততুল্যাঃ স্যুরেকো বাপি সহস্রজিৎ ॥২১

লোপামুদ্রোবাচ।

সহস্রসম্মিতঃ পুত্র একোঽপ্যস্তু তপোধন।
একো হি বহুভিঃ শ্রেয়ান্ বিদ্বান্ সাধুরসাধুভিঃ ॥২২

লোমশ উবাচ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় তয়া সমভবন্মুনিঃ।
সময়ে সমশীলিন্যা শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানয়া ॥২৩

তত আধায় গর্ভং তমগমদ্ বনমেব সঃ।
তস্মিন্ বনগতে গর্ভো ববৃধে সপ্ত শারদান্ ॥২৪

লোপামুদ্রা বলিলেন—হে ভগবন্! আমার যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তৎ সমস্তই পূর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর আপনি আমাতে অত্যন্ত শক্তিশালী পুত্র উৎপাদন করুন।১৯

অগস্ত্য বলিলেন,—"হে কল্যাণি! আমি তোমার শিষ্ট আচরণে সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে শোভনে! অপত্য সম্বন্ধে যে বিচার মনে উদিত হইয়াছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর"।২০

তুমি সহস্র পুত্রচাও? অথবা দশ দশজনের তুল্য একশত পুত্র চাও? অথবা একশতজনের তুল্য দশ পুত্র চাও? অথবা সহস্র পুত্রের সমান একটি মাত্র পুত্র চাও?২১

লোপামুদ্রা বলিলেন,—হে তপোধন! সহস্র পুত্রের তুল্য একটি পুত্রই আমি কামনা করি; কারণ একটি বিদ্বান্ ও সাধু পুত্র বহু অবিদ্বান্ ও অসাধু পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ।২২

লোমশ বলিলেন,—তখন 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত শ্রদ্ধালু মহামুনি সমান শীলসম্পন্না শ্রদ্ধালু পত্নী লোপামুদ্রার সহিত যথাকালে সঙ্গত হইলেন।২৩

সপ্তমেঽব্দে গতে চাপি প্রাচ্যবৎ স মহাকবিঃ।
জ্বলন্নিব প্রভাবেণ দৃঢ়স্যুর্নাম ভারত ॥২৫
সাঙ্গোপনিষদান্ বেদান্ জপন্নিব মহাতপাঃ।
তস্য পুত্রোঽভবদৃষেঃ স তেজস্বী মহাদ্বিজঃ ॥২৬
স বাল এব তেজস্বী পিতুস্তস্য নিবেশনে।
ইধ্মানাং ভারমাজহ্রে ইধ্মবাহস্ততোঽভবৎ ॥২৭
তথাযুক্তং তু তং দৃষ্ট্বা মুমুদে স মুনিস্তদা।
এবং স জনয়ামাস ভারতাপত্যমুত্তমম্ ॥২৮
লেভিরে পিতরশ্চাস্য লোকান্ রাজন্ যথেপ্সিতান্।
অত ঊর্দ্ধ্বময়ং খ্যাতস্ত্বগস্ত্যস্যাশ্রমো ভুবি ॥২৯

তাহাতে গর্ভাধান করিয়া তিনি তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বনবাস কালে সেই গর্ভ সাত বৎসর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।২৪

হে ভারত! সাত বৎসর অতীত হইয়া অষ্টম বর্ষে গর্ভস্থ শিশু নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল দৃঢ়স্যু এবং ভবিষ্যতে সে মহাকবি হইয়াছিল।২৫

ঋষি অগস্ত্যের পুত্র সেই মহাতপা তেজস্বী দৃঢ়স্যু ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ পাঠ করিতে করিতেই জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।২৬

তিনি বাল্যকাল হইতেই পিতার গৃহে ইধ্ম অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ বহন করিয়া আনিতেন, এজন্য তাঁহার অপর নাম হইল ইধ্মবাহ।২৭

সেই মুনি এই পুত্রকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হে ভারত! মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ উত্তম পুত্র লাভ করিলেন।২৮

রাজন্! অগস্ত্যের পিতৃপুরুষগণ উত্তম লোকসকল লাভ করিলেন। তারপর হইতে অগস্ত্যের এই আশ্রম জগতে বিখ্যাত হইয়াছে।২৯

প্রাহ্লাদিরেবং বাতাপিরগস্ত্যেনোপশামিতঃ।
তস্যায়মাশ্রমো রাজন্ রমণীয়ৈর্গুণৈর্যুতঃ ॥৩০॥
এষা ভাগীরথী পুণ্যা দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতা।
বাতেরিতা পতাকেব বিরাজতি নভস্তলে ॥৩১
প্রতার্য্যমাণা কূটেষু যথা নিম্নেষু নিত্যশঃ।
শিলাতলেষু সন্ত্রস্তা পন্নগেন্দ্রবধূরিব ॥৩২
দক্ষিণাং বৈ দিশং সর্বাং প্লাবয়ন্তী চ মাতৃবৎ।
পূর্বং শম্ভোর্জটাভ্রষ্টা সমুদ্রমহিষী প্রিয়া।
অস্যাং নদ্যাং সুপুণ্যায়াং যথেষ্টমবগাহতাম্ ॥৩৩
যুধিষ্ঠির নিবোধেদং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
ভৃগোস্তীর্থং মহারাজ মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥৩৪
যত্রোপস্পৃষ্টবান্ রামো হৃতং তেজস্তদাপ্তবান্।
অত্র ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডব ॥৩৫
দুর্য্যোধনহৃতং তেজঃ পুনরাদাতুমর্হসি।
কৃতবৈরেণ রামেণ যথা চোপহৃতং পুনঃ ॥৩৬

প্রহ্লাদের বংশধর বাতাপি এইরূপে অগস্ত্য-কর্তৃক নিহত হইয়াছে। রাজন্! তাঁহারই এই রমণীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন আশ্রম।৩০

দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণসেবিতা এই পুণ্যা ভাগীরথী বায়ুচালিত পতাকার ন্যায় আকাশে শোভা পাইতেছেন।৩১

সর্পবধূ যেমন ভয়ে ভীতা হইয়া শিলাতলে আত্মগোপন করে, তেমনই এই ভাগীরথীও পর্ব্বত-শৃঙ্গে আহতা হইয়া নীচে শিলাতলে প্রবিষ্ট হইতেছে।৩২

ভগবান্ শঙ্করের জটা হইতে নির্গতা হইয়া জননীর ন্যায় সমস্ত দক্ষিণ দিক্ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রের প্রিয়া মহিষী এই গঙ্গা সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন। হে রাজন্! তুমি ইচ্ছানুসারে এই পুণ্যময়ী নদীতে স্নান কর।৩৩

হে যুধিষ্ঠির! ত্রিলোকবিখ্যাত এই ভৃগুতীর্থ দর্শন কর। মহারাজ! এখানে মহর্ষিগণ বাস করেন।৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তত্র ভ্রাতৃভিশ্চৈব কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডবঃ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়ামাস ভারত ॥৩৭

তস্য তীর্থস্য রূপং বৈ দীপ্তাদ্ দীপ্ততরং বভৌ।
অপ্রধৃষ্যতরশ্চাসীচ্ছাত্রবাণাং নরর্ষভ ॥৩৮

অপৃচ্ছচ্চৈব রাজেন্দ্র লোমশং পাণ্ডুনন্দনঃ।
ভগবন্ কিমর্থং রামস্য হৃতমাসীদ্ বপুঃ প্রভো।
কথং প্রত্যাহৃতং চৈব এতদাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥৩৯

লোমশ উবাচ।

শৃণু রামস্য রাজেন্দ্র ভার্গবস্য চ ধীমতঃ।
জাতো দশরথস্যাসীৎ পুত্রো রামো মহাত্মনঃ ॥৪০
বিষ্ণুঃ স্বেন শরীরেণ রাবণস্য বধায় বৈ।
পশ্যামস্তমযোধ্যায়াং জাতং দাশরথিং ততঃ ॥৪১

এই তীর্থে স্নান করিয়া রামের সহিত শত্রুতাকারী পরশুরাম তাঁহার পূর্ব্বাপহৃত তেজ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন; তুমিও ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত এখানে স্নান কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধন কর্তৃক অপহৃত তেজ পুনরায় পরশুরামের ন্যায় ফিরিয়া পাইবে।৩৫-৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! তখন ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ঐ তীর্থে স্নান করত দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন।৩৭

হে নরশ্রেষ্ঠ! এই তীর্থে স্নান করিবার পর রাজা যুধিষ্ঠিরের রূপ পূর্ব্ব হইতে দীপ্ততর হইল। মনে হইতে লাগিল, যেন তিনি শত্রুগণের নিকট পূর্ব্ব হইতে অধিক অপ্রধৃষ্য (অজেয়) হইলেন।৩৮

অনন্তর যুধিষ্ঠির লোমশমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! পরশুরামের তেজ কেন অপহৃত হইয়াছিল এবং কি করিয়াই বা তিনি তাহা ফিরিয়া পাইলেন? ইহা আমি জানিতে চাই, আপনি আমাকে তৎ সমস্তই বলুন।৩৯

ঋচীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকাসুতঃ।
তস্য দাশরথেঃ শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥৪২
কৌতূহলান্বিতো রামস্ত্বযোধ্যামগমৎ পুনঃ।
ধনুরাদায় তদ্ দিব্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিবর্হণম্ ॥৪৩
জিজ্ঞাসমানো রামস্য বীর্য্যং দাশরথেস্তদা।
তং বৈ দশরথঃ শ্রুত্বা বিষয়ান্তমুপাগতম্ ॥৪৪
প্রেষয়ামাস রামস্য রামং পুত্রং পুরস্কৃতম্।
স তমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা উদ্যতাস্ত্রমবস্থিতম্ ॥৪৫
প্রহসন্নিব কৌন্তেয় রামো বচনমব্রবীৎ।
কৃতকালং হি রাজেন্দ্র ধনুরেতন্ময়া বিভো ॥৪৬
সমারোপয় যত্নেন যদি শক্নোষি পার্থিব।
ইত্যুক্তস্ত্বাহ ভগবংস্তং নাধিক্ষেপ্তুমর্হসি ॥৪৭

লোমশ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তবে দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র ও জ্ঞানী ভৃগু-বংশধর পরশুরামের কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীরাম মহাত্মা দশরথের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই রাবণবধের জন্য রামরূপে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা দাশরথি রামকে অযোধ্যায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত অবস্থায় দর্শন করিয়াছি।৪০-৪১

ঋচীক মুনির পুত্র ভৃগু-বংশধর রেণুকানন্দন পরশুরাম অক্লিষ্টকর্ম্মা দশরথনন্দন শ্রীরামের বল-বীর্য্যের কথা শ্রবণ করত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী বিরাট্ ভার্গব ধনু ধারণ-পূর্ব্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।৪২-৪৩

তিনি দশরথপুত্র শ্রীরামের বলের পরীক্ষা করিবার জন্যই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়াই দশরথ তাঁহার পুত্র শ্রীরামকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। হে কৌন্তেয়! শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্যতাস্ত্র হইয়া আসিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে

নাহমপ্যধমো ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজাতিষু।
ইক্ষ্বাকূণাং বিশেষেণ বাহুবীর্য্যে ন কত্থনম্ ॥৪৮
তমেবংবাদিনং তত্র রামো বচনমব্রবীৎ।
অলং বৈ ব্যপদেশেন ধনুরায়চ্ছ রাঘব ॥৪৯
ততো জগ্রাহ রোষেণ ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনম্।
রামো দাশরথির্দিব্যং হস্তাদ্ রামস্য কার্ম্মুকম্ ॥৫০
ধনুরারোপয়ামাস সলীল ইব ভারত।
জ্যাশব্দমকরোচ্চৈব স্ময়মানঃ স বীর্য্যবান্ ॥৫১
তস্য শব্দস্য ভূতানি বিত্রসন্ত্যশনেরিব।
অথাব্রবীৎ তদা রামো রামং দাশরথিস্তদা ॥৫২

তিনি বলিলেন—হে রাজেন্দ্র বিভো! যদি তোমার মধ্যে শক্তি থাকে, তবে তুমি আমার এই ক্ষত্রিয়বংশধ্বংসকারী ধনুতে গুণ আরোপণ কর।

পরশুরাম এই কথা বলিলে শ্রীরাম বলিলেন,—ভগবন্! এইরূপে আমাকে নিন্দা করা আপনার পক্ষে উচিত নহে। দ্বিজাতিগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মপালনে আমি অধম নহি। বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ নিজ বাহুবলের প্রশংসা করেন না।৪৪-৪৮

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া পরশুরাম বলিলেন,—বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। হে রাঘব! তুমি এই ধনুকে আনত কর।৪৯

তখন শ্রীরামচন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠগণের সংহারকারী সেই দিব্য কার্ম্মুক পরশুরামের হাত হইতে গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! তারপর মহাপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য সহকারে অনায়াসে তাহাতে গুণ আরোপ করিয়া তুমুল জ্যা-ঘোষ সৃষ্টি করিলেন।৫০-৫১

সেই শব্দকে সমস্ত প্রাণী বজ্রধ্বনি মনে করিয়া

ইদমারোপিতং ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ করবাণি তে।
তস্য রামো দদৌ দিব্যং জামদগ্ন্যো মহাত্মনঃ।
শরমাকর্ণদেশান্তমন্যমাকৃষ্যতামিতি ॥৫৩

লোমশ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীদ্ রামঃ প্রদীপ্ত ইব মন্যুনা।
শ্রূয়তে ক্ষম্যতে চৈব দর্পপূর্ণোঽসি ভার্গব ॥৫৪
ত্বয়া হ্যধিগতং তেজঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ।
পিতামহপ্রসাদেন তেন মাং ক্ষিপসি ধ্রুবম্ ॥৫৫
পশ্য মাং যেন রূপেণ চক্ষুস্তে বিতরাম্যহম্।
ততো রামশরীরে বৈ রামঃ পশ্যতি ভার্গবঃ ॥৫৬
আদিত্যান্ সবসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্।
পিতরো হুতাশনশ্চৈব নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥৫৭
গন্ধর্বা রাক্ষসা যক্ষা নদ্যস্তীর্থানি যানি চ।
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ ব্রহ্মভূতাঃ সনাতনাঃ ॥৫৮
দেবর্ষয়শ্চ কার্ৎস্ন্যেন সমুদ্রাঃ পর্বতাস্তথা।
বেদাশ্চ সোপনিষদো বষট্‌কারৈঃ সহাধ্বরৈঃ ॥৫৯
চেতোবন্তি চ সামানি ধনুর্বেদশ্চ ভারত।
মেঘবৃন্দানি বর্ষাণি বিদ্যুতশ্চ যুধিষ্ঠির ॥৬০
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুস্তং বৈ বাণং মুমোচ হ।
শুষ্কাশনিসমাকীর্ণং মহোল্কাভিশ্চ ভারত ॥৬১
পাংশুবর্ষেণ মহতা মেঘবর্ষৈশ্চ ভূতলম্।
ভূমিকম্পৈশ্চ নির্ঘাতৈর্নাদৈশ্চ বিপুলৈরপি ॥৬২
স রামং বিহ্বলং কৃত্বা তেজশ্চাক্ষিপ্য কেবলম্।
আগচ্ছজ্জ্বলিতো বাণো রাম বাহুপ্রচোদিতঃ ॥৬৩
স তু বিহ্বলতাং গত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
রামঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ প্রাণমদ্ বিষ্ণুতেজসম্ ॥৬৪
বিষ্ণুনা সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রমগমৎ পুনঃ।
ভীতস্তু তত্র ন্যবসদ্ ব্রীড়িতস্তু মহাতপাঃ ॥৬৫

ভীত হইল। তখন দাশরথিরাম জামদগ্ন্যকে বলিলেন—"ব্রহ্মন্! এই তো আপনার ধনুতে গুণ আরোপ করিয়াছি, এখন আর কি করিতে হইবে বলুন? তখন জামদগ্নিমুনির পুত্র পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রকে একটি শর দিয়া বলিলেন—"এই শরটি আকর্ণ আকর্ষণ কর" ।৫২-৫৩

লোমশ বলিলেন,—রাজন্! এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—হে ভার্গব! আপনি বড়ই দাম্ভিক, আপনি এই সকল কঠোর বাক্য আমাকে বলিতেছেন, তথাপি আমি তাহা ক্ষমা করিতেছি।৫৪

আপনি আপনার পিতামহ ঋচীকের কৃপায় ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া বড়ই গর্ব্বিত হইয়াছেন, এজন্যই আমাকে তিরস্কার করিতেছেন।৫৫

আপনি আমার নিজ স্বরূপ দর্শন করুন, আপনাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি। হে ভারত যুধিষ্ঠির! তখন পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, সাধ্য উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, পিতৃগণ, অগ্নি, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নদী ও তীর্থসমূহ, বালখিল্য প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সনাতন ঋষিগণ, সব সমুদ্র ও পর্ব্বত, উপনিষদের সহিত মূর্ত্তিমান্ বেদ, বষট্‌কার ও যজ্ঞসমূহ, প্রাণবন্ত সামাদি মন্ত্রসমূহ, ধনুর্বেদ, মেঘসমূহ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমস্ত জগৎকেই দেখিতে পাইলেন।৫৬-৬০

ভরতবংশধর! তখন ভগবান্ বিষ্ণু শুষ্ক বজ্র ও উল্কাসমূহের দ্বারা সমাকীর্ণ সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ধূলির দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইল, বিনা বর্ষায় মেঘগর্জ্জন, ভূমিকম্প ও বজ্রনির্ঘোষ প্রভৃতি বিপুল শব্দে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল।৬১-৬২

সেই রামবাহুনিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত বাণ পরশুরামকে সংহার না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তাঁহার তেজ আহরণ করত রামচন্দ্রের হস্তে ফিরিয়া আসিল।৬৩

পরশুরাম প্রথমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ও পরে চেতনা লাভ করত বিষ্ণুতেজকে প্রণাম

ততঃ সংবৎসরেঽতীতে হৃততেজসমব্যয়িতম্।
নির্মদং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা পিতরো রামমব্রুবন্ ॥৬৬
পিতরঃ ঊচুঃ।
ন বৈ সম্যগিদং পুত্র বিষ্ণুমাসাদ্য বৈ কৃতম্।
স হি পূজ্যশ্চ মান্যশ্চ ত্রিষু লোকেষু সর্বদা ॥৬৭
গচ্ছ পুত্র নদীং পুণ্যাং বধূসরকৃতাহ্বয়াম্।
তত্রোপস্পৃশ্য তীর্থেষু পুনর্বপুরবাপ্স্যসি ॥৬৮
দীপ্তোদং নাম তৎ তীর্থং যত্র তে প্রপিতামহঃ।
ভৃগুর্দেবযুগে রাম তপ্তবানুত্তমং তপঃ ॥৬৯
তৎ তথা কৃতবান্ রামঃ কৌন্তেয় বচনাৎ পিতুঃ।
প্রাপ্তবাংশ্চ পুনস্তেজস্তীর্থেঽস্মিন্ পাণ্ডুনন্দন ॥৭০
এতদীদৃশকং তাত রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
প্রাপ্তমাসীন্মহারাজ বিষ্ণুমাসাদ্য বৈ পুরা ॥৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং জামদগ্ন্যতেজোহানি-কথনে একোনশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৯

করিলেন। তখন শ্রীবিষ্ণুর অনুমতিক্রমে মহাতপস্বী পরশুরাম ভীত ও লজ্জিত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন।৬৪-৬৫

তারপর এক বৎসর অতীত হইলে পরশুরামকে তেজোহীন, অভিমানশূন্য ও দুঃখিত হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার পিতৃপুরুষগণ তাঁহাকে বলিলেন।৬৬

পিতৃগণ বলিলেন—হে পুত্র রাম! শ্রীবিষ্ণুর নিকট গিয়া ঐরূপ দম্ভ প্রকাশ করা তোমার উচিত হয় নাই; কারণ, তিনি ত্রিলোকের সর্ব্বদা পূজ্য ও মান্য।৬৭

হে পুত্র! তুমি বধূসরনামক পুণ্য নদীতে স্নান কর, তাহা হইলে তুমি পুনরায় তোমার তেজোময় দেহ ফিরিয়া পাইবে।৬৮

রাম! উহা সেই দীপ্তোদনামক তীর্থ, যেখানে দেবযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন।৬৯

হে কৌন্তেয়! তখন পিতৃগণের বাক্যানুসারে পরশুরাম তাহাই করিলেন। পাণ্ডুনন্দন! এই তীর্থে স্নান করিয়া তিনি পুনরায় নিজ তেজ ফিরিয়া পাইলেন।৭০

তাত মহারাজ! এইরূপে অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী পরশুরাম শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা হৃততেজ হইয়া হতমান হইয়াছিলেন।৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে জামদগ্ন্যতেজোহানিকথনে একোনশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৯

শততমোঽধ্যায়ঃ ।

[বৃত্রাসুরভীতদেবেভ্যো দধীচমুনেরস্থিদানম্, তেন বজ্রনির্ম্মাণঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ ।
কর্ম্মণাং বিস্তরং শ্রোতুমগস্ত্যস্য দ্বিজোত্তম ॥১

লোমশ উবাচ ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যামদ্ভুতামতিমানুষীম্ ।
অগস্ত্যস্য মহারাজ প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥২

আসন্ কৃত যুগে ঘোরা দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ।
কালকেয়া ইতি খ্যাতা গণাঃ পরমদারুণাঃ ॥৩

তে তু বৃত্রং সমাশ্রিত্য নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ ।
সমন্তাৎ পর্য্যধাবন্ত মহেন্দ্রপ্রমুখান্ সুরান্ ॥৪

ততো বৃত্রবধে যত্নমকুর্ব্বংস্ত্রিদশাঃ পুরা ।
পুরন্দরং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥৫

কৃতাঞ্জলীংস্তু তান্ সর্বান্ পরমেষ্ঠীত্যুবাচ হ ।
বিদিতং মে সুরাঃ সর্ব্বং যদ্ বঃ কার্য্যং চিকীর্ষিতম্ ॥৬
তমুপায়ং প্রবক্ষ্যামি যথা বৃত্রং বধিষ্যথ ।
দধীচ ইতি বিখ্যাতো মহানৃষিরুদারধীঃ ॥৭
তং গত্বা সহিতাঃ সর্ব্বে বরং বৈ সম্প্রযাচত ।
স বো দাস্যতি ধর্ম্মাত্মা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥৮
স বাচ্যঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভির্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ।
স্বান্যস্থীনি প্রযচ্ছেতি ত্রৈলোক্যস্য হিতায় বৈ ॥৯
স শরীরং সমুৎসৃজ্য স্বান্যস্থীনি প্রদাস্যতি ।
তস্যাস্থিভির্মহাঘোরং বজ্রং সংক্রিয়তাং দৃঢ়ম্ ॥১০
মহচ্ছত্রুহণং ঘোরং ষড়স্রং ভীমনিঃস্বনম্ ।
তেন বজ্রেণ বৈ বৃত্রং বধিষ্যতি শতক্রতুঃ ॥১১

শততম অধ্যায়

[বৃত্রাসুর হইতে ত্রস্ত দেবগণকে দধীচমুনির অস্থিদান এবং তাহাদ্বারা বজ্রনির্ম্মাণ ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! আমি পুনরায় বুদ্ধিমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের কর্ম্মকাহিনী সবিস্তারে শুনিতে চাই ।১

লোমশ বলিলেন,—হে মহারাজ ! অমিততেজা মহর্ষি অগস্ত্যের দিব্য, অদ্ভুত, অলৌকিক প্রভাবের কথা বলিতেছি,—শ্রবণ কর ।২

সত্যযুগে কালকেয়নামক ঘোর যুদ্ধদুর্ম্মদ পরম দারুণ দানবগণের বহু সঙ্ঘ ছিল ।৩

তাহারা বৃত্রাসুরের শরণাগত হইয়া তাহারই সেনাপতিত্বে নানা অস্ত্র ধারণ করত মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের প্রতি ধাবমান হইল ।৪

তখন দেবতাগণ বৃত্রাসুরের বধের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন ; তাঁহারা ইন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন ।৫

কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত দেবগণকে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ ! তোমাদের অভিপ্রায় আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি ।৬

যে উপায়ে তোমরা বৃত্রাসুরকে বধ করিতে পারিবে, আমি সেই উপায় বলিতেছি । দধীচ নামে একজন বিখ্যাত উদারচেতা মহর্ষি আছেন ।৭

তোমরা সকলে গিয়া তাঁহার নিকট বর যাচ্ঞা কর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমাদিগকে বর দিবেন ।৮

দৈত্যজয়েচ্ছু তোমরা সকলে মিলিয়া এই বর প্রার্থনা করিবে—"আপনি ত্রিলোকের হিতের জন্য আপনার অস্থি আমাদিগকে দিন" ।৯

তিনি যোগবলে শরীর পরিত্যাগ করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার অস্থিসমূহ প্রদান করিবেন । তোমরা সেই অস্থির দ্বারা মহাভয়ঙ্কর ও সুদৃঢ় বজ্রনামক অস্ত্র নির্ম্মাণ কর ।১০

ষড়স্র (ছয়টিকোণযুক্ত), ভয়ানক শব্দকারী ও শত্রুবধকারী সেই ঘোর বজ্ররূপ অস্ত্রের দ্বারাই শতক্রতু ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিবে ।১১

এতদ্ বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং তস্মাচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্।
এবমুক্তাস্ততো দেবা অনুজ্ঞাপ্য পিতামহম্ ॥১২
নারায়ণং পুরস্কৃত্য দধীচস্যাশ্রমং যযুঃ।
সরস্বত্যাঃ পরে পারে নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥১৩
ষট্পদোদ্গীতনিনদৈর্বিঘুষ্টং সামগৈরিব।
পুংস্কোকিলরবোন্মিশ্রং জীবং জীবকনাদিতম্ ॥১৪
মহিষৈশ্চ বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি।
তত্র তত্রানুচরিতং শার্দূলভয়বর্জিতৈঃ ॥১৫
করেণুভির্বারণৈশ্চ প্রভিন্নকরটামুখৈঃ।
সরোঽবগাঢ়ৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥১৬
সিংহ-ব্যাঘ্রৈর্মহানাদান্নদদ্ভিরনুনাদিতম্।
অপরৈশ্চাপি সংলীনৈর্গুহাকন্দরশায়িভিঃ ॥১৭
তেষু তেষ্ববকাশেষু শোভিতং সুমনোরমম্
ত্রিবিষ্টপসমপ্রখ্যং দধীচাশ্রমমাগমন্ ॥১৮

তত্রাপশ্যন্ দধীচং তে দিবাকরসমদ্যুতিম্।
জাজ্বল্যমানং বপুষা যথা লক্ষ্ম্যা পিতামহম্ ॥১৯

তস্য পাদৌ সুরা রাজন্নভিবাদ্য প্রণম্য চ।
অযাচন্ত বরং সর্ব্বে যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥২০

ততো দধীচঃ পরমপ্রতীতঃ
সুরোত্তমাংস্তানিদমভ্যুবাচ।
করোমি যদ্ বো হিতমদ্য দেবাঃ
স্বং চাপি দেহং স্বয়মুৎসৃজামি ॥২১

স এবমুক্ত্বা দ্বিপদাং বরিষ্ঠঃ
প্রাণান্ বশী স্বান্ সহসোৎসসর্জ।
ততঃ সুরাস্তে জগৃহুঃ পরাসো-
রস্থীনি তস্যাথ যথোপদেশম্ ॥২২

এই তোমাদের হিতকর সব কথা বলিলাম, এখন শীঘ্র ইহার বিধান কর।

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ তাঁহার অনুমতিক্রমে বিদায় লইয়া নারায়ণকে সম্মুখে রাখিয়া দধীচ মুনির আশ্রমে গেলেন। উহা সরস্বতী নদীর অপর পারে নানা বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ ছিল।১২-১৩

পুরুষ কোকিলসমূহের মধুর স্বরের সহিত মিলিত ভ্রমরসমূহের গুঞ্জনধ্বনি সেখানে সামগানের ন্যায় শুনাইতেছিল এবং আশ্রমটি পক্ষিসমূহের কূজনধ্বনিতে সজীব বলিয়া মনে হইতেছিল। মহিষ, শূকর, সৃমর ও চমর (মৃগবিশেষ)-সমূহ ব্যাঘ্রভয়শূন্য হইয়া আশ্রমে বিচরণ করিতেছিল। মদস্রাবী হস্তিসমূহ হস্তিনী সমভিব্যাহারে আশ্রমস্থ সরোবরে অবগাহন করত বৃংহণধ্বনি করিতে করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল। পর্ব্বতের গুহা ও কন্দরসমূহে শয়ান সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহের গর্জ্জন এবং গুহামধ্যে স্থিত অন্যান্য প্রাণীর শব্দও শুনা যাইতে ছিল। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার মনোরম দৃশ্যে সুশোভিত স্বর্গতুল্য সেই দধীচ মুনির আশ্রমে দেবগণ উপস্থিত হইলেন।১৪-১৮

সেখানে তাঁহারা সূর্য্যের তুল্য জ্যোতির্ম্ময় শরীরধারী কান্তিতে ব্রহ্মার ন্যায় সুন্দর মহামুনি দধীচকে দর্শন করিলেন।১৯

হে রাজন্! দেবগণ তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করত ব্রহ্মা যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।২০

তখন পরম প্রীত হইয়া দধীচ মুনি বলিলেন—"হে দেবগণ! আমি আপনাদের অভীষ্ট পূরণ করিব। আপনাদের হিতের জন্য আমি আমার এই শরীর যোগবলে পরিত্যাগ করিতেছি।২১

এই কথা বলিয়াই দধীচ মুনি প্রাণায়ামের সাহায্যে সহসাই তাঁহার শরীর পরিত্যাগ করিলেন এবং দেবগণও ব্রহ্মার উপদেশ মত তাঁহার অস্থিসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।২২

আমি দুর্গা, আমি দুর্গপারা, আমি সারা, আমি সর্ব্বাধিকারিণী, আমি খ্যাতি, আমি কৃষ্ণা, আমি ধুম্র, আমি অতিসৌম্যা, আমি অতিভীষণা, আমি জগতের প্রতিষ্ঠা, আমি দেবী, আমি ক্রিয়া, আমি বিষ্ণুমায়া, আমি চেতনা, আমি সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে নিবিষ্টা, আমি সর্ব্বভূতে ছায়ারূপে সমাশ্রিতা, আমি ভূতসমূহে শক্তিরূপে সন্নিবিষ্টা, আমি সর্ব্বভূতে তৃষ্ণারূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে ক্ষান্তিরূপে সমাশ্রিতা, আমি সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সন্নিবিষ্টা। আমি সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে সমাশ্রিতা, আমি সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে বিরাজিতা, আমি সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে সন্নিহিতা, আমি সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে দয়ারূপে আশ্রিতা, আমি সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে নিবিষ্টা, আমি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা, আমি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা। আমি পঞ্চস্থূল-পঞ্চসূক্ষ্ম ভূতের প্রেরয়িত্রী, আমি বিশ্বব্যাপিকা, আমি ব্রহ্মময়ী, আমি ব্রহ্মরূপিণী, আমি চিতি-শক্তিরূপে সম্পূর্ণ জগৎ সমাচ্ছন্ন করত বিরাজমানা। আমি জ্যোতির্ম্ময়ী ভক্তদুঃখনাশিনী, আমি

অখিল জগতের জননী, আমি বিশ্বেশ্বরী, আমি চরাচর জগতের অধীশ্বরী, আমি জগতের আধারভূতা, আমি অদ্বিতীয়া, আমি মহীস্বরূপে অবস্থিতা, আমি জলরূপে অবস্থিত হয়ে সমগ্র জগৎকে পরিপুষ্ট করি, আমি অনতিক্রমণীয় শক্তিশালিনী, আমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবশক্তি, আমি বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া, আমি নিখিল জগৎকে বিমোহিত করি, আমি শরণাগত ভক্তকে মুক্তিদান করে থাকি। আমি ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চারিবেদ, আমি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র, আমি মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

মা, মা, মা! সব আমি, সব আমি, সব আমি।

ওঁ

আর্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৯।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

মা, প্রেমময়ী মা, মধুময়ী মা, অমৃতময়ী মা।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে, ক'রি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের পরিত্রাণ ও বিনাশিতে পাপিগণে, যুগে যুগে হই অবতীর্ণ আমি অবনীমণ্ডলে।

আমি সব। আমি নিরাকার, আমি সাকার, আমি সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি ধরে পৃথিবীতে লীলা করবার জন্য আসি।

মা, মা, মা!

চতুঃষষ্টিকলাযুক্তা, পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য্য ও তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সমস্ত রমণী আমি। আমি বিশ্বজননী, আমি জগতের

[অষ্টমবর্ষ, কার্ত্তিক মাস, ১৩৭৬] [পঞ্চম সংখ্যা—উত্থানী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা। [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা।]

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় ঃ—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২. পি, ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
পৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পুজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ „

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ „

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২'০০ „

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

প্রহৃষ্টরূপাশ্চ জয়ায় দেবা-
স্বষ্টারমাগম্য তমর্থমূচুঃ।
ত্বষ্টা তু তেষাং বচনং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ প্রয়তঃ প্রযত্নাৎ ॥২৩
চকার বজ্রং ভৃশমুগ্ররূপং
কৃত্বা চ শক্রং স উবাচ হৃষ্টঃ।
অনেন বজ্রপ্রবরেণ দেব
ভস্মীকুরুষ্বাদ্য সুরারিমুগ্রম্ ॥২৪

ততো হতারিঃ সগণঃ সুখং বৈ
প্রশাধি কৃৎস্নং ত্রিদিবং দিবিষ্ঠঃ।
ত্বষ্ট্রা তথোক্তস্তু পুরন্দরস্তদ্
বজ্রং প্রহৃষ্টঃ প্রযতো হ্যগৃহ্লাৎ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং বজ্রনির্ম্মাণকথনে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০০

দেবগণ জয়ের আশায় অনন্দিত মনে স্বর্গে গমন করত বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া সব কথা বলিলেন। তিনি দেবগণের বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ঐ অস্থির দ্বারা যত্নসহকারে ভয়ঙ্কর উগ্র বজ্র অস্ত্র নির্ম্মাণ করত হৃষ্টমনে দেবরাজকে দিয়া বলিলেন,—দেবরাজ! আপনি এই শ্রেষ্ঠ বজ্রাস্ত্রের দ্বারা উগ্র সুরারি বৃত্রাসুরকে আজ ভস্মীভূত করুন।২৩-২৪

তারপর শত্রুহীন হইয়া অনুচর দেবগণের সহিত সুখে স্বর্গকে শাসন করুন। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ বলিলে দেবরাজ ইন্দ্র আনন্দিতচিত্তে ঐ বজ্র গ্রহণ করিলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বজ্রনির্মাণকথনবিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০০

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃত্রাসুরবধঃ, অসুরাণাং মন্ত্রণা চ।]

লোমশ উবাচ।
ততঃ স বজ্রী বলিভির্দৈবতৈরভিরক্ষিতঃ।
আসসাদ ততো বৃত্রং স্থিতমাবৃত্য রোদসী ॥১
কালকেয়ৈর্মহাকায়ৈঃ সমন্তাদভিরক্ষিতম্।
সমুদ্যতপ্রহরণৈঃ সশৃঙ্গৈরিব পর্বতৈঃ ॥২

ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দেবানাং দানবৈঃ সহ।
মুহূর্তং ভরতশ্রেষ্ঠ লোকত্রাসকরং মহৎ ॥৩
উদ্যতপ্রতিপিষ্টানাং খড়্গানাং বীরবাহুভিঃ।
আসীৎ সুতুমুলঃ শব্দঃ শরীরেষ্বভিপাত্যতাম্ ॥৪

একাধিকশততম অধ্যায়।

[বৃত্রাসুর বধ ও অসুরগণের মন্ত্রণা।]

লোমশ বলিলেন,—অনন্তর বজ্রধারী দেবরাজ অন্যান্য দেবগণের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া পৃথিবী ও আকাশ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত বৃত্রাসুরের নিকট উপস্থিত হইলেন।১

বৃত্রাসুর উন্নতাস্ত্র, শিখরযুক্ত পর্ব্বততুল্য বৃহদাকারবিশিষ্ট কালকেয় দৈত্যগণের দ্বারা চতুর্দিকে সুরক্ষিত ছিলেন।২

শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চাপ্যন্তরিক্ষান্মহীতলম্।
তালৈরিব মহারাজ বৃন্তাদ্ ভ্রষ্টৈরদৃশ্যত ॥৫
তে হেমকবচা ভূত্বা কালেয়াঃ পরিঘায়ুধাঃ।
ত্রিদশানভ্যবর্তন্ত দাবদগ্ধা ইবাদ্রয়ঃ ॥৬
তেষাং বেগবতাং বেগং সাভিমানং প্রধাবতাম্।
ন শেকুস্ত্রিদশাঃ সোঢ়ুং তে ভগ্নাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৭
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতো ভীতান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
বৃত্রে বিবর্ধমানে চ কশ্মলং মহদাবিশৎ ॥৮
কালেয়ভয়সন্ত্রস্তো দেবঃ সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
জগাম শরণং শীঘ্রং তং তু নারায়ণং প্রভুম্ ॥৯
তং শক্রং কশ্মলাবিষ্টং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
স্বতেজো ব্যদধাচ্ছক্রং বলমস্য বিবর্ধয়ন্ ॥১০

বিষ্ণুনা গোপিতং শক্রং দৃষ্ট্বা দেবগণাস্ততঃ।
সর্বে তেজঃ সমাদধ্যুস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥১১
স সমাপ্যায়িতঃ শক্রো বিষ্ণুনা দৈবতৈঃ সহ।
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্বলবান্ সমপদ্যত ॥১২
জ্ঞাত্বা বলস্থং ত্রিদশাধিপং তু
নাদ বৃত্রো মহতো নিনাদান্।
তস্য প্রণাদেন ধরা দিশশ্চ
খং দ্যৌর্নগাশ্চাপি চচাল সর্বম্ ॥১৩
ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্তঃ
শ্রুত্বা রবং ঘোররূপং মহান্তম্।
ভয়ে নিমগ্নস্ত্বরিতো মুমোচ
বজ্রং মহৎ তস্য বধায় রাজন্ ॥১৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। তখন এক মুহূর্তকাল পর্য্যন্ত দানবগণের সহিত দেবগণের তুমুল সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল।৩

বীরগণের বিশাল ভুজনিক্ষিপ্ত খড়্গাদি অস্ত্রসমূহ শত্রুর শরীরে পাতিত হইতেছিল এবং বিপক্ষীয় অস্ত্রাঘাতে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছিল। ইহাতে যুদ্ধস্থলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।৪

হে মহারাজ। অস্ত্রের আঘাতে প্রতিপক্ষের ছিন্ন শিরসমূহ আকাশ হইতে বৃন্তচ্যুত তালসমূহের ভূমিতলে পতিত হইতে দেখা যাইতেছিল।৫

স্বর্ণকবচপরিহিত কালেয় দানবগণ দেবগণের প্রতি পরিঘ হস্তে ধাবমান হইতেছিল; উহা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দাবদগ্ধ পর্ব্বতসমূহ ধাবিত হইতেছে।৬

বেগশালী সেই অসুরগণের অহঙ্কারপূর্ব্বক বেগ দেবগণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে পলাইতে লাগিলেন।৭

দেবগণকে ভয়ে পলাইতে দেখিয়া সহস্রলোচন দেবরাজ বৃত্রাসুরের বলবৃদ্ধি দর্শনে মহা বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইলেন।৮

কালেয় অসুরগণের ভয়ে সাক্ষাৎ পুরন্দর পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া দ্রুত প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন।৯

ইন্দ্রকে মোহাচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া সনাতন ভগবান্ নারায়ণ নিজ তেজ তাঁহার মধ্যে আধান করত তাঁহার বল বৃদ্ধি করিলেন।১০

ইন্দ্রকে বিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত দেখিয়া দেবগণ ও নির্মল ব্রহ্মর্ষিগণ নিজ নিজ তেজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন।১১

বিষ্ণু, দেবতাবৃন্দ ও মহাভাগ ঋষিগণের বলের আধানবশতঃ দেবরাজ বলবান্ হইলেন।১২

ত্রিদশাধিপ ইন্দ্রকে বলবান্ দেখিয়া বৃত্রাসুর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই গর্জ্জনধ্বনিতে দশ দিক্, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ও পর্ব্বতসমূহ কাঁপিতে লাগিল।১৩

রাজন্। সেই ভয়ঙ্কর শব্দশ্রবণে ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তপ্ত

স শক্রবজ্রাভিহতঃ পপাত
মহাসুরঃ কাঞ্চনমাল্যধারী।
যথা মহাশৈলবরঃ পুরস্তাৎ
স মন্দরো বিষ্ণুকরাদ্ বিমুক্তঃ ॥১৫

তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে ভয়ার্ত্তঃ
শক্রঃ প্রদুদ্রাব সরঃ প্রবেষ্টুম্।
বজ্রং স মেনে ন করাদ্ বিমুক্তং
বৃত্রং ভয়াচ্চাপি হতং ন মেনে ॥১৬

সর্বে চ দেবা মুদিতাঃ প্রহৃষ্টা
মহর্ষয়শ্চেন্দ্রমভিষ্টুবন্তঃ।
সর্বাংশ্চ দৈত্যাংস্ত্বরিতাঃ সমেত্য
জঘ্নুঃ সুরা বৃত্রবধাভিতপ্তান্ ॥১৭

তৈস্ত্রাস্যমানাস্ত্রিদশৈঃ সমেতৈঃ
সমুদ্রমেবাবিবিশুর্ভয়ার্ত্তাঃ।
প্রবিশ্য চৈবোদধিমপ্রমেয়ং
ঝষাকুলং নক্রসমাকুলঞ্চ ॥১৮

তদা স্ম মন্ত্রং সহিতাঃ প্রচক্রু-
স্ত্রৈলোক্যনাশার্থমভিস্ময়ন্তঃ।
তত্র স্ম কেচিন্মতিনিশ্চয়জ্ঞা-
স্তাংস্তানুপায়াননুপবর্ণয়ন্তি ॥১৯

তেষাং তু তত্র ক্রমকালয়োগাদ্
ঘোরা মতিশ্চিন্তয়তাং বভূব।
যে সন্তি বিদ্যাতপসোপপন্না-
স্তেষাং বিনাশঃ প্রথমং তু কার্য্যঃ ॥২০

লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে
তস্মাৎ ত্বরধ্বং তপসঃ ক্ষয়ায়।
যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং
তপস্বিনো ধর্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ ॥২১

হইলেন এবং ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার বধের নিমিত্ত সেই বজ্র অস্ত্র তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।১৪

পুরাকালে শ্রীবিষ্ণুর হস্তচ্যুত মন্দর পর্ব্বত যেমন ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, তেমনই কাঞ্চন মাল্যধারী বৃত্রাসুরও ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে ভূমিতে লুটিয়া পড়িল।১৫

বৃত্রের ভয়ে ইন্দ্র এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার হাত হইতে বজ্র কখন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই এবং বৃত্রাসুর মরিয়াছে কিনা তাহাও তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; তিনি ভীত হইয়া বজ্র নিক্ষেপ করিয়াই সরোবরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দ্রুত পলায়ন করিয়াছিলেন।১৬

সকল দেবতা ও মহর্ষিগণ বৃত্রবধে আনন্দিত হইয়া মহেন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃত্রবধে ভগ্নমনোরথ অসুরগণকে দেবতাগণ সত্বর মিলিত হইয়া বধ করিতে লাগিলেন।১৭

সম্মিলিত দেবতাগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া অসুরগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল এবং পলায়নের উপায়ান্তর না দেখিয়া মৎস্য-কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।১৮

তারপর তাহারা সমুদ্রমধ্যে মিলিয়া ত্রিলোক-নাশের জন্য ঘোর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে নিশ্চিতবুদ্ধি কতকগুলি অসুর ত্রিলোকনাশের বিভিন্ন প্রকার উপায় বলিতে লাগিল।১৯

দীর্ঘকাল নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহারা এই ভয়ঙ্কর স্থির করিল যে, যাঁহারা বিদ্যা ও তপস্যায় তেজস্বী, সেই ব্রাহ্মণগণকেই প্রথমে বিনাশ করিতে হইবে।২০

কারণ, তপস্যার দ্বারাই সমস্ত লোক ধৃত হইয়া আছে, সুতরাং তপস্যার ক্ষয়ের জন্য প্রথমে দ্রুত যত্ন করিতে হইবে। এই পৃথিবীতে যত তপস্বী

তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব
তেষু প্রনষ্টেষু জগৎ প্রনষ্টম্।
এবং হি সর্বে গতবুদ্ধিভাবা
জগদ্‌বিনাশে পরমপ্রহৃষ্টাঃ ॥২২
দুর্গং সমাশ্রিত্য মহোর্মিমন্তং
রত্নাকরং বরুণস্যালয়ং স্ম ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং বৃত্রবধোপাখ্যানে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের সকলের জন্ত বধ করা হউক, তাঁহারা বিনষ্ট হইলে জগৎ স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। এইরূপে ঐ সকল অসুরগণ জগতের বিনাশের জন্ত নিশ্চিত হইয়া পরমানন্দে উত্তাল তরঙ্গযুক্ত বরুণদেবের নিবাসস্থান রত্নাকর সমুদ্ররূপ দুর্গকে আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল (তাহারা নির্বোধ, কারণ তাহারা ভাবিল না যে জগদ্বিনাশে তাহাদেরও বিনাশ হইবে)।২১-২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে বৃত্রবধোপাখ্যানে একাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০১

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কালেয়দৈত্যৈস্তপস্বি-মুনি-ব্রহ্মচারিণাং সংহারঃ, দেবানাং শ্রীবিষ্ণুস্তুতিশ্চ।]

লোমশ উবাচ।
সমুদ্রং তে সমাশ্রিত্য বারুণং নিধিমম্ভসঃ।
কালেয়াঃ সম্প্রবর্ত্তন্ত ত্রৈলোক্যস্য বিনাশনে ১

তে রাত্রৌ সমভিক্রুদ্ধা ভক্ষয়ন্তি সদা মুনীন্।
আশ্রমেষু চ যে সন্তি পুণ্যেম্বায়তনেষু চ ॥২

বশিষ্ঠস্যাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈর্দুরাত্মভিঃ।
অশীতিঃ শতমষ্টৌ চ নব চান্যে তপস্বিনঃ ॥৩
চ্যবনস্যাশ্রমং গত্বা পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্।
ফলমূলাশনানাং হি মুনীনাং ভক্ষিতং শতম্ ॥৪
এবং রাত্রৌ স্ম কুর্বন্তি বিবিশুশ্চার্ণবং দিবা।
ভরদ্বাজাশ্রমে চৈব নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৫

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[কালেয় দৈত্যগণ কর্তৃক তপস্বী, মুনি ও ব্রহ্মচারী-গণের সংহার ও দেবগণের শ্রীবিষ্ণু স্তুতি।]

লোমশ বলিলেন,—বরুণদেবের নিবাসস্থান জলনিধি সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া কালেয় অসুরগণ ত্রিলোকের বিনাশে প্রবৃত্ত হইল।১

তাহারা ক্রোধবশতঃ মিলিতভাবে রাত্রিতে সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া ঋষিদের আশ্রম ও পুণ্যস্থানে গমন করত মুনিগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।২

বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সেই দুরাত্মগণ একশত সাতানব্বই জন মুনিকে খাইয়া ফেলিল।৩

মহর্ষি চ্যবনের বহু দ্বিজে পরিপূর্ণ পবিত্র আশ্রমে আসিয়া ফলমূল ভক্ষণকারী একশত মুনিকে ভক্ষণ করিল।৪

তাহারা রাত্রিতে এইরূপে মুনিগণকে সংহার করিত, কিন্তু দিনের বেলায় সমুদ্রে লুকায়িত থাকিত। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বায়ু ও

বায়্বাহারাম্বুভক্ষাশ্চ বিংশতিঃ সংনিষূদিতাঃ।
এবং ক্রমেণ সর্বাংস্তানাশ্রমান্ দানবাস্তদা ॥৬
নিশায়াং পরিবাধন্তে মত্তা ভুজবলাশ্রয়াৎ।
কালোপসৃষ্টাঃ কালেয়া ঘ্নন্তো দ্বিজগণান্ বহূন্ ॥৭
ন চৈনানন্ববুধ্যন্ত মনুজা মনুজোত্তম।
এবংপ্রবৃত্তান্ দৈত্যাংস্তাংস্তাপসেষু তপস্বিষু ॥৮
প্রভাতে সমদৃশ্যন্ত নিয়তাহারকর্শিতাঃ।
মহীতলস্থা মুনয়ঃ শরীরৈর্গতজীবিতৈঃ ॥৯
ক্ষীণমাংসৈর্বিরুধিরৈর্বিমজ্জান্ত্রৈর্বিসন্ধিভিঃ।
আকীর্ণৈরাবভৌ ভূমিঃ শঙ্খানামিব রাশিভিঃ ॥১০
কলসৈর্বিপ্রবিদ্ধৈশ্চ স্রুবৈর্ভগ্নৈস্তথৈব চ।
বিকীর্ণৈরগ্নিহোত্রৈশ্চ ভূর্বভূব সমাবৃতা ॥১১
নিঃস্বাধ্যায়-বষট্কারং নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ম্।
জগদাসীন্নিরুৎসাহং কালেয়ভয়পীড়িতম্ ॥১২

এবং সংক্ষীয়মাণাশ্চ মানবা মনুজেশ্বর।
আত্মত্রাণপরা ভীতাঃ প্রাদ্রবন্ত দিশো ভয়াৎ ॥১৩
কেচিদ্ গুহাঃ প্রবিবিশুর্নির্ঝরাংশ্চাপরে তথা।
অপরে মরণোদ্বিগ্না ভয়াৎ প্রাণান্ সমুৎসৃজন্ ॥১৪

কেচিদত্র মহেষ্বাসাঃ শূরাঃ পরমহর্ষিতাঃ।
মার্গমাণাঃ পরং যত্নং দানবানাং প্রচক্রিরে ॥১৫

ন চৈতানধিজগ্মুস্তে সমুদ্রং সমুপাশ্রিতান্।
শ্রমং জগ্মুশ্চ পরমমাজগ্মুঃ ক্ষয়মেব চ ॥১৬
জগত্যুপশমং যাতে নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ে।
আজগ্মুঃ পরমামার্তিং ত্রিদশা মনুজেশ্বর ॥১৭

সমেত্য সমহেন্দ্রাশ্চ ভয়ান্মন্ত্রং প্রচক্রিরে।
শরণ্যং শরণং দেবং নারায়ণমজং বিভুম্ ॥১৮

জল ভক্ষণে প্রাণধারণ করত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যাকারী বিংশতি ব্রাহ্মণকে তাহারা ভক্ষণ করিল। এইরূপে সেই কালেয় অসুরগণ রাত্রিতে ধাবিত হইয়া বহু তপস্বী ব্রাহ্মণকে সংহার করিল। হে নরশ্রেষ্ঠ! কিন্তু কোন মানুষই ইহা বুঝিতে পারিল না যে, কালেয় অসুরগণ তপঃপরায়ণ তাপসগণকে এইরূপ করিতেছে।৫-৮

সকালে উঠিয়া দেখা যাইত যে, নিয়তাহারী কৃশ মুনিগণ প্রাণহীন শরীরে ভূতলে পড়িয়া আছেন।৯

সমুদ্র তীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শঙ্খশ্রেণীর ন্যায় দেখা যাইত মুনিগণের কাহারও মাংস নাই, কাহারও রক্ত নাই, কাহারও মজ্জা নাই, কাহারও বা অন্ত্র নাই, কাহারও বা হাত-পায়ের সন্ধিসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে; এইভাবে চারিদিকে মুনিগণের আশ্রমসমূহ আকীর্ণ হইয়া আছে।১০

জলের কলস, স্রুব, অগ্নিহোত্রের উপকরণসমূহ বিধ্বস্ত ও ভগ্নাবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আশ্রমভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়াছে।১১

সমস্ত মুনিজনের নিবাসভূমি আজ স্বাধ্যায় ও বষট্কারশূন্য হইয়াছে, যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ হইয়াছে। এইরূপে কালেয় অসুরসমূহের ভয়ে সর্ব্বত্র হতাশার ছায়া পড়িয়াছে।১২

হে মনুজেশ্বর! মানবগণের এইরূপ আকস্মিক মহামারী দেখিয়া অবশিষ্ট সকলে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত নানা দিকে নানা দেশে পলায়ন করিতে লাগিল।১৩

কেহ কেহ গুহায় প্রবেশ করিল, কেহ বা মরণোদ্বিগ্ন হইয়া ভয়াতিশয্যে প্রাণই পরিত্যাগ করিল।১৪

পৃথিবীস্থিত বহু বীর রাজা পরমানন্দে ধনুর্ধারণ করত দানবগণকে বধ করিবার জন্য তাহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।১৫

কিন্তু সমুদ্রে আত্মগোপনকারী দানবগণকে

তেঽভিগম্য নমস্কৃত্য বৈকুণ্ঠমপরাজিতম্।
ততো দেবাঃ সমস্তাস্তে তদোচুর্মধুসূদনম্ ॥১৯
ত্বং নঃ স্রষ্টা চ ভর্তা চ হর্তা চ জগতঃ প্রভো।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ॥২০
ত্বয়া ভূমিঃ পুরা নষ্টা সমুদ্রাৎ পুষ্করেক্ষণ।
বারাহং বপুরাশ্রিত্য জগদর্থে সমুদ্ধৃতা ॥২১
আদিদৈত্যো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা সূদিতঃ পুরুষোত্তম ॥২২
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং বলিশ্চাপি মহাসুরঃ।
বামনং বপুরাশ্রিত্য ত্রৈলোক্যাদ্ ভ্রংশিতস্ত্বয়া ॥২৩
অসুরশ্চ মহেষ্বাসো জম্ভ ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
যজ্ঞক্ষোভকরঃ ক্রূরস্ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ॥২৪
এবমাদীনি কর্মাণি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
অস্মাকং ভয়ভীতানাং ত্বং গতির্মধুসূদন ॥২৫
তস্মাৎ ত্বাং দেবদেবেশ লোকার্থং জ্ঞাপয়ামহে।
রক্ষ লোকাংশ্চ দেবাংশ্চ শক্রঞ্চ মহতো ভয়াৎ ॥২৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং বিষ্ণুস্তবে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০২

তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না, অবশেষে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।১৬

মনুজেশ্বর! ব্রাহ্মণগণের নাশবশতঃ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিনাশ হওয়ায় দেবতাগণ হবির অভাবে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন।১৭

ইন্দ্রের সহিত মিলিয়া দেবগণ মন্ত্রণা করত সকলের শরণ্য, অজ, সর্ব্বব্যাপক দেবদেব নারায়ণের শরণাগত হইলেন এবং সেই অপরাজিত বৈকুণ্ঠবাসী মধুসূদনের নিকট গিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।১৮-১৯

আপনি আমাদের স্রষ্টা, পালয়িতা এবং প্রলয়ে সমস্ত জগতেরই সংহর্ত্তা; আপনিই এই চরাচর সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।২০

হে কমললোচন! পুরাকালে প্রলয়ে সমুদ্রে নিমগ্ন পৃথিবীকে আপনিই বারাহ মূর্ত্তিতে উদ্ধার করিয়া জলের উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন।২১

পুরুষোত্তম! আদিদৈত্য মহাপরাক্রমী হিরণ্যকশিপুকে পূর্ব্বে আপনিই নরসিংহরূপে বধ করিয়াছেন।২২

সকল প্রাণীর অবধ্য মহাসুর বলিকেও আপনি বামনরূপে ছলনা করিয়া স্বর্গ হইতে ভ্রংশিত করিয়াছেন।২৩

যজ্ঞবিঘ্নকারী জম্ভ নামক মহাধনুর্দ্ধারী ক্রূর অসুরকে আপনিই বিনাশ করিয়াছেন।২৪

এইরূপ আপনি কত জীবহিতকর নানা কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না; অসুর হইতে ভীত আমাদের আপনিই একমাত্র গতি।২৫

হে দেবদেবেশ! লোকরক্ষার জন্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, সকল দেবতা ও সমস্ত লোককে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০২

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবতো বিষ্ণোরাজ্ঞয়া দেবানামগস্ত্যাশ্রমে গমনম্, তস্য স্তবশ্চ]

দেবা ঊচুঃ।

তব প্রসাদাদ্ বর্ধন্তে প্রজাঃ সর্বাশ্চতুর্বিধাঃ।
তা ভাবিতা ভাবয়ন্তি হব্য-কব্যৈর্দিবৌকসঃ ॥১

লোকা হ্যেবং বিবর্ধন্তে হ্যন্যোন্যং সমুপাশ্রিতাঃ।
ত্বৎপ্রসাদান্নিরুদ্বিগ্নাস্ত্বয়ৈব পরিরক্ষিতাঃ ॥২

ইদঞ্চ সমনুপ্রাপ্তং লোকানাং ভয়মুত্তমম্।
ন চ জানীম কেনেমে রাত্রৌ বধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥৩

ক্ষীণেষু চ ব্রাহ্মণেষু পৃথিবী ক্ষয়মেষ্যতি।
ততঃ পৃথিব্যাং ক্ষীণায়াং ত্রিদিবং ক্ষয়মেষ্যতি ॥৪

ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো লোকাঃ সর্বে জগৎপতে।
বিনাশং নাধিগচ্ছেয়ুস্ত্বয়া বৈ পরিরক্ষিতাঃ ॥৫

বিষ্ণুরুবাচ।

বিদিতং মে সুরাঃ সর্বং প্রজানাং ক্ষয়কারণম্।
ভবতাং চাপি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥৬

কালেয় ইতি বিখ্যাতো গণঃ পরমদারুণঃ।
তৈশ্চ বৃত্রং সমাশ্রিত্য জগৎ সর্বং প্রমাথিতম্ ॥৭

তে বৃত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।
জীবিতং পরিরক্ষন্তঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥৮

তে প্রবিশ্যোদধিং ঘোরং নক্র-গ্রাহসমাকুলম্।
উৎসাদনার্থং লোকানাং রাত্রৌ ঘ্নন্তি ঋষীনিহ ॥৯

ন তু শক্যাং ক্ষয়ং নেতুং সমুদ্রাশ্রয়গা হি তে।
সমুদ্রস্য ক্ষয়ে বুদ্ধির্ভবদ্ভিঃ সম্প্রধার্য্যতাম্ ॥১০

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আদেশে দেবগণের অগস্ত্যাশ্রমে গমন এবং তাঁহার স্তব।]

দেবগণ বলিলেন,—আপনার কৃপায় চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) প্রজা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহারা অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া হব্য ও কব্যসমূহের দ্বারা দেবতাগণের অর্চ্চনা করিতেছে।১

মনুষ্য ও দেবতাগণ এইরূপে পরস্পরের ভাবনা করত আপনার কৃপায় নিরুদ্বিগ্ন হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু ইদানীং লোকসমূহের ভয়ানক ভয় উপস্থিত হইয়াছে। জানি না কাহারা রাত্রিতে গিয়া ব্রাহ্মণগণকে বধ করিতেছে।২-৩

যদি ব্রাহ্মণগণের বিনাশ হয়, তবে পৃথিবী বিনষ্ট হইবে। পৃথিবীর বিনাশ হইলে স্বর্গও বিনষ্ট হইবে।৪

হে মহাবাহো! জগৎপতে! আপনা কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত লোকসকল যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়; আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।৫

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—হে দেবগণ। প্রজাসমূহ যে কারণে বিনাশ পাইতেছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তাহা আমি তোমাদের বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।৬

কালেয় নামে বিখ্যাত অসুরগণের একটা প্রকাণ্ড দল আছে, উহারা বৃত্রাসুরকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে একবার জগতের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল।৭

তাহারা ধীমান্ ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুরকে নিহত দেখিয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য বরুণদেবের আলয় সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।৮

তাহারা নক্র গ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রাত্রিতে ঋষিগণকে সংহার করিতেছে।৯

অগস্ত্যেন বিনা কো হি শক্তোঽন্যোঽর্ণবশোষণে।
অন্যথা হি ন শক্যাস্তে বিনা সাগরশোষণম্ ॥১১
এতচ্ছ্রুত্বা তদা দেবা বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্।
পরমেষ্ঠিনমাজ্ঞাপ্য অগস্ত্যস্যাশ্রমং যযুঃ ॥১২
তত্রাপশ্যন্ মহাত্মানং বারুণিং দীপ্ততেজসম্।
উপাস্যমানমৃষিভির্দেবৈরিব পিতামহম্ ॥১৩
তেঽভিগম্য মহাত্মানং মৈত্রাবরুণিমচ্যুতম্।
আশ্রমস্থং তপোরাশিং কর্মভিঃ স্বৈরভিষ্টুবন্ ॥১৪
দেবা উচুঃ।
নহুষেণাভিতপ্তানাং ত্বং লোকানাং গতিঃ পুরা।
ভ্রংশিতশ্চ সুরৈশ্বর্য্যাৎ স্বর্লোকাল্লোককণ্টকঃ ॥১৫
ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ সহসা ভাস্করস্য নগোত্তমঃ।
বচস্তবানতিক্রামন্ বিন্ধ্যঃ শৈলো ন বর্দ্ধতে ॥১৬
তমসা চাবৃতে লোকে মৃত্যুনাভ্যর্দিতাঃ প্রজাঃ।
ত্বামেব নাথমাসাদ্য নির্বৃতিং পরমাং গতাঃ ॥১৭
অস্মাকং ভয়ভীতানাং নিত্যশো ভগবান্ গতিঃ।
ততস্ত্বার্ত্তাঃ প্রযাচামো বরং ত্বাং বরদো হ্যসি ॥১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৩

যতক্ষণ তাহারা সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া আছে, ততক্ষণ তাহাদের বিনাশ করা সম্ভব নহে; সমুদ্রের জল-শোষণের বুদ্ধি স্থির করিতে হইবে।১০

সমুদ্র-শোষণে মহর্ষি অগস্ত্য ভিন্ন কাহারও সামর্থ্য নাই। সাগরকে শোষণ করিতে না পারিলে অসুরের বধও সম্ভব নয়।১১

বিষ্ণুর কথা শুনিয়া দেবগণ ব্রহ্মার অনুমতি গ্রহণ করত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গেলেন।১২

তথায় গিয়া দেবগণ বরুণপুত্র মহাত্মা অগস্ত্যকে দেবগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান পিতামহের ন্যায় ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইতে দেখিলেন।১৩

তাঁহারা তাঁহার নিকট গিয়া মিত্রাবরুণ-তনয় মহাত্মা অগস্ত্যকে আশ্রমস্থ তপস্যার ঘন-মূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং তাঁহার অমানুষিক কর্ম্ম-সমূহের উল্লেখ করত তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।১৪

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্! নহুষের দ্বারা যখন লোকসকল অভিতপ্ত হইয়াছিল, তখন আপনিই সকলের একমাত্র গতি ছিলেন। আপনি লোককণ্টক নহুষকে স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন।১৫

সূর্য্যদেবের উপর ক্রোধে বিবর্দ্ধমান বিন্ধ্যপর্ব্বত আপনার বাক্য অতিক্রম করিতে না পারিয়া আজও মাথা নীচু করিয়াই আছে।১৬

বিন্ধ্যপর্ব্বতের বৃদ্ধিতে লোকসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া মৃত্যুর কবলিত হইতেছিল, আপনার ন্যায় প্রভুকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা রক্ষা পাইয়াছে।১৭

আমরাও আজ ভয়ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি; আমরা পীড়িত হইয়া আপনার নিকট বর যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি বর প্রদান করুন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৩

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিণাগস্ত্যেন বর্দ্ধিতস্য বিন্ধ্যপর্ব্বতস্য প্রতিরোধঃ, দেবৈঃ সহ সমুদ্রতটে গমনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমর্থং সহসা বিন্ধ্যঃ প্রবৃদ্ধঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামুনে ॥১

লোমশ উবাচ।

অদ্রিরাজং মহাশৈলং মেরুং কনকপর্বতম্।
উদয়াস্তমনে ভানুঃ প্রদক্ষিণমবর্ত্তত ॥২

তং তু দৃষ্ট্বা তথা বিন্ধ্যঃ শৈলঃ সূর্য্যমথাব্রবীৎ।
যথা হি মেরুর্ভবতা নিত্যশঃ পরিগম্যতে ॥৩

প্রদক্ষিণশ্চ ক্রিয়তে মামেবং কুরু ভাস্কর।
এবমুক্তস্ততঃ সূর্য্যঃ শৈলেন্দ্রং প্রত্যভাষত ॥৪

নাহমাত্মেচ্ছয়া শৈলং করোম্যেনং প্রদক্ষিণম্।
এষ মার্গঃ প্রদিষ্টো মে যেনেদং নির্মিতং জগৎ ॥৫

এবমুক্তস্ততঃ ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ সহসাচলঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মার্গং রোদ্ধুমিচ্ছন্ পরন্তপ ॥৬

ততো দেবাঃ সহিতাঃ সর্ব এব
বিন্ধ্যং সমাগম্য মহাদ্রিরাজম্।
নিবারয়ামাসুরুপায়তস্তং
ন চ স্ম তেষাং বচনং চকার ॥৭

অথাভিজগ্মুর্মুনিমাশ্রমস্থং
তপস্বিনং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
অগস্ত্যমত্যদ্ভুতবীর্য্যবন্তং
তং চার্থমূচুঃ সহিতাঃ সুরাস্তে ॥৮

দেবা ঊচুঃ।

সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মার্গং নক্ষত্রাণাং গতিং তথা।
শৈলরাজো বৃণোত্যেষ বিন্ধ্যঃ ক্রোধবশানুগঃ ॥৯

তং নিবারয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চিদ্ দ্বিজোত্তম।
ঋতে ত্বাং হি মহাভাগ তস্মাদেনং নিবারয় ॥১০

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

[বর্দ্ধিত বিন্ধ্যপর্ব্বতকে মহর্ষি অগস্ত্যকর্তৃক প্রতিরোধ এবং দেবগণের সহিত সমুদ্রতটে গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে মহামুনে! বিন্ধ্যপর্ব্বত সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া কেন বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি।১

লোমশ বলিলেন,—অদ্রিরাজ মহাশৈল কাঞ্চনময় সুমেরু পর্ব্বতকে সূর্য্য উদয় ও অস্ত সময়ে প্রদক্ষিণ করিত।২

উহা দেখিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত সূর্য্যকে বলিল—ভাস্কর! "তুমি যেমন নিত্যই গমন করত সুমেরুকে প্রদক্ষিণ কর, তেমনই আমাকেও প্রদক্ষিণ কর।" তদুত্তরে সূর্য্যদেব শৈলেন্দ্রকে বলিলেন—আমি নিজের ইচ্ছায় এই মার্গে ভ্রমণ করি না; যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রদক্ষিণের এই মার্গ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।৩-৫

হে পরন্তপ! তাহা শুনিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের মার্গকে রুদ্ধ করিবার জন্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।৬

তখন দেবতাগণ সকলে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট আসিয়া তাহাকে আর না বাড়িতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে কাহারও কথা শুনিল না।৭

তখন দেবতাগণ একত্র হইয়া অত্যদ্ভুত বীর্য্যবান্ ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যমুনির আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন।৮

দেবগণ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বিন্ধ্যপর্ব্বত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের মার্গকে রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে মহাভাগ! তাহাকে নিবারণ করিতে

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বপ্রঃ সুরাণাং শৈলমভ্যগাৎ।
সোঽভিগম্যাব্রবীদ্ বিন্ধ্যং সদারঃ সমুপস্থিতঃ ॥১১
মার্গমিচ্ছাম্যহং দত্তং ভবতা পর্বতোত্তম।
দক্ষিণামভিগন্তাস্মি দিশং কার্য্যেণ কেনচিৎ ॥১২
যাবদাগমনং মহ্যং তাবৎ ত্বং প্রতিপালয়।
নিবৃত্তে ময়ি শৈলেন্দ্র ততো বর্দ্ধস্ব কামতঃ ॥১৩
এবং স সময়ং কৃত্বা বিন্ধ্যেনামিত্রকর্শন।
অদ্যাপি দক্ষিণাদ্ দেশাদ্ বারুণির্ন নিবর্ত্ততে ॥১৪
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথা বিন্ধ্যো ন বর্দ্ধতে।
অগস্ত্যস্য প্রভাবেণ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৫
কালেয়াস্তু যথা রাজন্ সুরৈঃ সর্বৈর্নিষূদিতাঃ।
অগস্ত্যাদ্ বরমাসাদ্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬

ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা মৈত্রাবরুণিরব্রবীৎ।
কিমর্থমভিযাতাঃ স্থ বরং মত্তঃ কমিচ্ছথ।
এবমুক্তাস্ততস্তেন দেবতা মুনিমব্রুবন্ ॥১৭
(সর্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা পুরন্দরপুরোগমাঃ।)
এবং ত্বয়েচ্ছাম কৃতং হি কার্য্যং
মহার্ণবং পীয়মানং মহাত্মন্।
ততো বধিষ্যাম সহানুবন্ধান্
কালেয়সংজ্ঞান্ সুরবিদ্বিষস্তান্ ॥১৮
ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা তথেতি মুনিরব্রবীৎ।
করিষ্যে ভবতাং কামং লোকানাঞ্চ মহৎ সুখম্ ॥১৯
এবমুক্ত্বা ততোঽগচ্ছৎ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
ঋষিভিশ্চ তপঃসিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দেবৈশ্চ সুব্রত ॥২০

আপনি ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণ সমর্থ নহে; সুতরাং আপনি তাহাকে নিবারণ করুন।৯-১০

তাহা শুনিয়া বিপ্রবর অগস্ত্য নিজ পত্নী লোপামুদ্রার সহিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট গিয়া বলিলেন,—হে পর্ব্বতোত্তম। আমি কোন কার্য্যবশতঃ দাক্ষিণাত্যে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আমাকে পথ দাও।১১-১২

যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, সে পর্য্যন্ত এই বাক্য পালন করিবে। শৈলরাজ! আমি ফিরিয়া আসিলে তুমি পুনরায় ইচ্ছামত বাড়িও।১৩

হে শত্রুসূদন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের সহিত এইরূপ শর্ত্ত করিয়া বরুণপুত্র অগস্ত্যমুনি সেই যে দাক্ষিণাত্যে গেলেন, তারপর আজও তিনি ফিরিয়া আসেন নাই।১৪

রাজন্! বিন্ধ্যপর্ব্বতও কেন আর বাড়িতেছে না, তাহার কারণ এই তোমাকে বলিলাম; অগস্ত্যের প্রভাববশতই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।১৫

হে রাজন্! অগস্ত্যের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া দেবগণ যেরূপে কালেয় অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন; তাহা বলিতেছি, শুন।১৬

দেবতাগণের কথা শুনিয়া মৈত্রাবরুণিনন্দন অগস্ত্য বলিলেন,—"হে দেবগণ। তোমরা কেন আমার নিকট আসিয়াছ? তোমরা কি বর প্রার্থনা করিতেছ?" তাঁহার কথা শুনিয়া ইন্দ্রকে অগ্রে রাখিয়া দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন—মহাত্মন্! "আমরা চাই আপনি সমুদ্রকে পান করিয়া জলশূন্য করুন। তাহা হইলে আমরা দেবদ্বেষী কালেয় অসুরগণকে বধ করিতে সক্ষম হইব।"১৭-১৮

দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া মুনি 'তাহাই হউক' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন—"আমি লোকসমূহের মহৎ সুখের জন্য তোমাদের বাক্য পালন করিব।"১৯

হে সুব্রত! এই কথা বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য তপঃসিদ্ধ ঋষিবৃন্দ ও দেবগণের সহিত সমুদ্রের নিকট গেলেন।২০

মনুষ্যোরগ-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিংপুরুষাস্তথা।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥২১
ততোহভ্যগচ্ছন্ সহিতাঃ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্।
নৃত্যন্তমিব চোর্মীভির্বল্গন্তমিব বায়ুনা ॥২২
হসন্তমিব ফেনৌঘৈঃ স্খলন্তং কন্দরেষু চ।
নানাগ্রাহসমাকীর্ণং নানাদ্বিজগণান্বিতম্ ॥২৩

তখন সেই মহাপুরুষের অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিবার জন্য মনুষ্য, সর্প, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন।২১

তারপর তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া বায়ুর সঙ্ঘাতে উত্তুঙ্গতরঙ্গশালী ও ভয়ঙ্কর গর্জনকারী সমুদ্রকে যেন নৃত্য করিতেছে অবলোকন করিলেন।২২

ফেনসমূহ দর্শনে মনে হইল যেন সমুদ্র হাসিতেছে, তরঙ্গের নিম্নভাগরূপ গুহায় যেন পড়িয়া যাইতেছে, নানা গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) ও নানা পক্ষী যেন সমুদ্রের সেবা করিতেছিল।২৩

অগস্ত্যসহিতা দেবাঃ সগন্ধর্ব্বমহোরগাঃ।
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ সমাসেদুর্মহোদধিম্ ॥২৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোদধিগমনে চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০৪

অগস্ত্যমুনি, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও মহাভাগ ঋষিগণ সহ দেবগণ সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাবিষয়ে অগস্ত্যের সমুদ্রগমনে চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৪

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

[অগস্ত্যস্য সমুদ্রপানম্, দেবানাং কালেয়দৈত্যবধঃ, ব্রহ্মণঃ সমীপে সমুদ্রপূরণস্যোপায়জিজ্ঞাসা চ।]

লোমশ উবাচ।
সমুদ্রং স সমাসাদ্য বারুণির্ভগবানৃষিঃ।
উবাচ সহিতান্ দেবানৃষীংশ্চৈব সমাগতান্ ॥১
অহং লোকহিতার্থং বৈ পিবামি বরুণালয়ম্।
ভবদ্ভির্যদনুষ্ঠেয়ং তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥২

এতাবদুক্ত্বা বচনং মৈত্রাবরুণিরচ্যুতঃ।
সমুদ্রমপিবৎ ক্রুদ্ধঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥৩

পীয়মানং সমুদ্রং তং দৃষ্ট্বা সেন্দ্রাস্তদামরাঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ স্তুতিভিশ্চাপ্যপূজয়ন্ ॥৪

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[অগস্ত্যকর্ত্তৃক সমুদ্রপান, দেবগণকর্ত্তৃক কালেয়-নামক দৈত্যগণকে বধ এবং ব্রহ্মাকে সমুদ্র-পূরণের উপায় জিজ্ঞাসা।]

লোমশ বলিলেন,—সমুদ্রের নিকট গিয়া বরুণ-পুত্র অগস্ত্য উপস্থিত দেবতা ও ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে দেবগণ! আমি লোকহিতের জন্য সমুদ্রকে পান করিব সত্য; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী কালে যাহা করণীয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"১-২

এই কথা বলিয়াই মৈত্রাবরুণি স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত অগস্ত্যমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সকলের সম্মুখেই সমুদ্রকে পান করিয়া ফেলিলেন।৩

অগস্ত্য সমুদ্রের সমস্ত জল পান করিতেছেন

ত্বং নস্ত্রাতা বিধাতা চ লোকানাং লোকভাবন।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমুচ্ছেদং ন গচ্ছেৎ সামরং জগৎ ॥৫
স পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাত্মা
গন্ধর্ব্বতূর্য্যেষু নদৎসু সর্বশঃ।
দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈরবকীর্য্যমাণো
মহার্ণবং নিঃসলিলং চকার ॥৬
দৃষ্ট্বা কৃতং নিঃসলিলং মহার্ণবং
সুরাঃ সমস্তাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ।
প্রগৃহ্য দিব্যানি বরায়ুধানি
তান্ দানবান্ জঘ্নুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৭
তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্মহাত্মভি-
র্মহাবলৈর্বেগিভিরুন্নদদ্ভিঃ।
ন সেহিরে বেগবতাং মহাত্মনাং
বেগং তদা ধারয়িতুং দিবৌকসাম্ ॥৮

তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্দানবা ভীমনিঃস্বনাঃ।
চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং মুহূর্তমিব ভারত ॥৯
তে পূর্বং তপসা দগ্ধা মুনিভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
যতমানাঃ পরং শক্ত্যা ত্রিদশৈর্বিনিষূদিতাঃ ॥১০
তে হেমনিষ্কাভরণাঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিণঃ।
নিহতা বহ্বশোভন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥১১
হতশেষাস্ততঃ কেচিৎ কালেয়া মনুজোত্তম।
বিদার্য্য বসুধাং দেবীং পাতালতলমাস্থিতাঃ ॥১২
নিহতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা ত্রিদশা মুনিপুঙ্গবম্।
তুষ্টুবুর্বিবিধৈর্বাক্যৈরিদং বচনমব্রুবন্ ॥১৩
ত্বৎপ্রসাদান্মহাভাগ লোকৈঃ প্রাপ্তং মহৎ সুখম্।
ত্বত্তেজসা চ নিহতাঃ কালেয়াঃ ক্রূরবিক্রমাঃ ॥১৪
পূরয়স্ব মহাবাহো সমুদ্রং লোকভাবন।
তৎ ত্বয়া সলিলং পীতং তদস্মিন্ পুনরুৎসৃজ ॥১৫

দেখিয়া ইন্দ্রের সহিত সকল দেবতা পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্তুতিসমূহের দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিলেন।৪

লোকভাবন মহর্ষি! আপনি আমাদের ত্রাতা ও বিধাতা, আপনার কৃপায় দেবগণের সহিত জগতের কখনও সমুচ্ছেদ হইবে না।৫

দেবগণ দিব্য পুষ্পসমূহের দ্বারা তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তূর্য্যনিনাদের সহিত স্তুতি গান করিতে লাগিলেন; এমন সময় অগস্ত্য মুনি সমুদ্রকে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলেন।৬

সমুদ্রকে জলশূন্য দেখিয়া দেবগণ পরম হৃষ্টমনে দিব্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করত বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত দানবগণকে বধ করিতে লাগিলেন।৭

তখন অসুরগণ বেগবান্ বীরত্বসূচক সিংহধ্বনিকারী মহাত্মা দেবগণের দ্বারা বধ্যমান হইয়া তাঁহাদের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না।৮

ভারত! তখন দানবগণ দেবগণকর্তৃক বধ্যমান হইয়াও মহাগর্জ্জন করিতে এক মুহূর্তকাল (দুই দণ্ডকাল) তুমুল যুদ্ধ করিল।৯

পূর্ব্বেই ঋষিগণের তপস্যার দ্বারা তাহারা দগ্ধ হইয়াছিল, এখন দেবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শক্তি অনুসারে পরম যত্ন করিয়াও তাঁহাদের হস্তে নিহত হইল।১০

সুবর্ণালঙ্কারে পরিশোভিত ও কুণ্ডলাঙ্গদপরিহিত সেই দানবগণ নিহত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।১১

নরশ্রেষ্ঠ! কিছুসংখ্যক হতাবশিষ্ট কালেয় অসুর পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।১২

দানবগণকে নিহত করত দেবগণ মহর্ষিকে স্তুতি করিয়া এইরূপ বাক্য বলিলেন—আপনার কৃপায় আজ সমস্ত লোক সুখী হইল এবং আপনারই তেজে আজ কালেয় অসুরগণকে আমরা বধ করিতে সক্ষম হইলাম।১৩-১৪

হে মহাবাহো লোকভাবন! আপনি পীত জল পরিত্যাগ করত পুনরায় সমুদ্রকে কৃপা করিয়া পূর্ণ করুন।১৫

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ভগবান্ মুনিপুঙ্গবঃ।
(তাংস্তদা সহিতান্ দেবানগস্ত্যঃ সপুরন্দরান্।)
জীর্ণং তদ্ধি ময়া তোয়মুপায়োঽন্যঃ প্রচিন্ত্যতাম্ ॥১৬
পূরণার্থং সমুদ্রস্য ভবদ্ভির্যত্নমাস্থিতৈঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥১৭
বিস্মিতাশ্চ বিষণ্ণাশ্চ বভূবুঃ সহিতাঃ সুরাঃ।
পরস্পরমনুজ্ঞাপ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্ ॥১৮
প্রজাঃ সর্বা মহারাজ বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্।
ত্রিদশা বিষ্ণুনা সার্ধমুপজগ্মুঃ পিতামহম্ ॥১৯
পূরণার্থং সমুদ্রস্য মন্ত্রয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
(তে ধাতারমুপাগম্য ত্রিদশাঃ সহ বিষ্ণুনা।)
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে সাগরস্যাভিপূরণম্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে পঞ্চাধিকশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৫

ইহা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য বলিলেন,—"আমি সমুদ্রের সমস্ত জল জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, তোমরা উহাকে পূর্ণ করার জন্য অন্য উপায় উদ্ভাবন কর।" অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি পরম বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন এবং পরস্পর পরামর্শ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।১৬-১৮

অন্যান্য প্রজাবৃন্দও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবগণ বিষ্ণুকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং সমুদ্র পরিপূর্ণের নিমিত্ত কোন উপায়বিশেষ উদ্ভাবনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।১৯-২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৫

ষডধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সন্তানায় সগরস্য তপস্যা, শিবস্য বরদানঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।
তানুবাচ সমেতাংস্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
গচ্ছধ্বং বিবুধাঃ সর্বে যথাকামং যথেপ্সিতম্ ॥১
মহতা কালযোগেন প্রকৃতিং যাস্যতেঽর্ণবঃ।
জ্ঞাতীংশ্চ কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথঃ।
পূরয়িষ্যতি তোয়ৌঘৈঃ সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্ ॥২

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[সগররাজার সন্তানের জন্য তপস্যা ও শিবকর্ত্তৃক বর দান।]

লোমশ বলিলেন—লোকপিতামহ ব্রহ্মা তখন সম্মিলিত দেবগণকে বলিলেন—হে দেবগণ! তোমরা সকলে এখন ইচ্ছামত অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাও।১

দীর্ঘকাল পরে সমুদ্র পুনরায় জলে পরিপূর্ণ হইবে। মহারাজ ভগীরথ নিজ আত্মীয় স্বজনের উদ্ধারের জন্য জলনিধি সমুদ্রকে পুনরায় জলে পরিপূর্ণ করিবেন।২

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বে বিবুধসত্তমাঃ।
কালযোগং প্রতীক্ষন্তো জগ্মুশ্চাপি যথাগতম্ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বৈ জ্ঞাতয়ো ব্রহ্মন্ কারণং চাত্র কিং মুনে।
কথং সমুদ্রঃ পূর্ণশ্চ ভগীরথপ্রতিশ্রয়াৎ ॥৪
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র রাজ্ঞাং চরিতমুত্তমম্ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিপ্রেন্দ্রো ধর্মরাজ্ঞা মহ ।
কথয়ামাস মহাত্ম্যং সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৬

লোমশ উবাচ।

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সগরো নাম পার্থিবঃ।
রূপসত্ত্ববলোপেতঃ স চাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৭
স হৈহয়ান্ সমুৎসাদ্য তালজঙ্ঘাংশ্চ ভারত।
বশে চ কৃত্বা রাজন্যান্ স্বরাজ্যমন্বশাসত ॥৮
তস্য ভার্য্যে ত্বভবতাং রূপযৌবনদর্পিতে।
বৈদর্ভী ভরতশ্রেষ্ঠ শৈব্যা চ ভরতর্ষভ ॥৯
স পুত্রকামো নৃপতিস্তপ্যতে স্ম মহত্তপঃ।
পত্নীভ্যাং সহ রাজেন্দ্র কৈলাসং গিরিমাশ্রিতঃ ॥১০
স তপ্যমানঃ সুমহৎ তপোযোগসমন্বিতঃ।
আসসাদ মহাত্মানং ত্র্যক্ষং ত্রিপুরমর্দনম্ ॥১১
শঙ্করং ভবমীশানং শূলপাণিং পিনাকিনম্।
ত্র্যম্বকং শিবমুগ্রেশং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥১২
স তং দৃষ্ট্বৈব বরদং পত্নীভ্যাং সহিতো নৃপঃ।
প্রণিপত্য মহাবাহুঃ পুত্রার্থে সমযাচত ॥১৩
তং প্রীতিমান্ হরঃ প্রাহ সভার্য্যং নৃপসত্তমম্।
যস্মিন্ বৃতো মুহূর্তেঽহং ত্বয়েহ নৃপতে বরম্ ॥১৪
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি শূরাঃ পরমদর্পিতাঃ।
একস্যাং সম্ভবিষ্যন্তি পত্ন্যাং নরবরোত্তম ॥১৫
তে চৈব সর্বে সহিতাঃ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পার্থিব।
একো বংশধরঃ শূর একস্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥১৬

পিতামহের কথা শুনিয়া সকল দেবগণ কালের প্রতীক্ষা করত স্বস্থানে গমন করিলেন।৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভগীরথের জ্ঞাতিগণ সমুদ্রপূর্ত্তির প্রতি কেন কারণ হইলেন? কেমন করিয়াই বা ভগীরথের দ্বারা সমুদ্র পূর্ণ হইল?৪

হে তপোধন! বিপ্রবর! আমি ইহা সবিস্তারে জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি এই পবিত্র রাজচরিত্র বলুন।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্মরাজ মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তখন বিপ্রশ্রেষ্ঠ লোমশমুনি সগরবংশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন।৬

লোমশ বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে একজন রূপবান, বীর্য্যবান্ ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনি অপুত্রক ছিলেন।৭

হে ভারত! তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘনামক ক্ষত্রিয়গণের সংহার করিয়া সমস্ত রাজন্যবৃন্দকে বশীভূত করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য শাসন করিতেন।৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার রূপ ও যৌবনাভিমানিনী দুইটি ভার্য্যা ছিল। ভরতর্ষভ! একজনের নাম বৈদর্ভী, অপরের নাম শৈব্যা।৯

রাজেন্দ্র! সেই রাজা পুত্র কামনায় পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমালয় পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। যোগ অবলম্বন করিয়া দুশ্চর তপস্যার দ্বারা ত্রিলোচন পিনাকপাণি ত্রিপুরারিকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন। বহুরূপী পিনাকী উমাপতি শঙ্কর সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।১০-১২

তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুত্রলাভের জন্য

এবমুক্ত্বা তু তং রুদ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স চাপি সগরো রাজা জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥১৭
পত্নীভ্যাং সহিতস্তত্র সোঽতিহৃষ্টমনাস্তদা।
তস্য তে মনুজশ্রেষ্ঠ ভার্য্যে কমললোচনে ॥১৮
বৈদর্ভী চৈব শৈব্যা চ গর্ভিণ্যৌ সম্বভূবতুঃ।
ততঃ কালেন বৈদর্ভী গর্ভালাবুং ব্যজায়ত ॥১৯
শৈব্যা চ সুষুবে পুত্রং কুমারং দেবরূপিণম্।
তদালাবুং সমুৎস্রষ্টুং মনশ্চক্রে স পার্থিবঃ ॥২০
অথান্তরিক্ষাচ্ছুশ্রাব বাচং গম্ভীরনিঃস্বনাম্।
রাজন্ মা সাহসং কার্ষীঃ পুত্রান্ ন ত্যক্তুমর্হসি ॥২১
অলাবুমধ্যান্নিষ্কৃষ্য বীজং যত্নেন গোপ্যতাম্।
সোপস্বেদেষু পাত্রেষু ঘৃতপূর্ণেষু ভাগশঃ ॥২২
ততঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং প্রাপ্স্যসি পার্থিব।
মহাদেবেন দিষ্টং তে পুত্রজন্ম নরাধিপ।
অনেন ক্রমযোগেন মা তে বুদ্ধিরতোঽন্যথা ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বাণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সগরসন্ততিকথনে ষড়ধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥

বর প্রার্থনা করিলেন। তখন উমাপতি ভার্য্যার সহিত রাজাকে বলিলেন—তুমি যে স্থানে যে মুহূর্ত্তে এই বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার ষাট্ হাজার পুত্র একই পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা সকলেই একত্রে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, এক পত্নীর গর্ভে বংশধর একটি মাত্র পুত্র অবস্থান করিবে।১৩-১৬

এই কথা বলিয়া মহাদেব সেখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং সগর রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে দুই পত্নীর সহিত স্বগৃহে গমন করিলেন।

তাঁহার দুই পত্নী বৈদর্ভী ও শৈব্যাই যথাকালে গর্ভধারণ করিলেন; কিন্তু বৈদর্ভী যথা সময়ে একটি অলাবু (লাউ) প্রসব করিলেন। রাজা সগর ঐ অলাবুটাকে ফেলিয়া দিতে মনস্থ করিলেন।১৭-২০

তখন আকাশ হইতে মেঘগম্ভীরস্বরে কথিত বাণী শুনিতে পাইলেন—"হে রাজন্! তুমি পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে সাহস করিও না। ঐ অলাবু হইতে বীজগুলি বাহির করিয়া ঘৃতপূর্ণ পাত্রে রক্ষা করত সযত্নে উহাদের পাহারা দাও। হে পৃথিবী-পতে! তাহা হইলে উহা হইতে তুমি ষাট্ হাজার পুত্র লাভ করিবে। নরশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং মহাদেব এই পুত্রসমূহ তোমাকে দিয়াছেন, এই ক্রমেই তুমি উহা লাভ করিবে, সুতরাং আমার নির্দ্দেশকে উল্লঙ্ঘন করিও না।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সাগরসন্ততিকথনে ষড়ধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৬

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ সগরস্য পুত্রোৎপত্তিঃ, কপিলমুনেঃ শাপাগ্নিনা সগরস্য সহস্রপুত্রাণাং ভস্ম, অসমঞ্জসস্য পরিত্যাগঃ, অংশুমতঃ প্রযত্নেন সগররাজ্ঞো যজ্ঞসমাপ্তিঃ, অংশুমতা দিলীপস্য দিলীপেন ভগীরথস্য রাজ্যপ্রাপ্তিশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বান্তরিক্ষাচ্চ স রাজা রাজসত্তমঃ।
যথোক্তং তচ্চকারাথ শ্রদ্দধদ্ ভরতর্ষভ ॥১
একৈকশস্ততঃ কৃত্বা বীজং বীজং নরাধিপঃ।
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু তান্ ভাগান্ বিদধে ততঃ ॥২
ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রাদাৎ পুত্ররক্ষণতৎপরঃ।
ততঃ কালেন মহতা সমুত্তস্থুর্মহাবলাঃ ॥৩
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তস্যাপ্রতিমতেজসঃ।
রুদ্রপ্রসাদাদ্ রাজর্ষেঃ সমজায়ন্ত পার্থিব ॥৪
তে ঘোরাঃ ক্রূরকর্মাণ আকাশপরিসর্পিণঃ।
বহুত্বাচ্চাবজানন্তঃ সর্বাংল্লোকান্ সহামরান্ ॥৫
ত্রিদশাংশ্চাপ্যবাধন্ত তথা গন্ধর্বরাক্ষসান্।
সর্বাণি চৈব ভূতানি শূরাঃ সমরশালিনঃ ॥৬
বধ্যমানাস্ততো লোকাঃ সাগরৈর্মন্দবুদ্ধিভিঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহিতাঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৭
তানুবাচ মহাভাগঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
গচ্ছধ্বং ত্রিদশাঃ সর্বে লোকৈঃ সার্ধং যথাগতম্ ॥৮
নাতিদীর্ঘেণ কালেন সাগরাণাং ক্ষয়ো মহান্।
ভবিষ্যতি মহাঘোরঃ স্বকৃতৈঃ কর্মভিঃ সুরাঃ ॥৯
এবমুক্তাস্তু তে দেবা লোকাশ্চ মনুজেশ্বর।
পিতামহমনুজ্ঞাপ্য বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥১০
ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ভরতর্ষভ।
দীক্ষিতঃ সগরো রাজা হয়মেধেন বীর্য্যবান্ ॥১১
তস্যাশ্বো ব্যচরদ্ ভূমিং পুত্রৈঃ স পরিরক্ষিতঃ।
(সর্বৈরেব মহোৎসাহৈঃ স্বচ্ছন্দপ্রচরো নৃপ।)
সমুদ্রং স সমাসাদ্য নিস্তোয়ং ভীমদর্শনম্ ॥১২

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা সগরের পুত্রোৎপত্তি, ষাট্ হাজার সগর-পুত্রের কপিলমুনির শাপাগ্নির দ্বারা ভস্ম, অসমঞ্জসকে পরিত্যাগ, অংশুমানের প্রযত্নে সগররাজার যজ্ঞ-সমাপ্তি, অংশুমানকর্তৃক দিলীপের এবং দিলীপকর্তৃক ভগীরথের রাজ্যপ্রাপ্তি।]

লোমশ বলিলেন—হে ভরতশ্রেষ্ঠ। রাজসত্তম সগর সেই আকাশবাণী শ্রবণ করত শ্রদ্ধার সহিত তাহার নির্দ্দেশ মত কাজ করিলেন। তিনি একটি একটি বীজ এক-একটি ঘৃতপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া প্রত্যেক পাত্রকে রক্ষা করিবার জন্য এক একজন ধাত্রী নিয়োগ করিলেন। হে পার্থিব! দীর্ঘকাল পরে ভগবান্ রুদ্রের কৃপায় এক-একটি কুম্ভ হইতে এক-একটি করিয়া রাজর্ষি সগরের ষাট্ হাজার মহাবল ও প্রতাপশালী পুত্র বহির্গত হইল।১-৪

ঐ সকল ভয়ঙ্কর ক্রূরকর্ম্মা পুত্রগণ আকাশেও বিচরণ করিতেছিল। সংখ্যায় বহু হওয়ায় দেবগণের সহিত সকল লোককে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।৫

তাহারা সকলেই বীর ও যুদ্ধকুশলী ছিল; তাহারা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসপ্রভৃতি সকলকে পীড়িত করিতে লাগিল।৬

এইরূপে সকলে সগরপুত্রগণকর্তৃক বধ্যমান হইয়া দেবতাগণের সহিত ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন।৭

তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা লোকসকলের সহিত যথাসুখে স্বস্থানে প্রস্থান কর। দেববৃন্দ! ক্ষণকালের মধ্যেই নিজ ক্রূরকর্ম্মের জন্য সগরপুত্রগণ ভীষণভাবে সমূলে বিনাশলাভ করিবে।৮-৯

হে নরেশ্বর! ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দেবতাবৃন্দ ও লোকসমূহ সকলে তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর বহুদিন গত হইলে শক্তিমান্ সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।১১

রক্ষ্যমাণঃ প্রযত্নেন তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততস্তে সাগরাস্তাত হৃতং মত্বা হয়োত্তমম্ ॥১৩
আগম্য পিতুরাচখ্যুরদৃশ্যং তুরগং হৃতম্।
তেনোক্তা দিক্ষু সর্বাসু সর্বে মার্গত বাজিনম্ ॥১৪
(সসমুদ্রবনদ্বীপাং বিচরন্তো বসুন্ধরাম্।)
ততস্তে পিতুরাজ্ঞায় দিক্ষু সর্বাসু তং হয়ম্।
অমার্গন্ত মহারাজ সর্বঞ্চ পৃথিবীতলম্ ॥১৫
ততস্তে সাগরাঃ সর্বে সমুপেত্য পরস্পরম্।
নাধ্যগচ্ছন্ত তুরগমশ্বহর্তারমেব চ ॥১৬
আগম্য পিতরং চোচুস্ততঃ প্রাঞ্জলয়োঽগ্রতঃ।
সসমুদ্র-বন-দ্বীপা সনদী-নদ-কন্দরা ॥১৭
সপর্বতবনোদ্দেশা নিখিলেন মহী নৃপ।
অস্মাভির্বিচিতা রাজন্ শাসনাৎ তব পার্থিব ॥১৮
ন চাশ্বমধিগচ্ছামো নাশ্বহর্তারমেব চ।
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৯
উবাচ বচনং সর্বাংস্তদা দৈববশান্নৃপ।
অনাগমায় গচ্ছধ্বং ভূয়ো মার্গত বাজিনম্ ॥২০
যজ্ঞিয়ং তং বিনা হ্যশ্বং নাগন্তব্যং হি পুত্রকাঃ।
প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশং পিতুস্তে সগরাত্মজাঃ ॥২১
ভূয় এব মহীং কৃৎস্নাং বিচেতুমুপচক্রমুঃ।
অথাপশ্যন্ত তে বীরাঃ পৃথিবীমবদারিতাম্ ॥২২
সমাসাদ্য বিলং তচ্চাপ্যখনন্ সগরাত্মজাঃ।
কুদ্দালৈর্হ্রেষুকৈশ্চৈব সমুদ্রং যত্নমাস্থিতাঃ ॥২৩
স খন্যমানঃ সহিতৈঃ সাগরৈর্বরুণালয়ঃ।
অগচ্ছৎ পরমামার্তিং দীর্যমাণঃ সমন্ততঃ ॥২৪
অসুরোরগরক্ষাংসি সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
আর্তনাদমকুর্বন্ত বধ্যমানানি সাগরৈঃ ॥২৫
ছিন্নশীর্ষা বিদেহাশ্চ ভিন্নত্বগস্থিসন্ধয়ঃ।
প্রাণিনঃ সমদৃশ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৬

রাজন্! তাঁহার যজ্ঞাশ্বটি পুত্রগণকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে করিতে জলশূন্য ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মধ্যে গমন করিল এবং যত্নের সহিত রক্ষিত হইলেও তথা হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন সগরপুত্রগণ অশ্বটী হৃত হইয়াছে মনে করত ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল যে, অশ্বটি অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন সগর অশ্বকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলেন।১২-১৪

মহারাজ! তখন তাহারা পিতার আদেশে চারিদিকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে লাগিল।১৫

তখন সেই সগরপুত্রগণ পরস্পর মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও সেই অশ্ব এবং অশ্বাপহারীকে দেখিতে পাইল না।১৬

তাহারা ফিরিয়া আসিয়া করপুটে পিতার অগ্রে পুনরায় বলিল—মহারাজ! আপনার আদেশে আমরা সাগর বন, দ্বীপ, নদী, নদ, কন্দর, পর্ব্বত, বনভূমি প্রভৃতি সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও অশ্ব ও অশ্বাপহারীকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন রাজা দৈববশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন—ঐ যজ্ঞিয় অশ্ব আহরণ না করিলে চলিবে না। তোমরা পুনরায় অন্বেষণ কর; পুত্রগণ ঐ যজ্ঞিয় অশ্ব না লইয়া গৃহে ফিরিবে না। তখন পিতার আদেশে সমগ্র পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তারপর সেই বীর সগরপুত্রগণ দেখিল যে একস্থানে পৃথিবী বিদারিতা হইয়া আছে।১৭-২২

সেই সগরপুত্রগণ বিলের পার্শ্বে যাইয়া কোদাল ও খন্তা দ্বারা সমুদ্রকেও খনন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাতে সমুদ্রও বিদীর্য্যমাণ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। এদিকে সমুদ্রাশ্রিত অসুর, উরগ, রক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীসমূহও তাহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।২৩-২৫

এবং হি খনতাং তেষাং সমুদ্রং বরুণালয়ম্।
ব্যতীতঃ সুমহান্ কালো ন চাশ্বঃ সমদৃশ্যত ॥২৭

ততঃ পূর্ব্বোত্তরে দেশে সমুদ্রস্য মহীপতে।
বিদার্য্য পাতালমথ সংক্রুদ্ধাঃ সগরাত্মজাঃ ॥২৮

অপশ্যন্ত হয়ং তত্র বিচরন্তং মহীতলে।
কপিলঞ্চ মহাত্মানং তেজোরাশিমনুত্তমম্।
তেজসা দীপ্যমানং তু জ্বালাভিরিব পাবকম্ ॥২৯

তে তং দৃষ্ট্বা হয়ং রাজন্ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ।
অনাদৃত্য মহাত্মানং কপিলং কালচোদিতাঃ ॥৩০

সংক্রুদ্ধাঃ সম্প্রধাবন্ত অশ্বগ্রহণকাঙ্ক্ষিণঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ কপিলো মুনিসত্তমঃ ॥৩১

বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবম্।
স চক্ষুর্বিকৃতং কৃত্বা তেজস্তেষু সমুৎসৃজন্ ॥৩২

দদাহ সুমহাতেজা মন্দবুদ্ধীন্ স সাগরান্।
তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদ্ভূতান্ নারদঃ সুমহাতপাঃ ॥৩৩

সগরান্তিকমাগচ্ছৎ তচ্চ তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
স তচ্ছ্রুত্বা বচো ঘোরং রাজা মুনিমুখোদ্গতম্ ॥৩৪

মুহূর্ত্তং বিমনা ভূত্বা স্থাণোর্বাক্যমচিন্তয়ৎ।
(স পুত্রনিধনোদ্ভূতদুঃখেন সমভিপ্লুতঃ।
আত্মানমাত্মনাশ্বাস্য হয়মেবান্বচিন্তয়ৎ ॥)
অংশুমন্তং সমাহূয় অসমঞ্জঃসুতং তদা ॥৩৫

পৌত্রং ভরতশার্দূল ইদং বচনমব্রবীৎ।
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥৩৬

কাপিলং তেজ আসাদ্য মৎকৃতে নিধনং গতাঃ।
তব চাপি পিতা তাত পরিত্যক্তোময়ানঘ।
ধর্ম্মং সংরক্ষমাণেন পৌরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥৩৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমর্থং রাজশার্দূলঃ সগরঃ পুত্রমাত্মজম্।
ত্যক্তবান্ দুস্ত্যজং বীরং তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥৩৮

লোমশ উবাচ।

অসমঞ্জা ইতি খ্যাতঃ সগরস্য সুতো হ্যভূৎ।
যং শৈব্যা জনয়ামাস পৌরাণাং স হি দারকান্ ॥৩৯

শত শত সহস্র সহস্র প্রাণীর ছিন্ন মস্তক, ভিন্ন চর্ম্ম,অস্থি ও সন্ধিস্থানে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখা যাইতে লাগিল।২৬

এইভাবে বরুণালয় সমুদ্রকে খনন করিতে করিতে তাহাদের অনেক সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু তথাপি সেই অশ্ব পাওয়া গেল না।২৭

রাজন্! তারপর পূর্ব্বোত্তর দেশে পাতাল পর্য্যন্ত খনন করিতে করিতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সগরপুত্রগণ দেখিতে পাইল, সেই অশ্ব পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছে এবং তাহার নিকটেই কপিলনামক জাজ্বল্যমান উত্তম তেজোরাশির ন্যায় ও শিখাযুক্ত অগ্নির ন্যায় নিজ তেজে দেদীপ্যমান এক মহাত্মা মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন।২৮-২৯

রাজন্! তাহারা সেই অশ্ব দেখিয়া আনন্দচিত্তে উহা গ্রহণ করিল এবং কপিলকে অশ্বহরণকারী মনে করত কাল প্রেরিত হইয়াই যেন তাঁহাকে অবজ্ঞা করত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। মহারাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।৩০-৩১

তখন বাসুদেবের অবতারস্বরূপ সেই কপিল মুনি নিজ চক্ষু বিকৃত করিয়া তাহা হইতে তেজ নিষ্কাশিত করিয়া তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্দমতি সগরপুত্রগণ ভস্মীভূত হইল।

সেই সগরপুত্রগণকে কপিলের রোষে ভস্মীভূত দেখিয়া দেবর্ষি নারদ সগররাজার নিকট এই সংবাদ জানাইলেন। মুনিকথিত এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়া সগররাজা কিছুক্ষণের জন্য বিমনা হইলেন, পরে তাঁহার মহাদেবের কথা মনে হওয়ায় নিজে নিজেই আশ্বস্ত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর অসমঞ্জের পুত্র এবং নিজের পৌত্র অংশুমান্‌কে ডাকিয়া বলিলেন,-'বৎস!

(ক্রীড়তঃ সংগাসাম্ভ তত্র তত্র মহীপতে ।)
গলেষু ক্রোশতো গৃহ্য নদ্যাং চিক্ষেপ দুর্বলান্ ।
ততঃ পৌরাঃ সমাজগ্মুর্ভয়শোকপরিপ্লুতাঃ ॥৪০
সগরং চাভ্যভাষন্ত সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ ।
ত্বং নস্ত্রাতা মহারাজ পরচক্রাদিভির্ভয়াৎ ॥৪১
অসমঞ্জোভয়াদ্ ঘোরাৎ ততো নস্ত্রাতুমর্হসি ।
পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা ঘোরং নৃপতিসত্তমঃ ॥৪২
মুহূর্তং বিমনা ভূত্বা সচিবানিদমব্রবীৎ ।
অসমঞ্জাঃ পুরাদদ্য সুতো মে বিপ্রবাস্যতাম্ ॥৪৩
যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্যমেতচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্ ।
এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ সচিবাস্তে নরাধিপ ॥৪৪
যথোক্তং ত্বরিতাশ্চক্রুর্যথাজ্ঞাপিতবান্ নৃপঃ ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথা পুত্রো মহাত্মনা ॥৪৫
পৌরাণাং হিতকামেন সগরেণ বিবাসিতঃ ।
অংশুমাংস্তু মহেষ্বাসো যদুক্তঃ সগরেণ হি ।
তৎ তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি কীর্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৪৬

সগর উবাচ ।

পিতুশ্চ তেঽহং ত্যাগেন পুত্রাণাং নিধনেন চ ।
অলাভেন তথাশ্বস্য পরিতপ্যামি পুত্রক ॥৪৭
তস্মাদ্ দুঃখাভিসন্তপ্তং যজ্ঞবিঘ্নাচ্চ মোহিতম্ ।
হয়স্যানয়নাৎ পৌত্র নরকান্মাং সমুদ্ধর ॥৪৮
অংশুমানেবমুক্তস্তু সাগরেণ মহাত্মনা ।
জগাম দুঃখাৎ তং দেশং যত্র বৈ দারিতা মহী ॥৪৯
স তু তেনৈব মার্গেণ সমুদ্রং প্রাবিবেশ হ ।
অপশ্যচ্চ মহাত্মানং কপিলং তুরগঞ্চ তম্ ॥৫০
স দৃষ্ট্বা তেজসো রাশিং পুরাণমৃষিসত্তমম্ ।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কার্য্যমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥৫১

আমারই জন্য আমার ষাট হাজার অমিততেজস্বী পুত্র কপিলের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। নিষ্পাপ! ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রজাগণের কল্যাণ ইচ্ছায় আমি তোমার পিতাকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছি।”৩২-৩৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তপোধন! সেই রাজশার্দ্দূল সগর ঔরসজাত নিজের বীর পুত্রকে কেন নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন।৩৮

হে রাজন্! তদুত্তরে লোমশ বলিলেন—“শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জস নামে সগররাজার পুত্র হইয়াছিল; সে পুরবাসিগণের দুর্ব্বল বালকগণকে ক্রন্দনরত অবস্থাতেও গলা ধরিয়া টানিয়া লইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিত; তাহাতে পুরবাসিগণ ভয় ও শোকে আর্ত্ত হইয়া সগররাজার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিযোগ করিয়া বলিল—‘আপনি শত্রুর চক্র হইতে আমাদের রক্ষা কর্ত্তা। অসমঞ্জসের ভয়ঙ্কর ভয় হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করুন।’ পুরবাসিগণের কথা শুনিয়া তখন রাজা কিছুক্ষণের জন্য বিমনা থাকিয়া সচিবগণকে ডাকাইয়া বলিলেন—‘আমার পুত্র অসমঞ্জসকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করুন। যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চাহেন, তবে শীঘ্রই ইহাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিন।’ রাজন্! নরপতি মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলে, তাঁহারা নৃপতি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সত্বর তাহাই করিলেন। এই সমস্ত বিষয় তোমাকে বলিলাম। এইভাবে পুরবাসিগণের হিতের জন্য সগররাজা পুত্র অসমঞ্জসকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। অতঃপর মহাধনুর্দ্ধর অংশুমান্‌কে সগর যাহা বলিলেন, তাহা শুন।৩৯-৪৬

সগর বলিলেন,—হে পুত্রক (পৌত্র)! তোমার পিতার নির্ব্বাসন, পুত্রগণের বিনাশ এবং অশ্বের অলাভ—এই তিন কারণে আমি অত্যন্ত পরিতপ্ত।৪৭

হে পৌত্র! এইরূপে দুঃখসন্তপ্ত ও যজ্ঞবিঘ্নে মুহ্যমান আমাকে যজ্ঞের অশ্ব আনিয়া নরক হইতে উদ্ধার কর।৪৮

ততঃ প্রীতো মহারাজ কপিলোঽংশুমতোঽভবৎ।
উবাচ চৈনং ধর্ম্মাত্মা বরদোঽস্মীতি ভারত ॥৫২
স বব্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণাৎ।
দ্বিতীয়ং বরকং বব্রে পিতৄণাং পাবনেচ্ছয়া ॥৫৩
তমুবাচ মহাতেজাঃ কপিলো মুনিপুঙ্গবঃ।
দদানি তব ভদ্রং তে যদ্ যৎ প্রার্থয়সেঽনঘ ॥৫৪
ত্বয়ি ক্ষমা চ ধর্ম্মশ্চ সত্যং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বয়া কৃতার্থঃ সগরঃ পুত্রবাংশ্চ ত্বয়া পিতা ॥৫৫
তব চৈব প্রভাবেণ স্বর্গং যাস্যন্তি সাগরাঃ।
(শলভত্বং গতা হ্যেতে মম ক্রোধহুতাশনে।)
পৌত্রশ্চ তে ত্রিপথগাং ত্রিদিবাদানয়িষ্যতি ॥৫৬
পাবনার্থং সাগরাণাং তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্।
হয়ং নয়স্ব ভদ্রং তে যজ্ঞিয়ং নরপুঙ্গব ॥৫৭

যজ্ঞঃ সমাপ্যতাং তাত সগরস্য মহাত্মনঃ।
অংশুমানেবমুক্তস্তু কপিলেন মহাত্মনা ॥৫৮
আজগাম হয়ং গৃহ্য যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ।
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৫৯
মূর্দ্ধি তেনাপ্যুপাঘ্রাতস্তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
যথা দৃষ্টং শ্রুতং চাপি সাগরাণাং ক্ষয়ং তথা ॥৬০
তং চাস্মৈ হয়মাচষ্ট যজ্ঞবাটমুপাগতম্।
তচ্ছ্রুত্বা সগরো রাজা পুত্রজং দুঃখমত্যজৎ ॥৬১
অংশুমন্তঞ্চ সম্পূজ্য সমাপয়ত তং ক্রতুম্।
সমাপ্তযজ্ঞঃ সগরো দেবৈঃ সর্ব্বৈঃ সভাজিতঃ ॥৬২
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস সমুদ্রং বরুণালয়ম্।
প্রশাস্য সুচিরং কালং রাজ্যং রাজীবলোচনঃ ॥৬৩

মহাত্মা সগর এইরূপ বলিলে অংশুমান্ দুঃখিতহৃদয়ে যেখানে পৃথিবী বিদারিতা হইয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি সেই পথ দিয়াই যেখানে অশ্ব ছিল, সেইস্থানে গিয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, সেখানে কপিলমুনি ও অশ্ব উভয়ই রহিয়াছে।৪৯-৫০

তখন পুরাণ ঋষি অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলমুনিকে প্রণাম করিয়া নিজ কার্য্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।৫১

হে মহারাজ! তাহাতে ধর্ম্মাত্মা কপিলমুনি অংশুমানের উপর প্রীত হইয়া বলিলেন—"হে ভারত! আমি তোমাকে বর দিতেছি, চাহিয়া লও।"৫২

অংশুমান্ তখন প্রথম বরে যজ্ঞের অশ্ব এবং দ্বিতীয় বরে পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিলেন।৫৩

তাহা শুনিয়া মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলমুনি বলিলেন—তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে অভীষ্ট বর দিব। তোমাতে ক্ষমা, ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। তোমার দ্বারা সগররাজ পুত্রবান্ হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তোমার প্রভাবে সগরপুত্রগণ স্বর্গে গমন করিবে। তোমার পৌত্র গঙ্গা ও মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনিয়া তোমার পিতৃপুরুষগণকে পবিত্র করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তোমার কল্যাণ হউক। এই তোমার যজ্ঞের অশ্ব গ্রহণ কর। বৎস! মহাত্মা সাগরের যজ্ঞকে সমাপ্ত কর।

মহাত্মা কপিল এই কথা বলিলে অংশুমান্ অশ্ব লইয়া যজ্ঞশালায় গমন করত সগরের চরণদ্বয় অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সব নিবেদন করিলেন। যাহা কিছু সেই সাগরসমীপে সগরপুত্রগণের ক্ষয় সম্বন্ধে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা এবং অশ্ব যজ্ঞগৃহে আসিয়াছে—সবই তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা সগর পুত্রবিনাশজন্য দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন।৫৮-৬১

অংশুমানের যথোচিত সমাদর করিয়া সাগর যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। ইহাতে দেবগণ সগরকে সম্মান দিলেন।৬২

পৌত্রে ভারং সমাবেশ্য জগাম ত্রিদিবং তদা।
অংশুমানপি ধর্মাত্মা মহীং সাগরমেখলাম্ ॥৬৪
প্রশশাস মহারাজ যথৈবাস্য পিতামহঃ।
তস্য পুত্রঃ সমভবদ্ দিলীপো নাম ধর্মবিৎ ॥৬৫
তস্মৈ রাজ্যং সমাধায় অংশুমানপি সংস্থিতঃ।
দিলীপস্তু ততঃ শ্রুত্বা পিতৄণাং নিধনং মহৎ ॥৬৬
পর্য্যতপ্যত দুঃখেন তেষাং গতিমচিন্তয়ৎ।
গঙ্গাবতরণে যত্নং সুমহচ্চাকরোন্নৃপঃ ॥৬৭
ন চাবতারয়ামাস চেষ্টমানো যথাবলম্।
তস্য পুত্রঃ সমভবচ্ছ্রীমান্ ধর্মপরায়ণঃ ॥৬৮
ভগীরথ ইতি খ্যাতঃ সত্যবাগনসূয়কঃ।
অভিষিচ্য তু তং রাজ্যে দিলীপো বনমাশ্রিতঃ ॥৬৯
(ভগীরথং মহাত্মানং সত্যধর্মপরায়ণম্।)
তপঃ-সিদ্ধিসমাযোগাৎ স রাজা ভরতর্ষভ।
বনাজ্জগাম ত্রিদিবং কালযোগেন ভারত ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং ভগীরথরাজ্যাভিষেকে সপ্তাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৭

সেই সময় হইতে সগর সমুদ্রকে নিজ পুত্রের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া পৌত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করত মৃত্যুর পরে স্বর্গে গমন করিলেন। মহারাজ! অংশুমান্‌ও ধর্মানুসারে সসাগরা বসুন্ধরাকে পিতামহের ন্যায়ই শাসন করিতে লাগিলেন। দিলীপ নামে তাঁহার এক ধর্মজ্ঞ পুত্রও হইল।৬৩-৬৫

তাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অংশুমান্ অবসর গ্রহণ করিলেন। দিলীপও পিতৃগণের নিধনের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখে পরিতপ্ত হইয়া তাঁহাদের সদ্‌গতির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গাদেবীর অবতরণের জন্য সুমহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন।৬৬-৬৭

তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও গঙ্গার অবতরণ হইল না। তাঁহার পুত্র ধর্মপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ ও অসূয়াশূন্য ভগীরথকে তিনি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া দিলীপ বনে গমন করিলেন। তারপর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজা দিলীপ কালক্রমে স্বর্গে গমন করিলেন।৬৮-৭০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভগীরথরাজ্যাভিষেকবিষয়ে সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৭

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হিমালয়পর্ব্বতে ভগীরথস্য তপস্যাদ্বারা গঙ্গা-মহাদেবয়োঃ সন্তোষবিধানম্, বরপ্রার্থনা চ।]

লোমশ উবাচ।

স তু রাজা মহেষ্বাসশ্চক্রবর্ত্তী মহারথঃ।
বভূব সর্বলোকস্য মনোনয়ননন্দনঃ ॥১
স শুশ্রাব মহাবাহুঃ কপিলেন মহাত্মনা।
পিতৄণাং নিধনং ঘোরমপ্রাপ্তিং ত্রিদিবস্য চ ॥২

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[হিমালয়পর্ব্বতে ভগীরথকর্তৃক তপস্যাদ্বারা গঙ্গা ও মহাদেবের সন্তোষবিধান এবং বর প্রার্থনা।]

লোমশ বলিলেন—হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর মহারথ সেই চক্রবর্ত্তী রাজা ভগীরথ সকলের মনোরঞ্জক ও নয়নানন্দদায়ক হইয়াছিলেন।১

মহাবাহু ভগীরথ যখন শুনলেন যে, মহাত্মা মহর্ষি

স রাজ্যং সচিবে ন্যস্য হৃদয়েন বিদূয়তা।
জগাম হিমবৎপার্শ্বং তপস্তপ্তুং নরেশ্বর ॥৩
আরিরাধয়িষুর্গঙ্গাং তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ।
সোঽপশ্যত নরশ্রেষ্ঠ হিমবন্তং নগোত্তমম্ ॥৪
শৃঙ্গৈর্বহুবিধাকারৈর্ধাতুমদ্ভিরলঙ্কৃতম্।
পবনালম্বিভির্মেঘৈঃ পরিষিক্তং সমন্ততঃ ॥৫
নদীকুঞ্জনিতম্বৈশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্।
গুহা-কন্দরসংলীন-সিংহ-ব্যাঘ্রনিষেবিতম্ ॥৬
শকুনৈশ্চ বিচিত্রাঙ্গৈঃ কূজদ্ভির্বিবিধা গিরঃ।
ভৃঙ্গরাজৈস্তথা হংসৈর্দাত্যূহৈর্জলকুক্কুটৈঃ ॥৭
ময়ূরৈঃ শতপত্রৈশ্চ জীবঞ্জীবক-কোকিলৈঃ।
চকোরৈরসিতাপাঙ্গৈস্তথা পুত্রপ্রিয়ৈরপি ॥৮
জলস্থানেষু রম্যেষু পদ্মিনীভিশ্চ সঙ্কুলম্।
সারসানাঞ্চ মধুরৈর্ব্যাহৃতৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৯
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ নিষেবিতশিলাতলম্।
দিশাবারণবিষাণাগ্রৈঃ সমন্তাদ্ ঘৃষ্টপাদপম্ ॥১০
বিদ্যাধরানুচরিতং নানারত্নসমাকুলম্।
বিষোল্বণভুজঙ্গৈশ্চ দীপ্তজিহ্বৈর্নিষেবিতম্ ॥১১
কচিৎ কনকসঙ্কাশং কচিদ্ রজতসন্নিভম্।
কচিদঞ্জনপুঞ্জাভং হিমবন্তমুপাগমৎ ॥১২
স তু তত্র নরশ্রেষ্ঠস্তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ।
ফলমূলাম্বুভক্ষঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥১৩
সংবৎসরসহস্রে তু গতে দিব্যে মহানদী।
দর্শয়ামাস তং গঙ্গা তদা মূর্ত্তিমতী স্বয়ম্ ॥১৪

গঙ্গোবাচ।

কিমিচ্ছসি মহারাজ মত্তঃ কিঞ্চ দদানি তে।
তদ্ ব্রবীহি নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি বচস্তব ॥১৫

কপিলের ক্রোধাগ্নিতে পিতৃপুরুষগণ ভস্মীভূত হওয়ায় স্বর্গলাভ করিতে পারেন নাই, রাজন্! তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ের পার্শ্বে গমন করিলেন।২-৩

নরশ্রেষ্ঠ! তিনি তপস্যার প্রভাবে পাপশূন্য হইয়া গঙ্গার আরাধনা করিবার ইচ্ছায় যাইতে যাইতে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে দর্শন করিলেন।৪

তিনি দেখিলেন—হিমালয় ধাতুময় বিবিধ শৃঙ্গসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং বায়ুচালিত মেঘসমূহ চতুর্দিকে বর্ষণ করিতে থাকায় সংসিক্ত।৫

নদী ও কুঞ্জ যাহার নিতম্ব দেশে বর্ত্তমান, এমন বহু প্রাসাদের (মন্দির) দ্বারা হিমালয় পরিশোভিত এবং হিমালয়ের গুহা ও কন্দরে সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহ বাস করিতেছে।৬

নানাপ্রকার রব করিতে করিতে বিচিত্রাকৃতি বহু পাখী, ভৃঙ্গরাজ, হংস, দাঁড়কাক, জলকুক্কুট, ময়ূর, শতপত্র, চক্রবাক, কোকিল, চকোর, অসিতাপাঙ্গ ও পুত্রপ্রিয় প্রভৃতি পক্ষিসমূহ হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে।৭-৮

হিমালয়ের মধ্যস্থিত জলাশয়সমূহে কমলসমূহ প্রস্ফুটিত আছে, সারস ও ময়ূরগণ মধুর শব্দ করিতেছে, কোথাও কিন্নর ও অপ্সরাগণ শিলাতলে উপবিষ্ট, কোথাও হস্তিগণ দন্তের দ্বারা বৃক্ষের চারিদিক্ বিদীর্ণ করিতেছে, নানারত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত বিদ্যাধরগণ ও দীপ্তজিহ্ব ও বিষধর সর্পসমূহ বিচরণ করিতেছে। কোথাও সুবর্ণবর্ণ, কোথাও রজতাভ, কোথাও বা অঞ্জনবর্ণ প্রস্তরসমূহ শোভা পাইতেছে। এইরূপ মনোহর হিমালয়কে আশ্রয় করিয়া ভগীরথ ফল ও মূল আহার করত সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করিলেন। এক সহস্র বৎসর পরে মহানদী গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাকে দর্শন দিলেন।৯-১৪

গঙ্গা বলিলেন—হে মহারাজ! তুমি আমার নিকট কি বর চাও—বল। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তাহাই তোমাকে দিব।১৫

গঙ্গা এইরূপ বলিলে ভগীরথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে বরদে মহানদি —মহারাজ

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাজা হৈমবতীং তদা।
(নদীং ভগীরথো রাজন্ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ)
পিতামহা মে বরদে কপিলেন মহানদি ॥১৬
অন্বেষমাণাস্তুরগং নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্।
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৭
কপিলং দেবমাসাদ্য ক্ষণেন নিধনং গতাঃ।
তেষামেবং বিনষ্টানাং স্বর্গে বাসো ন বিদ্যতে ॥১৮
যাবৎ তানি শরীরাণি ত্বং জলৈর্নাভিষিঞ্চসি।
তাবৎ তেষাং গতির্নাস্তি সাগরাণাং মহানদি ॥১৯
স্বর্গং নয় মহাভাগে মৎপিতৄন্ সগরাত্মজান্।
তেষামর্থেন যাচামি ত্বামহং বৈ মহানদি ॥২০

লোমশ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো গঙ্গা লোকনমস্কৃতা।
ভগীরথমিদং বাক্যং সুপ্রীতা সমভাষত ॥২১
করিষ্যামি মহারাজ বচস্তে নাত্র সংশয়ঃ।
বেগং তু মম দুর্ধার্য্যং পতন্ত্যা গগনাদ্ ভুবম্ ॥২২
ন শক্তস্ত্রিষু লোকেষু কশ্চিদ্ ধারয়িতুং নৃপ।
অন্যত্র বিবুধশ্রেষ্ঠান্নীলকণ্ঠান্মহেশ্বরাৎ ॥২৩
তং তোষয় মহাবাহো তপসা বরদং হরম্।
স তু মাং প্রচ্যুতাং দেবঃ শিরসা ধারয়িষ্যতি ॥২৪
স করিষ্যতি তে কামং পিতৄণাং হিতকাম্যয়া।
(তপসারাধিতঃ শম্ভুর্ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।)
এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজন্ মহারাজো ভগীরথঃ ॥২৫
কৈলাসং পর্বতং গত্বা তোষয়ামাস শঙ্করম্।
তপস্তীব্রমুপাগম্য কালযোগেন কেনচিৎ ॥২৬
অগৃহ্লাচ্চ বরং তস্মাদ্ গঙ্গায়া ধারণে নৃপ।
স্বর্গে বাসং সমুদ্দিশ্য পিতৄণাং স নরোত্তমঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৮

সগরের পুত্র আমার ষাট হাজার পিতামহ যজ্ঞের অশ্ব অন্বেষণ করিতে গিয়া মহর্ষি কপিলের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছেন; তাহাতে তাঁহারা স্বর্গলাভ করিতে পারেন নাই। যে পর্য্যন্ত আপনি আপনার জলে তাহাদিগকে অভিষিক্ত না করিতেছেন সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সদ্গতি নাই। হে মহানদি! আপনি কৃপা করিয়া মর্ত্যধামে অবতরণ করত আমার পিতৃপুরুষগণকে স্বর্গে লইয়া যাউন। মহানদি! তাঁহাদের জন্যই আমি এই প্রার্থনা করিতেছি।১৬-২০

লোমশ বলিলেন—এই কথা শুনিয়া সকল লোকনমস্কৃতা গঙ্গা পরম প্রীত হইয়া ভগীরথকে এই কথা বলিলেন।২১

হে মহারাজ! আমি তোমার অভিলাষ পূরণ করিব সন্দেহ নাই, কিন্তু গগনমণ্ডল হইতে আমি যখন নীচে পতিত হইব, তখন আমার বেগ ধারণ করা কঠিন হইবে।২২

নৃপ! দেবদেব নীলকণ্ঠ মহাদেব ব্যতিরেকে এ ত্রিলোকে অন্য কেহ আমার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহে।২৩

মহাবাহো! তুমি তপস্যা দ্বারা বরদাতা হরকে সন্তুষ্ট কর, তিনিই মস্তকদ্বারা পতনোন্মুখী আমার বেগ ধারণ করিবেন।২৪

ভগবান্ লোকভাবন শম্ভু তপস্যার দ্বারা আরাধিত হইয়া তোমার পিতৃগণের হিতার্থে এ কাজ করিবেন। এই কথা শুনিয়া তখন মহারাজ ভগীরথ কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া কিছুকাল তীব্র তপস্যা করত ভগবান্ শঙ্করকে তুষ্ট করিলেন।২৫-২৬

হে রাজন্! সেই রাজা ভগবান্ শঙ্করের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে গঙ্গাবতরণে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানবিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৮

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পৃথিব্যাং গঙ্গাবতরণস্য সমুদ্রপূরণস্য চ বর্ণনম্, সগরপুত্রাণামুদ্ধারশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

ভগীরথবচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ার্থঞ্চ দিবৌকসাম্।
এবমস্ত্বিতি রাজানং ভগবান্ প্রত্যভাষত ॥১

ধারয়িষ্যে মহাভাগ গগনাৎ প্রচ্যুতাং শিবাম্।
দিব্যাং দেবনদীং পুণ্যাং ত্বৎকৃতে নৃপসত্তম ॥২

এবমুক্ত্বা মহাবাহো হিমবন্তমুপাগমৎ।
বৃতঃ পারিষদৈর্ঘোরৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ॥৩

তত্র স্থিত্বা নরশ্রেষ্ঠং ভগীরথমুবাচ হ।
প্রযাচস্ব মহাবাহো শৈলরাজসুতাং নদীম্ ॥৪

(পিতৃণাং পাবনার্থং তে তামহং মনুজাধিপ।)
পতমানাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং ধারয়িষ্যে ত্রিবিষ্টপাৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজা শর্বেণ সমুদাহৃতম্ ॥৫

প্রয়তঃ প্রণতো ভূত্বা গঙ্গাং সমনুচিন্তয়ৎ।
ততঃ পুণ্যজলা রম্যা রাজ্ঞা সমনুচিন্তিতা ॥৬

ঈশানঞ্চ স্থিতং দৃষ্ট্বা গগনাৎ সহসা চ্যুতা।
তাং প্রচ্যুতামথো দৃষ্ট্বা দেবাঃ সার্দ্ধং মহর্ষিভিঃ ॥৭

গন্ধর্বোরগ-যক্ষাশ্চ সমাজগ্মূর্দিদৃক্ষবঃ।
ততঃ পপাত গগনাদ্ গঙ্গা হিমবতঃ সুতা ॥৮

সমুদ্ভ্রান্তমহাবর্ত্তা মীন-গ্রাহসমাকুলা।
তাং দধার হরো রাজন্ গঙ্গাং গগনমেখলাম্ ॥৯

ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব।
সা বভূব বিসর্পন্তী ত্রিধা রাজন্ সমুদ্রগা ॥১০

ফেনপুঞ্জাকুলজলা হংসানামিব পঙ্‌ক্তয়ঃ।
ক্বচিদাভোগকুটিলা প্রস্খলন্তী ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥১১

সা ফেনপটসংবীতা মত্তেব প্রমদাব্রজৎ।
ক্বচিৎ সা তোয়নিনদৈর্নদন্তী নাদমুত্তমম্ ॥১২

নবাধিকশততম অধ্যায়।

[পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ এবং সমুদ্রপূরণের বর্ণন ও সগরপুত্রগণের উদ্ধার।]

লোমশ বলিলেন,—ভগীরথের প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর "তাহাই হউক" বলিয়া রাজাকে বর দিলেন। হে মহাভাগ নৃপসত্তম! তোমার জন্য আমি আকাশ হইতে পতিতা স্বর্গীয়া পবিত্রা দেবনদী মঙ্গলময়ী গঙ্গাকে অবশ্যই ধারণ করিব।১-২

মহাবাহো! মহাদেব এই কথা বলিয়া নানাবিধ অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর পরিষদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন।৩

সেইখানেই অবস্থান করিয়া মহাদেব ভগীরথকে বলিলেন—মহাবাহো! তুমি দেবী গঙ্গাকে আহ্বান কর, আমি পতনোন্মুখী গঙ্গার বেগ ধারণ করিব। শিবের এই কথা শুনিয়া ভগীরথ একাগ্রহৃদয়ে গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুচিন্তন করিতে লাগিলেন। তারপর রাজার একাগ্র চিন্তার আকৃষ্ট হইয়া পুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবী সহসাই স্থিরভাবে অবস্থিত শঙ্করের উপর পতিত হইলেন। গঙ্গার পতন দেখিবার জন্য তখন দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ প্রভৃতি সকলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তারপর হিমালয়কন্যা গঙ্গা গগন হইতে নিপতিত হইলেন।৩-৮

রাজন্! ললাটে পতিত মুক্তার মালার ন্যায় ভগবান্ শঙ্কর মহাবর্ত্তময়ী মীনগ্রাহ সমাকুলা গঙ্গাদেবীকে অনায়াসে ধারণ করিলেন।

হে রাজন্! ভগবান্ শঙ্করের মস্তকে পতিতা হইয়া সমুদ্রগামিনী গঙ্গাদেবী স্বর্গে অলকানন্দা, পাতালে ভোগবতী এবং মর্ত্ত্যে ভাগীরথী নামে তিন ধারায় বিভক্ত হইয়া এক হংসপঙ্‌ক্তির ন্যায় শোভিতা হইলেন। তিনি কোথাও সর্পদেহের ন্যায় বক্রা কোথাও কোথাও প্রতিহতবেগা এবং কোথায় জলের সঙ্গে মনোহর শব্দকারিণী হইয়া ফেনপুঞ্জরূপ বস্ত্রে দেহ আবৃতা করত মত্তা স্ত্রীর ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন।৯-১২

এবংপ্রকারান্ সুবহূন্ কুর্ব্বতী গগনাচ্চ্যুতা।
পৃথিবীতলমাসাদ্য ভগীরথমথাব্রবীৎ ॥১৩
দর্শয়স্ব মহারাজ মার্গং কেন ব্রজাম্যহম্।
ত্বদর্থমবতীর্ণাস্মি পৃথিবীং পৃথিবীপতে ॥১৪
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজা প্রাতিষ্ঠত ভগীরথঃ।
যত্র তানি শরীরাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৫
প্লাবনার্থং নরশ্রেষ্ঠ পুণ্যেন সলিলেন চ।
গঙ্গায়া ধারণং কৃত্বা হরো লোকনমস্কৃতঃ ॥১৬
কৈলাসং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং জগাম ত্রিদশৈঃ সহ।
সমাসাদ্য সমুদ্রঞ্চ গঙ্গয়া সহিতো নৃপঃ ॥১৭
পূরয়ামাস বেগেন সমুদ্রং বরুণালয়ম্।
দুহিতৃত্বে চ নৃপতির্গঙ্গাং সমনুকল্পয়ৎ ॥১৮
পিতৃণাং চোদকং তত্র দদৌ পূর্ণমনোরথঃ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং গঙ্গা ত্রিপথগা যথা ॥১৯
পূরণার্থং সমুদ্রস্য পৃথিবীমবতারিতা।
(কালেয়াশ্চ যথা রাজংস্ত্রিদশৈর্বিনিপাতিতাঃ।)
সমুদ্রশ্চ যথা পীতঃ কারণার্থং মহাত্মনা ॥২০
বাতাপিশ্চ যথা নীতঃ ক্ষয়ং স ব্রহ্মহা প্রভো।
অগস্ত্যেন মহারাজ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে নবাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৯

এইরূপ নানা ভঙ্গীতে গগন হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া তিনি ভগীরথকে বলিলেন,—হে মহারাজ! যে পথে আমাকে যাইতে হইবে, তুমি সেই পথ আমাকে দেখাও। হে পৃথিবীপতে! আমি তোমার জন্যই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইতেছি।১৩-১৪

গঙ্গার এই কথা শুনিয়া রাজা ভগীরথ মহাত্মা সগরপুত্রগণের দেহ যেখানে ভস্মীভূত হইয়াছে, তাঁহার সেই পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ধারের জন্য গঙ্গার-পুণ্যসলিলে প্লাবিত করাইতে সেই দিকে চলিলেন। সর্ব্বলোকনমস্কৃত শঙ্কর গঙ্গাকে ধারণ করত দেবগণসহ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথ গঙ্গার সহিত সমুদ্রে গিয়া বেগে সমুদ্রকে গঙ্গাজলে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি গঙ্গাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন।১৫-১৮

তিনি সেখানে তাঁহার পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে গঙ্গার জল দান করিলেন। এইভাবে তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইল। হে রাজন্! এই তোমাকে ত্রিপথগা—স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতীরূপে এই তিনভাগে গঙ্গা-বতরণের উপাখ্যান সবই বলিলাম।১৯

মহারাজ! যেমন করিয়া সমুদ্রকে পূর্ণ করিবার জন্য গঙ্গার অবতরণ পৃথিবীতে হইল, (রাজন্! কালেয় অসুরগণ যেভাবে বিনাশিত হইল,) যে কারণে মহাত্মা অগস্ত্য সমুদ্রকে পান করিলেন এবং ব্রহ্মহত্যাকারী বাতাপি যেভাবে অগস্ত্য কর্ত্তৃক নিহত হইল—এই সব জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর আমি প্রদান করিলাম।২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে নবাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৯

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নন্দা-কৌশিক্যোর্মাহাত্ম্যম্, ঋষ্যশৃঙ্গমুনেরুপাখ্যানম্, নিজরাজ্যে তং মুনিং নেতুং রাজ্ঞো লোমপাদস্য প্রযত্নশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রয়াতঃ কৌন্তেয়ঃ ক্রমেণ ভরতর্ষভ।
নন্দামপরনন্দাঞ্চ নদ্যৌ পাপভয়াপহে ॥১
পর্বতং স সমাসাদ্য হেমকূটমনাময়ম্।
অচিন্ত্যানদ্ভুতান্ ভাবান্ দদর্শ সুবহুন্ নৃপঃ ॥২
বাতাবন্ধা ভবন্মেঘা উপলাশ্চ সহস্রশঃ।
নাশক্নুবংস্তমারোঢ়ুং বিষণ্ণমনসো জনাঃ ॥৩
বায়ুর্নিত্যং ববৌ তত্র নিত্যং দেবশ্চ বর্ষতি।
স্বাধ্যায়ঘোষশ্চ তথা শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে ॥৪
সায়ং প্রাতশ্চ ভগবান্ দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ।
মক্ষিকাশ্চাদশংস্তত্র তপসঃ প্রতিঘাতিকাঃ ॥৫
নির্বেদো জায়তে তত্র গৃহাণি স্মরতে জনঃ।
এবং বহুবিধান্ ভাবানদ্ভুতান্ বীক্ষ্য পাণ্ডবঃ।
লোমশং পুনরেবাথ পর্য্যপৃচ্ছৎ তদদ্ভুতম্ ॥৬

(যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদেতদ্ ভগবংশ্চিত্রং পর্বতেঽস্মিন্ মহৌজসি।
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহাদ্যুতে ॥)

লোমশ উবাচ।

যথাশ্রুতমিদং পূর্বমস্মাভিররিকর্শন।
তদেকাগ্রমনা রাজন্ নিবোধ গদতো মম ॥৭
অস্মিন্ ঋষভকূটেঽভূদৃষভো নাম তাপসঃ।
অনেকশতবর্ষায়ুস্তপস্বী কোপনো ভৃশম্ ॥৮

দশাধিকশততম অধ্যায়।

[নন্দা ও কৌশিকীর মাহাত্ম্য, ঋষ্যশৃঙ্গমুনির উপাখ্যান এবং নিজ রাজ্যে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য রাজা লোমপাদের প্রযত্ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ক্রমে নন্দা ও অপরনন্দানামক পাপভয়হারিণী নদীদ্বয়কে দর্শন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন এবং অনাময় (উপদ্রবহীন) হেমকূট পর্ব্বতে পৌঁছিয়া বহু অচিন্তনীয় অদ্ভুত ব্যাপার-সমূহ দর্শন করিলেন।১-২

যেখানে বায়ুর বিনা সাহায্যেই মেঘ হয় এবং সহস্র সহস্র পাথর পড়িতে থাকে। যাহাদের হৃদয় বিষাদগ্রস্ত, তাহারা ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে না।৩

সেখানে প্রতিদিনই বায়ু বহিতে থাকে ও মেঘও প্রতিদিনই তথায় বর্ষণ করে। বেদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সকালে ও সন্ধ্যায় ভগবান্ অগ্নিদেব যেখানে পরিদৃষ্ট হন। মক্ষিকাসমূহ দংশন করিয়া তপস্যার এরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করে যে, তপস্বী পুরুষের তপস্যায় ঔদাসীন্য উৎপন্ন হয় এবং ঘরের কথা মনে হয়। এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির লোমশমুনিকে উহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন।৪-৬

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাতেজস্বিন্ ভগবন্! এই মহাতেজসম্পন্ন পর্ব্বতে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছি, ইহার কারণ বিস্তারিত ভাবে বলুন।)

লোমশ বলিলেন,—হে শত্রুসূদন রাজন্! আমরা পূ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।৭

এই ঋষভকূট (হেমকূট) পর্ব্বতে পূর্ব্বে বহু শতবর্ষজীবী ঋষভ নামে এক ভয়ানক কোপনস্বভাব তপস্বী ছিলেন।৮

স বৈ সম্ভাষ্যমাণোঽন্যৈঃ কোপাদ্ গিরিমুবাচ হ।
য ইহ ব্যাহরেৎ কশ্চিদুপলান্মুৎসৃজেস্তথা ॥৯

বাতং চাহূয় মা শব্দামত্যুবাচ স তাপসঃ।
ব্যাহরংশ্চেহ পুরুষো মেঘশব্দেন বার্য্যতে ॥১০

এবমেতানি কর্ম্মাণি রাজংস্তেন মহর্ষিণা।
কৃতানি কানিচিৎ ক্রোধাৎ প্রতিষিদ্ধান কানিচিৎ ॥১১

নন্দাং ঘভিগতা দেবাঃ পুরা রাজন্নিতি শ্রুতিঃ।
অন্বপদ্যন্ত সহসা পুরুষা দেবদর্শিনঃ ॥১২

তে দর্শনং ঘনিচ্ছন্তো দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
দুর্গং চক্রুরিমং দেশং গিরিং প্রত্যূহরূপকম্ ॥১৩

তদাপ্রভৃতি কৌন্তেয় নরা গিরিমিমং সদা।
নাশক্নুবন্নভিদ্রষ্টুং কুত এবাধিরোহিতুম্ ॥১৪

নাতপ্ততপসা শক্যো দ্রষ্টুমেষ মহাগিরিঃ।
আরোঢুং বাপি কৌন্তেয় তস্মান্নিয়তবাগ্ ভব ॥১৫

দূর হইতে ডাকিয়া অনেকে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতকে বলিলেন—"কেহ এখানে কথা বলিলেই তুমি তাহার উপর পাথর নিক্ষেপ করিবে।" সেই তাপস বায়ুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ এখানে যেন কেহ শব্দ না করিতে পারে; কেহ শব্দ করিলে মেঘগর্জ্জনের দ্বারা তাহাকে রোধ করিবে। হে রাজন্! এইরূপে সেই মহর্ষি ক্রোধবশতঃ এখানে কিছু কার্য্যের বিধান এবং কিছু কার্য্যের নিষেধ করিলেন।৯-১১

হে রাজন্! পুরাকালে দেবগণ নন্দাকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছিলেন, তখন দেবগণের দর্শনের জন্য বহু লোক এখানে উপস্থিত হইল। সকলে তাঁহাদিগকে দর্শন করুক—ইহা ইন্দ্রাদি দেবতারা চাহেন নাই, সুতরাং তাঁহারা এই পর্ব্বত রূপবিঘ্ন দ্বারা এই দেশ দুর্গম করিয়া দিলেন।১২-১৩

ইহ দেবাস্তদা সর্বে যজ্ঞানাজহ্রুরুত্তমান্।
তেষামেতানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত ॥১৬

কুশাকারেব দূর্বেয়ং সংস্তীর্ণেব চ ভূরিয়ম্।
যূপপ্রকারা বহবো বৃক্ষাশ্চেমে বিশাম্পতে ॥১৭

দেবাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বসন্ত্যদ্যাপি ভারত।
তেষাং সায়ং তথা প্রাতর্দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ ॥১৮

ইহাপ্লুতানাং কৌন্তেয় সদ্যঃ পাপ মাভিহন্যতে।
কুরুশ্রেষ্ঠাভিষেকং বৈ তস্মাৎ কুরু সহানুজঃ ॥১৯

ততো নন্দাপ্লুতাঙ্গস্ত্বং কৌশিকীমভিযাস্যসি।
বিশ্বামিত্রেণ যত্রোগ্রং তপস্তপ্তমনুত্তমম্ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তত্র সমাপ্লুত্য গাত্রাণি সগণো নৃপঃ।
জগাম কৌশিকীং পুণ্যাং রম্যাং শীতজলাং শুভাম্ ॥২১

কুন্তীনন্দন! সেই সময় হইতেই মনুষ্যগণ এই পর্ব্বতকে দর্শন করিতেই সমর্থ হন না, আরোহণ করা তো দূরের কথা। অতপস্বী এই বিশাল পর্ব্বতে আরোহণ করিতে বা উহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং হে কৌন্তেয়! তুমি বাক্ সংযম কর।১৪-১৫

হে ভারত! এখানে দেবগণ পূর্ব্বে বহু উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার এই চিহ্নসমূহ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।১৬

হে রাজন্! এখানে দূর্ব্বাসমূহ কুশাকৃতি, ভূমি কুশাস্তীর্ণের ন্যায় এবং বহু বৃক্ষও এখানে যূপাকার দেখিতে পাওয়া যায়।১৭

হে ভারত! আজও এখানে দেবতা ও ঋষিগণ বাস করেন, এইজন্যই সকালে ও সন্ধ্যায় এখানে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিতে পাওয়া যায়।১৮

কৌন্তেয়! এখানেই স্নানমাত্রই সকল পাপ নষ্ট

লোমশ উবাচ।

এষা দেবনদী পুণ্যা কৌশিকী ভরতর্ষভ।
বিশ্বামিত্রাশ্রমো রম্য এষ চাত্র প্রকাশতে ॥২২
আশ্রমশ্চৈব পুণ্যাখ্যঃ কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গঃ সুতো যস্য তপস্বী সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৩
তপসো যঃ প্রভাবেণ বর্ষয়ামাস বাসবম্।
অনাবৃষ্ট্যাং ভয়াদ্ যস্য ববর্ষ বলবৃত্রহা ॥২৪
মৃগ্যাং জাতঃ স তেজস্বী কাশ্যপস্য সুতঃ প্রভুঃ।
বিষয়ে লোমপাদস্য যশ্চাকারাদ্ভুতং মহৎ ॥২৫
নিবর্ত্তিতেষু শস্যেষু যস্মৈ শান্তাং দদৌ নৃপঃ।
লোমপাদো দুহিতরং সাবিত্রীং সবিতা যথা ॥২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ কথং মৃগ্যামুৎপন্নঃ কাশ্যপাত্মজঃ।
বিরুদ্ধে যোনিসংসর্গে কথঞ্চ তপসা যুতঃ ॥২৭
কিমর্থঞ্চ ভয়াচ্ছক্রস্তস্য বালস্য ধীমতঃ।
অনাবৃষ্ট্যাং প্রবৃত্তায়াং ববর্ষ বলবৃত্রহা ॥২৮
কথংরূপা চ সা শান্তা রাজপুত্রী যতব্রতা।
লোভয়ামাস যা চেতো মৃগভূতস্য তস্য বৈ ॥২৯
লোমপাদশ্চ রাজর্ষির্যদাশ্রূয়ত ধার্ম্মিকঃ।
কথং বৈ বিষয়ে তস্য নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥৩০

এতন্মে ভগবন্ সর্ব্বং বিস্তরেণ যথাতথম্।
বক্তুমর্হসি শুশ্রূষোর্ঋষ্যশৃঙ্গস্য চেষ্টিতম্ ॥৩১

লোমশ উবাচ।

বিভাণ্ডকস্য বিপ্রর্ষেস্তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
অমোঘবীর্য্যস্য সতঃ প্রজাপতিসমদ্যুতেঃ ॥৩১
শৃণু পুত্রো যথা জাত ঋষ্যশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্।
মহাহ্রদে মহাতেজা বালঃ স্থবিরসম্মতঃ ॥৩৩

হয়; সুতরাং তুমি অনুজগণের সহিত এখানে স্নান কর। নন্দায় স্নান করিবার পর তুমি কৌশিকী নদীতে যাইবে, যেখানে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ দল-বলের সহিত সেখানে স্নান করিয়া শীতসলিলা পুণ্যময়ী, রমণীয়া ও মঙ্গলকরী কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন।২১

লোমশ বলিলেন—হে ভরতর্ষভ! এই সেই কৌশিকী নদী, এই এখানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম দেখা যাইতেছে।২২

এই এখানে কশ্যপগোত্রীয় বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম দেখা যাইতেছে। তাহার পুত্রও তপস্বী ও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বর্ষণ করাইয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময় বৃত্রঘাতী ইন্দ্র তাঁহার ভয়ে বর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।২৩-২৪

ঐ প্রভাবশালী ঋষ্যশৃঙ্গমুনি কশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডকের ঔরসে ও মৃগীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি লোমপাদ রাজ্যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন।২৫

সূর্য্যদেব ব্রহ্মাকে যেমন নিজকন্যা সাবিত্রীকে দান করিয়াছিলেন, তেমনই লোমপাদও শস্য নিবর্ত্তিত হইলে তাঁহার শান্তানামে কন্যাকে শীঘ্রই ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদান করিলেন।২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! কশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ কেমন করিয়া মৃগীতে উৎপন্ন হইলেন? এবং বিরুদ্ধ যোনি-সংসর্গ লাভ করিয়াও তিনি তপস্বী হইলেন কি করিয়া?২৭

কেনই বা বালক ঋষ্যশৃঙ্গের ভয়ে ইন্দ্র অনাবৃষ্টিকালে বর্ষণ করিয়াছিলেন? ব্রতধারিণী রাজপুত্রী শান্তাই বা কি করিয়া মৃগরূপী ঋষ্যশৃঙ্গের চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারিয়াছিল? রাজর্ষি লোমপাদ ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে পাকশাসন (ইন্দ্র) বর্ষণই বা করিলেন না কেন? হে ভগবন্! আপনি আমার এই সমস্ত

মহাহ্রদং সমাসাদ্য কাশ্যপস্তপসি স্থিতঃ ।
দীর্ঘকালং পরিশ্রান্ত ঋষিঃ স দেবসম্মিতঃ ॥৩৪
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্বশীম্ ।
অপ্সূপস্পৃশতো রাজন্ মৃগী তচ্চাপিবৎ তদা ॥৩৫
সহ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিণী চাভবৎ ততঃ ।
সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা ॥৩৬
দেবকন্যা মৃগী ভূত্বা মুনিং সূয় বিমোক্ষ্যসে ।
অমোঘত্বাদ্ বিধেশ্চৈব ভাবিত্বাদ্ দৈবনির্ম্মিতাৎ ॥৩৭
তস্যাং মৃগ্যাং সমভবৎ তস্য পুত্রো মহানৃষিঃ ।
ঋষ্যশৃঙ্গস্তপোনিত্যো বন এবাভ্যবর্ত্তত ॥৩৮
তস্যর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজন্নাসীন্মহাত্মনঃ ।
তেনর্ষ্যশৃঙ্গ ইত্যেবং তদা স প্রথিতোঽভবৎ ॥৩৯
ন তেন দৃষ্টপূর্ব্বোঽন্যঃ পিতুরন্যত্র মানুষঃ ।
তস্মাৎ তস্য মনো নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেঽভবন্নৃপ ॥৪০
এতস্মিন্নেব কালে তু সখা দশরথস্য বৈ ।
লোমপাদ ইতি খ্যাতো হ্যঙ্গানামীশ্বরোঽভবৎ ॥৪১
তেন কামাৎ কৃতং মিথ্যা ব্রাহ্মণস্যেতি নঃ শ্রুতিঃ ।
স ব্রাহ্মণৈঃ পরিত্যক্তস্ততো বৈ জগতঃ পতিঃ ॥৪২
পুরোহিতাপচারাচ্চ তস্য রাজ্ঞো যদৃচ্ছয়া ।
ন ববর্ষ সহস্রাক্ষস্ততোঽপীড্যন্ত বৈ প্রজাঃ ॥৪৩
স ব্রাহ্মণান্ পর্য্যপৃচ্ছৎ তপোযুক্তান্ মনীষিণঃ ।
প্রবর্ষণে সুরেন্দ্রস্য সমর্থান্ পৃথিবীপতে ॥৪৪
কথং প্রবর্ষেৎ পর্জ্জন্য উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাম্ ।
তমূচুশ্চোদিতাস্তে তু স্বমতানি মনীষিণঃ ॥৪৫

প্রশ্নের উত্তরে উত্তমরূপে সবিস্তারে বলুন এবং ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্রও বর্ণনা করুন—আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ।২৭-৩১

লোমশ বলিলেন—তপস্যায় ভাবিতাত্মা ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডক অমোঘবীর্য্য ও প্রজাপতিতুল্য তেজস্বী ছিলেন। সেই পরমপূজনীয় মহর্ষির প্রতাপশালী, মহাতেজা এবং বালক হইয়াও বৃদ্ধতুল্য সেই ঋষ্যশৃঙ্গনামক পুত্র কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল—তাহা শ্রবণ কর ।৩২-৩৩

সেই কশ্যপগোত্রীয় দেবতুল্য মহর্ষি বিভাণ্ডক মহাহ্রদকে আশ্রয় করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ।৩৪

হে রাজন্। সেই সময় অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া জলের মধ্যে পড়িল, সেই সময় একটি ঋতুমতী মৃগী তৃষ্ণার্ত হইয়া সেই জল পান করিয়া গর্ভিণী হইল। ঐ মৃগী পূর্ব্বে দেবকন্যা ছিল; জগৎস্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে তাহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি মৃগী হইয়া কোন ঋষির জন্ম দিলে তোমার মুক্তি হইবে। বিভাণ্ডক ঋষির বীর্য্য অমোঘ হওয়ায় এবং ব্রহ্মার বচনও ঐরূপ হওয়ায় দৈববশতঃ ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মলাভ করিলেন এবং সেই বনের মধ্যে পিতার সঙ্গে অবস্থান করিয়া তপস্যা করত মহর্ষিরূপে খ্যাতিলাভ করিলেন ।৩৫-৩৮

রাজন্! সেই মহাত্মা ঋষির মাথায় একটা শৃঙ্গ ছিল; এইজন্য তাঁহার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ হইয়াছিল ।৩৯

হে নৃপ! তিনি সেই বনের মধ্যে পিতা ভিন্ন অন্য কোন মানুষকে দেখেন নাই, এজন্য ব্রহ্মচর্য্যে তাহার মন সদা নিবিষ্ট ছিল ।৪০

এই সময়ে মহারাজ দশরথের সখা, যিনি লোমপাদ নামে বিখ্যাত, তিনি অঙ্গরাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন ।৪১

তিনি সজ্ঞানে একজন ব্রাহ্মণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এজন্য সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন,—ইহা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার ফলে কোন পুরোহিত না পাওয়ায় যজ্ঞাদি দৈব কর্ম্ম তাহার রাজ্যে পণ্ড হইয়াছিল। রাজার এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ করেন নাই; তাহাতে প্রজাগণ কষ্ট পাইতে লাগিলেন ।৪২-৪৩

তত্র ষেকো মুনিবরস্তং রাজানমুবাচ হ।
কুপিতাস্তব রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণা নিষ্কৃতিং চর ॥৪৬
ঋষ্যশৃঙ্গং মুনিসুতমানয়স্ব চ পার্থিব।
বানেয়মনভিজ্ঞঞ্চ নারীণামার্জ্জবে রতম্ ॥৪৭
স চেদবতরেদ্ রাজন্ বিষয়ং তে মহাতপাঃ।
সদ্যঃ প্রবর্ষেৎ পর্জ্জন্য ইতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৮
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজন্ কৃত্বা নিষ্কৃতিমাত্মনঃ।
স গত্বা পুনরাগচ্ছৎ প্রসন্নেষু দ্বিজাতিষু ॥৪৯
রাজানমাগতং দৃষ্ট্বা প্রতিসংজগৃহুঃ প্রজাঃ।
ততোঽঙ্গপতিরাহূয় সচিবান্ মন্ত্রকোবিদান্ ॥৫০
ঋষ্যশৃঙ্গাগমে যত্নমকরোন্মন্ত্রনিশ্চয়ে।
সোঽধ্যগচ্ছদুপায়ং তু তৈরমাত্যৈঃ সহাচ্যুতঃ ॥৫১

হে ভূপতে! তিনি তখন মনীষী, তপস্বী এবং ইন্দ্রের দ্বারা বর্ষণ করাইতে সক্ষম এমন ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বর্ষণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।৪৪

তিনি বলিলেন, কি উপায় অবলম্বন করিলে মেঘ বারি বর্ষ করিবে? তাঁহারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ নিজ মত রাজাকে বলিলেন।৪৫

তাঁহাদের মধ্যে একজন মুনি রাজাকে বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণগণ আপনার উপর কুপিত হইয়াছেন, আপনি তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করুন এবং উহার সঙ্গে আর একটী কাজ করুন। আপনি মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে আনয়ন করুন, তিনি বনবাসী, নারীজন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং অত্যন্ত সরল। রাজন্! তিনি যদি আপনার রাজ্যে পাদস্পর্শ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ মেঘ বারি বর্ষণ করিবে; ইহাতে সন্দেহ নাই।৪৬-৪৮

রাজন্! ইহা শুনিয়া রাজা নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।৪৯

রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিয়া প্রজাগণ

শাস্ত্রজ্ঞৈরলমর্থজ্ঞৈর্নীত্যাঞ্চ পরিনিষ্ঠিতৈঃ।
ততশ্চানায়য়ামাস বারমুখ্যা মহীপতিঃ ॥৫২
বেশ্যাঃ সর্বত্র নিষ্ণাতাস্তা উবাচ স পার্থিবঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গমৃষেঃ পুত্রমানয়ধ্বমুপায়তঃ ॥৫৩
লোভয়িত্বাভিবিশ্বাস্য বিষয়ং মম শোভনাঃ।
তা রাজভয়ভীতাশ্চ শাপভীতাশ্চ যোষিতঃ ॥৫৪
অশক্যমূচুস্তৎ কার্য্যং বিবর্ণা গতচেতসঃ।
তত্র ত্বেকা জরদ্‌যোষা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৫৫
প্রযতিষ্যে মহারাজ তমানেতুং তপোধনম্।
অভিপ্রেতাংস্তু মে কামাংস্ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৫৬
ততঃ শক্যাম্যানয়িতুমৃষ্যশৃঙ্গমৃষেঃ সুতম্।
তস্যাঃ সর্বমভিপ্রেতমন্বজানাৎ স পার্থিবঃ ॥৫৭

সন্তুষ্ট হইল। অঙ্গদেশাধিপতি রাজা লোমপাদ তখন মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণকে ডাকাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। স্বীয় বংশমর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত ভূপতি লোমপাদ শাস্ত্রজ্ঞ ও নীতিনিপুণ অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন। তারপর ভূপতি বেশ্যাগণকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করা হউক এই কথা বলিলেন; কারণ, উহারা প্রলোভনাদি কার্য্যে কুশল” তিনি বলিলেন,—তোমরা যে কোন সঙ্গত উপায়ে মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে প্রলুব্ধ করিয়া বা তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া আমার রাজ্যে আনয়ন কর।

রাজা বেশ্যাগণকে ডাকাইয়া ঐ কার্য্যে উদ্‌যুক্ত করিলে তাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াই বিবর্ণমুখী হইল। একদিকে অমান্য করিলে রাজার; অপর দিকে মুনির শাপের ভয়—এই উভয় ভয়ে ভীতা হইয়া তাহারা যেন চৈতন্যহীনা হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা বেশ্যা রাজাকে এই কথা বলিল—হে মহারাজ! আপনার কার্য্য সাধনের জন্য আমরা যত্ন করিব। কিন্তু আমাদের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা আপনাকে করিতে হইবে; তাহা হইলে

ধনঞ্চ প্রদদৌ ভূরি রত্নানি বিবিধানি চ।
ততো রূপেণ সম্পন্না বয়সা চ মহীপতে।
স্ত্রিয় আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বনমঞ্জসা ॥৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১০

আমরা ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে আনিতে সক্ষম হইব। রাজা তখন তাহার সকল কথা স্বীকার করিলেন।৫৪-৫৭

ভূপতে! রাজা তাহাকে যথেষ্ট ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। তখন সেই বেশ্যা সত্বর রূপ ও যৌবনসম্পন্না কতকগুলি স্ত্রীকে (বেশ্যাকে) লইয়া ঋষ্যশৃঙ্গস্থিত বনের অভিমুখে প্রস্থান করিল।৫৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১০

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বেশ্যয়া ঋষ্যশৃঙ্গমুনেঃ প্রলোভনম্, আশ্রমমাগত্য বিভাণ্ডকমুনিনা নিজপুত্রায় চিন্তাকারণস্য জিজ্ঞাসা চ।]

লোমশ উবাচ।
সা তু নাব্যাশ্রমং চক্রে রাজকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব ভারত ॥১
নানা পুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈরুপশোভিতৈঃ
নানাগুল্মলতোপেতৈঃ স্বাদুকামফলপ্রদৈঃ ॥২
অতীব রমণীয়ং তদতীব চ মনোহরম্।
চক্রে নাব্যাশ্রমং রম্যমদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥৩
ততো নিবধ্য তাং নাবমদূরে কাশ্যপাশ্রমাৎ।
চারয়ামাস পুরুষৈর্বিহারং তস্য বৈ মুনেঃ ॥৪
ততো দুহিতরং বেশ্যাঃ সমাধায়েতি কার্য্যতাম্।
দৃষ্ট্বান্তরং কাশ্যপস্য প্রাহিণোদ্ বুদ্ধিসম্মতাম্ ॥৫
সা তত্র গত্বা কুশলা তপোনিত্যস্য সন্নিধৌ।
আশ্রমং তং সমাসাদ্য দদর্শ তমৃষেঃ সুতম্ ॥৬

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[বেশ্যা কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে প্রলোভন এবং আশ্রমে আসিয়া বিভাণ্ডক মুনি কর্তৃক নিজ পুত্রকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা।]

লোমশ বলিলেন,—হে ভরতবংশধর! রাজকার্য্য সিদ্ধির জন্য সেই বেশ্যা নিজ বুদ্ধি অনুসারে রাজার আদেশে একটী বৃহৎ নৌকার মধ্যে কোন এক কৃত্রিম রমণীয় আশ্রম রচনা করিল।১

নানা পুষ্প ও ফলের কৃত্রিম বৃক্ষে সুশোভিত স্বাদু ও অভীষ্ট ফলপ্রদ নানা গুল্ম ও লতাসমূহের দ্বারা অতীব রমণীয় ও মনোহর এবং দেখিতে আশ্চর্য্যজনক এক নাব্যাশ্রম নির্ম্মাণ করিল।২-৩

তারপর সেই আশ্রমবিশিষ্ট বৃহৎ নৌকাটি কাশ্যপাশ্রমের অদূরে রাখিয়া গুপ্তচরগণকে বিভাণ্ডকমুনি কখন আশ্রমের বাহিরে যান, তাহা জানিবার জন্য প্রেরণ করিল।৪

তারপর বিভাণ্ডকমুনি কখন আশ্রমে থাকেন না তাহা জানিয়া ঐ বৃদ্ধা বেশ্যা নিজের বুদ্ধিমতী কন্যা বেশ্যাকে প্রেরণ করিল।৫

বেশ্যোবাচ।

কচ্চিন্মুনে কুশলং তাপসানাং
কচ্চিচ্চ বো মূল-ফলং প্রভূতম্।
কচ্চিদ্ ভবান্ রমতে চাশ্রমেঽস্মিং-
স্ত্বাং বৈ দ্রষ্টুং সাম্প্রতমাগতোঽস্মি ॥৭

কচ্চিৎ তপো বর্দ্ধতে তাপসানাং
পিতা চ তে কচ্চিদহীনতেজাঃ
কচ্চিৎ ত্বয়া প্রীয়তে চৈব বিপ্র
কচ্চিৎ স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্ষ্যশৃঙ্গ ॥৮

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।

ঋদ্ধ্যা ভবান্ জ্যোতিরিব প্রকাশতে
মন্যে চাহং ত্বামভিবাদনীয়ম্।
পাদ্যং বৈ তে সম্প্রদাস্যামি কামাদ্
যথাধর্ম্মং ফলমূলানি চৈব ॥৯

কৌশ্যাং বৃষ্যামাস্স্ব যথোপজোষং
কৃষ্ণাজিনেনাবৃতায়াং সুখায়াম্।
ক চাশ্রমস্তব কিং নাম চেদং
ব্রতং ব্রহ্মংশ্চরসি দেববৎ ত্বম্ ॥১০

বেশ্যোবাচ

মমাশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র রম্য-
স্ত্রিযোজনং শৈলমিমং পরেণ।
তত্র স্বধর্ম্মো নাভিবাদনং মে
ন চোদকং পাদ্যমুপাস্পৃশামি ॥১১

ভবতা নাভিবাদ্যোঽহমভিবাদ্যো ভবান্ ময়া।
ব্রতমেতাদৃশং ব্রহ্মন্ পরিষ্বজ্যো ভবান্ ময়া ॥১২

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।

ফলানি পক্কানি দদানি তেঽহং
ভল্লাতকান্যামলকানি চৈব।
করূষকাণীঙ্গুদধন্বনানি
পিপ্পলানাং কামকারং কুরুষ্ব ॥১৩

সেই কার্য্যসাধনকুশলা বেশ্যা নিত্যই তপস্যা-নিরত সেই বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমে গিয়া তাঁহার পুত্রকে দর্শন করিল।৬

অনন্তর বেশ্যা বলিল,—হে মুনে! তাপসগণের কুশল তো? আশ্রমে যথেষ্ট ফলমূল আছে তো? আপনি এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই আমি এখন আসিয়াছি।৭

হে বিপ্র! তাপসগণের তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তো? আপনার পিতার তেজ অক্ষুণ্ণ আছে তো? আপনার উপর তাঁহার প্রীতি আছে তো? হে ঋষ্যশৃঙ্গ! আপনার বেদাধ্যয়নাদি ঠিক মত চলিতেছে তো? ৮

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—আপনি সমৃদ্ধিতে জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন। আমার মনে হইতেছে আপনি অভিবাদনীয়। যথাধর্ম্ম আমি আপনার পাদ্য ও যথাশক্তি ফলমূল প্রদান করিতেছি।৯

আপনি কৃষ্ণাজিনের দ্বারা আবৃত এই কুশাসনে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনার নাম কি? ব্রহ্মন্! আপনি দেবতার ন্যায় কি কোন ব্রত করিতেছেন? ১০

বেশ্যা বলিল,—হে কাশ্যপপুত্র! এই পর্ব্বতের ত্রিযোজন দূরে আমারও একটি রমণীয় আশ্রম আছে। সেখানে আমার ধর্ম্ম এইরূপ—আমি কাহারও প্রণাম গ্রহণ করি না; আপনার প্রদত্ত পাদ্য আমি স্পর্শ করিতে পারিব না।১১

আমি আপনার অভিবাদ্য নহি; কিন্তু আপনিই আমার অভিবাদ্য। হে ব্রাহ্মণ! আমার ইহাই ব্রত যে, আপনি আমাকে আলিঙ্গন করুন।১২

লোমশ উবাচ।

সা তানি সর্বাণি বিবর্জয়িত্বা
ভক্ষ্যাণ্যনর্হাণি দদৌ ততোঽস্ম।
তান্যৃষ্যশৃঙ্গস্ত মহারসানি
ভৃশং সুরূপাণি রুচিং দধুর্হি ॥১৪

দদৌ চ মাল্যানি সুগন্ধবন্তি
চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমন্তি।
পেয়ানি চাগ্র্যাণি ততো মুমোদ
চিক্রীড় চৈব প্রজহাস চৈব ॥১৫

সা কন্দুকেনারমতাস্ত মূলে
বিভজ্যমানা ফলিতা লতেব।
গাত্রৈশ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা
সমাশ্লিষচ্চাসকৃদৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥১৬

সর্জানশোকাংস্তিলকাংশ্চ বৃক্ষান্
সুপুষ্পিতানবনাম্যাবভজ্য।
বিলজ্জমানেব মদাভিভূতা
প্রলোভয়ামাস সুতং মহর্ষেঃ ॥১৭

অথর্ষ্যশৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য
পুনঃ পুনঃ পীড্য চ কায়মস্ত।
অবেক্ষ্যমাণা শনকৈর্জগাম
কৃত্বাগ্নিহোত্রস্ত তদাপদেশম্ ॥১৮

তস্যাং গতায়াং মদনেন মত্তো
বিচেতনশ্চাভবদৃষ্যশৃঙ্গঃ।
তামেব ভাবেন গতেন শূন্যে
বিনিঃশ্বসন্নার্তরূপো বভূব ॥১৯

ততো মুহূর্তাদ্ধরিপিঙ্গলাক্ষঃ
প্রবেষ্টিতো রোমভিরানখাগ্রাৎ।
স্বাধ্যায়বান্ বৃত্তসমাধিযুক্তো
বিভাণ্ডকঃ কাশ্যপঃ প্রাদুরাসীৎ ॥২০

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—আমি আপনাকে পাকা ফল দিতেছি। এই ভল্লাতক, আমলক, করূষ, ইঙ্গুদ, ধন্বন, পিপ্পল প্রভৃতি ফল প্রস্তুত আছে; আপনি ইচ্ছানুসারে এ সকল উপভোগ করুন।১৩

লোমশ বলিলেন,—সেই বেশ্যা তাঁহার ফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিজে তাহাকে দেখিতে সুন্দর, মহারসাল এবং অমূল্য ফলসমূহ প্রদান করিল এবং উহা ঋষ্যশৃঙ্গের খুবই রুচিকর হইল।১৪

তাহা ছাড়া অনেক সুগন্ধি মালা, বিচিত্র উজ্জ্বল বস্ত্র এবং সেই শ্রেষ্ঠ পেয় সকল বস্তু তাহাকে প্রদান করিল। তাহাতে ঋষ্যশৃঙ্গ খুবই আনন্দিত হইয়া বেশ্যার সহিত খেলা ও হাস্য করিতে লাগিলেন।১৫

বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটেই কন্দুক (বল) লইয়া হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিতে লাগিল এবং ফলভারে নত লতার ন্যায় আনত হইয়া নিজের শরীর দ্বারা তাঁহার শরীরের সংবাহনাদি সেবা করিতে লাগিল এবং বার বার তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিল।১৬

শাল, অশোক ও তিলক প্রভৃতি সুপুষ্পিত বৃক্ষসমূহকে হেলাইয়া দুলাইয়া ভঙ্গ করত মদমত্ত হইয়া নির্লজ্জা নারীর ন্যায় মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্রকে প্রলোভিত করিতে লাগিল।১৭

তারপর যখন বুঝিতে পারিল যে, ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত এখন অগ্নিহোত্রকাল উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং অগ্নিহোত্র হোম করিবার ছল করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।১৮

বেশ্যা চলিয়া গেলে কামার্ত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের জ্ঞান হারাইবার উপক্রম হইল; সেই নির্জন স্থানে তাহারই ভাবনা করিতে করিতে আর্ত অবস্থায় তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৯

সোঽপশ্যদাসীনমুপেত্য পুত্রং
ধ্যায়ন্তমেকং বিপরীতচিত্তম্।
বিনিঃশ্বসন্তং মুহুরূর্দ্ধদৃষ্টিং
বিভাণ্ডকঃ পুত্রমুবাচ দীনম্ ॥২১

ন কল্প্যন্তে সমিধঃ কিং নু তাত
কচ্চিদ্ধুতং চাগ্নিহোত্রং ত্বয়াদ্য।
সুনির্ণিক্তং স্রুক্স্রুবং হোমধেনুঃ
কচ্চিৎ সবৎসাদ্য কৃতা ত্বয়া চ ॥২২

ন বৈ যথাপূর্ব্বমিবাসি পুত্র
চিন্তাপরশ্চাসি বিচেতনশ্চ।
দীনোঽতিমাত্রং ত্বমিহাদ্য কিং নু
পৃচ্ছামি ত্বাং ক ইহাদ্যাগতোঽভূৎ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১১

তারপর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সিংহের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ লোচনবিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গরোমাবৃত, স্বাধ্যায়বান্, ও সদাচার-সমাধিনিষ্ঠ কশ্যপনন্দন বিভাণ্ডক মুনি আগমন করিলেন।২০

তিনি পুত্রকে একাকী, উদাসীন হইয়া উপবিষ্ট, চিন্তানিরত, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পুনঃ পুনঃ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপরায়ণ ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া বলিলেন।২১

তুমি কি সমিধ আহরণ কর নাই? হে বৎস! তুমি কি অগ্নিহোত্র সমাপ্ত করিয়াছ? স্রুক্ ও স্রুবগুলি কি মাজিয়াছ এবং হোমধেনুর দুগ্ধ কি বৎসকে পান করাইয়াছ? ২২

তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতেছি না; তুমি চিন্তান্বিত ও সংজ্ঞাহীনের ন্যায় হইয়াছ; অতিমাত্র দীনভাবাপন্ন বলিয়া তোমাকে মনে হইতেছে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আজ এখানে কেহ আসিয়াছিল কি? ২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানবিষয়ক একাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১১

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিতুঃ সমীপে ঋষ্যশৃঙ্গেণ স্বচিন্তাকারণং বর্ণয়তা ব্রহ্মচারিরূপধারিণ্যা বেশ্যায়া রূপস্য বর্ণনম্, তস্যা আচরণস্য বিবরণঞ্চ।]

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।
ইহাগতো জটিলো ব্রহ্মচারী
ন বৈ হ্রস্বো নাতিদীর্ঘো মনস্বী
সুবর্ণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ
সুতঃ সুরাণামিব শোভমানঃ ॥১

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[ঋষ্যশৃঙ্গকর্তৃক পিতার নিকট নিজ চিন্তার কারণ বর্ণনা করিতে করিতে ব্রহ্মচারিরূপধারিণী বেশ্যার রূপ বর্ণন এবং তাহার আচরণের বিবরণ।]

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—এখানে একজন জটাধারী মনস্বী ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। তাহার শরীর

সমৃদ্ধরূপঃ সবিতেব দীপ্তঃ
সুশ্লক্ষ্ণকৃষ্ণাক্ষিরতীব গৌরঃ।
নীলাঃ প্রসন্নাশ্চ জটাঃ সুগন্ধাঃ
হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতাঃ সুদীর্ঘাঃ ॥২

আশ্চর্য্যরূপা পুনরস্য কণ্ঠে
বিভ্রাজতে বিদ্যুদিবান্তরিক্ষে।
দ্বৌ চাস্য পিণ্ডাবধরেণ কণ্ঠা-
দজাতরোমৌ সুমনোহরৌ চ ॥৩

বিলগ্নমধ্যশ্চ স নাভিদেশে
কটিশ্চ তস্যাতিকৃতপ্রমাণা।
তথাস্য চীরান্তরতঃ প্রভাতি
হিরণ্ময়ী মেখলা মে যথেয়ম্ ॥৪

অন্যচ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং
বিকূজিতং পাদয়োঃ সম্প্রভাতি।
পাণ্যোশ্চ তদ্বৎ স্বনবন্নিবদ্ধৌ
কলাপকাবক্ষমালা যথেয়ম্ ॥৫

বিচেষ্টমানস্য চ তস্য তানি
কূজন্তি হংসাঃ সরসীব মত্তাঃ।
চীরাণি তস্যাদ্ভুতদর্শনানি
নেমানি তদ্বন্মম রূপবন্তি ॥৬

বক্ত্রঞ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং
প্রব্যাহৃতং হ্লাদয়তীব চেতঃ।
পুংস্কোকিলস্যেব চ তস্য বাণী
তাং শৃণ্বতো মে ব্যথিতোঽন্তরাত্মা ॥৭

যথা বনং মাধবমাসি মধ্যে
সমীরিতং শ্বসনেনেব ভাতি।
তথা স ভাত্যুত্তমপুণ্যগন্ধী
নিষেব্যমাণঃ পবনেন তাত ॥৮

সুসংযতাশ্চাপি জটা বিষক্তা
দ্বৈধীকৃতা নাতিসমা ললাটে।
কর্ণৌ চ চিত্রৈরিব চক্রবাকৈঃ
সমাবৃতৌ তস্য স্বরূপবদ্ভিঃ ॥৯

হ্রস্ব নয়, খুব দীর্ঘও নয়। তাহার বর্ণ সোণার ন্যায় ও লোচন আয়ত, তাহাকে দেখিতে যতই দেবতা বলিয়া মনে হইতেছিল ।১

তাহার রূপ সুন্দর, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল, তাহার লোচন নির্ম্মল ও কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট, বর্ণ অতীব গৌর, জটা নীল, মসৃণ, সুগন্ধিবিশিষ্ট এবং তাহার সুদীর্ঘ জটা সুবর্ণসূত্রের দ্বারা গ্রথিত ।২

উঁহার কণ্ঠে একটি আশ্চর্য্যরূপা মালা ছিল, যাহা গগনস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইতেছিল। উঁহার গলার নিম্নদেশে দুইটী মাংসপিণ্ড ছিল, যাহা রোমশূন্য, মনোহর ও খুব কোমল ছিল ।৩

উঁহার নাভিদেশসমীপে শরীরের মধ্যভাগ পিপিলিকার মধ্যভাগের ন্যায় কৃশ এবং কটিদেশ অত্যন্ত কৃশ ও নিতম্ব স্থূল ছিল, আমার মেখলার ন্যায় তাহার কটির নিম্নদেশে সুবর্ণের মেখলা ছিল ।৪

উঁহার পায়ে মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট নূপুর ছিল, হাত দুইটাতেও আমার রুদ্রাক্ষমালার ন্যায় দুইটি কঙ্কন ছিল; উঁহারও ধ্বনি মধুর ছিল ।৫

চলিতে ফিরিতে উঁহার শরীর হেলিতে দুলিতেছিল, তাহাতে উঁহার শরীরস্থিত আভরণগুলি হইতে সরোবরস্থিত মত্ত হংসের কূজনের ন্যায় মধুর ঝংকার ধ্বনি নির্গত হইতেছিল: উঁহার কৌপীনসমূহ এত সুন্দর ছিল যে, আমার কৌপীন তাহার তুলনায় কিছুই নয় ।৬

তাহার মুখ এত সুন্দর ছিল যে, দেখিয়াই হৃদয় আহ্লাদিত হইতেছিল এবং কোকিলের ন্যায় তাহার স্বর এত মধুর ছিল যে, তাহা শুনামাত্রই আমার চিত্ত ব্যথিত হইতেছিল ।৭

পিতঃ! যেমন বসন্ত ঋতুতে বা বৈশাখ মাসে বায়ুসঞ্চালিত বন সৌরভ বিস্তার করিয়া শোভা পায়, তেমনই ঐ ব্রহ্মচারীর শরীর হইতেও পবন সুগন্ধ বহন করিতে থাকায় সে তাদৃশ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল ।৮

তথা ফলং বৃত্তমথো বিচিত্রং
সমাহরৎ পাণিনা দক্ষিণেন।
তদ্ ভূমিমাসাদ্য পুনঃ পুনশ্চ
সমুৎপতত্যদ্ভুতরূপমুচ্চৈঃ ॥১০
তচ্চাভিহত্য পরিবর্ত্ততেঽসৌ
বাতেরিতো বৃক্ষ ইবাবঘূর্ণন্।
তং প্রেক্ষতঃ পুত্রমিবামরাণাং
প্রীতিঃ পরা তাত রতিশ্চ জাতা ॥১১
স মে সমাশ্লিষ্য পুনঃ শরীরং
জটাসু গৃহ্যাভ্যবনাম্য বক্ত্রম্।
বক্ত্রেণ বক্ত্রং প্রণিধায় শব্দং
চকার তন্মেঽজনয়ৎ প্রহর্ষম্ ॥১২
ন চাপি পাদ্যং বহু মন্যতেঽসৌ
ফলানি চেমানি ময়াহৃতানি।
এবং ব্রতোঽস্মীতি চ মামবোচৎ
ফলানি চান্যানি সমাদদন্মে ॥১৩
ময়োপযুক্তানি ফলানি যানি
নেমানি তুল্যানি রসেন তেষাম্।
ন চাপি তেষাং ত্বগিয়ং যথৈষাং
সারাণি নৈষামিব সন্তি তেষাম্ ॥১৪
তোয়ানি চৈবাতিরসানি মহ্যং
প্রাদাৎ স বৈ পাতুমুদাররূপঃ।
পীত্বৈব যান্যভ্যধিকঃ প্রহর্ষো
মমাভবদ্ ভূশ্চলিতেব চাসীৎ ॥১৫
ইমানি চিত্রাণি চ গন্ধবন্তি
মাল্যানি তন্তোদগ্রথিতানি পট্টৈঃ।
যানি প্রকীর্য্যেহ গতঃ স্বমেব
স আশ্রমং তপসা দ্যোতমানঃ ॥১৬
গতেন তেনাস্মি কৃতো বিচেতা
গাত্রঞ্চ মে সম্পরিদহ্যতীব।
ইচ্ছামি তস্যান্তিকমাশু গন্তুং
তং চেহ নিত্যং পরিবর্ত্তমানম্ ॥১৭

উহার জটা খুব সংযতভাবে বাঁধা ছিল এবং ললাটের নিকটে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; তাহার কর্ণদ্বয় কুণ্ডলে মণ্ডিত ও সুন্দর বিচিত্র চক্রবাকের ন্যায় নানা প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল।৯

উহার নিকট একটা বিচিত্র গোলাকার ফল ছিল, ডান হাতে তাহা লইয়া মাটির উপর ফেলিলেই উহা অদ্ভুত ভাবে উপরের দিকে উঠিতেছিল।১০

সেই ফলটাকে বার বার আঘাত করিয়া সে বায়ুচালিত বৃক্ষের ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া দেবতার পুত্র বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তাহার প্রতি আমার খুব প্রীতি ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল।১১

সে আমার শরীরকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া আমার জটার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়া মুখ আনত করত আমার মুখের সহিত তাহার মুখ লাগাইয়া এমন শব্দ করিতেছিল যে, তাহাতে আমার খুবই আনন্দ হইতেছিল।১২

সে আমার দেওয়া পাদ্য, ফলাদিকে গ্রহণ করিল না,—বলিল ঐরূপই তাহার ধর্ম্ম, কিন্তু আমাকে অনেক অন্য ফল দিল।১৩

তাহার দেওয়া ফলগুলি আমি ভক্ষণ করিয়াছি, উহা হইতে আমার ফলগুলি তাহার ফলের ন্যায় রসাল নয় ও সেরূপ সুস্বাদুও নয়; সে যে ফলগুলি আমাকে দিল, তাহার সবটাই রসাল, মধ্যে সার নাই, উহার খোসা নাই এবং ভয়ানক সুস্বাদু।১৪

সে আমাকে যে জলপান করিতে দিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত সরস ও সুমিষ্ট, উহা পান করিয়া আমার খুব আনন্দ হইল এবং পায়ের পৃথিবী যেন টলিতেছিল।১৫

এই বিচিত্র সব সুগন্ধি মালাগুলি, যাহা রেশমী সুতোর দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; যাহা ছিন্ন ভিন্ন

গচ্ছামি তস্যান্তিকমেব তাত
কা নাম সা ব্রহ্মচর্য্যা চ তস্য ।
ইচ্ছাম্যহং চরিতুং তেন সার্দ্ধং
যথা তপঃ স চরত্যার্য্যধর্ম্মা ॥১৮
চর্ত্তুং তথেচ্ছা হৃদয়ে মমাস্তি ।
দুনোতি চিত্তং যদি তং ন পশ্যে ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে দ্বাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১২

হইয়া এখানে পড়িয়া আছে, উহাদিগকে ফেলিয়াই তপোদীপ্ত ব্রহ্মচারী চলিয়া গিয়াছে।১৬

সে চলিয়া যাওয়ায় আমি অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছি; আমার শরীর যেন দগ্ধ হইতেছে, তাহার নিকট এখনই আমার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে; সে যেন প্রতিদিনই এখানে আসুক—ইহা আমি চাই।১৭

পিতঃ! আমি তাহার নিকট যাইতে চাই, আর্য্য-ধর্ম্মপালনকারী সেই ব্রহ্মচারী কি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন? আমার ইচ্ছা হয়, আমিও তাহার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করি। তাহার সহিত একত্রে বিচরণ করিতে খুবই ইচ্ছা হইতেছে; যদি তাহাকে আর না দেখি, তবে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইবে।১৮-১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানবিষয়ক দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১২

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অঙ্গরাজলোমপাদস্য সমীপে ঋষ্যশৃঙ্গস্য গমনম্, তস্মৈ রাজ্ঞঃ স্বীয়কন্যাদানম্, রাজ্ঞা বিভাণ্ডক-মুনেঃ সৎকারঃ, তং প্রতি মুনেঃ প্রসন্নতা চ।]

বিভাণ্ডক উবাচ।
রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র
রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন।
অতুল্যবীর্য্যাণ্যভিরূপবন্তি
বিঘ্নং সদা তপসশ্চিন্তয়ন্তি ॥১

সুরূপরূপাণি চ তানি তাত
প্রলোভয়ন্তে বিবিধৈরুপায়ৈঃ।
সুখাচ্চ লোকাচ্চ নিপাতয়ন্তি
তান্যুগ্ররূপাণি মুনীন্ বনেষু ॥২

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

[অঙ্গরাজ লোমপাদের নিকট ঋষিশৃঙ্গের গমন তাঁহাকে রাজার স্বীয় কন্যাদান, রাজাকর্ত্তৃক বিভাণ্ডমুনির সৎকার এবং তাঁহার প্রতি মুনির প্রসন্নতা।]

বিভাণ্ডক বলিলেন,—পুত্র! অতুলনীয় বীর্য্যসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় রূপবিশিষ্ট রাক্ষসগণ ঐরূপ অদ্ভুতদর্শন রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে এবং সর্ব্বদাই তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করার কথাই তাহারা চিন্তা করে।১

বৎস! সেই সমস্ত উগ্ররূপ রাক্ষসগণ সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ উপায়ে বনে তপস্বিগণকে প্রলোভিত করে এবং তাহাদিগকে আপাত সুখ দান করিয়া তপস্যা হইতে বিচ্যুত করে।২

ন তানি সেবেত মুনির্যতাত্মা
সতাং লোকান্ প্রার্থয়ানঃ কথঞ্চিৎ।
কৃত্বা বিঘ্নং তাপসানাং রমন্তে
পাপাচারাস্তাপসস্তান্ ন পশ্যেৎ ॥৩

অসজ্জনেনাচরিতানি পুত্র
পাপান্যপেয়ানি মধূনি তানি।
মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং
স্মৃতানি চিত্রোজ্জ্বলগন্ধবন্তি ॥৪

রক্ষাংসি তানীতি নিবার্য্য পুত্রং
বিভাণ্ডকস্তাং মৃগয়াম্বভূব।
নাসাদয়ামাস যদা ত্র্যহেণ
তদা স পর্য্যাববৃতেঽশ্রমায় ॥৫

যদা পুনঃ কাশ্যপো বৈ জগাম
ফলান্যাহর্তুং বিধিনাশ্রমাৎ সঃ।
তদা পুনর্লোভয়িতুং জগাম
সা বেশযোষা মুনিমৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥৬

দৃষ্ট্বৈব তামৃষ্যশৃঙ্গঃ প্রহৃষ্টঃ
সম্ভ্রান্তরূপোঽভ্যপতৎ তদানীম্।
প্রোবাচ চৈনাং ভবতঃ শ্রমায়
গচ্ছাব যাবন্ন পিতা মমৈতি ॥৭

ততো রাজন্ কাশ্যপস্যৈকপুত্রং
প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবম্।
প্রমোদয়ন্ত্যো বিবিধৈরুপায়ৈ-
রাজগ্মুরঙ্গাধিপতেঃ সমীপম্ ॥৮

সংস্থাপ্য তামাশ্রমদর্শনে তু
সন্তারিতাং নাবমথাতিশুভ্রাম্।
নীরাদুপাদায় তথৈব চক্রে
নাব্যাশ্রমং নাম বনং বিচিত্রম্ ॥৯

অন্তঃপুরে তং তু নিবেশ্য রাজা
বিভাণ্ডকস্যাত্মজমেকপুত্রম্।
দদর্শ দেবং সহসা প্রবৃষ্ট-
মাপূর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ॥১০

সজ্জনগণের লোকে যাইতে প্রার্থনা করে, এমন মুনি কখনও ঐ সকল সুখের সেবা করে না। তাপসগণের বিঘ্ন উৎপাদন করায় উহারা পাপাচারী বলিয়া জানিবে, সুতরাং সংযতচিত্ত তাপসগণ উহাদিগকে দর্শনও করিবেন না।৩

পুত্র! তুমি যাহা জল মনে করিয়াছ, উহা জল নহে, উহা মদ্য; উহা অসৎলোকেই পান করিয়া থাকে; বিচিত্র উজ্জ্বল উগ্র সুগন্ধবিশিষ্ট মাল্যসমূহ মুনিগণের পরিধান করা উচিত নয়।৪

'উহারা রাক্ষস' এই বলিয়া পুত্রকে নিবারণ করত বিভাণ্ডক উহাদিগকে বনের মধ্যে তিন দিন ধরিয়া খুঁজিলেন। কিন্তু তিন দিন পর্য্যন্ত উহার কোন চিহ্ন না দেখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।৫

তারপর কশ্যপনন্দন বিভাণ্ডকমুনি পুনরায় যখন ফলাদি আহরণ করিবার জন্য আশ্রম হইতে দূরে গিয়াছেন, তখন সেই যুবতী বেশ্যা পুনরায় ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত করিবার জন্য তথায় গমন করিল।৬

তাহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ঋষ্যশৃঙ্গ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—আমার পিতা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আপনার আশ্রমে আমরা যাই—চলুন।৭

রাজন্! তখন সেই বেশ্যা কশ্যপবংশধর বিভাণ্ডকমুনির একমাত্র পুত্রকে নৌকায় প্রবেশ করাইয়া বিবিধ উপায়ে তাহাকে আনন্দ দিতে দিতে অঙ্গাধিপতি লোমপাদের নিকট লইয়া আসিল।৮

রাজা নাবিকগণের দ্বারা জলের বাহিরে ঐ নৌকাটিকে এক স্থানে রাখিয়া তথা হইতে দেখা যায় এমন স্থানে আর একটি বিচিত্র 'নাব্যাশ্রম' নামক বন নির্ম্মাণ করিলেন।৯

স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ
সুতাং দদাবৃষ্যশৃঙ্গায় শান্তাম্।
ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ চক্রে
গাশ্চৈব মার্গেষু চ কর্ষণানি ॥১১
বিভাণ্ডকস্যাব্রজতঃ স রাজা
পশূন্ প্রভূতান্ পশুপাংশ্চ বীরান্।
সমাদিশৎ পুত্রগৃদ্ধী মহর্ষি-
র্বিভাণ্ডকঃ পরিপৃচ্ছেদ্ যদা বঃ ॥১২
স বক্তব্যঃ প্রাঞ্জলিভির্ভবদ্ভিঃ
পুত্রস্য তে পশবঃ কর্ষণঞ্চ।
কিং তে প্রিয়ং বৈ ক্রিয়তাং মহর্ষে
দাসাঃ স্ম সর্বে তব বাচি বদ্ধাঃ ॥১৩
অথোপায়াৎ স মুনিশ্চণ্ডকোপঃ
স্বমাশ্রমং মূলফলং গৃহীত্বা।
অন্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং
দদর্শ চুক্রোধ ততো ভৃশং সঃ ॥১৪
ততঃ স কোপেন বিদীর্য্যমাণ
আশঙ্কমানো নৃপতের্বিধানম্।
জগাম চম্পাং প্রতি ধক্ষ্যমাণ-
স্তমঙ্গরাজং সপুরং সরাষ্ট্রম্ ॥১৫
স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপস্তান্
ঘোষান্ সমাসাদিতবান্ সমৃদ্ধান্।
গোপৈশ্চ তৈর্বিধিবৎ পূজ্যমানো
রাজেব তাং রাত্রিমুবাস তত্র ॥১৬
অবাপ্য সৎকারমতীব তেভ্যঃ
প্রোবাচ কস্য প্রথিতাঃ স্থ গোপাঃ।
ঊচুস্ততস্তেঽভ্যুপগম্য সর্বে
ধনং তবেদং বিহিতং সুতস্য ॥১৭

রাজা লোমপাদ বিভাণ্ডকের একমাত্র পুত্রকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া দর্শন করিলেন যে, সহসা ইন্দ্রদেব বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই সময়ে ভয়ানক বর্ষায় সমস্ত রাজ্য আপ্লুত হইল।১০

লোমপাদের কামনা পূর্ণ হইল। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজ কন্যা প্রদান করিলেন এবং বিভাণ্ডকমুনির ক্রোধ শান্তির জন্য রাস্তায় বহু গোরু ও চাষের উপকরণাদি রাখিয়া দিলেন।১১

রাজা সেই পশুসমূহের রক্ষক ও ক্ষেত্রকর্ষকগণকে বলিয়া দিলেন—বিভাণ্ডকমুনি যদি তোমাদের নিকট তাহার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে তাঁহাকে তোমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে যে, মহর্ষি! এই সকল গোরু আপনার পুত্রেরই সম্পত্তি, আমরা যে সব জমি চাষ করিতেছি, তাহাও আপনার পুত্রেরই ভূমি।" আমরা সকলেই আপনার দাস, আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই আমরা করিতে প্রস্তুত।১২-১৩

তারপর প্রচণ্ড ক্রোধী সেই বিভাণ্ডকমুনি ফল ও মূল লইয়া নিজ আশ্রমে ফিরিলেন এবং পুত্রকে অন্বেষণ করিতে করিতে কোথাও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।১৪

তারপর তিনি ক্রোধে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া মনে আশঙ্কা করিলেন যে, "হয়তো লোমপাদ রাজারই এই কাজ হইবে।" তখন নগর ও রাষ্ট্রসহ তাহার পুরী দগ্ধ করিবার মানসে চম্পানগরীর দিকে রওনা হইলেন।১৫

অনন্তর ক্ষুধিত ও শ্রান্ত সেই বিভাণ্ডকমুনি সমৃদ্ধ ঘোষপল্লীতে উপস্থিত হইলে ঘোষগণ তাঁহাকে বিধিপূর্বক পূজা করিলেন এবং তিনিও পূজিত হইয়া সেখানে রাত্রি যাপন করিলেন।১৬

তাহাদের সৎকারে তৃপ্ত হইয়া মুনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কাহার গোপালক? তাহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ঋষির নিকটে

দেশেষু দেশেষু স পূজ্যমান-
স্তাংশ্চৈব শৃণ্বন্ মধুরান্ প্রলাপান্।
প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজাঃ প্রহৃষ্টঃ
সমাসসাদাঙ্গপতিং পুরস্থম্ ॥১৮

স পূজিতস্তেন নরর্ষভেণ
দদর্শ পুত্রং দিবি দেবং যথেন্দ্রম্।
শান্তাং স্নুষাং চৈব দদর্শ তত্র
সৌদামনীমুচ্চরন্তীং যথৈব ॥১৯

গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ সুতস্য দৃষ্ট্বা
শান্তাঞ্চ শান্তোঽস্য পরঃ স কোপঃ।
চকার তস্যৈব পরং প্রসাদং
বিভাণ্ডকো ভূমিপতের্নরেন্দ্র ॥২০

স তত্র নিক্ষিপ্য সুতং মহর্ষি-
রুবাচ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাবঃ।
জাতে চ পুত্রে বনমেবাব্রজেথা
রাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যস্য সর্বাণি কৃত্বা ॥২১

স তদ্বচঃ কৃতবানৃষ্যশৃঙ্গো
যযৌ চ যত্রাস্য পিতা বভূব।
শান্তা চৈনং পর্য্যচরন্নরেন্দ্র
খে রোহিণী সোমমিবানুকূলা ॥২২

অরুন্ধতী বা সুভগা বসিষ্ঠং
লোপামুদ্রা বা যথা হ্যগস্ত্যম্।
নলস্য বৈ দময়ন্তী যথাভূদ্
যথা শচী বজ্রধরস্য চৈব ॥২৩

নারায়ণী চেন্দ্রসেনা বভূব
বশ্যা নিত্যং মুদ্গলস্যাজমীঢ়।
(যথা সীতা দাশরথের্মহাত্মনো
যথা তব দ্রৌপদী পাণ্ডুপুত্র।)
তথা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গং বনস্থং
প্রীত্যা যুক্তা পর্য্যচরন্নরেন্দ্র ॥২৪

আসিয়া বলিলেন—এই সমস্ত ধনই আপনার পুত্রের ।১৭

এইরূপে দেশে প্রজাগণের দ্বারা পূজিত হইয়া এবং তাহাদের মুখে ঐরূপ মধুর কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইল এবং তিনি হৃষ্টমনে নগরস্থ অঙ্গাধিপতির নিকট আগমন করিলেন ।১৮

তিনি সেই রাজশ্রেষ্ঠকর্তৃক পূজিত হইয়া তথায় স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় পুত্রকে অবস্থিত দেখিলেন এবং সৌদামিনীর (বিদ্যুতের) ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা পুত্রবধূ শান্তাকেও দেখিলেন ।১৯

হে নরেন্দ্র। গ্রাম ও ঘোষপল্লীসমূহ এবং শান্তাকে নিজ পুত্রের সম্পত্তি দর্শন করিয়া মুনির কোপ শান্ত হইল এবং তিনি রাজার উপর বিশেষভাবে প্রসন্ন হইলেন ।২০

সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় প্রভাবশালী সেই মুনি পুত্রকে রাজার নিকট রাখিয়া তাহাকে বলিয়া আসিলেন—"তুমি রাজার সমস্ত প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বনে চলিয়া আসিবে।"২১

ঋষ্যশৃঙ্গও পিতার বচনানুসারে লোমপাদের প্রিয় সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় বনে পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। হে নরেন্দ্র! শান্তাও চন্দ্রের রোহিণীর ন্যায় ঋষ্যশৃঙ্গের অনুকূলা হইয়া অনুগমন করিল ।২২

সৌভাগ্যশালিনী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, দময়ন্তী যেমন নলের, এবং শচী যেমন ইন্দ্রের অনুকূলা ছিলেন, শান্তাও সেইরূপ ঋষ্যশৃঙ্গের অনুকূলা হইল ।২৩

নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মহর্ষি মুদ্গলের, (সীতা যেমন মহাত্মা দাশরথি শ্রীরামের বশীভূতা ছিলেন, হে পাণ্ডুপুত্র। দ্রৌপদী যেমন তোমার বশীভূতা আছেন,)

তত্তাশ্রমঃ পুণ্য এষোঽবভাতি
মহাহ্রদং শোভয়ন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ।
অত্র স্নাতঃ কৃতকৃত্যো বিশুদ্ধ-
তীর্থান্যন্যান্যনুসংযাহি রাজন্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গো-পাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৩

তেমনই শান্তাও বনস্থ ঋষ্যশৃঙ্গের বশীভূতা হইয়া হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল।২৪

তাঁহার সেই পুণ্যময় পবিত্রকীর্ত্তি আশ্রম এই মহাহ্রদকে পরিশোভিত করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। হে রাজন্। তুমি এখানে স্নান করত কৃতকৃত্য হইয়া অন্যান্য তীর্থসমূহ দর্শন কর।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৩

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য কৌশিকী-গঙ্গাসাগর-বৈতরণীনদীশ্চ দৃষ্ট্বা মহেন্দ্রপর্বতে গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রয়াতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়।
আনুপূর্ব্যেণ সর্বাণি জগামায়তনান্যথ ॥১
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্ ॥২
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত ॥৩

লোমশ উবাচ।

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ ॥৪
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥৫
সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যেঽপি পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥৬

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের কৌশিকী, গঙ্গাসাগর এবং বৈতরণী নদী দর্শন করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! অনন্তর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কৌশিকীনদীর তটবর্ত্তী সমস্ত তীর্থ ও দেবমন্দিরসমূহে ক্রমান্বয়ে গমন করিলেন।১

হে নৃপ! তিনি পরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করত পঞ্চশত নদীর মধ্যে অবগাহন করিলেন।২

হে ভারত! তারপর সমুদ্র তীর ধরিয়া বীর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কলিঙ্গ প্রদেশের (উড়িষ্যার) দিকে গমন করিতে লাগিলেন।৩

লোমশ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই সেই কলিঙ্গ প্রদেশ, এখানে বৈতরণী নদী আছে। এখানে ধর্ম্মও দেবতাগণের শরণ গ্রহণ করত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৪

এই বৈতরণীর উত্তর তীরে ঋষিগণ বাস করেন। উহা পর্ব্বতের দ্বারা শোভিত, যজ্ঞের উপযুক্ত এবং

অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ ॥৭

হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ।
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্মান্ সকলান্ বধীঃ ॥৮

ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিস্তে রুদ্রমস্তুবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥৯

ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥১০

অযাতযামং সর্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্ রুদ্রস্য শাশ্বতম্ ॥১১

ইমাং গাথামত্র গায়ন্নপঃ স্পৃশতি যো নরঃ।
দেবযানোঽস্য পন্থাশ্চ চক্ষুষাভিপ্রকাশতে ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বৈতরণীং সর্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্ ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উপস্পৃশ্যেহ বিধিবদস্যাং নদ্যাং তপোবলাৎ।
মানুষাদস্মি বিষয়াদপেতঃ পশ্য লোমশ ॥১৪
সর্বাল্লোঁকান্ প্রপশ্যামি প্রসাদাৎ তব সুব্রত।
বৈখানসানাং জপতামেষ শব্দো মহাত্মনাম্ ॥১৫

লোমশ উবাচ।

ত্রিশতং বৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির।
যত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেনং তূষ্ণীমাস্স্ব বিশাম্পতে ॥১৬
এতৎ স্বয়ম্ভুবো রাজন্ বনং দিব্যং প্রকাশতে।
যত্রায়জত রাজেন্দ্র বিশ্বকর্মা প্রতাপবান্ ॥১৭

এখানে বহু ব্রাহ্মণ সতত অবস্থান করেন।৫

স্বর্গে গমনকারী পুণ্যাত্মা পুরুষের নিকট ইহা দেবযান মার্গতুল্য। পুরাকালে অন্যান্য বহু ঋষিও এখানে দেবগণের উদ্দেশ্যে বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছেন।৬

হে রাজেন্দ্র! এখানে যজ্ঞে রুদ্র পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন। হে রাজশ্রেষ্ঠ! তিনি যজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ আমার ভাগ"।৭

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! পশুর হরণ হইয়া গেলে দেবতারা তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি পরের ধনে দ্রোহ করিবেন না এবং ধর্ম্মের সাধনভূত যজ্ঞভাগ গ্রহণের ইচ্ছা করিবেন না"।৮

তারপর কল্যাণময় বাক্যসমূহের দ্বারা সেই রুদ্রদেবের স্তুতি করত যজ্ঞের দ্বারা দেবতারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সম্মানপ্রদর্শন করিলেন।৯

তখন সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রদেব পশু ত্যাগ করত দেবযান মার্গে গমন করিলেন। রুদ্রের সম্বন্ধে এই বিষয়ে একটী শ্লোক আছে; হে যুধিষ্ঠির! তুমি তাহা শ্রবণ কর।১০

দেবতারা রুদ্রের ভয়ে সদ্যোনির্ম্মিত সকল ভাগের উত্তম ভাগ তাঁহার জন্য সর্ব্বকালীন ব্যবস্থা করিলেন।১১

যে মানব এই গাথা পাঠ করিয়া জল স্পর্শ করে, তাহার চক্ষের সম্মুখে দেবযান পথ প্রকাশিত হয়।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রৌপদীর সহিত মহাভাগ্যশালী পাণ্ডবগণ বৈতরণীতে অবগাহন করত পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিলেন।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে লোমশমুনে! এই নদীতে বিধি অনুসারে স্নান করায় এমন তপোবল উৎপন্ন হইয়াছে যে, আমি সকল মানবীয় বিষয় হইতে মুক্ত হইয়াছি।১৪

হে সুব্রত! আমি আপনার কৃপায় সকল লোক দেখিতে পাইতেছি। আমি বেদাধ্যয়নকারী মহাত্মা বৈখানস (বানপ্রস্থী) ঋষিগণের শব্দ শুনিতেছি।১৫

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমি যে ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ, উহা এখানে তিন লক্ষ

যস্মিন্ যজ্ঞে হি ভূর্দত্তা কশ্যপায় মহাত্মনে।
সপর্বতবনোদ্দেশা দক্ষিণার্থে স্বয়ম্ভুবা ॥১৮
অবাসীদচ্চ কৌন্তেয় দত্তমাত্রা মহী তদা।
উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রভুম্ ॥১৯
ন মাং মর্ত্যায় ভগবন্ কস্মৈচিদ্ দাতুমর্হসি।
প্রদানং মোঘমেতৎ তে যাস্যাম্যেষা রসাতলম্ ॥২০
বিষীদন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা কশ্যপো ভগবানৃষিঃ।
প্রসাদয়াম্বভূবাথ ততো ভূমিং বিশাম্পতে ॥২১
ততঃ প্রসন্না পৃথিবী তপসা তস্য পাণ্ডব।
পুনরুন্মজ্য সলিলাদ্ বেদীরূপা স্থিতা বভৌ ॥২২
সৈষা প্রকাশতে রাজন্ বেদী সংস্থানলক্ষণা।
আরুহ্যাত্র মহারাজ বীর্য্যবান্ বৈ ভবিষ্যসি ॥২৩
সৈষা সাগরমাসাদ্য রাজন্ বেদী সমাশ্রিতা।
এতামারুহ্য ভদ্রং তে ত্বমেকস্তর সাগরম্ ॥২৪

অহঞ্চ তে স্বস্ত্যয়নং প্রবোক্ষ্যে
যথা ত্বমেনামধিরোহসেঽদ্য।
স্পৃষ্টা হি মর্ত্যেন ততঃ সমুদ্র-
মেষা বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ় ॥২৫
ওঁ নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥২৬
অগ্নির্মিত্রো যোনিরাপোঽথ দেব্যো
বিষ্ণো রেতস্ত্বমমৃতস্য নাভিঃ।
এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং
বেদীমিমাং ত্বং ত্বরসাধিরোহ * ॥২৭
অগ্নিশ্চ তে যোনিরিড়া চ দেহো
রেতোধা বিষ্ণোরমৃতস্য নাভিঃ।
এবং জপন্ পাণ্ডব সত্য বাক্যং
ততোঽবগাহেত পতিং নদীনাম্ ॥২৮

যোজন দূর হইতে আসিতেছে ;—অতএব তুমি নিঃশব্দে অবস্থান কর ।১৬

হে রাজন্ ! ব্রহ্মার এই দিব্য বন দেখ, রাজেন্দ্র ! যেখানে প্রতাপী বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।১৭

এই বনে স্বয়ং ব্রহ্মা কশ্যপমুনিকে বন ও পর্ব্বতসহ সমস্ত ভূমি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছিলেন ।১৮

কুন্তীনন্দন ! তাঁহাকে দান করামাত্রই পৃথিবী অবসন্না হইতে লাগিলেন এবং কুপিতা হইয়া লোকপ্রভু ব্রহ্মাকে বলিলেন। হে ভগবন্ ! আপনি আমাকে কোন মানুষকে দান করিবেন না ; কারণ, আপনার এ দান ব্যর্থ হইয়াছে ; দেখুন—আমি রসাতলে যাইতেছি ।১৯-২০

রাজন্ ! পৃথিবীকে বিষণ্ণা দেখিয়া মহর্ষি ভগবান্ কশ্যপ তাঁহাকে স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করিলেন ।২১

হে পাণ্ডব ! তখন পৃথিবী তাঁহার তপস্যায় প্রসন্না হইলেন এবং জল হইতে উত্থিতা হইয়া বেদীরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।২২

রাজন্ ! এই পৃথিবী এখানে মৃত্তিকার বেদীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ! মহারাজ ! তুমি ইহাতে আরোহণ কর, তাহাতে তুমি বলবান্ হইবে ।২৩

রাজন্ ! এই বেদীরূপা পৃথিবী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি একাকী ইহার উপর আরোহণ করিলে, তোমার কল্যাণ হইবে, অতএব তুমি একাকীই সমুদ্রে অবতরণ কর ।২৪

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা এখানে প্রদর্শিত হইল,—

হে সমুদ্র ! অগ্নি, সূর্য্য ও দিব্য জল—এই সকল তোমার যোনি (উৎপত্তি কারণ), তুমি বিষ্ণুর বীর্য্যস্বরূপ ও অমৃতের উৎপত্তি স্থান। হে পাণ্ডব ! এই সত্যবাক্যের উচ্চারণ করিয়া তুমি সত্বর এই বেদীতে আরোহণ কর।

হে সমুদ্র ! অগ্নি তোমার যোনি ও যজ্ঞ তোমার শরীর; তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর শক্তির আধার ও মোক্ষের সাধন। হে পাণ্ডব ! তুমি এই সত্যবাক্যের উচ্চারণ করিয়া নদীপতি এই সাগরে স্নান কর ।২৮

অন্যথা হি কুরুশ্রেষ্ঠ দেবযোনিরপাং পতিঃ।
কুশাগ্রেণাপি কৌন্তেয় ন স্প্রষ্টব্যো মহোদধিঃ ॥২৯
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাত্মা
যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ।
কৃত্বা চ তচ্ছাসনমস্য সর্ব্বং
মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং মহেন্দ্রাচলগমনে চতুর্দ্দশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৪

আমি তোমার জন্য স্বস্তিবাচন করিব, যাহাতে তুমি এখনই ইহাতে আরোহণ করিতে পার। হে অজমীঢ়বংশজাত যুধিষ্ঠির! সাধারণ মানুষ ইহাকে স্পর্শ করিলেই ইহা সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে।২৫

প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব যাঁহাতে লীন হইয়া যায় এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার। হে দেবদেব নারায়ণ! আপনি লবণ সমুদ্রে সন্নিহিত হউন।২৬

হে নারায়ণ! আপনি অগ্নি, সূর্য্য ও দিব্য জল, আপনি জগতের যোনি (উৎপত্তি কারণ), আপনি বিষ্ণুর (পরমাত্মার) বীর্য্যস্বরূপ অর্থাৎ সাকার অবস্থা ও অমৃতের (মোক্ষের) উৎপত্তি স্থান —প্রধান কারণ"। হে পাণ্ডব! এই সত্যবাক্যের উচ্চারণ করিয়া তুমি সত্বর এই বেদীতে আরোহণ কর।২৭

হে নারায়ণ! তেজোময় নিরাকার ব্রহ্ম আপনার যোনি ও যজ্ঞ বা বাক্ আপনার শরীর; নিত্যমুক্ত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের অংশ আপনার বিরাট্ অবস্থার জনক। হে পাণ্ডব! এই সত্য কথা বলিতে বলিতে নদীপতি এই সাগরে স্নান কর (এই মন্ত্র সমুদ্র-স্নানের সময় পাঠ করিতে হয়)।২৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জলপতি সমুদ্র দেবতাগণের অধিষ্ঠান। কুন্তীনন্দন! এ মন্ত্র না বলিয়া এই মহোদধিকে কুশাগ্র দ্বারাও স্পর্শ করা উচিত নয়।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাত্মা যুধিষ্ঠির লোমশ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগরে গেলেন। তারপর লোমশ মুনির আদেশ মানিয়া সমস্ত কার্য্য করত যুধিষ্ঠির মহেন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সেখানে রাত্রিতে নিবাস করিলেন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে মহেন্দ্রপর্ব্বতগমনবিষয়ক চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৪

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরসমীপে অকৃতব্রণস্য পরশুরামস্যোপাখ্যানবর্ণনম্, ঋচীকমুনিনা সহ গাধিকন্যায়া বিবাহঃ, জমদগ্নেরুৎপত্তিকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স তত্র তামুষিত্বৈকাং রজনীং পৃথিবীপতিঃ
তাপসানাং পরং চক্রে সৎকারং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

[অকৃতব্রণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট পরশুরামের উপাখ্যান বর্ণন, ঋচীকমুনির সহিত গাধি-কন্যার বিবাহ এবং জমদগ্নির উৎপত্তি কথন]

লোমশস্তস্য তান্ সর্বানাচখ্যৌ তত্র তাপসান্।
ভৃগূনঙ্গিরসশ্চৈব বশিষ্ঠানথ কাশ্যপান্ ॥২
তান্ সমেত্য স রাজর্ষিরভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
রামস্যানুচরং বীরমপৃচ্ছদকৃতব্রণম্ ॥৩
কদা তু রামো ভগবাংস্তাপসান্ দর্শয়িষ্যতি।
তেনৈবাহং প্রসঙ্গেন দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভার্গবম্ ॥৪
অকৃতব্রণ উবাচ।
আয়ানেবাসি বিদিতো রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
প্রীতিস্ত্বয়ি চ রামস্য ক্ষিপ্রং ত্বাং দর্শয়িষ্যতি ॥৫
চতুর্দশীমষ্টমীঞ্চ রামং পশ্যন্তি তাপসাঃ।
অস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ভবিত্রী শ্বশ্চতুর্দশী ॥৬
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভবাননুগতো রামং জমদগ্ন্যং মহাবলম্।
প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্য পূর্ববৃত্তস্য কর্মণঃ ॥৭
স ভবান্ কথয়ত্বদ্য যথা রামেণ নির্জিতাঃ।
আহবে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে কথং কেন চ হেতুনা ॥৮
অকৃতব্রণ উবাচ।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমম্।
ভৃগূণাং রাজশার্দূল বংশে জাতস্য ভারত ॥৯
রামস্য জামদগ্ন্যস্য চরিতং দেবসম্মিতম্।
হৈহয়াধিপতেশ্চৈব কার্তবীর্য্যস্য ভারত ॥১০
রামেণ চার্জুনো নাম হৈহয়াধিপতির্হতঃ।
তস্য বাহুশতান্যাসংস্ত্রীণি সপ্ত চ পাণ্ডব ॥১১
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন বিমানং কাঞ্চনং তথা।
ঐশ্বর্য্যং সর্বভূতেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥১২
অব্যাহতগতিশ্চৈব রথস্তস্য মহাত্মনঃ।
রথেন তেন তু সদা বরদানেন বীর্য্যবান্ ॥১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠির সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তাপসগণের সৎকার করিলেন।১

লোমশমুনি যুধিষ্ঠিরকে ইঁহারা ভৃগু, ইঁহারা বশিষ্ঠ ও ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় মহাত্মা—এইরূপে তত্রত্য তাপসগণের পরিচয় দিলেন।২

রাজর্ষি যুধিষ্ঠির করযোড়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং পরশুরামের সেবক বীরবর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

ভগবান্ ভৃগুবংশধর পরশুরাম কখন তাপসগণকে দর্শন দিবেন; তাহা জানিলে আমিও এই প্রসঙ্গে তাঁহার দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতাম।৪

অকৃতব্রণ বলিলেন,—হে রাজন্! আত্মতত্ত্বজ্ঞ পরশুরাম পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে, আপনি এখানে আসিয়াছেন। আপনার উপর তাঁহার খুবই প্রীতি আছে, তিনি শীঘ্রই আপনাকে দর্শন দিবেন।৫

... ও অষ্টমী তিথিতে পরশুরাম তাপসগণকে দর্শন দিয়া থাকেন। আজ রাত্রি অতীত হইলেই আগামী কাল চতুর্দশী তিথি হইবে।৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি ভগবান্ পরশুরামের অনুগত ভক্ত। তিনি পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা সকলই আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।৭

অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া, তিনি কেন ও কিভাবে সকল ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে নিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।৮

অকৃতব্রণ বলিলেন,—হে ভারত! হে রাজশার্দ্দূল! ভৃগুবংশে জাত ভগবান্ জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের উত্তম উপাখ্যান আপনাকে বলিব।৯

ভারত! জমদগ্নিকুমার পরশুরাম ও হৈহয়বংশজাত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের চরিত্র দেবতুল্য।১০

পাণ্ডুনন্দন! পরশুরাম যে হৈহয়াধিপতিকে বধ করিয়াছিলেন, সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের এক হাজার হাত ছিল।১১

হে পৃথিবীপতে! তিনি মহামুনি দত্তাত্রেয়ের

মমর্দ দেবান্ যক্ষাংশ্চ ঋষীংশ্চৈব সমন্ততঃ।
ভূতাংশ্চৈব স সর্ব্বাংস্তু পীড়য়ামাস সর্বতঃ ॥১৪
ততো দেবাঃ সমেত্যাহুর্ঋষয়শ্চ মহাব্রতাঃ।
দেবদেবং সুরারিঘ্নং বিষ্ণুং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৫
ভগবন্ ভূতরক্ষার্থমর্জুনং জহি বৈ প্রভো।
বিমানেন চ দিব্যেন হৈহয়াধিপতিঃ প্রভুঃ ॥১৬
শচীসহায়ং ক্রীড়ন্তং ধর্ষয়ামাস বাসবম্।
ততস্তু ভগবান্ দেবঃ শক্রেণ সহিতস্তদা ॥
কার্তবীর্য্যবিনাশার্থং মন্ত্রয়ামাস ভারত ॥১৭
যৎ তদ্ ভূতহিতং কার্য্যং সুরেন্দ্রেণ নিবেদিতম্।
সম্প্রতিশ্রুত্য তৎ সর্বং ভগবাল্লোঁকপূজিতঃ ॥১৮
জগাম বদরীং রম্যাং স্বমেবাশ্রমমণ্ডলম্।
এতস্মিন্নেব কালে তু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥১৯

কৃপায় সুবর্ণখচিত রথ এবং সমস্ত প্রাণীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন।১২

সেই মহাত্মার রথের গতি অব্যাহত ছিল। তিনি সেই রথের দ্বারা এবং দত্তাত্রেয়ের বরে বীর্য্যবান্ হইয়া দেবতা, যক্ষ, ঋষি ও অন্যান্য সকল প্রাণিকে সদা সর্ব্বতোভাবে পীড়ন করিতে লাগিলেন।১৩-১৪

তখন দেবতাগণ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবদেব অসুরহন্তা সত্যপরাক্রম বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিলেন,—হে প্রভো ভগবন্! আপনি প্রাণিসমূহের রক্ষার জন্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করুন। এই শক্তিমান্ হৈহয়রাজ দিব্য বিমানে ভ্রমণ করিতে করিতে শচীর সহিত ক্রীড়ারত ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত ধর্ষণ করিয়াছেন। হে ভারত! তখন ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রের সহিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বধ বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।১৫-১৭

প্রাণিহিতকর সকল কার্য্যের কথা ইন্দ্র বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন। সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ বিষ্ণু তাহা সবই শুনিলেন এবং ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের

কান্যকুব্জে মহানাসীৎ পার্থিবঃ সুমহাবলঃ।
গাধীতি বিশ্রুতো লোকে বনবাসং জগাম হ ॥২০
বনে তু তস্য বসতঃ কন্যা জজ্ঞেঽপ্সরঃসমা।
ঋচীকো ভার্গবস্তাঞ্চ বরয়ামাস ভারত ॥২১
তমুবাচ ততো গাধির্ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্।
উচিতং নঃ কুলে কিঞ্চিৎ পূর্বৈর্যৎ সম্প্রবর্তিতম্ ॥২২
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্।
সহস্রং বাজিনাং শুল্কমিতি বিদ্ধি দ্বিজোত্তম ॥২৩
স চাপি ভগবান্ বাচ্যো দীয়তামিতি ভার্গব।
দেয়া মে দুহিতা চৈব ত্বদ্বিধায় মহাত্মনে ॥২৪

ঋচীক উবাচ।

একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্।
দাস্যাম্যশ্বসহস্রং তে মম ভার্য্যা সুতাস্তু তে ॥২৫

প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজ রমণীয় বদরিকাশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে পৃথিবীতে কান্যকুব্জে গাধি নামে এক বিখ্যাত অতিশয় বলবান্ রাজা ছিলেন। যখন তিনি ভার্য্যার সহিত বন গমন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন, তখন সেই বনে তাঁহার একটী অপ্সরাতুল্য রূপবতী কন্যা হয়। হে ভারত! ভৃগুবংশে জাত ঋচীক মুনি তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।১৮-২১

তখন মহারাজ গাধি তীক্ষ্ণব্রতধারী সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের বংশের কন্যার জন্য শুল্ক লইবার যে নিয়ম প্রচলন করিয়াছেন, তাহা আমারও পালন করা উচিত মনে করি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাহাদের শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং একটা কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপ এক হাজার বেগগামী অশ্বই হইতেছে এই কন্যার শুল্ক—ইহা আপনি জানিয়া রাখুন।২২-২৩

হে ভৃগুবংশধর! এই শুল্ক প্রদান করিলে আপনাকে কেহ নিন্দা করিবে না। আপনি এই শুল্ক

অকৃতব্রণ উবাচ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় রাজন্ বরুণমব্রবীৎ।
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ॥২৬
সহস্রং বাজিনামেকং শুল্কার্থং মে প্রদীয়তাম্।
তস্মৈ প্রাদাৎ সহস্রং বৈ বাজিনাং বরুণস্তদা ॥২৭
তদশ্বতীর্থং বিখ্যাতমুত্থিতা যত্র তে হয়াঃ।
গঙ্গায়াং কান্যকুব্জে বৈ দদৌ সত্যবতীং তদা ॥২৮
ততো গাধিঃ সুতাং চাস্মৈ জন্যাশ্চাসন্ সুরাস্তদা।
লব্ধ্বা হয়সহস্রং তু তাংশ্চ দৃষ্ট্বা দিবৌকসঃ ॥২৯
ধর্ম্মেণ লব্ধ্বা তাং ভার্য্যামৃচীকো দ্বিজসত্তমঃ।
যথাকামং যথাজোষং তয়া রেমে সুমধ্যয়া ॥৩০
তং বিবাহে কৃতে রাজন্ সভার্য্যমবলোককঃ।
আজগাম ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠং পুত্রং দৃষ্ট্বা ননন্দ হ ॥৩১

ভার্য্যাপতী তমাসীনং গুরুং সুরগণার্চিতম্।
অর্চিত্বা পর্য্যুপাসীনৌ প্রাঞ্জলী তস্থতুস্তদা ॥৩২

ততঃ স্নুষাং স ভগবান্ প্রহৃষ্টো ভৃগুরব্রবীৎ।
বরং বৃণীষ্ব সুভগে দাতা হ্যস্মি তবেপ্সিতম্ ॥৩৩

সা বৈ প্রসাদয়ামাস তং গুরুং পুত্রকারণাৎ।
আত্মনশ্চৈব মাতুশ্চ প্রসাদঞ্চ চকার সঃ ॥৩৪

ভৃগুরুবাচ।

ঋতৌ ত্বং চৈব মাতা চ স্নাতে পুংসবনায় বৈ।
আলিঙ্গেতাং পৃথগ্ বৃক্ষৌ সাশ্বত্থং তমুদুম্বরম্ ॥৩৫

চরুদ্বয়মিদং ভদ্রে জনন্যাশ্চ তবৈব চ।
বিশ্বমাবর্ত্তয়িত্বা তু ময়া যত্নেন সাধিতম্ ॥৩৬

দিলেই আপনার ন্যায় মহাত্মাকে আমি আমার কন্যা প্রদান করিব (কন্যা প্রদান করিতে আমার কোন অনিচ্ছা নাই।) ।২৪

ঋচীক বলিলেন,—এক কর্ণ শ্যামবর্ণ ও পাণ্ডুর বর্ণ শরীরবিশিষ্ট এক হাজার বেগগামী অশ্ব আপনাকে আমি দিব, কিন্তু আপনার কন্যাকে ভার্য্যারূপে আমাকে দিতে হইবে ।২৫

অকৃতব্রণ বলিলেন,—হে রাজন্! এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি লোকপাল বরুণের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন—আপনি আমাকে যাহাদের একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ ও শরীর পাণ্ডুরবর্ণ, এইরূপ একহাজার বেগগামী অশ্ব প্রদান করুন। বরুণ তখন তাঁহাকে ঐরূপ এক হাজার অশ্ব দিলেন ।২৬-২৭

যেখানে ঐ অশ্বগুলি আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই স্থান অশ্বতীর্থ নামে খ্যাত। অনন্তর গাধি ঐরূপ সহস্র অশ্ব লাভ করিয়া কান্যকুব্জ প্রদেশে গঙ্গার তীরে ঋচীক মুনির সহিত নিজ কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দিলেন ।২৮

দেবতারা সেই বিবাহে বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট ঐ অশ্বগুলি দেখিয়া গেলেন ।২৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋচীক ধর্ম্মপূর্ব্বক ঐ কন্যাকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছামত সুখের সহিত সুমধ্যমা ভার্য্যার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ।৩০

হে রাজন্! বিবাহের পর ভৃগুমুনি তথায় আগমন করত ভার্য্যার সহিত অবস্থিত পুত্রকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন ।৩১

ভার্য্যা ও পতি উভয়ে সমুপস্থিত দেবগণ-বন্দিত পিতা ও শ্বশুরকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন ।৩২

তখন ভৃগুমুনি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রবধূকে বলিলেন—"আমি তোমাকে ঈপ্সিত বর দিতে ইচ্ছুক, তুমি ইচ্ছামত বর চাহিয়া লও" ।৩৩

সত্যবতী তখন শ্বশুরকে সেবার দ্বারা প্রসন্ন করিয়া নিজের ও মাতার জন্য পুত্রবর চাহিলেন। সেই মুনি তখন প্রসন্ন হইলেন। ৩৪

প্রাশিতব্যং প্রযত্নেন চেত্যুক্ত্বা দর্শনং গতঃ।
আলিঙ্গনে চরৌ চৈব চক্রতুস্তে বিপর্য্যয়ম্ ॥৩৭
ততঃ পুনঃ স ভগবান্ কালে বহুতিথে গতে।
দিব্যজ্ঞানাদ্ বিদিত্বা তু ভগবানাগতঃ পুনঃ ॥৩৮
অথোবাচ মহাতেজা ভৃগুঃ সত্যবতীং স্নুষাম্।
উপযুক্তশ্চরুর্ভদ্রে বৃক্ষে চালিঙ্গনং কৃতম্ ॥৩৯
বিপরীতেন তে শুভ্রুমাত্রা চৈবাসি বঞ্চিতা।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রবৃত্তির্বৈ তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৪০
ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণাচারো মাতুস্তব সুতো মহান্।
ভবিষ্যতি মহাবীর্য্যঃ সাধূনাং মার্গমাস্থিতঃ ॥৪১
ততঃ প্রসাদয়ামাস শ্বশুরং সা পুনঃ পুনঃ।
ন মে পুত্রো ভবেদীদৃক্ কামং পৌত্রো ভবেদিতি ॥৪২
এবমস্ত্বিতি সা তেন পাণ্ডব প্রতিনন্দিতা।
জমদগ্নিং ততঃ পুত্রং জজ্ঞে সা কাল আগতে ॥৪৩
তেজসা বর্চসা চৈব যুক্তং ভার্গবনন্দনম্।
স বর্দ্ধমানস্তেজস্বী বেদস্যাধ্যয়নেন চ ॥৪৪
বহূনৃষীন্ মহাতেজাঃ পাণ্ডবেয়াত্যবর্ত্তত।
তং তু কৃৎস্নো ধনুর্বেদঃ প্রত্যভাদ্ ভরতর্ষভ।
চতুর্বিধানি চাস্ত্রাণি ভাস্করোপমবর্চসম্ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং কার্ত্তবীর্য্যোপাখ্যানে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৫

ভৃগুমুনি বলিলেন,—'তুমি ও তোমার মাতা ঋতু-দর্শনের অনন্তর ঋতুস্নাত হইয়া দুইজন পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে। তুমি উডুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষকে এবং তোমার মাতা অশ্বত্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে।৩৫

কল্যাণি! আমি বিরাট্ পুরুষ ভগবানের ধ্যান করত তোমার ও তোমার মাতার জন্য দুইটি পৃথক্ চরু তৈয়ার করিয়াছি।৩৬

তোমরা উভয়ে নিজ নিজ চরু ভক্ষণ করিবে—এই বলিয়া ভৃগুমুনি অন্তর্ধান করিলেন। কিন্তু তাহারা মাতাপুত্রী বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরুভক্ষণ ব্যাপারে বৈপরীত্য করিলেন।৩৭

অনেকদিন চলিয়া গেলে ভগবান্ ভৃগুমুনি দিব্যজ্ঞানে ঐ ব্যাপার জানিতে পারিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৩৮

অনন্তর মহাতেজা ভৃগু পুত্রবধূ সত্যবতীকে বলিলেন,—ভদ্রে! তোমরা চরুভক্ষণ ও বৃক্ষালিঙ্গনের ব্যাপারে বৈপরীত্য করিয়াছ! ইহার ফলে তুমি মাতাকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছ। সুভ্রু! তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মিবে।৩৯-৪০

আর তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচারসম্পন্ন মহাবীর্য্যবান্ সাধুগণের মার্গাবলম্বী ক্ষত্রিয় পুত্র হইবে।৪১

তখন সত্যবতী শ্বশুরকে বার বার প্রার্থনা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমার পুত্র যেন ঐরূপ না হয়, আমার পৌত্র ঐরূপ হউক, ইহাতে আমার আপত্তি নাই।৪২

হে পাণ্ডুনন্দন! তখন ভৃগু তাঁহাকে বলিলেন, "তাহাই হউক"। ইহাতে সত্যবতী আনন্দিতা হইলেন এবং যথাকালে যে পুত্র প্রসব করিলেন. তাঁহার নাম হইল জমদগ্নি।৪৩

পাণ্ডুবংশধর তেজ ও বেদাধ্যায়নপ্রযুক্তব্রহ্ম-শক্তির দ্বারা সেই পুত্র অনেক বিখ্যাত ঋষিকেও অতিক্রম করিলেন।৪৪

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সেই জমদগ্নির নিকট সমগ্র ধনুর্বেদ ও সকল প্রকার অস্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাবিষয়ে অগস্ত্যের সমুদ্রগমনে পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৫

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিতুরাজ্ঞয়া পরশুরামস্য মাতৃমস্তকচ্ছেদনম্, পিতৃকৃপয়া পুনস্তস্য সংযোগঃ, পরশুরামেণ কার্তবীর্য্যার্জুনস্য বিনাশঃ, তস্য পুত্রৈর্জমদগ্নিমুনেঃ সংহারশ্চ।]

অকৃতব্রণ উবাচ।

স বেদাধ্যয়নে যুক্তো জমদগ্নির্মহাতপাঃ।
তপস্তেপে ততো দেবান্ নিয়মাদ্ বশমানয়ৎ ॥১
স প্রসেনজিতং রাজন্নধিগম্য নরাধিপম্।
রেণুকাং বরয়ামাস স চ তস্মৈ দদৌ নৃপঃ ॥২
রেণুকাং ত্বথ সম্প্রাপ্য ভার্য্যাং ভার্গবনন্দনঃ।
আশ্রমস্থস্তয়া সার্দ্ধং তপস্তেপেঽনুকূলয়া ॥৩
তস্যাঃ কুমারাশ্চত্বারো জজ্ঞিরে রামপঞ্চমাঃ।
সর্বেষামজঘন্যস্তু রাম আসীজ্জঘন্যজঃ ॥৪
ফলাহারেষু সর্বেষু গতেষ্বথ সুতেষু বৈ।
রেণুকা স্নাতুমগমৎ কদাচিন্নিয়তব্রতা ॥৫
সা তু চিত্ররথং নাম মার্তিকাবতকং নৃপম্।
দদর্শ রেণুকা রাজন্নাগচ্ছন্তী যদৃচ্ছয়া ॥৬
ক্রীড়ন্তং সলিলে দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পদ্মমালিনম্।
ঋদ্ধিমন্তং ততস্তস্য স্পৃহয়ামাস রেণুকা ॥৭
ব্যভিচারাচ্চ তস্মাৎ সা ক্লিন্নাম্ভসি বিচেতনা।
প্রবিবেশাশ্রমং ত্রস্তা তাং বৈ ভর্তাঽন্ববুধ্যত ॥৮
স তাং দৃষ্ট্বা চ্যুতাং ধৈর্য্যাদ্ ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা বিবর্জিতাম্।
ধিক্‌শব্দেন মহাতেজা গর্হয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৯
ততো জ্যেষ্ঠো জামদগ্ন্যো রুমণ্বান্ নাম নামতঃ।
আজগাম সুষেণশ্চ বসুর্বিশ্বাবসুস্তথা ॥১০

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

[পিতার আজ্ঞায় পরশুরামের মাতৃমস্তকচ্ছেদন, পিতৃকৃপায় পুনরায় উহার সংযোগ, পরশুরাম-কর্তৃক কার্তবীর্য্যার্জুনের বিনাশ এবং উহার পুত্রগণের দ্বারা জমদগ্নিমুনির সংহার।]

অকৃতব্রণ বলিলেন,—মহাতপস্বী জমদগ্নি বেদাধ্যয়নে যুক্ত হইয়া নিয়মপালনপূর্বক উগ্রতপস্যা করিতে লাগিলেন এবং উহা দ্বারা দেবগণকে বশীভূত করিলেন।১

রাজন্! তিনি রাজা প্রসেনজিতের নিকট তাঁহার কন্যা রেণুকাকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করিলেন এবং রাজা তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন।২

রেণুকাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুবংশের আনন্দবর্দ্ধন জমদগ্নি অনুকূলা সেই ভার্য্যার সহিত আশ্রমেই অবস্থান করত তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন।৩

পরশুরামকে লইয়া তাহার পাঁচটি সন্তান হইল। পরশুরাম সকলের বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।৪

কোন সময় যখন পুত্রগণ ফল আহরণ করিতে চলিয়া গিয়াছেন, তখন নিয়মব্রতস্থা রেণুকা স্নান করিতে গিয়াছিলেন।৫

রাজন্! তিনি যদৃচ্ছাক্রমে আসিতে আসিতে মার্তিকাবতক দেশের রাজা চিত্ররথকে দেখিতে পাইলেন। সেই রূপবান্ পদ্মমালাধারী রাজাকে ভার্য্যার সহিত জলকেলি করিতে দেখিয়া রেণুকা তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।৬-৭

রেণুকা মানসিক ব্যভিচারদোষে বিকৃত ও দ্রবীভূতচিত্তা হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। পরে হুঁস্ ফিরিয়া আসিলে তিনি তাড়াতাড়ি ত্রস্তহৃদয়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু ভর্তা জমদগ্নি তাহার হৃদয়ের অবস্থা (তপোবলেই) জানিতে পারিলেন।৮

মহাতেজস্বী শক্তিশালী মহর্ষি তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত এবং ব্রাহ্মী শ্রীশূন্যা দেখিয়া ধিক্কারদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন।৯

তানানুপূর্ব্ব্যাদ্ ভগবান্ বধে মাতুরচোদয়ৎ।
ন চ তে জাতসংস্নেহাঃ কিঞ্চিদূচুর্বিচেতসঃ ॥১১

ততঃ শশাপ তান্ ক্রোধাৎ তে শপ্তাশ্চেতনাং জহুঃ
মৃগপক্ষিসধর্ম্মাণঃ ক্ষিপ্রমাসন্ জড়োপমাঃ ॥১২

ততো রামোঽভ্যগাৎ পশ্চাদাশ্রমং পরবীরহা।
তমুবাচ মহাবাহুর্জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥১৩

জহীমাং মাতরং পাপাং মা চ পুত্র ব্যথাং কৃথাঃ।
তত আদায় পরশুং রামো মাতুঃ শিরোঽহরৎ ॥১৪

ততস্তস্য মহারাজ জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
কোপোঽভ্যগচ্ছৎ সহসা প্রসন্নশ্চাব্রবীদিদম্ ॥১৫

মমেদং বচনাৎ তাত কৃতং তে কর্ম দুষ্করম্।
বৃণীষ্ব কামান্ ধর্মজ্ঞ যাবতো বাঞ্ছসে হৃদা ॥১৬

স বব্রে মাতুরুত্থানমস্মৃতিং চ বধস্য বৈ।
পাপেন তেন চাস্পর্শং ভ্রাতৄণাং প্রকৃতিং তথা ॥১৭

অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে দীর্ঘমায়ুশ্চ ভারত।
দদৌ চ সর্বান্ কামাংস্তান্ জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥১৮

কদাচিৎ তু তথৈবাস্য বিনিষ্ক্রান্তাঃ সুতাঃ প্রভো।
অথানূপপতির্বীরঃ কার্তবীর্য্যোঽভ্যবর্তত ॥১৯

তমাশ্রমপদং প্রাপ্তমৃষের্ভার্য্যা সমার্চয়ৎ।
স যুদ্ধমদসম্মত্তো নাভ্যনন্দৎ তথার্চনম্ ॥২০

প্রমথ্য চাশ্রমাৎ তস্মাদ্ধোমধেনোস্তথা বলাৎ।
জহার বৎসং ক্রোশন্ত্যা বভঞ্জ চ মহাদ্রুমান্ ॥২১

তারপর জমদগ্নির জ্যেষ্ঠ পুত্র রুমন্বান্ এবং তাহার পরেই কিছু সুষেণবসু ও বিশ্বাবসুও আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।১০

ভগবান্ জমদগ্নি জ্যেষ্ঠ হইতে আনুপূর্ব্বীক্রমে প্রত্যেক পুত্রকে মাতৃবধের আদেশ করিলেন। তাঁহারা মাতৃ-স্নেহবশতঃ জ্ঞানশূন্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না।১১

তখন মুনি তাহাদিগকে শাপ দিলেন, শাপের ফলে তাঁহারা দ্রুত বিচারশক্তিশূন্য হইয়া পশুপাখীর ন্যায় জড়বদ্ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১২

তারপর শত্রুবীরনাশী পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে মহাতপস্বী মহাবাহু জমদগ্নি তাঁহাকে বলিলেন,—পুত্র। তুমি তোমার এই পাপিষ্ঠা জননীকে বধ কর। কোনরূপ ব্যথা অনুভব করিও না। আদেশমাত্রই পরশুরাম কুঠার হস্তে লইয়া জননীর মস্তক ছেদন করিলেন।১৩-১৪

হে মহারাজ। তারপর মহাত্মা জমদগ্নির ক্রোধ সহসা শান্ত হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া পরশুরামকে এই কথা বলিলেন।১৫

হে পুত্র। তুমি আমার আদেশে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ, হে ধর্ম্মজ্ঞ। তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিয়া লও।১৬

তিনি তখন পিতার নিকট বর প্রার্থনা করিলেন—"আমার জননী পুনরায় জীবিত হউন এবং আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, এ স্মৃতি তাঁহার বিলুপ্ত হউক; তিনি পূর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হউন এবং আমার ভ্রাতৃগণ পুনরায় প্রকৃতিস্থ হউন।১৭

হে ভারত। মহাতপস্বী জমদগ্নি তাঁহাকে উক্ত বরগুলি দিয়া আরও বলিলেন,—তুমি অমর হইবে এবং যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবে এবং তোমার সকল কামনা পূর্ণ হইবে।১৮

হে শক্তিমন্ যুধিষ্ঠির। পরে কোন দিন পূর্ব্ববৎ পুত্রগণ সকলেই আশ্রমের বাহিরে গেলে অনূপ-দেশের অধিপতি বীর কার্ত্তবীর্য্য আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।১৯

আশ্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঋষিপত্নী তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। কিন্তু যুদ্ধমদে উন্মত্ত রাজা সেই সৎকারে প্রীত হইলেন না।২০

আগতায় চ রামায় তদাচষ্ট পিতা স্বয়ম্।
গাশ্চ রোরুদতীং দৃষ্ট্বা কোপো রামং সমাবিশৎ॥২২

স মৃত্যুবশমাপন্নং কার্তবীর্য্যমুপাদ্রবৎ।
তস্যাথ যুধি বিক্রম্য ভার্গবঃ পরবীরহা॥২৩

চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈর্বাহূন্ পরিঘসন্নিভান্।
সহস্রসম্মিতান্ রাজন্ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ॥২৪

অভিভূতঃ স রামেণ সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা।
অর্জুনস্যাথ দায়াদা রামেণ কৃতমন্যবঃ॥২৫

আশ্রমস্থং বিনা রামং জমদগ্নিমুপাদ্রবন্।
তে তং জঘ্নুর্মহাবীর্য্যমযুধ্যন্তং তপস্বিনম্॥২৬

অসকৃদ্ রাম-রামেতি বিক্রোশন্তমনাথবৎ।
কার্তবীর্য্যস্য পুত্রাস্তু জমদগ্নিং যুধিষ্ঠির॥২৭

পীড়য়িত্বা শরৈর্জগ্মুর্যথাগতমরিন্দমাঃ।
অপক্রান্তেষু বৈ তেষু জমদগ্নৌ তথা গতে॥২৮

সমিৎপাণিরুপাগচ্ছদাশ্রমং ভৃগুনন্দনঃ।
স দৃষ্ট্বা পিতরং বীরস্তথা মৃত্যুবশং গতম্।
অনর্হন্তং তথাভূতং বিললাপ সুদুঃখিতঃ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং কার্তবীর্য্যোপাখ্যানে জমদগ্নিবধে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১১৬

অধিকন্তু তিনি আশ্রমকে তছ্নছ্ করিয়া তথা হইতে বৎস চীৎকার করিতে থাকিলেও হোমধেনুকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন এবং বড় বড় গাছগুলি ভাঙিয়া ফেলিলেন।২১

পরশুরাম আসামাত্রই পিতা স্বয়ং তাঁহাকে সব বলিলেন। তাহা শুনিয়া এবং গাভীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া পরশুরামের ক্রোধাবেশ হইল।২২

রাজন্! তিনি তখন কালের বশীভূত কার্তবীর্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং পরবীরহন্তা ভৃগুনন্দন রাম সুন্দর ভার্গব ধনু লইয়া যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শাণিত ভল্লসমূহের দ্বারা তাহার পরিঘসদৃশ সহস্র বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন।২৩-২৪

কালস্বরূপ রামকর্তৃক অভিভূত হইয়া কার্ত-বীর্য্যার্জুন প্রাণ হারাইলেন। তাহাতে তাঁহার পুত্রগণ পরশুরামের উপর ক্রুদ্ধ হইল।২৫

আশ্রম যখন রামশূন্য ছিল, তখন কার্ত-বীর্য্যার্জুনের পুত্রগণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জম-দগ্নিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। জমদগ্নি তপস্বী ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকে স্মরণ করিয়া স্বয়ং বলের দ্বারা তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করিলেন না।২৬

হে যুধিষ্ঠির! কার্তবীর্য্যের পুত্রগণ জমদগ্নিকে প্রহার করিতে থাকিলে তিনি অনাথের ন্যায় 'রাম' 'রাম' বলিয়া বার বার চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুদমন সেই কার্তবীর্য্যপুত্রগণ তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া শরের দ্বারা আঘাত করিয়া জমদগ্নিকে বধ করত আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইলে এবং জমদগ্নি বিনষ্ট হইলে ভৃগু-নন্দন রাম হোমকাষ্ঠহস্তে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পিতাকে মৃত দেখিলেন এবং তাঁহার পিতা এই ভাবে মৃত্যুলাভের যোগ্য নন—ইহা স্মরণপূর্ব্বক তখন দুঃখার্ত হইয়া বীর পরশুরাম শোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৭-২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে কার্তবীর্য্যোপাখ্যানবিষয়ক ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৬

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিত্রে পরশুরামস্য বিলাপঃ, একবিংশতিবারং পৃথিব্যা নিঃক্ষত্রিয়করণম্, মহারাজ-যুধিষ্ঠিরেণ পরশুরামস্য পূজা চ।]

রাম উবাচ।

মমাপরাধাৎ তৈঃ ক্ষুদ্রৈর্হতস্ত্বং তাত বালিশৈঃ।
কার্ত্তবীর্য্যস্য দায়াদৈর্বনে মৃগ ইবেষুভিঃ ॥১

ধর্ম্মজ্ঞস্য কথং তাত বর্ত্তমানস্য সৎপথে।
মৃত্যুরেবংবিধো যুক্তঃ সর্বভূতেষনাগসঃ ॥২

কিং নু তৈর্ন কৃতং পাপং যৈর্ভবাংস্তপসি স্থিতঃ।
অযুধ্যমানো বৃদ্ধঃ সন্ হতঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥৩

কিং নু তে তত্র বক্ষ্যন্তি সচিবেষু সুহৃৎসু চ।
অযুধ্যমানং ধর্ম্মজ্ঞমেকং হত্বানপত্রপাঃ ॥৪

বিলপ্যৈবং সকরুণং বহু নানাবিধং নৃপ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্বাণি পিতুশ্চক্রে মহাতপাঃ ॥৫

দদাহ পিতরং চাগ্নৌ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
প্রতিজজ্ঞে বধং চাপি সর্বক্ষত্রস্য ভারত ॥৬

সংক্রুদ্ধোঽতিবলঃ সংখ্যে শস্ত্রমাদায় বীর্য্যবান্।
জঘ্নিবান্ কার্ত্তবীর্য্যস্য সুতানেকোঽন্তকোপমঃ ॥৭

তেষাং চানুগতা যে চ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।
তাংশ্চ সর্বানবামৃদ্গাদ্ রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৮

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রুধিরহ্রদান্ ॥৯

স তেষু তর্পয়ামাস ভৃগূন্ ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
সাক্ষাদ্ দদর্শ চর্চীকং স চ রামং ন্যবারয়ৎ ॥১০

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

[পিতার জন্য পরশুরামের বিলাপ, একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরশুরামের পূজা।]

পরশুরাম বলিলেন—হে পিতঃ! আমার অপরাধেই বনে শিকারী যেমন বাণসমূহের দ্বারা মৃগ বধ করে, তেমনই সেই কার্ত্তবীর্য্যের নীচ ও মূর্খ পুত্রগণও আপনাকে (অসহায়ের) ন্যায় বধ করিয়াছে।১

পিতঃ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং সৎপথে অবস্থিত আছেন; কোন প্রাণীর প্রতিই আপনার কোন অপরাধ নাই, তথাপি আপনার এইভাবে মৃত্যু কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইল?২

যে আপনি তপস্যায় নিরত ছিলেন, যুদ্ধের কোন উদ্যম করেন নাই এবং বয়সেও বৃদ্ধ, সেই আপনাকে শরসমূহে বধ করিয়া সেই ক্ষত্রিয়াধমগণ কি পাপই না করিয়াছে?৩

সেই নির্লজ্জ ক্ষত্রিয়াধমগণ একাকী, অযুধ্যমান ও ধর্ম্মজ্ঞ আপনাকে বধ করিয়া মন্ত্রিগণ ও সুহৃদ্গণের নিকট কি বলিবে?৪

হে রাজন্! এইরূপে নানাপ্রকারে বহু বিলাপ করত শত্রুনগরবিজয়ী মহাতপস্বী পরশুরাম পিতার অন্তিম প্রেতকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিলেন এবং অগ্নিতে পিতার দাহকার্য্য সমাধা করিলেন। হে ভারত! তারপর তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সকল ক্ষত্রিয়কে তিনি সংহার করিবেন।৫-৬

অতিবলশালী অন্তকতুল্য পরশুরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণ করত যুদ্ধে একাকীই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সকল পুত্রকে সংহার করিলেন।৭

হে ক্ষত্রিয়র্ষভ! তাহাদের অনুগত যে সকল ক্ষত্রিয় ছিল, যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম তাহাদের সকলকে মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিলেন।৮

প্রভাবশালী পরশুরাম এইরূপে পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া তিনি সমন্তপঞ্চকে পাঁচটী রুধিরহ্রদ নির্ম্মাণ করিলেন।৯

সেই সকল হ্রদে ভৃগুবংশাবতংস রাম পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিলেন। তখন তিনি সাক্ষাৎভাবে মহর্ষি ঋচীকের দর্শনলাভ করিলেন। ঋচীক তাঁহাকে এই (ঘোর) কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেন।১০

ততো যজ্ঞেন মহতা জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
তর্পয়ামাস দেবেন্দ্রমৃত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রদদৌ মহীম্ ॥১১

বেদীং চাপ্যদদদ্ধৈমীং কশ্যপায় মহাত্মনে।
দশব্যামায়তাং কৃত্বা নবোৎসেধাং বিশাম্পতে ॥১২

তাং কশ্যপস্যানুমতে ব্রাহ্মণাঃ খণ্ডশস্তদা।
ব্যভজংস্তে তদা রাজন্ প্রখ্যাতাঃ খাণ্ডবায়নাঃ ॥১৩

স প্রদায় মহীং তস্মৈ কশ্যপায় মহাত্মনে।
অস্মিন্ মহেন্দ্রে শৈলেন্দ্রে বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৪

এবং বৈরমভূৎ তস্য ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবাসিভিঃ।
পৃথিবী চাপি বিজিতা রামেণামিততেজসা ॥১৫

তারপর প্রতাপশালী জমদগ্নিনন্দন রাম মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিলেন এবং ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণারূপে ভূমি প্রদান করিলেন।১১

রাজন্ যুধিষ্ঠির! পরশুরাম দশ দশব্যাম অর্থাৎ চল্লিশ হাত দীর্ঘ ও চল্লিশ হাত প্রস্থ এবং ছত্রিশ-হাত উচ্চ একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; উহা তিনি মহাত্মা কশ্যপমুনিকে প্রদান করিলেন।১২

রাজন্! এই সময় কশ্যপমুনির অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণগণ ঐ বেদীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইলেন; এজন্য তাহাদের নাম হইল—খাণ্ডবায়ন।১৩

সমস্ত পৃথিবী মহাত্মা কশ্যপমুনিকে প্রদান করিয়া অমিতবিক্রম পরশুরাম এখন এই পর্ব্বত-রাজ মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন।১৪

এইরূপে পৃথিবীর ক্ষত্রিয়গণের সহিত তাঁহার শত্রুতা হইয়াছিল এবং অমিততেজস্বী পরশুরাম তাঁহাদিগকে বধ করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততশ্চতুর্দ্দশীং রামঃ সময়েন মহামনাঃ।
দর্শয়ামাস তান্ বিপ্রান্ ধর্মরাজঞ্চ সানুজম্ ॥১৬

স তমানর্চ রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ।
দ্বিজানাঞ্চ পরাং পূজাং চক্রে নৃপতিসত্তমঃ ॥১৭

অর্চিত্বা জামদগ্ন্যং স পূজিতস্তেন চোদিতঃ।
মহেন্দ্র উষ্য তাং রাত্রিং প্রযযৌ দক্ষিণামুখঃ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং কার্ত্তবীর্য্যোপাখ্যানে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর চতুর্দ্দশী তিথি উপস্থিত হইলে মহামনস্বী পরশুরাম তথায় আসিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে এবং অনুজগণের সহিত ধর্ম্ম-রাজকে দর্শন দিলেন।১৬

হে রাজেন্দ্র! ঐ সময় প্রভাবশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণগণেরও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিলেন।১৭

জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে অর্চ্চনা করিয়া এবং তাঁহার দ্বারাও সংকৃত হইয়া তাঁহারই প্রেরণায় মহেন্দ্রপর্ব্বতে একরাত্রি কাটাইয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কার্ত্তবীর্য্যোপাখ্যানে সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৭

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিভিন্নতীর্থানি দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরস্য প্রভাসতীর্থে আগমনম্, তত্র তপস্যাকরণম্, যাদবৈঃ সহ পাণ্ডবানাং মিলনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গচ্ছন্ স তীর্থানি মহানুভাবঃ
পুণ্যানি রম্যাণি দদর্শ রাজা।
সর্বাণি বিপ্রৈরুপশোভিতানি
ক্বচিৎ ক্বচিদ্ ভারত সাগরস্য ॥১

স বৃত্তবাংস্তেষু কৃতাভিষেকঃ
সহানুজঃ পার্থিব-পুত্র-পৌত্রঃ।
সমুদ্রগাং পুণ্যতমাং প্রশস্তাং
জগাম পারিক্ষিত পাণ্ডুপুত্রঃ ॥২

তত্রাপি চাপ্লুত্য মহানুভাবঃ
সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ সুরাংশ্চ।
দ্বিজাতিমুখ্যেষু ধনং বিসৃজ্য
গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ ॥৩

ততো বিপাপ্মা দ্রবিড়েষু রাজন্
সমুদ্রমাসাদ্য চ লোকপুণ্যম্।
অগস্ত্যতীর্থঞ্চ মহাপবিত্রং
নারীতীর্থান্যথ বীরো দদর্শ ॥৪

তত্রার্জুনস্যাগ্র্যধনুর্ধরস্য
নিশম্য তৎ কর্ম নরৈরশক্যম্।
সম্পূজ্যমানঃ পরমর্ষিসঙ্ঘৈঃ
পরাং মুদং পাণ্ডুসুতঃ স লেভে ॥৫

স তেষু তীর্থেষ্বভিষিক্তগাত্রঃ
কৃষ্ণাসহায়ঃ সহিতোঽনুজৈশ্চ।
সম্পূজয়ন্ বিক্রমমর্জুনস্য
রেমে মহীপাল পতিঃ পৃথিব্যাঃ ॥৬

ততঃ সহস্রাণি গবাং প্রদায়
তীর্থেষু তেষ্বম্বুধরোত্তমস্য।
হৃষ্টঃ সহ ভ্রাতৃভিরর্জুনস্য
সঙ্কীর্ত্তয়ামাস গবাং প্রদানম্ ॥৭

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রভাস তীর্থে আগমন, সেখানে তপস্যাকরণ এবং যাদবগণের সহিত পাণ্ডবগণের মিলন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! দক্ষিণদিকে গমন করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির বহু পুণ্য ও রমণীয় তীর্থসমূহ দর্শন করিলেন। সাগরের মধ্যে কোন কোন তীর্থে সমস্ত স্থানেই কেবল ব্রাহ্মণকে বাস করিতে দেখিলেন।১

হে পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়! সদাচারসম্পন্ন মহাবাহু যুধিষ্ঠির কশ্যপপুত্র সূর্য্যদেবের পৌত্র ছিলেন (কারণ যুধিষ্ঠির সূর্য্যপুত্র ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।) তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত সেই সকল তীর্থে স্নান করত সমুদ্রগামিনী পুণ্যময়ী প্রশস্তানদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২

মহানুভব যুধিষ্ঠির সেখানেও স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে ধন দান পূর্ব্বক সাগরগামিনী গোদাবরীনদীর তীরে উপস্থিত হইলেন।৩

রাজন্ জনমেজয়! গোদাবরীতে স্নান করত পবিত্র হইয়া দ্রাবিড় দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অগস্ত্যতীর্থ ও নারী তীর্থ (পঞ্চ অপ্সরাতীর্থ)-সমূহ দর্শন করিলেন।৪

সেখানে শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের অন্য মানুষের অশক্য পরাক্রমের (এখানে অর্জুন মুনিশাপে পাঁচজন অপ্সরাকে গ্রাহ [হিংস্র জলজন্তুবিশেষ] হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।) কথা শুনিয়া এবং পরমর্ষিগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া পাণ্ডুসুত যুধিষ্ঠির পরম আনন্দ লাভ করিলেন।৫

মহীপাল জনমেজয়! তিনি অনুজগণ ও কৃষ্ণার সহিত সেই তীর্থসমূহে স্নান করত অর্জ্জুনের

স তানি তীর্থানি চ সাগরস্য
পুণ্যানি চান্যানি বহূনি রাজন্।
ক্রমেণ গচ্ছন্ পরিপূর্ণকামঃ
সূর্পারকং পুণ্যতমং দদর্শ ॥৮

সমুদ্রদেশং কঞ্চিদতীত্য দেশং
খ্যাতং পৃথিব্যাং বনমাসসাদ।
তপ্তং সুরৈস্তত্র তপঃ পুরস্তা-
দিষ্টং তথা পুণ্যপরৈর্নরেন্দ্রৈঃ ॥৯

স তত্র তামগ্র্যধনুর্ধরস্য
বেদীং দদর্শায়তপীনবাহুঃ।
ঋচীকপুত্রস্য তপস্বিসঙ্ঘৈঃ
সমাবৃতাং পুণ্যকৃদর্চনীয়াম্ ॥১০

ততো বসূনাং বসুধাধিপঃ স
মরুদ্গণানাঞ্চ তথাশ্বিনোশ্চ।
বৈবস্বতাদিত্যধনেশ্বরাণা-
মিন্দ্রস্য বিষ্ণোঃ সবিতুর্বিভোশ্চ ॥১১

ভবস্য চন্দ্রস্য দিবাকরস্য
পতেরপাং সাধ্যগণস্য চৈব।
ধাতুঃ পিতৄণাঞ্চ তথা মহাত্মা
রুদ্রস্য রাজন্ সগণস্য চৈব ॥১২

সরস্বত্যাঃ সিদ্ধগণস্য চৈব
পুণ্যাশ্চ যে চাপ্যমরাস্তথান্যে।
পুণ্যানি চাপ্যায়তনানি তেষাং
দদর্শ রাজা সুমনোহরাণি ॥১৩

তেষূপবাসান্ বিবুধানুপোষ্য
দত্ত্বা চ রত্নানি মহান্তি রাজা।
তীর্থেষু সর্বেষু পরিপ্লুতাঙ্গঃ
পুনঃ স শূর্পারকমাজগাম ॥১৪

স তেন তীর্থেন তু সাগরস্য
পুনঃ প্রয়াতঃ সহ সোদরীয়ৈঃ।
দ্বিজৈঃ পৃথিব্যাং প্রথিতং মহদ্ভি-
স্তীর্থং প্রভাসং সমুপাজগাম ॥১৫

পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।৬

তারপর সমুদ্রতটবর্তী সেই তীর্থসমূহে সহস্র গো-দান করত ভ্রাতৃগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে অর্জুনের গো-দানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭

রাজন্! তিনি সেই সকল সাগরতটস্থ তীর্থ দর্শন করিতে করিতে পরিপূর্ণকাম হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলেন এবং তারপর পুণ্যতম সূর্পারক তীর্থে উপস্থিত হইলেন।৮

সমুদ্রের কিছু দেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এমন একটা বনে গমন করিলেন, যাহা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। সেই বনে পূর্ব্বে দেবতারা তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৯

সেখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋচীকের পৌত্র (পুত্রই তুণ্ডর বরে পৌত্র হইয়াছিল) মহাধনুর্দ্ধর পরশুরামের কৃত একটি বেদী দেখিতে পাইলেন। উহা পুণ্যবান্‌গণের পূজনীয় এবং ঋষিগণের দ্বারা সমাবৃত ছিল।১০

রাজন্! তারপর মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অষ্টবসু, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম, আদিত্যগণ, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, শঙ্কর, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, ব্রহ্মা, পিতৃদেবতাগণ, সগণরুদ্র, সরস্বতী দেবী, সিদ্ধগণ এবং অন্যান্য পুণ্যময় দেবতাগণের অতি মনোহর পুণ্য মন্দিরসমূহ দর্শন করিলেন।১১-১৩

সেই সকল তীর্থে উপবাস, ব্রাহ্মণগণকে বহুমূল্য রত্নাদি দান, স্নানাদি সকল কৃত্য সমাপ্ত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় সূর্পারকে ফিরিয়া আসিলেন।১৪

তারপর তিনি সমুদ্রতটবর্তী তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রাতৃগণ এবং মহর্ষিগণসহ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক সেবিত পৃথিবীতে বিখ্যাত প্রভাসতীর্থে

তত্রাভিষিক্তঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ
সহানুজৈর্দেবগণান্ পিতৄংশ্চ।
সন্তর্পয়ামাস তথৈব কৃষ্ণা
তে চাপি বিপ্রাঃ সহ লোমশেন ॥১৬

স দ্বাদশাহং জলবায়ুভক্ষঃ
কুর্বন্ ক্ষপাহঃসু তদাভিষেকম্।
সমন্ততোঽগ্নীনুপদীপয়িত্বা
তেপে তপো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥১৭

তমুগ্রমাস্থায় তপশ্চরন্তং
শুশ্রাব রামশ্চ জনার্দনশ্চ।
তৌ সর্ববৃষ্ণিপ্রবরৌ সসৈন্যৌ
যুধিষ্ঠিরং জগ্মতুরাজমীঢ়ম্ ॥১৮

তে বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডুসুতান্ সমীক্ষ্য
ভূমৌ শয়ানান্ মলদিগ্ধগাত্রান্।
অনর্হতীং দ্রৌপদীং চাপি দৃষ্ট্বা
সুদুঃখিতাশ্চক্রুশুরার্তনাদম্ ॥১৯

ততঃ স রামশ্চ জনার্দনশ্চ
কার্ষ্ণিশ্চ শাম্বশ্চ শিনেশ্চ পৌত্রম্।
অন্যাংশ্চ বৃষ্ণীনুপগম্য পূজাং
চক্রে যথাধর্মমহীনসত্ত্বঃ ॥২০

তে চাপি সর্বান্ প্রতিপূজ্য পার্থাং-
স্তৈঃ সৎকৃতাঃ পাণ্ডুসুতৈস্তথৈব।
যুধিষ্ঠিরং সম্পরিবার্য্য রাজ-
ন্নুপাবিশন্ দেবগণা যথেন্দ্রম্ ॥২১

তেষাং স সর্বং চরিতং পরেষাং
বনে চ বাসং পরমপ্রতীতঃ।
অস্ত্রার্থমিন্দ্রস্য গতঞ্চ পার্থং
নিবেশনং হৃষ্টমনাঃ শশংস ॥২২

আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।১৫

লোমশ মুনি, কৃষ্ণা, ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণ সহ বিশাল লোহিতনয়ন রাজা যুধিষ্ঠির সেই প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিলেন ।১৬

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেখানে বার দিন জল ও বায়ু আহার করিয়া এবং রাত্রিতে ও দিনে স্নান করিতে থাকিয়া চারদিকে আগুন জ্বালাইয়া মধ্যে অবস্থান করত তপস্যা করিলেন ।১৭

যখন অজমীঢ়বংশজাত যুধিষ্ঠির ঐরূপ উগ্র তপস্যা করিতেছিলেন, তখন সকল বৃষ্ণিগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ।১৮

সেই বৃষ্ণিবীরগণ দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডুপুত্রগণকে তাঁহাদের পক্ষে অযোগ্য ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে ধূলি লাগিয়া রহিয়াছে এইভাবে তাঁহাদের দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ।১৯

এতাদৃশ বিপদের সময়েও যিনি ধৈর্য্যচ্যুত হন না, সেই মহাত্মা যুধিষ্ঠির বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণের পুত্র, শিনির পৌত্র এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবীরগণের যথোচিত সৎকার করিলেন ।২০

রাজন্! তাঁহারাও তাঁহাদিগকে প্রতিপূজা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিয়া দেবগণ যেমন মহেন্দ্রের নিকট উপবেশন করেন, তেমনই ভাবে তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন ।২১

তখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া প্রীতমনে শত্রুগণের আচরণ, অস্ত্রের নিমিত্ত অর্জ্জুনের স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট গমন প্রভৃতি সমস্ত সংবাদ তাঁহাদের নিকট বলিলেন ।২২

শ্রুত্বা তু তে তস্য বচঃ
তাংশ্চাপি দৃষ্ট্বা সুকৃশানতীব।
নেত্রোদ্ভবং সম্মুমুচুর্মহার্হা
দুঃখার্ত্তিজং বারি মহানুভাবাঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং প্রভাসে যাদব-পাণ্ডবসমাগমে অষ্টাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৮

মহানুভব পরম পূজনীয় বৃষ্ণিবীরগণ যুধিষ্ঠিরের সকল কথা শুনিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন। কিন্তু তপস্যা ও তীর্থ ভ্রমণপ্রযুক্ত তাঁহাদের সকলের শরীর কৃশ দেখিয়া যাদবগণ অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যাদব-পাণ্ডবমিলনে অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৮

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবান্ প্রতি বলরমস্য সহানুভূতিসূচকসম্ভাষণম্]

জনমেজয় উবাচ।
প্রভাসতীর্থমাসাদ্য পাণ্ডবা বৃষ্ণয়স্তথা।
কিমকুর্বন্ কথাশ্চৈষাং কাস্তত্রাসংস্তপোধন ॥১
তে হি সর্ব্বে মহাত্মানঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সুহৃদশ্চ পরস্পরম্ ।২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রভাসতীর্থং সম্প্রাপ্য পুণ্যং তীর্থং মহোদধেঃ।
বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবান্ বীরাঃ পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৩
ততো গোক্ষীরকুন্দেন্দুমৃণালরজতপ্রভঃ।
বনমালী হলী রামো বভাষে পুষ্করেক্ষণম্ ॥৪
বলদেব উবাচ।
ন কৃষ্ণ ধর্ম্মশ্চরিতো ভবায়
জন্তোরধর্ম্মশ্চ পরাভবায়।
যুধিষ্ঠিরো যত্র জটী মহাত্মা
বনাশ্রয়ঃ ক্লিশ্যতি চীরবাসাঃ ॥৫

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবগণের প্রতি বলরামের সহানুভূতিসূচক সম্ভাষণ।]

জনমেজয় বলিলেন,—প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া পাণ্ডব ও বৃষ্ণিবীরগণ কি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? হে তপোধন। সেই বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ ও পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এবং পরস্পর সুহৃদ্ ছিলেন।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সমুদ্রতটবর্ত্তী পুণ্য প্রভাসতীর্থে গমন করত বৃষ্ণিবীরগণ পাণ্ডবগণকে ঘিরিয়া বসিলেন।৩

তারপর গোদুগ্ধ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় শুভ্র প্রভাবিশিষ্ট বনমালাবিভূষিত হলধর বলরাম কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।৪

বলদেব বলিলেন,—হে কৃষ্ণ। দেখিয়া মনে

দুর্য্যোধনশ্চাপি মহীং প্রশাস্তি
ন চাস্য ভূমির্বিবরং দদাতি।
ধর্মাদধর্মশ্চরিতো বলীয়া-
নিতীব মন্যেত নরোঽল্পবুদ্ধিঃ ॥৬
দুর্য্যোধনে চাপি বিবর্ধমানে
যুধিষ্ঠিরে চাসুখমাত্তরাজ্যে।
কিং ত্বত্র কর্তব্যমিতি প্রজাভিঃ
শঙ্কা মিথঃ সংজনিতা নরাণাম্ ॥৭
অয়ং স ধর্মপ্রভবো নরেন্দ্রো
ধর্মে ধৃতঃ সত্যধৃতিঃ প্রদাতা।
চলোদ্ধ [illegible]চ্চ সুখাচ্চ পার্থো
ধর্মাদপেতস্তু কথং বিবর্ধেৎ ॥৮
কথং নু ভীষ্মশ্চ কৃপশ্চ বিপ্রো
দ্রোণশ্চ রাজা চ কুলস্য বৃদ্ধঃ।

হইতেছে, মানুষের আচরিত ধর্ম্মও অভ্যুদয়ের কারণ হয় না এবং অধর্ম্মও মানুষের পরাভবের কারণ হয় না। তাহা না হইলে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা পুরুষকে জটাধারণ করিয়া বনে চীর (বল্কল) পরিধান করত কষ্ট ভোগ করিতে হয়?৫

দুর্য্যোধনের ন্যায় অধার্ম্মিকও পৃথিবীর শাসন করিতেছে, পৃথিবী দ্বিধা হইয়া তাঁহাকে গর্ত্তে প্রবেশ করাইতেছে না; সুতরাং ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্ম বলীয়ান্—অল্পবুদ্ধি লোক ইহাই মনে করিবে।৬

দুর্য্যোধন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে এবং যুধিষ্ঠির রাজ্য হারাইয়া দুঃখ পাইতেছে—এ অবস্থায় প্রজাগণের কর্ত্তব্য কি?—এ বিষয়ে মনুষ্য পরস্পর সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা কি করিবে? (ধর্মের শরণ লইবে না অধর্মের আশ্রয় লইবে?)৭

এই রাজা ধর্ম্মেরই পুত্র এবং স্বয়ং সত্য ও দানকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে;

প্রব্রাজ্য পার্থান্ সুখমাপ্ন বস্তি
ধিক্ পাপবৃদ্ধীন্ ভরতপ্রধানান্ ॥৯
কিং নাম বক্ষ্যত্যবনিপ্রধানঃ
পিতৄন্ সমাগম্য পরত্র পাপঃ।
পুত্রেষু সম্যক্ চরিতং ময়েতি
পুত্রানপাপান্ ব্যপরোপ্য রাজ্যাৎ ॥১০
নাসৌ ধিয়া সম্প্রতি পশ্যতি স্ম
কিং নাম কৃষ্ণাহমচক্ষুরেবম্।
জাতঃ পৃথিব্যামিতি পার্থিবেষু
প্রব্রাজ্য কৌন্তেয়মিতি স্ম রাজ্যাৎ ॥১১
নূনং সমৃদ্ধান্ পিতৃলোকভূমৌ
চামীকরাভান্ ক্ষিতিজান্ প্রফুল্লান্।
বিচিত্রবীর্য্যস্য সুতঃ সপুত্রঃ
কৃষ্ণা নৃশংসং বত পশ্যতি স্ম ॥১২

যুধিষ্ঠির রাজ্য ও সুখ পরিত্যাগ করিতে পারে, তথাপি ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না; বস্তুতঃ ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া কেহ কখনও অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না।৮

আশ্চর্য্য কথা এই যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র—ইহারা পাণ্ডবগণকে বনে পাঠাইয়া কি করিয়া সুখে আছেন? এই পাপবুদ্ধি ভরতবংশধর-গণকে ধিক্।৯

পাপী রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরলোকে গিয়া পিতৃ-পুরুষগণের নিকট কি বলিবে? সে নিষ্পাপ পাণ্ডুপুত্রগণকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া একথা কি তাঁহাদের নিকট বলিতে পারিবে—'আমি পুত্র-গণের সহিত সম্যক্ আচরণ করিয়াছি'?১০

সে এখনও বুঝিতে পারিতেছে না, কেন জন্মান্ধ হইয়াছে এবং পাণ্ডুপুত্রগণকে নিজ রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া এই বনে পাঠাইয়া ভূতলে রাজগণ মধ্যেই বা তাহার কিরূপ

ব্যূঢ়োত্তরাংসান্ পৃথুলোহিতাক্ষান্
নেমান্ স্ম পৃচ্ছন্ স শৃণোতি নূনম্ ।
প্রাস্থাপয়দ্ যৎ স বনং সশঙ্কো
যুধিষ্ঠিরং সানুজমাত্তশস্ত্রম্ ॥১৩
যোঽয়ং পরেষাং পৃতনাং সমৃদ্ধাং
নিরায়ুধো দীর্ঘভুজো নিহন্যাৎ ।
শ্রুত্বৈব শব্দং হি বৃকোদরস্য
মুঞ্চন্তি সৈন্যানি শকৃৎ সমূত্রম্ ॥১৪
স ক্ষুৎপিপাসাধ্বকৃশস্তরস্বী
সমেত্য নানায়ুধবাণপাণিঃ ।
বনে স্মরন্ বাসমিমং সুঘোরং
শেষং ন কুর্য্যাদিতি নিশ্চিতং মে ॥১৫
ন হ্যস্য বীর্য্যেণ বলেন কশ্চিৎ
সমঃ পৃথিব্যামপি বিদ্যতেঽন্যঃ ।
স শীতবাতাতপকর্শিতাঙ্গো
ন শেষমাজাবসুহৃৎসু কুর্য্যাৎ ॥১৬
প্রাচ্যাং নৃপানেকরথেন জিত্বা
বৃকোদরঃ সানুচরান্ রণেষু ।
স্বস্ত্যাগমদ্ যোঽতিরথস্তরস্বী
সোঽয়ং বনে ক্লিশ্যতি চীরবাসাঃ ॥১৭
যঃ সিন্ধুকূলে ব্যজয়ন্নৃদেবান্
সমাগতান্ দাক্ষিণাত্যান্ মহীপান্ ।
তং পশ্যতেমং সহদেবমদ্য
তরস্বিনং তাপসবেষরূপম্ ॥১৮
যঃ পার্থিবানেকরথেনজিগ্যে
দিশং প্রতীচীং প্রতি যুদ্ধশৌণ্ডঃ ।
সোঽয়ং বনে মূলফলেন জীবন্
জটী চরত্যদ্য মলাচিতাঙ্গঃ ॥১৯

অবস্থা হইবে ?১১

বিচিত্রবীর্য্যপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার পুত্রগণ এইরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিয়া নিশ্চিতই (স্বপ্নে) পিতৃলোকের ভূমিতে স্বর্ণের ন্যায় প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দর্শন করিতেছে (এইরূপ বৃক্ষদর্শন মৃত্যুর সূচক)।১২

ধৃতরাষ্ট্র সুদৃঢ়স্কন্ধ ও আরক্ত বিশাল নেত্রবিশিষ্ট এই ভীম-দ্রোণাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করে না অথবা জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করে না ; তাই সে ভীত মনে অনুজদিগের সহিত অস্ত্রধারী যুধিষ্ঠিরকে বনে পাঠাইতে পারিয়াছে ; (নতুবা পারিত না)।১৩

এই যে দীর্ঘবাহু ভীম, এ একাকীই অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুর শক্তিশালী সেনাকেও বিনাশ করিতে সক্ষম। যুদ্ধে বৃকোদরের গর্জ্জন শুনিলেই শত্রু-সৈন্যগণ মূত্র ও বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে।১৪

এই বেগশালী ভীম ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে যেরূপ কষ্ট পাইতেছে, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে যে অস্ত্রশস্ত্র ও বাণ লইয়া যুদ্ধে শত্রুকে নিশ্চয়ই নিঃশেষ না করিয়া ছাড়িবে না।১৫

ইহার ন্যায় বীর্য্যবান্ ও বলবান্ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। শীত, বাত ও আতপ (রৌদ্র) দুঃখ ভোগে কৃশাঙ্গ হইয়া ভীম যুদ্ধে শত্রুগণের আর শেষ রাখিবে না।১৬

যে বৃকোদর পূর্ব্বদিকে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া একরথে সানুচর সমস্ত রাজাকে দ্রুত পরাজিত করিয়া কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছে, সে-ই আজ বনে কৌপীন বসন পরিধান করিয়া কষ্ট পাইতেছে।১৭

যে অতিরথ সহদেব দক্ষিণদিকস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছিল, সেই বেগবান্ সহদেবকে আজ তাপসবেশে দেখিতে পাইতেছি।১৮

যে যুদ্ধকুশল নকুল একরথে পশ্চিমদিকের সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয় সম্পাদন

সত্রে সমৃদ্ধেহতিরথস্য রাজ্ঞো
বেদীতলাদুৎপতিতা সুতা যা।
সেয়ং বনে বাসমিমং সুদুঃখং
কথং সহত্যদ্য সতী সুখার্হা ॥২০

ত্রিবর্গমুখ্যস্য সমীরণস্য
দেবেশ্বরস্যাপ্যথবাশ্বিনোশ্চ।
এষাং সুরাণাং তনয়াঃ কথং নু
বনেহচরন্ হৃতসুখাঃ সুখার্হাঃ ॥২১

জিতে হি ধর্মস্য সুতে সভার্য্যে
সভ্রাতৃকে সানুচরে নিরস্তে।
দুর্য্যোধনে চাপি বিবর্দ্ধমানে
কথং ন সীদত্যবনিঃ সশৈলা ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং বলরামবাক্যে একোনবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৯

করিয়াছিল, সেই লোকুল আজ মলিনদেহে ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে ।১৯

অতিরথ ক্রুপদ রাজার সমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞে যে কন্যা বেদীর তলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সুখ-লাভযোগ্যা সতী দ্রৌপদী আজ বনে এইরূপ অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতেছে ।২০

ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই দেবতার পুত্র হইলেন এই পাণ্ডবগণ; ইঁহারা সুখ-ভোগের যোগ্য হইয়াও আজ দুঃখ পাইতেছেন—ইহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?২১

স্ত্রী, ভ্রাতৃবৃন্দ ও অনুচরগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির বেশস্থলে নির্ব্বাসিত হইয়া দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতেছে এবং দুর্য্যোধন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে—ইহা দেখিয়াও পৃথিবী পর্ব্বতগণ সহ কেন বিদীর্ণ হইতেছে না?২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বলরামবাক্যবিষয়ক একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৯

বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

[সাত্যকের্বীরত্বপূর্ণভাষণম্, যুধিষ্ঠিরেণ শ্রীকৃষ্ণবাক্যস্যানুমোদনম্, পাণ্ডবানাং পয়োষ্ণীনদীতীরে বাসস্থাপনঞ্চ।]

সাত্যকিরুবাচ।
ন রাম কালঃ পরিদেবনায়
যদুত্তরং তত্র তদেব সর্বে।
সমাচরামো হ্যনতীতকালং
যুধিষ্ঠিরো যদ্যপি নাহ কিঞ্চিৎ ॥১

যে নাথবন্তোহদ্য ভবন্তি লোকে
তে নাত্মনা কর্ম সমারভন্তে।
তেষাং তু কার্য্যেষু ভবন্তি নাথাঃ
শিব্যাদয়ো রাম যথা যযাতেঃ ॥২

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সাত্যকির বীরত্বপূর্ণ ভাষণ, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অনুমোদন এবং পাণ্ডবগণের পয়োষ্ণী নদীর তীরে বাসস্থাপন।]

সাত্যকি বলিলেন,—হে রাম! এখন শোক করিবার সময় নয়, যুধিষ্ঠির কিছু না জিজ্ঞাসা করিলেও এখন সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের সকলকে মিলিতভাবে এ-বিষয়ে যা করণীয়, সেই বিষয়ে কৌরবগণকে সমুচিত উত্তর দিতে হইবে।১

যেষাং তথা রাম সমারভন্তে
কার্য্যাণি নাথাঃ স্বমতেন লোকে।
তে নাথবন্তঃ পুরুষপ্রবীরা
নানাথবৎ কৃচ্ছ্রমবাপ্নুবন্তি ॥৩
কস্মাদিমৌ রাম-জনার্দ্দনৌ চ
প্রদ্যুম্ন-সাম্বৌ চ ময়া সমেতৌ।
বসন্ত্যরণ্যে সহসোদরীয়ৈ-
স্ত্রৈলোক্যনাথানভিগম্য পার্থাঃ ॥৪
নির্যাতু সাধ্বদ্য দশার্হসেনা
প্রভূতনানায়ুধচিত্রবর্ম্মা।
যমক্ষয়ং গচ্ছতু ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ
সবান্ধবো বৃষ্ণিবলাভিভূতঃ ॥৫
ত্বং হ্যেব কোপাৎ পৃথিবীমপীমাং
সংবেষ্টয়েস্তিষ্ঠতু শার্ঙ্গধন্বা।
স ধার্ত্তরাষ্ট্রং জহি সানুবন্ধং
বৃত্রং যথা দেবপতির্মহেন্দ্রঃ ॥৬
ভ্রাতা চ মে যঃ স সখা গুরুশ্চ
জনার্দ্দনস্যাত্মসমশ্চ পার্থঃ।
যদর্থমৈচ্ছন্ মনুজাঃ সুপুত্রং
শিষ্যং গুরুশ্চাপ্রতিকূলবাদম্ ॥৭
যদর্থমভ্যুদ্যতমুত্তমং তৎ
করোতি কর্ম্মাগ্র্যমপারণীয়ম্।
তস্যাস্ত্রবর্ষাণ্যহমুত্তমাস্ত্রৈ-
র্বিহত্য সর্বাণি রণেঽভিভূয় ॥৮
কায়াচ্ছিরঃ সর্ববিষাগ্নিকল্পৈঃ
শরোত্তমৈরুন্মথিতাস্মি রাম।
খড়্গেন চাহং নিশিতেন সংখ্যে
কায়াচ্ছিরস্তস্য বলাৎ প্রমথ্য ॥৯

এ সংসারে যাঁহারা সনাথ অর্থাৎ যাঁহাদের বহু সহায়ক আছে, তাঁহারা নিজে কোন কর্ম্ম আরম্ভ করেন না। হে রাম! যযাতির উদ্ধারকার্য্যে তাঁহার শিবি প্রভৃতি পৌত্রগণই স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।২

হে বলরাম! যাঁহাদের সহায়কগণই নিজেরা পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, সে-ই পুরুষ প্রবীরগণই সনাথ। তাঁহারা কখনই অনাথের ন্যায় কষ্ট অনুভব করেন না।৩

ত্রিভুবনের অধীশ্বর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও আমি এইরূপ সহায়সমূহ বর্ত্তমান থাকিতেও আজ পার্থগণকে বনে বাস করিতে হইতেছে—ইহার চেয়ে অধিক দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? ৪

দাশার্হবংশীয় মহতী সেনা নানা অস্ত্র ও বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ করিয়া নির্গত হউক এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সবান্ধবে বৃষ্ণিসেনার দ্বারা পরাজিত হইয়া যমলোক প্রাপ্ত হউক (ইহাই আমার কামনা)।৫

শার্ঙ্গধনুর্ধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করুন। কারণ, আপনি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই সমস্ত পৃথিবীকেই লাঙ্গলের দ্বারা বেষ্টন করত ধ্বংস করিতে পারেন। সুতরাং আমি মনে করি, মহেন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তেমনই আপনি স্বয়ংই সবান্ধবে ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে সংহার করুন।৬

যিনি আমার ভাই, সখা এবং গুরু, সেই পার্থ স্বয়ং জনার্দ্দনের প্রাণপ্রতিম। যে জন্য মানুষ সুপুত্র এবং গুরুর অপ্রতিকূল শিষ্য কামনা করে, আজ সেই কার্য্য সিদ্ধ করিবার সময় আসিয়াছে।৭

যেজন্য সুযোগ্য শিষ্য অথবা পুত্র উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করে, সেই অপার কর্ম্ম সম্পাদন করিবার এই সময় আসিয়াছে। আমি একাকীই উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিয়া যুদ্ধে শত্রুর সকল অস্ত্র নিরাস করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ।৮

ততোঽস্য সর্বাননুগান্ হনিষ্যে
দুর্য্যোধনং চাপি কুরূংশ্চ সর্বান্।
আত্তায়ুধং মামিহ রৌহিণেয়
পশ্যন্তু ভৌমা যুধি জাতহর্ষাঃ ॥১০
নিঘ্নন্তমেকং কুরুযোধমুখ্যা-
নগ্নিং মহাকক্ষমিবান্তকালে।
প্রদ্যুম্নমুক্তান্ নিশিতান্ ন শক্তাঃ
সোঢ়ুং কৃপ-দ্রোণ-বিকর্ণ-কর্ণাঃ ॥১১
জানামি বীর্য্যঞ্চ জয়াত্মজস্য
কার্ষ্ণির্ভবত্যেষ যথা রণস্থঃ।
সাম্বঃ সসূতং সরথং ভুজাভ্যাং
দুঃশাসনং শাস্তু বলাৎ প্রমথ্য ॥১২
ন বিদ্যতে জাম্ববতীসুতস্য
রণে বিষহ্যং হি রণোৎকটস্য।
এতেন বালেন হি শম্বরস্য
দৈত্যস্য সৈন্যং সহসা প্রণুন্নম্ ॥১৩
বৃত্তোরুরত্যায়তপীনবাহু-
রেতেন সংখ্যে নিহতোঽশ্বচক্রঃ।
কো নাম সাম্বস্য মহারথস্য
রণে সমক্ষং রথমভ্যুদীয়াৎ ॥১৪
যথা প্রবিশ্যান্তরমন্তকস্য
কালে মনুষ্যো ন বিনিষ্ক্রমেত।
তথা প্রবিশ্যান্তরমস্য সংখ্যে
কো নাম জীবন্ পুনরাব্রজেত ॥১৫
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ মহারথৌ তৌ
সুতৈর্বৃতং চাপ্যথ সোমদত্তম্।
সর্বাণি সৈন্যানি চ বাসুদেবঃ
প্রধক্ষ্যতে সায়কবহ্নিজালৈঃ ॥১৬

হে বলরাম। আমি সর্প, বিষ ও অগ্নির সমান উত্তম শরসমূহের দ্বারা শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া এবং নিশিত খড়্গের দ্বারা যুদ্ধে শত্রুকে মথিত করিয়া দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিব।৯

তদনন্তর অনুচরগণের সহিত দুর্য্যোধন ও সমস্ত কৌরবগণকে বধ করিব। হে রৌহিণীনন্দন! রণে ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে কিরূপ আমি পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারি তাহাই আজ সকলে দেখুক।১০

যেরূপ প্রলয়কালে অগ্নি শুষ্ক খাণ্ডরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ প্রদ্যুম্ন একাকীই শ্রেষ্ঠ কুরুযোদ্ধাগণকে নিশিত শরসমূহের দ্বারা যখন আহত করিতে থাকিবে, তখন প্রদ্যুম্নের শরসমূহকে কৃপ, দ্রোণ, বিকর্ণও বর্ম প্রভৃতি কেহই সহ্য করিতে পারিবে না।১১

আমি জয়ের অর্থাৎ অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বীর্য্যবত্তাও জানি, সে রণভূমিতে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের তুল্য বলিয়া প্রতীতি হয়। আমার মনে হয় শাম্বই সারথি ও রথের সহিত দুঃশাসনকে বলপূর্ব্বক প্রশমিত করিয়া শাসন করিতে সমর্থ।১২

যুদ্ধে প্রচণ্ড পরাক্রমী জাম্ববতীতনয়ে সাম্বের পরাক্রম রণক্ষেত্রে অসহ্য। এই বালকই শম্বরাসুরের সৈন্যগণকে সহসাই নিঃশেষ করিয়াছিল।১৩

ইহার উরু বর্ত্তুলাকার, ইহার বাহু দীর্ঘ ও স্থূল এই বীর সাম্ব রণস্থলে অশ্বারোহী কত সৈন্যকে সংহার করিয়াছে; এমন কে আছে যে, রণক্ষেত্রে মহারথ সাম্বের রথের সমীপে আসিতে পারে?১৪

যেমন অন্তকালে যমের হাতের মধ্যে পড়িলে মানব জীবিত থাকিয়া বাহির হইতে পারে না, তেমনই ইহার হস্তসীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া কে জীবিতভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে? ১৫

দ্রোণ ও ভীম এই দুই মহারথ, পুত্রগণের সহিত

কিং নাম লোকেষ্ববিষহ্যমস্তি
কৃষ্ণস্য সর্বেষু সদেবকেষু।
আত্তায়ুধস্যোত্তমবাণপাণে-
শ্চক্রায়ুধস্যাপ্রতিমস্য যুদ্ধে ॥১৭

ততোঽনিরুদ্ধোঽপ্যসিচর্মপাণি-
র্মহীমিমাং ধার্তরাষ্ট্রৈর্বিসংজ্ঞৈঃ।
হৃতোত্তমাঙ্গৈর্নিহতৈঃ করোতু
কীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরেষু ॥১৮

গদোল্মুকৌ বাহুক-ভানু-নীথাঃ
শূরশ্চ সংখ্যে নিশঠঃ কুমারঃ।
রণোৎকটৌ সারণচারুদেষ্ণৌ
কুলোচিতং বিপ্রথয়ন্তু কর্ম ॥১৯

সবৃষ্ণি-ভোজান্ধক-যোধমুখ্যা
সমাগতা সাত্বতশূরসেনা।
হত্বা রণে তান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রা-
ল্লোঁকে যশঃ স্ফীতমুপাকরোতু ॥২০

ততোঽভিমন্যুঃ পৃথিবীং প্রশাস্তু
যাবদ্ ব্রতং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ পারয়তে মহাত্মা
দ্যূতে যথোক্তং কুরুসত্তমেন ॥২১

অস্মৎপ্রমুক্তৈর্বিশিখৈর্জিতারি-
স্ততো মহীং ভোক্ষ্যতি ধর্মরাজঃ।
নির্ধার্তরাষ্ট্রাং হতসূতপুত্রা-
মেতদ্ধি নঃ কৃত্যতমং যশস্যম্ ॥২২

বাসুদেব উবাচ।

অসংশয়ং মাধব সত্যমেতদ্
গৃহ্ণীম তে বাক্যমদীনসত্ত্ব।
স্বাভ্যাং ভুজাভ্যামজিতাং তু ভূমিং
নেচ্ছেৎ কুরূণামৃষভঃ কথঞ্চিৎ ॥২৩

সোমদত্ত এবং তাহাদের সকল সৈন্য—ইহাদের সকলকেই স্বয়ং বাসুদেবেই শরবহ্নির দ্বারা ভস্ম করিতে সমর্থ।১৬

হে রাম। শ্রীকৃষ্ণ উত্তম বাণসমূহ ও চক্রহস্তে লইয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলে, সেই অতুলনীয় বীর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষের বাণবেগের ন্যায় অসহ্য দেবগণের সহিত সমস্ত লোকে আর কি এমন বস্তু থাকিতে পারে? ১৭

তারপর অনিরুদ্ধ অসি ও চর্ম্মধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া তাহা দ্বারা যজ্ঞে কুশসমূহে আস্তীর্ণ বেদীর ন্যায় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলুন।১৮

তারপর গদ, উল্মুক, বাহুক, ভানু, নীথ যুদ্ধে পরাক্রমশালী বীর কুমার নিশঠ এবং রণদুর্ম্মদ সারণ ও চারুদেষ্ণ—ইহারাও সকলেই স্বকুলোচিত পরাক্রম প্রকাশ করুন।১৯

যদুবংশীয় সমস্ত বীর সৈন্য, যাহার মধ্যে বৃষ্ণি ভোজ ও অন্ধকগণ প্রধান, তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বধ করিয়া পৃথিবীবিখ্যাত যশকে উপার্জ্জন করুন।২০

যে পর্য্যন্ত ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ায় স্বপ্রতিশ্রুত বনবাসব্রত শেষ না করেন, সে পর্য্যন্ত অভিমন্যুই কুরুরাজ্য শাসন করুক।২১

আমাদের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা বিজিত রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন কর্ণ প্রভৃতি কণ্টকসমূহ হইতে মুক্ত এই পৃথিবীকে ভোগ করিবেন। যদি আমরা এই কর্ম করিতে পারি, তবে আমাদের ইহাই হইবে সর্ব্বাধিক প্রশংসনীয় কর্ম্ম।২২

বাসুদেব বলিলেন,—হে উদারহৃদয় মধুবংশাবতংস। তুমি যাহা বলিলে, ইহা অতীব সত্য—ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমার এই বাক্য

ন হ্যেষ কামান্নভয়ান্ন লোভাদ্
যুধিষ্ঠিরো জাতু জহ্যাৎ স্বধর্মম্।
ভীমার্জুনৌ চাতিরথৌ যমৌ চ
তথৈব কৃষ্ণা দ্রুপদাত্মজেয়ম্ ॥২৪

উভৌ হি যুদ্ধেঽপ্রতিমৌ পৃথিব্যাং
বৃকোদরশ্চৈব ধনঞ্জয়শ্চ।
কস্মান্ন কৃৎস্নাং পৃথিবীং প্রশাসে-
ন্মাদ্রীসুতাভ্যাঞ্চ পুরস্কৃতোঽয়ম্ ॥২৫

যদা তু পাঞ্চালপতির্মহাত্মা
সকেকয়শ্চেদিপতির্বয়ঞ্চ।
যুধ্যেম বিক্রম্য রণে সমেতা-
স্তদৈব সর্বে রিপবো হি ন স্যুঃ ॥২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।
নেদং চিত্রং মাধব যদ্ ব্রবীষি
সত্যং তু মে রক্ষ্যতমং ন রাজ্যম্।
কৃষ্ণস্তু মাং বেদ যথাবদেকঃ
কৃষ্ণঞ্চ বেদাহমথো যথাবৎ ॥২৭

যদৈব কালং পুরুষপ্রবীরো
বেৎস্যত্যয়ং মাধব বিক্রমস্য।
তদা রণে ত্বঞ্চ শিনিপ্রবীর
সুযোধনং জেষ্যসি কেশবশ্চ ॥২৮

প্রতিপ্রয়াত্বদ্য দশার্হবীরা
দৃঢ়োঽস্মি নাথৈর্নরলোকনাথৈঃ।
ধর্মেঽপ্রমাদং কুরুতাপ্রমেয়া
দ্রষ্টাস্মি ভূয়ঃ সুখিনঃ সমেতান্ ॥২৯

তেঽন্যোন্যমামন্ত্র্য তথাভিবাদ্য
বৃদ্ধান্ পরিষ্বজ্য শিশূংশ্চ সর্বান্।
যদুপ্রবীরাঃ স্বগৃহাণি জগ্মু-
স্তে চাপি তীর্থান্যনুসংবিচেরুঃ ॥৩০

স্বীকার করিলাম; কিন্তু কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ নিজ বাহুর দ্বারা জিত নহে, এমন ভূমিকে চাহেন না।২৩

এই যুধিষ্ঠির কামনা, লোভ, ভয় প্রভৃতি কোন কারণেই নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না; তদ্রূপ অতিরথ ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণা—ইহারাও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না।২৪

বৃকোদর ও ধনঞ্জয় উভয়েই পৃথিবীতে যুদ্ধে অতুলনীয় বীর্য্যসম্পন্ন,—ইহারা নকুল ও সহদেবের সহায়তায় পৃথিবীকে কেন শাসন করিবে না? ২৫

যখন মহাত্মা পাঞ্চালপতি দ্রুপদ, কেকয়পতি ও চেদিপতিগণসহ আমরা সকলে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকিব, তখন কোন শত্রুই জীবিত থাকিবে না।২৬

ীর বলিলেন,—হে মধুবংশোদ্ভব সাত্যকে! তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আমার নিকট প্রধানরূপে ধর্ম্মই রক্ষণীয়, ধর্ম্মের বিনিময়ে রাজ্য নয়। কেবল শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বরূপকে ঠিকই জানেন, আমিও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যথাযথ জানি।২৭

যখনই এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পরাক্রম প্রকাশের সময় হইয়াছে বুঝিবেন, হে মধুবংশোদ্ভূত শিনিপ্রবীর! তখনই তিনি ও তুমি যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে জয় করিবে।২৮

হে দাশার্হবীরগণ! এখন আপনারা স্বস্থানে ফিরিয়া যাউন; নরলোকনাথ আপনারা আমাকে দর্শন দিয়াছেন, ইহাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। ধর্ম্মে আপনারা অপ্রমত্ত থাকুন, অতুলনীয় বীরবৃন্দ! পুনরায় আপনাদের ন্যায় সুখী মিত্রগণকে একত্রে দর্শন করিব।২৯

বিসৃজ্য কৃষ্ণং ত্বথ ধর্ম্মরাজো
বিদর্ভরাজোপচিতাং সুতীর্থাম্।
জগাম পুণ্যাং সরিতং পয়োষ্ণীং
সভ্রাতৃভৃত্যঃ সহ লোমশেন ॥৩১
সুতেন সোমেন বিমিশ্রতোয়াং
পয়ঃ পয়োষ্ণীং প্রতি সোঽধ্যুবাস।
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্মুদিতৈর্মহাত্মা
সংস্তূয়মানঃ স্তুতিভির্ব্বরাভিঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং যাদবগমনে বিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২০

তখন যদুবীরগণ ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের নিকট বিদায়সূচক আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৃদ্ধ, শিশু-প্রভৃতি সকলেই পরস্পরকে আলিঙ্গন অভিবাদনাদি করিয়া যদুবীরগণ স্বগৃহে গমন করিলেন এবং পাণ্ডব-গণও পূর্ব্ববৎ তীর্থসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৩০

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া লোমশ-মুনি, ভ্রাতা ও ভৃত্যগণের সহিত বিদর্ভরাজপূজিতা সুন্দরঘাটযুক্তা পয়োষ্ণী নদীর তটে গমন করিলেন।৩১

যজ্ঞে আহুতিদানের যোগ্য সোমরস ঐ নদীর জলের সহিত মিশ্রিত ছিল। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্বিজাতিগণ সমভিব্যাহারে তথায় স্নান করত তাঁহার জল পান করিলেন এবং হৃষ্ট বিপ্রগণকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট স্তুতিসমূহের দ্বারা সংস্তুত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যাদবগমনবিষয়ক বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২০

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো গয়স্য যজ্ঞপ্রশংসা, পয়োষ্ণী-বৈদূর্য্যপর্ব্বতয়োর্নর্ম্মদায়াশ্চ মহাত্ম্যকথনম্, চ্যবন-সুকন্যাচরিতস্যোপক্রমশ্চ।]

লোমশ উবাচ।
নৃগেণ যজমানেন সোমেনেহ পুরন্দরঃ।
তর্পিতঃ শ্রূয়তে রাজন্ স তৃপ্তো মুদমভ্যগাৎ ॥১
ইহ দেবৈঃ সহেন্দ্রৈশ্চ প্রজাপতিভিরেব চ।
ইষ্টং বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২
আমূর্ত্তরয়সশ্চেহ রাজা বজ্রধরং প্রভুম্।
তর্পয়ামাস সোমেন হয়মেধেষু সপ্তসু ॥৩
তস্য সপ্তসু যজ্ঞেষু সর্ব্বমাসীদ্ধিরণ্ময়ম্।
বানস্পত্যঞ্চ ভৌমঞ্চ যদ্ দ্রব্যং নিয়তং মখে ॥৪

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা গয়ের যজ্ঞের প্রশংসা, পয়োষ্ণী, বৈদূর্য্য-পর্ব্বত ও নর্ম্মদার মাহাত্ম্যকথন এবং চ্যবন ও সুকন্যার চরিত্র আরম্ভ।]

লোমশ বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! মহারাজ নৃগ এখানে যজ্ঞ করিবার সময় সোমরসে দ্বারা ইন্দ্রকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও তৃপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে আনন্দিত হইয়াছিলেন।১

এইখানেই ইন্দ্রসহিত অন্যান্য দেবগণ ও প্রজাপতিগণ প্রচুর দক্ষিণা দিয়া বহুবিধ উত্তম উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন।২

চষাল-যূপ-চমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্র্যঃ স্রুচঃ স্রুবাঃ .
তেষেব চাস্য যজ্ঞেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ ॥৫
সপ্তৈকৈকস্য যূপস্য চষালাশ্চোপরি স্থিতাঃ।
তস্য স্ম যূপান্ যজ্ঞেষু ভ্রাজমানান্ হিরণ্ময়ান্ ॥৬
স্বয়মুত্থাপয়ামাসুর্দেবাঃ সেন্দ্রা যুধিষ্ঠির।
তেষু তস্য মখাগ্র্যেষু গয়স্য পৃথিবীপতেঃ ॥৭
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
প্রসংখ্যানানসংখ্যেয়ান্ প্রত্যগৃহ্ণন্ দ্বিজাতয়ঃ ॥৮
সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ।
যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ ॥৯
তথৈব তদসংখ্যেয়ং ধনং যৎ প্রদদৌ গয়ঃ।
সদস্যেভ্যো মহারাজ তেষু যজ্ঞেষু সপ্তসু ॥১০
ভবেৎ সংখ্যেয়মেতদ্ধি যদেতৎ পরিকীর্তিতম্।
ন তস্য শক্যাঃ সংখ্যাতুং দক্ষিণা দক্ষিণাবতঃ ॥১১
হিরণ্ময়ীভির্গোভিশ্চ কৃতাভির্বিশ্বকর্মণা।
ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়ামাস নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতান্ ॥১২
অল্পাবশেষা পৃথিবী চৈত্যৈরাসীন্মহাত্মনঃ।
গয়স্য যজমানস্য তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥১৩
স লোকান্ প্রাপ্তবানৈন্দ্রান্ কর্মণা তেন ভারত।
সলোকতাং তস্য গচ্ছেৎ পয়োষ্ণ্যাং
য উপস্পৃশেৎ ॥১৪
তস্মাৎ ত্বমত্র রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽচ্যুত।
উপস্পৃশ্য মহীপাল ধূতপাপ্‌মা ভবিষ্যসি ॥১৫

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র রাজা গয়ও সোমযাগ ও সাতটি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা প্রভু পুরন্দরকে (ইন্দ্রকে) পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।৩

সাধারণ যজ্ঞের সাধনগুলি যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত হয়—ইহাই বিধান। কিন্তু গয়ের সকল যজ্ঞেরই পাত্রগুলি সুবর্ণনির্মিত ছিল।৪

প্রায়শঃ যজ্ঞে চষাল (যূপের উপরিভাগের গোলাকার কাষ্ঠ), যূপ (পশুবন্ধন স্তম্ভ), চমস (সোমপানের পাত্র), স্থালী (হাঁড়ি), পাত্রী (পকদ্রব্য রাখার পাত্র), স্রুক্ (পুরোডাশাদি আহুতি দিবার পাত্র). স্রুব (ঘৃতাদি তরল দ্রব্য আহুতি দিবার সাধন)—এই সাতটি সাধন। যুধিষ্ঠির! সাতটি যূপের প্রত্যেকটির উপরেই সাত সাতটি সুবর্ণনির্মিত চষাল দীপ্তি পাইতেছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ং ঐ সোনার যূপগুলি খাড়া করিয়াছিলেন। গয় রাজার সেই সকল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে ইন্দ্র সোমের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণার দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঐ যজ্ঞসমূহে যেরূপ ধনরাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার গণনা করা সম্ভব নয়।৫-৮

মহারাজ! যেমন পৃথিবীতে কাহারও পক্ষে বালুকাকণা, আকাশে তারকা এবং বর্ষণশীল মেঘের ধারা গণনা করা সম্ভব হয় না, তেমনই এই সাত যজ্ঞে সদস্যগণকে গয় যে ধন প্রদান করিয়াছিলেন, উহাও গণনার অযোগ্য ছিল।৯-১০

পূর্ব্বোক্ত বালুকা প্রভৃতিও হয়তো গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উদারহৃদয় গয়ের প্রদত্ত দক্ষিণা গণনা করা সম্ভব ছিল না।১১

রাজা গয় বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুবর্ণময়ী গাভী-সমূহ নানাদিক্ ও দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণকে দান করত তৃপ্ত করিয়াছিলেন। রাজন্! মহাত্মা গয় রাজার রাজ্যে এমন ভূমি খুব অল্পই ছিল, যেখানে তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই।১২-১৩

হে ভারত! তিনি সেই কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে মানুষ এই পয়োষ্ণীতে স্নান করে, সে-ও ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।১৪

হে স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত রাজেন্দ্র! তুমিও ভ্রাতৃগণসহ এই নদীতে স্নান করত পাপশূন্য হও।১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স পয়োষ্ণ্যাং নরশ্রেষ্ঠঃ স্নাত্বা বৈ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বৈদূর্য্যপর্বতং চৈব নর্মদাঞ্চ মহানদীম্ ॥১৬
(উদ্দিশ্য পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ স প্রতস্থে মহীপতিঃ।)
সমাগমত তেজস্বী ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ।
তত্রাস্য সর্বাণ্যাচখ্যৌ লোমশো ভগবানৃষিঃ ॥১৭

তীর্থানি রমণীয়ানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
যথাযোগং যথাপ্রীতি প্রযযৌ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
তত্র তত্রাদদাদ্ বিত্তং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥১৮

লোমশ উবাচ।

দেবানামেতি কৌন্তেয় তথা রাজ্ঞাং সলোকতাম্।
বৈদূর্য্যপর্বতং দৃষ্ট্বা নর্মদামবতীর্য্য চ ॥১৯
সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
এনমাসাদ্য কৌন্তেয় সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০
এষ শর্য্যাতিযজ্ঞস্য দেশস্তাত প্রকাশতে।
সাক্ষাদ্ যত্রাপিবৎ সোমমশ্বিভ্যাং সহ কৌশিকঃ ॥২১
চুকোপ ভার্গবশ্চাপি মহেন্দ্রস্য মহাতপাঃ।
সংস্তম্ভয়ামাস চ তং বাসবং চ্যবনঃ প্রভুঃ ॥২২
সুকন্যাং চাপি ভার্য্যাং স রাজপুত্রীমবাপ্তবান্।
নাসত্যৌ চ মহাভাগ কৃতবান্ সোমপীথিনৌ ॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বিষ্টম্ভিতস্তেন ভগবান্ পাকশাসনঃ।
কিমর্থং ভার্গবশ্চাপি কোপং চক্রে মহাতপাঃ ॥২৪
নাসত্যৌ চ কথং ব্রহ্মন্ কৃতবান্ সোমপীথিনৌ।
এতৎ সর্বং যথাবৃত্তমাখ্যাতু ভগবান্ মম ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌকন্যে একবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির পয়োষ্ণীতে স্নান করত বৈদূর্য্য-পর্ব্বত ও মহানদী নর্ম্মদার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে নিষ্পাপ! ভগবান্ লোমশ নর্ম্মদাতীরের সমস্ত রমণীয় ও পুণ্য তীর্থসমূহ ও দেবমন্দিরের কথা বলিলে ভ্রাতৃগণসহ তেজস্বী যুধিষ্ঠির যথাযোগ্য উপায়ে প্রীতি সহকারে সেই সকল তীর্থে গমন করিলেন ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন এবং পুণ্য দেবমন্দিরসমূহ দর্শন করিলেন।১৬-১৮

লোমশ বলিলেন,—হে কুন্তীনন্দন! এই বৈদূর্য্য-পর্ব্বতকে দর্শন ও নর্ম্মদায় স্নান করিলে দেবলোক এবং রাজগণের সমান লোকের প্রাপ্তি হয়। নরশ্রেষ্ঠ কুন্তী-পুত্র! দ্বাপর ও ত্রেতা যুগের সন্ধিক্ষণে ইহার আবির্ভাব। ইহার নিকট গমনে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়।১৯-২০

এই সেই শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞভূমি; যেখানে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত একত্রে বসিয়া সোমপান করিয়াছিলেন।২১

এই ব্যাপারে প্রভাবশালী মহাতপা ভৃগুনন্দন চ্যবন ইন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। মহাভাগ! তিনি রাজপুত্রী সুকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া-ছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এখানে তিনি ইন্দ্রের সহিত একত্র সোমপানের অধিকার দান করিয়া-ছিলেন।২২-২৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভার্গব চ্যবনমুনির ইন্দ্রের উপর ক্রোধই বা কেন হইয়াছিল এবং তিনি পাকনামক অসুরনাশী ভগবান্ ইন্দ্রকে স্তম্ভনই বা কেন করিয়াছিলেন?২৪

হে ব্রহ্মন্! তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেই বা কেমন করিয়া যজ্ঞে সোমপানের অধিকারী করিয়াছিলেন? হে ভগবন্! আপনি এই সকল বিষয় আমাকে সবিস্তারে বলুন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে সুকন্যোপাখ্যানবিষয়ক একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২১

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিচ্যবনস্য সুকন্যালাভঃ।]

লোমশ উবাচ।

ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রোঽভূচ্চ্যবনো নাম ভারত।
সমীপে সরসস্তস্য তপস্তেপে মহাদ্যুতিঃ॥১

স্থাণুভূতো মহাতেজা বীরস্থানেন পাণ্ডব।
অতিষ্ঠত চিরং কালমেকদেশে বিশাম্পতে॥২

স বল্মীকোঽভবদৃষির্লতাভিরিব সংবৃতঃ।
কালেন মহতা রাজন্ সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ॥৩

তথা স সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সর্বশঃ।
তপ্যতে স্ম তপো ঘোরং বল্মীকেন সমাবৃতঃ॥৪

অথ দীর্ঘস্য কালস্য শর্য্যাতির্নাম পার্থিবঃ।
আজগাম সরো রম্যং বিহর্ত্তুমিদমুত্তমম্॥৫

তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহে।
একৈব চ সুতা সুভ্রূঃ সুকন্যা নাম ভারত॥৬

সা সখীভিঃ পরিবৃতা দিব্যাভরণভূষিতা।
চংক্রম্যমাণা বল্মীকং ভার্গবস্য সমাসদৎ॥৭

সা বৈ বসুমতীং তত্র পশ্যন্তী সুমনোরমাম্।
বনস্পতীন্ বিচিন্বন্তী বিজহার সখীবৃতা॥৮

রূপেণ বয়সা চৈব মদনেন মদেন চ।
বভঞ্জ বনবৃক্ষাণাং শাখাঃ পরমপুষ্পিতাঃ॥৯

তাং সখীরহিতামেকামেকবস্ত্রামলঙ্কৃতাম্।
দদর্শ ভার্গবো ধীমাংশ্চরন্তীমিব বিদ্যুতম্॥১০

তাং পশ্যমানো বিজনে স রেমে পরমদ্যুতিঃ।
ক্ষামকণ্ঠশ্চ বিপ্রর্ষিস্তপোবলসমন্বিতঃ॥১১

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি চ্যবনকর্তৃক সুকন্যাকে লাভ।]

লোমশ বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে এক পুত্র হইয়াছিল। মহাতেজস্বী চ্যবন ঐ সরোবরের নিকটে তপস্যা করিয়াছিলেন।১

হে পাণ্ডব! মহাতেজাঃ চ্যবন বীরাসনে উপবেশন করত তপস্যা করিতে করিতে কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়াছিলেন। রাজন্! তিনি দীর্ঘকাল একস্থানে ঐভাবে ছিলেন।২

রাজন্! দীর্ঘকাল গত হইলে তাঁহার শরীরে উইয়ের ঢিপি হইয়া গেল, তিনি লতাগুল্মের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন এবং পিপীলিকা তাঁহার শরীর ছাইয়া ফেলিল।৩

এইভাবে লতাগুল্মের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সর্ব্বদিকে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অবস্থান করত বুদ্ধিমান্ চ্যবনমুনি বল্মীকে পরিবেষ্টিত হইয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন।৪

তারপর এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে শর্য্যাতি নামে এক রাজা সেই উত্তম রমণীয় সরোবরের তীরে বিহার করিতে আগমন করিলেন।৫

ভারত! তাঁহার চার হাজার স্ত্রী ছিল, কিন্তু একটিমাত্র স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র সুন্দরী কন্যাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম ছিল সুকন্যা।৬

দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃতা সুকন্যা সখীগণের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ভৃগুপুত্র চ্যবনের উইয়ের ঢিপির নিকট গেল।৭

সে সেস্থানের অতিশয় মনোরম ভূমি দর্শন করিতে করিতে এবং বনস্পতিসমূহের পত্র ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সখীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিল।৮

রূপ, বয়স, কামভাবের উদয় ও যৌবন মদে মত্তা

তামাবভাষে কল্যাণীং সা চাস্য ন শৃণোতি বৈ।
ততঃ সুকন্যা বল্মীকে দৃষ্ট্বা ভার্গবচক্ষুষী ॥১২

কৌতূহলাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাৎকৃতা।
কিং নু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্বিভেদাস্য লোচনে ॥১৩

অক্রুধ্যৎ স তয়া বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্যুমান্।
ততঃ শর্য্যাতিসৈন্যস্য শকৃন্মূত্রে সমাবৃণোৎ ॥১৪

ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে সৈন্যমানাহদুঃখিতম্।
তথাগতমভিপ্রেক্ষ্য পর্য্যপৃচ্ছৎ স পার্থিবঃ ॥১৫

তপোনিত্যস্য বৃদ্ধস্য রোষণস্য বিশেষতঃ
কেনাপকৃতমদ্যেহ ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥১৬

জ্ঞাতং বা যদি বাজ্ঞাতং যদ্‌কৃতং ব্রূত মা চিরম্।
তমূচুঃ সৈনিকাঃ সর্বে ন বিদ্মোঽপকৃতং বয়ম্ ॥১৭

সর্বোপায়ৈর্যথাকামং ভবাংস্তদধিগচ্ছতু।
ততঃ স পৃথিবীপালঃ সাম্না চোগ্রেণ চ স্বয়ম্ ॥১৮

পর্য্যপৃচ্ছৎ সুহৃদ্‌বর্গং পর্য্যজানন্ন চৈব তে।
আনাহার্তং ততো দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমসুখাদিতম্ ॥১৯

পিতরং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সুকন্যেদমথাব্রবীৎ।
ময়াটন্ত্যেহ বল্মীকে দৃষ্টং সত্ত্বমভিজ্বলৎ ॥২০

খদ্যোতবদভিজ্ঞাতং তন্ময়া বিদ্ধমন্তিকাৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বল্মীকং শর্য্যাতিস্তূর্ণমভ্যয়াৎ ॥২১

তত্রাপশ্যৎ তপোবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধঞ্চ ভার্গবম্।
অযাচদথ সৈন্যার্থং প্রাঞ্জলিঃ পৃথিবীপতিঃ ॥২২

অজ্ঞানাদ্ বালয়া যৎ তে কৃতং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি।
ততোঽব্রবীন্মহীপালং চ্যবনো ভার্গবস্তদা ॥২৩

হইয়া সেই সুকন্যা সেখানে বনজাত বৃক্ষসমূহের পুষ্পিত শাখা ভঙ্গ করিল ।৯

সে সখীগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী একবস্ত্রপরিহিতা ও অলঙ্কৃতা হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, এমন সময় ধীমান্ চ্যবনমুনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন ।১০

ঐ বিজন বনে পরম কান্তিমান্ তপোবলসম্পন্ন ও দুর্বলকণ্ঠ ব্রহ্মর্ষি চ্যবন তাহাকে দেখিতে দেখিতে পরমানন্দে অবস্থান করিতে করিলেন ।১১

চ্যবনমুনি বল্মীকের মধ্য হইতে তাহার সঙ্গে কথা বলিলেন, কিন্তু সে তাহা শুনিতে পাইল না; সে বল্মীকমধ্যস্থ চ্যবনমুনির প্রজ্বলিত চক্ষুদ্বয় দর্শন করত 'কি একটা জিনিষ' মনে করিয়া কৌতূহলবশতঃ বুদ্ধিমোহবশে কণ্টকের দ্বারা তাহার চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করিল। নেত্র বিদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত ক্রোধী মুনি তখন ক্রুদ্ধ হইলেন। তারপর তিনি শর্য্যাতিরাজার সৈন্যগণের মূত্র ও প্রস্রাব বদ্ধ করিয়া দিলেন ।১২-১৪

সৈন্যগণের মূত্র ও পুরীষ রুদ্ধ হইলে রাজা শর্য্যাতি তখন মলমূত্র বদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত সৈন্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।১৫

সর্বদা তপস্যাকারী কোপনস্বভাব, বৃদ্ধ ও বিশেষতঃ মহাত্মা মহর্ষি ভৃগুনন্দন চ্যবনের কোন অনিষ্ট আজ এখানে কেহ করিয়াছে ?১৬

জান বা না জান, তাহা সত্বর বল,—বিলম্ব করিও না। তখন সৈন্যগণ বলিল—আমরা কেহই কিছু তাঁহার অপকারের বিষয় জানি না। ১৭

আপনি সর্বপ্রকারে ইচ্ছানুসারে তাহা জানুন। তারপর সেই ভূপতি নিজেই কঠোর ও কোমল বাক্যে সুহৃদ্‌বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও 'উহা জানেন না' বলিয়া জানাইলেন। তারপর সকল সৈন্যকে মলমূত্ররোধে যাতনাগ্রস্ত এবং তৎপ্রযুক্ত পিতাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সুকন্যা তখন পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন—"আমি ঘুরিতে ঘুরিতে বল্মীক পিণ্ডের মধ্যে খদ্যোতের (জোনাকি পোকার) ন্যায় কিছু দেখিয়া উহার নিকট গমন করত কাঁটার

অপমানাদহং বিদ্ধো হ্যনয়া দর্পপূর্ণয়া।
রূপৌদার্য্যসমাযুক্তাং লোভমোহবলাৎকৃতাম্ ॥২৪
তামেব প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্ দুহিতরং তব।
ক্ষংস্যামীতি মহীপাল সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৫
লোমশ উবাচ।
ঋষের্বচনমাজ্ঞায় শর্য্যাতিরবিচারয়ন্।
দদৌ দুহিতরং তস্মৈ চ্যবনায় মহাত্মনে ॥২৬
প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং ভগবান্ প্রসসাদ হ।
প্রাপ্তপ্রসাদো রাজা বৈ সসৈন্যঃ পুরমাব্রজৎ ॥২৭
সুকন্যাপি পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতা।
নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥২৮
অগ্নীনামতিথীনাঞ্চ শুশ্রূষুরনসূয়িকা।
সমারাধয়ত ক্ষিপ্রং চ্যবনং সা শুভাননা ॥২৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি সৌকন্যে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২২

দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছি। এই কথা শুনিবামাত্রই রাজা শর্য্যাতি দ্রুত বল্মীকপিণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন।১৮-২১

সেখানে তিনি তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ভৃগুনন্দন চ্যবনমুনিকে দেখিতে পাইলেন; তখন ভূপতি তাঁহার নিকট সৈন্যগণের রোগমুক্তির জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন।২২

অজ্ঞানবশতঃ আমার কন্যা যে অন্যায় করিয়াছে, তাহার জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন। তখন ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে বলিলেন।২৩

তোমার এই দর্পিতা কন্যা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বিদ্ধ করিয়াছে। রাজন্! আমি তোমার এই রূপ ও ঔদার্য্যাদিগুণসম্পন্না এবং লোভ ও মোহের বশীভূতা কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি। হে মহীপাল! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম।২৪-২৫

লোমশ বলিলেন,—ঋষির এই কথা শুনিয়া রাজা শর্য্যাতি কোনরূপ বিচার না করিয়াই সেই মহাত্মা চ্যবনকে স্বীয় কন্যা প্রদান করিলেন।২৬

সেই কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া ভগবান্ চ্যবন প্রসন্ন হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণের রোগমুক্তি হইলে রাজা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করত সসৈন্যে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।২৭

অনিন্দিতা সুকন্যাও তপস্বী চ্যবনকে পতিরূপে লাভ করিয়া তপস্যা ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার নিত্যই পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।২৮

বিবিধ অগ্নি ও অতিথিগণের শুশ্রূষাকারিণী সেই শুভাননা সুকন্যা কাহারও গুণ এবং দোষ বিচার করিতেন না। তিনি শীঘ্রই চ্যবনমুনির আরাধনায় তৎপর হইলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুকন্যা উপখ্যানে দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২২

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

অশ্বিনীকুমারয়োঃ প্রসাদেন মহর্ষিচ্যবনস্য স্বরূপযুবাবস্থাপ্রাপ্তিঃ।]

লোমশ উবাচ।

কস্যচিত্ ত্বথ কালস্য ত্রিদশাবশ্বিনৌ নৃপ।
কৃতাভিষেকাং বিবৃতাং সুকন্যাং তামপশ্যতাম্ ॥১

তাং দৃষ্ট্বা দর্শনীয়াঙ্গীং দেবরাজসুতামিব।
ঊচতুঃ সমভিদ্রুত্য নাসত্যাবশ্বিনাবিদম্ ॥২

কস্য ত্বমসি বামোরু বনেঽস্মিন্ কিং করোষি চ।
ইচ্ছাব ভদ্রে জ্ঞাতুং ত্বাং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে ॥৩

ততঃ সুকন্যা সব্রীড়া তাবুবাচ সুরোত্তমৌ।
শর্য্যাতিতনয়াং বিত্তং ভার্য্যাং মাং চ্যবনস্য চ ॥৪

(নাম্না চাহং সুকন্যাস্মি নৃলোকেঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
সাহং সর্বাত্মনা নিত্যং পতিং প্রতি সুনিষ্ঠিতা ॥)

অথাশ্বিনৌ প্রহস্যৈতামব্রূতাং পুনরেব তু।
কথং ত্বমসি কল্যাণি পিত্রা দত্তা গতাধ্বনে ॥৫

ভ্রাজসেঽস্মিন্ বনে ভীরু বিদ্যুৎসৌদামনী যথা।
ন দেবেষ্বপি তুল্যাং হি ত্বয়া পশ্যাব ভাবিনি ॥৬

অনাভরণসম্পন্না পরমাম্বরবর্জিতা।
শোভয়স্যধিকং ভদ্রে বনমপ্যনলঙ্কৃতা ॥৭

সর্বাভরণসম্পন্না পরমাম্বরধারিণী।
শোভসে ত্বনবদ্যাঙ্গি ন ত্বেবং মলপঙ্কিনী ॥৮

কস্মাদেবংবিধা ভূত্বা জরাজর্জরিতং পতিম্।
ত্বমুপাস্সে হ কল্যাণি কামভোগবহিষ্কৃতম্ ॥৯

অসমর্থং পরিত্রাণে পোষণে চ শুচিস্মিতে।
সা ত্বং চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়স্বৈকমাবয়োঃ ॥১০

পত্যর্থং দেবগর্ভাভে মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ।
এবমুক্তা সুকন্যাপি সুরৌ তাবিদমব্রবীৎ ॥১১

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে মহর্ষি চ্যবনের স্বরূপযুক্ত যুবাবস্থা প্রাপ্তি।]

লোমশ বলিলেন,—হে নৃপ যুধিষ্ঠির! অনন্তর কিছুকাল গত হইলে দেবতা অশ্বিনীকুমারযুগল তথায় আসিয়া অনাবৃত শরীরে সুকন্যাকে স্নান করিতে দেখিলেন। দেবরাজকন্যাসদৃশী দর্শনীয়াঙ্গী তাহাকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১-২

হে বামোরু! তুমি কাহার পত্নী? এই বনের মধ্যে তুমি কি করিতেছ? ভদ্রে! আমরা তোমার পরিচয় জানিতে চাই। হে শোভনে! সব কথা যথাযথভাবে বল।৩

তখন সুকন্যা লজ্জিতা হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ দেবদ্বয়কে বলিলেন,—আমাকে আপনারা শর্য্যাতি রাজার কন্যা এবং চ্যবনমুনির পত্নী বলিয়া জানিবেন।৪

(আমি এই জগতে সুকন্যা নামে প্রসিদ্ধা; আমি সর্ব্বতোভাবে এই বনে নিত্য নিষ্ঠার সহিত পতিসেবায় রতা আছি।) অনন্তর অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহাকে পুনরায় হাসিয়া বলিলেন,—কল্যাণি! তোমার পিতা তোমাকে এই বৃদ্ধের হস্তে কি করিয়া প্রদান করিলেন?৫

ভীরু! তুমি এই বনে বিদ্যুৎ ও সৌদামনীনাম্নী স্বর্গবেশ্যার ন্যায় শোভা পাইতেছ। ভামিনি! দেবতাদের মধ্যেও তোমার ন্যায় সুন্দরী রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না।৬

ভদ্রে! তুমি মূল্যবান্ বস্ত্র না পরিয়াও এবং আভরণশূন্যা হইয়াও এই বন অলঙ্কৃত করিয়া অধিক শোভা পাইতেছ।৭

অনবদ্যাঙ্গি! তথাপি তুমি যদি সর্ব্বাভরণসম্পন্না মূল্যবান্ বস্ত্রপরিহিতা হও, তবে তোমার আরও

রতাহং চ্যবনে পত্যৌ নৈবং মাং পর্য্যশঙ্কতম্।
তাবব্রূতাং পুনস্ত্বেনামাবাং দেবভিষগ্‌বরৌ ॥১২

যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব।
ততস্তস্যাবয়োশ্চৈব বৃণীষ্বান্যতমং পতিম্ ॥১৩

এতেন সময়েনৈনমামন্ত্রয় পতিং শুভে।
সা তয়োর্বচনাদ্ রাজন্নুপসঙ্গম্য ভার্গবম্ ॥১৪
উবাচ বাক্যং যৎ তাভ্যামুক্তং ভৃগুসুতং প্রতি।
তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনো ভার্য্যামুবাচ ক্রিয়তামিতি ॥১৫
(সা ভর্ত্রা সমনুজ্ঞাতা ক্রিয়তামিতি চাব্রবীৎ।
শ্রুত্বা তদশ্বিনৌ বাক্যং তস্যাস্তৎ ক্রিয়তামিতি ॥)

উচতু রাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ।
ততোঽম্ভশ্চ্যবনঃ শীঘ্রং রূপার্থী প্রবিবেশ হ ॥১৬

অশ্বিনাবপি তদ্ রাজন্ সরঃ প্রাবিশতাং তদা।
ততো মুহূর্ত্তাদুত্তীর্ণাঃ সর্বে তে সরসস্তদা ॥১৭

দিব্যরূপধরাঃ সর্বে যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
তুল্যবেষধরাশ্চৈব মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনাঃ ॥১৮

তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্বে বৃণীষ্বান্যতমং শুভে।
অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে পতিত্বে বরবর্ণিনি ॥১৯

শোভা বাড়িবে, যাহা এই মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিলে হইবে না।৮

হে কল্যাণি! তুমি এইরূপ হইয়াও কামভোগ-শূন্য জরাজর্জ্জরিত পতিকে কেন সেবা করিতেছ?৯

শুচিস্মিতে (পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ি)! যে তোমাকে রক্ষণ ও পোষণে সমর্থ নয়, এমন চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর।১০

দেবকন্যাসদৃশী সুন্দরি! এই বৃদ্ধ পতির জন্য তুমি নিজ যৌবনকে বৃথা কেন নষ্ট করিবে? তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া সুকন্যা দেবদ্বয়কে বলিলেন।১১

আমি আমার পতি চ্যবনে অনুরক্তা, আমার সতীত্বে আপনারা সন্দেহ করিবেন না। অশ্বিনী-কুমারদ্বয় পুনরায় তাহাকে বলিলেন—আমরা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগল।১২

আমরা তোমার পতিকে যুবা ও রূপবান্ করিয়া দিব। তখন তুমি আমাদের তিনজনের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করিবে—(যদি ইহা করিতে পার, তবে বুঝিব তুমি সত্যই সতী)। এই সর্ত্তকে স্বীকার করিয়া তুমি তোমার পতিকে আহ্বান কর।

শুভে! তুমি যদি এই সর্ত্তে রাজী থাক, তবে তোমার পতিকে আহ্বান কর। রাজন্! তারপর সুকন্যা তাহাদের বাক্যে চ্যবনের নিকট গিয়া তাঁহাদের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া চ্যবনমুনি বলিলেন—দেবতাদ্বয়ের কথা তুমি স্বীকার করিয়া লও।১৩-১৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয় রাজকন্যা সুকন্যাকে বলিলেন,—তোমার পতি এই সরোবরের জলে প্রবেশ করুক। তখন চ্যবনমুনি সুন্দর রূপলাভের ইচ্ছায় সত্বর উহাতে প্রবেশ করিলেন।১৬

রাজন্! তারপর সেই অশ্বিনীকুমার দুইজনেও সরোবরে প্রবেশ করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা সকলে সরোবর হইতে উঠিয়া আসিলেন। যখন তাঁহারা তিনজনেই জল হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা তিনজনেই দিব্যরূপ ও সুবর্ণকুণ্ডলধারী এবং বয়সেও সমান, তিনজনেই সমান আকৃতি ও বেশ-ভূষায় সজ্জিত এবং সকলেই মনের আনন্দ বর্দ্ধনকারী ছিলেন।১৭-১৮

তাঁহারা তখন সুকন্যাকে বলিলেন,—হে শুভে! তুমি আমাদের তিনজনের মধ্য হইতে তোমর পতিকে বাছিয়া লও। অথবা হে ভদ্রে বরবর্ণিনি! তুমি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ কর।১৯

বত্রে বাপ্যভিকামাসি তং বৃণীষ্ব শুভাননে।
সা সমীক্ষ্য তু তান্ সর্বাংস্তুল্যরূপধরান্ স্থিতান্ ॥২০
নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্যা দেবী বব্রে স্বকং পতিম্।
লব্ধ্বা তু চ্যবনো ভার্য্যাং বয়ো রূপঞ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥২১
হৃষ্টোঽব্রবীন্মহাতেজাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ।
যথাহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ ॥২২
কৃতো ভবদ্‌ভ্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিমাম্।
তস্মাদ্ যুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপীথিনৌ।
মিষতো দেবরাজস্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বাম্ ॥২৩
তচ্ছ্রুত্বা হৃষ্টমনসৌ দিবং তৌ প্রতিজগ্মতুঃ।
চ্যবনশ্চ সুকন্যা চ সুরাবিব বিজহ্রতুঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌকন্যে ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৩

কিংবা হে শোভনে! তুমি যাহাকে মনে মনে ইচ্ছা কর, তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ কর। তখন সুকন্যা তাহাদের তিনজনকেই সমানরূপ ও বেশে সজ্জিত দেখিলেন। কিন্তু নিজ বুদ্ধি অনুসারে মানুষ হইতে দেবতার পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া সুকন্যা নিজ পতি চ্যবনকে বাছিয়া লইলেন। চ্যবনমুনি বাঞ্ছিত বয়স, রূপ ও ভার্য্যা লাভ করিয়া দেবদ্বয়কে বলিলেন। যেহেতু আপনারা আমাকে রূপ ও যৌবন-সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই হেতু আমি আপনাদিগকে এক যজ্ঞে দেবরাজের সহিত একত্রে আপনাদিগকে সোমপান করাইব,—"ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।২০-২৩

তাহা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় হৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গে গেলেন এবং চ্যবন ও সুকন্যাও সেখানে দেবতার ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সুকন্যোপাখ্যানবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৩

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শর্য্যাতিযজ্ঞে ইন্দ্রায় চ্যবনস্য ক্রোধঃ, বজ্রস্য স্তম্ভনম্, তস্য বিনাশায় মদাসুরস্য সৃষ্টিশ্চ।]

লোমশ উবাচ।
ততঃ শুশ্রাব শর্য্যাতির্বয়স্থং চ্যবনং কৃতম্।
সুহৃষ্টঃ সেনয়া সার্দ্ধমুপায়াদ্ ভার্গবাশ্রমম্ ॥১
চ্যবনঞ্চ সুকন্যাঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবসুতাবিব।
রেমে সভার্য্যঃ শর্য্যাতিঃ কৃৎস্নাং প্রাপ্য মহীমিব ॥২

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শর্য্যাতির যজ্ঞে ইন্দ্রের প্রতি চ্যবনের কোপ, বজ্রের স্তম্ভন এবং তাঁহার মৃত্যুর জন্য মদাসুরের সৃষ্টি।]

লোমশ বলিলেন,—তারপর রাজা শর্য্যাতি শুনিতে পাইলেন যে, মহর্ষি চ্যবন সুন্দর রূপ ও যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি আনন্দিত হইয়া সসৈন্যে ভার্গবের (চ্যবনের) আশ্রমে গেলেন।১

ঋষিণা সংস্কৃতস্তেন সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ।
উপোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ॥৩

অথৈনং ভার্গবো রাজন্নুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্।
যাজয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সম্ভারানবকল্পয় ॥৪

ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ শর্য্যাতির্অবনীপতিঃ।
চ্যবনস্ত মহারাজ তদ্ বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥৫

প্রশস্তেহহনি যজ্ঞীয়ে সর্বকামসমৃদ্ধিমৎ।
কারয়ামাস শর্য্যাতির্যজ্ঞায়তনমুত্তমম্ ॥৬

তত্রৈনং চ্যবনো রাজন্ যাজয়ামাস ভার্গবঃ।
অদ্ভুতানি চ তত্রাসন্ যানি তানি নিবোধ মে ॥৭

অগৃহ্ণাচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনোর্দেবয়োস্তদা।
তমিন্দ্রো বারয়ামাস গৃহ্ণানং স তয়োর্গ্রহম্ ॥৮

ইন্দ্র উবাচ।

উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ।
ভিষজৌ দিবি দেবানাং কর্মণা তেন নার্হতঃ ॥৯

চ্যবন ও সুকন্যাকে দেবপুত্র ও দেবকন্যাসদৃশ দেখিয়া পত্নীর সহিত শর্য্যাতি যেন সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যপ্রাপ্তির আনন্দ অনুভব করিলেন।২

পত্নীর সহিত রাজা শর্য্যাতি ঋষিকর্তৃক সংকৃত হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করত কল্যাণময়ী মনোরম কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।৩

রাজন্ যুধিষ্ঠির! তখন ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—হে রাজন্! তুমি যজ্ঞের উপকরণসমূহ প্রস্তুত কর, আমি তোমাকে যজ্ঞ করাইব।৪

মহারাজ! রাজা শর্য্যাতি ইহা শুনিয়া আনন্দিত-চিত্তে চ্যবনের উপদেশ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিলেন।৫

যজ্ঞের প্রশস্ত শুভ দিন দেখিয়া শর্য্যাতি সর্ব্বকামনার পরিপূরক সমৃদ্ধিশালী এক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করাইলেন।৬

চ্যবন উবাচ।

মহোৎসাহৌ মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবত্তরৌ।
যৌ চক্রতুর্মাং মঘবন্ বৃন্দারকমিবাজরম্ ॥১০

ঋতে ত্বাং বিবুধাংশ্চান্যান্ কথং বৈ নার্হতঃ সবম্।
অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র দেবৌ বিদ্ধি পুরন্দর ॥১১

ইন্দ্র উবাচ।

চিকিৎসকৌ কর্মকরৌ কামরূপসমন্বিতৌ।
লোকে চরন্তৌ মর্ত্ত্যানাং কথং সোমমিহার্হতঃ ॥১২

লোমশ উবাচ।

এতদেব যদা বাক্যমাম্রেড়য়তি দেবরাট্।
অনাদৃত্য ততঃ শক্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ ॥১৩

রাজন্! যখন ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছি—শ্রবণ কর।৭

মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে সোমরস যেমন গ্রহণ করিলেন, অমনি ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।৮

ইন্দ্র বলিলেন,—এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাদের সহিত একত্রে সোমপানের যোগ্য নহে, কারণ, ইহারা দেবতাদের বৈদ্য; এই কর্ম্মবশতঃ ইহারা যজ্ঞভাগের অধিকার হারাইয়াছে।৯

চ্যবন বলিলেন,—দেবরাজ! মহোৎসাহী, রূপবান্, ধনবান্ ও মহাত্মা এই অশ্বিনীকুমারযুগল আমাকে দেবতার ন্যায় (দিব্য রূপবান্) অজর করিয়াছেন। পুরন্দর! তাহাড়া তুমি বা অন্যান্য দেবতা ব্যতিরেকে ইহারা যজ্ঞে ভাগ পাইবেন না কেন? দেবরাজ! ইহাদিগকে দেবতা বলিয়াই জান।১০-১১

গ্রহীষ্যন্তং তু তং সোমমশ্বিনোরুত্তমং তদা।
সমীক্ষ্য বলভিদ্ দেব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪
আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং গ্রহীষ্যাসি যদি স্বয়ম্।
বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপমনুত্তমম্ ॥১৫
এবমুক্তঃ স্ময়ন্নিন্দ্রমভিবীক্ষ্য স ভার্গবঃ।
জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমশ্বিভ্যামুত্তমং গ্রহম্ ॥১৬
ততোঽস্মৈ প্রাহরদ্ বজ্রং ঘোররূপং শচীপতিঃ।
তস্য প্রহরতো বাহুং স্তম্ভয়ামাস ভার্গবঃ ॥১৭
তং স্তম্ভয়িত্বা চ্যবনো জুহুবে মন্ত্রতোঽনলম্।
কৃত্যার্থী সুমহাতেজা দেবং হিংসিতুমুদ্যতঃ ॥১৮

ইন্দ্র বলিলেন,—ইহারা দুইজন চিকিৎসকের কাজ করে, এজন্য ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারা এই যজ্ঞে কেন সোমরসের অধিকারী হইবে ?১২

লোমশ বলিলেন,—যখন দেবরাজ এই কথা দুই তিন বার বলিলেন, তখন তাঁহার কথাকে অনাদর করিয়া ভার্গব সোমরসের গ্রহ (ভাগ) হস্তে ধারণ করিলেন।১৩

ইন্দ্র তখন অশ্বিনীকুমার-যুগলের উদ্দেশ্যে চ্যবনমুনিকে উত্তম সোমরস গ্রহণ করিতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন।১৪

হে মহর্ষে। তুমি যদি স্বয়ং ইহাদের দুইজনকে দিবার জন্য সোমরস গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার উপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর বজ্র নিক্ষেপ করিব।১৫

ইন্দ্র এই কথা বলিলে চ্যবন ইন্দ্রের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাস্য করত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য বিধিপূর্ব্বক উত্তম সোমরসের ভাগ গ্রহণ করিলেন।১৬

তখন শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার প্রতি ভয়ঙ্কর বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে ভৃগুনন্দন চ্যবন তাঁহার বাহুদ্বয়কে স্তম্ভিত করিলেন।১৭

ততঃ কৃত্যাথ সংযজ্ঞে মুনেস্তস্য তপোবলাৎ।
মদো নাম মহাবীর্য্যো বৃহৎকায়ো মহাসুরঃ ॥১৯
শরীরং যস্য নির্দেষ্টুমশক্যং তু সুরাসুরৈঃ।
তস্যাস্যমভবদ্ ঘোরং তীক্ষ্ণাগ্রদশনং মহৎ ॥২০
হনুরেকা স্থিতা যস্য ভূমাবেকা দিবং গতা।
চতস্রশ্চায়তা দংষ্ট্রা যোজনানাং শতং শতম্ ॥২১
ইতরে তস্য দশনা বভূবুর্দশযোজনাঃ।
প্রাসাদশিখরাকারাঃ শূলাগ্রসমদর্শনাঃ ॥২২
বাহু পর্বতসঙ্কাশাবায়তাবযুতং সমৌ।
নেত্রে রবিশশিপ্রখ্যে বক্ত্রং কালাগ্নিসন্নিভম্ ॥২৩

তাঁহাকে স্তম্ভন করিয়া মহাতেজস্বী চ্যবন মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন, পরে দেবরাজের বধের উদ্দেশ্যে একটি কৃত্যা উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করিলেন। চ্যবনমুনির তপোবলে একটি কৃত্যা উদ্ভূতা হইল এবং ঐ কৃত্যা হইতে মদ নামে এক মহাবলশালী বৃহৎকায় মহাসুর উৎপন্ন হইল। ঐ অসুরের শরীর কত বড়, তাহা নির্দেশ করা সুরাসুরের পক্ষেও কঠিন। তাহার মুখ তীক্ষ্ণাগ্র দন্ত-বিশিষ্ট, বিশাল ও ভয়ানক ছিল। তাহার একটি হনু পৃথিবী, অপরটি অন্তরীক্ষকে আচ্ছাদিত করিল। তাহার সামনের চারিটি দাঁতই শত শত যোজন বিস্তৃত ছিল।১৮-২১

ইহার অন্যান্য দাঁতগুলি দশ যোজন লম্বা ছিল এবং প্রাসাদের শিখরতুল্য বৃহৎ ও শূলের অগ্রভাগ-সদৃশ তীক্ষ্ণ ছিল।২২

তাহার বাহুদ্বয় পর্ব্বতের ন্যায় বিরাট আকৃতি-বিশিষ্ট ও দশ হাজার যোজন লম্বা ছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্রসদৃশ প্রজ্বলিত ছিল এবং মুখ প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান

স ভক্ষয়িষ্যন্ সংক্রুদ্ধঃ শতক্রতুমুপাদ্রবৎ।
মহতা ঘোররূপেণ লোকান্ শব্দেন নাদয়ন্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং সৌকন্যে চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২২

দেখাইতেছিল। বিদ্যুতের ন্যায় তাহার লোলজিহ্বা চমকাইতেছিল। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিসম্পন্ন সেই দৈত্য যেন হাসিতে হাসিতেই মুখব্যাদান করত বলপূর্ব্বক সমগ্র জগৎকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর আকৃতিতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল।২০-২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুকন্যাউপাখ্যানে চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৪

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বিনীকুমারয়োর্যজ্ঞভাগং স্বীকৃত্য ইন্দ্রস্য সঙ্কটান্মুক্তিলাভঃ, লোমশমুনিনা অন্যান্যতীর্থানাং বর্ণনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা ঘোরবদনং মদং দেবঃ শতক্রতুঃ।
আয়ান্তং ভক্ষয়িষ্যন্তং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥১
ভয়াৎ সংস্তম্ভিতভুজঃ সৃক্কিণী লেলিহন্ মুহুঃ।
ততোঽব্রবীদ্ দেবরাজশ্চ্যবনং ভয়পীড়িতঃ ॥২
সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব।
ভবিষ্যতঃ সত্যমেতদ্ বচো বিপ্রঃ প্রসীদ মে ॥৩

ন তে মিথ্যা সমারম্ভো ভবত্বেষ পরো বিধিঃ।
জানামি চাহং বিপ্রর্ষে ন মিথ্যা ত্বং করিষ্যসি ॥৪

সোমার্হাবশ্বিনাবেতৌ যথা বাদ্য কৃতৌ ত্বয়া।
ভূয় এব তু তে বীর্য্যং প্রকাশেদিতি ভার্গব ॥৫

সুকন্যায়াঃ পিতুশ্চাস্য লোকে কীর্তিঃ প্রথেদিতি।
অতো ময়ৈতদ্ বিহিতং তব বীর্য্যপ্রকাশনম্ ॥৬

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যজ্ঞভাগ স্বীকার করিয়া ইন্দ্রের সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ এবং লোমশমুনিকর্ত্তৃক অন্যান্য তীর্থের বর্ণন।]

লোমশ বলিলেন,—দেবরাজ যখন দেখিলেন যে, ঘোরবদন মদাসুর মুখব্যাদান করত যমের ন্যায় তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে আসিতেছে, অথচ তাঁহার বাহুদ্বয় স্তম্ভিত; তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় চাটিতে লাগিলেন। তারপর ইন্দ্র চ্যবনমুনিকে বলিলেন—"হে বিপ্র! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন; এই অশ্বিনীকুমারযুগল আজ হইতে যজ্ঞে সোমরসের অধিকারী হইবে—এ কথা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।১-৩

আপনার আরব্ধ এই যজ্ঞ কখনও মিথ্যা হইবে না; আপনি যাহা বিধান করিলেন, ইহাই শ্রেষ্ঠ বিধান হইবে। হে ব্রহ্মর্ষে! আমি জানি—আপনি যাহা সঙ্কল্প করিবেন, উহা কিছুতেই মিথ্যা হইতে দিবেন না।৪

তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে ভবত্বেবং যথেচ্ছসি।
এবমুক্তস্ত শক্রেণ ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ ॥৭
স মন্যুর্ব্যগমচ্ছীঘ্রং মুমোচ চ পুরন্দরম্।
মদঞ্চ ব্যভজদ্ রাজন্ পানে স্ত্রীষু চ বীর্য্যবান্ ॥৮
অক্ষেষু মৃগয়ায়াঞ্চ পূর্বসৃষ্টং পুনঃ পুনঃ।
তদা মদং বিনিক্ষিপ্য শক্রং সন্তর্প্য চেন্দুনা ॥৯
অশ্বিভ্যাং সহিতান্ দেবান্ যাজয়িত্বা চ তং নৃপম্
বিখ্যাপ্য বীর্য্যং লোকেষু সর্বেষু বদতাং বরঃ ॥১০
সুকন্যয়া সহারণ্যে বিজহারানুকূলয়া।
তস্যৈতদ্ দ্বিজসঙ্ঘুষ্টং সরো রাজন্ প্রকাশতে ॥১১
অত্র ত্বং সহ সোদর্য্যৈঃ পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়।
এতদ্ দৃষ্ট্বা মহীপাল সিকতাক্ষঞ্চ ভারত ॥১২
সৈন্ধবারণ্যমাসাদ্য কুল্যানাং কুরু দর্শনম্।
পুষ্করেষু মহারাজ সর্বেষু চ জলং স্পৃশ ॥১৩
স্থাণোর্মন্ত্রাণি চ জপন্ সিদ্ধিং প্রাপ্স্যসি ভারত।
সন্ধির্দ্বয়োর্নরশ্রেষ্ঠ ত্রেতায়া দ্বাপরস্ত চ ॥১৪
অয়ং হি দৃশ্যতে পার্থ সর্বপাপপ্রণাশনঃ।
অত্রোপস্পৃশ্য চৈব ত্বং সর্বপাপপ্রণাশনে ॥১৫
আর্চীকপর্বতশ্চৈব নিবাসো বৈ মনীষিণাম্।
সদাফলঃ সদাস্রোতো মরুতাং স্থানমুত্তমম্ ॥১৬
চৈত্যাশ্চৈতে বহুবিধাস্ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির।
এতচ্চন্দ্রমসস্তীর্থমৃষয়ঃ পর্য্যুপাসতে।
বৈখানসা বালখিল্যাঃ পাবকা বায়ুভোজনাঃ ॥১৭

আপনি এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অদ্য হইতে যেমন সোমভাগী করিলেন, সেইরূপ আমারও কল্যাণ করুন। হে ভার্গব! আপনার আরও অধিক শক্তি জগতে প্রকাশিত হউক এবং সুকন্যার পিতার কীর্ত্তিও এই জগতে অধিক বিস্তৃত হউক—এই ইচ্ছা করিয়াই আপনার শক্তিকে প্রকাশিত করিবার জন্যই আমি আপনাকে বাধা দিয়াছিলাম।৫-৬

হে মহর্ষে! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপই হইবে। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে মহাত্মা ভার্গবের ক্রোধ শান্ত হইল এবং তিনি পুরন্দরকে স্তম্ভণমুক্ত করিলেন। রাজন্! তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্ট মদকে বিভক্ত করিয়া তাহার বাসের জন্য শক্তিমান্ চ্যবনমুনি স্ত্রী, সুরাপান, অক্ষক্রীড়া ও মৃগয়া—এই চারিটি স্থান পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিলেন। এইরূপে মদাসুরকে দূরে সরাইয়া দিয়া এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও অন্যান্য দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে যজ্ঞে পরিতৃপ্ত করত রাজা শর্য্যাতিকে দিয়া যজ্ঞ করাইয়া বাগ্মীপ্রবর চ্যবনমুনি জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করিলেন এবং সতী সুকন্যার সহিত সেই মহারণ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই সেই চ্যবনমুনির পক্ষিগণ-নিনাদিত সরোবর শোভা পাইতেছে।৭-১১

হে ভূপাল! এখানে তুমি সহোদরগণের সহিত স্নান করিয়া পিতৃপুরুষগণের তর্পণ কর। ভারত! ইহা দর্শন করিবার পর সিকতাক্ষ তীর্থের দর্শন করত সৈন্ধবারণ্যে গিয়া ক্ষুদ্র নদীসমূহকে দর্শন কর। মহারাজ! পুষ্করতীর্থের সকল পুষ্করেরই জল স্পর্শ কর।১২-১৩

হে ভারত! এখানে মহাদেবের মন্ত্রসকল জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! ইহা ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে।১৪

পৃথা-(কুন্তী) পুত্র যুধিষ্ঠির! এই সর্ব্বপাপ প্রণাশনতীর্থ দেখা যাইতেছে; তুমি এই সর্ব্বপাপ-প্রণাশন তীর্থের জল স্পর্শ কর (তাহা হইলে তোমার সকল পাপ নষ্ট হইবে)।১৫

ইহার পরেই মনীষিগণের নিবাসভূমি আর্চীক-পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। উহাতে সর্ব্বদা ফল দেখা যায় এবং সর্ব্বদা জলপ্রবাহবিশিষ্ট ঝরণাও উহাতে

শৃঙ্গাণি ত্রীণি পুণ্যানি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ।
সর্বাণ্যনুপরিক্রম্য যথাকামমুপস্পৃশ ॥১৮
শান্তনুশ্চাত্র রাজেন্দ্র শুনকশ্চ নরাধিপঃ।
নরনারায়ণৌ চোভৌ স্থানং প্রাপ্তাঃ সনাতনম্ ॥১৯
ইহ নিত্যশয়া দেবাঃ পিতরশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আর্চ্চীকপর্বতে তেপুস্তান্ যজস্ব যুধিষ্ঠির ॥২০
ইহ তে বৈ চরূন্ প্রাশ্নন্ ঋষয়শ্চ বিশাম্পতে।
যমুনা চাক্ষয়স্রোতা কৃষ্ণশ্চেহ তপোরতঃ ॥২১
যমৌ চ ভীমসেনশ্চ কৃষ্ণা চামিত্রকর্শন।
সর্বে চাত্র গমিষ্যামস্ত্বয়ৈব সহ পাণ্ডব ॥২২
এতৎ প্রস্রবণং পুণ্যমিন্দ্রস্য মনুজেশ্বর।
যত্র ধাতা বিধাতা চ বরুণশ্চোর্ধ্বমাগতাঃ ॥২৩
ইহ তেঽপ্যবসন্ রাজন্ ক্ষান্তাঃ পরমধর্মিণঃ।
মৈত্রাণামৃজুবুদ্ধীনাময়ং গিরিবরঃ শুভঃ ॥২৪
এষা সা যমুনা রাজন্ মহর্ষিগণসেবিতা।
নানাযজ্ঞচিতা রাজন্ পুণ্যা পাপভয়াপহা ॥২৫
অত্র রাজা মহেষ্বাসো মান্ধাতাযজত স্বয়ম্।
সাহদেবিশ্চ কৌন্তেয় সোমকো দদতাং বরঃ ॥২৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌকন্যে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৫

আছে। উহা দেবগণের উত্তম স্থান।১৬

হে যুধিষ্ঠির! ঐ দেবতাদের বহুবিধ মন্দির দেখা যাইতেছে। ইহা চন্দ্রের তীর্থ। এখানে বায়ু-ভক্ষণপূর্ব্বক পরমপাবন বৈখানস ও বালখিল্য ঋষিগণ বাস করেন।১৭

এখানে তিনটী পুণ্য শৃঙ্গ ও তিনটী পুণ্য প্রস্রবণ (ঝরণা) আছে। এই সব শৃঙ্গ প্রদক্ষিণ করিয়া ইচ্ছানুসারে ঐ প্রস্রবণের জলে স্নান কর।১৮

রাজেন্দ্র! এখানে তপস্যা করিয়া রাজা শান্তনু, শুনক এবং নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।১৯

যুধিষ্ঠির! মহর্ষিগণের সহিত পিতৃগণ ও দেবগণ এই আর্চ্চীক পর্ব্বতে সতত বাস করত তপস্যা করিয়াছেন; তুমি তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা কর।২০

রাজন্! এখানে দেবতা ও ঋষিগণ চরু ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং এখানে অক্ষয়স্রোতা যমুনা নদী প্রবাহিতা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন।২১

হে শত্রুনাশন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির! কৃষ্ণা, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও আমরা সকলে তোমার সহিত ঐ স্থানে গমন করিব।২২

হে নরপতে! এখানেই ইন্দ্রের পুণ্য প্রস্রবণ আছে। যে স্থান হইতে ধাতা, বিধাতা ও বরুণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়াছিলেন।২৩

রাজন্! এখানে ক্ষমাশীল পরম ধার্ম্মিক পুরুষগণই বাস করেন। সরলবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবাপন্ন পুরুষগণের পুণ্য নিবাসভূমি হইতেছে এই শুভ গিরিবর।২৪

রাজন্! এই সেই মহর্ষিগণসেবিতা পাপভয়-নাশিনী পুণ্যা যমুনা নদী। রাজন্! যাঁহার তীরে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে।২৫

কুন্তীনন্দন! এখানে মহাধনুর্দ্ধর মান্ধাতা স্বয়ং যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দাতাগণের শিরোমণি সহদেবকুমার সোমকও এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুকন্যা-উপখ্যানবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৫

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো মান্ধাতুরুৎপত্তিঃ, সংক্ষেপেণ তস্য চরিত্রবর্ণনঞ্চ।]

মান্ধাতা রাজশার্দূলস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
কথং জাতো মহাব্রহ্মন্ যৌবনাশ্বো নৃপোত্তমঃ ॥১
কথং চৈনাং পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তবানমিতদ্যুতিঃ।
যস্য লোকাস্ত্রয়ো বশ্যা বিষ্ণোরিব মহাত্মনঃ ॥২
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং চরিতং তস্য ধীমতঃ।
(সত্যকীর্ত্তেহি মান্ধাতুঃ কথ্যমানং ত্বয়ানঘ ॥)

যথা মান্ধাতৃশব্দশ্চ তস্য শক্রসমদ্যুতেঃ।
জন্ম চাপ্রতিবীর্য্যস্য কুশলো হ্যসি ভাষিতুম্ ॥৩

লোমশ উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
যথা মান্ধাতৃশব্দো বৈ লোকেষু পরিগীয়তে ॥৪
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো যুবনাশ্বো মহীপতিঃ।
সোঽযজৎ পৃথিবীপালঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥৫
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ প্রাপ্য ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
অন্যৈশ্চ ক্রতুভির্মুখ্যৈরযজৎ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৬

অনপত্যস্তু রাজর্ষিঃ স মহাত্মা মহাব্রতঃ।
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্ রাজ্যং বননিত্যো বভূব হ ॥৭
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সংযোজ্যাত্মানমাত্মবান্।
স কদাচিন্নৃপো রাজন্নুপবাসেন দুঃখিতঃ ॥৮
পিপাসাশুষ্কহৃদয়ঃ প্রবিবেশাশ্রমং ভৃগোঃ।
তামেব রাত্রিং রাজেন্দ্র মহাত্মা ভৃগুনন্দনঃ ॥৯
ইষ্টিং চকার সৌদ্যুম্নের্মহর্ষিঃ পুত্রকারণাৎ।
সম্ভৃতো মন্ত্রপূতেন বারিণা কলসো মহান্ ॥১০

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা মান্ধাতার উৎপত্তি ও সংক্ষেপে তাঁহার চরিত্র বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। যুবনাশ্বের পুত্র নৃপশ্রেষ্ঠ ত্রিলোকবিখ্যাত মান্ধাতা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ?১

অমিততেজস্বী মহারাজ কিরূপে অভ্যুদয়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? শুনা যায় যে ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় এই ত্রিলোকই তাঁহার বশীভূত ছিল।২

আমি সেই ধীমানের পবিত্র চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী তাঁহার নাম মান্ধাতা কেন হইল ? আপনিই সেই অতিশয় তেজস্বী মান্ধাতার চরিত্র বর্ণনায় সমর্থ।৩

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্। সেই রাজার ত্রিলোকবিখ্যাত নাম মান্ধাতা কেন হইল, তাহা সাবধানে শ্রবণ কর।৪

ইক্ষ্বাকুবংশে জাত যুবনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রচুর দক্ষিণার দ্বারা বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।৫

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ যুবনাশ্ব সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য আরও পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৬

মহাত্মা ও মহাব্রতধারী সেই রাজা অপুত্রক ছিলেন। সেই দুঃখে তিনি মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্থায়ীভাবে বনেই বাস করিতে লাগিলেন। মনস্বী যুবনাশ্ব শাস্ত্রবিধি অনুসারে আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। হে রাজন্। এক সময় সেই নৃপ উপবাসে দুঃখিত হইয়া পড়িলেন এবং পিপাসায় তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। এই অবস্থায় তিনি ভৃগুমুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র। সেই রাত্রিতে ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবন সুদ্যুম্নপুত্র রাজা যুবনাশ্বের জন্য পুত্রেষ্টি

তত্রাতিষ্ঠত রাজেন্দ্র পূর্ব্বমেব সমাহিতঃ।
যৎ প্রাশ্য প্রসবেৎ তস্য পত্নী শক্রসমং সুতম্ ॥১১
তং ন্যস্য বেদ্যাং কলসং সুষুপুস্তে মহর্ষয়ঃ।
রাত্রিজাগরণাচ্ছ্রান্তান্ সৌদ্যুম্নিঃ সমতীত্য তান্ ॥১২
শুষ্ককণ্ঠঃ পিপাসার্ত্তঃ পানীয়ার্থী ভৃশং নৃপঃ।
তং প্রবিশ্যাশ্রমং শান্তঃ পানীয়ং সোঽভ্যযাচত ॥১
তস্য শ্রান্তস্য শুষ্কেণ কণ্ঠেন ক্রোশতস্তদা।
নাশ্রৌষীৎ কশ্চন তদা শকুনেরিব বাশতঃ ॥১৪
ততস্তং কলসং দৃষ্ট্বা জলপূর্ণং স পার্থিবঃ।
অভ্যদ্রবত বেগেন পীত্বা চাম্ভো ব্যবাসৃজৎ ॥১৫
স পীত্বা শীতলং তোয়ং পিপাসার্ত্তো মহীপতিঃ।
নির্ব্বাণমগমদ্ ধীমান্ সুসুখী চাভবৎ তদা ॥১৬
ততস্তে প্রত্যবুধ্যন্ত মুনয়ঃ সতপোধনাঃ।
নিস্তোয়ং তঞ্চ কলসং দদৃশুঃ সর্ব্ব এব তে ॥১৭
কস্য কর্ম্মেদমিতি তে পর্য্যপৃচ্ছন্ সমাগতাঃ।
যুবনাশ্বো মমেত্যেবং সত্যং সমভিপদ্যত ॥ ৮
ন যুক্তমিতি তং প্রাহ ভগবান্ ভার্গবস্তদা।
সুতার্থং স্থাপিতা হ্যাপস্তপসা চৈব সম্ভৃতাঃ ॥১৯
ময়া হ্যত্রাহিতং ব্রহ্ম তপ আস্থায় দারুণম্।
পুত্রার্থং তব রাজর্ষে মহাবলপরাক্রম ॥২০
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তপোবলসমন্বিতঃ।
যঃ শক্রমপি বীর্য্যেণ গময়েদ্ যমসাদনম্ ॥২১
অনেন বিধিনা রাজন্ ময়ৈতদুপপাদিতম্।
অত্তক্ষণং ত্বয়া রাজন্ ন যুক্তং কৃতমদ্য বৈ ॥২২

যজ্ঞ করিতেছিলেন। তিনি ঐ যজ্ঞের অঙ্গীভূত মন্ত্রপূত জল এক বৃহৎ কলসে করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।৭-১০

হে রাজেন্দ্র! ঐ মন্ত্রপূত জল রাখা হইয়াছিল এই জন্য যে, যুবনাশ্বের পত্নী ঐ জলপান করিলে ইন্দ্রতুল্য শক্তিসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিবেন।১১

মহর্ষিগণ বেদীর উপর কলসটী রাখিয়া শ্রান্তি-বশতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুদ্যুম্নকুমার রাজা যুবনাশ্ব পিপাসার্ত্ত হইয়া মহর্ষিগণকে অতিক্রম করত শুষ্ককণ্ঠে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং শান্ত-ভাবে জল চাহিতে লাগিলেন।১২-১৩

কিন্তু অত্যন্ত শ্রান্ত তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠের পক্ষীর ন্যায় শব্দ এত ক্ষীণ ছিল যে, কেহই তাহা শুনিতে পাইল না।১৪

তখন রাজা জলপূর্ণ ঐ কলস দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গেলেন এবং আতৃপ্তি জল পান করত অবশিষ্ট সেইখানে ফেলিয়া দিলেন।১৫

সেই জল পান করিয়া পিপাসার্ত্ত রাজার পিপাসা শান্ত হইল এবং ধীমান্ রাজা পরম সুখলাভ করিলেন।১৬

এদিকে তপোধন চ্যবনমুনির সহিত মহর্ষিগণ জাগিয়া সকলেই দেখিলেন যে, কলসটী জলশূন্য।১৭

'ইহা কাহার কর্ম্ম' ইহা তাঁহারা সমাগত ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে রাজা যুবনাশ্ব সত্য কথা বলিলেন—"আমিই উহা পান করিয়াছি'।১৮

তখন ভগবান্ ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে বলিলেন, —হে মহাবল পরাক্রমশালী রাজর্ষি যুবনাশ্ব! তুমি ইহা ভাল কাজ কর নাই। কারণ আমি তীব্র তপস্যার সাহায্যে ব্রহ্মতেজের আধান করত তোমারই পুত্র লাভের জন্য মন্ত্রপূত জল ইহাতে রাখিয়াছিলাম; ইহাতে তোমার পুত্র লাভ হইত।১৯-২০

হে রাজন্! এমন তপোবলসমন্বিত, মহাবীর্য্যশালী ও মহাবলবান্ পুত্র তোমার হইত যে, নিজ বীর্য্যবলে সে ইন্দ্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইত।২১

ন স্বস্ত শক্যমস্মাভিরেতৎ কর্ত্তুমতোঽন্যথা।
নূনং দৈবকৃতং হ্যেতদ্ যদেবং কৃতবানসি ॥২৩
পিপাসিতেন যাঃ পীতা বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতাঃ।
আপস্ত্বয়া মহারাজ মত্তপোবীর্য্যসম্ভৃতাঃ ॥২৪
তাভ্যস্ত্বমাত্মনা পুত্রমীদৃশং জনয়িষ্যসি।
বিধাস্যামো বয়ং তত্র তবেষ্টিং পরমাদ্ভুতাম্ ॥২৫
যথা শক্রসমং পুত্রং জনয়িষ্যসি বীর্য্যবান্।
গর্ভধারণজং বাপি ন খেদং সমবাপ্স্যসি ॥২৬
ততো বর্ষশতে পূর্ণে তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বামং পার্শ্বং বিনির্ভিদ্য সুতঃ সূর্য্য ইব স্থিতঃ ॥২৭

নিশ্চক্রাম মহাতেজা ন চ তং মৃত্যুরাবিশৎ।
যুবনাশ্বং নরপতিং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৮

ততঃ শক্রো মহাতেজাস্তং দিদৃক্ষুরুপাগমৎ।
ততো দেবা মহেন্দ্রং তমপৃচ্ছন্ ধাস্যতীতি কিম্ ॥২৯
প্রদেশিনীং ততোঽস্যাস্যে শক্রঃ সমভিসন্দধে।
মামরং ধাস্যতীত্যেবং ভাষিতে চৈব বজ্রিণা ॥৩০
মান্ধাতেতি চ নামাস্য চক্রুঃ সেন্দ্রা দিবৌকসঃ ॥৩১
প্রদেশিনীং শক্রদত্তামাস্বাদ্য স শিশুস্তদা।
অবর্ধত মহাতেজাঃ কিষ্কূন্ রাজংস্ত্রয়োদশ ॥৩২
বেদাস্তং সধনুর্বেদা দিব্যান্যস্ত্রাণি চেশ্বরম্।
উপতস্থুর্মহারাজ ধ্যাতমাত্রস্য সর্বশঃ ॥৩৩
আজগবং নাম ধনুঃ শরাঃ শৃঙ্গোদ্ভবাশ্চ যে।
অভেদ্যং কবচং চৈব সদ্যস্তমুপশিশ্রিয়ুঃ ॥৩৪
সোঽভিষিক্তো মঘবতা স্বয়ং শক্রেণ ভারত।
ধর্মেণ ব্যজয়ল্লোকাংস্ত্রীন্ বিষ্ণুরিব বিক্রমৈঃ ॥৩৫

রাজন্। সুতরাং উক্তবিধি অনুসারে মন্ত্রপূত করিয়া মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত এই জল অন্য পান করা তোমার উচিত হয় নাই।২২

আজ আমরা এই মন্ত্রপূত জলের শক্তিকে অন্যথা করিতে অসমর্থ। তুমি এই যে জল পান করিয়াছ, ইহা নিশ্চয় দৈবকৃতই হইয়াছে মনে হয়।২৩

হে মহারাজ! আমার তপোবীর্য্যযুক্ত বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপূত যে জল তুমি পিপাসিত হইয়া পান করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার উদরে ঐরূপ বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে তোমার জন্য পরমাদ্ভুত একটী ইষ্টি করিব, যাহাতে তুমি ইন্দ্রতুল্য শক্তিশালী পুত্রের জন্ম দিতে পার এবং গর্ভধারণ জন্য কোনরূপ দুঃখও না প্রাপ্ত হও।২৪-২৬

তারপর একশত বৎসর পূর্ণ হইলে মহাত্মা রাজা যুবনাশ্বের বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া সূর্য্যতুল্য মহাতেজস্বী এক পুত্র নির্গত হইল, কিন্তু তাহাতে রাজা যুবনাশ্বের মৃত্যু হইল না। ইহা যেন অতি অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল।২৭-২৮

তারপর (দেবগণসহ) মহাতেজস্বী ইন্দ্র তাহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। তখন দেবতারা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালক কি পান করিয়া বাঁচিবে? ২৯

তখন ইন্দ্র শিশুর মুখে তাঁহার বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ দিয়া বলিলেন,—"এ শিশু আমাকেই পান করিবে। বজ্রধারী ইন্দ্র এই কথা বলিলে, ইন্দ্রের সহিত দেবগণ এই শিশুর নাম রাখিলেন মান্ধাতা।" ৩০-৩১

রাজন্! সেই সময় ইন্দ্রের প্রদত্ত অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে চুষিতে সেই মহাতেজস্বী শিশু দশ কিষ্কু (সাড়ে ছয় হাত) বৃদ্ধি পাইল।৩২

হে মহারাজ! ধ্যান করা মাত্রই ধনুর্ব্বেদসহ চারিবেদ, অস্ত্রবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সহিত সমস্ত দিব্য অস্ত্র মান্ধাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৩৩

তস্যাপ্রতিহতং চক্রং প্রাবর্ত্তত মহাত্মনঃ।
রত্নানি চৈব রাজর্ষিং স্বয়মেবোপতস্থিরে ॥৩৬
তস্যৈবং বসুসম্পূর্ণা বসুধা বসুধাধিপ।
তেনেষ্টং বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বহুভিঃ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৩৭

চিতচৈত্যো মহাতেজা ধর্মান্ প্রাপ্য চ পুষ্কলান্।
শক্রস্যার্দ্ধাসনং রাজঁল্লব্ধবানমিতদ্যুতিঃ ॥৩৮
একাহাৎ পৃথিবী তেন ধর্মনিত্যেন ধীমতা।
বিজিতা শাসনাদেব সরত্নাকরপত্তনা ॥৩৯

তস্য চৈত্যৈর্মহারাজ ক্রতূনাং দক্ষিণাবতাম্।
চতুরন্তা মহী ব্যাপ্তা নাসীৎ কিঞ্চিদনাবৃতম্ ॥৪০
তেন পদ্মসহস্রাণি গবাং দশ মহাত্মনা।
ব্রাহ্মণানাং মহারাজ দত্তানীতি প্রচক্ষতে ॥৪১

তেন দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহাত্মনা।
বৃষ্টং শস্যবিবৃদ্ধ্যর্থং মিষতো বজ্রপাণিনঃ ॥৪২
তেন সোমকুলোৎপন্নো গান্ধারাধিপতির্মহান্।
গর্জন্নিব মহামেঘঃ প্রমথ্য নিহতঃ শরৈঃ ॥৪৩
প্রজাশ্চতুর্বিধাস্তেন ত্রাতা রাজন্ কৃতাত্মনা।
তেনাত্মতপসা লোকাস্তাপিতাশ্চাতিতেজসা ॥৪৪

তস্যৈতদ্ দেবযজনং স্থানমাদিত্যবর্চসঃ।
পশ্য পুণ্যতমে দেশে কুরুক্ষেত্রস্য মধ্যতঃ ॥৪৫

(তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র মান্ধাতেব মহীপতিঃ।
ধর্মং কৃত্বা মহীং রক্ষন্ স্বর্গলোকমবাপ্স্যসি ॥)
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং মান্ধাতুশ্চরিতং মহৎ।
জন্ম চাগ্র্যং মহীপাল যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৬

আজগবনামক ধনু, শৃঙ্গ নির্ম্মিত (স্বর্গে উৎপন্ন) শরসমূহ এবং অভেদ্য কবচ স্বয়ং আসিয়া সেই সময় তাহাকে আশ্রয় করিল ।৩৪

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির ! ইন্দ্র স্বয়ং তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, বিষ্ণু যেমন নিজ তিন পদের দ্বারা ত্রিলোককে জয় করিয়াছিলেন ; মান্ধাতাও তেমনই ধর্ম্মের দ্বারা তিন লোককে জয় করিলেন ।৩৫

সেই মহাত্মা মান্ধাতার আজ্ঞা অব্যর্থ ও অপ্রতিরোধ্য হইল এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নরাজিও স্বয়ং আসিয়া রাজর্ষির নিকট উপস্থিত হইল ।৩৬

হে বসুধাধিপ ! তাঁহার সমগ্র পৃথিবীরূপ রাজ্য ধনে পরিপূর্ণ হইল এবং তিনি প্রচুর দক্ষিণা দান করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ।৩৭

রাজন্ ! মহাতেজস্বী ও কান্তিমান্ রাজা মান্ধাতা অসংখ্য যজ্ঞশালা নির্মাণ করিয়া যথেষ্ট ধর্ম্ম অর্জ্জন করত ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিলেন ।৩৮

সদা ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ সেই রাজা কেবলমাত্র শাসনেই সাগর ও নগরপরিপূর্ণা সমগ্র বসুন্ধরাকে একদিনেই জয় করিয়াছিলেন ।৩৯

মহারাজ ! তাঁহার দক্ষিণাপূর্ণ যজ্ঞসমূহের মণ্ডপের দ্বারা চতুঃসমুদ্রবেষ্টিতা সম্পূর্ণ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছিল, অবশিষ্ট একটুও স্থান অনাবৃত ছিল না ।৪০

মহারাজ ! মহাত্মা রাজা মান্ধাতা ব্রাহ্মণগণকে দশ হাজার পদ্মসংখ্যক গাভী দান করিয়াছিলেন—ইহা প্রসিদ্ধ আছে ।৪১

সেই মহাত্মা দ্বাদশ বার্ষিক অনাবৃষ্টির সময় শস্যের উৎপত্তির জন্য বজ্রধর ইন্দ্রের সম্মুখেই স্বয়ংই রাজ্যে বর্ষণ করিয়াছিলেন ।৪২

তিনি মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী মহাপরাক্রমী গান্ধারদেশাধিপতি চন্দ্রবংশীয় রাজাকে শরসমূহের দ্বারা প্রমথিত করিয়া বধ করিয়াছিলেন ।৪৩

হে রাজন্ ! তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি প্রকার প্রজার রক্ষক ছিলেন। অত্যন্ত তেজস্বী মান্ধাতা নিজ তপস্যাতেই ত্রিলোককে তাপিত করিয়াছিলেন ।৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তঃ স কৌন্তেয়ো লোমশেন মহর্ষিণা।
পপ্রচ্ছানন্তরং ভূয়ঃ সোমকং প্রতি ভারত ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং মান্ধাতোপাখ্যানে ষড়বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৬

এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থিত পুণ্যতম দেশে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই রাজার দেবযজ্ঞভূমি রহিয়াছে—উহা দর্শন কর।৪৫

হে মহারাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার উত্তরে আমি তোমাকে মান্ধাতার সমগ্র চরিত্র বলিলাম।৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশধর জনমেজয়! মহর্ষি লোমশের এই কথা শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পুনরায় সোমক রাজার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে মান্ধাতা উপাখ্যানবিষয়ক ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৬

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সোমকস্য জন্তোশ্চ উপাখ্যানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথংবীর্য্যঃ স রাজাভূৎ সোমকো বদতাং বর।
কর্ম্মাণ্যস্য প্রভাবঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১
লোমশ উবাচ।
যুধিষ্ঠিরাসীন্নৃপতিঃ সোমকো নাম ধার্ম্মিকঃ।
তস্য ভার্য্যা শতং রাজন্ সদৃশীনামভূৎ তদা ॥২
স বৈ যত্নেন মহতা তাসু পুত্রং মহীপতিঃ।
কঞ্চিন্নাসাদয়ামাস কালেন মহতা হ্যপি ॥৩
কদাচিৎ তস্য বৃদ্ধস্য ঘটমানস্য যত্নতঃ।
জন্তুর্নাম সুতস্তস্মিন্ স্ত্রীশতে সমজায়ত ॥৪
তং জাতং মাতরঃ সর্ব্বাঃ পরিবার্য্য সমাসত।
সততং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামভোগান্ বিশাম্পতে ॥৫
ততঃ পিপীলিকা জন্তুং কদাচিদদশৎ স্ফিচি।
স দষ্টো ব্যনদন্নাদং তেন দুঃখেন বালকঃ ॥৬
ততস্তা মাতরঃ সর্ব্বাঃ প্রাক্রোশন্ ভৃশদুঃখিতাঃ।
প্রবার্য্য জন্তুং সহসা স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥৭

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সোমক ও জন্তুর উপাখ্যান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বাগ্মিবর! রাজা সোমকের বল পরাক্রম কিরূপ ছিল? আমি তাঁহার কর্ম্ম ও প্রভাব সম্বন্ধে সত্য ঘটনা জানিতে ইচ্ছা করি।১

লোমশ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! সোমক-নামক এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তাঁহার অনুরূপ এক শত পত্নী ছিল। (তাহারা সকলে রূপে ও গুণে সমান ছিল)।২

রাজা বহুকাল বিশেষ যত্ন করিয়াও সেই একশত পত্নী হইতে একটিও সন্তান লাভ করিলেন না।৩

অনেক চেষ্টার ফলে বৃদ্ধ বয়সে রাজা সোমকের একটি সন্তান হইল, তাহার নাম হইল জন্তু।

রাজন্! সেই এক পুত্রকে শত মাতা নিজেদের

তমার্ত্তনাদং সহসা শুশ্রাব স মহীপতিঃ।
অমাত্যপর্ষদো মধ্যে উপবিষ্টঃ সহর্ত্বিজা ॥৮
ততঃ প্রস্থাপয়ামাস কিমেতদিতি পার্থিবঃ।
তস্মৈ ক্ষত্তা যথাবৃত্তমাচচক্ষে সুতং প্রতি ॥৯
ত্বরমাণঃ স চোত্থায় সোমকঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং পুত্রমাশ্বাসয়দরিন্দমঃ ॥১০
সান্ত্বয়িত্বা তু তং পুত্রং নিষ্ক্রাম্যান্তঃপুরান্নৃপঃ।
ঋত্বিজা সহিতো রাজন্ সহামাত্য উপাবিশৎ ॥১১

সোমক উবাচ।

ধিগস্ত্বিহৈকপুত্রত্বমপুত্রত্বং বরং ভবেৎ।
নিত্যাতুরত্বাদ্ ভূতানাং শোক এবৈকপুত্রতা ॥১২
ইদং ভার্য্যাশতং ব্রহ্মন্ পরীক্ষ্য সদৃশং প্রভো।
পুত্রার্থিনা ময়াঽব্যোঢ়ং ন তাসাং বিদ্যতে প্রজা ॥১৩
একঃ কথঞ্চিদুৎপন্নঃ পুত্রো জন্তুরয়ং মম।
যতমানাসু সর্ব্বাসু কিং নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥১৪
বয়শ্চ সমতীতং মে সভার্য্যস্য দ্বিজোত্তম।
আসাং প্রাণাঃ সমায়ত্তা মম চাত্রৈকপুত্রকে ॥১৫
স্যান্নু কর্ম্ম তথা যুক্তং যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
মহতা লঘুনা বাপি কর্ম্মণা দুষ্করেণ বা ॥১৬

ঋত্বিগুবাচ।

অস্তি চৈতাদৃশং কর্ম্ম যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
যদি শক্নোষি তৎ কর্ত্তুমথ বক্ষ্যামি সোমক ॥১৭

সোমক উবাচ।

কার্য্যং বা যদি বাকার্য্যং যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
কৃতমেবেতি তদ্ বিদ্ধি ভগবান্ প্রব্রবীতু মে ॥১৮

ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত ।৫

তারপর একদিন একটি পিপীলিকা তাহার কটিদেশে দংশন করিলে সেই দুঃখে বালক সহসা উৎকট চীৎকার করিয়া উঠিল ।৬

তখন তাহার জননীগণও তাহার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলে অন্তঃপুরে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল ।৭

রাজা ঋত্বিক্ ও অমাত্যগণের সহিত সভায় বসিয়াছিলেন ; তিনি অকস্মাৎ সেই আর্ত্তনাদ শুনিলেন ।৮

তারপর রাজা 'ইহা কি হইল' এই বলিয়া একজন দ্বারপালকে প্রেরণ করিলে সে ফিরিয়া আসিয়া প্রকৃত সংবাদ বলিল ।৯

তখন রাজা সোমক তাড়াতাড়ি উঠিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অন্তঃপুরে গিয়া পুত্রকে আশ্বাস প্রদান করিলেন ।১০

রাজন্ ! রাজা পুত্রকে সান্ত্বনাদান করত অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাহাদের সহিত সভায় উপবেশন করিলেন ।১১

সোমক বলিলেন,—এ সংসারে একপুত্রত্বকে ধিক্ ! উহা হইতে পুত্র না থাকাও ভাল। কারণ, একমাত্র পুত্রের অনিষ্টের আশঙ্কায় সর্ব্বদাই আকুল হইয়া থাকিতে হয় ।১২

হে প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ! আমি পুত্র কামনা করিয়া বিশেষ পরীক্ষা করত শত ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের কাহারও পুত্র হইল না ।১৩

সেই সকল স্ত্রী সর্ব্বদা যত্ন করিতে থাকায় আমার এই জন্তুনামে একটি পুত্র কোন প্রকারে উৎপন্ন হইল, ইহা হইতে আর কি দুঃখ হইতে পারে ?১৪

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমার ও পত্নীগণের যৌবন বয়স গত হইয়াছে এখন আমার এবং ইহাদের সকলের প্রাণ এই একমাত্র পুত্রেই নিবদ্ধ রহিয়াছে ।১৫

ঋষিরুবাচ।

যজস্ব জন্তুনা রাজংস্ত্বং ময়া বিততে ক্রতৌ।
ততঃ পুত্রশতং শ্রীমদ্ ভবিষ্যত্যচিরেণ তে ॥১৯

বপায়াং হূয়মানায়াং ধূমমাঘ্রায় মাতরঃ।
ততস্তাঃ সুমহাবীর্য্যান্ জনয়িষ্যন্তি তে সুতান্ ॥২০

তস্যামেব তু তে জন্তুর্ভবিতা পুনরাত্মজঃ।
উত্তরে চাস্য সৌবর্ণং লক্ষ্ম পার্শ্বে ভবিষ্যতি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং জন্তূপাখ্যানে সপ্তবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭

এমন কোন আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কর্ম্ম কি নাই, যাহার দ্বারা আমার শতপুত্র লাভ হয়? সেই কর্ম্ম বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক অথবা অত্যন্ত সুকর বা দুষ্কর হউক ?১৬

ঋত্বিক্ বলিলেন,—এইরূপ কর্ম্ম আছে, যাহার দ্বারা আপনার শতপুত্র লাভ হইতে পারে। হে সোমক! আপনি যদি করিতে সমর্থ হন, তবে উহা আমি আপনাকে বলিব।১৭

সোমক বলিলেন,—হে ভগবন্! উহা কার্য্যই বা অকার্য্যই হউক, যদি উহার দ্বারা শতপুত্র লাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা আমি করিয়াছি বলিয়াই ধরিয়া লউন; এখন আপনি আমাকে সেই কর্ম্মের উপদেশ করুন।১৮

ঋত্বিক্ বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি আমার দ্বারা ব্যবস্থাপিত যজ্ঞে জন্তুকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করুন। তাহা হইলে শ্রীসম্পন্ন আপনার শতপুত্র অচিরেই জন্মগ্রহণ করিবে।১৯

সেই পুত্রের বসার দ্বারা যখন আহুতি দেওয়া হইবে, তখন আপনার ভার্য্যাগণ তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিবেন; তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই বীর্য্যবান্ এক একটি পুত্র প্রসব করিবেন।২০

আপনার এই জন্তুনামক পুত্রটি পুনরায় তাহার নিজ মাতার গর্ভেই জন্মিবে। তাহার বাম পার্শ্বদেশে স্বর্ণবর্ণের চিহ্ন থাকিবে। (তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, সে-ই জন্তু)।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে জন্তূপাখ্যানবিষয়ে সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৭

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ সোমকস্য শতসংখ্যকপুত্রলাভঃ তথা পুরোহিতস্য সোমকস্য চ সমভাবেন নরকে পুণ্যলোকে চ বাসঃ।]

সোমক উবাচ।

ব্রহ্মন্ যদ্ যদ্ যথা কার্য্যং তৎ কুরুষ্ব তথা তথা।
পুত্রকামতয়া সর্বং করিষ্যামি বচস্তব ॥১

লোমশ উবাচ।

ততঃ স যাজয়ামাস সোমকং তেন জন্তুনা।
মাতরস্তু বলাৎ পুত্রমপাকার্ষুঃ কৃপান্বিতাঃ ॥২

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা সোমকের শতপুত্র লাভ এবং পুরোহিত ও সোমকের সমান ভাবে নরক এবং পুণ্যলোকে বাস।]

সোমক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সবই করিয়া ফেলুন; আমি পুত্র

হা হতাঃ স্মেতি বাশন্ত্যস্তীব্রশোকসমাহতাঃ ।
রুদন্ত্যঃ করুণং বাপি গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ॥৩
সব্যে পাণৌ গৃহীত্বা তু যাজকোঽপি স্ম কর্ষতি ।
কুররীণামিবার্ত্তানাং সমাকৃষ্য তু তং সুতম্ ॥৪
বিশস্য চৈনং বিধিবদ্ বপামস্য জুহাব সঃ ।
বপায়াং হূয়মানায়াং গন্ধমাঘ্রায় মাতরঃ ॥৫
আর্ত্তা নিপেতুঃ সহসা পৃথিব্যাং কুরুনন্দন ।
সর্বাশ্চ গর্ভানলভংস্ততস্তাঃ পরমাঙ্গনাঃ ॥৬
ততো দশসু মাসেষু সোমকস্য বিশাম্পতে ।
জজ্ঞে পুত্রশতং পূর্ণং তাসু সর্বাসু ভারত ॥৭
জন্তুর্জ্যেষ্ঠঃ সমভবজ্জনিত্র্যামেব পার্থিব ।
স তাসামিষ্ট এবাসীন্ন তথা তে নিজাঃ সুতাঃ ॥৮
তচ্চ লক্ষণমস্যাসীৎ সৌবর্ণং পার্শ্ব উত্তরে ।
তস্মিন্ পুত্রশতে চাগ্র্যং স বভূব গুণৈরপি ॥৯

ততঃ স লোকমগমৎ সোমকস্য গুরুঃ পরম্ ।
অথ কালে ব্যতীতে তু সোমকোঽপ্যগমৎ পরম্ ॥১০
অথ তং নরকে ঘোরে পচ্যমানং দদর্শ সঃ ।
তমপৃচ্ছৎ কিমর্থং ত্বং নরকে পচ্যসে দ্বিজ ॥১১
তমব্রবীদ্ গুরুঃ সোঽথ পচ্যমানোঽগ্নিনা ভৃশম্ ।
ত্বং ময়া যাজিতো রাজংস্তস্যেদং কর্মণঃ ফলম্ ॥১২

এতচ্ছ্রুত্বা স রাজর্ষির্ধর্মরাজমথাব্রবীৎ ।
অহমত্র প্রবেক্ষ্যামি মুচ্যতাং মম যাজকঃ ॥
মৎকৃতে হি মহাভাগঃ পচ্যতে নরকাগ্নিনা ॥১৩
(সোঽহমাত্মানমাধাস্যে নরকান্মুচ্যতাং গুরুঃ ।)

ধর্ম উবাচ ।

নান্যঃ কর্তুঃ ফলং রাজন্নুপভুঙ্‌ক্তে কদাচন ।
ইমানি তব দৃশ্যন্তে ফলানি বদতাং বর ॥১৪

কামনায় আপনার সমস্ত উপদেশই পালন করিব ।১

লোমশ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির ! তারপর সেই ঋত্বিক্ রাজা সোমকের দ্বারা উক্ত যজ্ঞ করাইলেন। কিন্তু জন্তুকে আহুতি দেবার সময় দয়া ও মমতাবশতঃ জননীগণ জন্তুকে টানিয়া ধরিয়া "হায় আমরা মরিয়া গেলাম" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহারা একদিকে পুত্রের ডান হাত ধরিয়া টানিতেছেন, অপরদিকে পুরোহিত তাহার বাঁ হাত ধরিয়া টানিতেছেন। কুররী পক্ষীর ন্যায় ক্রন্দনরতা জননীগণের নিকট হইতে পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া যাজক শরীর কাটিয়া বসা বাহির করিলেন এবং তাহাদ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিলেন। জননীগণ উহার গন্ধ আঘ্রাণ করত শোকে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। কিন্তু তাহার ফলে সেই উত্তমা রাজপত্নীগণ সকলেই গর্ভ ধারণ করিলেন।২-৬

হে রাজন্ ! হে ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির ! তারপর দশ মাসের মধ্যে তাঁহাদের গর্ভে রাজা সোমকের একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।৭

রাজন্ ! জন্তুই জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া নিজ জননীর গর্ভেই জন্মিল। সে-ই সকলের অধিক প্রিয় হইল, অধিক কি ? অন্যান্য জননীগণের নিজ নিজ পুত্রও জন্তুর ন্যায় তাঁহাদের নিকট প্রিয় হইল না।৮

তাহার বামপার্শ্বে সেই স্বর্ণ চিহ্নও ছিল এবং সে-ই গুণে শতপুত্রমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল।৯

তারপর কিছুকাল পরে সোমকের সেই গুরু পরলোক গমন করিলেন এবং তাহার কিছুকাল পরে রাজাও কালকবলিত হইলেন।১০

মৃত্যুর পর রাজা তাহার গুরুকে নরকে দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! আপনি নরক ভোগ করিতেছেন কেন ? ১১

তদুত্তরে নরকাগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত গুরু বলিলেন, —হে রাজন্ ! তোমার জন্য যে যাজনা করিয়াছি,

সোমক উবাচ।
পুণ্যান্ন কাময়ে লোকানৃতেঽহং ব্রহ্মবাদিনম্।
ইচ্ছাম্যহমনেনৈব সহ বস্তুং সুরালয়ে ॥১৫
নরকে বা ধর্মরাজ কর্মণাস্য সমো হ্যহম্।
পুণ্যাপুণ্যফলং দেব সমমস্ত্বাবয়োরিদম্ ॥১৬

ধর্মরাজ উবাচ।
যদ্যেবমীপ্সিতং রাজন্ ভুঙ্‌ক্ষ্বাস্য সহিতঃ ফলম্।
তুল্যকালং সহানেন পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি সদ্গতিম্ ॥১৭

লোমশ উবাচ।
স চকার তথা সর্বং রাজা রাজীবলোচনঃ।
ক্ষীণপাপশ্চ তস্মাৎ স বিমুক্তো গুরুণা সহ ॥১৮
লেভে কামান্ শুভান্ রাজন্ কর্মণা
নির্জিতান্ স্বয়ম্।
সহ তেনৈব বিপ্রেণ গুরুণা স গুরুপ্রিয়ঃ ॥১৯
এষ তস্যাশ্রমঃ পুণ্যো য এষোঽগ্রে বিরাজতে।
ক্ষান্ত উষ্যাত্র ষড়্‌রাত্রং প্রাপ্নোতি সুগতিং নরঃ ॥২০
এতস্মিন্নপি রাজেন্দ্র বৎস্যামো বিগতজ্বরাঃ।
ষড়্‌রাত্রং নিয়তাত্মানঃ সজ্জীভব কুরূদ্বহ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং জন্তুপাখ্যানে অষ্টাবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭

সেই কর্ম্মের ফলে আমার এই অগ্নিদাহকরূপ নরক-যন্ত্রণা ভোগ হইতেছে।১২

তাহা শুনিয়া রাজর্ষি সোমক ধর্ম্মরাজ যমকে বলিলেন—"হে ধর্ম্মরাজ! আপনি আমার যাজককে মুক্ত করিয়া দিন। আমিই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নরক ভোগ করিব; কারণ, আমার জন্যই এই মহাভাগ নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন।১৩

ধর্ম্ম বলিলেন,—"হে রাজন্! কর্মকারীর কর্ম্মফল অপরে কেহ কখনও ভোগ করে না। হে বক্তৃগণ-শ্রেষ্ঠ! এই যে দেখিতেছ—এই কর্ম্মফলগুলি তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।১৪

সোমক বলিলেন,—আমি এই ব্রহ্মবাদী গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া কোন পুণ্যলোকেই বাস করিতে চাহি না। হে ধর্ম্মরাজ! আমি ইঁহার সহিতই স্বর্গে বা নরকে বাস করিতে চাই। দেব! আমার পুণ্য কর্মে ইঁহারও সমান অধিকার; সুতরাং পুণ্য ও পাপ-কর্মের ফল আমাদের উভয়েরই সমানভাবে লাভ হওয়া উচিত।১৫-১৬

ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—হে রাজন্! যদি এইরূপই তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি ইহারই সহিতই এখন নরক ভোগ কর, পরে উভয়েই সমানভাবে সদ্গতি লাভ করিবে।১৭

লোমশ বলিলেন,—তখন সেই রাজীবলোচন রাজা সোমক ধর্মরাজের কথামত সব কার্য্যই করিলেন এবং ভোগে পাপশূন্য হইয়া গুরুর সহিতই নরক হইতে মুক্ত হইলেন।১৮

রাজন্! তারপর সেই গুরুপ্রিয় রাজা সোমক স্বয়ং নিজ পুণ্যানুসারে প্রাপ্ত উত্তম লোক লাভ করত গুরুর সহিত তথায় সুখ ভোগ করিলেন।১৯

এই যে অগ্রে দেখা যাইতেছে, উহাই সেই সোমক রাজার পুণ্য আশ্রম; এখানে ক্ষমাশীল হইয়া ষড়্‌রাত্রি বাস করিলে মানুষ সদ্গতি লাভ করে।২০

হে কুরুবংশাবতংস রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! তুমি প্রস্তুত হও, আমরা সকলেই এখানে চিন্তাশূন্য হইয়া এবং মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখিয়া ছয় রাত্রি বাস করিব।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে জন্তুপাখ্যানবিষয়ে অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৮

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুরুক্ষেত্রদ্বারস্বরূপ-প্রসর্পণনামকযমুনাতীর্থস্য সরস্বতীতীর্থস্য চ মহিমকথনম্ ।]

লোমশ উবাচ।

অস্মিন্ কিল স্বয়ং রাজন্নিষ্টবান্ বৈ প্রজাপতিঃ।
সত্রমিষ্টীকৃতং নাম পুরা বর্ষসহস্রিকম্ ॥১

অম্বরীষশ্চ নাভাগ ইষ্টবান্ যমুনামনু।
যজ্ঞেষ্ট্বা দশ পদ্মানি সদস্যেভ্যোঽভিসৃষ্টবান্ ॥২

যজ্ঞৈশ্চ তপসা চৈব পরাং সিদ্ধিমবাপ সঃ।
দেশশ্চ নাহুষস্যায়ং যজ্বনঃ পুণ্যকর্মণঃ ॥৩

সার্বভৌমস্য কৌন্তেয় যযাতেরমিতৌজসঃ।
স্পর্ধমানস্য শক্রেণ তস্যেদং যজ্ঞবাস্থিহ ॥৪

পশ্য নানাবিধাকারৈরগ্নিভির্নিচিতাং মহীম্।
মজ্জন্তীমিব চাক্রান্তাং যযাতের্যজ্ঞকর্মভিঃ ॥৫

এষা শম্যেকপত্রা যা সরকং চৈতদুত্তমম্।
পশ্য রামহ্রদানেতান্ পশ্য নারায়ণাশ্রমম্ ॥৬

এতচ্চর্চীকপুত্রস্য যোগৈর্বিচরতো মহীম্।
প্রসর্পণং মহীপাল রৌপ্যায়ামমিতৌজসঃ ॥৭

অত্রানুবংশং পঠতঃ শৃণু মে কুরুনন্দন।
উলূখলৈরাভরণৈঃ পিশাচী যদভাষত ॥৮

যুগন্ধরে দধি প্রাশ্য উষিত্বা চাচ্যুতস্থলে।
তদ্বদ্ ভূতলয়ে স্নাত্বা সপুত্রা বস্তুমর্হসি ॥৯

একরাত্রমুষিত্বেহ দ্বিতীয়ং যদি বৎস্যসি।
এতদ্ বৈ তে দিবাবৃত্তং রাত্রৌ বৃত্তমতোঽন্যথা ॥১০

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ প্রসর্পণনামক যমুনাতীর্থ ও সরস্বতী তীর্থের মহিমা।]

লোমশ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! এইখানে পুরাকালে স্বয়ং প্রজাপতি একভাবে সহস্র বর্ষব্যাপী ইষ্টীকৃতনামক সত্রযজ্ঞ করিয়াছিলেন।১

নাভাগপুত্র অম্বরীষ যমুনার তীরে যেখানে যজ্ঞ করিয়া দশপদ্মসংখ্যক মুদ্রা সদস্য ব্রাহ্মণগণকে দিয়াছিলেন।২

তিনি যজ্ঞসমূহ ও তপস্যার দ্বারা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হে কৌন্তেয়! এই সেই নহুষ-পুত্র যযাতির দেশ; তিনি পুণ্যকর্ম্মা, যাজ্ঞিক, সার্ব্ব-ভৌম সম্রাট্ ও অমিততেজস্বী ছিলেন এবং ইন্দ্রের সহিতও স্পর্দ্ধা করিতেন। এ স্থান তাঁহারই যজ্ঞ ভূমি।৩-৪

দেখ, এখানে অগ্নি স্থাপনের জন্য ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত নানাবিধ আকারের অনেক বেদী এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সকল বেদী যেন তাঁহার যজ্ঞকর্ম্মদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পুণ্যধারায় নিমজ্জিত হইয়া আছে।৫

ঐ দেখ একপত্রবিশিষ্ট শমীবৃক্ষের অবশেষ ও একটী সরোবর দেখা যাইতেছে। এই সেই উত্তম পরশুরাম-সৃষ্ট পাঁচটি রামহ্রদ এবং এই সেই নর-নারায়ণাশ্রম।৬

হে মহারাজ! যোগবলে সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণকারী ঋচীকপুত্র অমিততেজা জমদগ্নির প্রসর্পণ-তীর্থ; ইহা রৌপ্যানামক নদীর তীরে অবস্থিত।৭

হে কুরুনন্দন! আমি এই তীর্থের বিষয়ে উলূখল-সদৃশ আভরণপরিধানকারিণী এক পিশাচী কর্ত্তৃক উক্ত দুইটি শ্লোক পাঠ করিতেছি,—তুমি উহা শ্রবণ কর।৮

যুগন্ধরপর্ব্বতে দধি (উষ্ট্রদুগ্ধজাত) খাইয়া, অচ্যুত-স্থলরূপ (সঙ্করজাতি ও চাণ্ডালের নিবাসভূমি) গ্রামে রাত্রি বাস করিয়া এবং ভূতলয়নামক (চোর ও দস্যুর গ্রাম) গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী নদীতে স্নান করিয়া (সেই পাপক্ষয়ের জন্য এক রাত্রি) তুমি পুত্রের সহিত এই তীর্থে বাস করিতে পার।৯

অস্ত চাত্র নিবৎস্যামঃ ক্ষপাং ভরতসত্তম।
দ্বারমেতৎ তু কৌন্তেয় কুরুক্ষেত্রস্য ভারত ॥১১

অত্রৈব নাহুষো রাজা রাজন্ ক্রতুভিরিষ্টবান্।
যযাতির্বহুরত্নৌঘৈর্যত্রেন্দ্রো মুদমভ্যগাৎ ॥১২

এতৎ প্লক্ষাবতরণং যমুনাতীর্থমুত্তমম্।
এতদ্ বৈ নাকপৃষ্ঠস্য দ্বারমাহুর্মনীষিণঃ ॥১৩

অত্র সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরীজানাঃ পরমর্ষয়ঃ।
যূপোলূখলিকাস্তাত গচ্ছন্ত্যবভৃথপ্লবম্ ॥১৪

অত্র বৈ ভরতো রাজা রাজন্ ক্রতুভিরিষ্টবান্।
হয়মেধেন যজ্ঞেন মেধ্যমশ্বমবাসৃজৎ ॥১৫

অসকৃৎ কৃষ্ণসারঙ্গং ধর্মেণাপ্য চ মেদিনীম্।
অত্রৈব পুরুষব্যাঘ্র মরুত্তঃ সত্রমুত্তমম্ ॥১৬

প্রাপ চৈবর্ষিমুখ্যেন সংবর্তেনাভিপালিতঃ।
অত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র সর্বান্ লোকান্ প্রপশ্যতি।
পূয়তে দুষ্কৃতাচ্চৈব অত্রাপি সমুপস্পৃশ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্র সভ্রাতৃকঃ স্নাত্বা স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
লোমশং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৮

সর্বান্ লোকান্ প্রপশ্যামি তপসা সত্যবিক্রম।
ইহস্থঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং পশ্যামি শ্বেতবাহনম্ ॥১৯

লোমশ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো পশ্যন্তি পরমর্ষয়ঃ।
(ইহ স্নাত্বা তপোযুক্তাংস্ত্রীন্ লোকান্ সচরাচরান্।)
সরস্বতীমিমাং পুণ্যাং পুণ্যৈকশরণাবৃতাম্ ॥২০

এক রাত্রি তো এখানে বাস করিয়াছ, যদি দ্বিতীয় রাত্রিও বাস কর, তবে দিনের বেলায় তোমার যা অবস্থা হইয়াছে, রাত্রিতে তাহার চেয়েও অধিক দুরবস্থা হইবে।১০

হে ভরতসত্তম কুন্তীপুত্র! ইহা কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ, আজ রাত্রিতে আমরা এখানে বাস করিব।১১

রাজন্! এখানেই নহুষপুত্র রাজা যযাতি সদস্যগণকে বহুবিধ রত্নসম্ভার প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাহাতে ইন্দ্র খুব তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।১২

এই সেই প্লক্ষাবতরণ নামক উত্তম যমুনাতীর্থ, মনীষিগণ ইহাকে স্বর্গলোকের দ্বার বলিয়াছেন।১৩

তাত! এখানে যূপ ও উদূখলের সংগ্রহকারী মহর্ষিগণ সারস্বত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করত অবভৃথ-স্নান করিয়াছিলেন।১৪

রাজন্! এইখানে রাজা ভরত ধর্মানুসারে রাজত্ব লাভ করিয়া বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি অনেকবার কৃষ্ণমৃগতুল্য বর্ণবিশিষ্ট শ্যামকর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞসম্বন্ধীয় পবিত্র অশ্ব দিগ্বিজয়ার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন।১৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এইখানে সংবর্ত্তনামক ঋষিশ্রেষ্ঠের দ্বারা সংরক্ষিত মহারাজ মরুত্ত উত্তম সত্র-যাগ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! এই তীর্থের জলে স্নান করিলে মানুষ সর্ব্বপ্রকার উত্তম লোকসমূহ দেখিতে পায় এবং পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। তুমি এখানেও স্নান কর।১৬-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ভ্রাতৃগণের সহিত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তথায় স্নান করিয়া এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত লোমশমুনিকে এই কথা বলিলেন।১৮

হে সত্যবিক্রম! আজ আপনার কৃপায় আমি এই প্লক্ষাবতরণ তীর্থের জলে অবস্থান করত সব লোক স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। আমি এইখানে থাকিয়াই স্বর্গস্থ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইতেছি।১৯

লোমশ বলিলেন,—হে মহাবাহো! পরমর্ষিগণ

যত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ ধূতপাপ্মা ভবিষ্যসি।
ইহ সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরিষ্টবন্তঃ সুরর্ষয়ঃ।
ঋষয়শ্চৈব কৌন্তেয় তথা রাজর্ষয়োঽপি চ ॥২১
বেদী প্রজাপতেরেষা সমন্তাৎ পঞ্চযোজনা।
কুরোর্বৈ যজ্ঞশীলস্য ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনঃ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামেকোনত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৯

এখানে স্নান করত তপোবলযুক্ত হইয়া এইরূপে ত্রিভুবনস্থিত চরাচর লোকসমূহকে দেখিতে পান। পুণ্যৈকশরণ ঋষিগণের দ্বারা নিষেবিত এই পুণ্যময়ী সরস্বতী নদীকে দর্শন কর।২০

হে নরশ্রেষ্ঠ! যেখানে স্নান করিলে তুমি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে কৌন্তেয়! এখানে দেবর্ষি, ঋষি এবং রাজর্ষিগণ সারস্বত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।২১

এই সেই চারিদিকে পঞ্চ যোজন পরিমিতা ভূমিতে ব্যাপ্তা প্রজাপতির বেদী দেখা যাইতেছে। ইহাই যজ্ঞশীল কুরুরাজার ক্ষেত্র 'কুরুক্ষেত্র' নামে পরিচিত।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৯

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিভিন্নতীর্থানাং মহিমবর্ণনম্, রাজ্ঞ উশীনরস্য কথোপক্রমশ্চ।]

লোমশ উবাচ।
ইহ মর্ত্ত্যাস্তনূস্ত্যক্ত্বা স্বর্গং গচ্ছন্তি ভারত।
মর্ত্তুকামা নরা রাজন্নিহায়ান্তি সহস্রশঃ ॥১
এবমাশীঃ প্রযুক্তা হি দক্ষেণ যজতা পুরা।
ইহ যে বৈ মরিষ্যন্তি তে বৈ স্বর্গজিতো নরাঃ ॥২
এষা সরস্বতী রম্যা দিব্যা চৌঘবতী নদী।
এতদ্ বিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাম্পতে ॥৩
দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেষাং দোষাৎ সরস্বতী।
প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীর মা নিষাদা হি মাং বিদুঃ ॥৪

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বিভিন্ন তীর্থের মহিমা বর্ণন ও রাজা উশীনরের কথা আরম্ভ।]

লোমশ বলিলেন,—ভারত! এই স্থানে মনুষ্যগণ শরীর ত্যাগ করিলে স্বর্গে গমন করে। হে রাজন্! এ-কারণে মরিবার জন্য এই তীর্থে হাজার হাজার লোক আগমন করে।১

পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ করিবার সময় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, এখানে যাহারা মরিবে, তাহারা স্বর্গে গমন করিবে।২

রাজন্! এই সেই স্রোতস্বিনী দিব্যা রমণীয়া সরস্বতী নদী এবং এই সেই সরস্বতীর বিনশননামক

এষ বৈ চমসোদ্ভেদো যত্র দৃশ্যা সরস্বতী।
যত্রৈনামভ্যবর্তন্ত সর্বাঃ পুণ্যাঃ সমুদ্রগাঃ ॥৫
এতৎ সিন্ধোর্মহৎ তীর্থং যত্রাগস্ত্যমরিন্দম।
লোপামুদ্রা সমাগম্য ভর্তারমবৃণীত বৈ ॥৬
এতৎ প্রকাশতে তীর্থং প্রভাসং ভাস্করদ্যুতে।
ইন্দ্রস্য দয়িতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥৭
এতদ্ বিষ্ণুপদং নাম দৃশ্যতে তীর্থমুত্তমম্।
এষা রম্যা বিপাশা চ নদী পরমপাবনী ॥৮
অত্র বৈ পুত্রশোকেন বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
বদ্ধ্বাত্মানং নিপতিতো বিপাশঃ পুনরুত্থিতঃ ॥৯
কাশ্মীরমণ্ডলং চৈতৎ সর্বপুণ্যমরিন্দম।
মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতং পশ্যেদং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০
যত্রোত্তরাণাং সর্বেষামৃষীণাং নাহুষস্য চ।
অগ্নেশ্চৈবাত্র সংবাদঃ কাশ্যপস্য চ ভারত ॥১১
এতদ্ দ্বারং মহারাজ মানসস্য প্রকাশতে।
বর্ষমস্য গিরের্মধ্যে রামেণ শ্রীমতা কৃতম্ ॥১২
এষ বাতিকষণ্ডো বৈ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমঃ।
নাত্যবর্তত যদ্ দ্বারং বিদেহাদুত্তরঞ্চ যঃ ॥১৩
ইদমাশ্চর্য্যমপরং দেশেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ।
ক্ষীণে যুগে তু কৌন্তেয় শর্বস্য সহ পার্ষদৈঃ ॥১৪
সহোময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ।
অস্মিন্ সরসি সত্রৈর্বৈ চৈত্রে মাসি পিনাকিনম্ ॥১৫
যজন্তে যাজকাঃ সম্যক্ পরিবারং শুভার্থিনঃ।
অত্রোপস্পৃশ্য সরসি শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৬

তীর্থ।৩

বীর! এই বিনশন তীর্থ নিষাদরাষ্ট্রের দ্বারস্বরূপ; এইখানেই সরস্বতী পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; কারণ, নিষাদগণ যাহাতে তাঁহাকে জানিতে না পারে।৪

এই চমসোদ্ভেদ তীর্থ, যেখানে সরস্বতী পুনরায় দৃশ্যা হইয়াছেন; এইখানেই সমুদ্রগামিনী সমস্ত পুণ্যা নদীর সমাগম হইয়াছে।৫

হে অরিন্দম! এই সেই সাগর-সন্নিহিত মহাতীর্থ, যেখানে লোপামুদ্রা নিজ পতি অগস্ত্যমুনিকে বরণ করিয়াছিলেন।৬

হে সূর্য্যতুল্যতেজস্বী রাজন্! এই সেই ইন্দ্রের অতীব প্রিয়, পবিত্র, পুণ্যজনক এবং পাপনাশক প্রভাস তীর্থ শোভা পাইতেছে।৭

এই সেই বিষ্ণুপদনামক উত্তম তীর্থ এবং এই রমণীয়া পরমপাবনী বিপাশা নদী দেখা যাইতেছে।৮

এই নদীতে বশিষ্ঠমুনি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া হাত-পা বাঁধিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলেন; কিন্তু বিপাশা তাঁহাকে পাশমুক্ত করিয়া দেওয়ায় পুনরায় জল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন।৯

হে অরিন্দম! এই সেই পুণ্যময় কাশ্মীরমণ্ডল; যেখানে বহু ঋষি বাস করেন; ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি ইহাকে দর্শন কর।১০

হে ভারত! এ-ই সেই স্থান, যেখানে উত্তর ভারতের সমস্ত ঋষি, নহুষপুত্র যযাতি, অগ্নি এবং কাশ্যপের সংবাদ হইয়াছিল।১১

মহারাজ! এ-ই সেই মানসসরোবরে গমন করিবার দ্বার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই পর্ব্বতের মধ্যে শ্রীমান্ পরশুরাম এক রন্ধ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।১২

এই সেই যথার্থ বিক্রমের আধার বাতিকষণ্ডনামক বিখ্যাত স্থান। ইহা বিদেহ দেশের উত্তরে অবস্থিত। বায়ুও কখনও পরশুরামের এই আশ্রমদ্বারকে অতিক্রম করেন না।১৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই দেশে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। হে কৌন্তেয়! এই স্থানের নিবাসী সাধকগণ যুগান্তে এখানে পার্ষদগণ ও উমার সহিত

ক্ষীণপাপঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুতে নাত্র সংশয়ঃ।
এষ উজ্জানকো নাম পাবকির্যত্র শান্তবান্।
অরুন্ধতীসহায়শ্চ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥১৭
হ্রদশ্চ কুশবানেষ যত্র পদ্মং কুশেশয়ম্।
আশ্রমশ্চৈব রুক্মিণ্যা যত্রাশাম্যদকোপনা ॥১৮
সমাধীনাং সমাসস্তু পাণ্ডবেয় শ্রুতস্ত্বয়া।
তং দ্রক্ষ্যসি মহারাজ ভৃগুতুঙ্গং মহাগিরিম্ ॥১৯
বিতস্তাং পশ্য রাজেন্দ্র সর্বপাপপ্রমোচনীম্।
মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতাং শীততোয়াং সুনির্মলাম্ ॥২০
জলাং চোপজলাং চৈব যমুনামভিতো নদীম্।
উশীনরো বৈ যত্রেষ্ট্বা বাসবাদত্যরিচ্যত ॥২১

তাং দেবসমিতিং তস্য বাসবশ্চ বিশাম্পতে।
অভ্যাগচ্ছন্ নৃপবরং জ্ঞাতুমগ্নিশ্চ ভারত ॥২২
জিজ্ঞাসমানৌ বরদৌ মহাত্মানমুশীনরম্।
ইন্দ্রঃ শ্যেনঃ কপোতোঽগ্নির্ভূত্বা যজ্ঞেঽভিজগ্মতুঃ॥২৩

ঊরুং রাজ্ঞঃ সমাসাদ্য কপোতঃ শ্যেনজাদ্ ভয়াৎ।
শরণার্থী তদা রাজন্ নিলিল্যে ভয়পীড়িতঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং শ্যেন-কপোতীয়ে ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩০

কামরূপী ভগবান্ শঙ্করের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। চৈত্রমাসে এই সরোবরের তীরে কল্যাণকামী যাজকগণ পরিবার সহিত ভগবান্ শঙ্করের বহুপ্রকার যজ্ঞদ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন। এখানে মানুষ জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধার সহিত স্নান করিলে পাপমুক্ত হইয়া শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই সেই উজ্জানকনামক সরোবর; যেখানে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এবং মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর সহিত তপস্যা করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।১৪-১৭

এই সেই কুশবান্ নামক হ্রদ। যেখানে কুশেশয়-নামক পদ্মসমূহ বিকশিত থাকে। এই সেই রুক্মিণী দেবীর আশ্রম, যেখানে তিনি ক্রোধকে জয় করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।১৮

হে পাণ্ডুনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি অষ্টাঙ্গ-যোগের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ যে সমাধির কথা শুনিয়াছ, এই ভৃগুতুঙ্গ মহাপর্ব্বত দর্শনমাত্রই উহা লাভ হইয়া থাকে, আজ তুমি সেই পর্ব্বত দর্শন করিবে।১৯

হে রাজেন্দ্র! তুমি মহর্ষিগণের দ্বারা অধ্যুষিত, সর্ব্বরূপনাশিনী সুনির্ম্মলা শীতলজলা বিতস্তা নদীকে দর্শন কর।২০

যমুনা নদীর উভয় পার্শ্বে জলা ও উপজলা নামক দুই নদীকে দর্শন কর; যাহার তীরে যজ্ঞ করিয়া রাজা উশীনর ইন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন।২১

হে রাজন্ ভরতবংশধর! এই উশীনরের মহত্ত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র ও অগ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ উশীনরের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন।২২

বরদাতা ঐ দুই দেবতা মহাত্মা উশীনরকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তাই ইন্দ্র শ্যেনরূপ অগ্নি কপোত (কবুতর) রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞমণ্ডপে আসিয়াছিলেন।২৩

হে রাজন্! সেই সময় কপোত শ্যেনের ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া রাজার ঊরুদ্বয়কে আশ্রয় করত শরণাগত হইয়াছিল।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্যেন-কপোতীয়োপাখ্যানবিষয়ক ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩০

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উশীনরকর্ত্তৃকা শ্যেনায় স্বশরীরমাংসং দত্ত্বা শরণাগতস্য কপোতস্য প্রাণরক্ষা।]

শ্যেন উবাচ।

ধর্ম্মাত্মানং ত্বাহুরেকং সর্ব্বে রাজন্ মহীক্ষিতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিরুদ্ধং ত্বং কস্মাৎ কর্ম চিকীর্ষসি ॥১
বিহিতং ভক্ষণং রাজন্ পীড্যমানস্য মে ক্ষুধা।
মা রক্ষীর্ধর্ম্মলোভেন ধর্ম্মমুৎসৃষ্টবানসি ॥২

রাজোবাচ।

সন্ত্রস্তরূপস্ত্রাণার্থী ত্বত্তো ভীতো মহাদ্বিজ।
মৎসকাশমনুপ্রাপ্তঃ প্রাণগৃধ্নুরয়ং দ্বিজঃ ॥৩
এবমভ্যাগতস্যেহ কপোতস্যাভয়ার্থিনঃ।
অপ্রদানে পরং ধর্ম্মং কথং শ্যেন ন পশ্যসি ॥৪
প্রস্পন্দমানঃ সম্ভ্রান্তঃ কপোতঃ শ্যেন লক্ষ্যতে।
মৎসকাশং জীবিতার্থী তস্য ত্যাগো বিগর্হিতঃ ॥৫
যো হি কশ্চিদ্ দ্বিজান্ হন্যাদ্ গাং বা লোকস্য মাতরম্।
শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্ ॥৬

শ্যেন উবাচ।

আহারাৎ সর্ব্বভূতানি সম্ভবন্তি মহীপতে।
আহারেণ বিবর্দ্ধন্তে তেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥৭
শক্যতে দুস্ত্যজেঽপ্যর্থে চিররাত্রায় জীবিতুম্।
ন তু ভোজনমুৎসৃজ্য শক্যং বর্ত্তয়িতুং চিরম্ ॥৮
ভক্ষ্যাদ্ বিয়োজিতস্যাদ্য মম প্রাণা বিশাম্পতে।
বিসৃজ্য কায়মেষ্যন্তি পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥৯
প্রমৃতে ময়ি ধর্ম্মাত্মন্ পুত্রদারাদি নঙ্ক্ষ্যতি।
রক্ষমাণঃ কপোতং ত্বং বহূন্ প্রাণান্ ন রক্ষসি ॥১০

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা উশীনর কর্ত্তৃক শ্যেনপক্ষীকে নিজ শরীরের মাংস দিয়া শরণাগত কপোতের প্রাণ রক্ষা।]

শ্যেন বলিল,—হে রাজন্! সকল রাজা কেবল আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি কেন সর্ব্বধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ?১

রাজন্! ঈশ্বর ক্ষুধাপীড়িত আমাকে যাহা ভক্ষ্যরূপে বিধান করিয়াছেন, আপনি ধর্ম্মলোভে তাহাকে রক্ষা করিবেন না; কারণ, ইহাকে রক্ষা করিয়া আপনি ধর্ম্মকেই পরিত্যাগ করিতেছেন।২

রাজা বলিলেন,—হে পক্ষিরাজ! এই পক্ষী তোমা হইতে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া শরণার্থীরূপে আমার কাছে প্রাণরক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।৩

এইরূপ অভয়ার্থী হইয়া আগত কপোতকে তোমার হাতে না দেওয়াই যে আমার পরম ধর্ম্ম, হে শ্যেন! তুমি তাহা দেখিতেছ না কেন ? ৪

হে শ্যেন! দেখ এই কপোত তোমার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কাঁপিতেছে, সে আমার নিকট জীবিতার্থী হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।৫

যে কোন মানুষ যদি একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করে বা লোকমাতা গাভীকে হত্যা করে কিংবা শরণাগতকে পরিত্যাগ করে, তবে এই তিনজনেরই সমান পাতক হয়।৬

শ্যেন বলিল,—হে ভূপতে! প্রাণিগণ আহার হইতে উৎপন্ন হয়, আহারের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয় এবং আহারেই জীবিত থাকে।৭

যাহা ত্যাগ করা দুষ্কর—এমন অর্থ ছাড়াও মানুষ অনেক দিন বাঁচিতে পারে। কিন্তু ভোজন না করিয়া প্রাণী দীর্ঘ সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।৮

রাজন্! আজ আপনি আমাকে আমার ভক্ষ্য হইতে বিযুক্ত করিলে, আমার প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয় (মৃত্যু) পথ লাভ করিবে।৯

ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধাত্তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রম ॥১১
বিরোধিষু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্।
ন বাধা বিদ্যতে যত্র তং ধর্ম্মং সমুপাচরেৎ ॥১২
গুরুলাঘবমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ে।
যতো ভূয়াংস্ততো রাজন্ কুরুষ্ব ধর্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥১৩

রাজোবাচ।

বহুকল্যাণসংযুক্তং ভাষসে বিহগোত্তম।
সুপর্ণঃ পক্ষিরাট্ কিং ত্বং ধর্ম্মজ্ঞশ্চাস্ত সংশয়ম্ ॥১৪
তথা হি ধর্ম্মসংযুক্তং বহুচিত্রঞ্চ ভাষসে।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিতি ত্বাং লক্ষয়াম্যহম্ ॥১৫
শরণৈষিপরিত্যাগং কথং সাধ্বিতি মন্যসে।
আহারার্থং সমারম্ভস্তব চায়ং বিহঙ্গম ॥১৬

হে ধর্ম্মাত্মন্। এইরূপে মৃত্যু হইলে আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণ প্রাণ হারাইবে। আপনি এই কপোতের প্রাণ রক্ষা করিলেও কিন্তু বহু প্রাণ বিনষ্ট করিবেন। ১০

হে সত্যবিক্রম। যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে বাধাপ্রদান করে, তাহা ধর্ম্মই নয়—কুধর্ম্ম; কিন্তু যে ধর্ম অন্য ধর্ম্মের অবিরোধী, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।১১

হে মহীপাল। ধর্ম্মগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলেও তাহাদের মধ্যে গুরু-লাঘব বিচার করিতে হয়। যে ধর্ম্ম অন্য ধর্মের বাধাস্বরূপ না হয়, সেই ধর্মই আচরণ করা কর্ত্তব্য।১২

হে রাজন্। আপনি ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশ্চয় করিবার সময় পুণ্য ও পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিবেন এবং যাহাতে অধিক পুণ্যলাভ হইবে, উহাই আচরণ যোগ্যরূপে গ্রহণ করিবেন।১৩

রাজা বলিলেন—হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ। তুমি বহু-কল্যাণযুক্ত বাক্য বলিতেছ। তুমি কি পক্ষিরাজ

শক্যশ্চাপ্যন্যথা কর্ত্তুমাহারোঽপ্যধিকস্ত্বয়া।
গোবৃষো বা বরাহো বা মৃগো বা মহিষোঽপি বা।
ত্বদর্থমদ্য ক্রিয়তাং যচ্চান্যদিহ কাঙ্ক্ষসি ॥১৭

শ্যেন উবাচ।

ন বরাহং ন চোক্ষাণং ন মৃগান্ বিবিধাংস্তথা।
ভক্ষয়ামি মহারাজ কিং মমান্যেন কেনচিৎ ॥১৮
যস্তু মে দেববিহিতো ভক্ষঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গব।
তমুৎসৃজ মহীপাল কপোতমিমমেব মে ॥১৯
শ্যেনঃ কপোতানত্তীতি স্থিতিরেষা সনাতনী।
মা রাজন্ সারমজ্ঞাত্বা কদলীস্কন্ধমাশ্রয় ॥২০
রাষ্ট্রং শিবীনামৃদ্ধং বৈ দদানি তব খেচর।
যং বা কাময়সে কামং শ্যেন সর্ব্বং দদানি তে ॥২১

গরুড়? তুমি যে ধর্ম্মজ্ঞ—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৪

তুমি এমন ধর্ম্মসঙ্গত বহু বিচিত্র কথা বলিতেছ যে, আমার মনে হইতেছে, তোমার কোন বিষয়ই অবিদিত কিছুই নাই।১৫

কিন্তু শরণার্থীর পরিত্যাগকে তুমি সাধু বলিতেছ কি করিয়া? ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে বিহঙ্গম। তোমার এই উদ্যম কেবল আহারের জন্যই।১৬

কিন্তু সে আহার তো অন্য মাংসের দ্বারাও মিটিতে পারে, যাহা তুমি কপোতের মাংস হইতে অধিক মাংস পাইবে,—যেমন গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ কিংবা মহিষ প্রভৃতির মাংস। অথবা তুমি যদি অন্য কোনও মাংসও চাও, উহা আমি ব্যবস্থা করিব।১৭

শ্যেন বলিল,—মহারাজ। আমি বরাহ, বৃষ কিংবা অন্যবিধ কোন পশুর মাংস ভক্ষণ করি না; এমন কি আমি অন্য কোন বস্তুও ভোজন করিব

বিনেমং পক্ষিণং শ্যেন শরণার্থিনমাগতম্।
যেনেমং বর্জয়েথাস্ত্বং কর্মণা পক্ষিসত্তম।
তদাচক্ষ্ব করিষ্যামি নহি দাস্যে কপোতকম্ ॥২২

শ্যেন উবাচ।

উশীনর কপোতে তে যদি স্নেহো নরাধিপ।
আত্মনো মাংসমুৎকৃত্য কপোততুলয়া ধৃতম্ ॥২৩

যদা সমং কপোতেন তব মাংসং নৃপোত্তম।
তদা দেয়ং তু তন্মহ্যং সা মে তুষ্টির্ভবিষ্যতি ॥২৪

রাজোবাচ।

অনুগ্রহমিমং মন্যে শ্যেন যন্মাভিযাচসে।
তস্মাৎ তেঽদ্য প্রদাস্যামি স্বমাংসং তুলয়া ধৃতম্ ॥২৫

লোমশ উবাচ।

উৎকৃত্য স স্বয়ং মাংসং রাজা পরমধর্মবিৎ।
তোলয়ামাস কৌন্তেয় কপোতেন সমং বিভো ॥২৬
ম্রিয়মাণঃ কপোতস্তু মাংসেনাত্যতিরিচ্যতে।
পুনশ্চোৎকৃত্য মাংসানি রাজা প্রাদাদুশীনরঃ ॥২৭
ন বিদ্যতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্।
তত উৎকৃত্তমাংসোঽসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্ ॥২৮

শ্যেন উবাচ।

ইন্দ্রোঽহমস্মি ধর্মজ্ঞ কপোতো হব্যবাড়য়ম্।
জিজ্ঞাসমানো ধর্মং ত্বাং যজ্ঞবাটমুপাগতৌ ॥২৯
যৎ তে মাংসানি গাত্রেভ্য উৎকৃত্তানি বিশাম্পতে।
এষা তে ভাস্বতী কীর্তির্লোকানভিভবিষ্যতি ॥৩০

কেন ?১৮

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! বিধাতা আমার জন্য যে ভোজন বিধান করিয়াছেন, তাহা হইল—এই কপোত। হে মহীপাল! সুতরাং আপনি উহাকে ত্যাগ করুন।১৯

শ্যেন কপোতের মাংস ভক্ষণ করে, ইহাই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং হে রাজন্! আপনি ধর্মের সারভূত তত্ত্ব না জানিয়া কদলীকাণ্ডের ন্যায় সারহীন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কেন ?২০

রাজা বলিলেন,—খেচর! আমি তোমাকে শিবিদেশের এই সমৃদ্ধিশালী সমগ্র রাজ্য প্রদান করিব। হে শ্যেন! কিম্বা তুমি অন্য যাহা চাও, তৎসমস্তই দিব।২১

শ্যেন! কেবল এই শরণার্থিরূপে আগত কপোতকে দিতে পারিব না। হে পক্ষিরাজ! আমি কোন্ কর্ম করিলে এই কপোতকে পরিত্যাগ করিতে পার, তাহাই বল ? আমি তাহাই করিব, পরন্তু এই কপোতকে দিতে পারিব না।২২

শ্যেন বলিল,—হে রাজন্ উশীনর! কপোতে যদি আপনার এতই স্নেহ থাকে, তবে আপনি এই কপোতের সমান ওজনের আপনার শরীরের মাংস কাটিয়া দিন। হে নৃপোত্তম! যখন ওজনে কপোতের সমান আপনার দেহের মাংস হইবে, তখনই আপনি আমাকে উহা প্রদান করিবেন। আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব।২৩-২৪

রাজা বলিলেন,—হে শ্যেন! তুমি যে আমার মাংস চাহিলে, ইহাতে আমার উপর তোমার অনুগ্রহই মনে করিতেছি। সুতরাং আমি এই কপোতের সমপরিমাণ আমার নিজ দেহমাংস তুলাদণ্ডে (দাড়িপাল্লায়) ওজন করিয়া দিতেছি।২৫

লোমশ বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! তখন পরমধর্মবিদ্ রাজা স্বয়ং নিজ মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে ওজন করিতে লাগিলেন।২৬

কিন্তু রাজা উশীনর তুলাদণ্ডে কপোতকে বসাইয়া যতই মাংস কাটিয়া দিতেছেন, ততই কপোত তাহা হইতে ভারী হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তিনি পুনরায় মাংস স্বদেহ হইতে কাটিয়া তাহাতে দিতে লাগিলেন।২৭

যাবল্লোকে মনুষ্যাস্ত্বাং কথয়িষ্যন্তি পার্থিব।
তাবৎ কীর্তিশ্চ লোকাশ্চ স্থাস্যন্তি তব শাশ্বতাঃ॥৩১
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানমারুরোহ দিবং পুনঃ।
উশীনরোঽপি ধর্মাত্মা ধর্মেণাবৃত্য রোদসী॥৩২
বিভ্রাজমানো বপুষাপ্যারুরোহ ত্রিবিষ্টপম্।
তদেতৎ সদনং রাজন্ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ॥৩৩
পশ্যস্বৈতন্ময়া সার্দ্ধং পুণ্যং পাপপ্রমোচনম্।
তত্র বৈ সততং দেবা মুনয়শ্চ সনাতনাঃ।
দৃশ্যন্তে ব্রাহ্মণৈ রাজন্ পুণ্যবদ্ভির্মহাত্মভিঃ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং শ্যেনকপোতীয়ে একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৩১

যখন তিনি দেখিলেন নিজের শরীর হইতে প্রদত্ত মাংস কপোতের সমান হইতেছে না, তখন ছিন্নমাংস রাজা স্বয়ংই তুলাদণ্ডে বসিয়া পড়িলেন।২৮

এই সময় শ্যেন বলিল,—"হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইন্দ্র, আর এই কপোত হইতেছে হব্যবাহন অগ্নি; আমরা উভয়ে তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পরীক্ষা করিতেই এই যজ্ঞভূমিতে আসিয়াছিলাম।২৯

হে রাজন্! তুমি যে নিজ গাত্রস্থানসমূহ হইতে মাংস কাটিয়া দিয়াছ, ইহাতে তোমার উজ্জ্বল কীর্ত্তি সম্পূর্ণলোকে অতিশয় সমাদৃত হইবে।৩০

হে রাজন্! এই পৃথিবীতে যতদিন মানুষ তোমার কথা বলিবে, ততদিন এ-জগতে তোমার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সনাতনলোকে বাস করিবে।৩১

এই বলিয়া ইন্দ্র স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং ধর্ম্মাত্মা রাজা উশীনরও স্বীয় ধর্মে পৃথিবী ও স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া দেদীপ্যমান শরীরধারণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিলেন। হে রাজন্! এই সেই মহাত্মা উশীনরের ভবন।৩২-৩৩

তুমি আমার সহিত পাপনাশন এই পুণ্যপ্রদ স্থান দর্শন কর। হে রাজন্! পুণ্যবান্ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এখানে সর্ব্বদাই দেবতা ও সনাতন ঋষিগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্যেন-কপোতীয় উপাখ্যানে একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩১

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টাবক্রস্য জন্মবৃত্তান্তকথনম্, তস্য রাজ্ঞো জনকস্য সভায়াং গমনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।

যঃ কথ্যতে মন্ত্রবিদগ্র্যবুদ্ধি-
রৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্
তস্যাশ্রমং পশ্য নরেন্দ্র পুণ্যং
সদাফলৈরুপপন্নং মহীজৈঃ॥১

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[অষ্টাবক্রের জন্মবৃত্তান্ত কথন এবং তাঁহার রাজা জনকের সভায় গমন।]

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্! উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। যিনি এই ভূতলে মন্ত্রবেত্তা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া কথিত হন। তাঁহার এই ও বৃক্ষজাত ফলফুলে সুশোভিত পুণ্যময় আশ্রম দর্শন কর।১

সাক্ষাদত্র শ্বেতকেতুর্দদর্শ
সরস্বতীং মানুষদেহরূপাম্।
বেৎস্যামি বাণীমিতি সম্প্রবৃত্তাং
সরস্বতীং শ্বেতকেতুর্বভাষে ॥২

তস্মিন্ যুগে ব্রহ্মকৃতাং বরিষ্ঠা-
বাস্তাং মুনী মাতুল-ভাগিনেয়ৌ।
অষ্টাবক্রশ্চৈব কহোড়সূনু-
রৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্ ॥৩

বিদেহরাজস্য মহীপতেস্তৌ
বিপ্রাবুভৌ মাতুল-ভাগিনেয়ৌ।
প্রবিশ্য যজ্ঞায়তনং বিবাদে
বন্দিং নিজগ্রাহতুরপ্রমেয়ৌ ॥৪

উপাস্স্ব কৌন্তেয় সহানুজস্ত্বং
তস্যাশ্রমং পুণ্যতমং প্রবিশ্য।
অষ্টাবক্রং যস্য দৌহিত্রমাহু-
র্যোঽসৌ বন্দিং জনকস্যাথ যজ্ঞে ॥৫

বাদী বিপ্রাগ্র্যো বাল এবাভিগম্য
বাদে ভঙ্‌ক্ত্বা মজ্জয়ামাস নদ্যাম্ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথম্প্রভাবঃ স বভূব বিপ্র-
স্তথাভূতং যো নিজগ্রাহ বন্দিম্।
অষ্টাবক্রঃ কেন চাসৌ বভূব
তৎ সর্বং মে লোমশ শংস তত্ত্বম্ ॥৭

লোমশ উবাচ।

উদ্দালকস্য নিয়তঃ শিষ্য একো
নাম্না কহোড় ইতি বিশ্রুতোঽভূৎ।
শুশ্রূষুরাচার্য্যবশ্যানুবর্ত্তী
দীর্ঘং কালং সোঽধ্যয়নং চকার ॥৮

তং বৈ বিপ্রঃ পর্য্যচরৎ সশিষ্য-
স্তাঞ্চ জ্ঞাত্বা পরিচর্য্যাং গুরুঃ সঃ।
তস্মৈ প্রাদাৎ সদ্য এব শ্রুতঞ্চ
ভার্য্যাঞ্চ বৈ দুহিতরং স্বাং সুজাতাম্ ॥৯

সেই শ্বেতকেতু এখানে মানুষদেহধারিণী সরস্বতী দেবীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন এবং সমাগতা দেবী সরস্বতীকে বলিয়াছিলেন—"আমি বাণীরূপা আপনার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি"।২

তৎকালে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু এবং কহোড় ঋষির পুত্র অষ্টাবক্র এই উভয় মহর্ষিই পৃথিবীতে বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে মামা ভাগিনেয় সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। (শ্বেতকেতু মামা ছিলেন এবং অষ্টাবক্র ভাগিনেয় ছিলেন।) ৩

এক সময় বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞমণ্ডপে এই দুই মামা-ভাগিনেয় প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই বিপক্ষীয় বন্দীকে শাস্ত্র-বিচারে পরাস্ত করিলেন,—ইঁহারা উভয়েই অনুপম বিদ্বান্ ছিলেন।৪

হে কৌন্তেয়! উদ্দালকমুনির দৌহিত্র বিপ্রশ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্র মুনি বিচারে এমন নিপুণ ছিলেন যে, তিনি বাল্যাবস্থাতেই জনকের যজ্ঞমণ্ডপে প্রতিবাদী বন্দীকে পরাস্ত করিয়া নদীতে অবগাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অষ্টবক্রের মাতামহ উদ্দালকমুনির এই পুণ্যতম আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তুমি অনুজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত উঁহাকে পূজা কর।৫-৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে লোমশমুনি! সেই বিপ্র কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন যে, অতি বাল্যকালেই তিনি বিপক্ষভূত বন্দীকে পরাজিত করিলেন? তাঁহার অষ্টাবক্র নামই বা কেন হইল? এই সব কথা আপনি যথারূপে আমাকে বলুন।৭

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্! মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। তিনি

তস্যা গর্ভেঃ সমভবদগ্নিকল্পঃ
সোঽধীয়ানং পিতরং চাপ্যুবাচ।
সর্ব্বাং রাত্রিমধ্যয়নং করোষি
নেদং পিতঃ সম্যগিবোপবর্ত্ততে ॥১০
উপালব্ধঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ
স তং কোপাদুদরস্থং শশাপ।
যস্মাৎ কুক্ষৌ বর্ত্তমানো ব্রবীষি
তস্মাদ্‌ বক্রো ভবিতাস্যষ্টকৃত্বঃ ॥১১
স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়-
দষ্টাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ।
তস্যাসীদ্‌ বৈ মাতুলঃ শ্বেতকেতুঃ
স তেন তুল্যো বয়সা বভূব ॥১২
সম্পীড্যমানা তু তদা সুজাতা
সা বর্দ্ধমানেন সুতেন কুক্ষৌ।
উবাচ ভর্ত্তারমিদং রহোগতা
প্রসাদ্য হীনং বসুনা ধনার্থিনী ॥১৩
কথং করিষ্যাম্যধুনা মহর্ষে
মাসশ্চায়ং দশমো বর্ত্ততে মে।
নৈবাস্তি তে বসু কিঞ্চিৎ প্রজাতা
যেনাহমেতামাপদং নিস্তরেয়ম্‌ ॥১৪
উক্তস্ত্বেবং ভার্য্যয়া বৈ কহোড়ো
বিত্তস্যার্থে জনকমথাভ্যগচ্ছৎ।
স বৈ তদা বাদবিদা নিগৃহ্য
নিমজ্জিতো বন্দিনেহাপ্সু বিপ্রঃ ॥১৫
উদ্দালকস্তং তু তদা নিশম্য
সূতেন বাদেঽপ্সু নিমজ্জিতং তথা।
উবাচ তাং তত্র ততঃ সুজাতা-
মষ্টাবক্রে গূহিতব্যোঽয়মর্থঃ ॥১৬

নিয়মপালনপূর্ব্বক আচার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করত দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।৮

নিজ শিষ্যের সহিত কহোড় বিনীত শিষ্যের ন্যায় উদ্দালক মুনির এমনই শুশ্রূষা করিয়াছিলেন যে, উদ্দালক তাঁহার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজ কন্যাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং সম্পূর্ণ বেদশাস্ত্রের জ্ঞান দান করিলেন।৯

সেই উদ্দালক-কন্যা সুজাতার গর্ভে এমন অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুত্র আগমন করিলেন, যিনি গর্ভে অবস্থান করিয়াই পিতাকে বলিলেন,—হে পিতঃ! আপনি সমস্ত রাত্রি বেদ অধ্যয়ন করেন, তথাপি আপনার উচ্চারণ ঠিক হইতেছে না।১০

শিষ্যগণের মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁহাকে ঐরূপ বলায় তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া অভিশাপ দিলেন; যেহেতু তুমি গর্ভে অবস্থান করিয়াই এইরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছ, সেইহেতু শরীরে আট স্থানে বক্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।১১

ঐ শাপে তিনি অষ্ট বক্রতা সহ জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি 'অষ্টাবক্র' নামে খ্যাতি লাভ করিলেন। তাঁহারই মাতুল শ্বেতকেতু বয়সে তাঁহার সমান ছিলেন।১২

সেই সময় যখন পেটের মধ্যে গর্ভ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন সুজাতা উহাতে পীড়িতা হইয়া নির্জ্জনে নির্ধন স্বামীকে ধনার্থিনী হইয়া বলিলেন।১৩

হে মহর্ষে! আমি এখন কি করিব বলুন! আমার এই গর্ভের দশমাস চলিতেছে, অথচ টাকা পয়সা কিছুই নাই। কি করিয়া আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব? ১৪

পত্নীর ঐ কথা শুনিয়া কহোড়মুনি ধনের জন্য জনক রাজার সভায় গেলেন। কিন্তু সেখানে শাস্ত্রার্থকারী পণ্ডিত বন্দী এই ব্রহ্মর্ষিকে বিচারে

ররক্ষ সা চাপি তমস্য মন্ত্রং
জাতোঽপ্যসৌ নৈব শুশ্রাব বিপ্রঃ।
উদ্দালকং পিতৃবচ্চাপি মেনে
তথাষ্টাবক্রো ভ্রাতৃবচ্ছ্বেতকেতুম্ ॥১৭

ততো বর্ষে দ্বাদশে শ্বেতকেতু-
রষ্টাবক্রং পিতুরঙ্কে নিষণ্ণম্।
অপাকর্ষদ্ গৃহ্য পাণৌ রুদন্তং
নায়ং তবাঙ্কঃ পিতুরিত্যুক্তবাংশ্চ ॥১৮

যৎ তেনোক্তং দুরুক্তং তৎ তদানীং
হৃদি স্থিতং তস্য সুদুঃখমাসীৎ।
গৃহং গত্বা মাতরং সোঽভিগম্য
পপ্রচ্ছেদং ক নু তাতো মমেতি ॥১৯

পরাস্ত করিয়া জলে ডুবাইয়া দিলেন ।১৫

সেই সময় উদ্দালক মুনি 'কহোড় বন্দী কর্তৃক পরাজিত ও জলে নিমজ্জিত হইয়াছে' একথা জানিতে পারিয়া কন্যা সুজাতাকে সব বলিলেন এবং অষ্টাবক্রের নিকট ঐ কথা গোপন রাখিতে উপদেশ দিলেন ।১৬

সুজাতা সেই গোপনীয় বিষয় অষ্টাবক্রের নিকট গোপন রাখিলেন, সুতরাং অষ্টাবক্র জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ কথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তিনি মাতামহ উদ্দালককেই পিতা ও মাতুল শ্বেতকেতুকেই ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন ।১৭

তারপর শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট অষ্টাবক্রকে ক্রোড় হইতে টানিয়া নামাইয়া হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ক্রন্দনরত অবস্থায় অষ্টাবক্রকে বলিলেন,—"এ তোমার ক্রোড় নয়" ।১৮

ততঃ সুজাতা পরমার্তরূপা
শাপাদ্ ভীতা সর্বমেবাচচক্ষে।
তদ্ বৈ তত্ত্বং সর্বমাজ্ঞায় রাত্রা-
বিত্যব্রবীচ্ছ্বেতকেতুং স বিপ্রঃ ॥২০

গচ্ছাব যজ্ঞং জনকস্য রাজ্ঞো
বহ্বাশ্চর্য্যঃ শ্রূয়তে তস্য যজ্ঞঃ।
শ্রোষ্যাবোঽত্র ব্রাহ্মণানাং বিবাদ-
মন্নং চাগ্র্যং তত্র ভোক্ষ্যাবহে চ ॥২১

বিচক্ষণত্বঞ্চ ভবিষ্যতে নৌ
শিবশ্চ সৌম্যশ্চ হি ব্রহ্মঘোষঃ ॥২২

শ্বেতকেতুর সেই কটূক্তি অষ্টাবক্রের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহার মনে খুব কষ্ট জন্মাইতে লাগিল। তখন তিনি ঘরে গিয়া মাকে বলিলেন—"মা! আমার বাবা কোথায়?"১৯

পুত্রের মনঃকষ্ট দর্শনে সুজাতা খুবই দুঃখিতা হইলেন এবং তেজস্বী পুত্রের শাপভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। তখন সেই অষ্টাবক্র সব তথ্য জানিতে পারিয়া রাত্রিতেই শ্বেত-কেতুকে বলিলেন ।২০

'চল' আমরা উভয়েই জনকরাজার যজ্ঞে যাইব; তাঁহার যজ্ঞ খুবই আশ্চর্য্যজনক বলিয়া শুনিতে পাই; সেখানে ব্রাহ্মণদের পরস্পর শাস্ত্রবিচার শুনিয়াও আনন্দলাভ করিব এবং উত্তম ভোজ্য পদার্থসমূহ ভোজনও করিব ।২১

ইহা দ্বারা আমাদের উভয়ের বিচক্ষণতা লাভ হইবে এবং মঙ্গলময় সুমধুর বেদধ্বনিও শুনা যাইবে ।২২

তৌ তু জগ্মতুর্মাতুল-ভাগিনেয়ৌ
যজ্ঞং সমৃদ্ধং জনকস্য রাজ্ঞঃ।
অষ্টাবক্রঃ পথি রাজ্ঞা সমেত্য
প্রোৎসার্য্যমাণো বাক্যমিদং জগাদ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে দ্বাত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩২

তখন সেই দুই মাতুল ও ভাগিনেয় সমৃদ্ধশালী জনকরাজার যজ্ঞে গমন করিলেন। যজ্ঞমণ্ডপের পথে রাজা জনকের সহিত অষ্টাবক্রের সাক্ষাৎকার হইল। তখন রাজপুরুষেরা তাঁহাকে দূরে হটাইয়া দেবার চেষ্টা করিলে তিনি তখন এই কথা বলিয়াছিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে অষ্টাবক্রীয়োপাখ্যানবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টাবক্রস্য দ্বারপালেন রাজ্ঞা জনকেন চ সহ বার্ত্তালাপঃ।]

অষ্টাবক্র উবাচ।

অন্ধস্য পন্থা বধিরস্য পন্থাঃ
স্ত্রিয়ঃ পন্থা ভারবাহস্য পন্থাঃ।
রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য
সমেত্য তু ব্রাহ্মণস্যৈব পন্থাঃ ॥১

রাজোবাচ।

পন্থা অয়ং তেঽদ্য ময়াভিদিষ্টো
যেনেচ্ছসি তেন কামং ব্রজস্ব।
ন পাবকো বিদ্যতে বৈ লঘীয়া-
নিন্দ্রোঽপি নিত্যং নমতে ব্রাহ্মণানাম্ ॥২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দ্বারপাল ও রাজা জনকের সহিত অষ্টাবক্রের বার্ত্তালাপ।]

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যতক্ষণ না ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধ, বধির, স্ত্রী, ভারবাহী বা রাজার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্মুখে আসিলে পথ ব্রাহ্মণকেই প্রথম ছাড়িয়া দিতে হইবে।১

রাজা বলিলেন,—এই নাও তোমার জন্য আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম। তুমি যেদিক্ দিয়া যাইতে ইচ্ছা কর, যাইতে পার; অগ্নির মধ্যে ছোট বড় নাই। দেবরাজ ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা নমস্কার করেন।২

অষ্টাবক্র উবাচ।

প্রাপ্তৌ স্ব যজ্ঞং নৃপ সংদিদৃক্ষূ
কৌতূহলং নৌ বলবন্নরেন্দ্র।
প্রাপ্তাবিহাবামতিথী প্রবেশং
কাঙ্ক্ষাবহে দ্বারপতেস্তবাজ্ঞাম্ ॥৩

ঐন্দ্রদ্যুম্নে যজ্ঞদৃশাবিহাবাং
বিবক্ষূ বৈ জনকেন্দ্রং দিদৃক্ষূ।
তৌ বৈ ক্রোধব্যাধিনা দহ্যমানা-
বয়ং চ নৌ দ্বারপালো রুণদ্ধি ॥৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে রাজন্! আমরা প্রবল কৌতূহলপরবশ হইয়া আপনার যজ্ঞ দর্শন করিতে আসিয়াছি। হে নরেন্দ্র! আজ আমরা অতিথিরূপে

দ্বারপাল উবাচ।

বন্দেঃ সমাদেশকরা বয়ং স্ম
নিবোধ বাক্যঞ্চ মমের্য্যমাণম্।
ন বৈ বালাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রা
বৃদ্ধা বিদগ্ধাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রাঃ ॥৫

অষ্টাবক্র উবাচ।

যদ্যত্র বৃদ্ধেষু কৃতঃ প্রবেশো
যুক্তং প্রবেষ্টুং মম দ্বারপাল।
বয়ং হি বৃদ্ধাশ্চরিতব্রতাশ্চ
বেদপ্রভাবেণ সমন্বিতাশ্চ ॥৬

শুশ্রূষবশ্চাপি জিতেন্দ্রিয়াশ্চ
জ্ঞানাগমে চাপি গতাঃ স্ম নিষ্ঠাম্।
ন বাল ইত্যবমন্তব্যমাহু-
র্বালোঽপ্যগ্নির্দহতি স্পৃশ্যমানঃ ॥৭

দ্বারপাল উবাচ।

সরস্বতীমীরয় বেদজুষ্টা-
মেকাক্ষরাং বহুরূপাং বিরাজম্।
অঙ্গাত্মানং সমবেক্ষস্ব বালং
কিং শ্লাঘসে দুর্লভো বৈ মনীষী ॥৮

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন জ্ঞায়তে কায়বৃদ্ধ্যা বিবৃদ্ধি-
র্যথাষ্ঠীলা শাল্মলেঃ সম্প্রবৃদ্ধা।
হ্রস্বোঽল্পকায়ঃ ফলিতো বিবৃদ্ধো
যশ্চাফলস্তস্য ন বৃদ্ধভাবঃ ॥৯

দ্বারপাল উবাচ।

বৃদ্ধেভ্য এবেহ মতিং স্ম বালা
গৃহ্নন্তি কালেন ভবন্তি বৃদ্ধাঃ।
ন হি জ্ঞানমল্পকালেন শক্যং
কস্মাদ্ বালাঃ স্থবির ইব প্রভাষসে ॥১০

আপনার যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবার জন্য আপনার দ্বারপালের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।৩

"হে ইন্দ্রদ্যুম্ননন্দন জনক! আমরা উভয়ে আপনার যজ্ঞ ও আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু আপনার দ্বারপাল আমাদিগকে রোধ করিতেছে, তাহাতে আমরা ক্রোধরূপ ব্যাধিতে দগ্ধ হইতেছি।৪

দ্বারপাল বলিল—হে ব্রাহ্মণকুমার। শুনুন, আমরা বন্দীর নির্দ্দেশ অনুসারেই চলি। আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। তাঁহার নির্দ্দেশ হইল,—"বিদ্বান্ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে এখানে প্রবেশ করিতে দিবে, বালক ব্রাহ্মণগণকে এখানে প্রবেশ করিতে দিবে না'।৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—দ্বারপাল। বেশ তো। যদি বৃদ্ধের প্রবেশের অধিকার থাকে, তবে আমাদেরও এখানে প্রবেশের অধিকার আছে; কারণ, আমরাও বৃদ্ধ। আমরা বেদ অধ্যয়ন ও ব্রত ধারণ করিয়াছি এবং বেদের প্রভাবের দ্বারা আমরা যুক্ত।৬

আমরা গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে বালক বলিয়া মনে করা উচিত নয়। অল্প হইলেও স্পর্শমাত্রই অগ্নি দগ্ধ করে।৭

দ্বারপাল বলিল—হে ব্রাহ্মণকুমার। আপনি বেদপ্রতিপাদিত একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ বহুরূপ বাণীর শুদ্ধ উচ্চারণ করুন। আর নিজেকে বালক বলিয়া মনে করুন। আপনি নিজের প্রশংসা নিজেই কেন করিতেছেন? মনীষী পুরুষ এ জগতে দুর্লভ।৮

অষ্টাবক্র বলিলেন,—শরীরের বৃদ্ধি হইলেও বৃদ্ধ হয় না। শাল্মলি বৃক্ষের ফলের আঁঠি বড় হইলেও উহা নিঃসার। যদি বৃক্ষ ছোটও হয়, অথচ ফলবান্ হয়, তবে তাহাই বড়। অফল

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন তেন স্থবিরো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
বালোঽপি যঃ প্রজানাতি তং দেবাঃ
স্থবিরং বিদুঃ ॥১১

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥১২

দিদৃক্ষুরস্মি সম্প্রাপ্তো বন্দিনং রাজসংসদি।
নিবেদয়স্ব মাং দ্বাঃস্থ রাজ্ঞে পুষ্করমালিনে ॥১৩

দ্রষ্টাস্যদ্য বদতোঽস্মান্ দ্বারপাল মনীষিভিঃ।
সহ বাদে বিবৃদ্ধে তু বন্দিনঞ্চাপি নির্জিতম্ ॥১৪

পশ্যন্তু বিপ্রাঃ পরিপূর্ণবিদ্যাঃ
সহৈব রাজ্ঞা সপুরোধমুখ্যাঃ।
উতাহো বাপ্যুচ্চতাং নীচতাং বা
তূষ্ণীম্ভূতেষ্বেব সর্বেষ্বেথাস্য ॥১৫

বৃক্ষ আকারে বড় হইলেও বস্তুতঃ উহা বড় নয়।৯

দ্বারপাল বলিল,—বালকগণ বৃদ্ধবর্গের নিকট হইতেই জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যথাকালে বৃদ্ধ হয়। অল্পকালে কেহ কখনই জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। অতএব তুমি বালক হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতেছ কেন।১০

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যাহার কেবল চুল পাকিয়াছে, তাহাকেই বৃদ্ধ বলা যায় না। বয়সে বালক হইলেও যদি সে জ্ঞানবান্ হয়, দেবতাগণ তাহাকেই স্থবির (বৃদ্ধ) বলেন।১১

শুধু বয়স, পাকাচুল, ধন বা বহু আত্মীয়ের সাহায্যে ঋষিগণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন নাই। যিনি ষড়ঙ্গের * সহিত বেদ অধ্যায়ন করিয়াছেন, তিনিই মহান্ বা বৃদ্ধ।১২

* শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষশাস্ত্র —এই ছয়টি বেদের অঙ্গ।

দ্বারপাল উবাচ।

কথং যজ্ঞং দশবর্ষো বিশেস্ত্বং
বিনীতানাং বিদুষাং সম্প্রবেশম্।
উপায়তঃ প্রযতিষ্যে তবাহং
প্রবেশনে কুরু যত্নং যথাবৎ ॥১৬

(এষ রাজা সংশ্রবণে স্থিতস্তে
স্তুহ্যেনং ত্বং বচসা সংস্কৃতেন।
স চানুজ্ঞাং দাস্যতি প্রীতিযুক্তঃ
প্রবেশেন যচ্চ কিঞ্চিৎ তবেষ্টম্ ॥)

অষ্টাবক্র উবাচ।

ভো ভো রাজন্ জনকানাং বরিষ্ঠ
ত্বং বৈ সম্রাট্ ত্বয়ি সর্বং সমৃদ্ধম্।
ত্বং বা কর্তা কর্ম্মণাং যজ্ঞিয়ানাং
যযাতিরেকো নৃপতির্বা পুরস্তাৎ ॥১৭

হে দ্বারপাল। আমরা রাজসভায় বন্দীকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, পদ্মমাল্যধারী রাজা জনককে ইহা নিবেদন কর।১৩

হে দ্বারপাল। তুমি দেখিতে পাইবে যে, আমরা মনীষিগণের সহিত শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং তোমাদের বন্দীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছি।১৪

আজ পরিপূর্ণবিদ্যাসমন্বিত সভাসদ্ ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দে অবস্থান করত রাজা ও রাজপুরোহিতগণের সহিত আমাদের লঘুতা বা শ্রেষ্ঠতাকে প্রত্যক্ষ করুন।১৫

দ্বারপাল বলিল,—এ যজ্ঞশালায় বিনীত ও সুবিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ হয়, আপনি দশ বৎসরের বালক এখানে কি করিয়া প্রবেশ করিবেন? তথাপি আমি আপনাকে প্রবেশের উপায়ান্তর বলিতেছি, আপনি উহাই যথাযথভাবে পালন করিবার চেষ্টা করুন।১৬

(ঐ দেখুন, রাজা দাঁড়াইয়া আছেন, এখান

বৃদ্ধান্ বন্দী বাদবিদো নিগৃহ্য
বাদে ভগ্নানপ্রতিশঙ্কমানঃ।
ত্বয়াভিসৃষ্টৈঃ পুরুষৈরাপ্তকৃদ্ভি-
র্জলে সর্ব্বান্ মজ্জয়তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮
সোঽহং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং সকাশাদ্
ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িতুমাগতোঽস্মি।
কাসৌ বন্দী যাবদেনং সমেত্য
নক্ষত্রাণীব সবিতা নাশয়ামি ॥১৯

রাজোবাচ।

নাশংসসে বন্দিনং বৈ বিজেতু-
মবিজ্ঞায় ত্বং বাক্যবলং পরস্য।
বিজ্ঞাতবীর্য্যৈঃ শক্যমেবং প্রবক্তুং
দৃষ্টশ্চাসৌ ব্রাহ্মণৈর্বেদশীলৈঃ ॥২০
আশংসসে ত্বং বন্দিনং বৈ বিজেতু-
মবিজ্ঞায় তু বলং বন্দিনোঽস্য।
সমাগতা ব্রাহ্মণাস্তেন পূর্ব্বং
ন শোভন্তে ভাস্করেণেব তারাঃ ॥২১
আশংসন্তো বন্দিনং জেতুকামা-
স্তস্যান্তিকং প্রাপ্য বিলুপ্তশোভাঃ।
বিজ্ঞানমত্তা নিঃসৃতাশ্চৈব তাত
কথং সদস্যৈর্বচনং বিস্তরেয়ুঃ ॥২২

অষ্টাবক্র উবাচ।

বিবাদিতোঽসৌ ন হি মাদৃশৈর্হি
সিংহীকৃতস্তেন বদত্যভীতঃ।
সমেত্য মাং নিহতঃ শেষ্যতেঽদ্য
মার্গে ভগ্নং শকটমিবাচলাক্ষম্ ॥২৩

থেকে তোমার কথা সবই শুনা যাইবে, সুতরাং আপনি মধুর ভাষায় তাঁহার স্তুতি করুন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে প্রবেশ করাইবেন।)

অষ্টাবক্র বলিলেন,—"হে রাজন্! আপনি জনকবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আপনি সম্রাট্ ও আপনার এই রাজ্যে সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান। আপনি সর্ব্বপ্রকার উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, পূর্ব্বে একমাত্র যযাতিই আপনার ন্যায় ছিলেন।১৭

আপনারই এখানে বন্দীনামে কোন বিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি বিচারনিপুণ বহু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিচারে পরাজিত করিয়া নিজের বশীভূত করত আপনারই বিশ্বস্ত লোকসমূহের দ্বারা নিঃসংশয়ে জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন ইহা—আমরা শুনিয়াছি।১৮

আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট তাহা শুনিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে আসিয়াছি। সেই বন্দী কোথায়? যেমন সূর্য্য তারাগণের প্রকাশকে নাশ করেন, আমিও তেমনই তাঁহার সহিত বিচারে মিলিত হইয়া তাঁহারা সমস্ত প্রভাব নাশ করিব।১৯

রাজা বলিলেন,—তুমি বিপক্ষীয় বন্দীর বাক্শক্তিকে না জানিয়া তাহাকে জয় করিবার আশা করিও না। যে প্রতিবাদীর বল জানে, সেই এইরূপ বলিতে পারে। এখানে বহু বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রভাব ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।২০

তুমি হয়তো এই বন্দীর বীর্য্য না জানিয়া ঐরূপ আশা পোষণ করিতেছ। ঐরূপ আশা পোষণকারী কত ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে তাঁহার সহিত বিচারে মিলিত হইয়া সূর্য্যালোকে নক্ষত্রের প্রভাহীনতার ন্যায় সকলেই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন।২১

বৎস! এইরূপ জ্ঞানোন্মত্ত কত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রভাবশূন্য হইয়াছেন এবং শেষে পরাজিত হইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অন্য সদস্যগণের সহিত তাঁহারা কথা বলিবেন কি করিয়া?২২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে রাজন্! তিনি আমাদের ন্যায় বিদ্বানের সঙ্গে কখনও বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই তাই নিজেকে সিংহ মনে করিয়া নির্ভয়ে কথা

রাজোবাচ।

ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্য চতুর্বিংশতিপর্বণঃ।
যস্ত্রিষষ্টিশতারস্য বেদার্থং স পরঃ কবিঃ ॥২৪

অষ্টাবক্র উবাচ।

চতুর্বিংশতিপর্ব ত্বাং ষণ্নাভি দ্বাদশপ্রধি।
তৎ ত্রিষষ্টিশতারং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি ॥২৫

রাজোবাচ।

বড়বে ইব সংযুক্তে শ্যেনপাতে দিবৌকসাম্।
কস্তয়োর্গর্ভমাধত্তে গর্ভং সুষুবতুশ্চ কম্ ॥২৬

অষ্টাবক্র উবাচ।

মা স্ম তে তে গৃহে রাজন্ শাত্রবাণামপি ধ্রুবম্।
বাতসারথিরাগন্তা গর্ভং সুষুবতুশ্চ তম্ ॥২৭

রাজোবাচ।

কিংস্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন চোপতি।
কস্য স্বিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্ বেগেন বর্দ্ধতে ॥২৮

অষ্টাবক্র উবাচ।

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥২৯

বলেন। আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তিনি আজ পথিমধ্যে ভগ্ন নিশ্চলচক্র শকটের ন্যায় নিহত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন।২৩

রাজা বলিলেন,—যে পুরুষ ত্রিশ অবয়ব (অর্থাৎ ৩০ দিনরূপ শরীর), বার অংশ (অর্থাৎ বার মাসরূপ স্কন্ধ), চাব্বিশ পর্ব (অর্থাৎ বারটি অমাবস্যা ও বারটি পূর্ণিমারূপ পর্ব্ব) এবং সমুদায়ে তিন শত ষাট অরা (৩৬০ দিন) বিশিষ্ট পদার্থকে জানে, সে-ই বিশিষ্ট জ্ঞানী—প্রধান পণ্ডিত।২৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যাহার মধ্যে বার অমাবস্যা ও বার পূর্ণিমারূপ চব্বিশটী পর্ব্ব, ছয় ঋতুরূপ ছয়টী নাভি, বার মাসরূপ বার অংশ এবং ৩৬০ দিনরূপ ৩৬০ অর আছে, নিরন্তর গতিশীল সেই সংবৎসররূপ কালচক্র আপনাকে রক্ষা করুন।২৫

রাজা বলিলেন,—যাহারা দুইটী ঘোটকীর ন্যায় সংযুক্ত থাকেন, যাহারা বাজপাখীর ন্যায় অতি দ্রুত পতিত হন, ঐ দুইজনের গর্ভ দেবতাগণের মধ্যে কোন দেবতা ধারণ করেন এবং ঐ দুইজনের গর্ভ হইতেই বা কাহার আবির্ভাব হয়?২৬

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে রাজন্! এই দুইজন (বজ্র ও বিদ্যুৎ) যেন আপনার শত্রুর গৃহেও না পতিত হয়; বায়ু যাহার সারথি, ঐ মেঘরূপ দেবতাই ঐ দুইজনের গর্ভ ধারণ করেন এবং দুইজনই আবার মেঘরূপ গর্ভকে উৎপাদন করেন।২৭ *

রাজা বলিলেন,—নিদ্রার সময় কাহার নেত্র নিমীলিত হয় না? জন্মের পর কাহার গতি হয় না? কাহার হৃদয় নাই এবং কোন বস্তু বেগে বর্দ্ধিত হয়?২৮

* এখানে মহর্ষি অষ্টাবক্র পরোক্ষরূপেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইহার ভাব হইল এই যে, এই দুই তত্ত্ব যাহা বৈদিক ভাষায় রয়ি ও প্রাণ নামে কথিত (প্রশ্নোপনিষদের—১।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। ইংরাজীতে ইহা পোজিটিব (অনুলোম) ও নিগেটিব (প্রতিলোম) রূপে কথিত হয়। ইহারা স্বাভবানুসারে সংযুক্ত থাকে। ইহাদের ব্যক্তরূপ বিদ্যুৎ ও বজ্র। উহারা গর্ভের ন্যায় মেঘকে ধারণ করিয়া থাকে। সংঘর্ষ হইলে উহারা প্রকটিত হয় এবং আকর্ষণ হইলে পর উহা বাজপাখীর ন্যায় দ্রুত পতিত হয়। যেখানে উহা পতিত হয়, সেখানে সবই ভস্মীভূত করে; সেইজন্যই মহর্ষি বলিলেন,—উহা যেন আপনার শত্রুর গৃহেও পতিত না হয়। এই দুই তত্ত্বের সংযুক্ত শক্তিতে মেঘের উৎপত্তি। এই জন্যই মহর্ষি বলিলেন—এই দুই দেবতা আবার মেঘরূপ গর্ভ ধারণ করেন।

রাজোবাচ।

ন ত্বাং মন্যে মানুষং দেবসত্ত্বং
　　ন ত্বং বালঃ স্থবিরঃ সম্মতো মে।
ন তে তুল্যো বিদ্যতে বাক্প্রলাপে
　　তস্মাদ্ দ্বারং বিতরাম্যেষ বন্দী ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৩

অষ্টাবক্র বলিলেন,—মৎস্য নিদ্রিত অবস্থায় নেত্র নিমীলিত করে না; অণ্ড উৎপন্ন হইয়াও চেষ্টা করে না; পাথরের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।২৯

রাজা বলিলেন,—আপনি দেবতাতুল্য। আপনাকে আমি মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আপনি বালক নহেন, আমার মতে আপনি বৃদ্ধ (জ্ঞানবৃদ্ধ)। বাক্যপ্রয়োগে আপনার ন্যায় কেহ নাই; আপনাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি; আপনি ভিতরে আসুন; এই সেই বন্দী (যাহাকে আপনি খুঁজিতেছেন)।৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অষ্টাবক্রীয়োপাখ্যানবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৩

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টাবক্রস্য বন্দিনা সহ শাস্ত্রার্থঃ, বন্দিনঃ পরাজয়ঃ, সমঙ্গায়াং স্নানেন অষ্টাবক্রস্যাঙ্গানাং সমতালাভশ্চ।]

অষ্টাবক্র উবাচ।

অত্রোগ্রসেন সমিতেষু রাজন্
　　সমাগতেষ্বপ্রতিমেষু রাজসু।
নাবৈমি বন্দিং বরমত্র বাদিনাং
　　মহাজলে হংসমিবাদদামি ॥১
ন মেঽদ্য বক্ষ্যস্যতিবাদিমানিন্
　　গ্লহং প্রপন্নঃ সরিতামিবাগমঃ।
হুতাশনস্যেব সমিদ্ধতেজসঃ
　　স্থিরো ভবস্বেহ মমাদ্য বন্দিন্ ॥২

বন্দ্যুবাচ।

ব্যাঘ্রং শয়ানং প্রতি মা প্রবোধয়
　　আশীবিষং সৃক্কণী লেলিহানম্।
পদাহতস্যেহ শিরোঽভিহত্য
　　নাদষ্টো বৈ মোক্ষ্যসে তন্নিবোধ ॥৩

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বন্দী ও অষ্টাবক্রের শাস্ত্রার্থ, বন্দীর পরাজয় এবং সমঙ্গায় স্নান করিয়া অষ্টাবক্রের অঙ্গের-সমানতা লাভ।]

অষ্টাবক্র বলিলেন—হে রাজন্ জনক! আপনার সভায় অতুলনীয় প্রভাবসম্পন্ন রাজবৃন্দ সমাগত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের মধ্য হইতে বাদিগণের মধ্যে প্রধান বন্দীকে চিনিয়া লইতে পারিতেছি না। চিনিতে পারিলে মহাজলে বিচরণশীল হংসের ন্যায় তাহাকে ধরিয়া

যো বৈ দর্পাৎ সংহননোপপন্নঃ
সুদুর্বলঃ পর্বতমাবিহন্তি।
তস্যৈব পাণিঃ সনখো বিদার্য্যতে
ন চৈব শৈলস্য হি দৃশ্যতে ব্রণঃ ॥৪
অষ্টাবক্র উবাচ।
সর্বে হ্যন্যে মৈথিলস্য মৈনাকস্যেব পর্বতাঃ।
নিকৃষ্টভূতা রাজানো বৎসা অনডুহো যথা ॥৫
যথা মহেন্দ্রঃ প্রবরঃ সুরাণাং
নদীষু গঙ্গা প্রবরা যথৈব।
তথা নৃপাণাং প্রবরস্ত্বমেকো
বন্দিং সমভ্যানয় মৎসকাশম্ ॥৬
লোমশ উবাচ।
এবমষ্টাবক্রঃ সমিতৌ হি গর্জন্
জাতক্রোধো বন্দিনমাহ রাজন্।
উক্তে বাক্যে চোত্তরং মে ব্রবীহি
বাক্যস্য চাপ্যুত্তরং তে ব্রবীমি ॥৭

বন্দ্যুবাচ।
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিধ্যতে
একঃ সূর্য্যঃ সর্বমিদং বিভাতি।
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা
যমঃ পিতৄণামীশ্বরশ্চৈক এব ॥৮

অষ্টাবক্র উবাচ।
দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ
দ্বৌ দেবর্ষী নারদ-পর্বতৌ চ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে
ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা ॥৯

ফেলিতাম।১

হে বন্দিন্! তুমি নিজেকে অতিবাদী বলিয়া মনে কর, যেজন্য তোমার সহিত পণে পরাজিত বহু ব্রাহ্মণকে তুমি সমুদ্রে ডুবাইয়াছ। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে নদীসমূহের প্রবাহ শুকাইয়া যায়, তেমনই আমার সম্মুখে আসিলে তুমিও শুকাইয়া যাইবে—তোমার বাদশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।২

বন্দী বলিলেন,—নিদ্রিত ব্যাঘ্রস্বরূপ আমাকে জাগাইও না এবং জিহ্বার দ্বারা সৃক্কণী (ওষ্ঠের প্রান্তভাগ) লেহনকারী সর্পস্বরূপ আমাকে উত্তেজিত করিও না। পদাহত হইলে ব্যাঘ্র এবং মস্তকে আঘাত পাইলে সর্প দংশন না করিয়া ছাড়ে না—একথা মনে রাখিও।৩

যে অত্যন্ত দুর্বল হইয়াও দৃঢ় শরীরসম্পন্ন বলিয়া দর্পবশতঃ হস্তদ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করিতে চায়, তাহারই নখের সহিত হস্ত ক্ষতবিক্ষত হয়, কিন্তু তাহার আঘাতে পর্ব্বতের কিছুই হয় না।৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—সমস্ত পর্ব্বত মৈনাক হইতে এবং সমস্ত বৎস যেমন ষণ্ড হইতে নিকৃষ্ট, তেমনই সকল রাজাই মিথিলাধিপতি মহারাজ জনক হইতে নিকৃষ্ট।৫

হে রাজন্! যেমন মহেন্দ্র দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, তেমনই সমস্ত নৃপতিগণের মধ্যে মিথিলাধিপতি আপনি শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আপনি বন্দীকে আমার সম্মুখে ডাকিয়া আনুন।৬

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! এইরূপে সেই সভায় গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রুদ্ধ অষ্টাবক্র বন্দীকে বলিলেন,—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহার উত্তর দিবে এবং তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, আমিও তাহার উত্তর দিব।৭

বন্দ্যুবাচ।

ত্রিঃ সূয়তে কর্ম্মণা বৈ প্রজেয়ং
ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি।
অধ্বর্য্যবস্ত্রিসবনানি তন্বতে
ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ ॥১০

অষ্টাবক্র উবাচ।

চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং
চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।
দিশশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ
চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা ॥১১

বন্দ্যুবাচ।

পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পঙ্‌ক্তি-
র্যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।
দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াপ্সরাশ্চ
লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥১২

অষ্টাবক্র উবাচ।

ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে
ষট্ চৈবেমে ঋতবঃ কালচক্রম্।
ষড়িন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ
ষট্ সাদ্যস্কাঃ সর্ব্ববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥১৩

বন্দ্যুবাচ।

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ
সপ্তচ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি
সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥১৪

বন্দী বলিলেন,—একই অগ্নি অনেক প্রকারে প্রজ্বলিত হয়, একই সূর্য্য সমস্ত জগৎকে আলোকিত করে; একমাত্র বীর দেবরাজ বহুশত্রু বিনাশ করেন এবং পিতৃগণের একমাত্র ঈশ্বর যমরাজ।৮

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ইন্দ্র ও অগ্নি দুইজন মিত্রের ন্যায় বিচরণ করেন; দুই দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত। পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন অশ্বিনীকুমারও সংখ্যায় দুইজন; রথের চাকাও দুইটি এবং বিধাতা ভার্য্যা ও পতিরূপে একসঙ্গে দুইজনকে জীবনসঙ্গী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।৯

বন্দী বলিলেন,—প্রজাগণ দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্—এই তিন যোনিতে জন্মায়, ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদই বাজপেয়াদি যজ্ঞকে বহন করে, অধ্বর্য্যুগণ (ঋত্বিক্‌গণ) প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্ন-সবন ও সায়ংসবন ভেদে এই তিনটি সবনের (যজ্ঞের) অনুষ্ঠান করেন। স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালভেদে লোক তিনটি ও জ্যোতির্ম্ময় বস্তুও তিনটি—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি।১০

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ব্রাহ্মণের জন্য চারিটি (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) আশ্রম অর্থাৎ জ্ঞানোপলব্ধিস্থান; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণই জ্ঞানযজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন; পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণরূপ দিক্ চারিটি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণও চারিটি এবং পদাত্মক বাণীও চারিপাদে নিবদ্ধ অথবা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চারিটি পাদযুক্তা বাণী।১১

বন্দী বলিলেন—অগ্নি (গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য) পাঁচ প্রকার; পঙ্‌ক্তি ছন্দে পাঁচটি পদ (ও আটটি করিয়া অক্ষর) থাকে; অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাসী, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ ও সোমযাগ—এই পাঁচটি যজ্ঞ; অথবা এইরূপ পঞ্চযজ্ঞ যথা, দৈবযজ্ঞ—হোম, ভূতযজ্ঞ—বলিদান, পিতৃযজ্ঞ—তর্পণ, নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবা ও ব্রহ্মযজ্ঞ—অধ্যাপন। ইন্দ্রিয় পাঁচটি যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা। বেদে পাঁচ বেণীবিশিষ্ট অপ্সরার কথা

অষ্টাবক্র উবাচ।

অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি
তথাষ্টপাদঃ শরভঃ সিংহঘাতী।
অষ্টৌ বসূন্ শুশ্রুম দেবতাসু
যূপশ্চাষ্টাশ্রির্বিহিতঃ সর্বযজ্ঞে ॥১৫

বন্দ্যুবাচ।

নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্যঃ পিতৄণাং
তথা প্রাহুর্নবযোগং বিসর্গম্।
নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিষ্টা
নবযোগো গণনামেতি শশ্বৎ ॥১৬

অষ্টাবক্র উবাচ।

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে
সহস্রমাহুর্দশপূর্ণং শতানি।
দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো
দশেরকা দশ দাশা দশার্হাঃ ॥১৭

বন্দ্যুবাচ।

একাদশৈকাদশিনঃ পশূনা-
মেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যূপাঃ।
একাদশ প্রাণভৃতাং বিকারা
একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥১৮

অষ্টাবক্র উবাচ।

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহু-
র্জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি।
দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতো যজ্ঞ উক্তো
দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ ॥১৯

আছে। জগতে পঞ্চনদীবিশিষ্ট দেশ পুণ্যময় দেশ।১২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—কেহ কেহ বলেন অগ্নির আধানে ছয়টি গাভী দক্ষিণা দেওয়া উচিত; (গ্রীষ্মাদি) ছয়টি ঋতুই সংবৎসররূপ কালচক্র নির্ব্বাহ করে, ইন্দ্রিয় ছয়টি (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন), কৃত্তিকা নক্ষত্রও ছয়টি; সমস্ত বেদে সাত্ত্বক নামক যজ্ঞও ছয় প্রকার।১৩

বন্দী বলিলেন,—গ্রাম্য পশু সাত প্রকার (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেঁড়া, ঘোড়া, কুকুর ও গাধা); বন্য পশুও সাত প্রকার (সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী, বানর, ভালুক, মৃগ ও সর্প)। সাত প্রকার (গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী) ছন্দই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করে। ঋষি সাতজন (মরীচী, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ), পূজার উপচার ও সাত প্রকার (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন ও তাম্বূল) এবং বীণার তারও সাতটি।১৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—আটটী শণের থলি একশত সের দ্রব্য বহন করে; অষ্টপাদযুক্ত শরভ (ভীষণ পার্ব্বত্য জন্তু) সিংহকে বধ করে, দেবতাগণের মধ্যে অষ্টবসু প্রসিদ্ধ; সব যজ্ঞেই আট কোণ বিশিষ্ট যূপ নির্মিত হয়।১৫

বন্দী বলিলেন,—পিতৃযজ্ঞে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করার জন্য নয়টি সামধেনী মন্ত্র বিহিত হইয়াছে; সৃষ্টির কারণও নয়টি (প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র), বৃহতী ছন্দ নবাক্ষর বিশিষ্ট এবং এক হইতে নয় পর্য্যন্ত ৯টী সংখ্যাই গণনায় উপযোগী।১৬

অষ্টাবক্র বলিলেন,—মানুষের জন্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু, ঈশান, ঊর্দ্ধ ও অধ—এই দশ দিক্ বলা হইয়াছে; দশ শত মিলিত হইয়া এক সহস্র হয়; গর্ভবতী নারী দশ মাসই গর্ভ ধারণ করে; নিন্দুকও দশ প্রকার (রোগী, দরিদ্র, শোকার্ত্ত,

বন্দ্যুবাচ।

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা
ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ।

লোমশ উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা বিররাম বন্দী
শ্লোকস্যার্দ্ধং ব্যাজহারাষ্টবক্রঃ।

অষ্টাবক্র উবাচ।

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী
ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ ॥২০

ততো মহানুদতিষ্ঠন্নিনাদ-
স্তূষ্ণীম্ভূতং সূতপুত্রং নিশম্য।
অধোমুখং ধ্যানপরং তদানী-
মষ্টাবক্রং চাপ্যুদীর্য্যন্তমেব ॥২১

তস্মিংস্তথা সঙ্কুলে বর্ত্তমানে
স্ফীতে যজ্ঞে জনকস্যোত রাজ্ঞঃ।
অষ্টাবক্রং পূজয়ন্তোঽভ্যুপেয়ু-
র্বিপ্রাঃ সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ঃ প্রতীতাঃ ॥২২

অষ্টাবক্র উবাচ।

অনেনৈব ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংসো
বাদে জিত্বা সলিলে মজ্জিতাঃ প্রাক্।
তানেব ধর্ম্মানয়মদ্য বন্দী
প্রাপ্নোতু গৃহ্যাপ্সু নিমজ্জয়ৈনম্ ॥২৩

বন্দ্যুবাচ।

অহং পুত্রো বরুণস্যোত রাজ্ঞ-
স্তত্রাস সত্রং দ্বাদশবার্ষিকং বৈ।
সত্রেণ তে জনক তুল্যকালং
তদর্থং তে প্রহিতা মে দ্বিজাগ্র্যাঃ ॥২৪

রাজদর্পিত, শঠ, খল, ব্রাত্যভৃত, মত্ত, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও কামুক)। শরীরের অবস্থাও দশ প্রকার (গর্ভাবস্থা, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু) এবং পূজনীয় পুরুষও দশ প্রকার (উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, মাতামহ, বয়োজ্যেষ্ঠ, কুটুম্ব প্রভৃতি ও পিতৃব্য)।১৭

বন্দী বলিলেন,—প্রাণীমাত্রেরই এগারটি ইন্দ্রিয়ের এগারটি বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; বাক্য বলা, আদান, বিহরণ, বিষ্ঠাত্যাগ ও মিথুনজাত আনন্দ—ইহা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং এই সকলের মনন হইল মনের বিষয়)। যজ্ঞের প্রথমে যূপও এগারটি, প্রাণিগণের বিকারও এগার প্রকার (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হর্ষ, রাগ, দ্বেষ ও অহঙ্কার); স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যে রুদ্রও একাদশ প্রকার (মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, শত্রু-সন্তাপন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, স্থাণু ও ভব)।১৮

অষ্টাবক্র বলিলেন,—বৈশাখাদি বার মাসে সংবৎসর হয়, জগতী ছন্দের এক এক পদে বারটি অক্ষর থাকে; প্রাকৃত যজ্ঞ বার দিনে সমাপ্য; এবং আদিত্যের সংখ্যা বার (ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু)।১৯

বন্দী বলিলেন,—ত্রয়োদশী তিথিকে উত্তম বলা হইয়াছে। পৃথিবী ত্রয়োদশ দ্বীপ-বিশিষ্টা।

লোমশ বলিলেন,—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বন্দী কিছু বলিতে না পারিয়া বিরত হইলেন। তখন শ্লোকের অপরার্দ্ধ অষ্টাবক্র বলিলেন।

অষ্টাবক্র বলিলেন,—কেশীদানব বিষ্ণুর সঙ্গে তের দিন যুদ্ধ করিয়াছিল (যুযুধে বিষ্ণুনা সার্দ্ধং

তে তু সর্বে বরুণস্যোত যজ্ঞং
দ্রষ্টুং গতা ইহ আয়ান্তি ভূয়ঃ।
অষ্টাবক্রং পূজয়ে পূজনীয়ং
যস্য হেতোর্জনিতারং সমেয়াং ॥২৫

অষ্টাবক্র উবাচ।

বিপ্রাঃ সমুদ্রাম্ভসি মজ্জিতা যে
বাচা জিতা মেধয়া বা বিদানাঃ।
তাং মেধয়া বাচমথোজ্জহার
যথা বাচমবচিন্বন্তি সন্তঃ ॥২৬
অগ্নির্দহন্ জাতবেদাঃ সতাং গৃহান্
বিসর্জয়ংস্তেজসা ন স্ম ধাক্ষীৎ।
বালেষু পুত্রেষু কৃপণং বদৎসু
তথা বাচমবচিন্বন্তি সন্তঃ ॥২৭
শ্লেষ্মাতকী ক্ষীণবর্চাঃ শৃণোষি
উতাহো ত্বাং স্তুতয়ো মাদয়ন্তি।
হস্তীব ত্বং জনক বিতুদ্যমানো
ন মামিকাং বাচমিমাং শৃণোষি ॥২৮

জনক উবাচ।

শৃণোমি বাচং তব দিব্যরূপা-
মমানুষীং দিব্যরূপোঽসি সাক্ষাৎ।
অজৈষীর্যদ্ বন্দিনং ত্বং বিবাদে
নিসৃষ্ট এষ তব কামোঽস্য বন্দী ॥২৯

ত্রয়োদশ দিনান্যসৌ—ইতি নৃসিংহপুরাণম্)। বেদে যে সকল অতিচ্ছন্দ আছে, উহারা ত্রয়োদশাদি অক্ষরে নিবদ্ধ (যথা অতিশক্বরিশিষ্ট অতিজগতী ছন্দের এক এক পদে তের অক্ষর আছে, এইরূপ অতি-শক্বরী ছন্দে ১৫ অক্ষর, অত্যষ্টিকা ছন্দে ১৭ অক্ষর এবং অতিধৃতিছন্দে ১৯ অক্ষর থাকে)।২০

ইহা শুনিয়াই সূতপুত্র বন্দী চুপ করিলেন এবং মুখ নীচু করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্র তখনও বলিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।২১

জনকরাজার ঐ সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞে যখন চারিদিকে কোলাহল সমুত্থিত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলিপুটে অষ্টাবক্রের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন।২২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—এই বন্দী পূর্ব্বে শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে বিচারে জয় করিয়া জলে ডুবাইয়াছে; সুতরাং সেই ধর্ম্মানুসারে এই বন্দীও সেই গতি প্রাপ্ত হউক; আপনি ইহাকে ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিন।২৩

বন্দী বলিলেন,—মহারাজ জনক! আমি রাজা বরুণের পুত্র। সেখানে দ্বাদশবার্ষিক সত্রযজ্ঞ আপনার যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল। সেই জন্য (এইরূপ কৌশলে) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি।২৪

তাঁহারা সকলে বরুণের যজ্ঞ দর্শন করিতে-গিয়াছেন, পুনরায় এখানে শীঘ্র আসিবেন। পূজনীয় অষ্টাবক্রমুনিকে আমি পূজা করিব; কারণ, তাঁহার জন্য পিতার সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ আসিয়াছে।২৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—বন্দী যে বাণীর প্রভাবে বহু ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়াছে, তাহার সেই বাণীকে আমি কিভাবে নিজ বুদ্ধির দ্বারা বিপর্য্যস্ত করিয়াছি, তাহা আপনারা সকল বিদ্বান্-গণই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।২৬

দাহ করা যাঁহার স্বভাব, সেই সদসদ্বিচার-পরায়ণ অগ্নিও সজ্জনের গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্তু স্বতেজে দাহ করেন; পুত্র বালক হইলেও সজ্জন পিতা তাহার যুক্তিপূর্ণ ভাল কথাগুলি অবশ্যই গ্রহণ করেন।২৭

হে রাজন্! তুমি নিশ্চিতই শ্লেষ্মাতক ফল

অষ্টাবক্র উবাচ।

নানেন জীবতা কশ্চিদর্থো মে বন্দিনা নৃপ।
পিতা যদ্যস্য বরুণো মজ্জয়ৈনং জলাশয়ে ॥৩০

বন্দ্যুবাচ।

অহং পুত্রো বরুণস্যোত রাজ্ঞো
ন মে ভয়ং বিদ্যতে মজ্জিতস্য।
ইমং মুহূর্ত্তং পিতরং দ্রক্ষ্যতেঽয়-
মষ্টাবক্রশ্চিরনষ্টং কহোড়ম্ ॥৩১

লোমশ উবাচ।

ততস্তে পূজিতা বিপ্রা বরুণেন মহাত্মনা।
উদতিষ্ঠংস্ততঃ সর্ব্বে জনকস্য সমীপতঃ ॥৩২

কহোড় উবাচ।

ইত্যর্থমিচ্ছন্তি সুতান্ জনা জনক কর্ম্মণা।
যদহং নাশকং কর্ত্তুং তৎ পুত্রঃ কৃতবান্ মম ॥৩৩
উতাবলস্য বলবানুত বালস্য পণ্ডিতঃ।
উত বাবিদুষো বিদ্বান্ পুত্রো জনক জায়তে ॥৩৪
শিতেন তে পরশুনা স্বয়মেবান্তকো নৃপ।
শিরাংস্যপাহরত্বাজৌ রিপূণাং ভদ্রমস্তু তে ॥৩৫
মহদোক্থ্যং গীয়তে সাম চাগ্র্যং
সম্যক্ সোমঃ পীয়তে চাত্র সত্রে।
শুচীন্ ভাগান্ প্রতিজগৃহুশ্চ হৃষ্টাঃ
সাক্ষাদ্ দেবা জনকস্যোত রাজ্ঞঃ ॥৩৬

লোমশ উবাচ।

সমুত্থিতেষ্বথ সর্ব্বেষু রাজন্
বিপ্রেষু তেষধিকং সুপ্রভেষু।
অনুজ্ঞাতো জনকেনাথ রাজ্ঞা
বিবেশ তোয়ং সাগরস্যোত বন্দী ॥৩৭

খাইয়াছ, এজন্য তোমার তেজও ক্ষীণ হইয়াছে, অথবা ঐ বন্দী তোমাকে স্তুতি করিয়া উন্মত্ত করিয়াছে; নতুবা তুমি তাহার কথা শুনিতেছ, অথচ আমি যে বাণী-অঙ্কুশের দ্বারা তোমাকে আঘাত করিতেছি; তাহাতে তুমি আহত হইয়াও অঙ্কুশাহত বিদ্রোহী হাতীর ন্যায় আমার কথা শুনিতেছ না।২৮

জনক বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ আপনার দিব্যরূপা অমানুষী বাণী আমি শ্রবণ করিতেছি। আপনি বিচারে বন্দীকে যে পরাজিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে এবং আমি আপনার বচনানুরূপ বন্দীর যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছি; এই তো বন্দী আপনার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে।২৯

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে রাজন্! এই বন্দী জীবিত থাকিলে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এ বরুণের পুত্র হইলেও ইহাকে জলাশয়ে নিমজ্জিত কর।৩০

বন্দী বলিলেন,—আমি রাজা বরুণের পুত্র সুতরাং জলে নিমজ্জিত করিলে তাহাতে আমার কোন ভয় নাই। মহর্ষি অষ্টাবক্র এখনই তাঁহার চিরনিখোঁজ পিতা কহোড়কে দেখিতে পাইবেন।৩১

লোমশ বলিলেন,—(বন্দীকর্ত্তৃক পূর্ব্বে জলে নিমজ্জিত ও) মহাত্মা বরুণ কর্ত্তৃক পূজিত সেই ব্রাহ্মণগণ সকলেই জনকের নিকট সমুত্থিত হইলেন।৩২

কহোড় বলিলেন,—হে জনক! এই জন্যই মানুষ পুত্র কামনা করে। যাহা আমি স্বয়ং করিতে পারি নাই, তাহা আজ আমার পুত্র করিয়াছে।৩৩

হে জনক! কখনও নির্ব্বলের বলবান্ পুত্র, মূর্খের পণ্ডিত পুত্র এবং অজ্ঞানীর জ্ঞানী পুত্রও জন্মায়।৩৪

হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক; যুদ্ধে স্বয়ং যমরাজ নিশিত পরশুর দ্বারা আপনার শত্রুগণের শিরশ্ছেদ করিতে থাকুন।৩৫

অষ্টাবক্রঃ পিতরং পূজয়িত্বা
সম্পূজিতো ব্রাহ্মণৈস্তৈর্যথাবৎ।
প্রত্যাজগামাশ্রমমেব চাগ্র্যং
জিত্বা সৌতিং সহিতো মাতুলেন ॥৩৮

ততোঽষ্টাবক্রমাতুরথান্তিকে পিতা
নদীং সমঙ্গাং শীঘ্রমিমাং বিশস্ব।
প্রোবাচ চৈনং স তথা বিবেশ
সমৈরঙ্গৈশ্চাপি বভূব সদ্যঃ ॥৩৯

নদী সমঙ্গা চ বভূব পুণ্যা
যস্যাং স্নাতো মুচ্যতে কিল্বিষাদ্বি।
ত্বমপ্যেনাং স্নানপানাবগাহৈঃ
সভ্রাতৃকঃ সহভার্য্যো বিশস্ব ॥৪০

অত্র কৌন্তেয় সহিতো ভ্রাতৃভিস্তুং
সুখোষিতঃ সহ বিপ্রৈঃ প্রতীতঃ।
পুণ্যান্যন্যানি শুচিকর্মৈকভক্তি-
র্ময়া সার্দ্ধং চরিতস্যাজমীঢ় ॥৪১

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণীতে শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৪

রাজা জনকের এই যজ্ঞে উত্তম ও মহত্ত্বপূর্ণ উক্থ্য (উক্থ নামক যজ্ঞবিশেষে গীত সাম গান) সাম গান করা হইয়াছে, এই যজ্ঞে সম্যক্‌রূপে সোমরস পান করা হইয়াছে এবং দেবগণ সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ পবিত্র ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।৩৬

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্! জল হইতে সমুত্থিত পরমকান্তিমান্ সকল ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে রাজর্ষি জনকের অনুমতি অনুসারে বন্দী স্বয়ং সাগরের জলে প্রবেশ করিলেন।৩৭

অষ্টাবক্র মুনিও পিতৃদেবকে পূজা করিয়া, উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সম্পূজিত হইয়া এবং বন্দীকে এইরূপে পরাজিত করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠ আশ্রমে পিতা ও মাতুলের সহিত আগমন করিলেন।৩৮

অনন্তর অষ্টাবক্রের পিতা তাঁহার মাতার নিকট উপবিষ্ট অষ্টাবক্রকে বলিলেন,—"বৎস! তুমি শীঘ্রই এই সমঙ্গা নদীতে স্নান কর।" তিনি তদনুসারে সমঙ্গা নদীতে স্নান করামাত্রই তাঁহার সমস্ত অঙ্গের বক্রতা ঘুচিয়া গিয়া সমতা প্রাপ্ত হইলেন।৩৯

এই সেই সমঙ্গা নদী, যেখানে স্নান করিলে মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজন্! তুমি ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যা দ্রৌপদীর সহিত এই পুণ্যা নদীতে স্নান ও উহার জল পান করিয়া পবিত্র হও।৪০

হে আজমীঢ়বংশজাত কৌন্তেয়! তুমি বিশ্বস্তভাবে ভ্রাতৃগণ ও বিপ্রগণের সহিত এখানে একরাত্রি বাস করিয়া আগামী কল্য হইতে পুনরায় পবিত্র কর্ম্মে দৃঢ়ভক্তি রক্ষা করত আমার সহিত অন্যান্য পুণ্য তীর্থসমূহ দর্শন করিবে।৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে অষ্টাবক্র উপাখ্যানবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৪

অন্তরে বাহিরে সদাজন্মা, আমি সর্ব্বভূতা, আমি স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ-ক্রীড়াকারিণী, আমি সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করি, আমি স্বর্গ ও মোক্ষ-দায়িনী, আমি নারায়ণী, আমি কলা-কাষ্ঠা-ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি কালরূপে জগতের পরিণাম প্রদান করি। আমি বিশ্ব-সংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী, আমি সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা, আমি শিবা, আমি শরণ্যা, আমি ত্রিনয়না, আমি গৌরবর্ণা, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-ও সংহারের শক্তিস্বরূপিণী, আমি সনাতনী, আমি ত্রিগুণের আধারভূতা নির্গুণা; অথচ ত্রিগুণময়ী, আমি শরণাগত, দীন ও আর্ত্তগণের সকল পাপনাশিনী, মুক্তিপ্রদায়িনী, আমি সকলের দুঃখনাশিনী, আমি ব্রহ্মাণী, আমি মহাবৃষভবাহিনী মহেশ্বরী, আমি কুমারী বৈষ্ণবী, আমি বরাহরূপিণী, আমি ঐন্দ্রী, আমি শিবদূতী, আমি ঘোররূপা, আমি চামুণ্ডা, আমি লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, নিত্যা, আমি শ্রদ্ধা, আমি পুষ্টি, আমি স্বধা, আমি ধ্রুবা, আমি মহারাত্রি, আমি মহামায়া, আমি মেধা, আমি সরস্বতী, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, আমি সাত্ত্বিক রাজসী তামসী শক্তি, আমি ঈশ্বরী, আমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বেশ্বরী, আমি সর্ব্বশক্তিময়ী দুর্জ্ঞেয়া, আমার স্বরূপ নির্ণয় করতে কেহ পারে না। আমি সকলের আশ্রয়দাত্রী, আমার শরণ গ্রহণ করলে সংসার পাশ ছিন্ন হয়।

আমি সব, আমি সব, আমি সব। আমি পরমব্রহ্ম,

আমি পরমানন্দ, আমি জ্ঞানরূপ, আমি পরম, আমি কেবল শান্তিরূপ, আমি কেবল পরম, আমি কেবল চিন্ময়, আমি নিত্য, আমি সত্য, আমি সনাতন, আমি শাশ্বত, আমি সত্ত্বরূপ, আমি চিদাকাশ, আমি কেবল তুর্য্য, আমি তুর্য্যাতীত, আমি চৈতন্যরূপ, যা দেখা যায়—সব আমি, যা দেখা যায় না—তা আমি, আমিই জগৎ, জগতের অণু-পরমাণুতে আমি আছি। আমি ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই। আমি, আমি, আমি।

মা, মা, মা! আমি, আমি, আমি, আমি।